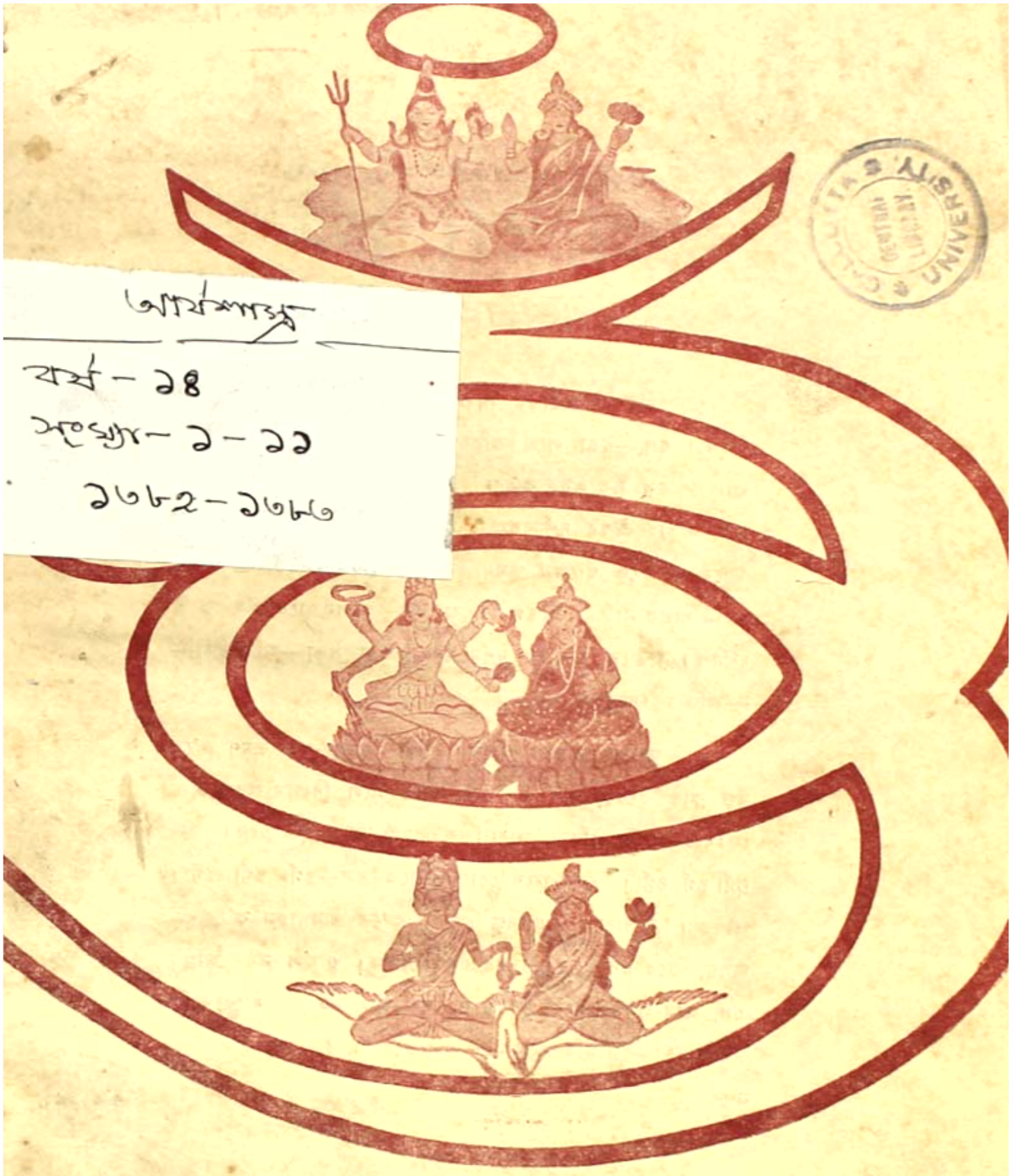

আর্যশাস্ত্র
বর্ষ - ১৪
সংখ্যা - ১ - ১১
১৩৮২ - ১৩৮৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

১। বহু জন্ম-জন্মান্তর সাধনার ফলে দেব-দুর্লভ মানবজন্ম পাওয়া যায়—ইহা লাভ করিয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রাণপণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ঈশ্বরদর্শন—কবির কল্পনা নহে। সত্য সত্যই ঈশ্বর দর্শন হয়। মরণপণ করিয়া ভক্ত যখন কাতর-ভাবে ডাকিতে থাকেন তখন তিনি দর্শনদান করেন—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। শ্রীভগবান্ আছেন—আপনভাবে ভজনকারী দর্শনার্থী ভক্তকে অদ্যাপি দর্শন দেন; ইহা সত্য—অতি সত্য—অতি মহাসত্য।

২। তাপিত-তৃষিত পথিক! দুর্গম সংসার-পথ ভ্রমণ ক'রে বড় ক্লান্ত হয়েছ, এস এস নাম-কল্পতরুমূলে বিশ্রাম করবে এস, তোমার আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক সমস্ত তাপ দূর হবে। বল দুর্গা দুর্গা দুর্গা। সুখে-দুঃখে রোগে-শোকে বল—দুর্গা দুর্গা দুর্গা! পথিক! সংসারকে সুধাসিন্ধু ভেবে তা'তে অবগাহন ক'রে মজ্‌ছ, ফিরে এস সুস্থির! ফিরে এস প্রিয়তম! ও জল নয়—অগ্নি! এস, নাম-অমৃতসাগরে ডুব দাও, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, তুমি কৃতার্থ হবে—তোমার জনম-মরণ আর হবে না, তুমি জীবন্মুক্ত হ'য়ে যাবে।

১৪শ বর্ষ, আষাঢ়মাস, ১৩৮২] [প্রথমসংখ্যা — রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস-শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্বর্দ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে

• •

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক বৃন্দ

শ্রীশ্যামাপদকর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

সহায়িকাত্রয়ী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়)

মূল-কার্য্যনির্ব্বাহক :—

ডাঃ শ্রীবিভেন্দ্রনাথ সে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ্.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহাবিদন মঠ, ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৪৮-১৭৪১)

সিটি অফিস :—৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৭৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

২। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৪৩-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা ফিরে দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

ঊর্দ্ধস্রোতস্ত যদা সত্ত্বমূর্দ্ধস্রোতো গতং ভবেৎ
অত্র তত্র তমো ঘোরং রজশ্চাত্রতরং তথা ॥ ৮
সত্ত্বং বৈকারিকী যোনিরিন্দ্রিয়াণাং প্রকাশিকা
ন হি সত্ত্বাৎ পরো ধর্মঃ কশ্চিদন্যো বিধীয়তে ॥ ৯
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্যগুণসংযুক্তা বাস্ত্যধস্তামসা জনাঃ ॥ ১০
তমঃ শূদ্রে রজঃ ক্ষত্রে ব্রাহ্মণে সত্ত্বমুত্তমম্
ইত্যেবং ত্রিষু বর্ণেষু বিবর্ত্তন্তে গুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ১১
মৃগাদাপি হি পুষ্টেষু সবিতাঃ সত্ত্বচারিণঃ
তমস্ত সত্ত্বং রজশ্চৈব পৃথক্ত্বে নানুষঙ্গতঃ ॥ ১২
পৃষ্টা স্বাবিত্যমুষ্ণত্বং কৃচরাণাং তথা ভবেৎ।
অন্যগাঃ পরিতপ্তোষ্ণরক্তমো দুঃখভাগিনঃ ॥ ১৩

আবিত্যাঃ সত্ত্বমুদ্রিক্তং কৃচরাস্তু তথা তমঃ।
পরিতাপোদ্ভবস্তাসাং রজসো গুণ উচ্যতে ॥ ১৪
প্রকাশ্যং সত্ত্বমাবিত্যাঃ সন্তাপো রজসো গুণঃ
উপপ্লবস্তু বিজ্ঞেয়স্তামসস্তত্র পঞ্চমঃ ॥ ১৫
এবং জ্যোতিঃষু সর্বেষু বিবর্ত্তন্তে গুণাস্ত্রয়ঃ
পর্য্যায়েণ চ বর্ত্তন্তে তত্র তত্র তথা তথা ॥ ১৬
স্থাবরেষু চ ভাবেষু তির্য্যগ্‌ভাবগতাস্তমঃ
রাজসাস্তু বিবর্ত্তন্তে স্রোতোভাবস্তু সাত্ত্বিকঃ ॥ ১৭
অরণ্যিষু তু বিজ্ঞেয়ং ত্রিধা রাত্রিবিধীয়তে
মাসার্দ্ধমাসবর্ষাণি ভবন্তি সত্ত্বহেতবঃ ॥ ১৮
ত্রিধা দায়াদি দীর্ঘেষু ত্রিধা বয়ঃ প্রবর্ত্ততে।
ত্রিধা লোকাস্ত্রিধা দেবাস্ত্রিধা বিদ্যাস্ত্রিধা গতিঃ ॥ ১৯

যথায় ঊর্দ্ধস্রোতা অর্থাৎ দেবযোনিতে সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধরূপে বিদ্যমান, সেখানেও অল্প তমোগুণ এবং অত্যল্প রজোগুণ থাকে বলিয়া জানিবেন। ৮

সত্ত্বগুণই ইন্দ্রিয়গণের প্রধান প্রকাশক (অন্য গুণত্রয় ইন্দ্রিয়গুলিতে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করে, প্রত্যুত সত্ত্ব তাহাদের বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে) তাই ইহাকে "বৈকারিক হেতু" (বৈকারিক অহঙ্কারসম্বন্ধীয় হেতু) বলা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে শ্রেষ্ঠতর দ্বিতীয় ধর্ম আর কিছু শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। ৯

সত্ত্বগুণে বিবিধযুক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্গাদিলোকে প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে, রজোগুণী ব্যক্তিরা মধ্যভাগে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মাইয়া থাকে; আর প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা প্রভৃতি হেয় গুণাধিক্য তামসিক ব্যক্তিরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়—নীচ-যোনিতে অথবা নরকাদিতে পতিত হয়। ১০

শূদ্রজাতিতে তমোগুণ, ক্ষত্রিয়ে রজোগুণ এবং ব্রাহ্মণজাতিতে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ—এইভাবে তিন বর্ণে প্রাপ্তক্ত অনুসারে তিনটি গুণ বিদ্যমান আছে। ১১

সর্ব্বদা একত্র বিদ্যমানতাহেতু এই গুণসমূহ দূর হইতেও সম্মিলিত দেখা যায়। তমঃ, সত্ত্ব এবং রজঃ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিতেছে, এইরূপ কখনও শুনা যায় নাই। ১২

সূর্য্যদেব উদিত হইতে দেখিয়া মৃগাচার (চৌর প্রভৃতি হিংসাত্মক) মনুষ্যগণ ভয় পাইয়া থাকে, পথচারী মানবেরা সন্তপ্ত হয় যেহেতু সূর্য্যকিরণের উত্তাপে তাহাদের কষ্ট হইয়া থাকে। ১৩

সেইরূপ সত্ত্বগুণ আধিক্যের হেতুতে তমোগুণপ্রধান দুরাচারিগণ ভীত এবং রজোগুণপ্রধান পক্ষিকুলের পরিত্রাণ হইয়া থাকে, এইরূপ কথিত হয়। ১৪

সূর্য্যের প্রকাশ হইল সত্ত্বগুণ, সন্তাপ রাজসিকগুণ এবং অন্ধকারময় দিনে যে উপদ্রব আসিয়া থাকে, তাহাই তামসগুণ বলিয়া জানিবেন। ১৫

এই প্রকারে সকল জ্যোতিষ্কে তিনটি গুণই নিজ নিজ স্বভাবানুসারে পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত ও তত্তৎ স্থানে বিলীন হইয়া থাকে। ১৬

অতিশয় নিষ্ক্রেতনাবস্থাহেতু স্থাবর প্রাণিগণে (যথা বৃক্ষলতাদি)-র মধ্যে তমোগুণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু পাতাদির সাহায্যে কালক্রমে তাহাদের মধ্যেই কটু, অম্ল, লবণাদি রসযুক্ত স্বাদ-স্বরূপ রাজসগুণ দেখা যায়। আবার তাহাদের স্রোতাংশে যাহা প্রভৃতির উদ্গীরণরূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ হেতু সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৭

[এই পৃথিবীতে, এমনকি স্বর্গেও তিনগুণ হইতে মুক্ত কোন প্রাকৃত পদার্থ নাই—এই শ্রীভোজির সমর্থনে বলিতেছেন—]

গুণত্রয়ের ভেদানুসারে এই জগতে তিন প্রকার দিন, তিন প্রকার রাত্রি, তিন প্রকার মাস, বর্ষ, ঋতু এবং সন্ধিকালও তিন প্রকার—শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ১৮

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকার দান (স্থান-পাত্রাদি বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠানকারীকে শাস্ত্রসম্মত দান সাত্ত্বিক, প্রত্যুপকারের আশায় কার্পণ্যপূর্ব্বক যদাকদাচিৎ দান রাজস, অশ্রদ্ধে

কৃতা তথা তবিষ্যন্তি যশ্চোর্দ্ধং তাংশ্চ বৈ বিদুঃ
প্রাণাপানাবুদানস্থাস্ত্রয় এব ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ১০
পর্য্যায়েণ প্রবর্ত্তন্তে তত্র তত্র তথা তথা
যৎ কিঞ্চিদিহ লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বমেতে ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ১১
ত্রয়ো গুণাঃ প্রবর্ত্তন্তে হ্যব্যক্তা নিত্যমেব তু।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণসর্গঃ সনাতনঃ ॥ ১২
ততো ব্যক্তং শিবং যাম ব্রহ্মা যোনিঃ সনাতনঃ
প্রকৃতির্বিকারঃ প্রকৃতঃ প্রধানং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১৩
অনুদ্রিক্তমনুদ্রা ব্যাপাকল্পমচলং ধ্রুবম্

সদসচ্চৈব তৎ সর্ব্বমব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতম্।
জ্ঞেয়ানি মাধবেত্যেবং নবৈবাব্যক্তচিহ্নতঃ ॥ ১৪
অব্যক্তনামানি গুণাশ্চ তত্ত্বতো
যো বেদ সর্ব্বাণি সতীশ্চ কেবলাঃ।
বিমুক্তদেহঃ প্রবিভাগতত্ত্ববিৎ
স মুচ্যতে সর্ব্বগুণৈর্নিরাময়ঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি গুরুশিষ্য-সংবাদে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

অবশ্যে আবশ্যিপূজক যান তামস) কহা যায়, তিন প্রকার যজ্ঞ (নিত্য, বিধিপূর্ব্বক, যজ্ঞঃ সমাপ্তিপর্য্যন্ত দক্ষিণা দিবার সঙ্কল্পে যজ্ঞ রাজস ; এবং বিধিহীন, অন্নোৎসর্গরহিত, দক্ষিণাবিহীন, বিশ্বাসরহিত যজ্ঞ তামস) প্রকটিত হয়, তিন প্রকার লোক (স্বর্গাদি সাত্ত্বিক, পৃথিবীর ভাগ রাজসিক এবং নরকাদি তামস), তিন প্রকার দেবতা (ব্রহ্মাদি সাত্ত্বিক, পিত্র্যাদি রাজস এবং প্রেতাদি তামস), তিন প্রকার বিদ্যা (বেদাদি সাত্ত্বিক, নৃত্যগীতাদি রাজস এবং আভিচারাদি তামস) এবং তিন প্রকারের গতি প্রচলিত আছে ॥ ১১

অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ, ঋক্-অর্থ-কাম, প্রাণ-অপান-উদান এই সকল ত্রয়ীই ত্রিগুণাত্মক ॥ ১২

ইহ জগতে যত কিছু বস্তু আছে সর্ব্বত্র পর্য্যায়ক্রমে এই তিনটি গুণ নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ১৩

অব্যক্ত স্বরূপে এই তিনটি গুণ নিত্যই সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি চিরকালের ॥ ১৪

অব্যক্তচিহ্নিত অন্যান্য নামসমূহের সঙ্গে প্রকৃতিকে তমঃ, ব্যক্ত, শিব, ব্রহ্ম, ব্রহ্মঃ, যোনি, সনাতন, প্রকৃতি, বিকার, প্রসব, প্রধান, প্রভব, অচল, অপ্যয় (প্রলয়), অনুদ্রিক্ত, অনুদ্র, অকল্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ, অব্যক্ত এবং ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জানা উচিত ॥ ১৩-১৪

অব্যক্তে (প্রকৃতি)-র এই সকল নাম এবং সত্ত্বাদিগুণ ও তাহাদের অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতিসমূহের কথা যে মানব যথাযথভাবে বিদিত হয়, সে গুণবিভাগের তত্ত্ব ভালভাবে জানিয়া দেহত্যাগের পর সকলগুণ হইতে মুক্ত হইয়া সংসার-ব্যাধি হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে গুরুশিষ্যসংবাদে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মতত্ত্বের নামবর্ণনম্, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের মহিমাকথনঞ্চ]

ব্রহ্মোবাচ

অব্যক্তাৎ পুরুষোৎপন্নো মহানাত্মা মহামতিঃ।
আদির্ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রথমঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ১

মহানাত্মা মতির্বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্য্যবান্।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈর্মহানাত্মা বিভাব্যতে।
তং জ্ঞানং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ প্রমোহং নাধিগচ্ছতি ॥ ৩

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মতত্ত্বের নাম বর্ণন এবং পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার মহিমা কথন।]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে মহর্ষিগণ! পূর্ব্বে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহান্ আত্মস্বরূপ মহাবুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা সকল গুণের আদি এবং প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয় ॥ ১

মহান্, আত্মা, মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বীর্য্যবান্, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি, ও স্মৃতি—এই সমস্ত শব্দাবলীর দ্বারা মহান্ আত্মাই পরিচিত হন সেই বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পুরুষ কখনও সংসারমোহের দ্বারা অভিভূত হন না ॥ ২-৩

সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ
সর্বতঃ শ্রুতিমাঁল্লোকে সর্বং ব্যাপ্য স তিষ্ঠতি । ৪
মহাপ্রভাবঃ পুরুষঃ সর্বস্য ভুবি নিশ্চিতঃ
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ । ৫
তত্র বুদ্ধিবিদো লোকাঃ সদ্ভাবনিয়তাশ্চ যে
ব্যাসিনো নিত্যযোগাশ্চ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ । ৬
জ্ঞানবন্তশ্চ যে কেচিদমূঢ়া ছিন্নসংশয়াঃ
প্রসন্নমনসো ধীরা নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ । ৭
বিমুক্তাঃ সর্ব এবৈতে মহত্ত্বমুপযান্ত্যুত ।
আত্মনো মহতো যেন যঃ পুমাংং গতিমুত্তমাম্ । ৮
অহঙ্কারাৎ প্রসূতানি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ
পৃথিবী চ হুতাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ । ৯
তেষু ভূতানি যুজ্যন্তে মহাভূতেষু পঞ্চসু ।
তে শব্দ-স্পর্শ-রূপেষু রস-গন্ধ-ক্রিয়াসু চ । ১০
মহাভূতবিনাশান্তে প্রলয়ে প্রত্যুপস্থিতে
সর্বপ্রাণভৃতাং ধীরা মহদুৎপদ্যতে ভয়ম্ । ১১
স ধীরঃ সর্বলোকেষু ন মোহমধিগচ্ছতি ।
বিষ্ণুরেবাদিসর্গেষু স্বয়ম্ভূর্ভবতি প্রভুঃ । ১২
এবং হি যো বেদ গুহাশয়ং প্রভুং
পরং পুরাণং পুরুষং বিশ্বরূপম্ ।
বিমুচ্যতে বুদ্ধিমতাং পরা গতি-
স বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি । ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যেকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ । ৪০

পরমাত্মার হস্ত পদ সর্বত্র বিস্তৃত, সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ এবং তিনি এইভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । ৪

এই মহান্ প্রভাবশালী পুরুষ সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি প্রভৃতি সিদ্ধি তাঁহার স্বরূপ। তিনি সকলের শাসনকর্তা, জ্যোতির্ময় এবং অবিনাশী । ৫

এই সংসারে যাঁহারা বুদ্ধিতত্ত্বজ্ঞ, সদাচারশীল, ব্যাপনশীল সতত যোগ আত্মবশবর্তী, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞান-বান্, নির্দোষ, অক্রোধী, প্রসন্নচিত্ত, অকৃতজ্ঞ, আসক্তিশূন্য বস্তুতে মমত্ব-বুদ্ধিরহিত, নিরহঙ্কার ও সজ্জন, তাঁহারা সকলেই সেই মহান্ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যিনি সর্বদেহে পরমাত্মার মহিমা জানেন, তিনি পুণ্যাত্মাদের উত্তম গতি প্রাপ্ত হন । ৬-৮

(মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং) অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল তেজ ও এই পাঁচটি (সূক্ষ্ম) মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে । ৯

প্রাণিগণ এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূতে এবং তাহাদের কার্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে সতত যুক্ত আছে । ১০

বৈশম্পায়নী ঋষিগণ ! মহাভূতসকল বিনষ্ট হইলে এবং প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সকল প্রাণিগণেরই অতিশয় ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধীর পুরুষ প্রলয়ের মোহপ্রাপ্ত হন না (তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইহা আর কিছুই নহে মহাভূতগণের স্ব স্ব উৎপত্তিস্থলে পুনর্বিলয়মাত্র ।) । ১১

আদিসর্গে সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণু স্বেচ্ছায় স্বয়ং উৎপন্ন হন। যিনি বুদ্ধিরূপী অধ্যাত্ম, সর্বভূতনিয়ন্তা, সনাতন, পরমপুরুষ বিশ্বরূপ, সুবর্ণবর্ণ এবং প্রাণিগণের জ্ঞেয় গতিস্বরূপ বিষ্ণুকে এই-রূপে অবগত হন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধিতত্ত্বের সীমাকে অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ আত্মস্বরূপে একীভূত হইয়া) অবস্থান করেন ।১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আরণ্যেকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরুশিষ্যসংবাদে চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অহঙ্কারস্যোৎপত্তেস্তৎস্বরূপস্য চ বর্ণনম্]

ব্রহ্মোবাচ

য উৎপন্নো মহান্ পূর্বমহঙ্কারঃ স উচ্যতে।
অহমিত্যেব সম্ভূতো দ্বিতীয়ঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ১
অহঙ্কারস্তু কৃতাদিবৈকারিক ইতি স্মৃতঃ
তেজসস্তেজনা ধাতুঃ প্রজাসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২
দেবানাং প্রভবো দেবো মনসশ্চ ত্রিলোককৃৎ
অহমিত্যেব তৎসর্বমভিমন্তা স উচ্যতে ॥ ৩
অধ্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তানাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
স্বাধ্যায়ক্রতুসিদ্ধানামেষ লোকঃ সনাতনঃ ॥ ৪
অহঙ্কারেণাহরতো গুণানিমান্
কৃতাদিরেষং সৃজতে ন কৃতকৃৎ
বৈকারিকঃ সর্গবিধিঃ বিচেষ্টতে
স্বতেজসা রঞ্জয়তে জগৎ তথা ॥ ৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যকে পর্বণি অনুশীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

একচত্বারিংশ অধ্যায়

[অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং তাহার স্বরূপবর্ণন।]

ব্রহ্মা বলিলেন — মহর্ষিগণ! পূর্বে যে মহান্ উৎপন্ন হইয়াছিল (অর্থাৎ কার্যাকারণের অভিন্নভাবেতু মহৎতত্ত্বের যে প্রথম পরিণাম আবির্ভূত হয়) তাহাই অহঙ্কার বলিয়া কথিত হয়। যখন সেই মহত্তত্ত্ব 'অহমস্মি' উদ্ভূত হয় অর্থাৎ "আমি" এই বোধের উৎপত্তি হয়, তখনই তাহাকে দ্বিতীয় সৃষ্টি বলা হয়। ১

এই অহঙ্কার (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে) বৈকারিক, তৈজস ও কৃতাদি নামে অভিহিত। ইহার আবার ভেদ- আছে। সমস্ত প্রজার সৃষ্টি ইহা হইতেই হয়, তাই ইহাকে প্রজাপতি বলা হয়। ২

ইহা দেবাদি ইন্দ্রিয়-রূপ দেবতার এবং মনের উৎপত্তিস্থল বলিয়া ইহাকে দেবতাস্বরূপ এবং ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্তা। "আমি" এইরূপ সর্বজনের প্রতিটি প্রত্যয়ের স্বরূপভূত বলিয়া ইহার নাম 'অভিমন্তা'। ৩

অধ্যাত্মজ্ঞানলাভে তৃপ্ত, আত্মচিন্তাপর, স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞে সিদ্ধ মুনিগণ এই সমষ্টি অহঙ্কারকে চিরস্থায়ী লোক প্রাপ্ত হন। ৪

ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারের দ্বারা সমাধি বিষয়ভোগে ইচ্ছুক জীবাত্মার জন্য আকাশাদিক্রম-সৃষ্টিকারী তামস অহঙ্কার এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে। 'বৈকারিক'নামধেয় অহঙ্কার ইন্দ্রিয়সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, 'তৈজস অহঙ্কার' পঞ্চ তন্মাত্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ সৃষ্টি করিয়া নিজ তেজঃপ্রভাবে সমস্ত জগৎ রঞ্জিত করে। ৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আরণ্যকপর্ব অনুশীতাপর্বে গুরুশিষ্য-সংবাদে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অহঙ্কারঃ পঞ্চভূতানামিন্দ্রিয়াণাং সৃষ্টিকথনম্, অব্যাপ্তাদিবৃত্তাদিবৈষম্যানাং বর্ণনম্, নিবৃত্তিমার্গস্যোপদেশশ্চ।]

ব্রহ্মোবাচ

অহঙ্কারাৎ প্রসূতানি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্। ১
তেষু ভূতানি মুহ্যন্তি মহাভূতেষু পঞ্চসু।
শব্দ-স্পর্শন-রূপেষু রস-গন্ধ ক্রিয়াসু চ। ২
মহাভূতবিনাশান্তে প্রলয়ে প্রত্যুপস্থিতে।
সর্বপ্রাণভৃতাং ধীরা মহদভ্যুদ্ভবে তদম্। ৩
যদ্ যদ্যদ্ভাবতে ভূত্বা তত্র তৎ প্রবিলীয়তে
লীয়ন্তে প্রতিলোমানি ভাবন্তে চোত্তরোত্তরম্। ৪
ততঃ প্রলীনে সর্বস্মিন্ ভূতে স্থাবর-জঙ্গমে।
বুদ্ধিরন্তস্তদা ধীরা ন লীয়ন্তে কদাচন। ৫
শব্দঃ স্পর্শস্তথারূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
ক্রিয়াঃ করণনিত্যাঃ স্যুর্নিত্যা যোনিসংজ্ঞিতাঃ। ৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি কথন, অব্যাপ্ত, অধিবৃত্ত ও অধিদৈবতের বর্ণনা এবং নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ]

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল এবং পঞ্চম তেজঃ—এই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইল। ১

এই পাঁচটী মহাভূতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধাত্মক সকল বিষয়ে নিখিল জীব মোহিত হইয়া আছে। ২

হে ধীর মুনিগণ! এরূপ প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে মহাভূতসকলের বিনাশের পর সকল জীবের প্রাণে সদ্ভাব উদিত উৎপন্ন হয়। ৩

যেই ভূত যাহা হইতে জন্মায়, সেই ভূত তাহাতেই প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হয়। অনুলোমপ্রভাবে ভূতগণ জন্মাইয়া থাকে এবং প্রতিলোমক্রমে তাহারা (স্ব-স্ব নিজ কারণে) লীন হয়। ৪

সকল স্থূল ভূতসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইলেও অমর-শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ যোগশক্তিবলে অমরত্বলাভী অচলমতি যোগিগণ কখনও বিনষ্ট হন না। ৫

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় প্রবলের ক্রিয়া, কারণরূপে অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে নিত্য, কিন্তু স্থূল অনিত্য। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতগঠিত দ্রব্যগুলি অনিত্য এবং "যোনি" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ৬

লোভ, তৎপ্রযোজিত কর্ম এবং তজ্জন্য জন্মের ফল এ তিন-টিই একটি বিষয় হইতে সমানে যে, ইহারা কেহই সত্ত্বাবান্ নহে, পরন্তু পাকভৌতিক বলিয়া চক্ষুরাদি সর্পবৎ অনীক। রক্তবীর্যাদির সম্বন্ধেতেজন্য শরীরের বাহ্য অবয়বমূহ একটি অন্তের সাহায্যে ধারণ করিয়া থাকে। এ ছ ইহারা হীন এবং ঘৃণিত (অর্থাৎ ঘৃণাকারক দূষিত এবং পরিচ্ছিন্ন)। ৭

এই পঞ্চবায়ু শরীরের ভিতর বিভক্ত অবস্থান করে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান যথা, মন ও বুদ্ধি এ-গুলির সহিত গণনা করিলে ইহাদের সংখ্যা আট হয়। এই আটটিকে লইয়াই এই জগৎ। ৮-৯

যাহার স্পর্শেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, জিহ্বা ও বায়ু সংযত, মন বিশুদ্ধ, বুদ্ধি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ ভ্রান্তিবর্জিতা, পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদি আটটি অগ্নি যাহার মনকে দগ্ধ করে না, তিনি সেই কল্যাণময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যে ব্রহ্ম হইতে বৃহত্তর আর কিছু নাই। ১০-১১

হে বিজগণ! অহঙ্কার হইতে যে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এখন তাহাদের কথা বিশেষভাবে বলিব। ১২

চর্ম, চক্ষু, শ্রবণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই পাঁচটী এবং চরণযুগল, পায়ু (গুহ্য ইন্দ্রিয়), উপস্থ, বক্তব্য এবং হাতদুটি লইয়া মনই

ইন্দ্রিয়গ্রাম ইতোঽয়ং মন একাদশং ভবেৎ
এতৎ গ্রামং ভবেৎ পূর্বং ততো ব্রহ্ম প্রকাশতে ॥ ১৪
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চাহুঃ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
শ্রোত্রাদীন্যপি পঞ্চাহুর্বুদ্ধিযুক্তানি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫
অধিদেবানি চান্যানি কথযুক্তানি যানি তু
উভয়ত্র মনো জ্ঞেয়ং বুদ্ধিস্তু যাবদী ভবেৎ ॥ ১৬
ইত্যুক্তানীন্দ্রিয়াণ্যেতান্যেকাদশ যথাক্রমম্।
মনান্তে কৃতবিভাগং বিদিত্বা তানি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সর্বং বিবিধমিন্দ্রিয়ম্
আকাশং প্রথমং কৃত্বা শ্রোত্রমধ্যাত্মমুচ্যতে ॥ ১৮
অধিভূতং তথা শব্দো দিশস্তত্রাধিদৈবতম্
দ্বিতীয়ং মারুতো কৃত্বা ত্বগধ্যাত্মং বিদুর্বুধা ॥ ১৯
স্পৃষ্টব্যমধিভূতঞ্চ বিদ্যাৎ তত্রাধিদৈবতম্।
তৃতীয়ং জ্যোতিরিত্যাহুশ্চক্ষুরধ্যাত্মমুচ্যতে ॥ ২০
অধিভূতং ভবো রূপং সূর্যস্তত্রাধিদৈবতম্
চতুর্থমাপো বিজ্ঞেয়ং জিহ্বা চাধ্যাত্মমুচ্যতে ॥ ২১
অধিভূতং রসস্তাত্র সোমস্তত্রাধিদৈবতম্
পৃথিবী পঞ্চমং কৃত্বা ঘ্রাণমধ্যাত্মমুচ্যতে ॥ ২২
অধিভূতং তথা গন্ধো বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্।
এষু পঞ্চসু কৃত্যেষু ত্রিষু বক্ষ্যে বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সর্বং বিবিধমিন্দ্রিয়ম্।
পাদাবধ্যাত্মমিত্যাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২৪
অধিভূতং বিসর্গশ্চ মিত্রস্তত্রাধিদৈবতম্
প্রজনঃ সর্বভূতানামুপস্থোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ॥ ২৫
অধিভূতং তথা শুক্রং দৈবতঞ্চ প্রজাপতিঃ।
হস্তাবধ্যাত্মমিত্যাহুরধ্যাত্মবিদুষো জনাঃ ॥ ২৬

ইন্দ্রিয়। এবং মন হইল ইহাদের একাদশ, এই ইন্দ্রিয়গণকে পূর্বে রচনা করিতে হয়, তাহার পরেই ব্রহ্মপ্রকাশিত হয়। ১৩-১৪

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রোত্র (অর্থাৎ শ্রবণশক্তি যাহা দৃশ্য বর্ণবর্গ নহে), জিহ্বা (অর্থাৎ রসগ্রহণ করণ, দৃশ্য জিহ্বাটি নহে এইরূপ সর্বত্র) ঘ্রাণ, চক্ষু ও স্পর্শ ইহাদের পাঁচটিকে কর্মযুক্ত বলিয়া কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয়ের সহিতই রহিয়াছে। আর সূক্ষ্মদর্শীরের যাবৎ উপাদান হইল বুদ্ধি। ১৫-১৬

এই প্রকারে যথাক্রমে একাদশটি ইন্দ্রিয় কথিত হইল। পণ্ডিতগণ এই তত্ত্বকে ভালভাবে জানিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। ১৭

অতঃপর ইন্দ্রিয়বিষয়ে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাদি বিবিধ বিষয় কীর্তন করিব, শ্রবণ—প্রথম মহাভূত হইল আকাশ। জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়) এবং শব্দ তাহার অধিভূত (বিষয়) এবং দিক্‌সকল তাহার অধিদৈব (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বলিয়া জানিবেন। ১৮½

দ্বিতীয় মহাভূত হইল বায়ু তাহার অধ্যাত্ম হইল ত্বক্, স্পৃশ্য বিষয়সমূহ তাহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ তাহার অধিদৈবতা এইরূপ প্রচারিত আছে। ১৯½

জ্যোতি বা তেজকে তৃতীয় মহাভূত বলা হয়, চক্ষু-রিন্দ্রিয় তাহার অধ্যাত্ম, রূপ তাহার অধিভূত এবং সূর্য তাহার অধিদৈবতা। ২০½

চতুর্থ মহাভূত জল বলিয়া জানিবেন, জিহ্বা তাহার অধ্যাত্ম, রস তাহার অধিভূত এবং চন্দ্র অধিদৈবতা। ২১½

পৃথিবী পঞ্চম মহাভূত, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা তাহার অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়, গন্ধ তাহার অধিভূত এবং বায়ু তাহার অধিদৈবতা। ২২½

এই পঞ্চভূতের মধ্যে এইরূপে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতের ভেদ বিহিত আছে। ২৩

অতঃপর বিবিধ কর্মেন্দ্রিয় বিষয়ে বলিব। ব্রহ্মবাদিগণ তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্ম বলিয়া থাকেন, অধিভূত হইল গমন, আর বিষ্ণু তাহার অধিদৈবতা বলিয়া অভিহিত হন। ২৪½

নিম্ন গতিসম্পন্ন অপান বায়ু এবং তদ্বারের অধ্যাত্ম, বলত্যাগ উহার অধিভূত এবং মিত্র উহার অধিদৈবতা বলিয়া কথিত আছে। ২৫½

সকল ভূতগণের উৎপত্তিকারক জননেন্দ্রিয়কে অধ্যাত্ম, শুক্রকে অধিভূত এবং প্রজাপতিকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হয়। ২৬½

অধ্যাত্মবিদ্যা-পারঙ্গত পণ্ডিতগণ করদ্বয়কে অধ্যাত্ম, তদ্গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে অধিভূত এবং ইন্দ্রকে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেব বলিয়া থাকেন। ২৭½

অধিভূতঞ্চ কর্ণানি শুক্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ।
বৈশ্বদেবী ততঃ পুষ্ণ্যা বাগব্যাপ্তিমিহোচ্যতে ॥ ২৮
মন্তব্যমধিভূতঞ্চ বহ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্ ।
অধ্যাত্মং মন ইত্যাহুঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মচারকম্ ॥ ২৯
অধিভূতঞ্চ সত্ত্বজ্ঞস্তত্রাধ্যাত্মাধিদৈবতম্
অহঙ্কারস্তথাধ্যাত্মং সর্বসংসারকারকম্ । ৩০
অভিমানোঽধিভূতঞ্চ রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ।
অধ্যাত্মা বুদ্ধিরিত্যাহুঃ বড়িন্দ্রিয়বিচারিণী । ৩১
অধিভূতং তু সত্ত্বাখ্যং ব্রহ্মা তত্রাধিদৈবতম্
ত্রীণি স্থানানি ভূতানাং চতুর্থং নোপপদ্যতে । ৩২
স্থলমাপদ্যতাহঙ্কারং জন্ম চাপি চতুর্বিধম্ ।
অণ্ডজোদ্ভিজ্জ-সংস্বেদ-জরায়ুজমথাপি চ ॥ ৩৩
চতুর্থো জন্ম ইত্যেতদ্ ভূতগ্রামস্য লক্ষ্যতে ।
অপরাধাদ্ ভূতানি খেচরাণি তথৈব চ ॥ ৩৪

অণ্ডজানি বিজানীতাৎ সর্বাংশ্চৈব সরীসৃপান্
খেচরাঃ কৃময়ঃ প্রোক্তা জন্তবশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩৫
জন্ম দ্বিতীয়মিত্যেতদ্ভক্ষ্যভক্ষ্যমুচ্যতে
ভিত্ত্বা তু পৃথিবীং যানি তাদৃশ্যে কালপর্যায়ে ॥ ৩৬
উদ্ভিজ্জানি চ তাদ্যাদ্যুর্ভূতানি দ্বিজসত্তমাঃ
দ্বিপাদ-বহুপাদানি তির্যগ্গতিকরীণি চ ॥ ৩৭
জরায়ুজানি ভূতানি বিকৃতানীহ সপ্তধা ।
বিবিধা খলু বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনী ॥ ৩৮
তপঃ কর্ম চ যৎ পুণ্যমিত্যেষ দ্বিবিধো নয়ঃ ।
বিবিধা কর্ম বিজ্ঞেয়মিজ্যা দানঞ্চ তদ্দ্বিধা ॥ ৩৯
জ্ঞাতব্যাধ্যয়নং পুণ্যমিতি বৃদ্ধানুশাসনম্ ।
একশ্চ যো বেত্তি বিধিমস্য যুক্তঃ স স্যাদ্ দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ৪০
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্য ইতি চৈব নিবোধত
যথাবদধ্যাত্মবিধিবেদ যঃ কীর্তিতো ময়া ॥ ৪১

সনাতনী বিদ্যমাতৃকা বাগ্‌দেবীকে অধ্যাত্ম, বক্তব্য বিষয়-সমূহকে অধিভূত এবং বহ্নিকে অধিদেবতা বলা হয় ॥ ২৮-২৯॥

সঙ্কল্পাদের ভিতরে থাকিয়া যে আত্মার চালনা করিয়া থাকে, সেই মনকে অধ্যাত্ম, সত্ত্বসমূহকে তাহার অধিভূত এবং ব্রহ্মা তাহার অধিদেবতা বলিয়া কথিত হন ॥ ৩০-৩১॥

এই সমস্ত সংসারের নির্মাণকার্য অহঙ্কার হইল অধ্যাত্ম, অভিমান তাহার অধিভূত এবং রুদ্র তদ্বিষয়ক অধিদেবতা ॥ ৩২॥

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত মনঃপ্রভৃতিষড়াত্মক মনের বিচারকারিণী (অতএব ষষ্ঠ, ইন্দ্রিয় বিচারশীলা) বুদ্ধিকে অধ্যাত্ম, তদ্দ্বারা নির্দেশযোগ্য বিষয়কে অধিভূত এবং ব্রহ্মাকে অধিদেবতা জ্ঞানিগণ বলেন ॥ ৩৩॥

ভূতসমূহের স্থল, সূক্ষ্ম ও অন্তরীক্ষ – এই তিনটিই স্থান আছে ইহার অতিরিক্ত চতুর্থ কোন স্থান নাই। তাহাদের জন্ম চারি প্রকারেই হইয়া থাকে। —অণ্ডজ (অর্থাৎ ডিম্ব হইতে) উদ্ভিজ্জ (অর্থাৎ মাটি ভেদ করিয়া), স্বেদজ (ঘর্মাদি হইতে) এবং জরায়ুজ (অর্থাৎ জরায়ু হইতে) এই চারিপ্রকারেই সকল জীবের জন্ম পরিলক্ষিত হয় ॥ ৩৪-৩৬॥

ইহা ব্যতিরেকে যত আকাশচারী (পক্ষী প্রভৃতি) এবং সকল সরীসৃপ (সর্পাদি) প্রাণী আছে, তাহাদের অণ্ডজ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৭॥

কৃমি-কীটসমূহকে স্বেদজ বলা হয়। পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে দ্বিতীয় প্রকারে ভক্ষ্য এই প্রাণীরা ভোজ্য বলিয়া কথিত ॥ ৩৮॥

যে সনাতনী চতুর্বাগ্‌বিধি পৃথিবী ভেদ করিয়া যে সকল প্রাণী কালক্রমে (বীজ অঙ্কুরিত হইলে পর) জন্মাইয়া থাকে (বৃক্ষাদি), সেই সকল ভূতসমূহকে উদ্ভিজ্জ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৯॥

যে সাধুশ্রেষ্ঠগণ অবশিষ্ট দ্বিপদ (মনুষ্যাদি) তথা বহুপদ (কীটাদি) এবং চতুষ্পদ ও বিকৃতাকার প্রাণিসমূহকে জরায়ুজ বলিয়া জানিবেন ॥ ৪০॥

বিদ্বান্‌গণের দ্বারা এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ লাভের দুইটি কারণ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে – একটি হইল তপস্যা এবং অপরটি হইল সৎকর্মের অনুষ্ঠান ॥ ৪১॥

সৎকর্ম নানাপ্রকার জানিবেন—তাহাদের মধ্যে পূজার্চনা, দান, যজ্ঞ হবন এবং দ্বিজাতিগণ হইতে যথাবিধি সংস্কারাদি বেদাধ্যয়ন বিশেষ পুণ্যকারক বলিয়া অভিজ্ঞ প্রাচীনগণ উপদেশ করিয়া থাকেন ॥ ৪২॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যে মানব এই সকল বিষয় যথাশাস্ত্র অবগত হন, তিনি যোগযুক্ত হইয়া সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যান— ইহা আপনারা জানিবেন ॥ ৪৩॥

হে ঋষিগণ! আপনাদের নিকট যথায়-তথ্যে এই অধ্যাত্ম-বিধি আমি কীর্তন করিলাম ; এই বিষয়ের জ্ঞানলাভ কেবল জ্ঞান-বানগণেরই সুলভ হয় ॥ ৪৪॥

জ্ঞানমস্য হি দগ্ধাঃ প্রাপ্তুং জ্ঞানবতামিব।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মনসা সম্প্রধারয়েৎ ॥ ৪২
ক্ষীণে মনসি সর্বস্মিন্ ন জন্মদুঃখমিষ্যতে
জ্ঞানসম্পন্নসত্ত্বানাং তৎ সুখং বিদুষাং মতম্ ॥ ৪৩
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সূক্ষ্মভাবকরীং শিবাম্
নিবৃত্তিং সর্বভূতেষু মৃদুনা দারুণেন চ ॥ ৪৪
গুণাগুণমনাসঙ্গমেকচর্যামনন্তরম্
এতদ্ ব্রহ্মময়ং বৃত্তমাহুরেকপদং সুখম্ ॥ ৪৫
বিদ্বান্ কূর্ম ইবাঙ্গানি কামান্ সংহৃত্য সর্বশঃ।
বিরজাঃ সর্বতো মুক্তো যো নরঃ স সুখী সদা ॥ ৪৬
কামানাত্মনি সংযম্য ক্ষীণস্তৃষ্ণঃ সমাহিতঃ।
সর্বভূতসুপ্রসন্নাত্মা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৪৭

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সর্বেষাং বিষয়ৈষিণাম্
মুনের্জিতপরত্যাগাদ্যথাত্মাত্মনি তিষ্ঠতে ॥ ৪৮
যথাগ্নিরিন্ধনৈরিদ্ধো মহাজ্যোতিঃ প্রকাশতে।
তথেন্দ্রিয়নিরোধেন মহানাত্মা প্রকাশতে ॥ ৪৯
যদা পঞ্চত্বমাপন্নানি প্রলয়াত্মাহ্যহস্ত্যয়ে হৃদি।
স্বয়ংজ্যোতিস্তদা সূক্ষ্মং সূক্ষ্মাৎ প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৫০
অগ্নী রূপং পয়ঃ শ্রোত্রে বায়ুঃ স্পর্শনদেষু চ।
মহী পঞ্চবয়ঃ ঘোরমাকাশশ্রবণং তথা ॥ ৫১
ভোগ-শোকসমাবিষ্টং পঞ্চস্রোতঃসমাবৃতম্।
পঞ্চকৃত্তসমাযুক্তং নবদ্বারং দ্বিদৈবতম্ ॥ ৫২
রজস্তমসমাযুক্তং ত্রিগুণঞ্চ ত্রিধাতুকম্।
সংসর্গাভিরতং মূঢ়ং শরীরমিতি ধারণা ॥ ৫৩
দুশ্চরং সর্বলোকেঽস্মিন্ সত্ত্বং প্রতি সমাশ্রিতম্।
এতদেব হি লোকেঽস্মিন্ কালচক্রং প্রবর্ততে ॥ ৫৪

ইন্দ্রিয়সকল, তাহাদের নিজ নিজ বিষয় এবং পঞ্চমহাভূত এই সকল কিছুই মনের দ্বারা উত্তমরূপে অনুসন্ধানপূর্বক বিচার করিয়া জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবেন ॥ ৪২

এইরূপ অভ্যাস দ্বারা মন ক্ষীণ হইয়া গেলে পর সকল বস্তুই নিঃসার বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং তখন এই অনিত্য সংসারে জন্মলাভের দ্বারা দুঃখ সুখের জন্য ইচ্ছা জাগে না। বিদ্বান্‌গণ মনে করেন যে, চিত্ত জ্ঞানযুক্ত হইলে পর সেই জ্ঞানেই যোগী পরমানন্দ অনুভব করেন ॥ ৪৩

হে জ্ঞানযুক্ত! অতঃপর আমি সেই পরমশান্তিদায়িনী সূক্ষ্ম-ভাবজ্যোতিরূপা নিবৃত্তির কথা বলিব যাহা মৃদু অথবা তীব্র কোন না কোন ভাবে সকল জীবের মধ্যেই বিদ্যমান ॥ ৪৪

বিজ্ঞগণ যাহা গুণ দ্বারা স্পৃষ্ট নির্গুণবৎ, নিঃসঙ্গ (আমি কর্তা ও ইহা আমার অর্জিত —এরূপ অভিমান-শূন্য), একাকীভাব-পরায়ণ এবং সকল প্রকার ভেদরহিত তাহাকেই ব্রহ্মময় আচরণ বলেন। এই সুখকে পরমসুখের আধার বলিয়া তাঁহারা মনে করেন ॥ ৪৫

যে যা-ই "আমি দেহ নহি, চিদাত্মা" এই বিদ্যাযুক্ত, ইন্দ্রিয়গণ যাহার, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কূর্ম যেরূপ সকল অঙ্গ-গুলিকে সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগেচ্ছাকে সঙ্কুচিত করে, সেই মানব সর্বদা পরমানন্দের অনুভব করিতে পারে ॥ ৪৬

কামসকলকে নিজের মধ্যে সংযত করিয়া, তৃষ্ণামুক্ত ও সমাধি-যুক্ত হইয়া সর্বভূতের প্রতি "ইনিই সেই পরম ব্রহ্ম" এই বোধে মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠা করত ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হন ॥ ৪৭

বিষয়ান্বেষী ইন্দ্রিয়সকলের নিরোধের দ্বারা এবং অনাসক্ত-ভাবের দ্বারা স্থিতধী পুরুষের অধ্যাত্মজ্ঞান-রূপ অগ্নি যেন সমিধাহুতিপ্রাপ্ত হইয়া বর্ধিত হয় ॥ ৪৮

যেইরূপ ইন্ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ হইলে পর অগ্নি প্রবলতর জ্যোতি প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-নিরোধের দ্বারা মহান্ আত্মার জ্যোতি স্ফুটতর রূপে প্রকাশিত হয় ॥ ৪৯

সর্বদা প্রলয় অন্তঃকরণযুক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ সকল বস্তুকে আপন হৃদয়ে অবস্থিত আত্মার সহিত অধ্যাত্মবোধে দেখিতে পান, তখন আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সেই শ্রেষ্ঠতম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫০

অগ্নি যাহার রূপ, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার শ্রোত্র, বায়ু যাহার স্পর্শ, ধরণী যাহার মধ্যে অগ্নি-বায়ু-আদি কঠিন দ্রব্যের রূপে সংস্থিত, আকাশ যাহার কর্ণ, ভোগ-শোকাদির দ্বারা যাহা চতুর্দিকে সমাবিষ্ট, পঞ্চেন্দ্রিয়ে পাঁচটি স্রোতের দ্বারা সমাবৃত, পঞ্চভূতনির্মিত দুইটি কর্ণ, দুইটি চক্ষু, দুইটি নাসারন্ধ্র, মুখ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার,এই নবদ্বার যুক্ত, জীব এবং পরমেশ্বর এই দুই দেবতাধিষ্ঠিত ভোগোপযোগী অনৃত (নাশবান), ত্রিগুণ পূর্ণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহ-সমাযুক্ত বাত-পিত্ত-কফ এই তিনটি ধাতুনির্মিত, অন্যাদির সহিত সংসর্গরত এবং যাহা অচেতন, তাহাকেই শরীররূপে ধারণা করা উচিত ॥ ৫১-৫৩

ব্যাধিপ্রকৃতিঃ আশঙ্কায় যাহার পক্ষে সর্বলোকে ভ্রমণ করা দুষ্কর এবং যাহা মৃত্যুর আশ্রিত, সেই বস্তুই সংসারে কালচক্র বলিয়া খ্যাত ॥ ৫৪

এতস্মাদ্দর্শনং ঘোরমপারং মোহসংজ্ঞিতম্
বিক্ষিপেৎ সংক্ষিপেচ্চৈব যোগবেৎ সাধয়ং জগৎ ॥ ৫৫
কামং ক্রোধং ভয়ং লোভমতিদ্রোহমমানৃতম্
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সদা ত্যজতি দুস্ত্যজান্ ॥ ৫৬
ষড়ৈতে বিধিতা লোকে ত্রিগুণাঃ পঞ্চধাতবঃ
যোগ্নি তস্য পরং স্থানমনন্ত্যমথ গচ্ছতে ॥ ৫৭
পঞ্চেন্দ্রিয়মহাকূলাং মনোবেগমহোদকাম্
নদীং মোহদৃঢ়াং তীর্ত্বা কাম-ক্রোধাবুভৌ জহেৎ ॥ ৫৮
স সর্বদোষনির্মুক্তস্ততঃ পশ্যতি তৎপরম্।
মনো মনসি সন্ধায় পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৫৯
সর্ববিৎ সর্বভূতেষু বিদত্যাত্মানমাত্মনি।
একধা বহুধা চৈব বিকুর্বাণস্ততস্ততঃ ॥ ৬০

এবং পশ্যতি রূপাণি দীপাদ্ দীপশতং যথা
স বৈ বিষ্ণুশ্চ মিত্রশ্চ ব্রহ্মণোঽগ্নিঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬১
স হি ধাতা বিধাতা চ স প্রভুঃ সর্বতোমুখঃ
হৃদয়ং সর্বভূতানাং মহানাত্মা প্রকাশতে ॥ ৬২
তং বিপ্রসঙ্ঘাস্ত সুরাসুরাস্ত
যক্ষাঃ পিশাচাঃ পিতরো বয়াংসি।
রক্ষোগণা ভূতগণাস্ত সর্বে
মহর্ষয়শ্চৈব সদা স্তবন্তি ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি শুকপিতৃসংবাদে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

এই ঘানচক্র এক ভীষণ দুস্পার যজ্ঞসূত্র, যাহার নাম "মোহ"। ইহাই দেবতাগণের সহিত সমস্ত জগতের সংবন্ধন এবং বিস্তার করিয়া থাকে এবং সকলকে ভোগাইয়া থাকে ॥ ৫৫

যিনি কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, কৃতঘ্নতা এবং মিথ্যাচার এই সকল দুস্পরিহার্য গুণকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহদ্বারে ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং এইভাবে ইহলোকে সত্ত্ব রজঃ তম তিনটি গুণ এবং পঞ্চভূতাত্মক দেহের অতিমানকে জয় করিয়া থাকেন, তিনি চিরকালের অনন্ত পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬-৫৭

পঞ্চেন্দ্রিয়-রূপ ভয়ঙ্কর ভীষণ কূলবিশিষ্ট, মনোবেগ স্রোতঃসমূহ বিশাল জলরাশিযুক্ত এবং মোহরূপমূল সর্বাকীর্ণ ভয়ঙ্কর দেহ-নদী পার হইয়া যিনি কাম ও ক্রোধ এই উভয়কেই জয় করিয়াছেন, তিনি সর্বদোষমুক্ত হইয়া অতঃপর সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন ॥ ৫৮-৫৯

মনকে হৃদয়রূপে স্থাপিত করিয়া, আত্মাকে যাহা দ্বারা আত্মাতেই স্থাপিত করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা সর্বজ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষ সর্বভূতে এবং নিজ অন্তঃকরণে (উভয়ত্রই) আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৫৯-৬০

একরূপে—অর্থাৎ স্থূল পদার্থের (জীবাত্মস্বরূপের) জ্ঞান হইলে পর বহুরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপে এক নিত্যসত্য সেই পরমাত্মার উপলব্ধি হয় তাহারই জন্য যেরূপ একটি প্রদীপ জ্বালিলে পর তাহা হইতে শত শত দীপ জ্বালাইয়া লওয়া যায় ॥ ৬০॥

সেই আত্মাই বিষ্ণু, তিনিই মিত্র, ব্রহ্মা, অগ্নি ও প্রজাপতি, তিনিই ধাতা, বিধাতা, সকলের অধীশ্বর এবং সর্বব্যাপী; সকল প্রাণীর হৃদয় এবং মহানুরূপে অর্থাৎ পরমাত্মরূপে প্রকাশিত ॥ ৬১-৬২

তাঁহাকেই সকল ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ, পিশাচগণ, পিতৃগণ, পক্ষিগণ, রাক্ষসগণ, অন্যান্য সকল ভূতগণ এবং মহর্ষিগণ সদা-সর্বদা স্তুতি করিয়া থাকেন ॥ ৬৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আরণ্যকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে শুকপিতৃসংবাদে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[চরাচর-প্রাণিনামধিপতীনাম্, ধর্ম্মাদীনাং লক্ষণানাম্ বিদ্যাসমুদ্ভূতিকারকসাধনানাঞ্চ বর্ণনং তথা ক্ষেত্রজস্য বিলক্ষণত্বাকথনম্]

ব্রহ্মোবাচ।

মনুষ্যাণাং তু রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ো মধ্যমো গুণঃ
কৃষ্ণরো বাহনানাঞ্চ সিংহশ্চারণ্যবাসিনাম্ ॥১

অবিঃ পশূনাং সর্বেষামহিস্তু বিলবাসিনাম্
গবাং সোমৃষভশ্চৈব স্ত্রীণাং পুরুষ এব চ ॥ ২

ভদ্রোদো জপুযুক্ষশ্চ পিপ্পলঃ শাল্মলিস্তথা
শিংশপা ক্ষেমশৃঙ্গশ্চ তথা কীচকবেণবঃ ॥ ৩

এতে দ্রুমাণাং রাজানো লোকেঽস্মিন্ নাত্র সংশয়ঃ
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ মহেন্দ্রো বিন্ধ্যত্রিকূটবান্ ॥ ৪

শ্বেতো নীলশ্চ ভাসশ্চ কোষ্ঠবাংশ্চৈব পর্বতঃ
গুরুশ্চন্দ্রো মহেন্দ্রশ্চ মাল্যবান্ পর্বতস্তথা ॥ ৫

এতে পর্বতরাজানো গণানাং মরুতস্তথা।
সূর্য্যো গ্রহাণামধিপো নক্ষত্রাণাঞ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ৬

যমঃ পিতৃগণাধিপঃ সরিতামথ সাগরঃ।
অন্তসাং বরুণো রাজা মরুতামিন্দ্র উচ্যতে ॥ ৭

অর্কোঽধিপতিরুক্ষাণাং জ্যোতিষামিন্দুরুচ্যতে।
অগ্নির্ভূতপতিনিত্যং ব্রাহ্মণানাং বৃহস্পতিঃ ॥ ৮

ওষধীনাং পতিঃ সোমো বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ।
ষষ্ঠীবিরাজো রূপাণাং পশূনামীশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৯

দীক্ষিতানাং তথা যজ্ঞো দৈত্যানাং সবধা তথা।
দিশামুদীচী বিপ্রাণাং সোমো রাজা প্রতাপবান্ ॥১০

দ্রুমেষু সর্বস্থানাং দেবতানাং পুরন্দরঃ।
এষ ভূতাধিপঃ সর্গঃ প্রজানাঞ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ১১

সর্বেষামেব ভূতানামহং ব্রহ্মময়ো মহান্।
ভূতং পরতরং মত্তো বিদ্যতে নাপি ন বিদ্যতে ॥ ১২

রাজাধিরাজঃ সর্বেষাং বিষ্ণুর্জ্ঞময়ো মহান্
ঈশ্বরস্ত বিজানীহি কর্তারমকৃতং হরিম্ ॥ ১৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[চরাচর প্রাণিগণের অধিপতিগণ ধর্ম্মাদির লক্ষণসমূহ ও বিদ্যাসমুদ্ভূতিকারক সাধনসমূহের বর্ণন এবং ক্ষেত্রজের বিলক্ষণত্বাকথন।]

ব্রহ্মা বলিলেন—"হে নারদ! মনুষ্যগণের রাজা (অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে অধিকবিভূতিসম্পন্ন) হইল রজোগুণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়, বাহ-সমূহের রাজা হস্তী এবং বনচর প্রাণিগণের রাজা সিংহ। ১

সকল গ্রাম্য পশুসমূহের রাজা: মেষ, স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল ইন্দ্র, গো-জাতির মধ্যে রাজা বৃষ এবং স্ত্রীগণের রাজা (প্রভু) হইল পুরুষ। ২

বট, ডুমুর, অশ্বত্থ, পিপুল, শিংশপা, ক্ষেমশৃঙ্গ (বৃক্ষবিশেষ) এবং কীচক (বাঁশবিশেষ) সকলেরই রাজা। বীণা—এই সকল বৃক্ষ হইল এই সংসারে বৃক্ষসকলের রাজা—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৩-৪

হিমালয়, পারিযাত্র, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান্ পর্বত, গুরুচন্দ্র, মহেন্দ্র এবং মাল্যবান্ পর্বত—ইহারা পর্বতকুলের অধিপতি। গণসমূহের মধ্যে মরুদ্গণ, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমাকে রাজতুল্য বলিয়া জানিবেন। ৫-৬

পিতৃগণের অধীশ্বর যম, জলাশয়সমূহের রাজা সমুদ্র, জলের অধিপতি বরুণ এবং ইন্দ্র মরুদ্গণের প্রভু বলিয়া কীর্তিত হন। ৭

উল্কাপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অধি-ভূ সূর্য্য, তারাগণের রাজা চন্দ্র, বৃক্ষগণের অধিপতি অগ্নি এবং বৃহস্পতি ব্রাহ্মণগণের অধিপতি বলিয়া সর্বদা কথিত হন। ৮

ওষধিগণের প্রভু চন্দ্র, বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, রূপ-সমূহের অধীশ্বর ষষ্ঠী (প্রজাপতি) এবং পশুগণের পতি শিবদেব। ৯

দীক্ষিত ব্রতীদের অধিপতি যেমন যজ্ঞ, সেইরূপ দেবগণের ইন্দ্রই অধিপতি। দিক্‌সমূহের মধ্যে উত্তর দিক্ এবং ব্রাহ্মণগণের রাজা প্রতাপশালী সোম। ১০

সকল বৃক্ষনিকরের স্বামী সুরেশ, সকল দেবতাগণের প্রভু ইন্দ্র, প্রজাগণের প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা—এইরূপে ভূতগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের নিয়ম বিহিত হইল। ১১

ব্রহ্মময় অথবা (ভগোময়) আমিই সকল প্রাণিগণের মহান্ অধীশ্বর। আমার অথবা বিষ্ণুর অপেক্ষা মহত্তর কোনও বিভূতি প্রাণী থাকিতে পারে না। ১২

সকল বিষ্ণুর রাজগণেরও রাজা হইলেন ব্রহ্মময় মহাবিষ্ণু। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিবেন। এই শ্রীহরি সকলের কর্তা, নিজে কাহারও দ্বারা কৃত নহেন। ১৩

নর-কিন্নর-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
দেব-দানব-নাগানাং সর্বেষামীশ্বরো হি সঃ ॥ ১৩
তমদেবাসুরাস্তানাং সর্বাসাং বামলোচনা ।
যাদেষ্বরী মহাদেবী প্রোচ্যতে পার্বতী হি সা ॥ ১৪
উমাং দেবীং বিজানীহি নারীণামুত্তমাং শুভাম্
যতীনাং ধর্মযুক্তানাং স্ত্রীণামন্তরসংস্থিতা ॥ ১৫
ধর্মকামাস্তু রাজানো ব্রাহ্মণা ধর্মসেতবঃ
তস্মাদ্ রাজা দ্বিজাতীনাং প্রযতেত স্ব রক্ষণে ॥ ১৭
রাজ্ঞাং হি বিষয়ে যেষাং সাধবঃ পরিরক্ষিতাঃ
ইহৈবাস্তে স্বগুণৈঃ সর্বৈঃ প্রেত্য চোত্তমগামিনঃ ॥ ১৮
রাজ্ঞাং হি বিষয়ে যেষাং সাধবঃ পরিরক্ষিতাঃ
তেঽস্মিঁল্লোকে প্রমোদন্তে সুখং প্রেত্য চ ভুঞ্জতে ॥ ১৯
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মান ইতি বিত্ত বিজর্ষভাঃ

অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি নিয়তা ধর্মলক্ষণম্ ॥ ২০
অহিংসা পরমো ধর্মো হিংসা চাধর্মলক্ষণা
প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্মলক্ষণাঃ ॥ ২১
লঙ্ঘলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ ।
জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাপশ্চ রসলক্ষণাঃ ॥ ২২
ধারিণী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা ।
শব্দযোজনসংস্থানা তাসাং তু শব্দলক্ষণা ॥ ২৩
মনসো লক্ষণং চিন্তা চিন্তোক্তা বুদ্ধিলক্ষণা ।
মনসা চিন্তিতানর্থান্ বুদ্ধ্যা বেদ্ধ ব্যবস্যতি ॥ ২৪
বুদ্ধির্হি ব্যবসায়েন লক্ষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
লক্ষণং মনসো ধ্যানমধ্যক্ষং সাধুলক্ষণম্ ॥ ২৫
প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্ ।
তস্মাজ্ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্ ॥ ২৬

মানব, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, দেবতা, দৈত্য এবং নাগ—সকল জীবের অধীশ্বর হইলেন সেই মহাবিষ্ণু ॥ ১৩

বাসুদেব পুরুষগণকর্তৃক সর্বদা অনুসৃতা সুন্দরী রমণীগণের মধ্যে যাহাকে দেখা যায় সুন্দরনয়নযুক্তা এবং তিনিই মহাদেবী বা পার্বতী বলিয়া খ্যাতা হন ॥ ১৪

সেই উমাদেবীকে সকল নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং মঙ্গলময়ী বলিয়া জানুন। যমনিয়মযুক্তা যতিনীগণের মধ্যে ঐ মাতা বলিয়াই বিদ্যাবিভূষিতা অন্তরাত্মাই প্রধান ॥ ১৬

নৃপতিগণ ধর্মাচরণে উৎসুক এবং ব্রাহ্মণগণ ধর্মরক্ষক-সেতুস্বরূপ। তাই রাজার উচিত সর্বদা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা ॥ ১৭

যে নৃপতিগণের রাজ্যে সাধুগণ ক্ষেম পাইয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে স্বধর্মোচিত সকল গুণযুক্ত এবং পরলোকে শ্রেষ্ঠগতি-প্রাপ্ত হন ॥ ১৮

(আর) যে সকল রাজার রাজ্যে সাধুগণ সযত্নে রক্ষিত হন, তাঁহারা ইহলোকে আনন্দের সহিত বিরাজ করেন এবং পরলোকে নিত্য সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। মহাত্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এইরূপ জানিয়া বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন ॥১৯॥

অতঃপর আমি সকলের নিয়তধর্মের (স্বভাবের) লক্ষণসমূহ বর্ণনা করিব ॥ ২০

অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্মের লক্ষণ, হিংসা অধর্মের লক্ষণ, প্রকাশ (জ্যোতিঃ) দেবতাদিগের লক্ষণ এবং যজ্ঞাদি কর্ম মনুষ্যের লক্ষণ ॥ ২১

আকাশের লক্ষণ শব্দ, বায়ুর লক্ষণ স্পর্শ, তেজের লক্ষণ রূপ এবং জলের লক্ষণ হইল রস ॥ ২২

সর্বভূতের ধারণকারিণী পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধ, শব্দ-যোজনাদির গুণিসংযুক্ত বায়ুর লক্ষণ শব্দ ॥ ২৩

চিন্তা হইল মনের লক্ষণ এবং নিশ্চয় হইল বুদ্ধির লক্ষণ, যেহেতু মানবগণ মনের দ্বারা পূর্বে চিন্তিত (বিকল্পিত) বিষয়-সমূহের পরে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত করে ॥ ২৪

বুদ্ধি যে আছে, তাহা নিশ্চয়-ক্রিয়ার দ্বারাই অনুমিত হয় (অর্থাৎ মনের দ্বারা চিন্তিত "ইহা কি শুক্ত না পুরুষ" এইরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে "না, ইহা পুরুষই বটে" এইরূপ নিশ্চয় করে যে বুদ্ধি)—ইহাতে সন্দেহ নাই। মনের লক্ষণ ধ্যান, আর সাধু-পুরুষের লক্ষণ বাহির হইতে ব্যক্ত হয় না অর্থাৎ তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ॥ ২৫

যোগের লক্ষণ হইল (নিষ্কামভাবে কর্মে) প্রবৃত্তি, আর সন্ন্যাসের লক্ষণ হইল জ্ঞান। এইজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষ এই বিষয়ে জ্ঞানকে আগে অবলম্বন করিয়া তবে সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন (যোগবলতঃ অজ্ঞানপূর্বক কর্মত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে।) ॥ ২৬

সন্ন্যাসী জ্ঞানসংযুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ।
অতীতো দ্বন্দ্বমোক্ষেতি তমোমুক্তাস্তরাত্মিগঃ ॥ ১৭
বর্ণলক্ষণসংযুক্তমুক্তা যো বিধিবন্ময়া
গুণানাং গ্রহণং সম্যগ্ বক্ষ্যামাহমতঃ পরম্ ॥ ১৮
পার্থিবো যস্তু গন্ধো বৈ ঘ্রাণেন হি স গৃহ্যতে ।
ঘ্রাণস্থশ্চ তথা বায়ুর্গন্ধজ্ঞানে বিধীয়তে ॥ ১৯
অপ্যঃ ধাতু রসো নিত্যঃ জিহ্বয়া স তু গৃহ্যতে ।
জিহ্বাস্থশ্চ তথা সোমো রসজ্ঞানে বিধীয়তে ॥ ৫০
জ্যোতিষশ্চ গুণো রূপং চক্ষুষা তচ্চ গৃহ্যতে
চক্ষুঃস্থশ্চ সদাঽঽদিত্যো রূপজ্ঞানে বিধীয়তে ॥৫১
বায়ব্যস্তু সদা স্পর্শস্ত্বচা গ্রাহ্যতে চ সঃ ।
ত্বক্স্থশ্চৈব সদা বায়ুঃ স্পর্শনে চ বিধীয়তে ॥ ৫২
আকাশস্য গুণো জ্ঞেয় শ্রোত্রেণ চ স গৃহ্যতে ।
শ্রোত্রস্থাশ্চ দিশঃ সর্বাঃ শব্দজ্ঞানে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫৩

সকল অন্তরায়, মৃত্যু বা জরাব্যবকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-অপবর্গাদির যশ লাভ হইয়া জ্ঞানসংযুক্ত সন্ন্যাসী পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭

হে মহর্ষিগণ ! এই আমি আপনাদিগের নিকট লক্ষণসংযুক্ত বিবিধ বর্ণনা করিয়া যথাবিধি বর্ণন করিলাম এইবারে কোন্ ইন্দ্রিয় কোন্ কোন্ গুণ যথাযথভাবে ভোগ করে, তাহা বলিব ॥৪৮

পৃথিবীর গুণ যে "গন্ধ", তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। নাসারন্ধ্রস্থ বায়ু গন্ধের জ্ঞান উৎপাদনে সহায়তা করে ॥ ৪৯

জলের স্বাভাবিক গুণ রস এবং তাহা জিহ্বা দ্বারা গৃহীত হয়। জিহ্বাস্থিত চন্দ্র সেই রসাস্বাদনে সহায়তা করিয়া থাকেন ॥ ৫০

তেজের গুণ রূপ, তাহা চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয়। চক্ষুস্থিত সূর্য্য দেবতা সর্বদা রূপগ্রহণে সহায়তা করেন ॥ ৫১

বায়ুর গুণ হইল স্পর্শ এবং তাহা সর্বদেহ ত্বকের দ্বারা উপলব্ধ হয়। ত্বকের মধ্যে যে পবনদেব আছেন, তিনি স্পর্শ অনুভব করিতে সহায়ক হন ॥ ৫২

আকাশের গুণ শব্দ এবং তাহা শ্রোত্রের দ্বারা গৃহীত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়তে অবস্থিত দিক্‌সকল শব্দজ্ঞানে সহায়ক বলিয়া কীর্তিত হন ॥ ৫৩

মনের গুণ চিন্তা, যাহা বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হয়। ঘনশ্যাম চেতন (আত্মা) মনের চিন্তন কার্যে সহায়ক হন ॥ ৫৪

মনসশ্চ গুণশ্চিন্তা প্রজ্ঞয়া স তু গৃহ্যতে ।
হৃদিস্থশ্চেতনো ধাতুর্মনোজ্ঞানে বিধীয়তে ॥ ৫৪
বুদ্ধিরধ্যবসায়েন জ্ঞানেন চ মহাংস্তথা
নিশ্চিতা গ্রহণাদ্ ব্যক্তমব্যক্তং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
অলিঙ্গগ্রহণো নিত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ
তস্মাদলিঙ্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কেবলং জ্ঞানলক্ষণঃ ॥ ৫৬
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ।
সদা পশ্যাম্যহং লোকে বিজানামি শৃণোমি চ ॥ ৫৭
পুরুষস্তদ্ বিজানীতে তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ।
গুণবৃত্তং তথা বৃত্তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরিপশ্যতি ॥ ৫৮
আদি-মধ্যাবসানান্তং সৃজ্যমানমচেতনম্
ন গুণা বিদুরাত্মানং সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৯
ন সত্তাং বিদ্যতে কশ্চিৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেহ বিদ্যতি ।
গুণানাং গুণভূতানাং যৎ পরং পরমং মহৎ ॥ ৬০

অধ্যবসায়ের (নিশ্চয় জ্ঞানের) দ্বারা বুদ্ধির, জ্ঞানের দ্বারা মহৎতত্ত্বের গ্রহণ হইয়া থাকে। ইহাদের কার্যাবলির দ্বারাই ইহাদের অস্তিত্ব প্রমিত হয় এবং সেই কারণেই ইহাদের ব্যক্ত বলা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলিয়া ইহারা অতীন্দ্রিয়; তদ্রূপ বুদ্ধি আদি অব্যক্ত—ইহাতে সংশয় নাই ॥৫৫

বুদ্ধি প্রভৃতি যেইরূপ নিজ নিজ বিশেষ লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, বুদ্ধির গ্রাহক আত্মা কিন্তু সেইরূপ কোন লিঙ্গ দ্বারা জ্ঞাত হন না—যেহেতু তিনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং নির্গুণ। এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মাকে 'অলিঙ্গ' বলা হয় এবং উপলব্ধিমাত্র ইহার স্বরূপ ॥ ৫৬

গুণসমূহের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণীভূত অব্যক্ত প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলে আমি (জীবের হৃদয়ে আত্মারূপে) তাহাকে সতত হইয়া সর্বদা তাহাকে জানিয়া এবং শুনিয়া থাকি ॥ ৫৭

আত্মা ক্ষেত্র (অর্থাৎ প্রকৃতি)-কে জানেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আদি, মধ্য এবং অন্তযুক্ত সকল উৎপত্তিশীল অচেতন গুণসমূহের কার্যকে এবং তাহাদের ক্রিয়াকেও উত্তমরূপে জানেন, কিন্তু বারংবার উৎপত্তমান গুণগুলি আত্মাকে জানিতে পারে না ॥ ৫৮-৫৯

সকল গুণ এবং গুণের কার্যসমূহের যাহা পরপারে অবস্থিত সেই পরম মহান্ সত্যস্বরূপ জীবাত্মাকে কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকল কিছুই জানিয়া থাকেন ॥ ৬০

তস্মাদ্ গুণাংশ্চ সঙ্গঞ্চ পরিত্যজ্যেহ বর্ষবিৎ
ক্ষীণদোষো গুণাতীতঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিশত্যথ ॥ ৪১
নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বাহাকার এব চ।
অচলশ্চানিকেতশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স পরো বিভুঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণী শুকশিষ্টসংবাদে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

অতএব ইহলোকে যাঁহার অশুভ কর্মফল ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেই গুণাতীত ধর্মজ্ঞ পুরুষ সঙ্গ (দৃঢ়) এবং গুণসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপতত্ত্ব পরমাত্মাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ৪১ এই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও পরম বিভু ইঁহাকে কাহাকেও নমস্কার করেন না, যাহাকাহারও বশ্যতা স্বীকার করেন না, ইনি অচল এবং অনিকেত (অর্থাৎ স্থায়ী আবাসবিহীন)। ৪১-৪২

ইতি মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আরণ্যকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে শুকশিষ্টসংবাদে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সর্বপদার্থানামাদেরন্তস্য চ কথনম্, জ্ঞানস্য নিত্যত্বাবর্ণনঞ্চ]

ব্রহ্মোবাচ।

যদাদিমদ্যপর্যন্তং গ্রহণোপায়সেব চ
নামলক্ষণসংযুক্তং সর্বং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
অহঃ পূর্বং তথো রাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ভতঃ শিশিরাদয়ঃ ॥ ২
ভূমিরাদিস্তু গন্ধানাং রসানামাপ এব চ
রূপাণাং জ্যোতিরাদিস্তাঃ স্পর্শানাং বায়ুরুচ্যতে ॥ ৩
শব্দস্যাদিস্তথাহ্যেষামাকাশমেব চ ভূতকৃতো গুণঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ভূতানামাদিমুত্তমম্ ॥ ৪

আদিত্যো জ্যোতিষামাদিরগ্নির্ভূতাদিরুচ্যতে।
সাবিত্রী সর্ববিদ্যানাং দেবতানাং প্রজাপতিঃ ॥ ৫
ওঙ্কারঃ সর্ববেদানাং বচসাং প্রাণ এব চ
যস্মিন্ নিয়তঃ লোকে সর্বং সাবিত্রিমুচ্যতে ॥ ৬
গায়ত্রী ছন্দসামাদিঃ প্রজানাং সর্গ উচ্যতে
সাবস্তুত্সপ্তসামাদিমুদ্গানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭
ক্ষেমঃ পন্থাস্ত্রিণামাদির্যজ্ঞানাং হুতমুত্তমম্।
সহীরুপাণাং সর্বেষাং জ্যেষ্ঠঃ সর্পো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[সমস্ত পদার্থসমূহের আদি ও অন্ত কথন এবং জ্ঞানের নিত্যতা বর্ণন।]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে তপস্বিগণ! এখন আমি সকল পদার্থের নাম এবং লক্ষণ সহিত তাহাদের কোন্‌টি কাহার আদি, অন্ত ও মধ্য এবং (কর্মধারা) কি করিয়া তাহাদের গ্রহণ করা যায়, সেই উপায়ও যথাযথভাবে বর্ণনা করিব। ১

পূর্বে দিন তারপর রাত্রি (অর্থাৎ রাত্রির আদিতে দিন), এইরূপ মাসসমূহের আদিতে শুক্লপক্ষ, নক্ষত্রাদির আদিতে শ্রবণা, ঋতুসমূহের আদিতে শিশিরকাল—এইরূপ কথিত হয়। ২

গন্ধসমূহের আদি ধরণী, রসসমূহের আদি জল, রূপসমূহের আদি জ্যোতির্গণ আদিত্য এবং স্পর্শসমূহের আদি বায়ু—এইরূপ উক্ত হয়। ৩

শব্দের আদিকারণ সেইরূপ আকাশ। ইহাই সত্ত্ব প্রকৃতি প্রকৃত হইতে উৎপন্ন গুণ।

অতঃপর আমি ভূতসমূহেরও আদি বর্ণনা করিব, যাহা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ বস্তু। সূর্য হইলেন জ্যোতিঃসমূহের আদি। বৈশ্বানরাগ্নি ভূতাদি হইল সকল প্রাণির পর আদি। ৪-৫

সকল বেদের আদি উৎস ওঙ্কার, সকল বাক্যের আদি প্রাণ, এবং ইহ সংসারে যত উপাসনার্থ নিয়ত জপ্য মন্ত্র আছে, তাহাকে সাবিত্রী (গায়ত্রী) বলা হয়। ৬

ছন্দঃসমূহের আদি গায়ত্রী এবং প্রজাসমূহের আদি সৃষ্টির প্রারম্ভকাল। যে সকল চতুষ্পদ জন্তুগণের আদি এবং বহুজনের আদি হইলেন দ্বিজাতিগণ। ৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পক্ষিকুলের আদি ক্ষেম (রাজপথী), যজ্ঞসমূহের আদি অগ্নি, ব্রাহ্মণ অথবা দেবযোনি-গণ প্রভৃতি উত্তম আহুতি। সকল মহীরুহগণের (বৃক্ষগণের) মধ্যে জ্যেষ্ঠ হইলেন বাসুকি। ৮

কৃতমাদির্যুগানাঞ্চ সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ।
হিরণ্যং সর্বরত্নানামোষধীনাং যবাস্তথা ॥ ৯
সর্বেষাং ভক্ষ্যভোজ্যানামন্নং পরমমুচ্যতে।
তথাপাং চৈব সর্বেষাং পেয়ানামাপ উত্তমাঃ ॥
স্থাবরাণাং তু ভূতানাং সর্বেষামধিশেষতঃ
ব্রহ্মক্ষত্রং সদা পুণ্যং প্রথমঃ প্রথমতঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
অহং প্রজাপতীনাঞ্চ সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ।
মম বিষ্ণুরচিন্ত্যাত্মা যতঃসৃষ্টিরিয়ং স্মৃতঃ ॥ ১২
পর্বতানাং মহামেরুঃ সর্বেষামগ্র্যঃ স্মৃতঃ
দিশাঞ্চ প্রদিশাং চোর্ধ্বং দিক্‌পূর্বা প্রথমা তথা ॥ ১৩
তথা ত্রিপথগা গঙ্গা নদীনামগ্র্যা স্মৃতা
তথা সরোদপানানাং সর্বেষাং সাগরোঽগ্রতঃ ॥ ১৪
দেব-দানব-ভূতানাং পিশাচোরগ-রক্ষসাম্
নর-কিন্নর-যক্ষাণাং সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
আদির্বিশ্বস্য জগতো বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো মহান্।
কৃতং পরতরং যস্মাৎ ত্রৈলোক্যে নেহ বিদ্যতে ॥ ১৬

আশ্রমাণাঞ্চ সর্বেষাং গার্হস্থ্যং নাত্র সংশয়ঃ
লোকানামাদিরব্যক্তং সর্বস্যাস্তুভয়েষু চ ॥ ১৭
অহান্যতন্দ্রয়াস্তানি উদয়াস্তাঞ্চ শর্বরী।
সুখস্যান্তং তথা দুঃখং দুঃখস্যান্তং সদা সুখম্ ॥ ১৮
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥ ১৯
সর্বং কৃতং বিনাশান্তং জ্ঞাতস্য মরণং ধ্রুবম্
অশাশ্বতং হি লোকেঽস্মিন্ সদা স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ২০
ইষ্টৈঃ যজ্ঞৈস্তপোঽধীতৈর্দ্রব্যাণি নিয়মাশ্চ যে।
সর্বমেতদ্ বিনাশান্তং জ্ঞানন্ত্বন্তো ন বিদ্যতে ॥ ২১
তস্মাজ্জ্ঞানেন শুদ্ধেন প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে সর্বপাপ্মভিঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
চতুঃসপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

সকল যুগের আদি সত্যযুগ—ইহাতে সংশয় নাই, সকল রত্নের আদি সুবর্ণ এবং সকল ওষধিমূলের আদি যব। ৯

সকল ভক্ষ্য এবং ভোজ্য পদার্থের মধ্যে অন্নকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তরল এবং পানীয় বস্তুসকলের মধ্যে জল হইল উত্তম। ১০

সকল স্থাবর প্রাণিসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে ব্রহ্মরূপ আধারস্বরূপ প্রথম (পাদুর) বৃক্ষকে শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র বলিয়া জানা হয়। ১১

সকল প্রজাপতির আদি আমি, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার আদি আধার হইলেন অচিন্ত্যস্বরূপ বিষ্ণু। তাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলা হইয়া থাকে। ১২

সকল পর্বতের মধ্যে সুমেরু পর্বতকে অগ্রণ্য বলা হয়, দিক্‌বিদিক্‌সমূহের মধ্যে পূর্বদিককে উত্তম এবং সর্বপ্রথম বলিয়া জানিবেন। ১৩

সেইরূপ ত্রিপথগা (তিনটি ধারায় বহমানা) গঙ্গাকে নদীসকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠা বলিয়া জানা হয় এবং সকল সরোবরের এবং কূপাদির আদি সমুদ্র। ১৪

দেবতা, দৈত্য, ভূত, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, যক্ষগণ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি সকল প্রাণীর প্রভু (আদি কর্তা) হইলেন ভগবান্ নরহরি। ১৫

ব্রহ্মময় মহান্ বিষ্ণু হইলেন বিশ্বজগতের আদি কারণ, যাঁহা অপেক্ষা মহত্তর কোনও কিছু ত্রিলোকের কোথাও নাই। ১৬

সকল আশ্রমের আদি গৃহস্থাশ্রম, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং সকল জগতের আদি ও অন্ত হইল অব্যক্ত প্রকৃতি। ১৭

দিনের অন্ত হইল সূর্যাস্ত, রাত্রির অন্ত হইল সূর্যোদয়, সুখের অন্ত সর্বদা দুঃখ এবং দুঃখের অন্ত সর্বদাই সুখ বলিয়া জানিবেন। ১৮

সমস্ত সংগ্রহের সমাপ্তি হইল ক্ষয়ে, সকল অভ্যুদয়ের সমাপ্তি পতনে, সকল সংযোগের সমাপ্তি বিয়োগ এবং জীবনের সমাপ্তি মরণে। ১৯

সকল সৃষ্ট বস্তুর অন্তে আছে বিনাশ, জ্ঞানিগণ, যাঁহারা অনুধাবন করিয়াছেন-তাঁহার মরণ নিশ্চিত। এই সংসারে স্থাবর-জঙ্গম সকল কিছুই নশ্বর। ২০

যত কিছু যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত এবং নিয়ম আচরিত হয়, সেই সকলেরই শেষে বিনাশ হয়, কেবলমাত্র জ্ঞানের কোনও বিনাশ হয় না। ২১

এইজন্য জ্ঞানের দ্বারা যিনি বিশুদ্ধ, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সংসারে মমতাশূন্য, অহঙ্কাররহিত হইয়া গিয়াছেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরু-শিষ্যসংবাদে চতুঃসপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেহরূপিণঃ কালচক্রস্য বর্ণনম্, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণয়োর্ধর্মকথনঞ্চ]

ব্রহ্মোবাচ

বুদ্ধিনাভং মনঃতুম্বমিন্দ্রিয়প্রাময়ঞ্জনম্
মহাভূতপরিষ্কারং নিমেষপরিবেষণম্ ॥ ১

জরাশোকসমাবিষ্টং ব্যাধিব্যসনসঙ্কুলম্।
দেশকালবিভাগীলং ক্ষণব্যাত্রামনিঃস্বনম্ ॥ ২

অহোরাত্রপরিক্ষেপং শীতোষ্ণপরিবর্তনম্
সুখ দুঃখাক্ষসংক্ষেপং ক্ষুৎপিপাসাবকীলকম্ ॥ ৩

হায়াতপবিলেপঞ্চ নিমেষোন্মেষবিহ্বলম্
ঘোরমোহজলাকীর্ণং বর্তমানমচেতনম্ ॥ ৪

মাসার্ধমাসগণিতং বিষমং লোকসঞ্চয়ম্।
তমোনিয়মপঞ্চঞ্চ রজোবেগপ্রবর্তকম্ ॥ ৫

মহাহঙ্কারদীপ্তঞ্চ গুণসপ্তান্তবর্তনম্
অব্যক্তগ্রহণাধীকং লোকসংহারবর্তনম্ ॥ ৬

ক্রিয়াকারণসংযুক্তং রাগবিস্তারসারবৎ
লোভেক্ষাপরিনিক্ষোভং বিচিত্রাজ্ঞানসম্ভবম্ ॥ ৭

তমোমোহপরীবারং ভূতসম্মোহকারকম্
আনন্দপ্রীতিচারঞ্চ কামক্রোধপরিগ্রহম্ ॥ ৮

মহদাদিবিশেষান্তমঙ্গং প্রত্যঙ্গবায়ম্
মনোজবং মনঃকান্তং কালচক্রং প্রবর্ততে ॥ ৯

এতদ্ ঘন্দময়াবৃক্তং কালচক্রমচেতনম্
বিদ্বজ্ঞেৎ সংক্ষিপেচ্চাপি যোবয়েৎ সাময়ং জগৎ ॥ ১০

কালচক্রপ্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিং চৈব তত্ত্বতঃ।
যস্তু বেদ নরো বিদ্বান্ ন স ভূতেষু মুহ্যতি ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

[দেহরূপী কালচক্রবর্ণনা এবং গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণের ধর্মকথন।]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে মহর্ষিবৃন্দ! মনের সমান বেগশালী (দেহরূপী) মনোময় কালচক্র নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে। ইহা মহৎ তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল কৃত পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত। ইহার গতি কখনও স্তব্ধ হয় না। ইহা সংসার বন্ধনের অনিবার্য কারণ। বার্দ্ধক্য এবং শোক ইহাকে পরিবৃত করিয়া আছে। ইহা রোগ এবং দুই অয়ন (যথা প্রকৃতির বেগ)-সমূহের উৎপত্তি স্থল। ইহা দেশ এবং কাল অনুসারে বিচরণ করে। বৃদ্ধি এই চক্রের নাভি (উপাদেয় অংশ), মন ইহাকে বন্ধের ন্যায় ধরিয়া আছে; এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ইহার বন্ধন, পঞ্চ-মহাভূত দ্বারা ইহা নির্মিত এবং অজ্ঞান ইহার আবরণ। ভ্রম (এবং ব্যাধির) ইহার গতির সহায়ক। রাত্রি ও দিন এই চক্রের সঞ্চালনকারী। শীত ও গ্রীষ্ম ইহার চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণন ঘটনা করিয়াছে; সুখ এবং দুঃখ ইহার সন্ধিসমূহ, ক্ষুধা ও পিপাসা ইহার অন্তর্নিহিত কীলক, ক্লেদ ও ছায়া ইহার লেপ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলনের দ্বারা ইহার ব্যাকুলতা (অস্থিরতা) প্রকটিত হয়। ঘোর মোহরূপী (শোকাক্ষ) জলের দ্বারা পরিপূর্ণ; ইহা সর্বদা বর্ধমান এবং জড়। মাস ও পক্ষ প্রভৃতির দ্বারা ইহার আয়ুর গণনা করা হইয়া থাকে। ইহা কখনও এক অবস্থায় থাকে না। ঊর্ধ্ব, নিম্ন এবং মধ্যবর্তী লোকসমূহে সর্বদা ইহা চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়। তমোগুণের দ্বারা বশীভূত হইলে পর ইহার গতি পাপপথের দিকে হইয়া থাকে এবং রজোগুণের বেগ ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করে।

ইহা অত্যন্ত দর্পের দ্বারা উদ্দীপিত থাকে। ত্রিগুণ অনুসারে ইহার প্রবৃত্তি দেখা যায়। মানসিক চিন্তা এই চক্রের বন্ধনকীলক। সর্বদাই ইহা শোক এবং মৃত্যুর বশীভূত এবং ক্রিয়া ও তাহার কারণের দ্বারা যুক্ত থাকে। আসক্তি ইহার সৌন্দর্য-স্বরূপ, লোভ এবং ঈক্ষা এই চক্রের উচ্চাবচ গতি-বিক্ষোভকারক। অদ্ভুত (অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক) অজ্ঞান ইহার উৎপত্তি হেতু। তম এবং মোহ ইহাকে সর্বদিক হইতে ঘিরিয়া আছে। ইহা প্রাণিসমূহকে মোহিত করে, আনন্দ এবং প্রীতির জন্ম বিস্তার করে এবং কাম ও ক্রোধকে সর্বদা সাগ্রহ করিয়া থাকে। ১-৮

মাস-অপরার্ধাদি বৎসর রোমরাজির সমাজ (সংঘটন)-রূপ অচেতন কালচক্রই জগৎপ্রধান হইয়া দেবতাগণসহ এই সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও তাহাপ্রধান হইলে তাহার সংহারের কারণ হয়; তাহাই আবার সত্ত্বপ্রধান হইলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। ৯-১০

যে মনুষ্য এই মোহাত্মক কালচক্রের প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির কারণ সর্বদা উত্তমরূপে জানিয়া থাকে, সে কখনও পঞ্চ ভূতের এই সংসারে মোহগ্রস্ত হয় না। ১১

বিমুক্তঃ সর্বসাঙ্কার্যৈঃ সর্বদুষ্কৃতবর্জিতঃ
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১২
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
চত্বার আশ্রমাঃ প্রোক্তাঃ সর্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ ॥ ১৩
যঃ কশ্চিদিহলোকেঽস্মিন্নাশ্রমঃ পরিকীর্তিতঃ
তস্যাস্তুগমনং শ্রেয়ঃ কীর্তিরেষা সনাতনী ॥ ১৪
সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ পূর্বং যথাবচ্চরিতব্রতঃ।
জ্ঞাতো গুণবিশিষ্টাংশ্চ সমাবর্তেত তত্ত্ববিৎ ॥ ১৫
স্বদারনিরতো নিত্যং শিষ্টাচারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পঞ্চভিশ্চ মহাযজ্ঞৈঃ শ্রদ্দধানো যজেদিহ ॥ ১৬
দেবতাতিথিশিষ্টাশী নিরতো বেদকর্মসু।
ইজ্যাপ্রদানযুক্তশ্চ যথাশক্তি যথানুযম্ ॥ ১৭
ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো মুনিঃ।
ন চ বাগ্দণ্ডচপল ইতি শিষ্টস্য গোচরঃ ॥ ১৮

নিত্যং যজ্ঞোপবীতী স্যাচ্ছুক্লবাসাঃ শুচিব্রতঃ।
নিয়তো দম-দানাভ্যাং সদা শিষ্টৈশ্চ সাবিশেৎ ॥১৯
জিতশিশ্নোদরো মৈত্রঃ শিষ্টাচারসমন্বিতঃ
দৈবতীর্থং ধারয়েদ্ যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥২০
(ত্রীণি ধারয়তে নিত্যং কমণ্ডলুমতন্দ্রিতঃ।
একমাচমনার্থায় একং বৈ পাদধাবনম্।
একং শৌচবিধানার্থমিত্যেতৎ ত্রিতয়ং তথা।)
অধীত্যাধ্যাপনং কুর্যাৎ তথা যজন-যাজনে।
দানং প্রতিগ্রহং চাপি ষড়্গুণাং বৃত্তিমাচরেৎ ॥ ২১
ত্রীণি কর্মাণি জানীত ব্রাহ্মণানাং তু জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চোভে শুদ্ধাচ্ছাপি প্রতিগ্রহঃ ॥ ২২
অথ শেষাণি চাত্মানি ত্রীণি কর্মাণি যানি তু।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্মযুক্তানি তানি তু ॥ ২৩

সেই (কালজ্ঞ) ব্যক্তি সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, ঋণ-ত্রয়াদি হইতে মুক্ত হইয়া ও সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥১২

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমের কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। এই সকল আশ্রমই কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া আছে ॥ ১৩

এই সংসারে যাহা কিছু বিধি-নিষেধরূপ শাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে গার্হস্থ্য হওয়াই গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কল্যাণকর। এইরূপ করিতে পারিলে পর সেই গৃহস্থের কীর্তি চিরস্থায়ী হয় ॥ ১৪

অগ্রে সর্বপ্রকারের সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া বেদোক্ত বিধিতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা কর্তব্য। অতঃপর সমাবর্তন করিয়া স্বদারবৎ দ্বিজ উত্তমরূপে বিবাহ করিবেন ॥ ১৫

নিজ পত্নীতে প্রীতিযুক্ত, সর্বদা সজ্জনগণের আচরিত ধর্মের পালনকারী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করা গৃহস্থের কর্তব্য ॥ ১৬

দেবতা এবং অতিথিকে ভোজন করাইবার পরে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা, বেদবিহিত যজ্ঞ-দানাদিকর্মে নিরত থাকা, নিজ রুচিমত এবং নিজ ক্ষমতা অনুসারে যজ্ঞ ও দানে নিযুক্ত হওয়া—এই সকল গৃহস্থের আচরণীয় ॥ ১৭

সৎপুরুষের লক্ষণ হইল হস্ত, পদ, নেত্র, বাক্য এবং অন্যান্যে সর্বথা চঞ্চলতা অর্থাৎ অস্থায় কর্মপ্রবণতা বর্জ করা ॥ ১৮

তিনি সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিবেন, উত্তমব্রত পালন করিবেন (অন্যটি কর্ম করিবেন না), শৌচ-সন্তোষাদি নিয়ম ও দয়া-অহিংসাদি যম পালন পূর্বক যথা-শক্তি দান ও সাধুগণের সঙ্গে বাস করিবেন ॥ ১৯

(ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্জয়) জিহ্বা এবং উপস্থকে যিনি বশ করিয়াছেন, শিষ্টাচার পালনে যিনি সর্বদা তৎপর, সকলের সহিত যাঁহার মৈত্রী বর্তমান, যাঁহার দণ্ড এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যিনি সর্বদা বিচরণ করেন, এইরূপ ব্রাহ্মণই গৃহস্থগণের আদর্শ ॥ ২০

(তিনি আলস্য ত্যাগ করিয়া তিনটি কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, তাহাদের একটিতে আচমনের জন্য জল, অন্যটিতে পা ধুইবার জন্য এবং তৃতীয়টিতে শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য জল থাকিবে।)

নিজে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার অধ্যাপনা করিবেন, নিজে যেমন করিবেন অন্যকে তেমনই করাইবেন ; দান করিবেন এবং বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থের দান গ্রহণ করিবেন। এই ছয়টি বৃত্তির আশ্রয়ে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিবেন ॥ ২১

তিনটি কর্মকে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা বলিয়া জানিবেন—যাজন (যজ্ঞ করান), অধ্যাপনা এবং শুদ্ধ যাজকের দান গ্রহণ ॥ ২২

ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট তিনটি কর্ম দান, অধ্যয়ন তথা যজ্ঞানুষ্ঠান, তাহা ধর্মোপার্জনের জন্য কর্তব্য ॥ ২৩

ভেষপ্রমাদং কুর্বীত ত্রিষু কর্মসু মর্ষবিৎ।
দাতো নৈত্রঃ ক্ষমাযুক্তঃ সর্বভূতসমো মুনিঃ ॥ ১৪
সর্বমেতদ্ যথাশক্তি দ্বিজো নির্বর্তয়ন্ শুচিঃ
এবং যুক্তো ভবেৎ স্নাতঃ গৃহস্থঃ সংশিতব্রতঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

ব্রাহ্মণ কখনো এই ছয় প্রকার ধর্মাচরণ পালনে ক্ষান্ত হইবেন না। ইন্দ্রিয়সংযমী, বিনম্রভাবযুক্ত, ক্ষমাশীল, সকল প্রাণিগণের প্রতি সাম্য ভাবযুক্ত, মননশীল, উত্তম ব্রতপালক এবং শুচিজীবনযাপনকারী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সর্বদা সাবধান হইয়া আপনার সামর্থ্য অনুসারে যদি উপরুক্ত নিয়মগুলি পালন করেন তবে তিনি স্বর্গলোকও জয় করিয়া থাকেন ॥ ১৪-১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরুশিষ্যসংবাদবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থি-সন্ন্যাসিনাং ধর্মবর্ণনম্।

ব্রহ্মোবাচ।

এষমেতেন মার্গেণ পূর্বোক্তেন যথাবিধি।
অধীতবান্ যথাশক্তি ভবেদ্ ব্রহ্মচর্যবান্ ॥ ১
অবর্ণনিরতো বিদ্বান্ সর্বেন্দ্রিয়যতো মুনিঃ।
গুরোঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ সত্যধর্মপরঃ শুচিঃ ॥ ২
গুরুণা সমনুজ্ঞাতো ভুক্তীতান্নমকুৎসয়ন্
হবিষ্যবৈক্ষ্যভুক্ চাপি স্নানাদনবিহারবান্ ॥ ৩
ত্রিকালমগ্নিং জুহ্বানঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
ধারয়ীত সদা দণ্ডং বৈল্বং পালাশমেব বা ॥ ৪

ক্ষৌমং কার্পাসিকং চাপি ত্বগাজিনমথাপি বা।
বর্ষং কাষায়রক্তং বা বাসো বাপি দ্বিজস্য হ ॥ ৫
মেখলা চ ভবেন্মৌঞ্জী ত্রিবৃতা শ্লক্ষ্ণয়া শুভা
যজ্ঞোপবীতী স্বাধ্যায়ী অলুব্ধো নিয়তব্রতঃ ॥ ৬
পূজাশ্চাস্য ভবেদ্ নিত্যং সদা দৈবততর্পণম্।
ত্যাগেন নিয়তঃ কুর্বন্ ব্রহ্মচারী প্রশস্যতে ॥ ৭
এবং যুক্তো জয়েল্লোকান্ বানপ্রস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ
ন সাদয়তি জাতীষু পরমং স্থানমাশ্রিতঃ ॥ ৮

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম বর্ণনা]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে মহর্ষিগণ! এই প্রকারে পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া মুনিদের যথাবিধি চলা উচিত এবং যথাশক্তি অধ্যয়ন করিয়া মৌঞ্জীত্রিগুণমেখলাপূর্বক গুরুর প্রিয় এবং হিত কর্মের অনুষ্ঠান করা, সত্য কথা বলা, ধর্মপরায়ণ এবং পবিত্র হইয়া বাস করা কর্তব্য ॥ ১-২

সদ্যবৃত্তান্তে গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ও ভোজ্য বস্তুর নিন্দা না করিয়া ভোজন করা উচিত। ভিক্ষান্নকে হবিষ্য মনে করিয়া গ্রহণ করা উচিত। একস্থানে অবস্থান করা, এক আসনে বসা এবং নিয়মিত সময়ে ভ্রমণ করা উচিত ॥৩

পবিত্র এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রত্যহ দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় অগ্নিতে হবন করিবেন। সদা বিল্ব অথবা পলাশবৃক্ষের দণ্ডধারণ করিবেন ॥ ৪

ক্ষৌম (তিসির) অথবা কার্পাস (তুলা) বস্ত্র অথবা মৃগচর্ম ধারণ করিবেন। (ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী) ব্রাহ্মণের তথা বিশেষে সকল বস্তুটিকে কাষায় (গেরুয়া) বর্ণে রঞ্জিত করিবারও বিধান আছে ॥৫

মুঞ্জনির্মিত মেখলা পরিধান, জটাধারণ, প্রত্যহ স্নান করা, যজ্ঞোপবীত ধারণ করা, বেদাধ্যয়নে সর্বদা রত থাকা, লোভপরিত্যাগ পূর্বক নিয়ম সহকারে স্বীয় ব্রত পালন করা ব্রহ্মচারীর উচিত ॥৬

যে ব্রহ্মচারী সর্বদা নিয়মপরায়ণ হইয়া সকলভাবে গুরুজনের দ্বারা প্রত্যহ দেবগণের তর্পণ করেন, তাঁহার প্রশংসা হইয়া থাকে ॥৭

এরূপ উত্তমগুণযুক্ত জিতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থীও জ্যেষ্ঠলোকসমূহ জয় করিতে পারেন এবং পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আর এই সংসারের নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ৮

সংকৃতঃ সর্বসংস্কারৈস্তথৈব ব্রহ্মচর্য্যবান্।
গ্রামাদ্বিনিষ্ক্রম্য চারণ্যো মুনিঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ ॥ ৯
চর্ম্ম-বল্কলসংবীতো নাত্মানং প্রাকৃতং স্পৃশেৎ
অরণ্যগোচরো নিত্যং ন গ্রামং প্রবিশেৎ পুনঃ ॥১০
অষ্টকালবিধীন্ কালে যজ্ঞাংশ্চাপি প্রতিক্রিয়ম্
ফল-পত্রাদিভির্মেধ্যৈঃ স্বয়মাহৃত্য চ ভক্ষয়ন্ ॥ ১১
প্রস্তুতমুদকং বায়ুং সর্বং বানেয়মাশ্রয়েৎ।
গ্রাম্যান্নীবারমুদ্যোগং যথাদীক্ষমভক্ষিতঃ ॥ ১২
নমূলফলভিক্ষাভিরর্চেদতিথিমাগতম্।
যদ্ যদ্ভক্ষ্যং ভবেত্তস্মাদ্ দদ্যাদ্ ভিক্ষাং নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥১৩
দেবতাতিথিপূর্ব্বঞ্চ সদা প্রাশ্নীত বাগ্যতঃ।
অস্নাধিতমনাশ্চৈব নদ্যাগী দেবতাগ্রতঃ ॥ ১৪

যিনি বানপ্রস্থ ব্রতধারী মুনি, তাঁহার কর্ত্তব্য হইল সকল প্রকারের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন পূর্ব্বক গৃহের মমতা ত্যাগ করত গ্রামের বাহির হইয়া বনে বাস করা ॥৯

চর্ম্ম ও বল্কলবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রাতঃ ও সায়ংকালে স্নান করিয়া এবং সর্ব্বদা বনে বাস করিয়া বানপ্রস্থ পালন করিতে হয় এবং তৎকালে পুনরায় আর কখনও গ্রামে প্রবেশ করিতে নাই ॥ ১০

(বানপ্রস্থী) অতিথিকে আশ্রয় দিবেন, যথাসময়ে তাঁহার সৎকার করিবেন। স্বয়ং বনজাত ফল, মূল, পত্র অথবা আমাষ (এক প্রকারের ধান) খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন ॥ ১১

প্রস্তুত জল, বায়ু প্রভৃতি সকল বনজাত বস্তুই কেবল সেবন করিবেন। নিত্য ব্রত অনুসারে সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞগুলি আহার করিবেন ॥ ১২

কোনও অতিথি আসিলে তাহাকে ফলমূলাদি ভিক্ষাপ্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা সৎকার করিবেন। কদাচ আলস্য করিবেন না; যে কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য আপনার নিকট বিদ্যমান থাকিবে, তাহা হইতেই অতিথিকে ভিক্ষা দিবেন ॥ ১৩

দেবতা ও অতিথিকে পূর্ব্বে ভোজন করাইয়া প্রত্যহ স্বয়ং মৌন হইয়া অন্নগ্রহণ করিবেন। কাহারও সহিত মনে স্পর্দ্ধার ভাব রাখিবেন না, অল্প ভোজন করিবেন ও দেবতাগণের আশ্রয়ে থাকিবেন ॥ ১৪

ইন্দ্রিয়দমনে তৎপর, সর্ব্বভূতে মিত্রভাবসম্পন্ন, অনিষ্টকারীর প্রতিও প্রতিশোধ না গ্রহণ করিয়া ক্ষমাপরায়ণ হইবেন; কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করিবেন। যথাসময়ে হোম ও স্বাধ্যায় করিবেন

দান্তো মৈত্রঃ ক্ষমাযুক্তঃ কেশান্ শ্মশ্রূঞ্চ ধারয়ন্।
জুহ্বন্ স্বাধ্যায়শীলশ্চ সত্যার্জবপরায়ণঃ ॥ ১৫
শুচিদেবঃ সদা দক্ষো বনিত্যঃ সমাহিতঃ।
এবং যুক্তো জয়েৎ স্বর্গং বানপ্রস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ বা পুনঃ।
য ইচ্ছেন্মোক্ষমাস্থাতুমুত্তমাং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ ॥ ১৭
অতঃ সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ।
সংকৃতসুখো মৈত্রঃ সর্বেন্দ্রিয়যতো মুনিঃ ॥১৮
অগ্নিহোত্রমনাঃ কৃত্বা মুনিপন্থাং যথাবিধি
কৃত্বা প্রাহুণকং চৈব ভৈক্ষ্যং বিধিবদাহরেৎ ॥ ১৯
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভৈক্ষ্যং সিদ্ধে তু মোক্ষবিৎ
লাভেন চ ন হৃষ্যেত নালাভে বিমনা ভবেৎ।
ন চাতিভিক্ষাং ভিক্ষেত কেবলং প্রাণযাত্রিকঃ ॥ ২০

এবং সত্যাচরণ ব্রহ্মচর্য্য হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবেন না ॥ ১৫

আহার ও বাহ্য শৌচদ্বারা শুদ্ধ ও সুদেহকে পবিত্র রাখিবেন, ধর্ম্মপালনে সর্ব্বদা মনে বাস করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবেন। এইরূপ ভাবে যোগযুক্ত হইলে পর জিতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থী স্বর্গে যাইবার বিজয়লাভ করেন ॥ ১৬

যিনি মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি গৃহীই হউন, ব্রহ্মচারীই হউন, আর বানপ্রস্থীই হউন, তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি আশ্রয় করিতে হয় ॥ ১৭

বানপ্রস্থের নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইলে পর সকল প্রাণিগণকে অভয়দান করিয়া অর্থাৎ সকলের প্রতি হিংসাশূন্য হইয়া) কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। সকল প্রাণীর সুখে সুখ বোধ করিবেন। সকলের সহিত বন্ধুতাপূর্ণ আচরণ করিবেন, সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয় হইতে সংযত করিয়া, অলৌকিক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে নির্দ্বিষ্ট রাখিবেন এবং মুনিজনোচিত অবিচলিতচিত্ততা বজায় রাখিবেন ॥ ১৮

বিনা প্রার্থনায়, বিনা-সংকল্পে দৈবাৎ যে অন্নপ্রাপ্ত হইবেন সেই ভিক্ষাদ্বারাই জীবননির্ব্বাহ করিবেন। প্রাতঃকালীন নিত্যকর্ম্ম হইয়া গেলে পর যখন গৃহস্থের পাকশালা হইতে ধূমনির্গমন বন্ধ হইয়া যাইবে এবং গৃহের সকলের পানভোজন শেষ হইয়া বাসন ধোয়া ও মাজা হইয়া যাইবে, সেই সময় মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর ভিক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করা উচিত ॥ ১৯॥

লাভে হৃষ্ট বা অলাভে বিষণ্ণ হইবেন না। মোক্ষবিৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন না। যতটুকু

যাত্রার্থী কালমাকাঙ্ক্ষংস্তেষু ভৈক্ষ্যং সমাহিতঃ
লাভং সাধারণং লেপ্সেন্ন তু লাভান্তিপূজিতঃ ॥২১
অতিপূজিতলাভাদ্ধি বিমুক্তঃশঙ্কত ভিক্ষুকঃ।
ভুক্তাচ্ছাদানি তিক্তানি কষায়-কটুকানি চ ॥২২
নাশ্বাদয়ীত ভুঞ্জানো রসাংস্তু মধুরাংস্তথা
যাত্রামাত্রঞ্চ ভুঞ্জীত কেবলং প্রাণধারণম্ ॥২৩
অলংরোষেণ ভুক্তানাং মুক্তিং লিপ্সেত মোক্ষবিৎ।
ন চান্নমহং লিপ্সেয় ভিক্ষমাণঃ কথঞ্চন ॥২৪
ন সন্নিকাশয়েদ্ ধর্মং বিবিক্তে চাসনাশ্রয়েৎ।
ভুক্তাগ্রাসময়প্রাপ্তং বা ভুক্তমুদং মনীষী তথা ॥২৫
প্রতিগ্রহার্থী সেবেত পার্ষ্ণতীং বা পুনর্ভবাম্
প্রাণৈকরাত্রিকো গ্রীষ্মে বর্ষাস্বেকত্র বা বসেৎ ॥২৬
অজ্ঞা সূর্যোদ্গ নির্দিষ্টঃ কীটবচ্চ চরেন্মহীম্

বরার্থং চৈব ভূতানাং সমীক্ষ্য পৃথিবীং চরেৎ ॥২৭
সকরান্তং ন কুর্বীত স্নেহবাসঞ্চ বর্জয়েৎ।
পুস্তাস্তরন্থনিত্যং বৈ কার্যং কুর্বীত মোক্ষবিৎ ॥২৮
উপস্পৃশেত্ত্রিষবণমত্যুষ্ণে পুরুষঃ সদা।
অহিংসা ব্রহ্মচর্যঞ্চ সত্যমার্জবমেব চ ॥২৯
অক্রোধশ্চানসূয়া চ দমো নিত্যমপৈশুনম্।
অষ্টাঙ্গেষ্বেষু যুক্তঃ স্যাদ্ ব্রতেষু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩০
অপাপমশঠং বৃত্তমভিক্ষুং নিত্যমাচরেৎ
জোষয়েত্ত সদা ভোজ্যং প্রাণসংগতমস্পৃহঃ ॥৩১
যাত্রামাত্রঞ্চ ভুঞ্জীত কেবলং প্রাণধারিকম্।
ধর্মলক্ষণমন্বীয়ান্ন কামমনুবর্তয়েৎ ॥৩২
প্রাসাদাচ্ছাদনাদস্তং গৃহীয়াৎ কথঞ্চন
যাবদাহারয়েৎ তাবৎ প্রতিগৃহ্নীত নাধিকম্ ॥৩৩

গ্রহণ করিলে প্রাণমাত্র রক্ষিত থাকে, কেবল সেই টুকুই ভিক্ষা লইবেন ॥ ২০

প্রাণরক্ষার্থী সন্ন্যাসী ভিক্ষার সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া শান্ত সমাহিতভাবে ভিক্ষা করিবেন। সাধারণের ন্যায় অধিক লাভ ইচ্ছা করিবেন না এবং যেখানে অধিক সম্মানিত হইবেন, সেখানে ভোজন করিবেন না ॥ ২১

যশঃ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ হওয়াকে সন্ন্যাসী ভয়ের চক্ষে দেখিবেন। অন্নের উচ্ছিষ্ট, তিক্ত, কষায় বা কটু (ঝাল) ভোজ্য দ্রব্য খাইবেন না ॥ ২২

ভোজন করিবার সময়ে মধুর (রসনাতৃপ্তিকর) কোনও রস আস্বাদন করিবেন না, কেবল জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রাণধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু ভোজন করিবেন ॥ ২৩

মোক্ষতত্ত্ববেত্তা সন্ন্যাসী অন্য প্রাণিগণের জীবিকাতে বাধা প্রদান না করিয়া যতটুকু ভিক্ষা পাওয়া যায় মাত্র তাহাই পাইতে ইচ্ছা করিবেন। ভিক্ষা করিবার সময়ে যাচ্ঞা যাহা নিন্দিতের তথাভীত অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্য ইচ্ছা করিবেন না ॥ ২৪

সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম অন্যের নিকট প্রদর্শন করিবেন না, ভোজনোপবিষ্ট হইয়া নির্জন স্থানে তাহা আচরণ করিবেন। ভিক্ষাতে লব্ধের আস্বাদনে পরিত্যাজ্য ঘৃত, লবণ, মৃদ্বন্ন, মদ্যপাত্র, কিম্বা নিন্দিতস্থান অবস্থান করিবেন। গ্রীষ্মকালে একরাত্রির অধিক এক গ্রামে থাকিবেন না, তবে বর্ষাকালে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানেই বাস করিবেন ॥ ২৫-২৬

যাবৎ সূর্যের প্রকাশ না হয়, তাবৎ সন্ন্যাসীর পক্ষে কীটের ন্যায় (ধীরে ধীরে ও সাবধানে) মাটির উপর দিয়া চলা উচিত। যাহাতে তাঁহার চরণাঘাতে ক্ষুদ্র প্রাণীরা নিহত না হয়, তাহার জন্য প্রাণিগণের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া দেখিয়া শুনিয়া ধরণীতে পদক্ষেপ করিবেন। কোনও প্রকারের সঞ্চয় করিবেন না এবং কোথাও আসক্তিসহকারে বাস করিবেন না ॥ ২৭½

মোক্ষবিদ্বেষ অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী পবিত্র (নির্মল) জলের দ্বারা সর্বদা কার্য করিবেন। প্রতিদিন ক্ষুদ্র নির্মলবাসী (পূর্বে লিখিত হইয়াছে এরূপ। জলের দ্বারা স্নান করিবেন ॥ ২৮½

১। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও হিংসা না করা, ২। (দীর্ঘকালব্যাপী) ব্রহ্মচর্যব্রত, ৩। যথার্থ ভাবপূর্ণ সত্য, ৪। সারল্য, ৫। ভাবণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ না করা, ৬। পরশ্রীকাতর না হওয়া, ৭। ইন্দ্রিয়দমন ৮। অনভ্যাসাধিক্য—এই আটটি ব্রত সর্বদা সাবধানে পালন করিবেন। ইন্দ্রিয়সকলকে বশে রাখিবেন ॥২৯-৩০

সন্ন্যাসী সর্বদা পাপ, শঠতা এবং কুটিলতা বর্জন করিয়া সাধু ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিবেন। প্রত্যহ যে ভোজ্য দ্রব্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহার জন্য মনে স্পৃহা রাখিবেন না ॥৩১

প্রাণযাত্রা-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কেবল গ্রহণ করিবেন। ধর্মতঃ প্রাপ্ত অন্নই আহার করিবেন। যথেচ্ছ ভোজন করিবেন না ॥ ৩২

ভোজনের জন্য খাদ্য এবং শরীর আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন না। খাদ্য (বা বস্ত্র)

পরেভ্যো ন প্রতিগ্রাহ্যং ন চ দেয়ং কদাচন
দৈবতাধ্যাত্ম তৃপ্তানাং সংবিভক্তা সদা মুনিঃ। ৩৪
নাদদীত পরস্বানি ন দুষ্টাদ্যধ্যাচিত:
ন কিঞ্চিদ্ বিষয়ং ভুঙ্‌ক্তে স্পৃহয়েৎ তত্র চৈব পুনঃ। ৩৫
মূলমাপস্তথাদ্যানি পত্র-পুষ্প-ফলানি চ
অসংযুক্তানি গৃহ্ণীয়াৎ প্রযুক্তানি চ কার্যবান্। ৩৬
ন শিল্পজীবিকাং জীবেদ্ভিক্ষোপধা নোত্ত কাময়েৎ
ন ধেনুং নোপজীবেত চ তির্যক্ষ বিরূপক্ষত:। ৩৭
শ্রদ্ধাপূতানি ভুঞ্জীত নিমিত্তানি চ বর্জয়েৎ
পুণ্যাবৃত্তিরসক্তশ্চ সর্বভূতেষ্বসংবিষয়ম্। ৩৮
আশীর্যুক্তানি সর্বাণি হিংসাযুক্তানি যানি চ।
লোকসংগ্রহধর্মজ্ঞ নৈব কুর্যাৎ কারয়েৎ। ৩৯

সর্বভাবানবিক্রয়া লঘ্বন্নাত্র: পরিব্রজেৎ।
সম: সর্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। ৪০
পরং নোদ্বেজয়েৎ কাঞ্চিন্ন চ কস্যচিদুদ্বিজেৎ।
বিদ্বান্ স তৃপ্তানামেষো মোক্ষবিদুচ্যতে। ৪১
অনাগতঞ্চ ন ধ্যায়েদাতীতমনুচিন্তয়েৎ।
বর্তমানমুপেক্ষেত কালাকাঙ্ক্ষী সমাহিত:। ৪২
ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা কিঞ্চিদ্ দুষ্টং সমাচরেৎ। ৪৩
ইন্দ্রিয়াণ্যুপসংস্তভ্য কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশ:।
কীর্তেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিনিষ্ক্রীয়: সর্বতস্ত্যজেৎ। ৪৪
নির্মমো নিরহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহ:।
নির্নমস্কারনিষ্কারো নিষ্ক্রীয়ো নিরুদাহৃত:। ৪৫

যেটুকু আহার (বা পরিধান) করিবেন, সেইটুকুই প্রতিগ্রহ করিবেন। তাহা অপেক্ষা অধিক (প্রয়োজনাতিরিক্ত) কখনও গ্রহণ করিবেন না। ৩৩

বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্যের অন্ন ভিক্ষা প্রার্থনা করা বা সকল প্রাণিগণের অন্ন সংগ্রহকল্পে ইচ্ছা সহিতভাবে পূর্বক কিছু বিতরণ করিবার ইচ্ছাও করা উচিত নহে। ৩৪

অন্যের অধিকৃত বস্তু অপহরণ করিবেন না। বিনা প্রার্থনায় (অর্থাৎ কেহ না দিতে চাহিলে) কিছু গ্রহণ করিবেন না। কোনও কাম্য বিষয় একবার উপভোগ করিয়া তাহার জন্য পুনরায় প্রলুব্ধ হইবেন না। ৩৫

মূলিকা, ফল, অন্ন, পত্র, পুষ্প এবং জল—এ-সকল বস্তু যদি কাহারও অধিকারে না থাকে (অর্থাৎ মালিকানাহীন অবস্থায় থাকে), তাহা হইলে প্রয়োজন পড়িলে ক্রিয়াবান্ সন্ন্যাসী জীবন কার্যে ব্যবহার করিতে পারেন। ৩৬

তিনি কদাপি শিল্পকর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন না, সুখলাভ পাইতে ইচ্ছা করিবেন না, কাহাকেও ক্লেশ করিবেন না, অযাচিত উপদেশ দিবেন না এবং অলসহীন হইবেন। ৩৭

শ্রদ্ধার সহিত প্রাপ্ত পবিত্র অন্ন আহার করিবেন। সে বিষয়ে (শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনাদি) নিমিত্তগুলি বর্জন করিবেন। সকলের সহিত অমৃতের ন্যায় মধুর ব্যবহার করিবেন, কিন্তুতে আসক্তিশূন্যক লিপ্ত হইবেন না এবং কোনও প্রাণীর সহিত পরিচয় বৃদ্ধি (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠতা) করিবেন না। ৩৮

যত কিছু কামনা এবং হিংসাযুক্ত কর্ম আছে, সেই সকল এবং লৌকিক কর্ম (নিয়ন্ত্রণ রক্ষা ইত্যাদি সামাজিকতা) সন্ন্যাসী নিজেও করিবেন না, অন্যকে দিয়াও করাইবেন না। ৩৯

সর্বভাবানবিক্রয়া লঘ্বন্নাত্র: পরিব্রজেৎ।
সম: সর্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। ৪০
পরং নোদ্বেজয়েৎ কাঞ্চিন্ন চ কস্যচিদুদ্বিজেৎ।
বিদ্বান্ স তৃপ্তানামেষো মোক্ষবিদুচ্যতে। ৪১
অনাগতঞ্চ ন ধ্যায়েদাতীতমনুচিন্তয়েৎ।
বর্তমানমুপেক্ষেত কালাকাঙ্ক্ষী সমাহিত:। ৪২
ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা কিঞ্চিদ্ দুষ্টং সমাচরেৎ। ৪৩
ইন্দ্রিয়াণ্যুপসংস্তভ্য কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশ:।
কীর্তেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিনিষ্ক্রীয়: সর্বতস্ত্যজেৎ। ৪৪
নির্মমো নিরহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহ:।
নির্নমস্কারনিষ্কারো নিষ্ক্রীয়ো নিরুদাহৃত:। ৪৫

সকল প্রকার ভাগবেষাদি ভাব অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে উঠিয়া) শান্ত সহজ হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকিবেন। স্থাবর (বৃক্ষাদি) বা জঙ্গম (পশুপক্ষিকীটাদি) সকল প্রাণীর প্রতি সমান ভাব রাখিবেন। ৪০

কোনও দ্বিতীয় প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করিবেন না বা নিজেও কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হইবেন না। তিনি সকল প্রাণীর বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারেন, তিনি মোক্ষবিৎ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হন। ৪১

সন্ন্যাসী কখনও ভবিষ্যতের জন্য ভাবিবেন না। অতীতের স্মৃতিচর্চা করিবেন না, বর্তমানকে উপেক্ষা করিবেন। কেবল কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে চিত্তবৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখে একাগ্র করিয়া রাখিবেন। ৪২

চক্ষুর দ্বারা, মনের দ্বারা কিংবা বাক্যের দ্বারা কাহারও দোষান্বিত করিবেন না। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে (লোকচক্ষুর অন্তরালে) কোনও প্রকার দুষ্কর্ম করিবেন না। ৪৩

কূর্ম যেরূপ সর্বদিক্ হইতে নিজের অঙ্গগুলিকে গুটাইয়া আনে সেইপ্রকার ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার করিয়া নিজের মধ্যে সংহরণ করিবেন। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বহির্মুখী বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া নিষ্ক্রীয় হইয়া থাকিলে ক্রমে আপনিই সকল তত্ত্বের রহস্য জানিতে পারিবেন। ৪৪

সুখ-দুঃখাদি পরস্পর বিপরীত ভাবসমূহে অভিভূত না হইয়া কাহারও সহায়তা না করিয়া, যজ্ঞাদি বহির্মুখ ত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য, অহঙ্কারহীন, অপ্রাপ্ত বিষয়প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসী বিরাজ করিলে তাঁহার আত্মবস্তু লাভ হইয়া থাকে। ৪৫

বিদ্বাংশ্চৈবিক্তঃ শান্তো নিরাশস্কো নিরাশ্রয়ঃ
আত্মসন্ধো চ তত্ত্বজ্ঞো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬
অপাণিপাদিপৃষ্ঠং তদশিরস্কমনূদরম্ ।
গ্রহীশগুণকর্মাণং কেবলং বিমলং স্থিরম্ ॥ ৪৭
অগন্ধমরসস্পর্শরূপশব্দমেব চ ।
অনুপম্যমনানক্তমমাংসমপি চৈব যৎ ॥ ৪৮
নিশ্চিন্তমব্যয়ং দিব্যং কূটস্থমপি সর্ব্বদা
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং যে পশ্যন্তি ন তে মৃতাঃ ॥ ৪৯
ন তত্র ক্রমতে বুদ্ধির্নেন্দ্রিয়াণি ন দেবতাঃ ।
বেদা যজ্ঞাশ্চ লোকাশ্চ ন তপো ন ব্রতানি চ ॥ ৫০
যত্র জ্ঞানবতাং প্রাপ্তিরলিঙ্গগ্রহণা শুভা ।
তস্মাদলিঙ্গধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মতত্ত্বমুপাচরেৎ ॥ ৫১
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ নিজ্ঞানচরিতং চরেৎ ।
অমূঢ়ো মূঢ়রূপেণ চরেদ্ ধর্ম্মমনুত্তমম্ ॥ ৫২
তথৈবমনুমজ্ঞেয়ন্ পথে সন্ততমেব হি ।
যথাবৃত্তশ্চরেদ্ভিক্ষুঃ সভ্যং ধর্ম্মমনুত্তমম্ ॥ ৫৩
য এবং বৃত্তসম্পন্নঃ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ৫৪
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষং তথা ।
এতৎ সর্ব্বং প্রসংখ্যায় যথাবৎ তত্ত্বনিশ্চয়াৎ ॥ ৫৫
ততঃ স্বর্গমবাপ্নোতি বিমুক্তঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ ।
এতাবদত্রবেলায়াং পরিসাখ্যায় তত্ত্ববিৎ ॥ ৫৬
ব্যাখ্যেয়েকান্তমাস্থায় মুচ্যতেঽথ নিরাশ্রয়ঃ ।
নির্মুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো বায়ুরাকাশগো যথা ॥ ৫৭
ক্ষীণকোশো নিরাতঙ্কস্তত্ত্বেষু প্রাপ্নুয়াৎ পদম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬

বিনি নিষ্কাম, নির্দ্বন্দ্ব, শান্ত, অনাসক্ত, নিরাশ্রয়, আত্মসংযমী, এবং তত্ত্বসমূহের সম্যক্‌জ্ঞানযুক্ত, তিনি যে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যান— ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬

যে যোক্ষপরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সকল বস্তুর দ্বারা সেই বস্তু, পদ, পৃষ্ঠ, মস্তক, উদর ইত্যাদি অবয়বহীন (অর্থাৎ দেহ-বিজ্ঞেদ-শূন্য), সত্ত্বরজঃতম এই তিনটি গুণ ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইতে মুক্ত, বিশুদ্ধ, সর্ব্বভেদশূন্য, অচঞ্চল, গন্ধ, রস, স্পর্শ, রূপ এবং শব্দাদির অগম্য, জ্ঞানযোগ্যচিহ্নের, দেহাদিতে অনিল, মাংসময় এই দুঃখের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মনে হইলেও যাহা তাহার সহিত সম্বন্ধহীন, সেই নিশ্চিন্ত (চিন্তারূপ মনের অতীত), ক্ষয়রহিত, দিব্য, একভাবে সর্ব্বদা বিরাজমান আত্মাকে দর্শন করেন, তাঁহাদের কখনও মৃত্যু হয় না (যেহেতু বিনাশশীল অচেতন দেহের বিনাশে তদ্‌বিষয়ক অবিনাশী চেতন আত্মার কোনও বিকারই হয় না, ইহা নিশ্চয় জানেন) ॥৪৭-৪৯

সেই চরম পরম আত্মতত্ত্বের সীমায় বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এমনকি দেবতাগণ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন না। বেদসমূহ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের দ্বারা সেই পরমপদে বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা বা ব্রত কিছুই প্রবেশ করে না, যেহেতু তাহা কোনও বাহ্য চিহ্ন দ্বারাই লক্ষিত হইবার নহে। এইজন্য বাহ্য লক্ষণরহিত ধর্ম্মকে জানিয়া তাহার যথাযথ পালনে যত্নশীল হওয়া উচিত ॥ ৫০-৫১

গূঢ় ধর্ম্মাশ্রিত বিদ্বান্ নিজ বিজ্ঞানের অনুযোদন অনুসারে আচরণ করিবেন। মূঢ় না হইয়াও মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় (যেন কিছুই বুঝেন না) আচরণ করিবেন, কিন্তু স্বীয় কোনও ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম্মাচারের বিরোধিতা করিবেন না ॥ ৫২

যে কার্য্য করিলে সন্ন্যাসের অঙ্গ লোপের আশঙ্কা করিবে, সেইরূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা করিতে থাকিবেন, কিন্তু সংপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মের নিন্দা করিবেন না। যিনি এইরূপ বৃত্তিসম্পন্ন, তিনি শ্রেষ্ঠ মুনি বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৩

যে মানব ইন্দ্রিয়সমূহ, তাহাদের বিষয়, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ এই তত্ত্বসকলের বিচার করিয়া তাহাদের যথাবিধি পরিসংখ্যান (বা নিশ্চয়) করিয়া লন, তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হন ॥ ৫৪-৫৫

যে তত্ত্ববিৎ অবসরমতে এই তত্ত্বসমূহের জ্ঞান বিশেষভাবে লাভ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতে পারেন, তিনি আকাশে বিচরণকারী বায়ুর ন্যায় সকলপ্রকারের আসক্তিবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষের অতীত পুরুষোত্তমস্বরূপ এবং নিরাশ্রয় (যেহেতু মুক্ত) হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৬-৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত সতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে গুরুশিষ্য-সংবাদবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[মুক্তে: সাধনানাম, দেহত্রিশিখো বৃক্ষস্য, জ্ঞানবৈরাগ্যেন ব্রহ্মপ্রাপ্তেরুপায়স্য চ বর্ণনম্]

ব্রহ্মোবাচ

সন্ন্যাসং তপ ইত্যাহুর্বুধা নিশ্চিতবুদ্ধয়ঃ ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা জ্ঞানং ব্রহ্মপরং বিদুঃ ॥ ১
অবিদ্যাস্তমকং ব্রহ্ম বেদবিদ্যাব্যপাশ্রয়ম্
নির্দ্বন্দ্বং নির্গুণং নিত্যমচিন্ত্যগুণমুত্তমম্ ২
জ্ঞানেন তপসা চৈব ধীরাঃ পশ্যন্তি তৎপরম্
নির্বিক্লবমনসঃ পূতা ব্যুৎক্রান্তরজসোঽমলাঃ ॥৩
তপসা ক্ষেমমজ্ঞানং গচ্ছন্তি পরমেশ্বরম্
সন্ন্যাসনিয়তা নিত্যং যে চ ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৪
তপঃ প্রদীপ ইত্যাহুরাচারো ধর্মসাধকঃ ।
জ্ঞানং বৈ পরমং বিদ্যাৎ সন্ন্যাসং তপ উত্তমম্ ॥৫
যস্তু বেদ নিরাবাধং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়াৎ
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং স সর্ব্বগাতিবর্ত্ততে ॥ ৬
যো বিদ্বান্ সহবাসঞ্চ বিবাসঞ্চৈব পশ্যতি ।
তয়োর্বৈকত্ব-নানাত্বে স দুঃখাৎ প্রবিমুচ্যতে ॥৭
যো ন কাময়তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চনবমন্যতে
ইহলোকস্থ এবৈষ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৮
প্রধানগুণতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতপ্রধানবিৎ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯
নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ
নির্গুণং নিত্যমব্যক্তং প্রশমেনৈব গচ্ছতি ॥ ১০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[মুক্তির সাধনসমূহ, দেহরূপী বৃক্ষ ও জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা ছেদন করিবার উপায় বর্ণনা ।]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ঋষিগণ! সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা সর্ব্বদা নিঃসংশয় বাক্য বলিয়া থাকেন এবং যেরূপ আকৃতি-স্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসকেই তপস্যা বলেন এবং জ্ঞানকেই পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া মানেন । ১

(অন্তঃচিত্তের নিষ্ঠা) ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, বেদবিদ্যাই তাঁহার প্রাপ্তির হেতু । তিনি নির্গুণ, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য, অচিন্ত্য-গুণসকলের দ্বারা ভূষিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । ধৈর্য্যবান্ পুরুষ জ্ঞান এবং তপস্যাদ্বারা সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন । ২½

যাঁহাদের চিত্ত-মলসকল বিগত হইয়াছে, যাঁহারা পরম পবিত্র এবং রজোগুণরহিত, যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল, যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাসে নিরত এবং যাঁহারা বেদ-সকলের রহস্য জানেন, তাঁহারা তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় ক্ষেমোপায় জ্ঞানের পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন । ৩-৪

জ্ঞানী পুরুষগণ তপস্যাকে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক) প্রদীপ, আচারকে ধর্ম্মের উপায়, জ্ঞানকে পরব্রহ্মস্বরূপ এবং সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলিয়া থাকেন । ৫

যিনি তত্ত্বনির্ণয়ের (যৎপদার্থ, তৎপদার্থ ও তাহাদের অভেদ বিষয় অর্থাৎ ত্বং পদ ও ঈশ্বর) বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিতজ্ঞান লাভ করিয়া নিরাধার ও সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি নিত্যই সর্ব্বত্র গমন করেন (অর্থাৎ তাঁহার আত্মা দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদের অবভাসমুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হন) । ৬

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সংযোগকেও বিয়োগরূপে দেখেন (অর্থাৎ আত্মা নিত্য অসঙ্গ বলিয়া কায়িক সংযোগেও তাহা বিবিক্ত থাকে বলিয়া বোধ করেন) এবং অনুরূপ ভাবে বহুত্বের মধ্যেও ঐক্য দেখিয়া থাকেন (এক ব্রহ্ম দ্যাবাপৃথিবী বহু সাজিয়াছেন ইহা মনে রাখেন), তিনি আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হন । ৭

যিনি কোনও কিছু কামনা করেন না, যা কোনও কিছুকে অবজ্ঞাও করেন না, তিনি ইহ সংসারে থাকিয়াই অর্থাৎ দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বেই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে সমর্থ হন । ৮

যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রধান—প্রকৃতিকে এবং তাহার গুণসমূহ এবং তদ্ব্যতীত তত্ত্বগুলিকে উত্তমরূপে জানিয়া "ইহা আমার" ইত্যাকার মমতা এবং "আমি অন্য, আমি দূর, আমি ধনী" ইত্যাকার অহংতা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি যে মুক্ত হন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ৯

যিনি সুখ-দুঃখাদি সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, তাহাকেও নমস্কার করিবার এবং স্বধাপ্রভৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক আদ্ধতর্পণাদি করিবার আবশ্যকতা ছাড়াইয়াছেন (অর্থাৎ নমস্কার, তর্পণ, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করিতে গেলে যাহার চিত্ত আপনিই সুষুম্নার প্রবেশ করিয়া সকল ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া সমাধিতে নিবিষ্ট হয়), তিনি পরম শান্তিতে (অর্থাৎ বিনা আয়াসে) জ্ঞানাতীত, মনাতীত, নিত্যতত্ত্বের সহিত একীভূত হন । ১০

ছিত্বা শুভময়ং সর্বং কর্ম ভস্ম: শুভাশুভম্ ।
উভে সত্যানৃতে ছিত্বা মৃত্যুতে নাত্র সংশয়: ॥ ১১
অব্যক্তযোনিপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্ ।
মহাহঙ্কারবিটপ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটর: ॥ ১২
মহাভূতবিশালশ্চ বিশেষপ্রতি শাখিন: ।
সদাপত্র: সদাপুষ্প: শুভাশুভফলোদয়: ॥ ১৩
আজীব্য: সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষ: সনাতন: ।
এনং ছিত্বা চ ভিত্বা চ জ্ঞানজ্ঞানাসিনা মুনি: ॥ ১৪
ছিত্বা সজ্জয়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারো মৃত্যুতে নাত্র সংশয়: ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পক্ষিণৌ নিত্যৌ সাক্ষেপৌ চাপ্যচেতনৌ ।
একস্তয়োঃ ফলং পক্বং ভোক্তৃত্বেনাদদান্ ন ঈহতে ॥ ১৬
অন্যেতন: সত্ত্বসাধ্যাদিযুক্ত:
সত্ত্বাৎ পরং চেতয়তেঽন্তরাত্মা ।
স ক্ষেত্রবিৎ সর্বসাধ্যাত্তবুদ্ধি-
র্গুণাদিগো মৃত্যুতে সর্বপাশৈ: ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যেবিকে পর্বণি অনুগীতাসূপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
সপ্তচত্বারিংশাঽধ্যায়: ১৩৭

তত্ত্ব এবং অন্যত্র সর্বপ্রকার ত্রিগুণাত্মক কর্ম, এমন কি সত্য এবং অসত্য এই উভয়ও আপনা হইতেই ঈহাকে ছাড়িয়া যায় এবং এই সকলকে পরিত্যাগ পূর্বক সেই সন্ন্যাসী মুক্ত হইয়া যান ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১১

এই দেহ যেন একটি বৃক্ষ, অজ্ঞান ইহার মূল, বুদ্ধি ইহার স্কন্ধ (গুঁড়ি), অহঙ্কার ইহার শাখা, ইন্দ্রিয়সকল ইহার অন্তর এবং কোটর, পঞ্চভূত ইহাতে বিশাল ও শোভাযুক্ত অবস্থিত আছে ; ইহাতে সর্বদা সত্ত্বরজস্তমোময় উদ্ভূত হয় এবং সর্বদাই পুষ্প বিকসিত হয়। শুভাশুভ কর্মফলরূপ সুখ দুঃখাদি ইহাতে ফলরূপে সর্বদা সংলগ্ন থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মরূপী বীজ হইতে প্রকটিত হইয়া প্রবাহরূপে সর্বকালবর্তমান এই বেদবৃক্ষ সমস্ত প্রাণিগণের জীবনের আধার। বুদ্ধিমান্ পুরুষ জ্ঞানরূপী খড়্গের দ্বারা এই বৃক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জন্ম-মৃত্যু এবং ব্যাধির মোহকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১২-১৪

এই বৃক্ষে অবস্থানকারী দুইটি পক্ষী জীব এবং ঈশ্বর) আছে, কিন্তু তৎসহ তাহাদের উপাধিস্বরূপ বুদ্ধি ও মায়া এই দুইটি অচেতন পদার্থও আছে এই উভয় পক্ষীর মধ্যে একটি ভোক্তৃত্বরূপ ফল আস্বাদন করেন, কিন্তু অন্য একটি ভোক্তৃত্বরূপ ফল আস্বাদন করেন না, যিনি উপাধিরহিত পরমাত্মা ॥ ১৬

অচেতন অর্থাৎ 'অনাত্মা' এই দেহের দ্বারা পরা ও মূল (কৃতঘ্ন-হেতু জড়) মূল প্রকৃতি, যাহার দ্বারা প্রাণিগণের গণনা বা সংখ্যায়ন হয়, সেই হেয়াদি উপাধিসমূহ হইতে মুক্ত। তাহা হইতে ভিন্ন যিনি জীবাত্মা, তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মা জানিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ তত্ত্বগুলিকে জ্ঞানদ্বারা জানেন তখন গুণাতীত হইয়া সকল পাশ (অর্থাৎ পরিচ্ছেদ) হইতে মুক্ত হন ॥ ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসরচিত সত্তসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের অশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরুশিষ্য-সংবাদে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ স্বরূপবিবেচনম্]

ব্রহ্মোবাচ

কেচিদ্ ব্রহ্মময়ং বৃক্ষং কেচিদ্ ব্রহ্মবনং মহৎ
কেচিত্তু ব্রহ্ম চাব্যক্তং কেচিৎ পরমমায়য়ম্ ।
মন্যন্তে সর্বমপ্যেতদব্যক্তপ্রভবাব্যয়ম্ । ১
উচ্ছ্বাসমাত্রমপি চেদ্ যোঽস্তকালে সমো ভবেৎ ।
আত্মানমুপলভ্যাসৌ মুক্তত্বায় কল্পতে । ২
নিমেষমাত্রমপি চেৎ সাধম্যাত্মানমাত্মনি
গচ্ছত্যাত্মপ্রসাদেন বিদুষাং প্রাপ্তিরব্যয়া । ৩

প্রাণায়ামৈরথ প্রাণান্ সাধয়ন্ স পুনঃ পুনঃ ।
দশদ্বাদশভির্বাপি চতুর্বিংশাৎ পরং ততঃ । ৪
এবং পূর্বং প্রসাদ্যাত্মা লভতে যদ্ যদিচ্ছতি ।
অব্যক্তাৎ সত্ত্বমুদ্রিক্তমুত্তরায় কল্পতে । ৫
সত্ত্বাৎ পরতরং নান্যৎ প্রশংসন্তীহ তদ্বিদঃ
অনুমানাদ্ বিজানীমঃ পুরুষং সত্ত্বসংস্থিতম্ ।
ন শক্যমন্যথা গন্তুং পুরুষং দ্বিজসত্তমাঃ । ৬

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[জীবাত্মা এবং পরমাত্মার স্বরূপবিবেচনা]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে মহর্ষিবৃন্দ ! কেহ কেহ (যাহারা ব্রহ্মকে সবিশেষ বা সগুণক বলিয়া জানেন), এই সংসার বৃক্ষকে ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বিকার স্বরূপে বলিয়া থাকেন। ["ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হন" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দ্রষ্টব্য] কেহ আবার ইহাকে "বহুর্ এক ব্রহ্মবন" বলেন। আবার অন্য কেহ ব্রহ্মকে অব্যক্ত, কেহ বা সেই পরমাত্মাকে নির্বিকার (এবং জগৎকে তদ্রূপ) বলেন। আবার সাংখ্যতত্ত্ব-বেত্তাগণ এই জগৎকে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং সেইখানেই লয় প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলিয়া মনে করেন। ১

যে মানব প্রথমাবস্থায় ক্ষুদ্রমত আত্মারূপী ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া একটী স্থান গ্রহণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে সেই পরিমিত কালের জন্যও সমভাবে (অর্থাৎ নির্বিশেষ সর্বাত্মক ব্রহ্মভাবে) অবস্থান করিতে পারেন, তিনি (ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির মাধ্যমে) অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন। ২

(কিংবা দেহান্তকাল ব্যতীত অন্য সময়েও) নিমেষমাত্র সময়ও যদি মনকে আত্মাতে সম্পূর্ণ সমাহিত করিতে পারেন, তবে স্বতঃফূর্তরূপে এক অপূর্ব প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বান্ পুরুষের প্রাপ্য অক্ষয় কৈবল্য লাভ করেন। ৩

(আর সাংখ্যযোগপদ্ধতিতে মনোনিরোধের দ্বারা কিরূপে মুক্তি হয় তাহা বলিতেছেন) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এবং তর্ক ও বৈরাগ্য—এই দশটী কিংবা উক্ত অষ্টাঙ্গযোগ-সহিত মৈত্রী করুণা-মুদিতা উপেক্ষা এই চারিটী অর্থাৎ যমদশটী কিংবা অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ এই পঞ্চপ্রকার যম এবং শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পঞ্চপ্রকার নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টী সাধন করে মৈত্রী, দীনের প্রতি করুণা, উচ্চতর জনের প্রতি মুদিতা (আনন্দিত হওয়া) এবং পাপীর প্রতি উপেক্ষা এই চারিটী এবং বৈরাগ্য ও তর্ক এই দুইটী মোট বারোটী—এইরূপে দশটী অথবা বারোটী অথবা ষোলটী প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণ (মন বুদ্ধি সহিত ইন্দ্রিয়-সকলের) নিগ্রহকারক উপায়ের দ্বারা পুনঃ পুনঃ (একবারে নহে) প্রাণসকলকে নিরুদ্ধ করিলে চতুর্বিংশতিতত্ত্বের পরপারে যে পরম পুরুষ আছেন, সেই পঞ্চবিংশ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। ৪

এই প্রকারে প্রথমতঃ যিনি আত্মচিন্তার দ্বারা (পূর্বে জ্ঞান-বিচার দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণকে নিরুদ্ধ করিয়া) অথবা প্রাণায়ামের সাহায্যে (পূর্বে প্রাণকে নিরুদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা মনকে স্থির করিয়া)] প্রসন্নচিত্ত হইয়া যান (অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন), তিনি যোগসামর্থ্যের প্রভাবে যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। বিশুদ্ধ সত্ত্বপুরুষ যখন অব্যক্তকে পাইয়া সত্ত্বগুণময় হইয়া আরও উৎকৃষ্ট হন অর্থাৎ প্রকৃতিরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুরুষাকারাকার হইয়া যাইবেন, তখন তিনি নিত্যকালের জন্য মৃত্যুরহিত হইয়া যাইবেন। ৫

সত্ত্বস্বরূপ আত্মা যাহাতে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ এই জগতে সেইরূপ তত্ত্বদর্শী অপেক্ষা অন্য কোনও বস্তুকে অধিক প্রশংসা করেন না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমরা অনুমান প্রমাণের দ্বারা ইহা বেশ জানি যে, সেই পরম পুরুষোত্তম সত্ত্ব-গুণাশ্রিত যেহেতু জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যে সকল সাধন দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতেই জন্মায় ; এই তত্ত্বকে না বুঝিয়া পরমপুরুষকে পাওয়া সম্ভব নহে। ৬

ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জবম্ ।
জ্ঞানং ত্যাগোঽথ সন্ন্যাসঃ সাত্ত্বিকং গুণমিষ্যতে ॥ ৭
এতৈর্নৈবানুমানেন মতস্তে বৈ মনীষিণঃ
সত্ত্বজ পুরুষস্যৈব তত্র নাস্তি বিচারণা ॥ ৮
আহুরেকে চ বিদ্বাংসো যে জ্ঞানপরিনিষ্ঠিতাঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ-সত্ত্বয়োরৈক্যমিত্যেতদুপপদ্যতে ॥ ৯
পৃথগ্ভূতা ততঃ সত্ত্বমিত্যেতদবিচারিতম্ ।
পৃথগ্ভাবস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সহজশ্চাপি তত্ত্বতঃ ॥ ১০
তথৈবৈকত্ব-নানাত্বমিত্যাহুর্বিদুষাং নরঃ ।
দর্শকোদ্বয়ে চৈক্যাৎ পৃথক্ত্বমপি দৃশ্যতে ॥ ১১
যথৌষা যথাস্তঃ স্থানাৎ সম্প্রয়োগস্তথা তয়োঃ ।
সত্ত্বক্ষেত্রোরবিজ্ঞানাৎ পর্বে মোক্ষনয়স্য চ ॥ ১২

গুরুরুবাচ

ইত্যুক্তবন্তমত্যন্তং বিপ্রাস্তদা লোকপিতামহম্ ।
পুনঃ সংশয়মাপন্নাঃ পপ্রচ্ছুর্মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরু-শিষ্যসংবাদে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সারলা, জ্ঞান, ত্যাগ এবং সন্ন্যাস (কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ) এই সকল সত্ত্বগুণোচিত বৃত্তি বলিয়া কথিত হয় । ৭

(সত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই জ্ঞান যজ্ঞ এবং আত্মা বা পুরুষের মোক্ষসাধক বলিয়া উপকারী, তাই তাহা পুরুষের সহিত অভিন্ন এইরূপ নৈয়ায়িকগণকৃত) অনুমানের যথার্থতা বা অযথার্থতার উপর নির্ভর করিয়াই মনীষিগণ পুরুষ কিংবা সত্ত্ববিষয়ে মতপ্রকাশ করেন, ইহাতে বিচারের অবকাশ নাই । ৮

কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন কোনও তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষভাবে নিষ্ণাবান্ বিদ্বান্ সংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন যে, সত্ত্বজ্ঞ এবং ক্ষেত্রজ্ঞে (আত্মা)-র একত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে । ৯

তাহাদের প্রতি বলা যায় যে, সত্ত্ব আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এইরূপ কথার বিচারসহনীয়তার পরিচয় । বস্তুতঃ আত্মা এবং সত্ত্ব একত্র অবস্থান করিলেও (এবং এই একান্ত সান্নিধ্যবশতঃ পরস্পরের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতীত হইলেও) তাহারা পরমার্থতঃ ভিন্ন, এইরূপই জানিবেন । ১০

যেইরূপ উদুম্বর (ডুমুর) ফল ও তাহার ভিতরে উপবিষ্ট মশক পরস্পর একান্ত সান্নিধ্যবশতঃ এক বলিয়া মনে হইলেও তাহারা পৃথক্ , সেইরূপ বিদ্বান্‌গণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, নিখিলার আত্মা ও জ্ঞান—তথাকথিত সত্ত্বজ্ঞ পরস্পরের সহিত এক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্ (যেহেতু মোক্ষকালে সত্ত্বজ্ঞের অবর্তমানেও আত্মা অধিকারী থাকে) । ১১

সেইরূপ মনে ও মস্তকে পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের উভয়ের সংযোগ ঐক্যবৎ প্রতিভাত হয়—কিংবা পক্ষের পাত্রের উপর জলবিন্দু প্রায় একাকার হইয়া থাকে । সেইরূপই সত্ত্বজ্ঞ ও আত্মা পৃথক্ হইলেও অত্যন্ত সন্নিহিত, তাই একত্ব প্রতীত হয় । ১২

গুরুদেব (এই বৃত্তান্ত বলিয়া অবশেষে) কহিলেন—"সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মা এই সকল কথা বলিলে তাহারা সংশয়াপন্ন হইয়া পুনরায় লোকপিতামহকে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন" ।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আরণ্যকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরুশিষ্যসংবাদে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধর্মনির্ণয়ায় তৃতীয়াং প্রশ্নঃ ।]

ঋষয় ঊচুঃ

কো বা বিধির্ধর্মাণামনুষ্ঠেয়তমো মতঃ
ব্যাহতানিব পশ্যামো ধর্মসা বিবিধাঃ গতিম্ ॥ ১
ঊর্ধ্বং দেহাদ্ যদস্তীতি নৈতদস্তীতি চাপরে ।
কেচিৎ সংশেরিতা সর্বং নিঃসংশয়মবাপরে ॥ ২
অনিত্যা নিত্যমেত্যেকে নাস্ত্যন্তীত্যপি চাপরে
একরূপা দ্বিরেত্যেকে ব্যামিশ্রমিতি চাপরে ॥ ৩
যজন্তে ব্রাহ্মণা এব ব্রহ্মজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনঃ
একমেকে পৃথক্ চান্যে বহুত্বমিতি চাপরে ॥ ৪
দেশ-কালাবৃতৌ কেচিন্নৈতদস্তীতি চাপরে
জটাজিনবলাস্থাস্যে মুণ্ডাঃ কেচিদসংবৃতাঃ ॥ ৫
অন্যোন্যং কেচিদিচ্ছন্তি স্বাধ্যয়পাপরে জনাঃ ।
যজন্তে ব্রাহ্মণা দেবা ব্রহ্মজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনঃ । ৬
আত্মানং কেচিদিচ্ছন্তি কেচিজ্ঞানমনে রতাঃ ।
কর্ম কেচিৎ প্রশংসন্তি প্রশান্তিমপরে জনাঃ ॥ ৭
কেচিদ্ভোক্তা প্রশংসন্তি কেচিদ্ ভোগান্ পৃথগ্বিধান্ ।
ধনানি কেচিদিচ্ছন্তি নির্ধনত্বমপরে ।
উপাস্তসাধনং কেচিন্নৈতদস্তীতি চাপরে ॥৮
অহিংসাবিরতাস্যান্যে কেচিদ্ধিংসানুরাগিণঃ ।
পুণ্যেন যশসা চান্যে নৈতদস্তীতি চাপরে ॥ ৯

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ধর্মনির্ণয়ের তৃতীয় প্রশ্ন]

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পিতামহ ! এই জগতে মুনিগণকর্তৃক উপদিষ্ট বহু ধর্মের মধ্যে কোন্‌টি আচরণ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া আপনি মনে করেন (প্রবৃত্তি ধর্ম না নিবৃত্তি ধর্ম) ? যেহেতু আমরা দেখিতেছি বেদোক্ত-বিহিত ধর্মের বহুবিধ পথের একটি যেন অপরটির বিরোধী ॥ ১

কেহ বলেন দেহনাশের পরও আত্মা থাকেন, কেহ বা (লোকান্তরগমনাগমনপূর্বক) দেহধ্বংসের পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এইরূপ বলেন, কেহ বা (বৈদান্তিকগণের ন্যায়) সকল কিছুই সংশয়যুক্ত এইরূপ বলেন। কেহ বা বলেন কোনও বিষয়েই সংশয় নাই । ২

(বৈশেষিকগণের ন্যায়) কেহ কেহ সকল পদার্থকেই সৃষ্টি-সংহার-যুক্ত বলিয়া অনিত্য বলেন, কেহ বা মীমাংসক-সম্প্রদায়ের প্রধানের ন্যায় নিত্য বলিয়া সকল সৃষ্টিকে মনে করেন ; কেহ আবার শূন্যবাদিগণের ন্যায় কিছুই নাই এবথা বলেন, কেহ বা সব কিছুই আছে (কিন্তু ক্ষণিক) এইরূপ (সৌগত) মত অবলম্বন করেন, অন্যেরা সমগ্র সংসারকে একবিজ্ঞানরূপ আবার কেহ দুইপ্রকার ('ইদম্' বুদ্ধিগোচর ও 'অহম্' বুদ্ধিগোচর) বলিয়া মনে করেন। আবার অপর সম্প্রদায় (যথা ঔডুলোমীয়গণ) ভিন্ন ও অভিন্ন এই বিরুদ্ধরূপ বলিয়া জগৎকে মনে করেন । ৩

একদল বেদজ্ঞ তত্ত্বদর্শী (অর্থাৎ অপরোক্ষানুভবসম্পন্ন) পণ্ডিতগণ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন এবং তিনিই সব হইয়াছেন এইরূপ মনে করেন ; কেহ বা জীব এবং ঈশ্বর পৃথক্ আবার অপর কেহ প্রতিটি বস্তুর সত্তা পৃথক্ এবং বহুত্বপূর্ণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন । ৪

কেহ কেহ দেশ কাল এই উভয়কেই সত্তাবান্ মনে করেন (যথা জ্যোতির্বিদ্‌গণ) কেহ বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় দেশকালাদিকে অলীক বলিয়া মনে করেন (যথা অদ্বৈতবাদিগণ)। কেহ (পরমার্থপ্রাপ্তির আশায়) জটা এবং মৃগচর্মধারণ করেন · কেহ আবার মুণ্ডিতমস্তক এবং কেহ দিগম্বর হইয়া থাকেন । ৫

কেহ কেহ (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) স্নান না করিয়া থাকিতে চাহেন, কেহ (পৃথক্) স্নান করাকেই শ্রেয় মনে করেন। কোনও কোনও তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ দেবোপম ব্রাহ্মণগণ আত্মার করিতে চাহেন, কেহ বা অনশনে (উপবাসাদি ব্রতে) নিরত থাকেন। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করাকেই প্রশস্ত মনে করেন, কেহ বা কর্মত্যাগ পূর্বক পরম শান্তিতে অবস্থান করাকেই প্রশংসা করেন । ৬-৭

কেহ মুক্তির প্রশংসা করেন, কেহ স্বর্গাদি বিবিধপ্রকার উত্তম ভোগের প্রশংসা করেন। কেহ নানাবিধ সম্পদ্ কামনা করেন, আবার কেহ বা নিষ্কিঞ্চন হইয়া যান অর্থাৎ (ভগবানের সন্তোষলাভ প্রার্থনা করেন। কেহ বলেন যে উপাস্য পরমব্রহ্ম লাভের জন্য নানাবিধ সাধন রহিয়াছে, কেহ বা বলেন যে এইরূপ কোনও সাধন নাই । ৮

অপর কেহ কেহ অহিংসা-ধর্মপালনে যত্নবান্ হন, কেহ বা (যজ্ঞাদিতে) পশুহিংসা করিয়া থাকেন। কেহ পুণ্য এবং যশ লাভে সচেষ্ট হন, কেহ বা চার্বাকমতানুসারে "এই সকল কিছুই নহে" এইরূপ বলিয়া থাকেন । ৯

সন্ধ্যাবন্দিষ্টভাষ্টান্যে কেচিৎ সংশয়িতে স্থিতাঃ
দুঃখাদন্যে সুখাদন্যে ধ্যানমিত্যপরে জনাঃ ॥ ১০
যজ্ঞমিত্যপরে বিপ্রাঃ প্রধানমিতি চাপরে।
তপস্যন্যে প্রশংসন্তি স্বাধ্যায়মপরে জনাঃ ॥ ১১
জ্ঞানং সন্ন্যাসমিত্যেকে ত্যক্তাযা কৃতচিন্তকাঃ।
সর্বমেকে প্রশংসন্তি ন সর্বমিতি চাপরে ॥ ১২
এবং ব্যাখ্যায়িতে ধর্মে বহুধা দ্বিজসত্তমৈঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি সম্মূঢ়াঃ সুরসত্তম ॥ ১৩
ইদং শ্রেয় ইদং শ্রেয় ইত্যেবং বুদ্ধিমোহিতা জনাঃ।
যো হি যস্মিন্ মতো ধর্মে স তং পূজয়তে সদা ॥ ১৪

কেহ সদ্ভাবে (সদাচারে, ওঙ্কারাদি ও যথাকালে উপাসনায়) নিরত থাকেন, অপর কেহ কেহ (এই সকল চেষ্টার কিছু ফল আছে কিনা তদ্বিষয়ে) সংশয়ে পতিত হইয়া থাকেন। কোনও সাধক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্বক দুঃখ সহ্য করিয়া ধ্যান করেন (কিংবা দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাধনা করেন), আবার অন্যেরা সুখের সহিত (কিংবা সুখপ্রাপ্তির আশায়) ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১০

কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া থাকেন, কেহ বা জ্ঞানকেই প্রশংসা করেন। অন্যেরা আবার তপস্যার গুণগান করেন। আবার অপর কিছু অন্যেরা শাস্ত্রপাঠরূপ স্বাধ্যায়কেই শ্রেষ্ঠ মার্গ বলিয়া নির্দেশ করেন। ১১

কেহ কেহ সন্ন্যাসের দ্বারাই যেরূপ জ্ঞান পাওয়া যায় এরূপ বলেন, আবার অন্যতর বিচারকুশল বলেন যে, বহু সাধনের ফলে যে কোনও আশ্রমেই স্বাভাবিক ভাবেই (বা ধর্ম পালন দ্বারাই) জ্ঞান হয়। কেহ কেহ সকল বস্তুই (ইষ্টবোধে মনে করিয়া) প্রশংসা করেন। কেহ আবার (সকল কিছুই অনিত্য এইরূপ বোধে বিচার করিয়া) কোন না কিছুকেই উপাদেয় বলেন। ১২

হে দেবতাগণের প্রধান! এই প্রকারে ধর্মের ব্যাখ্যা বহুবিধ শাস্ত্রসম্মতরূপে উপদিষ্ট হওয়ায় আমরা ধর্মবিষয়ে মোহগ্রস্ত হইয়াছি এবং অন্যান্য কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না। ১৩

"ইহাই কল্যাণের পথ" "ইহাই কল্যাণের পথ" এইরূপ বহু জনের নিকট একই কথা শুনিয়া মানবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে। যে যে ধর্মে নিরত আছে, সে সেই ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতেছে। ১৪

এই কারণে আমাদের বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে এবং মনও বহু প্রকার সন্দেহ-বিতর্কের মধ্যে পড়িয়া অস্থির হইয়াছে। হে সুরশ্রেষ্ঠ প্রভো! আমরা ইহাই জানিতে চাহি যে, বাস্তবিক মঙ্গলের পথ কি? ১৫

এই বিষয়ে যাহা পরম গুহ্য তত্ত্ব তাহাও আমাদিগকে আপনার বলিতে হইবে। তৎসঙ্গে ইহাও বলুন যে, সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা বা পুরুষের) পারস্পরিক সম্পর্ক কোন্ চিহ্নের দ্বারা জানিতে পারা যায়? ১৬

লোকসমূহের স্রষ্টা ধর্মাত্মা বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা উক্ত মহর্ষিগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাদেরই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাযথ ভাবে দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আদ্যমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আদ্যমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরুশিষ্যসংবাদে একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের মূলানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্ত্ব-পুরুষয়োর্ভিন্নতা, বুদ্ধিমতঃ প্রশংসা, পঞ্চভূতগুণবিস্তারঃ, পরমাত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্বকেতি বর্ণনম্।]

ব্রহ্মোবাচ।

হন্ত বঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ
গুরুণা বিদুষাসাস্ত যদুক্তং তন্নিবোধত ॥ ১
সমস্তমিহ তজ্জ্ঞাত্বা সম্যগেষাববার্য্যতাম্।
অহিংসা সর্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতম্ ॥ ২
এতৎ পদমনুদ্বিগ্নাঃ বরিষ্ঠং ধর্মলক্ষণম্
জ্ঞানং বিঃশ্রেয় ইত্যাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ ॥ ৩
তস্মাজ্জ্ঞানেন শুদ্ধেন মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ।
হিংসাপরাশ্চ যে কেচিদ্ যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
লোভমোহসমাযুক্তাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৪
আশীর্যুক্তানি কর্মাণি কুর্বতে যে কৃতক্রিয়াঃ।
তেঽস্মিংল্লোকে প্রমোদন্তে জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫
কুর্বতে যে তু কর্মাণি শ্রদ্দধানা বিপশ্চিতঃ।
অনাশীর্যোগসংযুক্তাস্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥ ৬
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সত্ত্ব-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যথা
সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ তন্নিবোধত সত্তমাঃ ॥ ৭
বিষয়ো বিষয়িণশ্চ সত্ত্বমেতদুদাহৃতম্।
বিষয়ী পুরুষো নিত্যঃ সত্ত্বঞ্চ বিষয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
ব্যাখ্যাতং পূর্বকল্পেন যন্মকোদুম্বরং যথা।
ভুজ্যমানং ন জানীতে নিত্যং সত্ত্বমচেতনম্
যস্ত্বেবং তা বিজানীতে যো ভুঙ্‌ক্তে যচ্চ ভুজ্যতে ॥ ৯
নিত্যং যত্নসমাযুক্তং সত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ।
নির্ধর্মো নিষ্ফলো নিত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ ॥ ১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সত্ত্ব এবং পুরুষের ভিন্নতা, বুদ্ধিমানের প্রশংসা, পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিস্তার ও পরমাত্মার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা।]

ব্রহ্মা বলিলেন—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আমি এইবার সবিশেষে বলিব। পূর্বকালে কোনও গুরু অধিকারী শিষ্য পাইয়া যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা শুনুন ॥ ১

এই অবসরে উক্ত বিষয় সম্যগ্‌ভাবে জানিয়া উত্তম রূপে ধারণা করিয়া লউন। সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাকেই সর্বোত্তম কর্তব্য বলিয়া মনে করা হয়। এই সাধনাই উদ্বেগরহিত, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্মের লক্ষণস্বরূপ ॥ ২-৩

নিশ্চিত তত্ত্বদর্শন ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই প্রবীণগণ বলেন যে, জ্ঞানই পরম কল্যাণের উপায়। অতএব বিশুদ্ধ (সংশয়-বিপর্যয়াদি-রহিত) জ্ঞানের দ্বারাই সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩

যে সকল লোক প্রাণিহিংসাপরায়ণ এবং নাস্তিকের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন, লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, যেহেতু তাহারা নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪

যে সকল ব্যক্তি অনন্যমনাভাবে সকাম পুণ্যকর্মের আচরণ করিয়া থাকে, তাহারা ইহ সংসারে যাতায়াত করাইয়া দুঃখী জীবনযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫

যে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সমত্বরূপ যোগে স্থিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন অথচ ফলের আশা করেন না, তাঁহারা জ্ঞানী এবং উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত হন ॥ ৬

হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! অতএব আমি সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) পরস্পর সংযোগ এবং বিচ্ছেদ কি করিয়া হয় তাহা বলিব, আপনারা অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন ॥ ৭

এই উত্তরের মধ্যে বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিশ্লেষিত এইরূপ কথিত হইয়াছে। পুরুষ সর্বদা বিষয়ী (ভোক্তা বা দ্রষ্টা)-র স্বভাব এবং সত্ত্ব সর্বদা বিষয়ের (ভোগ্য, দৃশ্য) স্বভাব এইরূপ মনে করা হয় ॥ ৮

পূর্বে (৪৮ অধ্যায়ে) মশক এবং উদুম্বরের (ডুমুর) উপমার দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে (উদুম্বর যেরূপ মশককে জানে না ভক্ষণ) যাহাকে ভোগ করা হয়,সেই অচেতন সত্ত্ব নিত্য-স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে জানে না, কিন্তু (মশক যেরূপ নিজেকে এবং উদুম্বরকে উভয়কেই জানিতে পারে তদ্রূপ) যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি ইহা জানিতে পারেন যে, ভোক্তা হইলেন আত্মা আর ভোগ্য হইল সত্ত্ব ॥ ৯

মনীষী পুরুষগণ সত্ত্বকে সুখ-দুঃখাদি ধর্মাত্মক পরিণামযুক্ত বলিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সর্বদা নির্গুণ বলিয়া অনাসক্ত, অংশবিহীন এবং অবিনাশী বলিয়া কথিত হন। [অতএব বিপরীত ধর্মত্বহেতু এই উভয়ের মধ্যে যে অভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে] ॥ ১০

সমং সংজ্ঞানুগন্তৈব ন সর্বত্র ব্যবস্থিতঃ।
উপভুঙ্‌ক্তে সদা সত্ত্বমপঃ পুষ্করপর্ণবৎ ॥১১
সর্বৈরপি গুণৈর্বিদ্বান্ ব্যতিষক্তো ন লিপ্যতে।
জলবিন্দুর্যথা লোলঃ পদ্মিনীপত্রসংস্থিতঃ ॥ ১২
এবমেবাপ্যসংযুক্তঃ পুরুষঃ স্থান সংশয়ঃ।
অব্যাকৃতমভূৎ সত্ত্বং পুরুষস্তেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৩
যথা ত্রব্যাক্ত কর্তা চ সংযোগোঽপ্যয়োস্তথা
যথা প্রদীপমাদায় তমিস্রং তমসি গচ্ছতি।
তথা সত্ত্বপ্রদীপেন গচ্ছন্তি পদবৈদিনঃ ॥ ১৪
যাবদ্ ত্রব্যং গুণস্তাবৎ প্রদীপঃ সম্প্রকাশতে
ক্ষীণে ত্রব্যে গুণে জ্যোতিরস্তমর্যাদায় গচ্ছতি ॥ ১৫
ব্যক্তং সত্ত্বগুণেষ্বেবং পুরুষোঽব্যক্ত ইষ্যতে
এতদ্ বিদ্বো বিজানীত কস্ত ক্ষেমো ব্রবীমি বঃ ॥ ১৬
সহস্রেণাপি দুর্মেধা ন বুদ্ধিমধিগচ্ছতি।
চতুর্ভির্বেদবাক্যৈশ্চ বুদ্ধিমান্ সুখমেধতে ॥ ১৭
এবং ধর্মস্ত বিজ্ঞেয়ং সাধনমুপায়তঃ।
উপায়জ্ঞো হি মেধাবী সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ১৮
যথাক্ষামমপাখ্যেয়ঃ প্রপন্নো মনুজঃ ক্বচিৎ
ক্লেশেন যাতি মহতা বিনষ্টেদ্রস্তথাপি চ ॥ ১৯
তথা ধর্মমু বিজ্ঞেয়ং ফলং ভবতি বা ন বা
পুরুষস্যাত্মনিঃশ্রেয়ঃ শুভাশুভনিদর্শনম্ ॥ ২০
যথা চ দীর্ঘমধ্বানং পন্থানমেব প্রপদ্যতে
অদৃষ্টপূর্বং সহসা তদ্বদ্ধর্মনিষেবিতা ॥ ২১

যেরূপ পদ্মপত্র জলবিন্দুর দ্বারা লিপ্ত না হইয়াও সেই জলকে উপভোগ করে (অর্থাৎ তাহার দ্বারা সিক্ত হয়), সেইরূপ পুরুষও (নিজের স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া তাঁহাতে অজ্ঞানবশতঃ আরোপিত সত্ত্বগুণের) তার সর্বত্র তাহাকেই সঙ্গ (জ্ঞান বা স্ফুরণ) অনুসরণ করিয়া (নিজেকে সত্ত্বরূপে প্রকাশিত করিয়া) তাহাতে অনাসক্ত থাকিয়াও তাহাকে উপভোগ করেন ॥১১

যেরূপ পদ্মপত্রের উপরে পতিত চঞ্চল জলবিন্দু সেই পত্র-তলের সহিত মিশিয়া যায় না, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ সকল গুণের সম্বন্ধ রাখিয়াও তাহাদের কোনটির দ্বারাই লিপ্ত হন্ না। অতএব কেবল পুরুষ প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গ হইতে সন্দেহ নাই (অর্থাৎ বাস্তবে সত্ত্বের সহিত পুরুষের কোনও সম্বন্ধ নাই) ॥১২-১৩

ইহা নিশ্চিত যে সত্ত্ব হইল পুরুষের ভোগ্য একটি দ্রব্য-বিশেষ এবং যেরূপ দ্রব্য ও তাহার কর্তার সম্বন্ধ সেইরূপ সত্ত্ব ও পুরুষের সংযোগ জানিবেন ॥১৪

যেরূপ প্রদীপ লইয়া কোনও পথিক অন্ধকারে পথ চলিয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্বরূপ প্রদীপের দ্বারা [অর্থাৎ সত্ত্বগুণেই পরিণাম বিদ্যার দ্বারা সত্ত্বকে ও পুরুষকে পৃথক্ ভাবে চিনিয়া লইয়া] পরমতত্ত্বান্বেষী সাধক সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকেন ॥ ১৪

যাবৎ দ্রব্য (তেল) এবং গুণ (সলিতা) থাকে, তাবৎ সত্ত্বরূপ প্রদীপ জ্বলিতে পারে। দ্রব্য ও গুণক্ষয় হইয়া গেলে সত্ত্বরূপ জ্যোতিঃ অস্তমিত হইয়া যায় ॥ ১৫

এই প্রকারে (কর্ম আচরণ করিয়া আপনাকে ও পুরুষকে পৃথক্ রূপে প্রকাশ করে বলিয়া) সত্ত্বকে ব্যক্ত এবং (কর্মক্ষয় হইয়া গেলে সর্বাদি চতুর্দশ-সুখ-সাক্ষী পুরুষরূপে অবস্থিতি থাকেন বলিয়া) পুরুষ অব্যক্ত বলিয়া পরিচিত। হে বিদ্বজ্জন! এই তত্ত্বটি জানুন। এক্ষণে আমি আপনাদের আরও তত্ত্বকথা বলিতেছি, শুনুন ॥ ১৬

সহস্র প্রয়াস করিয়াও দুর্মতি কখনও জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আর যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি তাহার একচতুর্থাংশ প্রয়াস করিলেও জ্ঞানলাভ পূর্বক সুখানুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৭

এইরূপ বিচার পূর্বক কোনও না কোনও উপায়ে ধর্মের সাধনবিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইবে; কারণ, যিনি উপায়বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মেধাসম্পন্ন, তিনিই পরিণামে পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৮

যেরূপ পাথেয় না লইয়া পথ আরম্ভ করিয়া থাকিলে, কোথাও কোনও মনুষ্যকে অত্যন্ত কষ্ট সহকারে পথ চলিতে হয়, কিম্বা পথিমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়, তদ্রূপ পূর্বজন্মে পুণ্য না করা থাকিলে সাধন মার্গে অগ্রসর হইয়া, হয় অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন পূর্বক ফলাফল লাভ করিতে হয় অথবা একবারেই অগ্রসর হইলে, কোনও ফল না পাইয়া পথি মধ্যেই বিনষ্ট হইতে হয়। পুরুষের (ইহজন্ম) নিজ কল্যাণ সাধন করা বা না হইল, তাহাই তাহার পূর্বজন্মে কতটা পাপ বা পুণ্য আছে, তাহার নিদর্শন ॥ ১৯-২০

যেরূপ পূর্ব হইতে না চেনা দূরবর্তী পথে চলিতে হইলে যেরূপ পথে হাঁটিয়া যাইতে হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় ॥ ২১

তথৈব চ যথাজ্ঞানং রথেনেহাভ্যুপায়িনা।
গন্তব্যাধ্বপ্রযুক্তেন তথা বুদ্ধিমতাং গতিঃ ॥২২
ঊর্ধ্বং পর্বতমারুহ্য নাবমেকেন কৃতজ্ঞঃ
রথেন রথিনা পশ্য ক্রিয়মাণমচেতনম্ ॥ ২৩
যাবদ্ রথপথস্তাবদ্ রথেন স তু গচ্ছতি
তীর্থে রথপথে বিদ্বান্ রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি ॥২৪
এষা গচ্ছতি মেধাবী তত্ত্বযোগবিধানবিৎ।
পরিত্যজ্য গুণজন্ত উত্তরাদুত্তরোত্তরম্ ॥ ২৫
যথার্ণবং মহাঘোরমপ্লবঃ সম্প্রপদ্যতে
বাহুভ্যামেব সম্মোহাদ্ যথা বাক্তাসাগরম্ ॥ ২৬
নাবা চাপি যথা প্রাজ্ঞো বিভাগজ্ঞঃ ক্ষিপ্রয়া
অপ্রান্তঃ সলিলে গচ্ছেচ্ছীঘ্রং সন্তরতে দ্রুতম্ ॥ ২৭

তীর্ণো গচ্ছেৎ পরং পারং নাবমুৎসৃজ্য নির্ঘৃণঃ।
ব্যাখ্যাতা পূর্বকল্পেন যথা রথ-পদাতিনোঃ ॥ ২৮
স্নেহাৎ সম্মোহমাপন্নো নাবি রাগো যথা তথা
মমত্বেনাভিভূতঃ সংস্তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ২৯
নাবং ন শক্যমারুহ্য স্থলে বিপরিবর্তিতুম্
তথৈব রথমারুহ্য নাপ্তুং চর্যাং বিধীয়তে ॥ ৩০
এষা কর্ম কৃতং চিত্রা বিষয়স্থা পৃথক্ পৃথক্।
যথা কর্ম কৃতং লোকে তথৈবানুপপদ্যতে ॥ ৩১
যত্নৈব গন্ধিনো রসাং ন রূপ-স্পর্শ-সম্ভবম্।
মন্যন্তে মুনয়ো বুদ্ধ্যা তৎ প্রধানং প্রচক্ষতে ॥ ৩২
তত্র প্রধানযথাক্তমব্যক্তস্য গুণো মহান্
মহৎ প্রধানকৃতস্য গুণোঽহঙ্কার এব চ ॥ ৩৩

পরন্তু এই একই পথে শিক্ষাহীন সম্বলহীন উত্তম রথে আরোহণ করত চলিলে পর যেমন তিনি সেই স্থানে পৌঁছাইতে পারেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান্‌গণ শাস্ত্ররথে চড়িয়া শীঘ্র এই দুঃখময় সংসার পথ রথে অতিক্রম করেন। (শুধু তাহাই নহে) যেমন উচ্চ পর্বতচূড়ার উপরে উঠিয়া আর নিম্নস্থ বৃক্ষিতাদের দিকে লক্ষ্য করিতে হয় না, সেইরূপ সত্বরপথে আরোহণ করিয়া তাঁহারা আত্মাদিকেও বর্জন করিতে পারেন (সেজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "সর্বত্র জলপ্লুত হ্রদ লাভ করিলে পর ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেটুকু সার্থকতা থাকে, ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে সকল বেদের সেইরূপ সার্থকতা") ॥ ২১।-২৩

আরও দেখুন, যদি আরোহী বুদ্ধিহীন হয়, তবে রথে করিয়া পর্বতের নিকট গিয়াও (হায়! রাস্তা পর্যন্ত করিয়া যাইব" ইহা ভাবিয়া) কষ্ট পাইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী হইলে পরে রথ যতদূর পর্যন্ত চলিতে পারে, সেই পর্যন্ত পথ রথে করিয়া যাইয়া রথমার্গ শেষ হইয়া গেলে রথ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পথ পদব্রজেই যাইয়া থাকেন ॥ ২৪

এইরূপে, কর্মসাধনাবিষয়ে বুদ্ধিমান্, তত্ত্ব এবং যোগের পদ্ধতি-বিষয়ে এবং ফলসকলের কার্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অবস্থা ও উপায় বুঝিয়া শুদ্ধি উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া থাকেন ॥ ২৫

যেমন কোনও মানুষ যোগবলতঃ নৌকা ব্যতীতই অকূল সমুদ্রে প্রবেশ করে এবং দুই হস্তে সন্তরণ করিতে করিতে তাহার পরপারে যাইবার আশা পোষণ করে, উহাতে সে নিজের মৃত্যু-কামনা করিয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। (সেইরূপ কোন নৌকার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া মানুষ এই ভবসাগর পার হইতে পারে না ॥ ২৬

যেমন জলপথের বিভাগজ্ঞ অভিজ্ঞ পুরুষ ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা অনায়াসেই জলের উপর দিয়া যাত্রা করত শীঘ্র সমুদ্র উত্তরণ করিয়া যায় এবং পরপারে উপস্থিত হইয়া নৌকার মমতা ত্যাগ করে চলিয়া যায়; (সেইরূপ সংসার-সাগর পার হইয়া যাইবার পর বুদ্ধিমান্ সাধক পূর্ব-পরিগৃহীত সাধনসামগ্রীর মমতা ত্যাগ করিয়া থাকেন।) এই কথা রথে করিয়া গমনকারী ও পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি ॥ ২৭-২৮

কিন্তু স্নেহবশতঃ মোহগ্রস্ত মানুষ মমতায় আবদ্ধ হইয়া সদা নৌকায় অবস্থিত নাবিকের ন্যায় সে স্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ২৯

নৌকায় আরোহণ করিয়া যেরূপ স্থলে বিচরণ করা সম্ভব নয় রথে আরোহণ করিয়া যেরূপ জলে বিচরণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ কৃত বিভিন্ন কর্ম পৃথক্ পৃথক্ স্থানে উপস্থিত করিয়া দেয়। জগতে যাহার দ্বারা যেরূপ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সেইরূপই ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩০-৩১

যাহা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের দ্বারা যুক্ত নয় এবং মুনিগণ বুদ্ধির দ্বারা যাহার মনন করে, তাহাই 'প্রধান' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩২

প্রধানের অন্য নাম 'অব্যক্ত'। অব্যক্তের কার্য মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্বের কার্য অহঙ্কার ॥ ৩৩

অহঙ্কারাৎ তু সম্ভূতো মহাভূতকৃতো গুণঃ
পৃথক্ত্বেন হি ভূতানাং বিষয়া বৈ গুণাঃ
বীজধর্মা ভবাব্যক্তাঃ প্রসবাত্মকমেব চ ।
বীজধর্মা মহানাত্মা প্রসবশ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ।৩৫
বীজধর্মত্বহঙ্কারঃ প্রসবস্ত পুনঃ পুনঃ ।
বীজপ্রসবধর্মাণি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ।৩৬
বীজলিঙ্গ ইত্যাহুঃ প্রসবঞ্চ প্রচক্ষতে ।
বিশেষাঃ পঞ্চভূতানাং তেষাং চিত্রা বিশেষবত্ত্ব । ৩৭
তত্রৈকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে ।
ত্রিগুণং জ্যোতিরিত্যাহুরাপশ্চাপি চতুর্গুণাঃ ।৩৮
পৃথ্বী পঞ্চগুণা জ্ঞেয়া চর-স্থাবরসঙ্কুলা ।
সর্বভূতকরী দেবী শুভাশুভনিবর্হিণী । ৩৯
শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ ।
এতে পঞ্চ গুণা ভূমের্বিজ্ঞেয়া দ্বিজসত্তমাঃ ।৪০

পার্থিবশ্চ সদা গন্ধো গন্ধশ্চ বহুধা স্মৃতঃ
তদা গন্ধস্য বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বহূন্ গুণান্ । ৪১
ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরোঽম্ল, কটুস্তথা
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রূক্ষো বিশদ এব চ ।৪২
এবং দশবিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধ ইত্যুত
শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং ত্রয়শ্চাপাং গুণাঃ স্মৃতাঃ ।৪৩
রসজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি রসশ্চ বহুধা স্মৃতঃ
মধুরোঽম্লঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়ো লবণস্তথা ।৪৪
এবং ষড় বিধবিস্তারো রসো বাহ্যিবঃ স্মৃতঃ ।
শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং ত্রিগুণং জ্যোতিরুচ্যতে । ৪৫
জ্যোতিষশ্চ গুণো রূপং রূপঞ্চ বহুধা স্মৃতম
শুক্লঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তো নীলঃ পীতঃ কদাচিৎ ।৪৬
হ্রস্বঃ দীর্ঘঃ কৃশঃ স্থূলশ্চতুরস্রস্তু বৃত্তবৎ
এবং সংস্থানবিস্তারো জ্ঞেয়শ্চাপি রূপসংজ্ঞিতে । ৪৭

অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূতসকলের উৎপাদনকারী গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূতসকলের কার্য্য হইল—শব্দাদি বিষয়সমূহ। ইহারা পৃথক্ পৃথক্ গুণসমূহের নামে প্রসিদ্ধ । ৩৪

অব্যক্ত প্রকৃতি কারণরূপা এবং কার্য্যরূপাও। এইরূপ মহত্তত্ত্বেরও কারণ ও কার্য্য—এই দুই স্বরূপ আছে বলিয়াছি । ৩৫

অহঙ্কারও কারণরূপী এবং বারংবার কার্য্যরূপেও পরিণত হইতে থাকে। মহাভূতেরও (পঞ্চ তন্মাত্রাতেরও) কারণত্ব ও কার্য্যত্ব—এই দুই ধর্ম্মই আছে। ইহারা শব্দাদি বিষয়সমূহকে উৎপন্ন করে, সেইজন্য ইহাদিগকে বীজধর্ম্মী বলা হয় । ৩৬½

এই পঞ্চ মহাভূতের বিশেষ কার্য্য হইল শব্দাদি বিষয়সমূহ। সেই সব বিষয় প্রবর্ত্তক হইল চিত্ত । ৩৭

পঞ্চমহাভূতসকলের মধ্যে আকাশে একটি গুণই (শব্দ) আছে। বায়ুর দুইটি গুণ (শব্দ ও স্পর্শ) কথিত হয়। তেজে তিনটি গুণ (শব্দ, স্পর্শ ও রূপ) আছে এবং জলের চারিটি গুণ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস) আছে বলিয়া অতিরিক্ত হয় । ৩৮

এক পৃথিবীতে পাঁচটি গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) আছে এই ভূমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ, সমস্ত জীবদিগের জন্মদায়িনী এবং শুভ ও অশুভের নির্দ্দেশকারিণী বলিয়া জানিবেন । ৩৯

বিশেষরূপে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পঞ্চম গন্ধ—এই সবই পৃথিবীর পাঁচটি গুণ বলিয়া জানিতে হইবে । ৪০

ইহাদের মধ্যে গন্ধই হইল পৃথিবীর প্রধান গুণ গন্ধ বহু প্রকার বলিয়া কথিত হয়। আমি সেই সব বহু গন্ধ সবিস্তরে বর্ণনা করিব । ৪১

ইষ্ট (প্রিয়—সুগন্ধ), অনিষ্ট (অপ্রিয় দুর্গন্ধ), মধুর, অম্ল, কটু তিক্ত (যাহা দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত), বিশ্লিষ্ট, স্নিগ্ধ রুক্ষ ও বিশদ—এই পৃথিবী হইতে উদ্ভূত গন্ধের দশ প্রকার ভেদ জানিবেন । ৪২½

শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস জলের এই চার গুণ কথিত হয় (ইহাদের মধ্যে রসই জলের মুখ্য গুণ ।) এখন আমি রসসম্বন্ধে জানিবার বিষয় বর্ণনা করিব। রসের বহু ভেদ বর্ণিত আছে । ৪৩½

মধুর (মিষ্ট), অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এইরূপে ছয় প্রকারে রসের ভেদ অভিহিত হইয়াছে । ৪৪½

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটি গুণ তেজের বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে রূপই তেজের প্রধান গুণ। সেই রূপেরও বহু প্রকার ভেদ আছে । ৪৫½

শুক্ল, কৃষ্ণ রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব (ক্ষুদ্র), দীর্ঘ (লম্বা), কৃশ (পাতলা), স্থূল (মোটা), চতুরস্র (চৌকণা) ও বৃত্তবৎ (গোলাকার) —এইভাবে তেজোজাত রূপের বার প্রকার ভেদ

বিজ্ঞেয়ং ব্রাহ্মণৈর্বৃদ্ধৈর্বিদ্যাভিঃ সত্যবাদিভিঃ।
শব্দ-স্পর্শৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বিগুণৌ বায়ুরুচ্যতে ॥ ৪৮
বায়োরাকাশে গুণঃ স্পর্শঃ স্পর্শশ্চ বহুধা স্মৃতঃ
রূক্ষঃ শীতস্তথৈবোষ্ণঃ স্নিগ্ধো বিশদ এব চ ॥ ৪৯
কঠিনশ্চিক্কণঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলো দারুণো মৃদুঃ
এবং দ্বাদশবিদ্যাবো বায়ব্যো গুণ উচ্যতে ॥ ৫০
বিবিধৈশ্চ ব্রাহ্মণৈঃ সিদ্ধৈর্দৃষ্টৈর্জ্ঞাতস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫১
তত্রৈকগুণমাকাশং শব্দ ইত্যেষ চ স্মৃতঃ
তস্য শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বহূন্ গুণান্ ॥ ৫২
ষড়্জর্ষভৌ স গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা
অতঃ পরং তু বিজ্ঞেয়ো নিষাদো বৈবতস্তথা
ইষ্টশ্চানিষ্টশব্দশ্চ সংহতঃ প্রবিভাগবান্ ॥ ৫৩
এবং দশবিধো জ্ঞেয়ঃ শব্দ আকাশসম্ভবঃ।
আকাশমুত্তমং ভূতমবস্থারততঃ পরঃ ॥ ৫৪
অবস্থায়াং পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা ততঃ পরঃ
তস্মাৎ তু পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ॥ ৫৫
পরাপরজ্ঞো ভূতানাং বিবিক্তঃ সর্বকর্মণাম্
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা গন্তব্যাত্মাত্মবত্তয়া ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্য-সংবাদে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সত্যবাদী বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা জ্ঞাতব্যরূপে অভিহিত হইয়াছে। ৪৮-৪৯½

শব্দ ও স্পর্শ—আকাশের যোগ্য এই দুইটি গুণ বায়ুর বলিয়া কথিত আছে। এই দুইটির মধ্যে স্পর্শই বায়ুর বিশেষ মুখ্য গুণ। স্পর্শেরও বহুপ্রকার ভেদ বর্ণিত আছে। ৪৯½

রুক্ষ, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ (হাল্কা), পিচ্ছিল, দারুণ (কঠোর) ও মৃদু (কোমল)—এই বার প্রকারে বায়ুর গুণ স্পর্শের বিস্তার তত্ত্বদর্শী বর্ষীয়ান সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিধি অনুসারে কথিত হইয়াছে। ৫০-৫১

সেই পূর্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে আকাশের 'শব্দ' এই একটি মাত্র গুণ কথিত হইয়াছে। সেই শব্দেরও বহু প্রকার ভেদ আছে। আমি সবিস্তরে শব্দের সেই সব গুণ বর্ণনা করিব। ৫২

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, বৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ট ও সংহত (মিশ্র)—এইভাবে আকাশ হইতে উৎপন্ন শব্দের দশ প্রকার বিভাগযুক্ত ভেদ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। ৫৩-৫৪½

আকাশই সমস্ত ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অবস্থার, অবস্থার হইতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ - পরমাত্মা। ৫৫-৫৫

যে মানুষ সমস্ত ভূতগণের শ্রেষ্ঠতা ও ন্যূনতা জানে, সকল কর্মের বিধি জানে এবং সম্পূর্ণ প্রাণিসমূহকে আত্মভাবে দর্শন করে, সেই মানুষই অধি-ধী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। ৫৬

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরু-শিষ্য-সংবাদবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[তপঃপ্রভাবস্য, আত্মস্বরূপস্য, আত্মজ্ঞানস্য চ মহিমকথনম্, অনুগীতায়া উপসংহারশ্চ]

ব্রহ্মোবাচ।

ভূতানামথ পঞ্চানাং যচ্চৈষামীশ্বরং মনঃ
নিয়মে চ বিসর্গে চ ভূতাত্মা মন এব চ

অধিষ্ঠাতা মনো নিত্যং ভূতানাং মহতাং তথা।
বুদ্ধিশ্চৈশ্বর্য্যমাচষ্টে ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ স উচ্যতে॥ ১

ইন্দ্রিয়াণি মনো যুঙ্‌ক্তে সদশ্বানিব সারথিঃ
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞে যুঞ্জতে সদা॥ ২

মহদ্বপুঃসমাযুক্তং বুদ্ধিসংযমনং রথম্
সমারুহ্য স ভূতাত্মা সমন্তাৎ পরিধাবতি॥ ৪

ইন্দ্রিয়গ্রামসংযুক্তো মনঃসারথিরেব চ।
বুদ্ধিসংযমনো নিত্যং মহান্ ব্রহ্মময়ো রথঃ॥ ৪

এবং যো বেত্তি বিদ্বান্ বৈ সদা ব্রহ্মময়ং রথম্।
স ধীরঃ সর্বভূতেষু ন মোহমধিগচ্ছতি॥ ৬

অব্যক্তাদিবিশেষান্তাং সহস্রাবর-জঙ্গমম্
সূর্য্য-চন্দ্রপ্রকাশাঢ্যং গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডিতম্॥ ৭
নদী-পর্ব্বতজালৈশ্চ সর্বতঃ পরিকল্পিতম্
বিবিধাভিস্তথা চাদ্ভিঃ সততং সমলঙ্কৃতম্॥ ৮
আজীব্যং সর্বভূতানাং সর্বপ্রাণভৃতাং গতিঃ
এতদ্ ব্রহ্মময়ং নিত্যং তস্মিংস্তদ্বর্ত্তি ক্ষেত্রবিৎ॥ ৯
লোকেঽস্মিন্ যানি সত্ত্বানি ত্রসানি স্থাবরাণি চ
তান্যেবাগ্রে প্রলীয়ন্তে পশ্চাদ্ ভূতকৃতা গুণাঃ
গুণেভ্যঃ পঞ্চভূতানি এষ ভূতসমুচ্ছ্রয়ঃ॥ ১০
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বাঃ পিশাচাসুর-রাক্ষসাঃ
সর্বে স্বভাবতঃ সৃষ্টা ন ক্রিয়াভ্যো ন কারণাৎ॥ ১১
এতে বিধিসৃজো বিপ্রা ভাবস্তীহ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষেত্যাঃ প্রসূতাস্তেষেব মহাভূতেষু পঞ্চসু।
প্রলীয়ন্তে যথাকালমুর্ময়ঃ সাগরে যথা॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[তপস্যার প্রভাব, আত্মার স্বরূপ ও আত্মজ্ঞানের মহিমা কথন এবং অনুগীতার উপসংহার।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহর্ষিগণ! যেরূপ এই পঞ্চ মহাভূতগণের উৎপত্তি ও সংযম সংহার করিতে মন সমর্থ, সেইরূপ ত্রিকালেও মনই ভূতসকলের আত্মা। ১

সেই পঞ্চ মহাভূতগণের নিত্য আধার মন। বুদ্ধি যাহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে, তিনিই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত হন। ২

যেরূপ সারথি উত্তম অশ্বদিগকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিজের শাসনের অধীনস্থ করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি ইহারা সর্ব্বদা ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সংযুক্ত থাকে। ৩

যাহাতে ইন্দ্রিয়রূপী অশ্ব যোজিত আছে এবং যাহা বুদ্ধিরূপী সারথির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে, সেই দেহরূপ রথে আরোহণ করত এই ভূতাত্মা (ক্ষেত্রজ্ঞ) চারিদিকে ধাবিত হন। ৪

ব্রহ্মময় রথ নিত্য—অক্ষয়রূপে সদা স্থিত ও মহান্, ইন্দ্রিয়গণ তাহার অশ্ব, মন সারথি এবং বুদ্ধি যেন (চাবুক)। ৫

এইভাবে যে বিদ্বান্ পুরুষ এই ব্রহ্মময় রথকে সদা জানেন, তিনি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ধীর এবং কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না। ৬

এই জগৎ এক ব্রহ্মময়। অব্যক্ত প্রকৃতি ইহার আদি। পঞ্চ মহাভূত, মন ইন্দ্রিয় ও এক মন—এই ষোল বিশেষ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। ইহা চরাচর প্রাণিগণের দ্বারা পূর্ণ। সূর্য্য ও চন্দ্রাদির প্রকাশে ইহা প্রকাশিত। গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলে সুশোভিত। নদী এবং পর্ব্বতসমূহে সর্ব্বদিক্ বিভূষিত। নানাপ্রকার জলের দ্বারা সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত। ইহাই সম্পূর্ণ ভূতগণের জীবন এবং সমস্ত প্রাণিবর্গের গতি। এই ব্রহ্মধামে ক্ষেত্রজ্ঞ বিচরণ করেন। ৭-৯

এই লোকে যে সব স্থাবর জঙ্গম প্রাণী আছে, তাহারা প্রথমে প্রকৃতিতে লীন হয়। তাহার পর পঞ্চ ভূতের দ্বারা লীন হয় এবং কার্য্যরূপ গুণসমূহের পর পঞ্চ ভূত লীন হয়। এইভাবে এই ভূতসমূহ প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। ১০

দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, পিশাচ, অসুর ও রাক্ষস সকলেই স্বভাব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; কোনও ক্রিয়া কিংবা কারণ হইতে ইহাদের সৃষ্টি হয় নাই। ১১

বিশ্বসৃষ্টিকারী এই মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সমুদ্রের তরঙ্গসকলের ন্যায় পুনঃ পুনঃ পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা পুনরায় সময়ানুসারে তাহাতেই লীন হইয়া যান। ১২

বিশ্বস্মৃগ্‌ভ্যশ্চ ভূতেভ্যো মহাভূতাশ্চ সর্বশঃ।
ভূতেভ্যশ্চাপি সর্বেভ্যো মৃত্যো সর্বেণ পরাং গতিম্ ॥১৩
প্রজাপতিরিদং সর্বং মনসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ।
তপৈব দেবানুদ্বহন্তপসা প্রতিপেদিরে ॥ ১৪
তপসস্তানুপূর্ব্যেণ ফলমূলাশিনস্তথা।
ত্রৈলোক্যং তপসা সিদ্ধাঃ পশ্যন্তীহ সমাহিতাঃ ॥ ১৫
ঔষধাশ্চমদাদীনি নানাবিদ্যাশ্চ সর্বশঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপোমূলং হি সাধনম্ ॥ ১
ব্রহ্মহাপং সুরাপানং ভ্রূণহার্দ্ধং সুরাধয়ম্
তৎ সর্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥ ১৭
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেনো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ ॥ ১৮
মনুষ্যাঃ পিতরো দেবাঃ পশবো মৃগ-পক্ষিণঃ
যানি চান্যানি ভূতানি ত্রসানি স্থাবরাণি চ ॥ ১
তপঃপরায়ণা নিত্যং সিধ্যন্তে তপসা সদা

এই বিশ্বের সৃষ্টিকারী প্রাণিগণ হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত সকলের স্রষ্টা। যিনি এই পঞ্চ মহাভূত হইতে মুক্ত হন, তিনিই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩

শক্তিশালী প্রজাপতি স্বীয় মনেরই দ্বারা সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঋষিগণও তপস্যার প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৪

ফল-মূল ভক্ষণকারী সিদ্ধ মহাত্মাগণ এ-জগতে তপস্যারই প্রভাবে চিত্তকে একাগ্র করত তিন লোকের বৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন ॥ ১৫

আরোগ্যের সাধনভূত ঔষধিসমূহ এবং নানাপ্রকার বিদ্যা তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সমস্ত সাধনের মূল হইল তপস্যা ॥ ১৬

যাহা দুর্লভ, যাহার অভ্যাস করা কঠিন, যাহাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য এবং যাহার লঙ্ঘন করা নিতান্ত কঠিন, সে সমস্তই তপস্যার দ্বারা সহজসাধ্য হইয়া যায়, কারণ, তপস্যার প্রভাব দুরতিক্রম্য ॥ ১৭

সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, চোর, গর্ভনষ্টকারী ও গুরু-পত্নীর শয্যায় শয়নকারী মহাপাপীও কঠোর তপস্যা করিয়া সেই মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৮

মনুষ্য, পিতৃপুরুষ, দেবতা, পশু, মৃগ, পক্ষী এবং অন্য যে সমস্ত চরাচর প্রাণী আছে, ইঁহারা সকলেই নিত্য তপস্যায় সংলগ্ন হইয়া সদা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এইজন্য তপস্যাকেই বলে

তপৈব তপসা দেবা মহাত্মানো দিবং গতাঃ ॥ ২০
আশীর্যুক্তানি কর্মাণি দুর্বৃত্তে যে ব্যবস্থিতাঃ।
অহঙ্কারসমাযুক্তাস্তে সকাশে প্রজাপতেঃ ॥ ২১
ধ্যানযোগেন শুদ্ধেন নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ
আসু্যর্দ্বি মহাত্মানো মহান্তো লোকমুত্তমম্ ॥ ২২
ধ্যানযোগমুপাগম্য প্রসন্নমনসঃ সদা।
সুখোপচয়মব্যক্তং প্রবিশন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ ॥ ২৩
ধ্যানযোগাদুপাগম্য নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ
অব্যক্তং প্রবিশন্তীহ মহান্তো লোকমুত্তমম্ ॥ ২৪
অব্যক্তাদেব সম্ভূতঃ সমসংজ্ঞাং গতঃ পুনঃ
তমোঽরজোভ্যাং নির্মুক্তঃ সত্ত্বমাত্মায় কেবলম্ ॥ ২৫
নির্মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ সর্বং পশ্যতি নিষ্কলম্।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তং বিদ্যাদ্ যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥২৬
চিন্তাঃ চিন্তানুপাগম্য মুনিরাসীত সংবৃতঃ
যচ্চিত্তস্তত্ত্বতো যস্যঃ গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ ২৭

মহাত্মাগণ দেবতাগণ স্বর্গে বাস করেন ॥ ১৯-২০

যাঁহারা আসক্তি ত্যাগ করত অহঙ্কারে মুক্ত হইয়া সকাম কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রজাপতিলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২১

যাঁহারা মমতারহিত ও অহঙ্কারমুক্ত, সেই মহাত্মাগণ বিশুদ্ধ ধ্যানযোগের দ্বারা অতিশয় উত্তম লোক লাভ করেন ॥ ২২

যাঁহারা ধ্যানযোগের আশ্রয় গ্রহণ করত সদা প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করেন, সেই আত্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সুখের রাশিভূত অব্যক্ত পরমাত্মার প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

কিন্তু যাঁহারা ধ্যান যোগ হইতে বিরত হইয়া অর্থাৎ ধ্যানে অক্ষম হইয়া মমতা ও অহঙ্কাররহিত জ্ঞান অভিলাষিত করেন, সেই সব নিষ্কাম পুরুষগণও মহাপুরুষদিগের উত্তম অব্যক্ত লোকে লীন হইয়া যান ॥ ২৪

পুনরায় সৃষ্টিতে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হন এবং কেবল সত্ত্ব অবলম্বন করত তমোগুণ ও রজোগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ২৫

যিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া সকলের সৃষ্টি করেন, সেই অবশ্য আত্মাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া জানিবেন। যে মানুষ তাঁহার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিই বেদবিৎ ॥ ২৬

মুনি চিন্তনের দ্বারা চেতনা (সম্যগ্‌জ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়া মন

অব্যক্তাদিবিশেষান্তমবিজ্ঞানকৃতং সুখম্ ।
নিবোধত তথা হ্যেতা গুণৈর্লক্ষণনির্মিতাঃ ॥ ২৮
যাবদ্ধ্রুবস্য ভবেদ্ধ্রুবাণ্যুক্তং ব্রহ্ম শাশ্বতম্
মন্যন্তি চ ভবেদ্ধ্রুবাণি যন্যন্তি চ শাশ্বতম্ ॥২৯
কর্ম কেচিৎ প্রশংসন্তি মন্দবুদ্ধিহতা নরাঃ ।
যে তু মুক্তা মহাত্মানো ন প্রশংসন্তি কর্ম তে ॥৩০
কর্মণা জায়তে জন্তুর্মূর্তিমান্ ষোড়শাত্মকঃ ।
পুরুষঃ প্রসৃতেঽবিদ্যা তদ্ প্রাহুরমৃতাশিনাম্ ॥৩১
তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ
বিদ্যাসংহারকং পুরুষং ন তু কর্মময়ং সুখম্ ॥ ৩২
য এবমমৃতং নিত্যমপ্রাহ্যং সর্বকল্পনম্
বক্তারমাত্মনশ্চাপি যো বেদ ন মৃতো ভবেৎ ॥ ৩৩
অপূর্বমকৃতং নিত্যং য এবমবিচারিণম্ ।
য এবং বিদ্যেদাত্মানমপ্রাহ্যমমৃতাশনম্ ॥

অপ্রাণোঽমনাস্তো ভবতি ন এতিঃ কারণৈর্যুতঃ ॥ ৩৪
আহোঽস্য সর্বসংস্কারান্ সংবর্ত্যাত্মানমাত্মনি ।
স তদ্ ব্রহ্ম তত্ত্ব বেত্তি যস্মাদ্ ভূয়ো ন বিদ্যতে ॥৩৫
প্রসাদে চৈব সত্ত্বস্য প্রসাদং সমবাপ্নুয়াৎ
লক্ষণং হি প্রসাদস্য যথা স্যাৎ তন্নিবোধত ॥ ৩৬
গতিরেষা তু মুক্তানাং যে জ্ঞানপরিনিষ্ঠিতাঃ ।
প্রবৃত্তয়শ্চ যাঃ সর্বাঃ পঞ্চত্বং পরিগামজাঃ ॥ ৩৭
এষা গতির্বিমুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।
এষা জ্ঞানবতাং প্রাপ্তিরেতদ্ বৃত্তমনিন্দিতম্ ॥ ৩৮
সর্বেষু সর্বভূতেষু নিঃস্পৃহেণ বিশাখিনা
লব্ধা গতিরিয়ং গন্তা সর্বত্র সমদর্শিনা ॥ ৩৯
এতদ্ বঃ সর্বমাখ্যাতং যথা বিপ্রবিসত্তমাঃ
এবমাচরত ক্ষিপ্রং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥৪০

ও ইন্দ্রিয়গণকে একাগ্র করত পরমাত্মার ধ্যানে নিরত থাকিবেন, কারণ, যাহার চিত্ত যাহাতে আসক্ত থাকে, সে নিশ্চয়ই তাহার স্বরূপ হইয়া যায়—ইহা সনাতন গোপনীয় তত্ত্ব ॥ ২৭

অব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ভূত ও এই সব—এই-ষোড়শ বিশেষ পর্যন্ত সমস্তই অবিদ্যাকে লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আপনারা ইহা জানিবেন যে, এ সমস্ত কিছুই গুণসমূহেরই বিস্তার ॥ ২৮

দুইটি অক্ষরযুক্ত যে পদ 'ধ্রুব' অর্থাৎ ইহা আত্মার—এরূপ ভাব, তাহা মুক্তাত্মাই স্বয়ং এবং তিনটি অক্ষরযুক্ত যে পদ 'ন ধ্রুব' অর্থাৎ ইহা আত্মার নয়—এরূপ ভাব, তাহাই সনাতন ব্রহ্মের প্রাপ্তিস্বরূপ ॥ ২৯

কিন্তু মন্দ বুদ্ধিযুক্ত মানুষেরা (ধর্মাদি ফলপ্রদ-কাণ্ডী) কাম্য কর্মের প্রশংসা করে; কিন্তু মুক্ত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ জ্ঞান-ভাজন মহাত্মাগণ কর্মের প্রশংসা করেন না ॥ ৩০

কারণ, সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে জীবকে ষোড়শ বিকারে নির্মিত স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয় এবং তখন অবিদ্যা তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, তখন মানুষ অমৃত-ভোজী দেবগণেরও উদ্বেগের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৩১

সেইজন্য যে সব ব্যক্তিরা পারদর্শী বিদ্বান্ হন, তাঁহাদের কখনও কর্মসমূহে আসক্তি থাকে না, কারণ, সেই পুরুষ (আত্মা) জ্ঞানময়, কর্মময় নয় ॥ ৩২

যে ব্যক্তি এইভাবে চেতন আত্মাকে অমৃতস্বরূপ, নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন, অক্ষয়, বিজ্ঞাতা ও অনন্ত বলিয়া জানেন, তিনি কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হন না ॥ ৩৩

যিনি আত্মাকে অপূর্ব (অনাদি), অকৃত (অজন্য), নিত্য, অচল, অপ্রাহ্য ও অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি এই সব কথা চিন্তা করিলে তাহাও অপ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়াতীত), নিষ্কল ও অমৃতস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩৪

যিনি চিত্তের শুদ্ধিকারক সমস্ত সংস্কারসমূহ সম্পাদন করত মনকে আত্মার ধ্যানে সংযোজিত করেন, তিনি সেই কল্যাণময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ॥ ৩৫

সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হইয়া যাইলে পর মানুষ শুদ্ধ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। যেরূপ স্বপ্ন হইতে জাগরিত মানুষের স্বপ্ন নাশ হইয়া যায়, সেইরূপ 'চিত্তশুদ্ধি' লক্ষণ ॥ ৩৬

জ্ঞাননিষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের ইহাই পরম গতি; কারণ তাঁহারা সেই সব প্রবৃত্তিকে শুভাশুভ ফলদায়িকা বলিয়া মনে করেন ॥ ৩৭

ইহা বিমুক্ত পুরুষগণের গতি, ইহা সনাতন ধর্ম, ইহাই জ্ঞানিগণের প্রাপ্তির স্থান ও ইহাই অনিন্দিত সদাচার ॥ ৩৮

যিনি সর্বভূতেরই সমদর্শনশীল, নিঃস্পৃহ, কামনারহিত ও সর্বত্র সমদর্শী, সেই জ্ঞানী পুরুষই এই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯

ব্রহ্মর্ষিগণ! এই সব বিষয় আমি সবিস্তারে আপনাদিগের

গুরুরুবাচ ।

ইত্যুক্তবাক্যে তু মুনয়ো গুরুণা ব্রহ্মণা তথা
কৃষ্ণযজ্ঞো মহাত্মানস্ততো লোকমযাযযুঃ ॥৪১

যমপোতমহাভাগ যদোক্তং ব্রহ্মণো যঃ ।
সন্ন্যাসাচর শুদ্ধাত্মংস্তত: সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৪২

বাসুদেব উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তদা শিষ্যো গুরুণা ধর্মমুত্তমম্ ।
চকার সর্বং কৌন্তেয় ততো মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥৪৩

কৃতকৃত্যস্ত স তদা শিষ্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
তৎ পদং সমনুপ্রাপ্তো যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৪৪

অর্জুন উবাচ ।

কো ন্বসৌ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণ কস্য শিষ্যো জনার্দন ।
শ্রোতব্যা চেন্নয়ৈতদ্ বৈ তন্মমাচক্ষ্ব যে বিভো ॥ ৪৫

বাসুদেব উবাচ ।

অহং গুরুর্মহাবাহো মম: শিষ্যস্তু সিদ্ধি যে

নিকট বলিলাম। এক্ষণকার আচরণ করুন, ইহাতে আপনারাও সত্বর সিদ্ধি লাভ করিবেন ॥ ৪০

শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—বৎস! ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ করিলে পর সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ তদনুসারে আচরণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা উত্তম লোক প্রাপ্ত হন ॥ ৪১

মহাভাগ! তোমার চিত্ত শুদ্ধ, সেইজন্য তুমিও যথোচিত ব্রহ্মার উত্তম উপদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন কর। ইহার দ্বারা তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৪২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জুন! শ্রীগুরুদেব এইরূপ উপদেশপূর্ণ বাক্য বলিলে পর সেই শিষ্য সমস্ত উত্তম ধর্ম পালন করিলেন। ইহার দ্বারা তিনি এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪৩

কুরুকুলনন্দন! সেই সময় কৃতার্থ হইয়া এই সেই শিষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেখানে গমন করিয়া আর শোক করিতে হয় না ॥ ৪৪

অর্জুন বলিলেন,—জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ! এই ব্রাহ্মণই গুরু কে ছিলেন এবং সেই শিষ্যই বা কে ছিলেন? প্রভো! যদি আমার ইহা শুনিবার যোগ্য হয়, তবে তাহা যথাযথভাবে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহাবাহো অর্জুন! আমিই সেই গুরু এবং আমার মনই সেই শিষ্য বলিয়া জানিও। ধনঞ্জয়! যৎপ্রীত্যা গুরুরেতচ্চ কথিতং তে ধনঞ্জয় ॥ ৪৬
যদি চেচ্ছসি তে প্রীতির্নিত্যং কুরুকুলোদ্বহ ।
অধ্যাত্মমেতচ্ছ্রুত্বা বৈ সম্যগাচর সুব্রত ॥ ৪৭
ততস্ত্বং সম্যগাচীর্ণে ধর্মেঽস্মিন্নরিকর্ষণ
সর্বপাপবিনির্মুক্তো মোক্ষং প্রাপ্স্যসি কেবলম্ ॥৪৮
পূর্বমপ্যেতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে ।
ময়া তব মহাবাহো তস্মাদত্র মনঃ কুরু ॥ ৪৯
ময়া তু তত্রতত্রৈষ্ঠ চিরদৃষ্টঃ পিতা প্রভুঃ ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সম্মতে তব ফাল্গুন ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তবচনং কৃষ্ণং প্রত্যুবাচ ধনঞ্জয়:
গচ্ছাবো নগরং কৃষ্ণ গজসাহ্বয়মদ্য বৈ ॥ ৫১
সমেত্য তত্র রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ।
সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং যাং পুরীং যাতুমর্হসি ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদ
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়: ॥ ৫১

তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি এই গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করিলাম ॥ ৪৬

উত্তম ব্রতপালনকারী কুরুকুলনন্দন! যদি আমার উপর তোমার প্রীতি থাকে, তবে এই অধ্যাত্ম জ্ঞান শ্রবণ করত তুমি নিত্য ইহা যথাযথভাবে পালন কর ॥ ৪৭

শত্রুদমন! এই ধর্ম পূর্ণরূপে আচরণ করিলে পর আমি তুমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিমল মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে ॥ ৪৮

মহাবাহু অর্জুন! পূর্বে যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে পর এই অধ্যাত্ম জ্ঞানেরই উপদেশ করিয়াছিলাম। সেইজন্য তুমি ইহাতে মনঃসংযোগ কর ॥ ৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আমি পিতাকে বহু দিন পূর্বে দেখিয়াছি। এখন আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তোমার সম্মতি পাইলে আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে চাই ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে অর্জুন বলিলেন —হে কৃষ্ণ! এখন আমরা এখান হইতে হস্তিনাপুরে যাইব। সেখানে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত আপনি যাদবপুরী গমন করিবেন ॥ ৫১-৫২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরু-শিষ্য-সংবাদবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনের সহ হস্তিনাপুরগমন, তত্র সর্বৈঃ সহ সম্মিলা যুধিষ্ঠিরস্যানুমতিগ্রহণপূর্বকং সুভদ্রয়া সাকং দ্বারকাং যাত্রা]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততোঽব্রবীদ্দারুকং কৃষ্ণো যুজ্যতামিতি দারুকম্।
মুহূর্তাদিব চাঽঽহ যুক্তমিত্যেব দারুকঃ। ১

তথৈব চানুযাত্রাদি চোদয়ামাস পাণ্ডবঃ।
সজ্জয়ধ্বং প্রয়াস্যামো নগরং গজসাহ্বয়ম্। ২

ইত্যুক্তাঃ সৈনিকাস্তে তু সজ্জীকৃত্য বিশাম্পতে
আচখ্যুঃ সজ্জমিত্যেব পার্থায়ামিততেজসে। ৩

ততস্তৌ রথমাস্থায় প্রয়াতৌ কৃষ্ণ পাণ্ডবৌ
বিধূর্বাণৌ ধনাস্যন্ত্রৌ প্রীয়মাণৌ বিশাম্পতে ॥৪

রথস্থং তু মহাতেজা বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ।
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যমিদং ভরতসত্তম। ৫

ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ঃ প্রাপ্তো রাজ্যং বৃষ্ণিকুলোদ্বহ
নিহতাঃ শত্রবশ্চাপি প্রাপ্তঃ রাজ্যমকণ্টকম্। ৬

মাধবস্তদ্ভবতা পাণ্ডবা মধুসূদন
ভবন্তং প্রথমাসাদ্য তীর্ণাঃ স্ম দুস্তরসাগরম্। ৭

বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
যথা ত্বামভিজানামি যথা চাহং ভবন্মতঃ। ৮

ভবতেজঃসম্ভবো নিত্যং কৃতাত্মা মধুসূদন
রতিঃ ক্রীড়াবতী কৃত্যা যস্যা তে রোদসী বিভো ॥৯

যদি সর্বমিদং বিশ্বং যদিদং স্থাণু জঙ্গমম্
ত্বং হি সর্বং বিকুরুষে কৃতগ্রামো চতুর্বিধম্। ১০

পৃথিবীং চান্তরিক্ষং দ্যাং চৈব মধুসূদন।
ধনিত্বা তেঽমলা জ্যোৎস্না ভবন্তেন্দ্রিয়াণি তে ॥১১

প্রাণো বায়ুঃ সত্তবলঃ ক্রোধো মৃত্যুঃ সনাতনঃ
প্রসাদে চাপি পদ্মা শ্রীর্নিত্যা যদি মহাভুজে। ১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের সহিত হস্তিনাপুর গমন এবং তথায় সকলের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সুভদ্রাসহ দ্বারকা যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আদেশ করিলেন—'রথ প্রস্তুত কর'। দারুকও মুহূর্তের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, 'রথ প্রস্তুত হইয়াছে'। ১

সেইরূপ অর্জুনও তাঁহার অনুচরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, 'রথ সুসজ্জিত কর, আমরা হস্তিনাপুর যাত্রা করিব'। ২

প্রজানাথ! এই আদেশ পাইবে সৈনিকগণ প্রস্তুত হইল এবং মহাতেজস্বী অর্জুনের নিকট গিয়া বলিল, 'সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে'। ৩

নরপতি! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রথে উপবেশন করত নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে প্রসন্নচিত্তে যাত্রা করিলেন। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! রথস্থিত ভগবান্ বাসুদেবকে মহাপরাক্রমশালী অর্জুন পুনরায় এই কথা বলিলেন। ৫

বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর! তোমার কৃপায় রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন, শত্রুসকল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন। ৬

মধুসূদন! তোমার দ্বারা এই পাণ্ডবগণ সমাধ-(রক্ষকযুক্ত) তোমাকে ভয়-তরণীকে আশ্রয় করিয়া অগাধ-কৌরবসৈন্যরূপ সাগর-উত্তীর্ণ হইয়াছি। ৭

বিশ্বকর্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। বিশ্বাত্মন্! বিশ্বশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে সেই ভাবেই জানি, যে ভাবে তুমি আমাকে জান। ৮

মধুসূদন! প্রভু! তোমার তেজ হইতে নিত্য কৃতগণ উৎপন্ন হইতেছে, তুমি সকল স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর আত্মা, নানাপ্রকার লীলা তোমার রতি (মনোরঞ্জন) এবং এই আকাশ ও পৃথিবী তোমার ভার্যা। ৯

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি চতুর্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) সৃষ্টি করিতেছ। ১০

মধুসূদন! পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং আকাশ তোমা হইতে উৎপন্ন। নির্মল চন্দ্র তোমার হাস্য এবং অস্মদাদি তোমার ইন্দ্রিয়। ১১

নিত্য বিচরণশীল বায়ু হইল তোমার প্রাণ এবং ক্রোধ সনাতন মৃত্যুস্বরূপ। মহাভুজ! তোমার অনুগ্রহে ঐশ্বর্য-স্বরূপা লক্ষ্মীদেবী নিত্য তোমাতে অধিষ্ঠিতা। ১২

ধৃতিস্তুষ্টির্দ্যুতিঃ কান্তির্মতিঃ কান্তিস্তথাচ্যুত।
ত্বমেবেহ যুগান্তেষু নিধনং প্রোচ্যসেঽনঘ ॥ ১৩

সুদীর্ঘেণাপি কালেন ন তে শক্যা গুণা ময়া
আত্মা চ পরমাত্মা চ নমস্তে নলিনেক্ষণ ॥ ১৪

বিদিতো মে সুদুর্ধর্ষ নারদাদ্ দেবলাৎ তথা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব তথা কুরুপিতামহাৎ ॥ ১৫

ত্বয়ি সর্বং সমাসক্তং ত্বমেবৈকো জনেশ্বরঃ
যচ্চানুগ্রহসংযুক্তমেতদ্ধৃতং ত্বয়ানঘ ॥ ১৬

এতৎ সর্বমহং সম্যগাচখ্যিষ্যে জনার্দন
ইহৈব চাদ্ভুতমত্যন্তং কৃতমন্যৎপ্রচেষ্যসে ॥ ১৭

যৎ পাপো নিহতঃ সংখ্যে দৌরাত্ম্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
ত্বয়া হতং হি তৎসৈন্যং ময়া বিজিতমাহবে ॥ ১৮

তবত্তা তৎকৃতা কর্ম যেনাবাপ্তো জয়ো ময়া
দুর্যোধনস্য সংগ্রামে তব বুদ্ধি-পরাক্রমৈঃ ॥ ১৯

কর্ণস্য চ বধোপায়ো যথাবৎ সম্প্রদর্শিতঃ।
সৈন্ধবস্য চ পাপস্য ভূরিশ্রবস এব চ ॥ ২০

অহং চ প্রীতরূপেণ ত্বয়া দেবকীনন্দন।
যদুক্তস্তৎ করিষ্যামি ন হি মেঽত্র বিচারণা ॥ ২১

রাজানঞ্চ সমাসাদ্য ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্
চোদয়িষ্যামি ধর্মজ্ঞ গমনার্থং তবানঘ ॥ ২২

কৃতিস্তে হি মমৈতস্যা দ্বারকাগমনং প্রতি।
অচিরাদেব দ্রষ্টা ত্বং মাতুলং মে জনার্দন ॥ ২৩

বলদেবঞ্চ দুর্ধর্ষং তথাক্রূরং বৃষ্ণিপুঙ্গবান্
এবং সম্ভাষমাণৌ তৌ প্রাপ্তৌ বাসবসাহ্বয়ম্ ॥ ২৪

তথা বিবিশতুস্তৌতৌ সম্প্রহৃষ্টনরাকুলম্
তৌ গত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্য গৃহং শক্রগৃহোপমম্ ॥ ২৫

দদৃশাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্
বিদুরঞ্চ মহাবুদ্ধিং রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৬

নিষ্পাপ বাসুদেব! তোমাতে ধৃতি, তুষ্টি, দ্যুতি, কান্তি, মতি, কীর্তি এবং ক্ষমার সমস্ত অবস্থান করিতেছে। তুমি যুগান্তকালে প্রলয়বারিতে অভিহিত ॥ ১৩

কমলনয়ন! আমি সুদীর্ঘকালেও তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না। তুমি জীবাত্মা ও পরমাত্মা। তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৪

অতিদুর্ধর্ষ ভগবন্! আমি দেবর্ষি নারদ, দেবল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং পিতামহ ভীষ্মের নিকট হইতে তোমার মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছি ॥ ১৫

নিষ্পাপ জনার্দন! সমস্ত জগৎ তোমাতে সংযুক্ত রহিয়াছে, তুমিই মনুষ্যগণের একমাত্র আশ্রয়। তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে যে উপদেশ দান করিয়াছ, তাহা আমি যথাযথভাবে পালন করিব ॥ ১৬½

আমাদের হিত কার্য্য করিবার ইচ্ছায় তুমি অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য্য-সম্পন্ন করিয়াছ, যাহা দ্বারা দুরাত্মা পাপী ধৃতরাষ্ট্রতনয় (দুর্যোধন) যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ১৭½

তুমি তেজঃপ্রভাবে) শত্রুসৈন্যকে হত করিয়াছ, তবেই আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। তুমি এখন উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়াছ, যাহাতে আমার পক্ষে বিজয় লাভ সুলভ হইয়াছে ॥ ১৮-১৯½

সংগ্রামে তোমার বুদ্ধি ও পরাক্রমে দুর্যোধন, কর্ণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং পাপী ভূরিশ্রবার বধের উপায় যথাযথভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ॥ ২০

দেবকীনন্দন! তুমি প্রেমপূর্বক আমাকে যে কর্ম করিতে বলিয়াছ, তাহা আমি অবশ্যই করিব, এবিষয়ে কোন প্রকার বিচার করিব না ॥ ২১

ধর্মজ্ঞ! পাপরহিত! আমি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া তোমার দ্বারকায় গমনের জন্য অনুরোধ করিব ॥ ২২

প্রভু! জনার্দন! তোমার এখন দ্বারকায় গমন আবশ্যক, ইহাতে আমারও সম্মতি আছে। তুমি শীঘ্রই আমার মাতুল বসুদেবকে দর্শন করিয়া দুর্ধর্ষ বীর বলরাম ও অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয় বীরগণের সহিত মিলিত হইবে ॥ ২৩½

এইরূপে আলাপ করিতে করিতে তাঁহারা দুইজন হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্ত মনুষ্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ সেই নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪½

মহারাজ! তাঁহারা ইন্দ্রপুরীসদৃশ ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিয়া তথায় নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র, মহাবুদ্ধিমান্ বিদুর এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিলেন ॥ ২৫-২৬

ভীমসেনক দুর্ধর্ষং মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃতরাষ্ট্রমুপাসীনং মুদ্যুক্তং চাপরাজিতম্ ॥ ২৭
গান্ধারীঞ্চ মহাপ্রজ্ঞাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ ভামিনীম্
সুভদ্রাঞ্চাপি তাঃ সর্বা ভরতানাং স্ত্রিয়স্তথা ॥ ২৮
দদৃশাতে স্ত্রিয়ঃ সর্বা গান্ধারীপরিচারিকাঃ।
ততঃ সংজ্ঞাপ্য রাজানং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমৌ ॥ ২৯
নিবেদ্য নামধেয়ে স্বে তস্য পাদাবৃপস্পৃশতাম্।
গান্ধার্যাশ্চ পৃথায়াশ্চ ধর্মরাজস্য চৈব হি ॥৩০
ভীমস্য চ মহাত্মানৌ তথা পাদাবৃপস্পৃশতাম্।
অন্যাংশ্চ চাপি সংপৃচ্ছ্য পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ম্ ॥ ৩১
(পরিষজ্য মহাত্মানং বৈশ্যাপুত্রং মহাব্রতম্)
তৈঃ সার্ধং নৃপতিং বৃদ্ধং ততস্তৌ পর্যুপাসতাম্।
ততো নিশি মহারাজো ধৃতরাষ্ট্রঃ কৃতব্রতান্ ॥ ৩২
জনার্দনঞ্চ যেষাং যঃ সর্বজ্ঞশ্চ বৈ গৃহান্।
তেঽনুজ্ঞাতা নৃপতিনা যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥ ৩৩
বসুদেবসুতানেব যযৌ কৃষ্ণস্য গৌরবাৎ।

তত্রাভিতো যযাচাতং সর্বকামৈরুপস্থিতঃ ॥ ৩৪
কৃষ্ণঃ সুষাপ যেষাং যো বসুদেবমহাত্মবান্।
প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্ ॥৩৫
ধর্মরাজস্য ভবনং জগ্মতুঃ পরমার্চিতৌ
যত্রাস্তে স মহামাত্যো ধর্মরাজো মহাবলঃ ॥ ৩৬
তৌ প্রবিশ্য মহাত্মানৌ তস্য গৃহং পরমার্চিতম্
ধর্মরাজং দদৃশতুর্দেবরাজমিবাশ্বিনৌ ॥ ৩৭
সমাসাদ্য তু রাজানং যাজ্ঞসেন-কৃষ্ণপূজয়ৌ
নিষীদতুরনুজ্ঞাতৌ প্রীতিমাপেদাতে তৌ ॥ ৩৮
ততঃ স রাজা মেধাবী বিবক্ষু প্রেক্ষ্য তাবুভৌ
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যতবাং রাজসত্তমঃ ॥ ৩৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

বিবক্ষূ হি মুদা যজ্ঞে বীরৌ যজ্ঞ-কৃতব্রতৌ
ব্রূতং কর্তাস্মি সর্বং যাং মতিরাত্মা বিচার্যতাম্ ॥৪০
ইত্যুক্তঃ ফাল্গুনস্তত্র ধর্মরাজানমব্রবীৎ
শিরীষবরপাণ্ডুর্যা বাচা বাক্যবিশারদঃ ॥৪১

ক্রমে তাঁহারা দুর্ধর্ষ ভীমসেন, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত অপরাজিত যুদ্যুৎসু, পরম বুদ্ধিমতী গান্ধারী, কৃষ্ণা, ভামিনী দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি ভরতবংশীয়া রমণীগণ এবং গান্ধারীর পরিচারিকাবৃন্দকে দর্শন করিলেন ॥ ২৭-২৯॥

অনন্তর শত্রুসংহারকারী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া নিজ নিজ নাম নিবেদন পূর্বক তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিলেন। সেইরূপ মহারাজ গান্ধারী, কুন্তী, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনের চরণস্পর্শ করিলেন ॥ ৩০-৩১॥

অতঃপর তাঁহারা বিদুরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করত বৈশ্য পুত্র মহাবাহু যুযুৎসুকে আলিঙ্গন করিয়া সকলের সহিত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

ক্রমে রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে মেধাবী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়কে নিজ নিজ গৃহে যাইবার জন্য বিদায় দিলেন। রাজার অনুমতি লাভ করিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৩-৩৪

পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিনি যথানিয়মে পূজিত হইলেন এবং তাঁহার সেবার সকল প্রকার কামা বস্তু উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৪

(তোমরের পর) বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত নিদ্রিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা পূর্বাহ্নকালীন কর্তব্য সমাপন করিয়া বশীকৃত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন, যেখানে মহাবলবান্ ধর্মরাজ মন্ত্রিগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৩৫-৩৬

সেই দুই মহাত্মা পরমসৎকৃত ও সুশোভিত ভবনে প্রবেশ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিলেন। মনে হইল, যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৩৭

যুধিষ্ঠির-সমীপে শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুকুলশ্রেষ্ঠ অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশংসিত ব্রত-স্থিত আত্মা অনুসারে আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর বাগ্মিশ্রেষ্ঠ নৃপতিশিরোমণি বুদ্ধিমান্ রাজা তাঁহাদের কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া বলিলেন ॥ ৩৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন—যজ্ঞকুল ও কুরুকুলের বীরদ্বয়! মনে হয় তোমরা কিছু বলিতে ইচ্ছুক। বল, আমি তোমাদের ইচ্ছা নীঘ্র পূরণ করিব। মনে কোন দ্বিধা করিবে না ॥ ৪০

তিনি এইরূপ বলিলে বাক্যবিশারদ অর্জুন ধর্মরাজের নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন ॥ ৪১

অয়ং চিরোষিতো রাজন্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
ভবন্তং সমনুজ্ঞাপ্য পিতরং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ৪২
স গচ্ছেদ্যদ্যনুজ্ঞাতো ভবতা যদি মন্যসে
আনর্তনগরীং বীরস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

পুণ্ডরীকাক্ষ ভদ্রং তে গচ্ছ বা মধুসূদন
পুরীং বারাবতীমদ্য দ্রষ্টুং সূরসুতং প্রভো ॥৪৪
রোচতে যে মহাবাহো গমনং তব কেশব।
মাতুলস্তিরসূর্যো যে ভদ্রা দেবী চ দেবকী ॥ ৪৫
সংবেদ্য মাতুলং গত্বা বলদেবঞ্চ মানদ।
পূজয়েথা মহাপ্রাজ্ঞ যথাকোমং যথার্হতঃ ॥ ৪৬
স্মরেথাশ্চাপি মাং নিত্যং ভীমঞ্চ বলিনাং বরম্
ফাল্গুনং সহদেবঞ্চ নকুলঞ্চৈব মানদ ॥ ৪৭
আনর্তানবলোক্য ত্বং পিতরঞ্চ মহাভুজ।
বৃষ্ণীংশ্চ পুনরাগচ্ছের্হয়মেধে মমানঘ ॥ ৪৮
স গচ্ছ রত্নমাদায় বিবিধানি বসূনি চ।
যচ্চাপ্যস্যমনোজ্ঞং তে তদপ্যাদংস্ব সাত্বত ॥ ৪৯
ইত্যুক্ত বসুধা কৃৎস্না প্রসাদাৎ তব কেশব
অস্মানুপগতা বীর নিহতাশ্চাপি শত্রবঃ ॥ ৫০
এবং স্তুবতি কৌরব্যে ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে
বাসুদেবো বচঃ প্রাংসাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫১
তবৈব রত্নানি বসু কেবলং
ধরা তু কৃৎস্না তু মহানুভাব বৈ।
যদস্তি চাঙ্গদ্ দ্রবিণং পুরে মম
তবেব তদ্ধেতবর নিত্যমীশ্বরঃ ॥ ৫২
তথেত্যথোক্তঃ প্রতিপূজিতস্তদা
গদাগ্রজো ধর্মসুতেন বীর্যবান্
পিতুঃসকাশং তরসা যযাবিব
সম্পূজিতশ্চাপ্যগমৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৫৩
ততঃ স সম্যক্ প্রতিনন্দিতস্তদা-
স্তবৈব সর্বৈর্বিদুরাদিভিস্তথা।
বিনির্যযৌ নাগপুরাদ্ গদাগ্রজো
রথেন দিব্যেন চতুর্যুজঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৪

মহারাজ! প্রতাপশালী বাসুদেব এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করিতেছেন। আপনার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনি এখন তাঁহার পিতাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে বীরবর শ্রীকৃষ্ণ আপনার অনুমতি অনুসারে আনর্তনগরী দ্বারকায় গমন করিবেন। অতএব আপনি তাঁহাকে অনুমতি দান করুন। ৪২-৪৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন—কমললোচন মধুসূদন! তোমার কল্যাণ হউক। প্রভু! তুমি শূরনন্দন বসুদেবকে দর্শন করিবার জন্য আজ দ্বারকায় গমন কর। ৪৪

মহাবাহু কেশব! তোমার গমন আমার অভিপ্রেত। তুমি যদিদিন আমার মাতুল বসুদেব ও মাতুলানী দেবকীদেবীকে দর্শন কর নাই। ৪৫

মানদাতা! মহাপ্রাজ্ঞ। তুমি যথার উপযুক্ত হইয়া মাতুল বসুদেব ও মাতা বলদেবের নিকট গমন করিয়া আমার যথাযোগ্য সংকার করিবে। ৪৬

ভক্তগণের মানদাতা! তুমি আমাকে, বলবানশ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সর্বদা মনে রাখিবে। ৪৭

নিষ্পাপ মহাবাহু! আনর্তদেশীয় প্রজাগণকে, তোমার পিতা বসুদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে তুমি পুনরায় আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে আগমন করিবে। ৪৮

সাত্বত! বিবিধ রত্নরাজি এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী অন্যান্য বস্তু গ্রহণ করিয়া তুমি যাত্রা কর। ৪৯

বীর কেশব! তোমার অনুগ্রহে এই সমগ্র ভূমণ্ডল আমার হস্তগত হইয়াছে এবং শত্রুসমূহও নিহত হইয়াছে। ৫০

কুরুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার বলিলে পুরুষোত্তম বসুদেবনন্দন এই কথা বলিলেন। ৫১

মহাবাহু! সকল রত্নরাজি ও সমগ্র পৃথিবী এখন আপনারই। আমার পুরে যে ধনরাশি আছে, তাহাও আপনার। নরেশ্বর! আপনি তাহাদের স্বামী। ৫২

অতঃপর যুধিষ্ঠির 'তাহাই হউক' বলিলে এবং প্রত্যভিবাদন করিলে গদাগ্রজশালী শ্রীকৃষ্ণ পিতৃভগিনী কুন্তীদেবীকে সবিনয়ে বলিলেন এবং তাঁহার (কুন্তীর) দ্বারা যথাবিধি সম্মানিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ৫৩

কুন্তীদেবী ও বিদুর প্রভৃতির দ্বারা সম্যকভাবে অভিনন্দিত হইয়া স্বয়ং চতুর্যুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্যরথে হস্তিনাপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৫৪

রথে সুভদ্রামধিরোপ্য ভামিনীং
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে ধনঞ্জয়ঃ।
পিতৃষসুশ্চাপি তথা মহাভুজো
বিনির্যযৌ পৌরজনাভিসংবৃতঃ ॥ ৫৫
তমন্বয়াদ্ বানরবর্যকেতনঃ
স সাত্যকির্যাজ্ঞসেনী সুতাবপি।
অনাধবৃষ্ণিবিষয়ন্ত মাধবং
যযুশ্চ ভীমো গজরাজবিক্রমঃ ॥ ৫৬
নিবর্তয়িত্বা কুরুরাষ্ট্রবর্ধনাৎ-
স্ততঃ স পর্বান্ বিদুরশ্চ ধীমান্।

ভগার্দনো দারুকমাহ সত্বরঃ
প্রচোদয়াশ্বানিতি সাত্যকিং তথা ॥ ৫৮
ততো যযৌ শক্রসমপ্রধর্ষণঃ
সিনিপ্রবীরানুগতো ধনঞ্জয়ঃ।
যথা নিহত্যাসিগণং পুরন্দরঃ-
শ্চিরং তথাঽঽনর্তপুরীং প্রতাপবান্ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি কৃষ্ণপ্রয়াণে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

পিতৃষসা কুন্তী ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে ভামিনী সুভদ্রাকে রথে স্থাপন করত মহাবাহু ধনঞ্জয় পুরোবাসিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ৫৫

এই সময় বলিষ্ঠতম অর্জুন, সাত্যকি, বসুদেব-নন্দনদ্বয়, অনাথ বৃষ্ণিসম্পর্ক বিদুর এবং গজরাজের ন্যায় পরাক্রমশালী ভীম মাধবকে অনুসরণ করিলেন। ৫৬

ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাষ্ট্রবর্ধন পাণ্ডবদের ও বিদুরকে নিবৃত্ত করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বলিলেন 'অশ্বগণকে সত্বর চালনা কর'। ৫৭

অনন্তর সিনিপ্রবীর সাত্যকিকে সঙ্গে লইয়া শক্রসমবিক্রমী প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়,—দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শত্রুসূদন সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপ্রস্থানবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বাঙ্গালানুবাদ সমাপ্ত।]

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে কৌরবগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রুত্বা উত্তঙ্কস্য ক্রোধঃ, শ্রীকৃষ্ণেন তস্য ক্রোধপ্রশমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
তথা প্রয়াস্তু বার্ষ্ণেয়ং দারকাং ভরতর্ষভাঃ।
পরিবব্রুস্তদা সর্বে সানুযাত্রাঃ পরন্তপাঃ ॥ ১
পুনঃ পুনশ্চ বার্ষ্ণেয়ং পর্যাদ্রক্ষত ফাল্গুনঃ।
আ চক্ষুর্বিষয়াচ্চৈনং স দদর্শ পুনঃ পুনঃ ॥ ২

কৃষ্ণেনৈব তু তাং পার্থো গোবিন্দে বিনিবেশিতাম্
সঞ্জহার ততো দৃষ্টিং কৃষ্ণস্তাপাপহারিতঃ ॥ ৩
তস্য প্রয়াণে যান্যাসন্ নিমিত্তানি মহাত্মনঃ
বহূন্যদ্ভুতরূপাণি তানি মে গদতঃ শৃণু ॥ ৪

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট কৌরবদের বিনাশবার্তা শুনিয়া উত্তঙ্ক মুনির ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার ক্রোধ প্রশমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইভাবে বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিতে থাকিলে ভরতবংশীয় শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুসন্তাপকারী পাণ্ডবগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনুচরবৃন্দের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১

অর্জুন বৃষ্ণিবংশীয় প্রিয়সখাকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন এবং যতক্ষণ দৃষ্টিপথ অতিক্রান্ত না হয়, ততক্ষণ বারবার দেখিতে লাগিলেন। ২

যখন দূরবর্তী হইলে পার্থ শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপিত দৃষ্টিকে অতিকষ্টে ফিরাইয়া আনিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যেইক্ষণ হইতে পার্থ হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাত্রাকালে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

বায়ুবেগেন মহতা রথস্য পুরতো রবৌ
কুর্বন্নিঃশর্করং মার্গং বিরজস্কমকণ্টকম্ ॥ ৪
ববর্ষ বাসবশ্চৈব তোয়ং শুচি সুগন্ধি চ
দিব্যানি চৈব পুষ্পাণি পুরতঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৬
স প্রযাতো মহাবাহুঃ সখেষু মরুধন্বসু
দদর্শাথ মুনিশ্রেষ্ঠমুত্তঙ্কমিতৌজসম্ ॥ ৭
স তং সম্পূজ্য তেজস্বী মুনিং পৃথুললোচনঃ।
পৃচ্ছিতস্তেন চ তদা পর্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥ ৮
স পৃষ্টঃ কুশলং তেন সম্পূজ্য মধুসূদনম্
উত্তঙ্কো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্ততঃ প্রপচ্ছ মাধবম্ ॥ ৯
কচ্চিন্নাগৈরে ত্বয়া গত্বা কুরু-পাণ্ডবসংনিধৌ তৎ।
কৃতং সৌভ্রাত্রমচলং তয়ো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১০
অপি সন্ধায় তান্ বীরানুপাবৃত্তোঽসি কেশব।
সন্ধিনঃ সন্নিধাতান্ সততং বৃষ্ণিপুঙ্গব ॥ ১১
কচ্চিৎ পাণ্ডুসুতাঃ পঞ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য চাত্মজাঃ
লোকেষু বিহরিষ্যন্তি ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥ ১২

রথের দ্রুতবেগে বায়ু পথকে ধূলি ও কণ্টকশূন্য করিতে করিতে সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ৪

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে পবিত্র ও সুগন্ধি বারি এবং দিব্য পুষ্পনিকর বর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ৬

এইভাবে মরুভূমির সমতল প্রদেশে পৌঁছিয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ অমিততেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ককে দর্শন করিলেন ॥ ৭

বিশাললোচন তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ উত্তঙ্কমুনিকে সম্মান প্রদর্শন করিলে তিনি মুনিবর্গকে সম্মানিত করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ মুনিকে কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮

বিপ্রশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক মধুসূদনকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর তিনি মাধবকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ॥ ৯

পুরুষোত্তম! আপনি কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে গমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অবিচল ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন কি? ইহা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন ॥ ১০

কেশব! আপনি কি বীরগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন? বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ! কৌরব ও পাণ্ডব আপনার সখ্যতা এবং সততা আপনার প্রতি দিয়া ॥ ১১

পরন্তপ! পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ এখন আপনার সহিত জগতে সুখে বিহার করিতে পারিবেন কি? ১২

ধৃতরাষ্ট্রে তে চ রাজন: কচ্চিৎ প্রাপ্স্যন্তি বৈ সুখম্।
কৌরবেষু প্রশান্তেষু ত্বয়া নাথেন কেশব ॥ ১৩
যা মে সম্ভাবনা তাত ত্বয়ি নিত্যমবর্তত।
অপি সা সফলা তাত কৃতা তে ভরতান্ প্রতি ॥ ১৪

শ্রীভগবানুবাচ।

কৃতো যত্নো ময়া পূর্বং সৌশাম্যে কৌরবান্ প্রতি।
নাশক্যন্ত যদা সাম্যে তে স্থাপয়িতুমঞ্জসা ॥ ১৫
ততস্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্বে সসুত-বান্ধবাঃ।
ন হিষ্টপ্যতিক্রান্তং শক্যং বুদ্ধ্যা বলেন বা ॥ ১৬
মহর্ষে বিদিতং ভূয়ঃ সর্বমেতৎ ভবানপি।
তেঽত্যক্রামন্ মতিং মহ্যং ভীষ্মস্য বিদুরস্য চ ॥ ১৭
ততো যমক্ষয়ং জগ্মুঃ সমাসাদ্যেতরেতরম্
পঞ্চৈব পাণ্ডবাঃ শিষ্টা হতামিত্রা হতাত্মজাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ নিহতাঃ সর্বং সমুতবান্ধবাঃ ॥ ১৮
ইত্যুক্তবচনে কৃষ্ণে ভৃশং ক্রোধসমন্বিতঃ।
উত্তঙ্ক ইত্যুবাচৈনং রোষাদুৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১৯

কেশব! আপনার নেতৃত্বে কৌরবগণ শান্ত হইলে কুরু ও পাণ্ডব-বৃষ্ণিগণ নিজ নিজ রাজ্যে সুখ লাভ করিবেন কি? ১০

বৎস! ভরতবংশীয়দের প্রতি যাহা আমার সম্ভাবনা ছিল তাহা আপনার প্রযত্নে সফল হইয়াছে কি? ১৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি প্রথমে কৌরবগণের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করি। কিন্তু যখন তাঁহারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হইলেন না এবং ধর্মপথে তাঁহাদের স্থাপন করা অসম্ভব হইল, তখন তাঁহারা পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত নিহত হইলেন ॥১৫-১৬

মহর্ষি! ভাগ্যের বিধানকে বুদ্ধি বা বলের দ্বারা অতিক্রম করা যায় না। অনঘ! আপনি এই সকল অবগত আছেন যে কৌরবগণ আমার, ভীষ্মের এবং বিদুরের সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ॥ ১৬-১৭

এইরূপে তাঁহারা যমালয়ে গমন করিয়াছেন। কেবল পাঁচজন পাণ্ডবই শত্রুকে নিহত করিয়া জীবিত আছেন। তাঁহাদের সন্তানগণও বিনষ্ট হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র বন্ধুগণের সহিত নিহত হইয়াছেন ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত কথা বলিলে উত্তঙ্ক অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং ক্রোধে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি কৃষ্ণকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১৯

উত্তঙ্ক উবাচ।

যস্মাদ্বিক্লবেন ত্বে কৃষ্ণ ন ত্রাতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ।
সমর্থেন সতা তস্মাদ্ভবতোঽহং শাপমোক্ষণম্ ॥ ২০
ন চ ত্বে প্রসহ্য তস্মাৎ ত্বে নিগৃহ্য নিবারিতাঃ।
তস্মাদস্ম্যপরীতত্বাৎ শপ্স্যামি মধুসূদন ॥ ২১
যস্মা শক্তেন বি সতা মিথ্যাচারেণ মাধব।
ত্বে পরীতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠা নক্তস্তঃ ন ত্রাণেক্ষিতাঃ ॥ ২২

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু মে বিস্তরেণেদং যদ্ বক্ষ্যে ভৃগুনন্দন।
গৃহাণানুনয়ং চাপি তপস্বী হ্যসি ভার্গব ॥ ২৩

ক্ষমা চ মে তদর্থায়াং মুক্তেষাঃ শাপস্য বৈ।
ন চ মাং তপসাক্রেন শক্তোঽভিভবিতুং পুমান্ ॥ ২৪
ন চ ত্বে তপসো নাশমিচ্ছামি তপতাং বর।
তপস্তে সুমহদ্দীপ্তং গুরবশ্চাপি তোষিতাঃ ॥ ২৫
কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যং তে জানামি দ্বিজসত্তম
দুঃখার্জিতস্য তপসস্তস্মাদ্রোক্ষ্যামি তে ব্যয়ম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি উত্তঙ্কোপাখ্যানে
কৃষ্ণোত্তঙ্কসমাগমে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

উত্তঙ্ক বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ! কৌরবগণ আপনার সম্বন্ধী ও শ্রিয়পাত্র ছিলেন। যেহেতু আপনার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি তাঁহাদের রক্ষা করেন নাই, সেইহেতু আমি আপনাকে অবশ্যই অভিশাপ দিব ॥ ২০

মধুসূদন! আপনি বলপূর্বক তাঁহাদের নিষেধ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করেন নাই। এই কারণে আমি ক্রোধপূর্বক আপনাকে অভিশাপ দিব ॥ ২১

মাধব! আপনার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আপনি মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠগণ সমরক্ষেত্রে নিহত হইলেন, আর আপনি তাঁহাদের উপেক্ষা করিলেন ॥ ২২

বাসুদেব বলিলেন—ভৃগুনন্দন! আমি বিস্তারিতভাবে যাহা বলিব, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ভার্গব! আপনি তপস্বী, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন ॥ ২৩

আমি আপনাকে অন্যান্য বিষয়ও কথা বলিব। তাহা শুনিয়া যদি আপনি শাপ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাই আমাকে শাপ দিবেন। তপস্বীশ্রেষ্ঠ পুরুষ! কোন ব্যক্তি অল্প তপস্যাবলে আমাকে অভিভূত করিতে পারে না। আপনার তপোক্ষয় হউক, ইহাও আমি ইচ্ছা করি না ॥ ২৪-২৫

আপনার তপস্যা অত্যন্ত উগ্রতর, গুরুজনগণও আপনার সেবায় সন্তুষ্ট। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমি জানি। এই কারণে অত্যন্ত কষ্টে অর্জিত আপনার তপস্যার ক্ষয় আমি কামনা করি না ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে উত্তঙ্ক উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও উত্তঙ্কের কথোপকথনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনোত্তঙ্কসমীপে অধ্যাত্মতত্ত্বস্য বর্ণনম্, দুর্যোধনস্যাপরাধ এব কৌরবাণাং কারণমিতি জ্ঞাপনঞ্চ)

উত্তঙ্ক উবাচ।

ব্রূহি কেশব তত্ত্বেন স্বমধ্যাত্মমনিন্দিতম্
শ্রুত্বা জ্ঞেয়োঽস্তিবাস্তীতি আপরং বা তে জনার্দন ॥ ১

বাসুদেব উবাচ।

তমো রজশ্চ সত্ত্বঞ্চ বিদ্ধি ভাবান্ মহামুনে
তথা ভূতান্ বসূন্ বাপি বিদ্ধি মৎপ্রভবান্ দ্বিজ ॥ ২

ময়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাপ্যহম্
স্থিত ইত্যভিজানীহি মা তেঽত্রাভূত্র সংশয়ঃ ॥ ৩

তথা দৈত্যগণান্ সর্বান্ যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসান্
নাগানপ্সরসশ্চৈব বিদ্ধি মৎপ্রভবান্ দ্বিজ ॥ ৪

সদসচ্চৈব যৎ প্রোক্তমব্যক্তং ব্যক্তমেব চ।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরং চৈব সর্বমেতন্ময়াত্মকম্ ॥ ৫

যে আশ্রমেষু বৈ ধর্মাশ্চতুর্ধা বিদিতা মুনে
বৈহিকানি চ সর্বাণি বিদ্ধি সর্বং মদাত্মকম্ ॥ ৬

অসচ্চ সদসচ্চৈব যদ্ বিশ্বং সদসৎ পরম্।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীহ সর্বতঃ ॥ ৭

ওঙ্কারপ্রমুখান্ বেদান্ বিদ্ধি মাং ত্বং ভৃগূদ্বহ।
ধূপঃ সোমশ্চ চক্রুশ্চ হোমশ্চ ত্রিদশাপ্যায়নশ্চ যজ্ঞে ॥ ৮

হোতারমপি চৈবাহং বিদ্ধি মাং ভৃগুনন্দন।
অধ্বর্যুঃ কল্পকর্তাপি হবিঃ পরমসংস্কৃতম্ ॥ ৯

উদ্গাতা চাপি মাং স্তৌতি গীতযোর্মধ্যগোচরে।
প্রায়শ্চিত্তেষু মাং ব্রহ্মন্ শান্তিমঙ্গলযাচকাঃ ॥ ১০

ঋষয়শ্চ বিধাতারং সততং দ্বিজসত্তম।
মম বিদ্ধি সুতং ব্রহ্মন্ মনসং দ্বিজসত্তম ॥ ১১

মানসং হৃদিতং বিপ্র সর্বভূতমহাত্মকম্।
তত্রাহং মনুমানৈশ্চ নিযুক্তৈশ্চৈব মানবৈঃ ॥ ১২

বহ্বীঃ সংসরমাণো বৈ যোনীর্বর্তামি সত্তম।
ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ॥ ১৩

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তঙ্কের নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণন এবং দুর্যোধনের অপরাধেই কৌরবগণের বিনাশের কারণ জ্ঞাপন।]

উত্তঙ্ক বলিলেন—কেশব! জনার্দন! আপনি যথাযথভাবে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করুন। তাহা শুনিয়া আমি আপনার স্তবন করিব অথবা শাপ প্রদান করিব ॥ ১

বাসুদেব বলিলেন—ব্রহ্মর্ষি! আপনি ইহা বিদিত হউন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসমূহ আমাতে আশ্রিত। ভূত ও বসুগণ আমা হইতে উৎপন্ন জানিবেন ॥ ২

ভূতসমূহ আমাতে এবং আমি সকল ভূতের মধ্যে অবস্থান করিতেছি—এইরূপ আপনি আমাকে অবগত হউন, ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না ॥ ৩

দ্বিজবর! দৈত্যগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ এবং অপ্সরা-সকল আমা হইতে উৎপন্ন জানিবেন ॥ ৪

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যাহাকে সৎ-অসৎ, ব্যক্ত-অব্যক্ত এবং ক্ষর-অক্ষর বলিয়া থাকেন, সেই সকল আমারই স্বরূপ ॥ ৫

মুনিবর! আশ্রমসমূহে যে চারপ্রকার ধর্ম প্রসিদ্ধ আছে এবং বৈদিক সকল কর্মই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবেন ॥ ৬

যাহা অসৎ, সদসৎ এবং সদসৎ অতীত (অব্যক্ত) অসৎ তাহাও সনাতন দেবাদিদেব আমা হইতে শ্রেষ্ঠ নহে ॥ ৭

ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ওঙ্কার যজ্ঞ চারি বেদ আমাকেই জানিবেন। কৃষ্ণনন্দন! যজ্ঞে ধূম, সোম, চরু, দেবগণের তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত হোম, হোতা, হবনসামগ্রী, যজুর্বেদীয় অধ্বর্যু, কল্পশাস্ত্র-কর্তা, সুসংস্কৃত হবি—এই সকল আমারই স্বরূপ ॥ ৮-৯

যজ্ঞস্থলে সামবেদীয় ঋত্বিক্‌গণ আমারই স্তুতিগান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ! প্রায়শ্চিত্ত-কর্মে যজমানের শান্তিপাঠকারী ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুরূপী আমাকেই সতত স্তব করিয়া থাকেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সকল প্রাণীতে যাহারা মন ধর্ম আমার পরমপ্রিয় জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র বলিয়া জানিবেন ॥ ১০-১১

মহামুনিশ্রেষ্ঠ! ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মনুষ্যের সহিত আমি সতত অবস্থান করি। আমি ধর্মসংরক্ষণ ও স্থাপনের জন্য (অবতার রূপে) ত্রিলোকে বহু যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি ॥ ১২-১৩

আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, আমি সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। আমি প্রাণীসমূহের স্রষ্টা ও সংহর্তা ॥১৪

তৈস্তৈর্বেশৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব
অহং বিচরিতা ব্রহ্মন্ সর্বলোকস্য প্রভবাপ্যয়ঃ ॥১৪
ভূতগ্রামস্য সর্বস্য স্রষ্টা সংহার এব চ।
অধর্মে বর্তমানানাং সর্বেষামহমচ্যুতঃ ॥ ১৫
ধর্মস্য সেতুং বধ্নামি চলিতে চলিতে যুগে।
তাস্তা যোনীঃ প্রবিশ্যাহং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥১৬
যদা ত্বহং দেবযোনৌ বর্তামি ভৃগুনন্দন
তদাহং দেববৎ সর্বমাচরামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭
যদা গন্ধর্বযোনৌ বা বর্তামি ভৃগুনন্দন।
তদা গন্ধর্ববৎ সর্বমাচরামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
নাগযোনৌ যদা চৈব তদা বর্তামি নাগবৎ
যক্ষ-রাক্ষসযোনিস্থ যথাবৎ বিচরাম্যহম্ ॥ ১৯

মানুষ্যে বর্তমানে তু কৃপণা যাচিতা ময়া
ন চ মে ভাবসম্মোহা বচোঽপ্যুক্তস্য মে হিতম্ ॥২০
তস্মাদ্ মন্ত্রচিকিৎসা চ নির্মিতা ভৃগবো ময়া
ক্রুদ্ধেন কৃত্বা তু পুনর্ধর্মাবলম্বনিতাঃ ॥ ২১
তেঽধর্মেণেহ সংযুক্তাঃ পরীতাঃ কালধর্মণা
ধর্মেণ নিহতা যুদ্ধে সন্তঃ স্বর্গং ন সংশয়ঃ ॥ ২২
লোকেষু পাণ্ডবাশ্চৈব সন্তঃ খ্যাতিং দ্বিজোত্তম
এবং তে সর্বমাখ্যাতা যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি উত্তঙ্কোপাখ্যানে
কৃষ্ণবাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

অধর্মে নিরত মনুষ্যদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি আমার মর্যাদা হইতে কখনও বিচ্যুত হই না। যখন যুগের পরিবর্তন হয়, তখন আমি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন যোনিতে প্রবেশ করিয়া ধর্মের সেতুবন্ধন করি। ১৪-১৬

ভৃগুনন্দন! যখন আমি দেবযোনিতে অবতীর্ণ হই, তখন দেবতার মত সমস্ত আচরণ করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭

ভার্গব! যখন আমি গন্ধর্বযোনিতে অবতীর্ণ হই, তখন গন্ধর্বের মত সমস্ত আচরণ করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। ১৮

যখন নাগযোনিতে জন্মগ্রহণ করি, তখন নাগের ন্যায় আচরণ করি। যক্ষ ও রাক্ষস যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকি। ১৯

বর্তমান কালে আমি মনুষ্য-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কারণে দৌর্বাসের উপর আমার দৈবী শক্তি প্রয়োগ না করিয়া প্রথমে আমি দীনতাপূর্বক প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা মোহগ্রস্ত হইয়া আমার হিতকর বাক্য গ্রহণ করেন নাই। ২০

তাহার পর আমি ক্রোধান্বিত হইয়া দৌর্বাসের অভিশাপ দেখাইয়াছি এবং যুদ্ধের ভাবী পরিণামও যথাযথভাবে প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা অধর্মে সংযুক্ত ও কালগ্রস্ত ছিলেন তাঁহারা ধর্মযুদ্ধে ধর্মে মরণ করিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২১-২২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ ধর্মাচরণের জন্য জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি তাহা সকলই আপনাকে বলিলাম। ২৩

শ্রীব্যাসদেব বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে উত্তঙ্ক উপাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্, অর্জুনের জলপ্রার্থনে বরদানঞ্চ

উত্তর উবাচ

অভিজানামি জগতঃ কর্ত্তারং ত্বাং জনার্দন
নূনং ভবৎপ্রসাদোঽয়মিতি মে নাস্তি সংশয়ঃ। ১
চিত্তঞ্চ সুপ্রসন্নং মে ত্বদ্ভাবগতমচ্যুত
বিনিবৃত্তঞ্চ মে পাপাদিতি বিদ্ধি পরন্তপ। ২
যদি ত্বনুগ্রহং কিঞ্চিৎ ত্বত্তোঽর্হাম্যহি জনার্দন
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং তন্নিদর্শয়। ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স তস্মৈ প্রীতাত্মা দর্শয়ামাস তদ্ বপুঃ।
শাশ্বতং বৈষ্ণবং ধীমান্ যদৃষে যদ্ বদন্তি যে। ৪
স দদর্শ মহাত্মানং বিশ্বরূপং মহাভুজম্।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং দীপ্তিমৎ পাবকোপমম্। ৫
সর্ব্বমাকাশমাবৃত্য স্থিতস্তং সর্ব্বতোমুখম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা পরমং রূপং বিস্ময়ঞ্চ পরন্তপ
বিস্ময়ঞ্চ যযৌ বিপ্রস্তং দৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্। ৬

উত্তর উবাচ

(নমো নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ নারায়ণ পরাৎপর
পরমাত্মন্ পদ্মনাভ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব।
হিরণ্যগর্ভরূপায় সংসারোত্তরণায় চ
পুরুষায় পুরাণায় চাতুর্য্যাম্যায় তে নমঃ।
অগ্নিজিহ্বিমিষাদিত্যং ভব্যাব্যিমহৌষধিম্।
সংসারার্ণবপারং ত্বাং প্রপদ্যামি গতির্ভব।
সর্ব্বেষামেকবেদ্যায় সর্ব্বদেবময়ায় চ
বাসুদেবায় নিত্যায় নমো ভক্তপ্রিয়ায় তে।
দয়য়া দুঃখমোহাদ্যৈঃ সমূঢ়ঞ্চ মিহার্হসি।
কর্ম্মভিঃ দুষ্কৃতৈঃ পাপৈর্বদ্ধং পাহি জনার্দন।)
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব
পদ্ভ্যাং তে পৃথিবী ব্যাপ্তা শিরসা চাবৃতং নভঃ। ৭

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের উত্তর মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপপ্রদর্শন এবং অর্জুনের জলপ্রার্থনে বরদান।

উত্তর বলিলেন—জনার্দন! আপনি জগতের কর্ত্তা ইহা আমি জানি। আপনার এই স্বরূপপ্রকাশ আমার প্রতি অনুগ্রহ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১

অচ্যুত! আমার চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং আপনার প্রতি ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পরন্তপ! আপনার হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়াছি। ২

জনার্দন! যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, তবে আপনার বৈষ্ণবরূপ আমাকে দর্শন করান। ইহা দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার সনাতন বৈষ্ণবরূপ দর্শন করাইলেন, যাহা তিনি পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। ৪

উত্তর বিশাল বাহু-শোভিত, সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। ৫

তাঁহার মুখমণ্ডল সকল দিকে বিস্তৃত ছিল এবং তিনি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণুর এই উত্তর এবং অদ্ভুত বৈষ্ণবরূপ দর্শন করিয়া পরমেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করত ঋষি উত্তরের বিস্ময়বোধ হইয়াছিল। ৬

উত্তর বলিলেন—'সর্ব্বাত্মন্! নারায়ণ! পরমাত্মন্! পদ্মনাভ! পুণ্ডরীকাক্ষ! মাধব! বারম্বার নমস্কার করি।

আপনি হিরণ্যগর্ভস্বরূপ, সংসার হইতে ত্রাণকারী, অন্তর্য্যামী সনাতন পুরুষ আপনাকে নমস্কার করি।

আপনি অগ্নিজিহ্বরূপ অন্ধকারনাশক সূর্য্য, সংসার-রূপ ব্যাধির মহৌষধ, ভবসাগরের কাণ্ডারী—আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমার আশ্রয়দাতা হউন।

আপনি সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্যস্বরূপ, সকল দেবতাস্বরূপ, ভক্তজনের অত্যন্ত প্রিয়, নিত্যস্বরূপ বাসুদেব—আপনাকে নমস্কার করি।

জনার্দন! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দুঃখমোহ হইতে উদ্ধার করুন। আমি বহু পাপকর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ আছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।)

বিশ্বস্রষ্টা! আপনাকে নমস্কার করি। বিশ্বাত্মন্! বিশ্বসম্ভব! আপনি চরণদুইটির দ্বারা পৃথিবী এবং মস্তকের দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগ আপনার উদরের দ্বারা এবং বাহুদ্বয়ের দ্বারা

দ্যাবাপৃথিব্যোর্যেন ত্বষ্টেদং তথারূপম্ ।
ভূতভব্যাদ্যমৃতাদ্ভাণ্ডমিদং সর্বমচ্যুত ॥ ৮
সংহরস্ব পুনর্দেব রূপমক্ষয্যমুত্তমম্
পুনর্দ্রক্ষ্যে যেন রূপেণ ত্বাহমিচ্ছামি শাশ্বতম্ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

তমুবাচ প্রসন্নাত্মা গোবিন্দো জনমেজয়
বরং বৃণীষেতি তদা তমুত্তঙ্কোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১০
পর্যাপ্ত এষ এবাদ্য বরস্ত্বত্তো মহাদ্যুতে ।
যৎ তে রূপমিদং কৃষ্ণ দৃষ্টবানস্মি পুরুষোত্তম ॥ ১১
তমব্রবীৎ পুনঃ কৃষ্ণো মা ত্বমত্র বিচারয়
অবশ্যমেতৎ কর্তব্যমময়োর্দর্শনং মম ॥ ১২

উত্তঙ্ক উবাচ

অবশ্যং কুণ্ডলীরত্নং যত্তেঽভরণে বিভো
তোষমিষ্যামি যত্নেন ভক্তয়েতদ্ধি দুর্লভম্ ॥ ১৩
ততঃ সংস্মৃত্য তৎ তেজঃ প্রোবাচোত্তঙ্কমীশ্বরঃ ।

এইসো সন্তি হিস্সোঽহমিত্যুক্ত্বা বাহুকাং যযৌ ॥ ১৪
ততঃ যদাহিং ভগবানুত্তঙ্কোঽভ্যেত্য চাব্রবীৎ ।
তুষ্টিতঃ পরিচক্রাম মরৌ সম্যগ্ বিচারয়ন্ ॥ ১৫
ততো বিশ্বাসনঃ শৌরিঃ মায়য়ং মলমাত্মনি ।
অপমৃজ্য মরৌ তস্মিন্ ধনুষ্পরিবারিতম্ ॥ ১৬
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহানিস্ত্রিংশং বাণকার্মুকধারিণম্
তস্যাঃ স্রোতসোঽপশ্যদ্ বায়ুং তৃণি বিভোত্তমঃ ॥ ১৭
স্মরন্নেব চ বং প্রাহ মাতঙ্গঃ প্রহসন্নিব
এতদুত্তঙ্ক প্রতীক্ষস্ব মরৌ বায়ুং তৃণগ্রহ ॥ ১৮
কৃপা হি মে সুমহতী ত্বয়া দৃষ্টা তৃটৈনসাশ্রিতম্ ।
ইত্যুক্ত্বাংস্তেন স মুনিস্তৎ ঘোরং মায়মানঙ্গম্ ॥ ১৯
চিক্ষেপ চ স তং ধীমান্ বংশ্যুক্তিরপ্রাপ্তিরুচ্যতাম্ ।
পুনঃ পুনশ্চ মাতঙ্গঃ পিপাসেতি তমব্রবীৎ ॥ ২০
ন চাপিবৎ স সাক্রোশঃ কৃত্তিতেনাত্মরাত্মনা
স তথা বিস্তরাৎ তেন প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা ॥ ২১

সমস্ত দিক্ পরিষ্কার করুন। আপনিই এই সমস্ত দৃশ্য দর্শক। দেব! আপনার এই উত্তম অধিকারী জন পুনরায় উপসংহার করুন। আমি আপনাকে পুনরায় আপনার সনাতন পূর্বরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি) ॥ ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! প্রসন্নচিত্ত গোবিন্দ (মুনির এই কথা শুনিয়া) বলিলেন—'আপনি বর গ্রহণ করুন'। তখন উত্তঙ্ক বলিলেন ॥ ১০

মহাতেজস্বী পুরুষোত্তম! আমি আপনার যে রূপ আজ দর্শন করিলাম, তাহাই আমার নিকট আপনার যথেষ্ট বর ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন— আপনি মনে কোন বিচার করিবেন না। বর প্রার্থনা আপনার অবশ্যই কর্তব্য), যেহেতু আমার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না ॥ ১২

উত্তঙ্ক বলিলেন—প্রভু! যদি বর প্রার্থনা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমি এক প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু ভক্তভূমিতে ইহা দুর্লভ ॥ ১৩

অনন্তর ভগবান্ আপনার তেজোময় রূপ উপসংহার করিয়া উত্তঙ্কতে বলিলেন—'যখন আপনার অন্নের প্রয়োজন হইবে, তখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ১৪

তাহার পর একদিন উত্তঙ্ক তৃষ্ণার্ত হইয়া জলপ্রাপ্তির যত্ন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৫

অনন্তর বুদ্ধিমান্ মুনি সেই মরুপ্রদেশে প্রায় নয়দেহ, মলপঙ্কিল এবং তৃণলতাবিহীন এক চাণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৬

সে দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল। তাহার দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ছিল এবং হস্তে ধনুর্বাণ ছিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক চাণ্ডালের অধোদেশে প্রচুর জলধারা দেখিতে পাইলেন ॥ ১৭

মুনিকে দেখিয়া সে উচ্চ হাস্য করিয়াই যেন বলিল—'কৃতঘ্নতাভিজ্ঞ উত্তঙ্ক! আসুন, জলগ্রহণ করুন। আপনাকে তৃষ্ণার্ত দেখিয়া আমার আপনার প্রতি অত্যন্ত দয়া হইয়াছে'। চাণ্ডালের এই কথা শুনিয়া মুনি ঐ জলকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ১৮-১৯

বুদ্ধিমান্ উত্তঙ্ক ঐ সময় ঘোর যাতনায় [যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চাণ্ডালও বারবার তাঁহাকে 'পান করুন' এইরূপ বলিল ॥ ২০

মহাত্মা উত্তঙ্ক ক্রোধে ও ক্ষোভে সেই জল পান করিলেন না। তিনি আপনার হাতে আঘাত করিয়া চাণ্ডালকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥ ২১

শক্তিঃ সহ মহারাজ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
উত্তঙ্কস্তু তথা দৃষ্ট্বা ততো ভীতিসমন্বিতঃ ॥ ২২
মেনে প্রলব্ধমাত্মানং কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা।
অথ তেনৈব রূপেণ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥ ২৩
আজগাম মহাবুদ্ধিরুত্তঙ্কস্তেন মন্ত্রবীৎ।
ন মৃষা তাদৃশং ধাতুঃ তয়া পুরুষসত্তম ॥ ২৪
সলিলং বিপ্রমুখ্যেভ্যো যাতঞ্জপ্রোক্ষণা দ্বিজো
ইত্যুক্তবচনং তং তু মহাবুদ্ধির্জনার্দনঃ ॥ ২৫
উত্তঙ্কস্তু প্রহৃষ্টা বাচা সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ।
যাদৃশেনেহ রূপেণ যোগ্যা ধাতুর্মৃতেন বৈ ॥২৬
তাদৃশং খলু তে দত্তং যচ্চ তং নাবমন্যতা।
ময়া তদর্থমুক্তো বৈ বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ ॥ ২৭
উত্তঙ্কায়ামৃতং দেহি তোয়রূপমিতি প্রভুঃ
স মানুষাচ দেবেন্দ্রো ন মর্ত্যায়েমর্ত্যতাং ব্রজেৎ ॥ ২৮
অন্যমস্মৈ বরং দেহীত্যেবমুক্তস্তু তক্ষকম্

অমৃতং দেহমিত্যেব মযোক্তঃ স শচীপতিঃ ॥ ২৯
স মাং প্রসাদ্য দেবেন্দ্রঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ।
যদি দেহেষ্বসং বৈ মাতঙ্গোঽয়ং মহামতে ॥৩০
ভূত্বামৃতং প্রদাস্যামি তার্ক্ষ্যায় মহাত্মনে।
মন্ত্রেণ প্রতিগৃহ্যাতি তার্ক্ষ্যোঽমৃতমযন্ত বৈ ॥ ৩১
প্রদাতুস্তেন গন্তাসি তার্ক্ষ্যস্যামৃতং দ্বিজো।
প্রত্যাখ্যাতস্ত্বয়া তেন দাস্যামি ন কথঞ্চন ॥ ৩২
স তথা সময়ং কৃত্বা তেন রূপেণ বাসবঃ।
উপস্থিতস্ত্বয়া চাপি প্রত্যাখ্যাতোঽমৃতং দদৎ ॥ ৩৩
চাণ্ডালরূপী ভগবান্ মুমূর্ষোস্তে ব্যতিক্রমঃ।
যৎ তু শক্যং ময়া কর্তুং ভূয় এব তবেপ্সিতম্ ॥ ৩৪
তোয়েষ্বপাং তব দুর্ধর্ষ করিষ্যে সকলানহম্
বেষবঃস্থ চ তে ব্রহ্মন্ সলিলেষ্বপা ভবিষ্যতি ॥ ৩৫
তদা মরৌ ভবিষ্যন্তি জলপূর্ণাঃ পয়োধরাঃ
রসবচ্চ প্রদাস্যন্তি তোয়ং তে তৃণবন্দন ॥ ৩৬

মহারাজ! কৃষ্ণের সহিত চণ্ডালও সেই স্থানে অন্তর্হিত হইল। ইহা দেখিয়া উতঙ্ক মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন—মন্ত্রবাদী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিলেন ॥ ২২½

অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ পথে আগমন করিলেন। মহামতি উতঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন—'পুরুষোত্তম! প্রভু! আপনার নয়। ২৩-২৪½

উতঙ্ক এইরূপ বলিলে মহাবুদ্ধিমান্ জনার্দন তাঁহাকে মধুর বচনের দ্বারা সান্ত্বনা দান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২৫½

মহর্ষি! যে রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে জলদান করা উচিত ছিল, সেইরূপেই আমি আপনাকে জল দিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৬½

তৃণবন্দন! আমি আপনার জন্য যজ্ঞকারী ইন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—'উতঙ্ককে জলরূপ অমৃত দান করুন'। দেবরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—'মানুষ অমর হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে অমৃত না দিয়া অন্য বর দিন'। আমি শচীপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলাম 'উতঙ্ককে অমৃতই দিতে হইবে' ॥ ২৭-২৯

তখন দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে প্রসন্ন করিয়া বলিয়াছিলেন—'যদি মহাত্মা তৃণবন্দনকে অমৃত অবশ্যই দিতে হয়, তবে আমি চাণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিব। যদি এই ভাবে অমৃত গ্রহণ করিতে তৃণবন্দন স্বীকৃত হন, তবে আমি আজই তাঁহাকে অমৃতদান করিতে যাইতেছি। আর তিনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাঁহাকে কোনপ্রকারে অমৃত দিব না। ৩০-৩২

এইরূপ শপথ করিয়া আপনাকে অমৃতদান করিবার জন্য ইন্দ্র চাণ্ডালরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ॥ ৩৩

চাণ্ডালরূপী ভগবান্ ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনার ক্ষমা অপরাধ হইয়াছে। আমি পুনরায় আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য যথা সম্ভব তাহা করিব ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণ! আপনার তীব্র পিপাসা আমি অবশ্যই সফল করিব। যে দিন আপনার জলপানের ইচ্ছা হইবে, সেইদিন মরুপ্রদেশে জলপূর্ণ মেঘসকল আবির্ভূত হইবে। তৃণবন্দন! ইহারা আপনাকে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে এবং 'উতঙ্ক মেঘ' নামে জগতে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৫-৩৬½

উত্তথ্যেষা ইত্যুক্তাঃ খ্যাতিং যাস্যন্তি চাপি তে।
ইত্যুক্তঃ প্রীতিমান্ বিপ্রঃ কৃষ্ণেন স বভূব হ।
অন্তর্ধানমথোত্তথ্যস্তদা যযৌ যথাগতম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি উতথ্যোপাখ্যানে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

জন্মেজয়! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণ উতথ্য প্রীত হইলেন। আর উতথ্যেরও সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়া যায়। ৩৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে উতথ্য-উপাখ্যান-বিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের মহাভারত সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(উতথ্যস্য গুরুভক্তিবর্ণনম্, গুরুকন্যয়া সহ তস্য বিবাহঃ, গুরুপত্ন্যা আদেশেন কুণ্ডলয়োর আনেতুং রাজ্ঞঃ সৌদাসস্য সমীপে গমনঞ্চ)

জনমেজয় উবাচ

উতথ্যঃ কেন তপসা সাধুত্বং বৈ মহাত্মনাঃ
যঃ শাপং বাসুকাদ্যোঽভূদ্ বিভবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উতথ্যো মহতা যুক্তস্তপসা জনমেজয়।
গুরুভক্তঃ স তেজস্বী নাভূৎ কিল্বিষপূরুষঃ ॥ ২
সর্বেষামৃষিপুত্রাণামেষ আসীন্মনোরথঃ।
ঔতথ্যাৎ গুরুবৃত্তিং বৈ প্রাপ্নুয়ামেতি ভারত ॥ ৩
গৌতমস্তু বিভাগার্থং বহূনাং জনমেজয়।
উতথ্যেঽভ্যধিকা প্রীতিঃ স্নেহশ্চৈবাভবৎ তদা ॥ ৪

স তস্য দম-শৌচাভ্যাং বিক্রান্তেন চ কর্মণা
সম্যক্ চৈবোপচারেণ গৌতমঃ প্রীতিমানভূৎ ॥ ৫
অথ শিষ্যসহস্রাণি সমনুজ্ঞাতবান্ ঋষিঃ
উতথ্যং পরয়া প্রীত্যা নাভ্যনুজ্ঞাতবৈস্তদা
তং ক্রমেণ তয়া তাত প্রতিশেদে মহামুনিম্ ॥ ৬
ন চাবধূয়ত তয়া স মুনির্গুরুবৎসলঃ।
ততঃ কদাচিদ্ রাজেন্দ্র কাষ্ঠাভানিষ্ঠুরে বনে ॥ ৭
উতথ্যঃ কাষ্ঠভারঞ্চ মহান্তং সমুপানয়ৎ
স তদ্ভারাভিভূতাত্মা কাষ্ঠভারমবিন্দত ॥ ৮

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[উতথ্যের গুরুভক্তি বর্ণনা, গুরুকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ এবং গুরুপত্নীর আদেশে কুণ্ডল আনয়নের জন্য তাঁহার সৌদাসের নিকট গমন।]

জনমেজয় বলিলেন—মহাত্মা উতথ্য কোন্ তপস্যাযুক্ত ছিলেন, যিনি সকল সৃষ্টির মূল ভগবান্ বিষ্ণুকে শাপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! উতথ্য কঠোর তপস্যাযুক্ত ছিলেন। তিনি তেজস্বী ও গুরুভক্ত ছিলেন এবং গুরুসেবাই অন্য তাঁহাকে পূজা করেন নাই। ২

ভরতসত্তম! তিনি যখন গুরুকুলে ছিলেন, তখন সকল ঋষিপুত্রের মনে এই অভিলাষ ছিল যেন তাঁহারা উতথ্যের মত গুরুভক্ত হইতে পারেন। ৩

জনমেজয়! সেই সময় গৌতমের বহু শিষ্য মধ্যে উতথ্যের প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ ও প্রেম ছিল। ৪

উতথ্যের ইন্দ্রিয়সংযম, পবিত্রতা, পুরুষার্থ এবং সম্যক্ সেবায় যাহা গৌতম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৫

সেই মহর্ষি সহস্র সহস্র শিষ্যকে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উতথ্যের প্রতি অধিক স্নেহবশতঃ তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে মহামুনি উতথ্যের ভার্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬

কিন্তু গুরুভক্ত মহর্ষি তাঁহার এই বার্তা অবগত হইতেই পারিলেন না। রাজেন্দ্র! একদিন উতথ্য কাষ্ঠ আহরণের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন এবং এক বিশাল কাষ্ঠভার লইয়া আসিলেন। ৭

শত্রুসমনকারী মহারাজ! তিনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। কাষ্ঠভারের দ্বারা অবসন্ন হইয়া তিনি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। গৌতমের ন্যায় শুভ্র তাঁহার একটি জটা কাষ্ঠে জড়াইয়া গিয়াছিল। কাষ্ঠের সহিত তিনিও ভূতলে পড়িয়া গেলেন ॥৮-১॥

নিচিক্ষেপ ক্ষিতৌ রাজন্ পরিম্লানৌ বুভুক্ষিতঃ
ততঃ কালে বিলম্বাকুচ্ছটা রূপ্যসমপ্রভা ॥ ৯
ততঃ কাষ্ঠৈঃ সহ তদা পপাতে ধরণীতলে।
ততঃ স তানিষ্পিষ্টঃ ক্ষুধাবিষ্টশ্চ তাবত ॥ ১০
দৃষ্ট্বা তাং বয়সোঽবস্থাং ক্রয়োদাত্তস্বরস্তদা
ততো গুরুসুতা তস্য পল্লপত্রনিভাননা ॥ ১১
তপ্তাহাত্রং সুশ্রোণী করেণ পৃথুলোচনা।
পিতুর্নিরোদাদ্ ধর্মজ্ঞা শিরসাবনতা তদা ॥ ১২
তস্যা নিপেততুর্দৃষ্টে করৌ তৈরঞ্জবিন্দুভিঃ
ন হি তানঞ্জলাভাস্তু শক্তা ধারয়িতুং মহী ॥ ১৩
গৌতমস্তুত্রবীদ্ বিপ্রমুত্তঙ্কং প্রীতমানসঃ
কস্মাৎ তাত তবাত্যন্তং শোকোত্তরমিদং মনঃ
স বৈদ্যং ব্রূহি বিপ্রর্ষে শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪

উত্তঙ্ক উবাচ

তবদর্শনেন মনসা তবৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া
তবদ্ভক্তিগতেনেহ তবদ্ভাবানুসেন চ ॥ ১৫
গুরোঃ নাববুধ্যা যে নাভিক্রান্তং সুমহৎ মে।
শতবর্ষোষিতং মাং হি ন স্মরন্ত্যনুজানিধাঃ ॥ ১৬
তবতা স্মৃত্যনুজ্ঞাতাঃ শিষ্যাঃ প্রত্যাবয়া মম।
উপপন্না দ্বিজশ্রেষ্ঠ শতবোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৭

গৌতম উবাচ।

ত্বৎপ্রীতিযুক্তেন ময়া গুরুশুশ্রূষয়া তব।
ব্যতিক্রমমহাকালো নাববুদ্ধো দ্বিজর্ষভ ॥ ১৮
কিং তত্র যদি তে শ্রদ্ধা গমনং প্রতি ভার্গব।
অনুজ্ঞাং প্রতিগৃহ্ণ ত্বং স্বগৃহান্ গচ্ছ মা চিরম্ ॥ ১৯

উত্তঙ্ক উবাচ।

গুর্বর্থং কং প্রযচ্ছামি ব্রূহি ত্বং দ্বিজসত্তম।
তদুপাহৃত্য শক্ষ্যেঽমনুজ্ঞাতস্ত্বয়া দ্বিজো ॥ ২০

গৌতম উবাচ।

দক্ষিণা পরিতোষো বৈ গুরূণাং সদ্ভিরুচ্যতে।
তব চাচরতো ব্রহ্মংস্তুষ্টোঽহং বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ২১
ইত্যুক্ত পরিতুষ্টং মাং বিজানীহি তপোধন।
যুবা ষোড়শবর্ষো হি যত্তত্ত্ব ভবিতা ভবান্ ॥ ২২

তত্ত্বদর্শন! তিনি তাহাতে ও কৃপায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; নিজের বার্ধক্যদশা দেখিয়া আরম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লবদনা, বিশাললোচনা, পরমাসুন্দরী, ধর্মজ্ঞা গুরুপুত্রী পিতার অবসন্ন অবস্থায় অত্যন্ত অধীরা হইয়া ধেনুর স্তন হইতে দুগ্ধ লইয়া তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। ১০-১৪

সেই অশ্রুবিন্দুসমূহের দ্বারা তাঁহার দেহ সন্তপ্ত হইল। পৃথিবীও সেই অশ্রুবিন্দুসকল ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। ১৫

গৌতম সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ উত্তঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! আজ তোমার চিত্ত শোকে ব্যাকুল হইয়াছে কেন? যথার্থ কারণ আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মর্ষি! তুমি নিঃসঙ্কোচে ইহা বল। ১৬

উত্তঙ্ক বলিলেন—গুরুদেব! আমার চিত্ত সতত আপনাতে সংলগ্ন। আপনার প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছায় এবং আপনার প্রতি অনুরাগ ও ভক্তিবশতঃ আমি লৌকিক সুখ জানিতে পারি নাই। এখন আমার বার্দ্ধক্য অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শত বর্ষ অতিক্রান্ত হইল, আপনি আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেন নাই। ১৭-১৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমা অপেক্ষা কনিষ্ঠ আপনার শত শত ও সহস্র সহস্র শিষ্য অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আপনার আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ২৭

গৌতম বলিলেন—বিপ্রবর! তোমার গুরুশুশ্রূষায় আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এই কারণে এত অধিক সময় যে অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেই পারি নাই। ২৮

তপোধন! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আজই আমার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সত্বর নিজ গৃহে গমন কর। ২৯

উত্তঙ্ক বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দিব, ইহা বলুন। প্রভু! আমি তাহা আপনাকে প্রদান করিয়া আপনার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক গৃহে গমন করিব। ৩০

গৌতম বলিলেন—ব্রাহ্মণ! সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন যে, গুরুর সন্তোষবিধানই শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। তোমার আচরণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩১

তপোধন! এইভাবে তুমি আমাকে পরিতুষ্ট বলিয়া জানিবে। যদি তুমি আজ ষোড়শবর্ষীয় যুবক হও, তবে আমি তোমার পত্নীরূপে আমার কন্যাকে সম্প্রদান করিব। এই রূপই

যদ্যপি পত্নীং কন্যাঞ্চ মা' তে দুহিতরং দ্বিজ
এতামুতেঽজনা রাজা তস্তেতোঽর্থমিতি সেবিতুম্ ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা প্রতিজগ্রাহ মূল্যং কৃত্বা বরবর্ণিনীম্
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতো গুরুপত্নীমবাহরৎ ॥ ২৪
কং তবৈতা প্রযচ্ছামি গুর্বর্থং বিনিমুঞ্চ মাম্
প্রিয়ং দ্বিতীয়ং কাঙ্ক্ষামি প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ২৫
যদ্ দুর্লভং হি লোকেঽস্মিন্ রত্নমত্যদ্ভুতং মহৎ ।
তদানয়েয়ং তপসা ন হি মেঽত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৬

অহল্যোবাচ ।

পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র নিত্যং ভক্ত্যা তবানঘ ।
পর্য্যাপ্তমেতদ্ ভদ্রং তে গচ্ছ তাত যথেপ্সিতম্ ॥ ২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উত্তঙ্কস্তু মহারাজ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ।
আজ্ঞাপয়স্ব মাং মাতঃ কর্তব্যঞ্চ তব প্রিয়ম্ ॥ ২৮

অহল্যোবাচ ।

সৌদাসস্যাগ্নিকল্পে দিব্যে যে মণিকুণ্ডলে
তে সমানয় ভদ্রং তে গুর্বর্থঃ সুকৃতো ভবেৎ ॥ ২৯
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় জগাম জনমেজয় ।
গুরুপত্নীপ্রিয়ার্থং বৈ তে সমানয়িতুং তদা ॥ ৩০
স জগাম ততঃ শীঘ্রমুত্তঙ্কো ব্রাহ্মণর্ষভঃ ।
সৌদাসং পুরুষাদং বৈ তিগ্মিক্ষুং মণিকুণ্ডলে ॥ ৩১
সৌদাসস্তু বরাদ্বীৎ পত্নীমুত্তঙ্কো নাম পৃচ্ছতে
ইতি পৃষ্টা তমাচষ্ট কুণ্ডলার্থে গতঞ্চ সা ॥ ৩২
ততঃ প্রোবাচ পত্নীং স ন স মে সমাগিতঃ কৃতম্
নূনং স পাপিষ্ঠো ব্রাহ্মণস্তা বরিষ্যতি ॥ ৩৩

অহল্যোবাচ ।

অজানন্ত্যা নিযুক্তঃ স ভগবন্ ব্রাহ্মণো ময়া ।
ভবৎপ্রসাদাদ্ ভদ্রং কিঞ্চিৎ তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩৪

যাতীত অন্য কেহ তোমার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২২-২৩

তখন উতঙ্ক তপোবলে দূরত হইয়া সেই বরবর্ণিনী গুরুকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুরুপত্নীকে বলিলেন ॥ ২৪

মা! আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব? আমি যদি ও প্রাণ দ্বারা আপনার প্রিয় ও মনোরঞ্জক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৫

এই জগতে যাহা অত্যন্ত দুর্লভ, অদ্ভুত মহত্ত্ব আছে তাহাও আমি তপস্যার বলে লইয়া আসিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৬

অহল্যা বলিলেন—নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! তোমার ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। বৎস! তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে গমন কর ॥ ২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! উতঙ্ক পুনরায় এই কথা বলিলেন—'মা! আমাকে আদেশ করুন, আমি কি করিব? আপনার প্রিয় কার্য্য করা আমার অবশ্যই কর্তব্য ॥ ২৮

অহল্যা বলিলেন—বৎস! রাজা সৌদাসের পত্নী যে দুইটি দিব্য মণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আমার জন্য আনয়ন কর। উহা আনিয়া দিলে তোমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ হইবে। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ২৯

জনমেজয়! তখন উতঙ্ক 'তাহাই হইবে' এই প্রতিজ্ঞা দিয়া গুরুপত্নীর প্রীতিকামনায় কুণ্ডল দুইটি আনয়ন করিবার উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৩০

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক ব্রাহ্মণভাবপ্রাপ্ত সৌদাসের নিকট মণিময় কুণ্ডল দুইটি ভিক্ষা করিবার জন্য সত্বর গমন করিলেন ॥ ৩১

তিনি প্রস্থান করিলে সৌদাস পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ উতঙ্ককে দেখা যাইতেছে না কেন?' পতিকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া মদয়ন্তী বলিলেন 'আজ সে রাজা সৌদাসের নিকট কুণ্ডল আনিতে গিয়াছে' ॥ ৩২

ইহা শুনিয়া সৌদাস পত্নীকে বলিলেন—দেবি! ইহা তুমি ভাল কর নাই, সৌদাস আপনমতঃ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; সে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বধ করিয়া ফেলিবে ॥ ৩৩

অহল্যা বলিলেন—ভগবন্! আমি ইহা না জানিয়া তাহাকে প্রেরণ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, আপনার কৃপায় তাহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইবে না ॥ ৩৪

ইত্যুক্তঃ প্রাহ তাং পত্নীমেবমস্ত্বিতি গৌতমঃ
উত্তঙ্কোঽপি বনে শূন্যে রাজানং তং দদর্শ হ । ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি উত্তঙ্কোপাখ্যানে
কুণ্ডলাহরণে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শুনিয়া গৌতম পত্নীকে বলিলেন—'আচ্ছা তাহাই হউক' এদিকে উত্তঙ্কও নির্জ্জন বনে সেই রাজা সৌদাসকে দেখিতে পাইলেন । ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে উত্তঙ্কের উপাখ্যান-প্রসঙ্গে কুণ্ডল-আহরণবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[উত্তঙ্কের সৌদাসসকাশে কুণ্ডলস্য প্রার্থনা, তং প্রতি মদয়ন্তীসবিধে গমনায়সৌদাসস্যানুরোধশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স তং দৃষ্ট্বা তথাভূতং রাজানং ঘোরদর্শনম্
দীর্ঘশ্মশ্রুধরং নৃণাং শোণিতেন সমুক্ষিতম্ । ১
চকার ন ব্যথাং বিপ্রো রাজা ত্বেনমথাব্রবীৎ ।
প্রত্যুত্থায় মহাতেজা ভয়কর্ত্তা যমোপমঃ । ২
দিষ্ট্যা ত্বমসি কল্যাণ ষষ্ঠে কালে মমান্তিকম্ ।
ভক্ষ্যঃ মুমরমাপন্না সম্প্রাপ্তো দ্বিজসত্তম । ৩

উত্তঙ্ক উবাচ

রাজন্ গুর্ব্বর্থিনং বিদ্ধি ভরন্তং মামিহ গতম্ ।
ন চ গুর্ব্বর্থমুদ্যুক্তং হিংসায়ামর্হসীশ্বিঃ । ৪

রাজোবাচ ।

ষষ্ঠে কালে মমাহারো বিহিতো দ্বিজসত্তম ।
ন শক্যস্ত্বং সমুৎসৃষ্টুং ক্ষুধিতেন ময়াদ্য বৈ । ৫

উত্তঙ্ক উবাচ ।

এবমস্তু মহারাজ সময়ঃ ক্রিয়তাং তু মে
গুর্ব্বর্থমভিনির্ব্বর্ত্ত্য পুনরেষ্যামি তে বশম্ । ৬
সাক্ষ্যঞ্চাত্র ভবা যোহর্থো গুরবে রাজসত্তম ।
ত্বদধীনঃ স রাজেন্দ্র তং ত্বাং ভিক্ষে নরেশ্বর । ৭
দদাসি বিপ্রমুখ্যেভ্যঃ যে রত্নানি নিত্যদা
দাতা চ ত্বং নরব্যাঘ্র পাত্রভূতঃ ক্ষিতাবিহ ।
পাত্রং প্রতিগ্রহে চাপি বিদ্ধি মাং নৃপসত্তম । ৮

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[উত্তঙ্কের দ্বারা সৌদাসের নিকট কুণ্ডল প্রার্থনা এবং তাঁহাকে মদয়ন্তী সমীপে যাইতে সৌদাসের অনুরোধ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাক্ষসপ্রধান, ভয়ঙ্করদর্শন, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী ও নরক্তে প্রতিতনেত্র রাজা সৌদাসকে দেখিয়া উত্তঙ্ক বিচলিত হইলেন না । এদিকে মহাতেজস্বী ও যমসদৃশ রাজা তাঁহাকে সৌদাস উঠিয়া নিকটে গমন করত উত্তঙ্ককে বলিলেন ।১-২

কল্যাণস্বরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার অন্বেষণে ভ্রমত আমার নিকট আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন । ৩

উত্তঙ্ক বলিলেন—মহারাজ ! আমি গুরুদক্ষিণার জন্য বিচরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি । যে গুরুদক্ষিণার জন্য উদ্যোগী হয়, তাহাকে হিংসা করা উচিত নহে—এরূপ মনীষিগণ বলিয়া থাকেন । ৪

রাজা বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দিবসের ষষ্ঠভাগে আমার আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে । আমি ক্ষুধার্ত্ত আছি । আপনি আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতে পারিবেন না । ৫

উত্তঙ্ক বলিলেন—মহারাজ ! তাহাই হউক । তবে আমার সহিত একটি সর্ত্ত করুন । আমি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া পুনরায় আপনার বশবর্ত্তী হইব । ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজেন্দ্র ! আমি গুরুদেবকে যে বস্তু দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আপনারই অধীন । আমি আপনার নিকট উহা ভিক্ষা চাহিতেছি । ৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রতিদিন বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে রত্নদান করেন । এই জগতে আপনি শ্রেষ্ঠ দাতারূপে প্রসিদ্ধ এবং আমি প্রতিগ্রহের পাত্র । নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে দানগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জানিবেন । ৮

উপাহৃত্য গুরোরর্থং যদায়ত্তমরিন্দম।
সমর্পয়েথ রাজেন্দ্র পুনরেষ্যামি তে বশম্ ॥ ৯
সত্যং তে প্রতিজানামি নাত্র মিথ্যা কথঞ্চন।
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে নৈরেষ্যেঽপি কুতোঽন্যথা ॥ ১০

সৌদাস উবাচ।

যদি সত্যস্তবারম্ভো গুর্বর্থঃ কৃত এব সঃ
যদি চাস্মি প্রতিগ্রাহ্যঃ সাম্প্রতং কদ্ ব্রবস্ব মে ॥ ১১

উত্তঙ্ক উবাচ

প্রতিগ্রাহ্যো মতো মে ত্বা নরৈব পুরুষর্ষভ।
সোঽহমর্থং ত্বামুপসম্প্রাপ্তো ভিক্ষিতুঃ মণিকুণ্ডলে

সৌদাস উবাচ।

পত্ন্যাস্তে মম বিপ্রর্ষে ঔচিতে মণিকুণ্ডলে।
বরয়ার্থং ত্বমন্যং বৈ তয়ে তে দাস্যামি সুব্রত ॥ ১৩

উত্তঙ্ক উবাচ।

অলং তে ব্যপদেশেন প্রমাণা যদি তে বয়ম্
প্রযচ্ছ কুণ্ডলে মহ্যং সত্যাগ্ (ম্) ভব পার্থিব ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তস্তদ্বচঃ রাজা তমুত্তঙ্কং পুনর্বচঃ
গচ্ছ মদ্বচনাদ্ দেবীং ব্রূহি দেবীতি সত্বর ॥ ১৫
সৈবমুক্তা ত্বয়া নূনং মদ্ভাবেন শুচিস্মিতা
প্রদাস্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুণ্ডলে তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

উত্তঙ্ক উবাচ

ক পত্নী তবতঃ শক্যা ময়া দ্রষ্টুং নরেশ্বর।
স্বয়ং বাপি ভবান্ পত্নীং কিমর্থং নোপসর্পতি ॥ ১৭

সৌদাস উবাচ।

তাং ব্রহ্মহত্যা ভগবন্ কথিতস্মিন্ বনান্তরে
সর্বে কালে ন হি ময়া সা শক্যা দ্রষ্টুমন্য তৈ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

উত্তঙ্কস্তু তথোক্তঃ স ভগবান্ তত্ত্বদর্শিভ
মদয়ন্তীং দৃষ্টা স স্মাপয়ৎ স্বপ্রয়োজনম্ ॥ ১৯
সৌদাসবচনং শ্রুত্বা সা তদা পৃথুলোচনা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিমুত্তঙ্কং জনমেজয় ॥ ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তিনি এইরূপ বলিলে রাজা সৌদাস পুনরায় উত্তঙ্ককে বলিলেন—সাধু-সাধু! আপনি রাণীর নিকট গমন করুন এবং আমার দ্বারা অনুরোধে তাঁহাকে বলুন যে 'আপনি কুণ্ডল দুইটি আমাকে প্রদান করুন' ॥ ১৫

দ্বিজবর! আপনি শুচিস্মিতা রাণীকে এইরূপ বলিলে তিনি আমার আদেশ অনুসারে কুণ্ডল দুইটি আপনাকে দিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬

উত্তঙ্ক বলিলেন—নরপতি! আমি কোথায় আপনার পত্নীকে অন্বেষণ করিব? কোথায় বা তাঁহার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইব? আপনি স্বয়ং পত্নীর নিকট গমন করিতেছেন না কেন? ॥ ১৭

সৌদাস বলিলেন—আপনি তাঁহাকে আজ বনমধ্যে কোন নির্ঝরের নিকট দেখিতে পাইবেন। এখন দিবসের মধ্যভাগে আমি তাঁহাকে দেখিতে পারিব না (যেহেতু আমি এখন আহারের অন্বেষণে আছি) ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতকুলোদ্বহ! রাজা এইরূপ বলিলে উত্তঙ্ক রাণী মদয়ন্তীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া আপনার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিলেন ॥ ১৯

জনমেজয়! রাজা সৌদাসের বাক্যানুসারে বিশাললোচনা রাণী মহাবুদ্ধিমান্ উত্তঙ্ককে বলিলেন ॥ ২০

এবমেতদ্ যথা ব্রহ্মন্ নানৃতং বদসে দ্বিজ
অভিজ্ঞানং তু কিঞ্চিৎ ত্বং সমাদিষ্টুমর্হসি ॥ ২১

ইমে হি দিব্যে মণিকুণ্ডলে মে
দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ মহর্ষয়শ্চ
তৈস্তৈরুপায়ৈরপহর্তুকামা-
স্ত্রিষ্বেষু নিত্যং পরিবর্তমানে ॥ ২২

নিশ্চিন্বতেদং ক্ষুধি পন্নগাস্য
রন্ধ্রং সমাসাদ্য পরাসুমেষু:
যক্ষাস্তথোত্তিষ্ঠতি পুষ্করং সু-
নিদ্রাবশাদ্ বা পরিবর্ধতেষু: ॥ ২৩

ছিদ্রেষ্বেতেষ্বিমে নিত্যং ত্রিষ্বেতে দ্বিজসত্তম
দেব-রাক্ষস-নাগানামপ্রমত্তেন ধার্য্যতে ॥ ২৪

সায়ন্তনে বি দিবা কৃষ্ণা রাত্রৌ চ দ্বিজসত্তম।
নক্ষত্রং নক্ষত্র-তারাণাং প্রভামাক্ষিপ্য বর্ত্ততে ॥ ২৫

এতে ন্যায়ুষো ভগবন্ ক্ষুৎ-পিপাসাভয়ং কুতঃ।
বিষাগ্নিব্যাধিদেভ্যশ্চ ভয়ং নাস্তু ন বিদ্যতে ॥ ২৬

দুষ্কেন চৈতে আয়ুক্তে ভবতো দুষ্কতে তথা।
অনুরূপেণ চায়ুক্তে জায়েতে তৎপ্রমাণকে ॥ ২৭

এবংবিধে ঘটেতে বৈ কুণ্ডলে পরমার্চিতে।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতে তদভিজ্ঞানমানয় ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি উতঙ্কোপাখ্যানে
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়: ॥ ৫৭

নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ। যদিও আপনি অনৃত্য বলিতেছেন না, তথাপি আপনাকে মহারাজের নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনিতে হইবে। ২১

আমার এই দিব্য মণিময় কুণ্ডল দুইটি দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষিগণ নানা উপায়ে অপহরণ করিবার ইচ্ছায় সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছেন। ২২

এই সব পৃথিবীতে সঞ্চিত হইলে সর্পগণ হরণ করিবে, অপবিত্র অবস্থায় ইহা ধারণ করিলে রাক্ষসগণ লইয়া যাইবে এবং নিদ্রাবস্থায় হইলে দেবতাগণ বলপূর্বক অপহরণ করিবে। ২৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সকল অবসরে কুণ্ডল দুইটি অপহৃত হইবার আশঙ্কা সর্বদা আছে। যে ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নাগগণের হইতে সাবধান থাকে, সে ইহাকে ধারণ করিতে সক্ষম হয়। ২৪

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই কুণ্ডল দুইটি দিবসে ও রাত্রিতে নিত্য অন্ধ হইতে সুরক্ষিত নিঃসন্দেহ তাহে। রাত্রিকালে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাতে ইহা আবরণ করিয়া লইতে পারে। ২৫

ভগবন্! ইহা ধারণ করিলে ক্ষুধা-পিপাসার ভয় কোথায় থাকে? এমন কি বিষ, অগ্নি এবং হিংস্র প্রাণীসমূহ হইতে কোন ভয় উপস্থিত হয় না। ২৬

দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি এই কুণ্ডল দুইটি ধারণ করিলে ইহারা ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে এবং দীর্ঘকায় ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহারা দীর্ঘ হইয়া যাইবে। ২৭

এই সকল গুণসম্পন্ন হওয়ায় আমার এই কুণ্ডল দুইটি পরম আদৃত ও ত্রিভুবনে বিখ্যাত। অতএব আপনি মহারাজের আজ্ঞায় এই কুণ্ডল দুইটি লইতে আসিয়াছেন, তাহার কোন অভিজ্ঞান আপনি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসুন। ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে উতঙ্ক উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কুণ্ডলদ্বয়মাদায়োত্তঙ্কস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, মার্গরোধে তস্য নাগেনাপহরণম্, ইন্দ্রাগ্নিদেবকৃপয়া পুনঃ প্রাপ্তিঃ, গুরু-দক্ষিণারূপেণ গুরুপত্ন্যৈ তৎপ্রদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স বিপ্রসহমাসাদ্য অভিজ্ঞানমবাচত

তস্মৈ যদ্যদভিজ্ঞানং স চেষ্টামুপলক্ষয়ৎ ॥ ১

সৌদাস উবাচ

ন হ্যৈষৈবা গতিঃ ক্ষেম্যা ন চান্যা বিদ্যতে গতিঃ ।

এতস্মে মন্ত্রমাজ্ঞায় প্রযচ্ছ মণিকুণ্ডলে ॥ ২

ইত্যুক্তস্তামুবাচেদং তদুর্ধ্বাকাশমাস্থিতাং ।

গৃহ্য চ সা তথা প্রাদাৎ তস্মৈ তে মণিকুণ্ডলে ॥ ৩

অবাপ্য কুণ্ডলে তে তু রাজানং পুনরভ্যগাৎ

কিমেতদ্ ব্রহ্মবচনং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত ॥৪

সৌদাস উবাচ

প্রজানিমিত্তাদ্ বিপ্রান্ বৈ ক্ষত্রিয়াঃ পূজয়ন্তি হ

বিপ্রেভ্যশ্চাপি বহবো দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি বৈ ॥ ৫

সোঽহং দ্বিজেভ্যঃ প্রণতো বিপ্রাদ্ দোষমবাপ্তবান্ ।

গতিমন্যাং ন পশ্যামি মদয়ন্তীমহাদ্যুতিম্ ॥ ৬

ন চান্যামপি পশ্যামি গতিং গতিমতাং বর ।

স্বর্গদ্বারস্য গমনে স্থানে চেহ দ্বিজোত্তম ॥ ৭

ন হি রাজ্ঞা বিশেষেণ বিরুদ্ধেন দ্বিজাতিভিঃ ।

শক্যা হি লোকে স্থাতুং বৈ প্রেত্য বা সুখমেধিতুম্ ॥৮

তদিষ্টে যে মহা দত্তে এতে মে মণিকুণ্ডলে ।

যঃ কৃতস্তেঽস্তু সময়ঃ সফলঃ স কৃতস্ত্বয়া মে ॥৯

উত্তঙ্ক উবাচ

রাজাস্তথেহ কর্ত্তাস্মি পুনরেষ্যামি তে বশম্

প্রশ্নস্তু কঞ্চিৎ প্রষ্টুং ত্বাং নিমুক্তোঽস্মি পরন্তপ ॥ ১০

সৌদাস উবাচ ।

ব্রূহি বিপ্র যথাকামং প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ ।

ছেত্তাস্মি সংশয়ং তেঽহং ন চ মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১১

দিগের পূজা করিয়া আসিতেছেন। তথাপি সেই বিপ্রগণ হইতে ক্ষত্রিয়কুলের বহু দুরবস্থা উপস্থিত হয় ॥ ৫

আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়াছি ; কিন্তু এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে আমি এই দুর্গতি লাভ করিয়াছি। আমি মদয়ন্তীর সহিত এখানে অবস্থান করি এবং এই দুর্গতি হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় আমি দেখিতেছি না ॥ ৬

দ্বিজবর ! ইহলোকে সুখলাভ এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগের জন্য অন্য কোন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৭

কোন রাজা ব্রাহ্মণের সহিত বিশেষভাবে বিরোধ করিয়া ইহলোকে অবস্থান করিতে পারে না এবং পরলোকেও সুখলাভ করিতে পারে না। (ইহাই আমার গূঢ় বচনের তাৎপর্য্য) ॥ ৮

আমি আপনার ইচ্ছা অনুসারে এই মণিদ্বয় কুণ্ডল আপনাকে দিলাম। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আজ সফল করুন ॥ ৯

উত্তঙ্ক বলিলেন—মহারাজ ! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পুনরায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করিব। কিন্তু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি ॥ ১০

সৌদাস বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ! আপনি ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করুন, আপনার বাক্যের উত্তর দিব। আপনার সংশয় নিরসন করিব, ইহাতে কোন বিচার করিব না ॥ ১১

উত্তঙ্ক উবাচ

প্রাহুর্বাক্সংযতং বিপ্রা ধর্মনৈপুণদর্শিনঃ।
মিত্রেষু চাস্য বিবৃতঃ তেন ইত্যেব তং বিদুঃ ॥ ১২
স ত্বহং মিত্রতামদ্য সম্প্রাপ্তো মম পার্থিব
স মে বুদ্ধিং প্রযচ্ছস্ব সম্যগ্যাং পুরুষর্ষভ ॥ ১৩
অযাচ্যার্থোঽহমদ্যেহ ত্বয়াদ্য পুরুষাদকঃ।
ভবৎসকাশমাসাদ্য কথং মম ন যেতি বৈ ॥ ১৪

সৌদাস উবাচ।

কথং চেদিহ বক্তব্যং তব দ্বিজবরোত্তম।
যৎসমীপং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাগন্তব্যং কথঞ্চন ॥ ১৫
এবং তব প্রপন্নস্য শ্রেয়ো কৃতমুপোহ্য চ।
আগচ্ছতো হি তে বিপ্র ভবেদ্ব্যর্থং সংশয়ঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তদা রাজ্ঞা কথং বুদ্ধিমতা দ্বিজম্
অনুজ্ঞাপ্য স রাজানমহল্যায়াঃ প্রতিজগ্মিবান্ ॥ ১৭

গৃহীত্বা কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপত্ন্যাঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
ত্বরেন মহতা প্রায়াদ্ গৌতমস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ১৮
যথা তত্রো রক্ষণক মদয়ন্ত্যাভিভাষিতম্
তথা তে কুণ্ডলে যত্নাদ্ যথা কৃষ্ণাজিনেঽনঘ ॥ ১৯
স তস্মিংস্তিৎ ক্ষুধাবিষ্টঃ ফলজালসমাবৃতম্
বিল্বং দদর্শ বিপ্রর্ষিরাকুরোহ চ তং ততঃ ॥ ২০
শাখামাসজ্য তস্যৈব কৃষ্ণাজিনমরিন্দম
পাতয়ামাস বিল্বানি তদা স দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥ ২১
অথ পাতয়মানস্য বিল্বাপ্রস্তচ্ছুভঃ।
পপাত তানি বিল্বানি তস্মিন্নেবাজিনে দ্বিজঃ ॥ ২২
যস্মিংস্তে কুণ্ডলে বদ্ধে তদা দ্বিজবরেণ বৈ।
বিল্বপ্রহারৈস্তস্যাথ ব্যশীর্যদ্ বন্ধনং ততঃ ॥ ২৩
স কুণ্ডলং তদাজিনং পপাত সহসা তরোঃ
বিশীর্ণবন্ধনে তস্মিন্ পতে কৃষ্ণাজিনে মহীম্ ॥ ২৪
অপশ্যত ভুজগঃ কশ্চিদ্ তে তত্র মণিকুণ্ডলে
ঐরাবতকুলোদ্ভূতঃ শীঘ্রো ভূত্বা তদা হি সঃ ॥ ২৫

উত্তঙ্ক বলিলেন—যিনি বাক্‌সংযম করিয়া থাকেন, বাহ্যিক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন; যিনি বন্ধুর সহিত বৈরতা আচরণ করিয়া থাকেন, তিনি চৌর বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১২

পৃথিবীপতি! আজ আপনার সহিত আমার মিত্রতা হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে আপাতত অভিপ্রেত বুদ্ধি দান করুন ॥ ১৩

আজ আমার যাচ্ঞা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আপনি মহা-উপকারী ব্রাহ্মণ। আপনার নিকট আমার পুনরায় আগমন করা উচিত হইবে কি না? ১৪

সৌদাস বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আমাকে প্রকৃত কথা বলিতে হয়, তবে আপনার আমার নিকট কখনও আসা উচিত হইবে না ॥ ১৫

কৃতাপরাধিনম্! ইহাতে আমি আপনার মঙ্গল দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ! আপনি পুনরায় এখানে আসিলে আপনার অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে উত্তঙ্ক বুদ্ধিমান্ রাজা সৌদাসের যথার্থ ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করত অহল্যার নিকট গমন করিলেন ॥ ১৭

গুরুপত্নীর প্রিয় কার্য্যকারী উত্তঙ্ক দিব্যকুণ্ডল দুইটি লইয়া দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮

রাজ্ঞী মদয়ন্তী কুণ্ডল দুইটি রক্ষা করিবার জন্য যে উপায় বলিয়াছিলেন, সেইরূপে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে যত্ন করিয়া তিনি লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ১৯

(পথিমধ্যে) উত্তঙ্ক ক্ষুধায় অভিভূত হইয়া কোন স্থানে ফল-ভারে-সমন্বিত এক বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মর্ষি ইহাতে আরোহণ করিলেন। শত্রুসন্তাপন! তৃণচর্মকে ইহার এক শাখায় বাঁধিয়া বিল্বফলে বিবশতল নিম্নে ফেলিতে লাগিলেন ॥ ২০-২১

ঐ সময় তাঁহার দৃষ্টি বিল্বমূলের উপর ছিল। প্রভু! যাহাতে বিপ্রবর কুণ্ডল দুইটি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই তৃণচর্ম বিল্বমূলে পড়িতে লাগিল ॥ ২২-২৩

বিল্বমূলের আঘাতে বন্ধন ছিন্ন হইল এবং কুণ্ডলের সহিত তৃণচর্ম সহসা বৃক্ষ হইতে পতিত হইল ॥ ২৪

বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় তৃণচর্ম ভূমিতে পতিত হইলে ঐরাবত-কুলোদ্ভূত কোন সর্প মণিময় কুণ্ডল দুইটি দেখিতে পাইল। সে শীঘ্র কুণ্ডল দুইটি মুখে লইয়া বল্মীকের মুখে প্রবেশ করিল ॥ ২৫-২৬

বিসৃজ্যাপ্যেব বল্মীকং বিবেশাথ স কুণ্ডলে
স্থিরমাণে তু দৃষ্টা স কুণ্ডলে তুরগেন হ ॥ ২৬
পপাত বৃক্ষাৎ সোদ্বেগো দুঃখাৎ পরমকোপনঃ।
স দণ্ডকাষ্ঠমাদায় বল্মীকমখনৎ তদা ॥ ২৭
অহানি ত্রিংশদভ্যগ্রঃ পঞ্চ চান্যানি ভারত
ক্রোধামর্ষাভিসন্তপ্তস্তদা ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২৮
তস্য বেগসহং তদ্বৈ তদসহ্যং বসুন্ধরা।
দণ্ডকাষ্ঠাভিনুন্নাঙ্গী চচাল ভৃশমাকুলা ॥ ২৯
ততঃ খনত এবাথ বিপ্রর্ষেরগ্নিরুত্থিতঃ।
নাগলোকস্য পন্থানং কর্তুকামস্য নিশ্চয়াৎ ॥ ৩০
মুখেন হরিমুক্তেন তং দেশমুপজগ্মিবান্
বজ্রপাণির্মহাতেজাস্তং দদর্শ দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তু তং ব্রাহ্মণো ভূত্বা তস্য দুঃখেন দুঃখিতঃ।
উত্তঙ্কমব্রবীদ্ বাক্যং নৈতজ্জক্ষ্যা ত্বয়েতি বৈ ॥ ৩২
ইতো হি নাগলোকো বৈ যোজনানি সহস্রশঃ।
ন দণ্ডকাষ্ঠসাধ্যোঽয়ং মন্যে কার্যবিধিস্তব ॥ ৩৩

উত্তঙ্ক উবাচ।

নাগলোকে যদি ব্রহ্মন্ ন শক্যঃ কুণ্ডলে ময়া
প্রাপ্তং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যামি পশ্য তত্ত্বং দ্বিজোত্তম ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদা স নাশকৎ তস্য নিশ্চয়ং কর্তুমন্যথা।
বজ্রপাণিস্তদা গত্বা বজ্রাস্ত্রেণ ন্যযোজয়ৎ ॥ ৩৫
ততো বজ্রপ্রহারৈস্তৈর্দীর্যমাণা বসুন্ধরা
নাগলোকস্য পন্থানমকরোজ্জনমেজয় ॥ ৩৬
স যেন মার্গেণ তদা নাগলোকং বিবেশ হ।
দদর্শ নাগলোকস্য যোজনানি সহস্রশঃ ॥ ৩৭
প্রাকারনিচয়ৈর্দিব্যৈর্মণিমুক্তাবিভূষিতৈঃ।
উপপন্নং মহাভাগ শাশ্বতৈরমরৈরপি ॥ ৩৮
বাপীঃ স্ফটিকসোপানা নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
দদর্শ বৃক্ষাংশ্চ বহূন নানাবিহগসংযুতান্ ॥ ৩৯
তস্য লোকস্য চ দ্বারং স দদর্শ ভৃগূদ্বহঃ
পঞ্চযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥ ৪০

নর্প কর্তৃক কুণ্ডল অপহৃত হইতে দেখিয়া উত্তঙ্ক উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃখে মূক হইয়া পতিত হইলেন। তিনি একটি কাষ্ঠদণ্ড লইয়া বল্মীকের মূল খনন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭

ভরতসত্তম! ব্রাহ্মণশিরোমণি উত্তঙ্ক ক্রোধ এবং অমর্ষে সন্তপ্ত হইয়া পঞ্চত্রিংশ দিবস যাবৎ অক্লান্তভাবে খনন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

দণ্ডকাষ্ঠের অসহ্য বেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিল না। দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা বিদীর্ণ ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ২৯

উত্তঙ্ক নাগলোকে যাইবার পথ নির্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যখন যষ্টীদণ্ড খনন করিতেছিলেন, তখন দেবরাজসখা ও বজ্রধারী ইন্দ্র অগ্নিসদৃশ রূপে ঐস্থানে আগমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০-৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন ইন্দ্র উত্তঙ্কের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ পূর্বক তাঁহাকে বলিলেন—এই কার্য তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। নাগলোক এই স্থান হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। তোমার এই কার্য দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা হইবার নহে বলিয়া আমি মনে করি না ॥ ৩২-৩৩

উত্তঙ্ক বলিলেন—ব্রাহ্মণ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি নাগলোকে গমন করিয়া কুণ্ডল দুইটি লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয় তবে আমি আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যখন উত্তঙ্ক আপনার সঙ্কল্পে অবিচলিত রহিলেন, তখন বজ্রধারী ইন্দ্র তাঁহার প্রতি আপনার বজ্রাস্ত্র সংযোগ করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

জনমেজয়! অনন্তর বজ্রপ্রহারে বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইয়া নাগলোকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল ॥ ৩৬

তখন তিনি সেই পথে নাগলোকে প্রবেশ করিলেন এবং সহস্র যোজনবিস্তৃত নাগলোক দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৭

মহাভাগ! উহার দিব্যপ্রাকারসমূহ মূল্যবান মণিমুক্তাদির দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল ॥ ৩৮

উত্তঙ্ক তথায় স্ফটিকনির্মিত সোপানশ্রেণির দ্বারা সুশোভিত জলাশয়সমূহ, নির্মল জলপূর্ণা নদীসকল এবং নানাবিধ বিহঙ্গ-বিভূষিত বহু বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৯

ভৃগুকুলতিলক উত্তঙ্ক সেই নাগলোকের শতযোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চযোজন বিস্তৃত চারিটি দ্বার দেখিতে পাইলেন ॥ ৪০

নাগলোকমুত্তস্থৌ প্রেক্ষ্য দীনোঽতীব তদা।
নিরাশশ্চাভবৎ তত্র কৃতশ্রমহরণে পুনঃ॥ ১
তত্র প্রোবাচ তুরগস্তং কৃষ্ণকেতবালধিঃ
তাম্রাস্যনেত্রঃ কৌরব্য প্রজ্বলন্নিব তেজসা॥ ২
ধূমস্যাপানমেতস্মে ভবদ্ভিঃ বিপ্র লম্ভ্যতে
ঐরাবতকুলেনেহ ভবানীতো হি কুণ্ডলে॥ ৩
মা জুগুপ্সাং কৃথাঃ পুত্র কৃতস্যার্থে কথঞ্চন
ত্বয়ৈতদ্ধি সমাচীর্ণং গৌতমস্যাশ্রমে তদা॥ ৪
উত্তঙ্ক উবাচ।
কথং ভবদ্ভ্যাং জানীয়ামুপাধ্যায়াশ্রমং প্রতি
যস্মাদ্ গৌর্পূর্বং হি প্রোক্তমিচ্ছামি তদ্ভবদ্॥ ৫
অশ্ব উবাচ।
গুরোর্গুরুং যাং জানীষি অমলং জ্ঞানবেদসম্।
ত্বয়া স্মরং সদা বিপ্র গুরোরর্থেঽভিপূজিতঃ॥ ৬
বিধিবৎ সততং বিপ্র শুচিনা তৃণনন্দন।
তস্মাদ্ভ্রেয়ো বিধাস্যামি তবৈবং ভূরু মা চিরম্॥ ৭
ইত্যুক্তস্ত তথাকার্ষীদুত্তঙ্কশ্চিত্রভানুনা।
তুরাচিঃ প্রীতিমাংস্তাপি প্রজজ্বাল বিবক্ষয়া॥ ৮
ততোঽস্য রোমকূপেভ্যো ধূম্যস্তত্র ভারত।
ঘনঃ প্রাদুরভূদ্ ধূমো নাগলোকভয়াবহঃ॥ ৯
যেন ধূমেন মহতা বর্ধমানেন ভারত
নাগলোকে মহারাজ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ১০
হাহাকৃতমভূৎ সর্বৈর্নাগাবাসনিবেশনম্।
বাসুকিপ্রমুখানাঞ্চ নাগানাং জনমেজয়॥ ১১
ন প্রাকাশন্ত বেশ্মানি ধূমরুদ্ধানি ভারত।
নিহারসংবৃতানীব বনানি গিরয়স্তথা॥ ১২
তে ধূমরক্তনয়না বহ্নিতেজোঽভিতাপিতাঃ।
আজগ্মুর্নিশ্চয়ং জ্ঞাতুং ভার্গবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩
জ্ঞাত্বা চ নিশ্চয়ং তস্য মহর্ষেরমিতৌজসঃ
সম্ভ্রান্তনয়নাঃ সর্পে পূজাং চক্রুর্যথাবিধি॥ ১৪

নাগলোকের বিনাশের কথা শুনিয়া উত্তঙ্ক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তথায় কুণ্ডল আহরণে পুনরায় নিরাশ হইলেন। ১১

কৃষ্ণনন্দন! ঐ সময়ে এক অশ্ব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহার পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং বদন ও নেত্র তাম্রবর্ণ ছিল; সে নিজ তেজে যেন জ্বলিতেছিল। সেই অশ্ব উত্তঙ্ককে বলিল। ১২

বিপ্র! তুমি আমার অপান মার্গে ফুৎকার কর। ঐরূপ করিলে ঐরাবত নাগকুলের দ্বারা অপহৃত কুণ্ডল দুইটি তুমি লাভ করিবে। ১৩

বৎস! এই কার্যে তুমি কোন প্রকার ঘৃণা করিও না, যেহেতু গৌতমের আশ্রমে তুমি এইরূপ কার্য করিয়াছ। ১৪

উত্তঙ্ক বলিলেন—গুরুদেবের আশ্রমে আমি কবে আপনাকে জানিয়াছি এবং আমি এইরূপ কার্য অনেকবার করিয়াছি—ইহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৫

অশ্ব বলিলেন—ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে গুরুর গুরু বলিয়া জানিবে। আমি জ্ঞাতবেদা অগ্নি। কৃষ্ণনন্দন! তুমি তোমার গুরুর নিমিত্ত সদা পবিত্র থাকিয়া বিধিপূর্বক আমার পূজা করিয়াছ। এই কারণে আমি তোমার কল্যাণ করিব। তুমি আমার নির্দেশ অনুসারে কার্য কর, বিলম্ব করিও না। ১৬-১৭

অগ্নিদেব এইরূপ বলিলে উত্তঙ্ক তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তখন শত্রুবধ নিবারণে অগ্নিদেব প্রবৃত্ত হইয়া নাগলোককে দাহ করিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১৮

ভরতনন্দন! যখন উত্তঙ্ক ফুৎকার দিলেন, তখন অপরদ্বারী অগ্নিদেবের রোমকূপ হইতে ঘনীভূত ধূম উত্থিত হইল। ইহা নাগলোককে ভীত করিয়াছিল। ১৯

মহারাজ ভরতনন্দন! সেই ভয়ঙ্কর বিশাল ধূমপুঞ্জের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় নাগলোকের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ২০

জনমেজয়! ঐরাবতের সমস্ত গৃহ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। ভরতনন্দন! বাসুকি প্রভৃতি নাগমুখের গৃহগুলি ধূমের দ্বারা সেইভাবে আচ্ছন্ন হইল, যেমন নীহার (কুয়াশা) দ্বারা বন এবং পর্বতসমূহ আবৃত হইয়া থাকে। ২১-২২

ধূমের দ্বারা তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং তাহারা অগ্নির তেজে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা মহাত্মা ভার্গবের অভিপ্রায় কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিল। ২৩

পরমতেজস্বী মহর্ষির অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে (অশ্বরূপধারী) দেবে তাঁহাকে যথাবিধানে অর্চনা করিল। ২৪

সর্বে প্রাঞ্জলয়ো নাগা বৃষ্ণ্যন্ধকপুরোগমাঃ।
শিরোভিঃ প্রণিপত্যোচুঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥ ৫৫
প্রসাদ্য ব্রাহ্মণং তে তু পাদ্যেনার্ঘ্যেণ নিত্যদা চ।
প্রাবয়ন্ কুণ্ডলে দিব্যে পরমার্চিতে ॥ ৫৬
ততঃ স পূজিতো নাগৈস্তদোত্তঙ্কঃ প্রতাপবান্।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা জগাম গুরুবেশ্ম তৎ ॥ ৫৭
স গত্বা ত্বরিতো রাজন্ সৌতঙ্কস্য নিবেদয়ন্।
প্রাবয়চ্চ কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপত্ন্যাস্তদানঘ ॥ ৫৮
বাসুকিপ্রমুখানাঞ্চ নাগানাং জনমেজয়।

সর্বং শশংস গুরবে যথাবদ্ দ্বিজসত্তমঃ ॥৫৯
এবং মহাত্মনা তেন ত্রীল্লোকান্ জনমেজয়
পরিক্রম্যাগতে দিব্যে তস্মিন্ মণিকুণ্ডলে ॥ ৬০
এবংপ্রভাবঃ স মুনিরুত্তঙ্কো ভরতর্ষভ।
পত্নীমপি তপসা যুক্তো যস্যাং বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি উত্তঙ্কোপাখ্যানে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

যাচক ও দুঃস্থ সকল নাগই তাহাকে এবং বস্ত্রভূষাদি অর্পণপূর্বক প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিল—'ভগবন্! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন'। ৫৫

এইভাবে ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিয়া নাগগণ তাঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদনপূর্বক পরমপূজিত দিব্য কুণ্ডল দুইটি প্রদান করিল। ৫৬

অনন্তর নাগগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া প্রতাপশালী উত্তঙ্ক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। ৫৭

নিষ্পাপ মহারাজ! সৌতঙ্কের গৃহে সত্বর গমন করিয়া গুরুপত্নীকে দুইটি দিব্যকুণ্ডল প্রদান করিলেন। ৫৮

জনমেজয়! বাসুকি প্রভৃতি নাগগণের সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ উত্তঙ্ক আপনার গুরু সৌতঙ্ককে যথাযথভাবে বলিলেন। ৫৯

জনমেজয়! এইরূপে মহাত্মা-উত্তঙ্ক ত্রিলোক পরিক্রমা করিয়া সেই দিব্য মণিময় কুণ্ডল দুইটি আনয়ন করিয়াছিলেন। ৬০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি উত্তঙ্ক এইরূপ প্রভাবশালী এবং মহাতপস্বী ছিলেন। তুমি যে বিষয়টি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। ৬১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত শতসাহস্রী সংহিতা অনুগীতাপর্বে উত্তঙ্কের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনম্, রৈবতকপর্বতে মহোৎসবে উপস্থিতৈঃ সর্বৈঃ সহ মিলনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
উত্তঙ্কস্তু বরং লব্ধ্বা গোবিন্দো দ্বিজসত্তম।
অত ঊর্ধ্বং মহাবাহুঃ কিং চকার মহাযশাঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
উত্তঙ্কস্তু বরং লব্ধ্বা প্রায়াৎ সাত্যকিনা সহ
দ্বারকায়েব গোবিন্দঃ শ্রীমদ্ভির্বেগবদ্ভির্হয়ৈঃ ॥ ২
সস্যানি সন্নিবৃত্তানি বনানি চ গিরীংস্তথা।
অতিক্রম্যাশ্রমাদীংশ্চ রম্যান্ দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ৩
বর্তমানে মহারাজ মহে রৈবতকস্য চ।
উপায়াৎ পুণ্ডরীকাক্ষো যুযুধানানুগস্তদা ॥ ৪
অলঙ্কৃতস্তু স গিরির্নানারত্নৈর্বিচিত্রিতৈঃ
যজ্ঞো রত্নময়ৈঃ কোশৈঃ সংবৃতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৫

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন এবং রৈবতক পর্বতে মহোৎসবে উপস্থিত সকলের সহিত মিলন।]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তঙ্কের বরপ্রদান করিয়া কি করিয়াছিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উত্তঙ্কের বরপ্রদান করিয়া ভগবান্ গোবিন্দ মহাবেগবান্ অশ্বসমূহের দ্বারা চালিত রথে শীঘ্র দ্বারকা অভিমুখে গমন করিলেন। ২

পথে অনেক সস্যক্ষেত্র, নদী, বন এবং পর্বতসমূহ অতিক্রম করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমরমণীয় দ্বারকানগরীতে উপনীত হইলেন। মহারাজ! সেই সময়ে রৈবতকপর্বতে এক মহোৎসব চলিতেছিল। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সহিত ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন। ৩-৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই পর্বত নানাপ্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ রত্নময় কোশে আবৃত ও আবৃত থাকিয়া অতিশয় শোভিত ছিল। ৫

কাঞ্চনস্রগ্‌ভিরগ্র্যাভিঃ সুমনোভিস্তথৈব চ ।
বাসোভিশ্চ মহার্হৈশ্চ কম্বলৈশ্চ তথৈব চ ॥ ৬
দীপবৃক্ষৈশ্চ সৌবর্ণৈরতীক্ষ্ণমুপশোভিতঃ ।
গুহানির্ঝরদেশেষু দিবাকৃতো বভূব হ ॥ ৭
পতাকাভির্বিচিত্রাভিঃ সঘণ্টাভিঃ সমন্ততঃ
পূর্ণঃ স্ত্রীভিশ্চ সংঘুষ্টঃ প্রগীত ইব চাভবৎ ॥ ৮
অতীব প্রেক্ষণীয়োঽভূৎসুরুর্মুনিগণৈরিব ।
মত্তানাং হৃষ্টরূপাণাং স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ ভারত ॥ ৯
গায়তাং পর্বতেন্দ্রস্য দিবস্পৃগিব নিঃস্বনঃ ।
প্রমত্ত-মত্ত-সম্মত্ত-হেড়িতোৎকুষ্টসঙ্কুলঃ ॥ ১০
তথা কিলকিলাশব্দৈর্দুন্দুভেরুত্তমোহরঃ ।
বিপণাপণবান্ রম্যো ভক্ষ্যভোজ্যবিহারবান্ ॥১১
বস্ত্রমাল্যোৎকরযুতো বীণা-বেণু-মৃদঙ্গবান্ ।
সুরা-মৈরেয়মিশ্রেণ ভক্ষ্য-ভোজ্যেন চৈব হ ॥ ১২

দীনান্ধকৃপণার্থিভ্যো দীয়মানেন চানিশম্
বভৌ পরমকল্যাণো মহস্তস্য মহাগিরেঃ ॥ ১৩
পুণ্যাহঘোষবান্ বীর পুণ্যকৃদ্ভিনিষেবিতঃ
বিহারো বৃষ্ণিবীরাণাং মহে রৈবতকস্য হ ॥ ১৪
স নগো বেশ্মসঙ্কীর্ণো দেবলোক ইবাবভৌ ।
তদা চ কৃষ্ণ সান্নিধ্যাদাসাদ্য ভরতর্ষভ ॥ ১৫
(ভরদ্বাজাত্রিকা দেবা গন্ধর্বাশ্চ সহর্ষিভিঃ ।
দেবগন্ধর্বা ঊচুঃ ।
নাশকঃ সর্বধর্মাণামসুরাণাং বিনাশকঃ
যং স্রষ্টা সৃজ্যমানায়ং কারণং ধর্মবেদবিৎ ।
যয়া যৎ ক্রিয়তে দেব ন জানীমোঽত্র মায়য়া ।
কেবলং ত্বাভিজানীমঃ শরণং পরমেশ্বরম্ ॥
ব্রহ্মাণীনাঞ্চ গোবিন্দ সান্নিধ্যং শরণং নমঃ ।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ইতি স্তুতেঽমানুষৈশ্চ পূজিতে দেবকীসুতে ।)

সুবর্ণ মালাসমূহ, প্রস্ফুটিত সুরভি পুষ্পসকল, বস্ত্র ও অন্নভারের দ্বারা এবং রত্নস্তূপসমূহে ঐ বিশাল পর্বত সুশোভিত ছিল ।৬

বৃক্ষের আকারে সজ্জিত সুবর্ণ দীপসমূহ সেই স্থানের শোভা বর্ধন করিয়াছিল। ইহাতে গুহা ও নির্ঝর প্রদেশসকল দিবসের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল । ৭

ঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র পতাকাসমূহের দ্বারা ঐ পর্বত সজ্জিত ছিল এবং স্ত্রী ও পুরুষগণের কোলাহলের দ্বারা মুখরিত ছিল। মনে হইতেছিল যেন পর্বত হসিতেছে । ৮

ভরতসত্তম ! মুনিগণের দ্বারা অনুসৃত হইয়া রৈবতক পর্বত অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পর্বতরাজের বিষয়ে হর্ষোন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষগণের সুমধুর শব্দ যেন গগনস্পর্শ করিয়াছিল । ৯।

ক্রীড়া প্রভৃতিতে আসক্ত, সুরাদির দ্বারা মত্ত এবং হৃষ্টচিত্ত মনুষ্যগণের নিঃস্বনাদ, কোলাহল এবং কিলকিলা শব্দে সেই পর্বত মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল নানাস্থানে বহু দোকান ও বাজার বসিয়াছিল, ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, বিহারেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল, বস্ত্র ও মালাসমূহের দ্বারা শোভিত ছিল এবং বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ বাজিতেছিল এইভাবে পর্বতটি অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দীন, অন্ধ ও অনাথগণের জন্য নিরন্তর সুরা ও মৈরেয় মিশ্রিত ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থ বিতরণ করা হইতেছিল : তখন মহাগিরির মহোৎসব পরম মঙ্গলজনকরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল । ১১-১৩

বীরবর ! পুণ্যাহঘোষের জন্য বহু সুর নির্মিত হইয়াছিল যাহাতে পুণ্যাত্মাগণ বাস করিতেছিলেন। রৈবতক পর্বতের এই উৎসব বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের বিহারস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই গিরিপ্রদেশ নানাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া দেবলোকের ন্যায় শোভাবর্ধন করিতেছিল । ১৪।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব এবং ঋষিগণ অদৃশ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ।

দেবতা ও গন্ধর্বগণ বলিলেন—ভগবন্ ! আপনি সমস্ত ধর্মের শাসক এবং অসুরগণের বিনাশক। আপনি স্রষ্টা, সৃষ্ট জগৎ এবং তাহার আধার ; আপনি সকলের কারণ এবং ধর্ম ও বেদজ্ঞ। দেব ! আপনি আপনার মায়াশক্তির প্রভাবে যাহা করিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানিতে পারি না। আপনাকে সকলের শরণ পরমেশ্বররূপে জানি। গোবিন্দ ! আপনি ব্রহ্মাণীর সান্নিধ্য ও শরণদাতা, আপনাকে নমস্কার করি ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপে অভিধানের দেব-গন্ধর্বাদির দ্বারা দেবকীনন্দন স্তুতি হইলে পর্বতরাজ রৈবতকতে ইন্দ্রভবনের ন্যায় দেখাইতেছিল । ১৫।

শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষো বভূব দিবি ভৈরবঃ
ততঃ সম্পূজ্যমানঃ স বিবেশ ভবনং শুভম্ ॥ ১৬
গোবিন্দঃ সাত্যকিশ্চৈব ভগবান্ ভবনং স্বকম্।
বিবেশ চ প্রহৃষ্টাত্মা চিরকালপ্রবাসতঃ ॥ ১৭
কৃত্বা মনুষ্যবদ্ বর্ম দানবেষ্বিব বাসবঃ।
উপায়াস্তং তু বার্ষ্ণেয়ং ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকাস্তথা ॥ ১৮
অভ্যগচ্ছন্ মহাত্মানং দেবা ইব শতক্রতুম্
স তানভ্যর্চ্য মেধাবী পৃষ্ট্বা চ কুশলং তদা ॥ ১৯

অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ পিতরং মাতরং তথা
তাভ্যাং স সম্পরিষ্বক্তঃ সাত্বিতশ্চ মহাভুজঃ।
উপোপবিষ্টৈঃ সর্বৈস্তৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ২০
স বিশ্রান্তো মহাতেজাঃ কৃতপাদাবনেজনঃ
কথয়ামাস তৎ সর্বং পৃষ্টঃ পিত্রা মহাযশাঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি কৃষ্ণস্য দ্বারকাপ্রবেশে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

অনন্তর যথাবিধানে পূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুখদ ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সাত্যকিও আপনার গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬॥

যেমন ইন্দ্র দানবগণকে সংহারিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কর্ম সম্পাদন করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর প্রফুল্লচিত্তে আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭॥

যেভাবে দেবগণ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন সেইরূপ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় যাদবগণ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন ॥ ১৮॥

যে-যাঁহা শ্রীকৃষ্ণ সকলকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া মাতাকে ও পিতাকে অভিবাদন করিলেন ॥ ১৯॥

তাঁহারা মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ও সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহাদের বৃষ্ণিবংশীয়গণ সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ২০

অনন্তর মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম প্রহণ করিলেন এবং পিতা বসুদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাযুদ্ধের সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রবেশবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বসুদেবজিজ্ঞাসিতেন শ্রীকৃষ্ণেন মহাভারতযুদ্ধবৃত্তান্তস্য সংক্ষেপেণ বর্ণনম্]

বসুদেব উবাচ।

শ্রুতবানস্মি বার্ষ্ণেয় সংগ্রামং পরমাদ্ভুতম্
মহাপাং ব্যতীতং তত্র কথা যা তেষু নিত্যশঃ ॥ ১
ত্বং তু প্রত্যক্ষদর্শী চ রণশ্লাঘী মহাভুজ।
তস্মাৎ প্রব্রূহি সংগ্রামং যাথাতথ্যেন মেঽনঘ ॥ ২

যথা ভরতসৈন্যং তৎ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্
ভীষ্ম-কর্ণ-কৃপ-দ্রোণ-শল্যাদিভিরসূদয়ম্ ॥ ৩
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কৃতাস্ত্রাণামনেকশঃ
নানাবেশাকৃতিমতাং নানাদেশনিবাসিনাম্ ॥ ৪

ষষ্টিতম অধ্যায়

[বসুদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা।]

বসুদেব বলিলেন—কৃষ্ণ! আমি প্রতিদিন কথা-প্রসঙ্গে লোকমুখে অদ্ভুত অদ্ভুত সংগ্রামের কথা সামান্যভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১

নিষ্পাপ মহাবাহু! তুমি সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী এবং ইহার যশপ্রদ অংশগ্রহণ করিয়াছ। অতএব তুমি আমার নিকট সেই সংগ্রাম যথাযথভাবে বর্ণনা কর ॥ ২

মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও শল্য প্রভৃতির অতি ভীষণ সংগ্রাম যেরূপ হইয়াছিল, তাহা বল ॥ ৩

অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত, নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট, বিভিন্ন দেশনিবাসী অন্যান্য বহু ক্ষত্রিয়বীরগণের মধ্যে যিরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাও বর্ণনা কর ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পিত্রা মাতুস্তবন্তিকে
নশংস কুরুবীরাণাং সংগ্রামে নিধনং যথা ॥ ১

বাসুদেব উবাচ।

অত্যদ্ভুতানি কর্মাণি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্
বহুলত্বাচ্চ সংখ্যাতুং শক্যানাগুশতৈরপি ॥ ২
প্রধানতস্তু গদতঃ সমাসেনৈব মে শৃণু
কর্মাণি পৃথিবীপালাং যথাবদমরদ্যুতে ॥ ৩
ভীষ্মঃ সেনাপতিরভূদেকাদশচমূপতিঃ
কৌরব্যঃ কৌরবেন্দ্রাণাং দেবানামিব বাসবঃ ॥ ৪
শিখণ্ডী পাণ্ডুপুত্রাণাং নেতা সপ্তচমূপতিঃ
বভূব রক্ষিতো বীরান্ শ্রীমতা সব্যসাচিনা ॥ ৫
তেষাং তদদ্ভুতবদ্ যুদ্ধং দশাহানি মহাত্মনাম্
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সুমহল্লোমহর্ষণম্ ॥ ১০
ততঃ শিখণ্ডী গাঙ্গেয়ং মৃত্যুমাদায় মহাহবে।

ভগবান বহুভির্বাণৈঃ সমগাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১১
অকরোৎ স ততঃ কালং শরতল্পগতো মুনিঃ
অয়নং দক্ষিণং হিত্বা সম্প্রাপ্তে চোত্তরায়ণে ॥ ১২
ততঃ সেনাপতিরভূদ্ দ্রোণোঽস্ত্রবিদ্বরাং বরঃ।
প্রধীরঃ কৌরবেন্দ্রস্য কাব্যো দৈত্যচমূপতেরিব ॥ ১৩
অক্ষৌহিণীভিঃ সিদ্ধাভির্নবভির্বিজয়ৈষিণম্।
সংবৃতঃ সমরশ্লাঘী গুপ্তঃ কৃপ-কৃতবর্মভিঃ ॥ ১৪
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখ্যেভ্যো পাণ্ডবানাং মহারথিৎ
গুপ্তো ভীমেন সেবাযী মিত্রেণ বরুণো যথা ॥ ১৫
স চ সেনাপতিবৃতো দ্রোণঃ প্রহ্লর্মহামনাঃ।
পিতৃনির্দিষ্টান্ সংস্মৃত্য রণে কর্মাকরোদ্বহৎ ॥ ১৬
তস্মিন্নস্তে পৃথিবীপালা দ্রোণ-পার্থজনক্ষয়ে।
নানাদিগাগতা বীরাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ ॥ ১৭
দিনানি পঞ্চ তদ্ যুদ্ধমভূৎ পরমদারুণম্।
ততো দ্রোণঃ পরিশ্রান্তো ধৃষ্টদ্যুম্নবশং গতঃ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের এইরূপ বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরববীরগণের সংগ্রামে নিধন বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করিলেন। ১

বাসুদেব বলিলেন—মহাভারতযুদ্ধে ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়গণের কার্যসকল অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলে তাহা বহু শত বৎসরেও শেষ হইবে না। ২৬

দেবোপমতেজস্বী পিতৃষসার! আমি যুগে যুগে ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি। আপনি বৃত্তান্তগুলির সেই সব কার্য যথাযথভাবে শ্রবণ করুন। ৭

যেরূপ ইন্দ্র দেবতাগণের সেনাপতি হইয়া থাকেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নজিনক ভীষ্ম ছেই কৌরবযোদ্ধগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। ৮

পাণ্ডবগণের সেনানায়ক শিখণ্ডী সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের নেতা ছিলেন। বুদ্ধিমান্ শিখণ্ডী শ্রীমান্ সব্যসাচী অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। ৯

মহারাজ কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরম মহৎ রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ দশদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ১০

শিখণ্ডী গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সহায়তায় মহাসংগ্রামে যুধ্যমান ভগবানকে ভীষ্মকে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ১১

অনন্তর ভীষ্ম মুনিগণ কর্তৃক অনুসৃত পূর্বদিক্ প্রান্তে শয়ন করিয়া দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মৃত্যুবরণ করিয়া লইয়াছেন। ১২

যেরূপ দৈত্যরাজ বলির সেনাপতি শুক্রাচার্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ অস্ত্র-বিদ্যাবরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবীর আচার্য দ্রোণ তখন কৌরবরাজের সেনাপতি হইয়াছিলেন। ১৩

বিজয়েচ্ছু সমরশ্লাঘী দ্রোণ নয়াবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। কৃপাচার্য কর্ম প্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। ১৪

এই সময় যেই অদ্ভুত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। যেরূপ মিত্র বরুণকে রক্ষা করেন সেইরূপ ভীম বুদ্ধিমান্ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতেছিলেন। ১৫

পাণ্ডবসৈন্যের দ্বারা পরিরক্ষিত মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ কর্তৃক আপনার পিতার অপমান স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রাণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের এই মহাসংগ্রামে নানা দেশ হইতে আগত বীর ক্ষত্রিয়গণের প্রায় সকলের নিধন হয়। ১৭

এই প্রকার যুদ্ধ পাঁচ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। অনন্তর দ্রোণ পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা বশীভূত হন অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ১৮

ততঃ সেনাপতিরভূৎ কর্ণো দৌর্যোধনে বলে
অক্ষৌহিণীভিঃ সিষ্টাভির্বৃতঃ পঞ্চভিরাহবে
বিপ্রস্থে পাণ্ডুপুত্রাণাং চক্রে ব্যূহং সুপানিতাঃ
বজ্রপ্রবীরকুঞ্জিষ্ঠা বভূবুঃ সমবস্থিতাঃ ॥ ১০
ততঃ পার্থাঃ সমাসাদ্য পতঙ্গা ইব পাবকম্ ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চধা সৈন্যৈর্দ্বিতীয়েঽহ্নি ব্যকীর্যত ॥ ১১
হতে কর্ণে তু কৌরব্যা নিরুৎসাহা হতৌজসঃ
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিস্তস্থুঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ১২
হতবাহনকুঞ্জিষ্ঠাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরম্
অক্ষৌহিণ্যা নিরুৎসাহাঃ সিষ্টয়া পর্যবারয়ন্ ॥ ১৩
অবশীর্ণত্রয়াণাং তু কুরূণাং ধুরি স্থিতঃ
ভগ্নিস্তদার্দিবসে কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ॥ ১৪
হতে শল্যে তু শকুনিঃ সহদেবো মহাবলঃ ।
আহর্তারং বলেস্তস্য তথাত্মানমিবাগ্রতঃ ॥ ১৫

নিহতে শকুনৌ রাজা ধার্তরাষ্ট্রঃ সুদুর্মনাঃ ।
অপাক্রামদ্ গদাপাণির্হতশিষ্টৈঃ সৈনিকৈঃ ॥ ১৬
তমন্বধাবৎ সাক্রোশো ভীমসেনঃ প্রতাপবান্
দ্রুতে বৈশাখনে চাপি সলিলস্থং যদৃচ্ছয়া ॥ ১৭
হতশিষ্টেন সৈন্যেন সমন্তাৎ পরিবার্য তম্ ।
অথাপশ্যদ্বিনির্ভিন্নং দ্রুতস্থং পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ১৮
বিগাহ্য সলিলং স্বাপ্তং যাদ্যৈর্মন্ত্রৈরধিষ্ঠিতঃ ।
উত্থায় চ গদাপাণির্যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ১৯
ততঃ স নিহতো রাজা ধার্তরাষ্ট্রো মহারণে
ভীমসেনেন বিক্রম্য পশ্যতাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ৩০
ততস্তৎ পাণ্ডবং সৈন্যং প্রসুপ্তং শিবিরে নিশি
নিহত্য দ্রৌণপুত্রেণ নির্ভূর্যমনুত্তমা ॥ ৩১
হতপুত্রা হতবলা হতমিত্রা মৃধা সহ
মৃদুধারমরণ্যে পঞ্চশিষ্টাস্তু পাণ্ডবাঃ ॥ ৩২

শকুনি নিহত হইলে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন ॥ ১৬

সেই সময় প্রতাপবান্ ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বৈশাখমাসের সূর্যোত্তাপে সলিলের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ১৭

অবশিষ্ট ক্ষুব্ধচিত্ত পঞ্চ পাণ্ডব হতাবশিষ্ট সৈন্যের দ্বারা সরোবরস্থিত দুর্যোধনকে পরিবেষ্টন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন ॥ ১৮

দুর্যোধন ভীমের বাক্যবাণে অত্যন্ত জর্জরিত হইয়া সহসা সরোবরের সলিল আলোড়ন করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং গদাহস্তে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিলেন ॥ ১৯

সেই মহাসময়ে কৃতান্তমুখের সম্মুখে ভীমের পরাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্যোধন নিহত হইলেন ॥ ৩০

ইহার পর রাত্রিকালে পাণ্ডব সৈন্যগণ যখন নিজ নিজ শিবিরে নিদ্রিত ছিলেন, সেই অবস্থায় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিষ্ঠুরতা না ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩১

পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র এবং সৈন্য সকলেই নিহত হইয়াছেন। কেবলমাত্র পাঞ্চালি ও আমরা সহিত পঞ্চ পাণ্ডব অবশিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৩২

অতঃপর যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে কর্ণ সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি অবশিষ্ট পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন ॥ ১০

সেই সময় পাণ্ডবগণের পক্ষে অর্জুন বজ্রক ব্যূহ রচনা করিয়া তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিল। এই সময় বহু শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হইয়াছিলেন ॥ ১১

পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে পতিত হয়, সেইরূপ দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া কুরুবংশীয় কর্ণ সকলে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১২

কর্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কৌরবগণ হতোৎসাহ ও হতচেতা হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিরূপে বরণপূর্বক অবশিষ্ট তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন ॥ ১৩

পাণ্ডবগণেরও বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া অবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন ॥ ১৪

মাতুলরাজ দুর্যোধন অত্যন্ত দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়া বিপ্রস্থ কালে মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিলেন ॥ ১৫

শল্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অবশিষ্ট পরাক্রমশালী ও উদ্যতচেতা সহদেব সকল কলহের মূল শকুনিকে বধ করিলেন ॥ ১৬

সহৈব কৃপ-ভোজাভ্যাং দ্রৌণিমুখ্যাদয়শ্চ যে।
দুদুৎসুস্তাপি কৌরব্যো যুক্তঃ পাণ্ডবসংশ্রয়াৎ ॥ ৩৩
নিহতে কৌরবেন্দ্রে তু সানুবন্ধে সুযোধনে।
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব ধর্মরাজমুপস্থিতৌ ॥ ৩৪
এষা তদদ্ভুতা যুদ্ধমহাভারতসংজ্ঞিতা।
যত্র চৈতে পৃথিবীপালা নিহতাঃ স্বর্গমাবসন্ ॥ ৩৫

কৌরব পক্ষে কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মার সহিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে জীবিত রহিয়াছেন। কৃপবর্ম্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে বিরতি দান করিয়াছেন। ৩৩

বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত কৌরবরাজ দুর্য্যোধন নিহত হইলে বিদুর ও সঞ্জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ৩৪

প্রভো! এইভাবে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে যে সকল নৃপতি নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন। ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বৈতাং তু মহারাজ কথাং তাং লোমহর্ষণাৎ।
দুঃখশোকপরিক্লেশা বৃষ্ণীনামভবংস্তদা ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি বাসুদেববাক্যে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! সেই লোমহর্ষক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণ সকলে শোকে ও দুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ৩৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবৃত্তান্ত-বর্ণনা-বিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণেনাভিমন্যুবধবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কথয়ন্নেব তু তদা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
মহাভারতযুদ্ধং তৎ কথান্তে পিতুরগ্রতঃ ॥ ১
অভিমন্যোর্বধং বীরঃ সোঽত্যক্রামন্মহামতিঃ।
অপ্রিয়ং বসুদেবস্য মা ভূদিতি মহামতিঃ ॥ ২
তা দৌহিত্রবধং শ্রুত্বা বসুদেবো মহাত্মভিঃ
দুঃখশোকাভিসন্তপ্তো তত্রেদমিতি মহামতিঃ ॥ ৩
শ্রুত্বা তু তমুপক্রান্তমাত্মজস্য যথা রণে।
আচষ্ট কৃষ্ণ সৌভদ্রবধমিত্যপতদ্ ভুবি ॥ ৪
তামপশ্যন্নিপতিতাং বসুদেবঃ ক্ষিতৌ তদা।
দৃষ্ট্বৈব চ পপাতোর্ব্যাং সোঽপি দুঃখেন মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫
ততঃ স দৌহিত্রবধদুঃখশোকসমাহতঃ।
বসুদেবো মহারাজ কৃষ্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬
নহু ত্বং পুত্রবীকাক্ষ সত্যবাগ্ ভূবি বিশ্রুতঃ ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত বর্ণনা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! প্রতাপশালী বীর মহাত্মা বাসুদেব যখন পিতার সম্মুখে মহাভারত যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছিলেন, সেই সময় যাহাতে বসুদেবের অপ্রিয় না হয় ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অভিমন্যুবধপ্রসঙ্গ আর দিয়াছিলেন।

দৌহিত্রের বধ-অযথাযথভাবে সংবাদ শুনিয়া বসুদেব যাহাতে শোকে ও দুঃখে অভিভূত না হন, এই কারণে পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১-৩

কিন্তু মহসা তাঁহার পুত্রের যুদ্ধে নিধন-বৃত্তান্ত অতিক্রম করা হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন—'কৃষ্ণ! অভিমন্যুর বধ বৃত্তান্ত বল', এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৪

তাঁহাকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া পিতা বসুদেবও দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ৫

মহারাজ! অনন্তর দৌহিত্র বধজনিত দুঃখে ও শোকে আহত হইয়া বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৬

কমলনয়ন! তুমি ত জগতে সত্যবাদীরূপে প্রসিদ্ধ। শত্রুসূদন! তুমি কি কারণে আজ আমাকে দৌহিত্রের নিধন সংবাদ জানাও নাই?

যদ্ দৌহিত্রবধং মেঽদ্য ন মার্ষন্তুমি মন্যুনা।
তন্ ভাগিনেয়নিধনং তত্ত্বেনাঽদ্য মে প্রভো ॥ ৮
সদৃশাস্তস্য কর্মং শক্রস্তিনিহতো রণে
দুর্ধরং যত্ত মার্কেণ কালেঽপ্রাপ্তে মৃত্যুঃ সহ ॥ ৯
যত্ত মে হৃদয়ং দুঃখাচ্ছতধা ন বিদীর্যতে
কিমন্যতীৎ তার সংগ্রামে সুভদ্রায়াং মাতরং প্রতি ॥ ১০
যাং চাপি পুত্রবীকাক্ষ চপলাক্ষঃ প্রিয়েতি মম
আহরং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কচ্চিন্ন নিহতঃ পতৈঃ ॥ ১১
কচ্চিন্নূনং ন গোবিন্দ তেনাজৌ বিকৃতং কৃতম্
স হি কৃষ্ণ মহাতেজাঃ প্রায়শিত্ত ময়াগ্রতঃ ॥ ১২
বালত্বাদেব বিনয়মাত্মনোঽকৃতবৎ প্রভুঃ
কচ্চিন্ন নিকৃতো বালো দ্রোণ-কর্ণ-কৃপাদিভিঃ ॥ ১৩
ধরণ্যাং নিহতঃ শেতে তন্মমাচক্ষ্ব কেশব
স হি দ্রোণক তীষ্মক কর্ণক বলিনাং বরম্ ॥১৪
স্পর্ধতে স্ম রণে নিত্যং ফল্গুনঃ পুত্রকো মম।

প্রভো! তোমার ভাগিনেয়ের অভিমন্যুর যে-দুরন্ত আমার নিকট যথাযথভাবে বল ॥ ৭-৮

কৃষ্ণিনন্দন! অভিমন্যুর নয়ন দুইটি তোমার নয়নের ন্যায় সুন্দর ছিল হায়! সে রণক্ষেত্রে কিভাবে শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইল? কাল উপস্থিত না হইলে যাহাদের মৃত্যু অসম্ভব; সেই কারণে যাহার সমাচার শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না ॥ ৯॥

পদ্মলোচন! সংগ্রামে অভিমন্যু তোমাকে ও তাহার মাতা সুভদ্রাকে কি সংবাদ দিয়াছিল? চঞ্চলনয়ন আমার প্রিয় দৌহিত্র আমার জন্য কি মার্তা রাখিয়া গিয়াছে? সে যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া শত্রুকর্তৃক নিহত হয় নাই ত? গোবিন্দ! সে রণস্থলে ভয়ে মুখ বিকৃত করে নাই ত? ১০-১১॥

শ্রীকৃষ্ণ! মহাতেজস্বী ও প্রভাবশালী অভিমন্যু বালকস্বভাববশতঃ আমার সম্মুখে বিনীতভাবে নিজের বীরত্বের প্রশংসা করিত ॥ ১২॥

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি কর্তৃক সেই বালক প্রতারিত হয় নাই ত? সে নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে কি? কেশব! আমাকে তাহা বল। আমার সেই দৌহিত্র রণক্ষেত্রে সর্বদা দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এবং বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণের সহিত স্পর্ধা করিত ॥ ১৩-১৪॥

এবংবিধং বহু তদা বিলপন্তং সুদুঃখিতম্ ॥ ১৫
পিতরং দুঃখিততরো গোবিন্দো বাক্যমব্রবীৎ
ন তেন বিকৃতং বক্ত্রং কৃতং সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ১৬
ন পৃষ্ঠতঃ কৃতস্তাপি সংগ্রামস্তেন তত্ত্বতঃ।
নিহত্য পৃথিবীপালান্ সপ্তরথসমাবৃতঃ ॥ ১৭
যেনিত্বা দ্রোণ-কর্ণাভ্যাং দৌঃশাসনি বশং গতঃ
একো বহুভির্ন সমরে যুধ্যমানে যদি প্রভো ॥ ১৮
ন স শক্যোঽত সংগ্রামে নিহন্তুমপি বজ্রিণা
সমাপ্তে চ সংগ্রামাৎ পার্শ্বে সাশস্ত্রকৈতবা ॥ ১৯
অর্দ্যমানার্ত সংক্রুদ্ধৈঃ স দ্রোণাদিভিরাহবে
ততঃ শক্রধনুঃ কৃত্বা সুমহাস্ত্রং রণে পিতঃ ॥ ২০
দৌহিত্রস্তব মার্কেণ দৌঃশাসনিবশং গতঃ
নূনঞ্চ স গতঃ স্বর্গং ভবি লোকং মহাত্মনে ॥২১
ন হি ব্যসনমাসাদ্য সীদন্তি কৃতবুদ্ধয়ঃ
দ্রোণ-কর্ণপ্রভৃতয়ো যেন প্রতিসমাসিতাঃ ॥২২

এইরূপে পিতাকে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বহু বিলাপ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও আরও অধিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন ॥ ১৫॥

অভিমন্যু সংগ্রামে মুখ বিকৃত করে নাই এবং তুমুল যুদ্ধে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শনও করে নাই ॥ ১৬॥

শত্রুসৈন্য নিপাতিত করিয়া অভিমন্যু যখন দ্রোণ ও কর্ণের দ্বারা আক্রান্ত হইল তখন সে দুঃশাসন-পুত্রের অধীন হইয়াছিল ॥ ১৭॥

প্রভো! যদি সে নিহত হয় একজন বীরের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে ইন্দ্রকেও যুদ্ধকারী শত্রুও তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১৮॥

অর্জুন সপ্তরথিগণের সহিত যুদ্ধে সংগ্রামভূমি হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলে ক্রুদ্ধচিত্ত দ্রোণ প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন ॥ ১৯॥

কৃষ্ণিনন্দন পিতা! আপনার দৌহিত্র যুদ্ধে বহু সংখ্যক শত্রুসংহার করিয়া দুঃশাসন-পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছে ॥ ২০॥

পদ্মলোচন! সে নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে; অতএব আপনি শোক করিবেন না। স্থিতধী ব্যক্তিগণ সঙ্কটে পতিত হইলেও বিচলিত হন না ॥ ২১॥

যে বীরপুত্র ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতিকে

যুধে মহেন্দ্রপ্রতিমাঃ স কথং নাদ্যুয়াদ্ দিবম্ ।
স শোক্যো ভবি দুর্ধর্ষ ন চ শত্রুনিষূদনঃ ॥ ২৩
শত্রূণাং হি স গতিং গতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
ভবিষ্যন্তি বিধবা বীরে সুভদ্রেয়ং যথা ময়ি ॥ ২৪
দুঃখার্তায়ো সুতং প্রাপ্য কুররীব ননাদ হ
দ্রৌপদীঞ্চ সমাসাদ্য পর্যাপৃচ্ছত দুঃখিতা ॥২৫
আর্যে ক দারকাঃ সর্বে ত্বয়ৈবিক্তাশি তাদৃশম্
অত্যন্ত বচনং শ্রুত্বা সর্বাস্তাঃ কুরুযোষিতঃ ॥ ২৬
ভূতাত্যাং পরিপৃচ্ছন্ত্যো চুক্রুশুঃ পরমার্তবৎ ॥২৭
উত্তরাং চারয়ন্তীন্তু তত্রৈ তত্রা স কং গুহে গতঃ
ক্ষিপ্রাগমনং মহ্যং তত্র ত্বং বেদয়ন্ত্য ॥ ২৮
বধূ নামান্ত বৈরাটি শ্রুত্বা মম গিরং সদা
ভবনাদ্বিপ্রযুক্তায়াস্ত কস্মান্নাভ্যেতি তে পতিঃ ॥২৯
অভিমন্যো কুশলিনো মাতুলাস্তে মহারথাঃ ।
কুশলং চাব্রুবন্ সর্বে যাং যুয়ুৎসুমিহাগতম্ ॥ ৩০

আচক্ষ্ব মেহদ্য সংগ্রামং যথা পূর্বমরিন্দম
কস্মাদেবং বিলপতীং নাভ্যেষি প্রতিভাষসে ॥ ৩১
এবমাদি তু বাক্যৈর্যাতস্যাস্তৎপরিদেবিতম্ ।
শ্রুত্বা পৃথা সুদুঃখার্তা শনৈর্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩২
সুভদ্রে বাসুদেবেন তথা সাত্যকিনা রণে
পিত্রা চ লালিতে বালঃ স হতঃ কালধর্মণা ॥ ৩৩
ঈদৃশো মর্ত্যধর্মোঽয়ং মা শুচো বহ্বনন্দিনি ।
পুত্রো হি তব দুর্ধর্ষঃ সম্প্রাপ্তঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৩৪
কুলে মহতি জাতাসি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
মা শুচঃ পদ্মপলাক্ষি ত্বং পদ্মপত্রনিভেক্ষণে ॥ ৩৫
উত্তরাং ত্বমবেক্ষস্ব গর্ভিণীং মা শুচঃ কৃথাঃ ।
পুত্রমেষা হি তস্যাস্ত অনুরিষ্টতি ভাবিনি ॥ ৩৬
এবমাশ্বাসয়িত্বৈনাং কুন্তী বহুকুলোদ্বহা
বিরাট শোকা দুর্ধর্ষং শ্রাদ্ধমস্য চকল্পয়ৎ ॥ ৩৭

যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সে স্বর্গ লাভ করিবে না কেন? ২২-২৪

দুর্ধর্ষ বীর পিতা! আপনি শোক ত্যাগ করুন, শোকের দ্বারা মলিনতা হইবেন না। শত্রুনগরবিজয়ী অভিমন্যু শত্রুঘাতে পবিত্র হইয়া উত্তম গতি লাভ করিয়াছে। ২৫।

সেই বীর নিহত হইলে আমার এই তপস্বিনী সুভদ্রা শোকার্ত হইয়া পুত্রের জন্য কুররী পক্ষিণীর ন্যায় বিলাপ করিয়াছিল। দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়া দুঃখিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল —আর্যে! পুত্রগণ সকলে কোথায় আছে? আমি তাহাদের সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ২৬-২৭।

এই কথা শুনিয়া কুরুবংশীয় সকল স্ত্রীলোক তাহাকে বাহুবন্ধের দ্বারা ধারণ করিয়া অত্যন্ত আর্তের ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। ২৮-২৯

সুভদ্রা উত্তরাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—ভদ্রে! তোমার পতি কোথায় গিয়াছে? তুমি নিত্যই আমাকে তাহার বার্তা জ্ঞাপন কর। ২৮

বিরাটরাজদুহিতা! যে আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বদা গৃহ হইতে বহির্গত হইত, সেই তোমার পতি আজ আমার নিকট আসিতেছে না কেন? ২৯

অভিমন্যু! তোমার মহারথ মাতুলগণ কুশলে আছেন এবং তাঁহারা সকলে যুদ্ধার্থে আগত তোমার কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ৩০

শত্রুদমন! পূর্বের ন্যায় আসিয়া তুমি আমাকে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বল। আমি এইভাবে বিলাপ করিতেছি, আর তুমি আজ আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন? ৩১

কৃষ্ণিপ্রমুখা স্নুষাগণ এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া কুন্তীদেবী ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন— সুভদ্রে! বাসুদেব, সাত্যকি এবং পিতা অর্জুন যাহাকে যুদ্ধে রক্ষা করিতেন, সেই বালক অভিমন্যু কালধর্মবশতঃ নিহত হইয়াছে। ৩১-৩৩

বহূন শুনি! ইহাই মর্ত্যলোকের ধর্ম, তুমি শোক করিও না। তোমার দুর্জয় পুত্র উত্তম গতি লাভ করিয়াছে। ৩৪

কমলনয়নে! তুমি মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি পদ্মপলাশনয়ন পুত্রের জন্য শোক করিও না। ৩৫

কল্যাণি! তুমি গর্ভবতী উত্তরাকে দেখ; শোক করিও না। সুভাষিণি! সে শীঘ্রই অভিমন্যুর সন্তানকে জন্ম দিবে। ৩৬

বহূনন্দিনি! সুভদ্রাকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া কুন্তীদেবী সুভদ্রার শোক পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্যুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিলেন। ৩৭

সমনুজ্ঞাপ্য ধর্মজ্ঞা রাজানং ভীমমেব চ ।
যযৌ যমোপমৌ বৈব যমৌ দানাভনেকপঃ ॥ ৩৮
ততঃ প্রদায় মহতীর্গা ব্রাহ্মণায় বসূনহ ।
সমাহূয় তু বাক্যজ্ঞো বৈয়াঘ্রীমব্রবীদিদম্ ॥ ৩৯
বৈয়াঘ্রি নেহ সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যো কথঞ্চিতে ।
ভর্ত্তারং প্রতি সুশ্রোণি গর্ভস্থং রক্ষ বৈ শিশুম্ ॥ ৪০

সেই মহাত্মাদের অন্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম এবং যমজ পাঞ্চালীনন্দন নকুল ও সহদেবকে আজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণাদেবী অভিমন্যুর পরলোকগত আত্মার শান্তিস্বস্ত্যয়ন নানাবিধ দান করিলেন ॥৩৮

মুহূর্তমাত্র পরে অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে বহু দান করিয়া কৃষ্ণাদেবী বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে নিকট আনিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

অনিন্দ্যাঙ্গবিনিষ্ঠা বিরাটতনয়া ! এখন তোমার সন্তান

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি বসুদেবসান্ত্বনে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অত শোক করা উচিত নয়। সুন্দরী ! তুমি গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা কর ॥ ৪০

অমিততেজস্বী কৃষ্ণাদেবী এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। তাঁহার অনুমতি অনুসারে আমি এই সুভদ্রাদেবীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি ॥ ৪১

রাজন্ ! এইভাবে আপনার সেই দৌহিত্র অভিমন্যু নিহত হইয়াছে। দুর্ধর্ষ বীর ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন এবং মনকে শোকে অবসন্ন করিবেন না ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে বসুদেবের সান্ত্বনাবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[বসুদেবাদি-যাদবৈর্ভিমন্যুমুদ্দিশ্য শ্রাদ্ধকরণম্, ব্যাসদেবেনোত্তরায়ৈ অর্জুনায় চ প্রবোধদানম্, অশ্বমেধযজ্ঞং কর্তুং যুধিষ্ঠিরায়াজ্ঞাপ্রদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু পুত্রস্য বচঃ শূরাত্মজস্তদা ।
বিহায় শোকং ধর্মাত্মা মনো শ্রাদ্ধমনুত্তমম্ ॥ ১
তথৈব বাসুদেবশ্চ সভ্রাতৃশ্চ মহাত্মনঃ ।
ধনিভিস্তা পিতৃনিত্যমকরোদৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ২
ষষ্টিং শতসহস্রাণি ব্রাহ্মণানাং মহৌজসাম্
বিবিধং ভোজয়ামাস ভোজ্যং সর্বগুণান্বিতম্ ॥ ৩
আচ্ছাদ্য চ মহাবাহুর্বিবস্ত্রাভরণাম্বুদৈঃ ।
ব্রাহ্মণানাং তদা কৃষ্ণস্তদক্ষয়মবর্ধয়ৎ ॥ ৪
সুবর্ণং চৈব গাশ্চৈব শয়নাচ্ছাদনানি চ ।
দীয়মানং তদা বিপ্রা নাবর্তন্তাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

[বসুদেবাদি যাদবগণ কর্তৃক অভিমন্যুর নিমিত্ত শ্রাদ্ধকরণ, ব্যাসদেব কর্তৃক উত্তরা ও অর্জুনকে প্রবোধ দান এবং যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! নিজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শূরনন্দন ধর্মাত্মা বসুদেব শোক ত্যাগ করিলেন এবং অভিমন্যুর নিমিত্ত সর্বোত্তম শ্রাদ্ধবিষয়ক দান প্রদান করিলেন । ১

এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজের মহাত্মা ভাগিনেয় ও তাঁহার পিতা বসুদেবের সর্বদাই পরম প্রিয় অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন । ২

তিনি ষাট লক্ষ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণগণকে বিবিধরসযুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন উত্তম অন্ন ভোজন করাইলেন । ৩

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া এত অধিক ধন দান করিয়াছিলেন যে, উহাতে তাঁহাদের ধনবিষয়ক তৃষ্ণা শান্ত হইয়া গিয়াছিল। তৎকালীন ইহা এক চমৎকারী ঘটনা ছিল । ৪

ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণ, গো, শয্যা ও বস্ত্রসকলের দান প্রাপ্ত হইয়া 'আপনি অক্ষয় লাভ করুন' এই আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । ৫

বাসুদেবোঽথ দাশার্হো বলদেবঃ সসাত্যকিঃ।
অভিগম্যাভবন্ শ্রাদ্ধমুর্দ্দিশ্য সত্যকন্যকাঃ। ৬
অতীব দুঃখসন্তপ্তা ন শশাং চোপলেভিরে
তথৈব পাণ্ডবা বীরা নগরে নাগসাহ্বয়ে। ৭
নোপাগচ্ছন্ত বৈ শান্তিমভিমন্যুবিনাকৃতাঃ
সুষুপুশ্চ ন রাজেন্দ্র দিবসানি বিশাংপতে। ৮
নাভুঞ্জত পতিদুঃখার্তা তদদুঃখং মহদ্ মহৎ
কুক্ষিস্থ এব তস্যাপ গর্ভো বৈ সম্প্রলীয়ত। ৯
আজগাম ততো ব্যাসো জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুষা
সমাগম্যাব্রবীদ্ ধীমান্ পৃথাং পৃথুললোচনাম্। ১০
উত্তরাঞ্চ মহাভাগাঃ শোকঃ সম্ভাব্যতামিয়ম্
ভবিষ্যতি মহাভাগাঃ পুত্রস্তব যশস্বিনি। ১১
প্রভাবাদ্ বাসুদেবস্য মম চাশীর্ভিরপি
পাণ্ডবানাময়ং চাস্তে পালয়িষ্যতি মেদিনীম্। ১২
ধনঞ্জয়স্য সম্প্রেক্ষ্য ধর্ম্মরাজস্য পৃথুঃ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, সাত্যকি ও সাত্যকিসহ সেই সময় অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন। ৬

ইহারা সকলেই তখন অত্যন্ত দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোনরূপেই ইঁহারা শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ৭

রাজেন্দ্র! বিরাটনন্দিনী উত্তরা পতির দুঃখে পীড়িতা হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ভোজন করিলেন না। তাঁহার সেই দুঃখ অত্যন্ত ভয়ানক ছিল। তাঁহার গর্ভের বালক উদরেই থাকিয়া ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল। ৮-৯

তাঁহার এই দশা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জানিতে পারিয়া মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ মহর্ষি ব্যাসদেব সেস্থানে আসিলেন এবং বিশালনয়না কুন্তীদেবী ও উত্তরার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের প্রবোধ দান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন—যশস্বিনি উত্তরে! তুমি এই শোক ত্যাগ কর। তোমার পুত্র মহাতেজস্বী হইবে। ১০-১১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ও আমার আশীর্ব্বাদে এই পাণ্ডবগণের পুত্র সে-ই এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পালন করিবে। ১২

ভামিনি! তোমার পুত্র ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতে শুনাইতে অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করত তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন। ১৩

ব্যাসো বাক্যমুবাচেদং হর্ষয়ন্নিব ভারত। ১৩
সৌভদ্রস্তব মহাভাগো জনিষ্যতি মহাযশাঃ
পৃথ্বী সাগরপর্য্যন্তাং পালয়িষ্যতি ধর্ম্মতঃ। ১৪
তস্মাচ্ছোকং কুরুশ্রেষ্ঠে ত্বমি সংনিবর্ত্তয়
বিচারয়স্ব ন হি তে সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি। ১৫
যচ্চাপি বুদ্ধিবীরেণ কৃষ্ণেন কুরুনন্দন
পুরোক্তং তৎ তথা ভাবি ন তেঽত্রাস্তি বিচারণা। ১৬
বিবুধানাং মতো লোকানক্ষয়ানাত্মনিষ্ঠিতান্
ন স শোচ্যস্ত্বয়া বীরো ন চান্যৈঃ কুরুসত্তমৈঃ। ১৭
এবং পিতামহেনোক্তো ধর্ম্মাত্মা স ধনঞ্জয়ঃ।
ত্যক্ত্বা শোকং মহারাজ হৃষ্টরূপোঽভবৎ তদা। ১৮
পিতাপি তব ধর্ম্মজ্ঞ গর্ভে তস্মিন্ মহামতে
অবর্দ্ধত যথাকালং শুক্লপক্ষে যথা শশী। ১৯
ততঃ সংহর্ষয়ামাস ব্যাসো ধর্ম্মাত্মজং নৃপম্।
অশ্বমেধং প্রতি তদা ততঃ সোঽন্তর্হিতোঽভবৎ। ২০

কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমার মহাসৌভাগ্যশালী ও মহাযশস্বী পৌত্র হইবে। সে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিবে; অতএব শোক সংবরণ কর। তুমি শোক পরিত্যাগ কর। ইহাতে কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার এই কথা সত্য হইবে। ১৪-১৫

কুরুনন্দন! বুদ্ধিবীরের বীরপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই সত্য হইবে। এবিষয়ে তোমার অন্য কোনও বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। ১৬

বীর অভিমন্যু নিজের পরাক্রমে উপার্জ্জিত দেবগণের অক্ষয় লোকসমূহে গমন করিয়াছে; অতএব তাহার জন্য তোমার ও অন্য কুরুবংশীয়গণের শোক করা উচিত নহে। ১৭

মহারাজ! নিজের পিতামহ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য কথিত হইলে পর ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন শোক ত্যাগ করত সন্তোষ অনুভব করিলেন। ১৮

ধর্ম্মজ্ঞ! মহামতে! সেই সময় তোমার পিতা পরীক্ষিৎ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১৯

তদনন্তর ব্যাসদেব ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ২০

ধর্মরাজোঽপি মেধাবী শ্রুত্বা ব্যাসস্য তদ্ বচঃ
বিত্তস্যাগমনে ভ্রাতৃ ন্ চকার গমনে মতিম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি বসুদেবসান্ত্বনে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভ্রাতৃগণ ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করত বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধন আনয়ন করিবার জন্য হিমালয় যাত্রা করিতে বুদ্ধি স্থির করিলেন। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে বসুদেবের সান্ত্বনাবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভ্রাতৃগণ সহ সম্মন্ত্র ধনআনেচ্ছু যুধিষ্ঠিরস্য হিমালয়যাত্রা

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুত্বৈতদ্ বচনং ব্রহ্মন্ ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
অশ্বমেধং প্রতি তদা কিং ভূয়ঃ প্রচকার হ ॥ ১
রত্নৈশ্চ সম্পরিবৃতো নিহিতং বসুধাতলে
তদবাপ কথং ভেজি তন্মে ব্রূহি দ্বিজোত্তম। ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা বৈপায়নবচো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৄন্ সর্বান্ সমানায্য কালে বচনমব্রবীৎ ॥ ৩
অর্জুনং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ যমাবপি।
প্রকৃত্যা যে বয়স্যে যৌবাঃ সৌহৃদাদ্ বসুধাত্মনা ॥ ৪

কৃপয়া হিতকামেন প্রোক্তং কৃষ্ণেন ধীমতা।
তপোবৃদ্ধেন মহতা পুত্রযাং কৃতনিশ্চয়া ॥ ৫
গুরুণা ধর্মশীলেন ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা
ভীমেন চ মহাপ্রাজ্ঞা গোবিন্দেন চ ধীমতা ॥ ৬
সংমন্ত্র্য তদহঃ সম্যক্ কর্তুমিচ্ছামি পাণ্ডবাঃ
আহূতাশ্চ তদাত্থ চ সর্বেযাং তাত মে হিতম্ ॥
অনুবন্ধে চ কল্যাণং যদ্ বচো ব্রহ্মবাদিনঃ
ইহ হি বসুধা সর্বা ভীমবল্যা কৃতাস্ত্রয়া: ॥ ৮
উক্তাশ্চৈব তদা ব্যাসো মরুত্তস্য ধনং নৃপাঃ
যজ্ঞেভ্যো যে বহবস্তত্র তদ্ধরধ্বং যদি ক্ষমং যদি ॥ ৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করত ধন আনিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের হিমালয় যাত্রা।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্যাসদেবের কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্বন্ধে কি করিলেন? রাজা মরুত্ত যে সব ধন পৃথিবীতে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সব তিনি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সব কথা আপনি আমাকে বলুন। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই সব ভ্রাতৃগণকে আনাইয়া এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৩½

বীরগণ! কৌরবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ৩½

বৃদ্ধত্বশের উন্নতিকামী, মহাপুরুষ, তপোবৃদ্ধ, মহাত্মা ও ধর্মশীল গুরু ব্যাসদেব, অদ্ভুত পরাক্রমশালী ভীম এবং বুদ্ধিমান্ গোবিন্দ সময়ে সময়ে যে সব পরামর্শ দিয়াছেন, সেই সব পরম হিতকর কথা উঁহাদের আদেশ সকলেতোভাবে পালন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবগণ! সেই মহাত্মাদিগের এই বাক্য শুনিয়া এবং বর্তমানেও আপনাদের সকলের পক্ষেই হিতজনক। ৪-৭

ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ব্যাসদেবের বাক্য পরিণামে আমাদের কল্যাণকারী হইবে। নরপালক কৌরবগণ! এই সময় এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর ভূত ও ধনসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব আমাদের আদিক কষ্ট দূর করিবার জন্য ব্যাসদেব সেই ধন আমাদিগকে লাভ করিবার সন্ধান বলিয়াছিলেন। ৮।

যদি তোমরা সেই ধনকে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে কর এবং তাহা আহরণ করিতে নিজেদের মধ্যে সামর্থ্য আছে বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলে ব্যাসদেব যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ধর্মভাবে তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হও অথবা ভীমসেন! তুমি বল, তোমার এ বিষয়ে কি অভিমত? ৯½

তথা যযাচ বর্ষেণ তথৈব চ তীব্র মন্যুনে।
ইত্যুক্তবাক্যো নৃপতৌ তদা কুরুকুলোদ্বহ ॥ ১০
ভীমসেনো নৃপশ্রেষ্ঠং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ
যোচতে যে মহারাজো যজ্ঞিয়ং তাপিতং ত্বয়া ॥ ১১
ব্যাসাখ্যাতস্য বিত্তস্য সমুপানয়নং প্রতি
যদি তৎ প্রাপ্তুহাদেব ধনমাবিক্ষিতং প্রভো ॥ ১২
কৃতমেব মহারাজ ভবেদিতি মতির্মম
তে বয়ং প্রণিপাতেন পিতরীশঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৩
তদানয়াম তস্মাৎ তে সমভার্চ্য কপর্দিনম্
তত্র বিত্তং দেবদেবেশাৎ ভবৈরাবৃতচারাংশ্চ তান্ ॥ ১৪
প্রসাদার্থমনাধ্যায়ো নূনং যাস্মাভিরুদ্যতঃ
রক্ষন্তে যে চ তত্র ত্বয়া কিঙ্করা রৌদ্রকর্মিণঃ ॥ ১৫
তে চ বশ্যা ভবিষ্যন্তি প্রসন্নে বৃষভধ্বজে
(স হি দেবঃ প্রসন্নাত্মা ভক্তানাং পরমেশ্বরঃ

কৃষ্ণবৎসল! রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর ভীমসেন কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই নৃপশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—মহারাজ! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, ব্যাসকথিত সেই ধন আনিবার বিষয়ে যে ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন, তাহাই আমার অভিপ্রেত ॥ ১০-১১½

প্রভো! মহারাজ! যদি আমরা যজ্ঞেশ্বর ধন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কার্য্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই আমার অভিমত ॥ ১২½

আপনার কল্যাণ হউক। আমরা মহাত্মা শিবের চরণে প্রণিপাত করিয়া সেই ভগবান্ ভবানীপতি মহেশ্বরের সর্বতোভাবে আরাধনা করত সেই ধন আনয়ন করিব ॥ ১৩॥

আমরা বুদ্ধি, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা আরাধনা পূর্বক দেবাদিদেব মহাদেব ও তাঁহার অনুচরগণকে প্রসন্ন করত নিশ্চয়ই সেই ধন লাভ করিতে পারিব ॥ ১৪॥

যে রৌদ্রকর্মকারী কিঙ্করগণ সেই ধন রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইলে পর আমাদের বশীভূত হইয়া যাইবেন ॥ ১৫½

সদা প্রসন্নচিত্ত সর্বজগৎ সেই পরমেশ্বর মহাদেব নিজের ভক্তগণকে অবশ্যই দিয়া থাকেন, সুতরাং সেখানে দুষ্কর্মের কথা আর কি বলিবার আছে?

সদাত্মপ্রসন্নাৎ চাপি কিং পুনঃ ভক্তবৎসলাৎ প্রভোঃ ॥
ধনস্যাস্য পুরা ভিক্ষোরস্ত্রং পাশুপতং মহৎ
সৌত্রং ব্রহ্মশিরস্তাদ্যং প্রসন্নঃ কিং পুনর্দদৌ ॥
বয়ং সর্বে চ ভক্তাস্তং স চাস্মাকং প্রসীদতি।
তৎপ্রসাদাদ্ বয়ং রাজ্যং প্রাপ্তাঃ কৌরবনন্দন ॥
অভিমন্যোর্বধে বৃত্তে প্রবিজ্ঞাতে ধনঞ্জয়ে
জয়দ্রথবধার্থায় যদা লোকগুরুঃ গিরিং ॥
প্রসাদ্য শঙ্করং যাতস্তমর্জুনঃ সহকেশবঃ
ততঃ প্রভাতায়াং রজন্যাং কাল্গুনস্তাগ্রতঃ প্রভুঃ ॥
জঘান সৈন্ধবং মূঢ়ং প্রভাকরে নবাসাদিনঃ।
তস্মাৎ সেনায়াং মহারাজ ধনমাপি প্রবর্ষতেব ॥
দ্রোণ-কর্ণমুখৈর্যুক্তাং মহেষ্বাসৈঃ বহুরূপাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥
তৈরেব চ প্রদানেন নিহতাঃ শত্রবস্তব।
অবশেষা সংসিদ্ধিঃ স তু সম্পাদয়িষ্যতি ॥)
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য রাজ্ঞঃ ভীমস্য তারত ॥ ১৬

পূর্বে বনে বাস করিবার সময় অর্জুনের উপর প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে মহান্ পাশুপত অস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র ও ব্রহ্মশির প্রদান করিয়াছিলেন। সেখানে ধনদান বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? কৌরবনন্দন! আমরা সকলেই তাঁহার ভক্ত এবং তিনিও আমাদের উপর প্রসন্ন আছেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা রাজ্য লাভ করিয়াছি। অভিমন্যু নিহত হইলে পর যখন অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই সময় বৎস অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান করত সেই জগদ্গুরু মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তদনন্তর যখন রাত্রি অতিক্রান্ত হইল ও প্রাতঃকাল আসিল, তখন ভগবান্ শঙ্কর অর্জুনের অগ্রে থাকিয়া নিজের ত্রিশূলের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। ইহা অর্জুন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের ন্যায় প্রহারনিপুণ মহাধনুর্ধরগণের দ্বারা যুদ্ধে সেই রৌদ্রসৈন্যগণকে ভগবান্ পাশুপতাস্ত্রধারী মহাদেব মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ বধের দ্বারাও পরাজিত করিতে পারে? ঐ ভগবানই কৃপাপ্রকাশে আপনার শত্রুগণ নিহত হইয়াছে। তিনিই এই অবশেষ যজ্ঞকে সফলতাপূর্বক সম্পাদন করিবেন।)

প্রীতো ধর্মাত্মজো রাজা বভূবাতীব ভারত
অর্জুনপ্রমুখাস্তাপি শ্রুত্বেতোঽব্রুবন্ বচঃ ॥ ১৭
কৃত্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে তস্যাধ্বরণনিশ্চয়ম্ ।
সেনাজ্ঞাপয়ামাসুর্নক্ষত্রেঽহনি চ প্রবে ॥ ১৮
ততো যযুঃ পাণ্ডুসুতা ব্রাহ্মণান্ ঋদ্ধি বাচ্য চ
অর্চয়িত্বা সুরশ্রেষ্ঠ পূর্বমেব মহেশ্বরম্ ॥ ১৯
মোদকৈঃ পায়সেনাথ মাংসাপূপৈস্তথৈব চ ।
আশাস্য চ মহাত্মানঃ প্রবর্তুর্মুদিতা স্তদা ॥ ২০
তেষাং প্রযাস্যতাং তত্র মঙ্গলানি শুভান্যথ ।
প্রাহুঃ প্রহৃষ্টমনসো দ্বিজাগ্র্যা নাগরাশ্চ তে ॥ ২১

ভারত ! ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হইলেন। অর্জুন প্রভৃতিও 'যথার্থ বলিয়াছেন' এই কথা বলিয়া তাঁহার বাক্য সমর্থন করিলেন ॥ ১৬-১৭

এইরূপে সমস্ত পাণ্ডবগণ যজ্ঞ আরম্ভের নিশ্চয় করত শ্রবণসংজ্ঞক নক্ষত্র ও দিনে সৈন্যগণকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন ॥ ১৮

তদনন্তর ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের প্রথমেই পূজা করত ঋদ্ধির, পায়স, মাংস ও পিষ্টকাদির দ্বারা মহেশ্বরকে তৃপ্ত করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক সমস্ত পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯-২০

যখন তাঁহারা যাত্রার জন্য উদ্যত হইলেন, সেই সময় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিকেরা প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের জন্য শুভ মঙ্গলাচরণ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তাহার পর পাণ্ডবগণ ঋত্বিগ্ সহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করত

ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দ্বিজৈরুক্তাঃ প্রদিশ্য চ
ব্রাহ্মণানগ্রিসহিতান্ প্রযযুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥ ২২
সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং পুত্রশোকসমাহতম্
ধৃতরাষ্ট্রং সভার্যং চ তথা পৃথাঞ্চ পৃথুলোচনাম্ ॥ ২৩
মূলে নিক্ষিপ্য কৌরব্যং যুযুৎসুং ধৃতরাষ্ট্রজম্ ।
সম্পূজ্যমানাঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মনীষিভিঃ ॥ ২৪
(প্রযযুঃ পাণ্ডবা ধীরা নিয়মস্থাঃ শুচিব্রতাঃ)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ে

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

তাঁহাদের চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্বক সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২

প্রস্থানের পূর্বে তাঁহারা পুরশ্চরণে ব্যাকুল রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সাধ্বী গান্ধারী ও বিশালনেত্রা কুন্তীদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩

বীর যুদ্ধের যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র, সাধ্বী গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর নিকটে তাঁহাদের রক্ষার ভার কুরুবংশী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসুকে নিযুক্ত করিয়া মনীষী ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসীদিগের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে বীর পাণ্ডবেরা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারা সকলেই তখন উত্তম ব্রত পালনকারী ও দৃঢ়তা সহকারে শৌচ সন্তোষাদি নিয়মপালনকারী ছিলেন ॥ ২৪

---

* জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে তিন উত্তরা ও রোহিণী—ইহারা ধ্রুবসংজ্ঞক নক্ষত্র। সপ্তবিংশের মধ্যে ধনিষ্ঠাকে ধ্রুব বলা হয়। উত্তরা ও ধনিষ্ঠার সংযোগ হইলে পর অমৃত সিদ্ধিনামক যোগ হয়। অতএব এই যোগেই পাণ্ডবগণ যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের উপক্রম-বিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[হিমালয়মুপগম্য পাণ্ডবানাং নিবাসস্থাপনম্, রাত্রৌ উপবাসং কৃত্বাবস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততস্তে প্রযযুর্হৃষ্টাঃ প্রহৃষ্টনরবাহনাঃ।
রথঘোষেণ মহতা পূরয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১
সংবৃতাস্তাঃ স্তুতিভিঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ
যেন সৈনোন সংবীতা যথাদিত্যাঃ স্বরশ্মিভিঃ ॥ ২
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ত্রিরত্নেন মূর্ধনি।
বভৌ যুধিষ্ঠিরস্তত্র পৌর্ণমাস্যামিবোডুরাট্ ॥ ৩
জয়াশিষঃ প্রযুঞ্জানা নরাণাং পথি পাণ্ডবঃ
প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথান্যায়ং যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৪
তথৈব সৈনিকা রাজন্ রাজানমনুযান্তি যে।
তেষাং হলহলাশব্দো দিবং স্তব্ধ্বা ব্যতিষ্ঠত ॥ ৫
সম্রাংসি স্ফীতস্তৈব বনান্যুপবনানি চ।
অত্যক্রামন্মহারাজো গিরিং চাপ্যবপদ্যত ॥ ৬

তস্মিন্ দেশে চ রাজেন্দ্র যত্র তদ্ দ্রব্যমুত্তমম্
চক্রে নিবেশনং রাজা পাণ্ডবঃ সহ সৈনিকৈঃ
শিবে দেশে সমে চৈব তদা তরুলতাবৃতে ॥ ৭
অগ্রতো ব্রাহ্মণান্ কৃত্বা তপোবিদ্যাজনাধিকান্।
পুরোহিতঞ্চ কৌরব্য বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ৮
আবিবেশাথ রাজানো ব্রাহ্মণাঃ সপুরোধসঃ।
কৃত্বা শান্তিং যথান্যায়ং সর্বশঃ পর্যবারয়ন্।
কৃত্বা তু মধ্যে রাজানমমাত্যাংশ্চ যথাবিধি ॥ ৯
ষট্পদং নবসংখ্যানং নিবেশং চক্রিরে দ্বিজাঃ।
যন্তানাং দ্বারদেশাংশ্চ নিবেশঞ্চ যথাবিধি ॥ ১০
কারয়িত্বা স রাজেন্দ্রো ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ
অস্মিন্ কার্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নক্ষত্রে দিবসে শুভে ॥ ১১

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিবাস স্থাপন এবং রাত্রিতে উপবাস করিয়া অবস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পাণ্ডবগণের সহিত যে সব মানুষ ও বাহন ছিল, তাহারা সকলেই অত্যন্ত হৃষ্ট ছিল। তাঁহারা অনেক নিজ রাজ্যের প্রচণ্ড শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূরিত করিতে করিতে হৃষ্টমনে প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥১॥

সূত, মাগধ ও বন্দী জনগণের দ্বারা অনেক প্রকারের প্রশংসাসূচক বাক্যসমূহে তাঁহাদের স্তব গীত হইতেছিল। শ্বেত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত পাণ্ডবেরা তখন নিজ কিরণমালা পরিবেষ্টিত সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥২॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধৃত ছিল, ইহার দ্বারা তিনি সে স্থানে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইতে ছিলেন ॥৩॥

পথিমধ্যে বহু মানুষ প্রণত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিজয়সূচক আশীর্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতি যুধিষ্ঠিরও যথাযথভাবে মস্তক নত করিয়া সেই সব যথার্থ আশীর্বাদ বাক্য গ্রহণ করিলেন ॥৪॥

রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে পশ্চাতে যে বহু সংখ্যক সৈন্য গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মহৎ কোলাহল শব্দ আকাশকে স্তব্ধ করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল ॥৫॥

রাজন্! বহু সরোবর, বনী, বন, উপবন এবং পর্বত লঙ্ঘন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে উক্ত (রাজ পরিজন কর্তৃক স্থাপিত) উত্তম দ্রব্য সঞ্চিত ছিল ॥৬॥

কুরুবংশী শ্রেষ্ঠ! সেখানে এক সমতল ও সুন্দর স্থানে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তপস্যা, বিদ্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযমশালী ব্রাহ্মণগণ এবং বেদ-বেদাঙ্গপারগামী বিদ্বান্ রাজপুরোহিত ধৌম্যমুনিকে অগ্রে রাখিয়া সৈন্যদিগের সহিত নিবাস স্থাপন করিলেন। মহা রাজা, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত যথোচিত রীতিতে শান্তি কর্ম করিয়া যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিধি অনুসারে মধ্যভাগে রাখিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবেন ॥৭-৯॥

ব্রাহ্মণগণ যে নিবাস যেখানে নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহাতে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিক্ এবং উত্তর হইতে দক্ষিণদিক্ অভিমুখগামী তিন তিনটি করে সাতটো ছয়টি পথ ছিল এবং সেই নিবাসের নয়টি দ্বার ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সমস্ত সজ্জাবলম্বনের থাকিবার জন্য বিধি অনুসারে স্থান নির্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিলেন ॥১০-১১॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কোনও শুভ নক্ষত্র ও দিবসে এই কার্যের নিমিত্ত আপনারা যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সেরূপ উপায় নির্ধারণ করুন। এরূপ যেন না হয় যে, এ স্থান অবলম্বন করিয়া

যথা ভবন্তো মন্যন্তে কর্তুমর্হন্তি তৎ তথা
ন নঃ স্থানান্তরো বৈ স্যাদিষ্টৈব পরিলম্বতাম্ ॥ ১১

ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রেন্দ্রাঃ ক্রিয়তাং বচনস্তবম্।
শ্রুত্বৈতদ্ বচনং রাজ্ঞো ব্রাহ্মণাঃ সপুরোধসঃ।
ইদমূচুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধর্মরাজমরিন্দমম্ ॥ ১৩

অদ্যৈব নক্ষত্রমহঞ্চ পুণ্যং
যতামহে শ্রেষ্ঠতমক্রিয়াসু
অস্মোত্তিষ্ঠস্বেহ বসাম রাজ-
ন্নুপোষিতাস্তাবদি তদ্ধিতায় ॥ ১৪

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং দ্বিজশ্রেষ্ঠমহাত্মনাং
কৃতোপবাসা রজনীং নয়েন্দ্রাঃ
ঊষুঃ প্রতীতাঃ কৃষ্ণসমেতেষু
যথান্যায়ে প্রজ্বলিতা হুতাশাঃ ॥ ১৫

ততো নিশা সা যাগমন্ত্রমহাত্মনাং
সংশ্রুত্যাং বিপ্রসমীরিতা গিরঃ
ততঃ প্রভাতে বিমলে বিবর্ত্তিতা
সংচোদয়ন্ ধর্মসুতং নরাধিপম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণেয়িকে পর্ব্বণি অপূর্ণিতা পর্ব্বণি ক্রমাগমনোপক্রমে
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

যাবিয়া আমাদের অতিশয় অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। বিপ্রেন্দ্রগণ! এ বিষয়ে কিছু বিলম্ব করিয়া বর্ত্তমানে যাহা করা উচিত, তাহাই আপনারা অবিলম্বে সম্পন্ন করুন। ১১-১২॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রিয় করিতে অভিলাষী পুরোহিত সহ ব্রাহ্মণগণ হৃষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন। ১৩

রাজন্! আজই পরম পবিত্র নক্ষত্রযুক্ত হইতেছে; অতএব আজই আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য করিবার প্রযত্ন করিব। আমরা আজ কেবল জল পান করিয়াই থাকিব এবং আপনারাও আজ উপবাস করিতে হইবে। ১৪

সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত পাণ্ডবেরা রাত্রিতে উপবাস করত কৃষ্ণের সহিত নির্জ্জনে শয়ন করিলেন। তখন তাঁহারা যজ্ঞভূমিতে পক্ষ বেদিতে স্থাপিত হইয়া প্রজ্বলিত পক্ষ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন। ১৫

অনন্তর ব্রাহ্মণগণকথিত বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে মহাত্মা পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর নির্ম্মল প্রভাত হইলে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আরণেয়িক পর্ব্বাধ্যায় অন্তর্গতপর্ব্বে ক্রমাগমনোপক্রম-বিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণানামাজ্ঞয়া ভগবতঃ শঙ্করস্য তদীয়-পার্ষদানাঞ্চ পূজাং সম্পাদ্য যুধিষ্ঠিরেণ বনরাজিশিখরতঃ পুনর্ব্বনং গমনঞ্চ।]

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

ক্রিয়তামুপহারোঽয়ং ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
যজ্ঞোপহারং নৃপতে ততঃ স্বার্থং বতামহে ॥ ১

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠিরঃ
গিরীশস্য যথান্যায়মুপহারমুপাহরৎ ॥ ২
আজ্যেন তর্পয়িত্বাগ্নিং বিধিবৎসংস্কৃতেন চ।
মন্ত্রসিদ্ধং চরুং কৃত্বা পুরোধাঃ স যযৌ তদা ॥ ৩

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞায় ভগবান্ শঙ্কর ও তাঁহার পার্ষদ্‌গণের পূজা করত যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক সেই বনরাজি বনন করাইয়া পুনর্ব্বার পূজক গমন।]

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—নরপতে! এখন আপনি পরমাত্মা ভগবান্ শঙ্করের পূজা-উপহার প্রদান করুন। পূজা করিবার পর আমরা নিজেদের অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিব। ১

সেই ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শঙ্করকে বিধি অনুসারে নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেন। ২

তাহার পর তাঁহার পুরোহিত সৌম্যমূর্ত্তি বিধিপূর্ব্বক সংস্কৃত ঘৃতের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ চরু প্রস্তুত করিলেন এবং উপহার সমর্পণ করিবার জন্য তিনি দেবতার সম্মুখে গমন করিলেন। ৩

স গৃহীত্বা সুমনসো মন্ত্রপূতা জনাধিপ।
মোদকৈঃ পায়সেনাথ মাংসৈশ্চোপায়নম্ বলিম্ ॥ ৪
সুমনোভিশ্চ চিত্রাভির্নানাগন্ধৈরনুত্তমৈঃ
সর্বং বিষ্টভ্য কৃত্বা বিধিবদ্ বেদপারগঃ। ৫
কিঙ্করাণাং ততঃ পশ্চাচ্চকার বলিমুত্তমম্
যজ্ঞেশ্বরায় রুদ্রায় মণিভদ্রায় চৈব হ ॥ ৬
তথানোষাঞ্চ যক্ষাণাং কুবেরানুচরৈঃ সহ
কৃসরেণ চ মাংসেন নিবাপৈশ্চোপলক্ষয়ন্ ॥ ৭
ওদনং কৃসরং কৃত্বা পুরোধাঃ সমুপাহরৎ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রাণি সর্বাং কৃত্বা তু ভূমিপঃ ॥ ৮
মন্ত্রপূতানাং কৃতানাং ব্যাদদেশ বলিং তদা।
ধূপগন্ধনিরুদ্ধা তৎ সুমনোভিশ্চ সংবৃতম্। ৯
শুশুভে স্থানমত্যর্থং দেবদেবস্য পার্থিব।
কৃত্বা পূজাং তু রুদ্রস্য গণানাং চৈব সর্বশঃ ॥ ১০
ঘণ্টৌ ন্যাসং পুরস্কৃত্য নৃপো রত্নবিধিং প্রতি

জনাধিপ! তিনি মন্ত্রপূত পুষ্প লইয়া মোদক, পায়স, মাংস, বিচিত্র পুষ্প, নানা (ঘই) এবং অন্যান্য নানাপ্রকারের বস্তুর দ্বারা উপহার সমর্পণ করিলেন। ৪½

বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ পুরোহিত ঘৌতা বিধিপূর্বক দেবতার অন্যান্য স্থির সমস্ত কর্ম করিয়া পুনরায় ভগবান্ শঙ্করের পার্ষদগণকে উত্তম বলি (পুরোডাশ) সমর্পণ করিলেন। ৫½

ইহার পর যক্ষরাজ কুবের, মণিভদ্র, অন্যান্য যক্ষগণ এবং কুবেরভৃত্যদিগকে কৃসরান্ন (খিচুড়ী), মাংস ও বিবিধবিধান ওদনাদি নিবেদন করত তাঁহাদের পূজা সম্পন্ন করিলেন। ৬-৭

অনন্তর পুরোহিত ওদনসহ অন্ন পূর্ণ করিয়া বলি সমর্পণ করিলেন। ইহার পর ভূপতি যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গো দান করিয়া নিম্নাচর কুবেরগণকেও বলি (উপহার) প্রদান করিলেন। ৮½

কৃষ্ণা! দেবাধিদেব মহাদেবের সেই স্থান ধূপগন্ধে পরিব্যাপ্ত ও পুষ্পসমূহে অলঙ্কৃত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৯½

ভগবান্ শিব ও তাঁহার পার্ষদগণের সর্বপ্রকারে পূজা করিয়া মহর্ষি ব্যাসদেবকে অগ্রে করত রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে সেই গো ও সুবর্ণের রাশি সঞ্চিত ছিল। ১০½

সে স্থানে তিনি নানাপ্রকার বিচিত্র পুষ্প, সিন্ধুর ও খিচুড়ী

পূজয়িত্বা ধনাধ্যক্ষং প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১১
সুমনোভির্বিচিত্রাভিরপূপৈঃ কৃসরেণ চ
শঙ্খাদীংশ্চ নিধীন্ সর্বান্ নিধিপালাংশ্চ সর্বশঃ ॥ ১২
অর্চয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যান্ স যাজ্ঞিকাংশ্চ বীর্যবান্।
তেষাং পুণ্যাহঘোষেণ তেজসা সমবস্থিতঃ ॥ ১৩
প্রীতিমান্ স কুরুশ্রেষ্ঠঃ ধনরাশিং তদা ধনম্
ততঃ পাত্রীঃ সকরকা বহুরূপা মনোরমাঃ ॥ ১৪
কৃত্বারাশি কটাহানি কলসান্ বর্ধমানকান্।
যন্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি ভাজনানি সহস্রশঃ ॥ ১৫
ঊহাঞ্চক্রাম তদা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ
তেষাং রত্নপরার্ধ্যানি করপুটৈস্তথা ॥ ১৬
নদ্ধক ভাজনং রাজংস্তদার্ধমভবন্নৃপ।
বাহনং পাণ্ডুপুত্রস্য তত্রাসীৎ তু বিশাম্পতে ॥ ১৭
ষষ্টিরুষ্ট্রসহস্রাণি শতানি বিংশতা হয়াঃ।
বারণাশ্চ মহারাজ সহস্রশতসম্মিতাঃ ॥ ১৮

প্রভৃতির দ্বারা ধনপতি কুবেরের পূজা করত তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদন করিলেন। তাহার পর সেই সব সামগ্রীর দ্বারা শঙ্খাদি নিধিসমূহ এবং সমস্ত নিধিপালগণের পূজা করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন। তদনন্তর স্বস্তিবাচন করাইয়া সেই ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহঘোষে তেজস্বী হইয়া শক্তিশালী কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রসন্নচিত্তে সেই ধন ধনন করাইলেন। ১১-১৩½

কিছুকাল পরে অনেক প্রকারের বিচিত্র, মনোরম ও বহু সংখ্যক ঘটসহ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পাত্র নির্গত হইল। কড়াই, কলস ও গামলা—এই সব নানাবিধ বর্তন পাওয়া যাইল। ১৪-১৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সময় এই সব বর্তন ভূমি খনন করাইয়া বাহির করাইলেন। সেই সব রাখিবার জন্য বড় বড় বহু করপুট (নৌকাকৃতি বৃহৎ পাত্র)-আনয়ন করিলেন। ১৬

রাজন্! এক এক করপুটে যত বর্তনসকলের ভার অর্ধ পুরুষপ্রমাণ ছিল। প্রজানাথ! সেই সব ভার বহন করিবার জন্য পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাহনও সেখানে উপস্থিত ছিল। ১৭

মহারাজ! ষাট হাজার উট, এক কোটি বিশ লক্ষ অশ্ব, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট (গাড়ী) ও তত সংখ্যক যুবতিনী ছিল। গাধা এবং মানুষের ত কোনও সংখ্যাই ছিল না। ১৮-১৯

শকটানি রথাশ্চৈব তাবদেব করেণবঃ।
খরাণাং পুরুষাণাঞ্চ পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ১৯

এতদ্ বিত্তং তদন্তঞ্চ যদুদ্দিশ্য যুধিষ্ঠিরঃ
ষোড়শাব্দৌ চতুর্বিংশৎসহস্রে তাবলক্ষণম্ ॥ ২০

এতেষামাদায় তদ্ দ্রব্যং পুনরভ্যর্চ্য পাণ্ডবঃ
মহাদেবং প্রতি যযৌ পুনঃ নাগাহ্বয়ং প্রতি ॥ ২১

বৈশম্পায়নাভ্যনুজ্ঞাতঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্।
গোযুক্তে গোযুক্তে চৈব তদনৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২২

সা পুরাভিমুখা রাজন্ বাহে মহতী চমূঃ।
যুক্তাদ্ ভ্রবিণভারার্ত্তা বর্ষবন্তী কুরূদ্বহান্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি দ্রব্যানয়নে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

যুধিষ্ঠির সেখানে যত ধন ধনদ করাইয়াছিলেন, উহাতে ষোল কোটি আট শত চল্লিশ হাজার ভার সুবর্ণ ছিল। এই সব ধন পূর্বোক্ত বাহনসকলে স্থাপিত করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাদেবের পূজা করিলেন এবং মাতুলদেবের আজ্ঞা গ্রহণ করত পুরোহিত ধৌম্যমুনিকে অগ্রে করিয়া হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮-২১½

রাজন্! সেই সব বাহনের উপর ভার অধিক থাকায় পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুই দুই ক্রোশ পর পর বিশ্রামের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রব্যের ভারে পীড়িত সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সেই কুরুশ্রেষ্ঠ বীরগণের বর্ষ-ধ্বনি করিতে করিতে অতি কষ্টের সহিত হস্তিনাপুরের দিকে সেই ধন বহন করত লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২২-২৩

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আরণ্যকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে দ্রব্যানয়ন-বিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে আগমনম্, উত্তরায়া মৃত-বালকায় জীবনং দাতুং তৎসমীপে সুভদ্রাদেব্যাঃ প্রার্থনা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নেব কালে তু বাসুদেবোঽপি বীর্যবান্।
উপায়াদ্ যুধিষ্ঠিরং সার্ধং পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥ ১

সমন্বয়ং বান্ধবেষ্বেষা বিদিত্বা পুরুষর্ষভঃ
যথোক্তো ধর্মপুত্রেণ প্রযযৌ স্বপুরীং প্রতি ॥ ২

যৌযুধিনেয়েন সহিতো যুযুধানেন চৈব হ।
চারুদেষ্ণেন সাম্বেন গদেন কৃতবর্মণা ॥৩

সারণেন চ বীরেণ নিশঠেনোল্মুকেন চ
বলদেবং পুরস্কৃত্য সুভদ্রাসহিতস্তদা ॥৪

দ্রৌপদীমুত্তরাং চৈব পৃথাং চাপ্যবলোক্য চ।
সমাশ্বাসয়িতুং চাপি ক্ষত্রিয়া নিহতেশ্বরাঃ ॥ ৫

তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব যুযুধানো মহীপতিঃ
প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথান্যায়ং বিদুরশ্চ মহামনাঃ ॥ ৬

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উত্তরার মৃত বালককে জীবনদান করিতে তাঁহার নিকট সুভদ্রাদেবীর প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়ের মধ্যে পরম পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যুযুধি-বীরগণের সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

তাঁহার আগমনের সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময় নিকট আসিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই হস্তিনাপুরে আসিলেন ॥ ২

তাঁহার সহিত কপিধ্বজরথ প্রদ্যুম্ন সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, গদ, কৃতবর্মা, সারণ, বীর নিশঠ ও উল্মুক ছিলেন ॥ ৩½

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে অগ্রে করিয়া সুভদ্রার সহিত উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভাগমনের উদ্দেশ্য ছিল, দ্রৌপদী, উত্তরা ও কুন্তীদেবীর সহিত মিলিত হওয়া এবং যাঁহাদের পতি নিহত হইয়াছেন, সেই সব ক্ষত্রিয়রমণীদিগকে আশ্বাসদান করা ॥ ৪-৫

তাঁহার আগমনের সংবাদ শুনিয়াই রাজা যুযুধানু ও মহামনা বিদুর অগ্রসর হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সকলের যথোচিত সৎকার করিলেন ॥ ৬

তত্রৈব ন্যবসৎ কৃষ্ণঃ স্বর্চিতঃ পুরুষোত্তমঃ
বিদুরেণ মহাবাহুস্তত্রৈব চ যুযুৎসুনা ॥ ৭
বসৎসু বৃষ্ণিবীরেষু তত্রাথ জনমেজয়
জজ্ঞে তব পিতা রাজন্ পরিক্ষিৎ পরবীরহা ॥ ৮
স তু রাজা মহারাজ ব্রহ্মাস্ত্রেণাবপীড়িতঃ।
মৃতো বভূব নিশ্চেষ্টো হর্ষশোকবিবর্ধনঃ ॥ ৯
স্ত্রীণামার্ং সিংহনাদেন জনানাং তত্র নিঃস্বনঃ
প্রবিশ্য প্রদিশঃ সর্বাঃ পুনরেব ব্যপাশ্যত ॥ ১০
ততঃ সোঽভিত্বরঃ কৃষ্ণো বিবেশাশ্বতরীপুরং তদা
যুযুধানপুরোগৈ বৈ বার্ষ্ণেয়ৈরভিরক্ষিতঃ ॥ ১১
ততস্তস্মিন্নরাষ্ট্রীয়ে ধর্মং আং পিতৃষসাম্।
ক্রোশন্তীমভিধাবেতি বাসুদেবঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২
পৃষ্ঠতো দ্রৌপদীং চৈব সুভদ্রাং চ যশস্বিনীম্
সর্বিক্রোধং সকরুণং বাষ্ণবানাং স্ত্রিয়ো নৃপ ॥ ১৩

বিদুর ও যুযুৎসু যাহা সজ্ঞোভাবে পূজিত হইয়া মহাতেজস্বী পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৭

জনমেজয়! এই বৃষ্ণিবীরগণ সেখানে বাস করিবার সময়েই তোমার মহাবীরহন্তা পিতা পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল ॥ ৮

মহারাজ! সেই রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মাস্ত্রে পীড়িত হওয়ায় চেষ্টাহীন মৃতের ন্যায় উৎপন্ন হইলেন, অতএব উহা স্বজনগণের হর্ষ ও শোক বর্ধন করিয়াছিল ॥ ৯

প্রথমে পুত্র-জন্মের সংবাদ শ্রবণ করত হর্ষে উৎফুল্ল বন্ধুজনগণের সিংহনাদে এবং মহাকোলাহল প্রতিধ্বনিত হইল, যাহা সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় শান্ত হইয়া যাইল ॥ ১০

ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন ও ইন্দ্রিয়সকল ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি সাত্যকিকে সঙ্গে লইয়া অতি সত্বর অন্তঃপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

সেখানে তিনি নিজের শিষ্যিষাতা কৃপীদেবীকে ভীতবেগে আসিতে দেখিলেন, তিনি এই সময় বারংবার তাঁহাকেই নাম লইয়া 'বাসুদেব! দৌড়াইয়া যাও' এইভাবে চীৎকার করিতেছিলেন ॥ ১২

রাজন্! তাঁহার পশ্চাতে দ্রৌপদী, যশস্বিনী সুভদ্রা ও অন্যান্য বান্ধবগণের স্ত্রীগণও ছিলেন। ইহারা সকলেই তখন

ততঃ কৃষ্ণঃ সমাসাদ্য কৃপীং তোকপ্লুতাং তদা
প্রোবাচ রাজশার্দূল বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৪
বাসুদেব মহাবাহো সুপ্রজা দেবকী ত্বয়া।
ত্বং নো গতিঃ প্রতিষ্ঠা চ ত্বয়ায়ত্তমিদং কুলম্ ॥ ১৫
যদুপ্রবীর যোদ্ধৃংস্তে ত্বপ্রীতোঽয়ঃ প্রতো।
অশ্বত্থাম্না হতো জাতমুজ্জীবয় কেশব ॥ ১৬
ত্বয়া ক্ষেত্রং প্রবিজ্ঞাতবৈষীকে মধুসূদন
অহং সঞ্জীবয়িষ্যামি মৃতং জাতমিতি প্রভো ॥ ১৭
সোঽয়ং জাতো মৃতস্তাত পঞ্চত্বং পুরুষর্ষভ
উত্তরাক্ষ সুভদ্রাক্ষ দ্রৌপদীং যাক্ষ মাধব ॥ ১৮
ধর্মপুত্রক ভীমক ফাল্গুনং নকুলং তথা
সহদেবক দুর্ধর্ষ সর্বান্ নস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ১৯
অস্মিন্ প্রাণাঃ সমাসক্তাঃ পাণ্ডবানাং মমৈব চ
পাণ্ডোশ্চ পিণ্ডো যাত্যাং তবৈষ ভগবন্ধ যে ॥ ২০

কাতরস্বরে বিলাপ করিয়া রোদন করিতেছিলেন ॥ ১৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃপি-দোকলতা কুরুবংশী মেয়ে হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গদ্গদ বাক্যে বলিলেন ॥ ১৪

মহাবাহো বসুদেবনন্দন! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার মাতা দেবকী উত্তম পুত্রবতী বলিয়া সম্মানিতা হয়। তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়স্থল। এই কুলের রক্ষা আজ তোমারই অধীন ॥ ১৫

যদুবীর! প্রভো! এই যে তোমার ভাগিনের অভিমন্যুর পুত্র, সে অশ্বত্থামার অস্ত্রে নিহত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কেশব! তুমি ইহার জীবন দান কর ॥ ১৬

মধুসূদন প্রভো! অশ্বত্থামা যখন ঐষীক-বাণ প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই সময় তুমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি উত্তরার মৃত বালকের জীবনদান করিব ॥ ১৭

তাত! এই সেই বালক, সে মৃত অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে। পুরুষোত্তম! তুমি ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। মাধব! ইহাকে জীবিত করিয়াই তুমি উত্তরা, সুভদ্রা ও দ্রৌপদী সহ আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৮

দুর্ধর্ষ বীর! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকেও রক্ষা কর। তুমিই এই সব লোককে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার যোগ্য ব্যক্তি ॥ ১৯

আমার এবং পাণ্ডবগণের প্রাণ এই বালকেরই অধীন।

---

* প্রথমে পুত্রজন্মের সংবাদে সকলেরই আশার হর্ষ হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন উহাতে জীবনের চিহ্ন দেখা যাইল না, তখন সকলেই শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

অভিমন্যোশ্চ তত্রং তে প্রিয়স্য সমুপস্থস্য চ।
প্রিয়মুৎপাদয়ন্ত্যা বৈ প্রেতস্যাপি জনার্দন ॥ ১১
উত্তরা হি পুরোক্তং বৈ কথয়ন্ত্যারিসূদন
অভিমন্যোর্বধঃ কৃষ্ণ প্রিয়ত্বাৎ তব সংশয়ঃ ॥ ১২
অব্রবীৎ কিল দাশার্হে বৈরাটীনার্হুষস্তদা
মাতুলস্য কুলং তাতে তব পুত্রো গমিষ্যতি ॥ ১৩
গত্বা দ্বারবতীমূলং ধনুর্বেদং গ্রহীষ্যতি।
অস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি নীতিশাস্ত্রং তথৈবলম্ ॥ ১৪
উত্তোত্তং প্রণয়াৎ তাত সৌভদ্রঃ পরবীরহা
কথয়ামাস দুর্ধর্ষস্তথা চৈতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
তাস্মাৎ বয়ং প্রণয়োহ যাচামো মধুসূদন।
কুলস্যাস্য হিতার্থং তং কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা তু বার্ষ্ণেয়ং পৃথা পৃথুললোচনা
উচ্ছ্রিত্য বাহূ দুঃখার্তা তাস্তাতাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥ ১৭
অক্রূরশ্চ মহাবাহু সর্বাঃ সান্ত্বয়বিলেক্ষণাঃ।
স্বস্রীয়ো বাসুদেবস্য মৃতো জাত ইতি ব্রুবন্ ॥ ১৮
এবমুক্তে ততঃ কৃষ্ণাং পর্যাশ্বস্য জনার্দনঃ।
কুন্তীং নিপতিতাং তৈস্তৈঃ সান্ত্বয়ামাস ভারত ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাসু ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দশার্হকুলনন্দন! আমার পতি পাণ্ডু ও শ্বশুর বিচিত্রবীর্যের নিকটেও এই বালকই আপনি ॥ ১০

জনার্দন! তোমার কল্যাণ হউক। যে তোমার অত্যন্ত প্রিয় ও তোমারই তুল্য পরাক্রমশালী ছিল, সেই পরলোকবাসী অভিমন্যুরও প্রিয় কর—তাহার এই বালককে জীবিত করিয়া দাও ॥ ১১

শত্রুসূদন কৃষ্ণ! আমার শ্বশ্রূ উত্তরা অভিমন্যুর পূর্বকথিত এক বাক্য অত্যন্ত প্রিয় হওয়ায় বার বার বলিয়া থাকে। সেই বাক্যের সত্যতা বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১২

দাশার্হ! অভিমন্যু উত্তরাকে কোনও এক সময়ে স্নেহবশতঃ বলিয়াছিল—কল্যাণী! তোমার পুত্র আমার মাতুলপুরে যাইবে—বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের মূলে যাইয়া ধনুর্বেদ, নানাপ্রকার বিচিত্র অস্ত্রসকল ও বিশুদ্ধ নীতিশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করিবে ॥ ১৩-১৪

তাত! শত্রুবীরগণের সংহারকারী দুর্ধর্ষ বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রণয়বশতঃ যে কথা বলিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য

হওয়া আবশ্যক ॥ ১৫

মধুসূদন! এই কুলের মঙ্গলের জন্য আমরা সকলে তোমার চরণে ধরিয়া এই ভিক্ষা চাহিতেছি যে, তুমি এই বালককে জীবিত করিয়া কুরুকুলের সর্বোত্তম কল্যাণসাধন কর ॥ ১৬

শত্রুকর্ষণ এই কথা বলিয়া বিশালনেত্রা কুন্তীদেবী দুই হাত উপরে উত্তোলিত করিয়া দুঃখে আর্ত হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। অন্যান্য রমণীরাও ভূপতিত হইলেন ॥ ১৭

শত্রুনিবাসী মহারাজ! তাঁহারা সকলে নেত্র হইতে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিলেন এবং সকলেই রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু যখন পুত্র মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ১৮

ভারত! তাঁহারা সকলে এই কথা বলিতে থাকিলে জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে ধরিয়া বসাইলেন এবং ভূতলে পতিতা নিজের পিসিমাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পরীক্ষিতঃ জীবিতং কর্তুং শ্রীকৃষ্ণসমীপে সুভদ্রায়াঃ প্রার্থনা]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ঊষিতায়াং পৃথায়াং তু সুভদ্রা ভ্রাতরং তদা
দৃষ্ট্বা চুক্রোশ দুঃখার্তা বচনং চেদমব্রবীৎ। ১
পুণ্ডরীকাক্ষ পশ্য ত্বং পৌত্রং পার্থস্য ধীমতঃ।
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পরিক্ষীণং গতায়ুষম্। ২
ইষীকা দ্রৌণপুত্রেণ ভীমসেনার্থমুদ্যতা।
সোত্তরায়াঃ নিপতিতা বিজয়ে মহি চৈব হ। ৩
সেয়ং বিদীর্যে হৃদয়ে মহি তিষ্ঠতি কেশব
যদ্ধ পশ্যামি দুর্ধর্ষ সহপুত্রং ত্বু তাং প্রভো। ৪
কিং নু বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ চাপি মাদ্রবত্যাঃ সুতৌ চ তৌ। ৫
দৃষ্ট্বাভিমন্যোস্তনয়ং ভ্রাতরং মৃতমেব চ
মূর্ছিতা ইব বার্ষ্ণেয় দ্রৌণপুত্রেণ পাণ্ডবাঃ। ৬
অভিমন্যুঃ প্রিয়ঃ কৃষ্ণ ভ্রাতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ।
তে শ্রুত্বা কিং নু বক্ষ্যন্তি দ্রৌণপুত্রাস্ত্রনির্জিতাঃ
ভবিষ্যন্তঃ পরং দুঃখং কিং তদস্মজ্জনার্দন
অভিমন্যোঃ সুতাং কৃষ্ণ মৃতাজ্জাতাদরিন্দম। ৮
সাহং প্রসাদয়ে কৃষ্ণ ত্বামদ্য শিরসা নতা
পুত্রেয়ং দ্রৌপদী চৈব তাঃ পশ্য পুরুষোত্তম ॥৯
যদা দ্রৌণসুতো গর্ভান্ পাণ্ডূনাং হন্তি মাধব।
তদা কিল ত্বয়া দ্রৌণিঃ ক্রুদ্ধেনোক্তোঽরিমর্দন। ১০
অকামাং দ্বাং করিষ্যামি ব্রহ্মবন্ধো নরাধম
অহং স্বজীবয়িষ্যামি কিরীটিনরাত্মজম্। ১১
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা জানামাহং যদং তব
প্রসাদয়ে ত্বাং দুর্ধর্ষ জীবত্বামভিমন্যুজঃ। ১২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[পরীক্ষিৎকে জীবিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট সুভদ্রার প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুন্তীদেবী উপবিষ্টা হইলে পর সুভদ্রা নিজের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং দুঃখে আর্তা হইয়া এই কথা বলিলেন। ১

ভ্রাতঃ কমললোচন! তুমি নিজের সখা বুদ্ধিমান্ পার্থের এই পৌত্রের দশা দেখ। কৌরবগণ নষ্ট হইয়া গেলে পর ইহার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু সেও গতায়ু হইয়া নষ্ট হইয়া যাইল। ২

দ্রৌণপুত্র অশ্বত্থামা ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য যে ইষীকা বাণ উদ্যত করিয়াছিলেন, উহা উত্তরা, তোমার সখা বিজয় (অর্জুন) এবং আমার উপর পতিত হইয়াছিল। ৩

দুর্ধর্ষ বীর কেশব! প্রভো! সেই বাণ আমার এই বিদীর্ণ হৃদয়ে আজও রহিয়াছে; কারণ, এই সময় আমি পুত্রসহ অভিমন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না। ৪

অভিমন্যুর পুত্র গর্ভের সহিতই মরিয়া গিয়াছে— এই কথা শুনিয়া ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিবেন? ভীমসেন, অর্জুন ও মাদ্রীদেবীর পুত্র নকুল-সহদেবকেই বা কি বলিবেন? ৫

হে কৃষ্ণ! অভিমন্যু পক্ষ ভ্রাতার (পাণ্ডবগণের) অত্যন্ত প্রিয় ছিল—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তাহার পুত্রের এই দশা শুনিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্রে পরাজিত পাণ্ডবগণ কি বলিবেন? ৬

শত্রুকর্ষন! জনার্দন! শ্রীকৃষ্ণ! অভিমন্যুর ন্যায় বীরের পুত্র মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর দুঃখের কি থাকিতে পারে? ৮

পুরুষোত্তম! শ্রীকৃষ্ণ! আজ আমি তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পুত্রপ্রাণা কুন্তীদেবী ও তপস্বিনী দ্রৌপদীও তোমার চরণতলে পতিতা আছেন। তুমি ইঁহাদের সকলেরই দিকে দৃষ্টিপাত কর। ৯

শত্রুমর্দন! যখন দ্রৌণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করিবার প্রযত্ন করিতেছিলেন, সেই সময় তুমি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলে। ১০

ব্রহ্মবন্ধো! নরাধম! আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিব না। অর্জুনের পৌত্রকে আমি নিজের প্রভাবে জীবিত করিয়া দিব। ১১

ভ্রাতঃ! তুমি দুর্ধর্ষ বীর। আমি তোমার সেই কথা শুনিয়া এবং তোমার বলকে জানিয়া আজ তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তোমার কৃপায় অভিমন্যুর পুত্র জীবিত হউক। ১২

যত্তেতৎ দ্বার প্রতিজ্ঞাতা ন করোষি বচঃ শুভম্
সফলং বৃষ্ণিশার্দূল মৃতায়াং মাময়ায়াম্ ॥ ১৩
অভিমন্যোঃ সুতো বীর ন সঞ্জীবতি যদ্যয়ম্
জীবতি ত্বয়ি দুর্ধর্ষ কিং করিষ্যাম্যহং বৃথা ॥ ১৪
সঞ্জীবনেন দুর্ধর্ষ মৃতং ত্বমভিমন্যুজম্ ।
সদৃশাক্ষসুতং বীর শক্তঃ পর্যবিধাপুনঃ ॥ ১৫
ত্বং হি কেশব ধর্মাত্মা সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ ।
ন তাং যাচমৃতাং কর্তুমর্হসি ত্বমরিন্দম ॥ ১৬
ইমাঞ্জনান্ হি লোকাংস্ত্রীন্ জীবয়েথা মৃতানিমান্ ।
কিং পুনর্দয়িতা জাতা স্নুষায়াস্তাপজং মৃতম্ ॥ ১৭
প্রসাদয়ামি তে কৃষ্ণ তস্মাৎ ত্বাং যাচয়ামাহম্
কুরুষ পাণ্ডুপুত্রাণামিমং পরমনুগ্রহম্ ॥ ১৮
যশোদে বা মহাবাহো হতপুত্রেতি বা পুনঃ ।
প্রলপন্ত্যাস্যকেতি ময়াং কর্তুমিহার্হসি ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

বৃষ্ণিবংশপ্রধান কৃষ্ণ! যদি তুমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের সেই বচনদ্বয় বাক্য পূর্ণরূপে পালন না কর, তবে ইহা জানিও যে, মৃতজা জীবিতা থাকিবে না—আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ১৩

দুর্ধর্ষ বীর! যদি তুমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবনলাভ করিতে না পারে, তবে তোমার দ্বারা আমি কি করিব? ১৪

অক্ষের বীর! যেরূপ সেই জন বর্ষণ করিয়া শুষ্ক ভূমিকে শস্যপূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজেই তুমি নয়নবিশিষ্ট অভিমন্যুর এই মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়া দাও ॥ ১৫

শত্রুসূদন কেশব! তুমি ধর্মাত্মা, সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রমশালী, অতএব তুমি নিজের বাক্যকে সত্য করিয়া দেখাও ॥ ১৬

তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে মৃত্যুমুখে পতিত এই তিন লোককেই জীবিত করিতে পার। সেস্থলে নিজের ভগিনী-পুত্রের এই মৃত অবস্থায় তার প্রিয় পুত্রকে জীবিত করা তোমার পক্ষে আর কি অদ্ভুত কার্য? ১৭

শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার প্রভাব জানি, সেইজন্য এই প্রার্থনা করিতেছি। এই বালকের জীবনদান করিয়া তুমি পাণ্ডবগণের উপর পরম অনুগ্রহ কর ॥ ১৮

মহাবাহো! এই দুঃখী আমার ভগিনী কিংবা ইহার পুত্র নিহত হইয়াছে, সে অন্যায় দুঃখিতা অথবা আমার শরণাগতা হইয়াছে, তুমি ইহা মনে করিয়া আমার উপর অবশ্যই দয়া কর ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে তৃতীয়াংশ বাক্যবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসূতিগৃহে প্রবেশঃ, উত্তরায়া বিলাপঃ, স্বপুত্রং জীবিতং কর্তুং প্রার্থনা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু রাজেন্দ্র কেশিহা দুঃখমূর্ছিতঃ ।
তথেতি ব্যাজহারোচ্চৈর্ল্লাঘয়ন্নিব তাং জনম্ ॥ ১

বাক্যেনৈতেন হি তদা তাং জনং পুরুষর্ষভঃ
হ্লাদয়ামাস স বিভুর্ঘর্মার্তং সলিলৈরিব ॥ ২
ততঃ স প্রাবিশৎ তূর্ণং তস্যেবেশ্ম পিতুস্তব ।
অর্চিতং পুরুষব্যাঘ্র সিতৈর্মাল্যৈর্বাসোভিরিতি ॥ ৩

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের প্রসূতিগৃহে প্রবেশ, উত্তরার বিলাপ এবং নিজের পুত্রকে জীবিত করিবার জন্য প্রার্থনা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! সুভদ্রা এই কথা বলিলে পর কেশিহন্তা কেশব দুঃখে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে যেন আনন্দিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—তাহাই হইবে ॥ ১

যেরূপ শৌত্রতাপিত ব্যক্তির জলের দ্বারা (স্নান বা পান করিলে পর) অত্যন্ত শান্তি লাভ হয়ে, সেইরূপ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অমৃতময় বাক্যের দ্বারা সুভদ্রা ও অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীগণকে আনন্দিত করিলেন ॥ ২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর তোমার পিতা পরীক্ষিতের অবস্থান—সূতিকাগৃহে গমন করিলেন।

অপাং পূর্ণৈঃ সুপূর্ণৈশ্চ বিভক্তৈঃ সর্বতো দিশম্
ঘৃতেন তিন্দুকাদাক্তৈঃ সর্বপৈশ্চ মহাভুজ ॥ ৪
অস্ত্রৈশ্চ বিমলৈর্দীপ্তৈঃ পাবকৈশ্চ সমন্বিতঃ।
বৃদ্ধাভিশ্চাপি রামাভিঃ পরিচার্যার্থমাবৃতম্ ॥ ৫
দক্ষৈশ্চ পরিতো বীর ভিষগ্ভিঃ কুশলৈস্তথা।
সর্বদা চ স তেজস্বী রক্ষোঘ্নাস্তপি সর্বশঃ ॥ ৬
ভক্ষ্যাণি স্থাপিতানি স্ম বিবিধং কুশলৈর্নরৈঃ।
তথাবৃতঞ্চ তদ্ বৃদ্ধৈঃ ক্রতুবেশ্ম পিতুস্তব ॥ ৭
হৃষ্টৌদ্ধতধনুর্বীকেশঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ
তথা ব্রুবতি বার্ষ্ণেয়ে প্রহৃষ্টবদনে তদা ॥ ৮
দ্রৌপদী ত্বরিতা গত্বা বৈরাটীং বাক্যমব্রবীৎ।
অয়মায়াতি তে ভদ্রে ধনুরো মধুসূদনঃ ॥ ৯
পুরাণর্ষিরচিন্ত্যাত্মা সমীপমপরাজিতঃ

সাপি বাষ্পকলাং বাচং নিগৃহ্যাশ্রূণি চৈব হ ॥ ১০
সুসংবীতাভবৎ দেবী দেববৎ কৃষ্ণসৌভগী।
সা তথা দূরমায়ান্তং দদর্শেন তপস্বিনী ॥ ১১
দৃষ্ট্বা গোবিন্দমায়ান্তং কৃপণং পর্যাদেবয়ৎ।
পুণ্ডরীকাক্ষ পশ্যাবাং বালেব হি বিনাকৃতৌ ॥
অভিমন্যুঞ্চ মাং চৈব হতৌ দৃষ্ট্যা জনার্দন ॥ ১২
বার্ষ্ণেয় মধুসূদন্ বীর শিরসা বাং প্রসাদয়ে।
দ্রৌণপুত্রাস্ত্রনির্দগ্ধং জীবয়ৈনং মহাদ্যুতিম্ ॥ ১৩
যদি স্ম ধর্মরাজা বা ভীমসেনেন বা পুনঃ।
ব্রূয়া বা পুণ্ডরীকাক্ষ বাক্যমেতদিদং ভবেৎ ॥ ১৪
অজ্ঞানতোঽবিবীকেয়ং জনিত্রীং হন্তুমিচ্ছতি প্রভো।
অহমেব বিনষ্টা স্যাং নৈতদেবং ভবেদিতি ॥ ১৫

সেই গৃহে তখন শ্বেত পুষ্পমাল্যসমূহের দ্বারা বিধি অনুসারে সজ্জিত ছিল। ৩

মহারাজ! তাহার চারিদিকে জলপূর্ণ কলস রাখা হইয়াছিল। ঘৃতের দ্বারা স্নিগ্ধিত তিন্দুক (শাক) খণ্ডের কয়েকটি থও তথায় রক্ষিত ছিল এবং চারিদিকে সরিষা বিক্ষিপ্ত ছিল। ৪

ধৈর্যশালী রাজন্! সেই গৃহের চারিদিকে নির্মল বস্ত্র আচ্ছাদিত ছিল এবং অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। সেখানে কতক উপস্থিত বহু বৃদ্ধা রমণী সেই স্থানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল এবং নিজ নিজ কার্যে নিপুণ বহু চিকিৎসকও সে স্থানে উপস্থিত ছিল। ৫-৬

তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, ব্যবস্থাকুশল মনুষ্যগণের দ্বারা সেখানে চারিদিকে রাক্ষসদের নিবারণকারী নানাপ্রকার বস্তু বিধি অনুসারে স্থাপিত ছিল। ৬-৭

তোমার পিতার অন্তর্ধানকে এইভাবে আবৃত বস্তুসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং 'সাধু সাধু' অর্থাৎ বিধি ব্যবস্থা উত্তম হইয়াছে, উত্তম হইয়াছে এই কথা বলিয়া সেই সব কার্যের প্রশংসা করিলেন। ৭-৮

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নবদনে এইরূপ প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদী সত্বর যাইয়া বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে এই কথা বলিলেন। ৮-৯

কল্যাণি! এই দেখ, তোমার শ্বশ্রূতুল্যা, অচিন্তনীয়স্বরূপ, অপরাজিত, পুরাতন ঋষি ভগবান্ মধুসূদন তোমার নিকটে আসিতেছেন। ৯-১

ইহা শ্রবণ করিয়া উত্তরা নিজের অঞ্চলদ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন বন্ধ করিলেন এবং নিজের সর্বাঙ্গ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওঁহার ভগবদ্বুদ্ধি ছিল; সেইজন্য ওঁহাকে আসিতে দেখিয়া সেই তপস্বিনী বালিকা বাষ্পাকুলনেত্রে করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে গদ্গদ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন। ১০-১১।

কমলনয়ন! জনার্দন! দেখুন, আজ আমি ও আমার পতি উভয়েই সন্তানহীন হইয়া গিয়াছি। আর্যপুত্র ত' যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমি পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হইয়াছি। এইরূপে আমরা উভয়েই সন্তানরূপে জ্ঞানবনে পতিত হইয়াছি। ১২

বৃষ্ণিনন্দন! বীর মধুসূদন! আমি আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া আপনার কৃপাপ্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ আমার এই পুত্রকে আপনি জীবিত করিয়া দিন। ১৩

প্রভো! কমললোচন! যদি ধর্মরাজ অথবা ভীমসেন কিংবা আপনি এরূপ বলিয়া দিতেন যে, এই ইনীকা মাতৃগর্ভে না যাইয়া অজ্ঞানভাবশতঃ মাতাকেই বিনাশ করুক, তাহা হইলে কেবল আমিই নষ্ট হইতাম। সেই অবস্থায় এরূপ অনর্থ হইত না। ১৪-১৫

গর্ভস্থস্যাস্য বালস্য ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিপাতনম্ ।
কৃত্বা নৃশংসঃ দুর্বুদ্ধির্দ্রৌণিঃ কিং ফলমশ্নুতে ॥ ১৬
সা ত্বাং প্রসাদ্য শিরসা যাচে শত্রুনিবর্হণম্ ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি গোবিন্দ যদি জীবতি বৈ সুতঃ ॥ ১৭
অস্মিন্ হি বহবঃ সাধো যে মমাসন্ মনোরথাঃ
তে দ্রোণপুত্রেণ হতাঃ কিং নু জীবামি কেশব ॥ ১৮
আনীয়তাং ত্বরিতঃ কৃষ্ণ পুত্রোৎসঙ্গা মমার্পণম্ ।
অভিবাদয়িষ্যে ত্বরেতি ত্বদ্বিধং বিতথীকৃতম্ ॥ ১৯
চপলাক্ষস্য বালস্য মৃতেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ ।
বিফলা যে কৃতাঃ কৃষ্ণ স্তুতি সর্বে মনোরথাঃ ॥ ২০
চপলাক্ষঃ কিলাতীব প্রিয়স্তে মধুসূদন ।
সুতং পশ্য ত্বমস্যৈনং ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিপাতিতম্ ॥ ২১
কৃতঘ্নেনেহ নৃশংসেনেহ যথাস্ত্ব মমকর্তৃণা
যঃ পাণ্ডবীং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা গতোঽদ্য যমসাদনম্ ॥ ২২
ময়া চৈবং প্রতিজ্ঞাতা রণমূর্ধনি কেশব
অভিমন্যৌ হতে বীর স্বাম্যেষ্যামীতি মাধবি ॥ ২৩
তচ্চ নাকরবং কৃষ্ণ নৃশংসা জীবিতপ্রিয়া
ইদানীং মাং গতাং তত্র কিং নু বক্ষ্যতি কৃষ্ণনিঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি উত্তরাখ্যানে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

যায়! এই গর্ভের বালককে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বিনাশ-করণরূপ ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করিয়া দুর্বুদ্ধি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কি ফল পাইবেন? ১৬

গোবিন্দ! আপনি শরণাগতবৎসল, অতএব আমি আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া আপনাকে প্রসন্ন করত এই বালকের প্রাণভিক্ষা করিতেছি। যদি এই শিশু জীবিত না হয়, তবে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ১৭

সাধুপুরুষ, অতএব সখা যদুপুঙ্গব কেশব! এই বালকের উপর আমার যে সব বহু আশা ছিল, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেই সবই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এখন আমি আর কি জন্য জীবন ধারণ করিব? ১৮

শ্রীকৃষ্ণ! অনার্দন! আমার বড় আশা ছিল যে, আমি আমার এই পুত্রকে কোলে লইয়া ত্বরিতে আপনার চরণে অভিবাদন করিব; কিন্তু এখন সেই আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। ১৯

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! চপলনেত্র পতিদেবের এই পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় আমার হৃদয়ের সকল বাসনাই বিফল হইয়া গিয়াছে। ২০

মধুসূদন! শুনিয়াছি যে, চপললোচন অভিমন্যু আপনার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র আজ মরিয়াছে। তাহা নিহত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে আপনি তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। ২১

এই বালকও নিজের পিতার তুল্য কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, সেইজন্য সে আজ পাণ্ডবগণের রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া একাকীই যমলোকে চলিয়া গিয়াছে। ২২

কেশব! আমি যুদ্ধের সম্মুখভাগে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমার বীর পতিদেব! যদি আপনি নিহত হন, তবে আমিও সত্বর পরলোকে আপনার সহিত মিলিত হইব। ২৩

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ! আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করি নাই। আমি অত্যন্ত কঠিনহৃদয়া। আমার নিকট পতিদেব নয়, প্রাণই অধিক প্রিয়! যদি আমি এই সময় পরলোকে গমন করি, তাহা হইলে সেই অর্জুনকুমার আমাকে কি বলিবেন? ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে উত্তরার বাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরার বিলাপঃ, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন তস্যা মৃত-পুত্রায় জীবনদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তৈরবং বিলপ্য করুণং সোন্মাদেব তপস্বিনী
উত্তরা তপতপ্তং কৃত্বা কৃপণা পুত্রগৃদ্ধিনী ॥ ১
তাং তু দৃষ্ট্বা নিপতিতাং হতপুত্রপরিপ্লবাম্
চুক্রোশ কৃষ্ণা দুঃখার্তা সর্বাশ্চ তরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ২
মুহূর্তমিব রাজেন্দ্র পাণ্ডবানাং নিবেশনম্
অপ্রেক্ষণীয়কপ্রখ্যমার্তস্বনবিনাদিতম্ ॥ ৩
সা মুহূর্তং তু রাজেন্দ্র পুত্রশোকাভিপীড়িতা
কম্পমানাভিবৃত্তা বীর বৈরাটী ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪
প্রতিলভ্য তু সা সংজ্ঞামুত্তরা তরতর্ষভ।
অভ্যধাবোপ্য তং পুত্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
ধর্মজ্ঞস্য সুতঃ স ত্বমধর্মং নাববুধ্যসে।
যত্বং কৃষ্ণাপ্রতীতস্য কুরুষে নাভিবাদনম্ ॥ ৬
পুত্র গত্বা যম যচো ব্রূহ্যস্মাং পিতরং বিনম্
দুর্মরং প্রাণিনাং বীর কালেঽপ্রাপ্তে কথঞ্চন ॥ ৭
যাহং ত্বয়া বিনাভূতা পত্যা পুত্রেণ চৈব হ
ধর্তব্যো সতি জীবামি হতত্বদ্ভিরকিঞ্চনা ॥ ৮
অথবা ধর্মরাজাবমনুজ্ঞাতা মহাভুজ
তদ্ধরিষ্যে বিষং ঘোরং প্রবেক্ষ্যে বা হুতাশনম্ ॥ ৯
অথবা দুর্মরং তাত যদিদং যে সমস্থিতা
পতিপুত্রবিহীনায়া হৃদয়ং ন বিদীর্যতে ॥ ১০
উত্তিষ্ঠ পুত্র পশ্যৈনাং দুঃখিতাং প্রপিতামহীম্।
আর্তামুপপ্লুতাং দীনাং নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥ ১১
আর্যাঞ্চ পশ্য পাঞ্চালীং সাধ্বীঞ্চ তপস্বিনীম্।
মাঞ্চ পশ্য সুদুঃখার্তাং ব্যাধবিদ্ধাং মৃগীমিব ॥ ১২

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

[উত্তরার বিলাপ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার মৃত পুত্রকে জীবন দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পুত্রের জীবন কামনা করিয়া তপস্বিনী উত্তরা উন্মাদিনীর ন্যায় সেইরূপে দীনভাবে করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে পতিতা হইলেন। ১

যাহার পুত্ররূপ পতিরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই উত্তরাকে ভূতলে পতিতা হইতে দেখিয়া দুঃখে ব্যাকুলা কৃষ্ণাদেবী এবং অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ২

রাজেন্দ্র! মুহূর্তকাল ধরিয়া পাণ্ডবগণের সেই ভবন যেন আর্তনাদে বিনাদিত হইয়া উঠিল। সেই সময় উহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই যাইতেছিল না। ৩

বীর রাজেন্দ্র! পুত্রশোকে পীড়িতা সেই বিরাটনন্দিনী উত্তরা সেই সময় মুহূর্তকাল মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! কিছুক্ষণ পরে উত্তরা সংজ্ঞা লাভ করিয়া মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া এই কথা বলিলেন। ৫

পুত্র! তুমি ত' ধর্মজ্ঞ পিতার সন্তান। কিন্তু তোমার আজ যে অধর্ম হইতেছে, তাহা তুমি বুঝিতেছ না কেন? কৃষ্ণিদেবীর জ্যেষ্ঠ বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তথাপি তুমি ইঁহাকে কেন প্রণাম করিতেছ না? ৬

পুত্র! পরলোকে যাইয়া তুমি তোমার পিতাকে এই কথা বলিবে যে, বীর! বয়সের সময় না আসিলে প্রাণিগণের পক্ষে কোনরূপে মৃত্যুবরণ করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য এ সংসারে আপনার ন্যায় পতি ও এই পুত্র যাহাতেই যখন আমার মৃত্যুবরণ করাই উচিত, তখন আমি জীবিত আছি; আমার যাবতীয় বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আজ আমি অকিঞ্চন হইয়া গিয়াছি। ৭-৮

মহাবাহো! এখন আমি ধর্মরাজের অনুমতি লইয়া তীব্রতম বিষ পান করিব কিংবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইব। ৯

বৎস! অথবা মানুষের পক্ষে মৃত্যুবরণ করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, পতি ও পুত্রহীনা হইয়াও আমার এই হৃদয় এখনও সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না। ১০

পুত্র! তুমি উঠ, দেখ, তোমার এই প্রপিতামহী কৃষ্ণাদেবী কিরূপ দুঃখিতা। তিনি তোমার জন্য শোকিতা, ব্যথিতা ও দীনা হইয়া শোকসাগরে নিমগ্না হইয়াছেন। ১১

আর্যা পাঞ্চালীর (দ্রৌপদীর) দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং নিজের ঠাকুরমা তপস্বিনী সুভদ্রার দিকেও দৃষ্টিপাত কর। আর ব্যাধের বাণে বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় অত্যন্তঃ দুঃখে শোকিতা মাতা আমার দিকেও তুমি একবার তাকাও। ১২

উক্তিষ্ঠ পুত্র বরদো লোকনাথস্ত্বয়া বিভুঃ।
পুণ্ডরীকপলাশাক্ষং পুত্রেত্ব চপলেক্ষণম্ ॥ ১৩
এবং বিপ্রলপন্তীং তু দৃষ্ট্বা বিলপিতাং পুনঃ
উত্তরাং তাং স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ পুনরুত্থাপয়ন্তদা ॥ ১৪
উত্থায় চ পুনর্ধৈর্যাৎ তদা সংস্তভ্য সুস্থা
প্রাঞ্জলিঃ পুণ্ডরীকাক্ষং কৃষ্ণমেবাভ্যযাচত ॥ ১৫
শ্রুত্বা স তস্যা বিপুলং বিলাপং পুরুষর্ষভঃ
উপস্পৃশ্য ততঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাস্ত্রং প্রত্যসংহরৎ ॥ ১৬
প্রতিবুদ্ধে চ দাশার্হস্তস্ত জীবিতমচ্যুতঃ।
অব্রবীচ্চ বিশুদ্ধাত্মা সর্বং বিশ্রাবয়ন্ জগৎ ॥ ১৭
ন ব্রবীম্যুত্তরে মিথ্যা সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি
এষ সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতাং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৮
নোক্তপূর্বং ময়া মিথ্যা স্বৈরেষ্বপি কদাচন।
ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবতাময়ম্ ॥ ১৯
যথা মে হবিতো ধর্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ।
অভিমন্যোঃ সুতো জাতো মৃতো জীবত্বয়ং তথা ॥ ২০
যথাহং নাভিজানামি বিপ্রিয়ং তু কদাচন
বিরোধং বৈ তেন সত্যেন মৃতো জীবত্বয়ং শিশুঃ ॥ ২১
যথা সত্যাশ্চ ধর্মশ্চ হরি নিত্যা প্রতিষ্ঠিতৌ
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাভিমন্যুজঃ ॥ ২২
যথা কংসশ্চ কেশী চ ধর্মেণ নিহতৌ ময়া।
তেন সত্যেন বালোঽয়ং পুনঃ সঞ্জীবতাময়ম্ ॥ ২৩
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন স বালো ভরতর্ষভ
শনৈঃ শনৈর্মহারাজ প্রাস্পন্দত সচেতনঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আরণ্যেবিকে পর্বণি অশ্বমেধিকে পর্বণি পরিক্ষিৎসঞ্জীবনে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ৬৯

বৎস! তুমি এবং বুদ্ধিমান্ তনয়ীয় শ্রীকৃষ্ণের কমলদল তুল্য নয়নযোজিত মুখারবিন্দের শোভা সেইরূপে অবলোকন কর, যেরূপ আমি পূর্বে চন্দ্রাননা তোমার পিতার মুখকমল দর্শন করিতাম। ১৩

এই ভাবে বিলাপ করিতে করিতে উত্তরাকে পুনরায় কৃষ্ণের পতিতা হইতে দেখিয়া সকল রমণীগণ তাঁহাকে পুনঃ উঠাইয়া বসাইলেন। ১৪

পুনরায় ধৈর্য অবলম্বন করিয়া কোনরূপে ধৈর্যাবলম্বন করত সংস্তম্ভনকারী কৃষ্ণেরই কৃতাঞ্জলি হইয়া কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ১৫

তাঁহার অত্যন্ত বিলাপ শুনিয়া গুরুযোগযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ আচমন করত অশ্বত্থামানিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রকে শান্ত করিয়া দিলেন। ১৬

তাহার পর তখনিষ্ঠা হইতে অবিচ্যুত ও বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বালককে জীবিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সম্পূর্ণ জগৎকে শুনাইতে শুনাইতে এই কথা বলিলেন। ১৭

উত্তরে! আমি মিথ্যা বলি না। আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সত্য হইয়াই থাকিবে। দেখ, আমি সমস্ত দেহধারিগণের প্রত্যক্ষেই এখন এই বালককে জীবিত করিব। ১৮

আমি যখেচ্ছ ক্রীড়াকালে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং যুদ্ধ হইতে কখনও বিমুখ হই নাই। এই সত্যের প্রভাবেই অভিমন্যুর এই বালক জীবিত হউক। ১৯

যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় হয়, তবে অভিমন্যুর এই মৃত অবস্থায় জাত পুত্র পুনরায় জীবনলাভ করুক। ২০

আমি কখনও অর্জুনের সহিত বিরোধ করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না; এই সত্যের প্রভাবে এই মৃত বালক এখনই জীবিত হউক। ২১

যদি আমার মধ্যে সত্য ও ধর্মের নিয়তই স্থিতি থাকে, তবে অভিমন্যুর এই মৃত বালক জীবিত হইয়া উঠুক। ২২

আমি কংস ও কেশীকে যেরূপ ধর্মানুসারে বধ করিয়াছি, এই সত্যের প্রভাবেই এই বালক পুনরায় জীবন লাভ করুক। ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর সেই বালকের মধ্যে চেতনা আসিল এবং সে ধীরে ধীরে অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিল। ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আরণ্যেবিকপর্বান্তর্গত অশ্বমেধপর্বে পরীক্ষিৎকে জীবনদান-বিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তত্রিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতো নামকরণম্, পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরসমীপে আগমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মাস্ত্রং তু যদা রাজন্ কৃষ্ণেন প্রতিসাংহৃতম্।
তদা তদ্ বেশ্ম স্বৎপিত্রা তেজসাভিবিমোহিতম্। ১

ততো রক্ষাংসি সর্বাণি নেশুস্তস্যাস্তু গৃহং তু তৎ
অন্তরিক্ষে চ বাগাসীৎ সাধু কেশব সাধ্বিতি। ২

তদস্ত্রং জলিতং চাপি পিতামহবধায় তদা
ততঃ প্রাণান্ পুনর্লেভে পিতা তব নরেশ্বর। ৩

যাচেইত্ত স বালোঽসৌ যথোৎসাহং যথাবলম্।
বভূবুর্মুদিতা রাজংস্তস্য তত্রত্যস্ত্রিয়ঃ। ৪

ব্রাহ্মণান্ বাচয়ামাসুর্গোবিন্দস্যৈব শাসনাৎ
ততস্তা মুদিতাঃ সর্বাঃ প্রণেমুর্জনার্দনম্। ৫

স্ত্রিয়ো ভরতসিংহানাং নাবং লব্ধ্বেব পারগাঃ।
কুন্তী দ্রুপদপুত্রী চ সুভদ্রা চোত্তরা তথা। ৬

স্ত্রিয়শ্চান্যা নৃসিংহানাং বভূবুস্তত্রাবনতাঃ
তত্র যজ্ঞা নটাশ্চৈব প্রহিকাঃ সৌখ্যশায়িকাঃ। ৭

সূত-মাগধসঙ্ঘাশ্চ পৌরযুক্তপুরোগমাঃ।
কুরুবংশস্তবাখ্যাভিরাশীর্ভিরবর্ধত। ৮

উত্থায় তু যদা কালমুত্তরা বহুনন্দনম্।
অভ্যবাদয়ত প্রীতা সহ পুত্রেণ ভারত। ৯

তত্র কৃষ্ণো যদৌ স্নুষো বহুরত্নং বিশেষতঃ
তস্যান্তে বৃষ্ণিশার্দূলো নাম চাস্যাকরোৎ প্রভুঃ। ১০

পিতুস্তব মহারাজ সত্যসন্ধো জনার্দনঃ।
পরিক্ষীণে কুলে যস্মাজ্জাতোঽয়মভিমন্যুজঃ। ১১

পরিক্ষিণ্ণমিতি নাম্নাস্ত তদাভিপ্রাব্রবীৎ তদা
সোঽবর্ধত যথাকালং পিতা তব জনাধিপ। ১২

সপ্তত্রিতম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজা পরীক্ষিতের নামকরণ এবং পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরের নিকট আগমন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাস্ত্রকে শান্ত করিয়া দিলেন, সেই সময় তোমার পিতার তেজে সেই সূতিকাগৃহ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। ১

তারপর বালকের বিনাশকারী সমস্ত রাক্ষসগণ সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এই সময় আকাশবাণী হইল—কেশব! তোমার বলবাদ, তুমি উত্তম কার্য করিয়াছ। ২

অনন্তর সেই প্রজ্বলিত অস্ত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিল। নরনাথ! এইভাবে তোমার পিতা পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছিলেন। ৩

রাজন্! উত্তরার সেই বালক নিজের উৎসাহ ও সামর্থ্যানুসারে হস্ত-পদ চালনা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভরতবংশের সেই সব রমণীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৪

তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণেরদ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তারপর তাঁহারা সকলে আনন্দমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন। ৫

যেরূপ নদীর পরপারে গমন করিতে অভিলাষী মনুষ্যগণ নৌকা পাইয়া মনে মনে হৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভরতবংশের বীরবৃন্দের স্ত্রীগণ, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও নরবীরদিগের অন্যান্য স্ত্রীরা সেই বালক জীবিত হইলে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৬।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভট্ট, নট, জ্যোতিষী, সুখসংবাদ জিজ্ঞাসাকারী সেবকগণ এবং সূত ও মাগধগণপ্রমুখ কুরুবংশের স্তুতি ও আশীর্বাদ সহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ৭-৮

তদনন্তর প্রফুল্লচিত্তা উত্তরা যখনযখন উত্থিতা হইয়া পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার সহিত বহুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন। ৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সেই বালকবধূকে বহু ধনরত্ন উপহার দিলেন। অন্যান্য বহুবংশীয়গণও নানাপ্রকার বস্তু উপহার প্রদান করিলেন। মহারাজ! ইহার পর সত্যপ্রতিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার পিতার এইরূপ নামকরণ করিলেন। ১০½

কুরুকুল পরিক্ষীণ হইয়া যাইলে পর অভিমন্যুর এই বালক উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য এই বালকের নাম 'পরিক্ষিৎ' হউক—এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ১১½

জননাথ! এই ভাবে নামকরণ হইয়া যাইলে পর তোমার পিতা পরিক্ষিৎ কালক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। সে সকল লোকের মনকে আনন্দমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ১২½

মনঃপ্রহ্লাদনস্তাসীৎ সর্বলোকস্য ভারত।
মাসজাতস্য তে বীর পিতা তবতি ভারত ॥ ১৩
অথাজগ্মুঃ সুবহুলা রত্নমাদায় পাণ্ডবাঃ।
তান্ সমীপগতান্ জ্ঞাত্বা নির্যযুর্ধৃতিপূজয়া ॥ ১৪
অলঙ্কৃতৈশ্চ মাল্যৌঘৈঃ পুরুষা নাগসাহ্বয়ম্।
পতাকাভিবিচিত্রাভির্ধ্বজৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ১৫
বেশ্মানি সমলঙ্কুর্বঃ সৌরাশ্চাপি জনেশ্বর
দেবতায়তনানাং চ পূজাঃ সুবিবিধাস্তথা ॥ ১৬
সন্দিদেশাথ বিদুরঃ পাণ্ডুপুত্রপ্রিয়েপ্সয়া
রাজমার্গাশ্চ তত্রাসন্ সুমনোভিরলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৭
ততস্তে তৎপুরস্যাপি নরমুখ্যবিনির্গমম্

নর্তকৈশ্চাপি নৃত্যদ্ভির্গায়কানাং চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ১৮
আসীদ্ বৈস্রবণস্যেব নিবাসস্তৎপুরং তদা
ঘণ্টিকৈশ্চ নরৈ রাজন্ স্ত্রীসহায়ৈশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৯
তত্র তত্র বিনিক্ষেপৈঃ সমন্তাদুপশোভিতম্
পতাকা ধূয়মানাশ্চ সমন্তাদ্ভরিষত ॥ ২০
অদর্শয়দ্বিব তদা কুরূন্ বৈ দক্ষিণোত্তরান্
অযোধয়ংস্তদা চাপি পুরুষা রাজপূর্বকাঃ।
সর্বরাষ্ট্রবিবাহেষু রত্নাভরণলক্ষণঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আদিপর্বণি পর্বণি অনুগীতাপর্বণি পাণ্ডবাগমনে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৭০

বীর জনমেজয়! যখন তোমার পিতার বয়স এক মাস হইল, সেই সময় পাণ্ডবগণ বহু রত্নরাশি লইয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৩½

বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীরগণ যখন শুনিলেন যে, পাণ্ডবেরা নগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা ইঁহাদের স্বাগতসম্ভাষণ জানাইবার জন্য বহির্গত হইলেন ॥ ১৪

পুরবাসী মনুষ্যগণ পুষ্প মাল্যসমূহ এবং নানাবিধ অন্য ও চিত্র-বিচিত্র পতাকাসমূহের দ্বারা হস্তিনাপুরকে সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন ॥ ১৫

জনমেজয়! নাগরিকগণ নিজ নিজ গৃহসমূহকেও নানাভাবে অলঙ্কৃত করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় দেবমন্দিরসমূহে বিবিধপ্রকারে পূজা করিতে অনুমতি করিলেন। হস্তিনাপুরের সমস্ত রাজপথই পুষ্পনিকরের দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল ॥ ১৬-১৭

নৃত্যরত নর্তকগণ ও গায়কদিগের মধুর শব্দে সেই নগর শোভা পাইতে লাগিল। তখন সেখানে সমুদ্রের জলরাশির গর্জনের ন্যায় কোলাহল হইতেছিল ॥ ১৮

রাজন্! সেই সময় এই নগর কুবেরের অলকাপুরীসদৃশ প্রতীত হইতেছিল। সেখানে সর্বত্রিকেই একান্ত স্থানসমূহে স্ত্রীগণ সহ ঘণ্টীয়া (বন্দনাকারীরা) দণ্ডায়মান ছিলেন, ইহাতে সেই নগরের শোভা আরও বর্ধিত হইল। সেই সময় কুরু-যে নগরে সর্বত্রিকে পতাকাসমূহ উড়িতেছিল, ইহাতে মনে হইতেছিল—ইহারা সকলে দক্ষিণ ও উত্তর কুরুর শোভা প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১৯-২০½

রাজকার্যের তত্ত্বাবধানকারী রাজপুরুষগণ সর্বত্রিকে এই ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, আজ সম্পূর্ণ রাজ্যে উৎসব পালিত হইবে, অতএব সকল লোকই রত্নালঙ্কার ও উত্তম উত্তম অলঙ্কারের অলঙ্কৃত হইয়া এই উৎসবে সম্মিলিত হউক ॥ ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আদিবৈয়াসিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে পাণ্ডবগণের আগমন-বিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন তৎসজিতিস্ত পাণ্ডবানাং স্বাগতসৎকারঃ, নগরমাগত্য পাণ্ডবানাং সর্বৈঃ সহ মিলনম্, ব্যাসদেবেন শ্রীকৃষ্ণেন চ যুধিষ্ঠিরায় যজ্ঞং কর্তুমাদেশদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তান্ সমীপগতান্ জ্ঞাত্বা পাণ্ডবান্ শত্রুকর্শনঃ।
বাসুদেবঃ সহামাত্যঃ প্রবযৌ সসুহৃজ্জনঃ॥ ১

তে সমেত্য যথান্যায়ং প্রত্যুদ্গম্য চ বিশ্বকৃতা
তে সমেত্য যথাবর্ণং পাণ্ডবা বৃষ্ণিভিঃ সহ॥ ২

বিবিশুঃ সহিতা রাজন্ পুরং বারণসাহ্বয়ম্।
মহতস্তস্য সৈন্যস্য খুর-নেমিস্বনেন চ॥ ৩

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ খঞ্চৈব সর্বমাসীৎ সমাবৃতম্
তে কোশলান্ প্রতঃ কৃত্বা বিবিশুঃ স্বপুরং তদা॥ ৪

পাণ্ডবাঃ প্রীতমনসঃ সামাত্যাঃ সসুহৃজ্জনাঃ।
তে সমেত্য যথান্যায়ং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্॥ ৫

কীর্তয়ন্তঃ স্বনামানি তস্য পাদৌ ববন্দিরে
ধৃতরাষ্ট্রস্তু তান্ সর্বান্ সুবলাবজাম্॥ ৬

কৃষ্ণীঞ্চ রাজশার্দূল তথা তরুণসত্তম।
বিদুরং পূজয়িত্বা চ বৈশ্যাপুত্রং সযোষিতম্॥ ৭

পূজ্যমানাঃ স্ম তে বীরা ব্যরোচন্ত বিশাম্পতে।
তত্তৎ পরমসংহার্যং বিচিত্রং মহদদ্ভুতম্॥ ৮

শুশ্রুবুস্তে তদা বীরাঃ পিতুস্তে জন্ম ভারত।
তদুপশ্রুত্য তৎ কর্ম বাসুদেবস্য ধীমতঃ॥ ৯

পূজার্হং পূজয়ামাসুঃ কৃষ্ণং দেবকীনন্দনম্।
ততঃ কতিপয়াহস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥ ১০

আজগাম মহাতেজা নগরং নাগসাহ্বয়ম্।
তস্য সর্বে যথান্যায়ং পূজাং চক্রুঃ সুসৎকৃতাঃ॥ ১১

সহ বৃষ্ণ্যন্ধক-ব্যাঘ্রৈরুপাসাঞ্চক্রিরে তদা।
তত্র নানাবিধাকারাঃ কথাঃ সমুদীরয়ন্ বৈ॥ ১২

যুধিষ্ঠিরো ধর্মসুতো ব্যাসং বচনমব্রবীৎ।
তৎপ্রসাদাদ্ ভগবন্ বলিনং রন্তুমাহবে॥ ১৩

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্গীদিগের দ্বারা পাণ্ডবগণের স্বাগতসৎকার, নগরে আসিয়া পাণ্ডবগণের সকলের সহিত মিলন এবং ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে অনুমতি প্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পাণ্ডবগণ নিকটে আসিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের মিত্র ও অমিত্রবর্গের সহিত তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। ১

তাঁহার সকলে মিলিতভাবে পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সকলে যথাযথভাবে পরস্পর মিলিত হইলেন। রাজন্! তখন পাণ্ডবগণ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া সকলে এক সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। ২।

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর অশ্বগণের ক্ষুরোত্থিত শব্দ এবং রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইল। ৩।

তাঁহারা ধনরাশিকে অগ্রে করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় মন্ত্রী ও সুহৃদ্বর্গের সহিত সমস্ত পাণ্ডবগণ প্রসন্নচিত্ত ছিলেন। ৪।

তাঁহারা যথাযথভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন এবং নিজ নিজ নাম বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ৫।

নৃপশ্রেষ্ঠ! তারপর ধৃতরাষ্ট্র সুবলনন্দিনী গান্ধারী ও কৃষ্ণাদেবীর সহিত মিলিত হইলেন। ৬।

প্রজানাথ! তারপর বিদুরকে সম্মানিত করিয়া বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলের দ্বারা সম্মানিত হইতে হইতে বীর পাণ্ডবগণ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭।

ভরতসত্তম! তাঁহার পর সেই বীর পাণ্ডবগণ তোমার পিতার জন্মের এই আশ্চর্যপূর্ণ বিচিত্র, মহৎ ও অদ্ভুত কৃত্য শ্রবণ করিলেন। ৮।

পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক কর্ম শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ সেই পূজনীয় দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। ৯।

অনন্তর কতিপয় দিবসের পর মহাতেজস্বী সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে শুভাগমন করিলেন। সুসৎকৃতিলাভ সমস্ত পাণ্ডবগণ তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। ১০-১১

তারপর বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণের সহিত তাঁহারা ইহার সেবায় উপবিষ্ট হইলেন। সেখানে নানাপ্রকার কথা-বার্তা বলিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে এই কথা বলিলেন। ১২।

উপযোক্ষ্যে ভবিষ্যামি বাজিমেধে মহাক্রতৌ।
অনুজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবতা মুনিসত্তম ॥
ভবদীনা বয়ং সর্বে কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৪

ব্যাস উবাচ।

অনুজানামি রাজেন্দ্র ক্রিয়তাং যদনন্তরম্
যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা ॥ ১৫

অশ্বমেধো হি রাজেন্দ্র পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্।
তেনেষ্ট্বা ত্বং বিপাপ্মা বৈ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তু ধর্মাত্মা কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অশ্বমেধস্য কৌরব্য চকারাহরণে মতিম্ ॥ ১৭

সমনুজ্ঞাপ্য তং সর্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৃপঃ।
বাসুদেবমথাভাষ্য বাক্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৮
দেবকী সুপ্রজা দেবী ত্বয়া পুরুষসত্তম
যস্য ক্রিয়া স্থ যস্যাশ্চ তং কৃষ্ণমিহাচ্যুত ॥ ১৯
ত্বৎপ্রভাবার্জিতান্ ভোগানস্মাভির্মধুসূদন।
পরাক্রমেণ বৃদ্ধ্যা চ ত্বয়েয়ং নির্জিতা মহী ॥২০
দীক্ষয়স্ব ক্রমস্বাদ্য ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ঋত্বীজশ্চরন্তি যাং সর্বে বিপাপ্মা ভবিতা ততঃ ॥ ২১
ত্বং হি যজ্ঞোঽক্ষরঃ সর্বস্ত্বং ধর্মস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২২

বাসুদেব উবাচ।

যদেবৈতদ্মহারাজ যথা বদসি ধর্মবিদ্ভব।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥২৩

ত্বং চাপ্ত কুরুবীরাণাং ধর্মেণ হি বিরাজসে
গুপ্তীকৃতাঃ স্ম তে রাজন্ত্বয়া বৈ রাজা গুরুর্নঃ ॥ ২৪

বয়ঞ্চ সমনুজ্ঞাতাঃ প্রাপ্তা এব ক্রতুত্বয়া
মুক্তস্তু নো ভবান্ ভার্যো যত্র বাক্ষসি ভারত ॥২৫

ভগবন্! আপনার কৃপায় যে এই রত্ন আমা হইয়াছে, তাহা আমি অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে উপযোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১৩॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ! ইহার জন্য আমি আপনার অনুমতি ইচ্ছা করি; কারণ, আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অধীন ॥ ১৪

ব্যাসদেব বলিলেন—রাজন্! আমি তোমাকে যজ্ঞের জন্য আজ্ঞা করিতেছি। এখন ইহার পর অন্য যে সব আবশ্যক কার্য আছে, তাহা আরম্ভ কর। বিধিপূর্বক দক্ষিণা দান করিতে করিতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫

রাজেন্দ্র! অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমস্ত পাপসমূহকে নাশ করিয়া যজমানকে পবিত্র করিয়া থাকে। তাহার অনুষ্ঠান করিলে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন- জনমেজয়! ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর ধর্মাত্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিতে মনস্থির করিলেন ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব হইতে সর্ববিষয়ে আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রবরসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করত এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

পুরুষোত্তম! মহাবাহু অচ্যুত! আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াই দেবকীদেবী সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা আপনি এখানে সম্পন্ন করুন ॥ ১৯

মধুসূদন! আমরা আপনারই প্রভাবে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করিতেছি। আপনিই বীর্য ও পরাক্রম ও বুদ্ধিবলে এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়াছেন ॥ ২০

হৃষীকেশ! আপনিই এই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করুন; কারণ, আপনিই আমাদের পরম গুরু। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ করিয়া লইলে পর নিশ্চয়ই আমাদের সকল পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ২১

আপনিই যজ্ঞ, অক্ষয়, সর্বস্বরূপ, ধর্ম, প্রজাপতি ও সম্পূর্ণ ভূতগণের গতি—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা ॥ ২২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ! ধর্মজ্ঞ মনুষ্যগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন! আপনিই এরূপ কথা বলিতে পারেন। কিন্তু আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনিই সমস্ত ভূতগণের অবলম্বন ॥ ২৩

রাজন্! সমস্ত কৌরবগণের মধ্যে একমাত্র আপনিই ধর্মের দ্বারা সুশোভিত আছেন। আমরা সকলে আপনার অনুগামী ও আপনাকে নিজেদের রাজা ও গুরু বলিয়া মনে করি ॥ ২৪

ভারত! সেইজন্য আপনি আমাদের সম্মতিক্রমে আজই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং আমাদের মধ্যে যাহাকে যে কার্যে

সত্যং তে প্রতিজানামি সর্বং কর্তাস্মি তেঽনঘ।
ভীমসেনার্জুনৌ চৈব তথা মাদ্রবতীসুতৌ।
ইষ্টিবন্তো ভবিষ্যন্তি ত্বয়ীষ্টবতি পার্থিবে। ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি কৃষ্ণ-ব্যাসাদ্যুজ্ঞায়াম্
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭১

নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করুন। ২৫

নিষ্পাপ নরেন্দ্র! আমি আপনার সম্মুখে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনি যাহা কিছু বলিবেন, আমি তৎ সমস্তই পালন করিব। আপনি রাজা, আপনার দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে পর ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবেরও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হইবে। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে আজ্ঞাদানবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবস্যাজ্ঞয়াশ্বরক্ষার্থমর্জুনস্য, রাজ্য-নগরয়ো রক্ষার্থং ভীমসেন-নকুলয়োঃ, কুটুম্বপালনার্থঞ্চ সহদেবস্য নিযুক্তিশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ
ব্যাসমামন্ত্র্য মেধাবী ততো বচনমব্রবীৎ। ১

যদা কালং ভবান্ বেত্তি হয়মেধস্য তত্ত্বতঃ।
দীক্ষয়স্ব তদা মাং ত্বং ত্বয্যারম্ভো হি মে ক্রতুঃ। ২

ব্যাস উবাচ।

অত্রং পৈলোঽথ কৌন্তেয় যাজবল্ক্যস্তথৈব চ।
বিদ্বাংসো যজ্ঞ যথাকালং তৎকর্তারো ন সংশয়ঃ। ৩
চৈত্র্যাং হি পৌর্ণমাস্যাং ত্বু তব দীক্ষা ভবিষ্যতি।
সম্ভারাঃ সংপ্রিয়ন্তাং তে যজ্ঞার্থং পুরুষর্ষভ। ৪
অথবিদ্ভাবিদশ্চৈব সুতা বিপ্রাস্তু ভারত।
মেধ্যমশ্বং পরীক্ষন্তাং তব যজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে। ৫
তমুৎসৃজ যথাশাস্ত্রং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্
স পর্য্যেতু যশো দীপ্তং তব পার্থিব বর্ধয়ন্। ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ পৃথিবীপতিঃ।
চকার সর্বং রাজেন্দ্র যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা। ৭
সম্ভারাংশ্চৈব রাজেন্দ্র সর্বে সম্ভৃত্য আহরন্
স সম্ভারান্ সমাহৃত্য নৃপো ধর্মসুতস্তদা। ৮

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

[ব্যাসদেবের আজ্ঞায় অশ্বরক্ষার জন্য অর্জুনকে, রাজ্য ও নগরের রক্ষার জন্য ভীমসেন ও নকুলকে এবং কুটুম্বপালনের পালনের জন্য সহদেবকে নিযুক্তকরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর মেধাবী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! যখন আপনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া জানিতে পারিবেন, তখনই আসিয়া আপনি আমাকে যজ্ঞের দীক্ষাদান করিবেন; কারণ, আমার এই যজ্ঞ আপনারই অধীন। ১-২

ব্যাসদেব বলিলেন,—কুরুনন্দন! যখন যজ্ঞের সময় আসিবে, সেই সময় আমি, পৈল ও যাজ্ঞবল্ক্য—এই আমরা সকলে আসিয়া তোমার যজ্ঞের সমস্ত বিধি-বিধান সম্পন্ন করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩

পুরুষপ্রবর! আগামী চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তোমাকে দীক্ষা দান করিব। ইহার মধ্যে তুমি যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত কর। ৪

অথর্ববিদ্যায় অভিজ্ঞ সুধী ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞার্থে সিদ্ধির জন্য পবিত্র অশ্বের পরীক্ষা করুন। ৫

ভূপাল! যে অশ্ব পরীক্ষায় দ্বারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ছাড়িয়া দাও এবং সে তোমার প্রদীপ্ত যশকে বিস্তৃত করিতে করিতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করুক। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ইহা শ্রবণ করত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মবাদী ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৭

রাজেন্দ্র! তিনি মনে মনে যে যে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ

অথেদমব্রবীদ্ব্যাসো বৃষ্ণদ্বৈপায়নায় বৈ
অতোঽন্যত্রাধীয়হাতেজা ব্যাসো ধর্মাত্মজং নৃপম্ । ৯
যথাকালং যথাযোগং সজ্জাঃ স্ম তব হীক্ষণে
স্থাস্ত কৃষ্ণস্য সৌবর্ণো যজ্ঞাস্তদপি কৌরব । ১০
তত্র যোগ্যা ভবেৎ কিঞ্চিৎ রৌহ্মং তৎ ক্রিয়তামিতি ।
অবস্তোৎসৃজ্যতামস্য পৃথ্বাদীন যথাক্রমম্ ।
সুতপ্তং চরতাকাপি যথাশাস্ত্রং যথাবিধি । ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অরণ্যস্থো যথা ব্রহ্মন্ দৃষ্টঃ পৃথিবীবিদাম্ ।
চরিষ্যতি যথাকামং তত্র বৈ সাধিবীহতাম্ । ১২
পৃথিবী পর্যটেত্তং হি ভূয়শ্চ কামচারিণম্
কঃ পালয়েদিতি মুনে তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি । ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তু রাজেন্দ্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ।
ভীমসেনাদবরজঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ববনুষ্মতাম্ । ১৪
জিষ্ণুঃ সহিষ্ণুর্ভূতস্য স এবং পালয়িষ্যতি ।
শক্তঃ স হি মহীং জেতুং নিবাতকবচান্তকঃ । ১৫
তস্মিন্ অস্ত্রাণি দিব্যানি দিব্যাঃ সংহননং তথা ।
দিব্যং ধনুশ্চেষুধী চ স এনমনুধাস্যতি । ১৬
স হি ধর্মার্থকুশলঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ
যথাশাস্ত্রং নৃপশ্রেষ্ঠ চরিষ্যতি চ তে হয়ম্ । ১৭
রাজপুত্রো মহাবাহুঃ শ্যামো রাজীবলোচনঃ ।
সমর্থো রক্ষিতুং রাষ্ট্রং নকুলস্য বিশাম্পতে । ১৮
সহদেবশ্চ কৌরব্য সমাধাস্যতি বুদ্ধিমান্
কুটুম্বতন্ত্রং বিদিবৎ সর্বমেব মহাপ্রভঃ । ২০
তৎ তু সর্বং যথান্যায়মুক্তঃ ভ্রাতৃভিরোজসা ।
চকার রাজ্ঞশ্চাপি সন্দিদেশ হয়ং প্রতি । ২১

করিতে সমস্ত করিলেন, সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে নিবেদন করিলেন । ৮-৯

তখন মহাতেজস্বী ব্যাসদেব ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—রাজন্ ! আমরা যজ্ঞসময়ে উত্তম যোগ আসিলে পর তোমাকে যজ্ঞে দীক্ষাদান করিতে প্রস্তুত থাকিলাম । ১০

কুরুনন্দন ! ইহার মধ্যে তুমি স্বর্গের 'ক্ষা' (যজ্ঞাহুতি রোধনসমর্থ বস্তুবিশেষ) ও কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) নিষ্কাশ করাও এবং আরও যে সুবর্ণময় দ্রব্যের আবশ্যক, তৎ সমস্তই প্রস্তুত করাইয়া রাখ । ১০-১

আর শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞসম্ভারী অশ্বকে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য মুক্ত করিয়া দাও এবং এরূপ ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে সে সুরক্ষিতভাবে থাকিয়া সর্বত্রিতে বিচরণ করিতে পারে । ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! এই অশ্ব উপস্থিত আছে । ইহাকে কিভাবে মুক্ত করিলে সে সমস্ত পৃথিবীতে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার সকল ব্যবস্থা আপনিই করুন । মুনে ! আর ইহাও বলুন যে, ভূমণ্ডলে ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী এই অশ্বকে কে রক্ষা করিবে ? ১২-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন—রাজন্ ! অর্জুন সমস্ত ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সে অজিত, সহনক্ষম ও বৈধাবান্ ; অতএব সে-ই এই অশ্বকে রক্ষা করিবে । সে নিবাতকবচগণকে বিনাশ করিয়াছে এবং এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ । ১৪-১৫

তাহার নিকট দিব্য অস্ত্র, দিব্য কবচ, দিব্য ধনু ও দিব্য তূণ রহিয়াছে । অতএব সে-ই এই অশ্বের অনুসরণ করিবে । ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ ! সে ধর্ম ও অর্থনীতিবিষয়ে বিশারদ এবং সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ । সেইজন্য অর্জুন তোমার যজ্ঞাশ্বকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিচরণ করাইবে । ১৭

যাহার বাহুদ্বয় বিশাল বর্ণ শ্যামল ও নয়নদ্বয় কমলতুল্য, সেই রাজপুত্র অর্জুন এই অশ্বকে রক্ষা করিতে পারিবে ।১৮

প্রজানাথ ! কুরুনন্দন ভীমসেনও অত্যন্ত তেজস্বী ও অজিত পরাক্রমশালী । নকুলের মধ্যেও এই সব গুণ বিদ্যমান আছে । ইহারা উভয়ে এই রাজ্য রক্ষা করিতে পূর্ণ সমর্থ । (অতএব ইহারা এই রাজ্য রক্ষা করুক) । ১৯

কুরুনন্দন ! মহাবলশালী বুদ্ধিমান্ সহদেব কুটুম্ব-পালনসম্বন্ধী সমস্ত কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিবে । ২০

ব্যাসদেব এইরূপ বলিলে পর কুরুকুলতিলক যুধিষ্ঠির সমস্ত কার্যই তদনুসারে যথারীতি সম্পাদিত করিলেন এবং অর্জুনকে অশ্বরক্ষার জন্য এইভাবে আদেশ করিলেন । ২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমুক্ত্বা তদা বীর হয়োঽয়ং পরিপাল্যতাম্।
ভবদ্ভ্যো রক্ষিতুং যেন ন্যস্তঃ কুন্তেন ধীমতা॥ ২১
যে চাপি ত্বাং মহাবাহো প্রত্যুদ্যান্তি নরাধিপাঃ।
তৈর্বিগ্রহো যথা ন স্যাৎ তথা কার্যঃ ত্বয়ানঘ॥ ২৩
আখ্যাতব্যশ্চ ভবতা যজ্ঞোঽয়ং মম সর্বশঃ।
পাণ্ডবেয়ো মহাবাহো সময়ে গম্যতামিতি॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা ভ্রাতরং সব্যসাচিনম্
ভীমঞ্চ নকুলং চৈব পুরগুপ্তৌ সমাদধৎ॥ ২৫
কৃষ্ণাসমক্ষং চ তদা সহদেবং যুধাং পতিম্
অনুজ্ঞাপ্য মহীপালান্ ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরঃ॥ ২৬
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসাবর্ণ্যপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি যজ্ঞসামগ্রীসম্ভারনে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন—বীর অর্জুন! তুমি এস এবং অশ্বকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। ভাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য, অন্য কোনও মানব ইহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে॥২২

মহাবাহো! নিষ্পাপ অর্জুন! অশ্বের রক্ষায় নিযুক্ত যে রাজা তোমার সম্মুখে আসিবে, তাহার সহিত যাহাতে তোমার যুদ্ধ করিতে না হয়, তুমি সেরূপ চেষ্টাই করিবে॥২৩

মহাবাহো! আমার যজ্ঞের বৃত্তান্ত তুমি সমস্ত রাজার নিকট অবশ্যই বলিবে এবং তাঁহাদিগকে এই কথাও বলিবে যে, আপনারা যথাসময়ে যজ্ঞে উপস্থিত হইবেন॥২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নিজের ভ্রাতা সব্যসাচী অর্জুনকে এই কথা বলিয়া ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও নকুলকে নগররক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন॥২৫

তারপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি লইয়া যুধিষ্ঠির সেই সময় যোদ্ধাগণের পতি সহদেবকে কুটুম্ব-পালনরূপী কার্যে নিযুক্ত করিলেন॥২৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চলক্ষী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে যজ্ঞসামগ্রীর সম্ভারনবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সসৈন্যেনার্জুনেনাশ্বস্যানুগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

দীক্ষাকালে তু সম্প্রাপ্তে ভবতে সুমহদ্বিজঃ।
বিধিবদ্ দীক্ষয়ামাসুরশ্বমেধায় পার্থিবম্॥ ১
কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ কৌষেয়বাসাঃ স ধর্মজঃ।
ধর্মরাজো মহাতেজাঃ সহর্ত্বিগ্ভির্ব্যরোচত॥ ২
ধনঞ্চ হয়মেধার্থং স্বয়ং স ব্রহ্মবাদিনা।
উৎসৃষ্টঃ শাস্ত্রবিধিনা ব্যাসেনামিততেজসা॥ ৩
স রাজা ধর্মরাড্ রাজন্ দীক্ষিতো বিধিতো তদা।
হেমমালী রুরুকণ্ঠঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ॥ ৪
কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ কৌষেয়বাসাঃ স ধর্মজঃ।
বিধিতো দ্যুতিমান্ ভূয়ঃ প্রজাপতিরিবাধ্বরে॥ ৫

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সৈন্যসহ অর্জুন কর্তৃক অশ্বের অনুগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! যখন দীক্ষার সময় আসিল, তখন ব্যাসাদি মহর্ষিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিধি অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা প্রদান করিলেন॥১

পশুবস্ত্র-ধর্ম করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত মহাতেজস্বী পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্‌গণের সহিত অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন॥২

অমিততেজস্বী ব্রহ্মবাদী ব্যাসদেব অশ্বমেধ-যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট অশ্বকে স্বয়ংই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মুক্ত করিয়া দিলেন॥৩

রাজন্! যজ্ঞে দীক্ষিত ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্ণের মালা ও কণ্ঠে স্বর্ণের কণ্ঠী ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন॥৪

কৃষ্ণ মৃগচর্ম, হস্তে দণ্ড ও পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অধিক তেজিয়ান্ হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥৫

অথৈবাস্তরিক্ষঃ সর্বে তুল্যাবেশা বিশাম্পতে।
বভূবুর্হৃষ্টমনসাপি প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ। ৬
শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারং তং সমায়ান্তং ধনঞ্জয়ঃ
বিবিধং পৃথিবীপাল ধর্মরাজস্য শাসনাৎ। ৭
বিক্ষিপন্ গাণ্ডিবং রাজন্ বজ্রগোষানুলিত্রবান্।
তমন্বগাৎ পৃথিবীপাল দৃষ্ট্বা যুক্তঃ সমায় চ। ৮
অনুযায়ং তদা রাজন্নাগরং তৎপুরং দিবো
ত্রাতুকামং কুরুশ্রেষ্ঠঃ প্রবাসন্তং ধনঞ্জয়ম্। ৯
তেষামন্তোজনস্পর্ধাদুভয়েষাং সমন্ততঃ।
বিসৃজ্যমানং তদা তত্র তত্রৈব হ্যবসাদিতম্। ১০
ততঃ শব্দো মহারাজ দিবঃ খং প্রতিপূরয়ন্
বভূব প্রেক্ষতাং নৃণাং কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্। ১১
এষ গচ্ছতি কৌন্তেয় ভূতগন্তৈব দীপ্তিমান্।
ধনঞ্জেতি মহাবাহুঃ সংস্পৃশন্ ধনুরুত্তমম্। ১২

এবং শুশ্রাব বদতাং গিরো ভিক্ষুকদারবীঃ।
ঋষিস্ত্বেষ তপোনিষ্ঠঃ পুনস্তেনেতি ভারত। ১৩
অথাপরে মনুষ্যেন্দ্র পুরুষা বাক্যমব্রুবন্।
নৈনং পশ্যাম সম্পূর্ণং ধনুষোঽস্য প্রদৃশ্যতে। ১৪
এতাঙ্ক ভীমনির্ঘোষং বিকৃষ্যতং গাণ্ডিবং ধনুঃ
ঋষিং গচ্ছন্তমিত্যেব পশ্যামশ্বমনুত্তমম্। ১৫
নিঃস্বনেনং তু কৃষ্ণায়াঃ পুনরেষ্যতি চ ধ্রুবম্।
এবমাত্তা মনুষ্যাণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভরতর্ষভ। ১৬
শুশ্রাব মধুরা বাচঃ পুনঃ পুনরুদারধীঃ
বাসুদেবস্য নিত্যস্য কৃষ্ণস্যো যজ্ঞকর্মণি। ১৭
প্রায়াৎ পার্শ্বেন সহিতঃ শান্তার্থং যেষসায়কঃ।
রাজ্ঞশ্চান্ত মহীপাল বহবো যেষসায়কাঃ। ১৮
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ক্ষত্রিয়াস্ত বিশাম্পতে
বিবিধং পৃথিবীপাল ধর্মরাজস্য শাসনাৎ। ১৯

প্রজানাথ! তাঁহার সমস্ত ঋত্বিক্‌গণও তাঁহারই ন্যায় বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া সুশোভিত হইতেছিলেন। অর্জুনও প্রজলিত অগ্নিসদৃশ তেজীয়ান ছিলেন। ৬

ভূপাল জনমেজয়! শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ যাঁহার রথ বহন করে, সেই ধনঞ্জয় (অর্জুন) ধর্মরাজের আজ্ঞায় সেই যজ্ঞাশ্বের বিধি অনুসারে অনুগমন করিয়া চলিলেন। ৭

পৃথিবীপাল! রাজন্! অর্জুন নিজ হস্তে গোরোচনার সজ্জা পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে আনন্দিত হইয়া সেই অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ৮

জনমেজয়! প্রভো! সেই সময় অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে গমনকারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দর্শন করিবার জন্য নগর হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ পথাগ্র সারা হস্তিনাপুর সেখানে সমবেত হইয়াছিল। ৯

অশ্বের অগ্র ও তাহার পশ্চাতে গমনকারী অর্জুনকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় মানুষের এরূপ সম্মর্দ (ভিড়) হইয়াছিল যে, পরস্পরের চাপে সকলের স্বজন যেন পরলোকে গমনোদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। ১০

মহারাজ! সেই সময় কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে দর্শনকারী লোক-সকলের মুখ হইতে যে শব্দ (কলরব) নির্গত হইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বমণ্ডল ও আকাশকেও পরিপূরিত করিয়াছিল। ১১

(তাহারা বলিতেছিলেন) 'এই কুন্তীনন্দন অর্জুন যাইতেছেন এবং এই দীপ্তিমান্ অশ্ব যাইতেছে, যাহার পশ্চাতে মহাবাহু অর্জুন উত্তম ধনু হাতে করিয়া গমন করিতেছেন। ১২

উপরিউক্ত অর্জুন সম্বন্ধীয় বার্তালাপকারী লোকসকলের এইরূপ বাক্য শুনিতে পাইলেন—ভারত! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সুখে গমন কর এবং পুনরায় ফিরিয়া এস। ১৩

মনুষ্যেন্দ্র! অন্য বহু মানুষ এই কথা বলিতেছিলেন—এই মহাজনসমবায়ের (ভিড়ের) মধ্যে আমরা অর্জুনকে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার এই যজ্ঞ আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই সেই তত্ত্বজ্ঞ টঙ্কারধারিণী বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু। অর্জুনের মঙ্গল হউক। পথে যেন তাঁহার কোনও ভয় না হয়। ইনি পথে নির্ভয় হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। ইনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সহিত ফিরিয়া আসিবেন এবং সেই সময় আমরা পুনরায় ইহাকে দর্শন করিব। ১৪-১৫½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে উদারবুদ্ধি অর্জুন স্ত্রী ও পুরুষগণের কথিত মিষ্ট-মধুর বাক্য বারংবার শুনিতে পাইলেন। ১৬।

বাসুদেবস্বরূপ এক বিদ্বান্ বিপ্র, যিনি যজ্ঞকর্মে নিপুণ ও বেদে পারঙ্গমী ছিলেন, তিনি বিঘ্নের শান্তির জন্য অর্জুনের সহিত গমন করিলেন। ১৭।

মহারাজ! প্রজানাথ! তিনি যতদূর আরম্ভ বেদে পারঙ্গমী

পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীমধ্যে নিজিতামল্পতেজসা।
চচার স মহারাজ যথা যেশক সত্তম ॥ ২০
তত্র যুদ্ধানি বৃত্তানি ধান্যাসন্ পাণ্ডবস্য হ।
তানি বক্ষ্যামি তে বীর বিচিত্রাণি বহূনি চ ॥ ২১
স হয়ঃ পৃথিবীং রাজন্ প্রদক্ষিণমবর্তত
সসারোত্তরতঃ পূর্বং তদ্বিষোষ মহীপতে ॥ ২২
অবমৃদ্নন্ স রাষ্ট্রাণি পার্থিবানাং বয়োত্তমঃ।
শনৈস্তদা পরিযযৌ যোদ্ধাবশ্চ মহারথঃ ॥ ২৩
তত্র সংশেরতে নাদ্যি রাজ্ঞামনুগতস্তদা।
যেঽনুযান্তি মহারাজ ক্ষত্রিয়া হতবান্ধবাঃ ॥ ২৪
কিরাতা যবনা রাজন্ বহবোঽসি-ধনুর্ধরাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চান্যে বহুবিধাঃ পুরা যে নিকৃতা রণে ॥ ২৫
আর্যাশ্চ পৃথিবীপালাঃ প্রস্থিতনয়-বাহনাঃ।
সমীয়ুঃ পাণ্ডুপুত্রেণ বধবো যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২৬
এবং বৃত্তানি যুদ্ধানি তত্র তত্র মহীপতে।
অর্জুনস্য মহীপালৈর্নানাদেশসমাগতৈঃ ॥ ২৭
যানি তূত্তরতো রাজন্ প্রবৃত্তানি মহান্তি চ
তানি যুদ্ধানি বক্ষ্যামি কৌন্তেয়স্য তবানঘ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অশ্বানুসরণে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

বিদ্বান্ বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় বিধি অনুসারে মাহাত্ম্য অর্জুনের অনুসরণ করিলেন ॥ ১৮–১৯

মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ নিজেদের অস্ত্রের প্রতাপে যে পৃথিবীতে জয় করিয়াছিলেন, তাহার সকল খেলাই এই অশ্ব ক্রমশঃ বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২০

বীর! সেই সব খেলা অর্জুনকে যে প্রকার ও অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত তোমার নিকট বলিব (তুমি শ্রবণ কর) ॥ ২১

পৃথ্বীনাথ! এই অশ্ব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সর্বপ্রথমে সে উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিল। তারপর বহু রাজার রাজ্য অঙ্কিত করিতে করিতে সেই উত্তম অশ্ব পূর্বদিকে যাইল। সেই সময় শ্বেতাশ্বারোহণ অর্জুন ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন ॥ ২২-২৩

মহারাজ! মহাভারতযুদ্ধে যাঁহাদের ভ্রাতা-বন্ধুরা নিহত হইয়াছিলেন, এরূপ যে যে ক্ষত্রিয়গণ সেই সময় অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হাজার হাজার নরপতির কোনও গণনা নাই ॥ ২৪

রাজন্! ওতদ্ব্যতীত ও বহু-ধনুর্ধারী বহু সংখ্যক কিরাত, যবন ও ম্লেচ্ছ, যাহারা পূর্বে মহাভারতযুদ্ধে পাণ্ডবগণের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল ॥ ২৫

বৃষ্ণি-পুত্র সমস্ত ও যাদবগণকে পরিবৃত বহুসংখ্যক রণদুর্মদ আর্য-নরপতিগণও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬

পৃথ্বীনাথ! এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানাদেশ হইতে আগত রাজাদের সহিত অর্জুনের অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৭

নিষ্পাপ নরেশ! যে সব যুদ্ধ উত্তর পক্ষের যোদ্ধাগণের পক্ষে অধিক হইয়াছে ও প্রচণ্ড ছিল, কুন্তীপুত্র অর্জুনের সেই সমস্ত যুদ্ধ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অর্জুন কর্তৃক অশ্বের অনুসরণবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন ত্রিগর্ত্তানাং পরাজয়ঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ত্রিগর্ত্তৈরুভয়ং যুদ্ধং কৃতবৈরৈঃ কিরীটিনঃ
মহারথসমাজ্ঞাতৈর্ভ্রাতৃভিঃ পুত্রপৌত্রকৈঃ। ১
তে সমাজ্ঞায় সম্প্রাপ্তং ব্যজিহ্মং কুরুগোত্তমম্
বিষয়স্থং ততো বীরা ব্যসৃজন্ত শরাংস্তদা। ২
রথিনো বদ্ধতূণীরাঃ সধ্বজৈঃ সমলঙ্কৃতৈঃ
পরিবার্য্য হয়ং রাজন্ প্রহীষ্টুং সম্প্রচক্রমুঃ। ৩
ততঃ কিরীটী সঙ্কিন্ত্য তেষাং তত্র চিকীর্ষিতম্।
ব্যবধমান ভান্ বীরান্ সাত্বপূর্ব্বমরিন্দমঃ। ৪
তদনাদৃত্য তে সর্বে শরৈরভ্যহনংস্তদা
অযোধয়ংশ্চ সংরব্ধাঃ কিরীটী ত্বভ্যবর্ত্তত। ৫
তানব্রবীৎ ততো ভিক্ষুঃ প্রহসন্নিব ভারত।
নিবর্ত্তধ্বমসম্বর্দ্ধা ব্রজতো জীবিতমেব চ। ৬
ন হি বীরঃ প্রবাস্তম্ বৈ ধর্ম্মরাজেন ধার্ম্মিকঃ
হন্তব্যাস্তা ন তে পার্থ হন্তব্যাঃ পার্থিবা ইতি। ৭
স তদা তদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
তান্ নিবর্ত্তয়মিত্যাহ ন চ তস্থৌ তদা তে। ৮
ততস্ত্রিগর্ত্তরাজানং সূর্য্যবর্ম্মাণমাহবে।
বিচিত্য শরজালেন প্রত্যষেধদ্ ধনঞ্জয়ঃ। ৯
ততস্তে রথঘোষেণ রথনেমিস্বনেন চ
পুনরস্তো দিশঃ সর্বা ধনঞ্জয়মুপাদ্রবন্। ১০
সূর্য্যবর্ম্মা ততঃ পার্থে শরাণাং নতপর্ব্বণাম্
শতানামুক্ষদ্ রাজেন্দ্র লঘু ত্রমতিদর্শনম্। ১১
তথৈবান্যে মহেষ্বাসা যে চ তস্যানুযায়িনঃ
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি ধনঞ্জয়রথৈষিণঃ। ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তগণের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সব ত্রিগর্ত্ত বীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মহারথ পুত্র ও পৌত্রেরা কিরীটধারী অর্জুনের সহিত শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ত্রিগর্ত্তদেশে যাইলে অর্জুনের এই ত্রিগর্ত্তগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। ১

'পাণ্ডবগণের যজ্ঞের উত্তম অশ্ব আমাদের রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে' ইহা জানিয়া ত্রিগর্ত্তবীরগণ হৃষ্টচিত্তে সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্বে তুল যজ্ঞ করত অনঙ্কৃত উত্তম অশ্ব যোজিত রথে উপবেশন পূর্ব্বক নির্গত হইলেন এবং সেই অশ্বকে তাঁহারা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। রাজন্! অশ্বকে ঘিরিয়া তাঁহারা উহাকে ধরিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ২-৩

অনন্তর শত্রুবধনকারী অর্জুন সেখানে তাঁহারা যে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সেই মনোভাবের বিচার করিয়া শান্তভাবে বুঝাইয়া সেই বীরগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ৪

কিন্তু তাঁহারা সকলে অর্জুনের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। তথাপি অর্জুন অমোঘ ও রথোচিত বলীয়ান সেই ত্রিগর্ত্তগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার পূর্ণ চেষ্টা করিলেন। ৫

ভারত! তদনন্তর বিজয়ীশ্রেষ্ঠ অর্জুন যেন হাস্য করিতে করিতেই বলিলেন—তোমরা বধ্য নও, অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; ইহাতে তোমাদের জীবন রক্ষা পাইবে এবং কল্যাণ লাভ করিবে। ৬

বীর অর্জুন এই কথা সেইরূপ বলিলেন যে, ধর্ম্মরাজানীত অশ্বরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিবেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, পার্থ! যে রাজগণের বান্ধবেরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাহাদের বধ করিবে না। ৭

বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজের এই আদেশ স্মরণ করিয়া তাহা পালন করিতে করিতে অর্জুন ত্রিগর্ত্তগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিলেন, তথাপি তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না। ৮

তখন সেই যুদ্ধস্থলে ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মার সমস্ত অঙ্গে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অর্জুন ত্রাস করিতে লাগিলেন। ৯

ইহা দেখিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ রথের শব্দ ও রথচক্রের শব্দের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলপূরিত করিতে করিতে সেখানে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। ১০

রাজেন্দ্র! তদনন্তর সূর্য্যবর্ম্মা নিজের হস্তের নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে অর্জুনের উপর আনতপর্ব্বযুক্ত একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১১

এইরূপ তাঁহার অনুগামী বীরগণের মধ্যে যে সব অন্যান্য মহারথগণ ছিলেন, তাঁহারাও ধনঞ্জয়কে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১২

স তান্ জ্যামুখনির্মুক্তৈর্বহুভিঃ সুবহূন্ শরান্
চিচ্ছেদ পাণ্ডবো রাজংস্তে ভূমৌ ন্যপতংস্তদা ॥ ১০
কেতুবর্মা তু তেজস্বী তচ্ছৌর্যবরজো যুবা।
যুযুধে ভ্রাতুরর্থায় পাণ্ডবেন যশস্বিনা ॥ ১১
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কেতুবর্মাণমাহবে
অভ্যঘ্নন্নিশিতৈর্বাণৈর্বীতংসুঃ পরবীরহা ॥ ১২
কেতুবর্মণ্যভিহতে বৃহদ্বর্মা মহারথঃ
রথেনাশু সমুৎপত্য শরৈরভ্যঘবাকিরৎ ॥ ১৩
তস্য তাং শীঘ্রতাং দৃষ্ট্বা তুতোষাতীব বীর্যবান্।
গুড়াকেশো মহাতেজা বালস্য বৃহদ্বর্মণঃ ॥ ১৪
স সম্প্রধানং ধনুষো নাবধানেন তং তদা।
ক্ষিপন্তমেব স শরান্ ধনুষো পাকশাসনিঃ ॥১৮
স তু তং পূজয়ামাস বৃহদ্বর্মাণমাহবে
মনসা তু মুহূর্তং বৈ রণে সমভিবর্ধয়ন্ ॥ ১৯

তং পন্নগমিব ক্রুদ্ধং ভুজগীভঃ শরমিব।
প্রীতিপূর্বং মহাবাহুঃ প্রাণৈর্ন ব্যপরোপয়ৎ ॥ ২০
স তথা রক্ষ্যমাণো বৈ পার্থেনামিততেজসা
বৃহদ্বর্মা শরং দীপ্তং মুমোচ বিজয়ে তদা ॥ ২১
স তেন বিভ্রাতৃর্নিশাসীদ্ দিশঃ খং ভূমিম্।
মুমোচ গাণ্ডিবং মোহাৎ তৎ পপাতাথ ভূতলে ॥ ২২
ধনুষঃ পততস্তস্য সব্যসাচিকরাদ্ বিভো
বভূব দুর্দৃশং রূপং শক্রচাপস্য ভারত ॥ ২৩
তস্মিন্ নিপতিতে দিব্যে মহাধনুষি পাণ্ডবঃ
জহাস সত্বরং হাসং বৃহদ্বর্মা মহারথে ॥ ২৪
ততো রোষাদিতো জিষ্ণুঃ প্রমুখা রুধিরং করাৎ।
ধনুরাদত্ত তদ্ দিব্যং শরবর্ষৈর্ববর্ষ চ ॥ ২৫
ততো হলহলাশব্দো দিবস্পৃগভবৎ তদা।
নানাবিধানাং ভূতানাং তৎ কর্মাণি প্রশংসতাম্ ॥ ২৬

রাজন্! পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নিজের বহুত তূণ হইতে নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা শত্রুপক্ষের যত বাণ ছেদন করিলেন। সেই সব ছিন্ন বাণ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১০

(সূর্যবর্মা পরাজিত হইলে পর) তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবযুবক তেজস্বী কেতুবর্মা নিজের ভ্রাতার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য বলবী বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১১

কেতুবর্মাকে যুদ্ধস্থলে আক্রমণ করিতে দেখিয়া শত্রুবীরহন্তা অর্জুন নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ১২

কেতুবর্মা নিহত হইলে পর মহারথী বৃহদ্বর্মা রথের দ্বারা সত্বর আসিয়া আক্রমণ করত অর্জুনকে বাণসমূহে আচ্ছন্ন করিলেন ॥ ১৩

বৃহদ্বর্মা বালক ছিলেন, তথাপি তাঁহার শীঘ্র বাণনিক্ষেপের নৈপুণ্য দেখিয়া মহাতেজস্বী পরাক্রমশালী অর্জুন অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ১৪

তিনি যখন বাণ হস্তে লইতেছিলেন এবং যখন ধনুকে উহা যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্রপুত্র অর্জুনও দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি কেবল ইহাই দেখিতে ছিলেন যে, বৃহদ্বর্মা বাণবর্ষণ করিতেছেন ॥ ১৮

তিনি মনোযোগ মুহূর্তকাল মনে মনেই বৃহদ্বর্মার প্রশংসা করিলেন এবং যুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা ও উৎসাহ বর্ধন করিয়া যাইলেন ॥ ১৯

যদিও বৃহদ্বর্মা সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি ভুজগীভ মহাবাহু অর্জুন তাঁহার প্রাণহরণ করিলেন না ॥ ২০

এইরূপে অমিততেজস্বী অর্জুন কর্তৃক আনিয়া তুলিয়া রক্ষিত হইল পর বৃহদ্বর্মা অর্জুনের উপর এক অত্যন্ত প্রজ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১

সেই বাণ ক্রুদ্ধ আসিয়া অর্জুনের হস্তে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ইহাতে অর্জুন মূর্ছিত হইলেন এবং তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২২

প্রভো! ভরতনন্দন! অর্জুনের হস্ত হইতে পতিত সেই গাণ্ডীব ধনুষ রূপ ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ২৩

সেই দিব্য মহাধনু পতিত হইলে পর মহারণে মহাবলবান বৃহদ্বর্মা উপহাসচ্ছলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর রোষপীড়িত অর্জুন হস্ত হইতে রক্ত মুছিয়া দিয়া পুনরায় সেই দিব্য ধনু তুলিয়া লইলেন এবং বৃহদ্বর্মার উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৫

অনন্তর অর্জুনের সেই পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে নানাপ্রকার প্রাণিগণের কোলাহল শব্দ সম্পূর্ণ আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া ফেলিল ॥ ২৬

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

দীক্ষার পর যতদিন পর্যন্ত শরীরে আনন্দ, কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-বৈয়াত্তির বিক্রিয়া না হয়, ততদিন বুঝতে হবে মন্ত্রচৈতন্য অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় নাই। শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হয়ে যাতে মন্ত্রচৈতন্য হয় তার চেষ্টা করা কর্তব্য। যিনি ইষ্টদেবতা তিনি গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রসিদ্ধি হলে মন্ত্র দেবতায় লয় হয়

মন্ত্রটিকে অবলম্বন কর, মন যখন চঞ্চল হবে তখন চেঁচিয়ে নাম কর—শান্ত হলে মন্ত্র জপ কর তারপর লীলাচিন্তা কর নাম ও লীলা-চিন্তা এ যুগে লঘুপায়।

জগতে যা কিছু পদার্থ সবই চঞ্চল জন্ম-জন্মান্তর মন সেই চঞ্চলের সঙ্গ করছে, এখনও করছে। তাই চঞ্চলতা কমা তো দূরের কথা বেড়েই যাচ্ছে। স্থির সেই এক ভগবান তাঁকে ধরতে হবে—আপন করে ফেলতে হবে

Regd. No. WB/NC-57

ASHAR
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—85
June—July, 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

১। নাম কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে মনে ছাপ দেবে—পাপ ক্ষয় হতে থাকবে। যে কয়টি নাম শোনা যায় একটি নামও ব্যর্থ হয় না। কুয়াতে ইট ফেললে যেমন সে ফিরে আসে না; কুয়াতে ভর্ত্তি করতে থাকে, তেমনি কানের ভিতর দিয়ে নাম ঢুকে রক্ত-মাংস অস্থি-মজ্জা সব নাময় করে দেয়। নাম শ্রবণকারীর দেহ নাময় হ'য়ে যায়।

যাহাদের জপ করিবার সময় মন অন্য চিন্তা করে, তাহাদের পক্ষে তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক, তিলক করিয়া—তুলসী-কাননে বসিয়া তুলসীমালায় হরিনাম জপ করিলে অতি সত্বর চিত্ত একাগ্র হয় ও নামে রস আসে, সাত্বিক ভাবোদয়ে মন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে থাকে অর্থাৎ ধ্যান লাভে কৃতার্থ হয়।

SEP 1976

স্মরজন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, পি. ভব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা-৩৪ প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহাজিলন ষষ্ঠ, পি. ভব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৪ হইতে মুদ্রাপিত।

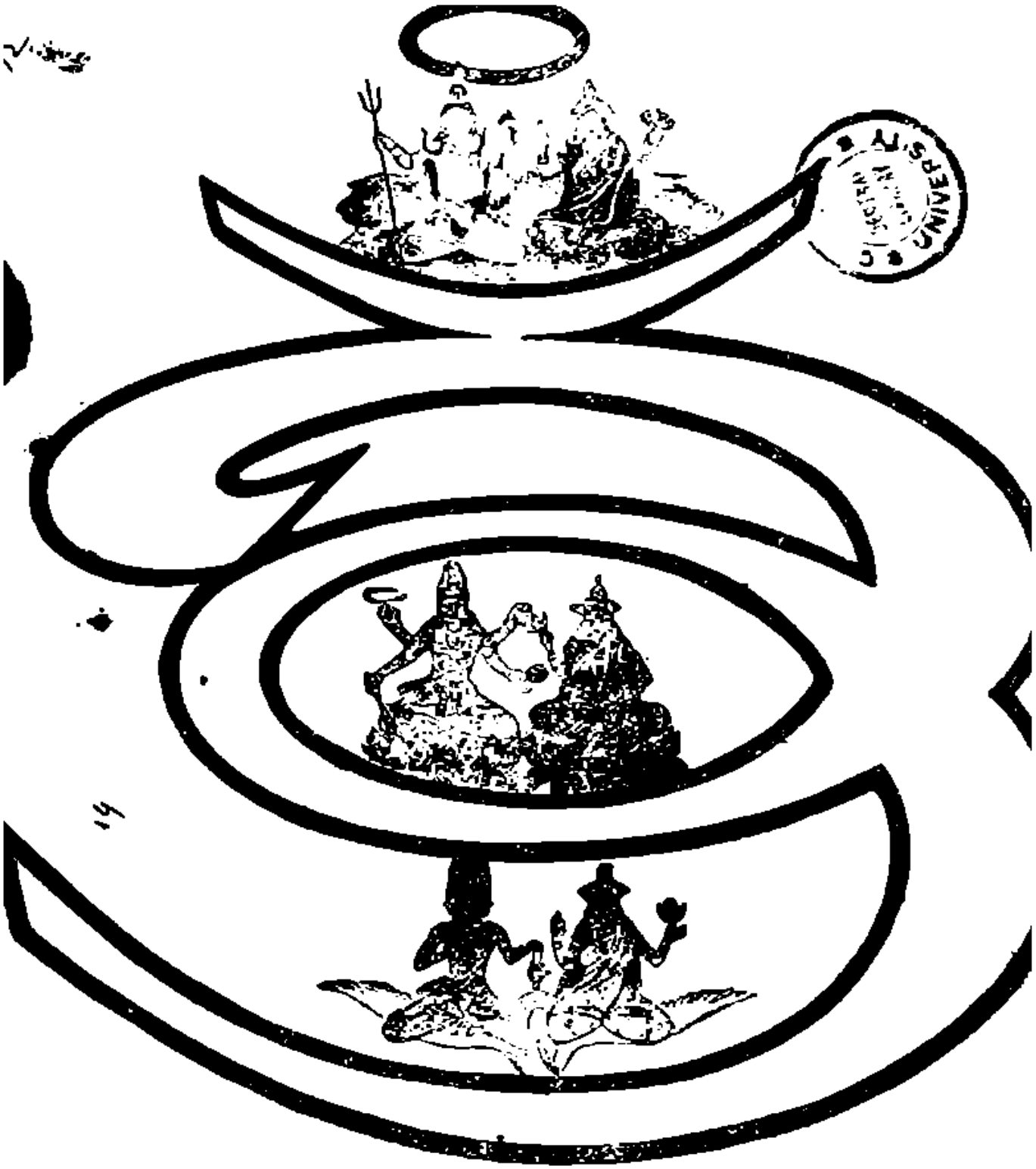

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

তিনিই যথার্থ সাধক যিনি মৃত্যুকে সুমুখে রেখে সাধনা করেন। প্রাণে প্রাণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতীত মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে না। এই যে তোমার সাধনার ব্যাঘাতক কে? এই স্থূলদেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় যে-সকল জিনিষ। যদি দেহটার উপর আস্থা না থাকে, সর্বদা স্মরণ থাকে যে এ-মাংসপিণ্ড নশ্বর—তাহলে আর সাধনায় ব্যাঘাত কে করে?

শ্রদ্ধাবান শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রচৈতন্য না হলেও প্রাণপণে মন্ত্রকে ধরে থাকে। নিজের ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করে; সদাচার, শুদ্ধ আহার, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা দোষ দূর করবার চেষ্টা করে, গুরু অযোগ্য বলে যেখানে সেখানে কান পেতে দেয় না। নিজের বেদনা গুরুর চরণে নিবেদন ক'রে—মন্ত্রচৈতন্য কি করে হবে, একথা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে। গুরুও শ্রদ্ধালু শিষ্যকে, শাস্ত্রে মন্ত্রচৈতন্যের যে পথ আছে সেইপথ ধরিয়ে দেন মন্ত্রচৈতন্য হয়ে যায় সাধক কৃতার্থ হয়। শ্রদ্ধাই সকল সাধনার প্রাণ, যেখানে শ্রদ্ধা নাই সেখানে কিছুই হয় না।

মহাভারত—৮৬

১৪শ বর্ষ, শ্রাবণমাস, ১৩৮২) (দ্বিতীয়সংখ্যা — শারদী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস-শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ এম-এ, বি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তরঙ্গ সঙ্ঘবর্গ)

মুদ্রক-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীবিজেন্দ্রনাথ দে, এম্.বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ্.,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)

সিটি অফিস :—৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা ৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই)* মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫১-২১৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

ততঃ সম্প্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধা কালান্তকযমোপমম্
জিষ্ণুং ত্রৈগর্তকা যোধাঃ পরীতাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ২৭
অভিসৃত্য পরীপ্সার্থং ততস্তে ধৃষ্টবর্মণঃ
পরিবক্রুস্তদাকেপং তস্যাক্রুধ্যদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮
ততো যোধান্ জঘানাশু তেষাং স দশ চাষ্ট চ
মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈরাশুসৈর্দ্রুতিঃ শরৈঃ ॥ ২৯
তান্ সম্প্রক্রমান্ সম্প্রেক্ষ্য স্বয়মাযো ধনঞ্জয়ঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জঘান স্বয়মুদ্যতান্ ॥ ৩০
তে ভগ্নমনসঃ সর্বে ত্রৈগর্তকমহারথাঃ।
দিশোঽভিদুদ্রুবুঃ রাজন্ ধনঞ্জয়শরার্দিতাঃ ॥ ৩১

তমূচুঃ পুরুষব্যাঘ্রং সাশ্রুকণ্ঠিমুখং তদা।
ভবান্ন কিঙ্করাঃ সর্বে সর্বে স্মো বশগাস্তব ॥ ৩২
আজ্ঞাপয়স্ব নঃ পার্থ প্রহ্বান্ প্রেষ্যানবস্থিতান্
করিষ্যামঃ প্রিয়ং সর্বং তব কৌরবনন্দন ॥ ৩৩
এবমুক্তো ধনঞ্জয়ঃ সর্বাংস্তানব্রবীৎ তদা
জীবিতং রক্ষত নৃপাঃ শাসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরুষেয়িকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ত্রিগর্তপরাজয়ে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অর্জুনকে কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিগর্তদেশের যোদ্ধাগণ চারিদিক্ হইতে আসিয়া অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ২৭

বৃষবর্মাকে রক্ষা করিবার জন্য সহসা আক্রমণ করত ত্রিগর্ত-যোদ্ধারা যখন তাঁহাকে (নিগ্রহবিদ্যা) অর্জুনকে সকলদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন, তখন ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ২৮

তাহার পর তিনি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দৃঢ়সন্ধ লৌহনির্মিত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আঠার জন প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিলেন। ২৯

তখন ত্রিগর্তযোদ্ধারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অর্জুন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে তাঁহা সহসাই সর্পাকার বাণসমূহের দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

রাজন্! ধনঞ্জয়ের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সমস্ত ত্রিগর্ত-যোদ্ধার মহারথীগণের মুখবিবর্ণ উৎসাহ এই হইয়া যাইল; সেইজন্য তাঁহারা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৩১

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমার সংশপ্তকসৈন্য পূর্বেই অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—কুন্তীনন্দন! আমরা সকলে আপনার আজ্ঞাপালনকারী সেবক এবং সকলে সর্বদা আপনার বশীকৃত থাকিব। ৩২

পার্থ! আমরা সকলে সেবকের ন্যায় বিনীতভাবে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আপনি আমাদের আজ্ঞা করুন। কৌরবনন্দন! আমরা সকলে আপনার প্রিয় কার্য সদা করিয়া যাইব। ৩৩

এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন তাঁহাদের বলিলেন—নৃপগণ! নিজেদের জীবন রক্ষা কর। তাহার একমাত্র উপায় হইল—আমাদের শাসন স্বীকার করিয়া লওয়া। ৩৪

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আরুষেয়িক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ত্রিগর্তগণের পরাজয়বিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অর্জুনস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতি-বজ্রদত্তেন সহ যুদ্ধম্ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষমথাভ্যেত্য বাহুবীর্যং স দুর্জয়ঃ ।
ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যযৌ রথকর্কশঃ ॥ ১
স হয়ং পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তমুপাগতম্ ।
যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্তো মহীপতিঃ ॥ ২
সোঽভিনির্যায় নগরাদ্ ভগদত্তসুতো নৃপঃ ।
অথমাত্মান্তমুদ্যম্য নগরাভিমুখো যযৌ ॥ ৩
তমালক্ষ্য মহাবাহুঃ কুরূণামৃষভস্তদা ।
গাণ্ডীবং বিস্ফিপংস্তূর্ণং সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪
ততো গাণ্ডীবনির্মুক্তৈর্বিধুন্তপ্রাহিতো নৃপঃ
হয়মুৎসৃজ্য তং বীরস্ততঃ পার্থমুপাদ্রবৎ ॥ ৫
পুনঃ প্রবিশ্য নগরং রক্ষিতঃ স নৃপোত্তমঃ
আরুহ্য নাগপ্রবরং নির্যযৌ রথকর্কশঃ ॥ ৬
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি ।
ধোধূয়তা চামরেণ শ্বেতেন চ মহারথঃ ॥ ৭
ততঃ পার্থং সমাসাদ্য পাণ্ডবানাং মহারথম্
আহ্বয়ামাস বীভৎসুং বাল্যাদ্মোহাচ্চ সানুগে ॥ ৮
স বারণং নগপ্রখ্যং প্রতিহস্তরটামুখম্ ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শ্বেতাশ্বং প্রতি পার্থিবঃ ॥ ৯
বিস্ফারন্তং মহাঘোষং পরবারণবারণম্ ।
শাস্ত্রবৎ কল্পিতং সংখ্যে বিষমং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ১০
প্রচোদয়ন্ স তত্তেন রাজ্ঞা মহাবলঃ ।
তদাত্মনেন বিবৃতাবুৎপতিষ্যন্নিবাম্বরম্ ॥ ১১
তমাপততঃ সম্প্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধো রাজন্ ধনঞ্জয়ঃ ।
ভূমিষ্ঠো বারণগতং যোধয়ামাস ভারত ॥ ১২
বজ্রদত্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যুযোধাস্তু ধনঞ্জয় ।
তোমরানগ্নি-কাশান্ শলভানিব যোগিতান্ ॥ ১৩

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

(অর্জুনের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধ)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর সেই উভয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নিকট যাইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেখানে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি যুদ্ধে অতিশয় কঠোর ছিলেন। অতঃপরে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অশ্ব আমার রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তখন রাজা বজ্রদত্ত নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১-২

নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভগদত্তপুত্র বজ্রদত্ত নিজের দিকে অশ্বকে আসিতে দেখিয়া সবলে ধরিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া নগর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩

তাহাতে এই ভাবে করিতে দেখিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন গাণ্ডীব বল্গা টানিয়া করিতে করিতে সহসা তাঁহার উপর সবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল হইয়া বীর রাজা বজ্রদত্ত সেই অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং পুনঃ নগরে প্রবেশ করত কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া এক শ্রেষ্ঠ গজরাজে আরোহণ পূর্বক রথকর্কশ নৃপশ্রেষ্ঠ যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন এবং আসিয়াই পার্থের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫-৬

তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধৃত ছিল। শ্বেতচামর আন্দোলিত করিতেছিল। পাণ্ডবমহারথী পার্থের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই মহারথী বীর নৃপতি বজ্রদত্ত বাল্যচপলতা ও মূর্খতাবশতঃ তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৭-৮

ক্রুদ্ধ রাজা বজ্রদত্ত শ্বেতবর্ণবাহন অর্জুনের দিকে নিজের পর্বতাকার বিশালদেহ গজরাজকে চালিত করিলেন এই গজরাজের গণ্ডস্থল হইতে তখন মদধারা প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ৯

এই মহাবলী মহাদেহের তার মদধারা বর্ষণ করিতেছিল। সে শত্রুপক্ষের বহুসৈন্যকে হত্য করিতে সমর্থ ছিল। ইহাকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যুদ্ধের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃত অর্থেও ঐ গজরাজ যুদ্ধে দুর্জয় ছিল ॥ ১০

রাজা বজ্রদত্ত যখন অঙ্কুশ প্রহার করিয়া এই মহাবল হস্তীকে চালিত করিলেন, তখন সেই হস্তী এইরূপে অগ্রসর হইতেছিল, যেন সে আকাশে উড়িয়া যাইবে ॥ ১১

রাজন্ ! ভরতনন্দন ! তাঁহাকে এইভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভূতলে দাঁড়াইয়াই হস্তীর উপরে উপবিষ্ট বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

সেই বজ্রদত্ত তুলিত হইয়া অভিক্রুদ্ধ অর্জুনের উপর অগ্নিতুল্য

অর্জুনস্তানসম্প্রাপ্তান্ গাণ্ডীবপ্রহিতৈঃ শরৈঃ
দ্বিধা ত্রিধা চ চিচ্ছেদ খ এব খগসৈন্যবৎ। ১৪
স তান্ দৃষ্ট্বা তথা ছিন্নাংস্তোমরান্ তপনাত্মজঃ
ইষুমন্তমাংস্থিতঃ প্রাহিণোৎ পাণ্ডবং প্রতি। ১৫
অতোঽর্জুনস্তূর্ণতরং রুক্মপুঙ্খানজিহ্মগান্
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো ভগদত্তায় তং প্রতি। ১৬
স তৈর্বিদ্ধো মহাত্মেভো বজ্রদণ্ডো মহামুধে।
তৃণাহতঃ পলাশোর্ব্যাং ন ব্যেনমজয়ৎ পৃতিঃ। ১৭
ততঃ স পুনরাক্রন্দ বারণপ্রবরং রণে।

অব্যগ্রঃ প্রেষয়ামাস জয়ার্থী বিজয়ং প্রতি। ১৮
তচ্চৈষ বাণসংঘাতো জিষ্ণুনির্মুক্তাস্ত্রিবিষোপমান্
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো অলিতজ্বলনোপমান্। ১৯
স তৈর্বিদ্ধো মহানাগো বিস্রবন্ রুধিরং বহু
সৈন্যিকাক্তদিবাম্ভোঽভির্গিরিপ্রস্রবণং যথা। ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি বজ্রদত্তযুদ্ধে
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৫

প্রজলিত বহু তোমর নিক্ষেপ করিলেন। এই সব তোমার পতঙ্গগণের ন্যায় সবেগে আসিতে লাগিল। ১৩

এই তোমরসকল নিকটে না আসিবার পূর্বেই অর্জুন গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত আকাশচারী বাণসমূহের দ্বারা আকাশেই এক একটি তোমরকে দুই দুই ও তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৪

এইরূপে সেই সব তোমরকে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের উপর অতি সত্বর এক বাণে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১৫

তখন ক্রুদ্ধ অর্জুন অভিনব দ্রুতবেগে প্রবর্ণ পক্ষযুক্ত সর্পসদৃশ বহু বাণ বজ্রদত্তের উপর ক্ষেপণ করিলেন। সেই সব বাণে বিদ্ধ ও অত্যন্ত আহত হইয়া সেই মহারণে মহাত্মেভপতি বজ্রদত্ত বসন্তকালে পুষ্পিত পলাশবৃক্ষ যেমন বায়ুকর্তৃক কম্পিত হয় না, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মতিবিলোপ হইল না। ১৬-১৭

তদনন্তর বজ্রদত্ত পুনরায় সেই শ্রেষ্ঠ গজরাজের উপর আরোহণ করত অন্য বাসনা করিয়া অব্যগ্রভাবে অর্জুনের দিকে সেই হস্তীকে পরিচালিত করিলেন। ১৮

ইহা দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সেই হস্তীর উপর রোষোদ্যুক্ত সর্পগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সদৃশ বহু বাণ প্রহার করিলেন। ১৯

এই বাণসমূহে আহত হইয়া সেই মহাহস্তী রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল সেই সময় এই গজরাজ গেরিমাটি মিশ্রিত জলধারা প্রবাহিতকারী বহু ধাতুযুক্ত পর্বতের শোভা ধারণ করিল। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অর্জুনের বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন বজ্রদত্তস্য পরাজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ত্রিরাত্রমভবৎ তস্য বৃত্রস্য বাসবৈঃ।
অর্জুনস্য মহেন্দ্রেণ যুদ্ধেনেব শতক্রতোঃ। ১

ততস্তুর্যে দিবসে বজ্রদত্তো মহাবলঃ।
জহাস সুমনা রাজন্ বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ। ২
অর্জুনার্জুন তিষ্ঠস্ব ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
ত্বাং নিহত্য করিষ্যামি পিতৃভোয়ং যথাবিধি। ৩

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক বজ্রদত্তের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ ইন্দ্রের বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ অর্জুনের সহিত বজ্রদত্তের সহিত তিন দিন তিন রাত্রি যুদ্ধ চলিল। ১

অনন্তর চতুর্থ দিনে মহাবল বজ্রদত্ত হাসি হাসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ২

অর্জুন! অর্জুন! তুমি দাঁড়াও, আজ আমি তোমাকে জীবিত ছাড়িব না। তোমাকে বধ করিয়া আমি পিতার বিধি অনুসারে তর্পণ করিব। ৩

ত্বয়া বৃদ্ধো মম পিতা ভগদত্তঃ পিতুঃ সখা।
হতো বৃদ্ধো মম পিতা পিতৃত্বং মানয়ন্ ত্বোরয়া ॥ ৪
ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো বজ্রদত্তো নরাধিপঃ
প্রেষয়ামাস কৌরব্য বারণং পাণ্ডবং প্রতি ॥ ৫
সম্প্রেষ্যমাণো নাগেন্দ্রো বজ্রদত্তেন ধীমতা
উৎপতিষ্যন্নিবাকাশমবিষহ্যত্ব পাণ্ডবম্ ॥ ৬
অগ্রহস্তমুদ্যম্যেন শীকরেণ স নাগরাট্
সমৌক্ষত গুড়াকেশং শৈলং নীলমিবাম্বুদঃ ॥ ৭
স তেন প্রেষিতো রাজ্ঞা বেগবদ্ বিনদন্ মুহুঃ।
মুখাড়ম্বরসংত্রাসৈরত্যর্থং কাম্পয়ন্নিব ॥ ৮
স বৃত্তাগ্নিব নাগেন্দ্রো বজ্রদত্তপ্রচোদিতঃ।
আসসাদ দ্রুতং রাজন্ কৌরবাণাং মহারথম্ ॥ ৯
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য বজ্রদত্তস্য বারণম্
গাণ্ডীবধন্বাত্বিতো বলী ন ব্যকম্পত শক্রহা ॥ ১০

হে ভারত! যজ্ঞদত্তের নিক্ষিপ্ত কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে এবং পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সেই রাজার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১১

ক্রুদ্ধ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যমদণ্ডের ভীষণমূর্তি যেরূপ যমদণ্ডকে প্রতিরোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই হস্তীকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১২

হাতীর সর্বাঙ্গ তখন অর্জুনের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অর্জুনের দ্বারা নিবারিত হইয়া সেই শোভাশালী গজরাজ অকস্মাৎ বাল্মীকির (পর্বতের) ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৩

নিজের হস্তীকে রুদ্ধ দেখিয়া ভগদত্তপুত্র রাজা বজ্রদত্ত ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং অর্জুনের উপর তীব্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

কিন্তু মহারাজ অর্জুন নিজের শত্রুঘাতী বাণসকলের দ্বারা তাঁহার সমস্ত বাণকে নিবারিত করিলেন। ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ১৫

সেইহেতু প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি রাজা বজ্রদত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের পর্বতাকার গজরাজকে পুনরায় বলপূর্বক পরিচালিত করিলেন ॥ ১৬

তাহাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতে দেখিয়া ইন্দ্রনন্দন অর্জুন সেই হাতীর উপর এক অগ্নিসদৃশ তেজস্বী নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! সেই নারাচ হাতীর মর্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত

স পতন্ ভগ্নতে নাগো ধনঞ্জয়শরাহত:।
বিপতিব মহাশৈলো মহীং বজ্রপ্রপীড়িত:॥ ১৯
তস্মিন্ নিপতিতে নাগে বজ্রদত্তস্য পাণ্ডব:।
তং ন ভেতব্যমিত্যাহ ততো ভূমিগতা নৃপম্॥ ২০
অব্রবীদ্ধি মহাতেজা: প্রস্থিতং মাং যুধিষ্ঠির:।
রাজানস্তে ন হন্তব্যা ধনঞ্জয় কথঞ্চন॥ ২১
সর্বমেতন্নরব্যাঘ্র ভবত্যেতাবতা কৃতম্।
যোধাস্চাপি ন হন্তব্যা ধনঞ্জয় রণে ত্বয়া॥ ২২
বক্তব্যাস্চাপি রাজান: সর্বে সহসুহৃজ্জনৈ:।
যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধো ভবদ্ভিরনুভূয়তাম্॥ ২৩

ইতি ভ্রাতৃবচ: শ্রুত্বা ন হন্মি ত্বাং নরাধিপ।
উত্তিষ্ঠ ন ভয়ং তেঽস্তি শক্তিমান্ গচ্ছ পার্থিব॥ ২৪
আগন্তেব্যো মহারাজ পরাং চৈত্রীমুপস্থিতাম্।
যজ্ঞাশ্বমেধো ভবিতা ধর্মরাজস্য ধীমত:॥ ২৫
এবমুক্ত: স রাজা তু তনয়ব্যাহৃতস্তদা
তথেত্যেবাব্রবীদ্ বাক্যং পাণ্ডবেনাভিমিশ্রিত:॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি বজ্রদত্তপরাজয়ে
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়: ॥ ৭৬

তখন। সেই হাতী তখন বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। ১৮

অর্জুনের বাণে হত হইয়া পতিত হইতে হইতে সেই হাতী এরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেন বজ্রের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত এক বিশাল পর্বত পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিতেছে। ১৯

যজ্ঞদত্তের সেই হাতী ধরাশায়ী হইলে পর রাজা বজ্রদত্ত স্বয়ং ভূতলে যাইয়া পতিত হইলেন। সেই সময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন—নৃপ! তুমি ভীত হইও না। ২০

যখন আমি গৃহ হইতে প্রস্থিত হইতেছিলাম, তখন মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে বলিয়াছিলেন—ধনঞ্জয়! তুমি কোনরূপেই রাজাদিগকে বধ করিবে না। ২১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এরূপ করিলেই এই সব কিছুই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। অর্জুন! তুমি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যোদ্ধাগণকে কদাপি বধ করিবে না। ২২

তুমি সমস্ত রাজাদিগকে বলিবে যে, আপনারা সকলে সুহৃদ্‌বর্গের সহিত উপস্থিত হইবেন এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধী উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবেন। ২৩

নরনাথ! তাঁহার সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আমি উহা নিরোধার্থ তোমাকে বধ করিব না। কৃপাল! তুমি উঠ, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি কুশলের সহিত গৃহে গমন কর। ২৪

মহারাজ! আগামী চৈত্র মাসের শুক্ল পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইলে পর তুমি হস্তিনাপুরে আসিবে। সেই সময় বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজের এই উত্তম যজ্ঞ হইবে। ২৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর পরাজিত তনয়ভক্ত রাজা বজ্রদত্ত বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতা-নামে যজ্ঞদত্তের পরাজয়বিষয়ক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্ধবৈঃ সহার্জুনস্য যুদ্ধম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজন্নরং ভগবতস্তদা
বিসৃজ্য তাংস্তে তুরগে সৈন্ধবান্ প্রতি ভারত।)

সৈন্ধবৈস্তত্তবদ্ যুদ্ধং তস্যাসীত্ সুমহাত্মনঃ।
হতশেষৈর্মহারাজ হতানাঞ্চ সুতৈরপি॥ ১

তেঽবতীর্যাথ সংরম্ভাদ্ বিধিবৎ খেতবাহনম্।
প্রত্যুদ্যযুরমৃষ্যন্তো রাজানঃ পাণ্ডবর্ষভম্॥ ২

অথৈনং তে পরামৃশ্য বিধিবত্তে বিযোধিনঃ।
ন ভয়ং চক্রিরে পার্থাদ্ ভীমসেনাদনন্তরাৎ॥ ৩

তেঽবিষহ্যং রণে তস্য বজ্রিণস্য যথা হরেঃ।
বীক্ষন্তঃ প্রত্যপদ্যন্ত পদাতিনমবস্থিতম্॥ ৪

ততস্তে তং মহাবীর্যা রাজানঃ পর্যবারয়ন্
জিগীষন্তো নরব্যাঘ্রং পূর্বং বিনিকৃতা যুধি॥ ৫

তে নানাজপি গোত্রাণি কর্মাণি বিবিধানি চ।
কীর্তয়ন্তস্তদা পার্থং শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৬

তে কিরন্তঃ শরব্রাতান্ বারণপ্রতিবারণান্।
রণে ভয়মজীজনন্তঃ কৌন্তেয়ং পর্যবারয়ন্॥ ৭

তে সমীক্ষ্য চ তং কৃষ্ণমুপ্রকর্মাণমাহবে
সর্বে মুমুহিরে বীরা রথস্থাস্তং পদাতিনম্॥ ৮

তে তমাজঘ্নিরে বীরা নিবাতকবচাস্তকম্।
সংশপ্তকনিহন্তারং হন্তারং সৈন্ধবস্য চ॥ ৯

ততো রথসহস্রেণ হয়ানামযুতেন চ
কোষ্ঠীকৃত্য বীভৎসুং প্রহৃষ্টমনসোঽভবন্॥ ১০

তা ঋদ্ধা ইব যুধি বীরাঃ সিন্ধুরাজস্য চাহবে।
জয়দ্রথস্য কৌরব্য সমরে সব্যসাচিনা॥ ১১

ততঃ পর্জন্যবৎ সর্বে শরবৃষ্টীরবাসৃজন্
তৈঃ কীর্ণঃ সুতরাং পার্থো রবির্মেঘান্তরে যথা॥ ১২

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সৈন্ধবগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহারাজ ভগদত্তের পুত্র রাজা বজ্রদত্তকে পরাজিত ও প্রণত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পর যখন অর্জুনের অশ্ব সিন্ধুদেশে যাইল, তখন মহাভারতযুদ্ধে হতাবশিষ্ট সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধা ও নিহত রাজাদের পুত্রগণের সহিত কিরীটধারী অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ১

রাজন্! অশ্ব ও শ্বেতবাহন অর্জুনের নিজ রাজ্যের মধ্যে আসিবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই সিন্ধুদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ অমর্ষে পূর্ণ হইয়া সেই পাণ্ডবপ্রবর অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। ২

বিষতুল্য ভয়ঙ্কর সেই ক্ষত্রিয়গণ নিজ রাজ্যের মধ্যে উপস্থিত সেই অশ্বকে ধরিয়া ভীমসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন হইতে অল্পও ভীত হইলেন না। ৩

যজ্ঞের অশ্বের অল্প দূরেই অর্জুন হস্তে ধনু ধারণ করত পদাতি হইয়া অবস্থান ছিলেন। সেই সব ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৪

সেই মহাসমরকুশলী ক্ষত্রিয়গণ পূর্বে যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই সময় তাঁহারা অর্জুনকে জয় করিতে বাসনা করিলেন। অতএব তাঁহারা সকলেই অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ৫

তাঁহারা অর্জুনকে বিশেষের নাম, গোত্র ও নানাপ্রকার কর্মের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬

তাঁহারা এরূপ বাণসকল বর্ষণ করিলেন, যাহারা হস্তিগণেরও অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারে। তাঁহারা রণাঙ্গনে জয়াভিলাষী হইয়া পৃতনাপ্রমুখে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৭

যুদ্ধে ভয়ানক কর্মকারী অর্জুনকে পদাতি হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই সব বীরগণ রথে আরোহণ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৮

নিবাতকবচগণের সংহার, সংশপ্তকদিগের বিনাশ ও জয়দ্রথের রক্ষাকারী বীর অর্জুনের উপর সৈন্ধবগণ সর্বদিক্ দিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। ৯

এক হাজার রথ ও দশ হাজার অশ্বের দ্বারা অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে কোষ্ঠবদ্ধ করত তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ১০

কুরুনন্দন! কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সব্যসাচী অর্জুন কর্তৃক যে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া এই বীরগণ উহা কোনরূপে ভুলিতে পারিলেন না। ১১

এই সব যোদ্ধারা মেঘের ন্যায় অর্জুনের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে অর্জুন মেঘে আবৃত সূর্যের সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২

স শব্দৈঃ সমবচ্ছন্নস্তাকাশে পাণ্ডবর্ষভঃ।
পঞ্জন্যস্তনকারী কম্পন্ন ইব ভারত ॥ ১৩
ততো বাণময়ং সর্বং কৌন্তেয়েন মহীক্ষিতে।
ত্রৈলোক্যমভবদ্ রাজন্ রবিরাসীচ্চ নিষ্প্রভঃ ॥ ১৪
ততো বভৌ মহারাজ মারুতো লোমহর্ষণঃ
রাহুগ্রস্তপ্রভাদিত্যা যুগপৎ সোমজেষ চ ॥ ১৫
উল্কাশ্চ ভস্মিরে সূর্যাৎ বিকীর্যন্তাঃ সমন্ততঃ
বেপথুশ্চাভবদ্ রাজন্ কৈলাসস্য মহাগিরেঃ ॥ ১৬
মুমুচুঃ বাসমস্ত্রাক্ষ্যঃ দুঃখ-শোকসমন্বিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো জাতভয়াস্তথা দেবর্ষয়োঽপি চ ॥ ১৭
শশং চাস্ত বিনিষ্ক্রিষ্ট মণ্ডলং শশিনোঽপতৎ
বিপরীতা দিশশ্চাপি সর্বা ধূমাকুলাস্তথা ॥ ১৮
রাসভারুণসঙ্কাশা বহুশস্তঃ সবিদ্যুতঃ।
বিপরীতা দিশশ্চাপি সর্বা ধূমাকুলাস্তথা ॥ ১৯

এবমাসীৎ তদা বীরে শরবর্ষেণ সাবৃতে।
কাল্গুনে ভরতশ্রেষ্ঠ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২০
তত্র তেনাবকীর্ণস্য শরজালেন সর্বতঃ
মোহাৎ পপাত গাণ্ডীবমাযাপশ্চ তরাদপি ॥ ২১
তস্মিন্ মোহমুপাপন্নে শরজালং মহৎ তদা।
সৈন্ধবা মুমুচুস্তূর্ণং সত্বরাঃ মহারথে ॥ ২২
ততো মোহসমাপন্নং জ্ঞাত্বা পার্থং দিবৌকসঃ।
সর্বে বিত্রস্তমনসস্তস্য শান্তিকৃতোঽভবন্ ॥ ২৩
ততো দেবর্ষয়ঃ সর্বে তথা সপ্তর্ষয়োঽপি চ।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ বিজয়ং জেপুঃ পার্থস্য ধীমতঃ ॥ ২৪
ততঃ প্রহৃষ্টো দেবৈঃ পার্থস্তেজসি পাবিষ।
তস্তাবচলবদ্ ধীমান্ সংগ্রামে শস্ত্রমাস্থিতঃ ॥ ২৫
বিচকর্ষ ধনুর্দিব্যং ততঃ কৌরবনন্দনঃ।
বজ্রসোদেহ শব্দোঽভূন্মহাংস্তস্য পুনঃ পুনঃ ॥ ২৬

ভরতনন্দন! সেই সময় বাণসমূহে আচ্ছাদিত পাণ্ডবপ্রবর অর্জুন শিলাময়ী বিচলনকারী পক্ষীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ১৩

রাজন্! কুন্তীকুমার অর্জুন যখন এইভাবে বাণসমূহে পীড়িত হইলেন, তখন তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ত্রিভুবনের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল এবং সূর্যদেব প্রভাহীন হইয়া পড়িলেন। ১৪

মহারাজ! সেই সময় রোমাঞ্চকারী প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাহু একই কালে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিল। ১৫

চারিদিক্ বিকীর্ণ করিয়া পতিত উল্কাসমূহ সূর্যকে আঘাত করিতে লাগিল। রাজন্! সেই সময় মহাপর্বত কৈলাসও কাঁপিয়া উঠিল। ১৬

সপ্তর্ষি ও দেবর্ষিগণেরও ভয় উৎপন্ন হইল। তাঁহারা দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৭

সূর্যোক্ত উল্কাসমূহ চন্দ্রের মধ্যে স্থিত শশচিহ্ন ভেদ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিক্‌সমূহ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া বিপরীতভাবে প্রতীত হইতে থাকিল। ১৮

গর্দভ ও অরুণবর্ণের সংমিশ্রণে যে বর্ণ হয়, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট মেঘ আকাশকে আবৃত করিয়া রক্ত এবং বাদল বর্ণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে বিদ্যুৎও চমকিত হইতেছিল এবং বিদ্যুৎও প্রস্ফুটিত হইতেছিল। ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! বীর অর্জুন সেই সময় শরসমূহের বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে এতাদৃশ বহু উৎপাত উদ্ভূত হইল। ইহা তখন যেন অদ্ভুত বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল।

সেই বাণসমূহের দ্বারা সর্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া অর্জুনের মোহ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব বহু ও ধনুঃও পতিত হইল। ২১

মহারথী অর্জুন যখন মোহগ্রস্ত ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, সেই সময়েও সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধারা তাঁহার উপর সত্বরে প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া যাইতেন। ২২

তাহার পর অর্জুনকে মোহাচ্ছন্ন জানিয়া সমস্ত দেবতাগণ মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার জন্য শান্তির উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত হইলেন। ২৩

অনন্তর সমস্ত দেবর্ষি, সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ মিলিত হইয়া বুদ্ধিমান্ অর্জুনের বিজয়ের জন্য মন্ত্রজপ আরম্ভ করিলেন। ২৪

পৃথ্বীনাথ! তদনন্তর দেবতাগণের প্রভাবে অর্জুনের তেজ পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং মহাত্মসমূহে অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ অনন্ত রণাঙ্গনে পর্বততুল্য অবিচলভাবে অবস্থান হইলেন। ২৫

তাহার পর কুরুবংশের আনন্দবর্ধন অর্জুন নিজের দিব্য গাণ্ডীব-

ততঃ স শরবর্ষাণি প্রত্যমিত্রান্ প্রতি প্রভুঃ
ববর্ষ ধনুষা পার্থো বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥ ২ ।
ততস্তে সৈন্ধবা যোধাঃ সর্ব এব সরাজকাঃ ।
ব্যসৃজন্ত শরৈঃ কীর্ণাঃ শলভৈরিব পাদপাঃ ॥ ২৮
তস্য শব্দেন বিত্রেসুর্ভয়ার্তাশ্চ বিদুদ্রুবুঃ ।
মুমুচুশ্চাপ্যু শোকার্তা ততশ্চুক্রুশিরে চ সৈন্ধবাঃ ॥ ২৯
তাংস্তু সর্বান্ নরব্যাঘ্রঃ সৈন্ধবান্ ব্যচরদ্ বলী ।
অলাতচক্রবদ্ রাজন্ শরজালৈঃ সমার্পয়ৎ ॥৩০

তদিন্দ্রজালপ্রতিমং বাণজালমমিত্রহা ।
বিসৃজ্য দিক্ষু সর্বাসু মহেন্দ্র ইব বজ্রভৃৎ ॥ ৩১
মেঘজালনিভং সৈন্যং বিদার্য শরবৃষ্টিভিঃ ।
বিবভৌ কৌরবশ্রেষ্ঠঃ শরদীব দিবাকরঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি সৈন্ধবযুদ্ধে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

বহুতে গুণ আরোপণ করিলেন। সেই সময় উহা হইতে পুনঃ পুনঃ মন্দ্রের (মেঘনির্ঘোষের) ন্যায় প্রচণ্ড টঙ্কার-ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ২৬

ইহার পর ইন্দ্র যেরূপ জল বর্ষণ করেন, সেইরূপ প্রতাপশালী পার্থ নিজের ধনুষ হইতে শত্রুগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তদনন্তর পার্থের বাণসমূহে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত সৈন্ধব-যোদ্ধারা পতঙ্গদলে আবৃত বৃক্ষসকলের ন্যায় হতাসহ অবৃত হইয়া যাইলেন ॥ ২৮

সকল যোদ্ধাই গাণ্ডীব-ধনুষ টঙ্কার-ধ্বনিতে ভীত হইয়া পড়িলেন। বহু যোদ্ধা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিলেন এবং অনেক সৈন্ধব-যোদ্ধা শোকে পীড়িত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং শোকপ্রকাশ করিতে থাকিলেন ॥ ২৯

রাজন্! এই সময় মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন অলাতচক্রের (প্রজ্বলিত ও ঘূর্ণিত কাষ্ঠবণ্ডের) ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সমস্ত সৈন্ধবযোদ্ধার উপরেই বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

শত্রুহন্তা অর্জুন বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সমস্ত দিক্‌সমূহে ইন্দ্রজালের তুল্য বাণসমূহের জাল বিস্তার করিলেন ॥ ৩১

যেরূপ শরৎকালের সূর্য মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিজের বাণবর্ষণে শত্রুসেনাকে বিদীর্ণ করিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে সৈন্ধবগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সৈন্ধবৈঃ সহার্জুনস্য যুদ্ধবর্ণনম্, দুঃশলায়া অনুরোধেন তস্য পরিসমাপ্তিশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো গাণ্ডীবভৃচ্ছূরো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ।
বিবভৌ যুধি দুর্ধর্ষো হিমবানচলো যথা ॥ ১

ততস্তে সৈন্ধবা যোধাঃ পুনরেব ব্যবস্থিতাঃ ।
ব্যসৃজন্ত সুসংরব্ধাঃ শরবর্ষাণি ভারত ॥ ২
তান্ গ্রহসা মহাবাহুঃ পুনরেব ব্যবস্থিতান্ ।
তত্র শ্রোবাচ কৌন্তেয়ো মুমূর্ষূন্ হসতা গিরা ॥৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সৈন্ধবগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ এবং দুঃশলার অনুরোধে উহার সমাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর গাণ্ডীবধারী বীরবর অর্জুন যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। এই দুর্ধর্ষ বীর সেই রণাঙ্গনে হিমবান্‌পর্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিয়া অভিনব শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১

ভরতকুলনন্দন! তাহার পর অন্যদিকের সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধারা পুনরায় সংগঠিত হইয়া অবস্থান করত অত্যন্ত ক্রোধে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

সেই সময় মহাবাহু কুন্তীনন্দন অর্জুন পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিতে উদ্যুক্ত সৈন্ধবগণকে সম্বোধন করিয়া হাস্য করিতে করিতে মধুর ভাষায় বলিলেন—বীরগণ! তোমরা পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ কর এবং আমাকে জয় করিবার জন্য বিশেষ যত্ন কর ॥ ৩

যুধ্যধ্বং পরয়া শক্ত্যা যতধ্বং বিজয়ে মম ॥ ৩
কুরুধ্বং সর্বকার্যাণি সহধ্বং যো ভরো মম
এষ বোৎস্যামি সর্বাংস্তু নিবার্য্য শরবাগুরাম্ ॥ ৪
তিষ্ঠধ্বং যুদ্ধমনসো দর্পঃ শমিষ্যতি বঃ
এতাবদুক্ত্বা কৌরব্যো যোধান্ গাণ্ডীবকৃত্ তদা ॥ ৫
ততোঽব্রবীদ্ বচনং স্মৃত্যা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভারত ।
ন হন্তব্যা রণে ত্বাভ ক্ষত্রিয়া বিজিগীষবঃ ॥ ৬
জেতব্যাস্তেতি যৎ প্রোক্তং ধর্মরাজ্ঞা মহাত্মনা ।
চিন্তয়ানস স তদা ফাল্গুনঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭
ইত্যুক্তোঽহং নরেন্দ্রেণ ন হন্তব্যা নৃপা ইতি ।
কথা তত্র মৃষেয়ং স্যাদ্ ধর্মরাজবচঃ শুভম্ ॥ ৮
ন যুদ্ধেরংস্তে রাজানো রাজন্যাজ্ঞা কৃতা ভবেৎ ।
ইতি সংচিন্ত্য স তদা ফাল্গুনঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৯

প্রোবাচ বাক্যং ধর্মজ্ঞঃ সৈন্ধবান্ যুদ্ধদুর্মদান্
শ্রেয়ো বদামি যুষ্মাকং ন হিংসেয়মবস্থিতান্ ॥ ১০
যস্ত যজ্ঞতি সংগ্রামে তথাস্মীতি পরাজিতঃ ।
একস্ত্রুত্বা বচো মহ্যং কুরুধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ১১
ততোঽহমথ কৃষ্ণস্য ভবিষ্যথ মহাজিতাঃ ।
এবমুক্ত্বা তু তান্ বীরান্ যুযুধে কুরুপুঙ্গবঃ ॥ ১২
অর্জুনোঽতীব সংক্রুদ্ধঃ সংক্রুদ্ধৈর্বিজিগীষুভিঃ ।
শতং শতসহস্রাণি শরাণাং সমপর্যধাম্ ॥ ১৩
মুমুচুঃ সৈন্ধবা রাজংস্তদা গাণ্ডীবধন্বনি
শরানাপততঃ ক্রুদ্ধানাশীবিষবিষোপমান্ ॥ ১৪
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈরন্তরা স ধনঞ্জয়ঃ
ছিত্বা তু তানি তৈবৈ কঙ্কপত্রান্ শিলাশিতান্ ॥ ১৫
একৈকমেষাং সমরে বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ
ততঃ প্রাণাংশ্চ শক্তীশ্চ পুনরেব ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৬

তোমরা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শত্রু তোমাদের আজ মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই দেখ, আমি তোমাদের বাণজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তোমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৪

মনে মনে যুদ্ধ করিবার বাসনা লইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান কর। আমি তোমাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিব। ভারত! গাণ্ডীবধারী কুরুনন্দন অর্জুন শত্রুগণকে এই কথা বলিয়া নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক কথিত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ধর্মরাজ বলিয়াছিলেন যে, ভাত! রণক্ষেত্রে আগমনকারী ক্ষত্রিয়দিগকে তুমি বধ করিবে না। অথচ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবে। এই কথা স্মরণ করিয়া পুরুষপ্রবর অর্জুন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫-৯

অহো! মহাত্মা বলিয়াছেন যে, তুমি ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিবে না। ধর্মরাজের এই মহাবাক্য তোমাদেরই যেন মিথ্যা না হয়। রাজারা যাহাতে নিহত না হন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাও যাহাতে পালিত হয়, ইহার জন্য আমার এখন কি করা উচিত? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পুরুষপ্রবর অর্জুন ঘনোন্নত সেই সৈন্ধবগণকে এই কথা বলিলেন। ৮-১০½

যোদ্ধাগণ! আমি তোমাদের কল্যাণলাভের উপায় বলিতেছি। তোমাদের মধ্যে যে কেহ যদি পরাজয় স্বীকার করিয়া রণক্ষেত্রে এই কথা বলে যে, আমি আপনার, আপনি আমাকে জয় করিয়াছেন এবং সে আমার সম্মুখে অবস্থান হয়, তবে আমি তাহাকে বধ করিব না। আমার এই কথা শুনিয়া তোমাদের যাহা নিজেদের হিত বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কর। ১১

যদি আমার কথায় বিশ্বাসে তোমরা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হও, তবে আমার দ্বারা শীক্ষিত হইয়া তোমরা অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইবে। সেই বীরগণকে এরূপ বলিয়া কুরুকুলতিলক অর্জুন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যোদ্ধগণের ও বিজয়াভিলাষী সৈন্ধবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১২½

রাজন্! সেই সময় সৈন্ধবগণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনের উপর আয়তপর্ব্বযুক্ত এক কোটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১৩½

বিপক্ষ সৈন্যদিগের সেই সব বাণকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তৎসমস্তই মধ্যপথে ছেদন করিলেন। ১৪½

শিলাশাণিত ও কঙ্কপক্ষযুক্ত সেই সব বাণকে নষ্ট ছেদন করিয়া সমরাঙ্গণে অর্জুন সৈন্যবীরগণের প্রত্যেককেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। ১৫½

অনন্তর অস্ত্রবলের কথা স্মরণ করিয়া সৈন্ধবগণ অর্জুনের উপর পুনঃ বহুসংখ্যক বাণ ও শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১৬½

জয়দ্রথং হতং দৃষ্ট্বা তিষ্ঠিপুঃ সৈন্ধবা নৃপাঃ
তেষাং কিরীটী সঙ্ক্রুদ্ধঃ মোঘং চক্রে মহাবলঃ ॥ ১৭
সর্বাংস্তানন্তরা ছিত্ত্বা তদা তূণীরশ পাণ্ডবঃ
তথৈবাপততাং তেষাং যোধানাং জয়গৃদ্ধিনাম্ ॥ ১৮
শিরাংসি পাতয়ামাস তূণৈঃ সন্নতপর্বভিঃ
তেষাং প্রদ্রবতাং চাপি পুনরেবাভিধাবতাম্ ॥ ১
নিবর্তন্তাঞ্চ শব্দোঽভূৎ পূর্ণসোম ইবোদধেঃ।
তে বধ্যমানাস্তু তদা পার্থেনামিততেজসা ॥ ২০
যথাপ্রাণং যথোৎসাহং যোধয়ামাসুরর্জুনম্
ততস্তে ক্রান্তনেনাজৌ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২১
কৃত্বা বিসংজ্ঞা ভূয়িষ্ঠং ক্লান্তবাহন-সৈনিকাঃ।
তাংস্তু সর্বান্ পরিশ্রান্তান্ বিদিত্বা ধৃতরাষ্ট্রজা ॥ ২২
দুঃশলা বালমাদায় নপ্তারং প্রযযৌ তদা
সুরথস্য সুতং বীরং রথেনাথাগতং তদা ॥ ২৩

শান্তার্থং সর্বযোধানামভ্যগচ্ছত পাণ্ডবম্।
সা বনজ্বরমাসাদ্য রুরোদার্তস্বরং তদা ॥ ২৪
বনঞ্জয়োঽপি তাং দৃষ্ট্বা বহুবিলপতীং প্রভুঃ।
সমুৎপত্য রথাৎ পার্শ্বে বিধিবদ্ ভগিনীং তদা ॥ ২৫
প্রাহ কিং করবাণীতি সা চ তং প্রত্যুবাচ হ
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ স্বসুরীয়স্যাত্মজঃ শিশুঃ ॥ ২৬
অভিমন্যুরতে পার্থ তং পশ্য পুরুষর্ষভ।
ইত্যুক্তস্তস্য পিতরং স পপ্রচ্ছার্জুনস্তদা ॥ ২৭
তামাবিষ্টাং ততো রাজন্ দুঃশলা বাক্যমব্রবীৎ।
পিতৃশোকাভিসন্তপ্তো বিষাদার্তোঽস্য বৈ পিতা ॥ ২৮
পঞ্চত্বমগমদ্ বীরো যথা তন্মে নিবোধত।
স পূর্বং পিতরং শ্রুত্বা হতং যুদ্ধে দুরাসদম্ ॥ ২৯
ব্যাদায়তাক্ষ সংক্রুদ্ধো যুদ্ধায় সমুপাবিশৎ।
পিতুস্তু মৃত্যুসংযোগোঽজহাৎ প্রাণান্ ধনঞ্জয় ॥ ৩০

কিন্তু ধনাবহী কিরীটধারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তাঁহাদের সেই সমস্ত ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তিনি সেই সব প্রাণ ও শক্তিসমূহ যথাপথেই ছেদন করত গর্জন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তারপর জয়াভিলাষী হইয়া আক্রমণকারী সেই সৈন্ধব-যোদ্ধাগণের মস্তকসকল তিনি আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণমুখের দ্বারা ছেদন করত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তাঁহাদের মধ্যে কিছু যোদ্ধা পলায়ন করিলেন, কিছু যোদ্ধা পুনরায় যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইলেন এবং অনেক যোদ্ধা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সকলের কোলাহল তখন জলে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥১৯॥

অমিততেজস্বী অর্জুন কর্তৃক নিহত হইতে থাকিলেও সেই সৈন্ধব-যোদ্ধারা বল ও উৎসাহ অনুসারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২০॥

তাহাদের সেই যুদ্ধে অর্জুন আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহে অধিকাংশ সৈন্ধব-বীরগণকে সংজ্ঞাহীন করিয়া দিলেন। এই সময় তাঁহাদের বাহন ও সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল ॥২১॥

সমস্ত সৈন্য বীরগণের অত্যন্ত ভাই-ভোগের কথা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধরাজের পুত্রী দুঃশলা নিজের পুত্র সুরথের বীর পুত্র ও নিজের পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া রথের দ্বারা তাড়াতাড়ি পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য ছিল, সব যোদ্ধারা যুদ্ধ পরিহার করিয়া যাহাতে শান্ত হইয়া যান ॥২২-২৩॥

তিনি অর্জুনের নিকট আসিয়া তখন আর্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শক্তিশালী অর্জুনও তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া নিজের রথ থামিয়া দিলেন ॥২৪॥

রথ থামিয়া দিয়া কৃতীনন্দন অর্জুন বিধি অনুসারে তাঁহার সৎকার করিয়া ভগিনীকে বলিলেন—বল, আমি তোমার কোন্ প্রিয় কার্য করিব? তখন দুঃশলা উত্তরে বলিলেন ॥২৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শিশু তোমার ভগিনীপুত্র (ভাগ্নে) সুরথের ঔরসজাত সন্তান। পুরুষপ্রবর পার্থ! তুমি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত কর, সে তোমাকে প্রণাম করিতেছে ॥২৬॥

রাজন্! দুঃশলা এই কথা বলিলে পর অর্জুন সেই বালকের পিতা সুরথের বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন—ভগিনি! সুরথ কোথায়? তখন দুঃশলা এই কথা বলিলেন ॥২৭॥

ভ্রাতঃ! এই বালকের পিতা বীর সুরথ পিতৃশোকে সন্তপ্ত ও বিষাদে পীড়িত হইয়া যেভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥২৮॥

আমার পুত্র সুরথ পূর্বেই শুনিয়াছিল যে, অর্জুনের হস্তেই আমার পিতার মৃত্যু হইবে। ইহার পর যখন তাহার কর্ণগোচর হইল যে, তুমি অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে যুদ্ধের জন্য এখান পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছ, তখন পিতার দুঃখে পীড়িত হইয়া নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥২৯-৩০॥

প্রাপ্তো বীভৎসুরিত্যেষ নাম শ্রুত্বৈব তেঽনঘ
বিষাদার্ত: পপাতোর্ব্যাং মমার চ মহাযশা: ৩১
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ ভর্তৃস্নেহাদ্বরাঙ্গনা: প্রভো
গৃহীত্বা সমুপ্রাপ্তো যামস্ত শরশৈথিলী। ৩২
ইত্যুক্ত্বাঽঽর্তস্বরা সা তু মুমোচ ধৃতরাষ্ট্রজা
দীনা দীনং স্থিতা পার্শ্বমভিবীক্ষ্যাপ্যধোমুখম্ ৩৩
অসায়ং সমবেক্ষ্যৈব স্নুষাস্তাস্তদৈব চ
কর্তুমর্হসি মর্যাদো দয়াং কুরুকুলোদ্বহ। ৩৪
বিস্মৃত্য কুরুরাজানং তং চ মন্দং জয়দ্রথম্
অভিমন্যোর্বধাচ্চাপি পরিক্লিষ্টং পরন্তপ। ৩৫
তথাপ্যং সুরথাজ্ঞাতো মম পৌত্রো মহাভুজ:
তমাদায় নরব্যাঘ্র সম্প্রাপ্তোঽস্মি তবান্তিকম্। ৩৬
শমার্থং সর্বযোধানাং শৃণু যেন বধো মম।
আগতোঽহং মহাবাহো তস্য মন্দস্য পুত্রক:। ৩৭

প্রসাদয়স্ব বালস্য তস্মাৎ ত্বং কর্তুমর্হসি
এষ প্রসাদ্য শিরসা প্রণয়ার্থমরিন্দম। ৩৮
যাচতে ত্বাং মহাবাহো সমং গন্তুং ধনঞ্জয়
বালস্য হ্যবয়স্কোঽস্ত পার্থ কিল্বিষমাত্মন:। ৩৯
প্রসাদং কুরু ধর্মজ্ঞ মা মন্যুবশমন্বগা:
ঔরসার্থ্যং নৃশংসঞ্চ বিস্মৃত্যাস্য পিতামহম্। ৪০
আগস্কারিণমত্যর্থং প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
এবং ক্রুবত্যাং করুণং দু:খলায়াং ধনঞ্জয়:। ৪১
সান্ত্বয়ন্ দেবীং গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পার্থিবম্।
উবাচ দু:খ-শোকার্ত: অশ্রুকণ্ঠ: যাদৃচ্ছয়ং। ৪২
যৎকৃতে বান্ধবা: সর্বে মহান্তীতা বধক্ষয়ম্
ইত্যুক্ত্বা বস্ত্র সান্ত্বাদি প্রসাদমকরোজ্জয়:। ৪৩
পরিষজ্য চ তাং প্রীত্যা বিসসর্জ গৃহান্ প্রতি। ৪৪

নিষ্পাপ! 'অর্জুন আসিয়াছে' এই তোমার মাতৃমুখে শুনিয়াই আমার পুত্র দুরন্ত বিষাদে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং মৃত্যুবরণ করিল। ৩১

প্রভো! তাহাকে এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ৩২

এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রী দু:শলা দীন হইয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীন দশা দেখিয়া অর্জুনও দীনভাবে নিজের মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময় দু:শলা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ৩৩

আর্তা! তুমি কুরুকুলের মর্যাদা-রক্ষণ ও ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ। অতএব দয়া কর, নিজের এই দু:খিনী ভগিনীকে দেখ এবং ভাগিনের সুরথের পুত্রের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি কর। ৩৪

মন্দবুদ্ধি কুরুরাজ দুর্যোধন ও জয়দ্রথকে ভুলিয়া গিয়া আমাদের রক্ষা কর। যেরূপ অভিমন্যু হইতে শত্রুবীরেরা পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছে, সেইরূপ সুরথ হইতে এই আমার মহাবাহু পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত যোদ্ধাগণকে শান্ত করিবার জন্য আজ তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর। ৩৬

মহাবাহো! এই সেই মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথের পৌত্র তোমার শরণাগত হইয়াছে, অতএব এই বালকের উপর তুমি কৃপা কর। ৩৭

শত্রুসূদন মহাবাহু ধনঞ্জয়! এই বালক অবশ্যকর্তব্যে তোমাকে প্রসন্ন করত তোমার নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে এখন তুমি শান্ত হইয়া যাও। ৩৮

সে অবোধ বালক, কিছুই জানে না। ইহার পিতামহী বন্ধুরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধর্মজ্ঞ অর্জুন! অতএব তুমি ইহার প্রতি কৃপা কর, ক্রোধের বশীভূত হইও না। ৩৯

এই বালকের পিতামহ জয়দ্রথ অনার্য, নৃশংস ও তোমার অপকারকারী ছিলেন। তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া যাও এবং এই বালকের উপর কৃপা কর। ৪০

যখন দু:শলা এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন অর্জুন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবীর কথা স্মরণ করত দু:খ ও শোকে পীড়িত হইয়া কম্পিতস্বরে নিম্ন বলিতে থাকিলেন। ৪১-৪২

সেই কার্য-বশতঃ যাহার জন্য আমি নিজের সমস্ত বান্ধবগণকে বধস্বরূপে প্রেরণ করিয়াছি। এই কথা বলিয়া অর্জুন দু:শলাকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁহার প্রতি নিজের প্রসন্নতার পরিচয় দিলেন। তারপর তাঁহাকে প্রীতি সহকারে আলিঙ্গন করিয়া গৃহের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। ৪৩-৪৪

দুঃশলা চাপি তান্ যোধান্ নিবার্য মহতো দ্রুবাৎ।
সম্পূজ্য পার্থং প্রযযৌ পুরস্কৃত্যৈব তানপি ॥ ৪৫
এবং বিজিত্য তান্ বীরান্ সৈন্ধবান্ স ধনঞ্জয়ঃ
অন্বগাদশ্ব মেধস্য হয়ং কামবিচারিণম্ ॥ ৪৬
ততো যুগশিরাকাশে যথা দেবঃ পিনাকধৃক্
সসার তং তথা বীরো বিধিবদ্ যজ্ঞিয়ং হয়ম্ ॥ ৪৭
স চ রাজা যথেষ্টেন তানুদারান্ দেশান্ যথাক্রমম্।
বিচচার যথাকামং কর্ম পার্থস্য বর্ধয়ন্ ॥ ৪৮
ক্রমেণ স হয়শ্রেষ্ঠং বিচরন্ পুরুষর্ষভ
মণিপুরপতের্দেশমুপায়াৎ সহসাত্মজঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি সৈন্ধবপরাজয়ে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

তদনন্তর দুর্যোধনা দুঃশলা সেই মহাবলকে হইতে বিপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে নিষ্ফল করিয়া অর্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে বীর পুর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

এইরূপে সৈন্ধব বীরগণকে পরাজিত করিয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী ও যথাস্থান অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে অর্জুন গমিত হইলেন ॥৪৬

যেরূপ পিনাকধারী মহাদেব আকাশে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ বীর অর্জুন বিধি অনুসারে সেই যজ্ঞের অশ্বের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

সেই অশ্ব যথেচ্ছ গতিতে ক্রমশঃ সকল দেশে ভ্রমণ করত অর্জুনের পরাক্রম বিস্তারপূর্বক ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে করিতে অর্জুনের সহিত মণিপুরপতির রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে সৈন্ধবগণের পরাজয়-বিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-বভ্রুবাহনয়োর্যুদ্ধম্, অর্জুনস্য মৃত্যুশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু নৃপতিঃ প্রাপ্তং পিতরং বভ্রুবাহনঃ।
নির্যযৌ বিনয়েনাথ ব্রাহ্মণার্থপুরঃসরঃ ॥ ১
মণিপুরেশ্বরং জ্ঞাত্বমুপয়ান্তং ধনঞ্জয়ঃ
নাভ্যনন্দৎ স মেধাবী ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ২
উবাচ চ স ধর্মাত্মা সমন্ত্রিঃ কারুনন্দনঃ
প্রক্রিয়েয়ং ন তে যুক্তা বহ্নিত্বং ক্ষত্রধর্মতঃ ॥ ৩
সংরক্ষ্যমাণং তুরগং যৌধিষ্ঠিরমুপাগতম্।
যজ্ঞিয়ং বিদ্ধি মাং নাথোৎসীঃ কিং নু পূরুষ ॥ ৪
বিদ্ধ্যাবজ্ঞাং সুদুর্বুদ্ধিং ক্ষত্রধর্মবহিষ্কৃতম্।
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্তং সান্ত্বেনৈব প্রত্যগৃহ্ণাঃ ॥ ৫
ন ত্বয়া পুরুষার্থো হি কশ্চিদস্তীহ জীবতা
যস্ত্বং স্ত্রীবদ্ যথাপ্রাপ্তং মাং সান্ত্বা প্রত্যগৃহ্ণাঃ ॥ ৬

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ এবং অর্জুনের মৃত্যু।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মণিপুরের নৃপতি বভ্রুবাহন যখন শুনিলেন যে, আমার পিতা অর্জুন আসিয়াছেন তখন তিনি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করত বহু ধন লইয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত তাঁহাকে অর্চনা করিবার জন্য নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১

মণিপুরপতি বভ্রুবাহনকে সেই ভাবে আসিতে দেখিয়া পরম বুদ্ধিমান্ ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয়-ধর্মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন না ॥ ২

সেই সময় ধর্মাত্মা অর্জুন কুপিত হইয়া বলিলেন—পুত্র! তোমার এই কার্য্য উপযুক্ত নয়। মনে হইতেছে, তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছ ॥ ৩

পুত্র! আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্বকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার রাজ্যসীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তবে তুমি কেন আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ না? ৪

তুমি এ জগতে জীবিত থাকিয়াও কোনও পুরুষার্থ কর নাই। যেহেতু তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় যুদ্ধের জন্য এখানে উপস্থিত আমাকে সামনীতির দ্বারা সম্ভাষণ করিতেছ ॥ ৬

যদ্যহং হতশস্ত্রস্ত্বামাগচ্ছেয়ং সুদুর্মতে।
প্রক্ষিপেয়ং তবেষূ তূণা তাবৎ তব ব্রজাধম ॥৭
তদেবমুক্তঃ ক্রুদ্ধস্তু বিদিত্বা পন্নগাত্মজা।
অমৃষ্যমাণা ভিত্ত্বোর্বীমূলূপী রসাতলম্ ॥ ৮
সা দদর্শ ততঃ পুত্রং বিমুক্তকবচধ্বজম্।
সন্তর্জ্যমানমসকৃৎ পিত্রা বৃদ্ধেন বিহ্বলা প্রভো ॥ ৯
ততঃ সা চারুসর্বাঙ্গী সমুপেত্যোরগাত্মজা।
উলূপী প্রাহ বচনং বর্ম্মণা বর্ম্মিণং সুতম্ ॥ ১০
উলূপীং মাং নিবোধ ত্বং মাতরং পন্নগাত্মজাম্।
কুরুষ বচনং পুত্র ধর্ম্মস্তে ভবিতা পরঃ ॥ ১১
ধৃত্যৈষেনং কুরুশ্রেষ্ঠং পিতরং বৃদ্ধদুর্মদম্।
এবমেব হি তে প্রীতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১২
এবং দুর্মর্ষিতো রাজা স মাত্রা বভ্রুবাহনঃ।
মনশ্চক্রে মহাতেজা যুদ্ধায় ভরতর্ষভ ॥ ১৩
সংনহ্য কাঞ্চনং বর্ম্ম শিরস্ত্রাণঞ্চ ভানুমৎ
তূণীরশতসম্বাধমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥
সর্বোপকরণোপেতং যুক্তমশ্বৈর্মনোজবৈঃ।
সচক্রোপস্করং শ্রীমান্ হেমজালপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৫
পরমাচিতমুচ্ছ্রিত্য ধ্বজং সিংহং হিরণ্ময়ম্।
প্রযযৌ পার্থমুদ্দিশ্য স রাজা বভ্রুবাহনঃ ॥ ১৬
ততোঽভ্যেত্যাথ হয়ং বীরো বভ্রুঃ পার্থরক্ষিতম্
গ্রাহয়ামাস পুরুষৈর্হয়শিক্ষাবিশারদৈঃ ॥ ১৭
গৃহীত্বা বাজিনং দৃষ্ট্বা প্রীতাত্মা স বভ্রুবাহনঃ
পুত্রং প্রবদ্ধং তুষ্টঃ সংস্তবাবরদার্হবে ॥ ১৮
স তত্র রাজা তং বীরং শরনৈর্হয়বেগদঃ।
অর্দয়ামাস নিশিতৈস্তীক্ষ্ণবিষবিষোপমৈঃ ॥১৯

নরাধম! তুমি অতিশয় দুর্মতি। যদি আমি অস্ত্র ত্যাগিয়া যুদ্ধস্থলে তোমার নিকট আসিতাম, তাহা হইলে তোমার এরূপ বাক্য বলা উপযুক্ত হইত ॥ ৭

পতিদেব অর্জুন যখন নিজের পুত্র বভ্রুবাহনকে এরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় নাগকন্যা উলূপী সেই কথা শ্রবণ করত তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার দ্বারা হত পুত্রের জীবিতদান সহ করিতে না পারিয়া পৃথিবীকে ভেদ করত সেখানে চলিয়া আসিলেন ॥ ৮

প্রভো! তখন তিনি দেখিলেন যে, পুত্র বভ্রুবাহন অবোমুখ হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে এবং বৃদ্ধাত্মা পিতা তাঁহার প্রতি বারংবার তর্জন-গর্জন করিতেছেন। সেই সময় মনোরমা অবলোকিতা নাগকন্যা উলূপী বর্ম্মবিহীন বভ্রুবাহনের নিকট আসিয়া এই বর্ম্মসহ বাক্য বলিলেন ॥ ৯-১০

পুত্র! তুমি জানিও যে, আমি তোমার বিমাতা নাগকন্যা উলূপী। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ইহাতে তোমার উত্তম ধর্ম লাভ হইবে ॥ ১১

তোমার পিতা কুরুকুলের জ্যেষ্ঠ বীর এবং যুদ্ধের মদে উন্মত্ত। অতএব তুমি ইঁহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ কর। এরূপ করিলে তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! মাতার দ্বারা এইভাবে অবমান উৎপাদিত হইলে পর মহাবেগশালী রাজা বভ্রুবাহন মনে মনেই যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন ॥ ১৩

দুর্মর্ষিত বভ্রু যখন মহান তেজস্বী শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া শত শত তূণীরে পরিপূর্ণ উত্তম রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

সেই রথে সকলপ্রকার যুদ্ধ সামগ্রী সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, মনের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্ব যোজিত ছিল, চক্র ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুত ছিল এবং স্বর্ণের জাল তাঁহার শোভা বর্ধন করিতেছিল। সুবর্ণেই দ্বারা এই রথ নির্মিত হইয়াছিল। তাহার উপর সিংহের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতেছিল। এই পরমপূজিত উত্তম রথে আরোহণ করত শ্রীমান্ রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥১৫-১৬

বুদ্ধিমান অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত সেই যজ্ঞের অশ্বের নিকট গমন করত সেই বীর অশ্বশিক্ষাবিশারদ পুরুষগণের দ্বারা অশ্বকে ধরিয়া আনাইলেন ॥ ১৭

অশ্বকে ধৃত হইতে দেখিয়া অর্জুন মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। যদিও তিনি তখন ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তথাপি রথে উপবিষ্ট পুত্র বভ্রুবাহনের রণাঙ্গনে অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তাহা বভ্রুবাহন সেখানে নিজের বীর পিতাকে বিবিধ তর্কযুক্ত বিষাক্ত ও শানিত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করত অনেক বার পীড়িত করিলেন ॥ ১৯

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং পিতুঃ পুত্রস্য চাদ্ভুতম্
দেবাসুরসমপ্রখ্যমুভয়োঃ প্রীয়মাণয়োঃ। ২০
কিরীটিনং প্রবিব্যাধ শরেণানতপর্ব্বণা।
তত্রুদেশে নরব্যাঘ্রং প্রহসন্ বজ্রবাহনঃ। ২১
সোঽভ্যগাৎ সহ পুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ
বিনির্ভিদ্য চ কৌন্তেয়ং প্রাবিশেৎ মহীতলম্। ২২
স সাদ্ভবেদনো ধীমানালম্ব্য ধনুরুত্তমম্
দিব্যং তেজঃ সমাবিশ্য প্রদীপ্ত ইব সোঽভবৎ। ২৩
স সংজ্ঞামুপলভ্যাথ প্রশস্য পুরুষর্ষভঃ।
পুত্রং শক্রাত্মজো বাক্যমিদমাহ মহাদ্যুতিঃ। ২৪
সাধু সাধু মহাবাহো বৎস চিত্রাঙ্গদাসুত
সদৃশং কর্ম্ম তে দৃষ্ট্বা প্রীতিমানস্মি পুত্রক। ২৫
বিমুঞ্চাস্যেষ তে বাণান্ পুত্র যুদ্ধে স্থিরো ভব।
ইত্যেবমুক্ত্বা নারাচৈস্তাড়য়ন্নভিসন্দধে। ২৬

তান্ স গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তান্ বজ্রাশনিসমপ্রভান্।
নারাচানচ্ছিনদ্ রাজা তত্রৈঃ সর্ব্বাস্ত্রিধা দ্বিধা। ২৭
তস্য পার্থঃ শরৈর্দিব্যৈর্ব্বজ্রং হেমপরিষ্কৃতম্।
সুবর্ণতালপ্রতিমং ক্ষুরেণাপাহরদ্ রথাৎ। ২৮
হয়াংশ্চাস্য মহাকায়ান্ মহাবেগানরিন্দম।
চকার রাজন্ নির্জ্জীবান্ প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ। ২৯
স রথাদবতীর্য্যাথ রাজা পরমকোপনঃ।
পদাতিঃ পিতরং ক্রুদ্ধো যোধয়ামাস পাণ্ডবম্। ৩০
সম্প্রীয়মাণঃ পার্থানামুভয়ঃ পুত্রবিক্রমাৎ।
নাত্যর্থং পীড়য়ামাস পুত্রং বজ্রধরাত্মজঃ। ৩১
স মন্যমানো বিমুখঃ পিতরং বজ্রবাহনঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পুনরেবার্দয়ন্ বলী। ৩২
ততঃ স বাল্যাৎ পিতরং বিব্যাধ হৃদি পত্রিণা।
নিশিতেন সুপুঙ্খেন বলবদ্ বজ্রবাহনঃ॥ ৩৩

সেই পিতা ও পুত্র উভয়েই প্রসন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন। এই দুইজনের যুদ্ধ তখন দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় সকলের প্রতীত হইতেছিল। এ জগতে সেই যুদ্ধের কোনও তুলনাই ছিল না। ২০

বজ্রবাহন হাস্য করিতে করিতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্জুনের তাহার একপার্শ্বভাগে আয়ত পর্ব্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২১

যেরূপ সর্প বল্মীকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সেই বাণ অর্জুনের দেহে পক্ষসহ প্রবেশ করিল এবং উহা ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। ২২

ইহাতে অর্জুনের তীব্র বেদনা অনুভব হইল। বুদ্ধিমান্ অর্জুন নিজের উত্তম ধনুকে অবলম্বন করত দিব্য তেজে সমাবিষ্ট হইয়া দৃপ্তের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইলেন। ২৩

কিয়ৎক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করত মহাতেজস্বী পুরুষপ্রবর অর্জুন নিজের পুত্রের প্রশংসা করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ২৪

মহাবাহু চিত্রাঙ্গদাকুমার! তোমার সাধুবাদ। বৎস! তুমি বজ্র। তোমার যোগ্য পরাক্রম দেখিয়া আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ২৫

পুত্র! এখন আমি তোমার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতেছি। তুমি সাবধানে থাকিয়া যুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। এই কথা বলিয়া শত্রুঘাতী অর্জুন বজ্রবাহনের উপর নারাচবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ২৬

কিন্তু রাজা বজ্রবাহন গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্র ও বিদ্যুজ্জ্বালা তেজস্বী সেই সব নারাচকে নিজের ভল্লসমূহের দ্বারা প্রত্যেককে দুই তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ২৭

রাজন্! তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হাস্য করিতে করিতে ক্ষুরনামক দিব্য বাণসমূহের দ্বারা বজ্রবাহনের রথ হইতে স্বর্ণের তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ স্বর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিলেন। শত্রুদমন রাজন্! সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত বেগশালী বিশালদেহ অশ্বগণের প্রাণ হরণ করিলেন। ২৮-২৯

তখন রথ হইতে নামিয়া অত্যন্ত কোপপরায়ণ রাজা বজ্রবাহন ক্রুদ্ধ হইয়া পাদচারী অবস্থায় নিজ পিতা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩০

দুইজন পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের পুত্রের পরাক্রমে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রকে অধিক পীড়িত করিলেন না। ৩১

বলবান্ বজ্রবাহন পিতাকে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিয়া বিষধর সর্পসদৃশ্য বিষাক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৩২

তারপর বজ্রবাহন বাল্যোচিত অবিবেকবশতঃ পরিণামের কথা চিন্তা না করিয়াই তীক্ষ্ণ পক্ষযুক্ত একটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পিতার বক্ষে সবলে বিদ্ধ করিলেন। ৩৩

বিবেশ পাণ্ডবং রাজন্ মর্ম ভিত্ত্বাতিদুঃখবৎ।
স তেনাতিভৃশং বিদ্ধঃ পুত্রেণ কুরুনন্দনঃ ॥ ৩৪
মহীং জগাম মোহার্তস্তদা রাজন্ ধনঞ্জয়ঃ।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে কৌরব্যানাং ধুরন্ধরে ॥ ৩৫
সোঽপি মোহং জগামাথ তত্তল্চিত্রাঙ্গদা সুতঃ।
ব্যায়ম্য সংযুগে রাজা দৃষ্ট্বা চ পিতরং হতম্ ॥ ৩৬
পূর্বমেব স বাণৌঘৈর্গ ঢ়বিদ্ধোঽর্জুনেন হ।
পপাত সোঽপি বদনীবালিঙ্গ্য রণমূর্ধনি ॥ ৩৭

তর্জুনং নিহতং দৃষ্ট্বা পুত্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
চিত্রাঙ্গদা পরিত্রস্তা প্রবিবেশ রণাজিরে ॥ ৩৮
শোকসন্তপ্তহৃদয়া রুদতী বেপতী ভৃশম্
মণিপুরপতের্মাতা দদর্শ নিহতং পতিম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অর্জুন-বভ্রুবাহনযুদ্ধে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

রাজন্! এই অবসরে দুঃখহেতু বাণ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের মর্মস্থল বিদীর্ণ করত অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! পুত্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণের দ্বারা গুরুতর আহত কুরুনন্দন অর্জুন মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৩৪½

কুরুবংশের ভারবহনকারী বীর অর্জুন ধরাশায়ী হইলে চিত্রাঙ্গদাপুত্র বভ্রুবাহনও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৩৫½

রাজা বভ্রুবাহন যুদ্ধস্থলে অভিনয় পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনিও অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা পূর্ব হইতেই অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, অতএব পিতাকে নিহত দেখিয়া তিনিও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৩৬-৩৭

পতিপুত্রবধে বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদার হৃদয় শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত কাঁপিতে কাঁপিতে ও রোদন করিতে করিতে নিহত পতিদেবতাকে দর্শন করিলেন। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[চিত্রাঙ্গদায়া বিলাপঃ, সংজ্ঞা লব্ধ্বা বভ্রুবাহনস্য শোকপ্রকাশঃ, উলূপ্যাঃ প্রযত্নেন মণীমণিবিদ্যায়া-র্জুনস্য পুনর্জীবনলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বহুতরা ভীরুর্বিলপ্য করুণেক্ষণা।
মুমোহ দুঃখসন্তপ্তা পপাত চ মহীতলে ॥ ১
প্রতিলভ্য চ সা সংজ্ঞাং দেবী দিব্যবপুর্ধরা
উলূপী পন্নগাদ্ভূতা দৃষ্ট্বৈনং ঘাতকং রণে ॥ ২

উলূপি পশ্য ভর্তারং শয়ানং নিহতং রণে
ত্বৎকৃতে মম পুত্রেণ বাণেন সমিতিঞ্জয়ম্ ॥ ৩

নমু ত্বমার্যাধর্মজ্ঞা নমু চাসি পতিব্রতা।
যত্ত্বংকৃতেঽয়ং পতিতঃ পতিস্তে নিহতো রণে ॥ ৪

অশীতিতম অধ্যায়।

[চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, সংজ্ঞালাভ করত বভ্রুবাহনের শোক-প্রকাশ এবং উলূপীর প্রযত্নে মণীমণি দ্বারা অর্জুনের পুনরায় জীবন লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভীরু নয়না চিত্রাঙ্গদা পতিবিয়োগ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বহুতরে বিলাপ করিতে করিতে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং ভূতলে পতিতা হইলেন। ১

কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করত দিব্যবপুর্ধারিণী দেবী চিত্রাঙ্গদা নাগকন্যা উলূপীকে সম্মুখে দেখিয়া এই কথা বলিলেন। ২

উলূপি! দেখ, যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বামী ভূতলে শুইয়া আছেন। তোমারই প্রেরণায় আমার পুত্র সমরবিজয়ী এই বীরকে বাণের দ্বারা বধ করিয়াছে। ৩

ভগিনি! তুমি আর্যাধর্ম জান এবং পতিব্রতা, তথাপি

কিন্তু সর্ব্বাপরাধোঽয়ং যদি তেঽস্য ধনঞ্জয়ঃ।
ক্ষমস্ব যাচমানা বৈ জীবয়ৈনং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৫
নমু ত্বমার্যো ধর্ম্মজ্ঞা ত্রৈলোক্যবিদিতা শুভে
যদ্ ঘাতয়িত্বা পুত্রেণ ভর্ত্তারং নানুশোচসি ॥ ৬
নাহং শোচামি তনয়ং হতং পন্নগনন্দিনি।
পতিমেব তু শোচামি যস্যাস্তিষ্যন্তিমং কৃতম্ ॥ ৭
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবীমুলূপীং পন্নগাঙ্গনাম্
ভর্ত্তারমভিগম্যেদমিত্যুবাচ যশস্বিনী ॥ ৮
উত্তিষ্ঠ কুরুষে বাসা প্রিয়মস্যা মম প্রিয়।
অয়মন্যো মহাবাহো ময়া তে পরিমোক্ষিতঃ ॥ ৯
নমু ত্বয়া নাম বিভো বর্ষয়াণস্য বজ্রিণঃ।
অয়মন্যোঽনুসর্ত্তব্যঃ স শেষে কিং মহীতলে ॥ ১০
যদি প্রাণা মমাস্যস্তাঃ কুরুণাং কুরুনন্দন
স কস্মাৎ প্রাণদোঽন্যেষাং প্রাণান্ সন্ত্যক্তুমর্হসি ॥ ১১
উলূপি সাধু পশ্যেমং পতিং নিপতিতং ভুবি।
পুত্রং চেমং সমুৎসাদ্য ঘাতয়িত্বা ন শোচসি ॥ ১২
কামং খল্বপি বালোঽয়ং ক্রূরো মৃত্যুবশং গতঃ।
লোহিতাক্ষো দৃঢ়াকেশো বিভজ্যঃ সাধু জীবতু ॥ ১৩
নাপরাধোঽস্তি সুভগে নরাণাং বহুভার্য্যতা।
প্রদদানাং ভবত্যেব যা তেঽহমুপ বুদ্ধিমতী ॥ ১৪
সখ্যং তৈস্তৎ কৃতং যাজ্ঞা সখ্যমস্যাস্তথৈব তু।
সখ্যং সমভিজানীহি সত্যং সঙ্গতমস্তু তে ॥ ১৫
পুত্রেণ ঘাতয়িত্বৈনং পতিং যদি ন মেহদ্য বৈ।
জীবন্তং দর্শয়স্যদ্য পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ১৬
সাহং দুঃখার্ত্তিতা দেবি পতিপুত্রবিনাকৃতা।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে প্রেক্ষন্ত্যাস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

তোমারই জন্য এই তোমার পতি বর্ত্তমানে নিহত হইয়া রণভূমিতে পতিত আছেন। ৪

কিন্তু এই অর্জুন যদি তোমার নিকট সর্ব্বপ্রকার অপরাধে অপরাধীও হয়, তথাপি তুমি আজ তাহাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট ইহার প্রাণভিক্ষা করিতেছি। তুমি ধনঞ্জয়কে জীবিত করিয়া দাও। ৫

আর্য্যে! শুভে! তুমি ধর্ম্মজ্ঞা ও ত্রিভুবনে বিখ্যাতা। তথাপি আজ পুত্রের দ্বারা পিতাকে হত্যা করাইয়া তুমি শোক বা অনুতাপ করিতেছ না, ইহার কারণ কি? ৬

নাগনন্দিনি! আমার পুত্রও নিহত হইয়াছে, তথাপি তাহার জন্য আমার শোক হইতেছে না। আমি কেবল পতির জন্যই শোক করিতেছি, আমার এই হাতে এই ভাবে ইঁহার আতিথ্য-সৎকার করা হইয়াছে। ৭

নাগকন্যা উলূপীদেবীকে এই কথা বলিয়া যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা সেই সদ্য পতির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৮

কুরুরাজের প্রিয়তম ও আমার প্রাণপ্রিয়! তুমি উঠ। মহাবাহো! আমি এই তোমার অন্য বধূকে রক্ষা দিয়াছি। ৯

প্রভো! তোমাকে ত' মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে হইবে, তবে কেন ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? ১০

কুরুনন্দন! আমার ও কৌরবগণের প্রাণ তোমারই অধীন। তুমি অন্য ব্যক্তিগণের প্রাণদাতা, তবে তুমি কি করিয়া নিজের প্রাণ ত্যাগ করিবে? ১১

(এই কথা বলিয়া পুনরায় উলূপীকে বলিলেন—) উলূপি! এই পতিদেব নিহত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তুমি ইঁহাকে ভালভাবে দর্শন কর। তুমি এই পুত্রকে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে দিয়া ঘাতিয়া করাইয়া কেন শোক করিতেছ না? ১২

মৃত্যুর বশে পতিত হইয়া আমার এই বালক পুত্র চিরকালের জন্য শয়ন করিয়া থাকুক, কিন্তু বিভ্রাজী, ভয়ঙ্কর ও অক্ষণয়ন এই অর্জুন অবশ্যই জীবিত হউন—ইহাই উত্তম। ১৩

সৌভাগ্যবতি! কোনও পুরুষ বহু স্ত্রীর সহিত যদি সমভাব রক্ষা করিয়া চলে, তবে তাহার পক্ষে উহা অপরাধ বা দোষ হয় না। কিন্তু স্ত্রীগণ যদি এরূপ করে (বহু পুরুষের সহিত সমভাব রাখে), তবে তাহা উহাদের পক্ষে অবশ্যই দোষ বা পাপ হইয়া থাকে; অতএব তোমার বুদ্ধি যেন এরূপ না হয়। ১৪

বিধাতা পতি ও পত্নীর বিভিন্নভাব চিরস্থায়ী ও অক্ষয় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (তোমারও ইঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধই আছে।) তুমি সেই সত্যভাবের এইরূপ মর্ম্ম জানিও এবং এতাদৃশ উপায় কর, যাহাতে ইঁহার সহিত তোমারও মৈত্রী সত্য ও সার্থক হয়। ১৫

তুমিই পুত্রের দ্বারা যুদ্ধে এই পতিদেবকে হত্যা করাইয়াছ। এই সব করিয়া আজ যদি তুমি পুনরায় ইঁহাকে জীবিত করাইয়া না দেখাও, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ১৬

দেবি! আমি পতি ও পুত্র এই উভয় হইতেই বঞ্চিতা

ইত্যুক্ত্বা পরমদুঃখার্তা সপত্নী চৈত্রবাহিনী
ততঃ প্রায়মুপাসীনা তূষ্ণীমাসীজ্জনাধিপ। ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিলপ্য বিরতা ভর্তুঃ পাদৌ প্রগৃহ্য সা
উপবিষ্টাভবদ্ দীনা সোষ্ণাসং পুত্রশোকতঃ। ১৯

ততঃ সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা স রাজা বভ্রুবাহনঃ
মাতরং তামথালোক্য জনকূপাবধারয়ৎ। ২০

ইতো দুঃখতরং কিং নু যন্মে মাতা সুখৈধিতা।
ভূমৌ নিপতিতা বীরমনুশেতে মৃতং পতিম্। ২১

নিহন্তারং রণেঽরীণাং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
ময়া বিনিহতং সংখ্যে প্রেক্ষতে দুর্মরং যথা। ২২

অহোঽস্যা হৃদয়ং দেব্যা দৃঢ়ং বজ্রময়ং বিভো।
যদ্ বীরে নিহতে পুত্রে ন ভিদ্যতি সহস্রধা। ২৩

দুর্মরং পুরুষেণেহ মন্যে জীবন্যনাগতে।
যত্র মাতা ন মে মাতা বিপ্রমুক্তেব জীবিতাৎ। ২৪

ধিগ্ ধিগ্ বিক্ পুরুষীরস্য সন্নাহং কাঞ্চনং ভুবি।
অপবিদ্ধ ইতশ্চাহং যস্য পুত্রেণ পশ্যত। ২৫

তো তো পন্থানমে বীরাঃ পিতরং ত্রাতুমাগতাঃ।
শরানং বীরশয়নে ময়া পুত্রেণ পাতিতম্। ২৬

ব্রাহ্মণাঃ পুরুমুখ্যস্য যে মুক্তা হয়হারিণঃ।
কুর্বন্তি শান্তিং কামস্য রণে যোঽয়ং ময়া হতঃ। ২৭

ব্যাদিশন্তু চ কিং বিপ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তমিহাদ্য মে।
সুমহৎসু চ পাপেষু পিতৃঘ্নস্য রণাজিরে। ২৮

হ্যশ্বত্রা যাদৃশসমা যত্রা পিতরমন্ত্র বৈ।
মমেহ সুমহৎসমা সাধীকৃত্যাস্তু চর্যণা। ২৯

হইয়া দুঃখে নিমজ্জিতা হইয়াছি। আমি তোমার সাক্ষাতেই আমরণ উপবাস করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৭

জনমেজয়! নাগকন্যাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সপত্নী চিত্রবাহনতনয়া চিত্রাঙ্গদা আমরণ উপবাসের সঙ্কল্প করত বীরাসনে বসিলেন। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর বিলাপ করিতে করিতে তাহা হইতে বিরত হইয়া চিত্রাঙ্গদা নিজের পতির দুই চরণ ধারণ করত দীনভাবে উপবিষ্টা হইলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজের পুত্রের নিকেত দুষ্টান্ত করিতে লাগিলেন। ১৯

কিছু কাল পর সেই রাজা বভ্রুবাহন পুনরায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজের সেই মাতাকে ধনভূমিতে উপবিষ্টা দর্শন করত এই ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২০

হায়! যিনি আজ পর্যন্ত কেবল সুখেই পালিতা হইয়াছেন সেই আমার মাতা চিত্রাঙ্গদা এখন মৃত্যুর অধীন হইয়া ভূতলে পতিত নিজের বীর পতির পতিত মৃত্যুবরণের নিন্দা করত উপবিষ্টা আছেন। ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কি হইতে পারে? ২১

যুদ্ধে যাহাকে বধ করা অন্যের পক্ষে নিতান্ত কঠিন কার্য, যিনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বিনাশ করেন এবং সমস্ত অস্ত্রধারী বীরযুদ্ধের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই আমার পিতা অর্জুনকে আজ আমারই হস্তে নিহত হইয়া পতিত দেখিতেছি। ২২

যাহার বক্ষ বিস্তৃত ও বাহুযুগ বিশাল, সেই পতিকে নিহত দেখিয়াও আমার এই মাতা চিত্রাঙ্গদাদেবীর হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না, ইহাতে আমি মনে করি, বিনাশকাল উপস্থিত না হইলে কোনও মানুষের পক্ষেই মৃত্যুবরণ করা সুসাধ্য। ২৩-২৪

দেখুন এই সঙ্কটকালেও আমার মাতার প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। ধিক্, ধিক্! আমাকে ধিক্! মানবগণ! এই দেখ, পুত্র আমার দ্বারা নিহত কুরুবীর অর্জুনের স্বর্ণবিভূষিত কবচ এই ভূতলে বিচ্যুত হইয়া পতিত আছে। ২৫-২৬

হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অবলোকন করুন যে, পুত্র আমার দ্বারা নিহত হইয়া ভূপতিত বীর অর্জুন বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ২৬

কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে গমনকারী যে সব ব্রাহ্মণ শান্তিকর্ম করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা ইহার জন্য কি শান্তিকর্ম করিয়াছেন যে, ইনি রণভূমিতে আমার দ্বারা নিহত হইলেন? ২৭

ব্রহ্মণগণ! আমি অত্যন্ত নৃশংস, পাপী ও রণাঙ্গনে পিতৃহত্যাকারী। উপদেশ করুন, আমার পক্ষে এখন কি প্রায়শ্চিত্ত করণীয়? ২৮

আজ পিতৃহত্যা করিয়া আমার পক্ষে যাদৃশাদিক ব্রত পালন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। পিতৃঘাতী ক্রূর আমার পক্ষে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত যে, আমি ইহারই চর্ম নিজের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিব এবং পিতার মস্তকের দুই নিজের দুই অংশ ধারণ করত বায় বৎসর ধরিয়া বিচরণ করিব। পিতাকে বধ করিয়া এখন আর অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই। ২৯-৩০

শিরঃকপালে চাস্যৈব ধূম্রতঃ পিতুরস্য মে।
প্রায়শ্চিত্তং হি নাস্যাস্তদ্বধাদ্য পিতরং যম ॥ ৩০
পন্থা নাগোত্তমযুতে তর্তারং নিহতং ময়া।
কৃতং প্রিয়ং ময়া ভেহদ্য নিহত্য সমরেঽর্জুনম্ ॥ ৩১
সোঽহমদ্য গমিষ্যামি পতিং পিতৃনিষেবিতাম্।
ন শক্রোম্যাত্মনাঽঽত্মানমহং ধারয়িতুং শুভে ॥৩২
সা ত্বং যদি যুক্তে যাতুমুত্তরা সাধ্বীধর্মণি
তব প্রীতিমতী দেবী সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা সা ততো রাজ্ঞী দুঃখ-শোকসমাহতঃ।
উপস্পৃশ্য মহারাজ দুঃখাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
শৃণ্বন্তু সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ
শুভে মাতর্যথা সত্যং ব্রবীমি ভুজগোত্তমে ॥ ৩৫
যদি নোত্তিষ্ঠতি জয়ঃ পিতা মে নরসত্তমঃ।
অস্মিন্নেব রণোদ্দেশে শোষয়িষ্যে কলেবরম্ ॥ ৩৬
ন হি মে পিতরং হত্বা নিষ্কৃতির্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
নরকং প্রতিপৎস্যামি ধ্রুবং গুরুবধাদিতঃ ॥ ৩৭
বীরং হি ক্ষত্রিয়ং হত্বা সো-শস্ত্রেণ প্রমুচ্যতে।
পিতরং তু নিহত্যৈবং দুর্লভা নিষ্কৃতির্মম ॥ ৩৮
এষ একো মহাবেগাঃ পাণ্ডপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
পিতা চ মম দুর্ধর্ষস্তস্য যে নিষ্কৃতিঃ কৃতঃ ॥৩৯
ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতে ধনঞ্জয়সুতো নৃপঃ।
উপস্পৃশ্যাতবৎ তূষ্ণীং প্রায়োপেতো মহামতিঃ ॥ ৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রায়োপবিষ্টে নৃপতৌ মণিপুরেশ্বরে তদা।
পিতৃশোকসমাবিষ্টে সহ মাত্রা পরন্তপ ॥৪১
উলূপী চিন্তয়ামাস তদা সঞ্জীবনং মণিম্।
স চোপাবির্বভূব তদা পন্নগানাং পরায়ণম্ ॥ ৪২
তং গৃহীত্বা তু কৌরব্য নাগরাজপতেঃ সুতা
মনঃপ্রহ্লাদনীং বাচং সৈনিকানামথাব্রবীৎ ॥ ৪৩
উত্তিষ্ঠ মা শুচঃ পুত্র নৈব হিংস্যা হি তে পিতা।
অজেয়ঃ পুরুষৈরেষ তথা দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥ ৪৪

নাগরাজদুহিতা! দেখুন, আমি যুদ্ধে আপনার স্বামীকে বধ করিয়াছি। আজ রণাঙ্গনে এইভাবে অর্জুনকে হত্যা করিয়া আমি আপনার প্রিয় কার্যই করিয়াছি বোধ হয়। ৩১

শুভে! কিন্তু এখন আমি আর এই দেহধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না। আজ আমিও সেই পথে গমন করিব, যে পথে আমার পিতা গমন করিয়াছেন। ৩২

মাতঃ! দেবি! আমি ও গাণ্ডীবধারী অর্জুন নিহত হইলে পর আপনি প্রসন্নতা লাভ করুন। আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, পিতা ব্যতীত আমি জীবনধারণ করিব না। ৩৩

মহারাজ! এই কথা বলিয়া দুঃখ ও শোকে পীড়িত রাজা বভ্রুবাহন আচমন করত দুঃখাভিভূত হইয়া এই কথা বলিলেন।৩৪

জগতের সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ! তোমরা আজ আমার কথা শ্রবণ কর। নাগরাজদুহিতা মাতা উলূপি! আপনিও শ্রবণ করুন। আমি এই সত্য কথা বলিতেছি। ৩৫

যদি আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আজ জীবিত হইয়া পুনরায় উত্থিত না হন, তবে আমি রণাঙ্গনে উপবাস করত নিজের দেহকে শুষ্ক করিয়া দিব। ৩৬

পিতৃহত্যা করিয়া আমার আর উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। গুরু (পিতৃ)-বধ করত সেই পাপে পীড়িত হইয়া নিশ্চয়ই আমি নরকে পতিত হইব।৩৭

কোনও এক বীর ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া বিজয়ী বীর শস্ত্র দ্বারা সে-স্থান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়; কিন্তু পিতৃহত্যা করিয়া সেইভাবে এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে, ইহা আমার পক্ষে সর্বথা দুর্লভ। ৩৮

এই আমার পিতা পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় অদ্বিতীয় বীর, মহাবেগবান ও ধর্মাত্মা। ইঁহাকে বধ করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। এখন আমার উদ্ধার কিভাবে হইবে? ৩৯

নৃপতে জনমেজয়! এই কথা বলিয়া ধনঞ্জয়ের পুত্র মহামতি রাজা বভ্রুবাহন পুনরায় আচমন করত আসনে অনশনব্রত গ্রহণ পূর্বক নীরব হইয়া রহিলেন। ৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শত্রুতাপন জনমেজয়! পিতার শোকে সন্তপ্ত হইয়া মণিপুরপতি রাজা বভ্রুবাহন যখন মাতার সহিত আমরণ উপবাসব্রত গ্রহণ করত উপবিষ্ট হইলেন, তখন উলূপী সঞ্জীবনী মণিকে স্মরণ করিলেন। নাগগণের জীবনের আধারভূত সেই মণি তাঁহার স্মরণমাত্রেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪১-৪২

কুরুনন্দন! সেই মণিকে লইয়া নাগরাজপতির কন্যা উলূপী সৈনিকগণের মনের আহ্লাদপ্রদায়িনী এই কথা তখন বলিলেন। ৪৩

পুত্র বভ্রুবাহন! উঠ, শোক করিও না। এই অর্জুন

ময়া তু মোহিনী নাম মায়ৈষা সম্প্রদর্শিতা
প্রিয়ার্থং পুরুষেন্দ্রস্য পিতুস্তেঽদ্য বশস্বিনঃ ॥ ৪৪
জিজ্ঞাসুর্দ্বেষ পুত্রস্ত বলস্ত তব কৌরবঃ
সংগ্রামে যুধ্যতো রাজন্নাসন্নঃ পরবীরহা ৪৬
তস্মাদসি ময়া পুত্র যুদ্ধায় পরিচোদিতঃ
মা পাপমাত্মনঃ পুত্র শঙ্কেথা হ্যসি প্রভো ॥ ৪৭
ঋষিরেষ মহাবাহো পুরাণঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ ।
নৈনং শক্তো হি সংগ্রামে জেতুং শক্রোঽপি পুত্রক ॥৪৮
অয়ং তু যে মণির্দিব্যঃ সমাবীতো বিশাম্পতে ।
মৃতান্ মৃতান্ পন্নগেন্দ্রান্ যো জীবয়তি নিত্যদা ॥ ৪৯
এনমস্তোরসি ত্বঞ্চ স্থাপয়স্ব পিতুঃ প্রভো ।
লব্ধবিত্তং তদা পার্থং স ত্বা দ্রষ্টাসি পাণ্ডবম্ ॥৫০
ইত্যুক্তঃ স্থাপয়ামাস তস্যোরসি মণিং তদা
পার্থস্যাগ্নিসমস্পর্শাঃ স পিতুঃ স্নেহাদপাপকৃৎ ॥ ৫১

তস্মিন্ ন্যস্তে মণৌ বীরো ভিক্ষুরূপজীবিতঃ প্রভুঃ ।
চিরসুপ্ত ইবোত্তস্থৌ মৃষ্টলোহিতলোচনঃ ॥ ৫২
তমুত্থিতং মহাত্মানং লক্ষয়িত্বা মনস্বিনম্
সমীক্ষ্য পিতরং স্বস্থং ববন্দে বভ্রুবাহনঃ ॥ ৫৩
উত্থিতে পুরুষব্যাঘ্রে পুনর্লব্ধজীবিতে প্রভৌ
দিব্যাঃ সুমনসঃ পুণ্যা বসুধে পাকশাসনঃ ॥৫৪
অনাহত্য দুন্দুভয়ো বিনেদুর্মেঘনিঃস্বনাঃ
সাধু সাধ্বিতি চাকাশে বভূব সুমহান্ স্বনঃ ॥ ৫৫
উত্থায় চ মহাবাহুঃ পর্যাপৃচ্ছত্ততো বনজয়ঃ ।
বভ্রুবাহনমালিঙ্গ্য সমাজিঘ্রত মূর্ধনি ॥ ৫৬
স্পর্শং চাপি সুরেন্দ্রস্য মাতরং শোককর্শিতাম্ ।
উলূপ্যা সহ তিষ্ঠন্তীং ততোঽপৃচ্ছদ্ বনজয়ঃ ॥ ৫৭
কিমিদং লক্ষ্যতে সর্বং শোকবিস্ময়হর্ষবৎ
ব্রবীতিহ মমিত্রঘ্ন যদি জানাসি শংস মে ॥ ৫৮

তোমার দ্বারা পরাজিত হন নাই। এই অর্জুন সমস্ত মনুষ্যবর্গ ও ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবতাগণের পক্ষেও অজেয় ॥ ৪৫

আজ আমি ইহা ও' তোমার মনস্বী পিতা পুরুষশ্রেষ্ঠ বলরামের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় মোহিনী মায়া প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ৪৫

রাজন্! তুমি ইহার পুত্র। এই শত্রুবীরহন্তা কুরুকুলতিলক অর্জুন সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার ন্যায় পুত্রের বল পরাক্রম জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বৎস! সেইজন্য আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত করিয়াছিলাম। সামর্থ্যশালী পুত্র! তুমি নিজের মধ্যে অশুভের পাপের আশঙ্কা করিও না ॥ ৪৬-৪৭

ইনি মহাত্মা নর পুরাতন ঋষি, সনাতন ও অবিনাশী। পুত্র! যুদ্ধে ইহাকে ইন্দ্রও পরাজিত করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪৮

প্রভানাথ! আমি এই দিব্য মণি আনিয়াছি। এই মণি সদা যুদ্ধে মৃত নাগরাজগণকে জীবিত করিয়া থাকে। প্রভো! তুমি ইহাকে লইয়া নিজের পিতার বক্ষে রাখিয়া দাও। তাহা হইলে তুমি পুনরায় পাণ্ডুপুত্র মহাবীর্যবান অর্জুনকে জীবিত দেখিতে পাইবে ॥ ৪৯-৫০

উলূপী এই কথা বলিলে পর বিশাল বক্ষবিশিষ্টা অগ্নিসমতেজস্বী বভ্রুবাহন নিজের পিতা পার্থের বক্ষে স্নেহবশতঃ সেই মণি রাখিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই মণিকে রাখিতেই শক্তিশালী বীর অর্জুন মহাকাল কর্তৃক নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণের ন্যায় বীর রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় রগড়াইতে রগড়াইতে পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫২

নিজের মনস্বী পিতা মহাত্মা অর্জুনকে সচেতন ও সুস্থ হইয়া উঠিতে দেখিয়া বভ্রুবাহন তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৫৩

প্রভো! পুরুষশ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান্ অর্জুন পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিলে পর পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহার উপর দিব্য ও পবিত্র পুষ্প-সমূহ বর্ষণ করিলেন ॥ ৫৪

মেঘতুল্য গম্ভীরধ্বনিকারী দেব-দুন্দুভিসমূহ বিনা বাদ্যেই বাজিতে আরম্ভ হইল এবং আকাশে 'সাধু সাধু' এই সুমহান্ ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫৫

মহাবাহু অর্জুন ভাল ভাবে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করত তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ॥ ৫৬

তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু দূরে বভ্রুবাহনের শোকাকুলা মাতা চিত্রাঙ্গদা উলূপীর সহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন। অর্জুন যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন বভ্রুবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৭

শত্রুসংহারকারী বীর পুত্র! এই সম্পূর্ণ ব্যাপার শোক, বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল দেখিতেছি। যদি তুমি ইহার কারণ জান, তবে তাহা আমাকে বল ॥ ৫৮

জননী চ প্রিয়ার্থং তে রণভূমিমুপাগতা।
নাগেন্দ্রদুহিতা চেয়মুলূপী কিমিহাগতা ॥ ৫৯
জানাম্যহমিদং দুষ্টং তয়া মন্ত্রবলাৎ কৃতম্।
ভীষয়ানেন বেতুমহমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৬০

তমুবাচ তথা পৃষ্টো মণিপুরপতিস্তদা।
প্রসাদ্য শিরসা বিপ্রানুলূপী পৃচ্ছতামিতি ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অশ্বানুসরণে
অর্জুনপ্রত্যাজীবনে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

তোমার মাতা কিসের প্রয়োজনে আসিয়াছেন? এবং এই নাগরাজকন্যা উলূপীর এখানে আগমন কি কারণে হইয়াছে? ৫৯

আমি ত' ইহাই জানি যে, তুমি আমার কথায় এই যুদ্ধ করিয়াছ; কিন্তু এখানে ইঁহাদের আসিবার কি কারণ আছে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ৬০

পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বিদ্বান্ মণিপুরপতি বভ্রুবাহন পিতার চরণে মস্তক নত করিয়া উঁহাকে প্রসন্ন করত বলিলেন,—পিতঃ! এই বৃত্তান্ত আপনি মাতা উলূপীকে জিজ্ঞাসা করুন। ৬১

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অশ্বের অনুসমনপ্রসঙ্গে অর্জুনের পুনর্জীবনবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনপুত্রৌলূপ্যা আগমনকারণজ্ঞার্জুনপরাজয়রহস্যস্য চ কথনম্, পুত্রেণ পত্না চানুজ্ঞাতস্য পার্থস্য পুনরশ্বমনু গমনঞ্চ]

অর্জুন উবাচ।

কিমাগমনকৃত্যং তে কৌরব্যকুলনন্দিনি।
মণিপুরপতের্মাতুস্তথৈব চ রণাজিরে ॥ ১
কচ্চিৎ কুশলকামাসি রাজ্ঞোঽস্য ভুজগাত্মজে
মম বা চপলাপাঙ্গি কচ্চিৎ ত্বং শুভমিচ্ছসি ॥ ২
কচ্চিৎ তে পৃথুলশ্রোণি নাপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শনে
অকার্যমথবজ্ঞানাদ্বয়া বা বভ্রুবাহনঃ ॥ ৩
কচ্চিন্ন রাজপুত্রী তে সপত্নী চৈত্রবাহনী
চিত্রাঙ্গদা বরারোহা নাপরাধ্যতি কিঞ্চন ॥ ৪

তমুবাচোরগপতের্দুহিতা প্রহসন্নিব।
ন মে ত্বমপরাদ্ধোঽসি ন হি মে বভ্রুবাহনঃ ॥ ৫
ন জনিত্রী তথাপ্যেষা মম যা প্রেষ্যবৎ স্থিতা।
শ্রূয়তাং যদ্ যথা চেদং ময়া সর্বং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬
ন মে কোপস্ত্বয়া কার্য্যঃ শিরসা ত্বং প্রসাদয়ে।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হি কৌরব্য কৃতমেতন্ময়া বিভো ॥ ৭

একাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উলূপী কর্তৃক নিজের আগমনের কারণ ও অর্জুনের পরাজয়ের রহস্য কথন, পুত্র ও পত্নীর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া পার্থের পুনরায় অশ্বের অনুসমন।]

অর্জুন বলিলেন,—ভোরু নাগের কুলের আনন্দবর্ধিনী উলূপি! এই রণাঙ্গনে তোমার এবং মণিপুরপতি বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদার আসিবার কি কারণ আছে? ১

তুমি এই রাজা বভ্রুবাহনের কুশলকামনা কর ত'? চঞ্চল কটাক্ষশোভিতে সুন্দরি! তুমি আমারও কল্যাণ কামনা করিতেছ ত'? ২

সুন্দর নিতম্বশোভিতে প্রিয়দর্শনে! আমি কিংবা এই বভ্রুবাহন না জানিয়া তোমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করি নাই ত'? ৩

তোমার সপত্নী চিত্রাঙ্গদানন্দিনী বরারোহা রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা তোমার কোনরূপ অপরাধ করে নাই ত'? ৪

অর্জুনের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া নাগরাজকন্যা উলূপী যেন হাস্য করিতে করিতেই বলিলেন,—প্রাণবল্লভ! আপনি কোনও অপরাধ করেন নাই। ইনি ত' সদা দাসীর ন্যায় আমার আজ্ঞার অধীনে আছেন। এখানে আসিয়া আমি যে যে কার্য্য, যেভাবে সম্পন্ন করিয়াছি, তৎ সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৫-৬

প্রভো! ক্ষুব্ধমনা! সুন্দরি ত' আমি আপনার চরণে মস্তক নত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি আমার দ্বারা কোনও দোষ হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য আমার উপর কোনও ক্রোধ করিবেন না; কারণ, আমি যাহা

যত্তচ্ছ্রুত্বা মহারাজো বিবিধেন ধনঞ্জয়
মহাভারতযুদ্ধে যৎ ত্বয়া শান্তনবো নৃপঃ ॥ ৮
অধর্মেণ হতঃ পার্থ ত্বয়েমাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।
ন হি ভীষ্মস্ত্বয়া বীর যুধ্যমানো হি পাতিতঃ ॥ ৯
শিখণ্ডিনা তু সংযুক্তমাশ্রিত্য বলবত্তরা
তদা শান্তিমকৃত্বা ত্বং তাজেথা যদি জীবিতম্ ॥ ১০
কর্মণা তেন পাপেন পতেথা নিরয়ে ধ্রুবম্।
এষা তু বিহিতা শান্তিঃ পুত্রাদ্ যাং প্রাপ্তবানসি ॥
বসুভির্বসুধাপালে গঙ্গয়া চ মহামতে ॥ ১১
পুরা হি শ্রুতমেবৎ তে বসুভিঃ কথিতং ময়া।
গঙ্গায়াস্তীরমাশ্রিত্য হতে শান্তনবে নৃপ ॥ ১২
আগম্য তা দেবা বসবঃ সহেতা চ মহানদীম্
ইদমূচুর্বচো ঘোরং ভাগীরথ্যা মতে তদা ॥ ১৩
এষ শান্তনবো ভীষ্মো নিহতঃ সব্যসাচিনা।

যুধ্যমানঃ সংগ্রামে সংসক্তোঽন্যেন ভারিষি
তদনেনানুজানীহি যদস্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৪
শাপেন যোজয়ামেতি তথা স্থাস্যতি চ সাত্বতীং
তনয়াং পিতুরাদেশা প্রবিশ্য বাধিতেন্দ্রিয়া ॥ ১৫
অতথং স চ তচ্ছ্রুত্বা বিষাদমগমৎ পরম্।
পিতা তু মে বসূন্ গত্বা তদর্থে সমযাচত ॥ ১৬
পুনঃ পুনঃ প্রসাদ্যৈতানিদমিত্যব্রবীৎ।
পুত্রস্তস্য মহারাজ মণিপুরেশ্বরো যুবা ॥ ১৭
স এবং রথমাস্থায়ঃ শরৈঃ পাতয়িতা ক্ষুরি
এবং কৃতে স নাগেন্দ্র মুক্তশাপো ভবিষ্যতি ॥ ১৮
গঙ্গেতি বসুভিক্তোক্তো যম ভেষং সমাসদে সঃ
শ্রুত্বা ত্বং ময়া তস্মাচ্ছাপাদস্মি বিমোক্ষিতঃ ॥ ১৯
ন হি ত্বাং দেবরাজোঽপি সমরেষু পরাজয়েৎ
আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাৎ তেনেহাসি পরাজিতঃ ॥ ২০

কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনার প্রসন্নতার জন্যই করিয়াছি ॥ ৭

মহারাজ ধনঞ্জয়! আপনি আমার কথিত সকল বাক্যই একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। পার্থ! মহাভারত যুদ্ধে আপনি যে শান্তনুনন্দন মহারাজ ভীষ্মকে অধর্মপূর্বক বিনাশ করিয়াছেন, সেই পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত হত হইয়াছে ॥ ৮½

বীর! আপনি নিজের সহিত যুদ্ধরত ভীষ্মকে নিহত করেন নাই, তিনি সেই সময় শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে নিরত ছিলেন। এই অবস্থায় শিখণ্ডীর ব্যবধানে (শিখণ্ডীর আড়ালে থাকিয়া) আপনি তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ॥ ৯½

এই পাপপূর্ণ কার্যের শাস্তি না করিয়া যদি আপনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে সেই পাপ কর্মের প্রভাবে নিশ্চয়ই আপনি নরকে পতিত হইতেন ॥ ১০½

মহারাজ! পৃথ্বীনাথ! পুরাকালে বসুগণ ও গঙ্গাদেবী সেই পাপের শাস্তি এইভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহা আপনি নিজের পুত্রের নিকট হইতে পরাজয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১১

পুরাকালের ঘটনা, একদিন আমি গঙ্গার তীরে গিয়াছিলাম। নৃপ! সেখানে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিধনের পর বসুগণ গঙ্গাতটে আসিয়া আপনার সম্বন্ধে যে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ১২

বসুদেবগণ মহানদী গঙ্গার তীরে একত্র হইয়া মান করত ভাগীরথীর সম্মতি অনুসারে এই ভয়ঙ্কর কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৩

ভারিষি! এই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অন্যের সহিত যুদ্ধরত ছিলেন। অর্জুনের সহিত যে যুদ্ধ করে নাই, তথাপি সব্যসাচী অর্জুন ইহাঁকে বধ করিয়াছে। এই অপরাধের জন্য আমরা আজ অর্জুনকে শাপদান করিব। ইহা শুনিয়া গঙ্গাদেবী বলিলেন,—হাঁ, এরূপই করা উচিত ॥ ১৪½

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আমার সকল ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং পাপে প্রবিষ্ট হইয়া আমি নিজের পিতাকে এই সংবাদ জানাইলাম। ইহাতে আমার পিতা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন ॥ ১৫½

তিনি তৎক্ষণাৎ বসুগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করত বারংবার আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন বসুগণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬½

মহারাজ নাগরাজ! মণিপুরের নরপতি রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনের পুত্র। সে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত হইয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা যখন অর্জুনকে ক্ষতবিক্ষত করিবে, তখন অর্জুন আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ১৭-১৮

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও' বসুগণ এই কথা বলিলে পর আমার পিতা আসিয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ এই চেষ্টা করিয়াছি এবং আপনাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করাইয়াছি ॥ ১৯

প্রাণনাথ! দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত

ন হি দোষো মম মতঃ কথং বা মন্যসে বিভো
ইত্যেবমুক্তো বিজয়ঃ প্রসন্নাত্মাব্রবীদিদম্ ॥ ২১
সর্বং যে সুপ্রিয়ং দেবি যদেতৎ কৃতবত্যসি।
ইত্যুক্ত্বা সোঽব্রবীৎ পুত্রং মণিপুরপতিং নৃপঃ ২২
চিত্রাঙ্গদায়াঃ শৃণ্বত্যাঃ কৌরব্যাদুহিতুস্তদা।
যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধঃ পরিচৈক্ষ্বাকৃতস্তিভি ॥ ২৩
তত্রারম্ভে সহামাত্যো মাতৃত্যাং সহিতো নৃপ ॥২৪
ইত্যেবমুক্তঃ পার্থেন স রাজা বভ্রুবাহনঃ
উবাচ পিতরং বীমানিদমপ্রাবিলেক্ষণঃ ॥২৫
উপযাস্যামি নিধনং তবতঃ শাসনাদহম্।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে দ্বিজাতিপরিবেষকঃ ॥ ২৬
মম মনুগ্রহার্থায় প্রবিশস্ব পুরং স্বকম্
ভার্য্যাভ্যাং সহ ধর্মজ্ঞ মা ভূৎ তেঽত্র বিচারণা ॥ ২৭

উদ্বিগ্নস্য নিশামেকাং সুখং স্বভবনে প্রভো
পুনরশ্বানুগমনং কর্তাসি ভরতর্ষভ ॥ ২৮
ইত্যুক্তঃ স তু পুত্রেণ তদা বাসবকেতনঃ
স্বয়ং প্রোবাচ কৌন্তেয়স্তদা চিত্রাঙ্গদাসুতম্ ॥ ২৯
বিদিতং তে মহাবাহো যথা দীক্ষাং চরাম্যহম্
ন স তাবৎ প্রবেক্ষ্যামি পুরং তে পৃথুলোচন ॥ ৩০
যথাকামং ব্রজস্বেমং বভ্রুবাহো নরর্ষভ
যত্তি তেঽহং ন বিস্তাদি ন স্থানং বিদ্যতে মম ॥ ৩১
স তত্র বিধিবৎ তেন পূজিতঃ পাকশাসনিঃ
ভার্যাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রায়াদ্ ভরতসত্তমঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অশ্বানুসরণে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

করিতে সমর্থ হন না। পুত্র ত' নিজেরই আত্মা, সেইজন্য আপনি ইহার দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন ॥ ২০

প্রভো! আমার অপরাধ হইল, ইহাতে আমার কোনও দোষ নাই। অথবা আপনার কি ধারণা? আমি কি এই যুদ্ধ করাইয়া অপরাধ করিয়াছি? উলূপী এই কথা বলিলে পর অর্জুনের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া গেল এবং তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

দেবি! তুমি যে সব কার্য্য করিয়াছ, তৎ সমস্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়ই হইয়াছে। এই কথা বলিয়া অর্জুন চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে শুনাইতে শুনাইতে নিজের পুত্র মণিপুরপতি বভ্রুবাহনকে বলিলেন ॥ ২২-২৩

নৃপ! আগামী চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। উহাতে তুমি নিজের এই দুই মাতা ও ঋত্বিগ্‌গণের সহিত অবশ্যই যাইবে ॥ ২৪-২৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ রাজা বভ্রুবাহন অশ্রু-পূর্ণ নয়নে পিতাকে বলিলেন ॥ ২৬

ধর্মজ্ঞ! আপনার আজ্ঞায় আমি অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে অবশ্যই উপস্থিত হইব এবং ব্রাহ্মণগণকে ভোজনপরিবেশনের কার্য্য করিব ॥ ২৭

এই সময় আপনার এক প্রার্থনা—ধর্মজ্ঞ! আজ আমার উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য নিজের এই দুই ধর্ম-পত্নীর সহিত আপনি নগরে প্রবেশ করুন। এ বিষয়ে আপনি আর অন্য কোনও বিচার করিবেন না ॥ ২৮

প্রভো! বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এখানেও আপনার নিজ গৃহ আছে। আপনি সেই নিজ গৃহে এক রাত্রি সুখের সহিত বাস করুন কাল সকালে পুনরায় অশ্বের অনুগমন করিবেন ॥ ২৯

পুত্র এই কথা বলিলে পর কৃষ্ণীনন্দন কপিধ্বজ উৎফুল্ল সহকারে চিত্রাঙ্গদাপুত্র বভ্রুবাহনকে বলিলেন ॥ ৩০

মহাবাহো! তুমি ত' ইহা জান যে, আমি দীক্ষা গ্রহণ করত বিশেষ নিয়ম পালনপূর্বক বিচরণ করিতেছি। বিশাললোচন! অতএব যতকাল এই দীক্ষা পূর্ণ না হয়, ততকাল আমি তোমার নগরে প্রবেশ করিব না ॥ ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! এই যজ্ঞের অশ্ব নিজের ইচ্ছানুসারে গমন করে (ইহাকে কোথাও রুদ্ধ করিয়া রাখিবার নিয়ম নাই), অতএব তোমার কল্যাণ হউক। আমি এখন গমন করিব। বর্তমানে আমার বিশ্রামের কোনও স্থান নাই ॥ ৩২

তদনন্তর সেখানে বভ্রুবাহন ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ইন্দ্রনন্দন অর্জুনকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং অর্জুন নিজের দুই পত্নীর অনুমতি লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অশ্বের অনুগমনবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(মগধরাজস্য মেঘসন্ধেঃ পরাজয়বর্ণনম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

স তু বাজী সমুদ্রান্তাং পর্যেত্য বসুধামিমাম্
নিবৃত্তোঽভিমুখো রাজন্ যেন যাতঃপুরাহ্বয়ম্ ॥ ১

অনুগচ্ছংস্তু তুরগং নিবৃত্তোঽথ কিরীটভৃৎ।
যদৃচ্ছয়া সমাপেদে পুরং রাজর্ষভস্য তৎ ॥ ২

তমভ্যাসগতং দৃষ্ট্বা সহদেবাত্মজঃ প্রভো।
ক্ষত্রধর্মে স্থিতো বীরঃ সন্নদ্ধায়োদ্যুযৌ ধ্বজী ॥ ৩

ততঃ পুরাৎ স নিষ্ক্রম্য রথী বর্মী শরী তলী।
মেঘসন্ধিঃ পদাতিং তং ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ॥ ৪

আসাদ্য চ মহাতেজা মেঘসন্ধির্ধনঞ্জয়ম্
বালত্বাদাত্মনো রাজন্ প্রোবাচেদং ন কৌশলাৎ ॥ ৫

ক্ষিপ্রং গচ্ছাম্যহং বাজী স্থীয়তাং ইতি চাব্রবীৎ।
হনিষ্যামি হরিষ্যামি প্রথমস্ব বিশোকবৎ ॥ ৬

অথাব্রবীদ্ধনঞ্জয়ো যুদ্ধে যদি ত্বং পিতৃভির্মম।
করিষ্যামি তবাতিথ্যং প্রহর প্রহরামি চ ॥ ৭

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচৈনং প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ
বিসর্জকো মমা যার্যঃ ইতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥ ৮

প্রাজ্ঞো জ্যেষ্ঠেন নৃপতে তবাপি বিদিতং ধ্রুবম্।
প্রহরস্ব যথাশক্তি ন মন্যুর্বিদ্যতে মম ॥ ৯

ইত্যুক্তঃ প্রাহরৎ পূর্বং পাণ্ডবং মগধেশ্বরঃ।
কিরন্ শরসহস্রাণি বর্ষাণীব সহস্রদৃক্ ॥ ১০

ততো গাণ্ডীবমুক্তৈস্তু গাণ্ডীবপ্রহিতৈঃ শরৈঃ।
চকার মোঘাংস্তান্ বাণান্ সর্বান্ ভরতর্ষভ ॥ ১১

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

[মগধরাজ মেঘসন্ধির পরাজয়বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ইহার পর সেই অশ্ব সমুদ্রপর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করত সেই দিক্ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল, যেদিকে হস্তিনাপুর ছিল। ১

কিরীটধারী অর্জুনও অশ্বের অনুসরণ করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দৈবেচ্ছায় রাজর্ষভনামক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২

প্রভো! অর্জুনকে নিজের নগরের নিকট আসিতে দেখিয়া ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিত বীর সহদেবপুত্র রাজা মেঘসন্ধি তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ৩

তাহার পর তিনি বহু-বাণ ও সন্নাহে দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া রথে উপবেশন করত নগর হইতে বহির্গত হইলেন। মেঘসন্ধি পদব্রজে উপস্থিত ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন। ৪

মহারাজ! ধনঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাতেজস্বী মেঘসন্ধি বুদ্ধিমত্তার কারণে নহে, মূর্খতাবশতঃ এই কথা বলিলেন। ৫

ভরতসত্তম! তুমি এই অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? ইহাতে মনে হইতেছে, তুমি ক্ষীণবল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ। আমি ইহাকে অপহরণ করিতেছি। তুমি ইহাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা কর। ৬

যদি যুদ্ধে আমার পিতা প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ কখনও তোমার আগতসৎকার না করিয়া থাকেন, তবে আমি আজ সেই কর্ম সম্পাদন করিব। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমার যথোচিত আদর সৎকার করিব। প্রথমে তুমি আমার উপর প্রহার কর, তাহার পর আমি তোমাকে প্রহার করিব। ৭

তিনি এই কথা বলিলে পর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাঁহাকে হাস্য করিতে করিতেই প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন—নৃপতে! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে ব্রতের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছেন যে, যদি কেহ আমার সঙ্গে বিসদৃশ করে, তবে তাহাকে অবশ্যই বিবাদন করিবে। নিশ্চয়ই এই কথা তুমি বিদিত আছ। অতএব তুমি নিজের শক্তি অনুসারে আমাকে প্রহার কর। তোমার উপর আমার কোনও রোষ নাই। ৮-৯

অর্জুন এই কথা বলিলে মগধরাজ মেঘসন্ধি তাঁহার উপর প্রথম প্রহার করিলেন। মেঘ সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন বর্ষণ করেন, সেইরূপ মেঘসন্ধি অর্জুনের উপর সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন গাণ্ডীবধারী বীরবর অর্জুন গাণ্ডীব-মুক্ত হইয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা মেঘসন্ধি কর্তৃক সরলমূলকারে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ১১

স মোঘং তস্য বাণৌঘং কৃত্বা বানরকেতনঃ।
শরান্ মুমোচ জ্বলিতান্ দীপ্তাস্যানিব পন্নগান্ ॥ ১২
অক্ষে পতাকাদণ্ডেষু রথে যন্ত্রে ধ্বজেষু চ।
অশ্বেষু চ রথাক্ষেষু ন শরীরে ন সারথৌ ॥ ১৩
সংরক্ষ্যমাণঃ পার্থেন শরীরে সব্যসাচিনা।
মন্যমানঃ স্ববীর্য্যং তস্যাগ্রহঃ প্রাহিণোচ্ছরান্ ॥১৪
ততো গাণ্ডীবধন্বা তু সাদয়েন তৃণাংস্ততঃ
বজ্রো বসন্তসময়ে পলাশঃ পুষ্পিতো যথা ॥ ১৫
অবধ্যমানঃ সোঽভ্যাদ্রবদ্যাগ্রহঃ পাণ্ডবর্ষভম্
তেন তস্থৌ স কৌরব্য লোকবীরস্য দর্শনে ॥ ১৬
সব্যসাচী তু সংক্রুদ্ধো বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
হয়াংশ্চকার নির্জীবান্ সারথেশ্চ শিরোঽহরৎ ॥ ১৭
ধনুশ্চাস্য মহচ্ছিত্রা ক্ষুরেণ প্রচকর্ত্ত হ।
হস্তাবাপং পতাকাঞ্চ ধ্বজং চাস্য ন্যপাতয়ৎ ॥ ১৮
স হতা ধাবিতো বাণো বিধুন্বংস্তস্য সারথিঃ।
গদামাদায় কৌন্তেয়মভিদুদ্রাব বেগবান্ ॥ ১৯
তস্যাপতত এবাশু গদাং বেগপরিপ্লুতাম্।
শরৈশ্চকর্ত্ত বহুধা বহুভির্ন্নতপর্ব্বভিঃ ॥২০
সা গদা শকলীভূতা বিশীর্ণমণিবন্ধনা।
ব্যালী বিমুচ্যমানেব পপাত ধরণীতলে ॥ ২১
বিরথং বিধনুষ্কঞ্চ গদয়া পরিবর্জ্জিতম্।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যমব্রবীৎ ফল্গুনস্তদা ॥ ২২
পর্য্যাপ্তঃ ক্ষত্রধর্ম্মোঽয়ং বর্ত্ততে পুত্র গম্যতাম্।
যদ্ধেতুং সমরে কর্ম্ম তব বালস্য পার্থিব ॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরস্য সন্দেশো ন হন্তব্যা ত্বয়া ইতি।
তেন জীবসি রাজংস্ত্বমপরাদ্ধোঽপি মে রণে ॥২৪

শত্রুর বাণসকল নিষ্ফল করিয়া ফল্গুনের অর্জুন তাঁহার উপর প্রজ্বলিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। এই সব বাণ মুখ হইতে অগ্নি উদ্গিরণকারী সর্পগণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ১২

তিনি মেঘসন্ধির ধ্বজা, পতাকা, দণ্ড, রথ, যন্ত্র, অশ্ব ও অন্যান্য রথাঙ্গসমূহে বাণপ্রহার করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীর ও সারথির উপর বাণ প্রহার করিলেন না ॥ ১৩

যদিও সব্যসাচী অর্জুন জানিয়া শুনিয়াই তাঁহার শরীরকে রক্ষা করিতেছিলেন, তথাপি বভ্রুবাহন মেঘসন্ধি ইহাকে নিজেরই পরাক্রম বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন এবং অর্জুনের উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়াই যাইলেন ॥ ১৪

বভ্রুবাহনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া গাণ্ডীবধারী অর্জুন ক্রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তিনি বসন্তকালে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

কুরুনন্দন! অর্জুন যদিও তাঁহাকে বাণপ্রহার না করিলেও তিনি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া চলিলেন। সেইজন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত বীর অর্জুনের দৃষ্টিপথে তখনও অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

পুনঃ পুনঃ আঘাতে সব্যসাচী অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজের বলকে সবলে আকর্ষণ করিয়া মেঘসন্ধির অশ্বগণকে প্রাণহীন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সারথির মস্তকও দেহ হইতে উড়াইয়া দিলেন ॥ ১৭

তারপর তাঁহার বিশাল ও বিচিত্র ধনুকে ক্ষুর-বাণের দ্বারা কর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার হস্তাবাপ, পতাকা ও ধ্বজকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৮

অশ্ব, ধনু ও সারথি নষ্ট হইয়া যাইলে পর সেই রাজা মেঘসন্ধি ধাবিত হইয়া উঠিলেন। তিনি হাতে গদা লইয়া তূর্ণবেগে অর্জুনের দিকে সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯

তিনি ধাবিত হইয়া আসিলে অর্জুন তূর্ণগতিযুক্ত বহু সংখ্যক বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার বর্ষণোদ্যত গদাকে অতি সত্বর বহু খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

সেই গদার মণি-বন্ধন খণ্ডিত হইল এবং গদা বহু খণ্ড হইয়া যাইল। এই অবস্থায় সেই গদা হস্তমুক্ত সর্পিণীর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২১

যখন মেঘসন্ধি রথ, ধনু ও গদা হইতেও বঞ্চিত হইয়া যাইলেন, তখন কল্গুনন অর্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

পুত্র! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছ। তুমি নিজ গৃহে গমন কর। তুমি এখনও বালক। এই রণাঙ্গনে তুমি যে পরাক্রম করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩

রাজন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ আছে যে, তুমি যুদ্ধে রাজাদিগকে বধ করিবে না, সেইজন্য তুমি আমার অপরাধ করিলেও এখনও জীবিত আছ ॥ ২৪

ইতি মত্বা তদাত্মানং প্রত্যাদিষ্টং স মাগধঃ।
তস্যাধিত্যক্তিসৈন্যেন প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ২৫
পরাজিতোঽস্মি ভদ্রং তে নাহং যোদ্ধুমিহোৎসহে।
যদ্ যৎ কৃত্যং ময়া তেঽদ্য তদ্ ব্রূহি কৃতমেব তু ॥ ২৬
তমর্জুনঃ সমাশ্বাস্য পুনরেবেদমব্রবীৎ
আগন্তব্যং পরাং চৈত্রীমশ্বমেধে নৃপস্য নঃ ॥ ২৭
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তং হয়ম্।
কাম্বোজশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ বিধিবৎ সহদেবজঃ ॥ ২৮

ততো যথেষ্টগমনং পুনরেব স কেশবী।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্ ॥ ২৯
তত্র তত্র চ দুর্গাণি ম্লেচ্ছসৈন্যাভিরক্ষিতঃ।
বিজিগ্যে বসুধা রাজন্ গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি মাগধপরাজয়ে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত মেঘসন্ধি ইহা মনে করিলেন যে, ইনি এখন আমার প্রাণদান করিয়াছেন। তখন তিনি অর্জুনের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাদর সহকারে বলিলেন ॥ ২৪

বীরবর! আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনার দ্বারা পরাজিত হইয়াছি। এখন আমাকে আপনার যে যে কার্য করিতে হইবে, তাহা বলুন এবং তাহা আমি সম্পূর্ণ করিয়াছি বলিয়াই জানুন ॥ ২৬

তখন অর্জুন তাঁহাকে আশ্বাসদান করিতে করিতে বলিলেন, রাজন্! তুমি আগামী চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের যজ্ঞস্থলে আসিবে ॥ ২৭

তিনি এই কথা বলিলে পর সহদেবপুত্র মেঘসন্ধি 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন এবং সেই অশ্ব ও যুদ্ধক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনের যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ২৮

তদনন্তর সেই অশ্ব পুনরায় নিজের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে লাগিল। তাহার পর সে সমুদ্রের তীর ধরিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশলাদি দেশে গমন করিল ॥ ২৯

রাজন্! এই সব দেশে অর্জুন কেবল গাণ্ডীব ধনুর সহায়তায় ম্লেচ্ছগণের অনেক সৈন্যদিগকে জয় করিলেন ॥ ৩০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অশ্বের অনুসরণপ্রসঙ্গে মগধরাজের পরাজয়বিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দক্ষিণ-পশ্চিমসমুদ্রতীরবর্তিষু দেশেষু বিচরতোঽশ্বস্য দ্বারকায়াম্, পঞ্চনদে, গান্ধারে চ প্রবেশঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মাগধেনার্চিতো রাজন্ পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় চারয়ামাস তং হয়ম্ ॥ ১
ততঃ স পুনরাবর্ত্য হয়ঃ কামচরো বলী।
আসসাদ পুরীং রম্যাং চেদীনাং শুক্তিসাহ্বয়াম্ ॥ ২

সমভ্যর্চিতস্তত্র শিশুপালসুতেন সঃ।
যুদ্ধপূর্বং তথা তেন পূজয়া চ মহাবলঃ ॥ ৩
ততোঽর্চিতো বধৌ রাজংস্তদা স তুরগোত্তমঃ।
কাশীনগান্ কোসলাংশ্চ কিরাতানথ তঙ্গণান্ ॥ ৪

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[দক্ষিণ ও পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহ দিয়া অশ্বের গমন, পঞ্চনদ ও গান্ধার দেশে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মগধরাজের দ্বারা পূজিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন শ্বেতবাহন অর্জুন দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করত সেই অশ্বকে বিচরণ করাইতে লাগিলেন ॥ ১

ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী সেই অশ্ব পুনরায় সেই দিক্ হইতে ফিরিয়া চেদিগণের রমণীয় রাজধানী শুক্তিপুরী (বা মাহিষতী পুরী) নামে বিখ্যাত নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২

সেখানে শিশুপালের পুত্র শরভ প্রথমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরে সেই মহাবল শরভ যথোচিতসৎকারে অশ্বের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩

রাজন্! শরভের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই উত্তম অশ্ব কাশী, কোশল, কিরাত ও তঙ্গণাদি জনপদসমূহে গমন করিল ॥ ৪

পূজাং তত্র যথান্যায়ং প্রতিপৃচ্ছ্য ধনঞ্জয়ঃ
পুনরাবৃত্য কৌন্তেয়ো যথার্থানসমং তদা ॥ ৪
তত্র চিত্রাঙ্গদো নাম বলবানিষ্টিমর্দনঃ।
তেন যুদ্ধমভূৎ তস্য বিজয়স্যাভিতৈরবম্ ॥ ৬
তং চাপি বশমানীয় কিরীটী পুরুষর্ষভঃ।
নিষাদরাজ্ঞো বিষয়মেকলব্যস্য জগ্মিবান্ ॥ ৭
একলব্যসুতস্তস্মিন্ যুদ্ধেন তপুরে তদা।
তত্র চক্রে নিষাদৈঃ স সাংগ্রামং লোমহর্ষণম্ ॥ ৮
তত্রাপ্যমর্ষিতো ভূয়ঃ সমরেষ্বপরাজিতঃ।
জিগায় যুধি দুর্ধর্ষো যজ্ঞবিঘ্নার্থমাগতম্ ॥ ৯
স তং জিত্বা মহারাজ নৈষাদিং পাকশাসনিঃ।
অচিন্তঃ প্রযযৌ ভূয়ো দক্ষিণং সলিলার্ণবম্ ॥ ১০
তত্রাপি ত্রিবিধৈরাস্ত্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষকৈরপি।
তথা কোল্লগিরেয়ৈশ্চ যুদ্ধমাসীৎ কিরীটিনঃ ॥ ১১
তাংস্তাপি বিজয়ো জিত্বা নাতিতীব্রেণ কর্মণা।

এই সব রাজা যথোচিত পূজা গ্রহণ করত কৃতীনন্দন অর্জুন পুনরায় প্রত্যাবর্তন করত যথার্থবেগে আসিলেন। ৪

সেখানে সেই সময় মহাবল শত্রুমর্দন চিত্রাঙ্গদনামক নরপতি রাজ্য করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জুনের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৬

পুরুষপ্রবর কিরীটধারী অর্জুন সেখানেও চিত্রাঙ্গদকে বশীকৃত করত নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্যে গমন করিলেন। ৭

সেখানে একলব্যের পুত্র যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার আগমন সংবাদ করিল। অর্জুন নিষাদগণের সহিত রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৮

সর্বপ্রকার যুদ্ধেই অপরাজিত দুর্ধর্ষ বীর পার্থ যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য আগত একলব্যপুত্রকেও পরাজিত করিলেন। ৯

মহারাজ! একলব্যের পুত্রকে পরাজিত করিয়া তাহার দ্বারা পূজিত হইয়া ইন্দ্রনন্দন অর্জুন পুনরায় দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। ১০

সেখানেও দ্রবিড়, আন্ধ্র, চৌল, মাহিষক ও কোলাচলের প্রান্তভাগে অবস্থিত বীরগণের সহিত কিরীটধারী অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। ১১

ইহাদের সকলকে বহুল পরাক্রমের দ্বারা জয় করিয়া অর্জুন অশ্বের ইচ্ছানুসারে তাহার অনুগমনে বিবশ হইয়া গৌরাষ্ট্র,

ভূরিদ্রবিণসম্পন্নাংস্তথা স্ত্রীরাজ্যবর্ধনান্।
গোকর্ণমথ চাসাদ্য প্রভাসমপি জগ্মিবান্ ॥ ১২
ততো দ্বারবতীং রম্যাং বৃষ্ণিবীরাভিপালিতাম্ ॥ ১৩
আসসাদ হয়ঃ শ্রীমান্ কৃতরাজ্ঞস্য বাজিনঃ।
তমন্বযুর্হয়শ্রেষ্ঠং যাদবানাং কুমারকাঃ ॥ ১৪
প্রত্যুদ্যযুস্তথা রাজন্ প্রসেনো নাব্যরূরুৎ।
ততঃ পুরাদ্ বিনিষ্ক্রম্য বৃষ্ণ্যন্ধকপতিস্তদা ॥ ১৫
সহিতো বসুদেবেন মাতুলেন কিরীটিনঃ।
তৌ সমেত্য কুরুশ্রেষ্ঠং বিধিবৎ প্রীতিপূর্বকম্ ॥ ১৬
পরয়া ভারতশ্রেষ্ঠং পূজয়া সমবস্থিতৌ
ততস্তাভ্যামনুজ্ঞাতো যযৌ যেন হয়ো গতঃ ॥ ১৭
ততঃ স পশ্চিমং দেশং সমুদ্রস্য তদা হয়ঃ।
ক্রমেণ বাচয়ৎ স্ফীতং ততঃ পঞ্চনদং যযৌ ॥ ১৮
তস্মাদপি স কৌরব্য গান্ধারবিষয়ং হয়ঃ।
বিচচার যথাকামং কৌন্তেয়ানুগতস্তদা ॥ ১৯

সৌবীর এবং প্রস্থালদেশে গমন করিলেন। ১২½

তাহার পর কৃষ্ণরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞীয় বাজিরাজ অশ্ব বৃষ্ণিবীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। ১৩½

রাজন্! সেখানে বহুবয়সের বীরযুবের বালকগণ সেই উত্তম অশ্বকে বলপূর্বক ধরিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজ উগ্রসেন তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। ১৪½

তদনন্তর অর্জুনের মাতুল বসুদেবকে সঙ্গে লইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের রাজা উগ্রসেন নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ইঁহারা ভরতকুলের সেই শ্রেষ্ঠ বীরের অত্যন্ত আদর-সৎকার করিলেন। তারপর এই দুইজনের অনুমতি লইয়া অর্জুন সেই দিকে গমন করিলেন, যে দিকে সেই অশ্ব গমন করিতে লাগিল। ১৫-১৭½

সেখান হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহে বিচরণ করিতে করিতে সেই অশ্ব ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল এবং সমৃদ্ধিশালী পঞ্চনদ প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইল। ১৮

কুরুনন্দন! সেখানেও এই অশ্ব গান্ধার দেশে যাইয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল। কুন্তীনন্দন অর্জুনও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ১৯

ততো গান্ধাররাজেন দৃষ্টমানীৎ কিরীটিনঃ
ঘোরং শকুনিপুত্রেণ পূর্ব্ববৈরানুসারিণা । ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি অশ্বানুসরণে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ । ৮৩

তাহার পর পূর্ব্ব শত্রুতার অনুসরণকারী গান্ধাররাজ শকুনিপুত্রের সহিত কিরীটধারী অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় । ১০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতা-পর্ব্বে অশ্বের অনুসরণ-বিষয়ক
ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

(শকুনিপুত্রস্য পরাজয়ঃ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শকুনেস্তনয়ো ধীরো গান্ধারাণাং মহারথঃ ।
প্রদ্যুম্নমুখ্যৈ গুপ্তাকেশ্চ সৈন্যৈশ্চ মহতা বৃতঃ । ১
রত্নাবয়বযুক্তেন পতাকাজালমালিনা ।
অযুক্তমাশাস্তে ঘোষা নৃপস্য শকুনের্যথম্ । ২
অভ্যাদ্রবন্ সহিতাঃ পার্থং প্রগৃহীতমহাসনাঃ ।
স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা বীক্ষমাণঃ পরাজিতঃ । ৩
যুধিষ্ঠিরস্য বচনং ন চ তে জগৃহুর্হিতম্ ।
বার্য্যমাণাস্তথাপি পার্থেন সাত্বপূর্ব্বমমর্ষিতাঃ । ৪
পরিবার্য্য হয়ং জগ্মুস্ততস্তুক্রোধ পাণ্ডবঃ
ততঃ শিরাংসি বীরাণাং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ । ৫
ক্ষুরৈর্গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তৈর্নাতিদূরাদিবাসুভিঃ
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন হতযূথ্যা মৃগা যথা । ৬
ভয়ার্ত্তা মহারাজ শরবর্ষাভিতাড়িতম্ ।
নিরুধ্যমানৈস্তৈশ্চাপি গান্ধারৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ । ৭
আদিত্যাদিত্য বেগাভী শিরাংস্যেষাং ত্বপাতয়ৎ
ঘাতয়ানেষু তেষ্বাজৌ গান্ধারেষু সমন্ততঃ । ৮
স রাজা শকুনেঃ পুত্রঃ পাণ্ডবং প্রত্যযাদ্রুতম্
তং যুধ্যমানং রাজানং অন্ত্রমর্ষে ব্যবস্থিতম্ । ৯

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

[শকুনিপুত্রের পরাজয় ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শকুনির পুত্র গান্ধার-দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও মহারথ ছিলেন । তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিদ্রাবিজয়ী অর্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন । ১

তাঁহার সৈন্যবাহিনী হস্তী অশ্ব ও রথ—এই সবে সজ্জিত ছিল এবং অস্ত্র-পতাকাসমূহের মালাসমূহে সুশোভিত ছিল । এই সব গান্ধার-যোদ্ধারা রাজা শকুনির বধের সংবাদ শুনিয়া অমর্ষপূর্ণ ছিলেন, অতএব তাঁহারা হস্তে ধনু-বাণ গ্রহণ করত একসঙ্গে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন । ২।

অসন্ত্রাসিত বীর ধর্ম্মাত্মা অর্জুন তাঁহাদিগকে রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য বলিলেন ; কিন্তু তাঁহারা সেই হিতবচন বাক্যও গ্রহণ করিলেন না । ৩।

যদিও পার্থ সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহারা অমর্ষের বশীভূত হইয়া সেই অশ্বকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করত ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । ৪।

তাহার পর অর্জুন গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র সুবর্ণপঙ্খযুক্ত বাণের দ্বারা বিনা পরিশ্রমেই তাঁহাদের মস্তকসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন । ৫।

মহারাজ ! অর্জুনের বাণ দ্বারা প্রহৃত হইয়া যাহার তাঁহার যাপবধনে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া গান্ধার-সৈন্যরা সেই অশ্বকে পরিত্যাগ করত নিবৃত্ত হইলেন । ৬।

গান্ধারগণের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া থাকিলেও ভেজস্বী বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তাঁহাদের বাণ ধরিয়া মস্তকসমূহ ছেদন করত ঘৃণান্বিত করিতে লাগিলেন । ৭।

যখন চারিদিকে যুদ্ধে গান্ধারগণের সংহার আরম্ভ হইয়া গেল তখন রাজা শকুনিপুত্র পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে নিবারিত করিলেন । ৮।

ক্রোধবশে স্থিত হইয়া যুদ্ধকারী সেই রাজাকে অর্জুন এই

পার্থেনৈবংবীর্য যে যথা রাজানো রাজশাসনাৎ
অলং যুদ্ধেন তে বীর ন তোঽস্মাভ্য পরাজয়ঃ ॥ ১০
ইত্যুক্তস্তদবাদীত্তা বাক্যমজ্ঞানমোহিতঃ।
স শক্রসমকর্মাণং সমরাকিরদাশুগৈঃ ॥ ১১
তস্য পার্থঃ শিরস্ত্রাণমর্ধচন্দ্রেণ পত্রিণা।
অপাহরদমেয়াত্মা জয়দ্রথশিরো যথা ॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা ভগ্নুর্গান্ধারাঃ সর্ব এব তে
ইচ্ছন্তো তেন ন যযুো রাজেত্যপি চ তং বিদুঃ ॥ ১৩
গান্ধারীরাজপুত্রস্তু পলায়নকৃতক্ষণঃ।
যযৌ তৈরেব সহিতস্ত্রস্তৈঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥ ১৪
তেষাং তু তরসা পার্থস্তত্রৈব পরিধাবতাম্।
প্রজঘানোত্তমাজ্ঞানি তত্রৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১৫
উদ্ভ্রিয়ন্তে ভুজান্ কেচিদ্বাহুযুদ্ধস্য শত্রৈস্তান্।
শরৈর্গাণ্ডীবনির্মুক্তৈঃ পৃথুভিঃ পার্থচোদিতৈঃ ॥ ১৬

সন্ত্রাস্তনর-নাগাশ্বমপতদ্ বিদ্রুতং বলম্
হতবিধ্বস্তভূয়িষ্ঠধ্বজচক্রং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৭
নাভ্যপদ্যত বীরস্য কেচিদগ্রেঽগ্র্যকর্মণঃ
রিপবঃ পাত্যমানা বৈ যে সহেষুর্নিজয়ম্ ॥ ১৮
ততো গান্ধাররাজস্য মন্ত্রিবৃদ্ধপুরঃসরা।
জননী নির্ধৃতা ভীতা পুত্রকৃত্যার্থমুদ্যতম্ ॥ ১৯
সা ন্যবারয়দত্যগ্রং তং পুত্রং বৃদ্ধসম্মতম্
প্রসাদয়ামাস চ তং জিষ্ণুমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ২০
তাং পূজয়িত্বা বীভৎসুঃ প্রসাদমকরোৎ প্রভুঃ।
শকুনেস্তাপি তনয়াং সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২১
ন মে প্রিয়ং মহাবাহো যত্তে বৃদ্ধিরিয়ং কৃতা।
প্রতিযোদ্ধুমনিত্রঘ্ন ভ্রাতৈব ত্বং মমানঘ ॥ ২২
গান্ধারীং মাতরং স্মৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রকৃতেন চ
তেন জীবসি রাজংস্ত্বং নিহতাস্ত্বনুগাস্তব ॥ ২৩

কথা বলিলেন—বীর! তোমার যুদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই। অতএব তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, যাহাতে আজ তোমার পরাজয় না হয়। ৯-১০

অর্জুন এই কথা বলিলেও অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত থাকায় তাঁহার এই বাক্য অবজ্ঞা করত শত্রুনিসূদন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অর্জুনের উপর শীঘ্রগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১

তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন অর্জুন যেভাবে জয়দ্রথের মস্তক উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেইভাবে শকুনিপুত্রের শিরস্ত্রাণ এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে উড়াইয়া দিলেন। ১২

ইহা দেখিয়া সমস্ত গান্ধার যোদ্ধারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলেই ইহা বুঝিলেন যে, অর্জুন ইচ্ছা করিয়াই গান্ধার রাজা যাহাতে নিহত না হন, সেজন্য এরূপ করিলেন। ১৩

সেই সময় গান্ধাররাজ শকুনির পুত্র পলায়ন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন যেরূপ সিংহ হইতে ভীত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগগণ পলায়ন করে, সেইরূপ অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া সৈন্যগণ সহ তিনি সত্বর পলায়ন করিলেন। ১৪

সেখানে চারিদিকে ধাবমান বহু সৈন্যের মস্তক অর্জুন আনত-পর্বযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা সবেগে ছেদন করিতে লাগিলেন। ১৫

অর্জুন কর্তৃক প্রেরিত ও গাণ্ডীব-ধনু হইতে মুক্ত বহুসংখ্যক বাণসমূহে হত যোদ্ধার ঊর্ধ্বে উত্থিত বাহু ছিন্ন হইয়া পতিত হইল তাহার পরিমাণ জানা যাইল না। ১৬

সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীর বহুত, রথী ও অশ্বগণ বিদ্রাবিত হইয়া বাধিত হইতে হইতে পতিত হইল। তাহারা সকলে এই অবস্থায় পলায়ন করিতে লাগিল। এই সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হইলেন এবং অবশেষে বারংবার যুদ্ধভূমিতে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৭

শ্রেষ্ঠ কর্মকারী বীর অর্জুনের সম্মুখে তখন কোনও যোদ্ধাকে অবস্থান করিতে দেখা যাইল না। এই সব শত্রুরা অর্জুনকে আর সহ্য করিতে পারিল না। বাণপতনে ব্যাকুল হইয়া যাইল। ১৮

তখন গান্ধাররাজের মাতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া যুদ্ধ মন্ত্রিগণকে অগ্রে করত উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্বক নগর হইতে বহির্গত হইলেন (এবং রণভূমিতে আসিলেন।)। ১৯

সেখানে তিনি যাবতীয় অহিত ও অসৎকর্ম হইতে পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং অনায়াসে মহৎ কর্মকারী বিজয়শীল অর্জুনকে প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করিলেন। ২০

প্রভাবশালী অর্জুনও মাতৃস্থানীয়াকে সম্মান করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং শকুনির পুত্রকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ২১

শত্রুসূদন! মহাবাহু বীর! তুমি যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে বুদ্ধিস্থির করিয়াছ, ইহা আমার প্রিয় হয় নাই; কারণ, নিষ্পাপ! তুমি যে আমারই ভ্রাতা। ২২

রাজন্! আমি মাতা গান্ধারীদেবীকে স্মরণ করিয়া এবং

বৈষম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তা তু ততো রাজা যেন নাগাহ্বয়ং পুরম্ ॥ ১
তং নিবৃত্তং তু শুশ্রাব চারেভ্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ
শ্রুত্বার্জুনং কুশলিনং স চ হৃষ্টমনাঽভবৎ ॥ ২
বিজয়ন্তং চ তং কর্ম গাঙ্গারিবিষয়ে তদা।
শ্রুত্বা চারেভ্য দেশেভ্য স সুপ্রীতোঽভবৎ তদা ॥ ৩
এতস্মিন্নেব কালে তু ত্বাষ্ট্রীং মাঘবাসিকীম্।
ইষ্টিং গৃহীত্বা নক্ষত্রে ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অর্জুনানুসরণে
নকুলনিপুত্রপরাজয়ে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

সকল শত্রুতার অবসান এখানেই হউক। অতঃপর তুমি এই-ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার বিচার করিও না। আগামী চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে তুমি অবশ্যই যাইবে। ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অশ্বের অনুসরণপ্রসঙ্গে নকুলনিপুত্রের পরাজয়বিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যজ্ঞভূমি নির্মাণ, নানাদেশ হইতে আগত রাজাদের যজ্ঞের সজ্জা ও আয়োজন দর্শন।]

বৈষম্পায়ন উবাচ।

ইক্ষ্বাকূণামুষভো পার্থো হয়ং কামবিহারিণম্।
সমর্জত ততো রাজা যেন নাগাহ্বয়ং পুরম্ ॥ ১
তং নিবৃত্তং তু শুশ্রাব চারেভ্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ
শ্রুত্বার্জুনং কুশলিনং স চ হৃষ্টমনাঽভবৎ ॥ ২
বিজয়ন্তং চ তং কর্ম গান্ধারিবিষয়ে তদা।
শ্রুত্বা চারেভ্যু দেশেভ্যু স সুপ্রীতোঽভবৎ তদা ॥ ৩
এতস্মিন্নেব কালে তু ত্বাষ্ট্রীং মাঘবাসিকীম্।
ইষ্টিং গৃহীত্বা নক্ষত্রে ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪

সমানীয় মহাতেজাঃ সর্বান্ ভ্রাতৃন্ মহীপতিঃ
ভীমঞ্চ নকুলং চৈব সহদেবঞ্চ কৌরবঃ ॥ ৫
প্রোবাচেদং বচঃ কালে তদা ধর্মভৃতাং বরঃ
আনয়ন্ত্রা বলতাং শ্রেষ্ঠো ভীমং প্রহরতাং বরম্ ॥ ৬
আয়ান্তি ভীমসেনাসৌ সহাশ্বেন তবানুজঃ
যস্য বে পুরুষাঃ প্রাহুর্যে বনজয়সাধিনঃ ॥ ৭
উপস্থিতস্তু কালোঽয়মিতো বর্ততে হয়ঃ
মাঘী চ পৌর্ণমাসীয়ং মাসঃ শেষো বৃকোদর ॥ ৮

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[যজ্ঞভূমি নির্মাণ, নানাদেশ হইতে আগত রাজাদের যজ্ঞের সজ্জা ও আয়োজন দর্শন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গান্ধাররাজকে এই কথা বলিয়া অর্জুন ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। তারপর সেই অশ্ব সেখান হইতে হস্তিনাপুরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। ১

এই সময় রাজা যুধিষ্ঠির এক চারের দ্বারা শুনিলেন যে, অশ্ব পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া হস্তিনাপুরে আসিতেছে এবং অর্জুনও সৈন্যের সহিত আগমন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। ২

অর্জুন গান্ধার-রাজ্যে ও অন্যান্য দেশসমূহে যে সব অদ্ভুত পরাক্রম করিয়াছেন, তাহা সমস্ত শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৩

হৃষ্টমনাঃ! সেই দিন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি ছিল। উহাতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ থাকায় এই অতীষ্ট তিথি গ্রহণ করিয়া মহাতেজস্বী ধর্মভৃৎ যুধিষ্ঠির নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণকে—ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং প্রহারকারীদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে সম্বোধন করত বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিকদলের মধ্যে প্রধান যুধিষ্ঠির এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৪-৬

ভীমসেন! বনজয়ের সংবাদ আনিবার জন্য তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন অশ্বের সহিত আসিতেছে। ৭

বৃকোদর! এদিকে যজ্ঞ আরম্ভ করিবার সময়ও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অশ্বও নিকটেই আছে। এই মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি, এখন মধ্যে কেবল এক পক্ষের মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। ৮

প্রস্থাপ্যন্তাং হি বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
যাজিষ্যেদার্থসিদ্ধ্যর্থং দেবং পশুভ বজ্রিণম্ ॥ ৯
ইত্যুক্তঃ স তু তচ্চক্রে ভীমো নৃপতিশাসনম্।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা তড়াকেশমায়ান্তং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১০
ততো যযৌ ভীমসেনঃ প্রাচ্যৈঃ স্থপতিভিঃ সহ
ব্রাহ্মণাগ্রতঃ কৃত্বা কুশলান্ যজ্ঞকর্মণি ॥ ১১
তত্র স শালঙ্কটং শ্রীমৎ সুপ্রতোলীপুরোত্তমম্।
মাপয়ামাস কৌরব্যো যজ্ঞবাটং যথাবিধি ॥ ১২
প্রাসাদশতসম্বাধং মণিপ্রবরভূষিতম্
কারয়ামাস বিবিধৈরন্নপানৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩
তত্রান্নং কনকচিত্রাংশ্চ ভোজনানি বহূনি চ।
যজ্ঞায়তনদেশেষু দদৌ তত্তত্র কাননম্ ॥ ১৪
অন্তঃপুরাণাং রাজ্ঞাঞ্চ নানাদেশসমীয়ুষাম্
কারয়ামাস ধর্ম্মাত্মা তত্র তত্র যথাবিধি ॥ ১৫

ব্রাহ্মণানাঞ্চ বেশ্মানি নানাদেশসমীয়ুষাম্।
কারয়ামাস কৌন্তেয়ো বিধিবৎ ভরতর্ষভঃ ॥ ১৬
তথা সম্প্রেষয়ামাস দূতান্ নৃপতিশাসনাৎ।
ভীমসেনো মহাবাহো রাজ্ঞামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ॥ ১৭
তে প্রিয়ার্থং কুরুপতেরাযযুর্নৃপসত্তম।
রত্নান্যাদায় বিবিধান্যাদায় স্ত্রিয়োঽশ্বানাযুধানি চ ॥ ১৮
তেষাং নিবিশতাং তেষু শিবিরেষু মহাত্মনাম্।
নর্দতঃ সাগরস্যেব দিবমাপূরয়ত্তদা স্বনঃ ॥ ১৯
তেষামন্ত্র্যাগতানাঞ্চ স রাজা কুরুনন্দনঃ
ব্যাদিদেশান্নপানানি শয্যাশ্চাপ্যতিমানুষাঃ ॥ ২০
যাবন্নানাঞ্চ বিবিধাঃ শালাঃ শালীক্ষুগোরসৈঃ।
উপেতা ভরতশ্রেষ্ঠ ব্যাদিদেশ স ধর্ম্মরাট্ ॥ ২১
তথা তস্মিন্ মহাযজ্ঞে ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
সর্ব্বাপ্তমুনিগণা বহবো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২২

অতএব যেন পারদর্শী বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করুন, তাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত শুভ উপযুক্ত স্থান পরিদর্শন করুন। ৯

ইহা শ্রবণ করত ভীমসেন রাজার আজ্ঞা মস্তক পাতিয়া লইলেন। তিনি পুরুষপ্রবর অর্জুনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করত অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১০

তাহার পর ভীমসেন যজ্ঞকর্ম্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করত শিল্পকর্ম্মে বিশেষজ্ঞ স্থপতিদিগের সহিত নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ১১

তিনি শালঙ্কটকে পরিপূর্ণ এবং সুন্দর স্থান নির্বাচন করত তাহার চারিদিক্ মাপ কার্য্য শেষ করিলেন। তাহার পর কুরুনন্দন ভীমসেন সেখানে উত্তম পঞ্চমৃত্তিকা সুশোভিত যজ্ঞভূমি বিধি অনুসারে নির্ম্মাণ করাইলেন। ১২

সেই ভূমিতে শত শত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। মণি-রত্ন-বিভূষিত বহু বেদীও নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই যজ্ঞশালা স্বর্ণ ও রত্নসমূহে সজ্জিত ছিল এবং ইহার নির্ম্মাণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে করান হইয়াছিল। ১৩

সেখানে সুবর্ণময় বিচিত্র পাত্র ও বহু বহু ভোজন নির্ম্মিত হইল। ধর্ম্মাত্মা ভীমসেন যজ্ঞস্থলের সকল স্থানেই শুভ স্বার্থের ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের রমণীগণ, বিভিন্ন দেশ হইতে উপস্থিত নরপতিবৃন্দ ও নানা স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মণসকলের বাস করিবার অনেক ভবনও প্রস্তুত করাইলেন। এই সবের নির্ম্মাণ সুকৌশলে ভীমসেন শিল্পশাস্ত্রের বিধি অনুসারে করাইয়াছিলেন। ১৪-১৬

মহারাজ! এই সব কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পর ভীমসেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অনায়াসেই মহৎ কর্ম্মকারী বিভিন্ন রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বহু দূত প্রেরণ করিলেন। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া সেই সব নরপতি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিবার জন্য বহু ধন, রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৮

সেখানে নিমন্ত্রিত বিভিন্ন বিদেশে প্রবেশকারী মহারাজ নরপতিগণের যে কোলাহল শুনা যাইতেছিল, তাহা মহাসমুদ্রগর্জ্জনের তুল্য সম্পূর্ণ আকাশকে ব্যাপ্ত করিল। ১৯

কুরুবংশের বৃদ্ধিকারী রাজা যুধিষ্ঠির এই সব মহাগত অতিথিগণের সৎকার করিবার জন্য অন্ন-পান ও অলৌকিক শয্যাসমূহের ব্যবস্থা করিলেন। ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সব স্থানের বাহনসকলের ভরণ-পোষণের জন্য ধান, ইক্ষু ও গোরসে পরিপূর্ণ বহু গৃহ প্রদান করিলেন। ২১

বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞে বহুসংখ্যক ব্রহ্মবাদী বেদজ্ঞ মুনিগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২২

যে চ দ্বিজাতিপ্রবরাস্তত্রাসন্ পৃথিবীপতে
সমাজগ্মুঃ সশিষ্যাস্তান্ প্রতিজগ্রাহ কৌরবঃ ॥ ১০
সর্বাংস্তু তানুষয়ো যাবদাবসথান্ প্রতি।
স্বয়মেব মহাতেজা দত্ত্বা আজ্ঞা ঘৃণিষ্টিরঃ ॥১১
ততঃ কৃষ্ণা স্থপতয়ঃ শিল্পিনোঽন্যে চ যে তদা।
কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজ্ঞো ধর্মরাজায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১২
তচ্ছ্রুত্বা ধর্মরাজস্তু কৃতং সর্বমতন্দ্রিতা।
প্রহৃষ্টরূপোঽভবদ্ রাজা সদ্য ভ্রাতৃভিরাবৃতঃ ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু সশিষ্যো বেদবাদিনঃ।
হেতুবাদান্ বহূনাহুঃ পরস্পরজিগীষবঃ ॥ ১৭
দদৃশুস্তত্র নৃপতেঃ যজ্ঞনা নিধিমুত্তমম্।
দেবেন্দ্রস্যেব বিহিতং ভীমসেনেন ভারত ॥১৮
দদৃশুস্তোরণান্যত্র শাতকৌম্ভময়ানি চ।
শয্যাসন-বিহারাংশ্চ পুরুষৈঃ যত্নসঞ্চিতান্ ॥ ১৯

ঘটান্ পাত্রীঃ কটাহানি কলশান্ বর্ধমানকান্।
ন হি কিঞ্চিদনৌবর্ণমপশ্যন্ বসুধাধিপাঃ ॥ ৩০
ঘৃণাংশ্চ পাত্রসংস্থিতান্ ধারয়ান্ হেমকুম্ভিতান্।
উপস্কৃতান্ যথাকালং বিধিবদ্ ভূরিবর্চসঃ ॥৩১
স্থলজা জলজা যে চ পশবঃ খেচরাশ্চ যে।
সর্বানেব সমানীতানপশ্যংস্তত্র তে নৃপাঃ ॥ ৩২
গ্রাম্যৈশ্চ মহিষৌষ্ট্রৈশ্চ তথা গুহ্যস্ত্রিয়োঽপি চ।
ঔষ্ট্রকানি চ সস্নানি খাপদানি বরাংসি চ ॥ ৩৩
ভরাণ্যুদ্ভারভাণ্ডানি বেদভাণ্ডানি চ
পর্বতাদুপভাণ্ডানি কৃতানি দদৃশুশ্চ তে ॥ ৩৪
এবং প্রমুদিতং সর্বং পশু-গো-ধন-ধান্যতঃ
যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণানাং বিদাং চৈব যতব্রতাগ্নিহোত্রিণাম্
পূর্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং তত্র ভুক্তবান্ ॥ ৩৬

তাঁহারা সেখানে সুবর্ণের থাল নির্মিত ভোজন, শয্যা, আসন, বিহারস্থান ও বহুসংখ্যক সঞ্চিত দ্রব্যের রাশি দর্শন করিলেন। ২৯

বহু অন্ন, ক্ষুদ্র পাত্র, কটাহ, কলস ও পরাধনকলস তাঁহারা দেখিতে পাইলেন সেই নৃপতিগণ এরূপ কোনও বস্তু দেখিতে পাইলেন না, যাহা স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হয় নাই। ৩০

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যে সব ঘাটের যূপ নির্মাণ করা হইয়াছিল, তৎসমস্তও স্বর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এই সব যূপ যথাস্থানে বিধি অনুসারে নির্মিত হইয়াছিল এবং দেখিতে অত্যন্ত তেজস্বী ছিল। ৩১

প্রভো! জলে ও স্থলে উৎপন্ন যে সব পশু আছে, সেই সর্বপ্রকার পশুই সেখানে আনীত হইয়াছে, ইহাও তাঁহারা দর্শন করিলেন। ৩২

গো, মহিষ, বৃদ্ধা স্ত্রী, গর্দভ, হিংস্র জন্তু, পক্ষী, অশ্বতর, অশ্ব, উষ্ট্র এবং পর্বত ও সাগর-তীরবাসী সর্ববিধ প্রাণীই সেখানে উপস্থিত আছে, রাজারাও ইহাও দর্শন করিলেন। ৩৩-৩৪

এই ভাবে সেই যজ্ঞশালা পশু, গো, ধন ও ধান্যসম্পন্ন এবং আনন্দময় ছিল। ইহা দেখিয়া রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ৩৫

ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের জন্য সেখানে নয়শ যাটি অযুত ভোজন পূর্ণ ছিল। প্রতিদিন এত লক্ষ ব্রাহ্মণ অন্নাদি ভোজন

দুন্দুভির্ঘোষবিঘোষো মুহুর্মুহুরতাড়্যত
বিননাদাসকৃচ্চাপি দিবসে দিবসে গতে ॥ ৬১
এবং স বর্ত্ততে যজ্ঞো ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
অহন্যহন্যুপহরন্ রাজন্নুৎসর্গান্ পর্ব্বতোপমান্ ॥ ৬৮
দধিকুল্যাশ্চ দদৃশুঃ সর্পিষশ্চ হ্রদান্ তথা:
অন্নস্য সুমহান্ রাজন্ পর্ব্বতো দৃশ্যতেঽদ্ভুতঃ ॥ ৬৯
রাজন্নুপস্তৈকস্থো রাজভক্ত্যা মহামখে
তত্র জাতিসহস্রাণি পুরুষাণাং ততস্ততঃ ॥ ৪০
গৃহীত্বা ভাজনান্ হস্তৈর্বিবিধান্ তত্রতত্রচ।
প্রবিবিশ্চাপি তে সর্বে সুসৃষ্টমবিকুত্থলাঃ ॥ ৪১
পর্য্যবেষন্ দ্বিজাতীংস্তান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বিবিধানান্নপানানি পুরুষা দেবমুষাদিনঃ ॥ ৪২
তে বৈ নৃপোপভোজ্যানি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাং ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি অশ্বমেধারম্ভে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

করিলে পর সেখানে যেসকল ভৃত্য অন্নবস্ত্রাদি ভক্ষ্য বাহ্যবস্তু বাহিত হইতেছিল এইভাবে তাহা সেখানে দিনে অনেক বার করিয়া যাতায়াত হইত ॥ ৩৬-৩৭

রাজন্! যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ প্রতিদিন এইভাবে চলিত। সেখানে অন্নের বহুসংখ্যক পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি সংগৃহীত হইয়াছিল। দধির বহু নদী ও ঘৃতের বহু হ্রদ পূর্ণ ছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞমণ্ডপে অনেক দেশের বহু মানুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজন্! সারা জম্বুদ্বীপই যেন সেই একস্থানে স্থিত বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ৩৮-৩৯

তারপরেই! সেখানে হাজার হাজার জাতির মানুষ বহু পাত্র হস্তে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪০

শত শত ও হাজার হাজার মানুষ সেখানে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ভোজন পরিবেষণ করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই অর্থের দ্বারা ও বিশুদ্ধ মনিষের কুলসম্ভূত অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁহারা সেখানে ব্রাহ্মণগণকে রাজভোগযোগ্য অন্ন-পান প্রদান করিতেছিলেন ॥ ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আরম্ভ-বিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা যুধিষ্ঠিরের ভীমসেনাদি রাজঃ পুরুষিদ্ভূমাদেশদানম্, যুধিষ্ঠিরসমীপে শ্রীকৃষ্ণের ধনঞ্জয়স্য সংবাদকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

সমাগতান্ বেদবিদো রাজংস্ত পৃথিবীশ্বরান্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনমভাষত ॥ ১
উপযাতা নরব্যাঘ্রা য এতে পৃথিবীশ্বরাঃ।
এতেষাং ক্রিয়তাং পূজা পূজার্হা হি নরাধিপাঃ ॥ ২
ইত্যুক্তঃ স তথা চক্রে নরেন্দ্রেণ যশস্বিনা।
ভীমসেনো মহাতেজা যমাভ্যাং সহ পাণ্ডবঃ ॥ ৩
অথাজগাম গোবিন্দো বৃষ্ণিভিঃ সহ ধর্ম্মজম্।
বলদেবং পুরস্কৃত্য সর্বপ্রাণভৃতাং বরঃ ॥ ৪
সুধর্ম্মণেন সহিতঃ প্রদ্যুম্নেন গদেন চ।
নিশঠেনাথ সাম্বেন তথৈব কৃতবর্ম্মণা ॥ ৫

ষড়শীতিতম অধ্যায়

[রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমসেনকে রাজাদিগকে পূজা করিবার আদেশ দান এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের সংবাদ কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেখানে সমবেত বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণকে এবং পৃথিবীশাসনকারী রাজাদিগকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন ॥ ১

রাজন্! এই যে সব পৃথিবীশাসনকারী রাজা এখানে আসিয়াছেন, ইহারা সকলেই নরশ্রেষ্ঠ ও পূজার যোগ্য, অতএব তুমি ইহাদের যথোচিত পূজা কর ॥ ২

বলশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে পর মহাতেজস্বী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সকলের যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পূজা করিলেন ॥ ৩

তারপর সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে অগ্রে করিয়া সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, গদ, নিশঠ, সাম্ব ও

তেষামপি পরাং পূজাং চক্রে ভীমো মহারথঃ।
বিবিক্তে চ যথান্যানি রত্নবন্তি চ সর্বশঃ ॥ ৬
যুধিষ্ঠিরসমীপে তু কথান্তে মধুসূদনঃ
অর্জুনং কথয়ামাস বহুসাংগ্রামকবিতম্ ॥ ৭
স তং পপ্রচ্ছ কৌন্তেয়ঃ পুনঃ পুনররিন্দমম্
কচ্চিৎ শত্রুঞ্জয়ং ভিক্ষুং সমাহৃষ্টঃ জনার্দনঃ ॥ ৮
আগচ্ছদ্ যাবকাধানী সমাপ্তঃ পুরুষো নৃপ।
যোঽস্রাক্ষীৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বহুসাংগ্রামকবিতম্ ॥ ৯
সমীপে চ মহাবাহুমাহৃষ্টঃ চ মম প্রভো
ব্রূহি কার্যাণি কৌন্তেয় হ্রদমেষার্থনিশ্চয়ে ॥ ১০
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ
দিষ্ট্যা ন কুশলী ভিক্ষুরুপায়াতি চ মাধব ॥ ১১

হতবর্ষাদি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিলেন। ৪-৫

মহাযশী ভীমসেন ইঁহাদের সকলেরও যথি অনুসারে পূজা করিলেন। তাহার পর তাঁহারা রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করত বিশ্রামিত হইলেন। ৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট বসিয়া কিছুকাল কথাবার্তা বলিলেন। এই সময় তিনি বলিলেন—অর্জুন বহু যুদ্ধে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্বল হইয়া গিয়াছে। ৭

ইহা শ্রবণ করত ধর্মপুত্র কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শত্রুনিধন ইন্দ্রসুখায় অর্জুনের বিষয়ে বারংবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৮

রাজন্! আমার সার্থি যাবকাধানী এক বিশ্বাসপাত্র ব্যক্তি আসিয়াছিল। সে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দেখিয়াছে। অর্জুন বহু স্থানে যুদ্ধ করায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছেন ॥ ৯

প্রভো! সে ইহাও বলিয়াছে যে, মহাবাহু অর্জুন তখন নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণীনন্দন! অতএব এখন আপনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক কার্যসকল আরম্ভ করিয়া দিন ॥ ১০

তিনি এই কথা বলিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—মাধব! সৌভাগ্যের কথা যে, অর্জুন কুশলের সহিত ফিরিয়া আসিতেছে ॥ ১১

যদিদং সংবিধেয়ং নঃ পাণ্ডবানাং বলাগ্রণীঃ
তথা জ্ঞাতুমিহেচ্ছামি তথ্যতো বদতাং বর ॥ ১২
ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন বৃষ্ণ্যন্ধকপতিস্তদা
প্রোবাচেদং বচো বাগ্মী ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৩
ইদমাহ মহারাজ পার্থবাক্যাৎ স্বয়ং নরঃ
যাচ্যো যুধিষ্ঠিরঃ কৃষ্ণ কালে বাক্যমিদং মম ॥ ১৪
আগমিষ্যন্তি রাজানঃ সর্বে বৈ কৌরবর্ষভ।
প্রাপ্তানাং মহতীং পূজাং কার্যাং তেষাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
ইত্যেতদ্বচনাদ্ রাজা বিজ্ঞাপ্যো মম মানদ।
যথা ন ত্যাজয়েৎ ন স্যাদ্ যজ্ঞস্যাহরহরেহদ্ভুতম্ ॥ ১৬
কর্তুমর্হতি তদ্ রাজা তথাংস্তাপাদুমন্তথা
রাজসেধায়ং নশ্যেদ্ যূয়মিমা রাজন্ পুনঃ প্রজাঃ ॥ ১৭

বহুনন্দন! পাণ্ডব-সৈন্যগণের অগ্রগামী বেগা অর্জুন এই যজ্ঞের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ পাঠাইয়াছে, তাহা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১২

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় রাজগণের পতি বাগ্মী (প্রবচনকুশল) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! যে মানুষ আমার নিকট আসিয়াছে, সে অর্জুনের কথা স্মরণ করিয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যখনসময়ে আমার এই কথা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন ॥ ১৪

(অর্জুন বলিয়াছেন—) কৌরবশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধ-যজ্ঞে প্রায় সকল রাজাই উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাত্মা মনে করিয়া পূর্ণ সৎকার করিতে হইবে। ইহা আমাদের যোগ্য কার্য ॥ ১৫

(এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আমাকে বলিয়াছে—) মানদ! আমার পক্ষ হইতে আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন যে, রাজসূয়-যজ্ঞে অর্ঘদানের সময় যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, এইবার তাহা যেন না হয় ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ! রাজা যুধিষ্ঠির অবশ্যই যেন সেরূপ কার্য করেন। আপনিও তাঁহাকে এইরূপ অনুমতি করিবেন এবং বলিবেন—রাজন্! রাজসূয়ের পারম্পরিক ভেদে পুনরায় যেন প্রজারা বিনষ্ট না হয় ॥ ১৭

ইদমস্তঞ্চ কৌন্তেয় বচঃ স পুরুষোঽব্রবীৎ
ধনঞ্জয়ো নৃপতে তত্রে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৮
উপাধাস্যতি যজ্ঞং নো মণিপূরপতির্নৃপঃ
পুত্রো মম মহাভাগো হরিতো বভ্রুবাহনঃ ॥ ১৯
তং ভবান্ মদপেক্ষার্থং বিধিবৎ প্রতিপূজয়েৎ।
স হি তেনোঽনুশপ্তশ্চ মম নিত্যমিতি প্রভো ॥ ২০

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিনন্দ্যাসকৃদ্ বাক্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অশ্বমেধারম্ভে
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—) হৃষীকেশ! নৃপতে! সেই যাচক অর্জুনবধির আশ্রমে এই একটি কথা বলিয়াছে, তাহাও আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৮

আমাদের এই যজ্ঞে মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহনও আসিবে, সে মহাভাগবান্ এবং আমার পরম প্রিয় পুত্র। ১৯

প্রভো! আমার প্রতি তাহার পর অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগ আছে। সেইজন্য আপনি আমার প্রীতির জন্য তাহার বিধি অনুসারে বিশেষ সৎকার করিবেন। ২০

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহা সর্বাতঃকরণে অভিনন্দিত করিয়া এই কথা বলিলেন। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আরম্ভ-বিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরয়োঃ কথোপকথনম্, অর্জুনস্য হস্তিনাপুরে গমনম্, উলূপী-চিত্রাঙ্গদাভ্যাং সহ বভ্রুবাহনস্যাগমনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

শ্রুতং প্রিয়মিদং কৃষ্ণ বৎ ব্রবীষি ভাবিতুম্
তন্মেঽমৃতরসং পুণ্যং মনো হ্লাদয়তি প্রভো ॥ ১
বহূনি কিল যুদ্ধানি বিজয়স্য নরাধিপৈঃ
পুনরাদদ্ ভবীকেশ তত্র তত্র চ যে শ্রুতম্ ॥ ২
কিং নিমিত্তং স নিত্যং হি পার্থঃ সুখবিবর্জিতঃ।
অতীব বিজয়ো বীমন্নিতি মে দূয়তে মনঃ ॥ ৩
সংচিন্তয়ামি কৌন্তেয়ং রহো কিমুং জনার্দন
অতীব দুঃখভাগী স সততং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৪
কিং নু তস্য শরীরেঽস্তি সর্বলক্ষণপূজিতে।
অনিষ্টং লক্ষয়া কৃষ্ণ যেন দুঃখান্যুপাশ্নুতে ॥ ৫
অতীবাসুখভোগী স সততং কুন্তিনন্দনঃ।
ন হি পশ্যামি বীভৎসোর্নিন্দ্যং গাত্রেষু কিঞ্চন
শ্রোতব্যং চেন্মযৈতদ্ বৈ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬
ইত্যুক্তঃ স হৃষীকেশো ব্যাত্তা সুমহদুত্তরম্।
রাজানং তোজরাজন্যবর্ধনো বিষ্ণুরব্রবীৎ ॥ ৭

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

[অর্জুনের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের আলোচনা, অর্জুনের হস্তিনাপুরে গমন এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত বভ্রুবাহনের আগমন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমি আজ এই প্রিয় সংবাদ শুনিলাম, যাহা আপনি বলিতে পারেন। আপনার এই অমৃতরসপূর্ণ পবিত্র বাক্য আমার মনকে আনন্দময় করিতেছে। ১

হৃষীকেশ! আমি শুনিয়াছি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেখানের রাজাদের সহিত অর্জুনের বহু যুদ্ধ হইয়াছে। ২

ইহার কারণ কি? বুদ্ধিমান্ জনার্দন! যখন আমি একাকে বসিয়া অর্জুনের বিষয়ে চিন্তা করি, তখন ইহা আসিয়া আমার মন বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হইয়া যায় যে, আমাদের মধ্যে এই অর্জুনই সর্বদা সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করে। পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সুখ হইতে বঞ্চিত হয় কেন? ইহা আমি বুঝিতে পারি না। ৩-৪

শ্রীকৃষ্ণ! তাহার শরীর ত' সমস্ত শুভলক্ষণসম্পন্ন; তবে উহাতে কি অশুভ লক্ষণ আছে, যাহার ফলে তাহাকে অধিক দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে? ৫

কুন্তীনন্দন অর্জুন সদা অধিক দুঃখ ভোগ করে; অথচ তাহার আচরণে কোথাও কোনও নিন্দনীয় দোষ দেখা যায় না। এই অবস্থায় তাহার কষ্টভোগের কারণ কি? ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে সবিস্তরে এই বিষয় বলুন। ৬

যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ভোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বৃদ্ধিকারী ভগবান্ হৃষীকেশ বিষ্ণু দীর্ঘকাল উত্তম রীতিতে চিন্তা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ৭

ন হ্যস্য নৃপতে কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্টমুপলক্ষয়ে।
ঋতে পুরুষসিংহস্য পিতিকেঽস্যাধিকে যতঃ ॥ ৮
স ত্বাত্যায় পুরুষব্যাঘ্রো নিত্যমস্মদ্ভয়ং ঘতে।
ন চাস্মদনুপশ্যামি যেনাসৌ দুঃখভাগ্জনম্ ॥ ৯
ইত্যুক্তঃ পুরুষশ্রেষ্ঠস্তদা কৃষ্ণেন ধীমতা।
প্রোবাচ বৃষ্ণিশার্দূলমেবমেতদিতি প্রভো ॥ ১০
কৃষ্ণা তু দ্রৌপদী কৃষ্ণং তির্যগ্‌বীক্ষ্য সাশ্রুলৈস্তদা
প্রতিজগ্রাহ তস্যাস্তং প্রণয়কোপি কেশিহা ॥ ১১
সখ্যুঃ সখা হৃষীকেশঃ সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ঃ।
তত্র ভীমাদয়স্তে তু কুরবো রাজকাস্ত যে ॥ ১২
যেমুঃ কৃষ্ণা বিচিত্রাং তাং ধনঞ্জয়কথাং শুভাম্।
তেষাং কথয়তামেব পুরুষোঽর্জুনসংকথাঃ ॥ ১৩
উপায়াদ্ বচনাদ্ দূতো বিজয়স্য মহাত্মনঃ।
সোঽভিগম্য কুরুশ্রেষ্ঠং নমস্কৃত্য চ বুদ্ধিমান্ ॥ ১৪

নৃপতে! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পিতিকাধিক (আকৃতির পশ্চাদ্‌ভাগের মাংসল প্রদেশ) কিছু অধিক স্থূল (মোটা)। ইহা ব্যতীত আর কোনও অঙ্গের লক্ষণ তাঁহার দেহে আমি দেখি নাই ॥ ৮

ইহারই জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে সদা পথ চলিতে হয়। আর কোনও কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না, যাহার জন্য তাঁহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৯

প্রভো! বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই যুক্তিপ্রবণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—ভগবন্! আপনার কথা সত্য ॥ ১০

সেই সময় প্রণয়নন্দিনী কৃষ্ণা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে তির্যক্‌ ভাবে ঈর্ষ্যাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর এই প্রেমপূর্ণ উপালম্ভ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে সখা অর্জুনের মিত্র ভগবান্ হৃষীকেশ সাক্ষাৎ অর্জুনেরই সমান ছিলেন ॥ ১১॥

সেই সময় ভীমসেনাদি কৌরবগণ এবং বজ্রধারী ব্রাহ্মণগণ অর্জুনের সম্বন্ধে এইরূপ শুভ ও বিচিত্র কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ১২॥

এই সকলের মধ্যে অর্জুনসম্বন্ধে এইভাবে কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক প্রেরিত এক দূত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৩॥

উপায়াত্তং নরব্যাঘ্রং ফাল্গুনং প্রত্যবেদয়ৎ।
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিস্তস্য হর্ষবাষ্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ১৪
প্রিয়াখ্যাননিমিত্তং বৈ দদৌ ধনমনুত্তমম্।
ততো দ্বিতীয়ে দিবসে মহান্ শব্দো ব্যদৃশ্যত ॥ ১৫
আগচ্ছতি নরব্যাঘ্রে কৌরবাণাং পুরস্কৃতে।
ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতো দিবস্তস্য বাজিনঃ ॥ ১৬
অস্তিতো বর্তমানস্য ঘণ্টাহৈঃশ্রবসস্তথা
তত্র হর্ষকরী বাচো নরাণাং শুশ্রুবেঽর্জুনঃ ॥ ১৭
শিক্ষাসি পার্থ কুশলী ধন্যো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
কোঽন্যো হি পৃথিবীং কৃৎস্নাং জিত্বা হি যুধি
পার্থিবান্ ॥ ১৮
চারয়িত্বা হয়শ্রেষ্ঠমুপাসঙ্গেন্দ্রসূনবে।
যে ব্যতীতা মহাত্মানো রাজানঃ সগরাদয়ঃ ॥ ১৯

সেই বুদ্ধিমান্ দূত কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে নমস্কার করত বলিল—পুরুষপ্রবর অর্জুন নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৪॥

এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের নয়নদ্বয় আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং এই প্রিয় বৃত্তান্ত নিবেদন করায় তিনি সেই দূতকে পুরস্কারস্বরূপ বহু ধন প্রদান করিলেন ॥ ১৫॥

তদনন্তর দ্বিতীয় দিনে কৌরব-পুরস্কৃত নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের আগমনকালে নগরে মহাকোলাহল শব্দ বর্ধিত হইল ॥ ১৬॥

উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বতুল্য বেগবান্ এবং পার্শ্বেই বিদ্যমান সেই অশ্বারোহের ঘুরোত্থিত ধূলি আকাশে অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৭॥

সেখানে অর্জুন বন্দিগণের চর্যাকৃত এইরূপ বাক্য শুনিতে পাইলেন—পার্থ! ইহা সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি কুশলের সহিত ফিরিয়া আসিয়াছ। রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য ॥ ১৮॥

অর্জুন ব্যতীত আর কে বীর পুরুষ আছে, যে সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া যুদ্ধে রাজাদিগকে পরাজিত করত নিজের ঘোড়া অশ্বকে সর্বত্র বিচরণ করাইয়া তাহার সহিত নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারে? ১৯॥

অতীতকালে সগরাদি যে সব মহাত্মা রাজা ছিলেন, তাঁহাদেরও এরূপ পরাক্রম আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই ॥২০॥

তেষামপীদৃশং কর্ম ন কদাচন তুষ্টয়ে
নৈতদস্তে করিষ্যন্তি ভবিতা বসুধাধিপাঃ ॥ ২১
যৎ ত্বং কুরুকুলশ্রেষ্ঠ দুষ্করং কৃতবানসি
ইত্যেবং বদতাং তেষাং পুনঃ কর্মসুধা গিরঃ ॥ ২২
শৃণ্বন্ বিশেষং বদতাং কান্তরো যজ্ঞসংভরঃ
ততো রাজা মহামাত্যঃ কৃষ্ণশ্চ যদুনন্দনঃ ॥২৩
যুধিষ্ঠিরঃ পুরস্কৃত্য তং প্রত্যুদ্যযযুস্তদা।
সোঽভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ॥ ২৪
ভীমার্জুনাংস্তথা সম্পূজ্য পর্যাষজত কেশবম্
তৈঃ সংপৃজ্যার্চিতস্তাংশ্চ প্রত্যর্চ্যাথ যথাবিধি ॥২৫

বিশশ্রাম মহাবাহুস্তীরং লব্ধ্বেব পারগঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু স রাজা বভ্রুবাহনঃ ॥ ২৬
যাজ্ঞসেন্যাং সহিতো ধীমান্ কুরূনেব জগাম হ।
তত্র বৃদ্ধান্ যথান্যায়ং স কুরূনভ্যাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ২৭
অভিবাদ্য মহাবাহুস্তস্তাপি প্রতিনন্দিতঃ।
প্রবিবেশ পিতামহ্যাঃ কুন্ত্যা ভবনমুত্তমম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অর্জুনপ্রত্যাগমনে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, আপনি যে দুষ্কর পরাক্রম করিয়া দেখাইলেন তাহা ভবিষ্যতেও অন্য কোনও নৃপতিগণ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥১৯॥

এইরূপ আলোচনাকারী লোকসকলের শ্রবণসুখদ বাক্য শুনিতে শুনিতে রথারূঢ় অর্জুন রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

সেই সময় ঋত্বিগ্‌গণসহ রাজা যুধিষ্ঠির এবং যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধযাত্রায় অগ্রে করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ২৩॥

অর্জুন পিতৃতুল্য পূজনীয় ধৃতরাষ্ট্র ও বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম করিয়া ভীমসেনাদিকেও যথারীতি সম্মানপ্রদর্শন করত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৪॥

ইঁহারা সকলেই মিলিত হইয়া অর্জুনকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইলেন। মহাবাহু অর্জুনও তাঁহাদের যথাবিধি সম্মান করিয়া সেইভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, যেরূপ সমুদ্রের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছুক যাত্রীরা তীরভূমিতে যাইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে ॥ ২৫॥

এই সময় বুদ্ধিমান্ রাজা বভ্রুবাহন নিজের দুই রাজ্ঞী ও চিত্রাঙ্গদা সহিত কুরুদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬॥

সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই মহাবাহু নরপতি কুরুবংশের বৃদ্ধ পুরুষগণকে এবং অন্যান্য রাজাদিগকে বিধি অনুসারে প্রণাম করত যথাযথ তাঁহাদের দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য আত্মীয় হইলেন। তাহার পর তিনি নিজের পিতামহী কুন্তীদেবীর সুন্দর ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৭-২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অর্জুনের প্রত্যাগমন-বিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উলূপী-চিত্রাঙ্গদয়োঃ সহ বভ্রুবাহনস্য যুদ্ধাভরণাদিভিঃ সংকারঃ, অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স প্রবিশ্য মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং নিবেশনম্।
পিতামহীমভ্যবন্দৎ সাধ্বী পরমধর্ষণা। ১

তত্তশ্চিত্রাঙ্গদা দেবী সৌরব্যন্যাস্তজাপি চ
পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ সহিতে বিনয়েনোপতস্থতুঃ। ২

সুভদ্রাঞ্চ যথান্যায়ং যাজ্ঞসেন্যাঃ কুরুস্ত্রিয়ঃ।
যযৌ কৃষ্ণী ততস্তাভ্যাং যানানি বিবিধানি চ। ৩

দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ যাজ্ঞসেন্যাশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ
উপতস্থুস্তত্র তে দেব্যৌ মহার্হশয়নাসনে। ৪

সুসূক্ষিতে বরং কৃত্বা পার্থস্য প্রিয়কাম্যয়া।
স চ রাজা মহাতেজাঃ পূজিতো বভ্রুবাহনঃ। ৫

ধৃতরাষ্ট্রং মহীপালমুপতস্থে যথাবিধি।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ রাজানং ভীমাদীংশ্চাপি পাণ্ডবান্। ৬

উপাগম্য মহাতেজা বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ
স তৈঃ প্রেম্না পরিষক্তঃ পূজিতশ্চ যথাবিধি। ৭

ধনং চাস্মৈ বহুতিথি প্রীয়মাণা মহারথাঃ।
তথৈব চ মহীপালঃ কৃষ্ণঃ চক্রগদাধরম্। ৮

প্রহৃষ্ট ইব গোবিন্দং বিনয়েনোপতস্থিবান্।
তস্মৈ কৃষ্ণো ধনং রাজ্ঞে মহার্হমভিপূজিতম্। ৯

রথং হেমপরিষ্কারং দিব্যাশ্বযুক্তমুত্তমম্
ধ্বজঞ্চাস্মৈ ভীমস্য কার্ষ্ণেশ্চ যযৌ তথা। ১০

পৃথক্ পৃথক্ চ তে চৈনং মানার্থাভ্যামযোজয়ন্।
ততস্তৃতীয়ে দিবসে সত্যবত্যাত্মজো মুনিঃ। ১১

যুধিষ্ঠিরং সমভ্যেত্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ।
অদ্য প্রভৃতি কৌন্তেয় যজস্ব সময়ো হি তে। ১২

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা সহ বভ্রুবাহনের যুদ্ধাভরণাদির দ্বারা সৎকার এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পাণ্ডবগণের ভবনে প্রবেশ করত মহাবাহু বভ্রুবাহন অত্যন্ত নম্র ভাবে বলিয়া নিজের পিতামহী কুন্তীদেবীর চরণে প্রণাম করিলেন। ১

তাহার পর দেবী চিত্রাঙ্গদা ও সৌরব্যনামকন্যা উলূপী একসঙ্গে বিনীতভাবে কুন্তী এবং দ্রৌপদীর চরণে প্রণত হইলেন। ২

অনন্তর সুভদ্রা ও কুরুকুলের অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত তাঁহারা যথাযথভাবে মিলিত হইলেন। সেই সময় কুন্তীদেবী তাঁহাদের দুই জনকে নানাপ্রকার বস্ত্র উপহার দিলেন। ৩

দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য স্ত্রীগণও নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিলেন। তাহার পর এই দুই দেবী বহুমূল্য শয্যায় বিশ্রামস্থান হইলেন। ৪

অর্জুনের হিতকামনায় কুন্তীদেবী স্বয়ংই তাঁহাদের দুই জনের অত্যন্ত সম্মান করিলেন। কুন্তীদেবী কর্তৃক সম্মানিত হইয়া মহাতেজস্বী রাজা বভ্রুবাহন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং তিনি বিধি অনুসারে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ৫৬

ইহার পর রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণের নিকট গমন করত সেই মহাতেজস্বী নরপতি বিনয়সহকারে তাঁহাদের অভিবাদন করিলেন। ৬৭

তাঁহারা সকলেই প্রণয়বশতঃ বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে, বভ্রুবাহনের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই পাণ্ডব-মহারথীরা তাঁহাকে বহুধন প্রদান করিলেন। ৭৯

ইহার পর সেই কৃপতি বভ্রুবাহন প্রত্যেকের প্রতি বিনীতভাবে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করিলেন। ৮৯

শ্রীকৃষ্ণ তখন এই রাজা বভ্রুবাহনকে একটি বহুমূল্য রথ প্রদান করিলেন। এই যে রথের দ্বারা সজ্জিত, সকলেরই দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত এবং উত্তম ছিল। এই রথে দিব্য অশ্বগণ যোজিত ছিল। ৯১

তাহার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বভ্রুবাহনকে সম্মানিত করিয়া বহু ধন প্রদান করিলেন। ১০৯

তৃতীয় দিবসে সত্যবতীনন্দন বাগ্মী মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ১১৯

তুমি আজ হইতে যজ্ঞ আরম্ভ কর। তাহার সময় হইয়াছে।

মুহূর্তো যজ্ঞিয়ঃ প্রাপ্তশ্চোদয়ন্তীব রাজকাঃ।
অহীনো নাম রাজেন্দ্র ক্রতুস্তেঽয়ঞ্চ যজ্ঞিয়াম্ ॥ ১৩
যস্মাৎ কাঞ্চনমাখ্যাস্য খাণ্ডো যস্মুর্দক্ষিণঃ
এবমত্র মহারাজ দক্ষিণাং ত্রিগুণাং কুরু
ত্রিস্তং ক্রতুস্তু তে রাজন্ ব্রাহ্মণা ক্ষত্র কারণম্ ॥ ১৪
ত্রীনশ্বমেধানত্র ত্বং সম্প্রাপ্তো বহুদক্ষিণান্।
জাতিব্যাকৃতং পাপং প্রহাস্যসি নরাধিপ ॥ ১৫
পবিত্রং পরমং চৈতৎ পাবনং চৈতদুত্তমম্
যদাশ্বমেধাবভৃথং প্রাপ্স্যসে কুরুনন্দন ॥ ১৬
ইত্যুক্তঃ স তু তেজস্বী ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা
দীক্ষাং বিবেশ ধর্মাত্মা যাজিমেধায় তত্ত্বতঃ ॥ ১৭
ততো যজ্ঞং মহাবাহুর্বাজিমেধং মহাক্রতুম্
বহুরত্নদক্ষিণং রাজা সর্বকামগুণান্বিতম্ ॥ ১৮

যজ্ঞের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত এবং যাজকগণ তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন ॥ ১২

রাজেন্দ্র! তোমার এই যজ্ঞে কোনও বিঘ্নই দৃষ্টিগোচর (কল্পিত) নাই। সেইজন্য কোনও অঙ্গহীন না হওয়ায় এই যজ্ঞ 'অহীন' (সর্বাঙ্গপূর্ণ) বলিয়া কথিত হইবে। ইহাতে স্বর্ণনামক দ্রব্যের বাহুল্য থাকায় 'বহু-সুবর্ণক' নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ১৩

মহারাজ! যজ্ঞের প্রধান কারণ হইলেন ব্রাহ্মণগণ; সেইজন্য তুমি ইঁহাদিগকে তিন গুণ দক্ষিণাদান করিবে। এরূপ করিলে তোমার এই একই যজ্ঞ তিন যজ্ঞের সমান হইয়া যাইবে ॥ ১৪

নরনাথ! এরূপে বহু দক্ষিণাযুক্ত তিন অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া তুমি জাতিবধের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ১৫

কুরুনন্দন! তুমি যে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভৃথ স্নান প্রাপ্ত হইবে, তাহা পরম পবিত্র, পাবন ও উত্তম ॥ ১৬

পরম বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিলে তত্ত্বজ্ঞ ধর্মাত্মা ও তেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধির জন্য সেই দিনেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭

তারপর সেই মহাবাহু নরপতি বহুবিধ রত্নে। দক্ষিণাযুক্ত এবং সমস্ত কামনা ও গুণসমূহে সম্পন্ন সেই অশ্বমেধ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৮

তত্র বেদবিদো রাজংশ্চক্রুঃ কর্মাণি যাজকাঃ।
পরিক্রমন্তঃ সর্বজ্ঞা বিধিবৎ সাধুশিক্ষিতম্ ॥ ১৯
ন তেষাং স্খলিতং কিঞ্চিদাসীচ্চাপ্যকৃতং তথা।
ক্রমমুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ চক্রুস্তত্র দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ২০
কৃত্বা প্রবর্গ্যং বর্ধাত্মাং যথাবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ
চক্রুস্তে বিধিবদ্ রাজংস্তথৈবাতিথয়ং দ্বিজাঃ ॥ ২১
অভিষুত্য ততো রাজন্ সোমং সোমপসত্তমাঃ।
সবনানানুপূর্ব্যেণ চক্রুঃ শাস্ত্রানুসারিণঃ ॥ ২২
ন তত্র কৃপণঃ কশ্চিন্ন দরিদ্রো বভূব হ।
ক্ষুধিতো দুঃখিতো বাপি প্রাকৃতো বাপি মানবঃ ॥ ২৩
ভোজয়ং ভোজনার্থিভ্যো দাপয়ামাস শত্রুহা
ভীমসেনো মহাতেজাঃ সততং রাজশাসনাৎ ॥ ২৪

এই মহাযজ্ঞে বেদজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ যাজকগণ সকল কর্মই করিতে ও করাইতে ছিলেন। তাঁহারা সর্বদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৎপুরুষগণের দ্বারা বিহিত সকল কর্ম বিধি অনুসারে সম্পাদন করিতে ও করাইতে লাগিলেন ॥ ১৯

ইহাতে তাঁহাদের দ্বারা এই যজ্ঞে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারিল না। কোনও কর্ম অকৃত থাকিল না। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেক কার্যই ক্রমানুসারে যথোচিত রীতিতে সম্পন্ন করিলেন ॥ ২০

রাজন্! সেখানে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ 'প্রবর্গ্য' নামক ধর্মানুকূল কর্মকে যথোচিতভাবে সম্পন্ন করত বিধিপূর্বক সোমাতিথ্য সোমসত্রের অনুষ্ঠানরূপ কার্য সম্পাদন করিলেন ॥ ২১

মহারাজ! সোমপানকারী শ্রেষ্ঠ ও যাজ্ঞের অনুসারে কার্যকারী বিদ্বান্‌গণ সোমযজ্ঞ নিষ্পাদন করত তাহার দ্বারা তিন তানের সবন কার্য করিলেন ॥ ২২

সেই যজ্ঞে উপস্থিত কোনও মানুষই, তাহাতে সে ধনী নিম্নশ্রেণীর হউক বা হেয়, দীন-দরিদ্র, ক্ষুধিত কিংবা দুঃখিত ছিল না অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর মানুষই বিধি অনুসারে সমাদৃত ও অন্ন পানাদির দ্বারা সর্বতোভাবে সংকৃত হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩

শত্রুহন্তা মহাতেজস্বী ভীমসেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভোজনার্থীদিগকে সতত ভোজন প্রদান করাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

সংভরে ভূষণান্যাশু সর্বকার্যাণি যাজকাঃ
দিবসে দিবসে চক্রুর্যথাশাস্ত্রানুদর্শনাৎ ॥ ২৫
নাবজ্ঞবিদ্বত্রাসীৎ সদস্যাস্তস্য ধীমতঃ
যাজকো নানুপাধ্যায়ো ন চ যাদাবিতক্ষণঃ ॥ ২৬
ততো যূপোচ্ছ্রয়ে প্রাপ্তে ষড় বৈখান্ ভরতর্ষভ।
খাদিরান্ বিল্বসম্মিতাংস্তাবতঃ সংখ্যয়া নৃপ ॥ ২৭
দেবদারুময়ৌ দ্বৌ তু যূপৌ রুক্মপরিষ্কৃতৌ
শ্লেষ্মাতকময়ঃ শৈক্ষঃ পালাশাঃ সমকল্পয়ন্ ॥ ২৮
শোভার্থং চাপরান্ যূপান্ কাঞ্চনান্ ভরতর্ষভ।
স চক্রে কারয়ামাস ধর্মরাজস্য শাসনাৎ ॥ ২৯
তে যাজ্যাস্তস্য রাজর্ষের্বাগ্মোক্তিরুপশোভিতাঃ
মহেন্দ্রানুগতা দেবা যথা সপ্তর্ষিভির্বিভো ॥ ৩০
ইষ্টকাঃ কাঞ্চনীশ্চাত্র চয়নার্থং কৃতাভবন্।
শুশুভে চয়নং তত্র দক্ষস্যেব প্রজাপতেঃ ॥ ৩১

ষষ্ঠুশ্চিতাশ্চ তস্যাসীদ্দ্বাদশত্রয়তাত্মকঃ
ন রুক্মপক্ষো নিচিতস্ত্রিকোণো গরুড়াকৃতিঃ ॥ ৩২
ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথাশাস্ত্রং মনীষিভিঃ।
তাং তাং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে ॥ ৩৩
অরণ্যাঃ শাস্ত্রপঠিতাস্তথা জলচরাশ্চ যে।
সর্বাংস্তানভ্যযুঞ্জংস্তে তত্রাগ্নি চয়কর্মণি ॥ ৩৪
যূপেষু নিয়তা চাসীৎ পশূনাং ত্রিশতী তথা
অশ্বরত্নোত্তমা যজ্ঞে কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৫
ন বজ্রঃ শুশুভে তস্য সাক্ষাদ্ দেববিনির্মিতঃ
গন্ধর্বগণসঙ্গীতঃ প্রনৃত্তোঽপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ৩৬
ন হিংসাপুরুষসঙ্কীর্ণঃ কিন্নরৈস্তোপশোভিতঃ।
সিদ্ধর্ষিপ্রনিবাসৈশ্চ সমন্তাদভিনাদিতঃ ॥ ৩৭
তস্মিন্ সদসি নিত্যার্তা ব্যাদিশন্তা দ্বিজর্ষভাঃ
সর্বশাস্ত্রপ্রণেতারঃ ভূষণা যজ্ঞসাত্বয়ে ॥ ৩৮

যজ্ঞের বেদীর নির্মাণ-কার্যবিশারদ যাজকগণ প্রতিদিন শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সকল কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কোনও একটি সদস্য ছিলেন না, যিনি হয় অনভিজ্ঞ বলে বিদ্বান্, ব্রহ্মচর্য ব্রতপালনকারী, অধ্যাপনাকার্যে নিপুণ এবং তর্ক-বিতর্কে প্রবীণ নহ ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যখন যূপ-স্থাপনার সময় হইল, তখন যাজকগণ বেলের ছয়, খদিরের ছয়, পলাশের ছয়, দেবদারুর দুই এবং শ্লেষ্মাতকের (বহুয়ারের) এক—এইভাবে একুশটি যূপ নির্মাণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে স্থির করিয়াছিলেন ॥ ২৭-২৮

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! ইহা ব্যতীত ধর্মরাজের আজ্ঞায় তাঁহাকে যজ্ঞের শোভার জন্য আরও বহু সংখ্যক সুবর্ণময় যূপ তৈয়ার করাইলেন ॥ ২৯

মহাত্মা যজ্ঞসম্ভবের দ্বারা অনুষ্ঠিত রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় সেই সব যূপ আকাশে সপ্তর্ষি পরিবৃত ইন্দ্রের অনুগামী দেবতাগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩০

যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য সেখানে স্বর্ণের বহু ইষ্টক প্রস্তুত করান হইয়াছিল। এই সবের দ্বারা যখন বেদী প্রস্তুত হইল, তখন তাহা দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞবেদীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩১

সেই যজ্ঞস্থলে অগ্নিচয়নের জন্য চারিটি স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকেরই বৈধ-প্রস্থ আঠার হাত ছিল। প্রত্যেক বেদী সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত ও গরুড়াকৃতি ছিল এবং সেই সব বেদীকে ত্রিকোণাকারভাবে নির্মাণ করা হইয়াছিল ॥ ৩২

তদনন্তর মনীষী পুরুষগণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পশুসকলকে নিযুক্ত করিলেন। ভিন্ন-ভিন্ন দেবতাগণের উদ্দেশে পশু-পক্ষী, শাস্ত্রকথিত বৃক্ষ ও জলচর জন্তু—এই সমস্ত অগ্নি-স্থাপন কার্যে রাজগণ উপযোগ করিলেন ॥ ৩৩-৩৪

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞে যে সব যূপ স্থাপনা করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত যূপে তিন শত পশুকে বন্ধন করা হয়। এই সবের মধ্যে প্রধান সেই অশ্বরত্ন ছিল ॥ ৩৫

সাক্ষাৎ দেবনির্মিত পরিপূর্ণ যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ অধিক শোভা পাইতে লাগিল। সহস্রগণের দ্বারা সঙ্গীত ও অপ্সরাদিগের নৃত্যে ইহার শোভা আরও বর্ধিত হইয়া যাইল ॥ ৩৬

সেই যজ্ঞস্থল কিন্নরগণে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার চারিদিকে সিদ্ধ পুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের বহু নিবাস স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই সবের দ্বারা সেই যজ্ঞস্থল পরিবেষ্টিত ছিল ॥ ৩৭

ব্যাসদেবের শিষ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞসভায় সর্বদা উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে সমস্ত শাস্ত্রপ্রণেতা এবং যজ্ঞকর্মে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণশ্চ বহুবাজ্ঞ তুম্বুরুশ্চ মহাদ্যুতিঃ
বিদ্যাধরশ্চিত্রসেনস্তথানো গীতকোবিদাঃ। ৪৯
গন্ধর্ব্বা গীতকুশলা নৃত্যেষু চ বিশারদাঃ।
ঊষয়স্তি স্ম তান্ বিপ্রান্ যজ্ঞকর্ম্মান্তরেষু বৈ। ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি অশ্বমেধান্তে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ, বহ্বাশ্বমেধী তুম্বুরু, বিদ্যাধরু, চিত্রসেন এবং অন্যান্য সঙ্গীতকলাবিশারদ, গান-নিপুণ ও নৃত্যবিশারদ সহস্রসহস্র গন্ধর্ব্ব এতদ্ভিন্ন যজ্ঞ কার্য্যের মধ্যে সময় পাইলে নিজেদের নৃত্যগীত কলাকৌশলের দ্বারা সেই সব ব্রাহ্মণদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। ৪৯-৫০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আহরণবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরের ব্রাহ্মণেতরো দক্ষিণাদ্বারা প্রদানম্, রাজন্যেতরদিগকে উপহারাদি দ্বারা প্রত্যাপনয়ন]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঋপয়িত্বা পশূনন্যান্ বিধিবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ।
তং তুরগং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ। ১
ততঃ সংজ্ঞপ্য তুরগং বিধিবদ্ যাজকাস্তথা
উপসাধয়েন্নয়ন্ রাজংস্তস্যাং ক্রুদ্ধায়াম্। ২
কলাষ্টিভিস্তথা রাজন্ যথাবিধি মনস্বিনীম্
উদ্ধৃত্য তু বপাং তস্য যথাশাস্ত্রং দ্বিজাতয়ঃ। ৩
ঋপয়ামাসুরব্যগ্রা বিধিবদ্ ভরতর্ষভ।
তং বপাধূমগন্ধং তু বসবো জঘ্রুরুত্তমম্। ৪

ঔপাজিঘ্রদ্ যথাশাস্ত্রং সর্ব্বপাপাপহং তদা।
শিষ্টান্যাজ্যানি যান্যাসংস্তস্যাশ্বস্য নরাধিপ। ৫
তানযৌ ভ্রুহবযৌয়াঃ সমস্তা ষোড়শর্ত্বিজঃ
সাঙ্গাপ্যেবং তস্য দ্রাঘ্নস্তং যজ্ঞং শক্রতেজসঃ। ৬
ব্যাসঃ সন্নিহিতো ভগবান্ দর্ব্বামাদায় তং নৃপম্
ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাদাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি। ৭
কোটীঃ সহস্রং নিষ্কাণাং ব্যাসায় তু বসুন্ধরাম্
প্রতিগৃহ্য তদা রাজন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ। ৮
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্
বসুধা তবতত্ত্বেষা সাগরান্তা নরাধিপ। ৯

একোননবতিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদান এবং রাজন্যাদিগকে উপহার প্রদান করত প্রত্যাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য পশুদিগকে বিধি অনুসারে প্রপণ (ছেদন) করত সেই অশ্বেরও মাংস বিধিমতে আহরণ (ছেদন) করিলেন। ১

রাজন্! তাহার পর যাজকগণ বিধি অনুসারে অশ্বের প্রপণ করত তাহার নিকটে বসা, বপা ও মজ্জা—এই তিন কলামুক্তা মনস্বিনী যোগনীতে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে উপবেশন করাইলেন। ২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রতঃ হইয়া সেই অশ্বের চর্ব্বী নিষ্কাশন করিলেন এবং তাহা বিধি অনুসারে প্রপণ আরম্ভ করিলেন। ৩½

ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সময় শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে সেই চর্ব্বীর সর্ব্বপাপবিনাশকারী ধূমের গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। ৪½

নরনাথ! সেই অশ্বের অবশিষ্ট যে অঙ্গসমূহ ছিল, সেই সমস্ত যাজকগণ সোম-মন্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া সকলে অগ্নিতে হোম করিলেন। ৫

এইরূপে ইক্ষ্বাকুদত্ত তেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ সমাপন করত শিষ্যসহিত ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহাকে বন্দিত করিলেন—পুত্রাদপুত্রক আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৬½

ইহার পর যুধিষ্ঠির সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে এক কোটি (এক খর্ব্ব) স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণারূপে প্রদান করত ব্যাসদেবকে সম্পূর্ণ পৃথিবী দান করিয়া দিলেন। ৭½

রাজন্! সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেই ভূমিদান গ্রহণ করত ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ৮½

নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে আমি পুনরায় তোমারই অধিকারে স্থাপিত করিলাম। তুমি আমাকে ইহার

নিষ্ক্রান্তো দীক্ষিতাং যজ্ঞে ব্রাহ্মণা হি যমার্থিনঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু তান্ বিপ্রান্ প্রত্যুবাচ মহামনাঃ ॥ ১০
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ যথা রাজ্যং মহাদ্যুতিম্
অবাপ্তবান্ মহাযজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা কৃতা ॥ ১১
অর্জুনেন জিতা চেয়মুদ্বিগ্নৈঃ প্রাপিতা মম
যদি প্রযচ্ছেথ বিপ্রাগ্র্যা বিভজ্যৈনাং মহীমিমাম্ ॥ ১২
তদ্ভূর্ণা পৃথিবী কৃৎস্না চাতুর্হোত্রপ্রমাণতঃ
নাহমাদাতুমিচ্ছামি ব্রহ্মস্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৩
ইদং মিত্যং মনো বিপ্রা ভ্রাতৄণাং বৈ মমাপি চ
ইত্যুক্তবতি ভীষ্মাদ্যে ভ্রাতরো দ্রৌপদী চ সা ॥ ১৪
এবমেতদিতি প্রাহুস্তদ্ব্রহ্মণ্যমবর্ষিণম্।
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥ ১৫
তাবেব দ্বিজসঙ্ঘানাং শাসনাৎ বিস্মিতো নৃপঃ
বৈশম্পায়নমুখ্যা কৃতঃ পুনরেব যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৬
প্রোবাচ মধ্যে বিপ্রাণামিদং নম্রতনুর্মুনিঃ
শ্রুত্বৈষা ভবতা ব্রহ্মন্ তাং মে প্রতিবদাদ্যেহ ॥ ১৭
বিত্তবান্ দীক্ষিতাদেতো ব্রাহ্মণেভ্যো বরাস্ত্র মে
ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৮
যথাহ ভগবান্ ব্যাসস্তথা ত্বং কর্তুমর্হসি।
ইত্যুক্তঃ স মুদ্গ্রশ্রেষ্ঠঃ প্রীতাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৯
কোটিকোটিকৃতাঃ প্রাদাদ্ দক্ষিণাঃ ত্রিগুণাং ক্রতোঃ।
ন হ্যস্যাভূত্তি তল্লোকে কশ্চিদন্যো নরাধিপঃ ॥ ১০
যৎ কৃতঃ কুরুরাজেন মরুত্তস্যাপ্যনুক্রিয়া
প্রতিগৃহ্য তু তদ্ দ্রব্যং কৃতকৃত্যেব তদ্বিজাঃ।
অভিপূজ্যাঃ প্রযযুঃ বিস্মিতাশ্চাপ্যভবংস্তে।
নমস্যা নিষ্ক্রয়ং কৃত্বা তদ্ধনস্য যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২

মূল্য প্রদান করুন; অথবা, ব্রাহ্মণগণ যদি ভাবনা করেন (তাহা নহে)। ৯।

তখন মহাত্মা মরুত্তগণের মধ্যে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত যুধিষ্ঠির মহামনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন। ১০।

বিপ্রগণ! অশ্বমেধযাজক মহাযজ্ঞে পৃথিবীকে দক্ষিণারূপে দানের বিধান আছে; অতএব অর্জুন কর্তৃক জিত এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আমি ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছি। এখন আমি মনে মনে করিব। আপনারা চাতুর্হোত্র যজ্ঞের প্রমাণানুসারে এই পৃথিবীকে চার ভাগে বিভক্ত করত সত্বর গ্রহণ করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি ব্রাহ্মণগণের ধন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। ব্রাহ্মণগণ! আমার সকল ব্রাহ্মণই এইরূপই মর্যাদা অভিমত। ১১-১৩।

তিনি এই কথা বলিলে পর ভীমসেনাদি ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী সত্বরে বলিলেন—হাঁ, মহারাজের কথা সত্য। এই মহৎ ত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তখন মোহবশ হইতে জাগিল। ১৪।

ভারত! সেই সময় আকাশ বাণী হইল—পাণ্ডবগণ! তোমরা উত্তম নিশ্চয় করিয়াছ। তোমাদের মঙ্গল হউক। এইরূপ পাণ্ডবগণের সৎসাহসের প্রশংসা করিতে করিতে ব্রাহ্মণসমূহেরও এতাদৃশ শব্দ সেখানে স্পষ্টভাবে শুনা যাইতে লাগিল। ১৫।

তখন মুনিবর বৈশম্পায়নকৃত ব্যাসদেব পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন। ১৬।

'ব্রাহ্মন্! তুমি ও' এই পৃথিবী আমাকে দান করিয়াছ। এখন আমি উহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তুমি এই ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ প্রদান কর এবং এই পৃথিবী তোমার অধিকারেই থাকুক। ১৭।

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—ধর্মরাজ! ভগবান্ ব্যাসদেব যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই আপনার করা উচিত। ১৮।

ইহা শ্রবণ করত কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের যজ্ঞকার্যের জন্য এক এক কোটির তিন গুণ দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ১৯।

মহারাজ মরুত্তের যাগ অনুসরণকারী রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় যেরূপ মহৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেরূপ আর এজগতে অন্য কোনও রাজা করিতে পারিবেন না। ২০।

বিদ্বান্ মহর্ষি ব্যাসদেব সেই সুবর্ণ রাশি গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন এবং তিনি তার ভাগ করত পরস্পর ভাগ বিভাগ করিয়া লইলেন। ২১।

এইভাবে পৃথিবীর মূল্যরূপে সেই সুবর্ণ দান করত রাজা যুধিষ্ঠির নিজের ব্রাহ্মণগণের সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইল এবং তিনি স্বর্গের উপর অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২২।

কৃতপাপো বিশুদ্ধাত্মা যুধিষ্ঠিরো মহামনাঃ সহ
ঋত্বিগ্ভিরপরৈর্যুক্তো যুযুধে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ২৩

ব্যজয়ন্ত দ্বিজাতিভ্যো যথোৎসাহং যথাশ্রুতম্
যজ্ঞবাটে চ যৎকিঞ্চিদ্ধিরণ্যং স বিভূষণম্ ॥ ২৪

ভোজনানি চ মুখ্যানি ঘটান্ পাত্রীস্তথেষ্টকাঃ।
যুধিষ্ঠিরাজ্ঞয়া তাতাঃ সর্বং তদ্ ব্যাহরন্ দ্বিজাঃ ॥ ২৫

অবভৃথং দ্বিজাতিভ্যঃ ক্ষত্রিয়া জহ্নিরে যদা
তথা বিট্-শূদ্রসঙ্ঘাশ্চ তথান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥২৬

ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে মুদিতা ভক্ষ্যরালসান্
তর্পিতা বসুনা তেন বর্ষ্মরাজেন ধীমতা ॥ ২৭

অথাশংস ভগবান্ ব্যাসঃ কুন্ত্যা সাক্ষাদ্ধি মানদঃ
প্রদদৌ তস্য মহতো হিরণ্যস্য মহাদ্যুতিঃ ॥ ২৮

অথভৃথাৎ প্রীতিদায়ং তঃ প্রাপ্য সা প্রীতমানসা
চকার পুণ্যতাং তেন সুমহৎ সত্রমুত্তমং পৃথা ॥ ২৯

সেই বিশাল সুবর্ণরাশি প্রাপ্ত হইয়া কুন্তীদেবী অতিশয় উৎসাহ এবং আনন্দের সহিত তাহা ব্রাহ্মণদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ২৩॥

যজ্ঞশালাতে যাহা কিছু স্বর্ণের আভরণ, হোমপাত্র, যূপ, বর্হিঃ ও ইষ্টক ছিল, সেই সমস্ত যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন ॥ ২৪-২৫

ব্রাহ্মণগণের প্রসাদের পর যে সব সেখানে ছিল, তাহা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছজাতির মানুষেরা লইয়া যাইলেন ॥ ২৬

তদনন্তর সকল ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐ যজ্ঞের সমস্তকেই ধনের দ্বারা পূর্ণতঃ তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৭

সেই বিশাল সুবর্ণরাশির মধ্যে মহাতেজস্বী ভগবান্ ব্যাসদেব যাহা নিজের ভাগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি অতিশয় সমাদরের সহিত কুন্তীদেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ২৮

শ্বশুরের নিকট হইতে প্রীতিসহকারে সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া কুন্তীদেবী মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার দ্বারা তিনি সুমহৎ সাধুবিধি পুণ্যকার্য্য করিলেন ॥ ২৯

যজ্ঞের শেষে অবভৃথ স্নান করত পাপরহিত রাজা যুধিষ্ঠির নিজের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে

সত্রা ত্ববভৃথং রাজা বিপাপ্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ
সভাজ্যমানঃ ততস্তে মহেন্দ্রত্রিদশৈরিব ॥ ৩০

পাণ্ডবাশ্চ মহীপালৈঃ সমেতৈরভিসংবৃতাঃ।
অশোভন্ত মহারাজ গ্রহাস্তারাগণৈরিব ॥ ৩১

রাজভোঽপি ততঃ প্রাদাদ্ রত্নানি বিবিধানি চ
গজানশ্বানলঙ্কারান্ স্ত্রিয়ো বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥ ৩২

তত্র যজ্ঞোত্তমবরাস্তং পার্থঃ পার্থিবমণ্ডলে।
বিসৃজন্ ততস্তে রাজন্ যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৩৩

আনীয় চ তথা বীরং রাজানং বভ্রুবাহনম্
প্রদদৌ বিপুলং বিত্তং পৃথান্ প্রাহ্লাপয়ৎ তথা ॥৩৪

হংসলায়াঞ্চ তং পৌত্রং বালকং ভরতর্ষভ
স্বরাজ্যেঽভ্যষিণোদ্ ধীমান্ স্বসুঃ প্রীত্যা ন্যবেশয়ৎ ॥৩৫

নৃপতীংশ্চৈব তান্ সর্বান্ সুবিক্রান্তান্ সুপূজিতান্।
প্রাহ্লাপয়ামাস বলী কৃতকামো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৬

লাগিলেন, যেরূপ দেবতাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র সুশোভিত হন ॥ ৩০

মহারাজ! সেখানে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবেরা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ তারামণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ৩১

তদনন্তর পাণ্ডবগণ যজ্ঞে উপস্থিত রাজাদিগকেও নানাবিধ রত্ন, বহু হস্তী, অশ্ব, আভরণ, স্ত্রী, বস্ত্র ও সুবর্ণপ্রদান করিলেন ॥৩২

রাজন্! সেই সমস্ত ধনরাশি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিভাগ করিয়া প্রদান করিতে করিতে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

তাহার পর বীর রাজা বভ্রুবাহনকে নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনাইয়া রাজা তাঁহাকে বহু ধন দান করত নিজ রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিজের ভগিনী সুভদ্রার প্রীতির জন্য বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির তাঁহার বালক পৌত্রকে নিজের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

বিজেতাদের কৃতকাম যুধিষ্ঠির সকল রাজাকেই উত্তমরূপে ধন দান করিলেন এবং তাঁহাদের বিশেষ সৎকার করত নিজ নিজ রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩৬

সোঽভিষিক্তো মহারাজো বলদেবং মহাবলম্ ।
তথাক্রূরং বৃষ্ণিবীরাংশ্চ প্রদ্যুম্নাদীন্ মহারথান্ ॥ ৩৭
পূজয়িত্বা মহারাজ যথার্হমিতি মহাদ্যুতিঃ ।
স্রাক্ত্বতিঃ সহিতো রাজা প্রাদ্যুম্নিপরমস্ত্রিণম্ ॥ ৩৮
এবং বভূব যজ্ঞঃ স ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ।
যজ্ঞস্য-ধন-রত্নৌঘৈঃ পূর্ণা-হৈরেয়সাগরঃ ॥ ৩৯
সর্পিঃপঙ্কা হ্রদা যত্র বভূবুস্তত্রপর্বতাঃ ।
রসালাকর্দমা নদ্যো বভূবুর্ভক্ষতর্ষিত ॥ ৪০
তস্যাধ্বর্যুবরাগার্যাং ক্রিয়তাং ভূজ্যতাং তথা
পশ্যন্নাং বদ্যতাং চৈব নান্যং তত্রাশৃণোজ্জনঃ ॥ ৪১

যজ্ঞ-প্রসক্তমুদিতং সুপ্রীতমুষভিজনম্
মৃদঙ্গশঙ্খনাদৈশ্চ মনোরমমভূৎ তদা ॥ ৪২
দীয়তাং ভূজ্যতাং চেষ্টং দিবারাত্রমবারিতম্ ।
তং মহোৎসবসঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ॥ ৪৩
কথয়ন্তি স্ম পুরুষা নানাদেশনিবাসিনঃ ।
বর্ষিত্বা বসবারাশ্মি কাম্যে বৃষ্টে বৃষৈস্তথা ।
বিশাপ্য্যা ভরতশ্রেষ্ঠঃ কৃতার্থঃ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্

আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি অশ্বমেধসমাপ্তৌ

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মহারাজ! ইহার পর মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাবল বলদেব ও প্রদ্যুম্নাদি অন্যান্য সমস্ত বৃষ্ণিবীরগণকে যথাবিধি পূজা করিয়া আত্মবৃন্দের সহিত সঙ্গতসত্ত্ব মহাতেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

এইভাবে বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ পূর্ণ হইল। উহাতে অন্ন, ধন এবং রত্নসমূহের রাশি সঞ্চিত ছিল। দেবতাগণের মনে অতিশয় কামনা উৎপন্নকারী যজ্ঞসমূহের সাগর বিদ্যমান ছিল অথবা ঘৃত ও দৈবের সাগরাকারে সঞ্চিত ছিল। যজ্ঞ এরূপ পূর্ণাহুতি ছিল, যে সাগর মধ্যে ঘৃতের পর্বত পূর্ণ ছিল এবং অন্নের পর্বত স্থাপিত হইয়াছিল। ভক্ষণকর্তৃগণের মনে পূর্ণ তৃপ্তিকারী যজ্ঞ নদী সেখানে প্রবাহিত ছিল ॥ ৩৯-৪০

(পিষ্টক ও সুঁঠ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের যে রস প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে খাণ্ডব বলে। উহাতে যদি তিনি মিশ্রিত করা হয়, তবে খাণ্ডবরাগ বলা হইয়া থাকে।) ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ ও খাণ্ডবরাগ যে কত পরিমাণ প্রস্তুত করা হইতেছিল ও ভোজন করান হইতেছিল এবং কত যে পশু সেখানে বধ করা হইতেছিল, তাহার কোনও সীমা সেখানে উপস্থিত জনগণ দেখিতে পায় নাই ॥ ৪১

সেই যজ্ঞে উপস্থিত সকল ঋত্বিক্ যজ্ঞ-প্রসক্ত ও আনন্দবিভোর ছিলেন। ঋষভগণ অতিশয় প্রীত হইয়া সেখানে বিচরণ করিতেছিলেন। মৃদঙ্গ ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে সেই যজ্ঞস্থল সদা মনোরমতা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৪২

'যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাকে সেই রকম প্রদান কর, সকলের ইচ্ছানুসারে ভোজন করাও'—এই ঘোষণা দিবারাত্রি চলিতেছিল, তখনও বন্ধ হয় নাই। হৃষ্ট-পুষ্ট জনগণে পূর্ণ সেই যজ্ঞ-মহোৎসবের ন্যায় নানাদেশবাসী ব্রাহ্মণেরা বহুকাল করিতে থাকিবে ॥ ৪৩

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞে ধন যুধিষ্ঠিরাদি যখন ভরিয়া সন্তুষ্ট করার কামনা, যজ্ঞ ও অন্ন-মুহূর্ত যখন করিয়াছিলেন। এইভাবে পাপরহিত ও কৃতার্থ হইয়া তিনি স্বীয় নগরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অশ্বমেধের সমাপ্তিবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞে উপস্থিতেন নকুলেনোক্তস্য ব্রাহ্মণদ্বারাকৃতসক্তুদানস্য মহিমাশ্বমেধ-যজ্ঞাদপি মহীয়ান্-ইতি বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ

পিতামহস্য মে যজ্ঞে ধর্মরাজস্য ধীমতঃ
যদাশ্চর্যমভূৎ কিঞ্চিৎ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রূয়তাং রাজশার্দূল মহদাশ্চর্যমুত্তমম্।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে নিবৃত্তে বলহৃৎ প্রভো ॥ ২

তর্পিতেষু দ্বিজাগ্র্যেষু জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-বন্ধুষু।
দীনান্ধকৃপণে যাচি তথা ভরতসত্তম ॥ ৩

ঘুষ্যমাণে মহাদানে দিক্ষু সর্বাসু ভারত।
পতৎসু পুষ্পবর্ষেষু ধর্মরাজস্য মূর্ধনি ॥ ৪

নীলাক্ষস্তত্র নকুলো রুক্মপার্শ্বস্তদাভবৎ।
যজ্ঞাবসিদনং নাদমমুঞ্চদ্ বসুধাধিপ ॥ ৫

সকৃদুৎসৃজ্য তত্রাসং ব্রাসয়ানো মৃগ-দ্বিজান্।
মানুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ো মহান্ ॥ ৬

সক্তুপ্রস্থেন বো নায়ং যজ্ঞস্তুল্যো নরাধিপাঃ।
উঞ্ছবৃত্তের্দরিদ্রস্য কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥ ৭

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা নকুলস্য বিশাম্পতে
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ সর্বে তে ব্রাহ্মণর্ষভাঃ ॥ ৮

ততঃ সমেত্য নকুলং পর্যপৃচ্ছন্ত তে দ্বিজাঃ
কুরুক্ষেত্রসমুদ্ভাবো যজ্ঞঃ সাধুসমাগমম্ ॥ ৯

কিং বলং পরমং তুভ্যং কিং শ্রুতং কিং পরায়ণম্।
কথং ভবদ্ভ্যাং বিদ্বদ্ভ্যাং নো যজ্ঞঃ বিগর্হসে ॥ ১০

অবিলুপ্তাশয়ং কৃৎস্নং বিধিবৈর্যজ্ঞকৈঃ কৃতম্।
যথাশয়ং যথান্যায়ং কর্তৃভাক্ তথা কৃতম্ ॥ ১১

পূজার্হাঃ পূজিতাশ্চাত্র বিধিবদ্ভ্যাত্রদর্শনাৎ
লব্ধাবভৃথস্নাতাশ্চ বিধূতাঃ কেতুমৎসদম্ ॥ ১২

নবতিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত এক নকুল কর্তৃক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত সক্তুদানের মহিমা অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমার পিতামহ ধর্মিষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যদি কোনও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রভো! যুধিষ্ঠিরের সেই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ যখন পূর্ণ হইল, তখন সেই সময় এক উত্তম এবং অভিনব আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনা এক সংঘটিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত! সেই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ এবং দীন, অন্ধ ও দরিদ্রগণ তৃপ্ত হইয়া যাইলে পর যখন যুধিষ্ঠিরের মহাদানঘোষণা চারিদিকে ঘোষণা হইয়া গেল এবং ধর্মরাজের মস্তকে যখন পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন সেখানে এক নকুল আসিল। অনঘ! তাঁহার দুই চক্ষু নীল এবং দেহের এক ভাগ স্বর্ণের ছিল। পৃথ্বীনাথ! সে আসিয়াই একবার যজ্ঞের সদন গর্জন করিল ॥ ৩-৪

বিলবাসী সেই দৃপ্ত ও বিশাল নকুল একবার এরূপ গর্জন করিয়া সমস্ত তৃণ ও পক্ষিগণকে ভীত করিতে করিতে মানুষের ভাষায় বলিতে লাগিল ॥ ৬

নৃপগণ! তোমাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী উঞ্ছবৃত্তিধারী এক উদার ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সক্তু (ছাতু) দানের তুল্যও হয় নাই ॥ ৭

প্রজানাথ! এই নকুলের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৮

তখন তাঁহারা সেই নকুলের নিকট গমন করত তাহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নকুল! এই যজ্ঞে ত' সাধুপুরুষগণের সমাগম হইয়াছে। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? ৯

তোমার মতে কিরূপ বল ও কিরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞান আছে? আমরা কিরূপে তোমার পরিচয় পাইব? তুমি কে? যে তুমি আমাদের এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? ১০

আমরা নানাপ্রকার যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ করত শাস্ত্রীয় বিধি অবজ্ঞা না করিয়া এই যজ্ঞ পূর্ণ করিয়াছি। এই যজ্ঞে শাস্ত্রসঙ্গত ও ন্যায়যুক্ত প্রত্যেক কর্তব্য কর্ম যথোচিত পালন করা হইয়াছে ॥ ১১

ইহাতে শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে পূজনীয় পুরুষগণের যথাবিধি পূজা করা হইয়াছে। যজ্ঞশালা করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া

তুষ্টা বিদ্যাবলস্থাত্রে দাশৈর্ষষ্ঠিবিধৈরপি
ক্ষত্রিয়াস্তু যুদ্ধেন শ্রাদ্ধৈস্তানি পিতামহাঃ ॥ ১৩
পালনেন বিশস্তুষ্টাঃ কারৈস্তুষ্টা বয়স্ত্রিয়ঃ।
অনুক্রোশৈস্তথা শূদ্রা দানশেষৈঃ পৃথগ্জনাঃ ॥১৪
জাতিসম্বন্ধিনস্তুষ্টাঃ সৌহৃদেন চ নৃপসা নঃ
দেবা ঋষিভিঃ পূর্বৈস্তে চ যজ্ঞৈঃ শরণাগতাঃ ॥১৫
যদত্র তথ্যং তদ্ ব্রূহি সত্যাং সত্যাং দ্বিজাতিষু।
যথাক্রমং যথাদৃষ্টং পৃষ্টো ব্রাহ্মণকাম্যয়া ॥ ১৬
শ্রুতেষ্বাক্যাঃ প্রাজ্ঞস্য দিষ্যা ব্রূপা বিভর্ষি চ।
সমাগতস্য বিপ্রেষ্বা তদ্ তথ্যং বক্তুমর্হসি ॥ ১৭
ইতি পৃষ্টো দ্বিজৈস্তৈঃ স প্রহসন্ নকুলোঽব্রবীৎ।
নৈষা মৃষা ময়া বাণী প্রোক্তা দর্পেণ বা দ্বিজাঃ ॥ ১৮
যন্ময়োক্তমিদং বাক্যং মৃষাতিষ্ঠাপ্যুপলক্ষয়ম্

সক্তুপ্রস্থেন যো নাম যজতে বিজবর্ষভাঃ ॥ ১৯
ইত্যাবস্তং মহৈতদ্ যো যজতে বিজসত্তমাঃ
শৃণুতাবাগ্রহনসঃ সংসতো মে যথাতথম ॥ ২০
অনুক্রোশক্ষ দৃষ্টশ্চ যস্মাদনুকৃতস্তুতম্।
উঞ্ছবৃত্তের্দাসাস্য কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥ ২১
স্বর্গং যেন দ্বিজাঃ প্রাপ্তঃ সভার্যঃ সনুজস্নুষঃ
যথা চাহং সহস্রাণাং যজ্ঞেষু ফালনীকৃতম ॥২২

নকুল উবাচ

যস্ত বো বর্ণয়িষ্যামি দানস্য ফলমুত্তমম্
তাবদ্ধত্ত শুশ্রূষ বিপ্রবক্ত্রস্য যদ্ দ্বিজাঃ ॥ ২৩
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ধর্মৈর্ষষ্ঠিবিবর্ধতে
উঞ্ছবৃত্তিবিধিঃ কশ্চিৎ কালোঞ্ছিতকবৎ তথা ॥ ২৪

হইয়াছে এবং দানযোগ্য যজ্ঞসমূহ উল্লেখিত হইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৭

এস্থানে ষষ্টিসংখ্যার মানের দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে, উত্তম যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতামহদিগকে, কৃষির দ্বারা বৈশ্যদলকে, সমস্ত কার্য্য পূরণ করিয়া উত্তম ঔষধকে, ধনের দ্বারা শূদ্রদিগকে, ধনের পর অবশিষ্ট যজ্ঞসমূহের দ্বারা অন্যান্য মনুষ্যগণকে এবং তাহার শুদ্ধ আচার ব্যবহারে জ্ঞাতি ও সম্বন্ধী মনুষ্যদলকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে। এইরূপ পবিত্র ক্রিয়ের দ্বারা দেবতাগণকে এবং ইহার সার গ্রহণ করত শরণাগতদিগকে পালন করা হইয়াছে। ১৩-১৫

এই সব কার্য্য যথাবিধিতে অনুষ্ঠিত হইলে পরও তুমি কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, যাহার জন্য এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ? এই ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহাদের ইচ্ছানুসারে জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি সত্য সত্য করিয়া বল; যাহাতে তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া জানিতে পারা যায়। তুমি স্বয়ংও বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হইতেছে এবং তুমি দিব্যরূপ ধারণ করিয়াছ। এই সময় তোমার ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলন হইয়াছে, সেইজন্য তোমার আমাদের প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর দেওয়া উচিত। ১৬-১৭

সেই ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে পর নকুল হাস্য করত বলিল—দ্বিজগণ! আমি আপনাদিগকে মিথ্যা অথবা দর্পবশতঃ কোনও কথা বলি নাই। ১৮

আমি যে কথা বলিয়াছি—'যিনি সক্তুপ্রস্থের' আপনাদের এই যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রদত্ত প্রস্থপরিমিত সক্তুদানের সমান নহে' ইহা আপনারা যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়াছেন। ১৯

সেই ব্রাহ্মণগণ! ইহার কারণ আমার অবশ্যই আপনাদিগকে বলা উচিত। এখন আমি যথার্থরূপে যাহা কিছু বলিব, তাহা আপনারা সাবধানচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। ২০

কুরুক্ষেত্রনিবাসী উঞ্ছবৃত্তিধারী দাতা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা অতিশয় উত্তম এবং অদ্ভুত। ২১

ব্রাহ্মণগণ! এই দানের প্রভাবে পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেভাবে স্বর্গলোকে আরোহণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যে রূপে আমি আমার এই অঙ্গের সুবর্ণময় করিয়া দিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গ বলিতেছি। ২২

নকুল বলিল—ব্রাহ্মণগণ! কুরুক্ষেত্রনিবাসী দ্বিজ কর্তৃক প্রদত্ত ন্যায়োপার্জিত অল্প ধানের যে ফল দেখা যায়, তাহা আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। ২৩

কিছুদিন পূর্বের ঘটনা, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বহু বর্ষজ মহাত্মাগণ যাগ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনও এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা নিজের জীবন নির্বাহ করিতেন। কণাগ্রহণ (শস্যের শীষ একটি একটি করিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাই দ্বারা) কৃচ্ছ্রসাধনের পালন করিতেন। ২৪

সস্ত্রীকঃ সহ পুত্রেণ সস্নুষস্তপসি স্থিতঃ
বভূব গুরুশুশ্রূষুঃ স ধর্মাত্মা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥২৪
ষষ্ঠে কালে সদা বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে তৈঃ সহ সুব্রতঃ
ষষ্ঠে কালে কদাচিৎ তু তস্যাহারো ন বিদ্যতে ॥ ২৬
ভুঙ্‌ক্তেঽন্যস্মিন্ কদাচিৎ স ষষ্ঠে কালে দ্বিজোত্তমঃ
কদাচিদ্ ধনিনস্তস্য হ্যবিক্ষে সতি দাক্ষুণে ॥২৭
নাবিন্দত তদা বিপ্রঃ সক্তস্তস্মিন্বনোদ্ভবে
ক্ষীণৌষধিসমাবেশে ক্রব্যাহীনোঽভবৎ তদা ॥ ২৮
কালে কালেঽন্ত সম্প্রাপ্তে নৈব বিপ্রেত ভোজনম্।
ক্ষুধাপরিগতাঃ সর্বে প্রাণিষ্ঠন্ত তদা তু তে ॥ ২৯
উঞ্ছং তদা তপস্বিপক্ষে মহাং তপতি ভাস্করে
উঞ্ছার্তস্ত ক্ষুধার্তস্ত বিপ্রস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ৩০
উঞ্ছমপ্রাপ্তবানেব ব্রাহ্মণঃ ক্ষুন্নিষাদিতঃ
স তথৈব ক্ষুধার্তৈঃ সার্ধং পরিক্লান্তেন হ ॥ ৩১

কল্পয়ামাস তা কালং ক্ষুন্নিষ্প্রাণো দ্বিজোত্তমঃ।
অথ ষষ্ঠে গতে কালে যবপ্রস্থমুপার্জয়ন্ ॥ ৩২
যবপ্রস্থং তু তং সক্তুমকুর্বন্ত তপস্বিনঃ।
কৃতজপ্যাহ্নিকাস্তে তু হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি ॥ ৩৩
কৃত্বা কৃত্বা সমে যাগভক্তং তপস্বিনঃ
অথাগচ্ছদ্ দ্বিজঃ কশ্চিদতিথির্ভুক্তবাংস্তদা ॥৩৪
তে তং দৃষ্ট্বাতিথিং প্রাপ্তং প্রহৃষ্টমনসোঽভবন্।
তেভ্যস্তিভ্যস্ত সুপ্রস্থং দৃষ্ট্বা তমতিথিং তদা ॥ ৩৫
বিস্তব্ধমনসো দান্তা শ্রদ্ধা দমসমন্বিতাঃ।
অনসূয়বো বিক্রোধাঃ সাধবো বীতমৎসরাঃ ॥ ৩৬
ত্যক্তমান-মদ-ক্রোধা ধর্মজ্ঞা দ্বিজসত্তমাঃ।
সন্নিষ্ঠতুর্যা সোমং তে তস্য ধাত্যা পরস্পরম্ ॥ ৩৭
কুটীং প্রবেশয়ামাসুঃ ক্ষুধার্তমতিথিং তদা।
ইদমর্ঘ্যমিতি পাদ্যমিদং বৃষ্যা তথাসনম্ ॥ ৩৮

তিনি নিজের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ আহার-বিহার-পরায়ণ, ধর্মাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ॥ ২৫

সেই উত্তম ব্রতধারী দ্বিজ সদা ষষ্ঠকালে অর্থাৎ দিনের ষষ্ঠাংশে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত ভোজন করিতেন। যদি কোনও দিন ভোজন না পাইতেন, তবে দ্বিতীয় ষষ্ঠকাল আসিলেই সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্নগ্রহণ করিতেন ॥ ২৬।

ব্রাহ্মণগণ! এক সময় সেখানে অতিশয় অনাবৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় এই ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণের নিকট কোনও অন্ন সংগৃহীত ছিল না, এমনকি অন্বিষ্টও অন্ন লাভ হইয়া দিয়াছিল। অতএব তিনি ক্রব্যাদীন—নির্ধন হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭-২৮

বায়ুবেগে ষষ্ঠকাল আসিল, কিন্তু তিনি ভোজন পাইলেন না। অতএব তাঁহারা সকলে অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্ষুধায় পীড়িত হইতে লাগিলেন। এইদিন বৈতাবনের তপস্বিগণের মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরে পরিবারের সকলেই উঞ্ছ-বৃত্তিতে পতিত একটি একটি করিয়া ধান্য সংগ্রহের জন্য ধাবিত হইলেন ॥ ২৯॥

তপস্যায় নিরত সেই ব্রাহ্মণ সৌম্যের কষ্ট ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠিলেন। ক্ষুধা ও পরিশ্রমে পীড়িত হইলেও তিনি কোনও উঞ্ছ পাইলেন না। সেইজন্য পরিবারে সকল লোকের সহিত সেইভাবে ক্ষুধায় পীড়িত থাকিয়া তিনি অতিকষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৩০-৩১॥

তদনন্তর একদিন পুনরায় ষষ্ঠকাল আসা পর্যন্ত তিনি এক প্রস্থ (চারি কোষ) পরিমিত যব উপার্জন করিলেন। তপস্বী ব্রাহ্মণ সেই যব হইতে ছাতু প্রস্তুত করিলেন এবং স্নান ও নিত্যকর্ম পূর্ণ করত পরিত্যক্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহারা সকলে এক এক কুড়ব (কোষ) পরিমাণ ছাতু ভাগ করিয়া তাহা ভোজন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৩২-৩৩

তাঁহারা ভোজন করিবার জন্য বসিয়া আছেন, এমন সময় কোনও ব্রাহ্মণ-অতিথি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই অতিথিকে আসিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তারপর সেই অতিথিকে প্রণাম করত তিনি তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেই বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধালু, মনঃসংযমী, দোষদৃষ্টিরহিত, ক্রোধহীন, সজ্জন, ঈর্ষাবর্জিত এবং ধর্মজ্ঞ ছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপরিবার অভিমান, মদ ও ক্রোধকে সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুধায় পীড়িত সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে নিজেদের ব্রতচর্যা ও সোমের পরস্পর পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নিজেদের কুটীরে লইয়া গেলেন ॥ ৩৬-৩৭॥

তারপর সেখানে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ভগবন্! অনঘ! আপনার জন্য এই অর্ঘ্য, পাদ্য ও আসন রহিয়াছে

ততঃ শঙ্খমাদত্তে নিহত্যোপার্জিতাঃ প্রজাঃ
প্রতিগৃহ্যেষ তস্যাং বৈ ময়া দত্তা দ্বিজর্ষভ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তঃ প্রতিগৃহ্যাথ সকৃদ্দারং কুটুম্বিনং দ্বিজঃ
ভক্ষয়মাণং রাজেন্দ্র ন চ তৃপ্তিং জগাম সঃ ॥ ৪০
স ঊর্ধ্ববৃত্তিস্তং প্রেক্ষ্য ক্ষুধাপরিগতং দ্বিজম্ ।
আত্মানং চিন্তয়ামাস কথং ক্ষুদ্রো ভবেদিতি ॥ ৪১
তস্য ভার্যাত্রয়ীদ্ বাক্যাৎ সন্তাপো দীয়তামিতি
সঙ্কল্পেন যথাকামং পরিতুষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪২
ইতি ব্রুবন্তীং তাং সাধ্বীং ভার্যাং স দ্বিজসত্তমঃ ।
ক্ষুধাপরিগতাং জ্ঞাত্বা তান্ সকৃন্ন্যাভাষত ॥ ৪৩
আত্মানুমানতো বিদ্বান্ স তু বিপ্রর্ষভস্তদা ।
জানন্ বুভুক্ষাং ক্ষুধার্তাঞ্চ শ্রান্তাং গ্লানাং তপস্বিনীম্ ॥ ৪৪
বলিভিস্তু তদা বেপন্তীং ততো ভার্যামুবাচ হ ।

এবং ভাহারসাধে উপার্জিত এই সকল পবিত্র সক্তু আপনার জন্য প্রস্তুত আছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনাকে প্রজাপালনকার্যে আমি নিযুক্ত করিলাম। আপনি এই সব গ্রহণ করুন। ৩৮-৩৯

রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে পর অতিথি এত ভূরি সক্তু গ্রহণ করিয়া তখন করিলেন কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত হইলেন না। ৪০

সেই ঊর্ধ্ববৃত্তিধারী দ্বিজ দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ-অতিথি এখনও ক্ষুধার্তই রহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার জন্য আহারের চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ব্রাহ্মণ কিভাবে সন্তুষ্ট হইবেন? ৪১

এই সময় ব্রাহ্মণের পত্নী এই কথা বলিলেন,—আপনি আমার এই ভাগ ইহাকে অর্পণ করুন, যাহাতে এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে তৃপ্তিলাভ করিয়া এখান হইতে যাইতে পারেন। ৪২

নিজের পতিব্রতা পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ক্ষুধাপীড়িতা জানিয়া তাঁহার প্রদত্ত সক্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৪৩

সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণপ্রবর নিজেরই অনুমানে ইহা জানিতে পারিলেন যে, আমার এই বৃদ্ধা স্ত্রী বরাবর ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন, তিনি পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হইয়া গিয়াছেন। এই তপস্বিনীর দেহ ক্রমে আবৃত হইয়া গিয়াছে এবং ইনি কাঁপিতেছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি পত্নীকে বলিলেন। ৪৪½

দেখুন। নিজের স্ত্রীকে রক্ষা ও পালন-পোষণ করা কীট-পতঙ্গ এবং পশুপক্ষীরও কর্তব্য, অতএব তুমি এরূপ কথা বলিও না। ৪৫½

অপি কীটপতঙ্গানাং ভূতানাং চৈব শোভনে ।৪৫
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাস্ত পোষ্যাস্ত ন ত্বেবং বক্তুমর্হসি
অনুকম্প্যো নরঃ পত্ন্যা পুত্রো রক্ষিত এব চ ॥ ৪৬
প্রপদ্যেদ্ বশসো হীত্বাৎ ন চ লোকান্ ন চাপ্নুয়াৎ
ধর্মকামার্থকার্যাণি শুশ্রূষা ফলসম্মতিঃ ॥৪৭
দায়েষ্বধীনো ধর্মস্ত পিতৃণামাত্মনস্তথা
ন ত্বেতি কর্মতো ভার্যাত্রয়কল্পে যোষিতঃ পুনান্ ॥ ৪৮
অবশো মহদাপ্নোতি নরকান্ হৈব সঙ্কটান্ ।
ইত্যুক্তা সা ততঃ প্রাহ ময়ার্থৌ(র্থো) নৌ দ্বিজ ॥৪৯
সকৃৎপ্রসৃষ্টভুক্তায়াং সুরায়েষং প্রণীদ মে
সন্তাং হরিষ্ণ যদ্যস্ত ধর্মস্ত শ্রুতিনির্মিতঃ ॥ ৫০
স্ত্রীণাং পতিসমাখ্যানং কার্ৎস্ন্যেনৈতদ্ দ্বিজর্ষভ
ব্রুবন্ত্যাস্তুঃ পিতুর্বীজং দৈবতং পরমং পতিঃ ॥ ৫১

যে পুরুষ ধর্মবাক্য শুনিবামাত্র নিজের পালন পোষণ ও সংরক্ষণ করে, সেই মানুষ হয়ার পাত্র। ৪৬

সেই উত্তম কীর্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং সে উত্তম লোকসমূহ লাভ করিতে পারে না। ধর্ম, কাম ও অর্থবিষয়ক কার্য, সেবা, শুশ্রূষা এবং ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা—এ সমস্তই স্ত্রীর অধীন। পিতৃগণের ও নিজের ধর্মও পত্নীরই আশ্রিত। ৪৭½

যে মানুষ স্ত্রীকে ভোগ করা নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে না করে অথবা যে স্ত্রীকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, সেই মানুষ অবশে মহৎ অনর্থ প্রাপ্ত হয় এবং পরলোকে নরকসমূহে পতিত হইয়া থাকে। ৪৮½

পত্নি এই কথা বলিলে পর ব্রাহ্মণী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমাদের উভয়ের ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমার আগে নিষ্ঠিত এই এত ভূরি পরিমিত সক্তু গ্রহণ করুন (এবং গ্রহণ করত অতিথিকে তাহা প্রদান করুন)। ৪৯½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। স্ত্রীলোকের সত্য, ধর্ম, প্রীতি, স্ত্রীত্বরূপে প্রাপ্ত স্বর্গ ও তাহাদের সমস্ত অভিলাষ পতিতেই অধীন। ৫০½

ভার্যার গর্ভ ও পিতার বীর্য—এই উভয়ের সংমিশ্রণেই বংশপরম্পরা চলিতে থাকে। ইহা সকল শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। নারীগণের যে ভক্তিমূলক ও পুত্ররূপ ফললাভ হয়, তাহা পতিরই প্রসাদে হইয়া থাকে। ৫১½

ভর্তুঃ প্রসাদাদ্নারীণাং রতি-পুত্রফলং তথা
পালনাদ্ধি পতিস্ত্বং মে তস্মাদসি গুরুর্ন চ মে। ৫০
পুত্রপ্রদানাদ্ বরদস্তস্মাৎ সক্তূন্ প্রযচ্ছ মে
জরাপরিগতো বৃদ্ধ ক্ষুধার্তো দুর্বলো ভৃশম্। ৫০
উপবাসপরিশ্রান্তো যদা ত্বমপি ক্ষত্রিয়ঃ।
ইত্যুক্তঃ স তদা সক্তূন্ প্রসৃজেদং বচোঽব্রবীৎ। ৫৪
দ্বিজ সক্তূনিমান্ ভুঙ্ক্ষ্ব প্রতিগৃহ্নীষ সত্তম
স তান্ প্রগৃহ্য ভুক্ত্বা চ ন তুষ্টিমগমদ্ দ্বিজঃ। ৫৫
তমুদ্বৃত্তস্তিরালক্ষ্য তত্তশ্চিন্তাপরোঽভবৎ। ৫৬

পুত্র উবাচ।

সক্তূনিমান্ প্রগৃহ্য ত্বং দেহি বিপ্রায় সত্তম।
ইত্যেব সুকৃতং মন্যে তস্মাদেতৎ করোম্যহম্। ৫৭
ভবান্ হি পরিপাল্যো মে সর্বদৈব প্রযত্নতঃ।
সাধূনাং ভাষিতং যস্মাৎ পিতুর্হ্যুক্তং পালনম্। ৫৮
পুত্রার্থো বিধিতো বেদে বার্ধকে পরিপালনম্।

আপনি আমাকে পালন করেন বলিয়া আমার পতি, ভরণ-পোষণ করেন বলিয়া গুরু এবং পুত্রপ্রদান করিয়াছেন বলিয়া বরদাতা, সেইজন্য আমার ভাগে নিশ্চিই এই সক্তু অতিথিদেবতাকে প্রদান করুন। ৪৯।

আপনি ত' অত্যন্ত বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত, অত্যন্ত দুর্বল, উপবাসে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষীণকায়। (সুতরাং আপনি যেভাবে ক্ষুধায় কষ্ট সহ্য করিতেছেন, আমিও সেইভাবে উহা সহ্য করিব)। ৫০।

পত্নী এই কথা বলিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার সক্তু লইয়া অতিথিকে বলিলেন—সৎপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি এই সক্তুও পুনরায় গ্রহণ করুন। ৫৪।

অতিথি ব্রাহ্মণ সেই সক্তুও গ্রহণ করত তখন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রবৃত্তিধারী সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ৫৫

পুত্র বলিলেন,—সজ্জনশ্রেষ্ঠ পিতঃ! আপনি আমার ভাগের সক্তু লইয়া এই ব্রাহ্মণকে প্রদান করুন। আমি ইঁহাকে পুণ্যকর্ম বলিয়াই মনে করি, সেইজন্য এই কার্য করিতেছি। ৫৬

আমার সর্বদা অতিশয় যত্নসহকারে আপনাকে পরিপালন করা উচিত; কারণ, সাধু পুরুষগণ সতত এই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, আমি নিজের বৃদ্ধ পিতাকে পালন পোষণ করিব। ৫৭

পুত্রের প্রয়োজন হইল ইহাই যে, এই পুত্র বৃদ্ধ অবস্থায়

ক্ষত্রিয়েষা হি বিপ্রর্ষে ত্রিষু লোকেষু শাশ্বতী। ৫৮
প্রাণধারণমাত্রেণ শক্যং কর্তুং তপশ্চরা।
প্রাণো হি পরমো ধর্মঃ স্থিতো দেহেষু দেহিনাম্। ৫৯

পিতোবাচ।

অপি বর্ষসহস্রী ত্বং বাল এব মতো মম।
উৎপাদ্য পুত্রং হি পিতা কৃতকৃত্যো ভবেৎ সুতাৎ। ৬০
বালানাং ক্ষুদ্ বলবতী জানাম্যেতদহং প্রভো।
বুদ্ধোঽহং বীর্যহীনশ্চ ত্বং বলী তব পুত্রক। ৬১
জীর্ণেন বপুষা পুত্র ন মাং ক্ষুদ্ বাধতেঽপি চ।
দীর্ঘকালং তপস্তপ্তং ন মে মরণতো ভয়ম্। ৬২

পুত্র উবাচ।

অপত্যাদ্ধি তে পুংনরকাৎ পুত্র ইতি শ্রুতঃ।
আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাৎ ব্রাহ্মাত্মানমিহাত্মনা। ৬৩

পিতোবাচ।

রূপেণ সদৃশস্ত্বং মে শীলেন চ দমেন চ।
পরীক্ষিতস্তু বহুধা সক্তূনাদত্ত্ব তে সুত। ৬৪

পিতাকে রক্ষা করিবে। তিন লোকেই এই সনাতন প্রতি প্রসিদ্ধ আছে। ৫৮

আপনি প্রাণধারণমাত্র করিয়াই তপস্যা করিতে পারেন। দেহধারীদিগের দেহে স্থিত প্রাণই পরম ধর্ম। ৫৯

পিতা বলিলেন,—পুত্র! তুমি যদি আমার বৎসর বয়স্ত হইয়া যাও, তথাপি আমার নিকট বালকই। পিতা পুত্রকে জন্মদান করিয়াই সেই পুত্র হইতে নিজেকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করেন। ৬০

সাধুসম্মানী পুত্র! আমি ইহা ভালভাবেই জানি যে, বালকদিগের ক্ষুধা কিরূপ প্রবল। আমি ত' বৃদ্ধ, না খাইলেও প্রাণধারণ করিতে পারিব। তুমি এই সক্তু ভোজন করিয়া বলবান্ হও—নিজের প্রাণকে রক্ষা কর। ৬১

পুত্র! বৃদ্ধ বয়সে ক্ষুধা আর আমাকে অধিক কষ্ট দিতেও পারিবে না। ইহা যথার্থই আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছি; সেইজন্য মৃত্যু হইতে আমার কোনও ভয় নাই। ৬২

পুত্র বলিল,—পিতঃ! আমি আপনার পুত্র, পুরুষকে ত্রাণ করে বলিয়াই সন্তানকে 'পুত্র' বলা হইয়া থাকে। আমার পুত্র পিতার নিজেরই আত্মা বলিয়া কথিত হয়; অতএব আপনি নিজের আত্মারূপ পুত্রের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করুন। ৬৩

পিতা বলিলেন,—পুত্র! তুমি রূপ, শীল (সদাচার ও সভ্যতা) এবং ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা আমারই সমান। তোমার

ইত্যুক্ত্বাঽঽহরদ্ভাগং সক্তূনাং শ্রীরাজা দ্বিজসত্তমঃ
প্রহসন্নিব বিপ্রায় ন তস্যৈ প্রদদৌ তদা ॥ ৬৫
ভুক্ত্বা তাবপি সক্তূন্ ন নৈব তৃপ্তৌ বভূবতুঃ
উঞ্ছবৃত্তির্দ্বিজা শ্রীমাংস্তুতোষ চ ন তৌ তদা ॥ ৬৬
তং বৈ বভূষ তিতা সাধ্বী ব্রাহ্মণপ্রিয়কামদা
সক্তূনাদায় সাদ্ধ্বী তত্তদা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৭
সন্তানাৎ তব সন্তানং মম বিপ্র ভবিষ্যতি
সক্তূনিমানতিথয়ে গৃহীত্বা সম্প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৮
তব প্রসাদাদ্বিপ্রর্ষে মম লোকাঃ কিলাক্ষয়াঃ।
পুত্রেণ তারয়াম্যেতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৬৯
ধর্মাত্মা হি যথা ত্রেতা দ্বাপরেতা তথৈব চ
তথৈব পুত্র-পৌত্রাণাং ধর্মশ্রেতা কিলাক্ষয়ঃ ॥ ৭০
পিতৃন্নয়তি তারয়তি পুত্র ইত্যনুশুশ্রুম

পুত্র-পৌত্রৈশ্চ নিরতঃ সাধুলোকানুপাশ্নুতে ॥ ৭১

যুধিষ্ঠির উবাচ

যাতায়তবিধিজ্ঞো যঃ বিবর্ণাং নিরীক্ষ্য বৈ
কথিতাং পুত্রতাতায়ে ক্ষুধাবিহ্বলচেতসম্ ॥ ৭২
কথং সক্তূন্ গ্রহীষ্যামি ভূয়া বর্ষোপযাচকঃ
কল্যাণবৃত্তে কল্যাণি নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৭৩
ষষ্ঠে কালে ব্রতবতীঃ শৌচশীলকুলোদ্বহাম্।
কৃচ্ছ্রাপ্তাং নিরাহারাং কথামি ত্বাং কথং ভুজে ॥ ৭৪
বালা ক্ষুধার্তা নারী চ রক্ষ্যা ত্বং সততং ময়া।
উপবাসপরিশ্রান্তা ত্বং হি বান্ধবনন্দিনী ॥ ৭৫

যুধোবাচ

গুরোর্মম গুরোশ্চাপি বয়ো বৈষয়তৈর্বরম্
দেবাতিদেবস্তস্মাৎ ত্বং সক্তূনাদত্স্ব মে প্রভো ॥ ৭৬

এই সব কথা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি, অতএব আমি তোমায় সক্তু গ্রহণ করিতেছি ॥ ৬৪

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীতচিত্তে পুত্রের ভাগের সক্তু গ্রহণ করিয়া যেন হাস্য করিতে করিতেই সেই ব্রাহ্মণ-অতিথিকে তাহা প্রদান করিলেন ॥ ৬৫

সেই সক্তু ভোজন করিয়াও ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলেন না অর্থাৎ তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। ইহা দেখিয়া উঞ্ছবৃত্তিধারী ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৬

তাঁহার পুত্রবধূ অত্যন্ত ক্ষুধিতা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার ইচ্ছা করিয়া নিজের ভাগের সক্তু গ্রহণ করত অতিশয় হৃষ্টচিত্তে শ্বশুরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬৭

বিপ্রবর! আপনার সন্তান হইতে আমার সন্তানলাভ হইবে; অতএব আপনি আমার পরমগুরু। আমার ভাগের এই সক্তু গ্রহণ করিয়া আপনি অতিথিসেবকে প্রদান করুন ॥ ৬৮

আপনার কৃপায় আমার অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে। পুত্রের দ্বারা মানুষ যেই সব লোকে গমন করে, যেখানে যাইয়া কখনও শোক করিতে হয় না ॥ ৬৯

যেরূপ ধর্ম ও ধর্মযুক্ত অর্থ এবং জ্ঞান—এই তিনটি ধর্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং যেরূপ আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ—এই তিনটি ধর্মের সাধন, সেইরূপ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র—এই তিনটি সন্তান অক্ষয় ধর্মপ্রাপ্তিকারক ॥ ৭০

আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্র পিতাকে নিজ-কৃত হইতে মুক্ত করাইয়া থাকে। পুত্র-পৌত্রগণের দ্বারা মানুষ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে গমন করেন ॥ ৭১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, বায়ুর শৌচের তাপে তোমার সারা অঙ্গ শুকাইয়া গিয়াছে—শিরিল হইয়া গিয়াছে তোমার দেহ-কান্তি বিবর্ণ হইয়াছে। উত্তম ব্রত ও আচারপালনকারিণি পুত্রি! তুমি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছ। ক্ষুধায় তোমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া আমি কি করিয়া তোমার ভাগের সক্তু গ্রহণ করিব? এরূপ করিলে ত' আমার ধর্মহানি হইবে। অতএব কল্যাণময় আচারপরায়ণে কল্যাণি! তুমি এরূপ কথা বলিও না ॥ ৭২-৭৪

তুমি প্রতিদিন শৌচ, সদাচার ও শুশ্রূষায় রত থাকিয়া যথাকালে ভোজন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ। শুভে! অত্যন্ত কষ্টে তোমার জীবিকা চলে আজ সক্তু লইয়া তোমাকে নিরাহার হইয়া থাকিতে কিভাবে দেখিব? ৭৪

একে ত' তুমি এমনিতে বালিকা, দ্বিতীয়তঃ তুমি ক্ষুধার্তা, তৃতীয়তঃ তুমি নারী এবং চতুর্থতঃ তুমি উপবাস করিতে করিতে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছ অতএব আমার সর্বদা তোমাকে রক্ষা করা উচিত; কারণ, তুমি নিজের সেবার দ্বারা বান্ধবগণকে আনন্দিত করিয়া থাক ॥ ৭৫

পুত্রবধূ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার গুরু (পতিদেবের) গুরু (পিতা), দেবতাগণের দেবতা এবং সাধারণ দেবতা অপেক্ষাও অতিশয় উৎকৃষ্ট দেবতা, অতএব আমার প্রদত্ত এই সক্তু গ্রহণ করুন এবং তাহার দ্বারা অতিথি-দেবতাকে সন্তুষ্ট করুন ॥ ৭৬

দেহঃ প্রাণশ্চ ধর্মশ্চ তদ্রার্থমিদং গুরোঃ
তব বিপ্র প্রদানেন লোকান্ প্রাপ্স্যামহে শুভান্ ।৭৭

অবেক্ষ্যা ইতি কৃত্বাহং ভূয়স্তত্তেতি বা দ্বিজ
চিন্তা মনেয়মিতি বা সকৃন্নাদাদুমর্হসি ।৭৮

বভ্রু উবাচ ।

অনেন নিত্যং সাধ্বী ত্বা শীলবৃত্তেন তোষিতে
যা ত্বা ধর্মভৃতোপেতা গুরুবৃত্তিমবেক্ষসে ।৭৯

তস্মাৎ সকৃন্ন গ্রহীষ্যামি বধূ নাইসি যাচনাম্ ।
পরিষ্কা মহাভাগে ত্বা যে বি ধর্মভৃতাং বরে ।৮০

ইত্যুক্ত্বা তামুপাদায় সকৃন্ন প্রাদাদ্ দ্বিজাতয়ে ।
তত্তস্তুষ্টোঽভবদ্ বিপ্রস্তস্য সাধোর্মহাত্মনঃ ।৮১

প্রীতাত্মা স তু তং বাক্যমিদমাহ দ্বিজর্ষভম্ ।
বাগ্মী তদা দ্বিজশ্রেষ্ঠো ধর্মঃ পুরুষবিগ্রহঃ ।৮২

আমার এই দেহ, প্রাণ ও ধর্ম—এই সব কিছুই গুরুজনের সেবার জন্যই। দ্বিজবর! আপনার প্রসাদে আমার শুভ লোকসকল লাভ হইবে ।৭৭

অতএব আপনি আমাকে নিজের দৃঢ় ভক্ত, ধর্মশীল ও বিচারণীয় মনে করিয়া অতিথিকে প্রদানের জন্য এই সক্তু গ্রহণ করুন ।৭৮

বভ্রু বলিলেন,—পুত্রি! তুমি সতী সাধ্বী রমণী এবং সর্বদা এরূপ শীল ও সদাচার পালন করিয়া তুমি শোভাসার করিতেছ, তুমি ধর্ম ও ব্রতের আচরণে রত থাকিয়া সতত গুরুজনগণের সেবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছ; বধূ! সেইজন্য আমি তোমাকে পুণ্য হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। ধর্মাত্মাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা মহাভাগে! পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে তোমাকে গণনা করিয়া আমি তোমার প্রদত্ত সক্তু অবশ্যই গ্রহণ করিব ।৭৯-৮০

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রদত্ত সক্তু গ্রহণ করত অতিথিকে প্রদান করিলেন। ইহাতে সেই ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তিধারী সাধু মহাত্মার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ।৮১

তাহাতে কিন্তু সেই জ্যেষ্ঠ দ্বিজরূপে মানববিগ্রহধারী সাক্ষাৎ ধর্মই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বাগ্মী ধর্ম সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া সেই উঞ্ছবৃত্তিধারী জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিলেন ।৮২

শুদ্ধেন তব দানেন ন্যায়োপাত্তেন ধর্মতঃ।
যথাশক্তি বিসৃষ্টেন প্রীতোঽস্মি দ্বিজসত্তম ।
অহো দানং সুন্যস্তে তে স্বর্গে স্বর্গনিবাসিভিঃ ।৮৩

পতনাৎ পুষ্পবর্ষঞ্চ পশ্যেদং পতিতং ভুবি
সুরর্ষি-দেব-গন্ধর্বা যে চ দেবপুরঃসরাঃ ।৮৪

তবস্তো দেবদূতাস্ত্বি দ্বিজা দানেন বিস্মিতাঃ
ব্রহ্মর্ষয়ো বিমানস্থা ব্রহ্মলোকচরাশ্চ যে ।৮৫

কাঙ্ক্ষন্তে দর্শনং তুভ্যং দিবং ব্রজ দ্বিজর্ষভ ।
পিতৃলোকগতাঃ সর্বে তারিতাঃ পিতরস্ত্বয়া ।৮৬

অনাগতাশ্চ বহবঃ সুবহুনি যুগান্যুত ।
ব্রহ্মচর্যেণ দানেন যজ্ঞেন তপসা তথা ।৮৭

অনন্তরেণ ধর্মেণ তস্মাদ্ গচ্ছ দিবং দ্বিজ ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ তপস্তপ্ত্বসি সুব্রত ।৮৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজের শক্তি অনুসারে ধর্মপূর্বক ন্যায়োপার্জিত যে শুদ্ধ অন্ন দান করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার উপর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি অহো! স্বর্গলোকে বাসকারী দেবগণও সেখানে তোমার দানের কথা ঘোষণা করেন ।৮৩

দেখ, আকাশ হইতে তোমার এই পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দেবর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব ও অন্যান্য যে সব দেবতাগণের অগ্রণী পুরুষ আছেন, তাঁহারা এবং দেবদূতগণ তোমার দানে বিস্মিত হইয়া তোমার স্তুতি করিতেছেন ।৮৪।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী যে ব্রহ্মর্ষিগণ বিমানে অবস্থান করেন, তাঁহারাও তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; সেইজন্য তুমি স্বর্গলোকে গমন কর ।৮৫।

তুমি পিতৃলোকে স্থিত নিজের সমস্ত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়াছ। বহু যুগ পর্যন্ত ভবিষ্যতে তোমার বংশে যে সব সন্তান হইবে, তাহারাও তোমার পুণ্যপ্রভাবে উদ্ধার হইয়া যাইবে ।৮৬।

ব্রহ্মন্! অতএব তুমি নিজের ব্রহ্মচর্য, দান, যজ্ঞ, তপ ও সনাতনকালীন ধর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে গমন কর ।৮৭।

উত্তম ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তুমি উত্তম শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা করিয়াছ, সেইজন্য দেবগণ তোমার দানে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন ।৮৮।

অস্মাদ্ দেবাশ্চ দানেন প্রীতা ব্রাহ্মণসত্তম
সর্বমেতদ্ধি যস্মাৎ তে দত্তং শুদ্ধেন চেতসা ॥ ৮৯
দুষ্টকালে ততঃ ধর্মো বিজিতঃ কর্মণা যদা।
ক্ষুধা নির্দহতি প্রজাঃ ধর্মবুদ্ধিঃ ব্যপোহতি ॥ ৯০
ক্ষুধাপরিগতজ্ঞানো দুষ্টিং ভাজতি চৈব হ।
দুষ্কৃতাং ভয়তে যস্মাৎ স ধর্মং ভয়তে ততঃ ॥ ৯১
যদা দানরুচিঃ স্যাদ্ বৈ তদা ধর্মো ন সীদতি।
অপেক্ষ্য সুকৃতস্নেহং ফলস্নেহমেব চ ॥ ৯২
ধর্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা তৃষ্ণাং ন গণিতা যদা।
তদ্যাগমো নৃণাং সূক্ষ্মঃ পাত্রে দানং ততঃ পরম্ ॥ ৯৩
কালঃ পরতরো দানাদ্ভক্ত্যা চৈব ততঃ পরা
ধর্মবায়ুঃ সুসূক্ষ্মং হি নরৈর্মোহান্ন দৃশ্যতে ॥ ৯৪
ধর্মার্থিনাং লোভবীজং রাগগুপ্তং দুরাসদম্

এই প্রাণ-সমূহের সমাপ্তে এই সব সত্ত্ব তুমি পবিত্র হৃদয়ে দান করিয়াছ; সেইজন্য তুমি এই পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক জয় করিয়াছ ॥ ৮৯॥

ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেয় এবং ধর্মবিচারকেও বিনাশ করিয়া থাকে। ক্ষুধায় যার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় মানুষ ধৈর্য হইতে বিচ্যুত হয়। যে ক্ষুধাকে জয় করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকে ॥ ৯০-৯১

যখন মানুষের মধ্যে দানবিষয়ক রুচি আগ্রহযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্মের হ্রাস হয় না। তুমি পত্নীর স্নেহ ও পুত্রের স্নেহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ এবং এ বিষয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেও গণনা করা হয় নাই ॥ ৯২॥

মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথমে ভাবাদ্বারা ধনপ্রাপ্তির উপায় জানাই সূক্ষ্ম বিষয়। সেই ধনকে সৎপাত্রের সেবায় অর্পণ করা ভাবা হইতেও শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সময়ে দান করা অপেক্ষা উত্তম সময় আসিলে দান করা আরও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভক্তি যাহাতে কাল হইতেও শ্রেষ্ঠ। ধর্মের ভাব অতিশয় সূক্ষ্ম। মনুষ্যগণ মোহবশতঃ উহা দেখিতে পায় না ॥ ৯৩-৯৪

সেই ধর্মভাবের যে অর্থন (ধিন), তাহা লোভরূপী বীজের দ্বারা নির্মিত। সেই ভাব রাগের দ্বারা গুপ্ত আছে, সেইজন্য উহার মধ্যে প্রবেশ করাই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যে সব মানুষ ক্রোধকে জয় করিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে পারিয়াছে, এতাদৃশ যথাশক্তি দানকারী তপস্বী ব্রাহ্মণগণই সেই ভাবকে দর্শন করিতে পারে ॥ ৯৫॥

অথ তু পশ্যন্তি পুরুষা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৯৫
ব্রাহ্মণাস্তপসা যুক্তা যথাশক্তি প্রদায়িনঃ
সংপ্রশক্তিশ্চ যতঃ সত্ত্বমর্থস্তর্পণানি চ ॥ ৯৬
দদ্যাদ্যস্তু যঃ শক্ত্যা সর্বে তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ।
হস্তিদেবো হি নৃপতিরপঃ প্রাদাদভিক্ষবঃ ॥ ৯৭
তদ্ভেন মনসা বিপ্র নাকপৃষ্ঠং গতো গতঃ
ন ধর্মঃ প্রীয়তে তাত দানৈর্দৈন্যসমাকুলৈঃ ॥ ৯৮
ন্যায়লব্ধৈর্ধনা পূতৈঃ শ্রদ্ধাপূতৈঃ স তুষ্যতি
সোঽপ্রদানমহস্রাণি বিভেত্তোঽদ্যাদ্যুগো নৃপঃ ॥ ৯৯
একাং বত্সা স পাত্রায় নরকং সমপদ্যত
আত্মদানপ্রদানেন শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ॥ ১০০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকান্ মোদতে শিবি সুব্রতঃ
বিভবো ন বৃথা পুণ্যঃ শক্তা। অর্জিতঃ সতাম্ ॥ ১০১

শ্রদ্ধাপূর্বক দানকারী মনুষ্যগণের মধ্যে যদি এক ব্যক্তির দান করিবার শক্তি থাকে, তবে সে যদি একমাত্র দান করে শতজনের সমর্থশালী ব্যক্তির পক্ষে দান করে এবং যাহার কিছুই নাই, সে যদি নিজের শক্তি অনুসারে কেবল জলই দান করে, তবে এই সব দানের ফলই সমান বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৬॥

বিপ্রবর!; শুনা যায়, রাজা হস্তিদেবের নিকট যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনি ভক্তজনকে কেবল জল দান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি স্বর্গ লাভে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৯৭॥

তাত! অন্যায় পূর্বক প্রাপ্ত দ্রব্যের দ্বারা যথাফলদায়ক বহু দান করিলে ধর্ম সেরূপ প্রসন্ন হন না, যেরূপ ন্যায়োপার্জিত অল্প অথচ শ্রদ্ধাসহকারে দান করিলে তাঁহাকে যেরূপ প্রসন্নতা হয় ॥ ৯৮॥

রাজা নৃগ ব্রাহ্মণগণকে হাজার গো দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যের একটি গো তিনি (না জানিয়াই) দান করেন; ইহাতে তাঁহাকে অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য দানের জন্য নরক ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥ ৯৯॥

উশীনরপুত্র উত্তম ব্রতপালনকারী রাজা শিবি শ্রদ্ধাসহকারে নিজের দেহের মাংস দান করিয়া পুণ্যাত্মাগণের উত্তম লোক-সমূহে অর্থাৎ স্বর্গে আনন্দভোগ করিতেছেন ॥ ১০০॥

বিপ্রবর! মনুষ্যগণের পক্ষে ধনই পুণ্যের হেতু নয়। সৎপুরুষেরা নিজেদের শক্তিঅনুসারে সকলেই পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। ন্যায়সঙ্গত উপায়ে দানে যেরূপ উত্তম ফল

ন যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্বিপ্র যথাদানেন লভ্যতে।
ক্রোধাদ্ দানফলং হন্তি লোভাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥১০২
ন্যায়বৃত্তির্বি তপসা দানবিং স্বর্গমশ্নুতে
ন রাজসূয়ৈর্বহুবিভিরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ১০৩
ন চাশ্বমেধৈর্বহুভিঃ ফলং সমবিদং তব
সকৃৎপ্রদেন বিধিনো ব্রহ্মলোকস্বরাক্ষরঃ ॥ ১০৪
বিহতো ব্রহ্মসদনং গচ্ছ বিপ্র যথাসুখম্
সর্বেষাং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা দানমুপস্থিতম্ ॥ ১০৫
আরোহত যথাকামং স্বর্গোঽয়ং দ্বিজ পশ্য মাম্
ত্যক্ত্বেহং বি যথা দেহং লোকে কীর্তিঃ
স্থিরা চ মে ॥ ১০৬
সভার্যঃ সহপুত্রশ্চ সস্নুষশ্চ দিবং ব্রজ
ইত্যুক্তবাক্যো বর্ষে তু যানমাস্থায় স দ্বিজঃ ॥ ১০৭

লাভ হয়, সেরূপ নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহা সুলভ হয় না ॥ ১০১॥

মানুষ ক্রোধের দ্বারা নিজের দানের ফলকে নষ্ট করিয়া দেয়। লোভবশতঃ মানুষ স্বর্গে যাইতে পারে না। ন্যায়-পরিপূত মনের দ্বারা জীবন-নির্বাহকারী ও দানের মহত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষ দান এবং তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করে ॥ ১০২॥

তুমি যে এই দানের দ্বারা ফল লাভ করিয়াছ, ইহার সমান ফললাভ প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন বহুসংখ্যক রাজসূয় ও অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাও সম্ভব হয় না। তুমি এক প্রস্থ সক্তুদান করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ ॥ ১০৩-১০৪

বিপ্রবর! এখন তুমি সুখের সহিত রথারোহণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন কর। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমাদের সকলের জন্য এই দিব্য বিমান উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১০৫

ব্রহ্মন্! আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি ধন্য। তোমরা সকলে নিজেদের ইচ্ছানুসারে এই বিমানে আরোহণ কর। তুমি নিজের এই দেহকে ত্যাগ করিয়া দিয়া এবং এ-জগতেও তোমার কীর্তি চিরকাল স্থির থাকিবে। তুমি পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গলোকে গমন কর ॥ ১০৬॥

ধর্ম এই কথা বলিলে পর সেই উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ নিজের ও, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত বিমানে আরোহণ করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ১০৭॥

সদারঃ সসুতশ্চৈব সস্নুষশ্চ দিবং গতঃ।
তস্মিন্ বিপ্রে গতে স্বর্গং সসুতে সস্নুষে তদা ॥ ১০৮
ভার্যাচতুর্থে ধর্মস্তে ততোঽহং নিঃসৃতো বিলাৎ।
ততস্ত সক্তুগন্ধেন ক্লেদেন সলিলস্য চ ॥ ১০৯
দিব্যপুষ্পচিতশ্চাহং সাধোর্দানফলৈস্তব।
বিপ্রস্য তপসা তস্য শিরো মে কাঞ্চনীকৃতম্ ॥ ১১০
তস্য সত্যাভিসন্ধস্য সক্তুদানেন চৈব হ।
শরীরার্ধং মে বিপ্রাঃ শাতকুম্ভময়ং কৃতম্ ॥ ১১১
পশ্যতেদং সুবিপুলং তপসা তস্য ধীমতঃ
কৃষ্ণেবংবিধা ভাদ্ বৈ পার্থিবস্যাপি ক্রিয়াঃ ॥ ১১২
তপোবনানি যজ্ঞাংশ্চ গ্রাষ্টোঽহমভ্যেমি পুনঃ পুনঃ।
যজ্ঞে ত্বদীয়ে শ্রুত্বা কুরুরাজস্য ধীমতঃ ॥ ১১৩
আশয়া পরয়া প্রাপ্তো ন চাহং কাঞ্চনীকৃতঃ।
ততো ময়োক্তা তত্র বাক্যা গ্রহসা ব্রাহ্মণর্ষভাঃ ॥১১৪

ঐ, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন স্বর্গলোকে গমন করিলেন, তখন আমি নিজের গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিলাম ॥ ১০৮॥

তদনন্তর সক্তুর গন্ধ আঘ্রাণ করায়, সেখানে পতিত জলের স্পর্শে নিজ হওয়ায়, সেখানে পতিত দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষিত হওয়ায় এবং সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের দান করিবার সময় পতিত অন্নের কণাসমূহে ও সেই উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক স্বর্ণময় হইয়া গেল ॥ ১০৯-১১০

বিপ্রগণ! সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সক্তুদানের দ্বারা আমার এই অর্ধ শরীরও সুবর্ণময় হইয়া গেল ॥ ১১১

সেই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণের তপস্যার দ্বারা আমার যে এই মহৎ ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা আপনারা দর্শন করুন। ব্রাহ্মণগণ! এখন আমি এই চিন্তাই করিতেছি যে, আমার শরীরের অন্য পার্শ্বভাগও কিভাবে এরূপ স্বর্ণময় হইবে ॥ ১১২

সেই উদ্দেশ্যেই আমি অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত বারংবার বহু তপোবন এবং যজ্ঞস্থলসমূহে যাতায়াত করিতেছি। পরম বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞের কথা শ্রবণ করত আমি বড়ই আশা লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার শরীর এখানেও স্বর্ণময় হইল না ॥ ১১৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! ইহাতে আমি হাস্য করত এই কথা বলিয়াছিলাম যে, এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রস্থ এক প্রস্থ সক্তুদানের সমান নহে। সর্বজ্ঞতাবশে আমার অভিমত হইল ইহাই ॥ ১১৪॥

সক্তূপ্রস্থেন যজ্ঞোঽয়ং সম্মিতো নেতি সর্বথা।
সক্তূপ্রস্থফলৈস্তৈর্হি তদাহারৈঃ কালকীকৃতঃ ॥ ১১৫
নহি যজ্ঞো মহানেষ সক্তূপস্থৈর্মতো মম।

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্ত্বা নকুলঃ সর্বান্ যজ্ঞে দ্বিজবরাংস্তদা ॥ ১১৬
তপোদানদমনিত্যাংস্ত্যক্ত্বা বিপ্রান্তে চ যযুর্গৃহান্ ॥১১৭
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মা পরপুরঞ্জয়
যদাস্তর্ধ্যানকৃৎ তত্র রাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥ ১১৮

খাইল, সেই সময় প্রস্থপূর্ণ সক্তু হইতে পতিত কিছু কণার প্রভাবেই আমার অর্দ্ধ দেহ স্বর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই মহাযজ্ঞও আমাকে সেরূপ করিতে পারিল না, অতএব আমার মতে এই যজ্ঞ সেই এক প্রস্থপরিমিত সক্তূর ষোলভাগের তুল্য নহে ॥ ১১৫ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যজ্ঞস্থলে সেই নকুল ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ বলিয়া সেই নকুল সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইল এবং সেই ব্রাহ্মণগণও নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ১১৬-১১৭

মহারাজ! তোমার নিকট আমি যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সম্পূর্ণ ঐ বিষয়ই বৃপতে যজ্ঞে কার্য্যঃ তবত্তম।
ঋষিকোটিসহস্রাণি তপোভির্দগ্ধা দিবং গতাঃ ॥ ১১৯
অক্রোধঃ সর্বভূতেষু সত্যোঽঃ শীলমার্জবম্
তপো দমস্ত সত্যঞ্চ প্রধানং চেতি সম্মতম্ ॥ ১২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি নকুলাখ্যানে
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ১১৮

বৃপতে! সেই যজ্ঞের সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা শ্রবণ করত তোমার কোনরূপ বিস্ময়বোধ করা উচিত নহে। সহস্রকোটি এরূপ ঋষি ছিলেন, যাঁহারা ইহা না করিয়া কেবল তপস্যাদ্বারই স্বর্গে গিয়াছেন ॥ ১১৯

কোনও প্রাণীর প্রতি দ্বেষ না করা, মনে সন্তোষভাব রাখা, শীল ও সদাচার পালন করা, সকলেরই সহিত সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করা, তপস্যা করা, দম ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখা, সত্য কথা বলা এবং ভাবোপার্জিত বস্তু অন্যান্যকে দান করা- ইহাদের মধ্যে এক-একটী গুণই মহাযজ্ঞের তুল্য ॥ ১২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে নকুলের উপাখ্যানবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(হিংসামিশ্রিত-যজ্ঞস্য বর্জ্যস্য ও নিন্দা।)

জনমেজয় উবাচ।

যজ্ঞে সক্তা নৃপতয়স্তপঃসক্তা মহর্ষয়ঃ।
শান্তিধ্যবস্থিতা বিপ্রাঃ শমে দম ইতি প্রভো ॥ ১
তস্মাদ্ যজ্ঞফলৈস্তুল্যং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে
ইতি মে বর্ততে বুদ্ধিস্তথা বৈতদশংসসে ॥ ২

ঘটোদ্ভিন্না যু বহবো রাজানো দ্বিজসত্তমাঃ।
ইহ কীর্তিং পরাং প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩
দেবরাজঃ সহস্রাক্ষঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দেবরাজ্যং মহাতেজাঃ প্রাপ্তবানখিলং বিভুঃ ॥ ৪

একনবতিতম অধ্যায়।

[হিংসামিশ্রিত যজ্ঞ ও তাহার নিন্দা।]

জনমেজয় বলিলেন,—প্রভো! নৃপতিগণ যজ্ঞে আসক্ত হন, মহর্ষিরা তপস্যায় নিরত থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণ শান্তিতে (মনোনিগ্রহে) রত থাকেন। মনের নিগ্রহ হইয়া যাইলে পর ইন্দ্রিয়গণের সংযম আপনা হইয়া যায় ॥ ১

অতএব যজ্ঞফলের তুল্য কোনও ফল এজগতে আমি দেখিতে পাই না। যজ্ঞের সম্বন্ধে আমার এরূপই নিশ্চিত এবং নিঃসন্দেহে তাহাই সত্য ॥ ২

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বহু রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে উত্তম কীর্তি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৩

যদা যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমার্জুনপুরঃসরঃ
সমৃদ্ধো দেবরাজেন সমুষ্টা বিক্রমেণ চ ॥ ৪
অথ কস্মাৎ স সমৃদ্ধো মহীরাসাদ তং ক্রতুম্
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং রাজগুহ্যং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

যজ্ঞস্য বিধিমগ্র্যং বৈ ফলং চাপি নরাধিপ।
গদতঃ শৃণু মে রাজন্ যথাবদিহ ভারত ॥ ৭
পুরা শক্রস্য যজতঃ সর্ব উচুর্মহর্ষয়ঃ
ভবিষ্যতি ক্রতুশ্রেষ্ঠো বিততো যজ্ঞকর্মণি ॥ ৮
হুয়মানে তথা বহ্নৌ ঘোষে স্তুয়মানবিপ্রে
দেবেষ্বাহূয়মানেষু দ্বিজেষু পরমর্ষিষু ॥ ৯
সুপ্রতীতৈস্তথা বিপ্রৈঃ আপ্তৈঃ সুমনসৈর্নৃপ।
অল্পাদ্ভৈস্তানি লঘুভিরলমু বৃদ্ধৈস্তথা ॥ ১০
আলম্ভনসময়ে তস্মিন্ গৃহীতেষু পশুষু চ।
মহর্ষয়ো মহারাজ বভূবুঃ কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ১১
ততো দীনান্ পশূন্ দৃষ্ট্বা করুণাস্তে তপোধনাঃ।
ঊচুঃ শক্রং সমাগম্য নায়ং যজ্ঞবিধিঃ শুভঃ ॥ ১২
অপরিজ্ঞানমেতৎ তে মহাস্তং ধর্মমিচ্ছতঃ।
ন হি যজ্ঞে পশুবধো বিধিদৃষ্টঃ পুরন্দর ॥ ১৩
মন্যোপঘাতকল্পেষু সমারম্ভস্তথা প্রভো।
নায়ং ধর্মকৃতো যজ্ঞো ন হিংসা ধর্ম উচ্যতে ॥ ১৪
আপদ্যেবৈষ তে যজ্ঞঃ কৃতশ্চ যদি চেষ্যতে ॥ ১৫
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্মস্তে সুমহান্ ভবেৎ।
যজ বীজৈঃ সহস্রাক্ষ ত্রিবর্ষপরমোষিতৈঃ ॥ ১
এষ ধর্ম্যো মহান্ শক্র মহাগুণফলোদয়ঃ।
শতক্রতুস্তু তদ্বাক্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৭
উক্তঃ ন প্রতিজগ্রাহ মানাদ্দোষবশং গতঃ।
তেষাং বিবাদঃ সুমহান্ শক্রযজ্ঞে তপস্বিনাম্ ॥ ১৮

সহস্র-লোচন মহাতেজস্বী দেবরাজ ভগবান্ ইন্দ্র প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩

ভীমসেন এবং অর্জুনকে অগ্রে রাখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও মন্ত্রি এবং পরাক্রমের বৃদ্ধিতে দেবরাজ ইন্দ্রেরই তুল্য ছিলেন। ৪

তবে কেন সেই নবীন মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই অশ্বমেধ-নামক মহাযজ্ঞের নিন্দা করিয়াছিল? ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরনাথ! ভরতবংশধর! আমি যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ বিধি ও ফলের যথাযথ বর্ণনা এস্থানে করিতেছি, তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। ৭

রাজন্! পুরাকালের ঘটনা, যখন ইন্দ্রের যজ্ঞ চলিতেছে এবং সমস্ত মহর্ষিগণ যজ্ঞোদ্যোগ করিতেছেন, ঋত্বিক্‌গণ নিজ নিজ কর্মে নিরত আছেন, যজ্ঞের কার্য্য যথাবিধানে ও বিস্তারের সহিত চলিতেছে, উত্তম ঘৃতসূত্রে মুক্ত আহুতিসকল অগ্নিতে প্রদত্ত হইতেছে, দেবতাগণের আবাহন হইতেছে, মহর্ষিরা স্তোত্রপাঠ করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণ অভিনব হইচিত্তে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উত্তমস্বরে পাঠ করিতেছেন এবং ঋত্বিগ্‌গণ উত্তম অধ্বর্যুগণ বিনা পরিশ্রমে নিজেদের কর্তব্য পালন করিতেছেন, এমন সময় পশুগণের আলম্ভনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ! যখন পশুগণকে গ্রহণ করা হইল, তখন মহর্ষিরা দয়াপরবশ হইলেন। ৮-১১

সেই পশুবধের বহনীয় অবস্থা দেখিয়া তপোধন মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিকট যাইয়া বলিলেন,—এই যে যজ্ঞে পশুবধের বিধান আছে, তাহা শুভকারক নহে। ১২

পুরন্দর! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তথাপি যে পশুবধের জন্য উদ্যত হইয়াছেন, ইহা আপনার অজ্ঞান; কারণ, যজ্ঞে পশুগণের বধের বিধান শাস্ত্রে দেখা যায় না। ১৩

প্রভো! আপনি যে যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ধর্মের হানিকর। এই যজ্ঞ ধর্মের অনুকূল নহে; কারণ, হিংসা ধর্ম বলিয়া কথিত হয় না। ১৪

যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞ করিলে আপনার সর্বোত্তম ধর্মলাভ হইবে। ১৫½

সহস্রলোচন ইন্দ্র! আপনি তিন বৎসরের পুরাতন বীজ সমূহের (যব গোধূমাদি) দ্বারা যজ্ঞ করুন। ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন ফলপ্রাপ্তি কারক। ১৭½

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক কথিত এই বাক্য ইন্দ্র অভিমান-বশতঃ গ্রহণ করিলেন না। তিনি দোষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ১৭½

অজৈঃ স্থাবরৈর্বাপি যষ্টব্যমিতি ভারত
যে তু বিদ্বাংসো বিদ্বাংসস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৯
তদা সম্ভার সম্ভারান্ পপ্রচ্ছুর্নৃপতিং বসুম্
ধর্মসাধনমাপন্নান্ সত্যং ব্রূহি মহামতে ॥ ২০
মহাভাগ কথং যজ্ঞেষ্বাসবো নৃপসত্তম।
যষ্টব্যং পশুভির্মুখ্যৈরথো বীজৈরিতি ॥ ২১
তচ্ছ্রুত্বা তু বসুস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্
যথোপনীতৈর্যষ্টব্যমিতি প্রোবাচ পার্থিবঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা স নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
উক্ত্বাথ বিততং প্রশ্নং চেদীনামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৩
তস্মান্ন বাচ্যং হেতুকেন যদ্যজ্ঞেষ্বপি সংশয়ে।
প্রজাপতিমপাহায় স্বয়ম্ভুবমৃতে প্রভুম্ ॥ ২৪
তেন হন্তানি দানানি পাপেনাশুদ্ধবুদ্ধিনা।
তানি সর্বাণ্যনাদৃত্য নন্তন্তি বিপুলান্যপি ॥ ২৫
তস্মাদ্ধর্মপ্রবৃত্তস্য বিংসকস্য দুরাত্মনঃ
দানেন কীর্তির্ভবতি ন প্রেত্যেহ চ দুর্মতেঃ ॥ ২৬
অজ্ঞানোপনতং দ্রব্যমভীক্ষ্ণং যো জুহোতি হঃ।
ধর্মাভিসন্ধী যজতে ন স ধর্মফলং লভেৎ ॥ ২৭
ধনমৈশ্বর্যসিদ্ধো যস্ত পাপাত্মা পুরুষাধমঃ
দদাতি দানং বিপ্রেভ্যো লোকবিশ্বাসকারণম্ ॥ ২৮
পাপেন কর্মণা বিপ্রো ধনং প্রাপ্য নিরঙ্কুশঃ।
রাগমোহাবিষ্টঃ সোঽন্তে কলুষাং গতিমৃচ্ছতি ॥ ২৯
অপি সঙ্কল্পবুদ্ধির্হি লোভ-মোহবশং গতঃ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি পাপেনাশুদ্ধবুদ্ধিনা ॥ ৩০
এবং লব্ধ্বা ধনং মোহাদ্ যো হি দদ্যাদ্ যজেত বা।
ন তস্য স ফলং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে ক্লেশফলাগমাৎ ॥ ৩১

ইন্দ্রের সেই যজ্ঞে সমবেত তপস্বিগণের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া অত্যন্ত বিবাদ আরম্ভ হইল। তাহারা বলিলেন,—তিন বৎসরের (পক্ক ত্রীহিদি) দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য এবং দ্বিতীয় পক্ষ বলিলেন—ছাগ পশুর (অজ সংজ্ঞক) দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত। ১৮।

তপোধনগণ! সেই তপস্বী ঋষিগণ যখন এইভাবে বিবাদ করিতে করিতে অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া এবিষয়ে রাজা উপরিচর বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়! আমরা ধর্মবিষয়ক মহাসংশয়ে পতিত হইয়াছি। আপনি আমাদের এ বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিয়া বলুন। ১৯-২০

মহাভাগ নৃপশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞসমূহের বিষয়ে শাস্ত্রের অভিমত কিরূপ? মুখ্য মুখ্য পশুগণের দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য অথবা বীজ ও রসসমূহের দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়? ২১

ইহা শ্রবণ করত রাজা বসু তাঁহাদের উভয় পক্ষের মতবাদে কিরূপ লাভ ও ক্ষতি আছে, তাহা বিচার না করিয়াই বলিলেন—যখন যে সব বস্তু পাওয়া যাইবে, তখন সেই সবেরই দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত। ২২

এইরূপ কথা বলিয়া অসত্য নির্ণয় প্রদান করায় প্রভাবশালী চেদিরাজ বসু (ঋষিগণের অভিশাপে) রসাতলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। ২৩

অতএব কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে পর স্বয়ম্ভু ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোনও মহাত্মা ব্যক্তির নির্দেশ গ্রহণ করা উচিত নয়। ২৪

সেই অশুদ্ধবুদ্ধি পাপী পুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত বহু অধিক দানই বস্তুতঃ দান হয় না, তৎসমস্তই অনাদৃত হইয়া নষ্ট হয়। ২৫

অধর্মে প্রবৃত্ত দুর্মতি দুরাত্মা হিংসক মানুষ যে দান করে, তাহার দ্বারা উহার ইহলোক ও পরলোকে কীর্তিলাভ হয় না। ২৬

যে মূর্খ মানুষ অজ্ঞাতোপার্জিত ধন বারংবার সংগ্রহ করত ধর্মবিষয়ে সংশয় রাখিয়া যজ্ঞ করে, সেই মানুষ ধর্মের ফল লাভ করিতে পারে না। ২৭

যে ধনলোভী, পাপাত্মা এবং নরাধম মানুষ এ জগতে নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে দান করে, ধর্মের জন্য নহে। ২৮

যে ব্রাহ্মণ পাপ কর্মের দ্বারা ধন লাভ করত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া রাগ ও মোহের বশীভূত হয়, সে অন্তে কলুষময় গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৯

সে লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া সংগ্রহ করিবার বুদ্ধি অবলম্বন করে অর্থাৎ কৃপণতা করিয়া কেবল ধন সঞ্চয় করিতে থাকে। বুদ্ধিকে অশুদ্ধ করিয়া নিজে সমর্থ পাপাচারের দ্বারা প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন করিতে থাকে। ৩০

এইরূপ যে মোহবশতঃ অন্যায় ভাবে ধন উপার্জন করত তাহার দ্বারা দান বা যজ্ঞ করে, সে মূঢ়তার পরিণামে তাহার ফল

ঊষুঃ মূলৈঃ ফলৈঃ শাকৈর্যবপাত্রা তপোধনাঃ
দানাং বিভবতো দত্ত্বা নরাঃ স্বর্গাভি কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩২
এষ ধর্ম্মো মহাযজ্ঞো দানং কৃতদয়া তথা।
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৩
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতৎ সনাতনম্
অস্মন্তে হি পুরাবৃত্তা বিশ্বামিত্রাদয়ো নৃপাঃ ॥ ৩৪
বিশ্বামিত্রোঽসিতশ্চৈব জনকস্য মহীপতিঃ
অম্বরীষো নাহুষশ্চ যৌবনাশ্বঃ শশবিন্দুঃ ॥ ৩৫

এতে চান্যে চ বহবঃ সিদ্ধিং পরমিকাং গতাঃ
নৃপাঃ সত্যেন দানেন স্বাধ্যায়তপোধনাঃ ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যে চাপ্যাশ্রিতাস্তপঃ।
দানধর্ম্মরতা নিত্যং তে স্বর্গং যান্তি ভারত ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি হিংসাবিধিধর্ম্মনিন্দা-দেকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

প্রাপ্ত হয় না; কারণ, সেই ধন পাপকর্ম্মের দ্বারা লাভ হইয়াছিল। ৩১

তপোধন ব্রাহ্মণ! বল্কলবস্ত্র, উঞ্ছ, ফল, মূল, শাক ও জলপাত্র নিজের শক্তি অনুসারে দান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ৩২

ইহাই ধর্ম্ম, মহাযজ্ঞ, দান, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, করুণা, ধৃতি ও ক্ষমা—ইহাই সনাতন ধর্ম্মের সনাতন মূল। শুনা যায়, পুরাকালে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি নরপতিগণ ইহারই দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।৩৩-৩৪

বিশ্বামিত্র, অসিত, রাজা জনক, অম্বরীষ, নহুষ, যুবনাশ্ব ও শশবিন্দু—ইহারা ও অন্যান্য বহু রাজা এবং তপোধন ঋষিগণ সত্যোপার্জ্জিত ধনের দ্বারা ও সত্য, স্বাধ্যায় ও তপের দ্বারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৩৫-৩৬

ভারত! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণও যদি তপস্যাকে আশ্রয় করেন, তবে তাঁহারা দানধর্ম্মপরায়ণ হইয়া (অর্জ্জিত সুকর্ম্মের দ্বারা) মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে হিংসাবিধিরূপ ধর্ম্মের নিন্দাবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষেরগস্ত্যস্য ধর্ম্মবর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ।

ধর্ম্মাগমেন ত্যাগেন তপসা স্বর্গমন্তি চেৎ
এতদ্বো সর্ব্বমাচক্ষ কুশলো ধ্রুবি ভাষিতুম্ ॥ ১
তপোজ্ঞানং এবং বৃত্তং সত্যদানে ফলং মহৎ।
কথিতং তু মম ব্রহ্মংস্তথাবেতদসংশয়ম্ ॥ ২

কথং হি সর্ব্ব যজ্ঞেষু নিশ্চয়ঃ পরমোঽভবৎ।
এতদর্হসি যে বক্তুং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্বিজর্ষভ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অগস্ত্যস্য মহাযজ্ঞে পুরা বৃত্তমরিন্দম ॥ ৪

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

[মহর্ষি অগস্ত্যের যজ্ঞ বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধন দান করিলে যদি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে সেই বিষয়ে সব কিছু আমাকে উপদেশ করুন; কারণ, আপনি প্রবচন করিতে নিপুণ। ১

ব্রহ্মন্! উহাতে বিধায়ী ব্রাহ্মণ তাহাতঃ প্রাপ্ত সত্য ধন করিয়া যে মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনি আমাকে বলিয়াছেন। ইহাতে আমার কোনও সংশয় নাই। ২

কিন্তু সকল যজ্ঞেই এই উত্তম নিশ্চয় কি ভাবে কার্য্যকর হইতে পারে? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এ বিষয় আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে পুরাকালে অগস্ত্যমুনির মহাযজ্ঞে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহাসিক দ্বিজ পুরুষগণ এখনে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৪

পুরাসত্রে। মহারাজ দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্
প্রবিবেশ মহারাজ সর্বভূতহিতে রতঃ। ৫
তত্রাগ্নিকল্পা হোতার আসন্ সত্রে মহাত্মনঃ
মূলাহারাঃ ফলাহারাঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ। ৬
পরিসৃষ্টিকা বৈখসিকাঃ প্রসংখ্যানাস্তথৈব চ।
যতয়ো ভিক্ষবশ্চাত্র বভূবুঃ পর্যুপাসিতাঃ। ৭
সর্বে প্রত্যক্ষধর্মাণো জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মনসি স্থিতাস্তু সর্বে তে হিংসাদম্ভবিবর্জিতাঃ। ৮
বৃত্তে তস্মিন্ পিতা নিত্যমিন্দ্রিয়ৈস্তোষণাবাধিতাঃ
উপাবিষ্টস্ত তং যজ্ঞং যজ্ঞন্তমে মহর্ষয়ঃ। ৯
যথাশক্ত্যা ভগবতা তদন্নং সমুপার্জিতম্।
তস্মিন্ সত্রে তু যদ্ বৃত্তং যথা যোগ্যঞ্চ তদ্ভবৎ। ১০

তথা জ্ঞানৈকমূর্তিভির্মহাত্মভিঃ ক্রতবঃ কৃতাঃ।
এবংবিধে তথা তস্মিন্ বর্তমানে তথাধ্বরে

মহারাজ! পুরাকালের কথা, সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত মহাতেজস্বী ভগবান্ ভূমি-এই সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫

সেই মহাত্মার যজ্ঞে ঋত্বিক হোতারা অগ্নিতুল্য তেজস্বী ছিলেন। সেই যজ্ঞে ফল-মূলাহারী, অম্বুভুক্ (প্রত্যহ যাহা পাইতেন তাহা ভক্ষণ বা বিলীন করিয়া ভক্ষণকারী), মরীচিপ (সূর্যের কিরণপানকারী), পরিসৃষ্টিক (ভিক্ষালব্ধ করিয়া প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণকারী), বৈখসিক (যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজনকারী) ও প্রসংখ্যান (তত্ত্ববিচারকারী) প্রভৃতি অনেক প্রকার যতি এবং ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ৬-৭

ইহারা সকলেই প্রত্যক্ষ ধর্মানুষ্ঠানকারী, ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, মনোনিগ্রহকারী, হিংসা ও দম্ভরহিত এবং সদা তত্ত্ব সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। ঋত্বিগ্‌গণ ইহাদিগকে কখনও কার্যে বাধা দিতে পারিতেন না। এমন মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞ সমাধার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮-৯

ভগবান্ ভূমি সেই যজ্ঞের জন্য যথাশক্তি বিত্তও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময় সেই যজ্ঞে তাঁহার যোগ্য এই বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল। ১০

ইনি যাজ্ঞিক-আরও অনেক মুনিগণ যজ্ঞ সমাধান করিয়া ছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি ভূগুর এমন যজ্ঞ যখন আরম্ভ

ন বর্ষৎ সহস্রাক্ষস্তদা ভরতসত্তম। ১১
ততঃ কর্মান্তরে রাজন্নুপাস্যন্তাস্য মহাত্মনঃ।
ঋষেরমিতবীর্যস্য মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। ১২
অগস্ত্যো যজমানোঽসৌ মহাত্মাত্র বিমৎসরঃ।
ন চ বর্ষতি পর্জন্যঃ কথমন্নং ভবিষ্যতি। ১৩
সত্রং ক্ষেমং মহদ্ বিপ্রা মুনেস্য দিদৃক্ষবঃ
ন বর্ষিষ্যতি দেবেন্দ্র ইত্যাবোচন্নি দ্বাদশ। ১৪
এতস্মিন্ ভরতশ্রেষ্ঠ সংচিন্ত্য মহর্ষিভিশ্চ সীদতঃ।
অগস্ত্যস্যাতিতপসঃ কর্তুর্যজ্ঞস্যানুগ্রহম্। ১৫
ইত্যেবমুক্তে বচনে তত্রোদ্গন্তাঃ প্রভাপবান্। ১৬
প্রোবাচ বাক্যং স তদা প্রণম্য শিরসা মুনীন্
যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ। ১৭

চিন্তাবজ্ঞং করিষ্যামি বিধিরেষ সনাতনঃ
যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ। ১৮

হইল তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে বর্ষণ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১১

রাজন্! যজ্ঞকার্যের মধ্যে অবকাশ হইলে পর যখন বিভিন্ন অভিপ্রায়বিশিষ্ট মুনিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া একস্থানে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা অগস্ত্য-সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল।

মহর্ষিগণ! সুপ্রসিদ্ধ অগস্ত্যমুনি আমাদের যজমান। তিনি ঈর্ষাবর্জিত হইয়া প্রভাসতীর্থে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু এখানে মেঘ জল বর্ষণ করিতেছে না। তবে ভবিষ্যতে অন্ন কিরূপে উৎপন্ন হইবে? ১০

ব্রাহ্মণগণ! অগস্ত্যমুনির এই মহাযজ্ঞ বার বৎসর ধরিয়া চলিবে, কিন্তু ইন্দ্র এই বার বৎসরে জলবর্ষণ করিবেন না। ১২

এই চিন্তা করিয়া আপনারা এই অত্যন্ত তপস্বী বুদ্ধিমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের উপর অনুগ্রহ করুন (যাহাতে এই যজ্ঞ নির্বিঘ্নে পূর্ণ হইতে পারে।)। ১৪

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর প্রভাবশালী অগস্ত্য সেই মুনিগণকে যথাযথ নমস্কার করিয়া প্রণাম করত প্রণয় করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ১৫-১৬

যদি ইন্দ্র বার বৎসর পর্যন্ত বর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমি চিন্তাবলের দ্বারা মানসিক যজ্ঞ করিব। ইহাই যজ্ঞের সনাতন বিধি। ১৭

স্পর্শয়জ্ঞং করিষ্যামি বিধিরেষ সনাতনঃ
যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ ॥ ১৯
যোগাশ্রমা করিষ্যামি যজ্ঞানেতান্ যথাক্রমঃ
বীজযজ্ঞো মহারাজ বৈ বহুবর্ষসমাচিতঃ ॥ ২০
বীজৈর্হি বা করিষ্যামি নাত্র বিঘ্নো ভবিষ্যতি।
যেষাং শক্যা মৃষা কর্তুং মম সত্রা কথঞ্চন ॥ ২১
বর্ষিষ্যতীহ বা দেবো ন বা বর্ষং ভবিষ্যতি
অথবাপ্যধনাসিদ্ধো ন করিষ্যতি কামতঃ ॥ ২২
স্বয়মিজ্যো ভবিষ্যামি জীবয়িষ্যামি চ প্রজাঃ
যো যথাহারজাতস্ত স তথৈব ভবিষ্যতি ॥ ২৩
বিশেষং চৈব কর্তাস্মি পুনঃ পুনরথো হি
অন্তেষু স্বর্গভোক্তৃষু যচ্চাস্তদ্ বসু কিঞ্চন ॥ ২৪
ত্রিষু লোকেষু যচ্চাস্তি তদ্দিশাগমনাত্তাং মম।
দিব্যাশ্চাপ্সরসাং সঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ সকিন্নরাঃ ॥ ২৫
বিশ্বাবসুশ্চ যে চান্যে তেঽপ্যুপাসন্ত মে মখম্

যদি ইন্দ্র বার বৎসর বর্ষণ না করেন, তবে আমি স্পর্শ-যজ্ঞ করিব। ইহাও যজ্ঞের সনাতন বিধি ॥ ১৯½

যদি ইন্দ্র বার বৎসর বর্ষণ না করেন, তবে আমি ব্রত বিধান-সমূহ পালন করিতে করিতে ধ্যানের দ্বারা যোগরূপে স্থিত হইয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ২০½

এই বীজযজ্ঞ আমি বহু বর্ষ ধরিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। সেই বীজসমূহের দ্বারাই আমি নিজের যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিব। ইহাতে কোনও বিঘ্ন হইবে না ॥ ২১½

ইন্দ্রদেব এখানে বর্ষণ করুন অথবা না-ই করুন, ইহাতে আমার কিছুই হইবে না; আমার যজ্ঞকে কোনরূপেই তিনি ব্যর্থ করিতে পারিবেন না ॥ ২২½

অথবা ইন্দ্র যদি ইচ্ছানুসারে ফলবর্ষণ করিবার জন্য আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই ইন্দ্র হইব এবং সমস্ত প্রজাগণের জীবন রক্ষা করিব ॥ ২৩½

যে যেরূপ আহার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সেরূপ আহারই লাভ হইবে এবং আমি বারংবার অধিক মাত্রায় বিশেষ আহারেরও ব্যবস্থা করিব ॥ ২৪½

তিন লোকের মধ্যে যে সুবর্ণ বা অন্য কোনও ধন আছে, সে সমস্তই আর সমস্তই এখানে উপস্থিত হইবে ॥ ২৫½

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ যৎ কিঞ্চিদ্ বসু বিদ্যতে ॥ ২৬
সর্বং তদিহ যজ্ঞেষু স্বয়মেবোপতিষ্ঠতু।
স্বর্গঃ স্বর্গসদশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব স্বয়ংবরঃ তু ॥ ২৭
ইত্যুক্তে সর্বমেবৈতদ্ভবিতব্যং তথেতি বৈ।
তস্য বীর্যাভিসন্ধস্য তপসা ভাবিতৌজসঃ ॥ ২৮
ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টা দৃষ্ট্বাশ্চর্যমনুত্তমম্
বিস্মিতা বচনং প্রাহুরিদং সর্বে মহার্থবৎ ॥ ২৯

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রীতাঃ স্ম তব বাক্যেন ন বিঘ্নাস্তপসোঽস্য নঃ।
দৈবেন যদ্যনুষ্টাঃ স্ম ভাবেনেহাশ্রমে বয়ম্ ॥ ৩০
যজ্ঞং দীক্ষাং তথা হোমান্ যজ্ঞাঙ্গানুগমাংশ্চ হে।
ভাবেনোপাহিতাহারাঃ সর্বপ্রাপ্তিরতা বয়ম্ ॥ ৩১
বেদাংশ্চ ব্রহ্মচর্যেণ ভাবতঃ প্রার্থয়ামহে।
ভাবেনোত্তরকালঞ্চ গৃহেভ্যো নিঃসৃতা বয়ম্ ॥ ৩২

বিদ্যা অপ্সরাগণের সমূহসমূহ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিশ্বাবসু এবং অন্যান্য যে সব প্রধান গন্ধর্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই এখানে আসিয়া আমার যজ্ঞের উপাসনা করিবেন ॥ ২৫½

উত্তর কুরুবর্ষে যাহা কিছু ধন আছে, সে সমস্তই এখানে আমার যজ্ঞে স্বয়ংই উপস্থিত হইবে। স্বর্গ, স্বর্গবাসী দেবগণ এবং স্বর্গ স্বয়ং এখানে বিরাজমান হইবে ॥ ২৬-২৭

প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও অতিশয় শক্তিধারী মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বলিতেই তাঁহার তপস্যার প্রভাবে সেই সমস্ত বস্তুই সেখানে তাঁহার বাক্যানুসারে প্রস্তুত হইয়া গেল ॥ ২৮

সেই মুনিগণ অত্যন্ত হর্ষের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের সেই তপোবল প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। উহা দেখিয়া তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইলেন এবং যথার্থপূর্ণ এই কথা বলিলেন ॥ ২৯

ঋষিগণ বলিলেন,—মহর্ষে! আপনার বাক্যে আমরা প্রীত হইয়াছি। আমরা আপনার তপস্যার বাধা ইচ্ছা করি না। আমরা আপনার সেই সব যজ্ঞেই সন্তুষ্ট এবং ভাবোপার্জিত অন্নেরই বাসনা করিতেছি ॥ ৩০

যজ্ঞ, দীক্ষা, হোম ও অন্য যে সব হোম অন্বেষণ করিতেছি, সে সমস্তই আমরা এখানে প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাবানুসারে অর্জিত অন্নই আমরা ভোজন করি এবং আমরা সদা নিজ নিজ কর্মে নিরত আছি ॥ ৩১

আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করত ভাবানুসারে বেদ লাভ করিতে

---

* লাঙ্গল অস্ত্র যার না করিয়াই তাহার স্পর্শমাত্র করিয়া দেবগণকে তুষ্ট করিবার যে ভাবনা, তাহার নাম স্পর্শ-যজ্ঞ

ধর্মদৃষ্টৈর্বিধিবিধানৈস্তপস্তপ্ত্বাগমেহ বয়ম্ ।
ভবতঃ সমাগিষ্টা তু বুদ্ধির্হিংসাবিবর্জিতা । ৩৩
এতান্যহিংসায়া যজ্ঞেষু স্তুত্যাংস্ত্বং সততং প্রভো ।
প্রীতাস্ততো ভবিষ্যামো বরং তু বিজসত্তম । ৩৪
বিসর্জিতাঃ সমাপ্তৌ চ সত্রাদস্মাদ্ গুরাময়ে ।
তথা কথয়তাং তেষাং দেবরাজঃ পুরন্দরঃ । ৩৫
বহ্বর্থং পুনরাভেজা দৃষ্টা তত্র তপোবলম্ ।
আসমাপ্তেস্তু যজ্ঞস্য তস্যাধিভপরাক্রমঃ । ৩৬
নিষ্কামবর্ষী পর্জন্যো বভূব জনমেজয়
প্রসাদয়ামাস চ তদা গুরূন্ ত্রিদশেশ্বরঃ
স্বয়মভ্যেত্য রাজর্ষে পুরস্কৃত্য বৃহস্পতিম্ । ৩৭
ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তান্ বিসসর্জ মহামুনীন্ ।
অসত্তাঃ পরমপ্রীতঃ পূজয়িত্বা যথাবিধি । ৩৮

জনমেজয় উবাচ ।

ক্রোষ্টৌ মমূলরূপেণ স্থিরসা ভাক্তবেন বৈ ।

যাজনা অদ্য এবং শেষে ভাগপূর্বকই আমরা গৃহ ত্যাগ করত বহির্গত হইয়াছি । ৩২

ধর্মপাদ দৃষ্ট বিধি-বিধানেই আমরা তপস্যা করিব। আপনার হিংসারহিত বুদ্ধিই অধিক প্রিয়; অতএব প্রভো! আপনি যজ্ঞে সদা সেই অহিংসারই প্রতিপাদন করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এরূপ করিলে আমরা আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইব। যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে পর যখন আপনি আমাদের গৃহে যাইতে অনুমতি করিবেন, তখন আমরা এখান হইতে গৃহে গমন করিব ।৩৩-৩৪।

জনমেজয়! ঋষিগণ এরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন, সেই সময় মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দেখিয়া জলবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। যতকাল সেই যজ্ঞের সমাপ্তি না হইল, ততকাল অধিতপরাক্রমশালী ইন্দ্র সেখানে ইচ্ছানুসারে বর্ষণ করিয়া যাইলেন । ৩৫-৩৬।

রাজর্ষে! বৃহস্পতিকে অগ্রে করত দেবেশ্বর ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়াগুরুগণ ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিলেন । ৩৭

তদনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অগস্ত্য মুনি সেই মহামুনিগণের বিধি অনুসারে পূজা করিয়া সকলকে পরিত্যাগ করিলেন । ৩৮

জনমেজয় বলিলেন—মুনে। যজ্ঞকর্তৃক নকুলরূপধারী ইনি কে ছিলেন, যিনি মহাত্মাদিগের কথা বলিতেছিলেন? আপনি

প্রাহ মানুষবদ্ বাচমেতৎ পৃষ্টো বদস্ব মে । ৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতৎ পূর্বং ন পৃষ্টোঽহং ন চাখ্যাতিঃ প্রজাবিতম্
শ্রুতবান নকুলো যোঽসৌ যথা বাক্ চাস্য মানুষী ।৪০
শ্রাদ্ধং সমুদ্দিশ্যাসাদ্য ভগবন্তং গুরুং কিল
রোমহর্ষণপুত্রস্য ক্ষত্রবেদে ভবোদ্ভবম্ ।৪১
তৎ পয়ঃ স্থাপয়ামাস নবে ভাণ্ডে ধৃতে শুচৌ ।
তত্র ক্রোধসমুৎপন্ন নিষ্ঠুরং বাক্যমাদিশৎ ৪২
জিজ্ঞাসুস্তমৃষিশ্রেষ্ঠং কিং কৃত্বাদ্য বিপ্রিয়ং কৃতে
ইতি সাচিন্ত্য ধর্মঃ স তদ্ধর্মরাজায় তৎ পয়ঃ ।৪৩
তস্মাচ্ছায় মুনিঃ ক্রোধং নৈবাদ্য চ চুকোপ হ ।
স তু ক্রোধস্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণীং মূর্তিমাস্থিতঃ ।
জিতে তস্মিন্ ভৃগুশ্রেষ্ঠস্তত্যাজাত্মমনর্ষণঃ ৪৪
জিতোঽহমীতি ভৃগুশ্রেষ্ঠ ভৃগবো হৃষ্টচেতসঃ
লোকে বিখ্যাতপ্রভাবোঽয়ং বভূবাপি বিনির্জিতঃ ।৪৫

আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন । ৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! এই কথা ত' তুমি পূর্বে জিজ্ঞাসা কর নাই এবং আমি ইহা বলি নাই। এখন শ্রবণ কর—সেই নকুল যে এবং তাহার মনুষ্যভাষা যাহা কিরূপে হইল? ৪০

পুরাকালের ঘটনা, একদিন তপস্বী ঋষি শ্রাদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই সময় তাঁহার রোমহর্ষ স্বরেই তাঁহার নিকট আসিলেন এবং মুনি স্বয়ং তাঁহার মুখ দোহন করিলেন ।৪১।

সেই দুগ্ধ তিনি একটী সুন্দর ও পবিত্র নূতন ভাণ্ডে রাখিয়া দিলেন। সেই পাত্রের মধ্যে স্বয়ং ক্রোধরূপ ধারণ করত প্রবেশ করিলেন । ৪২

ধর্ম সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—ঋষি আমি অপ্রিয় করিলে ইনি কি করেন? সেইজন্য তিনি সেই দুগ্ধকে ক্রোধের স্পর্শে দূষিত করিয়া দিলেন । ৪৩

রাজন্! মুনি সেই ক্রোধকে জিতিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কুপিত হইলেন না। তখন ক্রোধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিল। মুনির দ্বারা পরাজিত হইলে পর সেই অমর্ষশীল ক্রোধ ভৃগুশ্রেষ্ঠকে বলিল । ৪৪

ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আমি ত' পরাজিত হইয়াছি। আমি জানিয়া যে, ভৃগুবংশজাত ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রোধী হন; কিন্তু

যশো বিতেতাহয়া ভবান্ত ক্ষমাবতি মহাত্মনি।
বিভেমি তপসঃ সাধো প্রসাদং কুরু মে প্রভো ॥ ৪৬

ক্ষমদগ্নিরুবাচ।

সাক্ষাদ্ দৃষ্টোঽসি যে ক্রোধ গচ্ছ ত্বং বিগতজ্বরঃ।
ন ত্বয়াপকৃতং কেচন্ন চ মে মন্যুরস্তি বৈ ॥ ৪৭

যান্ সমুদ্দিশ্য সন্তপ্তঃ পরলোকাদ্য কৃতো ময়া।
পিতরস্তে মহাভাগাস্তেভ্যো মুক্তশ্চ সম্যগ্ভাক্ ॥ ৪৮

ইত্যুক্তো জামদগ্ন্যেন তৈরেবান্তর্ধীয়ত
পিতৃপার্শ্বমিদঞ্চাহ নহুষস্তমুপাগতঃ ॥ ৪৯

স তান্ প্রসাদয়ামাস শাপস্যান্তো ভবেদিতি

তৈরুক্তাপ্যুক্তঃ ক্ষিপন্ ধর্ম্মো শাপস্যান্তমযাচ্যত ॥ ৫০

তৈরুক্তো যাচয়ন্ ধর্ম্মো ধর্ম্মরাজং তথৈব চ।
যুধিষ্ঠিরো যাবন্ ন তং যজ্ঞং সমুপাসদৎ ॥ ৫১

ধর্ম্মপুত্রমথাক্ষিপ্য সক্তুপ্রস্থেন তেন সঃ।
মুক্তঃ শাপাৎ ততঃ ক্রোধো ধর্ম্মো জ্ঞানাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫২

এবমেতৎ তদা বৃত্তে যজ্ঞে তস্য মহাত্মনঃ।
পপ্রচ্ছাথ তদা নত্তং নহুষোঽন্তর্হিতস্তদা ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি নহুষোপাখ্যানে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

জগতে এই প্রচলিত প্রবাদ আজ মিথ্যা হইয়া যাইল ; কারণ, আপনি আমাকে ভয় করিয়াছেন। ৪৫

প্রভো! আজ আমি আপনার বশীভূত হইয়াছি। আপনার তপস্যাকে আমি ভয় করি সাধো! আপনি ক্ষমাশীল মহাত্মা, অতএব আমার উপর কৃপা করুন। ৪৬

ঋষিরা বলিলেন,—ক্রোধ! আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এখান হইতে গমন কর। তুমি আমার কোনও অপরাধ কর নাই ; অতএব আজ তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। ৪৭

আমি যে পিতৃগণের উদ্দেশে এই ক্রোধের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই মহাভাগ পিতৃগণই ইহার অধিকারী। যাও, তাঁহাদিগকেই এই বিষয়টি জানাও। ৪৮

মুনি এই কথা বলিলে পর ক্রোধরূপধারী ধর্ম্ম ভীত হইয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন এবং পিতৃগণের শাপে নহুষ হইয়া যাইলেন। ৪৯

সেই শাপের অন্ত কিরূপে হইবে, ইহার জন্য তিনি পিতৃগণকে প্রশ্ন করিলেন। তখন পিতৃগণ বলিলেন—তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া এই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ৫০

তাঁহারাই সেই নহুষকে যজ্ঞসভা স্থান ও ধর্ম্মরাজের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নহুষ ধর্ম্মরাজের নিন্দার উদ্দেশে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যাইয়া উপস্থিত হয়। ৫১

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে করিতে প্রবেশমাত্রেই সক্তুপ্রস্থের দ্বারা বলিয়া ক্রোধরূপধারী ধর্ম্ম শাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন এবং তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অবস্থিত হইলেন। ৫২

এইরূপে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেই নহুষ আমাদের সকলের সাক্ষাতেই সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইল। ৫৩

শ্রীব্যাসদেব বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীতাপর্ব্বে নহুষের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বৈষ্ণবধর্মপর্ব্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য বৈষ্ণবধর্মবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ধর্মস্য স্ব-মহিমস্য চ বর্ণনম্

জনমেজয় উবাচ।

অশ্বমেধে পুরাবৃত্তে কেশবং কেশিসূদনম্
ধর্মসংশয়মুদ্দিশ্য কিমপৃচ্ছৎ পিতামহঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

পরিবেষ্ট্যাশ্বমেধেন যদা স্নাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদা রাজা নমস্কৃত্য কেশবং সুরসত্তমম্
বশিষ্ঠাদ্যৈস্তপোযুক্তা মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ
শ্রোতুকামাঃ পরং গুহ্যং বৈষ্ণবং ধর্মমুত্তমম্।
তথা ভাগবতাশ্চৈব তত্তদ্ধর্মবিদঃ ॥ ৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

তত্ত্বতস্তব ভাবেন পাদমূলমুপাগতম্
যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নিগ্ধা বা তত্ত্বদর্শন ॥ ৪
ধর্মগুহ্যানি সর্বাণি যেষু স্নিগ্ধাসি তত্ত্বতঃ।
ধর্মান্ নঃ কথয় যে কেচ যদ্ভূতহিতাগমম্ ॥ ৫
শ্রুত্বা যে মানবা ধর্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
গার্গীয়া গৌতমীয়াশ্চ তথা গোপালকস্য চ ॥ ৬
পরাশরকৃতাঃ পূর্বা মৈত্রেয়স্য চ ধীমতঃ

ঔর্বা মাণ্ডব্যজাশ্চৈব নন্দিবর্ধাশ্চ মানবাঃ ॥ ৭
ব্রহ্মণা কথিতা যে চ কৌশায়াশ্চ শ্রুতা ময়া।
ধূম্রায়ণকৃতা ধর্মাঃ কাশ্যপৈবধানয়া অপি ॥ ৮
ভার্গবা যাজ্ঞবল্ক্যাশ্চ মার্কণ্ডেয়কৃতা অপি
তার্ষজাজকৃত যে চ বৃহস্পতিকৃতাশ্চ যে ॥ ৯
কৃশেশ্চ কপিবাহোশ্চ বিশ্বামিত্রকৃতাশ্চ যে
সুমন্তু-জৈমিনিকৃতাঃ শাকুনেয়াস্তথৈব চ ॥ ১০
পুলস্ত্য-পুলহোদ্গীতাঃ পাবকীয়াস্তথৈব চ
অগস্ত্যাগীতা যৌদ্গল্যাঃ শাণ্ডিল্যাঃ শলঙ্কায়নাঃ ॥ ১১
বালখিল্যকৃতা যে চ যে চ সপ্তর্ষিভিস্তথা
আপস্তম্বকৃতা ধর্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥ ১২
প্রাজাপত্যাস্তথা যাম্যা মানবেন্দ্রাশ্চ শ্রুতা ময়া
বৈরাজ-ব্যাসকীয়াশ্চ বিধাতৃকৃতাশ্চ যে ॥ ১৩
নারদীয়াঃ শ্রুতা ধর্মাঃ কাপোতাশ্চ শ্রুতা ময়া।
তথা বিদুরবাক্যানি তুলোঞ্ছবিধয়স্তথা ॥ ১৪
ক্রৌঞ্চা মুদ্গলগীতাশ্চ সৌর্যা হারীতকাশ্চ যে
যে পিঙ্গলকৃতাশ্চাপি কাপোতীয়াঃ সুবালকাঃ ॥ ১৫

বৈষ্ণবধর্মপর্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বৈষ্ণব-ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধর্ম স্বীয় মহিমা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন—পতীতপাবন অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর আমার পিতামহ যুধিষ্ঠির ধর্মবিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া কেশিবিনাশী কেশবকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অবভৃথ স্নান করিলেন, তখন তিনি কেশবকে প্রণাম করিয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া তপস্বী বশিষ্ঠাদি ঋষি প্রভৃতি মুনিগণ এবং পরমধর্মজ্ঞ ভাগবতগণ পরম গোপনীয় ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-ধর্ম শ্রবণে উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন অর্থাৎ তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। ২-৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভক্তবৎসল! আমি ভক্ত ভক্তিভাবে তোমার পাদমূলে শরণাগত হইয়াছি যদি তুমি আমাকে ভক্ত বলিয়া কিংবা স্নেহপরায়ণ বলিয়া মনে কর এবং আমি যদি তোমার অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে বৈষ্ণবধর্ম বল। ভগবন্! আমি ঐ ধর্মের সকল রহস্য যথাযথ ভাবে জানিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। ৪-৫

আমি তোমাপূর্বে মনু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, গোপালক, পরাশর, বুদ্ধিমান্ মৈত্রেয়, ঔর্ব, মাণ্ডব্য ও নন্দীবর্ধন পবিত্র ধর্মকথা শুনিয়াছি। ব্রহ্মা, সনৎকুমার ধূম্রায়ণ, কাশ্যপৈবধানয়, ভার্গব, যাজ্ঞবল্ক্য, মার্কণ্ডেয়, তার্ক্ষ্যরাজ, বৃহস্পতি, কৃশি, কপিবাহ, বিশ্বামিত্র, সুমন্তু জৈমিনি, শকুনি, পুলস্ত্য, পুলহ, অগ্নি, অগস্ত্য, মুদ্গল, শাণ্ডিল্য, শলঙ্ক, বালখিল্যগণ, সপ্তর্ষি, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, প্রজাপতি যম, মনুগণ, ব্যাস, ধাতা ও বিরাজগণ যে সকল ধর্ম বলিয়াছেন, সেই সকল ধর্ম আমি শ্রবণ করিয়াছি। নারদ, কপোত, বিদুর, তুলা, অহিংসা, ক্রৌঞ্চ, মুদ্গল, সূর্য, হারীত, পিঙ্গল, কপোত, সুবালক উশনস, শুক্রাচার্য, বৈশম্পায়ন ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ কর্তৃক কীর্তিত ধর্মকথাও আমি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। ৬-১৬

ঊষ্মালক্ষণকা ধর্মা ঔপনম্যাস্তথৈব চ
বৈশম্পায়নগীতাশ্চ যে চান্যেঽপ্যেবমাদিতঃ ॥ ১৬
এতেভ্যঃ সর্বধর্মেভ্যো দেব ধর্মমুখোদ্গতাঃ
পাবনত্বাৎ পবিত্রত্বাদ্ বিশিষ্টা ইতি মে মতিঃ ॥ ১৭
তস্মাদ্ভি ত্বাং প্রপন্নস্য ধর্মজ্ঞস্য চ কেশব
ধ্রুবকীর্তান্ ধ্রুবান্ ধর্মান্ পুণ্যান্ কথয় হে২চ্যুত ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং পৃষ্টস্তু ধর্মজ্ঞো ধর্মপুত্রেণ কেশবঃ
উবাচ ধর্মান্ সূক্ষ্মার্থান্ ধর্মপুত্রস্য হর্ষিতঃ ॥ ১৯
এবং তে মযা কৌন্তেয় যথো ধর্মেষু সুব্রত
তস্য তে দুর্লভো লোকে ন কশ্চিদপি বিদ্যতে ॥ ২০
ধর্মঃ শ্রুতো বা দৃষ্টো বা কথিতো বা কৃতোঽপি বা।
অনুমোদিতো বা রাজেন্দ্র নরকাৎ ত্রায়তে নরম্ ॥ ২১
ধর্মঃ পিতা চ মাতা চ ধর্মো নাথঃ সুহৃত্তথা।
ধর্মো ভ্রাতা সখা চৈব ধর্মঃ স্বামী পরন্তপ ॥ ২২

ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মাদ্ ভোগাঃ সুখানি চ।
ধর্মাদৈশ্বর্যমত্যগ্র্যং ধর্মাৎ স্বর্গগতিঃ পরা ॥ ২৩
ধর্মো হ্যত্র সেবিতঃ শুভশ্চরতে মহতো ভয়াৎ।
ধর্মাদ্ দ্বিজত্বং দেবত্বং ধর্মঃ পাবয়তে নরম্ ॥ ২৪
যদা চ ক্ষীয়তে পাপং কালেন পুরুষস্য তু
তদা সঞ্জায়তে বুদ্ধির্ধর্মং কর্তুং যুধিষ্ঠির ॥ ২৫
জন্মান্তরসহস্রৈশ্চ মনুষ্যত্বং হি দুর্লভম্।
তত্র গত্বাপীহ যো ধর্মং ন করোতি অবুদ্ধিমান্ ॥ ২৬
দুঃখিতা যে দরিদ্রাশ্চ বিরূপা ব্যাধিতাস্তথা
পরদ্বেষ্যাশ্চ মূর্খাশ্চ ন তৈর্ধর্মঃ কৃতঃ পুরা ॥ ২৭
যে চ দীর্ঘায়ুষঃ শূরাঃ পণ্ডিতা ভোগিনস্তথা।
নীরোগা রূপসম্পন্নাস্তৈর্ধর্মঃ সুকৃতঃ পুরা ॥ ২৮
এবং ধর্মঃ কৃতঃ শুদ্ধো নরত্বে শক্তিমত্তমাম্।
অধর্মং সেবতে যস্তু তির্যগ্‌যোন্যাং পতত্যসৌ ॥ ২৯
ইদং রহস্যং কৌন্তেয় শৃণু ধর্মমনুত্তমম্।
কথয়িষ্যে পরং ধর্মং তব ভক্তস্য পাণ্ডব ॥ ৩০

ভগবন্! কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, তোমার মুখনিঃসৃত ধর্ম পবিত্র ও পবিত্রকারী হওয়ায় এই সকল ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। ১৭

কেশব! এইজন্য তোমার ভক্ত আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি। অচ্যুত! তুমি আমার নিকট পুণ্যজনক শ্রেষ্ঠ অক্ষয় ধর্ম কীর্তন কর। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্মজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাষ্টচিত্তে সূক্ষ্মবিষয়পূর্ণ ধর্মতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। ১৯

রাজন্! কুন্তীনন্দন! তোমার ধর্মবিষয়ে এইরূপ বুদ্ধি রহিয়াছে, এইজন্যই এই সংসারে তোমার কিছুই দুর্লভ নয়। ২০

রাজেন্দ্র! ধর্ম শ্রুত হইলে, দৃষ্ট হইলে, কথিত হইলে, আচরিত হইলে কিংবা অনুমোদিত হইলে মনুষ্যকে ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। পরন্তপ! ধর্মই মানবের পিতা মাতা, ধর্মই সুহৃদ ও বন্ধু, ধর্মই ভ্রাতা ও সখা এবং ধর্মই মানবের স্বামী। ২১-২২

ধর্ম হইতে অর্থ ও কাম হয়, ধর্ম হইতে ভোগ ও সুখ হয়। ধর্ম হইতে উত্তম ঐশ্বর্য ও সর্বোত্তম স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। বিশুদ্ধ ধর্ম সেবিত হইলে মহাভয় হইতে রক্ষা করে। ধর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ও দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম মনুষ্যকে পবিত্র করে। যুধিষ্ঠির! কালক্রমে যখন মানুষের পাপ ক্ষীণ হইয়া আসে, তখনই তাহার বুদ্ধি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ২৩-২৫

সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিলেও মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি হয় না, মনুষ্যত্ব সুদুর্লভ। এইরূপ দুর্লভ মানুষ জন্ম পাইয়াও যে ধর্মাচরণ করে না, সে নিজেকেই বঞ্চিত করে। যাহারা দুঃখিত, দরিদ্র, কুরূপ, রোগী, অন্যের বিদ্বেষের পাত্র ও মূর্খ হইয়াছে, তাহারা পূর্বজন্মে ধর্মানুষ্ঠান করে নাই। যাহারা দীর্ঘজীবী, বীর, বিদ্বান্, ভোগী, নীরোগ ও রূপবান্ হয়, তাহারা পূর্বজন্মে ধর্মাচরণ করিয়াছে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম আচরিত হইলে উত্তম গতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। যে নর অধর্মের সেবা করে, সে তির্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! তুমি অত্যুত্তম ও গোপনীয় ধর্মের কথা শ্রবণ কর। পাণ্ডুনন্দন! তুমি আমার ভক্ত। তোমাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিতেছি। ৩০

ইষ্টস্যাপি মেঽভার্থং প্রপদ্যন্তাপি মাং সদা।
পরমার্থমপি ব্রহ্মাং কিং পুনর্ধর্মসংহিতাম্ ।৩১
ইদং যে মানুষং জন্ম কৃতবানস্মি ভারত
ধর্মসংস্থাপনার্থায় দুষ্টানাং নাশনায় চ ।৩২
মানুষং ভাবমাপন্নং যে মাং দুষ্টুমবজ্ঞয়া।
সংসারান্তহি তে মূঢ়াস্তির্য্যগ্‌যোনিষনেকশঃ ।৩৩
যে চ মাং সর্বভূতস্থং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা।
মদ্ভক্তাস্তানি সদা যুক্তান্ মৎসমীপং নয়াম্যহম্ ।৩৪
মদ্ভক্তা ন বিনশ্যন্তি মদ্ভক্তা বীতকল্মষাঃ।
মদ্ভক্তানাং তু মানুষ্যে সফলং জন্ম পাণ্ডব ।৩৫
অপি পাপেষভিরতা মদ্ভক্তাঃ পাণ্ডুনন্দন।
মৃতাস্তে পাণ্ডবৈঃ সর্বৈঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণা ।৩৬
জন্মান্তরসহস্রেষু তপসা ভাবিতাত্মনাম্
ভক্তিরুৎপদ্যতে তাত মদ্ভক্তানাং ন সংশয়ঃ
যচ্চ রূপং পরং গুহ্যং ফুটমচলং ধ্রুবম্ ।
ন দৃশ্যতে তথা দেবৈর্দুষ্টৈর্দৃশ্যতে যথা ।৩৮

অপরং যচ্চ মে রূপং প্রাদুর্ভাবেষু দৃশ্যতে।
তদর্চয়ন্তি সর্বার্থৈঃ সর্বভূতানি পাণ্ডব ।৩৯
কল্পকোটিসহস্রেষু বাতীতেষ্বপ্যনেকশঃ
ধর্মরাশীহ তদ্ রূপং যচ্চ পশ্যন্তি মে সুরাঃ । ৪০
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়করং যো মাং জানাতি প্রপদ্যতে।
অনুদ্বিগ্নমনাস্তস্য তাবৈ সংসারাদ্মোচয়ামি চ । ৪১
অহমাদিহি দেবানাং সৃষ্টা ব্রহ্মাদয়ো ময়া।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য জগৎ সর্বং সৃজাম্যহম্ । ৪২
বদোমূলোঽহমব্যক্তো ব্রহ্মোদরো প্রতিষ্ঠিতঃ।
ঊর্ধ্বং সত্ত্বং বিনা লোকাঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তাঃ ।৪৩
মূর্ধানো মে দিশঃ শ্রোত্রে চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে
নাসোঽশ্বিনৌ বিধিশ্চাস্যো বক্ত্রং মারুতঃ স্বসনঞ্চ মে ।৪৪
বিদ্যো মে বাহবস্তদ্বৌ নক্ষত্রাণি চ ভূষণম্ ।
অন্তরিক্ষমুরো বিদ্ধি সর্বভূতাবভাসকম্
মার্গো মেঽব্যয়ভাবাং তু যমসোমৌ চ মেহনম্ । ৪৫

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ও পরম গতি। আমি তোমার নিকট পরমার্থতত্ত্ব বলিতে পারি। ৩১ ধর্মসংহিতা যে বলিতে পারি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্টগণের বিনাশের জন্য আমি নিজ মায়া দ্বারা মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। ৩২ যাহারা মানুষভাবাপন্ন আমাকে অবজ্ঞা পূর্বক গ্রহণ করে, সেই সকল মূঢ় জন এই সংসারে পুনঃ পুনঃ তির্যগ্‌ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৩৩ কিন্তু যাহারা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা আমাকে সর্বভূতস্থিত রূপে দর্শন করে, সেই সকল আমার সহিত সদাযুক্ত ভক্তগণকে আমি স্বসমীপে লইয়া যাই ৩৪

পাণ্ডুনন্দন! আমার ভক্তগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারা সর্বদা পাপহীন। মদ্ভক্তগণের জন্মই সফল। পাণ্ডুনন্দন! পাপাচরণে রত মদ্ভক্তগণও যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারাও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। যেমন পদ্মপত্র জলে নির্লিপ্ত থাকে। তাত! সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যার দ্বারা যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, সেই সকল মদ্ভক্তেরই ভক্তির উদয় হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমার অত্যন্ত গোপনীয় অবিকৃত অচল ও নিত্য যে স্বরূপ আছে, তাহা আমার ভক্তগণের দ্বারা যেরূপ অবলম্বিত হয়, দেবতাগণের দ্বারাও সেরূপ অবলম্বিত হয় না। পাণ্ডুনন্দন! আমার অন্য যে চারটি অবতার-রূপে প্রকটিত বা দৃষ্টিগোচর হয়, সকল জীব সমস্ত পদার্থের দ্বারা সেই রূপেরই অর্চনা করে। ৩৫-৩৯

অতীত ও বর্তমান সহস্রকোটি কল্পে আমি সেই রূপ আমার ভক্তগণকে দেখাইয়া থাকি, যে রূপ দেবগণই দেখিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আমাকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণরূপে জানিয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে অবশ্যই মুক্ত করি এবং সংসার হইতে মুক্ত করি। ৪০-৪১ আমি সকল দেবতার আদি। আমিই ব্রহ্মাদি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। ৪২ আমি অব্যক্ত হইলেও ওঙ্কারের মূল এবং ব্রহ্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আমি সত্ত্বগুণের উপরে স্থিত এবং বিনা লোকে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র বাস করি। ৪৩ দেবলোক আমার মস্তক, চন্দ্র সূর্য আমার নেত্র, নাসা অশ্বি ও ব্রাহ্মণ আমার মুখ এবং বায়ু আমার নিশ্বাস। ৪৪ আটটি দিক্ আমার বাহু, নক্ষত্রসমূহ আমার অলঙ্কার, সকল প্রাণীর অবভাসরূপ অন্তরিক্ষ আমার বক্ষঃস্থল এবং যম ও বায়ুর গমনমার্গকে আমার আশ্রয় উপস্থ জানিও। ৪৫

পৃথিবীমণ্ডলং যদ্ বৈ দ্বীপার্ণবসমৈর্যুতম্।
সর্বসম্ভারসোপেতং পাদৌ মম যুধিষ্ঠির ॥৩৬
স্থিতো হ্যেকগুণঃ স্নেহস্তি স্থিতশ্চাপি মারুতে
ত্রিগুণোঽহং স্থিতোঽহং বৈ সলিলে চ চতুর্গুণঃ ॥ ৩৭
শব্দাদ্যা যে গুণাঃ পঞ্চ মহাভূতেষু পঞ্চসু
তন্মাত্রাসংস্থিতঃ সোঽহং পৃথিব্যাং পঞ্চধা স্থিতঃ ॥ ৩৮
অহং সহস্রশীর্ষস্তু সহস্রচরণেক্ষণঃ
সহস্রবাহুদরধৃক্ সহস্রোরু সহস্রপাৎ ॥৩৯
যুগোর্বীং সর্বতঃ সমাগস্তাস্তিষ্ঠং দশাঙ্গুলম্।
সর্বভূতাত্মভূতস্থঃ সর্বব্যাপী ততোঽস্ম্যহম্ ॥৪০
অচিন্ত্যোঽহমনন্তোঽহমজরোঽহমজো হ্যহম্।
অনাদ্যোঽহমবধ্যোঽহমপ্রমেয়োঽহমব্যয়ঃ ॥ ৪১
নির্গুণোঽহং নিগূঢ়াত্মা নির্দ্বন্দ্বো নির্মমো নৃপ।
নিষ্কলো নির্বিকারোঽহং নিদানমমৃতস্য চ ॥ ৪২
সুধা চাহং ধরা চাহং আজ্ঞা চাহং বষট্‌ক্রিয়া।
তেজসা তপসা চাহং কৃতগ্রাসং চরাম্যহম্ ॥৪৩
স্নেহপাশৈর্গুণৈর্বদ্ধা ধারয়াম্যাত্মমায়য়া।
চাতুরাশ্রম্যধর্মোঽহং চাতুর্হোত্রফলাশনঃ।
চতুর্মূর্তিশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুরাশ্রমভাবনঃ ॥ ৪৪
সাংখ্যত্যাহং জগৎ সর্বং সৃষ্ট্বা বৈ সর্গমাত্মনঃ
শয়ামি দিব্যযোগেন প্রলয়েষু যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫
সহস্রযুগপর্যন্তাং রাত্রিং ব্রাহ্মীং মহার্ণবে
ত্বিত্বা সৃজামি ভূতানি জঙ্গমানি স্থিরাণি চ ॥ ৪৬
কল্পে কল্পে চ ভূতানি সংহরামি সৃজামি চ।
ন চ মাং তানি জানন্তি মায়য়া মোহিতানি মে ॥ ৪৭
মম চৈবাস্তকালস্য মাদিত্যস্য নিভাশ্রয়ঃ।
প্রশান্তস্যেব দীপস্য গতির্নৈবোপলভ্যতে ॥ ৪৮
ন তত্রাস্তি ক্বচিদ্ রাজন্ যত্রাহং ন প্রতিষ্ঠিতঃ।
ন চ তদ্ বিদ্যতে ভূতং যদি যন্ন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৯
যাবন্মাত্রা ভবেদ্ ভূতং স্থূলং সূক্ষ্মমিদং জগৎ।
জীবভূতো হ্যহং তত্রিংস্তাবন্মাত্রো প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫০

যুধিষ্ঠির! দ্বীপ, সমুদ্র ও অরণ্যের দ্বারাপূর্ণ এবং সকলের ধারণ কর্তা এই পৃথিবীমণ্ডলকে আমার পাদদ্বয় বলিয়া জানিবে। আকাশে আমি একগুণবিশিষ্ট, বায়ুতে দ্বিগুণ, তেজে ত্রিগুণ, জলে চতুর্গুণ ও পৃথিবীতে পঞ্চগুণবিশিষ্ট রূপে থাকি। মহাদি পাঁচটি গুণ পাঁচটি মহাভূতে থাকে (আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আমি এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ পঞ্চ তন্মাত্রে স্থিত হইয়া পৃথিবীতে পঞ্চপ্রকারে রূপে অবস্থান করি। আমার সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র নয়ন, সহস্র বাহু, সহস্র উদর, সহস্র উরু ও সহস্র চরণ। ৩৬-৩৯

আমি পৃথিবীকে সর্বতোভাবে ধারণ করিয়া জীব-সমূহের নাভির দশ অঙ্গুল উর্দ্ধে হৃদয়ে অবস্থান করি। আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করি। এজন্য আমি সর্বব্যাপী হইয়াছি। ৪০

আমি সকলের চিন্তার অগোচর, আমার অন্ত নাই, জরা নাই, জন্ম নাই। আমি অনাদি, অবধ্য, অপ্রমেয়, অব্যয়। ৪১

আমি নির্গুণ, নিগূঢ়, দ্বন্দ্বাতীত, মমতাশূন্য, অখণ্ড, নির্বিকার ও মোক্ষের কারণ। ৪২

নরনাথ! আমিই সুধা, আমি ধরা ও আমিই আজ্ঞা। আমিই তেজ, তপের দ্বারা চার প্রকার প্রাণিসমূহকে স্নেহপাশরূপ রজ্জুর সাহায্যে বন্ধন করিয়া আত্মমায়ায় ধারণ করিয়া আছি। ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রমের ধর্ম আমিই। চার প্রকার হোতার দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল আমিই ভোগ করি। আমি চতুর্মূর্তি ও চতুরাশ্রমের প্রবর্তক। ৪৩-৪৪

যুধিষ্ঠির! আমি প্রলয়কালে সকল জগৎ সংহার করিয়া তাহার উপরে স্বীয় পূর্বকৃত দিব্য যোগের দ্বারা প্রলয়-সলিলে শয়ন করি। ৪৫ প্রলয়-মহাসমুদ্রে এক হাজার যুগপরিমিত ব্রাহ্মী রাত্রি শয়ন করিয়া পরে আমার-অনুমতি প্রাণিসমূহকে সৃষ্টি করি। ৪৬ এইভাবে প্রতি কল্পে আমি প্রাণিগণকে সংহার করি ও সৃষ্টি করি। ঐ সকল প্রাণী আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। ৪৭ আমি সকল জীবের নিত্য অন্বেষণীয়। কিন্তু ঐ প্রলয়কালে আমি অন্ধকারের মত সকলের আবরক হওয়ায় প্রাণিগণ নির্বাণপ্রাপ্ত প্রদীপের মত আমার গতি বুঝিতে পারে না। রাজন্! এমন কোন বস্তু নাই, যাহাতে আমি অবস্থান না করি এবং এমন কোন জীব নাই, যে আমাতে অবস্থিত নয়। ৪৮-৪৯

এই জগতে সূক্ষ্ম-স্থূলরূপ যত যত বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইবে, আমি ঐ সকল বস্তুতে জীবরূপে অবস্থিত থাকি। অধিক বলার প্রয়োজন নাই, তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি যে,

কিং চাত্র বহুনোক্তেন সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
যদ্ ভূতং যদ্ ভবিষ্যচ্চ তৎ সর্বমনয়েব তু ॥ ৬১
ময়া সৃষ্টানি ভূতানি সদেবাসুরমানুষম্।
নাস্যেব ন বিজানন্তি মায়য়া মোহিতানি বৈ ॥ ৬২

এই জগতে যাহা কিছু হইয়াছে এবং হইবে, সেই সকল আমিই ॥ ৬০-৬১

ভরতকুলতিলক! যুধিষ্ঠির! সকল ভূত আমা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল ভূত আমারই স্বরূপ। কিন্তু আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ায় আমাকেই জানিতে পারে না। রাজন্! এইভাবে দেবতা অসুর-মানব সহিত এই সকল জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাতেই প্রলীন হইয়া যাইবে ॥ ৬২-৬৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আয়ুর্বেদিকপর্ব্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্ব্বে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[চাতুর্বর্ণোক্ত-ধর্ম্মাণাং তৎফলানাঞ্চ বর্ণনম্, ধর্ম্মবৃদ্ধেঃ পাপক্ষয়স্য চোপায়কথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাখ্যায় সর্বং জগদ্বৃদ্ধিঞ্চ কেশবঃ।
ধর্মান্ ধর্মাত্মজস্যাথ পুণ্যানকথয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১
শৃণু পাণ্ডবভদ্রং তে পবিত্রং পাপনাশনম্।
কথ্যমানং ময়া পুণ্যং ধর্মশাস্ত্রফলং মহৎ ॥ ২

যঃ শৃণোতি শুচির্ভূত্বা একচিত্তস্তপোযুতঃ
ধর্ম্যাং কথমিমাং পুণ্যাং ধর্মং বেত্তি যুধিষ্ঠির ॥ ৩

শ্রদ্দধানস্য তস্যেহ যৎ পাপং পূর্বসঞ্চিতম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ সর্বং মন্ত্রস্যেব বিষোদ্যতঃ ॥ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[চাতুর্বর্ণোক্ত ধর্মসমূহ ও তদীয় ফলসমূহের বর্ণন, ধর্মবৃদ্ধি এবং পাপক্ষয়ের উপায় কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নিজ সৃষ্ট জগতের স্বরূপ কীর্তন করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট পবিত্র ধর্মকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ পাণ্ডুনন্দন! আমি বলিতেছি, তুমি সর্বপাপনাশকারী পরম পবিত্র পুণ্যময় ধর্মের কথা যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ইহা ধর্মশাস্ত্রের মহান্ পরিণাম ॥ ২ শুচি হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই ধর্মতত্ত্ব কীর্তনকারী আমুষ্ঠানিক অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্মের কথা শ্রবণ করে, যুধিষ্ঠির! শ্রদ্ধালু সেই শ্রবণকারী ব্যক্তির পূর্বসঞ্চিত যত পাপ আছে, সেই সকল পাপই সত্বর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ ধর্মতত্ত্বশ্রোতা যদি আবার ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্বসঞ্চিত পাপ অতিসত্বর নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত সত্য ও পরম পবিত্র এইরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ভূত, যক্ষ, রক্ষ, গুহ্যক, নাগ, বালখিল্যাদিসহ মহাত্মবৃন্দ, উত্তরদেশীয় যোগী ও পঞ্চকালে উপাসনারত ভাগবতগণ সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং ছাড়িতে অত্যুত্তম বৈষ্ণবধর্মাখ্যানের শ্রবণ-করিতে ও হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অবনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন বাসুদেব দিব্যদৃষ্টির দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার দ্বারা তাঁহারা সকলেই পাপমুক্ত হইলেন। ঐ সকল লোকদিগকে উপস্থিত দেখিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্নী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫-১০

বিমুক্তপাপানালোক্য প্রণম্য শিরসা হরিম্।
পপ্রচ্ছ কেশবং ধর্মং ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০

যুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশী ব্রাহ্মণস্যাথ ক্ষত্রিয়স্যাপি কীদৃশী।
বৈশ্যস্য কীদৃশী দেব গতিঃ শূদ্রস্য কীদৃশী ॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু ধর্মক্রমেণৈব যথং যস্যস্তথা নর।
যাদৃশি কিল্বিষশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণস্য তু দুষ্কৃতম্ ॥ ১২
শিখাযজ্ঞোপবীতা যে সন্ধ্যাং যে চাপ্যুপাসতে
বৈশ্চ পূর্ণাহুতিঃ প্রাপ্তা বিধিবজ্জুহ্বতে চ যে ॥ ১৩
বৈশ্যদেবং চ যে চক্রুঃ পূজয়ন্ত্যতিথীংশ্চ যে
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলাশ্চ জপযজ্ঞপরাশ্চ যে ॥ ১৪
সায়ং প্রাতর্হুতাশাশ্চ শুদ্ধভোজনবর্জিতাঃ।
দম্ভানৃতবিমুক্তাশ্চ স্বদারনিরতাশ্চ যে।
পঞ্চযজ্ঞপরা যে চ যেঽগ্নিহোত্রানুপাসতে ॥ ১৫
দহন্তি দুষ্কৃতং যেষাং দুষ্টদানাস্তরোঽন্তরঃ
তেষ্টদুষ্কৃতকর্মাণো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ১৬

ক্ষত্রিয়োঽপি স্থিতো রাজ্যে স্বধর্মপরিপালকঃ
সম্যক্ প্রজাপালয়িতা যজ্ঞত্যাগনিরতঃ সদা ॥ ১৭
যজ্ঞদানরতো ধীরঃ স্বদারনিরতঃ সদা।
শাস্ত্রানুসারী তত্ত্বজ্ঞঃ প্রজাকার্যপরায়ণঃ ॥ ১৮
বিপ্রেভ্যঃ কামদো নিত্যং ভৃত্যানাং ভরণে রতঃ।
সত্যসন্ধঃ শুচির্নিত্যং লোভদম্ভবিবর্জিতঃ ॥ ১৯
ক্ষত্রিয়োঽপ্যাত্তমাং যাতি গতিং দেবনিষেবিতাম্ ॥ ২০
কৃষিগোপালনিরতো ধর্মান্বেষণতৎপরঃ।
দানধর্মেঽপি নিরতো বিপ্রশুশ্রূষকস্তথা ॥ ২১
সত্যসন্ধঃ শুচির্নিত্যং লোভদম্ভবিবর্জিতঃ
অজুঃ স্বদারনিরতো হিংসাদ্রোহবিবর্জিতঃ ॥ ২২
বণিগ্ধর্মান্ন মুঞ্চন্ বৈ দেব-ব্রাহ্মণপূজকঃ।
বৈশ্যঃ স্বর্গতিমাপ্নোতি পূজ্যমানোঽমরোগণৈঃ ॥ ২৩
ত্রয়াণামপি বর্ণানাং শুশ্রূষানিরতঃ সদা।
বিশেষতস্তু বিপ্রাণাং দাসবদ্ যস্তু তিষ্ঠতি ॥ ২৪
অযাচিতপ্রদাতা চ সত্যশৌচসমন্বিতঃ
গুরুদেবার্চনরতঃ পরদারবিবর্জিতঃ ॥ ২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—লীলাময়! ব্রাহ্মণের কিরূপ গতি হয়? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরই বা কিরূপ গতি হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১ শ্রীভগবান্ বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণাদিবর্ণের যেরূপ কর্ম যেরূপ ফলাফলের প্রাপ্তি হয়। শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোনও সংকর্মই দুষ্কর নয়। যে ব্রাহ্মণগণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করেন, বিধিপূর্বক পূর্ণাহুতি দান করেন এবং বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্র করেন, যাঁহারা বৈশ্বদেব বলিদান করেন এবং অতিথিগণের পূজা করেন, যাঁহারা প্রতিদিন স্বাধ্যায়ে নিরত ও জপযজ্ঞপরায়ণ হন, যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করিবার পরই ভোজন করেন, মৃষাবাক্য প্রয়োগ করেন না, দম্ভ ও মিথ্যাচারকে পরিহার করেন, যাঁহারা স্বদারেতেই আসক্ত এবং প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠাননিরত, যাঁহারা নিয়মিত অগ্নিহোত্র করেন, যাহাঁদিগের অগ্নিসকল যাঁহাদের সকল পাপ ভস্ম করে, যাঁহাদের সকল দুষ্কৃত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১২-১৬

ক্ষত্রিয় যদি রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া স্বধর্মপালনপূর্বক প্রজাগণের ধর্মতোভাবে পালন করেন, প্রজাগণের উপার্জিত ধন হইতে ষষ্ঠাংশমাত্র করগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি ধৈর্যবান্ যজ্ঞানুষ্ঠানে ও দানে নিরত, স্বদারতেই আসক্ত, যে ক্ষত্রিয় শাস্ত্রানুসরণে ব্যাপৃত, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও প্রজাগণের হিতসাধনপরায়ণ, যিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণের কামনা পূর্ণ করেন এবং ভৃত্যগণের ভরণপোষণে রত থাকেন, যিনি সত্যনিষ্ঠ পবিত্র ও সর্বদা লোভদম্ভবর্জিত, সেই ক্ষত্রিয়ও দেবসেবিত উত্তম গতি লাভ করেন ॥ ১৭-২০

যে বৈশ্য কৃষি ও গোপালনে রত, ধর্মানুসন্ধানে নিরত, দান ও ধর্মাচরণে ব্যাপৃত এবং ব্রাহ্মণের সেবায় তৎপর, যিনি সত্যনিষ্ঠ, সর্বদা পবিত্র, লোভদম্ভরহিত, অকপট, স্বদারতেই সন্তুষ্ট, হিংসাদ্রোহশূন্য, ধর্মত্যাগ না করিয়া বাণিজ্যে রত, দেব ও ব্রাহ্মণের পূজাপরায়ণ, সেই বৈশ্য অমরগণের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গ-লোকে গমন করেন ॥ ২১-২৩

যে শূদ্র বর্ণত্রয়ের সর্বদা শুশ্রূষাপরায়ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সেবায় ভৃত্যের মত সদা উদ্যত থাকেন, সত্যশৌচসমন্বিত যে শূদ্র প্রার্থনা ব্যতীতই দান করেন, গুরু ও দেবতার অর্চনা করেন,

পরমীড়াদ্ধরেরেব কৃতঃ পাপবিমুক্তি যঃ
মুক্তোঽপি স্বর্গমাপ্নোতি জীবানামভয়প্রদঃ। ২৬
এবং ধর্মাৎ পরং নাস্তি মহৎ সংসারমোক্ষণম্।
ন চ ধর্মাৎ পরং কিঞ্চিৎ পাপকর্মবিনোদনম্ ॥২৭
তস্মাদ্ ধর্মঃ সদা কার্য্যো যত্নতঃ প্রাপ্য দুর্লভম্।
ন হি ধর্মানুরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুর্লভম্ ॥২৮
স্বয়ম্ভুবিহিতো ধর্মো যো যস্মোহ মহেশ্বর।
স তেন ক্ষপয়েৎ পাপং সম্যগাচরিতেন চ ॥২৯
সহজং যদ্ ভবেৎ কর্ম ন তৎ ত্যাজ্যং হি কেনচিৎ
স এব তত্ত্ব ধর্মো হি তেন সিদ্ধিং স গচ্ছতি ॥৩০
বিস্তরোঽপি স্বধর্মস্তু পাপকর্ম ব্যপোহতি
এবমেব তু ধর্মোঽপি ক্ষীয়তে পাপবর্ধনাৎ ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে।
শুভস্যাপ্যশুভস্যাপি ক্ষয়-বৃদ্ধী যথাক্রমম্ ॥৩২

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু পার্থিব তৎ সর্বং ধর্মসূক্ষ্মং সনাতনম্
দুর্বিজ্ঞেয়তমং নিত্যং যত্র মগ্না মহাজনাঃ ।৩৩
ঘটৈর শীতমুদকমুষ্ণেন বহ্নিনা যুতম্।
ভবেত্ তৎকণাযুক্তং শীতঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ৩৪
যথোক্তং যা ভবেদ্বৃদ্ধি শীতেন বহ্নিনাযুতম্
শীতঞ্চ ভবেৎ সর্বমুষ্ণঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ৩৫
এবঞ্চ যদ্ ভবেদ্ বুদ্ধি শুভকর্ম বাপি দুষ্কৃতম্
তদ্বদ্বঃ ক্ষপয়েচ্ছীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬
সমস্তে সতি রাজেন্দ্র তয়োঃ সুকৃত-পাপয়োঃ
বুদ্ধিস্থা ভবেদ্ বুদ্ধিঃ কীর্তিস্থা ভবেৎ ক্ষয়ঃ ॥৩৭
ব্যাপনেনানুতাপেন প্রায়ঃ পাপং বিনশ্যতি
তথা সুকৃতঞ্চ রাজেন্দ্র ধর্মো বসতি মানদ ॥ ৩৮
তাবুভৌ বুদ্ধিগৌ সম্যগ্ বুদ্ধিঃ জ্ঞাতো ন সংশয়ঃ
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ন পাপং গূহেদ্ ধ্রুবং ॥৩৯
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন কীর্তয়েৎ ক্ষয়কারণাৎ।
তস্মাৎ সংকীর্তয়েৎ পাপং নিত্যং ধর্মঞ্চ গূহয়েৎ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আদ্যমেধিকে পর্ব্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্ব্বণি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরমী ঈর্জন করেন এবং যজ্ঞের সীমা উৎপন্ন না করেন, পোষ্য-বর্গের ভরণপোষণ করেন, সকল প্রাণীর অভয়দানকারী সেই পুরুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ২৪-২৬

এইরূপ ধর্ম ব্যতীত মহৎ সংসার হইতে মুক্তির অন্য উপায় নাই। ধর্মভিন্ন পাপকর্মনাশক অন্য কোনও বস্তু নাই। এইজন্য দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া সর্বদা ধর্মাচরণ করা কর্তব্য। ধর্মানুরাগী ব্যক্তিদের এই সংসারে কোনও বস্তুই দুর্লভ নহে ।২৭-২৮ মহাবাহো! বিধাতা যে ব্যক্তির জন্য যে ধর্মের বিধান করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সেই ধর্মের যথোচিত আচরণের দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট করিবে। ২৯ যাহার যে ধর্ম সহজ অর্থাৎ বর্ণানুসারে বিহিত, সেই ধর্ম কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তির জন্য যে ধর্ম বিহিত হইয়াছে, সে সেই ধর্মের দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩০ স্বধর্মাচরণ যদি সর্বতোভাবে দোষযুক্ত নাও হয়, তাহা হইলেও তাহা পাপকর্মকে বিনষ্ট করে। এইভাবে পাপ বৃদ্ধি হইলে ধর্মও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভগবন্! দেবপূজ্য পরমেশ্বর! শুভ ও অশুভের যথাক্রমে ক্ষয় ও বৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল হইতেছে। ৩২ শ্রীভগবান্ বলিলেন—রাজন্! তোমার জিজ্ঞাসিত ধর্মের স্বরূপ শ্রবণ কর, এই ধর্ম সূক্ষ্ম, সনাতন ও অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। এই ধর্মের স্বরূপ জানিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহাজনগণও মগ্ন হইয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ডুবিয়া গিয়াছেন। ৩৩

যেমন অল্প পরিমাণ শীতল জল অধিক উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত হইলে অতি সত্বর উষ্ণ হইয়া যায়, তাহার শীতলত্ব বিনষ্ট হয়; কিংবা যেমন অল্প পরিমাণ উষ্ণ জল অধিক শীতল জলের সহিত মিশ্রিত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া যায়, তার উষ্ণত্বের লেশমাত্র থাকে না, এইভাবে সুকৃত বা দুষ্কৃত যাহাই অধিক থাকে, তাহা অল্প সুকৃত ও দুষ্কৃতকে নষ্টই করিয়া থাকে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৩৪-৩৬ যদি সুকৃত বা পুণ্য দুষ্কৃত বা পাপ সমপরিমাণ হয়, হে রাজেন্দ্র! তাহা হইলে যারা শুভ থাকিবে, তাহার বুদ্ধি হইবে এবং যারা কীর্তিত হইবে, তাহার ক্ষয় হইবে। নৃপবর! সন্তাপের দ্বারা; সকলের নিকট প্রকাশনের দ্বারা ও অনুতাপের দ্বারা প্রায় সকল পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়, এইভাবে অন্যের নিকট প্রকাশনের দ্বারা ও অনুতাপের দ্বারা ধর্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। গোপনে রাখিলে ধর্ম ও অধর্ম উভয়ই সত্য সত্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পাপ গোপনের কোনও প্রযত্ন করিবে না। ক্ষয় করিবার জন্য সকলের নিকটে পাপ কীর্তন করিবে এবং সুকৃত ধর্মকে সর্বতোভাবে গোপন করিবে। ৩৭-৪০

শ্রীবরাহদেব যোগানন্দ প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আদ্যমেধিকপর্ব্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[বৃথাভক্ষ-দান-জীবনানাং বর্ণনম্, সাত্ত্বিকদানলক্ষণস্য, দানযোগ্যপাত্রস্য, ব্রাহ্মণমহাত্ম্যস্য চ কথনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং শ্রুত্বা যতস্তস্য ধর্মপুত্রোঽচ্যুতস্য তু
পপ্রচ্ছ পুনরপ্যাহ ধর্মং ধর্মাত্মজো হরিম্। ১
বৃথা চ কতি জন্তূনি বৃথা দানানি কানি চ
বৃথা চ জীবিতং কেষাং নরাণাং পুরুষোত্তম॥ ২
কীদৃশান্ ভক্ষয়ন্ত্যন্ন দানিঃ শস্তান্ জনার্দন।
ইহলোকেঽনুভবতি পুরুষঃ পুরুষোত্তম॥ ৩
গর্ভস্থঃ কিং সমশ্নাতি কিং বালো বাপি কেশব
যৌবনস্থোঽপি কিং কুর্যাদ্বার্ধকে বাপি কিং ভবেৎ॥৪
সাত্ত্বিকং কীদৃশং দানং রাজসং কীদৃশং ভবেৎ।
তামসং কীদৃশং দেব তন্নিবোধ কিং প্রভো॥ ৫
উত্তমং কীদৃশং দানং তেষাং বা কিং ফলং ভবেৎ।
কিং দানং নরতি দুর্গং কিং গতিং মন্যতে নরেৎ॥ ৬
গতিং ভবন্তাবদ্য বা দেবদেব বদস্ব মে॥ ৬
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
তদীয়ং বচনং সত্যং পুণ্যাক্ষ মধুসূদন॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্ যথাত্মায়ং বচনং তথ্যমুত্তমম্।
তথ্যমানং মহা পুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৮
বৃথা চ দশ জন্তূনি চত্বারি চ নরাধিপ।
বৃথা দানানি পঞ্চাশৎ পঞ্চৈব চ যথাক্রমম্॥৯
বৃথা চ জীবিতং তেষাং যে চ বৃত্তা পরিক্ষীণিতাঃ
অনুক্রমেণ বক্ষ্যামি তানি সর্বাণি পার্থিব॥ ১০
ধর্মঘ্নানাং বৃথা ভক্ষ্য ভুক্তানাং পাপিনাং তথা
বৃথা পাকশ্চ যেঽশ্নন্তি পরদারব্রতাশ্চ যে
পাকভেদকরা যে চ যে চ স্যুঃ সত্যবর্জিতাঃ॥ ১১

তৃতীয় অধ্যায়।

[বৃথা ভক্ষ, দান ও জীবন বর্ণন, সাত্ত্বিকদানের লক্ষণ, দানযোগ্যপাত্র এবং ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্যকথন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্মতনয় যুধিষ্ঠির অচ্যুতস্বভাব ভগবান্ শ্রীহরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্বার বিষয়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১ পুরুষোত্তম! কোন্ কোন্ জন্তুকে বৃথা বা নিষ্ফল বলা হয়? কোন্ কোন্ দানকে বৃথা বলা যায়? কোন্ কোন্ মনুষ্যের জন্ম বৃথা হয়? ২ জনার্দন! পুরুষোত্তম! কীদৃশ অন্নভক্ষণ দান করিলে দাতা তাহার ফল ইহলোকে অনুভব করে। ৩ গর্ভস্থ জীব কোন্ দানের ফল ভোগ করে? কেশব! পুরুষ বালো কোন্ দানের ফল ভোগ করে, যৌবনেই বা কোন্ দানের ফল ভোগ করে? ৪ কৃষ্ণ! ঐ পুরুষ বার্ধক্যে কোন্ দানের ফল ভোগ করে? জনার্দন! কীদৃশ দানকে সাত্ত্বিক, কীদৃশ দানকে রাজসিক ও কীদৃশ দানকে তামসিক বলা হয়? প্রভো! এইরূপ দানের মধ্যে কোন্ দান তোমাকে তুষ্ট করে? ৫ কীদৃশ দানকে উত্তম বলা হয়। ঐ উত্তম দানের ফলই বা কিরূপ হয়? কোন্ দান ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়, কোন্ দান মনুষ্যগতি দান করে, কোন্ দান অন্তে গতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকে? দেবদেব! এই সকল তত্ত্ব আমাকে বলুন। ৬ মধুসূদন! এই বিষয়টি আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তোমার বচন সত্য ও পুণ্যময়। ৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন—রাজন্! তুমি যাহা তথ্যপূর্ণ উত্তম বাক্য শ্রবণ কর। যৎকথিত এই বাক্য পুণ্যময় ও সর্বপাপ-বিনাশক। ৮ নরাধিপ! যাহাদের চতুর্দশ (চৌদ্দ) অন্ন বৃথা হয়, যাহাদের পঞ্চান্ন প্রকার দান বৃথা হয়, তাহারা যেরূপ দুষ্কর্মান্বিত কীর্তিত হইয়াছে। কৃপানিধে! আমি যথাক্রমে সেই সকলের কথা তোমাকে বলিব। ৯-১০ যাহারা ধর্মকে নষ্ট করে, যাহারা লোভী, পাপী, যাহারা বৈশ্বদেবাদি ও অগ্নিহোত্র সেবাদি না করিয়াই অন্ন ভক্ষণ তোমন করে, যাহারা পরদার গমন করে, যাহারা পাক দ্রব্য পরিবেষণে ব্যাঘাতজন্য করে এবং যাহারা সত্যকে বর্জন করে, তাহাদের অন্ন বৃথা হয়। যুধিষ্ঠির! মনুষ্যগণকে উপেক্ষায় যাহা ভোগ প্রদান করিয়া যে ব্যক্তি একাকী মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করে, যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অধ্যাপক, গুরু, মাতুল-মাতুলানীকে হত্যা করে কিংবা তিরস্কার করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া সন্ধ্যোপাসনা-বর্জিত হয়, অগ্নিহোত্র করে না, শ্রাদ্ধ-তর্পণ বর্জন করে এবং পূয়ান্ন ভোজন করে। যুধিষ্ঠির! যে

দুষ্টদণ্ডাভি যৈস্তৈক: ক্রিয়তে নৈস্তু বাহুভৈঃ।
পিতরং মাতরং চৈব উপাধ্যায়াং গুরুং তথা।
মাতুলং মাতুলানীঞ্চ যো নিহন্যাদ্গুরোঃ বা ॥১২
ব্রাহ্মণৈশ্চৈব যো দুষ্টা সন্তোপাসনবর্জিতঃ।
নিঃযাযো নিঃযবৈশ্চৈব শূদ্রাপায়ন্নভুক্ বিজঃ ॥ ১৩
মদ্য বা শঙ্করস্যাথ ব্রাহ্মণো বা যুধিষ্ঠির।
অথবা ব্রাহ্মণানাং তু যে ন ভক্তা নরাধমাঃ।
বৃথা জন্মাভবৈতেষাং পাপিনাং বিদ্ধি পাণ্ডব ॥ ১৪
অশ্রদ্ধয়াপি যদ্ দত্তমবমানেন বাপি যৎ।
দত্তাধর্মমপি যদ্ দত্তং যৎ পাষণ্ডিভিস্তথা নৃপ ॥ ১৫
ভক্তাচোরায় যদ্ দত্তং যদ্ দত্তা চাপুজীবিতম্।
রোধবৃক্ষক যদ্ দত্তং যদ্ দত্তমনুশোচিতম্ ॥ ১৬
দত্তাভিতক যদ্ দত্তং যচ্চ দাপানুতাভিতম্।
ব্রাহ্মণঘক যদ্ দত্তং চৌর্য্যোপাপাভিতক যৎ ॥ ১৭
অভিশস্তাভিতং দত্তং যদ্ দত্তং পতিতে দ্বিজে
নির্ঘাতিভৃতং দত্তং যদ্ দত্তং সর্বঘাতকৈঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণাভ্যঃ হৃতং দানমাচ্ছিন্নপত্তিভৈশ্চ যৎ
যদ্ দত্তং বৈরিণীভর্তুঃ যচ্চানাদুষিনে ॥ ১৯
যদ্ গ্রামযাচকেভ্যশ্চ যৎকৃতঘ্নেভ্য তথা
উপপাতিনে দত্তং যেদবিক্রয়িণে চ যৎ ॥ ২০
স্ত্রীজিতায় চ যদ্ দত্তং যদ্ দত্তং রাজসেবিনে।
গণকায় চ যদ্ দত্তং যচ্চ জ্যোতিষিকায় চ ॥ ২১
বৃষলীপতয়ে দত্তং যদ্ দত্তং শুল্কজীবিনে
কুতকায় চ যদ্ দত্তং ব্যালগ্রাহিভৃতক যৎ ॥ ২২
পুরোহিতায় যদ্ দত্তং চিকিৎসকভৃতক যৎ
যদ্ বণিক্‌কর্মিণে দত্তং কুম্ভধান্যোপজীবিনে ॥ ২৩
যচ্চ ক্লীবায় দত্তং যচ্চ দেবলকায় চ।
দেবক্রব্যাশিনে দত্তং যদ্ দত্তং চিত্রকর্মিণে ॥ ২৪
রঙ্গোপজীবিনে দত্তং যচ্চ মাংসোপজীবিনে
সেবকায় চ যদ্ দত্তং যদ্ দত্তং ব্রাহ্মণক্লবে ॥ ২৫

থাকি আমার, মহাদেবের ও ব্রহ্মার কিংবা ব্রাহ্মণের ভক্ত হয় না, সেই থাকি নরাধম। এই সকল পাপীদের জন্য বৃথা বলিয়া জানিবে ॥ ৯-১৪

রাজন্! অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার সহিত দান, ধর্মের জন্য দান, পাষণ্ডব্যক্তিকে দান, মূত্রাচারভক্ত থাকিকে দান, পুনঃ পুনঃ বন্ধুকে প্রদানিত দান, ক্রোধবুক্ত হইয়া দান, অন্যায়পূর্বক দান, মন্ত্রপূতঃ অশিক্ত বস্তুর দান, মিথ্যাবাক্যের দ্বারা অর্জিত বস্তুর দান, ব্রাহ্মণের ত্রস্য হরণ পূর্বক দান, চৌর্য্যের দ্বারা সংগৃহীত বস্তুর দান, অভিশপ্ত থাকির নিকট হইতে গৃহীত বস্তুর দান, পতিত ব্রাহ্মণকে দান, বলপূর্বকবিধবাকে দান, সকলের নিকট যাচ্ঞাকারীকে দান, যথাসময়ে সন্তানহীন থাকির দান, সন্ন্যাসগ্রহণসময়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট থাকির দান, বেতনগ্রাহক থাকির দান, বন্ধুর গৃহস্থামী বন্ধুত্বগ্রহণকারীকে দান, গ্রামে গ্রামে যাচ্ঞাকারী থাকির আহৃত বস্তুর দান, কৃতঘ্নথাকির আহৃত বস্তুর দান, উপপাতকী থাকিকে দান, বেদবিক্রয়ীকে দান, স্ত্রীর বশীভূত থাকিকে দান, রাজসেবক, জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ্কে দান, শূদ্রকান্তার ঔরসের সহিত যনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিকে দান, অক্ষবন্ধের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারীকে দান, চাকরীজীবি থাকিকে দান, দর্পণপ্রস্তুতকারী (সাপুড়ে) থাকিকে দান, পৌরোহিত্য, চিকিৎসা, বাণিজ্য বা কূট যন্ত্র করিয়া জীবিকানির্বাহকারীকে দান, মূত্রাজ্ঞে জীবিকানির্বাহী, বেতন গ্রহণ পূর্বক দেবপূজাকারী, দেবতার ব্রহ্মাভক্তকারী, চিত্র কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, অভিনয়াদির দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, মাংসবিক্রয়ী, সকলের সেবাকারক, কিংবা ব্রাহ্মণোচিতাচারহীন হইলেও নিজকে ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় প্রদানকারীকে দান, উপদেশলক্ষণাক্ত-মূত্রকে দান, বার্দ্ধুষিকে মূত্রযোগ দান, অন্যায়ভক্তকে দান, অগ্নিহোত্রহীনকে দান, সন্ধ্যোপাসনাবর্জনকারীকে দান, মূত্রযজ্ঞ গ্রামে বাসকারীকে দান, মিথ্যা বেদ অধ্যাপি ব্যাখ্যাকারী ও সকল ত্রস্য ভক্ষণকারীকে দান, নাস্তিক, বর্ণবিক্রয়ী নীচকার্য্যকারক ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে দান, কূটনীতির দ্বারা গ্রামবাসীদের পরস্পরের মধ্যে কলহসম্পাদনকারীকে দান, এই সকল দান বৃথা বা নিষ্ফল হয় বলিয়াছি। এই বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই ॥ ১৫-২৬

যুধিষ্ঠির! এই সকল বিচারবর্জিত মূত্রযাজিগণ ব্রাহ্মণাধম। ইহারা নিজেকে উদ্ধার করে না এবং অন্যকেও উদ্ধার করিতে পারে না ॥৩০ এই সকল ব্রাহ্মণকে অধিক ধন দান করিলেও তাহা বৃথাই হয়। অতএব ঐ দান অল্পে মূত্রাহ্বান দান ॥ ৩১

অন্ধেভ্যশ্চ যদ্ দত্তং দত্তং বার্দুষিকায় চ।
যদনাচারিণে দত্তং যদ্ দত্তমনৃতে চ যৎ ॥ ২৬
অসদ্ভ্যোপাসিনে দত্তং যদ্ দত্তং গ্রামযাজিনে।
যদ্বিদ্যাবিক্রিয়ে দত্তং দত্তং সর্বাত্মিনে চ যৎ ॥ ২৭
নাস্তিকায় চ যদ্ দত্তং যদ্বিক্রিয়িণে চ যৎ
যদ্বাকায় চ যদ্ দত্তং যদ্ দত্তং কূটসাক্ষিণে ॥ ২৮
গ্রামকূটায় যদ্ দত্তং দানং পার্থিবপূজিত
বৃথা ভবতি তৎ সর্বং ন ত্র কার্যা বিচারণা ॥ ২৯
বিপ্রমাত্রবরা এতে লোলুপা ব্রাহ্মণাধমাঃ
নাস্তানং তারয়ন্ত্যেতে ন দাতারং যুধিষ্ঠির ॥ ৩০
এতেভ্যো দত্তমাত্রাণি দানানি সুরসত্তম।
বৃথা ভবন্তি রাজেন্দ্র ভস্মন্যাজ্যাহুতির্যথা ॥ ৩১
এতেষু যৎ ফলং কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি কদাচন।
রাক্ষসাস্তৎ পিশাচাস্তু তদ্ বিলুম্পন্তি ভারত ॥ ৩২
বৃথা ক্ষেত্রাণি দত্তানি কথিতানি মহাত্মভিঃ
জীবিতং তু তথা তেষাং তান্ শৃণু যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩

যে বাং ন প্রতিগৃহ্ণন্তে পতিতা বা দুরাত্মনঃ
ব্রাহ্মণান্ বা মহীদেবান্ বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥ ৩৪
হেতুশাস্ত্রেষু যে সক্তাঃ কুদৃষ্টিপথমাশ্রিতাঃ।
দেবান্ নিন্দন্তানাচারা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥ ৩৫
কুশলৈঃ কৃতশাস্ত্রাণি পঠিত্বা যে নরাধমাঃ।
বিপ্রান্ নিন্দন্তি যজ্ঞাংশ্চ বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥ ৩৬
যে দুর্গাং বা কুমারং বা বায়ুমগ্নিং জলং রবিম্
পিতরং মাতরং চৈব গুরুমিন্দ্রং নিশাকরম্
মৃষা নিন্দন্তানাচারা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥ ৩৭
বিভ্রমাদ্ধনে যস্তু দানধর্মবিবর্জিতঃ।
মৃষ্টংস্তাতি যদ্ভোক্তা বৃথা জীবতি সোঽধমঃ চ ॥
বৃথা জীবিতমাখ্যাতং দাতৃকালং শৃণীষ্ব তে ॥ ৩৮
ঔপোষিতশিরশ্চিত্তেন দত্তং দানং তু যদ্ ভবেৎ
তদস্য ফলমশ্নাতি নরো গর্ভগতো নৃপ ॥ ৩৯
ঈর্ষাসংসরসংযুক্তো দত্তং যৎ চার্থকারণাৎ
যদাদি দানং যো দত্ত্বা বালভাবে তদশ্নুতে ॥ ৪০

উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে ঐ দানের যৎকিঞ্চিৎ ফল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও রাক্ষস-পিশাচগণ তাহা হইয়া ঐ ফলকে আত্মসাৎ করে ॥৩১ যুধিষ্ঠির! যে সকল দান নিষ্ফল হয়, তাহাদের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে যে সকল মনুষ্যের জীবন বৃথা, তাহাদের পরিচয় শ্রবণ কর ॥ ৩৩

যে সকল দুরাত্মগণ আমার, মহাদেবের কিংবা কৃষ্ণের দেবতা-ব্রাহ্মণগণের শরণ গ্রহণ করে না, সেই সকল মনুষ্য বৃথাই জীবন ধারণ করে ॥৩৪ যাহারা শুষ্ক তর্কশাস্ত্রে আসক্ত হইয়া নাস্তিক পথকে আশ্রয় করিয়াছে, আচার-বিহীন হইয়া দেবতার নিন্দা করে, তাহারা বৃথাই জীবন ধারণ করে ॥ ৩৫ বেদবিরোধী তর্কে নিপুণ ব্যক্তির দ্বারা প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে সকল দুরাত্মা ব্রাহ্মণগণের ও যজ্ঞের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা বৃথাই জীবন ধারণ করে। ৩৬ যে সকল মূঢ় আচারহীন ব্যক্তিগণ দুর্গা, কার্তিকেয়, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য, পিতা, মাতা, গুরু, ইন্দ্র ও চন্দ্রের নিন্দা করে, তাহারা বৃথাই জীবন ধারণ করে। ৩৭ ধন থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঐ ধনের দ্বারা দানধর্ম করে না, যে অন্যকে বঞ্চিত করিয়া একাকী মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার জীবনও বৃথাই ৩৮। যাহাদের জীবন বৃথা, তাহাদের কথা বলিলাম। একণে দানের সময় তোমাকে বলিতেছি ॥ ৩৮

রাজন্! উপোষণসম্পন্ন ব্যক্তি যে দান করে সে সেই দানের ফল গর্ভাবস্থায় ভোগ করিয়া থাকে ॥৩৯ ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া যে মনুষ্য লোভের বশ বা উদ্বেজনিবিত্ত দান করে, সে ঐ দানের ফল বৈশবাবস্থায় ভোগ করিয়া থাকে ॥৪০ যে ব্যক্তি ভোগ করিতে অক্ষম হইয়া ও ব্যাধির দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দান করে, সে ঐ দানের ফল বৃদ্ধাবস্থায় ভোগ করিয়া থাকে ॥৪১ শ্রদ্ধাযুক্ত দানের দ্বারা পবিত্র যে ব্যক্তি ধন ও ঐশ্বর্যকে প্রদান করিয়া দান করে, সে যৌবনাবস্থায় ঐ দানের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪২ যে ব্যক্তি নিজের দেয় বস্তু লইয়া গ্রহীতার নিকট গমন পূর্বক ভক্তিভাবে সৎপাত্রে দান করে, সেই ব্যক্তির ঐ দান স্মরণ পর্যন্ত সকল সময়ে ফল দান করিয়া থাকে ॥ ৪৩ যুধিষ্ঠির! দান ও দানের ফল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার হয়। এবং ইহাদের গতিও তিন প্রকার, এ সমস্ত শ্রবণ কর ॥৪৪

'দান করা' কর্তব্য এইরূপ চিন্তা করিয়া উপযাচক হইয়া অসমর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিলে ঐ দানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥৪৫

ভোক্তুং ভোজনমন্তস্য ব্যাধিভিঃ পীড়িতে তৃশম্
দদাতি দানং যো মর্ত্যো মৃতভাবে তদশ্নুতে ॥ ৪১
স্নাতঃশুক্লঃ শুচিঃ স্নাতঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ
দদাতি দানং যো মর্ত্যো যৌবনে স তদশ্নুতে ॥ ৪২
স্বয়ং নীত্বা তু যদ্ দানং তত্তদা পাত্রে প্রতীয়তে
তৎসার্থকালিকং বিদ্ধি দানমাসুরসাত্ত্বিকম্ ॥ ৪৩
রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসঞ্চ যুধিষ্ঠির।
দানং দানফলং চৈব গতিঞ্চ ত্রিবিধং শৃণু ॥ ৪৪
দানং ধাতৃবাদিত্যেব মতিং কৃত্বা দ্বিজায় বৈ।
উপকারবিমুক্তায় যদ্ দত্তং তদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ৪৫
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় বহুভৃত্যায় পাণ্ডব।
দীয়তে যৎ প্রহৃষ্টেন তৎ সাত্ত্বিকমুদাহৃতম্ ॥ ৪৬
বেদাক্ষরবিহীনায় যজ্ঞ পূর্বোপকারিণে।
সমৃদ্ধায় চ যদ্ দত্তং তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪৭
সম্বন্ধিনে চ যদ্ দত্তং প্রসঙ্গায় চ পাণ্ডব।
ফলার্থিনেঽপাত্রায় তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪৮
বৈশ্বদেবৰিহীনায় দানমশ্রোত্রিয়ায় চ
দীয়তে তস্করায়াপি তদ্ দানং তামসং স্মৃতম্ ॥ ৪৯
সংরোষমবধূয়ঞ্চ ক্লেশযুক্তমবজ্ঞয়া।
সেবকায় চ যদ্ দত্তং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৫০
দেবা পিতৃগণাশ্চৈব মুনয়শ্চাগ্নয়স্তথা।
সাত্ত্বিকং দানমশ্নন্তি তুষ্টস্তি চ নরেশ্বর ॥ ৫১
দানবা দৈত্যসঙ্ঘাশ্চ প্রেতা যক্ষাঃ সরাক্ষসাঃ।
রাজসং দানমশ্নন্তি যজ্ঞিয়ং পিতৃদৈবতৈঃ ॥ ৫২
পিশাচাঃ প্রেতসঙ্ঘাশ্চ কন্যলা যে বলীমুখাঃ।
তামসং দানমশ্নন্তি গতিঞ্চ ত্রিবিধাং শৃণু ॥ ৫৩
সাত্ত্বিকানাং তু দানানামুত্তমং ফলমশ্নুতে।
মধ্যমং রাজসানাং তু তামসানাং তু পশ্চিমম্ ॥ ৫৪
অভিগম্যোপনীতানাং দানানাং ফলমুত্তমম্
মধ্যমং তু সমাহূয় জঘন্যং যাচতে ফলম্ ॥ ৫৫
অযাচিতপ্রদাতা যঃ স যাতি গতিমুত্তমাম্
সমাহূয় তু যো দত্তে মধ্যমাং স গতিং ব্রজেৎ।
যাচিতো দদ্ভে বৈ দত্তাজ্জঘন্যাং স গতিং ব্রজেৎ ॥ ৫৬
উত্তমা দৈবিকী জ্ঞেয়া মধ্যমা মানুষী গতিঃ
গতির্জঘন্যা তির্যক্ষু গতিরেষা ত্রিধা স্মৃতা ॥ ৫৭
পাত্রভূতেষু বিপ্রেষু সাদ্ধিতেষ্বাহিতাগ্নিষু
যস্তু নিষ্কিপতে দানমক্ষয্যং তৎ প্রকীর্তিতম্ ॥ ৫৮

পাণ্ডুনন্দন! বহুদোষযুক্ত দরিদ্র বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে যাহা দান করিলে ঐ দানকে সাত্ত্বিক বলা যায়। ৪৬ বেদাক্ষরবিহীন উপকারকারী সম্পত্তিবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে ঐ দানকে রাজস বলা হয়। ৪৭ পাণ্ডব! কুটুম্বকে, উচ্ছৃঙ্খলকে ও ফললাভ বাসনায় অপাত্রে দান করিলে ঐ দানকে রাজস বলা হয়। ৪৮ যে ব্যক্তি বৈশ্বদেব বলি দেয় না, বেদাধ্যয়ন করে না, চৌর্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাকে দান করিলে ঐ দান তামস হয়। ৪৯ ক্রোধযুক্ত, তিরস্কারসহিত, ক্লেশ ও অবজ্ঞাসমন্বিত দান ও নিজ ভৃত্যকে দান করিলে ঐ দান তামস হয়। ৫০

নরাধিপ! দেবগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ ও অগ্নি সাত্ত্বিক দানকে গ্রহণ করেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৫১ দানব, দৈত্য, প্রেত, যক্ষ ও রাক্ষস রাজস দানকে গ্রহণ করে। এই দান পিতৃগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ৫২ পিশাচ, প্রেত, পাপী ও নিষিদ্ধকর্ম্মকারী তামস দানকে গ্রহণ করে। এক্ষণে ঐ দানের ত্রিবিধ গতির কথা শ্রবণ কর। ৫৩ সাত্ত্বিক দানের উত্তম ফল, রাজসদানের মধ্যম ফল ও তামসদানের অধম ফল হইয়া থাকে। ৫৪ প্রহীতার নিকট গমন করিয়া দান করিলে ঐ দানের উত্তম ফল হয়। প্রহীতাকে আহ্বান করিয়া দান করিলে ঐ দানের মধ্যম ফল হয়। প্রার্থনা করিবার পর দান করিলে ঐ দানের ফল অধম হয়। ৫৫ অযাচক ব্যক্তিকে যে দান করে, সে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। প্রহীতাকে আহ্বান করিয়া যে দান করে, সে মধ্যম গতি প্রাপ্ত হয়। প্রার্থনা করিলে (প্রার্থিত হইয়া) যে দান করে, সে অধম গতি প্রাপ্ত হয় ৫৬ দৈবী গতিকে উত্তম গতি, মানুষী গতিকে মধ্যম গতি, তির্য্যগ্‌গতিকে অধম গতি বলা হয়, এইভাবে গতিকে তিন প্রকার বলা হইয়াছে। ৫৭

অগ্নিহোত্রসমাধান সংপাত্র অগ্নিহিত দ্বিজগণকে যে দান করা হয়, তাহা অক্ষয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৮ রাজন্! যাহারা বেদবিৎ অথচ দরিদ্র, তুমি তাহাদের ভরণপোষণ কর। সমৃদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা কর। ৫৯ দরিদ্র ধনহীন ব্রাহ্মণগণকে দানের দ্বারা অর্চনা কর। রোগীরই ঔষধের প্রয়োজন হয়,

শ্রোত্রিয়াণাং দরিদ্রাণাং ভরণং কুরু পার্থিব।
সমৃদ্ধানাং দ্বিজাতীনাং কুর্য্যাস্ত্বেষাং তু রক্ষণম্ ॥ ৫৯

দরিদ্রান্ বিত্তহীনাংশ্চ প্রদানৈঃ ত্বং বিশোধয়।
আত্মরক্ষৌষধৈঃ কার্য্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ৬০

পাপং প্রতিগৃহীতারং প্রদাতারমুপৈতি তৎ।
প্রতিগ্রহীতুর্যৎ পুণ্যং প্রদাতারমুপৈতি তৎ।
তস্মাদ্ দানং সদা কার্য্যং পাত্রে বিত্তমনিন্দতা ॥৬১

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতেষু সদা সূত্রাগ্নিবর্ত্তিষু।
প্রযত্নেন বিধাতব্যো মহাদানবরো বিধিঃ ॥ ৬২

যেষাং দ্বারাঃ প্রতীক্ষন্তে সহস্রাণ্যেব সত্তম।
কুক্ষিশেষস্য ভরণং তান্ বিদ্যাৎ পাণ্ডব ॥ ৬৩

আমন্ত্র্য তু দ্বিজাগ্র্যাণি ন কর্ত্তব্যানি ভারত।
কুলানি সুদরিদ্রাণি তেষামাশা হতা ভবেৎ ॥ ৬৪

মন্ত্রজ্ঞা যে নরশ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ।
মদ্যাজিনো দরিদ্রাংস্তান্ প্রযত্নেন পূজয়েৎ ॥ ৬৫

তেষাং তু পাবনার্থায় নিত্যমেব যুধিষ্ঠির।
উক্তে সন্ধ্যেঽধিতিষ্ঠামি তস্মন্নহনি তদ্ গৃহং যদা ॥ ৬৬

তস্মাদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞৈর্দীয়তাং নরৈঃ।
সন্ধ্যাকালে তু জপ্তব্যং সততং চাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৬৭

অন্যেষামপি বিপ্রাণাং কিমিদং হি বিধীয়তে
উক্তে সন্ধ্যেঽপ্যুপাসীত তস্মাদ্ বিপ্রো বিশুদ্ধয়ে ॥ ৬৮

দৈবে শ্রাদ্ধেঽপি বিপ্রঃ স নিমন্ত্রণ্যোঽনুকূলয়া।
ভুক্তবিচ্চ যঃ শ্রাদ্ধং দদত্যপ্রিবিবেচনম্ ॥ ৬৯

তারতম্যং মানবো বর্ষো বেদাঃ সাঙ্গাশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ ৭০

ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি কর্ম্মবিৎ।
মহান্ ভবেৎ পরীবাদো ব্রাহ্মণানাং পরীক্ষণে ॥ ৭১

যস্য প্রাণোদিতা নিন্দিতা পরীবাদাৎ ঘরো ভবেৎ।
কৃমির্ভবত্যভিভবাৎ কীটো ভবতি মৎসরাৎ ॥ ৭২

দুর্ভগা বা দুষ্কৃতা বা প্রাকৃতা বা সুসংকৃতাঃ।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৭৩

ক্ষত্রিয়া চৈব সর্পশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ মহাদ্যুতে।
নাবমন্তেত মেধাবী কৃশানপি কদাচন ॥ ৭৪

এতৎ ত্রয়ং হি পুরুষং নির্দহেদবমানিতম্।
তস্মাদেতা প্রযত্নেন নাবমন্তেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৭৫

নীরোগের ঔষধের কি প্রয়োজন? ৬০ প্রদাতার পাপ প্রতিগ্রহীতার নিকট গমন করে, প্রতিগ্রহীতার পুণ্য প্রদাতার নিকট যায়। সেইজন্য পরলোকে অভিলাষী ব্যক্তির সর্বদা দান করা কর্তব্য। ৬১ বেদবিদ্যার দ্বারা স্নাত যজ্ঞ-সূত্র ও অগ্নিধারণকারী ব্রাহ্মণগণে মহাদানরূপ বিধি প্রযত্নপূর্বক স্থাপন করা উচিত। ৬২ পাণ্ডুনন্দন! যাঁহাদের পত্নীগণ পতির ভোজনাবশিষ্ট সামান্য অন্নকে সহস্রগুণ লাভ বলিয়া প্রতীক্ষা করে, সেই সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর। ৬৩ ভরতবংশজাত! যুধিষ্ঠির! দরিদ্র কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য নহে। তাহাতে তাহাদের আশা বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬৪ নরশ্রেষ্ঠ! যাহারা মন্ত্রজ্ঞ, আমাতে সমর্পিতচিত্ত, আমার পরায়ণ, আমার পূজনে রত, আমাতে সকল বিষয় অর্পণ করিয়াছে, তাদৃশদিগকে যত্নের সহিত পূজা করিবে। ৬৫ যুধিষ্ঠির! আমার সেই সকল ভক্তকে পবিত্র করিবার জন্য আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপস্থিত থাকি। আমার এই ব্রত কখনও বিচ্যুত হয় না। ৬৬ সেইজন্য আমার পাপমুক্ত ভক্তগণের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে) জপ করা কর্তব্য। ৬৭

অন্যান্য ব্রাহ্মণগণেরও অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। এইজন্য ব্রাহ্মণ আত্মশুদ্ধির জন্য উভয় সন্ধ্যায় উপাসনা করিবে। ৬৮ এইভাবে উপাসনারত ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্বক দৈবকার্যে ও শ্রাদ্ধকার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। তাঁহার নিন্দা করিলে শ্রাদ্ধ কার্য সেইভাবে নষ্ট করিয়া থাকেন, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ৬৯ মহাভারত, মন্বাদিপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গসহিত চারি বেদ ও আয়ুর্বেদ এই চারিটি আজ্ঞাসিদ্ধ অর্থাৎ উপদেশমাত্রে সদা সমর্থ। শুষ্ক তর্কের দ্বারা এই গুলিকে নিরস্ত করা উচিত নহে। ৭০ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্যে ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিবে না। ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিলে কর্মকর্তার অতিশয় নিন্দা হয়। ৭১ ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়া কুকুর-যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণের উপর দোষারোপ করিলে কৃমি হয় এবং মাৎসর্য প্রকাশ করিলে কীট হয়। ৭২

যথা সর্বাবস্থাসু পাবকো দৈবতং মহৎ
তথা সর্বাবস্থাসু ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ ॥ ৭৬

ব্যঙ্গাঃ কাণাশ্চ কুব্জাশ্চ বামনাজাতয়শ্চ যে চ
সর্বে দৈবে নিযোক্তব্যা ব্যাদিষ্টা বেদপারগৈঃ ॥ ৭৭

মনুষ্যং নোৎপাদয়েৎ তেষাং ন চারিষ্টং সমাচরেৎ
মনুষ্যপ্রকরণা বিপ্রা ন বিপ্রাঃ পত্রপাণয়ঃ ॥ ৭৮

মনুষ্যা হন্তি যে শত্রূন্ বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্।
ব্রাহ্মণো হি মহৎ দৈবং জাতিমাত্রেণ তারয়তে ॥ ৭৯

ব্রাহ্মণাঃ সর্বকৃত্যানাং ধর্মকোশস্য গুপ্তয়ে।
কিং পুনর্যে চ কৌন্তেয় সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে ॥ ৮০

যস্যাস্যেন সদশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিং ভূতমধিকং ততঃ ॥ ৮১

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৮২

যদ্যেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে সর্বং বৈ তত্ত্বতে তদা
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে জীতরে জনাঃ
তস্মাৎ তে নাবমন্তব্যা মনুষ্যা হি দ্বিজাঃ সদা ॥ ৮৩

আরণ্যকোপনিষদি যে তু পঠন্তি যাং দ্বিজাঃ।
নিগূঢ়ং নিষ্কলাবস্থা তান্ প্রযত্নেন পূজয় ॥ ৮৪

স্বগৃহে বা প্রবাসে বা দিবারাত্রমথাপি বা
শ্রদ্ধয়া ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যা মন্ত্রজ্ঞা যে চ পাঠকাঃ ॥ ৮৫

নাস্তি বিপ্রসমং দৈবং ন স্তি বিপ্রসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিপ্রাৎ পরো বন্ধুর্নাস্তি বিপ্রাৎ পরো নিধিঃ ॥ ৮৬

নাস্তি বিপ্রাৎ পরং তীর্থং ন পুণ্যং ব্রাহ্মণাৎ পরম্।
ন পবিত্রং পরং বিপ্রাদ্ দ্বিজাৎ পাবনং পরম্।
নাস্তি বিপ্রাৎ পরো ধর্মো নাস্তি বিপ্রাৎ পরা গতিঃ ॥ ৮৭

পাপকর্মসমাক্ষিপ্তং পতন্তং নরকে নরম্।
ত্রায়তে পাত্রমপ্যেকং পাত্রভূতো হি তদ্ দ্বিজে ॥ ৮৮

বালাদ্বিজাগ্রতো যে চ শাস্ত্রাঃ শূদ্রাদ্বরজিতাঃ
ধারয়ন্তি মন্ত্রকাস্তেভ্যো দত্তমিহাক্ষয়ম্ ॥ ৮৯

প্রদানৈঃ পূজিতো বিপ্রো বন্দিতো বাপি সংকৃতঃ।
সন্তাষিতো বা দৃষ্টো বা মন্ত্রজ্ঞো দিবমুদ্বহেৎ ॥ ৯০

যে পঠন্তি নমস্যন্তি ধারয়ন্তি গুরুবাক্য মাম্
ন তান্ দৃষ্ট্বা চ পৃষ্ট্বা চ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯১

মন্ত্রজ্ঞা মন্ত্রতপ্রাণা মন্ত্রদীক্ষা মৎপরায়ণাঃ।
যৌনযোনিবিশুদ্ধা যে শ্রোত্রিয়াঃ সাধবেত্রিয়াঃ।
শুভাচারবিরতা বিদ্বাংস্তে পুনস্তীর্থদর্শনাৎ ॥ ৯২

ব্রাহ্মণগণ যদি দুরাচারযুক্ত বিদ্বান্ সদাচারপরায়ণ হয়, যদি সৎস্বভাবহীন বিদ্বান্ সকল সৎস্বভাবসম্পন্ন হয়, তথাপি তাঁহাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যেহেতু তাঁহারা জন্মাবধিই অগ্নির সমান। ৭৩ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি ব্রাহ্মণকে দুর্বল মনে করিয়া যেন অবজ্ঞা না করে। ৭৪ এই তিনটি অবস্থানিত হইলে অবস্থানকারী পুরুষকে হত করিয়া থাকে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্বতোভাবে এই তিনটির অবজ্ঞা পরিহার করা উচিত। ৭৫ সকল অবস্থায় অগ্নি যেমন শ্রেষ্ঠ দেবতা, তেমনই সকল অবস্থায় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ দেবতা। ৭৬ অঙ্গহীন, একচক্ষু, কুব্জ ও বামনপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বেদপারগত ব্রাহ্মণের সহিত দৈবকার্যে নিযুক্ত করিবে। ৭৭

সেই ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ উৎপাদন করিবে না। তাঁহাদের প্রতি অনিষ্ট আচরণ করিবে না। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধই প্রলয়-কারী অগ্নি। তাঁহারা পত্রপাণি হন না। ৭৮ ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা অসুরগণকে নিহত করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ ক্রোধের দ্বারা শত্রুকে নিহত করেন, ব্রাহ্মণ-জাতিমাত্রই মহৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৯ তৃতীয়তঃ। সকল প্রাণীর ধর্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষায় ব্রাহ্মণমাত্রই সমর্থ। যাঁহারা প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করেন। তাঁহাদের কথা কি আর বলিব? ৮০ যে ব্রাহ্মণের মুখের দ্বারা স্বর্গবাসী দেবগণ হব্য (ঘৃতাদি ও পিতৃগণ কব্য (পিণ্ডাদি) ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন্ প্রাণী আছে? ৮১ ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই ধর্মের সনাতন মূর্তি। ব্রাহ্মণ ধর্মের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে এবং সে ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হয়। ৮২

ব্রাহ্মণ যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করে, যজ্ঞীয় বস্ত্র পরিধান করে, যজ্ঞীয় বস্তুই দান করে। ব্রাহ্মণের অনুগ্রহেই অন্যান্য মানুষ সকলে ভোগ করিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণগণকে অপমানিত বা অবজ্ঞাত করা উচিত নয়। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্বদা আমার ভক্ত হইয়া থাকে। ৮৩ যে সকল ব্রাহ্মণ বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আমার

স্বয়ং দীক্ষা বিশেষেণ দানং তেষাং সুরেষ্বপি।
নিবাপহেতুর্ভবতি তদ্ দানং কোটিসম্মিতম্ ॥ ৯৩
জাগ্রতঃ স্বপতো বাপি প্রবাসেষু সুরেষ্বপি
হৃদয়ে ন প্রণশ্যন্তি যস্য বিপ্রস্য ভাবতঃ ॥ ৯৪
স পূজিতো বা দৃষ্টো বা স্পৃষ্টো বাপি দ্বিজোত্তমঃ।
সন্তারিতো বা রাজেন্দ্র পুনাত্যেষাং নরং সদা ॥ ৯৫

এবং সর্বাবস্থাসু সর্বাদানানি পাণ্ডব
মহদ্ভেভ্যঃ প্রদত্তানি স্বর্গদানি প্রদানি বৈ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

নিগূঢ় নিষ্কল স্বরূপের দর্শন করিয়া থাকেন, তুমি যত্নের সহিত তাঁহাদের পূজা করিবে। ৮৪ পাণ্ডুনন্দন! যত্নপূর্বক প্রবাসে স্থিরে কিংবা ঘাত্রিতে আমার ভক্ত ব্রাহ্মণের অন্যান্য সহিত সদা পূজা করা উচিত ৮৫ ব্রাহ্মণের তুল্য দেবতা নাই। ব্রাহ্মণের তুল্য গুরু নাই, ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু নাই, ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ নিধি নাই ৮৬ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই, ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য নাই। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র ও পবিত্রতাকারী কেহ নাই। ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, ব্রাহ্মণ হইতে উত্তম গতি নাই। ৮৭

পাপ কর্মের দ্বারা তাড়িত হইয়া যে ব্যক্তি নরকে পতিত হইতেছে, সে যদি সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহা হইলে ঐ সৎপাত্র ব্রাহ্মণ তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই যাঁহারা অগ্নিহোত্র করিয়া থাকেন, যাঁহারা শান্ত, সূত্রায়- রক্ষিত, আমার ভক্ত ও আমার অর্চনা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। ৮৮-৮৯ আমার ভক্ত ব্রাহ্মণ দানের দ্বারা পূজিত হইলে অধিক সম্ভুষ্ট সম্মানিত হইয়া দুই হইলে মনুষ্যকে স্বর্গলোকে উন্নীত করিয়া থাকেন ৯০ যাহারা আমার নীলাকথা প্রণয়ন পাঠ করে, আমাকে প্রণাম করে, আমার ধ্যান করে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ও স্পর্শ করিয়া মনুষ্য সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৯১ যাঁহারা আমার ভক্ত, আমাতে সমর্পিত প্রাণ, আমার লীলাগান পরায়ণ, আমার শরণাগত। যাঁহাদের মাতৃপিতৃ গোত্রসূত্র, যাঁহারা বেদবিৎ, সংযমী ও সূত্রায় ধর্মনিষ্ঠাবান, তাঁহারা দর্শনের দ্বারা সকলকে পবিত্র করেন। ৯২

যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদ যজ্ঞ লইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণের গৃহে গমন পূর্বক বিশেষভাবে দান করে, তাহার ঐ ভক্তির সহিত দান কোটিগুণ ফলপ্রদ বলিয়া ঘোষিত হয়। জাগরিত, কিংবা নিদ্রিত, প্রবাসে গত অথবা গৃহস্থিত যে বিপ্রের হৃদয়ে ভক্তিভাবের অন্ত আমি অবর্তমান থাকি না, সেই বিপ্রোত্তম যদি পূজিত দৃষ্ট স্পৃষ্ট কিংবা সম্মানিত হন, নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহা হইলে তিনি মনুষ্যকে সর্বদা পবিত্র করিয়া থাকেন। ৯৩-৯৫ পাণ্ডুনন্দন! এইভাবে সকল অবস্থায় আমার ভক্তকে প্রদত্ত সকল প্রকার দান স্বর্গসাধনের সুযোগ করিয়া দেয়। ৯৬

শ্রীমদ্ভগবান বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

(বীজ-যোন্যোঃ শুদ্ধিকথনম্, গায়ত্রীজপস্য ব্রাহ্মণানাঞ্চ মহিমবর্ণনম্, ব্রাহ্মণানাং ত্রিবিধত্বস্য তদ্বিষয়ক-ফলনিরূপণঞ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্রমৈবং সাত্ত্বিকং দানং রাজসং তামসং তথা।
পৃথক্ পৃথক্ফলেনৈব গতিং ফলং চাপি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১

অধিকৃত্য প্রহৃষ্টাত্মা পুণ্যং ধর্ম্যামৃতং পুনঃ।
যুধিষ্ঠিরো ধর্মরতঃ কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥ ২

বীজযোনিবিশুদ্ধানাং লক্ষণানি বদস্ব মে।
বীজদোষেণ লোকেশ জায়ন্তে চ কথং নরাঃ ॥ ৩

আচারদোষং দেবেশ যজ্ঞদুষ্টফলোদয়ম্।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ গুণ-দোষৌ চ কেশব ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্ যথাতত্ত্বং বীজযোনিং শুভাশুভম্।
যেন তিষ্ঠতি লোকোঽয়ং বিনশ্যতি চ পাণ্ডব ॥ ৫

অধিগ্রহ্যতরক্ষার্থং যস্য বিপ্রো যথাবিধি
স বীজং নাম বিজ্ঞেয়ঃ তস্যাঃ বীজং শুভং ভবেৎ ॥ ৬

কন্যা চাক্ষতযোনিঃ স্যাৎ কুলীনা পিতৃমাতৃতঃ
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পরিণীতা যথাবিধি ॥ ৭

সা প্রশস্তা বরারোহা তস্যাঃ যোনিঃ প্রশস্যতে
মনসা কর্মণা বাচা যা গচ্ছেৎ পরপুরুষম্ ॥ ৮

যোনিস্তস্যা নরশ্রেষ্ঠ গর্ভাধানং ন চার্হতি ॥

দেবে পিত্র্যে তথা দানে ভোজনে সহভাবণে
শয়নে সহ সম্বন্ধে ন যোগ্যা দুষ্টযোনিজাঃ ॥ ৯

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ তথোক্তৌ ভৃগু-গোলকৌ।
আরূঢ়পতিতাজ্ঞাতঃ পতিতস্যাপি যঃ সুতঃ
মন্যেতে বিপ্রচাণ্ডালা নিকৃষ্টাঃ শবচাপলি ॥ ১০

যো যত্র তত্র বা ক্ষেত্রঃ সিক্ত্বা মূত্রাদু বা চরেৎ।
কামচারী স পাপাত্মা বীজং তস্যাশুভং ভবেৎ ॥ ১১

অশুদ্ধা তদ্ ভবেদ্ বীজং শুদ্ধা যোনির্ন চার্হতি
দুষয়ত্যপি তাং যোনিং শুদ্ধা লোঢ়ং হবির্যথা ॥ ১২

চতুর্থ অধ্যায়

[বীজ ও যোনির শুদ্ধি কথন, গায়ত্রী জপ এবং ব্রাহ্মণগণের মহিমাবর্ণন, ব্রাহ্মণগণের ত্রিবিধত্বের তদ্বিষয়ক ফল নিরূপণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইভাবে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস দানের এবং তাহার পৃথক্ পৃথক্ গতির ও ফলের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অত্যন্ত হইয়া ঐ পুণ্য ধর্মামৃত শ্রবণ করিবার জন্য পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন। ১-২

জগদীশ্বর! বীজ ও যোনি (বীর্য্য ও রজ) যাহাদের বিশুদ্ধ, তাহাদের লক্ষণ বল। বীজদোষ থাকিলে কিভাবে মনুষ্য উৎপন্ন হয়? হে দেবেশ! শ্রীকৃষ্ণ! ব্রাহ্মণগণের আচারদোষ, তাহাদের গুণ ও দোষ বিশেষভাবে সম্পূর্ণ বর্ণন কর। ৩-৪ শ্রীভগবান্ বলিলেন—রাজন্! বীজ ও যোনির শুদ্ধি অশুদ্ধির কথা যথাযথভাবে শ্রবণ কর। পাণ্ডুনন্দন! বীজ ও যোনির শুদ্ধির জন্য সংসার সুস্থিত হয় এবং অশুদ্ধির জন্য বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যকে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তাহাকে বীজ বলিয়া জানিবে। তাহার বীজ শুদ্ধ হয়। ৫-৬

শিক্ষা ও মাতার সম্বন্ধানুসারে সংস্কৃতসম্পন্ন অক্ষত যোনি, ব্রাহ্ম আদি উদ্বহ বিবাহের বিধি-বিধানে বিবাহিত কন্যা উত্তম স্ত্রী রূপে প্রশস্ত। তাহাকে প্রশস্তযোনি বলা হয়। নরশ্রেষ্ঠ! যে স্ত্রী মন, কর্ম বা বাক্যের দ্বারা পর পুরুষের সমাগম করে, তাহার যোনি গর্ভাধানযোগ্য হইতে পারে না। দুষ্টযোনি হইতে উৎপন্ন বহুত যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, দান, ভোজন, সম্ভাষণ, শয়ন ও সম্বন্ধ স্থাপনে যোগ্য হয় না। ৭-৯ কানীন (অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত) সহোঢ় (বিবাহ সময়ে গর্ভবতী কন্যা হইতে উৎপন্ন), ভৃগু (পতির বীর্যিতাবস্থায় পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন) ও গোলক (পরপুরুষ দ্বারা বিধবার গর্ভোৎপন্ন) সন্তানের বীর্য্যে উৎপন্ন, পতিত ব্যক্তির বীর্য্যে উৎপন্ন—এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ। ইহারা চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট। ১০ যে ব্রাহ্মণ যেখানে সেখানে যে কোনও স্ত্রীর সহিত অথবা মূত্রত্যাগ স্ত্রীর সহিত সহবাস করে, সেই পাপী স্বেচ্ছাচারী। তাহার বীজ অশুভ হয়। ১১

অশুদ্ধা তদ্ ভবেদ্ বীজং শুদ্ধা যোনির্ন চার্হতি
দুষয়ত্যপি তাং যোনিং শুদ্ধা লোঢ়ং হবির্যথা ॥ ১২

আত্মা হি গুরুমূর্দ্ধিষ্টং দৈবতং পরমং মহৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নিরুন্ধ্যাচ্ছুক্রমাত্মনঃ ॥ ১৩
আয়ুস্তেজো বলং বীর্যং প্রজা শ্রীশ্চ মহদ্ যশঃ
পুণ্যঞ্চ সংপ্রিয়ঞ্চৈব লভতে ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥ ১৪
অধিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যৈর্গৃহস্থাশ্রমমাশ্রিতৈঃ
পঞ্চযজ্ঞপরৈর্নিত্যং স্থাপ্যতে পৃথিবীতলে ॥
সায়ং প্রাতশ্চ যে সন্ধ্যাং সমাগ্নিরুপাসতে
নাথং বেদময়ীং কৃত্বা তরন্তি তারয়ন্তি চ ॥ ১৬
যো জপেৎ পাবনীং দেবীং সাবিত্রীং বেদমাতরম্
ন সীদেৎ প্রতিগৃহ্নানঃ পৃথিবীঞ্চ সসাগরাম্ ॥ ১৭
যে চাসা দুঃস্থিতাঃ কেচিদ্ ব্রহ্মাঃ সূর্য্যোদয়ে দিবি
যে চাস্ত সৌম্যা ভাষন্তে শিবাঃ শুভকরাস্তথা ॥ ১৮
যত্র যত্র দ্বিজাস্তৈস্ত ব্রাহ্মণাঃ নিশিতাশনাঃ
ঘোররূপা মহাকায়া বর্ধন্তি ন তং বিদুঃ ॥ ১৯
পুনন্তীহ পৃথিব্যাঞ্চ চীর্ণবেদব্রতা নরাঃ
চতুর্ণামপি বেদানাং সা হি রাজন্ গরীয়সী ॥ ২০
অচীর্ণব্রতবেদা যে বিকর্মফলদায়িনঃ।
ব্রাহ্মণা নামমাত্রেণ তেঽপি পূজ্যা যুধিষ্ঠির ॥
কিং পুনর্যস্তু সন্ধ্যে যে নিত্যমেবোপতিষ্ঠতে ॥ ২১
শীলমাচারমার্যাণাং শৌচং দার্ঢ্যমার্জবম্।
তস্মাদ্ বেদাদ্ বিশিষ্টানি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২২
কৃষ্ণুর্বঃ ইতি ব্রহ্ম যো বেদনিরতো দ্বিজঃ।
অধ্যাপনরতো দান্তঃ স বিদ্বান্ স চ ভূসুরঃ ॥ ২৩
সন্ধ্যামুপাসতে যে বৈ নিত্যমেব দ্বিজোত্তমাঃ।
তে যান্তি নরশার্দূল ব্রহ্মলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ
নাযন্ত্রিতশ্চতুর্বেদী সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী ॥ ২৫
সাবিত্র্যা চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া তোলয়ন্ পুরা
সদেবর্ষিগণাশ্চৈব সর্বে ব্রহ্মপুরঃসরাঃ
চতুর্ণামপি বেদানাং সা হি রাজন্ গরীয়সী ॥ ২৬

ঐ অশুদ্ধ বীজ শুদ্ধ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য হয় না দুষ্ট লোক যেমন করিলে হবি (যজ্ঞীয় ঘৃত) যেমন দূষিত হয়, সেইরূপ ঐ বীজের দ্বারা শুদ্ধ যোনি দূষিত হয়।১১ শুক্র বা বীর্যকে আত্মা বলা হইয়াছে। তাহা পরম মহান্ দৈবত। সেইজন্য সকল প্রকার প্রযত্নে বীর্য রক্ষা করিবে।১৩ মানব ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা আয়ু, তেজ, বল, বীর্য, প্রজা, লক্ষ্মী, অধিক যশ, পুণ্য ও আত্মার প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৪ যাহারা গৃহস্থাশ্রমে আসিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্বক পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকে, তাহারা পৃথিবীতে ধর্মের স্থাপনা করিতে পারে।১৫ যাহারা প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহারা বেদময়ী নৌকার সাহায্যে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয় এবং অন্যকেও তারিত করে।১৬ যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর জপ করে, সে সমাগরা পৃথিবীর প্রতিগ্রহ করিলেও প্রতিগ্রহদোষে অবসন্ন হয় না।১৭ সূর্য্য আদি গ্রহগণ যদি তাহার অশুভ স্থানস্থিত থাকে, তাহা হইলেও তাহারা গায়ত্রী-জপপ্রভাবে শান্ত ও কল্যাণকারী হইয়া থাকে।১৮ যে কোনও স্থানে দ্বিজ নিত্য যাবদ্ভোজী ভয়ঙ্কর বিশালকায় নিশাচরগণ গায়ত্রীজপকারী ব্রাহ্মণকে কখনও নিগৃহীত করে না।১৯ বেদবিহিত ব্রতাচরণপরত মনুষ্য পৃথিবীতে অন্যকেও পবিত্র করে। রাজন্! চারিবেদের মধ্যে গায়ত্রী অতিশয় উত্তম।২০ যুধিষ্ঠির! যাহারা বেদবিহিত ব্রতাচরণ করে না, নিকৃষ্ট ফলপ্রদ কর্মের আচরণ করে, যাহারা নামমাত্রেই ব্রাহ্মণ, তাহারাও পূজ্য। যিনি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় সন্ধ্যোপাসনা করেন, তিনি যে পূজ্য, এবিষয়ে বলিবার কি আছে?।২১

প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন স্বভাব, আচার্য্য, দান, শৌচ, দৃঢ়তা ও সরলতা এই গুণগুলি ব্রাহ্মণের নিকট বেদ হইতেও গুরুতর।২২ যে ব্রাহ্মণ 'কৃণুধ্বং বিশ্বমার্যম্' এই ব্যাহৃতিত্রয়ের সহিত গায়ত্রীজপ করে, যে প্রতিদিন বেদপাঠে নিরত থাকে, যে অধ্যাপনাতেই আসক্ত থাকে, সে-ই দ্বিজোত্তম, সে-ই বিদ্বান্, তাহাকে ভূসুর দেবতা বলা হয়।২৩ নরশ্রেষ্ঠ! যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।২৪ গায়ত্রী মাত্র অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ যদি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহা হইলে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। যে চারিবেদ-বিশারদ অথচ সকলের অন্ন গ্রহণ করে, সকল দ্রব্য বিক্রয় করে ও সংযত জীবন যাপন করে না, সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় না। রাজন্! পুরাকালে ব্রহ্মা দেবতা ও ঋষিগণ গায়ত্রী মন্ত্র ও চারিবেদকে তুলাদণ্ডের দ্বারা তুলনা করিয়া ছিলেন, তাহাতে চারিবেদ হইতে গায়ত্রীর গুরুত্ব প্রমাণিত

যথা বিকসিতে পুষ্পে মধু গৃহ্ণন্তি ষট্পদাঃ।
এবং গৃহীতা সাবিত্রী সর্ববেদে চ পাণ্ডব ॥ ২৭
তস্মাৎ ত্বং সর্ববেদানাং সাবিত্রীং প্রাপ্য উদ্বহেৎ
নির্জীবা হীতরে বেদা বিনা সাবিত্র্যা নৃপ ॥ ২৮
সাবিত্র্যিহীনশ্চতুর্বেদী শীলভ্রষ্টঃ স দুষ্কৃতঃ
শীলবৃত্তসমাযুক্তঃ সাবিত্রীপাঠকো বরঃ ॥ ২৯
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং শতাবরাম্
সাবিত্রীং জপ কৌন্তেয় সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ

ত্রৈলোক্যনাথ হে কৃষ্ণ সর্বভূতাত্মকো ভবান্
নানাযোগপর শ্রেষ্ঠ ভূভুবঃ কেন কথ্যসে ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

যদি ভারসহস্রং তু গুগ্গুলাদি প্রযুঞ্জতে
করোতি ভেষজাদ্ধূপহারঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৩২
স্তৌতি যঃ স্তুতিভির্নিত্যং অগ্নিহোত্রসমন্বিতঃ সদা।
ন তোষয়তি চেদ্ বিপ্রান্ নাহং তুষ্যামি ভারত ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণে পূজিতে নিত্যং পূজিতোঽহমি ন সংশয়ঃ।
আক্রুষ্টে চাহমাক্রুষ্টো ভবামি ভরতর্ষভ ॥ ৩৪
পরা মহি শক্তিস্তেষাং পুরুহূত ইতি হি যে
বসন্তং ব্রাহ্মরূপেণ বসামি বসুধাতলে ॥ ৩৫
যস্তান্ পূজয়তি প্রাজ্ঞো মদ্গতেনান্তরাত্মনা
তস্যহং যেন রূপেণ পশ্যামি নরপুঙ্গব ॥ ৩৬
কুব্জাঃ কাণা বামনাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতাস্তথা
মদ্রূপাস্তা দ্বিজাঃ প্রাজ্ঞৈর্মম রূপা হি তে দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
যে কেচিৎ সাগরান্তায়াং পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ
মম রূপং হি তেষ্বেবমচিন্ত্যেষ্বচিন্ত্যোঽহমতো যদ্ ॥ ৩৮
বহবস্তু ন জানন্তি নরা জ্ঞানবিদূষকাঃ
যদহং দ্বিজরূপেণ বসামি বসুধাতলে ॥ ৩৯
আক্রোশ-পরিবাদাভ্যাং যে দ্বন্দ্বন্তে দ্বিজাতিষু।
তান্ মৃতান্ যমলোকস্থান্ নিপাত্য পৃথিবীতলে ॥ ৪০
আক্রম্যোরসি পাদেন ক্রুরঃ সংরক্তলোচনঃ
অগ্নিবর্ণৈস্তু সংদংশৈর্যমো জিহ্বাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪১
যে চ বিপ্রান্ নিরীক্ষন্তে পাপাঃ পাপেন চক্ষুষা।
অব্রহ্মণ্যাঃ ব্রহ্মবেষাত্মা নিত্যং ব্রহ্মদ্বিষো নরাঃ ॥ ৪২

হইয়াছিল। ২৪-২৬ পাণ্ডুনন্দন! ভ্রমর যেমন বিকসিত পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সকল বেদ হইতে গায়ত্রী গৃহীত হইয়াছে। ২৭ সেইজন্য গায়ত্রী সকল বেদের প্রাণস্বরূপ কথিত হইয়াছে। রাজন্! গায়ত্রীরহিত বেদসকল জীবনহীন হয়। ২৮ চতুর্বেদাধ্যায়ী যদি শীলভ্রষ্ট ও অসংযত হয়, তাহা হইলে সে দুষ্কৃত বা নিন্দিত হয়। যে শীল ও আচারসম্পন্ন হইয়া কেবল গায়ত্রী পাঠ করে, সে শ্রেষ্ঠ বর হয়। ২৯ কুন্তীনন্দন! প্রতিদিন এক হাজার গায়ত্রী জপকে উত্তম, শত গায়ত্রী জপকে মধ্যম, তদপেক্ষা অল্প গায়ত্রী জপকে অধম বলা হয়। গায়ত্রী সর্ব পাপ নাশ করে, এইজন্য তুমি গায়ত্রী জপ করিবে। ৩০

যুধিষ্ঠির বলিলেন—কৃষ্ণ! ত্রিভুবননাথ! তুমি সকল প্রাণীর আত্মা, তুমি শ্রেষ্ঠ ও সকল যোগের লক্ষ্য। তুমি কোন্ কর্মের দ্বারা ভূষ্ট হইয়া থাক, তাহা আমাকে বল। ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির! যদি কেহ এক হাজার ভারপরিমিত গুগ্গুলাদি সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা ধূপদান করে, সর্বদা নমস্কার করে, এবং স্তুতি ও যজুর্বেদের মন্ত্রের দ্বারা সর্বদা আমার স্তুতি করে, তাহা হইলেও আমি সন্তুষ্ট হই না, সে যদি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট না করে। ৩২-৩৩ ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রতিদিন ব্রাহ্মণ পূজিত হইলে আমি পূজিত হইয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণকে আক্রোশ করিলে আমাকে আক্রোশ করা হয়। ৩৪ যাহারা ব্রাহ্মণকে পূজা করে, তাহাদের আমাতে পরম শক্তি হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরূপে আমি নিবাস করি। ৩৫ নরশ্রেষ্ঠ! যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমাতে চিত্তসমর্পণপূর্বক ব্রাহ্মণগণের পূজা করে, তাহাকে আমি আমার স্বরূপ বলিয়া দেখিয়া থাকি। ৩৬ ব্রাহ্মণ যদি কুব্জ, একচক্ষু, খর্বাকৃতি, দরিদ্র ও ব্যাধিপীড়িতও হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা প্রাজ্ঞব্যক্তির কর্তব্য নয়। যেহেতু ঐ ব্রাহ্মণগণ আমারই স্বরূপ। ৩৭ এই সসাগরা পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার স্বরূপ। তাঁহাদের অর্চনা করিলে আমার অর্চনা হইয়া যায়। ৩৮ অনেক অজ্ঞানী ব্যক্তি জানে না যে, আমিই ব্রাহ্মণরূপে এই পৃথিবীতে নিবাস করি। ৩৯ যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ ও নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহারা মৃত হইয়া যমলোকে গমন করিলে নিষ্ঠুর রক্তচক্ষু যমরাজ তাহাদিগকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাহাদের বুকের উপর পদাঘাত করিয়া অগ্নিতুল্য সন্দংশের (সাঁড়াশীর) দ্বারা তাহাদের জিহ্বাকে উৎপাটিত করে। ৪০-৪১

তেষাং যেষাং মহাকায়া বজ্রতুণ্ডা মহাবলাঃ
ঔদরন্তি মুহূর্তেন খগাশ্চক্ষুর্ঘরাজ্বরা । ৪৩
যঃ প্রহারং দ্বিজেন্দ্রায় দদ্যাৎ কুর্যাচ্চ শোণিতম্ ।
অন্বিতঞ্চ যঃ কুর্যাৎ প্রাণৈর্যো দ্বিজযোজয়েৎ ।
সোঽনুপূর্ব্যেণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ । ৪৫
মূলমারোপ্যতে পক্ষাজ্জ্বলনে পরিপচ্যতে ।
মহদ্বর্ষসহস্রাণি পচ্যমানস্তদাকৃশিরাঃ
নাবমুচ্যেত দুর্মেধা ন তস্য ক্ষীয়তে গতিঃ । ৪৬
ব্রাহ্মণান্ বা বিচার্য্যৈষ ন ব্রূয়ন্ বৈ কথঞ্চন ।
শতবর্ষসহস্রাণি তামিস্রে পরিপচ্যতে । ৪৭

ওষধ্যাস্তাবৎফলং ক্রূরায় তস্যাং গতিশতৈরপি
ন ব্রূয়াৎ পরুষং বাণীং ন চৈবৈনামতিক্রমেৎ । ৪৭
যে দ্বিজান্ ক্রূরয়া বাচা দুষয়ন্তি নরোত্তমাঃ ।
অতিচ্ছন্ন ইবাস্তেষ বৈতরণ্যামি ন সংশয়ঃ । ৪৮
ভর্ৎসয়ন্তি চ যে বিপ্রান্ ক্রোশয়ন্তি চ ভারত
আক্রুষ্টস্তিষ্ঠতি তদা তেষাং বৈতরণ্যামি ন সংশয়ঃ । ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্ব্বণি
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ৪৪

যে সকল পাপাত্মা পাপদৃষ্টির দ্বারা ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, যাহারা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বেদবহির্ভূত, ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তাহারা যখন যমলোকে গমন করে, তখন যমের আদেশে মহাকায় অতিশয় বলশালী ভয়ঙ্কর বজ্রতুণ্ড (বাজ পক্ষী) বিশাল পক্ষিগণ মুহূর্তের মধ্যে ঐ সকল পাপীর চক্ষু উৎপাটিত করিয়া খায়। ৪২-৪৩ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রহার করে, ব্রাহ্মণের দেহে রক্তপাত করে, অস্ত্র (হাড়) ভাঙ্গিয়া ফেলে, কিংবা প্রাণশূন্য করে, সে ক্রমশঃ একবিংশতি প্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে। ৪৪ নরকে তাহাকে প্রথমে মূলে চড়ান হয়, পরে ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাহাকে দগ্ধ করা হয়। ঐ অবস্থায় বহু বর্ষ সহস্র সে দগ্ধ হইতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত পাপফল শেষ না হয়, ততদিন ঐ দুষ্টাত্মা অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। ৪৫ অপমান করিবার ইচ্ছায় যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি গমন বা আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে এক লক্ষবর্ষ যাবৎ তামিস্র নরকে পচিতে থাকে। ৪৬ এইজন্য ব্রাহ্মণকে কখনও অমঙ্গলসূচক বচন বলিবে না। রুক্ষ ব্যবহার করিবে না। কর্কশ বাক্য বলিবে না এবং তাহাকে অতিক্রম করিবে না। ৪৭ যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব মুনি যাগে ব্রাহ্মণের পূজা করে, তাহাদের ঐ কার্য্যের দ্বারা আমি অচিত ও স্তুত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৮ অন্তকুলভাবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে রূঢ় কথা বলে, ভিরস্কার করে, আমি তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সিদ্ধগুরুর দীক্ষার নাম নিরাধারা বা জ্ঞানবতী দীক্ষা। তাঁহাদের দীক্ষায় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় না তিনি স্পর্শ, দৃষ্টি বা মনের দ্বারা শিষ্য-শরীরে শক্তি সঞ্চার করেন; তাহাতে তাহার মস্তকচ্ছেদ হয়। সিদ্ধযোগপ্রাপ্ত শিষ্যকে পুরশ্চরণাদি করিতে হয় না কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া তাহার পূর্বকর্ম অনুসারে পিপীলিকাগতিতে, মর্কট অথবা পক্ষীগতিতে সহস্রদল-কমলে গমন করত পরম শিবের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া যান, সাধক কৃতার্থ হন, তাঁহার [redacted] নিবৃত্ত হয়।

সত্যপ্রতিষ্ঠা বা চিত্তশুদ্ধির পর নাম গ্রহণ [redacted] হয়—এরূপ কোন বিধি নাই। অতি পাতকী মহাপাতকীরা [redacted] করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়—সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। নাম ভিন্ন এই দারুণ যুগে কে পবিত্র করবে? কার বলে চিত্ত শুদ্ধি হবে? হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম কর, নিশ্চয়ই তুমি মার কৃপা লাভ করবে। প্রথমে সাধুসঙ্গ কর—তোমার নামে রুচি হবে, তারপর সহজ নাম করবার চেষ্টা কর। প্রথমে তা পারবে না—ভুল হয়ে যাবে তা হো'ক পুনরায় সাধুসঙ্গ ক'রে উৎসাহ বাড়িয়ে নিয়ে নাম করবে, দুর্গা দুর্গা করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নাম নিরমিত করতে পারবে। অশুদ্ধ-চিত্তে নাম ভুল হয় বলে উৎসাহ হয়ো না, নামই তোমায় নাম করবার শক্তি দেবেন। নামই তোমার সব পাপক্ষয় করে দিয়ে, তোমায় নব-জীবন দান করবেন।

Regd. No. WB/NC-57

SRABAN
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—86
July.—August. 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

তুমি খুব নিরাশ হয়ে পড়েছ নয়? নিরাশ হয়ো না, শোনো আমার কথা শোনো—এখনও হয়! যে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করে সে শান্তিলাভ করে। হও পাপী তবু না তাপী থাক না কেন তোমার সহস্র অপরাধ, অথাপি 'আমি তোমার শরণাগত' ব'লে আশ্রয় গ্রহণ কর—অবশ্যই শ্রীভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হবে—হবেই। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ শোন শ্রীমুখের বাণী—'ন মে ভক্তাঃ প্রণশ্যতি—আমার ভক্ত নষ্ট হয় না।

ভক্ত হও, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

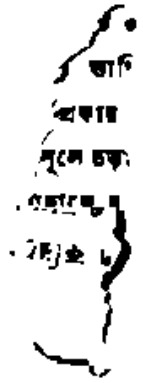

রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস: মহাবিলন ষষ্ঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

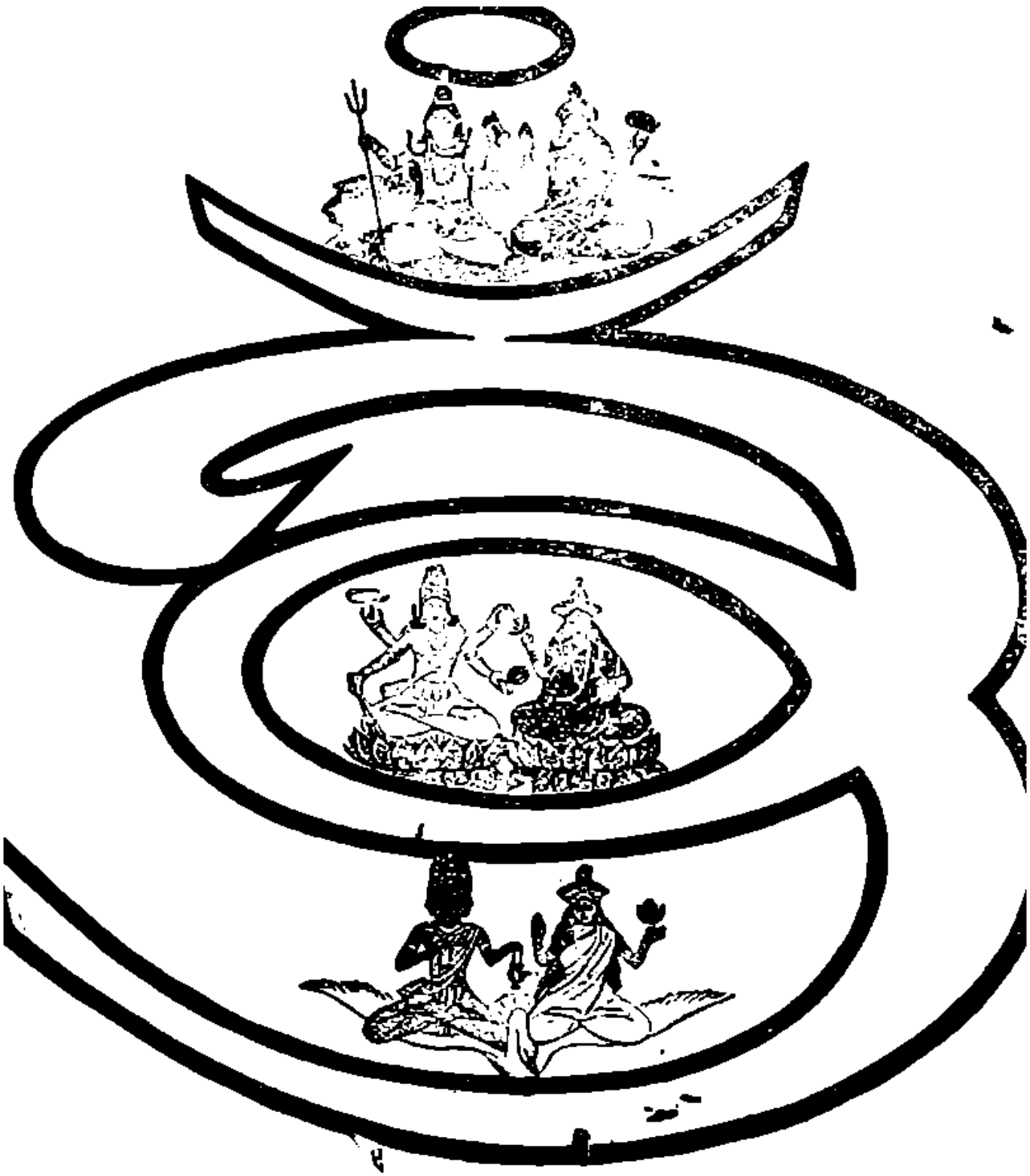

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

(১)

দেহাদি প্রপঞ্চ প্রতীতির সহিত যে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি তাহা জীবন্মুক্তি জীবন্মুক্তিতে অজ্ঞানের লেশ থাকে যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলেও সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু কম্পাদি থাকে অথবা যেমন মরুভূমি জানিলেও মৃগজল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বাধ-প্রপঞ্চের প্রতীতি হয় প্রপঞ্চ প্রতীতি-রহিত ব্রহ্মস্বরূপে যে স্থিতি, অথবা প্রারব্ধ কর্মনাশের পর স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর অবয়বরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত অজ্ঞানের চৈতন্য বিষয়ে যে-বিলয় তাহার নাম বিদেহমুক্তি। অর্থাৎ প্রপঞ্চ প্রতীতিসহ ব্রহ্মে অবস্থিতি জীবন্মুক্তি, আর প্রপঞ্চ রহিত ব্রহ্মে অবস্থিতি বিদেহমুক্তি, মোক্ষ একরূপ জীবন্মুক্তির সহিত বিদেহ মুক্তির অণুমাত্র প্রভেদ নাই। বাধ বাধুই থাকে প্রবাধিত হউক বা না হউক।

(২)

দেহাত্মবোধ যতদিন দূর না হয় ততদিন নিন্দা-সুখ্যাতিতে সমজ্ঞান এবং কাম-ক্রোধাদির বেগ ধারণ করা খুবই কঠিন। ইষ্ট-সাক্ষাৎ-কার ব্যতীত দেহাত্মবোধ দূর হইতে পারে না। মানুষ ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত সাধু পদ বাচ্য নহেন—যতদিন তিনি সগুণ সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ না হন। ইষ্টদর্শন ব্যতীত একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না ইষ্টদর্শনের পর আর পতনের আশঙ্কা থাকে না লোহা পরশমণি-স্পর্শে সুবর্ণে পরিণত হইলে তাহাকে যে স্থানেই রক্ষা করা হউক সে যেমন আর লোহা হয় না—তদ্রূপ একবার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইলে ভক্ত চিরদিনের জন্য অভয় লাভ করেন।

১৪শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৮২। [তৃতীয়সংখ্যা দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস-শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুখ্য-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ, বি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অবৈতনিক সম্পাদক)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্., এল্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহাবিদন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫৮-২৭০১)

সিটি অফিস :—৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা)

নিয়মাবলি

১ আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন: প:; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৪০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয় নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২ এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৪৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫ আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মহাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৫·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[যমলোকপথে প্রাপ্য-দুঃখস্য ততো মুক্তেরুপায়স্য চ বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবদেবেশ দৈত্যঘ্ন পরং কৌতূহলং হি মে
এতৎ কথয় সর্বজ্ঞ ত্বদ্ভক্তশ্চ কেশব।
মানুষস্য চ লোকস্য যমলোকস্য চান্তরম্ ॥ ১

ত্বগস্থিমাংসনির্মুক্তে পঞ্চভূতবিবর্জিতে।
কথয়স্ব মহাদেব সুখ-দুঃখমশেষতঃ ॥ ২

জীবস্য কর্মলোকেষু কর্মজিস্ত শুভাশুভৈঃ।
অনুবদ্ধস্য তৈঃ পাশৈর্নীয়মানস্য দারুণৈঃ ॥ ৩

যমদূতৈর্ভয়াবহৈর্ঘোরৈর্ঘোরপরাক্রমৈঃ
বদ্ধস্যাক্ষিপ্যমাণস্য বিকৃষ্যস্য বলাদ্ভৃশম্ ॥ ৪

পুণ্য-পাপকৃতভ্রষ্টে সুখ-দুঃখমশেষতঃ।
যমদূতৈর্ভয়াবহৈর্নীয়তে বা কথং পুনঃ ॥ ৫

কিং রূপং কিং প্রমাণং বা বর্ণঃ কো বাসা কেশব
জীবস্য গচ্ছতো নিত্যং যমলোকং বদস্ব মে ॥ ৬

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু রাজন্ যথাযুক্তং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি ভক্তস্য মম নরেশ্বর ॥ ৭

ষড়শীতি সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির
মানুষস্য চ লোকস্য যমলোকস্য চান্তরম্ ॥ ৮

ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা ন তটাকং সরোঽপি বা
ন বাপ্যো দীর্ঘিকা বাপি ন কূপো বা যুধিষ্ঠির ॥ ৯

ন মণ্ডপং সভা বাপি ন প্রপা ন নিকেতনম্।
ন পর্বতো নদী বাপি ন ভূমের্বিবরং ক্বচিৎ ॥ ১০

ন গ্রামো নাশ্রমো বাপি নোদ্যানং বা বনানি চ।
ন কিঙ্কিদাশ্রয়স্থানং পথি তস্মিন্ যুধিষ্ঠির ॥ ১১

অন্তোহি প্রাপ্তকালস্য বেদনার্তস্য বৈ ভৃশম্
ক্ষারৈস্তীক্ষ্ণতরৈশ্চস্য প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈঃ পুনঃ ॥ ১২

শরীরাচ্ছাল্যতে জীবো ভ্রবশো মাতরিশ্বনা।
নির্গতো বায়ুভূতস্তু ষট্ কোশাৎ তু কলেবরাৎ ॥ ১৩

পঞ্চম অধ্যায়।

(যমলোকপথে প্রাপ্য দুঃখের ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় বর্ণন)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—দৈত্যনাশন! দেবদেবেশ! আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তুমি সর্বজ্ঞ, আমি তোমার ভক্ত। এইজন্য তুমি আমাকে বল যে—এই মনুষ্যলোক ও যমলোকের মধ্যে দূরত্ব কত? দেবোত্তম! যমলোকে জীব যদি ত্বক্-অস্থি-মাংস-রহিত ও পাঞ্চভৌতিক শরীরবর্জিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সে সমস্ত সুখ-দুঃখ অনুভব করে কিরূপে? তাহা আমাকে বল। কর্মলোকে বা মনুষ্যলোকে জীব শুভ ও অশুভ কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর যমরাজের আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর মূর্তি ঘোর পরাক্রমশালী যমদূতগণ কঠিন পাশের দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া পলায়মান হইলে প্রহার করিতে করিতে যমলোকে লইয়া যায়। সেখানে পাপপুণ্যকারী সকলেই সর্বপ্রকার দুঃখ ও সুখ ভোগ করিয়া থাকে। মূর্তি যমদূতগণ মৃত ব্যক্তিদিগকে কিরূপে যমলোকে লইয়া যায়, তাহা বল। কেশব! যমলোকে গমনকারী জীবের ঐ নবীন শরীরের আকৃতি পরিমাণ ও বর্ণ কিরূপ হয়, তাহাও বল। ১-৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—নরাধিপ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা যথাযথভাবে শ্রবণ কর। রাজন্! তুমি আমার ভক্ত, এইজন্য আমি তোমাকে এইসকল কথা বলিতেছি। যুধিষ্ঠির! মনুষ্যলোক ও যমলোকের মধ্যে দূরত্ব হইল ছিয়াশী হাজার যোজন। যুধিষ্ঠির! মনুষ্যলোক হইতে যমলোকে যাইবার পথে বৃক্ষের ছায়া নাই, সরোবর, পুষ্করিণী, দীঘী ও কূপ নাই। ঐ পথে মণ্ডপ নাই, উপবেশন স্থান নাই, জলপান স্থান নাই, গৃহ নাই, পর্বত নাই, নদী নাই, গুহা নাই, গ্রাম, আশ্রম, উদ্যান, বন কিংবা কোনও বিশ্রাম স্থান নাই। যখন জীবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন সে অত্যন্ত বেদনায় আর্তনাদ করিতে থাকে, তখন তাহার শরীরের বাতপিত্তকফসমূহ শরীরকে ত্যাগ করিতে থাকে। প্রাণবায়ু কণ্ঠগত হয়। বায়ু দ্বারা বিবশ হইয়া জীব শরীর হইতে বাহির হইতে বাধ্য হয়। ষট্‌কৌশিক শরীর (অস্থি-মাংসকোষাদি ছয় প্রকার কোষবিশিষ্ট) হইতে নির্গত হইয়া বায়ুরূপধারী ঐ জীব একটি অমৃত শরীরে প্রবেশ করে। ঐ অমৃত শরীরের আকৃতি পরিমাণ ও বর্ণ পূর্ব শরীরের মতই হইয়া থাকে। ঐ অমৃত শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ঐ জীবকে কেহই দেখিতে পায় না। ৭-১৩

শরীরমস্তং তদ্রূপং তদ্বর্ণং তৎপ্রমাণতঃ।
অদৃশ্যস্তং তং প্রবিষ্টঞ্চ সোঽপ্যদৃষ্টোঽথ কেনচিৎ ॥ ১৪
সোঽতিক্রান্তো দেবযজ্ঞমার্গোঽসৌ যস্ত সঞ্চরেৎ
ছেদনাদ্ ভেদনাদ্ দাহাৎ তাড়নাদ্ বা ন নশ্যতি ॥ ১৫
নানাস্ত্রপরশ্বধৈর্ঘোরৈঃ প্রচণ্ডৈশ্চণ্ডসাধনৈঃ।
নীয়মানো দুরাবৈর্যমদূতৈর্যমাজ্ঞয়া ॥ ১৬
পূত্রদারনরৈঃ পাশৈঃ সান্নিরুদ্ধোঽবশো বলাৎ।
স্বকর্মভিস্তানুগতঃ ক্রূরৈঃ সুক্রূরদুষ্কৃতৈঃ ॥ ১৭
আক্রন্দমানঃ করুণং বন্ধুভির্দুঃখপীড়িতৈঃ
তাক্ত্বা বন্ধুজনং সর্বং নিঘৃণৈরুচ্যতে গম্যতে ॥ ১৮
মাতৃভিঃ পিতৃভিশ্চৈব ভ্রাতৃভির্নাতৃভিস্তথা।
দারৈঃ পুত্রৈর্বয়স্যৈশ্চ রুদদ্ভিস্ত্যজ্যতে পুনঃ ॥ ১৯
অদৃশ্যমানস্তৈর্দীনৈরশ্রুপূর্ণমুখেক্ষণৈঃ
স্বশরীরং পরিত্যজ্য বায়ুভূতস্ত গচ্ছতি ॥ ২০

অন্ধকারমপারং তং মহাঘোরং ভয়োদ্বহম্।
দুঃখান্তং দুষ্প্রতারঞ্চ দুর্গমং পাপকর্মণাম্ ॥ ২১
দেবানুচৈরপহস্যাদ্যৈর্বৈবস্বতবশানুগৈঃ।
স্ত্রী-পুংনপুংসকৈশ্চাপি পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতৈঃ ॥ ২২
ব্যালৈর্মৃগৈর্বভির্বাপি বালৈর্মৃত্যুবশৈস্তথা চ।
জাতমাত্রৈশ্চ গর্ভৈশ্চ পন্থাঃ স মহাপথঃ ॥ ২৩
পূর্বাহ্ণে বা পরাহ্ণে বা সন্ধ্যাকালেঽথবা পুনঃ।
প্রদোষে বার্ধরাত্রে বা প্রত্যূষে বাপ্যুপস্থিতে ॥ ২৪
মৃত্যুদূতৈর্দুরাধর্ষৈঃ প্রচণ্ডৈশ্চণ্ডশাসনৈঃ।
আক্ষিপ্যমাণা ত্বরিতাঃ প্রয়ান্তি যমসাদনম্ ॥২৫
ক্বচিদ্ ভীতৈঃ ক্বচিত্ত্রস্তৈঃ প্রধাবদ্ভিঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ক্রন্দদ্ভির্বেদনার্তৈস্তু গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥ ২৬
নির্ভর্ৎসনাবাক্যকুটিলৈর্বিদূতৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ।
দুষ্যমানশরীরৈশ্চ গন্তব্যং তদ্ভিয়েন্তথা ॥ ২৭

যে দেহধারী জীবাত্মা যমলোকে গমন করে, তাহার শরীর আট-অঙ্গ বিশিষ্ট হয়। ঐ শরীর ছেদন, ভেদন, দাহ ও তাড়নের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। যমরাজের আজ্ঞায় নানা প্রকার বিকট অস্ত্র-বিশিষ্ট অত্যন্ত ক্রোধী ভীষণাকৃতি দুর্দম যমদূতগণ তাহাকে বল পূর্বক লইয়া যাইতে থাকে। পুত্র পত্নী প্রভৃতি বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ বিবশ জীবাত্মাকে যমপুরে লইয়া যাইবার সময় তাহার উপার্জিত স্বকর্মানুসারী সুকৃত ও দুষ্কৃত তাহার অনুগমন করে। ঐ সময় তাহার বিরহ-দুঃখ পীড়িত বন্ধুগণ করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে। কিন্তু সে কাহারও অপেক্ষা না করিয়া বন্ধু-জনকে পরিত্যাগ করত গমন করে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, পত্নী, পুত্র ও মিত্র রোদনরত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে থাকে। যমদূতগণের মুখ ও নেত্র অশ্রুর দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহারা ভয়ানক দশায় উপনীত হয়। তাহাদের সকলে নিজ শরীর পরিত্যাগ করিয়া জীব বায়ুরূপ ধারণ পূর্বক চলিয়া যায়। পাপ কর্মকারীদের গমন পথ সীমাহীন অন্ধকারময় অত্যন্ত ভয়ের দুঃখ-পরিপূর্ণ দুস্তর ও দুর্গম। যমরাজের আজ্ঞাকারী দিবস দেবতা, অসুর ও মনুষ্যাদি এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক যত জীব পৃথিবীতে বাস করে, তাহারা শ্রৌঢ়, যুবা, বালক, বৃদ্ধ এবং সদ্যোজাত বা গর্ভস্থ যতই না কেন, সকলকেই ঐ মহাপথে গমন করিতে হইবে। পূর্বাহ্ণে বা পরাহ্ণে সন্ধ্যাকালে বা রাত্রি-কালে প্রদোষে বা প্রত্যূষে যে কোন সময় উপস্থিত হইলেই উগ্রশাসনকারী ক্রোধী দুর্দম যমদূতগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিবশভাবে যমলোকে গমন করিয়া থাকে। যমদূতগণের তর্জনা শুনিতে শুনিতে সে ভীত, কম্পিত ও ত্রাসবিহ্বল হয়। ঐ যমলোকযাত্রী যমদূতের প্রহারের দ্বারা যাতিত-শরীরে তর্জন গর্জন শুনিতে শুনিতে অগ্রসর হয়। ১৪-২৭

যমদূতগণের কাষ্ঠ, প্রস্তর ও শিলার আঘাত সহ, প্রবল বাতাস ও চাবুক ও অঙ্কুশের আঘাত সহ করিতে করিতে ধর্মবর্জিত বন্ধুজনকে যমপুরে যাইতে হয়। জীবহত্যাকারী যমপুরবাসী কখনও বেদনায় আর্ত হইয়া বিকটস্বরে চীৎকার করে, কখনও করুণ স্বরে কাতরতা প্রকাশ করে, কখনও বা বেদনায় কাতর হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, তথাপি তাহাকে যাইতে হয়। যাইবার সময় ঐ জীবহত্যাকারী ব্যক্তিগণ যমদূতগণ কর্তৃক শক্তি ভিন্দিপাল, শঙ্কু, তোমর বাণ ও মিশুলাগ্রের দ্বারা আহত হয়, এবং ঐরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেও যাইতে হয়। কুকুর, ব্যাঘ্র, বৃক (নেকড়ে বাঘ), কাক ও মাংসভোজী রাক্ষস চারিদিক হইতে তাহাকে বাধিত করিতে থাকে, তথাপি তাহাকে যাইতে হয়। যাহারা মাংসভোজী, তাহাদের যমপুরে যাইবার পথে মহিষ, বৃষ, শূকর, হিংস্রমৃগ হরিণ তাহাদিগকে আঘাত দিতে থাকে। শূকরাদি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পথে

কাষ্ঠোপলশিলাঘাতৈর্গতোষ্মুক-কলাঙ্গুলৈঃ ।
হন্যমানৈর্যমপুরং গন্তব্যং ধর্মবর্জিতৈঃ ॥ ২৮
বেদনাভৈশ্চ কৃন্তদ্ভির্বিক্রোশদ্ভিশ্চ বিস্বরম্
বেদনার্তৈঃ পতদ্ভিশ্চ গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥ ২৯
শক্তিভিস্তিলশিলাভৈশ্চ শঙ্কুকোদরসাদৃকৈঃ
ভুজমানশ্চ শূলাগ্রৈর্গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥ ৩০
ঋষির্ষ্যাস্যৈরুকৈঃ কাকৈর্ভক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ
ভুজমানাশ্চ গচ্ছন্তি রাক্ষসৈর্ঘোরসঘাতিভিঃ ॥ ৩১
ঋষিভিশ্চ ঘৃণৈশ্চাপি সূকরৈঃ পূয়ভোজনৈঃ ।
ভক্ষ্যমাণৈস্তথা গন্তব্যং মাংসঘাদকৈঃ ॥ ৩২
সূচীমুখীভিরুগ্রাভির্মক্ষিকাভিঃ সমন্ততঃ
ভুজমানৈশ্চ গন্তব্যং পাপিষ্ঠৈর্ঘোরঘাতকৈঃ ॥ ৩৩
বিপ্রহৃত্য স্বামিনং মিত্রং স্ত্রিয়ং বা যান্তি যে নরাঃ
শস্ত্রৈর্নিভিন্নমাত্মানং গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥ ৩৪
খাদন্তি চ যে জীবান্ দুঃখয়ন্তাদন্তি তে ।
রাক্ষসৈস্তু ঘাতিস্তৈশ্চ ভক্ষ্যমাণা ব্রজন্তি তে ॥ ৩৫
যে হরন্তি চ বস্ত্রাণি শয্যাঃ প্রাবরণানি চ
তে যান্তি বিক্রতা নগ্নাঃ পিশাচা ইব তৎক্ষণম্ ॥ ৩৬
গান্ধ ধান্যং হিরণ্যং বা যানং ক্ষেত্রং গৃহং তথা ।
যে হরন্তি দুরাত্মানঃ পরস্বং পাপকারিণঃ ॥ ৩৭
পাষাণৈরুল্লকৈর্দণ্ডৈঃ কাষ্ঠঘাতৈশ্চ বজ্রকৈঃ
হন্যমানৈঃ কতাকীর্ণৈর্গন্তব্যং তৈর্ঘমালয়ম্ ॥ ৩৮
ব্রহ্মস্বং যে হরন্ত্যুগ্রা নরা নরকনির্ঘৃণাঃ
আক্রোশন্তীব যে মিত্যং প্রহরন্তি চ যে দ্বিজান্ ॥ ৩৯
শুষ্কতালা নিরুদ্ধাস্তে ছিন্নজিহ্বাক্ষিনাসিকাঃ ।
পূয়-শোণিতদুর্গন্ধা ভক্ষ্যমাণাশ্চ জন্তুভিঃ ॥ ৪০
চণ্ডালৈর্জীবপৈশ্চৈত্তদ্ভক্ষ্যমানাঃ সমন্ততঃ
ক্রোশন্তঃ করুণং ঘোরং গচ্ছন্তি যমসাদনম্ ॥ ৪১
তত্র চাপি গতাঃ পাপা বিষ্ঠা-কৃপেষ্বনেকশঃ
জীবন্তো বর্ষকোটীস্তু ক্লিশ্যন্তে বেদনাং ততঃ ॥ ৪২

তাহাদিগকে যাইতে হয়। যাহারা অন্যায়কারী পাপিগণের যাইবার সময় মুষ্টীর (মুঠি) কৃত্য মুষ্টীকৃত মুখবিশিষ্ট মক্ষিকা-সমূহের আঘাত সহ্য করিতে হয়। বিশ্বাসঘাতক স্বামী মিত্র বা স্ত্রীকে যাহারা হত্যা করে, তাহারা শস্ত্রের দ্বারা ছিন্নদেহ হইতে হইতে যমসদনে গমন করিয়া থাকে। যাহারা প্রাণি-গণকে ভক্ষণ করে, কিংবা তাহাদিগকে দুঃখিত করিয়া থাকে, তাহারা রাক্ষস ও ভূতগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইতে হইতে যমসদনে গমন করে। যাহারা অন্যের বস্ত্র, শয়ন ও প্রাবরণ (বিছানা) অপহরণ করে, তাহারা পিশাচের ন্যায় নগ্ন হইয়া চীৎকারে চীৎকারিতে ঐ পথে গমন করিতে থাকে। যে সকল পাপকারী দুরাত্মা ধান্য, সুবর্ণ, ভূমি, গৃহ প্রভৃতি অন্যের দ্রব্য অপহরণ করে, তাহারা যমলোকে যাইবার সময় যমদূত কর্তৃক পাষাণ, মশাল, দণ্ড, কাষ্ঠ ও বেতের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহাদের শরীর ক্ষতসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তথাপি তাহাদিগকে যমালয়ে যাইতে হয়। ২৮-৩৭

যাহারা নরকভয়ে ভীত না হইয়া ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, ব্রাহ্মণগণকে ভিরস্কার করে, প্রহার করে, তাহাদের যমপুরে গমন কালে যমদূতগণ তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করে, তখন তাহাদের ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, যমদূত তাহাদের জিহ্বা, চক্ষু ও নাসিকা ছিন্ন করিয়া থাকে। পূয় (পুঁজ) ও রক্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহারা দুর্গন্ধময় হইয়া যায়। পূয়াদিকর্তৃক ভক্ষিত হইতে হইতে যাইবার সময় অতিক্রোধী, জীবশত্রু চণ্ডালগণের দ্বারা চতুর্দিক্ হইতে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে বিকট ও করুণ আর্তনাদ করিতে করিতে যমসদনে গমন করিয়া থাকে। যমলোকে যাইয়া ঐ সকল পাপী জীবিতাবস্থায় বিশাল বিষ্ঠাকূপে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কোটি বর্ষ পর্যন্ত নানা প্রকার বেদনা সহ্য করিতে করিতে কষ্ট পাইতে থাকে। রাজন্! নিমিত্ত লাভ করিয়া অতিক্রান্ত হইলে ঐ সকল নরাধম নরকযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া এই মর্ত্যলোকে শতকোটি জন্ম পর্যন্ত বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। ৩৮-৪৩

যাহারা কোনও দিন দান করে নাই, তাহারা ক্ষুধা পিপাসায় শুষ্কতালু শুষ্কমুখতালু হইয়া যমদূতগণের নিকট পানীয় সহিত অন্ন পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে করিতে যমলোকে গমন করে। 'প্রভো! আমরা ক্ষুধা পিপাসায় অতি কাতর হইয়াছি। আর যাইতে পারিতেছি না। প্রভো! আমাকে অন্ন দাও, আমাকে পানীয় দাও' এইরূপ প্রার্থনা করিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাদের

তত্তশ্চ মুক্তাঃ কালেন লোকে চাস্মিন্ নরাধমাঃ
বিষ্ঠাকৃমিত্বং গচ্ছন্তি জন্মকোটীশতং নৃপ ॥ ৪৩
অদত্তদানা গচ্ছন্তি শুষ্কতৃণাসনাস্ত মূকাঃ।
অন্ন পানীয়রহিতং প্রার্থয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪
অস্মিন্ মৃত্যুক্ষাতৃকার্তা গচ্ছন্ত নৈবাত্র শক্রম:
নমস্যাং দীয়তাং অস্মিন্ পানীয়ং দীয়তাং নম ।
ইতি ক্রবন্তস্তৈর্দূতৈঃ প্রাপ্যন্তে যৈ যমালয়ম্ ॥৪৫
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদানানি নানাস্ত্রপাণি পাণ্ডব
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তে সুখং যান্তি তৎফলম্ ॥৪৬
অন্নং যে চ প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংস্কৃতম্ ।
শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষেণ প্রীত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪৭
তৈর্বিমানৈর্মহাভাগা যান্তি চিত্রৈর্যমালয়ম্
সেব্যমানা বরস্ত্রীভিরপ্সরোভির্মহাপথম্ ॥ ৪৮
যে চ নিত্যং প্রযচ্ছন্তে সত্যং নিষ্কল্মষং বচঃ
তে চ যান্ত্যমলাভ্রাভৈর্বিমানৈর্ঘৃতযোজিতৈঃ ॥ ৪৯
কপিলাদানি পুণ্যানি গোপ্রদানানি যে নরাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ ॥৫০
তে যান্ত্যমলাবর্ণাভৈর্বিমানৈর্ঘৃতযোজিতৈঃ।
বৈষ্ণবস্তপুরং প্রাপ্য ক্ষয়রোগবিনির্মুক্তাঃ ॥ ৫১
উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ শয়নাস্তাসনানি চ।
বিপ্রেভ্যো যে প্রযচ্ছন্তি যন্ত্রযোগাস্তরাণি চ ॥ ৫২
তে যান্ত্যৈরৈর্বৈর্যাপি কুঞ্জরৈরপালঙ্কৃতাঃ
ধর্মরাজপুরং রম্যাং সৌবর্ণস্তম্ভশোভিতাঃ ॥ ৫৩
যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ
হংসযুক্তৈর্বিমানৈস্তে যান্তি ধর্মপুরং নরাঃ ॥ ৫৪
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যো বিচিত্রান্নং ঘৃতাপ্লুতম্
তে যান্ত্যমলাভ্রাভৈর্বিমানৈর্ঘানুযোজিতৈঃ ।
পুরং তৎ প্রেতনাথস্য নানাজনসমাকুলম্ ॥ ৫৫
পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্বস্তুতপ্রজীবনম্ ।
তে সুতৃপ্তাঃ সুখং যান্তি তত্রৈর্হংসচোদিতৈঃ ॥ ৫৬
যে তিলাং স্তিলধেনুং বা ঘৃতধেনুমথাপি বা।
শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি সৌম্যভাবসমন্বিতাঃ ॥৫৭

প্রার্থনার অর্পণ না করিয়া তাহাদিগকে যমলোকে লইয়া যায় ॥ ৪৩-৪৫

পাণ্ডুনন্দন! যাহারা ব্রাহ্মণকে নানাবিধ নানাদ্রব্য বস্ত্র দান করে, তাহারা সুখের সহিত ঐ দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬

যাহারা ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরম প্রীতির সহিত উত্তম রীতিতে প্রস্তুত অন্ন প্রদান করে, সেই মহাত্মা ব্যক্তিগণ বিচিত্র বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করে। ঐ মহাপথে গমনকালে অতিশয় সুন্দরী অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকে। যাহারা সর্বদা অকপটভাবে সত্য বাক্য বলে, তাহারা নির্মল মেঘতুল্য ঘৃতযুক্ত বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করে। যাহারা ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পুণ্যজনক কপিলাদি গোদান করে, তাহারা নির্মলকান্তি ঘৃতযুক্ত বিমানে যমলোকে গমন করে এবং সেখানে অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হইতে থাকে। যাহারা ব্রাহ্মণকে উপানৎ (জুতা) ছত্র, শয্যা আসন, যন্ত্র ও আস্তরণ দান করে, তাহারা অশ্ব, বৃষ, কিংবা হস্তীতে আরোহণ পূর্বক স্বর্ণ স্তম্ভশোভিত হইয়া ধর্মরাজের রমণীয় নগরে গমন করে ॥ ৫১-৫৩

যাহারা হংসযুক্ত ফুল ও ফল দান করে, সেই সকল নর হংস-যুক্ত বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা ব্রাহ্মণকে ঘৃতাক্ত নানাবিধ ভোজ্য দান করে, তাহারা নির্মল মেঘতুল্য বায়ুসম বেগবান্ বিমানের দ্বারা নানাবিধলোক পরিপূর্ণ যমলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা সকল প্রাণীর জীবন-স্বরূপ জল প্রদান করে, তাহারা হংসযোজিত বিমানের দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া পরম সুখে যমলোকে গমন করে। যাহারা শুদ্ধ ভাবসমন্বিত হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিল, তিলধেনু বা ঘৃতধেনু প্রদান করে, তাহারা সূর্যমণ্ডলতুল্য উজ্জ্বল নির্মল বিমানে আরোহণ করিয়া গন্ধর্বগণের গান শুনিতে শুনিতে যমপুরে গমন করে যাহারা ইহলোকে ঘৃত, তৃণ, উত্তাপ, সন্তোষ, ঔষধ ও পুষ্করিণী আদি জলপূর্ণ জলাশয় নির্মাণ করিয়াছে, তাহারা বিদ্যুৎকান্তিসমন্বিত চন্দ্রতুল্য বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করিয়া থাকে। অতিশয় প্রভাসম্পন্ন সর্বদা পরিতৃপ্ত ঐ সকল মহাত্মা চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ঐ সময় সেবিত হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহাদের নির্মিত চিত্রবিচিত্র সুবিস্তৃত মনোহর সুন্দর ও দর্শনীয় দেবালয় শোভিত হইতে থাকে, তাহারা বায়ুতুল্য বেগবান্ নির্মল বেগবান বিমানের দ্বারা

সূর্য্যমণ্ডলসঙ্কাশৈর্যানৈস্তে যান্তি নিশ্চয়ৈঃ
শীঘ্রমানৈস্তু গন্ধর্বৈর্বৈমানিকপুরং নৃপ ॥ ৫৮
তেষাং যাপ্যান্ত নৃপান্ত ওটাস্তানি সন্ত্যসি চ
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ সন্তশ্চ জলাশয়াঃ ॥ ৫৯
যানৈস্তে যান্তি চন্দ্রার্কদিব্যঘণ্টানিনাদিতৈঃ
চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানাঃ মহাপ্রভাঃ।
নিত্যতৃপ্তা মহাত্মানো গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাধনম্ ॥ ৬০
যেষাং দেবগৃহাণীহ চিত্রাণ্যায়তনানি চ।
মনোহরাণি কান্তানি দর্শনীয়ানি সান্তি চ ॥ ৬১
তে ব্রজন্ত্যমলাস্ত্রাভৈর্বিমানৈর্ব্যাম্বুবেগিভিঃ।
তৎপুরং প্রেতনাথস্য নানাজনপদাকুলম্ ॥ ৬২
বৈবস্বতশ্চ পশ্যন্তি সুখচিত্তং সুখস্থিতম্।
যমেন পূজিতা যান্তি দেবসালোক্যতাং ততঃ ॥ ৬৩
কাষ্ঠপাদুকদা যান্তি তদ্বদানং সুখং নরাঃ।
সৌবর্ণমণিনির্বিষ্টপীঠে তু পাদং কৃত্বা রথোত্তমে ॥ ৬৪
আরামান্ বৃক্ষবতাংশ্চ রোপয়ন্তি চ যে নরাঃ
সাধয়ন্তি চ যান্যগ্র্যং ফল-পুষ্পোপশোভিতম্ ॥ ৬৫

বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু সুখপ্রদাঃ।
যান্তি তে বাহনৈর্দিব্যৈঃ পূজ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৬
অশ্বযানং তু যোগ্যানং হস্তিযানমথাপি বা।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যো বিমানৈঃ
কনকোপমৈঃ ॥ ৬৭
তৃপ্তিদা যান্তি তং লোকং সর্বকামৈঃ সুতর্পিতাঃ
ঔদিত্যাদিত্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্ঘ্যোতিভিঃ ॥ ৬৮
সুগন্ধানন্নপানযোগান্ পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাগ্র্যেভ্যো ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৬৯
সুসজ্জাঃ সুষ্ঠুবেশাশ্চ সুপ্রভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ
যান্তি ধর্মপুরং যানৈঃ বিচিত্রৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৭০
দীপদা যান্তি যানৈশ্চ জ্যোতিরন্ধো দিশো দশ
আদিত্যসদৃশাকারৈর্দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৭১
গৃহাবসথদাতারো সূর্যৈঃ কাঞ্চনবেদিভিঃ
ব্রজন্তি বালসূর্য্যাভৈর্ধর্মরাজপুরং নরাঃ ॥ ৭২
পাদাভ্যঙ্গং শিরোঽভ্যঙ্গং পাদং পাদোদকং তথা
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তে যান্তাবৈর্ধ্যমালয়ম্ ॥ ৭৩

নানাবিধ লোকপূর্ণ যমনগরে গমন করে। সেখানে যাইয়া পরম সুখে উপবিষ্ট প্রসন্নচিত্ত যমরাজকে দর্শন করে এবং যমের দ্বারা সম্মানিত হইয়া দেবগণের লোকে দেবগণের সহিত বাস করিতে গমন করে। ৫৫-৬০

যাহারা কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) দান করে, তাহারা উত্তম রথে সুবর্ণমণিনির্বিষ্টপীঠে (পিঁড়িতে) পদস্থাপন পূর্বক পরমসুখে ঐ পথে গমন করে। ৬৪

যাহারা বৃহৎ উদ্যান নির্মাণ করে, উদ্যানবৃক্ষের দ্বারা রোপণ করে, ফলপুষ্প শোভিত বৃক্ষসমূহকে যত্নের সহিত বর্ধিত করিয়া থাকে, তাহারা দিব্য যানসমূহের দ্বারা রমণীয় সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া পথে যমলোকে গমন করে, তখন ঐ সকল লোক নানা অলঙ্কারে শোভিত ও পুনঃ পুনঃ পূজিত হইতে থাকে। ৬৫-৬৬

যাহারা ব্রাহ্মণকে অশ্বযান, গোযান কিংবা হস্তিযান প্রদান করে, তাহারা সূর্যতুল্য বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করে। ৬৭

যাহারা ভূমি দান করে, তাহারা সকল কাম্য দ্রব্যের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া উদীয়মান সূর্যতুল্য দ্যুতিশোভিত বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করে। ৬৮

যাহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সুগন্ধযুক্ত অন্ন ও সুরভি পুষ্প পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করে, তাহারা সুসজ্জিত সুন্দর বেশধারণ পূর্বক মালাশোভিত সৌম্যমান ও নানালঙ্কারভূষিত হইয়া বিচিত্র বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করে। ৬৯-৭০

যাহারা প্রদীপ প্রদান করে, তাহারা সূর্যতুল্য বিমানের দ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে করিতে দীপ্যমান অগ্নির মত গমন করে। ৭১

যাহারা গৃহ ও বাসস্থান দান করে, তাহারা সুবর্ণ বেদীযুক্ত প্রাতঃকালীন সূর্যের তুল্য গৃহের সহিত ধর্মরাজনগরে গমন করে। ৭২

যাহারা ব্রাহ্মণের পাদসম্বাহন করে, মস্তকের তৈল দেন, পাদ্য জল ও পাদপ্রক্ষালনের জল প্রদান করে, তাহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করিয়া থাকে। ৭৩

যাহারা পথশ্রান্ত দুর্বল ব্রাহ্মণকে বিশ্রামদান করে, তাহারাও চন্দ্রসূর্যযোজিত বিমানের দ্বারা গমন করে। ৭৪

বসুধাস্থ আগত ব্রাহ্মণকে যাহারা বাসগৃহদান ও আসনপ্রদানের দ্বারা পূজা করে, তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পরমসুখে ঐ পথে গমন করে। ৭৫

বিপ্রায়ত্তি যে বিপ্রান্ প্রাক্তানন্নানি কপিঞ্জান্
চক্রবাকপ্রযুক্তেন যান্তি যানেন তেঽপি চ ॥ ৭৪
স্নাপকেন চ যো বিপ্রান্ পূজয়েদাসনেন চ
স গচ্ছতি তদস্থানং সুখং পরমনির্বৃতঃ ॥ ৭৫
নমঃ সর্বসহায়াস্তেত্যুক্তিমাত্রাৎ দিনে দিনে।
নমস্করোতি নিত্যং যঃ স সুখং যাতি তৎপথম্ ৭৬
নমোঽস্তু বিপ্রবক্তায়েত্যেবমাহী দিনে দিনে
ভূমিমাক্রমতে প্রাজ্ঞঃ শয়নাদুত্থিতশ্চ যঃ ॥ ৭৭
সর্বকামৈঃ স তৃপ্তাত্মা সর্বকুশলচুম্বিতঃ।
যাতি যানেন দিব্যেন সুখং বৈষ্ণবমালয়ম্ ॥ ৭৮
অনড়্বাহিনো যে তু দত্ত্বানড়্বহবিবর্জিতাঃ।
তেঽপি সারযুক্তেন যান্তি যানেন বৈ সুখম্ ॥ ৭৯
যে চাপ্যেকেন ভুক্তেন দত্ত্বানড়্বহবিবর্জিতাঃ।
হংসযুক্তৈর্বিমানৈস্তু সুখং যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৮০
চতুর্থেন চ ভুক্তেন বর্তন্তে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
যান্তি তে বায়ুনগরং যানৈর্বিদ্যুদ্যোজিতৈঃ ॥ ৮১

তৃতীয়দিবসেনৈব ভুঞ্জতে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ
তেঽপি হস্তিরথৈর্যান্তি তৎপথং কমলেক্ষণৈঃ ॥ ৮২
ষষ্ঠাহ্নকালিকো যস্তু বর্ষমেকং তু বর্ততে।
কামক্রোধবিনির্মুক্তঃ শুচির্নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
স যাতি ভূধরৈস্তস্তু জয়শব্দরবৈর্বৃতঃ ॥ ৮৩
পক্ষোপবাসিনো যান্তি যানৈঃ সার্দূলযোজিতৈঃ।
ধর্মরাজপুরং রম্যং দিব্যস্ত্রীগণসেবিতম্ ॥ ৮৪
যে চ মাসোপবাসং বৈ কুর্বতে সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
তেঽপি সূর্য্যোদয়প্রখ্যৈর্যান্তি যানৈর্যমালয়ম্ ॥ ৮৫
গোকৃতে জীকৃতে চৈব হত্বা বিপ্রকৃতেঽপি চ।
যে যান্তি নরকান্ঘোরান্ লেখ্যমানা রবিপ্রভাঃ ॥ ৮৬
যে ত্যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
হংসসারসসাযুক্তৈর্যানৈস্তে যান্তি তৎপথম্ ॥ ৮৭
পরদীক্ষাদরৈশ্চৈব ভৃত্যান্ যে বিভ্রতি যে নরাঃ।
তৎপথং স সুখং যান্তি বিমানৈঃ কাঞ্চনোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
আশ্বমেধিকপর্ব্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্ব্বণি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

যে ব্যক্তি 'নমঃ সর্বসহায়াস্ত' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া গাভীকে প্রতিদিন নমস্কার করে, সে ঐ পথে সুখে গমন করিয়া যায়। ৭৬

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া "নমঃ অস্তু বিপ্রবক্ত্রায়ৈ" এইরূপ বলিয়া পৃথিবীর উপর পদক্ষেপ করে, সে সকল কামনা পরিতৃপ্ত ও সকল কুশলে কুশিত হইয়া দিব্য বিমানের দ্বারা পরমসুখে যমলোকে গমন করে। ৭৭-৭৮

দিবা ও রাত্রিতে দুইবারমাত্র ভোজনকারী দন্ত-বিদ্যাবর্জিত ব্যক্তিগণ সারযুক্ত বিমানের দ্বারা সুখে গমন করে। ৭৯

যাহারা দিবারাত্রিতে একবারমাত্র ভোজন করে এবং দন্ত ও বিদ্যা বর্জন করিয়াছে, তাহারা হংসযুক্ত বিমানের দ্বারা যমালয়ে গমন করে ॥৮০

যে সকল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি চতুর্থ ভোজনের দ্বারা অর্থাৎ একদিন অন্তর একবার ভোজনের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাহারা বায়ুযোজিত বিমানের দ্বারা বায়ুনগরে গমন করিয়া থাকে। ৮১

যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ দুইদিন অন্তর একবার ভোজন করে, তাহারা সুবর্ণোজ্জ্বল হস্তিরথযুক্ত রথের দ্বারা সেই পথে অর্থাৎ যমলোকে গমন করে। ৮২

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল ছয়দিন অন্তর ভোজন করে, সর্ব্বদা পবিত্র ও কামক্রোধমুক্ত হইয়া থাকে, সে হরিযুক্ত রথের দ্বারা জয় জয় ধ্বনির সহিত যমভবনে গমন করে। ৮৩

একপক্ষকাল উপবাসকারী ব্যক্তিগণ সার্দূলযোজিত বিমানে আরোহণ করত দিব্যস্ত্রীগণসেবিত হইয়া ধর্মরাজ যমনগরে গমন করে। ৮৪

যাহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একমাসকাল উপবাস করে, তাহারা সূর্যোদয়তুল্য উজ্জ্বল বিমানের দ্বারা যমলোকে গমন করে। ৮৫

যাহারা গো স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের হত্যার জন্য নিজ প্রাণদান করে, সূর্য্যসম কান্তিমান্ সেই সকল ব্যক্তি যমদূতগণকর্তৃক লেখিত হইতে হইতে গমন করে। ৮৬

প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা যাহারা ধর্মানুষ্ঠান করে, তাহারা হংসসারসযুক্ত বিমানের দ্বারা সেই পথে গমন করে। ৮৭

অন্যকে দান না দিয়াই যাহারা নীচ লোকগণকে পোষণ করে, তাহারা সুবর্ণোজ্জ্বল বিমানের দ্বারা সুখের সহিত ঐ পথে গমন করিয়া যায়। ৮৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[জলদানস্য, অন্নদানস্য, অতিথিসৎকারস্য চ মাহাত্ম্যকথনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা যমপুরাদ্বারং জীবানাং গমনং তথা।
ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা ভূয়স্তং পুনরব্রবীৎ ॥ ১

দেবদেবেশ দৈত্যাস্ত্র ঋষিসঙ্ঘৈরভিষ্টুত
ভগবন্ ভবতঃ শ্রীমন্ সহস্রাধিকতাদৃশ ॥ ২

সর্বলোকস্য ধর্মজ্ঞ সর্বধর্মপ্রবর্তক
সর্বদানফলং সৌম্য ব্রূহি মে মমাচ্যুত ॥ ৩

এবমুক্তো হৃষীকেশো ধর্মপুত্রেণ ধীমতা
উবাচ ধর্মপুত্রায় পুণ্যান্ ধর্মান্ মহোদয়ান্ ॥ ৪

পানীয়ং পরমং লোকে জীবানাং জীবনং স্মৃতম্।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।
পানীয়স্য তথা দিষ্যাঃ পরলোকে তথাবহাঃ ॥ ৫

তত্র পুষ্পোদকী নাম নদী পরমপাবনী

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[জলদান, অন্নদান ও অতিথিসৎকারের মাহাত্ম্যকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যমপুরের পথের ও জীবগণের ঐ পথে গমনের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনর্বার বলিলেন ॥ ১

ভগবন্! তুমি দেবদেবেশ্বর, দৈত্যনিধনকারী ও ঋষিসঙ্ঘবন্দিত। তুমি সকল জীবের ভবরক্ষণাবেক্ষণকর্তা, সকল ঐশ্বর্যের আধার ও সহস্র সূর্যের তুল্য তেজস্বী ॥ ২

তোমা হইতে সকলের উৎপত্তি, তুমি ধর্মস্বরূপ-আত্মা ও সকল ধর্মের প্রবর্তক। তুমি সৌম্য ও অচ্যুতস্বভাব। তুমি আমার নিকট সকল প্রকার দানের ফল বর্ণন কর ॥ ৩

বুদ্ধিমান্ ধর্মসুত যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে পর ভগবান্ হৃষীকেশ তাঁহার নিকট সৌভাগ্যপ্রদ পুণ্যময় ধর্মসমূহের বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪

পাণ্ডুনন্দন! এই সংসারে জল প্রাণিগণের পরম জীবনরূপে স্মৃত। পানীয় জল দান করিলে জীবগণের তৃপ্তি হয়। জলের দিব্যগুণ আছে, জলের জল দাতার পরলোকে সৌভাগ্যকারক হয় ॥ ৫

তত্র পুষ্পোদকী নাম নদী পরমপাবনী
কামান্ বহতি রাজেন্দ্র তোয়দানাৎ বরালকে ॥ ৬

শীতলং সলিলং তত্র সুখস্পর্শমনুত্তমম্।
শীততোয়প্রদাতৃণাং ভবেদ্বিত্তং সুখাবহম্ ॥ ৭

প্রশস্তত্বাদ্গুণানেব বুভুক্ষা চ যুধিষ্ঠির।
তৃষিতস্য ন চান্নেন পিপাসোদ্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৮

তস্মাৎ তোয়ং সদা দেয়ং তৃষিতেভ্যো বিজানতা ॥ ৯

অন্নেমূর্তিঃ ক্ষিতের্যোনিরমৃতস্য চ সম্ভবঃ।
অতোঽন্নস্তঃ সর্বভূতানাং মূলমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১০

অদ্ভিঃ সর্বাণি ভূতানি জীবন্তি প্রভবন্তি চ
তস্মাৎ সর্বেষু দানেষু তোয়দানং বিশিষ্যতে ॥ ১১

যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তোয়দানং সুসংস্কৃতম্।
তৈস্তু দত্তাঃ স্বয়ং প্রাপ্তা ভবন্তি ভরতর্ষভ ॥ ১২

রাজেন্দ্র! যমলোকে পরমপবিত্র একটি নদী আছে। তাহার নাম পুষ্পোদকী। ইহলোকে যাহারা জলদান করে, ঐ নদী যমালয়ে তাহাদিগকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করে ॥ ৬

ঐ নদীর জল শীতল, সুখকর ও অমৃত সমান। ইহলোকে শীতলজলদানকারী ব্যক্তিগণের নিকট ঐ নদীর জল সর্বদা সুখজনক হইয়া থাকে ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! ঐ নদীর জল পান করিলে ক্ষুধাও দূরীভূত হয়। কিন্তু অন্নের দ্বারা পিপাসু ব্যক্তির পিপাসা দূরীভূত হয় না। সেইজন্য পিপাসু ব্যক্তিগণকে জল পান করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য ॥ ৮-৯

জল অন্নের মূর্তি ও পৃথিবীর কারণ জল অমৃতের উৎপত্তিস্থান। এইজন্য জল সকল প্রাণীর মূল, এই কথা পণ্ডিতগণ বলেন ॥ ১০

সর্ববিধ প্রাণী জল হইতে উৎপন্ন ও জলের দ্বারাই প্রাণধারণ করে। এইজন্য সকল দানের মধ্যে জলদান শ্রেষ্ঠ ॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহারা সুসংস্কৃতভাবে পাক করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করে, তাহারা যেন সাক্ষাৎ প্রাণদানই করিয়া থাকে ॥ ১২

অন্নাদ্ রক্তক শুক্রক অন্নে জীবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি চ যুক্তস্য পুরুষস্যেহ নিত্যশঃ।
অন্নজানীহ সীমন্তে সম্ভবন্তীহ পাণ্ডব ॥ ১৩

ক্ষেত্রো বলঞ্চ প্রাণশ্চ সত্ত্বং বীর্য্যং ধৃতির্দ্যুতিঃ।
জ্ঞানং মেধা তথাস্মৃতি সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪

দেব-মানব-তির্য্যক্ষু সর্বলোকেষু সর্বদা
সর্বকালং হি সর্বেষামন্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৫

অন্নং প্রজাপতেঃ প্রাণমন্নং প্রজননং স্মৃতম্।
সর্বভূতময়ং চান্নং জীবন্তীহমনুষ্যঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬

অপেনাভিষ্ঠিতঃ প্রাণ অপানো ব্যান এব চ।
উদানশ্চ সমানশ্চ বায়বস্তু সহীরিণম্ ॥ ১৭

শয়নোত্থান-গমন-প্রসারণাদিষু চ
সর্বসত্ত্বকৃতং কর্ম চেষ্টায়েব প্রবর্ততে ॥ ১৮

চতুর্বিধানি ভূতানি জঙ্গমানি স্থিরাণি চ।
অন্নাদ্ ভবন্তি যাবেন্দ্র সৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ ॥ ১৯

বিদ্যাস্থানানি সর্বাণি সর্বযজ্ঞাশ্চ পাবনাঃ
অন্নাদ্ যস্মাৎ প্রবর্ত্তন্তে তস্মান্নাস্তি পরং ততঃ ॥ ২০

দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে পিতরোঽপ্যন্নভোজনাঃ।
যস্মাদেতেন তৃপ্যন্তি তস্মান্নান্নং বিনিন্দতে ॥ ২১

যস্মাচ্চান্নাৎ প্রজাঃ সর্বাঃ সৃষ্টে সৃষ্টেঽপ্যজয়ৎ প্রভুঃ
তস্মাদন্নাৎ পরং দানং ন কৃতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২২

যস্মাদন্নাৎ প্রবর্ত্তন্তে বর্ষাণ্যৌ কাম এব চ
তস্মাদন্নাৎ পরং দানং নাস্ত্যন্নাদ চ পাণ্ডব ॥ ২৩

যজ্ঞস্তপোঽগ্রহা নানা কৃতাদন্তে চ দানবাঃ
কৃতত্বাদেন যস্মাৎ তু তস্মান্নান্নং পরং স্মৃতম্ ॥ ২৪

ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় যো দদ্যাৎ সংবৎসরং নৃপ
শ্রোত্রিয়ায় প্রযত্নেন বৈ পাকতেরবিবর্জিতঃ ॥ ২৫

দত্ত্বানুচরিমুক্তশ্চ পরাং ভক্তিমুপাগতঃ
যবমেধাভিতুল্যা তস্য পুণ্যফলা শৃণু ॥ ২৬

শতবর্ষসহস্রাণি কামগঃ কামরূপধৃক্।
মোদতেঽমরলোকস্থঃ পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥

পাণ্ডুনন্দন! অন্ন হইতে রক্ত ও শুক্র উৎপন্ন হয়। অন্নেই জীব প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্ন দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহের ও বুদ্ধির পুষ্টি হয়। অন্নহীন সকল প্রাণী অবসন্ন হইয়া পড়ে। ১৩

ক্ষেত্র, বল, প্রাণ, সত্ত্ব, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দ্যুতি, জ্ঞান, মেধা ও স্মৃতি এই সকলই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। ১৪

সকললোকে অবস্থিত দেবতা, মানব ও তির্য্যগ্‌যোনির প্রাণীতে সকলের প্রাণ সর্ব সময় অন্নের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ১৫

অন্ন প্রজাপতির জীবন। অন্নই সকলের উৎপত্তির কারণ। অন্নসকল ভূতময় এবং সকল ভূত অন্নময় বলিয়া কথিত হয়। ১৬

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবিধ প্রাণ অন্নকে আশ্রয় করিয়া দেহমধ্যে বায়ুরূপে বাস করিয়া থাকে। ১৭

শয়ন, উত্থান, গমন, প্রসারণ ও আকুঞ্চন প্রভৃতি সকল প্রাণীর এই সর্বপ্রকার কর্ম অন্ন হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮

ইন্দ্রদেব! স্থাবর ও জঙ্গমরূপ চারিপ্রকার (অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ)। প্রাণী অন্ন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপই প্রজাপতির সৃষ্টি। ১৯

যেহেতু সকল প্রকার বিদ্যা ও সকল প্রকার পবিত্র যজ্ঞ অন্ন হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেইজন্য অন্ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত। ২০

যেহেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা, সকল পিতৃপুরুষ ও ঋষি অন্নের দ্বারা সন্তুষ্ট হন, সেইজন্য অন্ন যথেষ্টভাবে প্রশংসনীয়। ২১

যেহেতু স্বয়ম্ভু প্রজাপতি প্রত্যেক কল্পে অন্ন হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেইজন্য অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখন হয় নাই এবং হইবেও না। ২২

পাণ্ডব! যেহেতু অন্ন হইতে ধর্ম, অর্থ ও কাম উৎপন্ন হয়, সেইজন্য ইহলোকে বা পরলোকে অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান হয় না। ২৩

যজ্ঞ, রাক্ষস, গ্রহ, নাগ, কৃত ও অন্যান্য দানব প্রভৃতি প্রাণীরা অন্নের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য অন্ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ২৪

ব্রাহ্মণ! যে ব্যক্তি যজ্ঞ ও বিদ্যা বর্জন করিয়া এবং পাকভেদ ত্যাগ (নিজের জন্য একপ্রকার ও ব্রাহ্মণের জন্য অন্যপ্রকার পাক ত্যাগ) করিয়া যেরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পরম ভক্তিভাবে স্বধর্মোপার্জিত অন্ন একবৎসর কাল যাবৎ প্রদান করে, তাহার পুণ্যের ফল শ্রবণ কর। ২৫-২৬

ঐ ব্যক্তি একলক্ষ বৎসর কাল দেবলোকে অবস্থান করে। সেখানে ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিতে পারে এবং সকল প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে। অপ্সরাগণের দ্বারা পূজিত হইয়া আনন্দিত থাকে। ঐ সময় অতীত হইলে সে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে ব্রাহ্মণ হয়। ২৭

তত্তস্তাপি চ্যুতঃ স্থানাল্লভতে বিপুলে কুলে ॥ ১৭
অগ্নিষ্টোমাদ্যো যজ্ঞাস্তু ত্রিভিস্তস্য বিধীয়তে।
যস্যান্নান্ মাসিকং শ্রাদ্ধং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৮
গোসহস্রপ্রদানেন যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্।
তৎপুণ্যফলমাপ্নোতি ন মন্নো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
অধ্বশ্রান্তায় বিপ্রায় ক্ষুধিতায়াতিকাঙ্ক্ষিণে।
দেশকালবিধানেন দীয়তে পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩০
যস্য পাদৌ চ পাণী চ ঘৃতাক্তাভ্যাং প্রযচ্ছতি।
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমশ্রান্ত আর্তঃ বিগতবিভ্রমঃ ॥ ৩১
পৃচ্ছন্ বৈ গৃহদাতারং গৃহমস্যেতি যাচতে।
তং পূজয়েৎ তু যত্নেন সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥
তস্মিংস্তুষ্টে নরশ্রেষ্ঠ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৩২
ন তথা হবিষা হোমৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ
অন্নৈঃ পার্থ তুষ্যন্তি যথা হ্যতিথিপূজনাৎ ॥ ৩৩

দেবস্থানাসনস্থস্য বিপ্রস্যাভিষ্টদায়িনঃ।
শ্রান্তস্যাবাহনং চৈব তথা পাদাবসেচনম্ ॥ ৩৪
প্রতিশ্রয়প্রদানঞ্চ তথা শয্যাসনস্য চ।
একৈকং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ গোপ্রদানাদ্ বিশিষ্যতে ॥ ৩৫
পাদোদকং পাদযুতং দীপদানং প্রতিশ্রয়ম্।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যো নোপসর্পন্তি তে যমম্ ॥ ৩৬
বিপ্রাতিথ্যে কৃতে রাজন্ ভক্ত্যা শুশ্রূষয়েঽপি চ।
দেবাঃ তুষ্টা ভবন্তি সর্বে ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম ॥ ৩৭
অভ্যাগতো হ্যাত্মপূর্বো ব্রহ্মণোঽভিবিচক্ষণে।
তস্মাৎ পূজ্যা বিজঃ কুর্যাদিতি সৌরাণিকী শ্রুতিঃ ॥৩৮
পাদাভ্যাঞ্জনপানৈস্তু যোঽতিথিং পূজয়েন্নরঃ
পুণ্যিকেন রাজেন্দ্র তুল্যমীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
স্ত্রিয়ঃ পাদাদ্ বিনির্মুক্তা যদা চামুত্রগাঃ কৃতাঃ।
বিমানেনেন্দুবর্ণেন তদা লোকং স গচ্ছতি ॥ ৪০

যে ব্যক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভোজ্য ও জল অন্নবস্ত্র ভিক্ষা-রূপে প্রদান করিয়া থাকে, তাহার পুণ্যের ফল শ্রবণ কর। ১৮

শাস্ত্রে সহস্র গোদানের যাহা যে পুণ্যাদায়ের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অন্নদাতা সেইরূপ পুণ্যের ফল পাইয়া থাকে। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১৯

পাণ্ডুনন্দন! বেশ ও কাল অনুসারে সহসা পথশ্রান্ত ক্ষুধার্ত অন্নপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিতে হয়। ৩০

দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় যাহার দুর্বল, অবসন্ন, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর, গমনে অক্ষম, শীতিত ও ধূলিধূসরিতশরীর ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে করিতে যদি কোনও অন্নদাতার গৃহে আসিয়া অন্ন যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে যত্নের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্তব্য। যেহেতু ঐ অতিথি স্বর্গের সোপানস্বরূপ। নরশ্রেষ্ঠ! তিনি সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৩১-৩২

পার্থ! অতিথির পূজা করিলে অগ্নিসমূহ যেমন তুষ্ট হয়, ঘৃতের দ্বারা হোম, পুষ্প ও অনুলেপনের দ্বারা তেমন তুষ্ট হয় না। ৩৩

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! দেবতার নির্দিষ্ট আসনের পূর্বে সংস্কার করা, ব্রাহ্মণের উপস্থিতি পরে তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করা, পাদপ্রক্ষালন করা, থাকিবার জন্য স্থান দান করা, শয়নের জন্য শয্যা ও উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করা—এই সকল কর্মের মধ্যে প্রত্যেক কর্মই গোদান হইতে শ্রেষ্ঠ। ৩৪-৩৫

যাহারা ব্রাহ্মণকে পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল, ঘৃত, দীপ অন্ন ও স্থান দান করে, তাহারা যমের নিকট গমন করে না। ৩৬

নরশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! ব্রাহ্মণের আদিবা সৎকার ও ভক্তি পূর্বক শুশ্রূষা করিলে যে রূপ দেবতা সকলেরই তুষ্টতা হইয়া যায়। ৩৭

পূর্বপরিচিত ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাহাকে অভ্যাগত বলা হয় এবং অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাহাকে অতিথি বলা হয়। এই উভয়েরই পূজা করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য, ইহাই পুরাণের নির্দেশ। ৩৮

রাজেন্দ্র! যে মনুষ্য অতিথির চরণে তৈল মর্দন করিয়া ও অন্ন পানীয় দান করিয়া পূজা করে, তাহার দ্বারা আমি পূজিত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৯

সেই ব্যক্তি আমার অনুগ্রহভাজন হইয়া অন্তি সত্বর সর্ব পাপ-মুক্ত হয় এবং চন্দ্রতুল্য বিমানের দ্বারা আমার লোকে গমন করে। ৪০

অভ্যাগতং ব্রাহ্মণমুদ্রজন্তি
দেবাশ্চ সর্বে পিতরোঽন্বয়শ্চ
তস্মিন্ বিজে পূজিতে পূজিতাঃ স্যু—
র্গতে নিরাশাঃ পিতরো ব্রজন্তি ॥ ৪১

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥৪২

নির্বাসয়তি যো বিপ্রং দেশকালাগতং গৃহাৎ
পতিতস্তৎক্ষণাদেব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩

চণ্ডালোঽপ্যতিথিঃ প্রাপ্তো দেশকালেঽযাচ্ঞয়া।
অন্ত্যজন্মনো গৃহস্থেন পূজনীয়শ্চ সর্বদা ॥ ৪৪

যোঽর্থং প্রার্থয়তি প্রোর্ণয়তি যোঽযমস্ত ভূ পচ্যতে।
যোঽযমন্নং সদাশ্নাতি যোঽতিথিং ন চ পূজয়েৎ ॥ ৪৫

সাঙ্গোপাঙ্গাংস্তু যো বেদান্ পঠতীহ দিনে দিনে
ন চাতিথিং পূজয়তি বৃথা ভবতি স দ্বিজঃ ॥ ৪৬

পাকযজ্ঞমখাংশ্চৈব সোমসংস্থাস্তিথেব চ।
যে যজন্তি ন চার্চন্তি গৃহেষ্বতিথিমাগতম্ ॥ ৪৭

তেষাং যশোঽতিকাদানাং দত্তমিষ্টঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
বৃথা ভবতি তৎসর্বমাশয়া হি তয়া হৃতম্ ॥ ৪৮

দেশং কালঞ্চ পাত্রঞ্চ স্বশক্তিঞ্চ বিবীক্ষ্য চ।
অন্নং সমং মহদ্ বাপি দুর্ব্যাদাতিথ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৪৯

সুমুখঃ সুপ্রসন্নাত্মা দীনানভিবিষাগতম্
আসনেনাসনেনাতিথ্যন্নেন চ পূজয়েৎ ॥ ৫০

ছিন্ন ক্লিন্নো বা ক্লেদ্যো বা মূর্খঃ পতিত এব বা।
প্রাপ্তো যো বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসক্রমঃ ॥ ৫১

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমার্তায় দেশ-কালাগতায় চ।
সংকৃত্যান্নং প্রদাতব্যং যজ্ঞস্য ফলমিচ্ছতা ॥ ৫২

ভোজয়েদাত্মনঃ শ্রেষ্ঠান্ বিদ্বিষদ্ দ্বয্য-কব্যয়োঃ।
অন্নং প্রাণো মনুষ্যাণামন্নদঃ প্রাণদো ভবেৎ।
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫৩

ব্রাহ্মণ অভ্যাগতের গৃহে আগমনকালে সকল দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ঋষি অনুগমন করিয়া থাকেন। ঐ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পূজিত হইলে সকলেই পূজিত হন। অভ্যাগত অপূজিত হইয়া চলিয়া গেলে পিতৃপুরুষ প্রভৃতি সকলে নিরাশ হইয়া যান ॥ ৪১

অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে চলিয়া যান, তাহার পিতৃপুরুষগণ পনের বৎসর পর্যন্ত ভোজন করেন না ॥ ৪২

দেশ কালোচিতসময়ে সমাগত ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্বাসিত করে, সে তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৩

দেশ কালোচিতসময়ে অন্ন প্রার্থনা করিয়া চণ্ডালও যদি অতিথি হইয়া আসে, তাহা হইলে তাহার স্বাগত করা ও পূজা করা গৃহস্থ ব্যক্তির সর্বদা কর্তব্য ॥ ৪৪

যে ব্যক্তি অতিথির সৎকার করে না, তাহার উত্তম বস্ত্র পরিধান বৃথা হয়, তাহার অন্নাদিভোগ্য পাক বৃথা হয় এবং সে বৃথা অন্নাদি ভোজন করে ॥ ৪৫

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বেদ অধ্যয়ন করে, কিন্তু অতিথির পূজা করে না, সেই ব্রাহ্মণ বৃথা জীবিত থাকে ॥ ৪৬

যাহারা পাকযজ্ঞ ও পাক যজ্ঞাঙ্গ এবং সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করে, কিন্তু গৃহগত অতিথির অর্চনা করে না, তাহারা যশোলাভের জন্য যে দান ও যজ্ঞ করে, তাহা সবই বৃথা হয়। অতিথি ব্রাহ্মণের অপূর্ণ আশায় যাহা তাহার সমস্ত শুভ কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৭-৪৮

এইজন্য প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি দেশ, কাল, পাত্র ও স্ব সামর্থ্য বিচার করিয়া অবশ্যই অল্প বহুল বা অধিকরূপে অতিথিসৎকার করিবে ॥ ৪৯

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রসন্নমুখে ও প্রসন্নচিত্তে স্বাগত, আসন, জল ও অন্নাদির দ্বারা গৃহাগত অতিথিকে পূজা করিবে ॥ ৫০

বৈশ্বদেব যদি সমাপ্ত হইলে পর যদি অতিথি আসেন, তিনি হিংসেচ্ছু, ক্লিন্ন, বিবেক জ্ঞান, মূর্খ বা পতিত যাহাই হউন না কেন, তিনি স্বর্গের সোপান ॥ ৫১

যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল কামনা করে, সে যেন ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর এবং দেশকালানুসারে সমাগত অতিথিকে সৎকার করিয়া অবশ্যই অন্ন দান করে ॥ ৫২

যজ্ঞানুষ্ঠানে ও শ্রাদ্ধে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোজন করাইতে হইবে। অন্ন মনুষ্যের প্রাণ, অন্ন প্রাণদাতা প্রাণদাতা হয়। সেইজন্য অভ্যুদয়কামীর বিশেষভাবে অন্নদান কর্তব্য ॥৫৩

অন্নদঃ সর্বকামৈস্তু সুতৃপ্তঃ তৃপ্তমানসঃ।
পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন বিরাজতা ॥ ৫৪

সেবমানো বরস্ত্রীভির্দেবলোকং স গচ্ছতি।
ক্রীড়িত্বা তু তত্তস্মিন্ বর্ষকোটিং যথাসুখম্ ॥ ৫৫

ততশ্চাপি চ্যুতঃ কালাদিহ লোকে মহাযশাঃ।
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ভোগবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৫৬

যথাশ্রদ্ধঃ তু যঃ কুর্যাদ্বসুভেষু প্রজাব্রতে
মহাধনপতিঃ শ্রীমান্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ভোগবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৫৭

সর্বাতিথ্যং তুষ্টঃ কুর্যাদ্ বর্ষমেকমকল্মষঃ।
বর্ষান্তে তু বরো ভূত্বা পাকভেদবিষর্জিতঃ ॥ ৫৮

সর্বাতিথ্যং তু যঃ কুর্যাদ্ যথাশ্রদ্ধং নরেশ্বর।
অকালনিয়মেনাপি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৯

সত্যসন্ধো জিতক্রোধঃ শাখাবর্ষবিবর্জিতঃ।
অবর্ষতীক্ষ্ণবর্ষিষ্ঠৌ মাঘামাঘবর্ষবর্জিতঃ ॥ ৬০

শ্রদ্ধধানঃ শুচির্নিত্যং পাকভেদবিবর্জিতঃ
স বিমানেন দিব্যেন দিবাত্রপী মহাযশাঃ ॥ ৬১

পুরন্দরপুরং যাতি গীতবাদ্যোৎসবোপগৈঃ
রমন্তত্র তু তত্রৈব ক্রীড়িত্বা দেবপূজিতঃ।
মানুষালোকমাগত্য ভোগবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আরণ্যেবিকে পর্বণি বৈকল্পবর্মপর্বণি
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ৫৬

অন্নদানকারী মানব সকল কামা বস্তুর দ্বারা সুকৃত ও সুখের ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া এবং সুখদায়ী রমণীগণের দ্বারা সেবিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রতুল্য সমুজ্জ্বল শোভমান বিমানের দ্বারা দেবলোকে গমন করে ॥ ৫৪½

সেখানে কোটিবর্ষ পর্যন্ত দেবতার মত বিহার করিয়া কালান্তরে সেখান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে মহাযশস্বী, বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও ভোগসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৫৫-৫৬

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক অতিথি সৎকার করে, সে মনুষ্যের মধ্যে অতিশয় ধনবান্, শ্রীমান্, বেদবেদাঙ্গ পারগ সর্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও ভোগসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৫৭

যে মনুষ্য বর্ষপর্যন্তপূর্বক মন উপার্জনি করত পাকভেদ (নিজের অন্ন এবং অন্য ও অতিথির অন্ন পক্ব করণ) বর্জন করিয়া একবৎসরকাল সকলের আতিথ্য সৎকার করে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫৮

নরেশ্বর! যে জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্যক্তি সময়ের নিয়ম না রাখিয়া সকল অতিথির শ্রদ্ধার সহিত সৎকার করে, সত্যসন্ধ, ক্রোধশূন্য, শাখাবর্ষন্ বিবর্ষ, পরবর্ষ, আঘাত, উগ্রবর্ষ ও হন এই পাঁচটি শাখাবর্ষ) বর্জনকারী, অবর্ষতীক্ষ্ণ, বর্ষিষ্ঠ, কপটতা ও মাৎসর্যশূন্য, শ্রদ্ধালু, সদা শুচি, পাকভেদ বর্জনকারী হইয়া অতিথি সৎকার করে, সে মহাযশস্বী হইয়া বিমলতাপরায়ণ পূর্বক দিব্য বিমানের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করে, তখন অপ্সরাগণ তাহার গুণগান করিতে থাকে। সে এক মন্বন্তর যাবৎ ইন্দ্রলোকে দেবপূজিত হইয়া বিহার করিতে থাকে। অনন্তর মর্ত্যলোকে আসিয়া ভোগসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৫৯-৬২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আরণ্যেবিকপর্বান্তর্গত বৈকল্পবর্মপর্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভূমিদানস্য, তিলদানস্য, উভয়-ব্রাহ্মণসাহায্যস্য চ বর্ণনম্]

শ্রীভগবানুবাচ

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ভূমিদানমনুত্তমম্ ।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় ভূমিং রত্নাং সদক্ষিণাম্
জ্যোতিষ্মায় দরিদ্রায় সাগ্নিহোত্রায় পাণ্ডব ॥ ১
স সর্বকামতৃপ্তাত্মা সর্বরত্নবিভূষিতঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো দীপ্যমানোঽর্কবৎ তদা ॥ ২
বালসূর্যপ্রকাশেন বিচিত্রেণ রজসোত্তমা ।
যাতি যানেন দিব্যেন যম লোকং মহাযশাঃ ॥ ৩
ন হি ভূমিপ্রদানাদ্ বৈ দানমন্যদ্ বিশিষ্যতে
ন চাপি ভূমিহরণাৎ পাপমন্যদ্ বিশিষ্যতে ॥ ৪
দানান্যন্যানি হীয়ন্তে কালেন কুরুপুঙ্গব ।
ভূমিদানস্য পুণ্যস্য ক্ষয়ো নৈবোপপদ্যতে ॥ ৫
সুবর্ণরজতাদীনি ধনানি চ বসূনি চ
সর্বদানানি বৈ রাজন্ দদাতি বসুধা দদৎ ॥ ৬
সাগরান্ সরিতঃ শৈলান্ বনানি বিষমাণি চ
সর্বরত্নসমাকীর্ণৈব দদাতি বসুধাং দদৎ ॥ ৭
ঔষধীঃ ফলসম্পন্না নানাপুষ্পসমন্বিতাঃ
কমলোৎপলবতীশ্চ দদাতি বসুধাং দদৎ ॥ ৮
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যে যজন্তে সদক্ষিণৈঃ ।
ন তৎ ফলং লভন্তে তে ভূমিদানস্য যৎ ফলম্ ॥ ৯
ধনধান্যপূর্ণাং মহীং যস্তু জ্যোতিষায় প্রযচ্ছতি ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ১০
যম যজ্ঞস্য সদিভূত্রিদশানাং তথৈব চ ।
প্রীতয়ে বিদ্ধি রাজেন্দ্র ভূমিদত্তা দ্বিজায় বৈ ॥ ১১
যেন পুণ্যেন পূতাত্মা দাতা ভূমের্ভবিষ্যতি ।
যম সালোক্যমাপ্নোতি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১২
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্শিতঃ ।
স চ গোকর্ণমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥ ১৩
মাসোপবাসে যৎ পুণ্যং কৃচ্ছ্রে চান্দ্রায়ণেঽপি চ ।
ভূমিগোকর্ণমাত্রেণ তৎ পুণ্যং তু বিধীয়তে ॥ ১৪

সপ্তম অধ্যায়।

[ভূমিদান, তিলদান ও উভয়ব্রাহ্মণের মহিমাবর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—অনন্তর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিদানের বর্ণনা করিতেছি। পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি বেদবিৎ অগ্নিহোত্রী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রমণীয় ভূমি দক্ষিণার সহিত দান করে, সে সকল কামনায় তৃপ্তমনা সর্বরত্নভূষিত সর্বপাপমুক্ত মহাযশস্বী ও সূর্যের সমান দেদীপ্যমান হইয়া বিচিত্রপতাকাশোভিত উদয়কালীন সূর্যতুল্য উজ্জ্বল দিব্য বিমানের দ্বারা আমার লোকে গমন করে।১-৩

কারণ, ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান নাই এবং ভূমি হরণ অপেক্ষা অধিক ঘোরতর পাপ নাই। ৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! অন্যান্য দান কালক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভূমিদানজন্য পুণ্যের ক্ষয় হয় না। ৫

রাজন্! যদি মানুষ ভূমিদান করে, তাহা হইলে সেই মানুষের সুবর্ণ, মণি, রত্ন, ও ধনাদি সকল বস্তু দান করা হইয়া যায়।৬

ভূমিদান করিলে সমুদ্র, সরোবর, পর্বত, সম-বিষম স্থান, সকল প্রকার শস্য ও রসের দান হইয়া যায়। ৭

ভূমিদান করিলে ফলযুক্ত নানাবিধ পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষ ও কমল-উৎপলসমূহের দান হইয়া যায়। ৮

ভূমিদানে যাহা যে ফল পাওয়া যায়, দক্ষিণাসহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের দ্বারাও সেই ফল পাওয়া যায় না। ৯

বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি ধনপূর্ণ ভূমি দান করে, তাহার পিতৃপুরুষ মহাপ্রলয় পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। ১০

রাজেন্দ্র! ভূমি যদি ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা আমার, যজ্ঞের, সূর্যের ও সকল দেবতার প্রীতির কারণ হয়, ইহা জানিবে। ১১

যুধিষ্ঠির! ভূমিদানজনিত পুণ্যের দ্বারা পবিত্রাত্মা ভূমিদাতা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়—এবিষয়ে সন্দেহ করিবে না।১২

মনুষ্য জীবিকার অভাবে যা কিছু পাপ করে, গোকর্ণ মাত্র ভূমিদান করিলে ঐ পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১৩

একমাস যাবৎ উপবাস, কৃচ্ছ্রব্রত, চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য হয়, গোকর্ণপরিমিত ভূমিদান করিলে সেই পুণ্য উপার্জিত হইয়া থাকে। ১৪

সর্ব্বতীর্থাভিষেকে চ যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্ ।
ভূমিগোকর্ণমাত্রেণ তৎ পুণ্যং তু বিশীয়তে ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

দেবদেব নমস্তেঽস্তু বাসুদেব সুরেশ্বর
গোকর্ণস্য প্রমাণং বৈ যদ্ভূর্হি ন তত্ত্বতঃ ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু গোকর্ণমাত্রস্য প্রমাণং পাণ্ডুনন্দন ।
ত্রিংশদ্ধস্তপ্রমাণেন প্রশস্তং সর্ব্বতো বিদুঃ ॥ ১৭
প্রত্যাক্ প্রাগপি রাজেন্দ্র তৎ তথা দক্ষিণোত্তরম্
গোকর্ণা ভূমিদঃ প্রাহুঃ প্রমাণং যত্নতোঽর্পিতম্ ॥ ১৮

সমুদ্রা গোশতং যত্র সুখং তিষ্ঠত্যবস্থিতম্
সবৎসং বৃষভোপেতং তদ্ভূ গোকর্ণমুচ্যতে ॥

ক্ষিতয়ো মৃত্যুদণ্ডাশ্চ কৃত্তীপাকাশ্চ দারুণাঃ ।
ঘোরাশ্চ যাতনাঃ পাপা নোপসর্পন্তি ভূমিদম্ ॥ ২০

বিতরা রৌরবাশ্চাশ্চ তথা বৈতরণী নদী
তীব্রাশ্চ যাতনাঃ কষ্টা নোপসর্পন্তি ভূমিদম্ ॥ ২১

চিত্রগুপ্তঃ কলিঃ কালঃ কৃতান্তো মৃত্যুরেব চ ।
যমশ্চ ভগবান্ সাক্ষাৎ পূজয়ন্তি মহীপ্রদম্ ॥ ২২

রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ শক্রঃ সুরা ঋষিগণাস্তথা
অহঞ্চ প্রীতিমান্ রাজন্ পূজয়ামো মহীপ্রদম্ ॥ ২৩

কৃশকৃত্তাস্য কৃশতোঃ কৃশাঙ্গস্য কৃতাত্মিনঃ
ভূমির্দেয়া মহাশ্রেষ্ঠ ন বিধিঃ পারলৌকিকঃ ॥ ২৪

দীনমানকুটুম্বায় শ্রোত্রিয়ায়াগ্নিহোত্রিণে
প্রতপ্তায় দরিদ্রায় ভূমির্দেয়া নরাধিপ ॥ ২৫

যথা হি ধাত্রী ক্ষীরেণ পুত্রং বর্দ্ধয়তি স্বয়ম্
ধাত্রীরূপমুপস্থায় তথা ভোগ্যবসুন্ধরা ॥ ২৬

যথা বিভর্ত্তি গৌর্বৎসং স্নুষন্তী ক্ষীরমাত্মনঃ ।
তথা সর্ব্বফলোপেতা ভূমির্ভবতি ভূমিদম্ ॥ ২৭

যথা বীজানি রোহন্তি জলসিক্তানি ভূতলে ।
তথা তস্যাঃ প্ররোহন্তি ভূমিদস্য দিনে দিনে ॥ ২৮

যথা তেজস্তু সূর্য্যস্য তমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি
তথা পাপং নরস্যেহ ভূমিদানং ব্যপোহতি ॥ ২৯

আক্রম্য ভূমিদানং তু নয়তো যো বা নয়েৎ পুনঃ ।
স বন্ধো যাতনৈঃ পাশৈঃ ক্ষিপ্যতে পূয়শোণিতে ॥ ৩০

সকল তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য লাভ হইয়াছে, গোকর্ণমাত্রভূমি দানের দ্বারা সেই পুণ্য উপার্জ্জিত হয় ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—দেবদেব! সুরশ্রেষ্ঠ! বাসুদেবনন্দন! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাকে যথার্থভাবে গোকর্ণমাত্র ভূমির পরিমাণ বল ॥ ১৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন! গোকর্ণমাত্র পরিমাণের কথা শ্রবণ কর। কোনও ব্যক্তি কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে তিরিশহাত পরিমিত (ঐ ব্যক্তির শরীর সমপরিমাণ থাকিবে এরূপ বলা হয়) ভূমির পরিমাণ করে, তাহা হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ পরিমাণ ভূমিকে গোকর্ণ বলেন ॥ ১৭-১৮

যুধিষ্ঠির! যে পরিমাণ ভূমিতে বৎসহীন শতগাভী বৃষভ সহিত ও বৎস সহিত সুখে থাকিতে পারে, সেই ভূমিকে গোকর্ণ বলা হয় ॥ ১৯

যমদূত, মৃত্যুদণ্ড, দারুণ কৃত্তীপাকাদি নরক ও তদ্রূপ ঘোরতর যাতনা ভূমিদাতার নিকট আসে না। রৌরবাদি নরক, বৈতরণী নদী, কষ্টের সহিত যাতনা ভূমিদাতাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২০-২১

চিত্রগুপ্ত, কলিকাল, সকলের শত্রুকারী মৃত্যু, এমন কি সাক্ষাৎ ভগবান্ যম ভূমিদাতাকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২২

রুদ্র, প্রজাপতি, ইন্দ্র, দেবগণ, ঋষিগণ ও আমি প্রীতিমান্ হইয়া ভূমিদাতাকে পূজা করি ॥ ২৩

মহাশ্রেষ্ঠ! যে ব্রাহ্মণের গোকর্ণমাত্র পরিমাণে কৃশ, যাহার গাভী ও অন্য দুর্বল, তথাপি যে ব্রাহ্মণ অতিথিসৎকার করে তাহাকে ভূমি দান করিবে। যেহেতু তাহা পরলোকে নিধির তুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৪

যাহার কুটুম্বগণ কষ্টে পতিত হইয়াছে, যিনি বেদবিৎ, অগ্নিহোত্রকারী ও প্রতাপবিশিষ্ট, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও ভূমিদান করিতে হয় ॥ ২৫

ধাত্রী যাতা যেমন স্বকীয় স্তন্যের দ্বারা পুত্রকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ প্রদত্ত ভূমি দাতাকে অভ্যুদয়ীত করে ॥ ২৬

গাভী যেমন স্বকীয় দুগ্ধ স্রাবের দ্বারা বৎসকে পোষণ করে, সর্ব্বফলসম্পন্না ভূমি দাতাকে সেইরূপ পোষণ করিয়া থাকে ॥ ২৭

ভূতলে! জলসিক্ত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, ভূমিদানকারীর অভিলাষ অহর্নিশ সেইভাবে পূর্ণ হয় ॥ ২৮

সূর্য্যের তেজ যেমন সমস্ত অন্ধকার বিনষ্ট করে, সেইরূপ ভূমিদান মানুষের সকল পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৯

যে ব্যক্তি ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ভূমি দান

অবস্থাং পরমস্থাং বা যো হরেত্ত বসুন্ধরাম্
ন তস্য নরকাদ্ ঘোরাদ্ বিদ্যতে নিষ্কৃতিঃ ক্বচিৎ। ৩১
দত্ত্বা ভূমিং দ্বিজেন্দ্রায় যস্তামেবোপজীবতি
স মূঢ়ো যাতি দুষ্টাত্মা নরকানেকবিংশতিম্
নরকেভ্যো বিনির্মুক্তঃ শুনাং যোনিং স গচ্ছতি। ৩২
হলকৃষ্টা মহী দেয়া সবীজা শস্যশালিনী
অথবা সোদকা দেয়া দ্বিজাতয়ে বিজাতয়ে। ৩৩
এবং দত্ত্বা মহী রাজন্ প্রজাষ্টৈশ্বর্য্যমশ্নুতে
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ধনদা চিন্তিতানি চ। ৩৪
বসুভির্বসুধা দত্তা দীয়তে চ নরাধিপৈঃ।
যথা যথা যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্। ৩৫
যশ্চ ক্ষুণ্ণাং প্রযচ্ছেদ্ বৈ দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে।
কৃষদ্ভ্যস্তু কৃষগবে স মুক্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ৩৬
পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন বিরাজতা।
কামক্রমী যথাকামং স্বর্গলোকে মহীয়তে। ৩৭

যে ব্যক্তি ক্ষেত্র বা গৃহস্থিত ভূমি দান করিয়া পুনরায় অপহরণ করে (কাড়িয়া লয়) সে ঘোর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ পশুযোনি (পুঁজ ও রক্ত)-পূর্ণ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ৩০

যে ব্যক্তি অন্যের দত্ত বা অন্যের ভূমি অপহরণ করিয়া থাকে, তাহার ঘোর নরক হইতে কখনও নিষ্কৃতি হয় না। ৩১

যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়া সেই ভূমির সাহায্যে জীবিকানির্ব্বাহ করে, সেই দুষ্টাত্মা মূঢ় একবিংশতি নরকে গমন করে। ৩২

ভূমিকে হলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যখন ভূমি শস্য পরিপূর্ণ হয়, তখন তাহা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয় অথবা ঐ ভূমি যদি উর্ব্বর (সরস) হয়, তাহা হইলে তাহা ঐরূপ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয়। ৩৩

রাজন্! এইভাবে প্রসন্নচিত্তে যাহা কেহ ভূমি দান করে, তাহা হইলে সে জগতে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। ৩৪

বহু বহু নরপতি এই পৃথিবীকে দান করিয়াছেন এবং দান করিতেছেন। এই ভূমি যখন যাহার অধিকারে থাকে, তখন সে এই ভূমি দান করে এবং তাহারই উহাতে যেরূপ লাভ হইয়া থাকে। ৩৫

যাহার জীবিকা অতি অল্প, যাহার গাভী দুর্ব্বল, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে ভক্তি দান করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সূর্য্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রতুল্য শোভমান্ বিমানের দ্বারা ইচ্ছানুরূপে স্বর্গলোকে গমন করিয়া পূজিত হয়। ৩৬-৩৭

তত্তোঽবতীর্ণঃ কালেন লোকে চাস্মিন্ মহাযশাঃ।
সর্ব্বলোকার্চিতঃ শ্রীমান্ রাজা ভবতি বীর্য্যবান্। ৩৮
তিলপর্ব্বতকং যস্তু শ্রোত্রিয়ায় প্রযচ্ছতি
বিশেষেণ দরিদ্রায় তস্যাপি শৃণু যৎ ফলম্। ৩৯
পুণ্যং বৃষোৎসর্গে যৎ প্রোক্তং পাণ্ডুনন্দন
তৎ পুণ্যং সমবাপ্নোতি তৎক্ষণাদ্ বিরজা ভবেৎ। ৪০
যথা ত্বচং ত্যজত্যেবং ব্যালো মুক্তস্তথৈব চ।
তথা তিলপ্রদানাদ্ বৈ পাপং ত্যক্ত্বা বিমুচ্যতি। ৪১
তিলপর্ব্বতঃ প্রযুক্তাত্মা ভাস্বদর্কবিভূষিতম্
বিমানং দিব্যমারূঢ়ঃ পিতৃলোকে মহীয়তে। ৪২
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি কামক্রমী মহাযশাঃ।
তিলপ্রদাতা রমতে পিতৃলোকে যথাসুখম্। ৪৩
তিলং গাবঃ সুবর্ণং চাপ্যাজ্যং বস্ত্রং বসুন্ধরা
তারয়ন্ত্যেব দাতারং ব্রাহ্মণেভ্যো মহাফলম্। ৪৪
ব্রাহ্মণং বৃত্তসম্পন্নমবাহিতাগ্নিমলোলুপম্।
তর্পয়েদ্ বিবিধৈর্ দ্রব্যৈর্ন নিধিঃ পারলৌকিকঃ। ৪৫

তাহার পর পুণ্যক্ষয় হইলে সে যথাসময়ে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে মহাযশা, সর্ব্বলোকপূজ্য, ঐশ্বর্য্যবান্ ও পরাক্রমশালী রাজা হয়। ৩৮

যে ব্যক্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে তিলের পর্ব্বত দান করে, বিশেষতঃ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৩৯

পাণ্ডুনন্দন! বৃষোৎসর্গের যে পুণ্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই পুণ্যকে প্রাপ্ত হইয়া তিলপর্ব্বতদানকারী তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া যায়। ৪০

সর্প যেমন নির্ম্মোক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া মুক্তদেহ হয়, সেইরূপ দাতা তিলদানের ফলে পাপ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়। ৪১

তিলপর্ব্বতদানকারী স্বর্ণবিভূষিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া পিতৃলোকে গমন পূর্ব্বক সম্মানিত হয়। ৪২

তিলদানকারী পিতৃলোকে অতিশয় যশস্বী ও কামরূপী হইয়া যাট হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকে। ৪৩

মহাকুরু! ঘৃতধেনু! তিল, গো, সুবর্ণ, অন্ন, বস্ত্র ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে এই সকল পদার্থ দাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৪৪

আহিতাগ্নিং দরিদ্রঞ্চ শ্রোত্রিয়ঞ্চ বিবেদিনম্।
পূজায়ামপি তৎপাত্রং পূজায়াং যদি নোদয়েৎ ॥ ৩৬
আহিতাগ্নিঃ সদা পাত্রমগ্নিহোত্রী চ বেদবিৎ।
পাত্রাণামপি তৎপাত্রং পূজায়াং যদি নোদয়েৎ ॥ ৩৭
যজ্ঞে বেদময়ং পাত্রং যজ্ঞ পাত্রং তথোদয়ম্।
অসন্ধার্যঞ্চ যৎ পাত্রং তৎ পাত্রং ত্রায়তিদ্বিজম্ ॥ ৩৮
নিত্যস্বাধ্যায়নিরতান্ সদাপূর্বেজিহ্মাংশ্চ যে
পঞ্চযজ্ঞপরা নিত্যং পূজিতাস্তারয়ন্তি তে ॥ ৩৯
যে ত্রাতিদাতাঃ প্রীতিপূর্বকর্ণা
বিবেদিনঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তাঃ।
প্রীতিপ্রবে সঙ্কুচিতা গৃহস্থা
তে ব্রাহ্মণাস্তারয়িতুং সমর্থাঃ ॥ ৪০

রাজন্! সদাচারসম্পন্ন, অগ্নিহোত্রকারী ও নিরোগ ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্বক পূজা করা কর্তব্য। যেহেতু তাহা পরলোকে নিধির ন্যায় ॥ ৩৫

অগ্নিহোত্রী, বেদজ্ঞ, বিবেদিত্ব ও পূজাগ্রহণকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত পূজা করিবে ॥ ৩৬

প্রথমে অগ্নিহোত্রকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দানের পাত্র। যাহার উপরে পূজার ভার, সে সকল পাত্রের মধ্যে উত্তম পাত্র ॥ ৩৭

যে বেদসম্পন্ন পাত্র, যে তপোময় পাত্র, যে কাহারও মুখে ভোজন করে না, ইহারা সকলে পবিত্র পাত্র। এই সকল পাত্র মানুষকে উদ্ধার করে ॥ ৩৮

যাহারা প্রতিদিন বেদাধ্যয়নরত, যাহাদের ইন্দ্রিয় বশীভূত, যাহারা পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকারী, ইহারা পূজিত হইলে পূজাকারীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৩৯

যাহারা ক্ষমাশীল, সংযতচিত্ত ও বিবেদিত, বেদজনিত নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী
নিত্যস্বাধ্যায়ী বৃষলান্নবর্জী।
তত্তো গচ্ছন্ বিবিধঞ্চ দি ভূয়ং
স ব্রাহ্মণস্তারয়িতুং সমর্থঃ ॥ ৪১
ব্রাহ্মণো যস্য হস্তস্থো মন্ত্রবৎ পি যৎপরান্নঃ
যদি সংস্তুতকর্মা চ স বিপ্রস্তারয়েৎ ধ্রুবম্ ॥ ৪২
বাদশাক্ষরতত্ত্বজ্ঞস্তত্ত্বপূর্বাংবিভাগবিৎ
অক্ষিস্পন্দকালজ্ঞঃ স বিপ্রস্তারয়িতুতি ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

যাঁহারা প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত ও দান গ্রহণে সঙ্কুচিত, সেই সকল ব্রাহ্মণ দাতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ ॥ ৪০

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন তর্পণ করেন, সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, প্রতিদিন বেদপাঠ করেন এবং সূর্যের স্তব করেন, যিনি অনুকালে পত্নীকে স্পর্শ করেন এবং বিধিপূর্বক হবন করেন, সেই ব্রাহ্মণ দাতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ ॥ ৪১

যে ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত, আমাতে অনুরক্ত, আমাতে আশ্রিত, আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণকারী, তিনি অবশ্যই দাতাকে উদ্ধার করিতে পারেন ॥ ৪২

যিনি দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রের তত্ত্ব জানেন এবং তত্ত্বপূর্বের বিভাগ জানেন, যিনি ত্রুটিহীন ভাবে পাঠযজ্ঞ উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণ দাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[নানাবিধ-দানমহিমকথনম্

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বাসুদেবেন দানেষু কথিতেষু যথাক্রমম্
অবিস্তরঞ্চ ধর্ম্মেষু ভূয়ঃ পুনরব্রবীৎ। ১

দেব ধর্ম্মানৃতবিদ শৃণ্বতোঽপি পরন্তপ
ন বিদ্যতে সুরশ্রেষ্ঠ মম তৃপ্তিহি মাধব। ২

যানি চান্যানি দানানি ত্বয়া নোক্তানি কানিচিৎ।
তানশেষ, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রূহি চানুক্রমাৎ ফলম্। ৩

শ্রীভগবানুবাচ

নব্যাং প্রস্তরণোপেতাং যঃ প্রযচ্ছতি পাণ্ডব।
অর্চয়িত্বা দ্বিজং ভক্ত্যা বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ।
ভোজয়িত্বা বিচিত্রান্নৈঃ তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৪
বেশ্মদানস্য যৎ পুণ্যং বিধিদৃষ্টস্য পাণ্ডব।
তৎ পুণ্যং সমবাপ্নোতি লোকে মহীয়তে। ৫
আহিতাগ্নিসহস্রস্য পূজিতস্যৈব যৎফলম্।
তৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি যস্তু শয্যাং প্রযচ্ছতি। ৬
শিল্পবদ্ধায়নং যানি বিদ্যাং সদ্ভোজনানি চ।

যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৭
ছত্রোপেতঃ সপ্রযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা
সপ্তর্ষিলোকান্ ব্রজতি পূজ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ। ৮
চতুর্যুগা ন বৈ ত্রিংশৎ ক্রীড়িত্বা তত্র দেববৎ।
ইহ মানুষকে লোকে দ্বিজো ভবতি বেদবিৎ। ৯
বিজ্ঞায়তে যো বিপ্রঃ ব্রাহ্মণস্যেহ কশ্চিত্তম্
বিনশ্যতি তদা পাপং তস্য বর্ষকৃতং নৃপ। ১০
অথ প্রক্ষালয়েৎ পাদৌ তস্য তোয়েন ভক্তিমান্
দশবর্ষকৃতং পাপং ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ। ১১
ঘৃতেন বাথ তৈলেন পাদৌ তস্য তু পূজয়েৎ।
তস্য দ্বাদশবর্ষাণি পাপমাশু ব্যপোহতি।
আগতেন তু যো বিপ্রং পূজয়েদাসনেন চ।
প্রত্যুত্থানেন বা রাজন্ ন স দেবানাং প্রিয়ো ভবেৎ। ১৩
আগতেনাসনং রাজন্নাসনেন শতক্রতুঃ।
প্রত্যুত্থানেন শিবরঃ প্রীতিং যাস্যতিথিপ্রিয়ঃ। ১৪

অষ্টম অধ্যায়।

[নানাপ্রকার দানের মহিমাকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ বাসুদেব দানের কথা যথাক্রমে বর্ণনা করিলে পর ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত অকৃত দুর্ব্বুদ্ধি যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বলিলেন। ১

দেব! শঙ্খচক্রধর! সুরশ্রেষ্ঠ মাধব! অমৃতসম ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে থাকিলেও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ২

সুরশ্রেষ্ঠ! আরও অন্যান্য যে সকল দান আছে, এখনও যাহাদের কথা বলা হয় নাই, তুমি যথাক্রমে সেই সকল দান ও তাহাদের ফল আমাকে বল। ৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যে ব্যক্তি যত্ন, যাচ্ঞা ও চমৎকারিত্ব দ্বারা ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া এবং নানাবিধ অন্নাদি ভোজন করাইয়া আবরণাদি সহিত শয্যা দান করে, পাণ্ডুনন্দন! তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৪

পাণ্ডুনন্দন! বিধিপূর্ব্বক বেশ্মদানে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য পিতৃলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। ৫

এক হাজার অগ্নিহোত্রীকে পূজা করিলে যে পুণ্য ফল পাওয়া যায়, সেই পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি শয্যা দান করে। ৬

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শিল্প, বেশ্ম, যন্ত্র ও ঔষধিবিষয়ক নানাবিধ বিদ্যাদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৭

বেদবাক্যের প্রভাবে শোভমান বিমানের দ্বারা সপ্তর্ষিলোকে গমন করে এবং ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। ৮

সেখানে ত্রিশ চতুর্যুগ কাল পর্য্যন্ত দেবতার মত বিহার করিয়া এই মনুষ্যলোকে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৯

রাজন্! পথশ্রমে কাতর ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি বিশ্রাম করাইয়া থাকে, তাহার একবর্ষে কৃত সকল পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০

মানুষ যদি ভক্তিমান্ হইয়া অন্যের দ্বারা অতিথি ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন করে, তাহা হইলে দশবর্ষকৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১

ঘৃতের দ্বারা কিংবা তৈলের দ্বারা যদি তাঁহার চরণের সেবা করা হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বাদশবর্ষকৃত পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। ১২

রাজন্! যে ব্যক্তি গৃহাগত ব্রাহ্মণকে আসন, আসন ও অভ্যুত্থানের দ্বারা সম্মানিত করে, সে দেবগণের প্রিয় হয়। ১৩

অগ্নি-শক্র-পিতৃপাক তেষাং প্রীত্যা নরাধিপ।
সংবৎসরকৃতং পাপং তস্য সদ্যো বিনশ্যতি ॥ ১৪
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় আসনং স্বাস্তরূষিতম্।
স যাতি মণিচিত্রেণ রথেনেন্দ্রনিকেতনম্ ॥ ১৬
পুরন্দরাসনে তত্র দিব্যনারীবিভূষিতঃ।
বসতি বর্ষসহস্রাণি ক্রীড়ন্নপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ১৭
যানেন যঃ প্রযচ্ছেত ব্রাহ্মণায় যুধিষ্ঠির।
স যাতি রত্নচিত্রেণ যানেনেন্দ্রসুরালয়ম্ ॥ ১৮
স তত্র কামং ক্রীড়িত্বা দেবযানোত্তমৈর্বরৈঃ।
ইহ রাজা ভবেদ্ রাজন্ নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১৯
পাদপাঃ পল্লবাকীর্ণাঃ পুষ্পিতাঃ ফলিতাস্তথা
গন্ধ-মাল্যোপপন্নার্চা বস্ত্রাভরণভূষিতম্ ॥ ২০
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় শ্রোত্রিয়ায় সদক্ষিণম্।
ভোজয়িত্বা যথাকামং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২১
ভানুমদ্বিচিত্রেণ বিমানেন বিরাজতা।
পুরন্দরপুরং যাতি ভরতর্ষভসেবিতম্ ॥ ২২

তত্র শক্রপুরে রম্যে তস্য কল্পতরূত্তমাঃ।
দদাতি হ্যেষিতং সর্বং মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ॥ ২৩
যানস্য তস্য পত্রাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ
তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ২৪
শক্রলোকাদবতীর্ণশ্চ মানুষ্যং লোকমাগতঃ।
রথাশ্বগজসম্পূর্ণে পুরে রাজ্যে রমতি ॥ ২৫
স্থাপয়িত্বা তু যঃ কন্যাং যো বৎপ্রতিকৃতিং নরঃ।
আসনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজাকর্ম চ কারয়েৎ ॥
স্বয়ং বা পূজয়েদ্ ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৬
অশ্বমেধসহস্রস্য যৎ পুণ্যং সমুদাহৃতম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি মৎসালোক্যং প্রপদ্যতে
ন জানে নির্মিতং তস্য ময় লোকাদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ২৭
দেবালয়ে দ্বিজগৃহে গোষ্ঠে চত্বরেঽপি বা।
প্রজ্বালয়তি যো দীপং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৮
আরুহ্য কাঞ্চনং যানং ভোজয়ন্ সর্বতোদ্দিশম্।
গচ্ছেদাদিত্যলোকং স দেবযানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ২৯

রাজন্! আসনের দ্বারা অগ্নি, আসনের দ্বারা ইন্দ্র, প্রত্যুত্থানের দ্বারা অন্তর্বিহিত পিতৃপুরুষগণ প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫

মহারাজ! এইভাবে অগ্নি, ইন্দ্র ও পিতৃপুরুষ প্রসন্ন হইলে তাহার সংবৎসরকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে স্বাস্তরূষিত আসন দান করে, সে মণিময় রথের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করে ॥ ১৬

সেখানে ইন্দ্রাসনে দিব্য নারী-পরিবৃত হইয়া অপ্সরাগণের সহিত বহু বৎসর বিহার করে ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে যানদান করে, সে রত্নময় যানের দ্বারা দেবলোকে গমন করে ॥ ১৮

সেখানে অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হইয়া এবং ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া ইহলোকে রাজা হয়, এবিষয়ে সন্দেহ করিবে না ॥ ১৯

যে ব্যক্তি পল্লব, পুষ্প ও ফলসমন্বিত বৃক্ষকে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চনা করিয়া ঐ বৃক্ষকে বস্ত্র ও আভরণে ভূষিত করিয়া যথাবিৎ ব্রাহ্মণকে ইচ্ছানুসারে ভোজনের পর দক্ষিণার সহিত ঐ বৃক্ষ দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ২০-২১

ঐ ব্যক্তি সুবর্ণময় বিচিত্র বিমানের দ্বারা ভয় ভয় জাতি সমভিব্যাহারে পুরন্দরপুরে গমন করে ॥ ২২

সেই রমণীয় পুরন্দরপুরে বর্তমান কল্পতরু তাহার মনোগত কাম্য (যাহা ইচ্ছা করে,) সকলই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩

তাহার প্রদত্ত বৃক্ষে যত সংখ্যক পত্র, পুষ্প ও ফল থাকে, সে তত বর্ষসহস্র ইন্দ্রলোকে সম্মানিত হয় ॥ ২৪

ইন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যলোকে আগমন করে এবং রথ, অশ্ব ও হস্তীর দ্বারা পরিপূর্ণ নগর ও রাজ্যে রাজা হয় ॥ ২৫

যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত মঞ্চিকা নির্মাণ করিয়া সেখানে আসন প্রতিষ্ঠা বিধিপূর্বক স্থাপনা ও পূজাবিধি করাইয়া থাকে কিংবা স্বয়ং ভক্তিভাবে পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ২৬

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল বর্ণিত হইয়াছে, সে সেই ফল প্রাপ্ত হয় এবং আমার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠির! সে আমার লোক হইতে অন্যত্র গমন করে —ইহা আমি জানি না ॥ ২৭

দেবালয়ে, ব্রাহ্মণ গৃহে, গোশালায় ও চতুষ্পথে যে ব্যক্তি প্রদীপ প্রজ্বালিত করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ২৮

তত্র প্রকামং ক্রীড়িত্বা বর্ষকোটিং মহাতপাঃ।
ইহ লোকে ভবেদ্ বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। ৩০
কম্বলাং কম্বিকাং বাপি মহদ্ যা জলভাজনম্।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৩১
ব্রহ্মকূর্চে তু যৎ পীতে ফলং প্রোক্তং নরাধিপ।
তৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি জলভাজনদো নরঃ।
সুতৃপ্তঃ সর্বসৌখ্যঃ প্রহৃষ্টৈস্ত্রিদশানসঃ। ৩২
হংসসারসযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা।
স যাতি ব্রাহ্মণং লোকং দিব্যগন্ধর্বসেবিতম্। ৩৩
পানীয়ং যঃ প্রযচ্ছেদ্ বৈ জীবানাং জীবনং পরম্।
গ্রীষ্মে চ ত্রিষু মাসেষু তস্য পুণ্যফলং শৃণু। ৩৪
পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন বিরাজতা।
স গচ্ছেদিন্দ্রভবনং সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ। ৩৫
শিরোহস্তাঙ্গপ্রদানেন তেজস্বী প্রিয়দর্শনঃ।
সুভগো রূপবান্ শূরঃ পণ্ডিতশ্চ ভবেদ্ দ্বিজঃ। ৩৬

যত্রাদাতা তু তেজস্বী সর্বত্র প্রিয়দর্শনঃ।
সুভগো ভবতি শ্রীমান্ স্ত্রীণাং বিস্তার মনোরমঃ। ৩৭
উপানহৌ চ যত্রক্ত যো দদাতি নরোত্তমঃ।
স যাতি রথমুখ্যেন কাঞ্চনেন বিরাজতা
শক্রলোকং মহাতেজাঃ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ। ৩৮
কাষ্ঠপাদুকয়া যান্তি বিমানৈর্ঘণ্টিনিস্বনৈঃ।
ধর্মরাজপুরং রম্যং সেব্যমানাঃ সুরোত্তমৈঃ। ৩৯
দন্তকাষ্ঠপ্রদানেন প্রিয়বাক্যো ভবেন্নরঃ।
সুসম্ভবনঃ শ্রীমান্ সেবাসৌভাগ্যসংযুক্তঃ। ৪০
অনন্তরাশী যশ্চাপি বর্ততে ব্রতবৎ সদা।
সত্যবাক্ক্রোধরহিতঃ শুচিঃ স্নানরতঃ সদা।
স বিমানেন দিব্যেন যাতি শক্রপুরং নরঃ। ৪১
একভুক্তেন যশ্চাপি বর্ষমেকং তু বর্ততে।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধঃ সত্যশৌচসমন্বিতঃ।
স বিমানেন দিব্যেন যাতি শক্রপুরং নরঃ। ৪২

ঐ প্রশৌপলাবকারী স্বর্ণনির্মিত বিমানে আরোহণ করিয়া সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিতে করিতে দেবগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সূর্যালোকে গমন করে। ২৯

সেখানে ইচ্ছানুসারে কোটি বর্ষ পর্যন্ত বিহার করিয়া ইহলোকে মহাতপস্বী ও বেদবেদাঙ্গপারগামী ব্রাহ্মণ হয়। ৩০

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কম্বল (কম্বলম্), কম্বিকা (গেলাস) কিংবা বৃহৎ জলপাত্র প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৩১

মহারাজ! পানীয়জলদানকারী ব্যক্তির যে ফল কথিত হইয়াছে, সেই পুণ্যফল জলপাত্রদানকারী প্রাপ্ত হয়। তাহার দ্বারা সে পরম তৃপ্ত সকল সুখসম্বান্বিত ও প্রসন্নচিত্ত হয়। ৩২

কেবল ইহাই নহে, জলপাত্রদানকারী হংসসারসযুক্ত শোভমান বিমানের দ্বারা দিব্যগন্ধর্বসেবিত ব্রহ্মলোকে গমন করে। ৩৩

যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে তিন মাস পর্যন্ত প্রাণিগণের জীবনরূপ পানীয় জল প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৩৪

সে পূর্ণচন্দ্র সমুজ্জ্বল শোভমান বিমানের দ্বারা অপ্সরাগণ সেবিত হইয়া ইন্দ্র-ভবনে গমন করে। ৩৫

যজ্ঞে যাহারা তৈল প্রদান করিয়ে থাকে তেজস্বী, প্রিয়দর্শন, সুন্দর, রূপবান্, বীর, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ হয়। ৩৬

যজ্ঞদানকারী মানুষ তেজস্বী, সর্বত্র প্রিয়দর্শন, সুন্দর, শ্রীমান্ ও সুন্দরীগণের সর্বদা প্রিয় হইয়া থাকে। ৩৭

যে ভেট যজ্ঞে উপানহ (জুতা) ও ছত্র দান করে, সে মহাতেজস্বী ও অপ্সরাগণ সেবিত হইয়া কাঞ্চনবিনির্মিত শোভমান শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করে। ৩৮

কাষ্ঠপাদুকা দানকারী ও ঐ-বিনির্মিত বিমানের দ্বারা রমণীয় যমপুরে গমন করে এবং দেবশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক সেবিত হয়। ৩৯

দন্তকাষ্ঠ প্রদানের দ্বারা দাতা প্রিয়বাক্য, সুন্দরমুখ, শ্রীমান্ সেবা ও সৌভাগ্যযুক্ত হয়। ৪০

যে ব্যক্তি অতিথি ও গোব্রাহ্মণের ভোজনের পর ভোজন করে, সর্বদা ব্রতাচরণরত থাকে, সত্যবাদী ক্রোধশূন্য স্নানাদির দ্বারা সদা পবিত্র থাকে, সে দিব্য বিমানের দ্বারা ইন্দ্রপুরে গমন করে। ৪১

সত্য শৌচসমন্বিত ব্রহ্মচারী যে ব্যক্তি ক্রোধকে জয় করিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজনে জীবন অতিবাহিত করে, সে দিব্য বিমানের দ্বারা ইন্দ্রপুরে গমন করে। ৪২

চতুর্থকালে যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বর্ত্ততে চৈকবর্ষং তু তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৩
চিত্রবর্হিণযুক্তেন বিচিত্রধ্বজশোভিনা।
যাতি যানেন দিব্যেন স মহেন্দ্রপুরং নরঃ ॥ ৩৪
নিষেধয়তি মন্মূর্ত্যামাত্মানং যশসঃ শুচিঃ।
ক্রতবঃ ক্ষিণমূর্ত্যাং বা চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৩৫
সিদ্ধৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব দেবলোকৈশ্চ পূজিতঃ।
সপ্তভির্ভূতলক্ষৈশ্চ গীয়মানো মহাতপাঃ ॥ ৩৬
প্রবিশেৎ স মহাতেজা মাং বা সপ্তঋষেব বা।
ন স্যাৎ পুনর্জ্জবো রাজন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৭

যে ব্যক্তি একদিন অন্তর একবার ভোজন করে এবং জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ৩৩

সে বিচিত্রপুচ্ছবিশিষ্ট বহুবর্ণ ও বিচিত্র পতাকা-শোভিত দিব্য বিমানের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করে। ৩৪

যে পবিত্র মনুষ্য মৎপরায়ণ হইয়া আমার মূর্ত্তিতে মনোনিবেশ করে, বিশেষতঃ চতুর্দশী তিথিতে কৃষ্ণা বা কৃষ্ণপক্ষমূর্ত্তিতে মনোনিবেশ করে, সেই মহাতপস্বী ও মহাতেজস্বী ব্যক্তি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এবং গন্ধর্ব ও সপ্তলক্ষ ভূতের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আমাতে বা মহর্ষিদের প্রবিষ্ট হয়। রাজন্! তাহার পুনর্জন্ম হয় না। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবে না। ৩৪-৩৭

গোকুলে স্ত্রীকৃতে চৈব গুরু-বিপ্রকৃতেঽপি বা।
হন্যতে যে তু রাজেন্দ্র শক্রলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৩৮
তত্র জাম্বুনদময়ে বিমানে কামগামিনি।
মনস্তরং প্রমোদন্তে দিব্যনারীনিষেবিতাঃ ॥ ৩৯
আক্রুষ্টস্য প্রদানেন ধেনুনা হরণেন চ
তৃণ-প্রভৃতি যদ্ যদ্ধরং তৎ সর্বং তু বিনশ্যতি ॥ ৪০
যদ্ যদিষ্টতমং দ্রব্যং লোকেনোপাজিতঞ্চ যৎ।
তৎ তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয্যমিচ্ছতা ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্ব্বণি বৈষ্ণবধর্ম্মপর্ব্বণি অষ্টষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাজেন্দ্র! যাহারা গো, স্ত্রী, গুরু ও ব্রাহ্মণের হত্যার জন্য নিহত হয়, তাহারা ইন্দ্রলোকে গমন করে। ৩৮

সেখানে স্বর্ণময় নারীযুক্ত বিমানে ইচ্ছাগতি হইয়া দিব্য বিমানে একমন্বন্তরকাল আনন্দভোগ করিতে থাকে। ৩৯

প্রতিগ্রহকারিকে পদার্থ না দিলে কিংবা দানের পর কাড়িয়া লইলে আহরণকৃত সকল দান বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪০

যে ব্যক্তি অক্ষয় সুখ কামনা করে, সে যাহা যাহা সদুপায়ে উপার্জিত ও অত্যন্ত অভীষ্ট, সেই সকল দ্রব্য গুণবান্ ব্রাহ্মণকে অবশ্যই দান করিবে। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্মপর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চমহাযজ্ঞানাম্, বিধিবৎ স্নানস্য, তদঙ্গভূতানাং কর্ম্মণাম্, ভগবৎপ্রিয়াণাং পুষ্পাণাম্, ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণস্য চ বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পঞ্চ যজ্ঞাঃ ক্রিয়াস্তেষাং ত্বয়া দেব বিভাব্যতে।
তেষাং নাম চ দেবেশ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ কীর্ত্যমানান্ যুধিষ্ঠির
যৈরেব ব্রহ্মণালোকাঃ সন্তাজ্যন্তে গৃহেষ্বিহ॥ ২

অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ তর্পণঞ্চ তথা পিতৃযজ্ঞঃ।
নৃযজ্ঞো পিতৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥ ৩

তর্পণং অধ্যয়নঃ স্যাৎ স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞকঃ।
ভূতযজ্ঞো বলির্যজ্ঞো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।
পিতৃনুদিশ্য যৎ কর্ম্ম পিতৃযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪

হুতং চাপ্যহুতং চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
প্রাশিতং বলিদানঞ্চ পাকযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥ ৫

বৈশ্বদেবাদতো হোমো হুতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অহুতঞ্চ ভবেদ্ দত্তং প্রহুতং ব্রাহ্মণার্পিতম্॥ ৬

প্রাণাগ্নিহোত্রহোমেষু প্রাশিতং বিধিবদ্ বিদুঃ।
বলিকর্ম্ম চ রাজেন্দ্র পাকযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৭

কেচিৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ পাকযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে
অপরে ব্রহ্মযজ্ঞাদীন্ মহাযজ্ঞবিদো বিদুঃ॥ ৮

সর্ব্ব এতে মহাযজ্ঞাঃ সর্ব্বথা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বুভুক্ষিতান্ ব্রাহ্মণাংস্তু যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ৯

তস্মাৎ স্নাত্বা দ্বিজো বিদ্বান্ সূর্য্যাদেভ্যান্ দিনে দিনে
অতোঽন্যথা তু ভুঞ্জন্ বৈ প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্ দ্বিজঃ॥ ১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবদেবেশ দৈত্যাস্ত্র বহুকৃত্য জনার্দ্দন।
বক্তুমর্হসি দেবেশ স্নানস্য চ বিধিং মম॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু পাণ্ডব তৎ সর্ব্বং পবিত্রং পাপনাশনম্।
স্নাত্বা যেন বিধানেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাদ্ দ্বিজাঃ॥ ১২

নবম অধ্যায়

[পঞ্চ মহাযজ্ঞ, বিধিবৎ স্নান ও তাহার অঙ্গভূত কর্ম্ম, ভগবানের প্রিয় পুষ্প এবং ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! দ্বিজাতিগণের দ্বারা এ-সংসারে কিভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়? দেবেশ্বর! সেই সব যজ্ঞের পূর্ণ বিধানসমূহ তুমি আমাকে বল। ১

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে গৃহস্থ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলোক লাভ করে, সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

পাণ্ডুনন্দন! অধ্যয়ন, ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ কথিত হয়। ৩

তর্পণ অধ্যয়ন বলিয়া কথিত হয়। স্বাধ্যায়কে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। সমস্ত প্রাণিগণের উদ্দেশে অন্নের বলি (উপহার) দান দেবতাকে ভূতযজ্ঞ, অতিথিদিগের পূজাকে মনুষ্যযজ্ঞ এবং পিতৃগণের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে পিতৃযজ্ঞ বলে। ৪

হুত, অহুত, প্রহুত, প্রাশিত ও বলিদান—এই সকলকে পাকযজ্ঞ বলে। ৫

বৈশ্বদেবাদি যে সকল কর্ম্মে দেবতাগণের উদ্দেশে যে হোম করা হয়, বিদ্বান্‌গণ তাহাকে 'হুত' বলেন। দানরূপে প্রদত্ত বস্তুকে 'অহুত' বলা হয়। ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইল 'প্রহুত'। ৬

রাজেন্দ্র! প্রাণাগ্নিহোত্রের বিধি অনুসারে প্রাণকে যে পক্ক গ্রাস অর্পণ করা হয়, তাহাকে 'প্রাশিত' বলা হয় এবং শ্বা প্রভৃতি প্রাণিগণের তৃপ্তির জন্য অন্নের যে বলি দেওয়া হয়, তাহার নাম 'বলিদান'। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মকে পাকযজ্ঞ বলে। ৭

কত বিদ্বান্ পুরুষগণ এই পাকযজ্ঞকেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলেন। অন্য বিদ্বান্‌গণ, যাঁহারা পঞ্চমহাযজ্ঞের স্বরূপ জানেন, তাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞাদিকেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিয়া মনে করেন। ৮

এই সব কর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হয়। গৃহে আগত ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি আহার না দিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না। ৯

সেইজন্য বিদ্বান্ দ্বিজ অবশ্যই প্রতিদিন স্নান করত এই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই সব কর্ম্ম না করিয়া যে দ্বিজ ভোজন করেন, তিনি প্রায়শ্চিত্তভাগী হইবেন। ১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেবদেব! তুমি দৈত্যগণের বিনাশক ও দেবতাদিগের ঈশ্বর। জনার্দ্দন! তুমি এই ভক্তকে স্নান করিবার বিধি বল। ১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! যে বিধি অনুসারে স্নান

মৃদঞ্চ গোময়ং চৈব তিলাং দর্ভাংস্তথৈব চ
পুষ্পাণ্যাদি যথালাভমাদায় তু জলং ব্রজেৎ ॥ ১৩
নদ্যাং স্নাত্বা ন চ স্নায়াদন্যত্র বিজসত্তমঃ।
সতি প্রকৃতে পঙ্কিলে নাল্পে স্নায়াৎ কদাচন ॥ ১৪
গত্বোদকমনীপং তু শুচৌ দেশে মনোরমে।
ততো মৃদ্গোময়াদীনি তত্র বিপ্রো বিনিক্ষিপেৎ ॥১৫
বহিঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ চ দ্বিরাচম্য প্রযত্নতঃ।
প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য নমস্কুর্য্যাৎ তু তজ্জলম্ ॥ ১৬
সর্বদেবময়া হ্যাপো মন্ত্রতঃ পাণ্ডুবন্ধন।
তস্মাৎ তাস্তু ন হস্তাভ্যাম্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ৭
কেবলং প্রথমং মন্ত্রৈরাজ্যানি বিধুনেদ্ বুধঃ।
তৎ তু তীর্থং সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং পুনঃ ॥১৮

গোকর্ণাকৃতিবৎ কৃত্বা করৌ ত্রিঃ প্রাশিবেজ্জলম্
দ্বিস্তৎপরিমৃজেদ্ বক্ত্রং পাদাবভ্যুক্ষ্য চাস্যতঃ।
শীর্ষণ্যাং তু ততঃ প্রাণান্ হৃদয়েন তু সংস্পৃশেৎ ॥ ১
বাহু যৌ চ ততঃ স্পৃষ্ট্বা হৃদয়ং নাভিমেব চ
প্রত্যঙ্গমুদকং স্পৃষ্ট্বা মূর্ধানং তু পুনঃ স্পৃশেৎ ॥ ২০
আপঃ পুনন্ত্বিত্যুক্ত্বা চ পুনরাচমনং চরেৎ।
সোঙ্কারব্যাহৃতির্বাপি সবসন্তমিতিস্তথা ॥২১
আচম্য মৃত্তিকাঃ পশ্চাৎ ত্রিধা কৃত্বা সমালভেৎ।
অদ্ভ্যঃ বিষ্ণুরিতাভ্যন্তু ত্রয়াণামধমন্ত্রকম্ ॥
আলভ্য বারুণৈঃ সূক্তৈর্নমস্কৃত্য জলং ততঃ ॥ ২২
প্রবপন্তী ততঃ ক্ষিপ্রমেতে প্রত্যর্কং চানাবাহিষু।
মজ্জেদোমিত্যাদায়কা ন চ বিস্ফোডয়েজ্জলম্ ॥ ২৩

করিলে বিজগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, সেই পরম পবিত্র ও পাপনাশক বিধি শ্রবণ কর ॥ ১২

মৃত্তিকা, গোময়, তিল, দুর্ব ও পুষ্পাদি শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া জলের নিকটে গমন করিবে ॥ ১৩

শ্রেষ্ঠ দ্বিজ কোনও নদীতে স্নান করিবার পর আর কোনও জলে স্নান করিবেন না। অধিক জলপূর্ণ জলাশয় পাওয়া যাইলে অল্প জলযুক্ত জলাশয়ে স্নান করিবেন না ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ জলের নিকট যাইয়া শুচি ও মনোরম স্থানে মৃত্তিকা এবং গোময়াদি দ্রব্য রাখিয়া দিবেন ॥ ১৫

তিনি জলের বাহিরে যত্ন সহকারে নিজের দুই পদ ধৌত করিয়া দুইবার আচমন করিবেন। তারপর জলাশয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই জলকে নমস্কার করিবেন ॥ ১৬

পাণ্ডুবন্ধন! জল সম্পূর্ণ দেবতাগণের এবং আমারও স্বরূপ। তাহার উপর প্রহার করিবে না। জলাশয়ের দ্বারা তাহার তীরভূমি যতটুকু স্থান নিজের প্রয়োজন) ধৌত করিবেন ॥ ১৭

তারপর বুদ্ধিমান্ মানুষ জলে প্রবেশ করত একবার নিমজ্জিত হইবে, নিজের অঞ্জলিস্থ জলের মালিক জলে পরিত্যাগ করিবে না। ইহার পর পুনরায় আচমন করিবে ॥ ১৮

নিজের করতলে গোকর্ণাকৃতি করিয়া উহার দ্বারা তিনবার জলপান করিবে। তারপর নিজের মুখে জল প্রক্ষেপ করিয়া দুইবার মুখে জলস্পর্শ করিবে। তদনন্তর মস্তক উপরিভাগের ছিদ্র চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে এক একবার জলের দ্বারা স্পর্শ করিবে ॥ ১৯

তারপর দুই দুই বার স্পর্শ করিয়া হৃদয় ও নাভিকে স্পর্শ করিবে। এইভাবে প্রত্যেক অঙ্গে জল স্পর্শ করিয়া পুনরায় মস্তকে জলের সিঞ্চন করিবে ॥ ২০

ইহার পর 'আপঃ পুনন্তু' মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় আচমন করিবে অথবা আচমনের সময় ওঙ্কারাদি ব্যাহৃতিসমূহের সহিত 'সবসন্তমিতি' এই মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ২১

আচমনের পর মৃত্তিকা গ্রহণ করত তাহা তিন ভাগ করিয়া 'ইদং বিষ্ণু' এই মন্ত্র পাঠ করত তাহা ক্রমশঃ উপর, মধ্যভাগ ও নিম্নাঙ্গসমূহে লেপন করিবে। তারপর যাজ্ঞ সূক্তসমূহের দ্বারা জলকে নমস্কার করত স্নান করিবে ॥ ২২

যদি নদী হয়, তাহা হইলে যে দিক্ হইতে স্রোতের দ্বারা আসিতেছে, সেই দিকে মুখ করত এবং অন্য জলাশয়ে সূর্যের দিকে মুখ করত স্নান করিতে হয়। তথায় উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে জলে অবগাহন করিবে, কোনরূপেই জলকে বিক্ষোভিত করিবে না ॥ ২৩

---

(১) আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা। তৈ॰ আ॰ প্র॰ ১০।৪৩

(২) সবসন্তমিতিমন্ত্রমুচ্চরিন্নিত্যর্থঃ। যথাবিধি স্নাহি। (যজু॰ অ॰ ৩২ ম॰ ১৩)

(৩) ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে স্বাহা। (যজু॰ অ॰ ৫ ম॰ ১৫)

সোমসূক্তং বিনা কৃত্বা জলে পূর্বং সমাপয়েৎ
সব্যাহৃতীকাং সপ্রণবাং গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ পুনঃ ॥২৪
পুনরাচম্য কৃত্বা মন্ত্রমঘমর্ষণাত্মনা।
আপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভির্ঋগ্ভিঃ সূক্তেন বারিণা ॥
তথা তত্ত্বায়নেত্যৃচা সিঞ্চেচ্ছুদ্ধ্যৈ ক্রমাৎ ॥ ২৫
সোমসূক্তেনাঘসূক্তেন শুদ্ধবর্ণেন চাম্বনঃ
বৈষ্ণবৈর্ঋক্ভিঃ সূক্তৈঃ সাবিত্রৈরিন্দ্রদৈবতৈঃ ॥ ২৬
বামদেব্যেন চাত্মানমৌঘমর্ষণসামভিঃ
স্নিগ্ধাম্ভঃসলিলে সূক্তং জপেদ্ বা চাঘমর্ষণম্ ॥২৭
সব্যাহৃতীকাং সপ্রণবাং গায়ত্রীং বা তত্ত্বো জপেৎ
আঘ্নেয়েনোক্ষাং প্রণবং জপেদ্ বা মামহমুদ্বহন্ ॥ ২৮
উৎপ্লুত্য তীর্থমাসাদ্য বৌত্তে শুক্তে চ বামসি
শুক্তে চাঙ্গাদবেৎ কক্ষে ন কূর্যাৎ পরিপাশকে ॥ ২৯
পাদেন বহুধা কক্ষে বং কুরুতে তথা বৈষ্ণিকম্
রাক্ষসা দানবা দৈত্যাস্তস্মাদ্ বিষ্ণুস্তথা হরিঃ ॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কক্ষাপাশান্ ন ধারয়েৎ ॥ ৩০
ততঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ চ হস্তৌ চৈব যথা পুরা
আচম্য পুনরাচামেৎ পুনঃ সাবিত্রিয়া দ্বিজঃ ॥ ৩১
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ব্যাহৃত্য বেদমাদিতঃ
জলে জলগতঃ শুদ্ধঃ স্থল এব স্থলস্থিতঃ।
উত্তরন্ত্রিস্তথাদাচামেদাপস্তদ্ধয়ে ॥ ৩২
হৃদ্যৈঃ হৃদ্যাদিঃ সন্ প্রাঙ্মুখঃ সুসমাহিতঃ।
প্রাণায়ামান্ততঃ কুর্যাদ্দশকৃত্বোত্তরাত্মনা ॥ ৩৩
সহস্রকৃত্বঃ সাবিত্র্যা শতকৃত্বস্তথা জপেৎ।
সমাহিতো জপেৎ তস্যাৎ সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রা চ
মন্যেহনা বিনাশায় রক্ষণায় বিক্ষিপেজ্জলম্ ॥ ৩৪
ঊর্ধ্বোঽসীত্যাদাচান্তঃ প্রাবৃত্তিস্তজলা ক্ষিপেৎ ॥৩৫
অথাদায় সুপুষ্পাণি ত্রোত্রঞ্জলিনা দ্বিজঃ
প্রক্ষিপ্য প্রতিসূর্যঞ্চ যোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥৩৬

ইহার পর হস্তে গোময় লইয়া উহা অল্পের দ্বারা গুলিয়া তিন ভাগ করত তাহাতে পূর্বের ন্যায় শরীরের উর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগে লেপন করিবে। সেই সময় প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রীমন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবে। ২৪

পুনরায় আচমন করত আত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া "আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবঃ" ইত্যাদি তিনটি ঋগ্‌মন্ত্র, 'তত্ত্বায়নীভিঃ' ইত্যাদি চারিটি ঋগ্‌মন্ত্র ও সোমসূক্ত, অঘসূক্ত, বৈষ্ণবসূক্ত, রাজনসূক্ত, সাবিত্রসূক্ত, ঐন্দ্রসূক্ত, বামদেব্য সূক্ত এবং আঘমর্ষণ সহিত নবসূক্ত অন্তরাত্মা পরমাত্মাসম্বন্ধীয় মন্ত্রসমূহের দ্বারা শুদ্ধ জলে নিজের উপর মার্জন করিবে। তাহার পর জলেতেই থাকিয়া অঘমর্ষণসূক্ত (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ···ইত্যাদি) পাঠ করিবে। ২৫-২৭

অথবা প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবে কিম্বা যতক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আত্মাতে স্মরণ করিতে করিতে কেবল প্রণবই জপ করিয়া যাইবে। ২৮

এইরূপে স্নান করত জলাশয়ের তীরে উঠিয়া বৌত শুদ্ধ বস্ত্র—ধুতি ও চাদর ধারণ করিবে। চাদরকে বক্ষে রজ্জুর ন্যায় বদ্ধ করিবে না। ২৯

যে বস্ত্রকে বক্ষে রজ্জুর ন্যায় বদ্ধ করিয়া বৈদিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম রাক্ষস, দানব ও দৈত্যগণ অলক্ষিত রূপেপ্রকারে নষ্ট করিয়া দেয়; সেইজন্য সর্বপ্রকারে বস্ত্র সহকারে বক্ষকে বন্ধের দ্বারা বদ্ধ করিবে না। ৩০

তাহার পর (বস্ত্রত্যাগের পর) ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে হস্ত ও পদদ্বয় মৃত্তিকা দ্বারা জলের দ্বারা প্রক্ষালিত করত পুনরায় গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। ৩১

পূর্ব বা উত্তর মুখ হইয়া ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্তে বেদের আদ্যায় করিবে। জলে দণ্ডায়মান হিত জলেই আচমন করত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং স্থলে স্থিত ব্যক্তি স্থলেই আচমন করত শুদ্ধ হয়, অতএব জলে ও স্থলে যে কোনও স্থানে স্থিত দ্বিজের আত্মশুদ্ধির জন্য আচমন করা কর্তব্য। ৩২

ইহার পর সন্ধ্যোপাসনা করিবার জন্য হৃদ্য বস্ত্র ধারণ করত পূর্বাভিমুখ হইয়া কুশাসনে উপবেশন করিবে এবং আত্মাতে মন স্থির করিয়া একাগ্রভাবে প্রাণায়াম করিবে। ৩৩

তাহার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া এক হাজার বা একশত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে। মনোদোষনাশক রাক্ষসগণকে নাশ করিবার উদ্দেশ্যে গায়ত্রীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল লইয়া সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ৩৪

তদনন্তর আচমন করত 'ঊর্ধ্বোঽসি' এই মন্ত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের জন্য জল ক্ষেপণ করিবে। তাহার পর অঞ্জলি মধ্যে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প ও জল লইয়া সূর্যকে অর্ঘ্য দান করিবে এবং আকাশ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ৩৫-৩৬

ততো দ্বাদশকৃত্বস্তু সূর্য্যায়োক্তাক্ষরং জপেৎ
ততঃ যজ্ঞক্রমাদীনি ষট্‌কৃত্বঃ পরিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৭
প্রদক্ষিণং পরাবৃত্য মুক্তয়া বস্ত্রযোক্তয়ে।
ঊর্দ্ধবাহুস্ততো ভূত্বা সূর্য্যাভীক্ষেৎ সমাহিতঃ ॥ ৩৮
তত্রস্থমস্য মং ধ্যায়েৎ তেজোমূর্ত্তিং চতুর্ভুজম্
ঊদুত্যং জপেন্মন্ত্রং চিত্রং তচ্চক্ষুরিত্যপি ॥ ৩৯
সাবিত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা সূক্তঞ্চ মামকম্
মন্ত্রাণি চ সামানি পুরুষব্রতমেব চ ॥ ৪০
ততস্তালোকয়েদর্কং হংসঃ শুচিষদিত্যপি।
প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য নমস্কৃত্য দিবাকরম্ ॥ ৪১
ততশ্চ তর্পয়েদ্ভক্ত্যা দেবান্ ঋষীনপি চ সত্বরম্।
প্রজাপতিঞ্চ দেবাংশ্চ তথা দেবর্ষীনপি ॥ ৪২
সাঙ্গানপি তথা বেদানিতিহাসান্ ক্রতূনপি।
পুরাণানি চ সর্বাণি কুলাচার্য্যগণাংস্তথা ॥ ৪৩
বসূন্ সংবৎসরং চৈব কলাকাষ্ঠাস্তথা তথা।
ভূতগ্রামাংশ্চ ভূতানি সরিতঃ সাগরাংস্তথা ॥

শৈলান্ শৈলস্থিতান্ দেবানৌষধীঃ সবনস্পতীঃ ॥ ৪৫
তর্পয়েদ্যজ্ঞবীতী চ প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি।
অথাচম্য চ সংযম্য পাণিনা দক্ষিণেন তু ॥ ৪৬
নিবীতী তর্পয়েদ্ বিদ্বানৃষীন্ মন্ত্রকৃতস্তথা।
মরীচ্যাদীনৃষীংশ্চৈব নারদাদ্যান্ সমাহিতঃ ॥ ৪৭
প্রাচীনাবীতবৈবাংস্তু তর্পয়েদ্ দেবতাঃ পিতৄন্।
ততশ্চ কব্যবাড়গ্নিং সোমং বৈবস্বতং তথা ॥ ৪৮
ততশ্চার্য্যমণং চাপি ত্বাদ্যবাত্তাংস্তথৈব চ।
সোমপাংশ্চৈব বর্হিষদ সহিতৈরেব বাগ্নিভিঃ ॥
তৃপ্যতামিতি পশ্চাৎ তু স পিতৄংস্তর্পয়েৎ ততঃ ॥ ৪৯
পিতৄন্ পিতামহাংশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহান্।
পিতামহীস্তথা চাপি তথৈব প্রপিতামহীঃ ॥ ৫০
মাতরঞ্চাপ্যনন্তৈব গুরুমাচার্য্যমেব চ
পিতৃ-মাতৃস্বসারৌ চ তথা মাতামহীমপি ॥ ৫১
ঔপাধ্যায়ান্ সখীন্ বন্ধূন্ পিতৃর্ষিশ্বশ্রূবিবাহবান্।
প্রমীতানুপসংস্থার্থং তর্পয়েৎ জ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৫২

তদনন্তর সূর্য্যের একাক্ষর মন্ত্র যতবার বার জপ করিবে এবং তাঁহার যজ্ঞক্রমাদি মন্ত্রসমূহও ছয় বার পুনরাবৃত্তি করিবে ॥ ৩৭

আবাহনমুদ্রাকে দক্ষিণ হস্তে ঘুরাইয়া নিম্নের মুখে বিলীন করিবে। ইহার পর দুই বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া একাগ্রচিত্তে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহার মণ্ডলমধ্যে স্থিত চতুর্বাহুধারী তেজোমূর্ত্তি নারায়ণ আমাকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে। সেই সময় 'ঊদুত্যম্' 'চিত্রং দেবানাম্' 'তচ্চক্ষুঃ' এই সব মন্ত্র, যথাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্র এবং আমার সংযুক্তপূর্ব সূক্তসমূহ জপ করত আমার সামবেদসকল ও পুরুষসূক্তও পাঠ করিবে ॥ ৩৮-৪০

তাহার পর 'হংসঃ শুচিষৎ' এই মন্ত্র পাঠ করত সূর্য্যকে স্পর্শ করিবে এবং প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবে ॥ ৪১

এইভাবে সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত হইলে পর ক্রমশঃ ব্রহ্মার ও সাবিত্রী এবং সবিতা, প্রজাপতি, দেবতাগণ, দেবর্ষিগণ, যজ্ঞসমূহ, বেদ, ইতিহাস, যজ্ঞ, সমস্ত পুরাণ, কুলাচার্য্যগণ, বসু-কলা-কাষ্ঠাগণ সংবৎসর, ভূতসমূহ, ভূতসকল, নদীসমূহ, সমুদ্র ও পর্ব্বতসকল, এই সবে অবস্থিত দেবগণ, ওষধিসমূহ এবং বনস্পতিসমূহের তর্পণ করিবে। তর্পণের সময় যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে রাখিবে এবং দক্ষিণ ও বাম হস্তের অঞ্জলির দ্বারা জল দান করিবে

করিতে পূর্বোক্ত দেবগণের মধ্যে প্রত্যেকের নাম গ্রহণ পূর্বক 'তৃপ্যতাম্' পদ উচ্চারণ করিবে ॥ ৪১-৪৫

বিদ্বান্ পুরুষ যজ্ঞসূত্র মরীচি প্রভৃতি ও নারদাদি ঋষিগণের নিবীতী হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে কাঠ মালার ন্যায় ধারণ করিয়া একাগ্রচিত্তে তর্পণ করিবে ॥ ৪৬

ইহার পর যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া নিম্নলিখিত পিতৃসম্বন্ধী দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। কব্যবাট্, অগ্নি, সোম, বৈবস্বত, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত ও সোমপ—ইহারা হইলেন পিতৃসম্বন্ধী দেবতা। ইহাদের তিনজন তিন জলের দ্বারা তৃপ্তসমূহের উপর তর্পণ করিবে এবং 'তৃপ্যতাম্' পদ উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর পিতৃগণের তর্পণ আরম্ভ করিবে ॥ ৪৭-৪৮

তাঁহাদের ক্রম হইল—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং নিজের মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। ইহা মাতৃকুল গুরু, আচার্য্য, পিতৃষসা (পিসিমা), মাতৃষসা (মাসীমা), মাতামহী, উপাধ্যায়, মিত্র, বন্ধু, শিষ্য, শ্বশ্রূবিবাহ এবং জ্ঞাতি-বান্ধবগণের জ্ঞানবশতঃ হইয়া ইহাদের ত্যাগ করত তর্পণ করিবে ॥ ৪৯-৫১

তর্পণের পর আচমন করত স্নানের সময় নিবিষ্ট যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবে। সেই যজ্ঞের জলও যাহারা মৃত সন্তানহীন পুরুষগণের আগ। এই যজ্ঞোক্ত জল তাহাদের স্নান ও পানের

তর্পয়িত্বা তথাচম্য স্নানবস্ত্রং প্রপীড়য়েৎ
বৃত্তং ভূত্যজনস্যাহুঃ স্নানা পানক ঋষিঃ ॥ ৫২
অতর্পয়িত্বা তান্ পূর্বং স্নানবস্ত্রং ন পীড়য়েৎ।
পীড়য়েচ্চ পুরা মোহাদ্ দেবাঃ সর্বিসরাস্তথা ॥ ৫৩
তর্পয়িত্বা তথাচম্য স্নানবস্ত্রং বিপীড়য়েৎ
পিতরস্তু নিরাশাস্তে যান্তি যত্র গতম্ ॥ ৫৭
প্রক্ষাল্য তু মৃদা পাদাবাচম্য প্রযতঃ পুনঃ।
গর্ভেষু তর্পণাদিঃ স্যাদ্ আদ্যায়াস্তু সমারভেৎ ॥ ৫৫
বেদস্যাদৌ সমারভ্য ততো পর্ণ্যাদি ক্রমাৎ।
যজুষীত্যেতদন্তং স্যাদ্ ততো বাণ্যাদয়ং প্রতঃ ॥ ৫৬
ততো বাণি যজুর্বাণি সামসাহস্রমেবাণি চ
ইতিহাসপুরাণানি তথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ ৫৭
উত্থায় তু নমস্কৃত্য বিশ্বো বিষ্ণ্বাদয়স্তথা
ব্রহ্মাণঞ্চ ততস্তাংস্তু পৃথিবীমোষধীস্তথা ॥ ৫৮

যাংশ্চ যাংশ্চাপ্যভিধ্যৈব যাং চৈব সরিতস্তথা।
নমস্কৃত্য তথাদিত্যং প্রণবাদি চ পূর্ববৎ ॥ ৫৯
ততো নমোঽন্তং উচ্চার্য নমস্কুর্যাৎ তু তজ্জলম্।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথাদিত্যাস্তঃ প্রণব স্বমূর্ধনি ॥ ৬০
ততস্ত্বালোকয়ন্নর্কং প্রণবেন সমাহিতঃ।
ততো মার্চয়েৎ পুষ্পৈরংপ্রিভ্যেব বিভাগশঃ ॥ ৬১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বৎপ্রিয়াণি প্রপুষ্পাণি ভগবিংস্তানি মাধব।
সর্বাণ্যাচক্ষ্ব দেবেশ ত্বদ্ভক্তস্য মমাদ্যতঃ ॥ ৬২

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ পুষ্পাণি প্রিয়কৃন্তি যে
কুন্দানি করবীরাণি চম্পকং তথা ॥ ৬৩
মল্লিকা-জাতিপুষ্পঞ্চ নন্দ্যাবর্তঞ্চ নন্দিকম্।
পলাশপুষ্পপত্রাণি দূর্বাকুঙ্কুমমেব চ ॥ ৬৪

ঘন্ত। অতএব এই মন্ত্রের দ্বারাও তর্পণ করিবে, ইহাই বিদ্বান্‌-গণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ না করিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ তর্পণের পূর্বেই বস্ত্র নিষ্পীড়ন, সে ঋষিগণ ও দেবতাগণকে ছলনা করিয়া থাকে। ৫১-৫৪

এই অবস্থায় তাহার পিতৃগণ তাহাকে শাপ দিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, সে জন্য তর্পণ পর পর আচমন করত স্নান-বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে। ৫৫

তর্পণ কার্য্য পূর্ণ হইলে পর দুই পদে মৃত্তিকা লেপন করত শৌচ করিবে এবং পুনরায় আচমন করত পবিত্র হইয়া কৃশাসনে উপবেশন করিবে ও তন্ত্রে কথিত ধারণ করিয়া ধ্যানাদি আরম্ভ করিবে। ৫৫

প্রথমে বেদ পাঠ করিয়া ক্রমানুসারে ঔঁকার অক্ষর যুক্ত অন্যান্য মন্ত্র অধ্যয়ন করিবে। প্রতি দিন যাহা অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকেই স্বাধ্যায় বলে। ৫৬

ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিবে। ইতিহাস ও পুরাণেরও অধ্যয়ন যথাশক্তি ত্যাগ করিবে না। ৫৭

স্বাধ্যায় পূর্ব করত দণ্ডায়মান হইয়া বিষ্ণুমুখ, বিষ্ণু দেবতাগণ, ব্রহ্মা, অগ্নি, পৃথিবী, ওষধি, বাণী, বাচস্পতি, নদীসকল এবং আদিত্যকে প্রণাম করিবে। তাহার পর প্রণব করত প্রণবযুক্ত 'নমোঽন্তং' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ববৎ জলদেবতাকে নমস্কার করিবে। ৫৮-৫৯½

ইহার পর তুষ্টি, পুষ্টি ও আদিত্যাদি দ্বাদশকল উচ্চারণ করত নিজের মস্তকে দুই হস্ত কৃতাঞ্জলি করিয়া সূর্যদেবকে প্রণাম করিবে এবং প্রণব জপ করিতে করিতে একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিবে। তাহার পর আমার প্রীতিপ্রদ পুষ্পসমূহের দ্বারা আমার নিত্য পূজা করিবে। ৬০-৬১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মাধব! যে সব পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহার দ্বারা তোমার বিভাগ, সেই সমস্ত পুষ্পের নাম তুমি ভক্ত আমার নিকট কীর্তন কর। ৬২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে সব পুষ্প আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাহাদের নাম বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। রাজেন্দ্র! কুন্দ, করবীর, চম্পক, চম্পা, মালতী, জাতিপুষ্প, নন্দ্যাবর্ত, নন্দিক, পলাশ পুষ্প ও পত্র, দূর্বা, কুঙ্কুম ও বক-মালা—এই সব পুষ্প আমার বিশেষ প্রিয়। ৬৩-৬৪½

সর্বপ্রকার পুষ্প হইতে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ উৎপল বলিয়া কথিত হয়। রাজন্! উৎপল হইতে শ্রেষ্ঠ পদ্ম, পদ্ম হইতে শতদল, শতদল হইতে সহস্রদল, সহস্রদল হইতে পুণ্ডরীক এবং হাজার পুণ্ডরীক হইতে তুলসীর গুণ অধিক। ৬৫-৬৬½

বনমালা চ রাজেন্দ্র যৎস্রিয়ানি বিশেষতঃ।
সর্বেষামপি পুষ্পাণাং লক্ষ্মীরুপরি সংস্থিতা ॥ ৬৫
তস্মাৎ পদ্মং তথা রাজন্ পদ্মং বৈ শতপত্রকম্
তস্মাৎ নবশতপত্রা তু পুণ্ডরীকং ততঃ পরম্ ॥ ৬৬
পুণ্ডরীক-সহস্রাৎ তু তুলসী তদনোঽধিকা।
তুলসীভ্যস্তু তস্মাৎ বৈ সৌবর্ণং তু ততোঽধিকম্
সৌবর্ণাৎ তু প্রসূনাচ্চ যৎপ্রেয়া নাস্তি কেশব ॥ ৬৭
পুষ্পং তাবৎ তুলসীযুক্তং সর্বৈরাহর্তৃভির্নরৈঃ।
পত্রাভাবে তু শাখাভিঃ শাখাভাবে ত্বিকাণ্ডকৈঃ ॥ ৬৮
ত্বিকাণ্ডাভাবে মূলং তত্র ভক্তিমাহর্তৃভির্নরৈঃ
বর্জনীয়ানি পুষ্পাণি নৃণু রাজন্ সমাহিতঃ।
কিংশুকীং কবিপুষ্পঞ্চ ধুস্তূরং পাটলং তথা ॥ ৬৯
তথাতিমুক্তকং চৈব পুন্নাগং নক্তমালিকম্।
যৌধিকং কৌরকাপুষ্পং নির্গুণ্ডীং জাতুনীং তথা ॥ ৭০
কর্ণিকারং তথাশোকং শাল্মলীপুষ্পমেব চ
কুরন্টকপ্রসূনঞ্চ বন্ধুকং কালকং তথা ॥ ৭১
অতিমুক্তং সিরিষঞ্চ নীলাম্বরস্য চ সর্বশঃ

একপর্ণানি চাজ্ঞানি সর্বাণ্যেব বিবর্জয়েৎ ॥ ৭২
অর্কপুষ্পাণি বর্জ্যানি অর্কস্যাপ্রিয়তা চ।
ব্যাপ্তাঃ কিটপদাদিভি সর্বাণ্যেব বিবর্জয়েৎ ॥ ৭৩
অন্যৈশ্চ তাদৃশৈশ্চৈব সম্ভবদ্ভির্নরাধিপ
অবৈধৈরৈতথাদ্যৈশ্চ নাহরেদ্ যো নরঃ পুমান্ ॥ ৭৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ভগবতীং লক্ষ্মীং কথং বা পাকশাসনিকাম্ ॥ ৭৫

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু পাণ্ডব তৎ সর্বমুক্তবান্ যন্মহাব্রতঃ।
স্থণ্ডিলে পঙ্কজং কৃত্বা চাষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ৭৬
অষ্টাক্ষরবিধানেন এষবা দ্বাদশাক্ষরৈঃ
বৈদিকেনৈব মন্ত্রেণ মম বা তব বা পুনঃ ॥ ৭৭
স্থাপিতাং মাং ততস্তস্মাদর্চয়িত্বা বিধানতঃ।
পুরুষঞ্চ ততঃ সত্যাচ্যুতঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৭৮
অনিরুদ্ধঞ্চ মাং প্রাহুর্বৈখানসবিদো জনাঃ।
অন্তে চৈব বিজানন্তি মাং রাজন্ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ॥ ৭৯

পাণ্ডুনন্দন! তুলসী হইতে শ্রেষ্ঠ বকপুষ্প, তাহা হইতে অধিক সৌবর্ণ, সৌবর্ণপুষ্প হইতে অধিক অন্য কোনও পুষ্প আমার প্রিয় নহে। ৬৭

পুষ্প যদি না পাওয়া যায়, তুলসী পত্রের দ্বারা, তুলসী পত্র পাওয়া না যাইলে তুলসী শাখা এবং তুলসী শাখাও পাওয়া না যাইলে তুলসীর মূলের খণ্ডের দ্বারা আমার পূজা করিবে। যদি তাহাও পাওয়া না যায়, তবে যেখানে তুলসী বৃক্ষ আছে, সেখানের মৃত্তিকা দিয়া আমার ভক্তিভরে পূজা করিবে। ৬৮

রাজন্! এখন যে সব পুষ্প ত্যাগ করা উচিত, তাহাদের নাম বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। কিংশুকী, ধুস্তূরপুষ্প, ধুস্তূরী, পাটল, অতিমুক্তক, পুন্নাগ, নক্তমালিক, যৌধিক, কৌরিকা পুষ্প, নির্গুণ্ডী, জাতুনী, কর্ণিকার, অশোক, শাল্মলীপুষ্প, কুরুণ্ড, বন্ধুজীব, নীলাম্বরের পুষ্প, কুরন্টক, বন্ধুক, কালক, অতোল, সিরিষকর্ণী, নীলবর্ণের পুষ্প এবং একপত্রক পুষ্প—এই সব পুষ্প সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ৬৯-৭২

অর্ক (আকন্দ)-পুষ্প এবং অর্কের পত্রে ছিদ্র পুষ্প বর্জনীয়। ছিদ্রপুষ্পযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত। ৭৩

নরাধিপ! এই সবের অতিরিক্ত যাহাদের নিষেধ করা হইল না, এমন শুদ্ধ ও গন্ধযুক্ত সুরভিপূর্ণ পুষ্প যে কোনও পাওয়া যাইবে, সেই সবের দ্বারা আমার ভক্ত আমার পূজা করিবে। ৭৪

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! কিভাবে তোমার পূজা করিতে হয়? তোমার মূর্তি কিরূপ? এ বিষয়ে যাহাকে পুরুষগণ কি প্রকার অভিষেক প্রকাশ করেন এবং তাহাকে পাঞ্চরাত্র বলা হয়? ৭৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির! আমার অর্চনার (পূজার) সর্বপ্রকার ক্রম শ্রবণ কর। বেদীর উপর কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর অষ্টাক্ষর অথবা দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের বিধানে এবং বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্বারা ও পুরুষসূক্ত দ্বারা আমার মূর্তি স্থাপিত করিবে। তারপর বুদ্ধিমান্ যাজক সত্যাচ্যুত পুরুষ আমার পূজা করিবে। ৭৬-৭৮

নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ! যাহারা বৈখানস মতাবলম্বী মানুষগণ আমাকে অনিরুদ্ধস্বরূপ বলিয়া আখ্যাত করেন। অন্ত যে সব পাঞ্চরাত্রবিৎ, তাঁহারা আমাকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই প্রকার চতুর্ব্যূহস্বরূপ বলিয়া থাকেন। ৭৯-৮০

বাসুদেবক্ষ রাজেন্দ্র সঙ্কর্ষণক্ষথাপি বা।
প্রদ্যুম্নকানিরুদ্ধক চতুর্মূর্তিং প্রকল্পতে ॥ ৮০
এবমাত্মনাত্মা রাজেন্দ্র সংজ্ঞাভেদেন মূর্তয়ঃ।
বিদ্যুন্নর্থান্তরা এব মামেবং চার্চয়েদ্ বুধঃ ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ষড়ঙ্গাঃ কীদৃশা দেব কাসি তেষাং ব্রতানি চ।
এতৎ কথয় দেবেশ ষড়ঙ্গস্য মমাচ্যুত ॥ ৮২

শ্রীভগবানুবাচ।

অনন্যদেবতাভক্তা যে মদ্ভক্তজনপ্রিয়াঃ।
মামেব শরণং প্রাপ্তা মদ্ভক্তাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮৩
ধর্মাখ্যানি চ সর্বাণি মৎপ্রিয়াণি বিশেষতঃ।
মদ্ভক্তঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ব্রতান্যেতানি ধারয়েৎ ॥ ৮৪
নান্যদাচ্ছাদয়েদ্ বস্ত্রং মদ্ভক্তো জলতারণে।
অন্নন্তু ন দিবা ভুঞ্জ্যান্নিশায়াং ন কদাচন ॥ ৮৫
প্রদক্ষিণং ব্রজেদ্ বিপ্রান্ গামশ্বত্থং হুতাশনম্।
ন বাদ্যেৎ পণ্ডিতে ধর্মে নাশ্রদ্ধিতাঞ্চ লোপয়েৎ ॥ ৮৬
প্রত্যক্ষলবণং নাদ্যাৎ সৌত্রাঞ্জন-করঙ্কনৌ
গ্রাসমুষ্টিং গবে দদ্যাদ্ ধারয়ন্ন চৈব বর্জয়েৎ ॥ ৮৭
তথা পর্যুষিতং হ্যাদ্যং পক্বং পরগৃহাগতম্।
অনিবেদিতঞ্চ যদ্ দ্রব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ৮৮
বিতীর্তক-ভরদ্বাজান্ দ্বারাৎ দূরে বিবর্জয়েৎ
বিপ্রদেবপরীবাদান্ ন বদেৎ পীড়িতোঽপি সন্ ॥ ৮৯
ঈদিতে সবিতর্যাপ্য ক্রিয়াযুক্তস্য ধীমতঃ।
চতুর্বেদবিদশ্চাপি দেহে ষড়্ঘুষলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯০
ক্ষত্রিয়াঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া বৈশ্যাস্বষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ।
নিয়তাঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ সূত্রাণামেকবিংশতিঃ ॥ ৯১
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহশ্চ মদ এব চ।
মহামোহশ্চ ইত্যেতে দেহে ষড়্ঘুষলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯২
গর্বঃ স্তম্ভো হ্যহঙ্কার ঈর্ষ্যা চ দ্রোহ এব চ।
পারুষ্যং ক্রূরতা চৈব সপ্তৈতে ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৩

রাজেন্দ্র! এই সব ও অন্যান্য নাম ভেদে আমার বহু মূর্তি আছে, সে সকলের অর্থ এক-ই মূর্তিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ পুরুষ আমাকে এইভাবে পূজা করে ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অচ্যুত! ভগবন্! তোমার ভক্তগণ কিরূপ এবং তাঁহাদের ব্রত-নিয়মসমূহ কি কি? তুমি ইহা আমাকে বল; কারণ, আমি তোমার প্রতি ভক্তিমান্ ॥ ৮২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাহারা অন্য কোনও দেবতার ভক্ত না হইয়া কেবল আমারই শরণাগত হয় এবং আমার ভক্তজনই যাহাদের প্রিয়, তাহারাই আমার ভক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৮৩

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ধর্ম ও যশপ্রদ বলিয়া যে সব ব্রত আমার বিশেষ প্রিয়, এরূপ ব্রতসকলই আমার ভক্তগণ পালন করিবে ॥ ৮৪

ভক্ত মানুষ জলে সন্তরণের সময় একটি বস্ত্র ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত্র ধারণ করিবে না। দুঃখ অবস্থায় দিনের বেলা কখনও নিদ্রা যাইবে না। মধু ও মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮৫

পথের মধ্যে ব্রাহ্মণ, গো, অশ্বত্থবৃক্ষ ও অগ্নি দেখিলে, ইহাদিগকে বামভাগে রাখিয়া অথবা ইহাদের প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবে। জল যখের সময় বাধিত হইবে না। প্রথমে প্রাপ্ত ভিক্ষা ত্যাগ করিবে না ॥ ৮৬

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট লবণ ভক্ষণ করিবে না এবং সৌত্রাঞ্জন (সর্জিকা) ও করঞ্জ ভক্ষণ করিবে না। প্রতিদিন গরুকে গ্রাসমুষ্টি অর্পণ করিবে এবং অন্নে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইবে না ॥ ৮৭

অন্নের গৃহ হইতে আনীত পক্ক অন্ন ও পর্যুষিত (বাসী) অন্ন ত্যাগ করিবে। যে দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন করা হয় নাই, তাহা যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮৮

বহেড়া ও ভরদ্বাজের দ্বারা দূর হইতে ত্যাগ করিবে। ঘরে পণ্ডিত হইলেও ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের নিন্দা করিবে না ॥ ৮৯

সূর্যোদয়ের পর নিত্য কর্মরত বুদ্ধিমান্ ও চারি বেদে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহেও ছয় ঘুষল থাকে বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯০

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়ের দেহে সাত ঘুষল থাকে জানিবে, বৈশ্যের দেহে আট ঘুষল কথিত হয় এবং শূদ্রগণের দেহে একুশটি ঘুষল নির্দিষ্ট আছে ॥ ৯১

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মহামোহ—এই ছয় ঘুষল ব্রাহ্মণের দেহে থাকে বলিয়া কথিত আছে ॥ ৯২

গর্ব, স্তম্ভ (অহঙ্কার), অহঙ্কার, ঈর্ষা, দ্রোহ, পারুষ্য (কর্কশ কথা বলা) ও ক্রূরতা—এই সাত ঘুষল ক্ষত্রিয়ের দেহে অবস্থান করে বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৩

ভীরুতা মিত্রতির্দ্বারা শাঠ্যং দম্ভো জুগুপ্সিতম্
পৈশুন্যমনৃতং চৈব বৈশ্যাপত্যানি কীর্তিতাঃ ॥ ৯৪

তৃষ্ণা বুভুক্ষা নিদ্রা চ হ্রীমত্যং চাপ্যপাশ্রয়ঃ।
আধিশ্চাপি বিষাদশ্চ প্রমাদো দীনসত্ত্বতা ॥ ৯৫

ভয়ং বিভ্রমতা জাড্যং পাপকং মন্যুরেব চ।
আশা চাত্রদ্ধানত্বমনবস্থাপ্যসূয়তা ॥ ৯৬

আশৌচং বলিনত্বঞ্চ শূদ্রা জেতে প্রকীর্তিতাঃ।
যস্মিন্নেতে ন দৃশ্যন্তে স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৯৭

তস্মাৎ ত্বং সাত্ত্বিকো ভূত্বা শুচিঃ ক্রোধবিবর্জিতঃ।
মামর্চয়েথ ত্বং সততং যৎশ্রেয়স্কর মদ্ভিধি ॥ ৯৮

অশোনত্বিস্রঃ সমুপস্থিতো বৃত্তিং
বিধায় চক্ষুর্গমনাদ্রেব তৎ।
মনশ্চ যাতঞ্চ নিগৃহ্য চক্ষসা
ততোঽন্নমুদ্ভো মম ভক্ত উচ্যতে ॥ ৯৯

ঈদৃশাধ্যাত্মিনো যে তু ব্রাহ্মণা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
তেষাং শ্রাদ্ধেষু তৃপ্যন্তি তেন তৃপ্তাঃ পিতামহাঃ ॥১০০
ধর্ম্যো ভবতি শ্রাদ্ধস্যঃ সত্যং ভবতি নানৃতম্।
ক্ষমা ভবতি ন ক্রোধঃ ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥১০১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি রামগীতাপর্বণি নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

ভীরুতা, কপটতা, যাচ্ঞা, শঠতা, দম্ভ, পরনিন্দার অভ্যাস, অসত্য ও অসত্যভাষণ—এই আট দুষণ বৈশ্যের দেহে থাকে ॥ ৯৪

তৃষ্ণা, বুভুক্ষা (খাইবার ইচ্ছা), নিদ্রা, আলস্য, নির্লজ্জতা, ক্রূরতা, মানসিক চিন্তা, বিষাদ, প্রমাদ, অধীরতা, ভয়, বিভ্রান্তি, জড়তা, পাপ, ক্রোধ, আশা, অশ্রদ্ধা, অনবস্থা, নিষ্করুণতা, অপবিত্রতা ও বলিষ্ঠতা—এই এগুলি দুষণ শূদ্র দেহে অবস্থান করে। এই সব দুষণ যাহার মধ্যে দেখা যাইবে না, তাহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলা হয় ॥ ৯৫-৯৭

অতএব ব্রাহ্মণ যদি আমার প্রিয় হইবার বাসনা করে, তবে সাত্ত্বিক, পবিত্র ও ক্রোধহীন হইয়া সর্বদা আমার পূজা করিবে ॥ ৯৮

যাহার জিহ্বা চঞ্চল নয়, যে বৈর্য ধারণ করিয়া অবস্থান করে, চারিহস্ত অগ্রে পর্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলে এবং মন ও বাক্যকে বশীভূত করিয়াছে এবং যে ভিক্ষা হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সে-ই আমার ভক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৯

এইরূপ অধ্যাত্মজ্ঞানযুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে শ্রাদ্ধে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন, তাহার পিতৃগণ সেই ভোজনের দ্বারা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০০

ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, অধর্ম নহে; সত্যের জয় হয়, মিথ্যার নহে এবং ক্ষমা জয় লাভ করে, ক্রোধ নহে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল হইবেন ॥ ১০১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[কপিলাদা বেহু তদ্যা দানস্ত চ মাহাত্ম্যকথনম্, কপিলা বা দশবিধত্বেননিরূপণঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

দানপুণ্যফলং শ্রুত্বা তপঃপুণ্যফলানি চ
ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥ ১

যা চৈষা কপিলা দেব পূর্বমুৎপাদিতা দ্বিজৈ
যোনয়েঃ সদা পুণ্যা চতুর্ণামপি বর্ণানাম্ ॥২

সা কথং ব্রাহ্মণেজ্যো হি দেয়া কস্মিন্ দিনেঽপি বা।
কীদৃশায় চ বিপ্রায় দাতব্যা পুণ্যলব্ধয়া ॥ ৩

কতি বা কপিলা প্রোক্তা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
তৈর্যা দেয়াস্ত তা দেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৪

এবমুক্তো হৃষীকেশো ধর্মপুত্রেণ সংসদি।
অব্রবীৎ কপিলা সংখ্যা তাসাং মাহাত্ম্যমেব চ ॥ ৫

শৃণু পাণ্ডব তত্ত্বেন পবিত্রং পাবনং পরম্
যচ্ছ্রুত্বা পাপকর্মাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬

কপিলা হ্যগ্নিহোত্রার্থে দ্বিজার্থে বা স্বয়ম্ভুবা।
সর্বা বেদাঃ সমুদ্ধৃত্য নির্মিতা ব্রহ্মণা পুরা ॥ ৭

পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং কপিলা পাণ্ডুনন্দন ॥ ৮

তপসাং তপ এবাগ্র্যং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
দানানাং পরমং দানং বিদ্ধানং বেদতত্ত্বতঃ ॥ ৯

ক্ষীরেণ কপিলায়াস্তু দত্ত্বা বা সমুতেন বা।
দোহয়ত্যগ্নিহোত্রাণি সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১০

কপিলায়া দুগ্ধেনাপি দত্ত্বা ক্ষীরেণ বা পুনঃ।
মুচ্যতে দেহসম্ভোগাদি ব্রাহ্মণা বিদিতং প্রভো ॥ ১১

পুত্রস্তাভির্দ্বিজৈঃ সৈব পয়াং ভক্তিমুপাগতাঃ।
পুত্রান্নাদ্ বিদ্যতা নিত্যং দত্ত দুগ্ধবিবর্জিতাঃ ॥ ১২

তে যাস্ত্যাদিত্যসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্বিজ্বরজ্বরাঃ।
সূর্যমণ্ডলমধ্যেন ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥ ১৩

দশম অধ্যায়।

[কপিলা বেনু ও তাঁহার দানের মাহাত্ম্যকথন এবং কপিলাবেনুর দশপ্রকার ভেদ নিরূপণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দান ও তপস্যার পুণ্যফল শ্রবণ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তিনি পুনরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

ভগবন্! দ্বিজো! ব্রহ্মা যাঁহাকে অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত পূর্বকালে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি সতত পবিত্র, সেই কপিলাবেনু ব্রাহ্মণগণকে কিভাবে দান করিতে হয়? মাধব! সেই পবিত্র সর্বসিদ্ধিদা বেনু কোন্ দিনে এবং কোন্ ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত? ২-৩

স্বয়ং ব্রহ্মা কপিলা বেনুর কত প্রকার ভেদ বলিয়াছেন? কিরূপ মন্ত্রসহকারে উহা দান করা কর্তব্য? এই সব আমি যথাযথভাবে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৪

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক সভামধ্যে এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ কপিলা বেনুর সংখ্যা ও তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫

পাণ্ডুনন্দন! এই বিষয় পরম পবিত্র ও পবিত্রকারী। ইহা শ্রবণ করিলে পাপী পুরুষও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়; অতএব শ্রবণ কর ॥ ৬

পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র ও ব্রাহ্মণগণের জন্য সমস্ত বেদ সারূপ করিয়া কপিলা বেনু সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন! কপিলা বেনু পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র, মঙ্গলজনক পদার্থসমূহের মধ্যে অধিক মঙ্গলজনক এবং পুণ্যসমূহের মধ্যে পরম পুণ্যদায়ক ॥ ৮

সর্বপ্রকার তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রতসমূহের মধ্যে উত্তম ব্রত, দানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান এবং সকলের অগ্রণী কারণ এই কপিলা বেনু ॥ ৯

দ্বিজাভিগণের কর্তব্য হইল—তাঁহারা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে কপিলাবেনুর দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতের দ্বারা অগ্নিহোত্রের কার্য সকল সম্পন্ন করিবেন ॥ ১০

প্রজাধনশালী যুধিষ্ঠির! যে ব্রাহ্মণগণ কপিলাবেনুর দুগ্ধ, দধি অথবা ঘৃতের দ্বারা বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র করেন, ভক্তিভাবে অতিথিদিগের পূজা করেন, ঘৃতের অগ্র ভোজন হইতে বিরত থাকেন এবং দম্ভ ও অসূয়া ভাবকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সূর্যসদৃশ তেজস্বী বিমানসমূহের দ্বারা সূর্যমণ্ডলের মধ্য দিয়া সর্বোত্তম ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১১-১৩

সূত্রাগ্রে কপিলায়াস্তু সর্বতীর্থানি পাণ্ডব।
ব্রহ্মণো হি নিয়োগেন নিবসন্তি দিনে দিনে ॥১৪
প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্যঃ কপিলাসূত্রবস্তুতাম্
দদ্যাত্তাম্রময়ীং বৈ বিমলা প্রবদন্তি তাম্ ॥ ১৫
স তেন পুণ্যতীর্থেন সহসা হতকিল্বিষঃ।
জন্মত্রয়কৃতং পাপং প্রদহত্যগ্নিবৎ ক্ষণম্ ॥ ১৬
মূত্রেণ কপিলায়াস্তু যস্ত প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
স্নানেন তেন পুণ্যেন নষ্টপাপঃ স মানবঃ ॥
ত্রিজন্ম কর্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭
প্রাতরুত্থায় যো ভক্ত্যা প্রযচ্ছেৎ তৃণমুষ্টিকম্।
তস্য মুচ্যতি তৎ পাপং ত্রিজন্মার্জিতকং নৃপ ॥ ১৮
প্রাতরুত্থায় যদ্ভক্ত্যা কুর্যাদ্ যস্মাৎ প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
কপিলাপঞ্চগব্যেন যঃ স্নাপয়েৎ তু ভক্তিমান্।
স গঙ্গাদিষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি পাণ্ডব ॥ ২০
দৃষ্ট্বা তু কপিলাং ভক্ত্যা কৃত্বা হ্যস্যাঃ প্রদক্ষিণম্।
যাম্যোঽপি নরঃ পাপান্নরো যাত্যকৃতং নৃপ ॥ ২১
সোমবারে তু যো মর্ত্যঃ স্নাপয়েদ্ধেনুকাং কপিলাং নরঃ
সমং ফলং লভেৎ প্রাহ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২
যত্নেবং কপিলাং ধন্যাঃ কস্তাং প্রদাপয়েৎ।
সোমবারে হরেঃ যেন ভবেদ্যাত্রা বিচারণা ॥ ২৩
দশ বৈ কপিলাঃ প্রোক্তাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
প্রথমা স্বর্ণকপিলা দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা।
তৃতীয়া রক্তপীতাক্ষী চতুর্থী নীলপিঙ্গলা ॥ ২৪
পঞ্চমী রক্তবর্ণাভা ষষ্ঠী চ শ্বেতপিঙ্গলা
সপ্তমী রক্তপীতাক্ষী ধূম্রা কৃষ্ণপিঙ্গলা ॥২৫
নবমী পাটলা জ্ঞেয়া দশমী পুষ্কপিঙ্গলা
দর্শনাৎ কপিলাঃ প্রোক্তাস্তাসাং নাম্নাং সদা ॥২৬

দুঃখিত। ব্রহ্মার আজ্ঞায় কপিলাদেহের মূলের অগ্রভাগে সর্বদা সমস্ত তীর্থ বাস করেন। যে মানুষ শুদ্ধভাবে নিয়মপূর্বক প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া কপিলাদেহের মূত্র ও মলস্থল হইতে পতিত জলধারা নিজের মস্তকে ধারণ করে, সেই মানুষ এই পুণ্যের প্রভাবে সহসা পাপমুক্ত হইয়া যায়। যেমন অগ্নি তৃণকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সেই জল মানুষের তিন জন্মের পাপ দগ্ধ করিয়া থাকে। ১৪-১৬

যে মানুষ কপিলাদেহের মূত্র লইয়া নিজের সেই ইন্দ্রিয়-সকলে লেপন করে এবং ইহার দ্বারা স্নান করে, সেই মানুষ এই স্নানের পুণ্যে নিষ্পাপ হইয়া যায়। তাহার তিন জন্মের পাপ নষ্ট হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৭

নৃপ! যে মানুষ প্রাতঃকালে উঠিয়া ভক্তির সহিত কপিলা ধেনুকে যাসমুষ্টি অর্পণ করে, তাহার এক জন্মের পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ১৮

যে মানুষ প্রাতঃকালে উঠিয়া ভক্তিসহকারে কপিলাদেহের প্রদক্ষিণ করে, ইহার দ্বারা তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ হইয়া যায়, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ১৯

পাণ্ডুনন্দন! যে মানুষ ভক্তিসহকারে কপিলাদেহের পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করে, সে ইহার দ্বারা গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নাত হইয়া যায়। ২০

নৃপ! ভক্তিসহকারে কপিলাদেহকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার প্রদক্ষিণ করিয়া মানুষ এক নিশাচরের পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। ২১

কোনও মানুষ যদি এক রবিবার সোমবার স্নান করে এবং অন্য মানুষ যদি একটিমাত্র কপিলাদেহে স্নান করে, তবে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই উভয় লাভকেই সমান বলিয়াছেন। ২২

এইরূপ কোনও মানুষ যদি একমাত্রমনঃ একটি কপিলাদেহ ধন্যা করে, তাহা হইতে তাহার এক বারের সোমবারের পাপ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৩

ব্রহ্মা কপিলা ধেনুর দশ প্রকার ভেদ বলিয়াছেন। ১। স্বর্ণকপিলা, ২। গৌর-পিঙ্গলা, ৩। রক্তপীতাক্ষী, ৪। নীলপিঙ্গলা, ৫। রক্তবর্ণাভা, ৬। শ্বেতপিঙ্গলা, ৭। রক্ত-পীতাক্ষী, ৮। ধূম্রকৃষ্ণপিঙ্গলা, ৯। পাটলা এবং ১০। পুষ্ক-পিঙ্গলা—এই দশ প্রকার কপিলা ধেনু কথিত হইয়াছে। ইহাঁরা দর্শনমাত্র মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন। ২৪-২৬

---

* স্বর্ণকপিলা পীতবর্ণ, গৌর ও পীতবর্ণ, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত পীত রক্তপীতাক্ষী, পদদেশের লোম কিন্তু পীতবর্ণ, যাহার সর্বাঙ্গ পীত বর্ণ, কিন্তু শ্বেতবর্ণের পীতবর্ণের লোমবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণযুক্ত চক্ষু, যাহার মুখ পীতবর্ণ, যাহার বর্ণ ঈষৎ রক্তবর্ণ, যাহার পুচ্ছের কেশগুচ্ছ সিতবর্ণ।

মঙ্গল্যান্ত পবিত্রান্ত সর্বপাপপ্রণাশনাঃ
এষমেষ স্তনত্ বাযো দশ প্রোক্তা নরেশ্বর ॥ ২৭
ব্রাহ্মণো বাহয়েৎ তান্তু ন্যাযো ধর্মঃ সনাতন
ন বাহয়েচ্চ কপিলা ক্ষেত্রে বাপ্যনি বা দ্বিজঃ ॥ ২৮
বাহয়েদ্যস্তু কৃষ্ণেনৈব শাবধা বা সপত্নধা।
ন দণ্ডেন ন বা যষ্ট্যা ন পাণিনা ন বা পুনঃ ॥ ২৯
ন ক্ষুধাশ্রমসন্তপ্তান্ বাহয়েদ্ বিকলেন্দ্রিয়ান্।
অন্তঃস্থে ন তুষীয়ং শিবেৎ পীতেষু চোদকম্ ॥ ৩০
শুশ্রূষোপাসনৈশ্চৈতা: পিতন্তে প্রকীর্তিতাঃ।
অহং পূর্বং ত্যজে চ ধূর্ষ পিাং বাহনং শুভম্ ॥ ৩১
যত্র চ স্বয়ং কৃতাং সাশয়ো যত্র বাপ্যনি।
বাহয়েৎ তত্র ধূর্যাংস্তু ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ৩২

ভ্রূণহত্যা সমং পাপং তস্য স্যাৎ পাণ্ডুনন্দন।
অথবা বাহয়ন্ রাজন্ নিরয়ং যাতি রৌরবম্ ॥ ৩৩
ক্ষুধিতং পাতয়েৎ যস্তু মোহাদ্বয়াধিপ
তেন পাপেন পাপাত্মা নরকং যাত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৪
নরকেষু চ সর্বেষু সমাঃ স্থিত্বা শতং শতম্।
ইহ মানুষকে লোকে বলীবর্দো ভবিষ্যতি ॥ ৩৫
তস্মাৎ তু মুক্তিমিচ্ছন্ বৈ সদা তু কপিলাং নরঃ ॥ ৩৬
কপিলা সর্বযজ্ঞেষু দক্ষিণার্থং বিধীয়তে।
তস্মাৎ তদ্দক্ষিণা দেয়া যজ্ঞেষেব দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৭
যোমার্থং চাগ্নিহোত্রস্য যাং প্রযচ্ছেৎ প্রযত্নতঃ।
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় শ্রান্তায়ামিততেজসে
তেন দানেন পূতাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩৮

নরেশ্বর! ইহারা মঙ্গলময়ী, পবিত্র ও সর্বপাপবিনাশিনী। মানবহননকারী বলদ গরুকে এই প্রকার দশ ধেনু দক্ষিণা দিতে হইবে ॥ ২৭

এই সব বলদ গরুকে ব্রাহ্মণই নিজের যান বহন করাইবেন। অন্য বর্ণের মানুষ ইহাদের কার্যে ব্যবহার করিবে না। ব্রাহ্মণও কপিলা ধেনুকে ক্ষেত্রে (কৃষিজমীতে) ও পথে বহন কার্যে নিযুক্ত করিবেন না ॥ ২৮

যানেতে যুক্ত করিয়া বহন করাইবার সময় বলদ-গরুকে চাবুক (ঘুর লাগের ডাণ্ডা) দ্বারা কিংবা গরুমুখ যন্ত্রের সাহায্য দ্বারা চালনা করিবে। না দণ্ডের দ্বারা, না যষ্টির (লাঠির) দ্বারা এবং না হস্তের দ্বারা প্রহার করিয়া চালনা করিবে ॥ ২৯

যখন যানবাহক গরুরা ক্ষুধা-পিপাসা ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং ইন্দ্রিয়সকল অবসন্ন হইয়া আসিবে, তখন তাহাদিগকে যান বিযুক্ত করিবে না। যতক্ষণ না এই সব গরু খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে, ততক্ষণ যানেও জোতন করিবে না। তাহাদিগকে জলপান করাইয়া তবে নিজে জলপান করিবে ॥ ৩০

সেবা-শুশ্রূষাকারী মানুষের কপিলা ধেনু মাতা ও বলদ গরু পিতা বলিয়া কথিত হয়। দিনের প্রথম ভাগেই তার বহনকার্যে বলদগরুকে বহনকার্যে নিয়োগ করা উচিত বলিয়া কথিত আছে ॥ ৩১

দিনের মধ্যভাগে—বিশ্রামের সময় তাহাদিগকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। কিন্তু দিনের অবশিষ্টভাগে নিজের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করিতে পারা যায় অর্থাৎ এই সময় যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে নিযুক্ত করিবে, না থাকিলে নিযুক্ত করিবে না। যেখানে সন্ধ্যা করা হইবে অথবা যেখানে পথে কোনও গুহ্য থাকিবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে বিজ্ঞানের সমর্থ বলদ-গরুকে যদি গরুকে যানে নিয়োগে করিতে হয়, তবে উহাতে পাপ হইবে না ॥ ৩২

পাণ্ডুনন্দন! কিন্তু যে ব্যক্তি বিশেষ আবশ্যকতা না থাকিলেও এমন সময়ে বলদ-গরুকে যানে নিযুক্ত করে, তাহার ভ্রূণহত্যা সমান পাপ হয় এবং সে রৌরব-নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

নরাধিপ! যে ব্যক্তি মোহবশতঃ গরুর শরীর হইতে রক্ত নিঃসারিত করে, সেই পাপাত্মা সেই পাপের প্রভাবে নিঃসন্দেহে নরকে পতিত হয় ॥ ৩৪

সেই মানুষ সকল নরকে শত শত বৎসর বাস করিয়া এই মনুষ্যলোকে বলদ-গরু হইয়া জন্মলাভ করে ॥ ৩৫

সেইজন্য মুক্তি কামনা করিয়া মানুষ কপিলা ধেনু দান করিবে ॥ ৩৬

সর্বপ্রকার যজ্ঞে দক্ষিণাদানের জন্যই কপিলা ধেনুর সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য সকল যজ্ঞেই দ্বিজাতিগণকর্তৃক এই কপিলা ধেনু দক্ষিণারূপে প্রদান করা উচিত ॥ ৩৭

যে মানুষ অগ্নিহোত্রের জন্য অগ্নিহোত্রশূন্য ও ধনহীন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যত্ন সহকারে কপিলাধেনু দান করে, সেই মানুষ এই দানে উপচিত হইয়া আবার সত্বর স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৩৮

সুবর্ণখুরসৃঙ্গীঞ্চ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি।
বিধূয়ে চাত্মনে চাপি সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥
তেনাশ্বমেধতুল্যেন ময় লোকং স গচ্ছতি॥ ৩৯

অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ
বাজপেয়সহস্রস্য অশ্বমেধশতস্য চ
অশ্বমেধসহস্রস্য রাজসূয়স্য চ ফলম্॥ ৪০

কপিলানাং সহস্রেণ বিধিদৃষ্টেন পাণ্ডব
রাজসূয়ফলং প্রাপ্য ময় লোকে মহীয়তে
ন চস্য পুনরাবৃত্তির্বিদ্যতে মৃত্যুতো ভয়ম্॥ ৪১

তৈস্তৈর্গুণৈঃ সমায়ুক্তা চ যুক্তা
এষা প্রদাতারমুপৈতি সা গৌঃ।
স্বকর্মচিন্তাপরিমুহ্যমানঃ
তীব্রান্ধকারে নরকে পতত্যুত॥

মহার্ণবে সৌষিব বায়ুনীতা
দত্তা হি গৌস্তারয়তে মনুষ্যম্॥ ৪২

যথৌষধা মন্ত্রকৃতং নরস্য
প্রযুক্তমাত্রা বিনিহন্তি রোগান্।
তথৈব দত্তা কপিলা সুপাত্রে
পাপং নরস্যাশু বিনাশয়তি সর্বম্॥ ৪৩

যথা শুক্লে বৈ কৃষ্ণগো বিহায়
পুনর্নবং রূপমুপৈতি পুণ্যম্।
তথৈব মুক্তঃ পুরুষঃ স্বপাপৈ-
র্বিরজ্যতে বৈ কপিলাপ্রদানাৎ॥ ৪৪

যথান্ধকারং ভবনে বিনষ্টং
দীপ্তো হি বির্বাতয়তি প্রদীপঃ।
তথা নরঃ পাপমপি প্রণীনং
বিক্রামতেহ্ বৈ কপিলাপ্রদানাৎ॥ ৪৫

যজ্ঞাহিতাগ্নেরভিবিপ্রসস্য
সূত্রাদনূনস্য জিতেন্দ্রিয়স্য।
সত্যব্রতস্যাধ্যয়নান্বিতস্য
দত্তা হি গৌস্তারয়তে পয়স্বিনী॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগস্যাঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
দশমোঽধ্যায়ঃ॥

যে মানুষ কপিলা ধেনুর পুচ্ছ ও খুরসকল স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া উহাকে বিধিপূর্বক বেদবিদ্যা-পারদর্শী ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই মানুষ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে সে আমার লোকে গমন করে। ৩৯

এক হাজার অগ্নিষ্টোমের সমান এক বাজপেয় যজ্ঞ, এক হাজার বাজপেয়ের সমান এক অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান এক রাজসূয় যজ্ঞ হয়। ৪০

কুন্তীপুত্র পাণ্ডব! যে মানুষ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে এক হাজার কপিলা ধেনু দান করে, সে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া আমার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহাকে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আসিতে হয় না। ৪১

দানে প্রদত্তা ধেনু নিজের বিভিন্ন গুণসমূহের দ্বারা দাতাকে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া পরলোকে দাতার নিকট উপস্থিত হয়। সে নিজের কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া ঘোর অন্ধকারপূর্ণ নরকে পতিত মানুষকে সেইভাবে উদ্ধার করে, যেমন বায়ু অবলম্বনে প্রদান করিলে নৌকা মানুষকে মহাসাগরে বহু দূরবার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। ৪২

যেমন মন্ত্রের সহিত প্রদত্ত ওষধি প্রয়োগ করিলেই মানুষের রোগ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সুপাত্রে প্রদত্তা কপিলাধেনু মানুষের সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া থাকে। ৪৩

যেমন সর্প নিজের পুরাতন খোলোস পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে, সেইরূপই মানুষ কপিলাধেনুর দানে পাপমুক্ত হইয়া অভিনব শোভাপ্রাপ্ত হয়। ৪৪

যেমন প্রজ্বলিত দীপ গৃহের মধ্যে স্থিত অন্ধকারকে নাশ করে সেইরূপ মানুষ কপিলাধেনুর দান করিয়া নিজের মধ্যে স্থিত সমস্ত পাপকে বিনাশপ্রাপ্ত করিয়া থাকে। ৪৫

যে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করে, অবিদ্বিপ্রিয়, সূত্রের অন্নভোজন হইতে দূরে থাকে, জিতেন্দ্রিয়, সত্যব্রতী ও স্বাধ্যায়-পরায়ণ, তাহার প্রদত্তা দোহনযোগ্য গাভী পরলোকে দাতাকে অবশ্যই উদ্ধার করে। ৪৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কপিলাধেনো দেবতানাং নিবাসস্থানবর্ণনম্, তস্যা মাহাত্ম্যবর্ণনম্, তথা দানগ্রাহ্মণস্য, নরকপ্রাপ্তিকারক-পাপানাম্ স্বর্গপ্রাপ্তিকারক-পুণ্যানাঞ্চ বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা পরং পুণ্যং কপিলাদানমুত্তমম্ ।
ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥ ১

দেবদেবেশ কপিলা যদা বিপ্রায় দীয়তে ।
কথং সংখ্যেষু চাঙ্গেষু তস্যাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥ ২

যাশ্চৈতাঃ কপিলাঃ প্রোক্তা ময়া তৈব ত্বয়া বিভো ।
তাসাং কতি সুরশ্রেষ্ঠ কপিলাঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ৩

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তঃ কেশবঃ সত্যবাক্ তদা
উত্থায়াহ পরমং গুহ্যং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৪

শৃণু রাজন্ পবিত্রং বৈ রহস্যং ধর্মমুত্তমম্ ।
ইদং পঠন্তি যে পুণ্যা কপিলাদানমুত্তমম্ ।
প্রাতরুত্থায় যদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৫

মনসা কর্মণা বাচা যদ্যপূর্বং যুধিষ্ঠির ।
পাপং ব্রাহ্মণতঃ কৃত্বা প্রণম্যাদদতে পঠেৎ ॥ ৬

ইদমাবর্তমানস্তু শ্রাদ্ধে ব্রহ্মর্ষয়ে দ্বিজান্ ।
তস্যাপায়ুক্তমশ্নন্তি পিতরোঽস্যাস্তুতোষিতাঃ ॥ ৭

যদ্যেবং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা মনসাপ্যেতদাত্মবান্
তস্য ব্যাহিকৃতং সর্বং পাপমাশু প্রণশ্যতি ॥ ৮

অতঃ পরং বিশেষো তু কপিলানাং ব্রবীমি তে ।
যাশ্চৈতাঃ কপিলাঃ প্রোক্তা ময়া রাজন্ ত্বয়া তথা ॥
তাসাং চত্বারঃ প্রবরাঃ পুণ্যাঃ পাপবিনাশনাঃ ॥৯

সুবর্ণকপিলা পুণ্যাস্তথা রক্তাঙ্গকপিলা
পিঙ্গলাক্ষী চ যা সৌম্য স্যাৎ পিঙ্গলপিঙ্গলা ॥১০

এতাশ্চতস্রঃ প্রবরাঃ পবিত্রাঃ পাপনাশনাঃ
নমস্কৃতা যা দৃষ্টা বা যুক্তি পাপং মনসা তু ॥১১

যত্রৈতাঃ কপিলাঃ সন্তি গৃহে পাপপ্রণাশনাঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ঃ কীর্তিঃ স্থাতা বিত্তা যুধিষ্ঠির ॥ ১২

একাদশ অধ্যায়।

[কপিলাধেনুতে দেবতাগণের নিবাসস্থান বর্ণন, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন, অযোগ্য ব্রাহ্মণ, নরকপ্রাপ্তিকারক পাপ ও স্বর্গাদিকারক পুণ্যানুষ্ঠান বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ পরম পুণ্যময় কপিলা ধেনুর উত্তম দানের বর্ণনা করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মন অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বলিলেন ॥ ১

দেবদেবেশ! যে কপিলাধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়, তাঁহার সকল অঙ্গে দেবগণ কিরূপে অবস্থান করেন? ২

সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যে দশ প্রকার কপিলা ধেনুর কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত ধেনু পুণ্যময়ী বলিয়া কথিত আছে? ৩

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর সেই সময় সত্যবাদী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপনীয় হইতেও অত্যন্ত গোপনীয় এই কথা বলিতে লাগিলেন—রাজন্! আমি পরম পবিত্র, গোপনীয় ও উত্তম গুহ্য বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার প্রতি ভক্তিমান্ যে মানুষ এই পরম পুণ্যময় উত্তম কপিলা-ধেনুর দানের মাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! এই অধ্যায় পাঠকারী মানুষ ব্রাহ্মণকে ধন, বাক্য অথবা ক্রিয়া দ্বারা সজ্ঞানে কৃত সকলবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৬

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে ধেনুদানের দ্বারা তৃপ্ত করাইয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া অমৃত ভোজন করেন ॥ ৭

যে ব্যক্তি আমাতে অনন্যবিষয় করিয়া এই প্রসঙ্গ ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করে, তাহার এক রাত্রির সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮

এখন আমি কপিলাধেনু সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিতেছি। রাজন্! পূর্বে আমি যে দশ প্রকার কপিলা ধেনুর কথা বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে চারিটি ধেনু অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, পুণ্যদায়ী ও পাপনাশিনী বলিয়া জানিবে ॥ ৯

সুবর্ণকপিলা, রক্তাঙ্গকপিলা, পিঙ্গলাক্ষী, ও পিঙ্গলপিঙ্গলা—এই চারি প্রকার কপিলা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পাপনাশিনী। ইহাদের দর্শন ও নমস্কারের দ্বারাও মানুষের পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১০-১১

যুধিষ্ঠির! এই সব পাপনাশিনী কপিলাধেনু যাহার গৃহে থাকে, সেখানে শ্রী, বিজয় ও বিশাল কীর্তি নিত্য বাস করে ॥ ১২

এতাসাং প্রীতিমাত্রাপি কীর্তেন তু মুমঙ্গলঃ।
ধন্যা চ ত্রিদশাঃ সর্বে যুক্তেন তু হুতাশনঃ ॥ ১৩
কপিলাদ্বা মৃতং ক্ষীরং ধার্য পাত্রমেব বা
ব্রাহ্মণেভ্যঃ সকৃদ্ দত্ত্বা নরঃ যাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪
উপবাসী তু যঃ কৃত্বা পাত্রেণাদায় জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কপিলাপৃষ্ঠগন্ধং তু পীত্বা চান্দ্রায়ণাৎ পরম্ ॥ ১৫
সৌম্যে মুহূর্তে তৎ প্রাপ্য শুদ্ধাত্মা শুদ্ধমানসঃ
ক্রোধানৃতবিনির্মুক্তো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায়ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৬
কপিলাপৃষ্ঠগন্ধেন সমন্ত্রেণ পৃথক্ পৃথক্।
যো মৎপ্রতিকৃতিং বাপি শঙ্করাকৃতিমেব বা।
স্নানপর্বণি বিধিবৎ যস্তু দোহয়তেঽকলং লভেৎ ॥ ১৭
স মুক্তপাপঃ শুদ্ধাত্মা যাত্যনাময়লোকিনম্।
মম লোকং ব্রজত্যুগ্রং রুদ্রলোকমথ পি বা ॥ ১৮
তস্মাৎ তু কপিলা দেয়া সদৈব দ্বিজসত্তমা।
যদা চ দীয়তে রাজন্ কপিলা ব্রাহ্মণায়তে।
তদা চ মুঞ্চয়োস্তস্যা বিষ্ণুঃ শক্রশ্চ তিষ্ঠতঃ ॥ ১৯
চক্র-বজ্রধরৌ চাপি তিষ্ঠতঃ মুক্তমূলয়োঃ।
মুক্তমধ্যে তথা ব্রহ্মা ললাটে গোবৃষধ্বজঃ ॥ ২০
কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ চক্ষুষী শশিভাস্করৌ।
দন্তেষু বসবো দেবা জিহ্বা যাম্যা সরস্বতী ॥ ২১
রোমকূপেষু মুনয়স্তথৈব প্রজাপতিঃ।
নিঃশ্বাসেষু স্থিতা বেদাঃ সমস্তঙ্গপদক্রমাঃ ॥ ২২
নাসাপুটে স্থিতা সন্ধ্যা পুণ্যানি সুরভীণি চ।
অধরে যমঃ সর্বে মুখে চাপ্সরসঃ স্থিতাঃ ॥ ২৩
সাধ্যা দেবাঃ স্থিতাঃ কণ্ঠে গ্রীবায়াং শ্রীর্ধনী স্থিতা
পৃষ্ঠে চ গ্রহনক্ষত্রাণি কক্ষয়োর্মরুতো নভঃ ॥ ২৪
অপানে সর্বতীর্থানি সোমসূত্রে জাহ্নবী তথা।
অষ্টৌবসবোঽগ্নয়ো লক্ষ্মীর্গোময়ে বসতে তথা ॥ ২৫
নাসিকায়াং সদা দেবী জ্যেষ্ঠা বসতি ভামিনী।
স্তনে গৌরীস্থিতা নিত্যং তথা চ মূলমাশ্রিতা ॥ ২৬
পার্শ্বয়োরুভয়োঃ সর্বে বিশ্বদেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বিষ্ঠায়ামপি তাসাং তু শ্রীঃ শক্রবরো গুহঃ ॥ ২৭
জানুজঙ্ঘোরুদেশেষু পক্ষ বিষ্ণু শ্চ বায়বঃ।
খুরমধ্যেষু সন্ধ্যাঃ খুরাগ্রেষু চ সপ্তয়াঃ ॥ ২৮

ঈষাণের মুখে ভগবান্ শঙ্কর, মস্তিষ্কে সমস্ত দেবতাগণ এবং মুখের দ্বারা আহবনীয় হোম হয়। ১৫

কপিলাদেহের মূত্র, মল, দধি অথবা ক্ষীর একবার ব্রাহ্মণগণকে দান করলে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৪

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একরাত্রি উপবাস করত কপিলাদেহের পৃষ্ঠগন্ধ পান করে, সেই ব্যক্তি চান্দ্রায়ণ হইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয়। ১৫

যে ব্যক্তি ক্রোধ ও অনৃত ত্যাগ করত আত্মাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া শুভ মুহূর্তে কপিলা-দেহের পৃষ্ঠগন্ধ ভক্ষণ করে, তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায়। ১৬

যে ব্যক্তি বিষ্ণুদেহে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র পাঠ করত কপিলার পৃষ্ঠগন্ধের দ্বারা আত্মার অথবা শঙ্করের প্রতিমাকে স্নান করায়, তাহার অশেষ যজ্ঞের ফললাভ হয়। ১৭

সেই ব্যক্তি মুক্ত, নিষ্পাপ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সোভাগ্যবর্ধক বিমানের দ্বারা আত্মার অথবা রুদ্রের লোকে গমন করে। ১৮

রাজন্! সেই কারণে পরলোকে হিতকামনাকারী পুরুষ কর্তৃক কপিলা-দেহ দান করা অবশ্য কর্তব্য। যে সময় অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে কপিলা দেহ দান করা হয়, সেই সময় সেই দেহের মুখে উপস্থিতাগে বিষ্ণু ও ইন্দ্র বাস করেন। ১৯

মুক্তবন্ধের মূলে চন্দ্র ও বরুণ অবস্থান করেন। মুক্তবন্ধের মধ্যে ব্রহ্ম অথবা ললাটে ভগবান্ শঙ্করের বিরাজমান। ২০

দুই কর্ণে অশ্বিনীকুমার, দুই নেত্রে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে বসুগণ, জিহ্বা য় সরস্বতী, রোমকূপসমূহে মুনিগণ, চর্মে প্রজাপতি এবং নিঃশ্বাসে বেদসমূহ, পদ ও ক্রমসহ ঋক্ বেদের অবস্থান ২১-২২

নাসিকাছিদ্রে সন্ধ্যা ও সুরভিত পুষ্প, মিষ্ট ওষ্ঠে যমগণ এবং মুখে অপ্সরা বাস করেন। ২৩

কণ্ঠে সাধ্য দেবগণ, গ্রীবায় লক্ষ্মীদেবী, পৃষ্ঠে গ্রহগণ, কক্ষদেশের স্থানে আকাশ, অপানে সমস্ত তীর্থ, মূত্রে গঙ্গা এবং গোবরে ঐশ্বর্যসম্পন্না লক্ষ্মীদেবী সতত বাস করেন। ২৪-২৫

নাসিকায় সর্বদা জ্যেষ্ঠা দেবী, বিস্তরভাগসমূহে পিতৃগণ এবং পুচ্ছে ভগবতী দুর্গা দেবী বাস করেন। ২৬

দুই পার্শ্বে সমস্ত বিশ্বে দেবগণ বিরাজমান আছেন এবং মলে প্রেমচিত্ত শক্তিধারী কার্তিকের অবস্থান করেন। ২৭

আর ও অন্যান্যদেহে পক্ষ বায়ু অবস্থান করেন এবং খুরসমূহে সপ্তঋষিগণ এবং খুর হয় অগ্রভাগে সর্পসকল বাস করেন। ২৮

চন্দ্রাঃ সাগরাঃ পূর্বং তস্য এব পতোদয়াঃ।
ধৃতির্মেধা ক্ষমা স্বাহা শ্রদ্ধা শান্তির্দ্যুতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২৯
কীর্তিকীর্তিঃ ক্রিয়া কান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ সন্ততিঃ।
বিনতা প্রতিনশ্চৈব দেবতে কপিলাং সদা ॥ ৩০
দেবাঃ পিতৃগণাশ্চাপি গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
লোকা দ্বীপাঃ পদার্থাশ্চৈব সমুদ্রাঃ সরিতস্তথা ॥ ৩১
দেবঃ পিতৃগণাশ্চাপি বেদাঃ সাঙ্গাঃ সহাক্ষরৈঃ।
বেদোক্তৈর্বিবিধৈর্মন্ত্রৈঃ স্তবন্তি স্তবিতস্তথা ॥ ৩২
বিদ্যাধরাশ্চ যে সিদ্ধা ভূতাস্তারাগণাস্তথা।
পুষ্পবৃষ্টিং বর্ষন্ত প্রনৃত্যন্তি চ হর্ষিতাঃ ॥ ৩৩
ব্রহ্মণোৎপাদিতা দেবী বহ্নিকৃত্যং মহৎ প্রভা।
নমস্তে কপিলে পুণ্যে সর্বদেবৈর্নমস্কৃতে ॥ ৩৪
কপিলেহস্য মহাসত্ত্বে সর্বতীর্থময়ে শুভে।
অহো রূপমহো পুণ্যং সর্বদুঃখপ্রমুক্তময় ॥ ৩৫
অহো ধর্মাত্মিতা শুদ্ধসিদ্ধসঙ্ঘাং মহাত্মনাম্।
ইত্যাকাশস্থিতাস্তে তু সর্বদেবা জগদ্ধি চ ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির উবাচ
দেবদেবেশ দৈত্যারে কালঃ কো হব্য-কব্যয়োঃ।
কে তত্র পূজামর্হন্তি বর্জনীয়াশ্চ কে দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
শ্রীভগবানুবাচ
দৈবং পূর্বাহ্ণিকং শ্রেয়ঃ পৈতৃকং চাপরাহ্ণিকম্
কালজ্ঞৌ দ্বৌ যদা দাতা তদা দানং প্রশস্যতে ॥ ৩৮
অনুদ্বাহ যদা ভুক্তং নৃত্তং চ ভারত।
পরাদ্বাহ্ণে তদা যাপি তদা ভাগং প্রচক্ষতে ॥ ৩৯
যাবন্তঃ পঙ্‌ক্তিতা বিপ্রা ভক্তে ভক্তাদয়োঽপি চ।
দৈবে চ পিত্র্যে যে বিপ্রা ত্যজেন্ন তাংস্তু সৎক্রিয়াম্ ॥ ৪০
ক্লীবঃ শ্বিত্রী চ কুষ্ঠী চ রাজযক্ষ্মাবিতস্তথা যঃ।
অপস্মারী চ বন্ধ্যাশ্চ পিত্র্যে নার্হন্তি সৎকৃতিম্ ॥ ৪১
চিকিৎসকা দেবলকা বিদ্যানিয়তবাচিনঃ।
সোমবিক্রয়িণশ্চাপি শ্রাদ্ধে নার্হন্তি সৎকৃতিম্ ॥ ৪২
গায়কা নর্তকাশ্চৈব প্রেষ্যা বাদকাস্তথা।
কৃষকা বৌধিকাশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি সৎকৃতিম্ ॥ ৪৩

তদনে পরিপূর্ণ চার সমুদ্র তাঁহার চারি স্তন। ধৃতি, মেধা, ক্ষমা, স্বাহা, শ্রদ্ধা, শান্তি, দ্যুতি, স্মৃতি, কীর্তি, ক্রিয়া, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, সন্ততি, বিনতা ও প্রতিষ্ঠা (ধোনি)-প্রভৃতি দেবীগণ-সর্বদা কপিলা ধেনুর সেবা করেন। ২৯-৩০

দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র ও নদ্যাদি নদীসকল এবং অঙ্গ ও যজ্ঞসহ সমস্ত বেদ নানাপ্রকার মন্ত্র-সমূহের দ্বারা কপিলা ধেনুর প্রশস্তবাক্যসহকারে স্তুতি করেন। বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও ভূতগণ এবং তারাসকল—ইঁহারা কপিলাধেনুকে দর্শন করিয়া পুষ্পসমূহ বর্ষণ করেন এবং সিদ্ধ ও ভূতগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করেন। ৩১-৩৩

তাঁহারা বলেন—সমস্ত দেবতাগণবন্দিতা পুণ্যবতী কপিলা-ধেনু! তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মা তোমাকে অগ্নিমুখ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমার প্রভা বিস্তৃত ও শক্তি ঘনীভূত। কপিলাদেবী! সমস্ত তীর্থ তোমার স্বরূপ এবং তুমি সকলের শুভকারিণী। ৩৪½

সমস্ত দেবতাগণ আকাশে অবস্থানপূর্বক বলেন—অহো! এই কপিলাধেনুরূপী যজ্ঞ কিরূপ পবিত্র ও উত্তম! ইনি সমস্ত দুঃখ-নাশিনী। অহো! ইহা ধর্মের দ্বারা উপার্জিত, শুভ, শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম। ৩৫-৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দৈত্যারে দেবদেবেশ! হব্য (যজ্ঞ) ও কব্যের (শ্রাদ্ধের) উত্তম সময় কি? ইহাতে কোন্ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতে হয়? এবং কাহাদের পরিত্যাগ করিতে হয়? ৩৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! দেবকর্ম (যজ্ঞ) পূর্বাহ্ণ-কালে করণীয় এবং পিতৃকর্ম (শ্রাদ্ধ) অপরাহ্ণ কালে কর্তব্য—ইহা জানিও। যে দান অযোগ্য কালে করা হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হয়। ৩৮

যাহার অন্ন ভোজনমাত্রে ষোলো করা হয়, যাহাতে কোনও অনভ্যাসী মানুষ ভোজন করে এবং যাহা কুকুরে স্পর্শ করিয়াছে, সেই অন্নকে রাক্ষসের ভাগ বলিয়া জানিতে হইবে। ৩৯

ব্রাহ্মণ! পতিত, ভক্ত ও উত্তম যত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদিগকে দেবকর্মে এবং পিতৃকর্মে সৎকার করা উচিত নয়। ৪০

নপুংসক, শ্বেতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, রাজযক্ষ্মারোগ-যুক্ত এবং মৃগীরোগে পীড়িত ব্রাহ্মণগণও শ্রাদ্ধে সম্মানের যোগ্য নয়। ৪১

বৈদ্য, পূজারী, বিদ্যানিয়তবাদী, গায়ক এবং সোমরস বিক্রয়-কারী ব্রাহ্মণগণও শ্রাদ্ধে সৎকার পাইবার অধিকারী নহে। ৪২

অনন্যস্থাশ্চ যে বিপ্রাঃ শবনির্যাতকাশ্চ যে
তেষামপ্যপি বিজ্ঞেয়া রাজন্ নাহূতি সংকৃতিম্ ॥৪৪
অপরিজ্ঞাতপূর্বাশ্চ গণপুত্রাশ্চ যে দ্বিজাঃ ।
পূত্রিকাপুত্রকাশ্চাপি শ্রাদ্ধে নার্হন্তি সংকৃতিম্ । ৪৫
রণকর্তা চ যো বিপ্রো যশ্চ বাণিজকো দ্বিজঃ
প্রাণিবিক্রয়বৃত্তিশ্চ শ্রাদ্ধে ন হূতি সংকৃতিম্ । ৪৬
চৌরব্রতগুণৈর্যুক্তা বিদ্যা যাবান্নবৎসরা:
নাধিক্রীজ্ঞা: ক্রিয়াযজ্ঞে শ্রাদ্ধে সংকৃতিজ্ঞা: । ৪৭
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণ: কাল: প্রাপ্তো যদি দূরং তথা
দর্ভা: সুমনস: ক্ষেত্রং তৎকালে শ্রাদ্ধদো ভবেৎ । ৪৮
চারিত্রনিয়তা রাজন্ কৃপা যে কৃপবৃত্তয়:
তপস্বিনশ্চ যে বিপ্রাস্তথা ভৈক্ষচরাশ্চ যে । ৪৯
অথিন: কেচিদিচ্ছন্তি ভোজ্যং হস্তাৎ স্বয়ং ফলম্ ।
এবং বর্ণভৃতা: শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধা নির্বাপনা তথা ।
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় প্রযতং হ্যুপপাদয়েৎ ॥৫০

দানং বৎ তে প্রিয়ং কিঞ্চিদ্ভোক্তিয়ানাঞ্চ যৎ প্রিয়ম্
তৎ প্রযতশ্চ বর্ণজ্ঞ যদীচ্ছসি তথা কুরু ।৫১
নিয়তং যে চ গচ্ছন্তি তচ্ছৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির । ৫১
পরদারপরর্ক্ষার: পরদারাভিমর্শকা:
পরদারপ্রযোক্তারস্তে বৈ নিরয়গামিন: ।৫৩
সূচকা: সন্ধিভেত্তার: পরস্বহরণে রতা:
বর্ণাশ্রমাণাং যে রাজন্ পাষণ্ডাস্তৈব পাপিন:
উপাসতে চ তানেব তে সর্বে নরকালয়া: ॥ ৫৪
আস্তান্ দাস্তান্ কৃশান্ প্রাজ্ঞান্
দীর্ঘকালং সহোষিতান্
ত্যজন্তি কৃতকৃত্যা যে তে বৈ নিরয়গামিন: । ৫৫
বালানাতুরান্ বৃদ্ধানাং শ্রান্তানাং চাপি যে নরা:
অবজানন্তি মূঢ়াস্তে বৈ নিরয়গামিন: । ৫৬
এতে পূর্ববিদ্ভি: প্রোক্তা নরা নিরয়গামিন: ।
যে স্বর্গং সমনুপ্রাপ্তাস্তান্ শৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির । ৫৭

গায়ক, নর্তক, কুসীদজীবী বণিক্, ধাবক, অধম ও যোদ্ধা ব্রাহ্মণগণও শ্রাদ্ধে সৎকার পাইবার যোগ্য নহে। ৪৩

রাজন্! যাহারা অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে না, শবের বহন করে, চুরি করে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করে, এরূপ ব্রাহ্মণেরাও শ্রাদ্ধে সৎকার লাভের অধিকারী নহে। ৪৪

যাহারা পূর্ব হইতে পরিচিত নহে, যাহারা গণপুত্র অর্থাৎ যাহাদের পিতার পরিচয় নাই ও পূত্রিকাপুত্র, অর্থাৎ পূত্রিকা-ধর্মানুসারে মাতামহের পুত্রেষ্টির জন্য ব্রাহ্মণগণও শ্রাদ্ধে সৎকারলাভের যোগ্য নহে। ৪৫

যোদ্ধা, বাণিজ্যকারী ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহকারী ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে সৎকার পাইবার যোগ্য নহে। ৪৬

দ্বিজ যে সব ব্রাহ্মণ ব্রতপালনকারী, গুণবান্, সদা স্বাধ্যায়-পরায়ণ, গায়ত্রীজপরত এবং ক্রিয়াবিহীন, তাঁহারা শ্রাদ্ধে সৎকার লাভের যোগ্য। ৪৭

শ্রাদ্ধের সর্বাপেক্ষা উত্তম কাল হইল—সুপাত্র ব্রাহ্মণপ্রাপ্তি। যে কোনও সময়ে ব্রাহ্মণ, ধেনু, দুগ্ধ, ঘৃত, পুষ্প ও উত্তম ক্ষেত্র লাভ হইবে, সেই সময়েই শ্রাদ্ধের দান আরম্ভ করা কর্তব্য। ৪৮

রাজন্! যে সব ব্রাহ্মণ সদাচারী, অল্প আজীবিকায় যারা জীবিকা অর্জনকারী, দুর্বল, অন্ধত্বাদি ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবিকা-নির্বাহকারী, ইঁহারা যদি যাচক হইয়া কিছু প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহাদিগকে প্রথম দান মহাফলদায়ক হয়। ৪৯-৫০

ধর্মরাজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই সব বিষয় পূর্বজনে জানিয়া ধনহীন ও নিজের উপকার করেন নাই, এরূপ যেসব ব্রাহ্মণকে দান কর। ৫০

রাজন্! যদি তুমি নিজের দানকে অক্ষয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে দান ভোজার প্রিয় এবং যাহা যেসব ব্রাহ্মণগণের প্রিয়তম, তাহাই তুমি দান কর। ৫১

যুধিষ্ঠির! যাহারা নরকে গমন করে, এখন তাহাদের কথা শ্রবণ কর। ৫২

যাহারা পরস্ত্রী হরণ করে, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে এবং পরস্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহিত মিলিত করে, তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে। ৫৩

খল, সন্ধির ভেত্তা অপহরণকারী, পরের ধনে জীবিকানির্বাহকারী, বর্ণ ও আশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণকারী, পাষণ্ডী পাপাচারী এবং যাহারা ইহাদের সেবা করে, ইহারা সকলেই নরকগামী হয়। ৫৪

যে সব মানুষ দীর্ঘকাল নিজের সহিত থাকিয়া সব কিছু সহ্য করে, জিতেন্দ্রিয়, দুর্বল ও বুদ্ধিমান্ মহত্তমগণকেও কার্য সম্পূর্ণ হইলে পরিত্যাগ করে, তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে। ৫৫

যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত মহত্তমগণকে কিছুই না দিয়া একাকীই মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৫৬

প্রাচীনকালের ঋষিগণ এইরূপ নরকগামী মনুষ্যদের বর্ণনা

দানেন তপসা চৈব সত্যেন চ দমেন চ।
যে স্বর্গমুপযান্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥৫৮
শুশ্রূষয়া গুরূণাঞ্চ ভক্ত্যা চৈবাত্মবান্ধবে
যে প্রীতিপ্রবণাস্তেষাং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৫৯
মধুমাংসাসবেভ্যশ্চ নিবৃত্তা যে চ যে নরাঃ
পরদারনিবৃত্তা যে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬০
মাতরং পিতরং চৈব শুশ্রূষন্তি চ যে নরাঃ
ভ্রাতৄণামপি সস্নেহাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬১
যে তু ভোজনকালে তু নির্ঘাতাস্ত্যক্তবিগ্রিয়াঃ।
ন তিষ্ঠন্তি গৃহে যে তু তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬২
বৈবাহিকং তু কন্যানাং দরিদ্রাণাঞ্চ যে নরাঃ।
কারয়ন্তি চ তুষ্যন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৩

ধনসাধ্যঞ্চ যৌতানামেষাং তুষ্যৈব চ।
দাতারঃ প্রীতয়োপেতাস্তে নরা স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৪
ক্ষেমাক্ষেমঞ্চ মার্গেষু সমানি বিষমাণি চ
অধিনাং যে চ বক্তারস্তে নরা স্বর্গগামিনঃ ॥৬৫
পর্বণ্যেষু চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং নক্তমোর্ষয়োঃ।
আর্দ্রা দ্রা ভরণ্যক্ষে বিষুবে শ্রবণেঽপি বা।
যে ব্রাহ্মণর্ষিবিষয়াস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৬
দ্বয়াক্ষয়াবিধানজ্ঞ নরকস্বর্গগামিনৌ।
বক্তারৌ চ কবিতৌ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির! এখন স্বর্গগামী মনুষ্যগণের বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৫৭

যাঁহারা দান, তপস্যা, সত্য-ভাষণ ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা নিশ্চয় স্বর্গলাভে রত থাকেন, সেই সব মানুষেরা স্বর্গগামী হন ॥ ৫৮

পাণ্ডুনন্দন! যাঁহারা গুরুদেবার সেবা করিয়া তাঁহার নিকটই বেদাধ্যয়ন করেন এবং প্রতিগ্রহে আসক্তি রাখেন না, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করেন ॥ ৫৯

যাঁহারা মধু, মাংস ও আসব (মদিরা) হইতে নিবৃত্ত হইয়া উত্তম ব্রত পালন করেন এবং পরস্ত্রী সংসর্গ হইতে দূরে থাকেন, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হন ॥ ৬০

যে মনুষ্যগণ পিতা, মাতার সেবা করেন এবং ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহ করেন, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬১

যাঁহারা ভোজনকালে গৃহের বাহিরে যাইয়া অতিথিসেবা করেন, অতিথিদিগকে ভালবাসেন এবং তাঁহাদের জন্য দ্বার রুদ্ধ রাখেন না, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হন ॥ ৬২

যে মনুষ্যগণ দরিদ্রের কন্যাদের বরীদিগের সহিত বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া থাকে অথবা স্বয়ং বরী হইয়াও দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করে, সেই সব মানুষও স্বর্গগামী হয় ॥ ৬৩

যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে ধন, যৌতুক ও তুষ্টিসমূহ দান করে, সেই সব মানুষও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬৪

যাহারা পথের মধ্যে জিজ্ঞাসাকারী পথিকদের শুভাশুভ, সুখ-দায়ক ও দুঃখপ্রদ পথের যথাযথ পরিচয় প্রদান করে, সেই মনুষ্যগণও স্বর্গগামী হয় ॥ ৬৫

যাহারা অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী—এই সব তিথিতে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে, আর্দ্রানক্ষত্রে, ভরণীনক্ষত্রে, বিষুবযোগে শ্রবণা-নক্ষত্রে স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকে, সেই সব মানুষও স্বর্গগামী হয় ॥ ৬৬

রাজন্! এইভাবে দ্বয়-ক্ষয়ের বিধানের সময় কথিত হইয়াছে এবং স্বর্গ ও নরক গমনকারী ধর্ম এবং অধর্মও বর্ণিত হইয়াছে। এখন পুনরায় কি শুনিতে বাসনা কর? ৬৭

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মহত্যাতুল্য-পাপসমূহ, অহল্যাদেবপ্রশংসায়াঃ, ত্যাজ্যাঽ-পাপিনাম্, দানফলানাম্, ধর্ম্মপ্রশংসায়া বর্ণনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইদং যে ব্রহ্মতো দেব ব্রহ্মহত্যাদিকং যতঃ।
হিংসামকৃত্বা যো যজ্ঞো ব্রহ্মহত্যাময়াদ্ভবেৎ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রাহ্মণং ধনমাদায় ভিক্ষার্থং বৃত্তিকর্শিতম্।
প্রত্যাখ্যাতীহ যঃ পশ্চাৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ২

মদান্বিতোঽথ বিপ্রস্য যোঽনুগচ্ছতি ভাষতঃ।
যুধ্যতি ব্রুবতি দুর্বুদ্ধিস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৩

আক্রন্দে বাসনে বাপি গ্রামে বা জনসঙ্কুলে বা
অগ্নিং যঃ প্রক্ষিপেৎ ক্রুদ্ধস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৪

মোক্ষণস্য তৃষার্ত্তস্য গলাদ্ভে বস্তুবাপিণ
উৎপাদয়তি যো বিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৫

যঃ প্রবৃত্তাং শ্রুতিং সম্যক্ শ্রদ্ধয়ন্তং বা যুনক্তি কুতঃ।
দুরুহমানভিজ্ঞায় তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৬

চক্ষুষা বাপি হীনস্য পঙ্গোর্বাপি তথস্য বা।
হরেদ্ যৈ বস্তু সর্ব্বং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৭

গুরুং ত্বাকৃত্য হুংকৃত্য আক্রুশ্য চ শাসনম্।
যস্তিষ্ঠেদ্ বস্তু মূঢাত্মা তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৮

যাবৎসারো ভবেদ্ যো বৈ-গ্রামে বসতি দুঃখিতঃ
তং সর্ব্বং হরেদ্ যো বৈ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বেষামপি দানানাং যৎ তু দানং বিশিষ্যতে।
অভোজ্যান্নান্ত যে বিপ্রাস্তান্ বদস্ব পুরোত্তম॥

শ্রীভগবানুবাচ

অন্নমেব প্রশংসন্তি দেবা ব্রহ্মপুরঃসরাঃ
অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ১১

অন্নমূর্জ্জস্করং লোকে বায়াৎ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
অভোজ্যান্নান্ নরা রাজন্ বর্জ্জয়ন্তীহ নিত্যশঃ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ, অহল্যাদেবের প্রশংসা, যাহাদের অন্ন বর্জ্জনীয়, সেই সব পাপী, দানের ফল এবং ধর্ম্মের প্রশংসা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেব! মানুষ ব্রাহ্মণের হিংসা করিয়াও ব্রহ্মহত্যা পাপে কিভাবে লিপ্ত হইয়া থাকে? তাহা তুমি পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে আমাকে বল। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! যে মানুষ জীবিকাহীন ব্রাহ্মণকে যে বৃত্তি ভিক্ষাদানের জন্য আহ্বান করিয়া পরে তাঁহাকে তিরস্কার করে, মহাত্মাগণ তাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলেন। ২

হে ভামিনি! যে দুর্বুদ্ধি মানুষ মদমত্ত এবং ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি হরণ করে, মহাত্মারা তাকে ব্রহ্মঘাতী বলেন। ৩

যে মানুষ ক্রুদ্ধ হইয়া কোনও আলয়, বন, গ্রাম অথবা নগরে অগ্নিসংযোগ করে, তাকেও জ্ঞানিগণ ব্রহ্মঘাতী বলেন। ৪

সুবিনীতে! তৃষ্ণায় শীড়িত মোক্ষণকারকে যে ব্যক্তি জলের নিকটে যাইতে বাধাদান করে, সাধুজনগণ তাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিহিত করেন। ৫

যে ব্যক্তি পরম্পরাগত বৈদিক শ্রুতিসমূহ ও স্মৃতিশাস্ত্রীয় সৎ-শাস্ত্রসকলকে বা বুঝিয়া যোগাযোগ করে, পণ্ডিতগণ তাকেও ব্রহ্মঘাতী বলেন। ৬

যে ব্যক্তি অন্ধ, পঙ্গু ও অন্য মানুষের সর্ব্বস্ব হরণ করে, তাকেও তাঁহারা ব্রহ্মঘাতী বলেন। ৭

যে ব্যক্তি মূর্খতাবশতঃ গুরুকে 'তুই' বলিয়া আহ্বান করে, দুর্ব্বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করে এবং তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ আচরণ করে, তাকেও মহাত্মারা ব্রহ্মঘাতী বলেন। ৮

যে দীন মানুষ কিঞ্চিৎ গ্রাম বস্তুকেই নিজের সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে এবং তাহার নাশে যাহার দুঃখ হয়, এমন মানুষের যে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাকেও ব্রহ্মঘাতী বলেন। ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! যে দান সর্ব্বপ্রকার দান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা বল। সুরশ্রেষ্ঠ! যে অন্ন ব্রাহ্মণগণের ভোজনের যোগ্য নহে, তাহারও পরিচয় প্রদান কর। ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন—রাজন্! ব্রহ্ম ও সমস্ত দেবগণ অন্নেরই প্রশংসা করেন, অতএব অন্নের সমান কোনও দান হয় নাই এবং হইবেও না। ১১

কারণ, অন্নই এ জগতে বলস্বরূপ এবং অন্নেরই আধারে প্রাণ স্থির থাকে। রাজন্! এখন আমি সেই সব মানুষের পরিচয়

দৌকিতস্য কার্পাস্য ক্রৌড়স্য নিকৃতস্য চ।
অভিন্নতন্তা যাণ্ডস্য পাকজেষকরস্য চ ॥ ১৩
চিকিৎসকস্য সূতস্য তথা চোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উগ্রান্নঃ সূতকান্নশ্চ সূত্রোচ্ছেষণমেব চ ॥ ১৪
বিবৎসরং ন ভোক্তব্যং পতিতান্নশ্চ যত্নতঃ।
তথা চ পিশুনস্যান্নং বন্ধবিক্রয়িণস্তথা ॥ ১৫
শৈলূষস্য তন্তুবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেব চ।
অসূষ্টকনিষাদান্নং রঙ্গাবতরকস্য চ ॥ ১৬
সুবর্ণকর্তুর্বৈদস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা।
সূতানাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ বৈদ্যস্য রজকস্য চ ॥ ১৭
স্ত্রীজিতস্য নৃশংসস্য তথা মাহিষিকস্য চ।
অনির্দশান্নং প্রেষ্যান্নং গণিকান্নং তথৈব চ ॥ ১৮
রাজান্নং তেজ আদত্তে সূত্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্মবিকর্তিনঃ ॥ ১৯
সপত্নান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিহীডিতম্।

পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং শস্ত্রং তু ক্ষয়লীপতেঃ ॥ ২০
বিষ্ঠা বার্ধুষিকস্যান্নং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ
অবজ্ঞানমথৈতেষাং ক্ষুদ্রং তু ত্রিগুণং ক্ষিপেৎ।
মত্বা ক্ষুদ্রং সকৃদ্ যাপি প্রাজাপত্যং চরেদ্ দ্বিজঃ ॥ ২১
দাতারমন্ন ফলং যদ্ বৈ শৃণু পাণ্ডব তত্ত্বতঃ
প্রদাতৃতৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। ২২
তিলদশ্চ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্
ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুহিরণ্যদঃ ॥ ২৩
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপদো রূপমুত্তমম্
যানোপদশ্চযানাগ্র্যমধিসালোক্যমন্নদঃ ॥ ২৪
অন্নতুঃ প্রিয়ং জুহ্বৎ গোদো গোলোকমশ্নুতে।
যানশয্যাপ্রদো ভার্যামৈশ্বর্যমভয়প্রদঃ ॥ ৫
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসাম্যতাম্
সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে ॥ ২৬

প্রদান করিব, যাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ১২

যজ্ঞে দীক্ষিত, কৃপণ, ক্রোধী, শঠ, শাপগ্রস্ত, নপুংসক, ভোজনে ভেদকারী, চিকিৎসক, সূত, উচ্ছিষ্টভোজী, বর্ণসঙ্কর ও অপৌক্তিক অন্ন, সূত্রের উচ্ছিষ্ট, সূতক অন্ন এবং যাহা পতিতের অন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে, তাদৃশ অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। ১৩-১৪½

খল, যজ্ঞের ফল বিক্রয়কারী, নট ও তন্তুবায়ের অন্ন এবং কৃতঘ্নের অন্ন, অসৎ, নিষাদ, রঙ্গভূমিতে নাটক প্রদর্শনকারী, সুবর্ণ, বীণা বাজাইয়া জীবিকা অর্জনকারী, অস্ত্রবিক্রয়কারী, সূত, শৌণ্ডিক, বৈদ্য, রজক, স্ত্রীর বশীভূত, ক্রূর এবং মহিষপালকের অন্নও অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে। যাহাদের গৃহে অপৌত্রের প্রবিষ্ট অতিবাহিত হয় নাই, তাহাদের ও যেখানের অন্নও অভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয়। ১৫-১৮

রাজার অন্ন তেজকে, সূত্রের অন্ন ব্রহ্মবর্চসকে, স্বর্ণকারের অন্ন আয়ুকে এবং চামারের অন্ন যশকে নাশ করে ॥১৯

সপত্নের অন্ন ও বেশ্যার অন্নও লোকনিন্দিত বলিয়া কথিত হয়। বৈদ্যের অন্ন পূয় এবং ক্ষয়িতাধিপ পতির অন্ন বীর্যহানিকর ও সুদখোরের অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ কথিত আছে, সেইহেতু এই সব অন্ন পরিত্যাগ করা উচিত। ২০-২১½

যদি না জানিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করা হয়, তবে তিন দিন উপবাস করা কর্তব্য; কিন্তু জানিয়া ভক্ষণ করিলে পরাক প্রাজাপত্য-ব্রত আচরণ করিবেন। ২১

পাণ্ডুনন্দন! এখন আমি দানসমূহের যথার্থ ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নদানকারী তৃপ্তি লাভ করে এবং অন্নদানকারী অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়। ২২

তিলদানকারী মানুষের মনের অনুরূপ সন্তান, দীপদানকারী মানুষ উত্তম নেত্র, ভূমিদানকারী ভূমি এবং সুবর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ২৩

গৃহদানকারী সুন্দরতম এবং অন্নদানকারী উত্তম রূপ প্রাপ্ত হয়। যানদাতা চন্দ্রলোকে এবং অন্নদানকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের লোকে গমন করে। ২৪

যানাদি যন্ত্রকারী যজ্ঞ গৃহ দানকারী মনের অনুকূল ভার্যা প্রাপ্ত হয় গোপ্রদানকারী মানুষ গোলোকের সুখ অনুভব করে। যান ও শয্যাদানকারী মানুষ শ্রী এবং অভয়দাতা মানুষ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। ২৫

ধান্যপ্রদানকারী মানুষ শাশ্বত সুখ লাভ করে এবং ব্রহ্ম-প্রদানকারী মানুষ পরব্রহ্মের সমতা প্রাপ্ত হয়। বেদের দান সব দান হইতে শ্রেষ্ঠ। ২৬

হিরণ্য-ভূ-পশ্বাজ্য-বস্ত্র-শয্যাসনাদিষু
যোঽর্চিতঃ প্রতিগৃহ্নাতি সভাজয়তি চৈব তম্ ।
দাতুর্ভো গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকং তু বিপর্যয়ে ॥ ২৭
অতস্তং ন যজেদ্ বিদ্বাংস্তপস্তপ্ত্বা ন বিস্মরেৎ ।
নার্তোঽপ্যভিভবেদ্ বিপ্রান্ ন দত্ত্বা পরিকীর্তয়েৎ ॥২৮
যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ ।
আয়ুর্বিপ্রাপমানেন দানং তু পরিকীর্তনাৎ ॥ ২৯
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে ।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকশ্চারোভি দুষ্কৃতম্ ॥ ৩০
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ঠমিবং ক্ষিতৌ ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৩১

অনাপত্তানি কার্য্যাণি তস্মূর্ং পশ্যতে মনঃ ।
শারীরকং সমুদ্দিশ্য ততো নূনমুতক্রমঃ ॥ ৩২
তস্মাদ্ ধর্মসহায়স্তু ধর্মং সঞ্চিনুয়াৎ সদা ।
ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ৩৩
যেষাং তড়াগানি বহূদকানি
সভাশ্চ কূপাশ্চ তথা প্রপাশ্চ ।
অন্নপ্রদানং সততা চ যেষু
ন তেষু যমস্য বসন্তি দূতাঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

যে ব্যক্তি স্বর্ণ, পৃথিবী, গো, অশ্ব, ছাগল, বস্ত্র, শয্যা ও আসনাদি যথাসময়ে সম্মানিত হইয়া গ্রহণ করে এবং যে দাতা ন্যায়ানুসারে সম্মানপূর্বক দান করে, তাহারা উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা ইহার বিপরীত অসচ্চিত্তভাবে দান করে ও গ্রহণ করে, তাহারা উভয়ে নরকে পতিত হয় ॥ ২৭

বিদ্বান্ পুরুষ কখনও বিদ্যাকথা বলিবে না এবং দান করিয়া তাহার কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না ॥ ২৮

বিদ্যা বলিলে যজ্ঞ ক্ষয় হইয়া যায়, গর্ব করিলে তপস্যা ক্ষয় হয়, ব্রাহ্মণের অপমানে আয়ু এবং নিজের মুখে প্রকাশ করিলে দান নষ্ট হয় ॥ ২৯

জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত্যুবরণ করে এবং একাকীই পুণ্যের ফল ভোগ করে ও একাকী পাপের ফলও ভোগ করে ॥ ৩০

বন্ধু-বান্ধবগণ মানুষের মৃত দেহকে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পরিত্যাগ করত মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু সেই সময় ধর্মই কেবল তাহার অনুগমন করে ॥ ৩১

মানুষের মন অবিলম্বে করণীয় কার্যের গণনা করে, কিন্তু কাল তাহার মাংসযুক্ত শরীরকে নষ্ট করত ধ্বংস করিতে থাকে ; সেইজন্য ধর্মকেই সহায়ক মনে করিয়া সদা তাহারই সংগ্রহে উদ্যোগী হইবে ; কারণ, ধর্মেরই সহায়তায় মানুষ দুস্তর নরক হইতে পার হইয়া যায় ॥ ৩২-৩৩

যাহারা অধিক জলে পূর্ণ বহু সরোবর, ধর্মশালা, কূপ ও সুন্দর পানীয়শালা নির্মাণ করিয়াছে, যাহারা সদা অন্ন দান করে এবং যাহারা মধুর কথা বলে, তাহারা যমের বিষয় হয় না অর্থাৎ ইহাদের উপর যমের প্রভাব চলে না ॥ ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধর্ম্ম-শৌচয়ো র্লক্ষণম্, সন্ন্যাসিনামতিথীনাঞ্চ সৎকারোপদেশঃ, শিষ্টাচারাণাম্, স্নানপাত্র-ব্রাহ্মণানাম্, অন্নদানস্য চ প্রশংসা]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনেকাত্মা বহুদ্বারো বয়সশ্ছন্দবর্দ্ধিনঃ
কিংলক্ষণৌ ভবতি তয়ো স্ত্রূহি জনার্দ্দন! ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্ সমাসেন ধর্ম্মশৌচবিধক্রমম্
আত্মনো শৌচমক্রোধমনৃশংস্যং দমঃ শমঃ
আর্জ্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ২
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃশান্তিরধ্যয়নং সমং ত্যাগম্
সর্ব্বাদাত্রা স্থিতিশ্চৈব শমঃ শৌচস্য লক্ষণম্ ॥ ৩
বাল্যে বিদ্যা নিষেবেত যৌবনে দারসংগ্রহম্
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিং স্যাদ্যদা ত্যক্তমাচরেৎ ॥ ৪
ব্রাহ্মণান্ নাবমন্যেত গুরূন্ পরিবদেন্ন চ।
ন্যূনাতিরিক্তকুলঃ স্যাদ্দম্ভ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫

যতির্ভৈক্ষচরিত্রাভ্যো বর্ণেভ্যো ব্রাহ্মণো গুরুঃ
পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ৬
একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী বা শিখী বা মুণ্ডিতোঽপি বা।
কাষায়েণ্ডবরোঽপি যতিঃ পূজ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৭
তস্মাৎ তু যত্নতঃ পূজ্যা মন্ত্রকা মৎপরায়ণাঃ
যদি সাধ্যন্তকর্ম্মাণঃ পরত্র হিতকৃদ্ভিক্ষুঃ ॥ ৮
প্রণবেন ত্রিভির্নিত্যং বিপ্রো গাং ন হনেৎ ক্বচিৎ।
ভ্রূণহত্যাসমং হ্যেতদ্ উক্তবান্ যো নিষেবতে ॥ ৯
অগ্নিং মুখেনোপধমেন্ন বা পাদৌ প্রতাপয়েৎ।
নাযঃ কুর্য্যাৎ কদাচিৎ তু ন পৃষ্ঠং পরিতাপয়েৎ ॥ ১০
স্বশরীরং স্পৃশেদ্যস্তু চণ্ডালাদিভি স্পৃষ্টো নাজমাত্মা প্রতাপয়েৎ।
সর্ব্বদেবময়ো হ্যেষ ভক্তভক্তাঞ্জনঃ সদা স্পৃশেৎ ॥ ১১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ধর্ম্ম ও শৌচের লক্ষণ, সন্ন্যাসী ও অতিথি সৎকারের উপদেশ, শিষ্টাচার, স্নানপাত্র ব্রাহ্মণ এবং অন্নদানের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! মনীষী পুরুষগণ বহুকে অনেক প্রকার ও বহুদ্বারবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে ধর্ম্মের লক্ষণ কি? তাহা তুমি আমাকে বল। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! তুমি ধর্ম্ম ও শৌচ বিষয়ে সমস্ত সাকল্যে শ্রবণ কর। রাজেন্দ্র! অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, ভয়, ক্রোধ ও মত্ততা—ইহা ই ত্যাদি পরের শ্লোক।

ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ক্ষমা, মনু প্রভৃতি, বয়সের যথাযথ ভাবে মনোমধ্যে বশীভূত রাখা—এই সব শৌচের (পবিত্রতার) লক্ষণ। ৩

মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সে বাল্যকালে বিদ্যাধ্যয়ন করিবে, যৌবনে দারপরিগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ করিবে, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং সর্ব্বাবস্থায় ধর্ম্মাচরণ করিবে। ৪

ব্রাহ্মণগণকে অপমান করিবে না, গুরুজনদিগের নিন্দা করিবে না এবং সন্ন্যাসী মহাত্মাগণের অনুকূল আচরণ করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৫

ব্রাহ্মণগণের গুরু সন্ন্যাসী, চারিবর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, সমস্ত স্ত্রীলোকের পতিই গুরু এবং সকলেরই গুরু ভার্য্যা। ৬

সন্ন্যাসী একদণ্ড ধারণ করুন বা ত্রিদণ্ড ধারণ করুন, জটা রাখুন কিংবা মস্তক মুণ্ডন করুন অথবা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করুন, নিঃসন্দেহে তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। ৭

সেইজন্য পরলোকে নিজেদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণকারী আমার শরণাগত ভক্তগণের যত্নসহকারে সমাদর করিবে। ৮

ব্রাহ্মণগণকে প্রহার করিবে না এবং গরুকে হত্যাদির দ্বারা আঘাত করিবে না। যে ব্রাহ্মণ এই উভয়ের উপর প্রহার করে, তাহার ভ্রূণহত্যা-তুল্য পাপ হয়। ৯

মুখ দিয়ে অগ্নিতে ফুঁ দিবে না, পদদ্বয়কে অগ্নিতে তাপিত করিবে না, পশ্চাদ্দেশে অগ্নিকে রাখিবে না (অগ্নিতে পশ্চাদ্ভাগ করিবে না) এবং পৃষ্ঠভাগ দিয়া অগ্নির তাপ গ্রহণ করিবে না। ১০

যে মানুষ কুকুর ও চণ্ডালাদিকে স্পর্শ করিয়াছে, সে নিজের অঙ্গকে অগ্নিতে তাপিত করিবে না; কারণ, অগ্নি সর্ব্বদেবতা-স্বরূপ। অতএব সর্ব্বদা শুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করা উচিত। ১১

প্রাপ্তমন্নমুপীতঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যস্তিমাস্থবান্
যাবৎ তু যাচতে বেদং তাবদন্নপ্রদো ভবেৎ ॥ ১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্।
কীদৃশেভ্যো হি দাতব্যং তন্মে ব্রূহি জনার্দন ॥ ১৩

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্রোধনাঃ সত্যপরা ধর্মনিত্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
তাদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ১৪

অমানিনঃ সর্বসহা বৃদ্ধাশ্চৈ জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্বভূতহিতা মৈত্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ১৫

অলুব্ধাঃ শুচয়ো দান্তাঃ স্ত্রীদন্তাঃ সত্যবাদিনঃ।
স্বধর্মনিরতা যে তু তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ১৬

সায়ংপ্রাতশ্চরুতো যেষাং বেদার্থং যোগধীরেষ দিনে দিনে।
সূত্রং যে বেদসা নো বেদে তে পাত্রমুত্তমো বিদুঃ ॥ ১৭

প্রজা-রক্ষাভ্যাং যুক্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ।
তাদৃশেভ্যঃ প্রদাতব্যং সর্বলোকে পরং যুধিষ্ঠির ॥ ১৮

গ্রামমধ্যস্থ বিদ্বান্ যো ভবিষ্যে প্রতিপাদয়েৎ।
নিমন্ত্র্য তু গুণোপেতং ব্রহ্মণং সাধু সম্মতম্।
দুষ্যাদ্ গৃহা সংকৃত্য তং প্রথম ভূত পূজয়েৎ ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

ধর্মাধর্মবিধিজ্ঞেষু ভীষ্মেণ সম্প্রতি বিভো।
ভীষ্মরাজ্ঞাং সাধুকৃতং যদ্ যথা সুরেশ্বর ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ।

অত্রেদং বর্ণয়ন্তি স্ম ভগবদ্ভক্তাঃ পুরা।
অজাতং প্রতিগৃহ্নন্তি প্রায়ঃ প্রাজ্ঞাঃ নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২১
অলব্ধ্বা পীড়য়িত্বা তু দেশে কালে চ শক্তিতঃ।
দাতব্যং ভিক্ষবে চ ন্যায্যলব্ধা কৃষিমিশ্রিতা ॥ ২২
বিপ্রস্যৈকস্য তৃপ্তস্য যদি বৃত্তিঃ প্রকল্পিতা।
ঋতুস্নাতা সতী গচ্ছেৎ তং পুত্রং গুণবত্তরম্ ॥ ২৩

যদি ও দুষ্টের বেদ ধারণ করিয়া দুষ্কর্ম পুনঃ আর স্পর্শ করিবে না; তাহা, যতক্ষণ সে মন্ত্রদ্বয়ের বেদ ধারণ করে, ততক্ষণ সে অশুদ্ধ থাকে ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—জনার্দন! ইহাদিগকে দানের যত প্রকার করিলে মহাফল লাভ হয়, সেই সব ভেদ ব্রাহ্মণগণ কিরূপ? কিরূপে ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে হয়? ইহা আমাকে বল ॥ ১৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—রাজন্! যাঁহারা ক্রোধ করেন না, সত্যপরায়ণ, দয়া ধর্মনিরত ও জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ইহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয় ॥ ১৪

যাঁহারা অভিমান-শূন্য, সব কিছুই সহ্য করেন, সকলের হিত করেন, ইন্দ্রিয়সকলকে বশ করিয়াছেন, সমস্ত প্রাণীর হিতকারী এবং সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ॥ ১৫

যাঁহারা নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বধর্মপরায়ণ, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফল প্রাপ্তিকারক হয় ॥ ১৬

যিনি প্রতিদিন সন্ধ্য সময় চারি বেদের স্বাধ্যায় করেন এবং যাঁহার বেদে সূত্রের অর্থ পঠিত হয় নাই অর্থাৎ যিনি কখনও সূত্রার্থ জ্ঞাত হয়েন নাই, ঋষিগণ তাঁহাকে যাগের উত্তম পাত্র বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির! যিনি ক্ষত হইতে রক্ষা করেন, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এবং উত্তম শীল-সম্পন্ন এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণকে দান প্রদান করেন তবে তিনি দাতার মূলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ১৮

এরূপ ব্রাহ্মণকে দেয়, অন্য, অন্ন ও ধন দান করা কর্তব্য। সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত যে-ও গুণবান্ ন হউক তাহার দান অবশ্য করা উচিত। তাহাকে দূর হইতে আহ্বান করিবে এবং বহু সৎকারের সহিত তাহার সৎকার ও পূজা করা কর্তব্য ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন—দেবেশ্বর! ধর্ম ও অধর্মের এই বিধি ভীষ্ম সংসদে বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি তাঁহার মুখোদ্গত হইতে শ্রবণ কর ॥ ২০

শ্রীভগবান্ বলিলেন—রাজন্! সমস্ত চরাচর তখন আমারই দ্বারা ভূত আছে। অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২১

অতএব নিজের ভরণপোষণকারী পুরুষের ইচ্ছে ঋতু বিনা অর্থাৎ তাহার ভোজন হইতেও নিবৃত্ত হইয়া সহিয়া দেশ ও কাল বিচার করিয়া ভিক্ষুককে শাস্ত্র অনুসারে অবশ্যই অন্নদান করা উচিত ॥ ২২

ব্রাহ্মণ যাচক হউন অথবা মুক্ত হউন, যদি তিনি পথশ্রান্ত

ক্রোধমুৎসৃজ্য বিদ্বান্ হ্রীমাংশ্চ ধৃতিসংযুতঃ।
অর্চয়েদতিথিং প্রীতঃ পরত্র হিতকাম্যয়া ॥ ৪
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১৫
ন ভুঞ্জীত তথা ত্বেনং ন চাশীর্ত্তং কদাচন।
ভুক্তবান্ বা ন ভুঞ্জীত কালে বা হ্যতিথির্ভবেৎ ॥ ১৬
অন্নেন পূজনীয়াঃ স্যুঃ পরত্র হিতমিচ্ছতা ॥ ১৬
পিবার্থং তু গৃহস্থায় তুষ্টস্তেন বৃষধ্বজঃ।
স্বর্গদ্বারং পিধানায় বৈ কৃতং তেন যুধিষ্ঠির ॥ ১৭
পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রানতিথীংশ্চ নিরাশ্রয়ান্।
যো নয়ঃ প্রীণয়ত্যন্নৈস্তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ১৮
কৃত্বা তু পাপং মনুষ্যো যো বজ্রাদ্যন্নবিন্দতে।
ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯
অন্নদঃ প্রাণদো লোকে প্রাণদঃ সর্বদো ভবেৎ।
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২০

অন্নং উদ্ভবমিত্যাহুরন্নং প্রজননং স্মৃতম্।
অন্নপ্রণাশে সীদন্তি শরীরে সর্ব ধাতবঃ ॥ ২১
বলং বলবতো নশ্যেদন্নহীনস্য দেহিনঃ।
তস্মাদন্নং বিশেষেণ শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়াপি বা ॥ ২২
আদত্তে হি রসং সর্বমাদিত্যঃ স্বগভস্তিভিঃ।
বায়ুস্তস্মাৎ সমাদায় রসং মেঘেষু যচ্ছতি ॥ ২৩
তৎ তু মেঘগতং ভূমৌ শক্রো বর্ষতি তাদৃশম্।
তেন বিদ্ধা ভবেদ্ দেবী মহী প্রীতা চ ভারত ॥ ২৪
তস্যাং শস্যানি রোহন্তি বৈভৌতিক্যাবিলাঃ প্রজাঃ।
মাংস-মেদোঽস্থি-মজ্জানাং সম্ভবস্তেভ্য এব হি ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

হইয়া গৃহে আসেন, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি প্রসন্নমনে তাহার সমাদর করিবেন। ২০

পরলোকে কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য মনুষ্য নিজের উচিত ক্রোধকে পরিহার করিয়া এবং মৎসরতা ত্যাগ করিয়া তুষ্টিমতা ও প্রসন্নতার সহিত অতিথির পূজা করিবে। ২১

গৃহস্থ ব্যক্তি কখনও অতিথির অনাদর করিবে না, তাহার নিকট মিথ্যা কথা বলিবে না এবং তাহার গোত্র, শাখা ও অধ্যয়নের বিষয়েও কখনও প্রশ্ন করিবে না। ২২

ভোজনের সময় চাওয়া বা ক্ষণান্তর (মহাশয়কাল) যদি গৃহে আসে, তবে পরলোকে হিতকামী গৃহস্থ ব্যক্তি অন্নের দ্বারা তাহার সৎকার করিবে। ২৩

যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি কোনও ভিক্ষুকের ভয়ে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া নিজে অন্যত্র হইতে অন্ন ভোজন করে, সে তাহার নিজের স্বর্গেরই দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে। ২৪

যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও নিরাশ্রয় মনুষ্যগণকে অন্নের দ্বারা তৃপ্ত করে, তাহার মহাপুণ্যফল প্রাপ্তি হয়। ২৫

যে ব্যক্তি নিজের জীবনে বহু পাপ করিয়াছে, সেও যদি যজ্ঞ বা অন্নদানে বিশেষভাবে অন্ন দান করে, তবে সমস্ত পাপ হইতেই সে মুক্ত হইয়া যায়। ২৬

জগতে অন্নদাতা মানুষ প্রাণদাতা বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে প্রাণদাতা, সেই মানুষ সর্বদাতা বলিয়া কথিত হয়। অতএব নিজের হিতকামী মানুষের বিশেষভাবে অন্নদান করা কর্তব্য। ২৭

অন্নকে অমৃত বলে এবং অন্নই প্রজার অন্নদান করে বলিয়া কথিত হয়। অন্নের নাশ হইলে সব শরীরের সব ধাতুর নাশ হইয়া যায়। ২৮

বলবান্ পুরুষও যদি অন্ন ত্যাগ করে, তবে তাহার বল নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য শ্রদ্ধায় হউক বা অশ্রদ্ধায় হউক অধিক চেষ্টা করিয়া অন্নদান করিবে। ২৯

সূর্য নিজের কিরণের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রস আকর্ষণ করে এবং বায়ু তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া মেঘমণ্ডলে স্থাপিত করিয়া থাকে। ৩০

হে ভারত! মেঘমণ্ডলে স্থিত সেই রসকে ইন্দ্র পুনরায় এই পৃথিবীতে জলাকারে বর্ষণ করে। তাহার দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া পৃথিবী দেবী তৃপ্তি লাভ করে। ৩১

তখন উহার মধ্যে শস্যসকল অঙ্কুরিত (উৎপন্ন) হয়। সেই সব শস্যের দ্বারা সমস্ত প্রজারা জীবন ধারণ করে। মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জার উৎপত্তি নানাপ্রকার অন্ন হইতেই হইয়া থাকে। ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[ভোজনস্য বিধিঃ, শ্রোদ্ধান্নদানবিধানম্, ভিন্নদানস্যাদাদ্যাভাসঃ, ব্রাহ্মণেন ত্রিভিরেকৈকপিণ্ডদানবিধেয়ম্ চ কথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

অন্নদাকল্পং শ্রুত্বা প্রীতোঽস্মি মধুসূদন।
ভোজনস্য বিধিং ব্রূহি দেবদেব নমোঽস্তু তে। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ভোজনস্য দ্বিজাতীনাং বিধানং শৃণু পাণ্ডব।
স্নাতঃ শুচিঃ শুচৌ দেশে নির্জনে হুতপাবকঃ। ২
মণ্ডলং কারয়িত্বা চ চতুরস্রং ত্রিকোণকম্।
ক্ষত্রিয়স্যৈব শুক্লৌ দ্বৌ বৈশ্যস্যার্দ্ধেন্দুসন্নিভম্। ৩
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীয়াৎ প্রাঙ্মুখশ্চাসনে শুচৌ।
পাদাভ্যাং বরয়ীঃ স্পৃষ্টা পাদেনৈকেন বা পুনঃ। ৪
নৈকবাসাস্তু ভুঞ্জীয়ান্ন তির্য্যঙ্ন বা দ্বিজঃ।
ন ভিন্নপাত্রে ভুঞ্জীত পর্যপৃষ্ঠ তথৈব চ। ৫
অন্নং পূর্বং নমস্কুর্য্যাৎ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
আয়ুষ্যমন্নমাদত্তে হ্যপ্রযত্নস্তু তৎপরঃ। ৬

অপ্রযতঃ কৃতং যজ্ঞং রাক্ষসা এব ভুঞ্জতে
পাণিনা জলমুদ্বৃত্য সূর্য্যায়ান্নং প্রদক্ষিণম্। ৭
পঞ্চপ্রাণাহুতীঃ সূর্য্যাৎ মনসা তু পৃথক্ পৃথক্।
যথা হসং ন জানাতি জিহ্বা প্রাণাহুতৌ নৃপ। ৮
যথা সমাহিতঃ সূর্য্যাৎ প্রাণাহুতিমতন্দ্রয়ঃ।
বিদিত্বাহরনবাদ্যাদ্যং পঞ্চ প্রাণান্ত পাণ্ডব। ৯
যঃ সূর্য্যাদাহুতীঃ পঞ্চ ন্যেদ্বোঃ পঞ্চ বায়বঃ।
অতোঽন্যথা তু ভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
ভেদাদ্ভেদানুপ্রান্ প্রেতান্ রাক্ষসাংস্তর্পয়িষ্যতি। ১০
যজ্ঞপ্রমাণাম্ পিণ্ডান্তু প্রদদ্যাদেকৈকশঃ পুনঃ।
যজ্ঞাধিকং তু যৎ পিণ্ডমাত্মোচ্ছিষ্টং তদুচ্যতে। ১১
পিণ্ডাবশিষ্টমন্নন্তু যজ্ঞাগ্নিঃপৃক্তমেব চ।
অতোঽন্যথা যদ্ বিজাতীনাম্ ভুক্তং চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
অমুদ্ধিষ্টং তু ভুক্তং যে ভুঞ্জতে মুক্তভোজনম্। ১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[ভোজনের বিধি, শ্রোদ্ধান্নের বিধান, ভিন্নান্নের যাবাভ্যা এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন তিন পিণ্ড দেওয়ার বিষয়ে কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—দেবাধিদেব মধুসূদন! অন্নদানের ফল শ্রবণ করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে ভোজনের বিধি বল। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! দ্বিজাতিগণের ভোজনের যে বিধান, তাহা শ্রবণ কর। শ্রেষ্ঠ দ্বিজ স্নান করত পবিত্র হইয়া অগ্নিহোত্র করিবার পর শুচি ও একান্ত স্থানে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণ হইলে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয় হইলে গোলাকার এবং বৈশ্য হইলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে।। ২-৩

তাহার পর পদদ্বয় ধৌত করিয়া সেই মণ্ডলে পবিত্র শুষ্ক আসনের উপর পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া ভোজন করিবে। এই সময় উত্তর পদ বা এক পদের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া থাকিবে। ৪

দ্বিজ এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করিবে না এবং সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়াও ভোজন করিবে না। এইরূপ শুষ্ক পাত্রে ও পাত্রের পৃষ্ঠে অর্থাৎ উল্টো দিকেও ভোজন করিবে না।। ৫

ভোজনের পূর্ব্বে হৃষ্টচিত্তে অন্নকে নমস্কার করিবে। অন্ন আয়ুষ্কর, যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে কিন্তু অন্নের প্রতি শ্রদ্ধা করে না, সে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে। ভোজন করিবার পূর্ব্বে হাতে জল লইয়া তাহার দ্বারা অন্নকে প্রদক্ষিণ করিবে। ৭

তাহার পর মনে মনে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চপ্রাণকে অন্নের আহুতি দিবে। রাজন্! প্রাণের আহুতিদানের সময় বিশেষ সাবধান হইয়া এইভাবে প্রাণের আহুতি দিবে, যাহাতে জিহ্বার রসজ্ঞান না হয়। ৮

পাণ্ডুনন্দন! অন্ন, অপান ও পঞ্চপ্রাণের শুদ্ধ আনিয়া যে অগ্নিহোত্র করে, তাহার দ্বারা পঞ্চ বায়ু তৃপ্ত হইয়া থাকে। ৯

ইহার বিপরীত ভোজনকারী মূর্খ ব্রাহ্মণ অন্নের দ্বারা অন্নের, প্রেত ও রাক্ষসগণেরই তৃপ্তিসাধন করে। ১০

প্রাণের আহুতি দানের পর মুখে যাইবার প্রথম এক এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া ভোজন করিবে। যে গ্রাস নিজের মুখে যাইবে না অর্থাৎ অত্যন্ত্য বড় হওয়ায় একবারে না যাওয়া যাইবে, উহাকে অবশিষ্ট গ্রাস নিজের উচ্ছিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ১১-১২

গ্রাস হইতে অবশিষ্ট নিজ মুখ হইতে নির্গত অন্ন অপবিত্র বলিয়া

চান্দ্রায়ণং চরেৎ কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমথাপি বা।
স্ত্রীপাত্রভুক্তমন্নঃ পাপং স্ত্রীমুচ্ছিষ্টকৃচ্চ যঃ ॥ ১৩
তথা সহ চ যো ভুঙ্‌ক্তে ন ভুঙ্‌ক্তে মন্ত্রমেব হি।
ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৪
পিবতঃ পতিতে তোয়ে ভোজনে মুখনিঃসৃতে।
অভোজ্যং তদ্ বিজানীয়াদ্ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৫
পীত্বশেষা তু তদ্যস্য ন পেয়া পাতুমন্বয়।
পিবেদ্ যদি হি তস্মোহাদ্ দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৬
মৌনী যাপ্যথবা ভূমৌ নাবলোক্য দিশস্তথা।
ভুঞ্জীত বিধিবদ্ বিপ্রো ন চোচ্ছিষ্টং প্রদাপয়েৎ ॥ ১৭
সদা ভাজনমন্নং বাজ্ঞায়ভিহীনঞ্চ কহিচিৎ।
যথান্নেন যথা ন স্যাৎ তথা ভুঞ্জীত নিত্যশঃ ॥ ১৮
ফেন-কীটাবপন্নঞ্চ মুখসংস্কৃতমেব চ।

অভোজ্যং তদ্ বিজানীয়াদ্ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯
উপঘ্রাতঞ্চ পুনঃ স্পৃষ্টং পাদস্পৃষ্টঞ্চ লঙ্ঘিতম্।
অন্নং তদ্ ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥২০
যদ্যাচিতমনাচান্তো ভুক্তবানাসনাৎ ততঃ।
স্নানং সদঃ প্রকুর্বীত সোঽন্নমাত্রেণতো ভবেৎ ॥ ২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভূগমুদ্ভিবিধানঞ্চ তিলমাহাত্ম্যমেব চ।
ইক্ষোঃ সোমসমুদ্ভূতিং বক্তুমর্হসি যাদব ॥ ২২

শ্রীভগবানুবাচ।

পিতরো যমতা জ্ঞেয়া গাবো লোকস্য মাতরঃ।
তাসাং তু পূজয়া রাজন্ পূজিতাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩
সতা প্রপা গৃহাস্তাপি দেবস্থানযজ্ঞাশ্চ চ।
তথাস্তি সকৃতা যাসাং কিং কৃতমধিকং ততঃ ॥ ২৪

জানিবে। তাহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি নিজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এবং একবার ভোজন করিয়া পরিত্যক্ত ভোজনকে পুনরায় ভোজন করে, তাহার চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র অথবা প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ করা কর্তব্য ॥১১-১২॥

যে পাপী স্ত্রীর ভোজন করা পাত্রে ভোজন করে, স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এবং স্ত্রীর সহিত এক পাত্রে ভোজন করে, সে যদিয়া পান করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই পাপ হইতে মুক্তি লাভের কোনও প্রায়শ্চিত্তই জানেন না ॥ ১৩-১৪

যদি জলপান করিতে করিতে তাহার বিন্দু মুখ হইতে নির্গত হইয়া ভোজন-পাত্রে পতিত হয়, তবে তাহা ভোজন করিবার যোগ্য আর থাকে না। যে উহাকে ভোজন করে, সেই মানুষ চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ করিবে ॥ ১৫

এইরূপ পান করিবার পর অবশিষ্ট জলও পুনরায় পানের যোগ্য থাকে না। যদি কোনও ব্রাহ্মণ এরূপ জলপান করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ করিতে হইবে ॥ ১৬

ব্রাহ্মণ মৌন হইয়া পৃথিবী বা কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিধি অনুসারে ভোজন করিবে, তাহাকেও নিজের উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবে না ॥ ১৭

কখনও অত্যন্ত অধিক এবং কখনও অতি অল্প ভোজন করিবে না। প্রতিদিন সেরূপ অন্নই ভোজন করিবে, যাহাতে নিজের কষ্ট না হয় ॥ ১৮

যে ভোজনে ফেন বা কোনও কীট সংযুক্ত থাকে, যাহাতে মুখের ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করা হইয়াছে, তাহাকে অখাদ্য বলিয়া জানিবে। এরূপ অন্ন ভোজন করিলে পর চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ করিবে ॥ ১৯

ভোজনের স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া যাহাতে পুনরায় স্পর্শ করা হইয়াছে, যাহাকে পদের দ্বারা স্পর্শ করা হইয়াছে এবং যাহাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণের খাইবার যোগ্য নয়; এরূপ জানিয়া সেই অন্ন পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০

যদি আচমন না করিয়াই ভোজনকারী ব্রাহ্মণ ভোজনের আসন হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিতে হয়, অন্যথা সে অপবিত্র থাকে ॥ ২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাদব ভগবন্! গো-হে তৃণমুষ্টিদানের বিধান, তিলমাহাত্ম্য এবং ইক্ষু হইতে সোমের উৎপত্তি কথা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ২২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—নৃপগণ জগতের পিতা এবং গোরুরা জগতের মাতা বলিয়া জানিবে। ইহাদের পূজা করিলে সমস্ত পিতৃগণ ও দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায় ॥ ২৩

যাহাদের গোময়লেপনে সভাভবন, পানীয়শালা, গৃহ ও দেবস্থানসমূহ শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই গোগণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি প্রাপ্তি হইতে পারে? ॥ ২৪

গ্রাসমুষ্টিং পরগবে দত্ত্বাৎ সংবৎসরং তু যঃ।
অকৃত্বা স্বতমাহারং প্রাপ্নুয়াৎ সার্বকালিকম্ ॥২৫
গাবো যে মাতরঃ সর্বাঃ পিতরশ্চৈব গোবৃষাঃ।
গ্রাসমুষ্টির্ময়া দত্তঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু মাতরঃ ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বোদ্ধরণেনৈব মন্ত্রেণ গায়ত্র্যা বা সমাহিতঃ।
আচম্য গ্রাসমুষ্টিং তমা পুণ্যফলং লভেৎ ॥ ২৭
যং কৃত্বা দুষ্কৃতং তেন জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
তত্ত্ব নশ্যতি তৎ সর্বং দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ২৮
তিলাঃ পবিত্রাঃ পাপঘ্না নারায়ণসমুদ্ভবাঃ।
তিলান্ দদ্যাৎ তিলান্ তস্যাৎ
তিলান্ প্রাতশ্চ সম্পূজ্য ॥ ২৯
তিলাঃ তিলমিতি ব্রূয়াৎ তিলাঃ পাপহরা হি তে ॥ ৩০
তিলান্ ন শীতয়েদ্ বিপ্রো যজ্ঞচক্রে কদাচন নৃপ
শীতয়ন্ হি দ্বিজো মোহাদ্রক্ষাংসি ঘাতি রৌরবম্ ॥৩১
ইক্ষুরসোদ্ভবঃ সোমঃ সোমবংশোদ্ভবা দ্বিজাঃ
তস্মাৎ শীতয়েদিক্ষুং যজ্ঞচক্রে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যে মানুষ এক বৎসর পর্য্যন্ত অন্য ভোজন করিবার পূর্ব্বে অন্নের পাত্রীতে এক মুষ্টি ঘাস প্রদান করে, তাহার প্রত্যেক সময় গোসেবার ফললাভ হয়। ২৫

গোমাতার সম্মুখে এক-মুষ্টি ঘাস রাখিয়া এই কথা বলিতে হইবে—সংসারের সমস্ত গাভী আমার মাতা এবং বৃষভগণ আমার পিতা। গোমাতাগণ! আমি তোমাদের সেবার জন্য এই ঘাসমুষ্টি অর্পণ করিলাম, তোমরা ইহা গ্রহণ কর। ২৬

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঘাসকে অভিমন্ত্রিত করিয়া গোকে ভক্ষণ করাইতে হয়। এরূপ করিলে যে পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়, তাহা অবশ্য হয়। ২৭

সেই পুরুষ জানিয়া-শুনিয়া বা না জানিয়া যে যে পাপকর্ম করে, তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার দুঃস্বপ্নদর্শন হয় না। ২৮

তিলসকল পবিত্র ও পাপনাশক। ইহারা ভগবান্ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য শ্রাদ্ধে তিলদানের বিশেষ প্রশংসা এবং তিলদান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দান বলিয়া কথিত আছে। ২৯

তিলদান করিবে, তিল ভক্ষণ করিবে, প্রাতঃকালে তিলবাটা মাখিয়া স্নান করিবে এবং সর্ব্বদা নিজ মুখে 'তিল, তিল' এই নাম উচ্চারণ করিবে, কারণ, তিল সমস্ত পাপকে হরণ করিয়া থাকে। ৩০

রাজন্! ব্রাহ্মণ যাগ তিলসমূহকে কোনও সময়-যজ্ঞে ফেলিয়া দেবণ করিবে না। যে যাগ মোহবশতঃ তিল দেবণ করে, সে রৌরব-নরকে পতিত হয়। ৩১

যুধিষ্ঠির! ইক্ষু হইতে সোম উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ সোমের বংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেইজন্য কোনও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যজ্ঞকর্মে ইক্ষুকে পেষণ করিবে না। ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[আপদ্ধর্মাবাপ্ত জ্যেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণাবাপ্ত, ব্রাহ্মণ্যোত্তমকালসা, মানবধর্মসারদা চ বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সমুদ্ভবঞ্চ বর্ণানাং ভোজ্যাভোজ্যং তথৈব চ।
শ্রুতং ময়া ত্বৎপ্রসাদাদাপদ্ধর্মং বদস্ব মে। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসম্বাধেঽপ্যাশৌচে মৃতসূতকে।
বর্ষাকালেঽধ্বনি তথা বিদুষো নৈষ দূষ্যতে। ২
দূরাধ্বগমনাৎ বিপ্রো বিদ্যালাভেঽথ সূত্রতঃ।
অকৃতান্নঃ তু যৎ কিঞ্চিৎ গৃহীত্বাদাস্যতস্তয়ে। ৩
আতুরো দুঃখিতো বাপি তথার্তো বা বুভুক্ষিতঃ।
ভুক্তবিধিনা বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ন চ। ৪
অষ্টৌ তাস্যবতঃস্থানি আপো মূলং ঘৃতং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্। ৫
অশক্তো বিধিবৎ কর্তুং প্রায়শ্চিত্তানি যো নরঃ।
বিদুষাং বচনেনাপি দানেনাপি বিশুধ্যতি। ৬

অনৃতাবৃতুকালে বা বিধা রাত্রৌ তথাপি বা।
প্রোষিতস্য স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ন চ। ৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রশস্তাঃ কীদৃশা বিপ্রা বিদ্যাস্থাপি সুরেশ্বর।
অষ্টকাশ্রাদ্ধ তঃ কালস্তত্র কথয় সুব্রত। ৮

শ্রীভগবানুবাচ

কুলীনঃ কর্মকৃৎ বৈদ্যস্তথা চাপ্যানুশংস্যবান্
শ্রীমানৃজুঃ সত্যবাদী পাত্রাঃ সর্ব ইমে দ্বিজাঃ। ৯
এতে ত্রাপ্রাসনস্থাস্তে ভুজানাঃ প্রথমং দ্বিজাঃ।
তস্যাং পঙ্‌ক্ত্যাং তু যে তস্যে
যান্ পুনস্ত্যেব দর্শনাৎ। ১০
যস্তেষাং যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্যস্তা যৎপরায়ণাঃ।
তান্ পঙ্‌ক্তিপাবনান্ বিদ্ধি পূজ্যাংশ্চৈব বিশেষতঃ। ১১

পঞ্চদশ অধ্যায়

[আপদ্ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের উত্তম কাল এবং মানব-ধর্মের সার বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! তোমার কৃপায় আমি সমস্ত বর্ণের সংগ্রহ, ভোজনের যোগ্য এবং ভোজনের অযোগ্য অন্নের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। এখন কৃপা করিয়া আপদ্ধর্ম বর্ণনা কর। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! যখন দেশে অকাল আসে, রাজ্যের উপর ভোরও বিপদ শঙ্কিত হয়, অন্ন বা মৃত্যুর অবরোধ হয়, পথও চোরে বন্ধ করিতে হয় এবং এই সব কারণে নিয়ম পালন সম্ভব হয় না, দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে ভিক্ষু না পাওয়া যাইলে শূদ্র হইতেও জীবন-নির্বাহ করিবার জন্য অতি অল্প অন্ন গ্রহণ করা যায়। ২-৩

রোগী, দুঃখিত, পীড়িত ও মূর্ছার্ত ব্রাহ্মণ যদি বিধি-বিধান পালন না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে সে প্রায়শ্চিত্তভাগী হয় না। ৪

জল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ, হবিঃ, ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করা, গুরুর আজ্ঞাপালন ও ওষধি—এই আটটির সেবায় ব্রতভঙ্গ হয় না। ৫

যে ব্যক্তি বিধি-অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসমর্থ হয়, সে বিদ্বান্‌গণের বাক্যে ও দানের দ্বারাও শুদ্ধ হইতে পারে। ৬

প্রবাসে স্থিত পুরুষ যদি কিছুকালের জন্য গৃহে আসে, তবে সে অনৃতকালে এবং ভিন্ন সময়েও, রাত্রিতে কিংবা দিবসেও নিজের স্ত্রী সহিত সহবাস করিলে প্রায়শ্চিত্তভাগী হয় না। ৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারী দেবেশ্বর! কিরূপ ব্রাহ্মণগণ প্রশংসার যোগ্য এবং কাহারা নিন্দনীয়? এবং অষ্টকা-শ্রাদ্ধের সময় কি? তাহা আমাকে বল। ৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! উত্তমকুলে উৎপন্ন, শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠানকারী, বিদ্বান্, দয়ালু, শ্রীসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী—এই সব ব্রাহ্মণ সুপাত্র (প্রশংসার যোগ্য) বলিয়া কথিত হয়। ৯

ইঁহারা অগ্রে আসনে বসিয়া সর্বপ্রথমে ভোজন করিবার অধিকারী এবং সেই পঙ্‌ক্তিতে যে সব অন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য উপবেশন করে, সেই সকলকেই ইঁহারা নিজেদের দর্শন-মাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকে। ১০

যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আমাকে যম নিয়ম করিয়াছে, আমার সকলগুণ তুল্য, তাহাদিগকেও পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিও। ইঁহারা বিশেষভাবে পূজনীয়। ১১

বিদ্যান্ শূদ্র বিজান্ রাজন্নপি বা বেদপারগান্।
ব্রাহ্মণব্রুবকা লোকে চরন্তঃ পাপকারিণঃ ॥ ১২
অনগ্নিরনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
যস্তস্য তস্য দুষ্টান্নং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মযুধক্ষয়ম্ ॥ ১৩
বৃষলীপতিপুষ্টায়ো যস্য সূনাগতুপ্ দ্বিজঃ।
অহো রাত্রিং ন জানাতি গতিং তস্য মহাবিপ ॥ ১৪
সূনাগয়নপুষ্টায়োঽপ্যধীয়ানো হি নিত্যশঃ।
জপতো জুহ্বতো বাপি গতিরল্পা ন বিদ্যতে ॥ ১৫
আহিতাগ্নিশ্চ যো বিপ্রঃ সূনায়ায় নিবর্ততে।
পঞ্চ তস্য প্রণশ্যন্তি আশা ব্রহ্ম তথোহয়ঃ ॥ ১৬
সূত্রশ্রেষণকর্তৃশ্চ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ
ভূমাবয়ং প্রদাতব্যঃ ব-শৃগালসমো হি সঃ ॥ ১৭
শ্রোত্রস্তুতং তু যঃ সূত্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ
অনুগচ্ছেদ্ধীরমানং ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥ ১৮
ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্বে নদীং গত্বা লঘূত্তরাম্
আপাদ্যামলতঃ কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ১৯

অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং যে বহন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং তে প্রাপ্নুবন্তি হি ॥ ২০
ন তেষামশুভং কিঞ্চিৎ পাপং বা শুভকর্মণাম্।
জলাধগাহনাদেব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ২১
সূত্রবেষ্টনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।
নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং বিদ্ধি সূত্রমিবে তৎ ॥ ২২
বিপ্রাণাং ভোজনাদ্যানামন্যত্র তারকাক্ষিণাম্।
যো বিঘ্নং কুরুতে মর্ত্যস্তস্য নাস্তোহস্তি পাপকৃৎ ॥ ২৩
সর্বে চ বেদাঃ সহ যজ্ঞবিদ্যৈঃ
সাংখ্যং পুরাণঞ্চ কুলে চ তস্য
নৈতানি সর্বাণি গতির্ভবন্তি
শীলব্যপেতস্য বৃথা দ্বিজস্য ॥ ২৪
প্রেতোপস্পর্শে বিধুবেদ্বয়নান্তে
পিত্র্যে দিনান্তে স্বপতে চ জাতে।
গয়েষু পিণ্ডেষু চ পাণ্ডুপুত্র
দত্তা ভবেদক্ষয়মন্নপুণ্যম্ ॥ ২৫

রাজন্! এখন নিকৃষ্টবৃত্তি ব্রাহ্মণগণের বর্ণনা শ্রবণ কর। যে সব ব্রাহ্মণ সংসারে কলঙ্কিতস্বরূপ আচরণ করে, তাহারা বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ হইলেও পাপচারী বলিয়া কথিত হয়। ১২

যে অগ্নিহোত্র ও স্বাধ্যায় করে না, সর্বদা দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, সে ব্রাহ্মণ জাতির কলঙ্ক বলিয়া জানিবে। ১৩

নরনাথ! যাহার বেদ মরণাশৌচের অন্ন ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে, যে শূদ্রের অন্ন ভোজন করে এবং শূদ্রের অয়নে পুষ্ট হয়, সেই ব্রাহ্মণের কিরূপ গতি হয়, তাহা আমি জানি না; কারণ, প্রতিদিন স্বাধ্যায়, জপ ও হোম করিলেও তাহার উত্তম গতি হয় না। ১৪-১৫

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিলে পরন্তু সূত্রের অন্ন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার স্বাধ্যায়, বেদাধ্যয়ন ও ত্রিনচিকেত—এই পাঁচটি এই হইয়া যায়। ১৬

সূত্রের বেষ্টনকারী ব্রাহ্মণের অন্ন বিশেষতঃ ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে হয়; কারণ, সে কুকুর ও শৃগালতুল্য। ১৭

যে ব্রাহ্মণ দুর্বলতাবশতঃ মৃত শূদ্রের শবের পশ্চাতে পশ্চাতে শ্মশানভূমিতে গমন করে, তাহার তিন দিন অশৌচ হয়। ১৮

তিন দিন পূর্ণ হইলে পর কোনও লঘুস্রোতবাহিনী নদীতে স্নান করত এক বস্ত্র ধারণ করিয়া এবং ঘৃত পান করিয়া, তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে। ১৯

যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কোনও অনাথ ব্রাহ্মণের শবকে শ্মশানে লইয়া যাইবে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। ২০

এই শুভকর্মকারীদিগের কোনরূপ অশুভ বা পাপ হয় না। তাহারা জলে স্নান করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া যায়। ২১

নিবৃত্তিবার্গণবাহন ব্রাহ্মণের সূত্রের পূর্বে দুগ্ধ বা দধি ভোজন করা উচিত নয়। ইহাকেও তাহার সূত্রই বলিয়াই জানিতে হইবে। ২২

অত্যন্ত দুর্বার্ত হইয়া অন্যস্থানবাসী ব্রাহ্মণগণের ভোজনে যে মানব বিঘ্নসৃষ্টি করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পাপী আর কেহ হয় না॥ ২৩

রাজন্! যদি ব্রাহ্মণ শীল ও সদাচারবর্জিত হইয়া যায়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বেদ, সাংখ্য, পুরাণ ও উত্তমকুলে জন্ম—এই সব মিলিত হইয়াও তাহার সদ্গতি করিতে পারে না। ২৪

পাণ্ডুনন্দন! প্রেতের সমস্ত, বিষ্ণুবলিতে, অশৌচ সমাপ্ত হইলে পর, পিতৃকর্মাদিতে (শ্রাদ্ধাদিতে), মধ্যমষোড়শে, নিত্যের পূজা আরম্ভ করিলে এবং গয়ায় পিণ্ডদান করিবার সময় যে দান করা হয়, তাহা এক হাজার বর্ষপূর্ণা দানের তুল্য হইয়া যায়। ২৫

বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া-
নবম্যাসৌ কার্তিকশুক্লপক্ষে
সপ্তম্যামস্য চ কৃষ্ণপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥ ১৬
উপপ্লবে চন্দ্রমসো গ্রহেষু
শ্রাদ্ধস্য কালো
পানীয়মপাত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দত্তং পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্রেন সম্যা সমগ্রা
ব্রহ্মক্ষয়ং পিতরো যান্তি ॥ ১৭
যশ্চৈকপঙ্‌ক্ত্যাং বিষমা দদাতি
শ্রেয়াংস্ত তস্মাদ্ যা যদি যাবয়েতো:
ক্রূরং তুরাচারমনার্যবৃত্তং
তমস্তু দদ্যা ফলদো হি তস্য ॥ ১৮
দদাতি যো বা বিপুলান্ন পানং
নিরাশ ব্রহ্মে পরলোকমূঢ়ঃ।

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্তিকমাসের শুক্ল নবমী, ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, মাঘ-মাসের অমাবস্যা, চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণের সময়, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভ দিন—এই সব সময় শ্রাদ্ধের উত্তম কাল। এই সব দিনে মানুষ পবিত্রচিত্ত হইয়া যদি পিতৃগণের উদ্দেশে তিলমিশ্রিত জলদান করে, তবে তাহার দ্বারা এক হাজার বৎসর পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করা হইয়া যায়। এই বচন স্বয়ং পিতৃগণই বলিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

যে মানুষ মোহ বা অজ্ঞানতঃ অথবা ধনলাভের বাসনায় এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভোজনপরিবেশনে তারতম্য করে, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ ক্রূর, দুরাচারী, অজিতাত্মা ও ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া থাকেন ॥ ১৮

শত্রুসূদন! যাহাদের নিকট ব্রহ্মলোকের দ্বার রুদ্ধ এবং যাহারা পরলোকের বিষয়ে কিছুই না জানায় শুধু ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাহারা কেবল ঐহিক সুখেই আসক্ত থাকে। অতএব তাহাদের নিকট এই লোকের সুখই সুলভ হয়; পারলৌকিক সুখ তাহারা লাভ করিতে পারে না ॥ ১৯

যাহারা বিষয়ের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া তপস্যায় নিরত

ত্রৈলোক্যরাজ্যং ক্রতবস্তু লোকো
মাত্রং সুখং দেহসুখে রতানাম্ ॥ ২৯
যে চৈব মুক্তাস্তপসি প্রযুক্তাঃ
আত্মারামা জ্ঞানরতাস্তি দেবম্।
জিতেন্দ্রিয়া ক্ষীণমিতে নিবিষ্টা-
স্তেষামসৌ চাপি পরস্তু লোকঃ ॥ ৩০
যে চৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানম্
ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে রতন্তে।
ন চাপি গচ্ছন্তি সুখানি ভোগান্-
স্তেষামসৌ চাপি পরস্তু নাস্তি ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নারায়ণ পুরাণেশ লোকা যাস নরোত্তম যে
জ্যোতিষ্কাশ্চামি ত ঈশান যমনারায়ণমচ্যুতম্ ॥ ৩২

শ্রীভগবানুবাচ।

ধর্মশাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ মনুনা প্রোক্তমাদিতঃ।
প্রবক্ষ্যামি মনুপ্রোক্তং লৌকানাং স্থিতি সাহিতম্ ॥ ৩৩

থাকে, যাহারা নিত্য ধ্যানে তৎপর হইয়া নিজ নিজ শরীরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখে এবং সমস্ত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর থাকে, তাহাদের পক্ষে এই লোকেরও সুখ সুলভ এবং পরলোকের সুখও সুলভ হয় ॥ ৩০

কিন্তু যে সব মূর্খ বিদ্যা অর্জন করে না, তপস্যা করে না দান করে না, সন্তানোৎপাদনের প্রযত্ন করে না এবং অন্য সুখ-ভোগসমূহ অনুভব করিতে পারে, তাহাদের না ইহলোকের সুখ এবং না পরলোকের সুখ লাভ হয় ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! তুমি সাক্ষাৎ ঈশান, পুরাতন ঈশ্বর ও সমস্ত জগতের বিধানস্থান। তোমাকে নমস্কার। এখন আমি সম্পূর্ণ ধর্মের সার পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৩২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি সৃষ্টির আদিকালে যে ধর্মের সারতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পুরাণের অনুকূল ও বেদের দ্বারা সমর্থিত। সেই বহুকথিত ধর্ম আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩৩

অগ্নিহোত্রফলিনো মন্ত্রী রাজা ত্রিপূর্বহোদধিঃ।
দৃষ্টমাত্রাৎ পুনন্ত্যেতে তস্মাৎ পশ্যেত তান্ সদা ॥ ৩৪
বহুবো ন প্রশস্যন্তে গৌরশ্ব পুরুষঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাদৃগ্‌ভূতং তু তদ্ দানং দাতারং নোপতিষ্ঠতি ॥ ৩৫
যা যথাবিধি যো শ্রদ্ধাদ্ ব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো গত্বা চতুর্থেঽহ্নুপতিষ্ঠতে ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণস্যৈব যদ্ দেয়ং ক্ষত্রিয়স্যৈব যদ্ ধনম্।
তয়োস্তাপি হ্যয়ং রাজন্ স্বর্গস্থানপি পাতয়েৎ ॥ ৩৭
ত্রয়ং হিত্বাদদানানাং প্রশস্তং পরমং স্মৃতম্।
দ্বিতীয়ং ধর্মশাস্ত্রাণি তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ ॥ ৩৮
আসমুদ্রাচ্চ বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ।
তয়োরেব বিজাতীনাং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ৩৯
সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ৪০
যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ৪১
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এতে ব্রহ্মর্ষিদেশাস্তু ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরাঃ ॥ ৪২
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥ ৪৩
হিমবদ্-বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যাগেব প্রয়াগাৎ তু মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪৪
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যাজ্ঞিকো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৫
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তকর্শিতঃ ॥ ৪৬
আচারঃ প্রথমো ধর্মো হ্রীনিষেবা সদাচার চ।
দানং চৈব যথাশক্তি বিদ্বদ্ভিঃ সহ ॥ ৪৭
বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদিদ্বিজন্মনাম্
কার্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ৪৮

আয়ুরাজ্যী দ্বিজ, কাশ্যপ গা, যজ্ঞকারী রাজন্য, রাজা, সন্ন্যাসী ও যযাতিপুত্র—ইহারা স্বর্গলাভেই যত্নবান হইয়া পাপ করে, সেইজন্য ইহাদের দর্শন করা কর্তব্য। ৩৪

এক গো, এক বৃষ, এক কন্যা ও এক স্ত্রী অথবা অনেক পুরুষের অধিকারে প্রদান করা উচিত নহে; কারণ, এরূপ করিলে সেই দানের ফল দাতার লাভ হয় না। ৩৫

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ও গোকে আহারদানের সময় 'দিব না' এই কথা বলিয়া নিষেধ করে, সেই ব্যক্তি শত শত বার পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার পর শেষে চণ্ডাল হয়। ৩৬

রাজন্! ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ও গুরুর ধন যদি চুরি করা হয়, তবে উহা স্বর্গবাসিগণকেও অধঃপাতিত করে। ৩৭

যাহারা ধর্মের তত্ত্ব জানিতে বাসনা করে, তাহাদের নিকট বেদই মুখ্য প্রমাণ, ধর্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ এবং লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। ৩৮

পূর্ব সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্তী যে দেশ, তাহাকে আর্যাবর্ত বলে। ৩৯

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী—এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যে দেবগণের দ্বারা রচিত যে দেশ, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত বলে। ৪০

যে দেশে চারি বর্ণ এবং তাহাদের অন্য জাতি বেদমূলক যে আচার পূর্ব পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, ইহাই তাহাদের পক্ষে সদাচার বলিয়া কথিত হয়। ৪১

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন—এই সব ব্রহ্মর্ষিদেশের দেশ এবং ব্রহ্মাবর্তের নিকটে অবস্থিত। ৪২

এই সব দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট যাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষই নিজ নিজ আচার-আচরণের শিক্ষা গ্রহণ করিবে। ৪৩

হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে কুরুক্ষেত্র হইতে পূর্ব ও প্রয়াগ হইতে পশ্চিমে যে দেশ, তাহাকে মধ্যদেশ বলে। ৪৪

যে দেশে কৃষ্ণসারমৃগ স্বভাবতই বিচরণ করে, তাহা যজ্ঞের উপযোগী দেশ; উহা হইতে ভিন্ন যে দেশ, তাহা ম্লেচ্ছ দেশ। ৪৫

এই সব দেশের পরিচয় জানিয়া দ্বিজাতিগণ এখানেই বাস করিবে, কিন্তু শূদ্র জীবিকা লাভ করিতে না পারিলে, যে কোনও দেশে বাস করিতে পারে। ৪৬

সদাচার, অহিংসা, সত্য, শক্তি অনুসারে দান, ব্রত ও নিয়ম-সমূহ পালন—এই সব উত্তম ধর্মাচরণ। ৪৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সব সংস্কার বেদোক্ত পবিত্র বিধি এবং মন্ত্রসমূহের

গর্ভাধেরৈর্জাতকর্মনামচৌলোপনায়নৈঃ।
আধ্যায়ৈরুদ্রসত্রৈশ্চৈব বিধানস্নাতকব্রতৈঃ ॥
মহাবৈতানিকৈর্যজ্ঞৈরন্বাধেয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ৪৯
ধর্মার্থৌ যদি ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা
বিদ্যা তস্মিন্ ন বক্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥ ৫০
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব যা।
যতস্তু জ্ঞানমিদং প্রাপ্তং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ ॥ ৫১
সব্যেন সব্যং সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু দক্ষিণম্।
ন চূর্ধাদেকহস্তেন গুরোঃ পাদাভিবাদনম্ ॥ ৫২
দ্বিরেকাদীনি তথানি যঃ করোতি যথাবিধি।
অধ্যাপয়তি বৈ বৈনং ন বিদ্যো গুরুরুচ্যতে ॥ ৫৩
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ
উৎপথং প্রতিপন্নস্য ন্যায়তো নিগ্রহঃ ক্রিয়া ॥ ৫৪
লাঙ্গলাস্ত্র বেদানধ্যাপ্য শিক্ষয়িত্বা ব্রতানি চ
বিমুঞ্চতি চ মন্ত্রৈর্যানাচার্যাঃ সোঽধ্বরীয়তে ॥ ৫৫

উপাধ্যায়াদ্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
পিতুঃ শতগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥ ৫৬
এতেষামপি সর্বেষাং গরীয়ান্ জ্ঞানদো গুরুঃ।
গুরোঃ পরতরং কিঞ্চিন্ন কুতশ্চন ভবিষ্যতি ॥ ৫৭
তস্মাৎ তেষাং বশে তিষ্ঠেদ্ গুরূণাঞ্চ প্রিয়ে রতেৎ।
অবমানাদ্ধি তেষাং তু নরকং ন্যায় সংশয়ঃ ॥ ৫৮
হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্।
রূপদ্রবিণহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ ॥ ৫৯
শপন্তো যৎ কৃতং পুণ্যং শপ্যমানায় তু গচ্ছতি।
শপ্যমানস্য যৎ পাপং শপন্তমনুগচ্ছতি ॥ ৬০
নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি জ্ঞানধর্মপর্বণি পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

যারা সম্পাদন করা উচিত; কারণ, তাহার ইহলোক ও পরলোকের পথিপ্রদর্শক। ৪৮

গর্ভাধান-সংস্কারে কৃত হোমের দ্বারা এবং জাতকর্ম, নামকরণ, যজ্ঞোপবীত, বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত ব্রতসমূহের পালন, স্নাতকের পালনীয় ব্রত, বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য যজ্ঞসমূহের দ্বারা এই দেহকে পরব্রহ্মের প্রাপ্তিযোগ্য করা যায়। ৪৯

যাহার মধ্যে ধর্ম নাই, অর্থ নাই এবং যে বিদ্যাপ্রাপ্তির অনুকূল শুশ্রূষা করে না, এইরূপ শিষ্যকে সেইভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, যেরূপ উষর ক্ষেত্রে (জমিতে) উত্তম বীজ বপন করা কর্তব্য নহে। ৫০

যাহার নিকট হইতে লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই গুরুকে প্রথমে প্রণাম করা উচিত। ৫১

নিজের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শ্রীগুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্তের দ্বারা শ্রীগুরুর বাম চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করিবে। এক হস্তের দ্বারা কখনও প্রণাম করিবে না। ৫২

যিনি বিধি অনুসারে গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কার কার্য করান এবং বেদাধ্যয়ন করান, সেই ব্রাহ্মণকে 'গুরু' বলা হয়। ৫৩

যিনি উপনয়ন-সংস্কার কর্ম করাইয়া কল্প ও রহস্য সহ বেদসকল নিত্য অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে 'উপাধ্যায়' বলে। ৫৪

যিনি বহুল বেদ অধ্যয়ন করাইয়া বৈদিক ব্রতসমূহের শিক্ষা দান করেন এবং যজ্ঞার্থের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাকে 'আচার্য' বলা হয়। ৫৫

গৌরবে দশ উপাধ্যায় হইতে একমাত্র আচার্য অধিক, শত আচার্য হইতে শ্রেষ্ঠ পিতা এবং পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইলেন মাতা। ৫৬

কিন্তু যিনি জ্ঞানদাতা গুরু, তিনি এই সব অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ হয় নাই, হইবেও না। ৫৭

সেইজন্য পূর্বোক্ত গুরুজনগণের বশীভূত থাকিয়া মানুষের তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকা কর্তব্য। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, গুরুজনগণের অপমানে নরকে পতিত হইতে হয়। ৫৮

যে সব লোক কোনও অঙ্গহীন হউক, যাহাদের কোনও অধিক অঙ্গ হইবে, যাহারা বিদ্যাহীন, বয়সে বৃদ্ধ, রূপ ও ধনহীন এবং জাতিতেও নীচ, তাহাদিগকে আক্ষেপ (নিন্দা) করিবে না। ৫৯

কারণ, আক্ষেপকারী মানুষের পুণ্য, যাহাকে আক্ষেপ করা হয়, তাহার নিকট চলিয়া যায় এবং তাহার পাপ আক্ষেপকারীর নিকটে আসিয়া থাকে। ৬০

নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাগণের উপর দোষারোপ করা, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ ও কঠোরতা—এই সকল পরিত্যাগ করিবে। ৬১

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[অগ্নিস্বরূপাগ্নিহোত্রস্য বিধিকথনম্, তথা মাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ত্বয় ব্রাহ্মণৈর্দেব হোতব্যং ত্বগ্নিভিঃ কথম্।
বৈশ্যৈশ্চৈব দেবদেবেশ কথং বা শূদ্রজাতিভিঃ॥ ১

তত্ত্বাগ্নয়ঃ কিমাত্মানঃ স্থানং কিং তস্য বা বিভো।
কতরস্মিন্ হুতে স্থানং তং ব্রজেদগ্নিহোত্রিকঃ॥ ২

অগ্নিহোত্রবিধিস্তস্য কিমুৎপন্নঃ পুরাণবিৎ।
কথমেবাথ হুয়তে প্রীয়তে চ তথা কথম্॥ ৩

বিধিবত্তদ্ভবং কৃত্বা পৃচ্ছতস্তত্ত্বতঃ কথম্।
কাং গতিং ব্রজতাং শ্রেষ্ঠ নরস্তি হুতহোত্রিণঃ॥ ৪

দুর্জ্ঞানান্যপি তত্ত্বানি বিজ্ঞাতান্যনুরোধতঃ।
কিমাহিতাগ্নেঃ দুর্বৃত্তি দুষ্কীর্তা বাপি কেশব॥ ৫

উৎসন্নাগ্নিস্তু পাপাত্মা কাং যোনিং দেব গচ্ছতি।
এতৎ সর্বং সমাসেন ভক্তায় জ্ঞাপয়স্ব মে॥ ৬

বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ সর্বাধিক নমোঽস্তু তে॥ ৬৬

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপুণ্যমিদং ব্রহ্মাগ্নিসংহিতম্।
যৎ তু ব্রাহ্মণতো মুক্তান্ ব্রাহ্মণাগ্নিহোত্রিণঃ॥ ১

ব্রহ্মলোকাদ্ধরা লোকান্নরলোকো মহাত্মতে।
সৃষ্টোঽহমিদমুদ্ভূতঃ পূর্বং লোকান্ হিতকাম্যয়া॥ ২

যস্মাদগ্রে স ভূতানাং সর্বেষাং নির্মিতো ময়া।
তস্মাদগ্নীত্যভিহিতঃ পুরাণৈর্মনীষিভিঃ॥ ৩

যস্মাৎ তু সর্বভূতানি পূর্বমেব গ্রসীষ্যতে।
আত্মভির্দীপ্তরূপাত্মা তস্মাদগ্নীতি কথ্যতে॥ ১০

যস্মাচ্চ মরতাগ্রাং গতিং বিপ্রাঃ প্রপূজিতঃ।
তস্মাচ্চ মরুতাং রাজন্ দেবেষ্বগ্নীতি কথ্যতে॥ ১১

ষোড়শ অধ্যায়।

[অগ্নির স্বরূপে অগ্নিহোত্রের বিধি কথন এবং তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেবদেবেশ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণের কিভাবে হোম করা কর্তব্য? এবং কিরূপে ইঁহাদের হুত হোম ফলপ্রদায়ক হয়? ১

বিভো! অগ্নির কত ভেদ আছে? তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ কি? কোন্ অগ্নির কোথায় স্থান? অগ্নিহোত্রী মানুষ কোন্ অগ্নিতে হোম করিয়া কোন্ লোকে গমন করে? ২

বিপাপ! পুরাকালে কি বিধিতে অগ্নিহোত্র উৎপন্ন হইয়াছিল? দেবতাগণের জন্য কিভাবে হোম করিতে হয় এবং কিরূপে তাহাদের তৃপ্তি হয়? ৩

প্রবক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! বিধি অনুসারে যজ্ঞসম্ভূতের সহিত পূজা করিলে পর কিসে অগ্নি অগ্নিহোত্রকে বিশেষভাবে কোন্ গতি প্রাপ্ত করান? ৪

ভগবন্! কেশব! যদি কিনি অগ্নির স্বরূপ না জানিয়া উহাতে অগ্নিবিধিপূর্বক হোম করা হয় অথবা তাহাদের উপাসনায় ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে কিরূপ অগ্নি অগ্নিহোত্রের কি অনিষ্ট করেন? ৫

দেবেশ! যে অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই পাপাত্মা কোন্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে? এই সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আমাকে বল; কারণ, আমি ভক্তিভাবে তোমার শরণাগত হইয়াছি। ভগবন্! তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বাপেক্ষা মহান্; অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি। ৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! এই মহাপুণ্যপ্রদ ও পরম রহস্যময় অগ্নির বর্ণনা শ্রবণ কর। ইঁহা বর্ণনাকারী অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মলোকে স্থান করিয়া থাকে। ১

মহাভাগবান্ মহারাজ! আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মস্বরূপে সম্পূর্ণ লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়াছি এবং লোকসকলের মঙ্গলের জন্য নিজ মুখ হইতে সর্বপ্রথম অগ্নিকে সৃজন করি। ২

এইরূপে অগ্নিসৃষ্টি দ্বারা সমস্ত ভূতসকলের প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য পুরাণবিদ্ মনীষী পুরুষগণ ইঁহাকে অগ্নি বলেন। ৩

সমস্ত কার্যের সর্বাগ্রে প্রজলিত অগ্নিতে আহুতি দান করা হয়, সেইজন্য ইঁহাকে অগ্নি বলা হইয়া থাকে। ১০

রাজন্! এই অগ্নি সর্বপ্রথমে পূজিত হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে অগ্র-গতি (পরম পদ) প্রাপ্তি করান, সেইজন্যও দেবগণের মধ্যে অগ্নিনামে বিখ্যাত। ১১

যস্মাচ্চ হূর্যতঃ সোঽয়মনলঃ তেন হিংস্রিতঃ স্মৃতঃ।
যজমানং নয়ত্রেষ্ঠ ক্রব্যাদোঽগ্নিস্ততঃ স্মৃতঃ॥
সর্বভূতাত্মকো রাজন্ দেবানামেষ বৈ মুখম্॥ ১২
যেন সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যেভ্যশ্চ হবির্মুখঃ।
গত্বা ধ্রুবসমাবৃত্ত্যা যে ধ্রুবাচ্চিরতৎপরাঃ॥ ১৩
অগ্নিহোত্রপ্রকারঞ্চ শৃণু রাজন্ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মণাপি পুরা যজ্ঞে যথৈষা সমুদাহৃতা॥ ১৪
গৃহাণাং হি পতিত্বাৎ হি গৃহপত্যমিতি স্মৃতম্।
গৃহপত্যাৎ তু যস্মাসীৎ তত উদ্ভাদ্ গার্হপত্যতা॥ ১৫
যজমানং তু যস্মাৎ তু দক্ষিণাং তু গতির্নয়েৎ।
দক্ষিণাগ্নিঃ তমাহুস্তে দক্ষিণাহরনং দ্বিজাঃ॥ ১৬
আহুতিঃ সর্বমাপ্নোতি হব্যং বৈ বহনং স্মৃতম্।
সর্বহব্যবহো যস্মিংস্তস্মাদাহবনীয়তাম্॥ ১৭
ব্রহ্মা চ গার্হপত্যোঽগ্নিস্তস্মিন্নেব হি সোঽভবৎ।
দক্ষিণাগ্নিস্তুতঃ কৃত্তঃ ক্রোধাত্মা চণ্ড এব সঃ॥ ১৮

অথবাহবনীয়োঽগ্নিরাধোনাদ্ যস্য বৈ মুখে
পৃথিবীমন্তরিক্ষঞ্চ দিবমপ্যধিগচ্ছতি সহ।
ততস্তাহবনীয়ং যো জুহুয়াদ্ ভক্তিমান্ নরঃ॥ ১৯
আত্মিমুখেন হোমস্তু যস্য যজ্ঞেষু বর্ত্ততে।
তেনাপ্যাহবনীয়স্থা গতো বৃদ্ধিমহাত্মভিঃ॥ ২০
আধোনাদগ্নিহোত্রেষু যতৈষা যত্র দর্শনঃ
যস্মাৎ তস্মাৎ প্রবর্ত্তন্তে ততো হ্যাহবনীয়তা॥ ২১
আধ্যাত্মিকা চাধিদৈবমাধিভৌতিকমেব চ।
এতৎ তাপত্রয়ং প্রোক্তমাত্মধর্ম্মনিবাধিপ॥ ২২
যস্মাদ্ বৈ ত্রায়তে দুঃখাদ্ যজমানং হুতোঽনলঃ।
তস্মাৎ তু ত্রিবিধং প্রোক্তং ত্রায়ন্তামিতি শ্রুতৌ॥ ২৩
তদগ্নিহোত্রং শ্রুষ্টং বৈ ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
বেদাস্তাপাগ্নিহোত্রং তু জুহ্বতে যজমেব তু॥ ২৪
অগ্নিহে ত্রফলা বেদাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্
রতিপুত্রফলা দারা ভক্তভুক্তফলং ধনম্॥ ২৫

নয়োত্তম! যাঁর দ্বিজ উদ্দেশ করিয়া ইহাকে হোম করা হয়, তবে এই অগ্নি এতক্ষণেই যজমানকে ভক্ষণ করিতে পারে। এই কারণে অগ্নিকে ক্রব্যাদ বলা হয়। রাজন্! এই সমস্ত ভূতগণের স্বরূপ এবং দেবতাদিগের মুখ। ১১

এতএব ইন্দ্রিয়সকল ও মন এবং বুদ্ধিকে সংযত রাখিয়া সিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ অগ্নির আরাধনায় তৎপর থাকায় দেবতাগণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০

রাজন্! এখন একাগ্রচিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রের প্রকার শ্রবণ কর। এখন আমি তিন অগ্নির গুণানুসারে নাম বলিতেছি। ১৩

গৃহস্থদিগের পতিত্বই (আধিপত্যই) গৃহপত্য বলিয়া কথিত হয়। এই গৃহপত্য যে অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই 'গার্হপত্য' অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। ১৪

যে অগ্নি যজমানকে দক্ষিণ-মার্গে দিয়া স্বর্গে লইয়া যায়, সেই দক্ষিণ স্থানে অবস্থিত অগ্নিকে ব্রাহ্মণগণ 'দক্ষিণাগ্নি' বলেন। ১৬

আহুতি-সমূহ সর্বব্যাপক এবং হব্যের নাম হবন। সর্বপ্রকার হব্যকে গ্রহণকারী বলিয়া 'আহবনীয় অগ্নি' বলা হয়। ১৭

গার্হপত্য-অগ্নি ব্রহ্মার স্বরূপ; কারণ, ব্রহ্মা হইতেই তাহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং এই দক্ষিণাগ্নি রুদ্র-স্বরূপ; কারণ, ইহা ক্রোধরূপী ও প্রচণ্ড। ১৮

হোমের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহার মুখে আহুতি দেওয়া হয়, সেই আহবনীয় অগ্নি বলা যায়। যে মানুষ প্রতিদিন ভক্তিযুক্তচিত্তে আহবনীয় অগ্নিতে হোম করে, সে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকসহ স্বর্গলোকের উপরেও অধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৯

সকল যজ্ঞে সর্বদিকে অগ্নির মুখে হোম করা হয়, সেইজন্য এই অত্যন্ত কান্তিমান্ অগ্নি 'আহবনীয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ২০

অগ্নিহোত্র অথবা অন্যান্য যজ্ঞে হোমের আরম্ভ হইতেই অগ্নির মধ্যে সর্বপ্রকারে আহুতি দেওয়া হয়, এই কারণেও ইহাকে আহবনীয় বলা হইয়া থাকে। ২১

মহামুনি! আত্মবিৎ বিদ্বান্‌গণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক—এই তিনপ্রকার দুঃখ বলিয়াছেন। ২২

বিধি অনুসারে হোম করিলে অগ্নি এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে যজমানকে ত্রাণ করে, সেইজন্য এই কর্মকে যেমে অগ্নিহোত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। ২৩

ত্রিবিধিবাতা ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে অগ্নিহোত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদ ও অগ্নিহোত্র একই উৎপন্ন হইয়াছে। ২৪

বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র (যে বেদ পাঠ করিয়া অগ্নিহোত্র করে না, তাহার বেদাধ্যয়ন নিষ্ফল হয়)। শাস্ত্রজ্ঞানের ফল শীল ও সদাচার, স্ত্রীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের সফলতা দান ও উপভোগ করা। ২৫

ত্রিবেদমন্ত্রসংযোগাদগ্নিহোত্রং প্রবর্ত্ততে
ঋগ্-যজুঃ-সামভিঃ পূতৈঃ স্থাপ্যতে সূত্রসম্মিতৈঃ ॥ ২৬
বসন্তে ব্রাহ্মণস্যাগ্নীনাধেয়োঽগ্নির্নরাধিপ।
বসন্তো ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ো বেদযোনিঃ স উচ্যতে ॥ ২৭
অগ্ন্যাধেয়ং তু যেনাগ্নি বসন্তে ক্রিয়তেঽনঘ
তস্য শ্রীর্বর্দ্ধতে ক্ষিপ্রং ব্রাহ্মণস্য বিশাম্পতে ॥ ২৮
ক্ষত্রিয়স্যাগ্নিরাধেয়ো গ্রীষ্মে জ্যেষ্ঠঃ স বৈ নৃপ।
যেনাগ্নানং তু বৈ গ্রীষ্মে ক্রিয়তে তদা বর্দ্ধতে।
শ্রীঃ প্রজাঃ পশবশ্চৈব বিদ্যা তেজো বলং যশঃ ॥ ২৯
শরদৃতৌ তু বৈশ্যস্য জাতবীর্য্যো হুতাশনঃ।
শরচ্ছ্রীস্তু যদা বৈশ্যো বৈশ্যযোনিঃ স উচ্যতে ॥ ৩০
শরত্ত যানমেবং বৈ ক্রিয়তে যেন ভারত
তস্যাপি শ্রীঃ প্রজাঃ পুষ্টং পশবোঽথশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৩১
ছাগাঃ শ্বেতাস্তথা গাবো রথাশ্চ বলবত্তথা।

কাঞ্চনানি চ লৌহানি ত্রাগ্নিহোত্রকৃতেঽভবন্ ॥ ৩২
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো মীমাংসা ত্রয়বিস্তরঃ।
বর্ষশাস্ত্রক্ষ যৎ সর্বমগ্নিহোত্রকৃতে কৃতম্ ॥ ৩৩
ছন্দঃ শিক্ষা চ কল্পশ্চ তথা ব্যাকরণানি চ।
শাস্ত্রং জ্যোতিষিকঞ্চ ত্রাগ্নিহোত্রকৃতে কৃতম্ ॥ ৩৪
ইতিহাস-পুরাণঞ্চ গাথাশ্চোপনিষৎ তথা।
আথর্বণানি কল্পাশ্চ ত্রাগ্নিহোত্রকৃতে কৃতম্ ॥ ৩৫
তিথি-নক্ষত্র-যোগানাং মুহূর্ত্তকরণস্য চ।
জ্ঞানমত্র যেনার্থং তু জ্যোতির্জ্ঞানং পুরাভবৎ ॥ ৩৬
ঋগ্-যজুঃ-সামমন্ত্রাণাং শ্লোকতন্ত্রার্থচিন্তনাৎ।
প্রয়াণাপ্তবিকল্পানাং ছন্দোজ্ঞানং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭
বর্ণাক্ষরপদার্থানাং সন্ধি-লিঙ্গপ্রকীর্ত্তিতম্।
নামধাতুবিবেকার্থং পুরা ব্যাকরণং কৃতম্ ॥ ৩৮
দুষ্টশব্দপ্রয়োগার্থং তু শ্লোকপ্রশমনায় তু
যজ্ঞৈর্যজতযোগার্থং শিক্ষাজ্ঞানং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৯

ভিন বেদের মন্ত্রসমূহের সংযোগে অগ্নিহোত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের পবিত্র মন্ত্রসকল এবং সূত্রসকলের দ্বারা অগ্নিহোত্র কর্ম্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ২৬

নরনাথ! বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণের অগ্নি বলিয়া জানিবে এবং উহা বেদের যোনি, সেইজন্য বসন্ত ঋতুতে অগ্নিস্থাপন করা উচিত ॥ ২৭

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যে ব্রাহ্মণ বসন্ত ঋতুতে অগ্ন্যাধান করে, সেই ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তাহার বৈদিক জ্ঞানও বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৮

রাজন্! ক্ষত্রিয়ের যদি গ্রীষ্ম-ঋতুতে অগ্নি-স্থাপনা করে, তবে তাহার সম্পত্তি, প্রজা, পশু, ধন, তেজ, বল ও যশ বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৯

শরৎকালের ন্যায় সাক্ষাৎ বৈশ্যের স্বরূপ, সেইজন্য বৈশ্যের শরৎ-ঋতুতে অগ্ন্যাধান করা উচিত; সেই সময়ে স্থাপিত অগ্নিকে বৈশ্য-যোনি বলা হয় ॥ ৩০

পাণ্ডুনন্দন! যে বৈশ্য শরৎ ঋতুতে অগ্নি স্থাপন করে, তাহার সম্পত্তি, প্রজা, আয়ু, পশু ও ধনের বৃদ্ধি হয় ॥ ৩১

সর্ব্বপ্রকার ছাগ, শ্বেতাদি বর্ণ পশু, শ্বেতবর্ণ দ্রব্য, রথ, ঘণ্টি, হর্ষ ও লৌহ—এই সমের উৎপত্তি অগ্নিহোত্রের জন্যই হইয়াছে ॥ ৩২

আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, মীমাংসা, বিস্তৃত ন্যায়শাস্ত্র ও বর্ষশাস্ত্র এগুলি অগ্নিহোত্রের জন্যই বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৩

ছন্দ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নিরুক্ত অগ্নিহোত্রের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৩৪

ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, উপনিষদ্ ও অথর্ববেদের কর্ম্মসমূহ অগ্নিহোত্রের জন্যই বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৫

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! তিথি, নক্ষত্র, যোগ, মুহূর্ত্ত ও করণসমূহের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য পুরাকালে জ্যোতিষশাস্ত্র রচিত হইয়াছে ॥ ৩৬

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রসমূহের ছন্দের জ্ঞানের জন্য এবং সংশয় ও বিপর্য্য নিরাকরণপূর্ব্বক সেই সমের প্রকৃত অর্থের, সন্ধি ও লিঙ্গের এবং নাম ও ধাতুর বিবেচনাদের জন্য ছন্দঃশাস্ত্র রচিত হইয়াছে ॥ ৩৭

বর্ণ, অক্ষর ও পদসমূহের অর্থের, সন্ধি ও লিঙ্গের এবং নাম ও ধাতুর বিবেচনাদের জন্য পুরাকালে ব্যাকরণশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৮

দুষ্ট, শ্লেষী ও যজ্ঞের স্বরূপ জানিবার জন্য, শ্লোকদোষ ও প্রশম (চলিত) জানিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝিবার জন্য এবং যজ্ঞ ও

যজ্ঞপাত্রপরিজ্ঞার্থং ত্বষ্যসম্ভারণায় চ ।
সর্বযজ্ঞবিকল্পায় পুরা কল্পঃ প্রকীর্তিতম্ । ৪০
নামধাতুবিকল্পার্থং তস্যার্থনিগমায় চ ।
সর্বেষেবনিরুক্তানাং নিরুক্তমুষিভিঃ কৃতম্ । ৪১
বেদার্থং পৃথিবী স্রষ্টা সম্ভারার্থং তথৈব চ ।
ইধ্মার্থমস্য রূপার্থং ব্রহ্মা তক্ষে বনস্পতিম্ ।৪২
গাবো যজ্ঞার্থমুৎপন্না দক্ষিণার্থং তথৈব চ
পুরুষং ছাগতশ্চৈব পাত্রকৃত্যার্থমেব চ । ৪৩
দীক্ষাঃ সংস্তরণার্থং তু দক্ষসাং রক্ষণায় চ ।
পূজনার্থং দ্বিজাঃ সৃষ্টাস্তোয়কা দিবি দেবতাঃ । ৪৪
ক্ষত্রিয়া রক্ষণার্থং তু বৈশ্যা বার্ত্তানিমিত্ততঃ ।
শুশ্রূষার্থং ত্বরাণাং বৈ শূদ্রাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা । ৪৫
যথোক্তমগ্নিহোত্রাণাং শুশ্রূষন্তি চ যে দ্বিজাঃ
তৈর্ভবিষ্যতি সন্তরং ত্রেতা দক্ষমব্যাপিতং তবেৎ । ৪৬

এবমিষ্ট্বা পুরা যজ্ঞৈঃ ক্রিয়তে নৃপ
তৎ সর্বং সম্যগাজ্ঞায় চাদিত্যে স্থাপয়াম্যহম্ ।৪৭
ময়া স্থাপিতমাদিত্যে লোকস্য সুকৃতং হি তৎ ।
ধারয়েদ্ যৎ সদাজ্ঞাতঃ সুকৃতাং হবিষোত্রিণাম্ ।৪৮
তস্মাদগ্নেরিবৈতেন্যায়্যগ্নিহোত্রং দ্বিজাতিভিঃ ।
হোতব্যং বিধিবদ্ রাজন্ স্বর্গমিচ্ছদ্ভি যে গতিম্ । ৪৯
আত্মবন্নাবমন্তব্যমগ্নিহোত্রং যুধিষ্ঠির
ন ত্যাজ্যং ক্ষণমপ্যেতদগ্নিহোত্রং যুধিষ্ঠির । ৫০
যাশ্চাবিদ্বাংসো যে চ শূদ্রাদ্যাঃ বিরতাঃ সদা
ক্রোধলোভবিনির্মুক্তাঃ প্রাতঃস্নানপরায়ণাঃ
যথোক্তমগ্নিহোত্রং বৈ জুহ্বতে বিজিতেন্দ্রিয়াঃ । ৫১
আতিথেয়াঃ সদা সৌম্যা দ্বিকালং হব্যপরায়ণাঃ ।
তে যান্ত্যপুনরাবৃত্তিং দ্বিজা দাদিত্যমণ্ডলম্ । ৫২

দেবতার সন্তোষ জন্মাইবার জন্য শিক্ষানামক বেদাঙ্গের রচনা করা হইয়াছে । ৩৯

যজ্ঞের পাত্রসমূহের শুদ্ধি, যজ্ঞসম্বন্ধীয় নামধাতুসমূহের সংস্কার ও সমস্ত যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য জানিয়া লাভ করিবার জন্য পুরাকালে নিরুক্তশাস্ত্র রচিত হইয়াছে । ৪০

সমস্ত বেদের প্রযুক্ত, নাম ধাতু ও বিকল্প সমূহের তাত্ত্বিক অর্থ নিশ্চয় করিবার জন্য পুরাকালে ঋষিগণ নিরুক্ত রচনা করিয়াছেন । ৪১

যজ্ঞের বেদী নির্মাণের জন্য এবং অন্যান্য সামগ্রীসমূহ ধারণ করিবার জন্য ব্রহ্মা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সমিধ্ ও যূপ নির্মাণের জন্য বনস্পতিসমূহের রচনা করিয়াছেন । ৪২

গোসকল যজ্ঞ ও দক্ষিণার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে ; গোরক্ত ও গোমিশ্র ব্যতীত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না। পুরুষ ও ছাগল— এই দুইটি যজ্ঞের পাত্র ও করণ নির্মাণের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে । ৪৩

কুশসমূহের উৎপত্তি গোসমূহের চারিদিকে পাতিবার জন্য ও ব্রাহ্মণগণ হইতে যজ্ঞকে রক্ষা করিবার জন্য হইয়াছে। পূজা করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ, নক্ষত্রসকল ও স্বর্গে দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । ৪৪

সকলের রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি-গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি জীবিকার সাধন সংগ্রহের জন্য বৈশ্য-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এবং তিন বর্ণের সেবার জন্য ব্রহ্মা শূদ্রজাতিকে সৃজন করিয়াছেন । ৪৫

যে সব দ্বিজ বিধিপূর্বক অগ্নিহোত্রের সেবা করে, তাহাদের প্রভূত ধন, যোগ, যজ্ঞ ও অধ্যাপন এই সমস্ত কর্ম পূর্ণ হইয়া থাকে । ৪৬

রাজন্ ! এইরূপ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যে যজ্ঞ কার্য্য উত্তান ও মূল-খননাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সবের পুণ্য লইয়া আমি সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করি । ৪৭

আমার দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত জগতের পুণ্য ও অগ্নি-হোত্রের সুকৃতের সহস্রকিরণযুক্ত সূর্য্যদেব ধারণ করিয়া থাকেন । ৪৮

রাজন্ ! সেইজন্য যে দ্বিজ প্রবাসে থাকে না এবং উর্দ্ধগতি লাভ করিতে বাসনা করে, তাহার প্রতিদিন বিধি অনুসারে অগ্নি-হোত্র করা উচিত । ৪৯

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! অগ্নিহোত্রকে নিজের আত্মতুল্য মনে করিয়া তাহাকে কখনও অবমাননা বা এক ক্ষণের জন্যও পরিত্যাগ করিবে না । ৫০

যাহারা বাল্যকাল হইতেই অগ্নিহোত্রের সেবা করে, পূজার অক্ষম হইতে সর্বদা বিরত থাকে, যাহারা ক্রোধ ও লোভরহিত, যাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করে, সদা অতিথিসেবায় নিরত থাকে এবং শান্তভাবে উভয়কালে হবিঃপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান করে, তাহারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত আমার সেই পরম ধ্যান

ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যযাজিনঃ ক্ষত্রিয়ং বৃষলীপতিঃ।
প্রমাণং ন চ কুর্বন্তি যে যাজ্ঞীয়াপি দুর্মতিম্ ॥ ৫০
প্রমাণমিতিহাসাংশ্চ বেদান্ দুষয়ন্তি যে দ্বিজাঃ।
যে চ যাজ্ঞময়সাধূক্তা নিত্যাদ্যাস্তিক্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

ত্রাণ হয়, সেখান হইতে পুনরায় আর সংসারে আসিতে হয় না। ৪১-৪২

এ সংসারে কিছু দুর্মতি মনুষ্য শ্রুতির (বেদের) উপর দোষারোপ করিতে করিতে আপনার নিন্দা করে এবং তাহাকে প্রমাণরূপে মানে না, তাহারা ইহলোকেও দুর্গতি লাভ করে ॥৫০

কিন্তু যে সব দ্বিজ নিত্য আস্তিক্যবুদ্ধিতে বেদ ও ইতিহাসকে প্রমাণ বলিয়া মনে করে, তাহারা দেবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৪

শ্রীমদ্ভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[চান্দ্রায়ণ-ব্রতস্য বিধেঃ, প্রায়শ্চিত্তরূপেণ তৎপালনবিধানস্য, তস্য ব্যাখ্যানস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভক্তোঽস্মি ভবতো দেবেশ গরুড়ধ্বজ।
চান্দ্রায়ণবিধিং পুণ্যমাখ্যাহি ভগবন্ মম ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু পাণ্ডব তত্ত্বেন সর্বপাপপ্রণাশনম্।
পাপিনো যেন শুধ্যন্তি তৎ তে বক্ষ্যামি সর্বশঃ ॥ ২
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা চরিতব্রতঃ।
যথাবৎ কর্তুকামো বৈ তচ্ছৈবং প্রথমা ক্রিয়া ॥৩
শোধয়েৎ তু শরীরং স্বং পঞ্চগব্যেন মন্ত্রতঃ।
সন্নিয়ঃ কৃষ্ণপক্ষস্য ততঃ কুর্বীত যাপনম্ ॥ ৪
শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা মৌঞ্জীং মেখলাম্।
পালাশদণ্ডমাদায় ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ॥ ৫
কৃতোপবাসঃ পূর্বং তু শুক্লপ্রতিপদি দ্বিজঃ।
নদীসঙ্গমতীর্থেষু শুচৌ দেশে গৃহেঽপি বা ॥ ৬
আধায়াধাজ্যভাগৌ চ প্রণবং ব্যাহৃতিস্তথা।
বারুণং চৈব পৌষেণ হুত্বা সর্বান্ যথাক্রমম্ ॥ ৭
সত্যায় বিষ্ণবে চেতি ব্রহ্মবিদ্ভ্যোঽথ ব্রহ্মণে।
বিশ্বেভ্যো বি চ দেবেভ্যঃ স প্রজাপতয়ে তথা ॥ ৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

[চান্দ্রায়ণ-ব্রতের বিধি, প্রায়শ্চিত্তরূপে উহা পালন করিবার বিধান এবং তাহার ব্যাখ্যাবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গরুড়ধ্বজ দেবেশ্বর! তোমায় নমস্কার। ভগবন্! এখন তুমি আমার নিকট চান্দ্রায়ণের পবিত্র পালন বিধি বর্ণন কর ॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! সমস্ত পাপসমূহের নাশকারী চান্দ্রায়ণ-ব্রতের যথাযথ বর্ণনা শ্রবণ কর। ইহার আচরণে পাপী মানুষ শুদ্ধ হইয়া যায়। তাহা আমি পূর্ণরূপে তোমাকে বলিব ॥ ২

উত্তম ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য—যে কেহ যদি বিধি অনুসারে চান্দ্রায়ণ-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করে, তবে তাহার পক্ষে প্রথম কার্য হইল যে, সে নিয়মের মধ্যে থাকিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা নিজ শরীরকে শোধন করিবে। তারপর কৃষ্ণপক্ষের শেষে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে ॥ ৩-৪

তারপর স্নান করত শুদ্ধ হইয়া শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিবে, কোমরে মুঞ্জতৃণনির্মিত মেখলা বন্ধন করিবে এবং পলাশের দণ্ড হাতে ধারণ করত ব্রহ্মচারীর ব্রত পালন করিতে থাকিবে ॥ ৫

দ্বিজ প্রথমদিনে উপবাস করত শুক্লপক্ষের প্রতিপদে নদীসঙ্গমে, কোনও পবিত্র স্থানে অথবা গৃহেই ব্রত আরম্ভ করিবে ॥৬

প্রথমে নিত্য-নিয়ম সমাপন করিয়া এক বেদীতে অগ্নিস্থাপনা করিবে এবং উহাতে ক্রমশঃ আধার, আজ্যভাগ, প্রণব, মহাব্যাহৃতি ও পঞ্চগব্যের হোম করত সত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মবিদ্গণ, ব্রহ্মা, বিশ্বেদেব ও প্রজাপতি—এই ছয় দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। অন্তে প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে ॥ ৭-৮

ব্রহ্মচারী ভবেদ্ রাজন্ যাবদ্ বৈ স্নাতকো ভবেৎ ।
স্নাতকো ভবমানস্তু ব্রহ্মচর্যং সমাপয়েৎ ॥ ১
ব্রহ্মচর্যং সমাপ্যেহ গৃহস্থো ভবতি দ্বিজঃ ।
গৃহস্থো ভবমানস্তু ভিক্ষাং লিপ্সেত বৈ দ্বিজঃ ॥ ২
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৩
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৫
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৬
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৭
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৮
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৯
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১০
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১১
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১২
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৩
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১৪
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১৫
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৬
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১৭
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১৮
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৯
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ২০
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ২১
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ২২
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ২৩
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ২৪
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ২৫
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ২৬
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ২৭
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ২৮
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ২৯
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৩০
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩১
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৩২
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৩৩
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩৪
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৩৫
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৩৬
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৩৮
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৩৯
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪০
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৪১
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৪২
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪৩
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৪৪
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৪৫
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪৬
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৪৭
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৪৮
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪৯
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৫০
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৫১
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৫২
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৫৩
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৫৪
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৫৫
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৫৬
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৫৭
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৫৮
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৫৯
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৬০
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৬১
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৬২
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৬৩
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৬৪
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৬৫
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৬৬
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৬৭
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৬৮
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৬৯
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৭০
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৭১
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৭২
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৭৩
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৭৪
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৭৫
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৭৬
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৭৭
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৭৮
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৭৯
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৮০
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৮১
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৮২
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৮৩
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৮৪
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৮৫
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৮৬
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৮৭
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৮৮
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৮৯
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৯০
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৯১
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৯২
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৯৩
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৯৪
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৯৫
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৯৬
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৯৭
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ৯৮
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ৯৯
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১০০
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১০১
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১০২
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১০৩
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১০৪
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১০৫
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১০৬
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১০৭
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১০৮
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১০৯
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১১০
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১১১
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১১২
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১১৩
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১১৪
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১১৫
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১১৬
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১১৭
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১১৮
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১১৯
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১২০
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১২১
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১২২
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১২৩
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১২৪
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১২৫
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১২৬
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১২৭
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১২৮
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১২৯
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৩০
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১৩১
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১৩২
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৩৩
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১৩৪
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১৩৫
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৩৬
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১৩৭
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১৩৮
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৩৯
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ।
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ॥ ১৪০
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিবৎ পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ।
দেবেভ্যশ্চ তথা দত্ত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥ ১৪১
ভুক্ত্বা চ বিধিবদ্ রাজন্ পুনর্ভিক্ষাং সমাহরেৎ ।
ভিক্ষাং লব্ধ্বা তু বিধিব

অবশিষ্টমথৈকং তু বস্ত্রমাত্রং প্রযত্নবান্ ।
অঙ্গুল্যগ্রে স্থিতং পিণ্ডং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ।
অঙ্গুলীভিস্ত্রিভিঃ পিণ্ডং প্রাশ্নীয়াৎ প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ ॥২৩
যথা চ বর্ধতে সোমো হ্রসতে চ তথা পুনঃ ।
তথা পিণ্ডাস্তু বর্ধন্তে হ্রসন্তে চ দিনে দিনে ॥ ২৪
ত্রিকালং স্নানমভ্যস্তং ত্রিকালমথবা সদৃৎ ।
ব্রহ্মচারী সদা যাপি ন চ বস্ত্রং প্রযোক্ষয়েৎ ॥ ২৫
স্থানে ন দিবসং তিষ্ঠেদ্ রাত্রৌ বীরাসনং ব্রজেৎ ।
ভবেৎ স্থণ্ডিলশায়ী বাপ্যথবা মুক্তমূলিকঃ ॥ ২৬
বল্কলং যদি বা ক্ষৌমং শাণং কার্পাসকং তথা ।
আচ্ছাদনং ভবেৎ তস্য বস্ত্রার্থে পাণুনন্দন ॥ ২৭
এবং চান্দ্রায়ণে পূর্ণে মাসস্যান্তে প্রযত্নবান্ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ভক্ত্যা যথাশৈব চ দক্ষিণাম্ ॥২৮
চান্দ্রং হ্যেতন্ চীর্ণেন যৎ ফলং তেন তদ্ভবেৎ ।
তৎ সর্বং তৎক্ষণাদেব তস্যীভবতি কাঠ্যৎ ॥ ২৯
ব্রহ্মহত্যা চ গো হত্যা সুবর্ণস্তেয়মেব চ ।
ভ্রূণহত্যা সুরাপানং গুরোর্দারাবমর্ষণম্ ॥ ৩০
এবমাদীনি পাপানি পাতকান্যপি যানি চ ।
চান্দ্রায়ণেন নশ্যন্তি বায়ুনা শারসো যথা ॥ ৩১
অনির্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমাবিকমেব চ ।
ঘৃত-সূপকরোপ্তায়াঃ ক্ষুত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩২
ঔদপাত্রিকদগ্ধায়াঃ পতিতায়াঃ সূতস্য চ ।
সূতকোচ্ছিষ্টয়োশ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৩
আকাশস্য তু হস্তস্থমবশ্রুতমথাপি চ ।
পয়স্বত্যাস্তথা চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩৪

ভক্তবন্ধন যে এক গ্রাস অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে এইপ্রকারে নিক্ষেপ করিবে, যাহাতে সহজেই মুখে যাইতে পারে। তাহার পরিত্রভাবে পূর্বমুখ হইয়া সেই গ্রাসকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-সমূহের অগ্রভাগে রাখিয়া গায়ত্রীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে এবং তিন অঙ্গুলি দ্বারা উহাকে মুখে দিয়া ভক্ষণ করিবে। ২৩

যেরূপ চন্দ্র শুক্লপক্ষে প্রতিদিন বর্ধিত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন ক্ষীণ হয়, সেইরূপ গ্রাসের সংখ্যাও শুক্লপক্ষে বর্ধিত হইবে এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস হইবে। ২৪

চান্দ্রায়ণ-ব্রতপালনকারীর পক্ষে প্রতিদিন তিন বেলা, দুই বেলা অথবা এক বেলা স্নান করিবার বিধান আছে। সে সর্বদা ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে এবং ভোজনের পূর্বে তাহার বস্ত্র নিষ্পীড়ন করা (নিষ্কালন) উচিত নয়। ২৫

দিনের বেলা একস্থানে থাকিবে না, রাত্রিতে বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে অথবা বেদীর উপর বা ভূমির মুক্ত স্থানে শয়ন করিবে। ২৬

---

* অর্থাৎ শুক্লপক্ষে প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস ভোজন করিতে হইবে। এইভাবে প্রতিদিন বর্ধিত করিতে করিতে পূর্ণিমায় পনের গ্রাস ভোজন করত কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন এক গ্রাস করিয়া হ্রাস করিতে হইবে। অমাবস্যায় উপবাস করিলে পর এই ব্রতের সমাপ্তি হইবে। এই এক প্রকার চান্দ্রায়ণ। স্মৃতিগ্রন্থে ইহা ব্যতীত বহু প্রকার দেখা যায়।

পাণ্ডু-নন্দন ! চান্দ্রায়ণ-ব্রতপালনকারী বেশ আবৃত করিবার জন্য বল্কল, ক্ষৌম, শণ অথবা কার্পাস নির্মিত বস্ত্র ধারণ করিবে। ২৭

এইরূপে এক মাস পরে চান্দ্রায়ণ ব্রত পূর্ণ হইলে পর যজ্ঞ সম্পাদনে যে ভাবে হউক সে অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ২৮

চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণে মানুষের সমস্ত পাপ অগ্নির দ্বারা শুষ্ক তৃণের ন্যায় সমূলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। ২৯

ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, সুবর্ণচৌর্য, ভ্রূণহত্যা, মদ্যপান ও গুরুপত্নীগমন এবং আরও যত পাপ বা পাতক আছে, এই চান্দ্রায়ণ-ব্রতের দ্বারা সেইভাবে উহা পাপমুক্ত হইয়া যায়, যেরূপ বায়ুর বেগে ধূলিমুক্ত উড়িয়া যায়। ৩০-৩১

গরু বৎসপ্রসবের পর দশদিন অতিবাহিত না হইলে যদি তাহার দুধ, উষ্ট্রের দুধ ও মেষের দুধ পান করা হয় এবং মরণাশৌচ ও জননাশৌচের অন্ন ভোজন করিলে পর চান্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ করিতে হয়। ৩১

উদপাত্রকীর ও পতিতের অন্ন এবং সূতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে পর চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করিতে হয়। ৩৩

আকাশে স্থিত দুগ্ধাদির জল, যজ্ঞে দুগ্ধ, মিত্র পতিত বা অন্যের বস্তুস্থিত অন্ন ভোজন করিলেও চান্দ্রায়ণ-ব্রত আচরণ করা কর্তব্য। ৩৪

অথাগ্রে দিধিবোয়ঞ্চ দিধিমুপপতেত্তথা।
পরিবেষ্টুঞ্চ তথা চান্নং পরিবিত্তান্নমেব চ ॥ ৩৫
কুণ্ডান্নং গোলকান্নঞ্চ দেবলান্নং তথৈব চ।
তথা পুরোহিতস্যান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩৬
পুরান্নঞ্চ বিধিং সর্পির্মাংসা লবণমেব চ।
তৈলঞ্চাপি চ বিক্রীণন্ দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৭
একোদ্দিষ্টং তু যো ভুঙ্‌ক্তে জনন্যাগতোঽপি বঃ।
ভিন্নভাণ্ডেষু যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৮
যো ভুঙ্‌ক্তেঽনুপনীতেন যো ভুঙ্‌ক্তে চ স্ত্রিয়া সহ।
কন্যয়া সহ যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৯
উচ্ছিষ্টঃ স্নাপয়েদ্ বিপ্রো যো মোহাদ ভোজনান্তরে।
দম্ভাদ্ বা যদি বা মোহাদ্ দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪০

ভূষকোশাতকং চৈব পলাণ্ডুং গৃঞ্জনং তথা।
হ্রস্বাকং লশুনং চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪১
ঔদক্যয়া তথা যাপি চাণ্ডালৈর্বা দ্বিজোত্তমঃ
দূষিতান্নং তু ভুঞ্জানো দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪২
এতৎ পুরা বিশুদ্ধ্যর্থমৃষিভিশ্চরিতং ব্রতম্।
পাবনং সর্বভূতানাং পুণ্যং পাণ্ডব চোদিতম্ ॥ ৪৩
যথোক্তমেতদ্ যঃ কুর্যাদ্ দ্বিজঃ পাপপ্রণাশনম্।
স দিবং যাতি পূতাত্মা নির্মলাদিত্যসন্নিভঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিত থাকিতে প্রথমে বিবাহ-কারিণী কনিষ্ঠা ভগিনী এবং নিজের ভ্রাতার বিবাহ স্ত্রীর সহিত বিবাহকারী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে বিবাহকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন, কুণ্ড, (সধবা স্ত্রীর উপপতিজাত সন্তান) গোলক (বিধবা স্ত্রীর উপপতিজাত সন্তান) ও পুত্রার্থীর অন্ন এবং পুরোহিতের অন্ন ভোজন করিলে পরত চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করা কর্তব্য। ৩৫-৩৬

মদ্য, আসব, বিষ, ঘৃত, লবণ ও তৈল বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণেরও চান্দ্রায়ণ ব্রত করা আবশ্যক। ৩৭

যে দ্বিজ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করে, মৃত ব্যক্তির মাংস ভোজন করে এবং তার পাত্রে ভোজন করে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করিবে। ৩৮

যে দ্বিজ উপনয়নসংস্কারহীন বালক, কন্যা ও স্ত্রীর সহিত (একপাত্রে) ভোজন করে, সে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন করিবে। ৩৯

যে দ্বিজ মোহবশতঃ নিজের উচ্ছিষ্ট অন্যকে অন্যের ভোজনে দিয়াইবা দেয় অথবা মোহবশতঃ অন্যকে নিজের উচ্ছিষ্ট প্রদান করে, সে-ও চান্দ্রায়ণ-ব্রত আচরণ করিবে। ৪০

যদি দ্বিজ ভূষা, কোশযুক্ত অন্ন, পিঁয়াজ, গাজর, হ্রস্বাক (ছাতু) ও লশুন ভোজন করে, তাহা হইলে সে চান্দ্রায়ণ-ব্রত আচরণ করিবে। ৪১

যদি ব্রাহ্মণ ঋতুমতী স্ত্রী, কুকুর অথবা চাণ্ডালকর্তৃক দূষিত অন্ন ভোজন করে, তবে সে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন করিবে। ৪২

পাণ্ডুনন্দন! পূর্বকালে ঋষিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এই ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ইহা সমস্ত প্রাণিগণের পবিত্রকারক পুণ্যস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৩

যে দ্বিজ এই পূর্বোক্ত পাপনাশক চান্দ্রায়ণ-ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে পবিত্রাত্মা ও নির্মল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[সর্ব্বহিতকারিণো ধর্ম্মস্য বর্ণনম্ বাহ্মী-ব্রতমাহাত্ম্যকথনম্, যুধিষ্ঠিরেণ শ্রীভগবতঃ স্তুতিশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বভূতপতে শ্রীমান্ সর্ব্বভূতনমস্কৃত
সর্ব্বভূতহিতং ধর্ম্মং সর্ব্বজ্ঞ বক্তুমর্হসি নঃ। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

যদ্ দরিদ্রতমস্যাপি ধর্ম্মঃ সুখকরঃ ভবেৎ।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং তচ্ছৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির। ২
একভুক্তেন বর্ত্তন্তে নরাঃ সাংবৎসরং তু যঃ
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধো ধ্রুবঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩
শুচিশ্চ স্নাতো ধ্রুবাগ্রঃ সত্যবাগনসূয়কঃ।
অর্চয়েদ্ যস্তু মাং নিত্যং মদ্ভক্তেনান্তরাত্মনা
সন্ধ্যায়োস্তু জপেন্নিত্যং মদ্গায়ত্রীং সমাহিতঃ
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়েত্যনুমাং প্রণম্য চ।
বিপ্রহস্তাসনে কৃত্বা যাবদ্ভং ভৈক্ষমেব বা। ৪
ভুক্ত্বা তু বাগ্যতো ভূত্বাচান্তস্তু বিজন্মনঃ।
নমোঽস্তু বাসুদেবায়েত্যুক্ত্বা তু চরণৌ স্পৃশেৎ। ৬
মাসে মাসে সমাপ্তে তু ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ শুচীন্
সাংবৎসরে ততঃ পূর্ণে দদ্যাৎ তু ব্রতদক্ষিণাম্। ৭
নবনীতময়ীং গাং বা তিলধেনুমথাপি বা।
বিপ্রহস্তে তু তৈস্তোয়ৈঃ সহিরণ্যৈঃ সমুক্ষিতঃ।
তস্য পুণ্যফলং রাজন্ কথ্যমানং ময়া শৃণু। ৮
মনসঃ কর্ম্মকৃতং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
তদ্ বিনশ্যতি তস্যাশু মাত্র কার্য্যা বিচারণা। ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বেষামুপবাসানাং বান্ধবঃ সুমহৎ ফলম্
যচ্চ নিঃশ্রেয়সং লোকে তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি। ১০

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু রাজন্ ময়া পূর্ব্বং যথা গীতং তু নারদে
তথা তে কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তায় যুধিষ্ঠির। ১১

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[সর্ব্বহিতকারী ধর্ম্মের বর্ণন, বাহ্মী-ব্রতের মাহাত্ম্যকথন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! তুমি সমস্ত ভূতগণের পতি, সৌম্যস্বভাবী, সকলের দ্বারা নমস্কৃত এবং সর্ব্বজ্ঞ। এখন তুমি আমাদের নিকট সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারক ধর্ম্ম বর্ণনা কর। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ধর্ম্ম দরিদ্র মানুষেরও ধর্ম্ম এবং সুখ প্রদানকারী ও সমস্ত পাপনাশী, তাহার বর্ণনা শ্রবণ কর। ২

রাজন্! যে মনুষ্য এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক সময়ে ভোজন করে, ব্রহ্মচারী থাকে, ক্রোধকে বশীভূত রাখে, নিত্য শয়ন করে, ইন্দ্রিয়গণকে পরাভূত করে, স্নান করত পবিত্র থাকে, যাহা হয় না, সত্য কথা বলে, কাহারও দোষদর্শন করে না, আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আমার পূজায় রত থাকে, উভয় সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত গায়ত্রী জপ করে, "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই কথা বলিয়া সর্ব্বদা আমাকে প্রণাম করে, প্রথমে ব্রাহ্মণকে ভোজনের আসনে বসাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবার পর স্বয়ং মৌন থাকিয়া যতদূর পারে বা ভিক্ষায় ভোজন করে, 'নমোঽস্তু বাসুদেবায়' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করে, যে প্রত্যেক মাস সমাপ্ত হইলে পর পবিত্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, এক বর্ষ পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিয়া ব্রাহ্মণকে এই ব্রতের দক্ষিণারূপে ঘৃতপূর্ণ অথবা তিলের গো প্রদান করে এবং ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে ঘৃতপূর্ণ জল লইয়া নিজের দেহে প্রক্ষালন করে, তাহার পুণ্যের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩-৮

তাহার জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যত জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে বিচার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বপ্রকার উপবাস মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহাফলদায়ক ও কল্যাণের সর্ব্বোত্তম সাধন, তাহা তুমি কৃপা করিয়া বল। ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি আমার ভক্ত। যেরূপ পূর্ব্বে আমি নারদকে বলিয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাকেও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১

যস্ত তস্যা তিথের্মূঢ়া পক্ষয়োর্যে নরাধিপ।
উপবাসব্রতং কুর্যাৎ ত্রিকালং চার্চয়েন্তু মাম্।
সর্বক্রতুফলং লব্ধা মম লোকে মহীয়তে॥ ৯
পর্বদ্বয়ে দ্বাদশ্যৌ শ্রবণঞ্চ নরাধিপ
সংপক্ষয়োস্তি বিখ্যাতা মম প্রিয়া চ বিশেষতঃ। ১০
তস্মাৎ তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠৈরত্রবৈ'নতবুদ্ধিভিঃ
উপবাসস্তু কর্তব্যো মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষতঃ। ১১
দ্বাদশ্যামেব বা কুর্যাদুপবাসমশঙ্কয়ন্
তেনাহং পরমাং প্রীতিং যাস্যামি নরপুঙ্গব। ১২
অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং মার্গশীর্ষেণ কেশবম্
উপোষ্য পূজয়েদ্ যো মাং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ। ১৩
দ্বাদশ্যাং পুষ্যমাসে তু ত্বা নারায়ণং তু মাম্।
উপোষ্য পূজয়েদ্ যো মাং বাজিমেধফলং লভেৎ। ১৪
দ্বাদশ্যাং মাঘমাসে তু মামুপোষ্য তু মাধবম্

পূজয়েদ্ যঃ সমাপ্নোতি রাজসূয়ফলং নৃপ। ১৫
দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনে মাসি গোবিন্দাখ্যামুপোষ্য মাম্।
পূজয়েদ্ যঃ সমাপ্নোতি অতিরাত্রফলং নৃপ। ১৬
দ্বাদশ্যাং মাসি চৈত্রে তু মাং বিষ্ণুং সমুপোষ্য যঃ।
পূজয়ংস্তদবাপ্নোতি পৌণ্ডরীকস্য যৎ ফলম্। ২০
দ্বাদশ্যাং মাসি বৈশাখে মধুসূদনসংজ্ঞিতম্।
উপোষ্য পূজয়েদ্ যো মাং সোঽগ্নিষ্টোমস্য পাণ্ডব॥২১
দ্বাদশ্যাং জ্যৈষ্ঠমাসে তু মামুপোষ্য ত্রিবিক্রমম্।
অর্চয়েদ্ যঃ সমাপ্নোতি সর্বাং মেধফলং নৃপ॥২২
আষাঢ়ে বামনাখ্যং মাং দ্বাদশ্যাং সমুপোষ্য যঃ।
নরমেধস্য স ফলং প্রাপ্নোতি ভরতর্ষভ। ২৩
দ্বাদশ্যাং শ্রাবণে মাসি শ্রীধরাখ্যমুপোষ্য মাম্।
পূজয়েদ্ যঃ সমাপ্নোতি পঞ্চযজ্ঞফলং নৃপ। ২৪
মাসে ভাদ্রপদে যো মাং হৃষীকেশাখ্যমর্চয়েৎ।
উপোষ্য স সমাপ্নোতি সৌত্রামণিফলং নৃপ। ২৫

নরাধিপ! যে পুরুষ আমাতে দৃঢ়া ভক্তি দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার পক্ষদ্বয়ীর দিনে ভক্তিসহকারে উপবাস করে এবং ত্রিসন্ধ্যায় আমার পূজায় নিরত থাকে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া আমার পরম ধামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১

নরনাথ! অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—এই দুই পর্ব, দুই পক্ষের দ্বাদশী তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্র—এই পাঁচ তিথি আমার পক্ষদ্বয়ী বলিয়া বিখ্যাত। এই পক্ষদ্বয়ী আমার বিশেষ প্রিয়। ১০

অতএব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আমার বিশেষ প্রিয় করিবার জন্য আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া এই পক্ষদ্বয়ীতে উপবাস করিবে। ১১

নরশ্রেষ্ঠ! যে সব পর্বে উপবাস করিতে অসমর্থ হইবে, সে কেবল দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, ইহাতেও আমার অত্যন্ত প্রীতি হয়। ১২

যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের উভয় দ্বাদশী তিথিতে দিন-রাত্রি উপবাস করিয়া 'কেশব' নামে আমার পূজা করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৩

যে পৌষ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া 'নারায়ণ' নামে আমার পূজা করে, সে বাজিমেধযজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ১৪

রাজন্! যে মাঘমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করত 'মাধব' নামে আমার পূজা করে, সেই ব্যক্তি রাজসূয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৫

নৃপ! ফাল্গুন মাসের দ্বাদশী তিথিবরে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি 'গোবিন্দ' নামে আমার অর্চনা করে, সেই ব্যক্তি অতিরাত্র যাগের ফললাভ করিয়া থাকে। ১৬

চৈত্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে ব্রতধারণপূর্বক উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি 'বিষ্ণু' নামে আমার পূজা করে, সেই ব্যক্তি পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ২০

বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া 'মধুসূদন' নামে যে আমার পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফলভাগী হয়। ২১

রাজন্! যে মানব জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বাদশী তিথিবরে উপবাস করত 'ত্রিবিক্রম' নামে আমার পূজা করে, সে গোমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আষাঢ়মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করত 'বামন' নামে যে আমার পূজা করে, সে নরমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ২৩

নৃপ! শ্রাবণ মাসের দ্বাদশী তিথিবরে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি 'শ্রীধর' নামে আমার পূজা করে, সে পঞ্চযজ্ঞের ফলভাগী হয়। ২৪

রাজন্! ভাদ্রপদ মাসে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া 'হৃষীকেশ' নামে যে আমার পূজা করে, সে সৌত্রামণি-যজ্ঞের ফললাভ হয়। ২৫

আশ্বিনস্যামলাপক্ষে পদ্মনাভমুপোষ্য যঃ
অর্চয়েদ্ যঃ সমাপ্নোতি গোসহস্রফলং নৃপ। ১৬
আশ্বিন্যাং কার্তিকে মাসি যো মাং দামোদরাহ্বয়ম্।
উপোষ্য পূজয়েদ্ ভক্ত্যা সর্বযজ্ঞফলং নৃপ। ১৭
কেবলেনোপবাসেন আশ্বিন্যাং পাণ্ডুনন্দন
যৎ ফলং পুণ্যবুদ্ধিঃ তদাপ্নোতি নরো নৃপ। ১৮
আশ্বিনেঽপ্যেবমেবং মাং গৃহীত্বা ভক্তিমান্ নরঃ।
মম সালোক্যমাপ্নোতি নাত্র কার্যা বিচারণা। ১৯
মাসে মাসে সদা ভক্ত্যা ক্রমশো যো মমর্চয়েৎ।
পূর্ণে সংবৎসরে ত্বেবং পুনঃ সংবৎসরং ত্বথ মাম্। ২০
এবং দ্বাদশবর্ষং যো ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
অবিঘ্নং চ্যবনস্যাস্য মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। ২১
অর্চয়েৎ প্রীতিমান্ যো মাং দ্বাদশ্যাং বেদসংহিতাম্।
স পূর্বোক্তফলং রাজংল্লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ২২

গন্ধং পুষ্পং ফলং তোয়ং পত্রং বা মূলমেব বা।
দ্বাদশ্যাং মম যো দদ্যাৎ তৎসমো নাস্তি মৎপ্রিয়ঃ। ২৩
এতেন বিধিনা নিত্যং যে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
ভক্তা নরশার্দূল তে বৈ লোকাঃ ধ্রুবং ধ্রুবতে। ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং ব্যাহৃতে দেবেশে কেশবে পাণ্ডুনন্দনঃ
কৃতাঞ্জলিঃ স্তোত্রবিদং তুষ্টাব বরদং হরিম্। ২৫
সর্বলোকেশ দেবেশ হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে।
সহস্রশিরসে নিত্যং সহস্রাক্ষ নমোঽস্তু তে। ২৬
ত্রয়ীময় ত্রয়ীনাথ ত্রয়ীভূত নমো নমঃ
যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞসম্ভূত যজ্ঞনাথ নমো নমঃ। ২৭
চতুর্মূর্তে চতুর্বাহো চতুর্দংষ্ট্র নমো নমঃ।
লোকাস্ত্রয়োঽকৃতাথ লোকাবাস নমো নমঃ। ২৮
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ত্রে তে নরসিংহ নমো নমঃ
ভক্তপ্রিয় নমস্তেঽস্তু কৃষ্ণ নাথ নমো নমঃ। ২৯

নৃপ! আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উপবাস করিয়া যে 'পদ্মনাভ' নামে আমার অর্চনা করে, সে এক হাজার গোদানের ফললাভ করিয়া থাকে। ১৬

রাজন্! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি 'দামোদর' নামে আমার পূজা করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফলভাগী হয়। ১৭

নৃপ! যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষে কেবল উপবাসই করে, সে পূর্বোক্ত ফলের অর্ধভাগ প্রাপ্ত হয়। ১৮

এইরূপ আশ্বিনেও যদি মানুষ ভক্তিযুক্তচিত্তে আমার পূজা করে, তাহে সে আমার সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়; ইহাতে কোনরূপ অন্যথা বিচার করিবে না। ১৯

পূর্বোক্তরূপে প্রতিমাসে অলস ত্যাগপূর্বক আমার পূজা করিতে করিতে যখন এক বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন পুনরায় দ্বিতীয় বর্ষেও আমার মাসিক পূজা আরম্ভ করিবে। ২০

এইভাবে যে আমার ভক্ত আমার আরাধনায় তৎপর থাকিয়া বার বৎসর পর্যন্ত বিনা বাধায় যদি আমার পূজা করিয়া যায়, তাহা হইলে সে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ২১

রাজন্! যে মানুষ ধার্মিক চিত্তে শ্রীভক্তিতে আমার ও বেদসংহিতার পূজা করে, তাহার পূর্বোক্ত ফললাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২২

যে ব্যক্তি ধার্মিক চিত্তে আমার জন্য ফল, পুষ্প, ফল, পত্র অথবা মূল অর্পণ করে, আমার সমান আমার প্রিয় ভক্ত আর কেহ নাই। ২৩

নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ঐরূপে সমস্ত বৈষ্ণবগণ পূর্বোক্ত বিধিতে আমার ভজনা করিয়া আমার মুখ উপভোগ করিতেছে। ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ করিলে পর বৎসপুত্র পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার এইরূপ স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২৫

হৃষীকেশ! তুমি সমস্ত লোকসমূহের ও দেবগণেরও ঈশ্বর। তোমাকে নমস্কার। সহস্র-মস্তকধারী সহস্রেশ্বর! তোমার সমস্ত মস্তক, তোমাকে নমস্কার করি। ২৬

বেদত্রয়ী তোমার স্বরূপ, তিন বেদের তুমি অধীশ্বর এবং এই বেদত্রয়ের দ্বারা তোমারই স্তুতি করা হইতেছে। তুমি যজ্ঞস্বরূপ, যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত এবং যজ্ঞের অধিপতি। তোমাকে বারংবার নমস্কার। ২৭

তুমি চারিজন ধারণকারী, চার বাহুধারী এবং চতুর্দংষ্ট্রস্বরূপ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমি বিশ্বরূপ, লোকেশ্বরগণেরও অধীশ্বর এবং সমস্ত লোকসমূহের বিশ্রামস্থান; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ২৮

নরোত্তম! তুমিই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী,

লোকত্রিয় নমস্তেঽস্তু ভক্তবৎসল তে নমঃ
মন্ত্রাবাস নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মনাথ নমো নমঃ। ৪০
কৃত্তরূপ নমস্তেঽস্তু কৃত্তকর্মরতায় তে।
পক্ষযজ্ঞ নমস্তেঽস্তু সর্বযজ্ঞ নমো নমঃ। ৪১
কৃষ্ণ প্রিয় নমস্তেঽস্তু কৃষ্ণ নাথ নমো নমঃ।
যোগিপ্রিয় নমস্তেঽস্তু যোগিনাথ নমো নমঃ। ৪২
হয়যজ্ঞ নমস্তেঽস্তু হরূপায় নমো নমঃ
পক্ষভূত নমস্তেঽস্তু পক্ষ ভূয় নমো নমঃ। ৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

ভক্তিসংযুক্তয়া বাচা স্তবতোবং যুধিষ্ঠিরে।
পূজয়িত্বা কেশবো যত্নে প্রীতাত্মা তং ন্যবারয়ৎ। ৪৪
নিবার্য চ পুনর্বাচা ভক্তিনম্রং যুধিষ্ঠিরম্।
যজ্ঞস্যেব নরশ্রেষ্ঠ বর্ধপুত্রং প্রচক্রমে। ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ।

অদ্ভুতং কিমিহ রাজন্ ত্বং স্তৌষি নরপুঙ্গব
যিষ্টঃ প্রভূ যথাপূর্বং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

ইদং কর্মসমাপ্তং যত্তদ্ব্রূহি মাধব
কৃষ্ণপক্ষেষু যাদশ্যামর্চনীয়ঃ কথং ভবেৎ। ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু রাজন্ যথা পূর্বং তব সর্বং কথয়ামি তে
পরমং কৃষ্ণযাদশ্যামর্চনায়াং ফলং মম। ৪৮
একাদশ্যামুপোষ্যাথ যাদশ্যামর্চয়েৎ তু মাম্।
বিপ্রানপি যথালাভং পূজয়েদ্ ভক্তিমান্ নরঃ। ৪৯
স গচ্ছেদ্ দক্ষিণামূর্তিং মাং বা নাত্র বিচারণা
চক্রসালোক্যমথবা গ্রহ-নক্ষত্রপূজিতঃ। ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ। ১৮

তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ভক্তজনের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ! নাথ! তোমাকে আমি বারংবার প্রণাম করি। ৩১

তুমি সমস্ত লোকের প্রিয়। তোমাকে নমস্কার। ভক্তবৎসল! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি ব্রহ্মার নিবাসস্থান ও ঊষার পরিপালক। তোমাকে আমি বারংবার প্রণাম করি। ৩০

কৃত্তরূপধারী, তোমাকে নমস্কার। কৌত্র-কর্মে নিরত তোমাকে নমস্কার। পক্ষযজ্ঞস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। সর্বযজ্ঞস্বরূপ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ৩১

প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম। নাথ! কৃষ্ণ! তোমাকে বারংবার নমস্কার। যোগিগণের প্রিয়! তোমাকে নমস্কার। যোগিনাথ! তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৩২

হয়প্রিয়! তোমাকে নমস্কার। হরূপে! তোমাকে বারংবার নমস্কার। পক্ষভূতস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। তুমি পক্ষ অবস্থানকারী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরনাথ যুধিষ্ঠির যখন ভক্তিসহকারে বাক্যে এইভাবে শ্রীভগবানের স্তব করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রীতচিত্তে ধর্মরাজের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৩৪

নরশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বাক্যের দ্বারা নিবারণ করিয়া ভক্তিনম্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! একি? তুমি ভেদজ্ঞান-বিহীন সাধারণ মানুষের ন্যায় আমার স্তুতি করিতেছ কেন? পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! তুমি স্তুতি বন্ধ করিয়া পূর্বের ন্যায় যজ্ঞ কর। ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাধব! কৃষ্ণপক্ষের যাদশী তিথিতে তোমার কিভাবে পূজা করিতে হয়? তুমি বলুন এই বিষয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৩৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! আমি পূর্বের ন্যায় তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব, তুমি শ্রবণ কর। কৃষ্ণপক্ষের যাদশীতে আমার পূজা করা উত্তম ফলদায়ক। ৩৮

একাদশীতে উপবাস করিয়া যাদশীতে আমার পূজা করা কর্তব্য। এই দিনে ভক্তিমান্ মানুষ যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণেরও পূজা করিবে। ৩৯

এইরূপ করিলে মানুষ দক্ষিণামূর্তি শিব অথবা আমাকে প্রাপ্ত হয়। অথবা সে গ্রহ-নক্ষত্রপূজিত চন্দ্রের লোক লাভ করে। ৪০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিষুবযোগে প্রহণাদিষু ও দানস্য মহিমকথনম্, অশ্বত্থস্য মাহাত্ম্যবর্ণনম্, তীর্থভূত-গুণানাং প্রশংসা, প্রায়শ্চিত্তকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

দেব কিং ফলমাখ্যাতং বিষুবেষয়নেষয়ঃ।
সূর্যেন্দুগ্রহণে চৈব যদ্ভবেন্নৃণি তৎ ফলম্ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণুষ্ব রাজন্ বিষুবে সোমার্কগ্রহণেষু চ।
ব্যতীপাতেঽয়নে চৈব দানং সাধারণং ফলম্ ॥ ২

রাজন্নয়নয়োরগ্র্যো বিষুবং সম্প্রকীর্ত্যতে
সমে রাত্রিদিনে তত্র সন্ধ্যায়াং বিষুবে নৃপ ॥ ৩

ব্রহ্মাহং শঙ্করশ্চাপি তিষ্ঠামঃ সহিতাঃ সদা।
ক্রিয়াকরণকার্য্যাণামেকীভাবস্তদাবয়োঃ ॥ ৪

অস্মাকমেকীভূতানাং নিষ্কলং পরমং পদম্
তন্মুহূর্ত্তং পরং পুণ্যং রাজন্ বিষুবসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫

তদেবাক্ষয়মব্যক্তং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতম্।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে সর্বে তু তিষ্ঠন্তি পরমে পদে ॥ ৬

দেবাস্তু সময়ো রুদ্রাঃ সিদ্ধাস্তদ্বদ্বিদো তথা
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে গন্ধর্বাঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥ ৭

সোমাদয়ো গ্রহাশ্চৈব সহিতাঃ সাগরাস্তথা।
মরুতোঽপ্সরসো নাগা যক্ষরাক্ষস-গুহ্যকাঃ ॥ ৮

এতে চান্যে চ রাজেন্দ্র বিষুবে সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
সোপবাসাঃ প্রযত্নেন ভবন্তি ধ্যানতৎপরাঃ ॥ ৯

অয়ং গায়ন্তিলান্ ভূমিং কন্যাদাসং তথৈব চ।
গৃহমাভরণং বাস্তু বাহনং শয়নং তথা ॥ ১০

যচ্চান্যদপি ময়া প্রোক্তং তৎ প্রযচ্ছ যুধিষ্ঠির।
তীর্থেষু বিষুবেষ্বেবং প্রোক্তিবেদ্যো বিশেষতঃ ॥ ১১

তস্মা দানস্য কৌন্তেয় ক্ষয়ং নৈবোপলক্ষয়ে
যদ্যদেবাক্ষয়ং পুণ্যং তত্ত্বং দানং কে তিলাস্মৃতম্ ॥ ১২

চন্দ্রসূর্য্য গ্রহে যোগ্যে যদ্ব যা অয়নস্য বা।
গায়ত্র্যাং চ বিকারে যদি তদ্দেয়ং যঃ সমস্তস্য বা ॥ ১৩

শঙ্খ তূর্য্য-ঘটৈশ্চৈব কাংস্য-ঘণ্ট ঘটৈরপি।
কায়েন তু ত্রিধা শুদ্ধা তস্য পুণ্য ফলং শৃণু ॥ ১৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

[বিষুবযোগ ও গ্রহণাদিতে দানের মহিমাকথন, অশ্বত্থের মাহাত্ম্যবর্ণন, তীর্থভূত গুণসমূহের প্রশংসা ও প্রায় শ্চিত্তকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! দেবেশ্বর! বিষুবযোগে, সূর্য্য-গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকালে দান করিলে কি ফললাভের কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! বিষুবযোগে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় ব্যতীপাতযোগে এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিবসে যে দান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

মহারাজ! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যভাগে যখন দিবা ও নিশা সমান হইবে, সেই সময় 'বিষুবযোগ' নামে অভিহিত হয়। সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমি, ব্রহ্মা ও শঙ্কর ক্রিয়া, করণ এবং কার্য্য সকলের ঐক্যের বিষয় বিচার করিবার জন্য একত্রিত হই। ৩-৪

রাজন্! যে মুহূর্ত্তে আমাদের একত্রে সন্নিপতন হয়; তাহা ফলাধিক্যে পরম পদ। এই মুহূর্ত্ত পরমপবিত্র এবং বিষুবসংজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ৫

ইহাকে অক্ষয় ব্রহ্ম ও পরমপদও বলে। এই মুহূর্ত্তে সকলেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। ৬

রাজেন্দ্র! দেবতা, ঋষি, রুদ্র ও সিদ্ধপুরুষগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবতারা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও সোমাদিগ্রহগণ, নদী ও সমুদ্রসকল, মরুৎ, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকেরা—এই সব ও অন্য দেবতারাও বিষুবযোগে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক উপবাস করে এবং বিশেষ যত্নসহকারে পরমাত্মার ধ্যানে আসক্ত থাকে। ৭-৯

যুধিষ্ঠির! সেইজন্য তুমি অশ্ব, গো, তিল, ভূমি, কন্যা, গৃহ বিভূষিতস্থান, বাস, বাহন, শয্যা ও আরও যে সব বস্তু দান-যোগ্য বলিয়া আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে সমস্তই বিষুবযোগে দান কর। ১০।

কুন্তীনন্দন! যে দান বিষুবযোগে বিশেষতঃ জ্যোতির ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, সেই দান প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে হইতে কোটিগুণ হইয়া যায়। ১১-১২

আকাশে যখন চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্য্যগ্রহণ হয়, সেই সময় যে আদ্যার অথবা সমুদ্রের পূজা করিতে করিতে আদ্যার বা সমুদ্রের গায়ত্রী জপ করে এবং ভক্তি সহকারে শঙ্খ, তূর্য্য, কাঁসর ও ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাদের স্তুতি করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ১৩-১৪

গান্ধর্বৈর্গীয়তে সোম্য তবৈতৎ কৃষ্ণবাসসি: ।
দুর্বলোঽপি ভবেদ্ রাহুঃ সোমশ্চ বলবান্ ভবেৎ ॥১৪
সূর্যেন্দূপরাগে চৈব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদীয়তে ।
তৎ সহস্রগুণং কৃত্বা দাতারমুপতিষ্ঠতি ॥ ১৬
মহাপাতকদুষ্কৃতোঽপি যদপি স্যান্নরোত্তমঃ ।
নিষ্পাপস্তৎক্ষণাদেব তেন দানেন জায়তে ॥ ১৭
চন্দ্র-সূর্যৌ একাগ্রেণ বিমানেন বিরাজতঃ ।
যাতি সোমপুরং রম্যং সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ১৮
যাবদ্ভূতানি তিষ্ঠন্তি গগনে শশিনা সহ
তাবৎ কালং স রাজেন্দ্র সোমলোকে মহীয়তে ॥ ১৯
ততশ্চাপি চ্যুতঃ কালাদিহ লোকে মুধিষ্ঠির ।
বেদবেদাঙ্গবিদ্ বিপ্রঃ কে.টীনপতির্ভবেৎ ॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবান্তব গায়ত্রী জপ্তব্যে যে কথং দ্বিজৈ
কিং বা তত্র ফলং দেব মমাচক্ষ্ব সুরেশ্বর ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ ।

স্নানস্যান্তে বিধুবে চৈব চন্দ্রসূর্যগ্রহে তথা ।
অয়নে শ্রবণে চৈব দ্বাভ্যাপাতে তথৈব চ ॥ ২২
অশ্বত্থদর্শনে চৈব তথা বহুদর্শনেঽপি চ ।
জপ্যা তু বল গায়ত্রী চাষ্টবার্ষাক্ষরা নৃপ: ॥
অগ্নিরং দুষ্কৃতং তস্য নাশয়েন্নাত্র সংশয়: ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অশ্বত্থদর্শনং চৈব কিং বহুদর্শনমপি চ
এতৎ কথয় মে দেব পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৪

শ্রীভগবানুবাচ

অহমশ্বত্থরূপেণ পালয়ামি জগত্ত্রয়ম্
অশ্বত্থো ন স্থিতো যত্র নাহং তত্র প্রতিষ্ঠিত: ॥২৭
যস্যাহং সংস্থিতো রাজন্নশ্বত্থশ্চাপি তিষ্ঠতি
যত্নেনার্চয়েদ্ ভক্ত্যা স মাং সাক্ষাৎ সমর্চতি ॥ ২৬
যত্নেনা প্রহরেৎ লোষ্ট্রাম্মেব প্রহরেৎ তু সঃ ।
তস্মাৎ প্রদক্ষিণং কুর্যাৎ ত্রিপ্যাসেনমবশ্যম্ ॥ ২৭
ব্রতস্য পারণং তীর্থমার্জবং তীর্থমুচ্যতে
দেবস্নপ্রবণং তীর্থং গুরুস্নপ্রবণং তথা ॥ ২৮

আমার নমুখ শীত, রোম ও জল করিলে এবং আমার উত্তম নামসমূহ কীর্তন করিলে রাহু দুর্বল ও চন্দ্র বলবান্ হয় ॥ ১৫

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে ব্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যে দান করা হয়, তাহা দাতার জন্য হইয়া দাতার নিকট উপস্থিত হয় ॥ ১৬

মানুষ যদি মহাপাতকীও হয়, তাহা হইলে সেই দানে তৎক্ষণাৎ পাপরহিত হইয়া পুণ্যলোকেই যায় ॥ ১৭

সেই মানুষ চন্দ্র ও সূর্যের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া সুন্দর বিমানে উপবেশন করত রমণীয় চন্দ্রলোকে গমন করে এবং সেখানে অপ্সরোগণ তাহার সেবা করে ॥ ১৮

রাজেন্দ্র! যতক্ষণ আকাশে চন্দ্রের সহিত তারাসকল বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রলোকে সে সম্মানের সহিত বাস করে ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! তাহার পর সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করত এ সংসারে সে বেদ-বেদাঙ্গপারগামী বিদ্বান্ ও কোটিপতি ব্রাহ্মণ হয় ॥ ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! বিপ্রো! তোমার গায়ত্রী জপ কিভাবে করিতে হয়? দেবদেবেশ্বর! তাহার কি ফল লাভ হয়? ইহা তুমি কৃপা করিয়া বল ॥ ২১

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! স্নানের অন্তে, বিষুবসংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কালে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভের দিনে, শ্রবণা নক্ষত্রে এবং দ্বাভ্যাপাতযোগে, অশ্বত্থবৃক্ষ বা আমার দর্শন হইলে পর আমার গায়ত্রী অথবা অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপ করা কর্তব্য। এরূপ করিলে মানুষের পূর্বকৃত পাপ নিঃসন্দেহে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২২-২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেব! এখন এই কথা বল যে, অশ্বত্থবৃক্ষের দর্শন এবং তোমার দর্শন সমান কিভাবে হইয়াছে? ইহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে ॥ ২৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! আমিই অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া ত্রিভুবন পালন করি। যেখানে অশ্বত্থবৃক্ষ নাই, সে স্থানে আমি বাস করি না ॥ ২৫

রাজন্! যেখানে আমি বাস করি, সেখানে অশ্বত্থও থাকে। যে মানুষ ভক্তিভাবে অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা করে, সে সাক্ষাৎ আমারই পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬

যে ক্রোধ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষে প্রহার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই প্রহার করিয়া থাকে, সেইজন্য অশ্বত্থবৃক্ষকে সদা প্রদক্ষিণ করিতে হয়, তাহাকে ছেদন করা উচিত নয় ॥ ২৭

পিতৃণাং প্রথমং তীর্থং মাতৃণাং প্রথমং তথা
দারাণাং তোষণং তীর্থং সার্দ্ধিস্যাং তীর্থমুচ্যতে ॥ ২৯

আগ্নিহোত্রং পরং তীর্থং ব্রহ্মতীর্থং সনাতনম্।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং ত্রেতাগ্নিতীর্থমুচ্যতে ॥ ৩০

মূলং ধর্ম্মং তু বিজ্ঞায় মনস্তত্রাবধারয়েৎ।
সপ্ত তীর্থানি তৌলেয় ধর্ম্মো ধর্ম্মেণ বর্দ্ধতে ॥ ৩১

ত্রিবিধং তীর্থমিত্যাহুঃ স্থাবরং জঙ্গমং তথা
স্থাবরং জঙ্গমং তীর্থং ততো জ্ঞানপরিগ্রহঃ ॥ ৩২

কর্ষণাপি বিতুদনা পুরুষস্যেহ ভারত।
হৃদয়ে সর্বতীর্থানি তীর্থভূতঃ স উচ্যতে ॥ ৩৩

গুরুতীর্থং পরং জ্ঞানমতস্তীর্থং ন বিদ্যতে।
জ্ঞানতীর্থং পরং তীর্থং ব্রহ্মতীর্থং সনাতনম্ ॥ ৩৪

ক্ষমা তু পরমং তীর্থং সর্বতীর্থেষু ভারত।
ক্ষমাবতামিহ লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্ ॥ ৩৫

মানিতোঽমানিতো বাপি পূজিতোঽপূজিতোঽপি বা।
অকৃষ্টস্তুষ্টিতো বাপি ক্ষমাবাংস্তীর্থমুচ্যতে ॥ ৩৬

ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা দানং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা দমঃ।
ক্ষমা হিংসা ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৩৭

ক্ষমা দয়া ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষময়ৈব ধৃতং জগৎ।
ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো দেবঃ ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো মহঃ ॥ ৩৮

ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং ক্ষমাবানাপ্নুয়াদ্ যশঃ।
ক্ষমাবান্ প্রাপ্নুয়াৎ মোক্ষং
তস্মাৎ সাধুঃ স উচ্যতে ॥ ৩৯

আত্মা নদী ভারত পুণ্যতীর্থ-
আত্মা তীর্থং সর্বতীর্থপ্রবাহম্।
আত্মা যজ্ঞঃ সততং মন্যতে বৈ
স্বর্গো মোক্ষঃ সর্বমাত্মস্বভীনম্ ॥ ৪০

আচারনৈর্মল্যমুপাগতেন
সত্য-ক্ষমা-শিক্ষল-শীতলেন।
জ্ঞানাম্বুনা স্নাতি যো নিত্যমেবং
কিং তস্য তূষ্যঃ সলিলেন তীর্থম্ ॥ ৪১

ব্রতের পালন, সরলতা, দেবতাগণের সেবা ও গুরুশুশ্রূষা—এই সমস্তকে তীর্থ বলা হয়। ২৮

মাতা-পিতার সেবা, স্ত্রীগণকে সন্তুষ্ট রাখা এবং গৃহস্থ ধর্মের পালন করা—এই সমস্তকে সার্দ্ধিস্যা তীর্থ বলা হয়। ২৯

অগ্নিহোত্র-সেবায় নিরত থাকা পরমতীর্থ। বেদের অধ্যয়ন সনাতন-তীর্থ। ব্রহ্মচর্য্য পালন করা পরম তীর্থ। আবসথ্যাদি ত্রিবিধ অগ্নিকেও তীর্থ বলা হয়। ৩০

কৃতী-পুত্র! এই সমস্ত মূল 'ধর্ম' ইহা জানিয়া এই সমস্তে মনোনিবেশ করা এবং তীর্থসমূহে গমন করা। কারণ, ধর্ম পালন করিলে ধর্ম বর্দ্ধিত হয়। ৩১

স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুই প্রকার তীর্থ কথিত হইয়াছে। স্থাবর-তীর্থ হইতে জঙ্গম-তীর্থ শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা হইতে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। ৩২

ভারত! ইহলোকে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে বিরত মানুষের হৃদয়ে সমস্ত তীর্থ বাস করে; সেইজন্য উহা তীর্থস্বরূপ কথিত হয়। ৩৩

গুরুরূপী তীর্থ হইতে পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয়। সেইজন্য তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তীর্থ নাই। জ্ঞানতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ব্রহ্মতীর্থ সনাতন। ৩৪

পাণ্ডু-পুত্র! সমস্ত তীর্থের মধ্যেও ক্ষমা সর্বাপেক্ষা পরম তীর্থ। ক্ষমাশীল মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোকের সুখলাভ হয়। ৩৫

কেহ সম্মান করুক বা অসম্মান করুক, পূজা করুক বা তিরস্কার করুক, আক্রোশভরে তর্জন করুক বা তর্জন করুক, এই সব পরিস্থিতিতেই যে ক্ষমাশীল হইয়া থাকে, তাহাকে তীর্থ বলে। ৩৬

ক্ষমাই যজ্ঞ, দান, ক্ষমা, যজ্ঞ দম ও (মনোনিগ্রহ)। অহিংসা, ধর্ম ও ইন্দ্রিয় সংযম ক্ষমারই স্বরূপ। ৩৭

ক্ষমাই যজ্ঞ। ক্ষমার দ্বারাই সম্পূর্ণ জগৎ স্থিতিশীল হইয়াছে, অতএব যে ব্রাহ্মণ ক্ষমাবান্, তাঁহাকে দেবতা বলা হয় এবং তিনি মহাপ্রভু। ৩৮

ক্ষমাশীল মানুষ স্বর্গ, যশ ও মোক্ষলাভ করে; সেইজন্য ক্ষমাবান্ মানুষকে সাধু বলা হয়। ৩৯

রাজন্! আত্মারূপ নদী পরম পাবনতীর্থ, ইহা সর্বতীর্থ ময়। আত্মাকে সর্বদা যজ্ঞরূপে মানা হয়। স্বর্গ ও মোক্ষ সব কিছুই আত্মারই অধীন। ৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ সর্বপাপঘ্নং প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্
ব্রূহি কৃত্স্নস্য লোকস্য যেন যাং যন্তু মর্হসি ॥ ৯১

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তেঽহমিদং বক্ষ্যে ধর্মগুহ্যং পুরাতনম্ ;
অবাপ্নিকাপাপহরং প্রায়শ্চিত্তং শ্রবীমি তে ॥ ৯২

পাবনং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা হৃদয়েনাপ্লুতাত্মনা ;
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়েত্যভিবাদনমাচরেৎ ॥ ৯৩

প্রবক্ষ্যামঃ যঃ কুর্যাৎ পুনরষ্টাক্ষরেণ তু
তেন তুষ্টেন বিপ্রেণ তৎপাপং ক্ষপয়ামাহম্ ॥ ৯৪

যত্র কৃষ্ণাং বরাহেণ মৃত্তিকাং খিরসা বহন্ ।
প্রাণায়ামস্ততঃ কৃত্বা নত্বঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৫

দক্ষিণাবর্তশঙ্খাদ্বা কপিলাসৃক্সতোঽপি বা ।
প্রাক্‌স্রোতসং নদীং গত্বা স্নানাচ্ছতগুণং ভবেৎ ॥ ৯৬

সলিলেন তু যঃ স্নায়াৎ সকৃদেব রবিগ্রহে ।
তস্য যৎ সঞ্চিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৯৭

পিবেৎ তু পঞ্চগব্যং যঃ পৌর্ণমাস্যামুপোষিতঃ
তস্য নশ্যতি যৎ পাপং যৎ পাপং পূর্বসঞ্চিতম্ ॥ ৯৮

তথৈব ব্রহ্মকূর্চং তু সংস্রাবং তু পৃথক্ পৃথক্ ।
যদি যদি পিবেদ্ যস্তু তস্য পাপং প্রণশ্যতি ॥ ৯৯

পাত্রঞ্চ ব্রহ্মকূর্চস্য শৃণু তত্র চ ভারত ।
পলাশং পদ্মপত্রঞ্চ তাম্রং বাথ হিরণ্ময়ম্ ॥

সাদরিত্বা তু গৃহ্ণীয়াৎ তৎ তু পাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ১০১

গায়ত্র্যা গৃহ্যতে মূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধি ক্রাব্ণে তি বৈ দধি ॥ ১০২

তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্ ।
আপো হিষ্ঠেত্যুচা গৃহ্য যচ্চূর্ণং যবযাবিধি ॥ ১০৩

ব্রহ্মণে চ যথা দত্ত্বা সমিদ্ধে চ হুতাশনে ।
আলোচ্য প্রণবেনৈব নির্গম্য প্রণবেন তু ॥ ১০৪

যে ব্যক্তি সংস্কারলোপের দ্বারা অত্যন্ত নিধন হইয়া গিয়াছে এবং সন্ধ্যা ও জপের দ্বারা যাহার মধ্যে অশুদ্ধতার আধিক্য আসিয়াছে,—এরূপ ভ্রূণ-হত্যা জনে নিষ্কৃতির অধিকারী মানুষের কোন অপূর্ব তীর্থে কি আবশ্যকতা আছে ? ৯১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ! আমি তোমার ভক্ত। এখন তুমি এরূপ কোনও প্রায়শ্চিত্তের কথা বল, যাহা করিতে সহজ এবং সমস্ত পাপকেও নাশ করে। ৯২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্ আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। ইহা অবাধিক ও পাপ-কর্মকারী মনুষ্যগণকে শুনাইবার যোগ্য নহে। ৯৩

কোন পবিত্র ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিলে সহসা আদরে স্মরণ করিতে করিতে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' এই কথা বলিয়া ভগবদ্বুদ্ধিতে তাহাকে প্রণাম করিবে। ৯৪

ইহার পর অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণ দেবকে প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হন এবং সেই প্রণামকারী মানুষের পাপ আমি নাশ করি। ৯৫

যেখানে বরাহ কর্তৃক মৃত্তিকা উৎপাটিত হইয়াছে, সেখানের মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করত মানুষ যদি সত্য প্রাণায়াম করে, তবে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৯৬

যে মানুষ সূর্যগ্রহণের সময় পূর্ববাহিনী নদীর তীরে যাইয়া আমার মন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের জলের দ্বারা এবং কপিলাদেবের মুখ হইতে নির্গত জলের দ্বারা একবারও স্নান করে, তাহার সমস্ত সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ৯৭-৯৮

যে মানুষ পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করত পঞ্চগব্য পান করে তাহারও পূর্বসঞ্চিত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ৯৯

এইভাবে যে ব্যক্তি প্রতিবারে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র পাঠ করত সংগৃহীত ব্রহ্মকূর্চ পান করে, তাহারও সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ১০০

হে ভারত ! এখন আমি ব্রহ্মকূর্চ ও তাহার পাত্রের বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। পলাশ বা কমলের পাত্রে অথবা তাম্র বা স্বর্ণনির্মিত পাত্রে ব্রহ্মকূর্চ রাখিয়া পান করিতে হয়। ইহাই তাহার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১০১

(ব্রহ্মকূর্চের বিধি এইরূপ—) গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করত গোমূত্র 'গন্ধদ্বারাং' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গোময় (গোবর), 'আপ্যায়স্ব' এই মন্ত্রে গোদুগ্ধ, 'দধি ক্রাব্ণ' এই মন্ত্রে দধি, 'তেজোঽসি শুক্রম্' এই মন্ত্রে ঘৃত, 'দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রে কুশের জল এবং 'আপো হিষ্ঠা' এই মন্ত্রে যবের চূর্ণ (আটা) লইয়া সব বস্তু একত্রে মিশ্রিত করিবে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে ব্রহ্মার উদ্দেশে বিধি অনুসারে

উদ্‌গৃহ্য প্রণবেনৈব পিবেৎ তু প্রণবেন তু ।
মহতাপি ন পাপেন স যুজ্যেতাম্ভসা যুতঃ ॥ ৫৫
ওমগ্নে ন ইতি যঃ পাদং পঠেদৃক্সংহিতাং তথা
অন্তর্জলে যজ্ঞাধিকো ভবেত্তস্য পাপং প্রণশ্যতি ॥ ৫৬

যে সমস্ত প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ আলোড়ন এবং মন্থন করিবে। ৫২-৫৪

তারপর প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা পাত্র হইতে নিঃসারিত করিয়া তলে প্রণব করিবে এবং প্রণব পাঠ করিতে করিতেই তাহা পান করিবে। এইরূপে মন্ত্রপূর্ত পান করিলে পর মানুষ মহাপাপ হইতেও সেইভাবে মুক্ত হইয়া যায়, যেরূপ পর্ণ নিজের খোলস হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। ৫৫

যে সমস্ত জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া অথবা সূর্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 'ওমগ্ন নঃ' এই ঋক্ মন্ত্রের এক চরণ কিংবা ঋক্ সংহিতা পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ৫৬

যে ব্যক্তি আহারে চিত্ত স্থাপিত করিয়া প্রতিদিন আমার সূক্ত (পুরুষ-সূক্ত) পাঠ করে, সেই ব্যক্তি জল হইতে নির্লিপ্ত-ভাবে স্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় কখনও পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না। ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

শ্রীবরদরাজ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[উত্তমাধম-ব্রাহ্মণানাং লক্ষণকথনম্, তদ্ভক্তস্য, গোঃ, অশ্বত্থস্য চ মহিমবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কীদৃশা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যা ভবেত্তদ্ভাঃ সুরেশ্বর ।
যৎকর্ম সফলং নোক্তং কথয়স্ব মমানঘ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু পাণ্ডব তৎ সর্বং ব্রাহ্মণানাং যথাক্রমম্ ।
সফলং নিষ্ফলং চৈব যেষাং কর্ম ব্রবীমি তে ॥ ২
ত্রিগুণধারণং মৌঞ্জ্যা জটাধারণমুত্তমম্ ।
বল্কলাজিনসংবাসো ব্রহ্মচর্যাভিষেচনম্ ॥ ৩
অগ্নিহোত্রং গুরোর্বাসঃ স্বাধ্যায়ঃ সায়সংক্রিয়া
সর্বাণ্যেতানি বৈ মিথ্যা যদি ভাবো ন নির্মলঃ ॥ ৪
ক্ষান্তা দান্তা জিতক্রোধা জিতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
তমগ্র্যং ব্রাহ্মণং মন্যে যেষাং শূদ্রা ইতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ৫
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্ ।
উপবাসরতান্ দান্তান্তান্ দেবা ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ৬

বিংশ অধ্যায়

[উত্তম ও অধম ব্রাহ্মণগণের লক্ষণ কথন, ভক্ত, গো ও অশ্বত্থের মহিমা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন,—অমরনাথ দেবেশ্বর! যাঁহাদের ভাব শুদ্ধ, সেই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ কিরূপ? ব্রাহ্মণের নিজ কর্মে সফলতা বা পাইবার কারণ কি? ইহা আমার নিকট বলুন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! ব্রাহ্মণগণের কর্ম কিভাবে সফল ও নিষ্ফল হয়, তাহা ক্রমানুসারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

যদি হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ না হয়, তবে ত্রিগুণধারণ, মৌঞ্জীবন্ধন, জটাধারণ, বল্কলমৃগচর্ম পরিধান, ব্রত ও অভিষেক কার্য নিষ্ফল, আহুতি আহুতি প্রদান, গুরুর বস্ত্রপরিধান, স্বাধ্যায়ে নিরত থাকা এবং নিজের গ্রীষ্ম সংস্কার করা—এ সমস্ত কর্মই বৃথা হইয়া যায়। ৩-৪

যিনি ক্ষমাশীল, দম-পালনকারী, ক্রোধজয়ী, মনোজয়ী ও ইন্দ্রিয়জয়ী, তাঁহাদেরই আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। ইহার অতিরিক্ত যে সব ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা শূদ্র (শূদ্রকর্মা) বলিয়া অভিহিত হয়। ৫

যাঁহারা অগ্নিহোত্র, ব্রত ও স্বাধ্যায়ে নিরত, পবিত্র, উপবাস-পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদিগকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন। যেমন জাতির দ্বারা কাহারও পূজা করা হয় না, উহার তদ্রূপ কর্মানুসারেই হয়। ৬

ন জাতা পূজিতো য ত্ন্ গুণাঃ কল্যাণকারণাঃ।
মনঃশৌচং ক্রমশৌচং কুলশৌচঞ্চ ভারত।
শরীরশৌচং বাক্‌শৌচং শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥৭
পঞ্চস্বেতেষু শৌচেষু শুদ্ধি শৌচং বিশিষ্যতে
স্নানেনা চ শৌচেন স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৮
অগ্নিহোত্রপরিত্যক্তঃ প্রসক্তঃ ক্রয়বিক্রয়ৈঃ
বর্ণসঙ্করকর্তা চ ব্রাহ্মণো বৃষলৈঃ সমঃ ॥ ৯
যস্য বেদশ্রুতিনষ্টা কর্মভ্রষ্টাপি যো দ্বিজঃ
বিকর্মসেবী কৌন্তেয় স বৈ বৃষল উচ্যতে ॥ ১০
বৃষো হি ধর্মো বিজ্ঞেয়স্তস্য যঃ কুরুতে লয়ম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবা নিকৃষ্টং শ্বপচাদপি ॥১১
স্তুতিভির্যস্তুতীর্যাভির্যঃ শূদ্রং স্তৌতি মানবঃ।
ন তু মাং স্তৌতি পাপাত্মা স তু চণ্ডালতঃ সমঃ ॥ ১২
ধাতৃকো তু যথা ক্ষীরং ব্রহ্ম বৈ বৃষলে তথা।
দুষ্টভাবেতি তৎ সর্বং শুনা লীঢ়ং হবির্যথা ॥ ১৩
অজ্ঞানি বেদাক্ষরাণো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥ ১৪
যানুক্তানি মযা সমাক্ বিদ্যাস্থানানি ভারত।
উৎপন্নানি পবিত্রাণি ভুবনার্থং তথৈব চ ॥ ১৫
তস্মাৎ তানি ন শূদ্রস্য স্পৃষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্বঞ্চ শূদ্রসংস্পৃষ্টমপবিত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
লোকে স্ত্রীণামপবিত্রাণি পঞ্চাশ্যেষানি ভারত।
যা চ শূদ্রঃ স্বপাকশ্চ অপবিত্রাণি পাণ্ডব ॥ ১৭
গায়কঃ কুকুটো যূপো হ্যাদক্যা বৃষলীপতিঃ।
পঞ্চৈতে স্ত্রাশ্যেষাস্তু স্প্রষ্টব্যা ন কদাচন।
স্পৃষ্ট্বৈতানষ্ট বৈ বিপ্রঃ সচৈলো জলমাবিশেৎ ॥ ১৮
মদ্ভক্তান্ শূদ্রসামান্যাদবমন্যন্তি যে নরাঃ।
নরকেষেব তিষ্ঠন্তি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ১৯
চণ্ডালমপি মদ্ভক্তং মানয়ন্তেহ বুদ্ধিমান্।
অবমানাৎ পতন্ত্যেব নরকে রৌরবে নরাঃ ॥ ২০
মম ভক্তস্য ভক্তেষু প্রীতিরত্যধিকা মম।
তস্মাদ্ভক্তভক্তাশ্চ পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ২১

ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং ইতিহাস—এই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যা। ১৪

যে সমস্ত বিদ্যা আমি বিশদরূপে বলিলাম, ইহারা তিন লোকের কল্যাণের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব শূদ্রের এই সমস্ত বিদ্যা স্পর্শ করা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির! শূদ্রের সম্পর্কে ত্রিভুবনের সকল বস্তুই অপবিত্র হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৫-১৬

ভারত! এ-সংসারে তিন অপবিত্র ও পাঁচ অপেয় কথিত আছে। পাণ্ডুনন্দন! কুক্কুর, শূকর ও শবাদ (চণ্ডাল)—এই তিন অপবিত্র। ১৭

অশ্লীল গায়ক, কুক্কুট, পশুবধ করিবার যজ্ঞ-যূপ, রজস্বলা স্ত্রী ও বৃষল জাতির স্ত্রীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দ্বিজ—এই পাঁচ অপেয়; ইহাদের কখনও স্পর্শ করা উচিত নয়। যদি ব্রাহ্মণ এই আট অপবিত্র ও অপেয়ের মধ্যে কাহাকেও স্পর্শ করে, তাহা হইলে বস্ত্রসহ জলে প্রবেশ করত স্নান করিবে। ১৮

যে সব মানুষ আমার ভক্তগণকে শূদ্র জাতিতে অন্তর্ভুক্ত করায় অপমান করে, সেই সব নরাধমগণ কোটি বৎসরকাল পর্যন্ত নানাবিধ নরকে বাস করে। ১৯

অতএব চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে বুদ্ধিমান্ মানুষ তাহাকে অপমান করিবে না। অপমান করিলে মানুষগণ রৌরব নরকে পতিত হয়। ২০

যে মানুষ আমার ভক্তগণের ভক্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি

কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ যত্রি সংজায়তেঽনঘাঃ
ঊর্দ্ধমেব গতিং বিদ্ধি কিং পুনর্ভ্রাহ্মিণাং নৃণাম্ ॥ ২২
পত্রং যো মে প্রযচ্ছতি পুষ্পং ফলং তোয়ং এব বা।
দদাতি মম সূক্তো যশ্চিরস্য তান্নয়ামি তৎ ॥ ২৩
যেনোক্তেনৈব মার্গেণ সর্বভূতস্থমীদৃশম্
মামর্চয়ন্তি যে বিপ্রা মৎসাযুজ্যং ব্রজন্তি তে ॥২৪
মন্ত্রজ্ঞানাং দ্বিজাতীনাং প্রাদুর্ভাবঃ কৃতো ময়া।
প্রাদুর্ভাবকৃতা কাচিদ্‌ভক্তিরীদৃগ্ যুধিষ্ঠির ॥ ২৫
আসামনাত্মনাং মূর্তিং যো মন্ত্রজ্ঞো ন সংস্তবেৎ।
তেনৈব পরিতুষ্টোঽহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
মুদা চ মণিরত্নৈশ্চ তাম্রেণ রজতেন চ
মৃদা প্রতিকৃতিং কৃত্বা চর্চয়েৎ কাঞ্চনেন বা
পুণ্যাং দশগুণং বিদ্যাদেতেষামুত্তরোত্তরম্ ॥ ২৭
জয়কামো ভবেদ্ রাজা বিদ্যাকামো দ্বিজোত্তমঃ
বৈশ্যো বা ধনকামস্তু সূক্তঃ সুফলপ্রিয়ঃ
সর্বকামাঃ স্ত্রিয়ো বাপি সর্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশানাং তু সূক্তানাং নামধ্যেয়ানি চার্চনম্
ঔৎপত্তিকঞ্চ ভগবন্ তত্ত্বে ব্রূহি সুরেশ্বর ॥ ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

অব্রবীন্নারদস্তুষ্টো মহ্যং সূক্তেন চার্চনম্
তাং তথৈবাদ্য রাজেন্দ্র যথাবদ্‌বিদ্ধি তত্ত্বতঃ ॥ ৩০
নমস্যঃ সততং চাপি গাবো বিপ্রাস্তথৈব চ।
অথাত্মযাজনরূপাঃ হি ব্রহ্মণেভ্যস্ত যুধিষ্ঠির ॥ ৩১
এতদ্ব্রবীম্যহং হি মন্ত্রজ্ঞো নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
অবমন্তা ব্রাহ্মণানাং নরো নরকমৃচ্ছতি হি
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন ব্রহ্মণ্যেষু ভবেন্নরঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

আমার বিশেষ স্নেহ থাকে, সেইজন্য আমার ভক্তগণের ভক্তদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করা কর্তব্য। ২১

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত কীট, পক্ষী ও পশুরাও ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া জানিও; সেস্থলে জ্ঞানী মনুষ্যগণের কথা আর কি বলিবার আছে? ২২

আমার ভক্ত সূক্তও যদি পত্র, পুষ্প, ফল ও জলই অর্পণ করে, তাহা হইলে আমি তাহা নিজ হস্তে ধারণ করি। ২৩

যে সব ব্রাহ্মণ সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর আমার যেসোক্ত রীতিতে পূজা করে, তাহারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ২৪

যুধিষ্ঠির! আমি নিজ ভক্তগণের হিত করিবার জন্যই অবতার গ্রহণ করি; অতএব আমার প্রত্যেক অবতার-বিগ্রহকে পূজা করা উচিত। ২৫

যে মানুষ আমার অবতার-বিগ্রহের মধ্যে কোনও একেরও ভক্তিভাবে আরাধনা করে, তাহার উপর আমি নিঃসংশয়ে প্রসন্ন হই। ২৬

মৃত্তিকা, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ অথবা মণি ও রত্নসমূহের দ্বারা আমার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহার পূজা করা কর্তব্য। এই সব মূর্তির মধ্যে পর পর মূর্তির পূজাতে দশগুণ অধিক পুণ্য হয় বলিয়া জানিও। ২৭

যদি কোন ব্রাহ্মণ বিদ্যা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয়লাভ, বৈশ্য ধন, শূদ্র সুফলপ্রদ ফল এবং স্ত্রীগণ সর্বপ্রকার বস্তু কামনা করে, তবে তাহারা আমার আরাধনায় নিজ নিজ সমস্ত মনোরথ লাভ করিতে পারে। ২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন, —দেবেশ্বর! তুমি বিভিন্ন সূক্তগণের পূজা গ্রহণ কর না? কোন্ কার্যে তোমার উদ্বেগ হয়? তাহা তুমি আমার নিকট বল। ২৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! যে ব্রত পালন করে না এবং আমার ভক্ত নয়, সেই সূক্তের পূজাকে আমি সুরেরও যাগপাতকারী চণ্ডালের কৃত বলিয়া মনে করত তাহা পরিত্যাগ করি। ৩০

যুধিষ্ঠির! গো, ব্রাহ্মণ ও অশ্বত্থ বৃক্ষ—এই তিন দেবস্বরূপ। এই তিনটিকে আমার ও সকলের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। অতএব আমার ভক্তগণ কখনও এই তিনের অপমান করিবে না। ৩১

পাণ্ডুনন্দন! আমার স্বরূপ স্বভাবের অশ্বত্থ, ব্রাহ্মণ ও গো—এই তিনটি সকল জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকে, সেইজন্য তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই তিনের পূজা কর। ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোপদেশস্যোপসংহারঃ, তস্য দ্বারকাগমনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেশান্তরগতে বিপ্রে সংযুক্তে কালধর্মণা।
শরীরনাশে সম্প্রাপ্তে কথং প্রেতক্রিয়া ভবেৎ। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রেতক্রিয়াবিধানেন তথাভূতস্য সংস্কৃতিঃ।
পালাশদণ্ডৈঃ প্রতিমা কর্ত্তব্যা কল্পচোদিতা। ২
ত্রীণি ষষ্টিশতান্যাহুরঙ্গুলীনাং যুধিষ্ঠির
তেষাং বিকল্পনা কার্য্যা যথাশাস্ত্রং বিনিশ্চিতম্। ৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

বিশেষতীর্থং সর্বেষামশক্তানামনুগ্রহাৎ।
তত্তানাং তারণার্থং তু বক্তুমর্হসি বর্ষভঃ। ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পাবনং সর্বতীর্থানাং সত্যং গায়ন্তি সাধবঃ।
সত্যাসা বচনং তীর্থমহিংসা তীর্থমুচ্যতে। ৫
তপস্তীর্থং দয়া তীর্থং শৌচং তীর্থং যুধিষ্ঠির
অব্রহ্মচর্য্যতীর্থং মায়া তীর্থং পতিব্রতা। ৬
সন্তোষো ব্রাহ্মণস্তীর্থং জ্ঞানং বা তীর্থমুচ্যতে।
মন্ত্রতন্ত্রঃ সততা তীর্থং শত্রুস্য বিশেষতঃ ৭
যজ্ঞস্তীর্থমিত্যেবং বিদ্বাংসস্তীর্থমুচ্যতে।
প্রণবঃ পুরুষস্তীর্থমিত্যপি তীর্থমুচ্যতে। ৮
ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্ বিরূপিণ্যো ন বিদ্যেতে কুতশ্চন।
ন দিবা যদি বা রাত্রাবুদ্বেগঃ সূত্রসঙ্গবাৎ। ৯
ন তয়ং দেব-দৈত্যেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চৈব মে নৃপ।
সূত্রবক্ত্রাচ্ছ্রুতা ব্রহ্ম তয়ং তু মম সর্বদা। ১০
তস্মাৎ সত্রপরং সূত্রং মন্নামানি ন কীর্ত্তয়েৎ।
প্রণবং হি পরং লোকে ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো বিদুঃ। ১১

একবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের উপসংহার এবং তাঁহার দ্বারকা গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! যদি কোনও ব্রাহ্মণ অন্য দেশে গমন করেন এবং সেখানে কালের প্রেরণায় তাঁহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার প্রেতক্রিয়া (অন্ত্যেষ্টি সংস্কার) কিভাবে হইবে? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—রাজন্! যদি কোনও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের এইভাবে মৃত্যু হয়, তবে তাহার সংস্কার করিবার জন্য প্রেতকল্পে কথিত বিধানানুসারে তাহার কাষ্ঠময়ী প্রতিমা নির্মাণ করান উচিত। সেই কাষ্ঠ পলাশেরই হইবে।২

যুধিষ্ঠির! মানুষের দেহে তিনশত ষাট অস্থি থাকে, ইহা বিদ্বান্ পুরুষগণ বলিয়াছেন। সেই সংখ্যার শাস্ত্রোক্ত রীতিতে কল্পনা করিয়া সেই পলাশকাষ্ঠনির্মিত প্রতিমার সংস্কার করা কর্ত্তব্য।৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! যে ভক্তগণ তীর্থ যাত্রা করিতে অসমর্থ, সেই সব ভক্তের সংসারত্রাণের জন্য কৃপা করিয়া কোনও বিশেষ তীর্থ বর্ণনা করুন।৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজন্! সাধুসেবাপরায়ণ বিদ্বান্গণ বলেন যে, সত্য সমস্ত তীর্থের পবিত্রকারক। সত্য কথা বলা এবং কোনও জীবকে হিংসা না করা—ইহা তীর্থ বলিয়া কথিত হয়।৫

যুধিষ্ঠির! তপ, দয়া, শৌচ, অন্যে সন্তুষ্ট হওয়া—এই সব সদ্গুণও তীর্থ এবং পতিব্রতা নারীও তীর্থ।৬

সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানকেও তীর্থ বলা হয়। আমার ভক্তগণ সর্বদাই তীর্থরূপ এবং যে সাধুগণ শত্রুর প্রতিও সমভাবাপন্ন তাঁহারাও তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন।৭

সন্ন্যাসী ও বিদ্বান্ পুরুষগণও তীর্থ বলিয়া কথিত হন। অন্য পুরুষকে শরণদাতা মানুষও তীর্থ। তীর্থগণকে অন্তরালকারী পুরুষও তীর্থস্বরূপ।৮

আমি তিন লোকেই উদ্বেগশূন্য। দিন হউক বা রাত্রি হউক, কোনও সময়ে কোথাও হইতেও আমার ভয় হয় না; কিন্তু সূত্রের মর্য্যাদা ভঙ্গ করা আমাকে উচিত নহে।৯

রাজন্! দেবতা, দৈত্য ও রাক্ষসগণ হইতেও আমার ভয় হয় না। কিন্তু সূত্রের মুখ হইতে যে বেদের উচ্চারণ হয়, তাহা হইতে আমার সর্বদা ভয় হয়।১০

সেইজন্য সূত্র আমার নামক প্রণবের সহিত উচ্চারণ করিবে না; কারণ, বেদজ্ঞ বিদ্বান্গণ এ সংসারে প্রণবকে সর্বোৎকৃষ্ট বেদ বলিয়া মনে করেন।১১

বিজশুশ্রূষণং ধর্মঃ শূদ্রাণাং ভক্তিতো যদি।
বিজশুশ্রূষয়া শূদ্রঃ পরং শ্রেয়োঽবিগচ্ছতি।
বিজশুশ্রূষণাদন্যদ্যদ্যতি শূদ্রস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ১২
সৃষ্ট্বা পিতামহঃ পূর্বমতিক্রূরা তু তামসৈঃ।
বিজশুশ্রূষণং ধর্মং শূদ্রাণাং তু প্রযত্নতঃ ॥
নমস্যন্তি তামসা ভাষাঃ শূদ্রস্য দ্বিজতল্লিতঃ ॥ ১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং মূর্ধ্না গৃহ্ণামি শূদ্রতঃ ॥১৪
অপ্রতো বাপি যঃ কশ্চিৎ সর্বপাপসমন্বিতঃ।
যদি মাং সততং ধ্যায়েৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫
বিদ্যাবিনয়সম্পন্না ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
যদি ভক্তিং ন কুর্বন্তি তাতাসদৃশা হি তে ॥ ১৬
বৃথা দানা বৃথা যজ্ঞা বৃথা চেষ্টা বৃথা শ্রুতম্।
বৃথাভিমান্ত তৎ তস্য যো ন ভক্তো মম দ্বিজঃ ॥ ১৭
স্থাবরে জঙ্গমে বাপি সর্বভূতেষু পাণ্ডব।
সমত্বেন যদা দৃষ্ট্যামদ্ভক্তো মিত্রশত্রুষু ॥ ১৮
আত্মপরক্তমহিংসা চ যথা সত্যং তথার্জবম্।
অক্রোধশ্চৈব ভূতানাং যদ্গতানাং শ্রুতং যুধ ॥১৯
মম ইত্যেব যো ক্রূরাণ্যদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তস্যাক্ষয়াহবৈ ব্রহ্ম বা: যশাকস্যাপি পার্থিব ॥২০
কিং পুনর্যে যজন্তে মাং সদায়া বিধিপূর্বকম্।
মদ্ভক্তা মদ্গতপ্রাণাঃ কথংস্যুস্ত মাং সদা ॥ ২১
বহুবর্ষসহস্রাণি তপস্তপতি যো নরঃ
নাসৌ পরমবাপ্নোতি মদ্ভক্তির্যদপাপতে ॥ ২২
মামেব তস্মাদ্ রাজেন্দ্র ধ্যায়ন্ নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
অবাপ্নোষি ততঃ সিদ্ধিং ক্রূরাদ্যোব পরা পরম্ ॥২৩
ঋগ্বেদেনৈব হোতা চ যজুর্বাধ্বর্যুরেব চ।
সামবেদেন চোদ্গাতা পুণ্যোমাংস্টুবন্তি মাম্ ॥ ২৪
অথর্বশিরসা চৈব নিত্যমাথর্বণা দ্বিজাঃ।
স্তবন্তি সততং যে মাং তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ ॥২৫

শূদ্র আমাতে ভক্তি রাখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সেবা করিবে—ইহাই তাহাদের ধর্ম। দ্বিজগণের সেবার দ্বারা শূদ্র পরম কল্যাণভাগী হয়। দ্বিজ শুশ্রূষা ব্যতীত তাহাদের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। ১২

ব্রহ্মা শূদ্রগণকে তামস-ভাবযুক্ত করিয়া উৎপন্ন করত দ্বিজাতিদের সেবা-রূপ ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন। দ্বিজগণের প্রতি ভক্তিতে শূদ্রের তামস-ভাব নষ্ট হইয়া যায়। ১৩

শূদ্রও যদি ভক্তিভাবে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল প্রদান করে, তবে আমি ভক্তিসহকারে প্রদত্ত সেই সব উপহার সমস্ত শরীরে মস্তকে ধারণ করি। ১৪

সমস্ত পাপসমূহে যুক্ত হইয়াও কোনও ব্রাহ্মণ যদি সদা আমার ধ্যান করিতে থাকে, তাহা হইলে সে নিজের সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫

বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন এবং বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ হইয়াও যে সব ব্রাহ্মণ আমাদ্বারা প্রতি ভক্তিমান্ নয়, তাহারা চাণ্ডালের সমান। ১৬

যে দ্বিজ আমার ভক্ত নয়, তাহার দান, তপ, যজ্ঞ, বেদ ও অভিবিনয়কার—এ সবই বৃথা হইয়া যায়। ১৭

পাণ্ডুনন্দন! যখন মানব সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণে এবং মিত্র ও শত্রুতে সমান দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হয়, সেই সময় সে আমার যথার্থ ভক্ত হইয়া থাকে। ১৮

রাজন্! ক্রূরতার অভাব, অহিংসা, সত্য, সরলতা ও কোনও প্রাণীকে দ্বেষ না করা—এই সবই আমার ভক্তগণের ব্রত। ১৯

যে মানুষ আমার ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে মমতার ভাব রাখে, সে যদি চাণ্ডালও হয়, তবে সে অক্ষয় লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০

পুনরায় যাহারা আমার সাক্ষাৎ ভক্ত, যাহাদের প্রাণ আমাতেই আসক্ত এবং যাহারা সদা আমারই নাম ও গুণসমূহের কীর্তন করে, তাহারা যদি শ্রদ্ধার সহিত আমার বিধি অনুসারে পূজা করে, তবে তাহারা যে সদ্গতি লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ২১

বহু বর্ষ ধরিয়া তপস্যাকারী মানুষও সেই গতি লাভ করিতে পারে না, যাহা আমার ভক্তগণের অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। ২২

রাজেন্দ্র! সেইজন্য তুমি সর্বদা সজাগ থাকিয়া নিরন্তর আমারই ধ্যান করিয়া যাও, ইহাতে তুমি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তুমি নিশ্চয়ই পরম পদ সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে। ২৩

যে হোতা হইয়া ঋগ্বেদের দ্বারা, অধ্বর্যু হইয়া যজুর্বেদের দ্বারা, উদ্গাতা হইয়া পরম পবিত্র সামবেদের দ্বারা আমার স্তব করে এবং অথর্ববেদীয় বিদ্বানগণ যাহারা অথর্ববেদের দ্বারা সতত আমার স্তুতি করে, তাহারা ভাগবতভক্ত বলিয়া কথিত হয়। ২৪-২৫

যজ্ঞাধীনাঃ সদা যজ্ঞাঃ যজ্ঞাধীনাস্তু দেবতাঃ
দেবতাঃ ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্ বিপ্রাস্তু দেবতাঃ। ২৬
অন্যাশ্রিত্যোচ্ছ্রয়ং নাস্তি মূল্যমাশ্রয়মাশ্রয়েৎ
ত্বয়ং সমাশ্রিতা দেবা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণমাশ্রিতঃ। ২৭
ব্রহ্মা ত্বামাশ্রিতো রাজন্ নাহং কঞ্চিদুপাশ্রিতঃ।
মদাশ্রয়ো ন কশ্চিৎ তু সর্বেষামাশ্রয়ো হ্যহম্ ॥২৮
এবমেতন্ময়া প্রোক্তং রহস্যমিদমুত্তমম্
ধর্মশ্রেষ্ঠস্য তে নিত্যং রাজন্নেবং সদাহয়ম্। ২৯
ইদং পবিত্রমাখ্যানং পুণ্যং বেদেন সম্মিতম্।
যঃ পঠেন্নামকং ধর্মমহন্যহনি পাণ্ডব। ৩০
ধর্মোঽপি বর্ধতে তস্য বুদ্ধিস্তাপি প্রবীয়তে।
পাপক্ষয়মুপৈত্যেবং কল্যাণঞ্চ বিবর্ধতে। ৩১
এতন্ পুণ্যং পবিত্রঞ্চ পাপনাশনমুত্তমম্
শ্রোতব্যং শ্রদ্দধা যুক্তৈঃ শ্রোত্রিয়ৈশ্চ বিশেষতঃ। ৩২

শ্রাবয়েদ্ যদ্বিধং ভক্ত্যা প্রযতোঽথ শুচৌ বা।
ন গচ্ছেন্নর সাযুজ্যং নাত্র কার্যা বিচারণা। ৩৩
যস্ত্বেমং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্। ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা ভাগবতান্ ধর্মান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণোর্মুখাম্বুজাৎ।
প্রহৃষ্টমনসো ভূত্বা ঋষয়োঽভূত্বা কথাঃ। ৩৫
তথাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব প্রণেমুস্তে জনার্দনম্।
পূজয়ামাস গোবিন্দং ধর্মপুত্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬
দেবা ব্রহ্মর্ষয়ঃ সিদ্ধা গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা
যক্ষরক্ষ মহাত্মানো গুহ্যকা ভুজগাস্তথা। ৩৭
বালখিল্যা মহাত্মানো যোগসিদ্ধস্তথর্ষিনঃ।
তথা ভাগবতাস্চাপি পঞ্চকালমুপাসকাঃ। ৩৮
কৌতূহলসমাবিষ্টা ভগবদ্ভক্তিমাগতাঃ
শ্রুত্বা তু পরমং পুণ্যং বৈষ্ণবং ধর্মশাসনম্। ৩৯

যজ্ঞসমূহ সদা বেদের অধীন এবং দেবতারা যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের অধীন, সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ দেবতা। ২৬

আশ্রয়ব্যতীত আশ্রয় না লইয়া কেহই কোন উচ্চ পদে বা স্থানে যাইতে কিংবা আরোহণ করিতে পারে না, অতএব সকলেরই কোনও প্রধান আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, কিন্তু ব্রহ্মার আশ্রিত। ২৭

ব্রহ্মা আমার আশ্রয়ে বিদ্যমান আছে, কিন্তু আমি কাহারও আশ্রিত নহি। রাজন্! আমার আশ্রয় কেহ নহে। আমিই সকলের আশ্রয়। ২৮

রাজন্! এইরূপে এই উত্তম রহস্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম; কারণ, তুমি ধর্মশ্রেষ্ঠ। এখন তুমি এই উপদেশ অনুসারে সদা আচরণ কর। ২৯

এই পবিত্র আখ্যান পুণ্যপ্রদ এবং বেদের সমান মান্য। পাণ্ডুনন্দন! যে আমার ভক্তিযুক্ত এই বৈষ্ণবধর্ম প্রতিদিন পাঠ করিবে, তাহার ধর্মের বৃদ্ধি হইবে এবং বুদ্ধি নির্মল হইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া পরম কল্যাণ বর্ধিত হইবে। ৩০-৩১

এই প্রসঙ্গ পরম পবিত্র, পুণ্যপ্রদ, পাপনাশক এবং অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। সকল ভক্তগণের, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় বিদ্বান্‌গণের শ্রদ্ধার সহিত ইহা শ্রবণ করা উচিত। ৩২

যে মানুষ ভক্তিসহকারে ইহা শুনাইবে এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া শুনিবে, সেই মানুষ আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও অন্যথা বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৩৩

আমাকে অনন্যভাবে আশ্রয় করিয়া যে আমার ভক্ত মানুষ শ্রাদ্ধে এই বৈষ্ণব ধর্ম শুনাইবে, তাহার পিতৃগণ প্রলয়কাল পর্যন্ত সদা তৃপ্ত থাকে। ৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ ভগবদ্ভক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে ভাগবতধর্ম শ্রবণ করত এই অদ্ভুত প্রসঙ্গ বিচার করিতে করিতে ঋষি ও পাণ্ডবগণ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির সাদরে শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিলেন। ৩৫-৩৬

দেবতা, ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ঋষি, মহাত্মা, গুহক, সর্প, মহাত্মা বালখিল্য, তত্ত্বদর্শী যোগী এবং পঞ্চরাত্র উপাসনারত ভগবদ্ভক্তগণ, যাঁহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইঁহারা সকলেই এই পরম পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া যাইলেন এবং সকলেরই অন্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হইল। তখন তাঁহারা সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশসমূহের প্রশংসা করিলেন। ৩৭-৪০

বিমুক্তপাশাঃ পুত্রাস্তে সংবৃতাস্তৎক্ষণেন হু ।
প্রণম্য শিরসা বিষ্ণুং প্রতিনন্দ্য চ তাঃ কথাঃ । ৫০

ঊচুরেনং যাদবাস্তাং বৈ যদবঃ সর্বে জগদ্গুরুম্
ইতি প্রহৃষ্টমনসো যযুর্দৈবগতৈঃ সহ ।
সর্বে ঋষিগণা রাজন্ যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ । ৫১

গতেষু তেষু সর্বেষু কেশবঃ কেশিহা হরিঃ ।
সস্মার সারথিং রাজন্ স চ সাত্যকিনা সহ ।
সমীপস্থোঽভবৎ শূরো যাদবে দেবেতি চাব্রবীৎ । ৫২

ততো বিষন্নবদনাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষোত্তমম্
অঞ্জলিং মূর্ধ্নি সন্ধায় নেত্রৈরশ্রুপরিপ্লুতৈঃ ।
নিষণ্ণাঃ সততং কৃষ্ণং মোহুরাত্তমনোরথাঃ । ৫৩

কৃষ্ণোঽপি ভগবান্ দেবঃ পৃথামাশ্বাস্য সার্তবৎ ।
দ্রুপদস্যাত্মজাং বিদ্বাং দ্রৌপদীং তথা । ৫৪

কৃতকৈশপরাংশ্চ ব্যাসমৃষীনন্যাংশ্চ মন্ত্রিণঃ ।
পুরস্কৃত্যাথাস্তমুতাদুত্তরং স্পৃশ্য পাণিনা ।
নির্গম্য যেন্দ্রনস্তস্মাদ্রুরোধ তথা রথম্ । ৫৫
বাজিভিঃ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ
যুক্তং যু অজতুল্যেন সূতপুত্রেণ ধীমতা । ৫৬
অথারুরোহ রাজেন্দ্রো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
অপাস্য চাস্য যন্তারং দারুকং সূতসত্তমম্
অতীষূন্ প্রতিজগ্রাহ স্বয়ং কুরুপতিস্তদা । ৫৭
উপারুরুহতুর্হৃষ্টৌ চামরব্যজনং তথম্
রুক্মদণ্ডং ঘৃতবতী হ্রদাবাভিপ্রদক্ষিণম্ । ৫৮
তথৈব ভীমসেনোঽপি রথমারুহ্য বীর্যবান্ ।
জ্যাং শতগুণাকৃষ্য বিধ্যন্নাদ্যোপশোভিতম্ । ৫৯
বৈদূর্যমণিদণ্ডং চ চামীকরবিভূষিতম্ ।
দধার ভরসা ভীমস্ত্রস্তরাজ্ঞবধনঃ । ৬০
উপারুহ্য রথং শীঘ্রং চামর-ব্যজনে সিতে
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধূয়মানৌ তদার্চিতম্ । ৬১

তারপর 'ভগবন্! আমরা সকলে পুনরায় দ্বারকায় ভগবদ্ভক্ত আপনাকে দর্শন করিব' এই কথা বলিয়া ঋষিরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া দেবগণের সহিত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। ৪১

রাজন্! তাঁহারা সকলে চলিয়া যাইলে পর কেশিহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিসহ দারুককে স্মরণ করিলেন। সারথি দারুক পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন, তিনি নিবেদন করিলেন—ভগবন্! রথ প্রস্তুত, গমন করুন। ৪২

ইহা শ্রবণ করত পাণ্ডবগণের হৃদয় বিষাদগ্রস্ত হইল। তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া উহা মস্তকে ধারণ করত অশ্রুপূর্ণনয়নে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কিছুই সেই সময় বলিতে পারিলেন না। ৪৩

দেবেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দশা দেখিয়া যেন দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কুন্তী, দ্রুপদাত্মজা, পাঞ্চালী, বিদুর, দ্রৌপদী, মহর্ষি দেবস্থান ও অন্যান্য ঋষিগণ এবং মন্ত্রিবর্গের নিকট হইতে গমনের অনুমতি লইয়া কুন্তী ও পুরুদত্ত উত্তরায় পূর্বে যোগভরে হস্তাবমর্শন করত আশীর্বাদে প্রদান করিয়া সেই তখন হইতে বহির্গত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। ৪৪-৪৫

সেই রথে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক এই চার অশ্ব যোজিত ছিল এবং দারুকান্ রথচালনে বিরাজমান ছিলেন। ৪৬

সেই সময় কুরুদেশের রাজা যুধিষ্ঠিরও শ্রেষ্ঠগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া স্বয়ং রথে উপবেশন করিলেন এবং অতি সত্বর শ্রেষ্ঠ সারথি দারুককে তাহার স্থান হইতে অপসারিত করিয়া যুধিষ্ঠির স্বয়ংই অশ্বসকলের রশ্মি (বাগডোর) ধারণ করিলেন। ৪৭

তারপর অর্জুনও রথে আরোহণ করত স্বর্ণদণ্ডযুক্ত বিশাল চামর হস্তে ধারণ করিয়া রাজা কৃষ্ণ হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ৪৮

এইরূপ মহাবল ভীমসেনও রথে আরোহণ করিয়া ভগবানের উপর ছত্র ধারণ করিয়া রহিলেন। এই ছত্র শত সলাকাবিশিষ্ট ছিল এবং বিদ্যা মাল্যসমূহে সুশোভিত ছিল। ৪৯

তাহার দণ্ড বৈদূর্যমণির দ্বারা নির্মিত ছিল এবং স্বর্ণের আলবে উহার শোভা বিদ্ধিত হইতেছিল। ভীমসেন সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণের সেই ছত্রকে শক্ত ধারণ করিলেন। ৫০

নকুল ও সহদেবও নিজ নিজ রথে শ্বেতবর্ণ চামর গ্রহণ করিয়া শক্ত রথে আরোহণ করত ভগবান্ অনার্দনের উপর আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। ৫১

ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব যমাবপ্যশ্বিসূদনৌ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ কৃষ্ণং মা ভূদত্র ইতি দ্বিষাঃ ॥ ৫২
ত্রিযোজনে ব্যতীতে তু পরিষজ্য চ পাণ্ডবান্।
বিসৃজ্য কৃষ্ণস্তান্ সর্বান্ প্রণতান্ দ্বারকাং যযৌ ॥ ৫৩
তথা প্রণম্য গোবিন্দং তদাপ্রভৃতি পাণ্ডবাঃ।
কলিলাভানি দানানি দদুর্বিপরাহণাঃ ॥ ৫৪
মধুসূদনবাক্যানি স্মরন্তঃ স্মরন্তঃ পুনঃ পুনঃ।
মনসা পূজয়ামাসুর্হৃদিস্থানি পাণ্ডবাঃ ॥ ৫৫
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা হৃদি কৃত্বা জনার্দনম্।
তদ্গতস্তন্মনা যুক্তস্তদ্ধ্যানী তৎপরোঽভবৎ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি বৈষ্ণবধর্মপর্বণি
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

আশ্বমেধিকপর্ব সম্পূর্ণম্।

এইরূপ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দ্বৈপায়নে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলেন এবং বলিলেন—আপনি যাইবেন না। ৫১

তিন যোজন (চব্বিশ মাইল) পর্যন্ত আসিবার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরণে পতিত পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন করত পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং দ্বারকায় গমন করিলেন। ৫৩

এইভাবে ভগবান্ গোবিন্দকে প্রণাম করত যখন পাণ্ডবগণ ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিন হইতে সদা বিপদ্‌শূন্য হইয়া কপিলা ধেনুদানাদি দান করিতে লাগিলেন। ৫৪

এই সব পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যসকল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সেই সব হৃদয়ে ধারণ করত মনে মনেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ৫৫

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধ্যানের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে বিরাজমান ভাবিয়া তাঁহারই ভজনে নিরত হইলেন, তাঁহাকে মনে মনে সর্বদা স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং যোগযুক্ত হইয়া ভগবানের ভজন করিতে করিতে ভগবৎপরায়ণ হইয়া যাইলেন। ৫৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত বৈষ্ণবধর্মপর্বে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

আশ্বমেধিকপর্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীভগদ্ধাশরথিদাসানুদাস-শ্রীসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথকৃত
আশ্বমেধিকপর্বের বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্ব

শ্রীভগদ্দাশরথিদাসানুদাস শ্রীসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

সূচীপত্র

মহাভারত

আশ্বমেধিকপর্ব

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	(অশ্বমেধপর্ব)	
	শোকমগ্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরের পতন এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সান্ত্বনা দান।	
	শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও শ্রীব্যাসদেবকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান।	
	শ্রীব্যাসদেবকর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ ধনপ্রাপ্তির উপায়কথন প্রসঙ্গে সংবর্ত ও মরুত্তের সংবাদ বৃত্তান্ত কীর্তন।	
	বেদব্যাসকর্তৃক মরুত্তরাজার পূর্ব্বপুরুষগণের ও তাঁহার গুণ, প্রভাব এবং যজ্ঞের বিষয় বর্ণন।	৭৮১৭
৫।	ইন্দ্রের প্রেরণায় বৃহস্পতিকর্তৃক 'মরুত্তকে যাজন করিব না' এই প্রতিজ্ঞাকথন।	৭৮৯৪
	নারদের আজ্ঞায় তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সংবর্তের সহিত মরুত্তের সাক্ষাৎকার।	
	সংবর্ত এবং মরুত্তের কথোপকথন ও মরুত্তের বিশেষ আগ্রহ-দর্শনে সৌহৃদ্যতা স্বীকার।	
	সংবর্তকর্তৃক মরুত্তকে সুবর্ণলাভের জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশদান, তাহার দ্বারা মরুত্তের ধনলাভ এবং তাঁহার সম্পত্তি দেখিয়া বৃহস্পতির চিন্তা।	৭৯০১
	বৃহস্পতিকর্তৃক ইন্দ্রকে আপনার চিন্তার কারণ বর্ণন ইন্দ্রের আদেশে অগ্নিকর্তৃক মরুত্তের নিকট তাঁহার সংবাদ লইয়া গমন এবং সংবর্তের ভয়ে ফিরিয়া ইন্দ্র-সমীপে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকথন।	
	গন্ধর্বরাজকে প্রেরণ করত ইন্দ্রের মরুত্তকে ভয় প্রদর্শন এবং সংবর্ত কর্তৃক মন্ত্রবলে দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে আনয়ন পূর্ব্বক মরুত্তের যজ্ঞ পূর্ণকরণ।	
	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মরীচস্থ বৃত্তান্তের সংবাদ-করণের ইতিহাস বলিয়া প্রবোধ দান।	
১২।	শ্রীভগবানের যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞোপবীতের আদেশ দান	
১৩।	শ্রীভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক সমস্ত ত্যাগের সমস্ত-কথন, জ্ঞান-গীতার উল্লেখ এবং যজ্ঞের জন্য প্রেরণা দান।	৭৯১৭
১৪।	ঋষিগণের অন্তর্ধান, শ্যেন প্রভৃতির রূপ ধরিয়া যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাপুরে গমন ও যুধিষ্ঠিরের রাজধানী-বর্ণন	
	শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের নিকট যাইবার প্রস্তাব।	
	॥ অনুগীতাপর্ব্ব ॥	
	অর্জুনের কৃষ্ণের নিকট গীতাবিষয়ক জিজ্ঞাসা এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে সিদ্ধ, মহর্ষি এবং কাশ্যপের সংবাদ কথন।	৭৯১৯
	কাশ্যপের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধ মহাত্মা কর্তৃক জীবের বিবিধ গতি বর্ণন।	
	জীবের গর্ভপ্রবেশ, আচারবর্ণ, কর্মফলের অনিবার্য্যতা ও সংসারতরণের উপায় কথন।	
	গুরু-শিষ্য সংবাদে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় বর্ণন।	
	ব্রাহ্মণগীতা—কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিজ পত্নীকে জ্ঞান-যোগের উপদেশ।	
	স্বপক্ষ যোজনা দ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞের বর্ণনা এবং মন ও বাক্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন।	
	মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণরূপ সপ্তহোতা, যজ্ঞ এবং মন ইন্দ্রিয় সংযমের বর্ণনা।	
	প্রাণ অপান প্রভৃতির কথোপকথন ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন।	
	দেবর্ষি নারদ ও দেবযজ্ঞের কথোপকথন এবং উহাদের উৎকৃষ্টতা বর্ণনা।	৭৯৪৯
	চাতুর্হোত্র যজ্ঞের বর্ণনা।	৭৯৫১
	অন্তর্যাগীয় প্রাধান্যকথন।	৭৯৫২
	অধ্যাত্মবিষয়ক মহাযজ্ঞের বর্ণনা।	৭৯৫৪
	জ্ঞানীপুরুষের স্থিতি এবং অক্ষর্যু ও মৃত্যুর সংবাদ	৭৯৫৬
	পরব্রহ্মরূপ কর্তৃক কশ্যিরূপের বিনাশ।	৭৯৫৯
	অমর্ষের ধ্যানযোগের উদাহরণ দিয়া পিতৃবর্ণ কর্তৃক পরব্রহ্মকে প্রবোধদান এবং তপস্যা দ্বারা পরব্রহ্মের সিদ্ধিলাভ।	৭৯৬১

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৩।	রাজা অম্বরীষ কর্তৃক দ্বিজ আধ্যাত্মিক মহারাজ-বিষয়ক গাথা বর্ণন।	
	ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তী বন্ধ এবং অমরের মধ্যে ত্যাগবিষয়ক সংবাদ।	
	ব্রাহ্মণ কর্তৃক যমপুরীর নিকট নিজ আগমিষ্ট মহত্বের পরিচয় প্রদান।	
	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-ক্ষেত্রজ্ঞসংবাদ —মধ্যমধ্যমে ব্রাহ্মণ গীতার উপসংহার।	
	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনসকাশে যোগধর্মের বর্ণনা এবং তত্ত্বনিশ্চয়সংবাদে ব্রহ্মা ও মহর্ষিগণের প্রশ্নোত্তর বর্ণন।	
	ব্রহ্মা কর্তৃক তমোগুণ, উহার কার্য্য এবং ফলের বর্ণনা।	
	রজোগুণের কার্য্য বর্ণনা এবং তাহা জানিবার ফল বর্ণন।	১৯৭৯
	সত্ত্ব প্রকৃতি তম এবং প্রকৃতির নামসমূহের বর্ণনা।	১৯৮০
	মহত্তত্ত্বের নাম বর্ণন এবং পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার মহিমা বর্ণন।	১৯৮৫
	অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং তাহার লক্ষণ বর্ণনা।	১৯৮৪
	অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি-কথন অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিদৈবতের বর্ণনা এবং নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ।	
	চরাচর প্রাণিবর্গের অধিপতিগণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-সমূহ ও বিষয়প্রবৃত্তিকারক সাধনসমূহের বর্ণন এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিলক্ষণতা কথন।	১৯৯০
	সমস্ত পদার্থসমূহের আদি ও অন্ত কথন এবং জ্ঞানের নিষ্ঠাতা বর্ণন।	১৯৯৩
	দেহরূপী বৃক্ষবর্ণনা এবং সুরথ ও ব্রাহ্মণগণের বৃত্তকথন।	
৮।	ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বর্ণনা।	
৯।	মুক্তির সাধনসমূহ, দেহরূপী বৃক্ষ ও জ্ঞানরূপ দাহ্য তাহা ছেদন করিবার উপায় বর্ণনা।	৮০০২
	ক্ষীণাত্মা এবং পরমাত্মার লক্ষণ বিবেচনা।	৮০০৪
	বর্ণনির্ণয়ের জন্য ঋষিগণের প্রশ্ন।	৮০০৬
	সত্ত্ব এবং পুরুষের ভিন্নতা, বুদ্ধিবাদের প্রশংসা, পঞ্চ ভূতের গুণসমূহের বিস্তার ও পরমাত্মার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা।	৮০০৮
	জগন্মায় প্রভাব, আত্মার স্বরূপ ও আত্মজ্ঞানের মহিমাকথন এবং অনুগীতার উপসংহার।	৮০১৩
	শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের সহিত হস্তিনাপুর গমন এবং তথায় সকলের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা।	৮০১৭
	শ্রীকৃষ্ণের নিকট কৌরবদের বিনাশ কাহিনী শুনিয়া উতঙ্ক মুনির ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাঁহার ক্রোধ-প্রশমন।	৮০২১
	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উতঙ্কের নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণন এবং দুর্য্যোধনের অপরাধেই কৌরবগণের বিনাশের কারণ জ্ঞাপন।	৮০২৪
	শ্রীকৃষ্ণের উতঙ্কমুনিকে বিশ্বরূপদর্শন এবং বরলাভে জলপ্রাপ্তির নিমিত্ত গমন।	৮০২৬
	উতঙ্কের গুরুভক্তি বর্ণনা, গুরুপত্নীর সহিত তাঁহার বিবাদ এবং গুরুপত্নীর আদেশে কুণ্ডল আনয়নের জন্য রাজা পৌষ্যের নিকট গমন।	৮০২৯
	উতঙ্কের রাজা পৌষ্যের নিকট কুণ্ডল প্রার্থনা এবং তাঁহাকে মলযুক্ত নগরীতে যাইতে পৌষ্যের অনুরোধ।	৮০৩২
	কুণ্ডল লইয়া উতঙ্কের প্রত্যাবর্ত্তন, পথিমধ্যে তাহা নাগকর্তৃক অপহরণ, ইন্দ্র ও অগ্নিদেবের কৃপায় পুনঃ-প্রাপ্তি এবং গুরুদক্ষিণারূপে গুরুপত্নীকে প্রদান।	৮০৩৪
	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন এবং রৈবতক-পর্ব্বতে মহোৎসবে উপস্থিত সকলের সহিত মিলন।	৮০৩৯
	বসুদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহা-ভারত যুদ্ধ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা।	৮০৪১
	শ্রীকৃষ্ণের অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত বর্ণনা।	৮০৪৪
	বসুদেবাদি যাদবগণ কর্তৃক অভিমন্যুর বিবিধ শ্রাদ্ধকরণ, ব্যাসদেব কর্তৃক উতঙ্ক ও অর্জুনকে প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রদান।	৮০৪৭
	তাক্ষ্যগণের সহিত পরামর্শ করত ধন আনিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের বিদায়ের যাত্রা।	৮০৪৯

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৩৪।	হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের নিবাস-স্থাপন এবং রাত্রিতে উপবাস করিয়া অবস্থান।	৮০৪৫
	ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞায় ভগবান্ শঙ্কর ও তাঁহার পার্ষদ-গণের পূজা করত যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই বনস্থানি খনন করাইয়া গ্রহণ পূর্বক গমন।	৮০৪৩
	শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন এবং উত্তরার মৃত বালককে জীবন দান করিতে তাঁহার নিকট সুভদ্রাদেবীর প্রার্থনা।	৮০৪৪
	পরীক্ষিৎকে জীবিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট সুভদ্রার প্রার্থনা।	৮০৪৮
	শ্রীকৃষ্ণের প্রসূতিগৃহে প্রবেশ, উত্তরার বিলাপ এবং নিজের পুত্রকে জীবিত করিবার জন্য প্রার্থনা।	৮০৫০
৩৫।	উত্তরার বিলাপ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার মৃত পুত্রকে জীবনদান।	৮০৫২
	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজা পরীক্ষিতের নামকরণ এবং পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরের নিকট আগমন।	
	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারা পাণ্ডব-গণের আগমনসংবাদ, নগরে আসিয়া পাণ্ডবগণের সকলের সহিত মিলন এবং ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে অনুমতি প্রদান।	৮০৫৬
	ব্যাসদেবের আজ্ঞায় অশ্বরক্ষার জন্য অর্জুনকে, রাজ্য ও নগরের রক্ষার জন্য ভীমসেনকে ও নকুলকে এবং দুষ্টগণের পালনের জন্য সহদেবকে নিযুক্ত-করণ।	৮০৬৮
	সৈন্যসহ অর্জুনকর্তৃক অশ্বের অনুসরণ।	৮০৭০
	অর্জুনকর্তৃক ত্রিগর্তগণের পরাজয়।	৮০৭৩
	অর্জুনের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধ।	৮০৭৬
	অর্জুনকর্তৃক বজ্রদত্তের পরাজয়।	৮০৭৭
	সৈন্ধবগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।	৮০৮০
	সৈন্ধবগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ এবং দুঃশলার অনুরোধে উহার সমাপ্তি।	৮০৮২
	অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ এবং অর্জুনের মৃত্যু।	৮০৮৬
	চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, সঞ্জীবনী ঔষধ বভ্রুবাহনের শোকপ্রকাশ এবং উলূপীর প্রযত্নে সঞ্জীবনী মণির দ্বারা অর্জুনের পুনরায় জীবনলাভ।	৮০৮৯
৩৬।	অর্জুন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উলূপী কর্তৃক নিজের আগমনের কারণ ও অর্জুনের পরাজয়ের রহস্যকথন, পুত্র ও পত্নীর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া পার্থের পুনরায় অশ্বের অনুসরণ।	৮০৯৪
	মণিপুররাজ মেঘসন্ধির পরাজয় বর্ণন।	৮০৯৭
	দক্ষিণ ও পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহ দিয়া অশ্বের ভ্রমণ, শঙ্কর ও পার্বতী যেসব দেশে প্রবেশ।	৮০৯৯
	শকুনিপুত্রের পরাজয়।	৮১০১
	বভ্রুবাহন নির্মাণ, নানা দেশ হইতে আগত রাজাদের যজ্ঞের সজ্জা ও আয়োজনবর্ণন।	৮১০৩
৩৮।	রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমসেনকে রাজাদিগকে পূজা করিবার আদেশ দান এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের সংবাদ প্রদান।	
	অর্জুনের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের আলোচনা, অর্জুনের হস্তিনাপুরে গমন এবং উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত বভ্রুবাহনের আগমন।	৮১০৮
	উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা সহ বভ্রুবাহনের যথাযথভাবে দ্বারা সৎকার এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ।	৮১১১
	যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদান এবং রাজা-দিগকে উপহার প্রদান করত প্রস্থাপন।	
	যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত এক নকুল কর্তৃক জীবিকা-বৃত্তি-বাহী ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত সভ্যস্থানের মহিমা অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহা বর্ণন।	
	বিলাপিলিখিত যজ্ঞ ও যজ্ঞের নিন্দা।	
	মহর্ষি অগস্ত্যের যজ্ঞ বর্ণন।	

বৈষ্ণবধর্মপর্ব।

	যুধিষ্ঠিরের বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধর্ম ও স্ত্রীর মহিমা বর্ণন।	৮১৩৫
	ব্রাহ্মণগীত কর্মসমূহ ও তাহার ফলসমূহের বর্ণন, ধর্মবৃদ্ধি এবং পাপক্ষয়ের উপায় কথন	৮১৩৯
	দুষ্ট কন্যা, দান ও তীর্থ বর্ণন; সাত্ত্বিকদানের লক্ষণ, দানযোগ্যপাত্র এবং ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্যকথন।	৮১৪১
	বীজ ও যোনির শুদ্ধিকথন, গায়ত্রী জপ এবং ব্রাহ্মণগণের মহিমাবর্ণন, ব্রাহ্মণগণের ভিন্নপ্রকারের ফল নিরূপণ।	৮১৪৯

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৫।	যমলোকপথে প্রাপ্য দুঃখের ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় বর্ণন।	৮১৫৭
	জলদান, অন্নদান ও অতিথি সৎকারের মাহাত্ম্য-বর্ণন।	৮১৫৯
	ভূমিদান, তিলদান ও উত্তম ব্রাহ্মণের মহিমাবর্ণন।	৮১৬৪
	নানাপ্রকার দানের মহিমাকথন।	৮১৬৮
	পঞ্চমহাযজ্ঞ, বিবিধ দান ও তাহার অন্তর্ভুক্ত কর্ম, ভগবানের প্রিয় পুষ্প এবং ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ বর্ণনা।	৮১৭৯
	ধনিনা স্ত্রী ও তাঁহার দানের মাহাত্ম্যকথন এবং ধনিনাস্ত্রীর স্বপ্নপ্রকার ভেদ নিরূপণ।	৮১৮০
	ধনিনাস্ত্রীকে দেবতাগণের বিমানস্থান কথন, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন, অযোগ্য ব্রাহ্মণ, নরক প্রাপ্তিকারক পাপ ও স্বর্গপ্রাপ্তিকারক পুণ্যসমূহের বর্ণন।	৮১৮৪
	ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ, অন্নদানের প্রশংসা, যাহাদের অন্ন বর্জনীয়, সেই সব পাপী, দানের ফল এবং বস্ত্রের প্রশংসা বর্ণন।	৮১৮৯
	বস্ত্র ও সৌরের লক্ষণ, সন্ন্যাসী ও অতিথি সৎকারের উপদেশ, শিষ্টাচার, দানগ্রহ ব্রাহ্মণ এবং অন্নদানের প্রশংসা।	৮১৯২
	ভোজনের বিধি, পোষ্যদান করার বিধান, তিল-দানের মাহাত্ম্য এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিল ও ঈখ্ পেষণের নিষেধ কথন।	৮১৯৪
	আশ্রমধর্ম, শ্রেষ্ঠ ও নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের উত্তম কাল এবং দানমাহাত্ম্যের সার বর্ণন।	৮১৯৮
	অগ্নির স্বরূপে অগ্নিহোত্রের বিধিকথন এবং মাহাত্ম্য-বর্ণন।	৮২০০
	চান্দ্রায়ণ-ব্রতের বিধি, প্রায়শ্চিত্তরূপে উহা পালন করিবার বিধান এবং তাহার মাহাত্ম্যবর্ণন।	৮২০৭
	সর্বপ্রিয়কারী ধর্মের বর্ণন, আপদ্ধী-ব্রতের মাহাত্ম্য-কথন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি।	
	বিষ্ণুঘোষ ও ব্রহ্মণ্যদিতে দানের মহিমাকথন অন্নের মাহাত্ম্যবর্ণন, তীর্থভূত ভগবদ্ভক্তের প্রশংসা ও প্রায়শ্চিত্তকথন।	
	উত্তম ও অধম ব্রাহ্মণগণের লক্ষণ, ভক্ষ্য, গো ও মহিমা বর্ণন।	৮২১৩
	শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের এবং তাঁহার মাহাত্ম্য-কথন।	৮২১৯

আর্য্যশাস্ত্র

(Form No. 4)

প্রকাশন স্থান—	৭/২, পি, ডব্লিউ, ডি, রো;
প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪
প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪
সম্পাদকের নাম—	(ক) শ্রীশ্রীজীবনানন্দতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিক না—	ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা
সম্পাদকের নাম—	(খ) শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/২, বিশ্বকুমার নন্দি লেন, হাওড়া
স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ—	শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ, অখিলভারত জগদ্গুরু সম্প্রদায়, ৭/৭, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৪

আমি, শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

Regd. No. WB/NC-57

VAORA
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—87
August.—Septem. 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

ফল না পেলেও, সর্বদা রাম রাম করলে দ্রষ্টা ভাবে থাকা যায় কেমন জানো, যত তুমি রাম রাম করছ, মনে উঠল—রাইত পুকালে ঘুম ভাঙ্গে না রাম রাম রাম, পুকালে উঠতে না পারলে কাজ ঠিক হয় না তুমি রাম রাম, যাতে সকালে উঠতে পারি তার ব্যবস্থা রাম রাম রাম। এইভাবে মনকেন্দ্রিত সংবেদনগুলি বায়ুস্তরের ঘর্ষণে যত আসে আর সরে যায় মনের খেলা বেশ ধরা যায় ; মন আর আমি পৃথক্ এ বোঝা হয়। কিন্তু নাম-শূন্য অবস্থায়-মন সঙ্কল্প-বিকল্প তুলে বেহুঁস ক'রে ফেলে নাম ধরে থাকলে মনের দ্রষ্টা হয়ে থাকা যায়। এমনিভাবে নাম করতে করতে যখন রসময় এসে স্পর্শ করেন তখন মন গলে যায় সকল বাহাকার এক মুহূর্তে সহস্রবর্ষসঞ্চিত মত তোমার অন্তর্হিত হয়

UNIVERSITY

1 SEP 1976

শ্রীরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক গ্রন্থবিতান, ৭১২, সি. ভবউ. ডি. রোড কলিকাতা-৩৭ হতে প্রকাশিত ও শান্তভবন প্রেস, মহামিলন ষ্টুডিও, সি. ভবউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে মুদ্রণ।

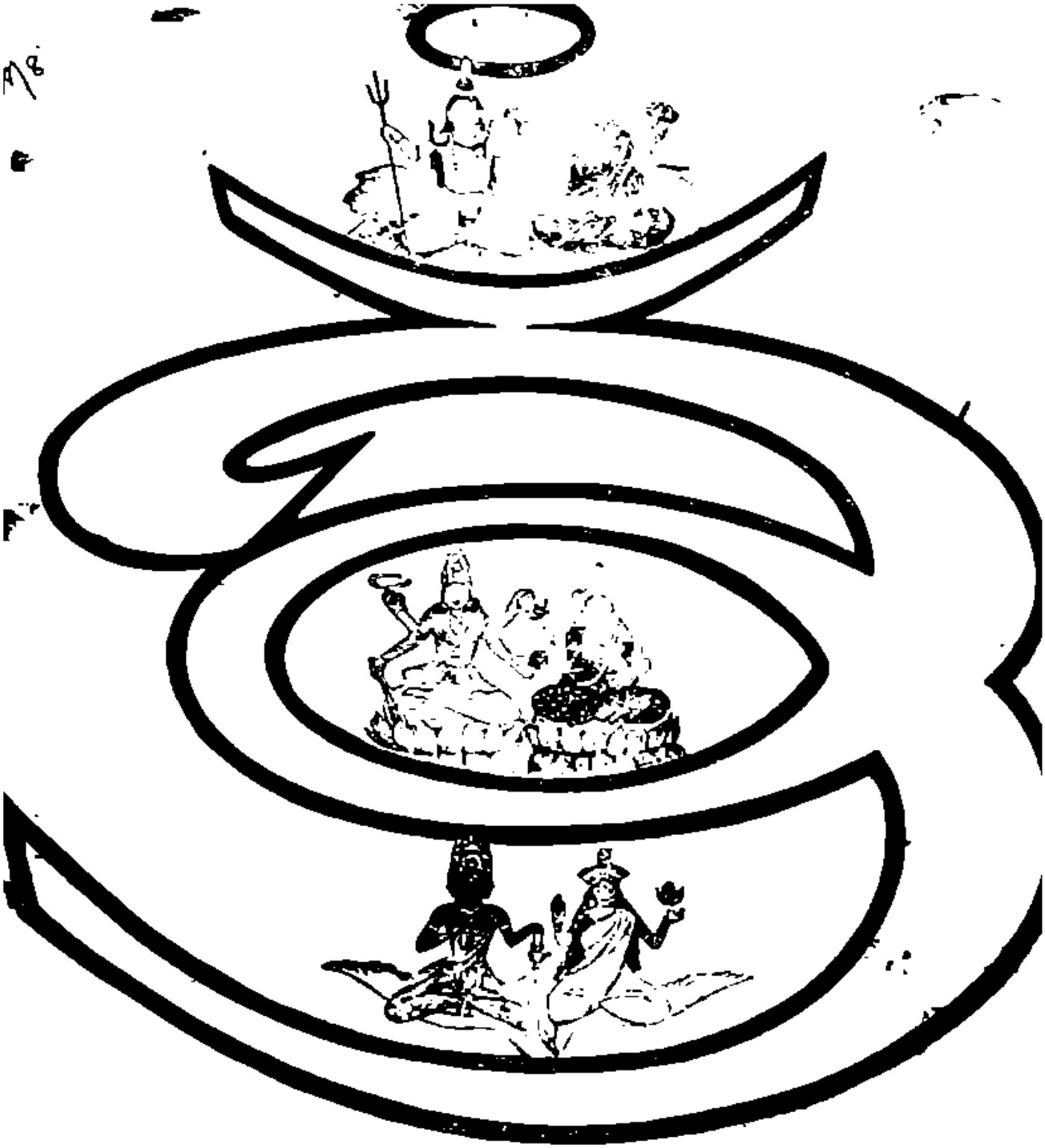

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শুক্রশোণিত যোগে যে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ পাতাল মহাতল, রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল, ভূ, ভুব, স্বঃ মহ, জন, তপঃ, সত্য পর্যন্ত অর্থাৎ পাদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত আবৃতত্ব। যাহা পঞ্চীকৃত ক্ষিতি-অপ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক : রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা শুক্র এই সপ্ত ধাতু হইতে সম্ভূত, যাহা সুখ-দুঃখাদির কারণস্বরূপ, যাহা সকল কর্মভোগের ক্ষেত্র, উৎপত্তি বিনাশশীল, পূর্বজন্মার্জিত প্রারব্ধ কর্মবশে উৎপন্ন, বিকারস্বরূপ ও সতত পরিবর্তনশীল সেই মায়াময় স্থূল শরীরকেই আমার স্থূল উপাধিরূপে আবৃতত্ব বলা হয়।

—০—

(২)

সহস্রদল কমলস্থিত পরমশিব পরমাত্মা। ইহাকে আত্মপুরুষ বা ঈশ্বর বলা হয়। ইনি সমস্ত জীবপিণ্ডে অবস্থিত হইয়া মায়াকে বশীভূত করণান্তর ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। এবং যখন ইনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া থাকেন তখন জীব শব্দে উক্ত হন। আবার উক্ত পরমাত্মা বা চৈতন্যই মায়া ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার কারণ হওয়ায় কোন কোন মহাপুরুষ তাঁহার ঐ ক্রিয়াভাবকেই কারণ শরীর বলেন। যদিও সাধারণত প্রকৃতি ক্রিয়াকে কারণ বলা যায় কিন্তু চৈতন্য সংযোগ ব্যতিত কোনও শরীরই রক্ষা হইতে পারে না। (শিবতত্ত্ব)

—):০:(—

১৪শ বর্ষ, আশ্বিনবাস, ১৩৮২] [চতুর্থসংখ্যা — বামপার্শ্বায় যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস-শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাপদ্বর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীবামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রয় :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকার :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহাবিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪ (ফোন : ৪৮-২৭৩১)
সিটি অফিস :—৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা]

নিয়মাবলি

আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন: পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২ এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহাবিদ্যন ষষ্ঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৪০-২১৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০·০০

॥ আশ্রমবাসিকপর্ব ॥

(আশ্রমমবাসপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

। ভ্রাতৃভিঃ সহ: যুধিষ্ঠিরেণ কুন্তীপ্রভৃতীনাঞ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্যাশ্চ সেবা ।

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

জনমেজয় উবাচ।

প্রাপ্য রাজ্যং মহাত্মানঃ পাণ্ডবা যে পিতামহাঃ
কথমাসন্ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে মহাত্মনি ॥ ১
স তু রাজা হতামাত্যো হতপুত্রো নিরাশ্রয়ঃ
কথমাসীদ্বনে বৃদ্ধো গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ২
বিদুরস্য চৈব জ্ঞানং তে মম পূর্বপিতামহাঃ।
বিধিবদ্ রাজ্যে মহাত্মানস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রাপ্য রাজ্যং মহাত্মানঃ পাণ্ডবা হতশত্রবঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য পৃথিবীং পর্যপালয়ন্ ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রমুপাতিষ্ঠদ্ বিদুরঃ সঞ্জয়স্তথা
যৈশ্যাপুত্রশ্চ মেধাবী যুযুৎসুঃ কুরুসত্তম ॥ ৫
পাণ্ডবাঃ সর্বকার্যাণি সম্প্রচক্রুশ্চ তে নৃপম্।
চক্রুস্তেনানুজ্ঞাতা বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ॥ ৬
সদা হি গত্বা তে বীরাঃ পর্যুপাসন্ত তং নৃপম্।
পাদাভিবাদনং কৃত্বা বয়স্যাসনগতে স্থিতাঃ ॥ ৭
তে মূর্ধ্নি সমুপাঘ্রাতাঃ সর্বকার্যাণি চক্রিরে।
কুন্তিভোজসুতা চৈব গান্ধারীমন্ববর্তত ॥ ৮
দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ যাশ্চান্যাঃ পাণ্ডবস্ত্রিয়ঃ।
সমাং বৃত্তিমবর্তন্ত তয়োঃ শ্বশ্রোর্যথাবিধি ॥ ৯

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
কৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

আশ্রমবাসিকপর্ব।

(আশ্রমবাসপর্ব)

প্রথম অধ্যায়।

[ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির এবং কুন্তী প্রভৃতি কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা।]

(অন্তর্যামী নারায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্জুন, (তাঁহার লীলায় প্রধান সহায়িকা) দেবী ভগবতী দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং তাঁহার লীলাসহায়কারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়নাম্ন মহাভারত পাঠ করিবে।)

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার প্রপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন? ১

রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের মন্ত্রী ও পুত্রগণ নিহত হইলে পর নিরাশ্রয় হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তিনি এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবী কিভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন? ২

আমার প্রপিতামহ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কত কাল ধরিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? এই সব বৃত্তান্ত আপনি বিস্তারে আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! শত্রুরা নিহত হইলে পর সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজ্য লাভ করিয়া তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রকেই অগ্রে রাখিয়া পৃথিবীকে পালন করিতে লাগিলেন। ৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! বিদুর, সঞ্জয় ও বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু—ইঁহারা সকলে ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ৫

পাণ্ডবগণ সকল কার্যেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া প্রত্যেক কার্য করিতেন। এইভাবে তাঁহারা পনের বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬।

বীর পাণ্ডবগণ প্রতিদিন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত কিছু কাল তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং সর্বদা বয়স্যের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অদূরে থাকিতেন। ৭

ধৃতরাষ্ট্রও স্নেহবশতঃ পাণ্ডবগণের মস্তক আঘ্রাণ করত যখন তাঁহাদের যাইবার অনুমতি করিতেন, তখন তাঁহারা আসিয়া সকল কার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কুন্তীদেবীও সদা গান্ধারীদেবীর সেবায় নিরতা ছিলেন। ৮

দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও পাণ্ডবগণের অন্যান্য স্ত্রীরাও কুন্তীদেবী

শয়নানি মহার্হাণি যানান্যাভরণানি চ।
রাজার্হাণি চ সর্বাণি ভক্ষ্যভোজ্যান্নমেকধঃ ॥১০
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রেঽভ্যপাহরৎ।
তথৈব কুন্তী গান্ধার্য্যাং শুশ্রূষুস্তিষ্ঠতে তদা ॥ ১১
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব যুযুৎসুশ্চৈব কৌরব
উপাসতে স্ম তং বৃদ্ধং হতপুত্রং জনাধিপম্ ॥ ১২
স্থালো রোমশ্চ বভ্রুশ্চ দরিতো ব্রাহ্মণো মহান্
স চ তস্মিন্ মহেষ্বাসঃ কৃপঃ সমভবৎ তদা ॥ ১৩
ব্যাসশ্চ ভগবান্ নিত্যমাসাঞ্চক্রে নৃপেশ্বরম্।
কথাঃ কুর্বন্ পুরাণর্ষির্দেবর্ষি-পিতৃ-রক্ষসাম্ ॥ ১৪
ধর্মযুক্তানি কাব্যানি ব্যবহারাধিতানি চ।
ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতো বিদুরস্তানকারয়ৎ ॥ ১৫
সাম্নৈতেভ্যঃ প্রিয়াণ্যস্য কার্য্যাণি সুবহূন্যপি
প্রাপ্যান্তেঽর্থৈঃ সুসঘৃষ্টিঃ পুনরাদ্ বিদুরস্য বৈ ॥১৬
অক্ষয়োদ্ বস্তুযোক্তৃক বধ্যানাং মোক্ষণং তথা।
ন চ ধর্মসুতো রাজা কদাচিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৭
বিহারযাত্রাসু পুনঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্বান্ কামান্ মহাতেজাঃ প্রদদাবস্যিকানুতে ॥ ১৮
আয়ালিকাঃ সূপকারা রাগখাণ্ডবিকাস্তথা।
উপাতিষ্ঠন্ত রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং যথা পুরা ॥ ১৯
বাসাংসি চ মহার্হাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
উপাজহ্রুর্যথান্যায়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডবাঃ ॥ ২০
মৈরেয়কাণি মাংসানি পানকানি লঘূনি চ।
চিত্রান্ ভক্ষ্যবিকারাংশ্চ চক্ষুস্তস্য যথা পুরা ॥ ২১
যে চাপি পৃথিবীপালাঃ সমাজগ্মুস্তদন্তিকাৎ।
উপাতিষ্ঠন্ত তে সর্বে কৌরবেন্দ্রং যথা পুরা ॥ ২২

এবং গান্ধারীদেবী এই দুই পক্ষমাতার সমানভাবে বিধি অনুসারে সেবা করিতেছিলেন ॥ ৯ ॥

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির বহুমূল্য শয্যা, বস্ত্র, আভরণ ও রাজার উপভোগযোগ্য অন্যান্য নানা প্রকার পদার্থসমূহ, বহু প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য পদার্থ ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতেন। এইভাবে কুন্তীদেবীও নিজের পক্ষমাতার ন্যায় গান্ধারীদেবীর পরিচর্য্যা করিতেছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

কুরুনন্দন! যাঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন, সেই বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু—এই তিনজন সর্বদা সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

ভোজবংশীয় প্রিয় স্থালক মহান্ ব্রাহ্মণ মহামতি কৃপাচার্য্য সেই সময় সতত ধৃতরাষ্ট্রকে ঘিরিয়া থাকিতেন ॥ ১৩ ॥

পুরাতন ঋষি ভগবান্ ব্যাসদেব প্রতিদিন তাঁহার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিতেন এবং তাঁহাকে দেবর্ষি, পিতৃপুরুষ ও রাক্ষসগণের মহিমার কথা বলিতেন ॥ ১৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে বিদুর তাঁহার সমস্ত ধর্মীয় কার্য্য ও ব্যবহারিক কার্য্যসকল করিতেন ও করাইতেন ॥ ১৫ ॥

বিদুরের উত্তম নীতির জন্য তাঁহার মহিমার প্রিয় কার্য্য অধিকাংশ অল্প অর্থেরই দ্বারে সাধুজনগণের (নীতানুবর্তী রাজাদের) দ্বারা সাধিত হইয়া যাইত ॥ ১৬ ॥

তিনি বন্দীদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিতেন এবং ধনের যোগ্য মহাজনগণকে প্রদান করিতেন; কিন্তু ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও কিছু বলিতেন না ॥ ১৭ ॥

মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির বিহার ও যাত্রার সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত বস্তুসমূহের সুবিধা দান করিতেন ॥ ১৮ ॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় পূর্বের ন্যায় উক্ত সর্বপ্রকার সংস্কৃত ব্যঞ্জনকার্য্যনিপুণ বহু আয়ালিক (১) সূপকার (২) এবং (৩) রাগখাণ্ডবিক উপস্থিত থাকিত ॥ ১৯ ॥

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে যথাযথভাবে বহুমূল্য বস্ত্র এবং নানা প্রকার মাল্য উপহার দিতেন ॥ ২০ ॥

তাঁহারা ইঁহার জন্য পূর্বের ন্যায় সুখভোজ্য মাংস, লঘু পানীয় (মিষ্ট সরবৎ) ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের ভোজন প্রস্তুত করাইতেন ॥ ২১ ॥

ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে যে ভূপতি সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পূর্বের ন্যায় কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত থাকিতেন ॥ ২২

---

* (১) 'অয়া' নামক অন্নের দ্বারা ভোজন করিয়া রন্ধন করায় জন্য শাক-ভাজী প্রভৃতি খাদ্য বস্তুকে 'অয়াল' বলে। তাহাকে উত্তমরূপে রন্ধনকারী পাচককে 'আয়ালিক' বলা হয়। (২) 'দাল' প্রভৃতি রন্ধনকারী সকল পাচককেই 'সূপকার' বলা হয়। (৩) পাঁপড়, বড়ি ও ঘি দিয়া ভূনের দ্বারা প্রস্তুতকারী পাচককে 'রাগখাণ্ডবিক' বলা হইয়া থাকে।

সুতী চ দ্রৌপদী চৈব সাধ্বী চ যশস্বিনী।
উলূপী নাগকন্যা চ দেবী চিত্রাঙ্গদা তথা ॥ ২০
বৃষ্ণিকেতোশ্চ ভগিনী তথা সঞ্জয়সুতা তথা।
এতাশ্চান্যাশ্চ মহিলা বৈ যোষিতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ২১
কিঙ্করাঃ পর্যুপাতিষ্ঠন্ সর্বাঃ সুবসনাস্তথা।
যথা পুত্রবিযুক্তোঽয়ং ন কিঞ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
ইতি জ্ঞাতিবশাদ্ ভ্রাতুর্নিত্যমেব যুধিষ্ঠিরঃ

এবং তে বসুরাজস্য জগ্মুষো বচনমর্থবৎ ॥ ২৩
সবিশেষমবর্তন্ত ভীমমেকং তদা বিনা।
ন হি তৎ তস্য বীরস্য হৃদয়াদপসর্পতি
ধৃতরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধ্যা যদ্ বৃত্তং দ্যূতকারিতম্ ॥ ২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পুত্রবধূগণ! কুন্তী, দ্রৌপদী, যশস্বিনী সুভদ্রা, নাগকন্যা উলূপী, দেবী চিত্রাঙ্গদা, বৃষ্ণিকেতুর ভগিনী এবং জয়সেনের কন্যা —ইঁহারা সকলে ও কুরুকুলের অন্যান্য স্ত্রীগণ দাসীর ন্যায় সুবসনা গান্ধারী দেবীর সেবায় নিরতা ছিলেন ॥ ২০-২২½

রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদা ভ্রাতাদিগকে এই উপদেশ করিতেন যে, তোমরা এমন আচরণ কর, যাহাতে পুত্রহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র কিছিমাত্রও দুঃখপ্রাপ্ত না হন ॥ ২৩½

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেন ব্যতীত অন্য সব ভ্রাতারা ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষ আদর-সৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪½

বীরবর ভীমসেনের হৃদয় হইতে কোনরূপেই এই কথা দূর হইল না যে, দ্যূতক্রীড়ার সময় যাহা কিছু অনর্থ ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই এই ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিরই পরিণাম ছিল ॥ ২৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈর্ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্যাশ্চানুকূলাচরণম্

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং সম্পূজিতো রাজা পাণ্ডবৈরম্বিকাসুতঃ।
বিজহার যথাপূর্বমৃষিভিঃ পর্যুপাসিতঃ ॥ ১
ব্রহ্মদেয়াগ্রহারাংশ্চ প্রদদৌ স কুরূদ্বহঃ।
তত্র কুন্তীসুতো রাজা সর্বমেবাবপদ্যত ॥ ২
আত্মসংস্থাপনো রাজা শ্রীমদাপো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ স তদা ভ্রাতৃনবাক্যাংশ্চ মহীপতিঃ ॥ ৩

নয়া চৈব তথাস্মাকং মান্য এষ নরাধিপঃ।
নিদেশে ধৃতরাষ্ট্রস্য স্থাস্যতীতি স মে মতম্ ॥ ৪
বিপরীতশ্চ যে শক্রনিয়ন্তা চ ভবেন্নরঃ।
পিতৃবৃত্তেষু চাহঃসু সুহৃদাং চ মহাত্মনাম্ ॥ ৫
শ্রাদ্ধকর্মণি ॥ ৫
সুহৃদাং চৈব সর্বেষাং যাবদস্য চিকীর্ষিতম্।
ততঃ স রাজা কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রো মহামনাঃ ॥ ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনুকূল আচরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে পাণ্ডবগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সম্মানিত হইয়া অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ববৎ ঋষিগণের সহিত পৌত্রিবর্গ অনুভব করিতে করিতে সেখানে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

কুরুবংশের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণকে দানযোগ্য অগ্রহার (নিষ্কর জমী) দিতে লাগিলেন এবং কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সকল কার্যে তাঁহাকে সহযোগিতা করিতে থাকিলেন ॥ ২

নৃপতি রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি সদা প্রসন্ন থাকিয়া নিজের ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণকে সেই সময় বলিলেন, —এই রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার এবং আপনাদের মাননীয়। যে ব্যক্তি ইঁহার আদেশের অধীন থাকিবে, সেই ব্যক্তিই আমার সুহৃৎ। ইহার বিপরীত আচরণকারী ব্যক্তি আমার শত্রু, সে আমার দণ্ডনীয় হইবে ॥ ৩-৪½

পিতৃপ্রকৃতির মৃত্যু তিথিতে এবং পুত্র ও সমস্ত সুহৃদ্‌গণের শ্রাদ্ধকর্মে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যত ধন ব্যয় করিতে চাহিবেন, তত ধনই তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে ॥ ৫½

অনন্তর মহামনা কুরুকুলনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র উক্ত দল দিনে সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে বারংবার প্রচুর ধন দান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেভ্যো যথার্হেভ্যো দদৌ বিত্তান্যনেকশঃ।
ধর্মরাজস্তু ভীমস্তু সব্যসাচী যমাবপি ॥ ৭
তৎ সর্বমন্বশাস্তস্য প্রিয়চিকীর্ষয়া।
কচ্চিৎ তু রাজা বৃদ্ধঃ স পুত্রপৌত্রবধার্দিতঃ। ৮
শোকমন্যৎকৃতং প্রাপ্য ন স্ত্রিয়েতেতি চিন্ত্যতে।
যাবদ্ধি কুরুবীরস্য ভীষ্মস্য পুরুষং বৈ সুখম্ ॥৯
বভূব তদবাপ্নোতি কোশাস্তেতি ব্যবস্থিতাঃ
ততস্তে সহিতাঃ সর্ব ভ্রাতরঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১০
তদ্বশীলাঃ সমাতস্থুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনে
ধৃতরাষ্ট্রস্তু তান্ সর্বান্ বিনীতান্ বিনয়ে স্থিতান্ ॥ ১১
নিত্যবৃত্তিং সমাপন্নান্ গুরুবৎ প্রত্যপদ্যত
গান্ধারী চৈব পুত্রাণাং বিবিধৈঃ শ্রাদ্ধকর্মভিঃ ॥ ১২
আত্মশ্রাদ্ধাদৃতে কাম্যান্ দ্বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদ্য সা
এবং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ পূজয়ামাস তং নৃপম্।
স রাজা সুমহাতেজা বৃদ্ধঃ কুরুকুলোদ্বহঃ ॥ ১৪
ন দদর্শ তদা কিঞ্চিদপ্রিয়ং পাণ্ডুনন্দনে।
বর্তমানেষু সদ্বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১৫
প্রীতিমন্তমবদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
সৌবলেয়ী চ গান্ধারী পুত্রশোকমপাস্য তম্ ॥১৬
সহৈব প্রীতিমত্যাসীৎ তনয়েষু নিজেষিব।
প্রিয়াণ্যেব তু কৌরব্যো লিপ্সমানো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭
বৈচিত্রবীর্যো নৃপতৌ সমাচষ্টে স বীর্যবান্
যদ্ যদ্ ব্রূতে চ কিঞ্চিৎ স ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপঃ ॥ ১৮
গুরু বা লঘু বা কার্যং গান্ধারী চ তপস্বিনী।
তৎ স রাজা মহারাজা পাণ্ডবানাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৯
পৃচ্ছতি স্ম ততস্তং তদ্ধার্যং পরবীরহা।
তেন তস্যাভবৎ প্রীতো ধৃতেন স নরাধিপঃ ॥ ২০

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী অর্জুন ও নকুল সহদেবও তাঁহার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সকল কার্যে তাঁহার সহযোগিতা করিতে থাকিলেন। ৬-৭।

তাঁহারা সকলে এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, পুত্র-পৌত্রগণের বধে পীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পক্ষ হইতে শোকপ্রাপ্ত হইয়া যেন কখনও নিজের প্রাণ ত্যাগ না করেন ১৮।

নিজের পুত্রগণের জীবিতাবস্থায় কুরুবীর ভীষ্মের যেরূপ সুখ ও ভোগ প্রাপ্তি হইত, সেইরূপই তাঁহার এখনও প্রাপ্ত হওয়া উচিত—তাহারই জন্য পাণ্ডবগণ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৯।

এইরূপ বিনয় ও আচরণপরায়ণ সেই পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবগণ সকলে ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞার অধীনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ১০।

ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহাদের সকলকে বিনীত, নিজের আজ্ঞায় স্থিত এবং বিনয়ভাবে সেবায় নিরত দেখিয়া পিতার ন্যায় তাঁহাদের স্নেহ করিতে লাগিলেন। ১১।

গান্ধারীদেবীও নিজের পুত্রগণের জন্য নানাপ্রকার শ্রাদ্ধ শ্রেণীর অনুষ্ঠান করত ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ধন দান দিলেন এবং এইরূপ কার্য করিয়া তিনি পুত্রশোকের ন্যায় হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। ১২।

এইভাবে ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অবস্থান করত সদা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদর-সৎকার করিতে লাগিলেন। ১৩।

কুরুকুলশিরোমণি মহাতেজস্বী বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এমন কোনও আচরণ দেখিতে পাইলেন না, যাহা তাঁহার অপ্রিয় হইতে পারে। ১৪।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ সর্বদা সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সেই জন্য অধিকাননন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১৫।

সুবলকন্যা গান্ধারীদেবীও নিজের পুত্রগণের শোক ত্যাগ করিয়া সদা পাণ্ডবদের প্রতি নিজের পুত্রগণেরই ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ১৬।

কুরুবংশধর শক্তিশালী রাজা যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সদা প্রিয়ই করিতে থাকিলেন, কোনরূপ অপ্রিয় কার্য করিতেন না। ১৭।

মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তপস্বিনী গান্ধারীদেবী যাঁহারা উভয়ে যে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কার্য করিবার জন্য বলিতেন, পাণ্ডব-কুলের শত্রুবীরহন্তা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সেই আদেশ মাথায় শিরোধার্য করত সেই সব কার্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮-১৯।

তাঁহার সেই আচরণে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সদা প্রসন্ন থাকিতেন এবং নিজের সেই মতবুদ্ধি পুত্র দুর্যোধনের কথা স্মরণ করিতে করিতে অনুতপ্ত হইতেন। ২০।

অবতপ্যত সংস্মৃত্য পুত্রাং তাং মন্দচেতসম্ ।
সদা চ প্রাতরুত্থায় কৃতজপ্যঃ শুচির্নৃপঃ ॥ ২১
আশাস্তে পাণ্ডুপুত্রাণাং সমরেষ্বপরাজয়ম্ ।
ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্যাথ হুত্বা চৈব হুতাশনম্ ॥২২
আয়ুষ্মি পাণ্ডুপুত্রাণামাশাসত নরাধিপঃ ।
ন তাং প্রীতিং পরামাপ পুত্রেভ্যঃ স কুরূদ্বহঃ ॥ ২৩
যাং প্রীতিং পাণ্ডুপুত্রেভ্যঃ সদাযাপ নরাধিপঃ ।
ব্রাহ্মণানাং যথাবৃত্তঃ ক্ষত্রিয়াণাং যথাবিধঃ ॥ ২৪
তথা বিট্শূদ্রসঙ্ঘানামভবৎ স প্রিয়স্তদা
যচ্চ কিঞ্চিৎ তদা পাপং ধৃতরাষ্ট্রকৃতৈঃ কৃতম্ । ২৫
অকৃত্বা হৃদি তৎ পাপং তং নৃপং লোহিতবর্ত্মত ।
যস্ত কশ্চিন্নরঃ কিঞ্চিদপ্রিয়ং বাপ্যকারয়ৎ ॥ ২৬
ন তস্মৈ ধৃতরাষ্ট্রায় ন চ দুর্যোধনায় বৈ ॥ ২৭
ঊচাচ দুষ্কৃতং কঞ্চিৎ যুধিষ্ঠিরভয়াদয়ম্
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং রাজন্ ন গান্ধারী বিভূষয়ৎ ॥ ২৮
লৌহেন চাভ্যতশস্ত্রোর্ভূ ভীমস্য শত্রুহন্ ।
অবর্তত ভীমোঽপি নিশ্চিতো বধজং নৃপম্ ॥ ২৯
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য সদা ভয়তি দুর্মনাঃ
রাজানমনুবর্তন্তং ধর্মপুত্রমমিত্রহা
অবর্তত কৌরব্যো হৃদয়েন পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাস-পর্বণি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ করিবার পর পবিত্র হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র সদা পাণ্ডবগণকে যুদ্ধজয়ী হইবার আশীর্বাদ করিতেন ॥ ১১½

ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া অগ্নিতে হোম করিবার পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র সদা এই শুভ কামনা করিতেন যে, পাণ্ডবদিগের আয়ু বর্ধিত হউক ॥ ২২½

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্বদা পাণ্ডবগণের আচরণে যেরূপ প্রসন্নতা হইত, সেরূপ উত্তম প্রীতি তাঁহার নিজের পুত্রদের নিকট হইতেও কখনও পাইতেন না ॥ ২৩½

যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের সহিতও করিতে-ছিলেন। এইজন্য সেই সময় তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন ॥ ২৫½

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তাঁহার সহিত যে সব অসদাচরণ করিয়াছিল, সেই সব নিজের হৃদয়ে স্থান না দিয়া এই যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় বিরত হইলেন ॥ ২৬½

যে কোনও মানুষ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যদি অল্পও অপ্রিয় করিত, তবে সেই মানুষ বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের ভয়ের পাত্র হইয়া যাইত ॥ ২৭½

যুধিষ্ঠিরের ভয়ে কোনও মানুষই কখনও রাজা ধৃতরাষ্ট্রে ও দুর্যোধনের কুকর্মসমূহ আলোচনা করিত না ॥ ২৮½

শত্রুহন্তা জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীদেবী ও বিদুর অত্যন্তশত্রু যুধিষ্ঠিরের চেষ্টা এবং শুভ ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু ভীমসেনের আচরণে তাঁহাদের সন্তোষ হইত না ॥ ২৯½

যদিও ভীমসেন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যুধিষ্ঠিরের পথ অনুসরণ করিতেন, তথাপি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিয়া তাঁহার মনে সর্বদাই দুর্ভাবনা জাগিয়া উঠিত ॥ ৩১½

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অনুকূল আচরণ করিতে দেখিয়া শত্রুহন্তা কুরুবংশ ভীমসেন যদিও বাহ্যতঃ তাঁহারই অনুসরণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ধৃতরাষ্ট্র হইতে বিমুখ হইয়া থাকিত ॥ ৩০

শ্রীব্যাসদেব বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বাধ্যায়ের আশ্রম-বাসপর্বে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[গান্ধার্য্যা সহ বনং গন্তুং ধৃতরাষ্ট্রস্যোদ্যোগঃ, তদনুমতিদানায় যুধিষ্ঠিরং প্রত্যনুরোধঃ, ততো যুধিষ্ঠির-কৃতৌ প্রকৃতীনাং দুঃখসান্ত্বনং]

বৈশম্পায়ন উবাচ

যুধিষ্ঠিরস্য নৃপতের্দুর্যোধনকৃতাং
নাস্তরং মনসু রাজ্যে পুরুষাঃ প্রেপ্সবঃ প্রতি। ১
যদা তু কৌরবো রাজা পুত্রং সম্মার দুর্মতিম্
তদা ভীমং দ্রুহা রাজন্নপধ্যাতি স পার্থিবঃ। ২
তথৈব ভীমসেনোঽপি ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্।
নাস্মরদ্ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বেষ দুষ্টবদ্ধৃষু। ৩
অপ্রকাশাভিপ্রায়াণি চকারাস্য স্বকোদরঃ
আজ্ঞায় প্রত্যয়ঞ্চাপি কৃতবৈঃ পুরুষৈঃ সদা। ৪
স্মরন্ দুর্মন্ত্রিতং তস্য বৃত্তান্তঞ্চাস্য কালিতং।
অথ ভীমঃ সুসংরব্ধো বাহুশব্দং তথাকরোৎ। ৫
সংশ্রুত্য ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্য্যাশ্চাপ্যমর্ষণঃ।
হৃত্বা দুর্যোধনঃ শত্রুঃ কর্ণ-দুঃশাসনাবপি। ৬
প্রোষ্যাচেদং সুসংরব্ধো ভীমঃ স পরুষং বচঃ।
অন্ধস্য নৃপতেঃ পুত্রা ময়া পরিঘবাহুনা। ৭
নীতা লোকমমুং সর্বে নারাশস্ত্রেণ বোধিনঃ
ইমৌ তৌ পরিঘপ্রখ্যৌ ভুজৌ মম দুরাসদৌ। ৮
যয়োরন্তরমাসাদ্য বার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।
তাবিমৌ চন্দনোদ্গ্রাহৌ চন্দনার্হৌ চ মে ভুজৌ। ৯
যাভ্যাং দুর্যোধনো নীতঃ ক্ষয়ং সমুদবাহবঃ।
এতান্যাক্রান্ত বিবিধাঃ শল্যভূতা নরাধিপঃ। ১০
বৃকোদরস্য তা বাচঃ শ্রুত্বা নির্বেদমাগমৎ।
সা চ বুদ্ধিমতী দেবী কালপর্য্যায়বেদিনী। ১১
গান্ধারী সর্বধর্মজ্ঞা তানযৌক্তানি তত্ত্বতঃ
ততঃ শকলনে বর্ষে সমতীতে নরাধিপঃ। ১২
রাজা নির্বেদমাপেদে ভীমবাক্যাবপীড়িতঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর সহিত বনে যাইবার উদ্যোগ, যুধিষ্ঠিরকে অনুমতিদানের জন্য অনুরোধ এবং যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর তাঁহাকে দুঃখ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রীতি ছিল, উহার মধ্যে রাজ্যশালী মনুষ্যগণ কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইত না। ১

রাজন্! কিন্তু কুলধ্বংসী রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন নিজের দুর্মতি দুর্যোধনের কথা স্মরণ করিতেন, তখনই মনে মনে ভীমসেনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২

রাজেন্দ্র! সেইরূপ ভীমসেনও সকলই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দ্বেষের মনে দুর্ভাবনা রাখিতেন। তিনি কোনরূপেই তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। ৩

ভীমসেন গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় কার্য্যসকল করিতে লাগিলেন এবং নিজের দ্বারা নিযুক্ত কৃতজ্ঞ পুরুষগণ দ্বারা রাজার আদেশও সকলে করাইতে থাকিলেন। ৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি ও তাঁহার অনুষ্ঠানসকল স্মরণ করিয়া একদিন অমর্ষপূর্ণ ভীমসেন নিজের বিজয়গর্বের মধ্যে হঠাৎ ঘোর বাহুশব্দ করিতে লাগিলেন এবং শত্রু দুর্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসনের কথা স্মরণ পূর্বক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনাইতে ক্রোধ সহকারে এই কঠোর বাক্য বলিলেন। ৫-৬।

হিজগণ! আমার এই পরিঘতুল্য দৃঢ় বাহুর দ্বারা আমি এই অন্ধ রাজার নানাবিধ অনুষ্ঠানের সাহায্যে দুরাত্মা পুত্রদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ৭½

দেখ, এই আমার পরিঘসদৃশ দৃঢ় ও দুর্জয় দুই বাহু, যাহাদের মধ্যে পতিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৮½

আমার এই দুই বাহু চন্দনে চর্চিত ও চন্দনে লিপ্ত হইবার যোগ্য; যাহাদের দ্বারা পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত রাজা দুর্যোধন নষ্ট হইয়াছে। ৯½

এই সব কথা এবং আরও অন্যান্য নানাপ্রকার ভীমসেন-কথিত কষ্টকল্পনা যেসকলাক্ষর কঠোর বহু বাক্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত খেদ প্রাপ্ত হইলেন। ১০½

কালের বৈপরীত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সমস্ত ধর্মজ্ঞানসম্পন্না বুদ্ধিমতী গান্ধারীদেবীও এই কঠোর বাক্যসমূহ শ্রবণ করিলেন। ১১।

সেই সময় তাঁহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে থাকিয়া পনের বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর ভীমসেনের বাক্যবাণে পীড়িত রাজা ধৃতরাষ্ট্র খেদ ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১২½

নাববুধ্যত তদ্ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ১৩
যেভ্যাশ্চো যাত কুন্তী বা দ্রৌপদী বা যশস্বিনী।
মাদ্রীপুত্রৌ চ যমৌ তৌ চিত্তং তস্যাববর্তয়ন্ ১৪
রাজন্ত চিত্তং তদ্ভক্তৌ মোহয়ুঃ বিভিদন্প্রিয়ম্।
ততঃ সমানয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রঃ সুহৃজ্জনম্। ১৫
বাষ্পপরিপ্লুতব্যক্তং বিদুরং চ তদা কৃপম্।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বিদিতা ভবতামেতদ্ যথাবৃত্তং কুরুক্ষয়ঃ। ১৬
মমাপরাধাৎ তৎ সর্বমনুজ্ঞাতঞ্চ দৈবতৈঃ।
মোহয়ং দুষ্টমতিঃ মন্দো জাতীনাং ভয়বর্ধনম্। ১৭
দুর্যোধনং কৌরবাণামাধিপত্যেঽভ্যষেচয়ম্।
যচ্ছাহং বাসুদেবস্য নাব্রৌষং বাক্যমর্থবৎ। ১৮
যথাত্মা লাভয়ং পাপঃ সামাত্য ইতি দুর্মতিঃ

পুত্রস্নেহাভিভূতস্য বিদুরস্য মনীষিণঃ। ১৯
বিদুষশ্চাপি ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ কৃপেণ চ।
পদে পদে ভগবতা ব্যাসেন চ মহাত্মনা। ২০
সঞ্জয়েনাথ গান্ধার্যা তথিদং তথাস্তে চ মাম্
যচ্ছাহং পাণ্ডুপুত্রেষু গুণবৎসু মহাত্মসু। ২১
ন দত্তবান্ শ্রিয়ং দীপ্তাং পিতৃপৈতামহীমিমাম্।
বিনাশং পশ্যমানো হি সর্বরাজ্যে সমাগতঃ। ২২
এতচ্ছ্রুত্বা পরমমমঙ্গল্য জনার্দনঃ।
সোঽব্রবীদ্ভারতশ্রীকামি বিমুক্তাত্মাত্মবত্তয়া। ২৩
হৃদয়ে শল্যভূতানি ধারয়ামি সহস্রশঃ।
বিশেষতস্তু পঞ্চানি যৎ পঞ্চসেহয়া চৈব। ২৪
তস্য পাপস্য শুদ্ধ্যর্থং নিয়তোঽস্মি সুদুর্মতিঃ।
চতুর্থে নিয়তে কালে কদাচিদপি চাহনি। ২৫
কৃষ্ণাদ্বিতীয়ং ভুক্তে গান্ধারী যেন তদ্গম

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় এই কথা জানিতে পারেন নাই। অর্জুন, কুন্তী ও যশস্বিনী দ্রৌপদীও ইহা জানেন নাই। ৩-৪

যমজ মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব সদা রাজা যুধিষ্ঠিরের মনের অনুকূল আচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ইঁহার মন রক্ষা করিতে করিতে কখনও কোনও অপ্রিয় কথা বলিতেন না। ১৩½

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র নিজের বিজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে অত্যন্ত গদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলেন। ১৫½

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিজ্ঞগণ! আপনারা সকলেই ইহা জানেন যে, কৌরবকুলের কিভাবে বিনাশ হইয়াছে। সকল কৌরবই এই কথা জানে যে, আমারই অপরাধে সমস্ত অনর্থ লাভ হইয়াছে। ১৬½

দুর্যোধনের বৃদ্ধি দুষ্টতায় পূর্ণ ছিল এবং সে জ্ঞাতিগণের ভয়বর্ধনকারী ছিল, কিন্তু মূর্খ আমি তাহাকেই কৌরববংশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। ১৭½

আমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অর্থপূর্ণ বাক্য গ্রহণ করি নাই। মনীষী পূর্বগণ আমাকে এই বিষয়কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই দুর্মতি পাপী দুর্যোধনকে যদ্বিবংশীয় সহিত বিনাশ কর, ইহাতে জগতের হিত হইবে; কিন্তু পুত্রস্নেহে বশীভূত হইয়া আমি তাহা করি নাই। ১৮-১৯

বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, মহাত্মা ভগবান্ ব্যাসদেব, সঞ্জয় ও গান্ধারীদেবীও আমাকে পদে পদে উচিত পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি কাঁহারও কথা শুনি নাই। সেই আচরণই (কুনই) আজ আমাকে সর্বদা সন্তাপিত করিতেছে। ২০½

মহাত্মা পাণ্ডবগণ গুণবান্, তথাপি তাহাদের পিতৃপিতামহের এই ঐশ্বর্যসম্পত্তি আমি তাহাদিগকে প্রদান করি নাই। ২১½

সমস্ত রাজগণের বিনাশ অবলোকন করিয়াই সমাগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাই পরম কল্যাণকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, আমি পাণ্ডবদিগের রাজ্য প্রত্যর্পণ করি; কিন্তু আমি তাহা করি নাই। ২২½

এইভাবে নিজের কৃত অসংখ্য অনীক (ভুল) আমি বীর হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, যাহারা এই সময়ে আমাকে কষ্টকল্পনা ক্লেশ প্রদান করিতেছে। ২৩½

বিশেষতঃ পঞ্চের বৎসরে আজ দুর্মতি আমার চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, এখন আমি সেই পাপের শুদ্ধির জন্য নিয়ম পালন করিয়া যাইতেছি। ২৪½

কখনও চতুর্থ সময়ে অর্থাৎ একদিন পর দ্বিতীয় দিনের রাত্রিতে এবং কখনও অষ্টম সময়ে অর্থাৎ তিন দিন পর চতুর্থ দিন রাত্রিতে যেমন কৃষ্ণার সাহিত্য জন্য আমি পর

কল্যোত্থায়মিতি মাং সর্বঃ পরিজনঃ সদা ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরভয়াদেতি তৃণং তপতি পাণ্ডব।
তূষ্ণীং অয়ে তপ্যমানো দর্ভৈরভিসমাবৃতঃ ॥ ২৭
নিয়তব্যাপদেশেন গান্ধারী চ যশস্বিনী।
হতং শতং তু পুত্রাণাং যয়োর্দুঃখেপলাদিনাম্ ॥ ২৮
মানুষপ্যামি তচ্ছাদ্ধং তয়োর্ধর্মং বি তে বিদুঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং ধর্মরাজোঽবস্তাভাবত কৌরবঃ ॥ ২৯
তয়োর্ যে বাদবীমাদ্যচন্দ্রেবং নিবোধ যে
সুখসম্বর্ধিতঃ পুত্র ধয়া সুপরিপালিতঃ ॥ ৩০
মহাদানানি দত্তানি শ্রাদ্ধানি চ পুনঃ পুনঃ।
প্রকৃষ্টৈক ময়া পুত্র পুণ্যা চীর্ণা যথাবলম্ ॥ ৩১
গান্ধারী হতপুত্রেয়া ধৈর্যেণোদীক্ষতে চ মাম্।
স্রৌপদ্যা সুপকর্তারমন্ত ধৈর্যাদ্যাদ্রিণঃ ॥ ৩২
সমতীতা সুখং সাস্তে অবর্ষেণ হতা মুনি।

ন তেষু প্রতিকর্তব্যং পশ্যামি কুরুনন্দন ॥ ৩৩
সর্বে শস্ত্রভৃতাং লোকান্ সভাজেহভিমুখা হতাঃ।
আহবেষু বিতং পুণ্যং প্রতিকর্তব্যমদ্য বৈ ॥ ৩৪
গান্ধার্যাশ্চৈব রাজেন্দ্র তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ঘং তু শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো সততং ধর্মবৎসলঃ ॥ ৩৫
রাজা গুরুঃ প্রাণভৃতাং তস্মাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর সংক্রেষ্যে বনমেব হম্ ॥ ৩৬
চীরবল্কলসংবীত রাজন্ গান্ধার্যা সহিতোঽনঘা।
ভবাশিষঃ প্রযুঞ্জানো ভবিষ্যামি বনেচরঃ ॥ ৩৭
উচিতা মঃ কুলে জাত সর্বেষাং ভরতর্ষভ
পুত্রেষ্বৈশ্বর্য্য মাধায় বনসোঽহন্তে বনং নৃপ ॥ ৩৮
ভক্ষাহং বায়ুভক্ষো বা নিরাহারোঽপি বা বনম্।
পশ্যন্ মহাবনা বীর চরিষ্যামি তপঃ পরম্ ॥ ৩৯

আহার করি। আমার এই নিয়ম কেবল গান্ধারীই জানে। অন্য সকলেই ইহা জানে যে, আমি প্রতিদিন পূর্ণ আহার করি। ২৫-২৬

সকল মানুষ যুধিষ্ঠিরের ভয়ে আমার নিকটে আসে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে কুশিরাদের জন্য অন্তত চিন্তিত আছে। আমি ও যশস্বিনী গান্ধারী উত্তরে নিয়ম-পালনের ছল করিয়া কুশাসনের উপর বসিয়া বহু তপ করি এবং ভূমিতে শয়ন করি। ২৭।

আমাদের উভয়ের মুখে অনলাশনকারী শত পুত্র নিহত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের জন্য আমার দুঃখ হইতেছে না; কারণ, তাহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম জানে (এবং তদনুসারে তাহারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে)। ২৮।

নিজের স্বজনগণকে এই কথা বলিয়া কুরুবংশের প্রভাবী পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—কুরুনন্দন! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর। ২৯।

পুত্র! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমি এখানে সুখের দিন যাপন করিতেছি। আমি মহাদানসকল প্রদান করিয়াছি এবং বারংবার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৩০।

পুত্র! যে নিমেষ আমি অনুশাসনের উৎকৃষ্ট পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং যাহার শত পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই এই গান্ধারীদেবী ধৈর্যসহকারে আমার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। ৩১।

কুরুনন্দন! যাহারা দ্রৌপদীর সহিত অত্যাচার করিয়াছে, তোমার ধৈর্য অপহরণ করিয়াছে, আমরা সেই ক্রূরকর্মা পুরুষগণ কর্তৃক যথাযথভাবে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছি। এখন তাহাদের জন্য আর কিছু করণীয় আছে বলিয়া আমি দেখিতেছি না। ৩২-৩৩

তাহারা সকলে যুদ্ধের সম্মুখভাগে নিহত হইয়াছে, অতএব অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের প্রাপ্য লোকে গমন করিয়াছে। রাজেন্দ্র! এখন আমার এবং গান্ধারীদেবীর নিজেদের হিতের জন্য পবিত্র তপস্যা করা প্রয়োজন; সেইজন্য ইহাতে তুমি আমাদের অনুমতি প্রদান কর। ৩৪।

তুমি অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সতত ধর্মে অনুরাগী। রাজা সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে গুরুস্থানীয়, সেইজন্য তোমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছি। বীর! তোমার অনুমতি পাইলে আমি বনে গমন করিব। ৩৫-৩৬

রাজন্! সেখানে আমি চীর (বল্কল—কৌপীন) ও বসন ধারণ করত এই গান্ধারীর সহিত বনে বিচরণ করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিতে থাকিব। ৩৭

ভরত! ভরতশ্রেষ্ঠ নরনাথ! আমাদের কুলের সকল রাজার পক্ষে ইহাই উচিত যে, অন্তিম অবস্থায় পুত্রগণের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনে বনে গমন করা। ৩৮

বীর! সেখানে আমি বায়ু পান করিয়া অথবা উপবাস করিয়া বাস করিব এবং নিজের এই বর্ষশতীর সহিত উত্তম তপস্যা করিব। ৩৯

ত্বং চাপি কলভাষ্ কাত্ত তপসঃ পারিবো ছসি।
কলভাতো হি রাজানঃ কল্যাণৈরেবয়ন্ত্য বা। ৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ

ন মাং শ্রীরভতে রাজ্যং যথৈবা দুঃখিতে নৃপ
বিদ্যাসঙ্গ পুরুষুর্ধিং রাজসঙ্গং প্রশাসিতম্। ৪১
যোঽহং ভবন্তং চতুর্ভাগুপবাসকৃশং কৃশম্।
জিজ্ঞাহারং কিতিশয়ং ন বিদ্মে ব্রাহ্মণৈঃ সহ। ৪২
অযোঽস্মি বঞ্চিতে মূঢ়ো ভবতা গূঢ়বুদ্ধিনা
বিশ্বাসয়িত্বা পূর্বং মাং যদিদং দুঃখমস্থিতঃ। ৪৩
কিং বে রাজ্যেন ভোগৈর্বা কিং যজ্ঞৈঃ কিং সু ধর্মেণ বা
যদা বে ত্বং মহীপাল দুঃখাদেতাদ্যবাপ্তবান্। ৪৪
পীড়িতং চাপি জানামি রাজ্যমাত্মানমেব চ
অনেন বচসা তুভ্যং দুঃখিতস্য ভবেশ্বর। ৪৫

ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্ নঃ পরমো গুরুঃ।
ভবতা বিপ্রহীণা বৈ ক সু ষিষ্ঠা বয়ং বরম্। ৪৬
ঔরসো ভবতঃ পুত্রো বৃহৎপূর্বপ্রসবম।
অস্তু রাজা মহারাজ যমস্ত' মন্যতে ভবান্। ৪৭
অহং বনং গমিষ্যামি ভবান্ রাজ্য' প্রশাসতু।
ন মামযশসা যুক্তং যুক্তা যুক্তুমর্হসি। ৪৮
নাহং রাজা ভবান্ রাজা ভবতঃ পরমাহবম্।
যথা গুরুং ত্বাং বর্তেয়মনুজ্ঞাতুমিহোৎসহে। ৪৯
ন মন্যুর্হসি নঃ কিঞ্চিৎ সুযোধনকৃতেঽনঘ।
ভবিতব্যং তথা তচ্চি যদ্বা চানো চ মোহিতাঃ। ৫০
যদ্বং পূজ্যো হি ভবতো যথা দুর্যোধনাদয়ঃ।
সাক্ষাদ্ধী রৈব কৃষ্ণী চ বিশিষ্টেষে মতে মম। ৫১
স মাং ত্বং যদি রাজেন্দ্র পরিত্যজ্য গমিষ্যসি।
পৃষ্ঠতস্ত্বনুযাস্যামি সত্যমাত্মায়মালভে। ৫২

বৎস! তুমি সেই তপস্যার ফলভাগী হইবে; কারণ, তুমি রাজা। রাজারা নিজেদের রাজ্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত কল্যাণকর বা অকল্যাণকর সমস্ত ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! আপনি এখানে থাকিয়া এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছেন; অথচ আমি ইহা জানিতে পারি নাই, সেইজন্য এই রাজ্য আর আমাকে শ্রীসম্পন্ন করিতে পারিবে না। হায়! আমার বুদ্ধি অতিশয় মন্দ, অতএব প্রবল ও রাজ্যাসক্ত আমাকে ধিক্। ৪১

আপনি দুঃখে পীড়িত এবং উপবাস করায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া কৃতলে শয়ন করেন, আহার সংযম করিয়া রাখিয়াছেন; অথচ ব্রাহ্মণদের সহিত আমি এই অবস্থা জানিতেও পারি নাই। ৪২

অহো! আপনি নিজের অভিপ্রায়কে গোপন রাখিয়া পূর্বে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন; কারণ, পূর্বে আমাকে এই বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন যে, আমি সুখী, আর আজ পর্যন্ত আপনি এরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া যাইতেছেন। ৪৩

মহারাজ! এই রাজ্য, এই সব ভোগ, এই সকল যজ্ঞ অথবা এই সমস্ত ধর্মকার্যেতে আমার কি লাভ হইয়াছে? যখন কি আমারই নিকট আপনি থাকিয়া এত দুঃখভোগ করিয়াছেন? ৪৪

অনেঘ! আপনি দুঃখী হইয়া যে এরূপ কথা বলিতেছেন, ইহাতে আমি এই সম্পূর্ণ রাজ্য ও নিজেকেও দুঃখিত বলিয়া মনে করিতেছি। ৪৫

আপনিই আমাদের পিতা, আপনিই আমাদের মাতা এবং আপনিই আমাদের পরম গুরু। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমরা এস্থানে কিভাবে থাকিব? ৪৬

বৃষভাক্ষ! মহারাজ! বৃহৎপুত্র আপনার ঔরসজাত পুত্র; সে-ই রাজা হউক অথবা আপনি যাহাকে উচিত বলিয়া মনে করিবেন, তাহাকেই রাজা করুন কিংবা স্বয়ংই রাজ্য শাসন করুন। আমি-ই বনে চলিয়া যাইব। আমি পূর্ব হইতে অপযশরূপ শত্রুর দ্বারা ক্ষত হইয়াছি, এখন পুনরায় আপনি আমাকে ক্ষত করিবেন না। ৪৭-৪৮

আমি রাজা নই, আপনিই রাজা। আমি ত' আপনার আজ্ঞাধীন সেবক। আপনি আমার গুরু। আমি আপনাকে কিভাবে আঘাত করিব? ৪৯

নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! দুর্যোধন যাহা কিছু করিয়াছে, তজ্জন্য আমাদের হৃদয়ে অল্পমাত্রও ক্রোধ নাই। যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাই ভবিতব্য ছিল। আমরা এবং অন্যান্য সকলে তাহারই দ্বারা মোহিত ছিলাম। ৫০

যেরূপ দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্র, সেইরূপ আমরাও আপনার পুত্র। আমার মতে মাদ্রীদেবী ও কুন্তীদেবীর মধ্যে কোনও বিশেষ নাই। ৫১

রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবে আমি নিজের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমিও আপনার পশ্চাতে গমন করিব। ৫২

ইয়ং হি বসুসম্পূর্ণা মহী সাগরমেখলা।
ভবতা বিপ্রহীণস্য ন মে প্রীতিকরী ভবেৎ। ৫০

ভবদীয়মিদং সর্বং বিদিতা দ্বারি প্রস্থিতে।
ভবদীয়াঃ স্ম রাজেন্দ্র যোক্ষ্যে তে মানসো জ্বরঃ। ৫৪

ভবিতব্যমনুপ্রাপ্তো মনো মে বসুধাধিপ।
দিষ্ট্যা শুশ্রূষমাণস্ত্বাং মোক্ষিষ্যে মানসো জ্বরম্। ৫৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তাপস্তে যে মনস্তাপ বর্ততে কুরুনন্দন।
উচিতশ্চ কুলেঽস্মাকমরণ্যগমনং প্রভো। ৫৬

চিরমশ্বাধিতঃ পুত্র চিরং শুশ্রূষিতস্ত্বয়া।
গুরুং মামনুজানীহি ত্বং নরাধিপ। ৫৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ধর্মরাজানং বৈশ্যানং কৃতাঞ্জলিম্।
উবাচ বচনং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ। ৫৮

সঞ্জয়ঞ্চ মহাত্মানং কৃতং চাপি মহাযশম্
অনুনেষ্যামি ভবন্তির্মনুজাধিপম্। ৫৯

ম্লায়তে যে মনো হীদং মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বয়সা চ প্রকৃষ্টেন বাধ্যাত্মানেন চৈব হ। ৬০

ইত্যুক্ত্বা স তু ধর্মাত্মা যুক্তো রাজা কুরূদ্বহঃ
গান্ধার্যাঃ শিশ্রিয়ে ধীমান্ সহদেব পতাগ্রতঃ। ৬১

তং তু দৃষ্ট্বা সমাসীনং বিসংজ্ঞমিব কৌরবম্
আর্তিং রাজাগমং তীব্রাং কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা। ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যস্য নাগসহস্রেণ সত্তসংঘাত বৈ বলম্।
সোঽয়ং নাড়ীং ব্যপাশ্রিত্য শেতে রাজা সতামৃষভ। ৬৩

আয়সী প্রতিমা যেন ভীমসেনস্য সা পুরা।
চূর্ণীকৃতা বলবতা সোঽয়ং বলমাশ্রিতঃ ক্ষিতিম্। ৬৪

ধিগস্তু মামধর্মজ্ঞং ধিগ্ বুদ্ধিং ধিক্ চ মে শ্রুতম্
যৎ কৃতে পৃথিবীপালঃ শেতেঽয়মতথোচিতঃ। ৬৫

আপনি ভাল করিলে পর এই ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ও সমুদ্রে পরিবৃত সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজত্ব আমাকে প্রীতি দান করিতে পারিবে না। ৪৯

রাজেন্দ্র! এই সব কিছুই আপনার। আমি আপনার সমক্ষে শপথ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রসন্ন হউন। আমরা সকলে আপনার অধীন। আপনার মানসিক চিন্তা অপসৃত হউক। ৫৪

পৃথ্বীনাথ! আমি মনে করি যে, আপনি ভবিতব্যের বশীভূত হইয়াছেন যদি আপনি সৌভাগ্যবশতঃ আমাকে আপনার সেবা করিবার সুযোগ দান করেন, তাহা হইলে আমার মনের চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। ৫৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বৎস! কুলনন্দন! এখন আমার মন তপস্যায় আসক্ত হইয়াছে। প্রজ্ঞাবশালী যুধিষ্ঠির! জীবনের অন্তিমকালে বনে গমন করা আমাদের বংশের উচিত কার্য। ৫৬

পুত্র! আমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত তোমার নিকট বাস করিয়াছি এবং তুমিও বহু দিন ধরিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছ। নরনাথ! আমি সুস্থ হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান কর। ৫৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কাঁদিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ধীরভাবে বসিয়া রহিলেন। অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে পূর্বোক্ত কথা বলিয়া মহাত্মা সঞ্জয় এবং মহাযশা কৃপাচার্যকে বলিলেন—আমি আপনাদের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইতে ইচ্ছা করি। ৫৮-৫৯

এক ত' আমার বৃদ্ধাবস্থা এবং তাহার উপর কথা বলিবার পরিশ্রম, এই সব কারণে আমার মন ম্লান হইয়া যাইতেছে ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। ৬০

এই কথা বলিয়া ধর্মাত্মা বৃদ্ধ রাজা কুরুকুলবর্ধন বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্র সহসাই সিন্ধুরাজের ভার গান্ধারীকে আশ্রয় করিলেন। ৬১

কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে সংজ্ঞাহীনের ন্যায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শত্রুবীরহন্তা কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। ৬২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অহো! যাঁহার মধ্যে এক লক্ষ হস্তীর বল আছে, সেই এই রাজা ধৃতরাষ্ট্র আজ যেন প্রাণহীন হইয়া ভীম আজ যেরূপ করত শয়ন করিয়া আছেন। ৬৩

যে বলবান্ রাজা পূর্বে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমাকে চূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনিই আজ অবলা স্ত্রীর আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন। ৬৪

আমার মধ্যে ধর্মের কোনও জ্ঞান নাই। আমাকে ধিক্। আমার বুদ্ধি ও বিদ্যাকেও ধিক্, যাহার জন্য এই মহারাজ এই সময়ে নিজের পক্ষে অযোগ্য অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। ৬৫

অহমপ্যুপবৎস্যামি যদ্যেবমার্য্য গুরোর্মম
যদি রাজা ন ভুঙ্‌ক্তেঽদ্য গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৬৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীৎ পাণিনা রাজন্ জলক্লিন্নেন পাণ্ডবঃ।
ঊরূ মুখঞ্চ শনকৈঃ পর্য্যমার্জ্জত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬৭

তেন রত্নৌঘবিমলা পুণ্যেন চ সুগন্ধিনা।
পাণিস্পর্শেন রাজ্ঞঃ স রাজা সংজ্ঞামবাপ হ ॥ ৬৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

স্পৃশ মাং পাণিনা কৃষ্ণ পরিষজ্য চ পাণ্ডব।
জীবামীত্যভিসংস্পর্শাৎ তব রাজীবলোচন ॥ ৬৯

মূর্দ্ধানঞ্চ তথাঘ্রাতুমিচ্ছামি মনুজাধিপ।
পাণিভ্যাং যে পরিস্প্রষ্টুং প্রীণয়ং যে মহাত্মন ॥ ৭০

অষ্টমো হ্যদ্য কালোঽয়মায়াতস্তব কৃষ্ণয়া যে
যেনাহং কৃষ্ণসার্দ্দূল সক্রোশি ন বিচেষ্টিতুম ॥ ৭১

যদি রাজা ন ভুঞ্জীত গান্ধারী চ যশস্বিনী, তবে আমিও আমার এই গুরুজনের ন্যায় উপবাস করিব ॥ ৬৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির জলের দ্বারা শীতল নিজ হস্তের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের মস্তক ও মুখকে ধীরে ধীরে মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রত্নৌঘবিমল সেই পবিত্র ও সুগন্ধিত হস্তস্পর্শে রাজা ধৃতরাষ্ট্র চেতনা লাভ করিলেন ॥ ৬৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—কমলনয়ন পাণ্ডুনন্দন! তুমি পুনরায় আমায় সেই হস্তের দ্বারা স্পর্শ কর এবং আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমার মুখস্পর্শে এই স্পর্শে যেন আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইতেছে ॥ ৬৯

নরনাথ! আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিতেছি এবং আমার দুই হস্তের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। ইহাতে আমার পরম তৃপ্তি লাভ হইতেছে ॥ ৭০

পূর্ব্বে যে দিনে আমি তোমায় দর্শন করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আজ এই অষ্টম সময় অর্থাৎ চতুর্থ দিন পূর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণসার্দ্দূল! যেজন্য আমি দুর্বল হইয়া কোনও কিছু চেষ্টা করিতে পারিতেছি না ॥ ৭১

ভাত! তোমাকে অনুরোধ করিতে যাইয়া বলিবার সময় আমার অভিশয় পরিশ্রম হইয়াছে। অতএব ক্ষীণশক্তি হইয়া আমি যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গিয়াছি ॥ ৭২

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! তোমার এই হস্তস্পর্শ অমৃতের সমান শীতল ও সুখপ্রদ। কুরুকুলপতে! ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি—ইহাই আমি মনে করিতেছি ॥ ৭৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! নিজের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে পর কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠির অভিশয় স্নেহের সহিত তাঁহার মস্তক অঙ্গে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন ॥ ৭৪

তাঁহার সেই স্পর্শে তৃপ্তি ধৃতরাষ্ট্র যেন প্রাণ লাভ করত নিজের দুই বাহুর দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ॥ ৭৫

এই সকল দৃশ্য দেখিয়া বিদুর প্রভৃতি সকল লোকেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অভিশয় দুঃখবশতঃ তাঁহারা পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিলেন না ॥ ৭৬

ধর্ম্মজ্ঞা গান্ধারীদেবীও নিজের মনে অত্যন্ত দুঃখ বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সেই দুঃখকে নিজের মনের মধ্যেই ধরিয়া রাখিলেন এবং রোদন করিতে করিতে সকলকে বলিলেন—এরূপ করিও না ॥ ৭৭

কুন্তীদেবীর সহিত কুরুকুলের অন্যান্য স্ত্রীগণও অত্যন্ত

অথাব্রবীৎ পুনর্বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রো যুধিষ্ঠিরম্।
অনুজানীহি মাং রাজন্তপসেতি ভরতর্ষভ। ৭৯
ব্রূহি যে যদভিপ্রায়ো যুয়ো যুয়ঃ প্রভাষতঃ।
ন ত্বামতঃ পরং পুত্র পরিক্লেষ্টুমিহার্হসি। ৮০
ততস্তস্মিন্ত কৌরব্যে তদা তথা ব্রুবতি পাণ্ডবম্।
সর্বেষামেব যোধানামার্তনাদো মহানভূৎ। ৮১
দৃষ্ট্বা কৃশং বিবর্ণঞ্চ রাজানমনঘং তথা।
উপবাসপরিশ্রান্তং ব্যসনৈশ্চপরিপ্লবম্। ৮২
ধর্মপুত্রঃ ক্ষিতিসুতঃ পরিষজ্য মহাপ্রভুম্
শোকজং বাষ্পমুৎসৃজ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ। ৮৩

ন কাময়ে নরশ্রেষ্ঠ জীবিতং পৃথিবীং তথা।
যথা তব প্রিয়ং রাজংস্তথৈবাস্তু পরন্তপ। ৮৪
যদি চাহমনুগ্রাহ্যো ভবতো দয়িতোঽপি বা।
ক্রিয়তাং তাবদাহারস্ততো বেৎস্যামহে পরম্। ৮৫
ততোঽব্রবীন্মহারাজো ধৃতরাষ্ট্রো যুধিষ্ঠিরম্
অনুজানাম্বয়া পুত্র ভুঙ্ক্ষ্বীয়েতি কামতে। ৮৬
ইতি ব্রুবতি রাজেন্দ্রে ধৃতরাষ্ট্রে যুধিষ্ঠিরম্।
ঋষিঃ সত্যবতীপুত্রো ব্যাসোঽভ্যেত্য তদোঽব্রবীৎ। ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে পর্ব্বণি আশ্রমবাসপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিবেদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ৩

দুঃখিত হইয়া নেত্র দিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে বহুল করত সন্তাষণ করিলেন। ৭৮

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! আমাকে তপস্যা করিবার জন্য অনুমতি দান কর। ৭৯

বৎস! পুনঃ পুনঃ বলায় ফলে আমার মনে গ্লানি জন্মিতেছে। পুত্র! অতএব তুমি আমাকে আর অধিক কষ্ট দিও না। ৮০

কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত যোদ্ধারা অতিশয় আর্তনাদ (হাহাকার) করিতে লাগিলেন। ৮১

নিজের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য (জ্যেঠামহাশয়) মহাপ্রভু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে উপবাস করায় পরিশ্রান্ত, দুর্বল, কান্তিহীন, বিবর্ণবিশিষ্ট এবং অস্থির অবস্থায় উপনীত দেখিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শোকজনিত অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন। ৮২-৮৩

নরশ্রেষ্ঠ! আমি জীবিত থাকিতেও বাসনা করি না এবং পৃথিবীর রাজ্যকামনাও করি না। পরন্তপ রাজন্! যাহাতে আপনার প্রিয় হয়, আমি তাহাই করিতে ইচ্ছা করি। ৮৪

যদি আপনি আমাকে নিজের কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করেন এবং যদি আমি আপনার প্রিয় হই, তবে আমার প্রার্থনায় এই সময় আপনি ভোজন করুন। ইহার পর আমি পরে কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিব। ৮৫

তখন মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—পুত্র! যদি তুমি আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমি ভোজন করিব; ইহাই আমার ইচ্ছা। ৮৬

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতেছেন, তখন সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন। ৮৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সত্যসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের নির্বেদবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ব্যাসদেবস্যাদেশেন যুধিষ্ঠিরস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বনং গন্তুমাদেশদানম্]

ব্যাস উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাবাহো যথাহ কুরুনন্দনঃ
ধৃতরাষ্ট্রো মহাতেজাস্তৎ কুরুষ্বাবিচারয়ন্ ॥ ১

অয়ং হি বৃদ্ধো নৃপতির্হতপুত্রো বিশেষতঃ।
নেদং কৃচ্ছ্রং চিরতরং সহেদিতি মতির্মম ॥ ২

গান্ধারী চ মহাভাগা প্রাজ্ঞা তত্ত্বপরেদিনী।
পুত্রশোকং মহারাজ ধৈর্যেণোপেয়তে তৃপম্ ॥ ৩

অহমপ্যেতয়োর্দেব যাং ব্রবীমি কুরু যে বচঃ
অনুজ্ঞাং লভতাং রাজা যা বৃদ্ধেষু প্রবিদ্যতে ॥ ৪

রাজর্ষীণাং পুরাণানামনুযাতু গতিং নৃপঃ।
রাজর্ষীণাং হি সর্বেষামন্তে বনমুপাশ্রয়ঃ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তথা রাজা ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা
প্রত্যুবাচ মহাতেজা ধর্মরাজো মহামুনিম্ ॥ ৬

ভগবানেব নো মান্যো ভগবানেব নো গুরুঃ
ভগবানস্য রাজ্যস্য কুলস্য চ পরায়ণম্ ॥ ৭

অয়ং তু পুত্রো ভগবন্ পিতা রাজা গুরুশ্চ মে
বিশেষবর্ত্তী চ পিতুঃ পুত্রো ভবতি ধর্মতঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তু তং প্রাহ ব্যাসো বেদবিদাং বরঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাতেজাঃ পুনরেব মহাঋষিঃ ॥ ৯

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত
রাজায়ং বৃদ্ধতাং প্রাপ্তঃ প্রশাসে পরমে স্থিতঃ ॥ ১০

সোঽয়ং মহানুভাবত্বাচ্চ পৃথিবীপতিঃ
করোতু যমভিপ্রায়ং মাস্য বিঘ্নকরো ভব ॥ ১১

এষ এব পরো ধর্ম্মো রাজর্ষীণাং যুধিষ্ঠির।
সমরে বা ভবেন্মৃত্যুর্বনে বা বিধিপূর্বকম্ ॥ ১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের আদেশে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে বনে যাইবার অনুমতিপ্রদান।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধন মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা তুমি বিনা বিচারে পরিপালন কর। ১

এই রাজা এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহার সমস্ত পুত্র নিহত হইয়াছে। আমার এরূপ বিশ্বাস যে, এখন ধৃতরাষ্ট্র এই সব কষ্ট অধিক কাল সহ্য করিতে পারিবে না।২

মহারাজ! মহাভাগা প্রাজ্ঞা অতিশয় বিদুষী ও তত্ত্বদর্শা অনুভবকারিণী; সেইজন্য সে গুরুতর পুত্রশোক ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করিয়া যাইতেছে। ৩

আমিও তোমাকে এই কথা বলিতেছি যে, তুমি আমার বাক্য পালন কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিকট হইতে বনে যাইবার অনুমতি লাভ করুক; তাহা না হইলে এখানে থাকিলে তাহার মৃত্যু ধ্রুব হইবে। ৪

তুমি তাহাকে সেই সুযোগ প্রদান কর, যাহাতে এই নৃপ প্রাচীন রাজর্ষিগণের পথ অনুসরণ করিতে পারে। সমস্ত রাজর্ষিগণই জীবনের অন্তিমভাগে বনেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর মহাতেজস্বী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহামুনি ব্যাসদেবকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। ৬

ভগবন্! আপনিই আমাদের মাননীয় এবং আপনিই আমাদের গুরু। এই রাজ্য ও কুলের পরম আশ্রয়ও আপনিই।৭

ভগবন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা এবং গুরু। ধর্ম্মানুসারে পুত্রই পিতার আজ্ঞার অধীনে থাকে। (সুতরাং পুত্র পিতাকে বিরূপে আজ্ঞাদান করিবে?) ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাতেজস্বী ও মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের এই কথা বলিলে তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে পুনরায় বলিলেন। ৯

মহাবাহু ভরতনন্দন! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্যই; তথাপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হইয়াছে এবং অতিশয় অসহায় হইয়া আছে। ১০

অতএব এই ভূপাল এখন আমার ও তোমার অনুমতি লইয়া তপস্যার দ্বারা নিজের মনোরথ সিদ্ধ করুক। ইহার তপস্যায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করিও না। ১১

যুধিষ্ঠির! রাজর্ষিগণের ইহা পরম ধর্ম্ম যে, তাঁহাদের যুদ্ধে অথবা বনে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে মৃত্যু হউক। ১২

পিত্রা তু তব রাজেন্দ্র পাণ্ডুনা পৃথিবীজিতা
শিষ্যত্বমেত্য রাজায়ং গুরুবৎ পর্যুপাসিতঃ ॥ ১০
জ্যেষ্ঠতির্গক্ষিণাবদ্ধী চতুর্থশ্চতুরোক্তিতৈঃ।
মহদ্ভিরিষ্টা গৌর্যুক্তা প্রজাশ্চ পরিপালিতাঃ ॥ ১১
পুত্রসংস্থঞ্চ বিপুলং রাজ্যং বিপ্রেষিতে ত্বয়ি
প্রয়োদশসমা ভুক্তং দত্তঞ্চ বিবিধং বসু ॥ ১২
ত্বয়া চায়ং নরব্যাঘ্র গুরুশুশ্রূষয়া চ
আরাধিতঃ সঙ্কুচনে গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ১৩
অনুজানীহি পিতরং সংযোক্ষ্যে তপোবিধৌ
ন বস্তব্যমিহাস্মাভিঃ সুখমুক্তোঽপি যুধিষ্ঠির ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বচনমুদ্যম্য চ পাণিযুগ্ম
তথাবিধি চ তেনোক্তঃ কৌন্তেয়েন যযৌ যমম্ ॥ ১৫
গতে ভগবতি ব্যাসে রাজা পাণ্ডুসুতস্তদা
প্রোবাচ পিতরং বৃদ্ধং মন্দং মন্দবিবাসিতঃ ॥ ১৬
যদাহ ভগবান্ ব্যাসো যচ্চাপি ভবতো মতম্
যথাহ চ মহেষ্বাসঃ কৃপো বিদুর এব চ ॥ ১৭
যুযুৎসুঃ সঞ্জয়শ্চৈব তৎকর্তাস্মাহমঞ্জসা।
সর্ব এব হি মান্যা মে কুলস্য হি হিতৈষিণঃ ॥ ১৮
ইদং তু যাচে নৃপতে ত্বামহং শিরসা নতঃ।
ক্রিয়তাং তাবদাহারস্ততো গন্তাস্মি বৈ প্রভো ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রম-বাসপর্বণি ব্যাসানুজ্ঞায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

রাজেন্দ্র! তোমার পিতা রাজা পাণ্ডু এই বৃদ্ধরাজকে গুরুর ন্যায় মানিয়া শিষ্যভাবে ইহার সেবা করিয়াছিলেন ॥ ১০

ইনি যজ্ঞবার পশুযজ্ঞসমূহে সুশোভিত এবং প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞসমূহ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর রাজা ভোগ করিয়াছেন এবং প্রজাগণকে সন্তানভাবে পালন করিয়াছেন ॥ ১১

যখন তুমি বনে গিয়াছিলে, তখন তের বৎসর ধরিয়া নিজের শাসনের অধীনে থাকিয়া বিদ্বান রাজা ইঁহাকে উপভোগ করিয়াছেন এবং নানাবিধ ধন দান করিয়াছেন ॥ ১২

নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেবকগণের সহিত তুমিও গুরুভাবে ইঁহার এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর আরাধনা করিয়াছ ॥ ১৩

অতএব তুমি নিজের পিতৃতুল্য এই বৃদ্ধরাজকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান কর; কারণ, এখন ইঁহার তপস্যা করিবার সময় আসিয়াছে। যুধিষ্ঠির! ইঁহার বনে যাইবার উপর অনুজ্ঞাও দোষ নাই ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া মহর্ষি ব্যাসদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের মস্তক আঘ্রাণ করাইলেন এবং যখন যুধিষ্ঠির 'আজ্ঞা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিলেন, তখন ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥ ১৫

ভগবান্ ব্যাসদেব গমন করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির নিজের বৃদ্ধ পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রকে অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিলেন ॥ ১৬

ভগবান্ ব্যাসদেব যে আজ্ঞা দিয়াছেন ও আপনার যাহা অভিমত এবং মহাধনুর্ধর কৃপাচার্য, বিদুর, যুযুৎসু ও সঞ্জয় যাহা বলিবেন, আমি নিঃসন্দেহে তাহাই করিব; কারণ, ইঁহারা সকলেই এই কুলের হিতৈষী এবং আমাদের মাননীয় গুরুজন ॥ ১৭-১৮

নৃপতি! কিন্তু এই সময় আমি আপনার চরণে মস্তক নত করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রথমে ভোজন করুন, তাহার পরে আপনি গমন করিবেন ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ব্যাসদেবের আজ্ঞাবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(ধৃতরাষ্ট্রেণ যুধিষ্ঠিরায় রাজনীতেরুপদেশদানম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতো ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্
যযৌ স্বভবনং রাজা গান্ধার্যাানুগতস্তদা। ১
মন্দপ্রাণগতির্ধীমান্ কৃচ্ছ্রাদিব সমুত্থিতঃ।
পদাভ্যাং স মহীপালো জীর্ণো গজপতির্যথা। ২
তথৈবানুজগাম বিদুরো বিদ্বান্ সুতশ্চ সঞ্জয়ঃ।
স চাপি পরমেষ্বাসঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা। ৩
স প্রবিশ্য গৃহং রাজন্ কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
তর্পয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠানাহায়ৈরন্নকালবিৎ তদা। ৪
গান্ধারী চৈব ধর্মজ্ঞা কুন্তী সহ যশস্বিনী।
বধূভিরুপচারেণ পূজিতাস্তূক্তবত্যস্তদা। ৫
কৃতাহারং কৃতাহারাঃ সর্বে তে বিদুরাদয়ঃ।
পাণ্ডবান্ কুরুশ্রেষ্ঠমুপাবিশ্যন্ত তং নৃপম্। ৬

ততোঽব্রবীদ্ধৃতরাষ্ট্রো যুধিষ্ঠিরমুপস্থিতম্।
বিবৃতঃ পাণিনা পৃষ্ঠে সংস্পৃশন্নধিকাগুরুঃ। ৭
অপ্রমাদস্ত্বয়া কার্য্যঃ সর্বথা কুরুনন্দন
অষ্টাঙ্গে রাজশার্দূল রাজ্যে ধর্ম্মপুরস্কৃতে। ৮
তন্তু সভ্যং মহারাজ রক্ষিতুং পাণ্ডুনন্দন।
রাজ্যং ধর্ম্মেণ কৌন্তেয় বিদ্যানসি নিবোধ তৎ। ৯
বিদ্যাবৃদ্ধান্ সদৈব ত্বমুপাসীথা যুধিষ্ঠির।
শৃণুয়াস্তে চ যদ্ ব্রূয়ুঃ কৃত্যাকৃত্যেষ্বধিষ্ঠিতাঃ। ১০
প্রাতরুত্থায় তান্ রাজন্ পূজয়িত্বা যথাবিধি।
কৃত্যকালে সমুৎপন্নে পৃচ্ছেথাঃ কার্য্যমাত্মনঃ। ১১
তে তু সম্মানিতা রাজংস্ত্বয়া কার্য্যহিতার্থিনা।
প্রবক্ষ্যন্তি হিতং তাত সর্বথা তব ভারত। ১২
ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি বাজিবৎ পরিপালয়।
হিতায়ৈব ভবিষ্যন্তি রক্ষিতা ত্রিদিবং যথা। ১৩

পঞ্চম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন। ১

সেই সময় তাঁহার গমনাগমনের শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। সেই বুদ্ধিমান্ কৃপাল ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হস্তীর ন্যায় পদভরে গমন করিবার সময় অতিশয় কষ্টের সহিত পদক্ষেপ করিতে ছিলেন। ২

সেই সময় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে জ্ঞানী বিদুর, সঞ্জয় এবং শারদ্বানের পুত্র মহাবলশালী কৃপাচার্য্যও গমন করিলেন। ৩

রাজন্! গৃহে প্রবেশ করত তিনি পূর্ব্বাহ্নকালের ধর্ম্মোচিত ক্রিয়া পূর্ব করিলেন; তাহার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন-পানাদির দ্বারা তৃপ্ত করত স্বয়ং ভোজন করিলেন। ৪

ভারত! এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞা মহিষী গান্ধারীদেবীও কুন্তীসহ পুত্রবধূগণের দ্বারা বিবিধ উপচারে পূজিত হইয়া আহার গ্রহণ করিলেন। ৫

কুরুরাজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভোজন করিবার পর পাণ্ডবগণ এবং বিদুরাদি সকল লোকও ভোজন করিলেন। তাহার পরে সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হইলেন। ৬

মহারাজ! সেই সময় কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে একান্তে নিজের নিকট উপস্থিত জানিয়া অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন। ৭

কুরুনন্দন! রাজশ্রেষ্ঠ! এই অষ্ট অঙ্গযুক্ত রাজ্যে তুমি সর্বদা ধর্মকেই অগ্রে রাখিবে এবং ইহার সংরক্ষণ ও পরিচালনায় কখনও কোনরূপ প্রমাদ করিবে না। ৮

মহারাজ পাণ্ডুনন্দন! কুরুবংশধর! রাজ্যের রক্ষা ধর্মের দ্বারাই সম্ভব হয়। এই কথা তুমি নিজেও জান, তথাপি আমার নিকট হইতে কিছু কথা শ্রবণ কর। ৯

যুধিষ্ঠির! তুমি বিদ্বান্ প্রবীণ বিদ্বান্ পুরুষগণের সর্বদা সঙ্গ করিবে। তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন, তৎসমস্তই সাবধানে শ্রবণ করিবে এবং কোনও বিচার না করিয়াই পালন করিবে। ১০

রাজন্! প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সেই বিদ্বান্‌গণকে যথাবিধি সম্মান করিয়া কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে নিজের কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিবে। ১১

রাজন্! তাত! ভরতবংশধুরন্ধর যুধিষ্ঠির! নিজের হিত করিবার ইচ্ছায় তোমার দ্বারা সম্মানিত হইলে পর তাঁহারা সর্বতোভাবে তোমাকে হিতকথা বলিবেন। ১২

যেরূপ সারথি অশ্বগণকে সংযত রাখে, সেইরূপ তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে নিজের অধীনে রাখিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।

অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্ ।
ধার্তান্ কর্মসু পুণ্যান্তে পুণ্যান্ সর্বেষু যোজয়েঃ ॥ ১৪
চারয়েথাস্তু সততং চারৈরবিদিতঃ পরৈঃ ।
পরিক্ষিপ্তৈর্বহুবিধৈঃ স্বরাষ্ট্রপ্রতিবাসিভিঃ ॥ ১৫
পুরঞ্চ তে সুগুপ্তং স্যাদ্ দৃঢ়প্রাকারতোরণম্
অট্টট্টালকসম্বাধং ষট্‌পথং সর্বতোদিশম্ ॥ ১৬
তস্য দ্বারাণি সর্বাণি পর্যাপ্তানি বৃহন্তি চ
সর্বতঃ সুবিভক্তানি যন্ত্রৈরায়ক্ষিতানি চ ॥ ১৭
পুরুষৈরলমর্থজ্ঞৈর্বিদিতৈঃ কুল-শীলতঃ ।
আপ্তা চ রক্ষ্যঃ সততং ভোজনাদিষু ভারত ॥ ১৮
বিহারাহারকালেষু মাল্যশয্যাসনেষু চ ।
স্নিগ্ধস্য তে সুগুপ্তাঃ স্যুর্ভৈষাস্তৈরবিচিন্তিতাঃ ॥ ১৯
শীলবদ্ভিঃ কুলীনৈশ্চ বিনতৈশ্চ সুশিক্ষিতৈঃ
মন্ত্রিণশ্চৈব কুর্বীথা দ্বিজান্ বিদ্যাবিশারদান্ ॥ ২০
বিনীতাংশ্চ কুলীনাংশ্চ ধর্মার্থকুশলাঞ্শুচীন্ ।
তৈঃ সার্ধং মন্ত্রয়েথাস্ত্বং নাত্যর্থং বহুভিঃ সহ ॥ ২১
সমস্তৈরপি চ ব্যস্তৈর্ব্যপদেশেন কেনচিৎ ।
সুসংবৃতং মন্ত্রগৃহং সুলক্ষাকৃত মন্ত্রয়েঃ ॥ ২২
অরণ্যে নিঃশলাকে বা ন চ ছাত্রো কথঞ্চন ।
বামনাঃ পঙ্গিনশ্চৈব যে চ মন্ত্রস্য বাধিনঃ ॥ ২৩
সর্বে মন্ত্রগৃহে বর্জ্যা যে চাপি ক্লীবপক্ষজাঃ ।
মন্ত্রভেদে হি যে দোষা ভবন্তি পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ২৪
ন তে শক্যাঃ সমাখ্যাতুং কথঞ্চিদিতি মে মতিঃ ।
দোষাংশ্চ মন্ত্রভেদস্য ক্রিয়াশ্চা মন্ত্রিমণ্ডলে ॥ ২৫

এরূপ করিলে সেই ইন্দ্রিয়গণ সুরক্ষিত ধনের ন্যায় ভবিষ্যতে তোমার পক্ষে নিশ্চয় হিতকারী হইবে। ১৪

যাঁহারা সব কিছু বুঝেন, নিষ্কপট ভাবে কার্য করেন, পিতা-পিতামহগণের সময় হইতে সকল কার্য দেখিয়াছেন, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ, সাধনী এবং ধর্মে ও অর্থের শুদ্ধ, এরূপ মন্ত্রিগণকেই সর্বপ্রকারে উন্নতাধিকারপূর্ব কার্যসমূহে তুমি নিযুক্ত করিবে। ১৫

যাঁহাদিগকে তোমার সময়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং যাঁহারা নিজেরাই রাজ্যে বাস করেন, এরূপ অনেক চরকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শত্রুপক্ষের গুপ্ত ভেদ জানিবে এবং যত্নসহকারে এরূপ চেষ্টা করিয়া যাইবে, যাহাতে শত্রুরা তোমার ভেদ জানিতে না পারে। ১৬

তোমার নগরের রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে তাহার চারিদিকের প্রাচীর ও প্রধান দ্বার অত্যন্ত সুদৃঢ় হইবে। নগরটি সম্পূর্ণ নগর উচ্চ উচ্চ অট্টালিকাসমূহে পূর্ণ থাকিবে। যে দিকে সেই সব রক্ষার জন্য বহু লোক যেখানে রক্ষিসৈন্য অবস্থান করিবে। ১৬

নগরের সকল দ্বার বিস্তৃত ও বিশাল হইবে। সর্বদিকে সেই সব রক্ষার জন্য বহু বলবান থাকিবে এবং এই সব দ্বারের (তোমার) বিশ্বাস সুদক্ষ লোকদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে। ১৭

ভারত! যে সব মানুষের কুল ও শীল সর্বতোভাবে জানা যাইবে, তাহাদিগকেই তুমি কার্যে নিযুক্ত রাখিবে। ভোজনাদি যে কার্য সময়েই সদা তোমার আত্মরক্ষাবিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক। ১৮

আহার বিহার সময়ে এবং বাসাগারে, শয্যায় শয়নে ও আসনে বসিবার সময়েও তুমি সাবধানতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিবে। সুবিহিত। কুলীন, শীলবান্, বিদ্বান্, বিদ্যাবিশারদ ও বৃদ্ধ সুলক্ষণগণের অধ্যক্ষতায় রাখিয়া অন্তঃপুরের স্ত্রীদিগের রক্ষার ব্যবস্থা তুমি করিবে। ১৯।

রাজন্! তুমি সেই ব্রাহ্মণগণকে নিজের মন্ত্রী করিবে, যাঁহারা বিদ্যায় প্রবীণ, বিনীত, কুলীন, ধর্ম ও অর্থনীতিতে কুশল এবং সদাচারসম্পন্ন হইবেন। তাঁহাদের সহিত তুমি গূঢ় বিষয় লইয়া বিচার করিবে; কিন্তু অধিক লোকজনের সহিত তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া মন্ত্রণা করিবে না। ২০-২১

সমস্ত মন্ত্রিগণকে অথবা তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজনকে কোনও কার্যের ছলে চারিদিকে পরিবেষ্টিত বহু দূরে কিংবা উন্মুক্ত স্থানে লইয়া যাইয়া কোনও গূঢ় বিষয়ের বিচার করিবে। ২২

যেখানে অধিক তৃণগুল্ম বা আগাছা থাকিবে না, এরূপ নির্জনস্থানে গুপ্ত মন্ত্রণা করা যাইতে পারে। কিন্তু রাত্রিকালে এই সব স্থানে কোনও সময়েই কোনরূপ গুপ্ত পরামর্শ করিবে না। মন্ত্রণাগৃহের অন্তরবর্তী যে বামন ও পঙ্গুপ্রভৃতি জীব আছে, মূর্খ ও পশু মন্ত্রণাগৃহে আসিতে দিবে না। ২৩।

গুপ্ত মন্ত্রণা অন্যের নিকট প্রকাশিত হইলে রাজাদের যে সকট উপস্থিত হয়, তাহার কোনরূপেই সমাধান করা যায় না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ২৪।

শত্রুদমন নরেশ! গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশিত হইলে যে সব দোষ

অন্তরে চ গুণা রাজন্ পুনঃ পুনরবিক্ষয়।
সৌহৃদ-জ্ঞানসম্বন্ধান্ সৌচাশৌচে যুধিষ্ঠির ॥ ২৬
যথা স্যাদ্ বিদিতা রাজ্ঞস্তেষা কার্য্যা কুরুদ্বহ
ব্যবহারশ্চ তে রাজন্ নিত্যমাত্মেরবিষ্টিতঃ ॥ ২৭
যোজ্যস্তৈরিহিতে রাজন্ নিত্যং চারৈরনুষ্ঠিতঃ।
পরিমাণং বিদিত্বা চ দণ্ডঃ সম্যোষু ভারত ॥২৮
প্রণয়েরুর্ষণাস্থানং পুরুষাণাং যুধিষ্ঠির।
আদানমক্ষয়ন্তৈশ্চৈব পরদারাভিমর্শিনঃ ॥ ২৯
উগ্রদণ্ডপ্রধানাংশ্চ বিদ্যা ব্যাবারিণস্তথা।
আক্রোষ্টারশ্চ লুব্ধাংশ্চ ধর্ষকাঃ সাহসপ্রিয়াঃ ॥ ৩০
সভাবিহারভেত্তারো ধর্ষণাংশ্চ প্রদূষকাঃ
বিষয়াদদ্যা ব্যয়াংশ্চ কর্তব্যা দেশকালতঃ ॥ ৩১
প্রাতরেব হি পশ্যেথা যে কুর্যুর্ব্যয়কর্ম তে
অলঙ্কারময়ো ভোজ্যমন্ত উর্দ্ধং সমাহরেঃ ॥ ৩২

পশ্যেথাশ্চ ততো যোধান্ সদা স্বং প্রতিহর্ষয়ন্।
দূতানাং চরাণাং চ প্রদোষান্তে সদা ভবেৎ ॥ ৩৩
সদা চাপররাত্রান্তে ভবেৎ কার্যার্থনির্ণয়ঃ
মধ্যাহ্নে বিহারান্তে মধ্যাহ্নে চ সদা ভবেৎ ॥ ৩৪
সর্বে যৌপধিকাঃ কালাঃ কার্য্যাণাং ভরতর্ষভ।
ভবৈষালক্ষ্যঃ কালে বিদ্ধেথা ভূরিদক্ষিণ ॥ ৩৫
চক্রবৎ ত্বাং কার্য্যাণাং পর্য্যায়ো ভূশমৃচ্ছতে সদা।
তোলনং নিত্যমে তস্মাৎ কুর্যাথা ত্বমতন্দ্রিতঃ সদা ॥ ৩৬
বিবিধস্য মহারাজ বিপরীতং বিবর্জয়েঃ।
চারৈর্বিদিত্বা শত্রূংশ্চ যে রাজ্ঞামন্তরৈষিণঃ ॥ ৩৭
তানাত্মৈঃ পুরুষৈর্যুক্তান্ যোজয়েথা মহাবিষ।
কর্ম যুষ্টাথ কৃত্যাংশ্চ ধরয়েথা কুরুদ্বহ ॥ ৩৮
কায়য়েথাশ্চ কর্মাণি যুক্তায়ুক্তৈরবিষ্টিতৈঃ।
সেনাপ্রণেতা চ ভবেৎ তব তাত দৃঢ়ব্রতঃ ॥৩৯

উৎপন্ন হয় এবং প্রকাশিত না হইলে লাভ হয়, তৎসমস্তই তুমি যাহাতে জানিতে পারিবে, সেইরূপ করিবে। ২৫-২৬½

রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! নগর ও জনপদের লোকসকলের গুণ তোমার প্রতি গুরু বা লঘু, এই বিষয় যাহাতে তুমি জানিতে পার, সেইরূপ উপায় স্থির করিবে। ২৭½

রাজন্! নরনাথ! তাহাদিগের কার্য্য করিতে তুমি এরূপ পুরুষগণকে নিযুক্ত করিবে, যাহারা বিষয়শূন্য, সন্তুষ্ট ও হিতৈষী; কিন্তু গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তুমি তাহাদেরও সকল কার্য্যে সদা দৃষ্টি রাখিবে। ২৮½

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! তোমার এরূপ বিধান উদ্ভাবন করা কর্তব্য, যাহাতে যাহা তোমাকর্তৃক নিযুক্ত তাহাদিগের পুরুষগণ অপরাধী ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদিগকে জানিয়া যে দণ্ডনীয় হইবে, তাহাকে যথোচিত দণ্ডদান করিবে। ২৯½

যাহারা শত্রুর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণের অভিলাষী, পরস্ত্রীকামনী, যাহারা কঠোর দণ্ডদানের পক্ষপাতী, বিবাদকারী, কটুবাদী, লোভী, অপরের ধন অপহরণকারী, দুঃসাহসী, সভাভঙ্গ ও উহাদিগের নষ্টকারী এবং সকল কর্মের মাদুষকে কলঙ্কিতকারী, এরূপ তাহাদিগের পুরুষগণকে দেশ ও কালের কথা চিন্তা করিয়া যথোচিত অথবা তাহাদিগকে ধন করিবে। ৩০-৩১½

প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া (নিত্য কর্ম-কর্ম সমাপনান্তে) প্রথমে সেই সব লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য, যাহারা তোমার ধনাদি ব্যয় কর্মে নিযুক্ত আছে। তাহার পর আভরণধারণ বা ভোজন করা সমুচিত করিবে। ৩২

তদনন্তর সৈন্যগণের হর্ষ ও উৎসাহ বর্ধন করিতে করিতে তাহাদের সহিত তুমি মিলিত হইবে। দূত এবং চরগণের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ত সময় হইল সন্ধ্যাকাল। ৩৩

এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে উত্থিত হইয়া সমস্ত দিনের কার্যক্রম নিশ্চয় করিয়া লইবে। অর্ধরাত্রি এবং মধ্যাহ্নকালে তুমি স্বয়ং পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রজাগণের অবস্থা সদা প্রত্যক্ষ করিবে। ৩৪

প্রভূত দক্ষিণাদানকারী ভরতশ্রেষ্ঠ! কার্য্য করিবার পক্ষে সকল সময়ই উপযুক্ত। তুমি যথাকালে মহাভরণে ভূষিত হইয়া অবস্থান করিবে। ৩৫

তাত! চক্রের ন্যায় সর্বদা কার্যক্রম চলিতে থাকে, ইহা দেখা যায়। মহারাজ! নানাপ্রকার কোষ সংগ্রহ করিবার জন্য তুমি সতত তাহানুকূল প্রযত্ন করিয়া যাইবে। ইহার বিপরীত অন্যায়পূর্ণ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিবে। ৩৬½

মহাবিষ! যাহারা রাজাদের ছিদ্র অন্বেষণ করে, এরূপ রাজদ্রোহী শত্রুগণকে গুপ্তচরসকলের দ্বারা জানিয়া বিষদানীয় পুরুষদ্বারা তাহাদিগকে দূর হইতেই বধ করাইবে। ৩৭½

কুরুশ্রেষ্ঠ! পূর্বে কার্য পরীক্ষা করিয়া তুমি সেবকগণকে নিযুক্ত করিবে এবং নিজের আশ্রিত যাহাদের যোগ্য হইবে, বা অযোগ্য হইবে তাহাদের দ্বারা অবশ্যই কর্মসমূহ সম্পাদন করাইবে। ৩৮½

তাত! তোমার যে ব্যক্তি সেনাপতি হইবেন, তাঁহাকে

পুনঃ ক্লেশসহৈশ্চৈব হিতো ভরুশ্চ পূরুষঃ।
সর্বে জনপদাশ্চৈব তব কর্মাণি পাণ্ডব ॥ ৪৮
গোপয় স্থানতশ্চৈব কুর্যুর্যে বাবহারিণঃ।
ধনস্তু পরমস্তেষু চৈব পরেষু চ ॥ ৪৯
ঔপলম্ভাদ্বিতব্যং তে নিতাশ্চৈব যুধিষ্ঠির।
দেশজাশ্চৈব পুরুষা বিজ্ঞাতাঃ যেষু তে ভবেয়ুঃ ॥ ৫০

যাত্রাভিরনুরূপাভিরনুগ্রাহ্যা হিতাশ্চরা
গুণাধিক্যাৎ গুণঃ কার্যো বিদুষাং বৈ ত্বয়াধিপ।
অবিচার্যাশ্চ তে তে স্যুরিতরে চৈব নিত্যশঃ ॥ ৫৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে সর্বপর্বণি আশ্রম-
বাসপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রোপদেশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

অবশ্যই বৃদ্ধক্ষত্রিয়, সৌম্যস্বভাবী বীর, ক্লেশ সহ করিতে সমর্থ, বিশ্বাসী, পুরুষার্থী ও স্বামিভক্ত হইতে হইবে। ৩৯½

পাণ্ডুনন্দন! তোমার রাজ্যমধ্যে অবস্থিত যে সব কর্মচারী ও শিল্পী তোমার কার্য করিবে, তাহাদিগের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা তোমাকে অবশ্যই সেইভাবে করিতে হইবে; যেরূপ গর্হিত ও দূষণাদির দ্বারা কার্যবিনাশনকারী ব্যক্তিরা তাহাদের ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ৪০½

যুধিষ্ঠির! তুমি সর্বদাই অন্যজনপদ ও শত্রুদিগের হিতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকিবে। ৪১½

জনমেজয়! নিজের দেশজাত পুরুষগণের মধ্যে যাহারা নিজ নিজ কার্যে বিশেষ নিপুণ ও বিশ্বাসী হইবে, তাহাদিগকে তাহাদের যোগ্য জীবিকা প্রদান করত অনুগ্রহ পূর্বক স্বপক্ষাবলম্বী করিবে। বিদ্বান্ রাজাদের কর্তব্য হইল— তাঁহারা গুণী পুরুষগণের গুণবর্ধনের প্রচেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে তুমি কোন-ও বিচার করিবে না। তাহা হইলে সেই সব পুরুষ সদা পর্বতের ন্যায় তোমার অবিচল সহায় হইবেন। ৪২-৪৩

শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাস-পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ৪

(ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃকো রাজনীতেরুপদেশঃ)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

মণ্ডলানি চ বুদ্ধ্যেথাঃ পরেষামাত্মনস্তথা।
উদাসীনমধ্যানাঞ্চ মধ্যস্থানাঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ১
চতুর্ণাং শত্রুজাতানাং সর্বেষামাততায়িনাম্।
বিদ্যা চাবিত্রবিত্রঞ্চ বোদ্ধব্যং ভেষজিকর্মণ ॥ ২
ভৃত্যামাত্যা জনপদা দুর্গাণি বিবিধানি চ।
বলানি চ কুরুশ্রেষ্ঠ ভরতেথাং যথেচ্ছকম্ ॥ ৩
তে চ দ্বাদশ কৌন্তেয় রাজ্ঞাং বৈ বিষয়াত্মকাঃ
মাত্রপ্রধানাশ্চ গুণাঃ ষষ্টির্ষট্‌ত্রিংশৎ চ প্রভো ॥ ৪
এতন্মণ্ডলমিত্যাহুরাচার্যা নীতিকোবিদাঃ।
অত্র যাবদ্‌গুণন্যাসস্তং যুধিষ্ঠির নিবোধ তৎ ॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক রাজনীতির উপদেশ]

[ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ভরতনন্দন! তুমি শত্রুদলের, নিজের উদাসীন (নিরপেক্ষ) রাজাদের এবং মধ্যস্থ পুরুষদিগের মণ্ডল-সমূহের পরিচয় জানিবে। ১

শত্রুসূদন! তুমি শত্রুর, শত্রুমিত্র, শত্রুর অরাতি ও নিজের রাজ্যার্থী—এই চারিপ্রকার শত্রু এবং অগ্নিদাতা, বিষদাতা, গৃহদাহের জন্য অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ক্ষেত্রহারী ও ভার্যাপহারী—এই ছয় প্রকার আততায়ীর ভেদ ও বিদ্য এবং শত্রুর ঔষধেও জানিয়া রাখিবে। ২

কুরুশ্রেষ্ঠ! অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (দেশ), নানাপ্রকার দুর্গ ও সেনা—এই সবের প্রতি শত্রুদের যথেচ্ছ দৃষ্টি থাকে। অতএব সর্বদা ইহাদের রক্ষায় অতি সাবধান থাকিবে। ৩)

প্রভো! কৌন্তেয়! উদাসিনবিষয়ক দ্বাদশ প্রকার মণ্ডল রাজা-দেরই মূল বিষয়। মন্ত্রীর অধীনে স্থিত কৃষি আদি ষাট্‌প্রকার গুণ(১) ও পূর্বোক্ত (৪ শ্লোকে বর্ণিত) ষাড়গুণ্যবিষয় মণ্ডল—এই সবকে নীতিজ্ঞ আচার্যগণ 'মণ্ডল' বলিয়া থাকেন। ৩-৪½

যুধিষ্ঠির! তুমি এই মণ্ডলকে উত্তমরূপে জানিবে; কারণ, রাজ্যের রক্ষার জন্য সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় উপায়ের উচিত উপভোগ ইহাদেরই অধীনে থাকে। রাজার কর্তব্য হইল—তিনি নিজের বুদ্ধি, জয় ও স্থিতির বিষয় জ্ঞাত হইবেন। ৫½

---

(১) কৃষি আদি ষাট সদ্গুণ কথা, ব্রাহ্মণাদি বিশ অনুলোম, ব্রাহ্মণাদি চৌদ্দ যোগ এবং মন্ত্রাদি আঠার তীর্থ—এই সব মিলিত হইয়া ষাট্ গুণ।

বুদ্ধি-ক্ষয়ো ঽ বিজ্ঞেয়ো স্থানক ভূরুদত্তম ।
বিপ্লুতস্যাং মহারাজো ভবঃ যাড়্গুণ্যজা গুণাঃ । ৬
যদা স্বপক্ষো বলবান্ পরপক্ষস্তথাবলঃ
বিগৃহ্য শত্রুন্ কৌন্তেয় তেষঃ ক্ষিপ্রমভিক্রমেৎ । ৭
যদা ত্বনে ঽ বলিনঃ স্বপক্ষস্যৈব দুর্বলঃ
সার্ধং বিধাস্যতা কীনঃ সন্ধৈঃ সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ । ৮
অযায়ীয়ং সকর্তব্যৈব কর্তব্যঃ সুমহাত্মভিঃ ।
যদা সমর্থো যানায় সন্ধিমেবৈব তারত । ৯
তদা সর্বং বিধেয়ং স্যাৎ স্থানে ন ন বিচারয়েৎ ।
ভূমিরত্নধনা যেষা বিপরীতস্য তারত ।
দ্বিষতাং কৃপ্যকুপ্যাঢ্যং মিত্রং কীনমথো বলম্ ।
বিপরীতাগ্নিপূর্ণাং স্যাৎ যে হি সন্ধিবিশারদঃ ।
সন্ধার্থং রাজপুত্রং বা লিপ্সেথা ভরতর্ষভ ।
বিপরীতং ন জানেতুঃ পুত্র কস্যাশ্চিদাপদি । ১১
তস্যাঃ প্রমোক্ষে বহবঃ কৃত্যাঃ সোপায়মস্ত্রবিৎ
প্রকৃতীনাঞ্চ রাজেন্দ্র রাজা দীনান্ বিভাবয়েৎ । ১২
ক্রমেণ যুগপৎ সর্বং ব্যবসায়ং তথাবলঃ
পীড়নং তস্তনং চৈব কোশস্যাভক্ষণং চ ঽ . ৪
কার্যাঃ যত্নেন শত্রুণাং ব্যয়ঃ আয়ো দুষ্করো যদম্
ন ঽ বিশ্বাস্যোঽস্ত্যুপগতঃ সাম্বস্থো বৃদ্ধিনিষ্কৃতা । ১৫
কৌন্তেয় তং ন হিংসেৎ স যো মহীং বিজিগীষতে
গণানাং ভেদনে যোগমীক্ষেথাঃ সহ মন্ত্রিভিঃ । ১৬
সাধূনাং গ্রহণাচ্চৈব পাপনিগ্রহণাৎ তথা
দুর্বলাস্তৈস্তথা সন্ধত্তং নাস্যেয়ুর্যা বলীয়সা । ১৭
ভিন্ধেথা রাজশার্দূল বৈরজনীং বুদ্ধিমাস্থিতঃ
যত্নেনাভিসমায়োচ্চ বলবান্ দুর্বলং নৃপঃ । ১৮

মহারাজ! প্রথমে রাজপ্রধান যান ও মন্ত্রিপ্রধান যাই—এই যাত্রাদ্বয়টি বিদ্বানের জন্য লাভ করত সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ছয় গুণকে যথাকালে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কুরুশ্রেষ্ঠ! যখন নিজের পক্ষ বলবান্ ও শত্রুর পক্ষ দুর্বল বলিয়া জানা যাইবে, সেই সময় শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বিপক্ষী রাজাকে জয় করিতে প্রযত্ন করিবে ।৬-৭

কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ প্রবল ও নিজেরই পক্ষ দুর্বল থাকিবে, সেই সময় ক্ষীণশক্তি বিদ্বান্ পুরুষ শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন । ৮

ভারত! রাজার সর্বাই নানাবিধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্তব্য। যখন তিনি সর্বতোভাবে শত্রুর উপর আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন, সেই সময় তাঁহার যাহা কর্তব্য, তাহা তিনি ধৈর্যসহকারে বিচার করিবেন । ৯।

ভারত! যদি নিজের বিপরীত অবস্থা হয়, তবে শত্রুকে অল্প শস্য উৎপাদনকারিণী ভূমি, অল্প পরিমাণ স্বর্ণ, অধিক রজতাদি ধাতু এবং দুর্বল মিত্র ও সৈন্য প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিবে । ১০।

যদি শত্রুর বিপরীত দশা হয় এবং সে সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে, তবে সন্ধিনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানুষ তাহার নিকট হইতে অধিক শস্যদায়িনী ভূমি, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, বলবান্ মিত্র এবং সৈন্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন অথবা তদ্বিপরীত! প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রাজপুত্রকেই নিজের গৃহে বন্ধকস্বরূপে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ইহার বিপরীত আচরণ করা উচিত হইবে না। পুত্র! যদি কোনও বিপদ আসে, তবে যথোচিত উপায় ও মন্ত্রণা দ্বারা অতিশয় ভীষণ রাজার সঙ্গে উহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করা উচিত ১১-১৩।

রাজেন্দ্র! প্রজাগণের মধ্যে যে সব দীন দরিদ্র (অন্ধ-বধিরাদি) মানুষ থাকিবে, তাহাদের রাজার আশ্রয় করা কর্তব্য। মহাবল রাজা নিজের শত্রুর বিপরীত কার্য ক্রমানুসারে কিংবা একসঙ্গে সমস্ত উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিবেন। তিনি শত্রুকে পীড়িত করিবেন, তাহার গতি অবরুদ্ধ করিবেন এবং তাহার কোশ নষ্ট করিয়া দিবেন । ১৪-১৫

নিজের রাজ্য রক্ষাকারী রাজার বন্ধুসহকারে শত্রুদের সহিত পূর্বোক্ত আচরণ করা কর্তব্য, কিন্তু নিজের বৃদ্ধিকারী বলশালি শরণাগত সাধু রাজাকে বধ করা কদাপি উচিত নহে । ১৬

যুধিষ্ঠির! যিনি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিতে কামনা করিবেন, তিনি কদাপি সেই সাধু রাজার হিংসা করিবেন না। তুমি নিজের মন্ত্রিগণের সহিত সর্বদা শত্রুদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিবে । ১৬

সৎপুরুষগণের সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি করিবে এবং দুষ্ট পুরুষ সকলকে বন্দী করিয়া তাহাদের বধ দান করিবে। মহাবল নরপতি সদা দুর্বল শত্রুগণের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন না । ১৭

রাজেন্দ্র! তুমি বৈরজনী বুদ্ধির (সমতার) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে। যদি কোনও দুর্বল রাজার উপর বলবান্ রাজা আক্রমণ করেন, তবে ক্রমশঃ সামাদি উপায়সমূহের দ্বারা সেই বলশালী রাজাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে । ১৮।

ভীমেন সর্বযুক্তোঽসি কৃষ্ণেন বিদুরেণ চ
মহাপ্যবস্তুং বক্তব্যা প্রীত্যা যে নৃপসত্তম ॥ ২১
এতৎ সর্বং যথান্যায়ং কুর্বীথা কুরিসত্তম।
প্রিয়ন্তথা প্রজানাং ত্বং স্বর্গে সুখমবাপ্স্যসি ॥২২

অশ্বমেধসহস্রেণ যো যজেৎ পৃথিবীপতিঃ।
পালয়েদ্ বাপি ধর্ম্মেণ প্রজাস্তস্যাং ফলং লভেৎ ॥২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি কৃষ্ণরাষ্ট্রোপসংবাদে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

ভাবে পালন করিও ইহাতে তুমি প্রজাগণের প্রিয় হইবে এবং স্বর্গেও সুখলাভ করিবে ॥ ২২

যে রাজা এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন অথবা অন্য যে নরপতি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন, ইঁহারা উভয়েই সমান ফল প্রাপ্ত হন।" ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে কৃষ্ণরাষ্ট্রের উপসংবাদ-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য কুরুজাঙ্গলপ্রদেশবাসিনীনাং প্রজানাং সবিধে বনং গন্তুমনুমতিপ্রার্থনা]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথাঽঽত্থ পৃথিবীপতে
কৃষ্ণস্যৈষানুশাস্যোঽহং ভবতা পাণ্ডিবর্ষভ ॥ ১
ভীষ্মে স্বর্গমনুপ্রাপ্তে গতে চ মধুসূদনে
বিদুরে সঞ্জয়ে চৈব কোঽন্যো মাং বক্তুমর্হতি ॥২
ত্বং তু মামনুশাস্তীহ ভবানদ্য হিতে স্থিতঃ।
কর্তাস্মি তদহং রাজন্ নির্দ্দিষ্টো ভব পাণ্ডিব ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্তঃ স রাজর্ষির্ধর্মরাজেন ধীমতা।
কৌন্তেয়ং সমনুজ্ঞাপ্য নিবেশ্য চ ভরতর্ষভ ॥ ৪
পুত্রং সংশাম্যতাং তাবন্মমাপি বলবান্ জ্বরঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্ রাজা গান্ধার্যা ভবনং তদা ॥ ৫
তমাসনগতং দেবী গান্ধারী ধর্ম্মচারিণী।
উবাচ কালে কালজ্ঞা প্রজাপতিসমং পতিম্ ॥ ৬

অষ্টম অধ্যায়

[ধৃতরাষ্ট্রের কুরুজাঙ্গল প্রদেশের প্রজাগণের নিকট বনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পৃথিবীপতে! কৃপানাথে! আপনি যেরূপ বলিলেন, আমি সেরূপই করিব। এখন আপনি আমাকে যাহা উপদেশ করুন। ১

ভীষ্ম স্বর্গগমন করিয়াছেন, মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন এবং বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনার সহিত চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আজ অন্য কে আছেন, যিনি আমাকে উপদেশ দিবেন? ২

মহীপাল! কৃপাতে! আমার হিতসাধনে নিরত থাকিয়া আপনি আমাকে যাহা কিছু উপদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব। আপনি সন্তুষ্ট হউন। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে রাজর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুরাষ্ট্র কুরুজাঙ্গলের নিকট হইতে গমনের অনুমতি লাভের জন্য ইচ্ছা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৪

পুত্র! এখন শান্ত হও। কিন্তু বলিতে যাইলে আমারও অভিশয় পরিশ্রম হইতেছে। (সেইজন্য এখন আমি বনগমনের অনুমতি চাহিতেছি।) এই কথা বলিয়া রাজা কৃষ্ণরাষ্ট্র সেই সমস্ত গান্ধারীর ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫

সেখানে যখন তিনি আসনে উপবেশন করিলেন, তখন সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞা ধর্মপরায়ণা গান্ধারীদেবী প্রজাপতিসদৃশ নিজের পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬

অনুজ্ঞাতঃ স্বয়ং তেন ব্যাসেন চ মহর্ষিণা
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে কথারম্ভং করিষ্যসি ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সাম্বার্থমনুজ্ঞাতঃ স্বয়ং পিত্রা মহাত্মনা।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে গন্তাস্মি নচিরাদ্ বনম্ ॥ ৮

অথবা হি তাবৎ সর্বেষাং তেষাং দৃষ্টুমতেঽপি বা।
পুত্রাণাং পাণ্ডুমিত্রাণি প্রেতকার্যাণ্যনুত্তম বৎস ॥ ৯

সর্বপ্রকৃতিজ্ঞ ক্ষিপ্রং কারয়িত্বা স্বধেত্যপি

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ধর্মরাজায় প্রেষয়ামাস বৈ তদা ॥১০

স চ তচ্ছ্রুত্বা সর্বং সমাদিষ্টো মহীপতিঃ
ততঃ প্রতীতমনসো ব্রাহ্মণাঃ কৃত-মঙ্গলাঃ ॥ ১১

ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চৈব সমাযযুঃ।
ততো নিষ্ক্রম্য নৃপতির্ব্যাদিষ্টঃ পুরাৎ তদা ॥ ১২

বন্ধুভিঃ সর্বতো বৃদ্ধৈঃ সর্বাভিশ্চ প্রকৃতীভিঃ।
সমবেতাংস্তু তান্ সর্বান্ পৌরান্ জানপদাংস্তথা
তানাগতানভিপ্রেক্ষ্য সমন্তাৎ সুসুখজনম্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহীপাল নানাদেশসমাগতান্ ॥ ১৪

উবাচ মতিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ সুবিস্মিতঃ
ভবন্তঃ সুমহচ্চৈব চিরকালং সমোষিতাঃ ॥১৫

পরস্পরস্য সুহৃদঃ পরস্পরহিতে রতাঃ।
অদ্যেদানীমহং ব্রূয়ামস্মিন্ কাল উপস্থিতে।
তথা ভবন্তিঃ কর্তব্যমবিচার্য্য যথা মম ॥ ১৬

অরণ্যগমনে বুদ্ধির্গান্ধার্যাসহিতস্য মে ॥
ব্যাসস্যানুমতে রাজংস্তথা কুন্ত্যাশ্চ যে ১৭

ভবন্তোঽপ্যনুজানন্তু মা চ যোঽভূদ্ বিচারণা ॥ ১৮

অস্মাকং ভবতাঞ্চৈব যেয়ং প্রীতির্ধ্রুবা ধ্রুবতী
ন চ নানোষু দেশেষু রাজ্ঞামিতি মতির্মম ॥ ১৯

মহারাজ! স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেব আপনাকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠিরেরও অনুমতি আপনি লাভ করিয়াছেন সুতরাং কখন আপনি বনে যাইবেন? ৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—গান্ধারি! আমার মহাত্মা পিতা ব্যাসদেব স্বয়ং ত' আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরেরও অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এখন আমি অবিলম্বে বনে যাইব। ৮

কিন্তু বনগমনের পূর্বে আমি এই ইচ্ছা করিতেছি যে, সমস্ত প্রজাকে কুরুক্ষেত্রে আহ্বান করত আনাইয়া মৃত সেই সকল অকৃতীতাবারী পুত্রগণের উদ্দেশে তাহাদের পারলৌকিক লাভের জন্য কিছু ধনদান করি ॥ ৯½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নিজের অভিপ্রায় জানাইতে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাহার আজ্ঞানুসারে সমস্ত সামগ্রী আনয়ন করিলেন (এবং ধৃতরাষ্ট্র সেই সব যথাযথভাবে বিতরণ করিলেন।) ১০½

তাহাপর অতঃপরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কুরুক্ষেত্র দেশের বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎসুক হৃদয়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১১½

তদনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সেখানে নগর ও জনপদবাসী সমস্ত প্রজাগণের উপস্থিতি সংবাদ জানিতে পারিলেন। ১২½

ধৃতরাষ্ট্র জনমেজয়! রাজা জানিতে পারিলেন যে, সমস্ত পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজারা সেখানে আসিয়াছেন। সকল সুহৃদ্‌বর্গও সেখানে আসিয়াছেন এবং নানাদেশের ব্রাহ্মণগণও উপস্থিত হইয়াছেন তখন বুদ্ধিমান্ অধিবাসনজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ১৩-১৪½

আপনারা এবং কৌরবগণ সকলেই বহু কাল ধরিয়া একত্রে বাস করিয়া আসিতেছেন। আপনারা পরস্পর পরস্পরের সুহৃদ্ এবং সর্বদা পরস্পর পরস্পরের হিতে নিরত আছেন। ১৫½

এই সময় আমি আপনাদিগকে বর্তমানকালে যাহা কিছু বলিব, সেই সব আমার কথা আপনারা বিনা বিচারে পালন করুন (—ইহাই আমার প্রার্থনা)। ১৬½

আমি গান্ধারীর সহিত বনে যাইবার নিশ্চয় করিয়াছি; সেইজন্য মহর্ষি ব্যাসদেব ও কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিও আমার লাভ হইয়াছে। ১৭½

এখন আপনারাও আমাকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। এ বিষয়ে আপনারা অন্য কোনও বিচার করিবেন না। আপনাদের আমাদের সহিত এই যে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, এরূপ সম্বন্ধ অন্যদেশের রাজাদের সহিত সেই দেশের প্রজাগণের হইবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস। ১৮-১৯

শান্তোঽপি বসুধানেন তথা পুত্রবিনাকৃতঃ
উপবাসকৃশশ্চাপি গান্ধারীসহিতোঽনঘাঃ ॥ ২০
যুধিষ্ঠিরগতে রাজ্যে প্রাপ্তশ্চাপি সুখং মহৎ।
অন্তে দুর্যোধনৈশ্বর্যাদ্ বিশিষ্টমিতি সত্তমাঃ ॥২১
মম চাদ্যসা বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কা গতিঃ।
অতো মমং মহাভাগাস্তদ্যুজ্যতামুদ্যমো মহান্ ॥ ২২

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সর্বে তে কৃচ্ছ্র-জীবিনঃ
বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা ক্রুরুদুর্ধরমর্ষণম্ ॥ ২৩
তানভিক্রান্তঃ কিঞ্চিৎ সর্বান্ শোকপরায়ণান্
পুনরেব মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্রো বচোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রকৃতবনগমনপ্রার্থনেষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

বিদ্বান্ প্রজাগণ! এখন এই বৃদ্ধ বেলে আমি গান্ধারীর সহিত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পুত্রগণ নিহত হওয়ায় দুঃখভোগও করিতেছি এবং উপবাস করায় আমরা সকলে অধিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। ২০

সজ্জনগণ! যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ হইলে পর আমি বিশেষ সুখপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি মনে করি যে, দুর্যোধনের রাজ্য হইতেও আমি অধিক সুখ লাভ করিতেছি। ২১

এবে ত' আমি অন্ধ হইতেই অন্ধ, তাহার উপর বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি এবং আমার পুত্রগণও নিহত হইয়াছে। মহাভাগগণ! এখন আপনারাই বলুন, মরণকাল যাহাতে আমার আর কি গতি আছে? সেইজন্য এখন আপনারা আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দান করুন। ২২

তখনতাহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত কুরুজাঙ্গলনিবাসী সকল ব্রাহ্মণই অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। ২৩

তাঁহাদের সকলকে শোকমগ্ন হইয়া কিছু উত্তর দিতে না দেখিয়া মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় এই কথা বলিলেন। ২৪

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ধৃতরাষ্ট্রকৃত বন-গমনের প্রার্থনাবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রজাগণসমীপে ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমাপ্রার্থনা।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

শান্তনুঃ পালয়ামাস যথাবদ্ বসুধামিমাম্
তথা বিচিত্রবীর্যশ্চ ভীষ্মেণ পরিপালিতঃ ॥ ১
পালয়ামাস রাজ্যং বিদিতার্থো ন সংশয়ঃ।
যথা চ পাণ্ডুর্রাজ্যং মে হরিতো ভরতর্ষভঃ ॥২

ন চাপি পালয়ামাস যথাবৎ তচ্চ মে ক্ষমম্।
ময়া চ ভরতাঃ সম্যক্ শুশ্রূষা বো কৃতানঘাঃ ॥ ৩
অসম্যগ্ বা মহাভাগাস্তৎ ক্ষন্তুমমর্ত্যধর্মিণঃ
যদা দুর্যোধনেনেদং ভুক্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪
অপি তত্র ন বো মন্যো দুর্বুদ্ধিরপরাধ্যবান্
তস্যাপরাধাদ্ দুর্বুদ্ধেরক্ষিণানামহীক্ষিতাম্ ॥ ৫

নবম অধ্যায়

[প্রজাগণের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমাপ্রার্থনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহারাজ শান্তনু এই পৃথিবীকে যথাযথ রূপে পালন করিয়াছিলেন। তাহার পর ভীষ্মের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমার পিতা মহাত্মা বিচিত্রবীর্য এই পৃথিবীর রাজ্য শাসন করেন—ইহা আপনারা জানেন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ১½

তাঁহার পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু এই রাজ্য যথাযথরূপে পালন করিয়াছে। ইহা আপনারা সকলে জানেন। নিজের রাজ্যশাসনকালে তখন সেই পাণ্ডু আপনাদের সকলেরই প্রীতি লাভ করিয়াছিল। ২½

বিদ্বান্ মহাত্মাগণ! পাণ্ডুর পর আমিও আপনাদের অনুকূলভাবে বা প্রতিকূলভাবে যে সেবা করিয়াছি, তাহাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা নিজগুণেই আপনারা সকলে ক্ষমা করুন। ৩½

দুর্যোধন যখন নিষ্কণ্টক (নিষ্কণ্টক) রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, সেই সময় সেই দুর্মতি দুর্বুদ্ধিজনিত আপনাদের কোনও অপরাধ করে নাই। (সে কেবল পাণ্ডবগণের সহিতই অন্যায় আচরণ করিত)। ৪½

সেই দুর্মতি দুর্যোধনেরই কৃত অন্যায়, অপরাধ ও অভিমানে অন্যথা কুমতির অনুগত সংসার হইয়াছে। (সমস্ত কৌরবগণ নিহত হইয়াছে এবং পৃথিবীরও ক্ষয়ণ সাধিত হইয়াছে)। ৫½

বিমর্দঃ সুমহানাসীদনয়াৎ স্বকৃতাদিব
(ব্যক্তিতাঃ কৌরবেয়াশ্চ পৃথিবী চ বিশাম্পতে)
তস্মাত্ত্বা সাধু বাক্ষীদ্য যদি বাপ্যধু বৈ কৃতম্ । ৬

তন্মে ত্বো ক্ষমি ন কর্তব্যঃ ময়া যদ্ভোঽপরাধ্যতি:
বৃদ্ধোঽয়ং হতপুত্রোঽয়ং দুঃখিতোঽয়ং নরাধিপঃ । ৭

পূর্বরাজ্ঞাঞ্চ পুত্রোঽয়মিতি কৃত্বানুজানিষ ।
ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী । ৮

গান্ধারী পুত্রশোকার্তা মূঢ়ান্ যাচতি বৈ ময়া ।
হতপুত্রাবিমৌ বৃদ্ধৌ বিদিত্বা দুঃখিতৌ তথা । ৯

অনুজানীত তন্মে যো ব্রজাম শরণং বঃ
অয়ঞ্চ কৌরবো রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ । ১০

সর্বৈর্ভবদ্ভির্দ্রষ্টব্যঃ সমেষু বিষমেষু চ ।
ন হ্যস্মাভি বিষমং বৈ চরিষ্যতি কদাচন । ১১

চত্বারঃ পঞ্চমা যস্য ভ্রাতরো বিপুলৌজসঃ ।
লোকপালসমা ক্ষেত্রে সর্বযত্নার্থদর্শিনঃ । ১২

ব্রহ্মেব ভগবানেষ সর্বভূতজগৎপতিঃ
(এবমেব মহাবাহুর্ভীমার্জুন-যমৈর্বৃতঃ ।)
যুধিষ্ঠিরো মহাতেজা ভবতঃ পালয়িষ্যতি । ১৩

অবশ্যমেব বক্তব্যমিতি কৃত্বা ব্রবীমি বঃ ।
এষ স্থানো ময়া দত্তঃ সর্বেষাং বো যুধিষ্ঠিরঃ । ১৪

ভবন্তোঽস্য চ বীরস্য স্থানকৃতঃ কৃতা ময়া
যদেষ বৈঃ কৃতং কিঞ্চিদ্ বালীকং বঃ সুবৈরম্ । ১৫

যদজ্ঞেন ময়ীশেন তদনুজ্ঞাতুমর্হথ
ভবদ্ভির্হি বয়ং সর্বে কৃতপূর্বাঃ কদাচন । ১৬

অজ্ঞাতগুরুতল্পানামেষোঽঞ্জলিরিদং নমঃ ।
যেষামশ্বিরথীনাং মূঢ়ানাং কামচারিণাম্ । ১৭

সেই সময় আমি সৎ বা অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনারা মনে রাখিবেন না। সেইজন্য আমি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৬½

এই রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ, ইঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, সেই জন্য ইনি দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন এবং নিজেদের প্রাচীন রাজাদের যশে আজ—এইরূপ মনে করিয়া আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন আমাকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। ৭½

এই দীনা তপস্বিনী গান্ধারী, ইঁহার সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে। ইনি আজ পুত্রশোকে ব্যাকুল, আমার সহিত ইনিও আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। ৮½

এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সকল পুত্র নিহত হওয়ায় দুঃখিত জানিয়া আপনারা বনে যাইবার অনুমতি দান করুন। আপনাদের কল্যাণ হউক। আমরা আপনাদের শরণাগত হইলাম। ৯½

এই কুরুবংশজাত কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদের পালক। অনুকূল ও প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই আপনারা সকলে ইঁহার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। ১০½

এই যুধিষ্ঠির কখনও আপনাদের প্রতি বিষম ভাব রাখিবে না। লোকপালগণের ন্যায় মহাতেজস্বী এবং সমস্ত ধর্ম ও অর্থের নীতিজ্ঞানী এই চার ভ্রাতা যাহার সচিব, সেই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবে পরিবৃত মহাবাহু মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ জীব। জগতের অধিপতি ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় আপনারাদিগকে পূর্ব পূর্ব মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বনপূর্বক পালন করিবে। ১১-১৩

আমার এই কথা অবশ্য বলা উচিত—এই ভাবিয়াই আমি আপনাদিগকে এই কথা বলিলাম আমি এই রাজা যুধিষ্ঠিরকে পল্লিত মনের ন্যায় আপনাদের নিকট সমর্পণ করিলাম এবং আপনাদিগেরও এই বীর যুধিষ্ঠিরের নিকট পল্লিত মনের ন্যায় সমর্পণ করিলাম। ১৪½

আমার পুত্রগণ ও আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য যাহারা আপনাদের যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছে, সেইজন্য আমাকে ক্ষমা করুন এবং বনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান করুন। ১৫½

আপনারা পূর্বে আমার প্রতি কোনরূপই রোষ প্রকাশ করেন নাই। আপনারা অত্যন্ত (গুরু) রাজ-গুরু; অতএব আমি আপনাদের সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ করিতেছি এবং আপনাদের প্রণাম করিতেছি। ১৬½

নিষ্পাপ প্রজাগণ! আমার পুত্রগণের বুদ্ধি চঞ্চল ছিল। তাহারা লোভী এবং স্বেচ্ছাচারীও ছিল। তাহাদের অপরাধের জন্য আজ গান্ধারী সহ আমি আপনাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ১৭½

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে পর নগর ও জনপদবাসী সকল

কৃতে যাচেহন্ত যঃ সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ীসহিতোঽনঘাঃ
ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্ব্বে পৌরজানপদা জনাঃ।
নোচুর্বাষ্পকলাঃ কিঞ্চিদ্ বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্ব্বণি আশ্রমবাসপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রার্থনে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

যাহাকে দেখা দিয়া অন্তর্ধান করিতে করিতে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন তখন কেহই কিছু বলিলেন না ॥১৮

শিষ্যবর্হি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্ব্বাধ্যায়ে আশ্রমবাসপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনা-বিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রজাগণের পক্ষতঃ সান্ত্বনাচ্ছলে কোনও ব্রাহ্মণের ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনাপূর্ব্বোত্তরস্ত দান।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্তাস্তু তে তেন পৌরজানপদা জনাঃ।
দুঃখেন রাজ্ঞঃ শৌরব্যা নষ্টসংজ্ঞা ইবাভবন্ ॥ ১
তূষ্ণীম্ভূতাঃস্তুতস্তাস্তু বাষ্পকণ্ঠান্ মহীপতিঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহীপাল পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ ॥ ২
মৃতকং হতপুত্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞা সহাসনা।
বিলপন্তং বহুবিধং কৃপণং চৈব সত্তমাঃ ॥ ৩
পিত্রা ব্যাসেন কৃষ্ণেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন চ।
বনবাসায় ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞেন নৃপেণ হ ॥ ৪
সোঽহং পুনঃ পুনশ্চৈব শিরসাবনতোঽনঘাঃ।
গান্ধার্যা সহিতো ভদ্রা সমনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা তু কুরুরাজস্য বাক্যানি করুণানি তে
রুরুদুঃ সর্ব্বতো রাজন্ সমেতাঃ কুরুজাঙ্গলাঃ ॥ ৬
উত্তরীয়ৈঃ করৈশ্চাপি সংছাদ্য বদনানি তে।
রুরুদুঃ শোকসন্তপ্তা মুহূর্ত্তং পিতৃমাতৃবৎ ॥ ৭
হৃদয়ৈঃ শূন্যভূতৈস্তে ধৃতরাষ্ট্রপ্রবাসজম্।
দুঃখং সঙ্কাময়ন্তো বি নষ্টসংজ্ঞা ইবাভবন্ ॥ ৮
তে বিনীয় তমায়াসং ধৃতরাষ্ট্রবিয়োগজম্।
শনৈঃ শনৈরুদাস্রোঘমুক্সৃজন্ সমুপাক্রমন্ ॥ ৯
ততঃ সঞ্জায় তে সর্ব্বে বাক্যানাথ সমাদদঃ।
একস্মিন্ ব্রাহ্মণে রাজন্ নিধেয়োচুর্নরাধিপম্ ॥ ১০

দশম অধ্যায়।

[প্রজাগণের পক্ষ হইতে সান্ত্বনাচ্ছলে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনাপূর্ব্ব উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুরুবংশধর মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র এবম্ প্রকার করুণাপূর্ণ বাক্য বলিলে পর নগর ও জনপদবাসী সকলেই যেন দুঃখে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন ॥ ১

তাঁহাদের সকলেরই কণ্ঠ অশ্রুতে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য তাঁহারা কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় বলিলেন ॥ ২

পরন্তপগণ! আমি বৃদ্ধ, আমার সকল পুত্র নিহত হইয়াছে। আমি এই ধর্ম্মপত্নীর সহিত বারংবার দীনভাবপূর্ব্বক বিলাপ করিতেছি। আমার পিতা মহর্ষি ব্যাসদেব স্বয়ং বনে যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ! ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরও বনবাসের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সেই আমি এখন বারংবার আপনাদের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিতেছি নিষ্পাপ প্রজাগণ! আপনারা গান্ধারীসহ আমাকে বনে যাইবার আজ্ঞা প্রদান করুন ॥ ৩-৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেখানে সমবেত কুরুজাঙ্গল দেশের সকল মানুষ উত্তরীয় বস্ত্র ও হস্তের দ্বারা নিজ নিজ মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিজ সন্তানকে বিদায় জানাইবার সময় দুঃখে কাতর পিতা মাতার ন্যায় সেই প্রজাগণ মুহূর্ত্তকাল শোকে সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন ॥ ৬-৭

তখন তাঁহাদের হৃদয় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সেই শূন্যহৃদয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রবাসজনিত দুঃখকে ধারণ করিতে যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৮

তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার বিয়োগজনিত দুঃখ অপনোদন করত তাঁহারা সকলে পরস্পরে আলোচনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৯

রাজন্! অতঃপর একমত হইয়া তাঁহারা সকলে এক জনের

ততঃ স্বাচরণো বিপ্রঃ সম্প্রাপ্তোঽর্থবিনিশ্চয়ঃ।
সান্ত্বাখ্যো বহ্বৃচো রাজন্ বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ১১
অনুজ্ঞাতো মহারাজা তৎ সদঃ সম্প্রশাস্য চ
বিপ্রঃ প্রগল্ভো মেধাবী স রাজানমুবাচ হ ॥ ১২
রাজন্ বাক্যায় জনতাস্তু ময়ি সর্বাঃ সমর্পিতম্
বক্ষ্যামি তদহং ধীর তচ্ছ্রুষস্ব নরাধিপ ॥ ১৩
যথা যদপি রাজেন্দ্র সর্বমেতৎ তথা দ্বিজো
নাত্র মিথ্যা বচঃ কিঞ্চিৎ সুস্থস্থা নঃ পরন্তপ ॥ ১৪
ন জাতস্য চ বংশস্থ রাজ্ঞাং কস্মিংশ্চিৎ কথঞ্চন।
রাজানীম্ যঃ প্রজাপালঃ প্রজানামপ্রিয়োঽভবৎ ॥ ১৫
পিতৃবদ্ ভ্রাতৃবচ্চৈব তবতঃ পালয়ন্তি নঃ
ন চ দুর্যোধনঃ কিঞ্চিদুক্তবান্ কৃতবান্ নৃপঃ ॥ ১৬
যথা ব্রবীতি ধর্মাত্মা মুনিঃ সত্যবতীসুতঃ।
যথা কুরু মহারাজ স হি নঃ পরমো গুরুঃ ॥ ১৭
ত্যক্তা বয়ং তু তবতা দুঃখশোকপরায়ণাঃ
ভবিষ্যামস্তিরা রাজন্ তবদ্গতমনশ্চেষ্টাঃ ॥ ১৮
যথা শান্তনুনা গুপ্তা রাজ্ঞা চিত্রাঙ্গদেন চ
ভীষ্মবীর্যোণ্ডপি চ নৃপ পিত্রা তব চ পার্থিব ॥ ১৯
তবদ্ভুজাভ্যাঞ্চৈব পাণ্ডুনা পৃথিবীক্ষিতা।
তথা দুর্যোধনেনাপি রাজ্ঞা সুপরিপালিতাঃ ॥ ২০
ন ত্বয়মপি পুত্রেষু বালীকং কৃতবান্ নৃপঃ
পিতৃবীব সুবিশ্বস্তাস্তবয়ি নরাধিপে ॥ ২১
বয়মাত্ম যথা সর্বাম্ তবতো বিদ্ধি তথা
তথা বর্ধয়তস্মাকি ভুজাভ্যাম্ বীরতা ॥ ২২
পাল্যমানা ভুজিষ্যত্বা সুখং বিন্দামহে নৃপ
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং তবত্তাং পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ২৩

মধ্যেই বিভেদের কথা বলিবার ভার এক ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিভেদের কথা বলিলেন ॥ ১০

এই বিপ্রবর সদাচারী, সকলের মাননীয় ও সর্বজ্ঞানে বিপুল ছিলেন। তাঁহার নাম হইল সান্ত্ব। এই বেদবিৎ দ্বিজ বিনীত হইয়া সকল কথা বলিতে পারিতেন ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মান দান করত সম্পূর্ণ সভাকে প্রসন্ন করিয়া বলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি রাজাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১-১২

রাজন্! বীর নরেশ্বর! এখানে উপস্থিত সম্পূর্ণ জনমণ্ডলী বিভেদের কথা বলিবার ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব আমিই ইঁহাদের বাক্য আপনার সেবায় নিবেদন করিব। আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৩

রাজেন্দ্র! প্রভো! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমস্তই সত্য। ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই। এই রাজবংশ ও আমাদের সকলের মধ্যে পরস্পর দৃঢ় সৌহার্দ্য স্থাপিত আছে ॥ ১৪

এই রাজবংশে কখনও কোনও এমন রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি প্রজাপালন করিবার সময় সমস্ত প্রজাগণের প্রিয় হন নাই ॥ ১৫

আপনারা পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় আমাদের পালন করিয়া আসিতেছেন। রাজা দুর্যোধনও আমাদের সহিত কখনও অন্যায় আচরণ করেন নাই ॥ ১৬

যথা কুরু মহারাজ স হি নঃ পরমো গুরুঃ ॥ ১৭
ত্যক্তা বয়ং তু তবতা দুঃখশোকপরায়ণাঃ
ভবিষ্যামস্তিরা রাজন্ তবদ্গতমনশ্চেষ্টাঃ ॥ ১৮
যথা শান্তনুনা গুপ্তা রাজ্ঞা চিত্রাঙ্গদেন চ
ভীষ্মবীর্যোণ্ডপি চ নৃপ পিত্রা তব চ পার্থিব ॥ ১৯
তবদ্ভুজাভ্যাঞ্চৈব পাণ্ডুনা পৃথিবীক্ষিতা।
তথা দুর্যোধনেনাপি রাজ্ঞা সুপরিপালিতাঃ ॥ ২০
ন ত্বয়মপি পুত্রেষু বালীকং কৃতবান্ নৃপঃ
পিতৃবীব সুবিশ্বস্তাস্তবয়ি নরাধিপে ॥ ২১
বয়মাত্ম যথা সর্বাম্ তবতো বিদ্ধি তথা
তথা বর্ধয়তস্মাকি ভুজাভ্যাম্ বীরতা ॥ ২২
পাল্যমানা ভুজিষ্যত্বা সুখং বিন্দামহে নৃপ
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং তবত্তাং পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ২৩

মহারাজ! পরম ধর্মাত্মা সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, আপনি তাহাই করুন; কারণ, তিনি আমাদের সকলেরই পরম গুরু ॥ ১৭

রাজন্! আপনি যখন আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন আমরা বহুকাল ধরিয়া দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন থাকিব। আপনার পদ পদ্ম তখন আমাদের আশ্রয় করিয়া রাখিবে ॥ ১৮

নৃপাল! মহারাজ শান্তনু ও রাজা চিত্রাঙ্গদ যেরূপে আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, ভীষ্মের পরাক্রমে সুরক্ষিত আপনার পিতা বিচিত্রবীর্য যেভাবে আমাদের পরিপালন করিয়াছিলেন এবং আপনার ভুজাশ্রয়ে থাকিয়া পৃথিবীপতি পাণ্ডু যেরূপে প্রজাবিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা দুর্যোধনও আমাদের সকলকে যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন ॥ ১৯-২০

নৃপ! আপনার পুত্র দুর্যোধন আমাদের সহিত কখনও অভি অন্যায় আচরণ করেন নাই। আমরা সকলে সেই রাজা দুর্যোধনের উপরেও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতাম এবং রাজ্যে অভিশয় সুখের সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছি—ইহা আপনার জানা আছে ॥ ২১

হে নৃপ! ভগবান্ করুন যেন বুদ্ধিমান্ ভুজীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বৈদ্যসংকারে সমস্ত বৎসর আমাদের পালন করেন এবং আমরাও যেন তাঁহার রাজ্যে সুখে বাস করি ॥ ২২

যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণাপ্রদানকারী এই ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির

কুরুসংঘস্য রক্ষার্থং ভরতস্য চ বীরতঃ
বৃত্তং সমনুযাত্যেব বর্ণাত্মা ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১২
নাত্র যাচ্ঞা মহারাজ সুসূক্ষ্মমপি বিদ্যতে
ঈদিতাঃ স্ম সুখং নিত্যং ভবতা পরিপালিতাঃ ॥ ১৩
সুসূক্ষ্মক বালীকঃ যে সপুত্রস্য ন বিদ্যতে।
যৎ তু জ্ঞাতিবিনর্দৈহিস্মিন্নাত্ম দুর্যোধনং প্রতি ॥ ১৬
ভবন্তমনুনেষ্যামি তত্রাপি কুরুনন্দন।
ন তদ্ দুর্যোধনকৃতং ন চ তদ্ ভবতা কৃতম্ ॥১৭
ন কর্ণ-সৌবলাভ্যাঞ্চ কুরবো যৎ ক্ষয়ং গতাঃ
দৈবং তৎ তু বিজানীমো যন্ন শক্যং প্রবাধিতুম্ ॥১৮
দৈবং পুরুষকারেণ ন শক্যমপি বাধিতুম্।
অক্ষৌহিণ্যো মহারাজ দশাষ্টৌ চ সমাগতাঃ ॥ ১৯
অষ্টাদশাহেন হতাঃ কুরুভির্ধোধপুঙ্গবৈঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদ্যৈস্তু কর্ণেন চ মহাত্মনা ॥২০

যুযুধানেন বীরেণ বৃষ্টদ্যুম্নেন চৈব হ
চকুভিঃ পাণ্ডুপুত্রৈশ্চ ভীমার্জুন-যমৈস্তথা ॥ ৩১
ন চ ক্ষয়োঽভবৎ কশ্চিৎ তত্র দৈববলাদৃতে।
অবশ্যম্ভাবিনি প্রাপ্তে ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ ॥৩২
কর্তব্যং নিধনং কালে ধর্ত্যা ক্ষত্রবন্ধুনা।
তৈরিয়ং পুরুষব্যাঘ্রৈর্বিদ্যাবাহুবলাদ্বিতৈঃ ॥ ৩৩
পৃথিবী নিহতা সর্বা সহয়া সরথদ্বিপা।
ন স রাজা যবে পুত্রঃ কারণং তে মহাত্মনাম্ ॥ ৩৪
ন ভবান্ ন চ তে ভ্রাতা ন কর্ণো ন চ সৌবলঃ
যদ্ বিনষ্টাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজানশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৩৫
সর্বং দৈবকৃতং বিদ্ধি কোঽত্র কিং করবাম হি।
গুরুর্যতো ভবানস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬
বর্ণাত্মানমতস্ত্বদ্যমনুজানীহি পুত্রকম্
লভতাং বীরলোকং স সদ্ভায়ো মরাধিপঃ ॥ ৩৭

প্রাচীনকালের পুণ্যাত্মা রাজর্ষি নৃগ ও সংযমন প্রভৃতি এবং বুদ্ধিমান্ রাজা ভরতের আচরণ অনুসরণ করিতেছেন। ২০-১৪

মহারাজ! ইহার মধ্যে অতি অল্প লোকই বাকী। ইহার মধ্যে আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমরা সর্বদা সুখে বাস করিয়া আসিতেছি। ১৫

কুরুনন্দন! পুত্রগণ আপনার নিকট অতিশয় অল্প লোকই বাকী। মহাভারতযুদ্ধে যে জ্ঞাতিহত্যারূপের সংহার হইয়াছে, সেই বিষয়ে আপনি যে দুর্যোধনের অপরাধের চর্চা করিতেছেন, হায় সম্প্রতি আমি আপনাকে নিষেধন করিব। ১৬।

কৌরবগণের যে সংহার হইয়াছে, উহাতে দুর্যোধনের কোনও দোষ নাই এবং আপনারও কোনও দোষ নাই। কর্ণ ও শকুনির ইহার কারণ। ১৭।

আমরা বুঝিতেছিলাম যে, ইহা দৈবেরই বিধান ছিল। যাহা কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। পুরুষার্থের দ্বারা দৈবকে প্রতিরুদ্ধ করা সম্ভব নয়। ১৮।

মহারাজ! সেই যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৌরবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যাদি ও মহাত্মা কর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষের প্রধান বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি আঠারদিনেই সকলকে সংহার করিয়াছেন। ১৯-৩১

বৃদ্ধতে! এরূপ ভয়ানক ক্ষ-সংহার দৈবশক্তি বিনা কদাপি হইতে পারে না। অবশ্যই সংগ্রামে সকল মানুষের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের সময়ানুসারে শত্রুদিগের সংহার করা ও প্রাণোৎসর্গ করা উচিত। ৩২।

সেই বিদ্যা ও বাহুবলসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবরগণ রথ, অশ্ব ও হস্তীর সহিত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নাশ করিয়াছেন। ৩৩।

আপনার পুত্র দুর্যোধন সেই মহাত্মা নরপতিগণের মরণের কারণ নয়। এইরূপ না আপনি, না আপনার ভ্রাতাগণ, না কর্ণ ও না শকুনি ইহার কারণ। ৩৪।

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই যুদ্ধে যে সহস্র সহস্র রাজাকে মৃত্যু হইয়াছে, এই সব দৈবেরই কৃত বলিয়া জানিবেন। এই বিষয়ে অন্য কেই-বা আর কি বলিবে? ৩৫।

আপনি এই সম্পূর্ণ জগতের প্রভু; সেইজন্য আমরা আপনাকে আমাদের গুরু বলিয়া মনে করি এবং ধর্মাত্মা নরপতি আপনাকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতেছি। আর আপনার পুত্র দুর্যোধনের সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল—। ৩৬।

"নিজের সহায়কগণের সহিত রাজা দুর্যোধন এই শ্রেষ্ঠ ধর্মযুদ্ধের আশীর্বাদে বীরলোক প্রাপ্ত হউন এবং স্বর্গে সুখ ও আনন্দ ভোগ করুন"। ৩৭।

দ্বিজাগ্র্যৈঃ সমনুজ্ঞাতস্ত্রিদিবে মোদতাং পৃথঃ ।
প্রাপ্নোতে চ তথান্ পুণ্যান্ ধর্মে চ পরমাং স্থিতিম্ ॥৩৮
যেন ধর্মেণ কৃষ্ণেন সমাক্ ত্বা তত সুব্রত:
সৃষ্টিপ্রদানমপি তে পাণ্ডবান্ প্রতি সো মৃষা ॥ ৩৯
সমর্থাস্ত্রিদিবস্যাপি পালনে কিং পুন: ক্ষিতেঃ ।
অনুমন্যস্ব বা বীরান্ সর্বেষু বিষয়েষু চ ॥৪০
প্রজাঃ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবান্ শীলসুষমান্ ।
ব্রহ্মণ্যেষু প্রহারাংশ্চ পার্থিবর্ষীংশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৪১
পূর্ষবাজাতিপন্নাংশ্চ পালয়ন্নেষ পাণ্ডব:
দীর্ঘদর্শী মৃদুর্দান্তঃ সদা বৈশ্রবণো যথা ॥ ৪২
অক্রূরসচিবস্তাবং কুন্তীপুত্রো মহামনাঃ ।
অপ্যামিত্রে দয়াবাংশ্চ শুচিশ্চ ভরতর্ষভঃ ॥ ৪৩
অন্ধং পঙ্গুঞ্চ মেধাবী পুত্রবৎ পাতি ন: সদা ।
বিপ্রিয়ঞ্চ জনস্যাপি নাসদ্গাদ্ ধর্মজস্য বৈ ॥ ৪৪

ন করিষ্যন্তি রাজর্ষে তথা ভীমার্জুনাদয়:
মদ্যা মৃদুত্বং কৌরব্য ভীক্ষ্ণত্বাদীবিযোপমা: ॥ ৪৫
দীর্ঘাবন্তো মহাত্মান: পৌরাণাকে হিতে রতা: ।
ন কৃষ্ণা ন চ পাঞ্চালী ন চেদিপী ন সাত্বতী ॥ ৪৬
অস্মিন্ জনে করিষ্যন্তি প্রতিকূলানি কর্হিচিৎ ।
তবৎকৃতমিদং স্নেহাৎ যুধিষ্ঠিরবিবর্ধনম্ ॥ ৪৭
ন দুষ্টত: করিষ্যন্তি পৌরা জনপদা জনাঃ ।
অবমিষ্যন্তি সন্ত: কুন্তীপুত্রা মহারথা: ॥ ৪৮
মানয়ন্ পালয়িষ্যংস্ত্বং কৃত্বা ধর্মপরায়ণা:
স রাজন্ মানদা দু:খমনীয় যুধিষ্ঠিরাৎ ॥ ৪৯
কুরু কার্য্যাণি ধর্ম্যাণি নমস্তে পুরুষর্ষভ

বৈশম্পায়ন উবাচ

তদা তস্য বচন: ধর্ম্যমনুমান্য গুণোত্তরম্ ॥ ৫০

আপনিও পুণ্য ও স্বর্গে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করুন। আপনি যে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপ্রদানের ভার আমাদিগকে পাণ্ডবদের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, সে সমস্তই মৃষা ; কারণ, এই পাণ্ডবগণ ত' স্বর্গকে পালন করিতেও সমর্থ. সেস্থলে এই ভূমণ্ডলপালনের কথা আর বলিবার কি আছে ? ৩৮-৩৯॥

বুদ্ধিমান্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! পাণ্ডবগণ সকলেই শীলগুণে বিভূষিত ; অতএব সদ্য ও বিষয় সকল অবস্থাতেই প্রজারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের অনুমোদন করিবেন। ৪০॥

এই কৃপাদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের প্রভু ও পূর্ব পূর্ব রাজাদের সম্মানিত ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে রাজ্য অগ্রহারসমূহ (দানে প্রদত্ত গ্রামসমূহ) এবং পার্থিবর্ষভগণ (পুরস্কারস্বরূপে প্রদত্ত গ্রামসকল)-কেও রক্ষা করিতেছেন। ৪১॥

এই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সদা সূর্যের ন্যায় দীর্ঘদর্শী, মৃদুস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। ইঁহার মন্ত্রীরা উচ্চবিচারশীল। ইঁহার হৃদয় অতিশয় বিশাল (উদার) । ৪২॥

এই ভরতকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির শত্রুগণের উপরও দয়াবান্ ও নিজে পবিত্র। ইনি বুদ্ধিমান্ ও সকলকে সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন এবং আমাদের সর্বদা পুত্রবৎ পালন করিতেছেন। ৪৩॥

রাজর্ষে ! এই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সংসর্গে ভীমসেন ও অর্জুন প্রভৃতিও কদাপি এই জনসংঘাতের (প্রজাবর্গের) অপ্রিয় করিবেন না। ৪৪॥

কুরুনন্দন ! এই মহাত্মা পাণ্ডবগণ অতিশয় পরাক্রমশালী এবং পুরবাসীদিগের হিতসাধনে নিরত আছেন। এই কৌরবগণ রাজকুমারগণ সৎপুরুষদিগের প্রতি মৃদুতাপূর্ণ আচরণ করেন ; কিন্তু ভীক্ষ্ণভাব দুষ্টদের প্রতি ইঁহারা বিষধর সর্পগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া যান। ৪৫॥

কৃষ্ণা, পাঞ্চালী, চৈদ্যী এবং সুভদ্রাও কখনও প্রজাগণের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করিবেন না। ৪৬॥

আপনার প্রজাগণের সহিত যে স্নেহ ছিল, যুধিষ্ঠির তাহাকে আরও বর্ধিত করিয়াছেন। নগর ও জনপদবাসী সকল মানুষই আপনাদের এই প্রজাশ্রীতিতে কখনও অবহেলা করিবেন না ৪৭॥

কুন্তীদেবীর এই মহাবল পুত্রগণ স্বয়ং ধর্মপরায়ণ থাকিয়া অন্যান্য মনুষ্যদিগকেও পালন করিবেন। ৪৮॥

পুরুষপ্রবর মহারাজ ! অতএব আপনি যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে নিজের মানসিক দুঃখ অপসারিত করিয়া ধর্মময় কার্যসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। আপনার প্রতি সমস্ত প্রজাগণের এই মনস্কামনা জানাইতেছে। ৪৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! বিপ্রবর ব্যাসের এই ধর্মানুকূল ও উত্তম গুণযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রজাগণ তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন এবং সকলেই তাঁহার সেই বাক্য অনুমোদন করিলেন। ৫০॥

সাধু সাধ্বিতি সর্বং স জনঃ প্রতিপূজিতবান্ ।
বৃত্তরাষ্ট্রশ্চ তথাভ্যনন্দিপূজ্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১
বিসর্জয়ামাস তদা প্রকৃতীশ্চ শনৈঃ শনৈঃ
স তৈঃ সম্পূজিতো রাজা বিদুরেণাবেক্ষিতস্তথা ।
প্রাঞ্জলিঃ পূজয়ামাস তাঃ সভাং তত্রতত্রস্থ ।

বৃত্তরাষ্ট্র বারংবার তাঁহার ধন্যবাদ করিলেন এবং নগর লোকের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রজাবর্গকে নিজ নিজ স্থানে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই সময় সকলেই তাঁহাকে ভক্তদৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন ৪১-৪৯

ততস্তস্মৈ ! তাহার পর বৃত্তরাষ্ট্র কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই

ততো বিদুরেণ তদনং গান্ধার্যা সহিতো নিজম্ ।
বৃষ্টায়াশ্চৈব সর্বস্যাং রাত্র্যাং ব্যচরদ্ বিভো ॥ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি প্রকৃতিসান্ত্বনে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান করিলেন এবং গান্ধারী দেবীর সহিত পুনরায় নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। তাহার রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইলে তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে প্রজাগণকর্তৃক প্রদত্ত সান্ত্বনাবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

বৃত্তরাষ্ট্রের বিদুরের যুধিষ্ঠিরসমীপতঃ শ্রাদ্ধার ধন প্রার্থনা, তদ্বার্তুনা সম্মতিঃ, কিন্তু ভীমসেনদ্য তত্র বিরোধিতা চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততো রজন্যাং বুষ্টায়াং বৃত্তরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ।
বিদুরং প্রেষয়ামাস যুধিষ্ঠিরনিবেশনম্ ॥ ১
স সত্কৃত্য রাজবচনাদুবাচাজাতশত্রবম্ ।
যুধিষ্ঠিরঃ মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বযুক্তিষু তত্ত্ববিত্ ॥ ২
বৃত্তরাষ্ট্রো মহারাজো বনবাসায় দীক্ষিতঃ
সন্নিহত্য বনং রাজন্নাগতাঃ কার্তিকীমিমাম্
স ত্বাং কুরুকুলশ্রেষ্ঠ কিমিদর্থমভীক্ষ্ণতি

শ্রাদ্ধনিমিত্তং ধাতুং স গাঙ্গেয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ৪
দ্রোণস্য সোমদত্তস্য বাহ্লীকস্য চ ধীমতঃ
পুত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যে চান্যে সুহৃদো মতাঃ ॥ ৫
যদি চাপ্যনুজানীষে সৈন্ধবাপসদস্য চ
এতদ্ ব্রূহি তু বচনং বিদুরস্য যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬
শ্রুত্বা সম্পূজয়ামাস গুরূণামেবমপ্যুত পাণ্ডবঃ
ন চ ভীমো মৃদুক্রোধস্তদ্বচো জগৃহে তদা ॥ ৭

একাদশ অধ্যায়

[বৃত্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিদুরের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে শ্রাদ্ধের জন্য ধন প্রার্থনা, ইহাতে অর্জুনের সম্মতি কিন্তু ভীমসেনের বিরোধিতা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইল, তখন অম্বিকানন্দন রাজা বৃত্তরাষ্ট্র বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের ভবনে পাঠাইলেন। ১

রাজার আজ্ঞায় বচনে অবিচলিত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যত সমস্ত বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাভেজস্বী বিদুর বলিলেন। ২

রাজন্ ! মহারাজ বৃত্তরাষ্ট্র বনবাস গমনের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে কার্তিকী পূর্ণিমা আসিতেছে, উহাতে তিনি বনে যাত্রা করিবেন। ৩

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! এই সময় তিনি কিছু ধন ভোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার বাসনা করিয়াছেন। উঁহার ইচ্ছা হইয়াছে যে, তিনি মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, সোমদত্ত, বুদ্ধিমান্ বাহ্লীক ও যুদ্ধে নিহত নিজের সমস্ত পুত্রগণের এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গের শ্রাদ্ধ করেন। ৪-৫

যদি তুমি সম্মতি দাও, তাহা হইলে সেই মহাত্মার অভিপ্রেতও শ্রাদ্ধ তিনি করিবেন। বিদুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার এই কথাকে অভিনন্দিত করিলেন। ৬

কিন্তু মহাভেজস্বী ভীমসেনের হৃদয়ে তখনও ক্রোধ ছিল। তিনি দুর্যোধনের কৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া বিদুরের বাক্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ৭

বিদুরস্তু মহাপ্রাজ্ঞো দুর্যোধনকৃতং অয়ম্
অভিপ্রায়ং বিদিত্বা তু ভীমসেনস্য ফাল্গুনঃ।
কিরীটী কিঞ্চিদানম্য ভ্রুবাবাস্য নরর্ষভঃ।
ভীম রাজ্ঞা পিতা বৃদ্ধো বনবাসায় দীক্ষিতঃ। ৯
রাজ্যমিচ্ছতি সর্বেষাং পুত্রাণামৌর্ধ্বদেহিকম্।
তস্মাত্ত্বা বিজিতং বিদ্ধি রাজ্যমিচ্ছতি কৌরবঃ
ভীষ্মাদীনাং মহাবাহো তবদ্ভুজাভূমর্ধনি
বিষ্টভ্য যত মহাবাহো বৃদ্ধরাষ্ট্রঃ প্রযাচতে ১১
যাচিতো যঃ পুরাস্মাভিঃ পঞ্চ গ্রামস্য পার্থিবম্।
সোঽয়ং পৃথিব্যাঃ কৃৎস্নায়া ভর্তা কৃত্বা নরাধিপঃ। ১২
পরৈর্বিনিহতামাত্যো ধনং গন্তুমিচ্ছতি।
ন তে ভেদভয়ং পুরুষব্যাঘ্র যাদাদ্ভবতু দর্শনম্
অবশস্তয়তোঽস্মাকং স্যাদবধ্যশ্চ মহাভুজ

রাজ্যমনুশশিষ্যশ্চ জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমীশ্বরম্
অর্হত্বমপি ধাতুশ্চ নাধাতুঃ ভরতর্ষভ।
এবং ক্রবাণং বীভৎসুং ধর্মরাজোঽপ্যপূজয়ৎ। ১৩
ভীমসেনস্তু সক্রোধঃ প্রোবাচেদং বচস্তদা
ধনং ভীষ্মস্য দাস্যামঃ প্রেতকর্ম তু ফাল্গুন
সোমদত্তস্য নৃপতে ভূরিশ্রবস এব চ।
বাহ্লীকস্য চ রাজর্ষেঃ সৈন্ধবস্য চ ধন্বিনঃ।
অস্মদ্বাক্যেন সর্বেষাং মূর্ধ্নী কর্মায় যাচতি
শ্রাদ্ধানি পুরুষব্যাঘ্র যো প্রাদাৎ কৌরবো নৃপঃ। ১৮
ইতি মে বর্ততে বুদ্ধির্যো নিঘ্নন্ত শত্রবঃ।
ন হীয়াৎ হীয়মানস্য সর্বে দুর্যোধনাদয়ঃ। ১৯
যৈরিয়ং পৃথিবী কৃৎস্না যাচিতা কুলপাংসনৈঃ
কুতস্তেষামি বিস্রম্ভো যৈরয়ং ব্যসনং মহৎ। ২০

ভীমসেনের সেই অভিপ্রায় জানিয়া কিরীটধারী অর্জুন কিছু বিনীত হইয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞকে এই কথা বলিলেন। ৮½

অগ্রজ ভীম! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের জ্যেষ্ঠতাত এবং বৃদ্ধ। এই সময় তিনি বনবাসে যাইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও মরণসময়ের পূর্বে তিনি ভীষ্মাদি সকল স্বজনগণের ঔর্ধ্বদেহিক কার্য—শ্রাদ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছেন ৯½

মহাবাহো! কুলপতি ধৃতরাষ্ট্র আপনার দ্বারা বিজিত ধন আপনার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া ভীষ্মাদির শ্রাদ্ধকার্যের জন্য দান করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনার ইহাতে সম্মতি দেওয়া উচিত ১০½

মহাবাহো! সৌভাগ্যের কথা যে, আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছেন। কালের বিপর্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পূর্বে আমরা যাহার নিকট হইতে ধন কামনা করিতাম, আজ তিনিই আমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছেন ১১½

একদিন যিনি সম্পূর্ণ কুরুকুলের ভরণ-পোষণকারী নরপতি ছিলেন, তাঁহার সমস্ত মন্ত্রী ও সহায়ক শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইয়াছে এবং আজ তিনি বনে যাইবার বাসনা করিতেছেন ১২½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি আজ তাঁহাকে ধন দান করা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। মহাবাহো! তাঁহার আশা ভঙ্গ করিয়া দিলে তাহা অপেক্ষা অধিক কলহের বিষয় আমাদের আর হইবে না এবং তাঁহাকে ধনদান না করিলে আমাদের অধর্ম হইবে ১৩½

আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐশ্বর্যশালী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আচরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনিও অগ্রজকে দান প্রদানের যোগ্য, অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণের যোগ্য আপনি নন। ১৪½

এইরূপ ধর্মরাজাধী অর্জুনকে তখন যুধিষ্ঠির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ভীমসেন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন। ১৫½

অর্জুন! আমরা নিশ্চয়ই ভীষ্ম, রাজা সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, রাজর্ষি বাহ্লীক, মহারাজ সৈন্ধবদ্রথ এবং অন্য সব আত্মীয়বর্গের শ্রাদ্ধ করিব। আমাদের ভ্রাতা দুর্যোধনই সর্বের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিবেন ১৬-১৭½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার এই নিশ্চয় যে, কুরুবংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র উক্ত মহারাজগণের শ্রাদ্ধ যেন না করেন এবং ইহার জন্য আমাদের শত্রুরা যেন আমাদের নিন্দা না করে ১৮½

যে দুর্যোধন এই সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, সেই দুর্যোধনাদি সকলেই যেন বধ হইতেছে অধিক বধ প্রাপ্ত হয় ১৯½

তুমি সেই চির শত্রুতা, দ্যূতে কাল বনবাস এবং ত্রয়োদশীর প্রেতবর্ধনকারী এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সহসা কি করিয়া বিস্মৃত হইলে ২০½

অজ্ঞাতবাসং গহনং দ্রৌপদীশোকবর্ধনম্।
ক তদা কৃতরাষ্ট্রস্য স্নেহোঽস্মদ্গোচরো গতঃ ॥ ২১
কৃষ্ণাজিনোপসংবীতো ধ্যানস্তিমিতভূষণঃ
সার্দ্ধং পাঞ্চালপুত্র্যা বৈ রাজানমুপতস্থিবান্ ॥ ২২
ক তদা দ্রোণ-ভীষ্মৌ দ্বৌ সোমদত্তোঽপি বাহ্লিকঃ
যত্র ত্রয়োদশসমা বনে বৎস্যন্ত জীবথ ॥ ২৩
ন তদা ত্বাং পিতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃত্বেনাভিবীক্ষতে।
কিং তে তদ্ বিদুরঃ পার্থ যদেষ কুলপাংসনঃ ॥ ২৪
দুর্বুদ্ধির্বিদুরং প্রাহ দূয়তে কিং জিতস্ত্বয়া
তবেত্যবাদিনং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
উবাচ বচনং ধীমান্ দ্রোণশাস্ত্রেতি তর্কয়ন্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

সেই সব দিনে আমাদের প্রতি কৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? যে সময় তোমার আভরণ ও ভূষণ ত্যাজিয়া সজ্জা হইয়াছিল এবং তুমি কাল মৃগচর্ম পরিয়া দ্রৌপদীর সহিত রাজার নিকটে গিয়াছিলে, সেই সময় দ্রোণাচার্য ও ভীষ্ম কোথায় ছিলেন? সোমদত্ত তখন কোথায় ছিল? ২১-২৩½

যখন তোমরা সকলে স্নেহ বৎসর করিয়া বনমধ্যে ফল মূল ভক্ষণ করত কোনওরূপে বাস করিতেছিলে, সেই সময় তোমার এই জ্যেষ্ঠতাত পিতৃভাবে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। ২৪½

পার্থ! তুমি কি এই কথা শুনিয়া গিয়াছ যে, যখন এই কুলাঙ্গার দুর্বুদ্ধি কৃতরাষ্ট্র পাশাখেলা আরম্ভ করাইয়া বিদুরকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—এই স্থানে আমরা কি জিতিয়াছি? ২৫½

ভীমসেনকে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে তর্জনা করিয়া বলিলেন—ভীম থাম (চুপ কর)। ২৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের ভীমসেনকে প্রবোধদান, যুধিষ্ঠিরের কৃতরাষ্ট্রের যথেষ্ট ধনদানে স্বীকৃতিদান।]

অর্জুন উবাচ।

ভীম জ্যেষ্ঠো গুরুর্নঃ ত্বং নাতোঽন্যৎ বক্তুমুৎসহে।
কৃতরাষ্ট্রস্তু রাজর্ষিঃ সর্বথা মানমর্হতি ॥ ১
ন স্মরন্ত্যপরাদ্ধানি সন্তঃ সন্তমসীব হি।
অসন্তিস্তাদৃশৈর্নিত্যং সাধবঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ২

ইতি তদা বচঃ শ্রুত্বা ফাল্গুনস্য মহাত্মনঃ
বিদুরঃ প্রাহ ধর্মাত্মা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
ইদং মদ্বচনাৎ তস্য কৌরব্যস্য ব্রূহি পার্থিবম্
যাবদিচ্ছতি পুত্রাণাং ত্রাণায় তাবদ্ দদাম্যহম্ ॥ ৪
ভীষ্মাদীনাঞ্চ সর্বেষাং সুহৃদামুপকারিণাম্।
মম ক্রোশতি বিত্তে বা কুতো ভীমঃ সুদুর্মনাঃ ॥ ৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক ভীমসেনকে প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরের কৃতরাষ্ট্রকে যেই ধনপ্রদান করিতে স্বীকৃতিদান।]

অর্জুন বলিলেন,—ভ্রাতঃ ভীমসেন! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরুজন, অতএব আমি আপনার সম্মুখে এই কথা ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারি না যে, রাজর্ষি কৃতরাষ্ট্র সর্বতোভাবে সম্মানযোগ্য। ১

যাঁহারা আর্য্যগণের মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না, সেই সাধুস্বভাব পুরুষশ্রেষ্ঠ সজ্জনের অপরাধসমূহ স্মরণ করেন না, বরং তাঁহারা উপকারই স্মরণ করেন। ২

যধর্মাত্মা অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন। ৩

মহাত্মন্! আপনি আমার পক্ষ হইতে কৌরবপতি কৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করত বলুন যে, তিনি নিজের পুত্রগণের ত্রাণ করিবার জন্য যত ধন ইচ্ছা করিবেন, আমি তৎসমস্তই প্রদান করিব। ৪

প্রভো! ভীষ্মাদি সমস্ত উপকারী সুহৃদ্বর্গের ত্রাণ করিবার জন্য যেমন আমার ভাণ্ডার হইতে ধন দেওয়া হইবে। ইহাতে ভীমসেনও নিজ মনে দুঃখিত হইবে না। ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ধর্মরাজস্তমর্জুনং প্রত্যপূজয়ৎ।
ভীমসেনঃ কটাক্ষেণ বীক্ষাঞ্চক্রে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৬
ততঃ স বিদুরং ধীমান্ বাক্যমাহ যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনে ন কোপং স নৃপতিঃ কর্তুমর্হতি ॥
পরিক্লিষ্টো হি ভীমোঽপি চিরমুষ্ণাভপাদিভিঃ
দুঃখৈর্দুঃখবিদ্বীমানহত্বো বিদিতং তব ॥ ৮
কিং তু ব্রূয়াদ্বনাদ্ ভ্রাতা রাজানং তত্তথেতি।
যদ্ যদস্মাসু ধাবচ্চ দুষ্কৃতং মন্দ বুদ্ধিভি ॥ ৯
যন্মাৎসর্বাসমং ভীমঃ করোতি তৃণদুঃখিতঃ।
ন তন্মনসি কর্তব্যমিতি যাচ্যঃ স পার্থিবঃ ॥ ১০
যদ্যস্যতি ধনং কিঞ্চিদর্জুনস্য চ ধেক্ষ্যতি।
তস্য স্বামী মহারাজ ইতি যাচ্যঃ স পার্থিবঃ ॥ ১১
দদাতু রাজা বিপ্রেভ্যো যথেষ্টং ক্রিয়তাং ব্যয়ঃ।
পূজ্যাশ্চাং পূজয়ত্বেব গচ্ছত্বানুণতামসৌ ॥ ১২
ইদঞ্চাপি শরীরং মে তথায়ত্তং জনাধিপ
ধনানি চেতি বিদ্ধি ত্বং ন মে তত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
যুধিষ্ঠিরানুমোদনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের অভিপ্রায় প্রশংসা করিলেন। সেই সময় ভীমসেন অর্জুনের দিকে কটাক্ষসহকারে দৃষ্টিপাত করিলেন। ৬

তখন বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন—সুহৃদ্বর! নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র যেন ভীমসেনের উপর ক্রোধ না করেন। ৭

আপনি ত' জানেন—বনে বিষ, বর্ষা ও সূর্যাতাপাদি নানা-প্রকার দুঃখসমূহে বুদ্ধিমান্ ভীমসেনকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। ৮

আপনি আমার পক্ষ হইতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলুন যে, তাহাতেই! আপনি যে যে বস্তু যত পরিমাণে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিবেন, তৎসমস্তই আমার তখন হইতে গ্রহণ করুন। ৯

ভীমসেন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যদি কখনও তৃণাগ্র প্রকাশ করে, তবে তাহাতে তিনি যেন কিছু মনে না করেন। এই কথা আপনি অবশ্যই মহারাজকে বলিবেন। ১০

আমার ও অর্জুনের যাহা কিছু ধন আছে, তৎ সমস্তেরই অধিকারী হইলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র; এই কথা আপনি অবশ্যই সেই নৃপতিকে বলিবেন। ১১

তিনি ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট ধন দান করুন। যত ইচ্ছা, তত ধনই ব্যয় করুন আর তিনি নিজের পূজ্যগণ ও সুহৃদ্বর্গের ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করুন। ১২

তাঁহাকে বলুন, জনমেজয়! আমার এই শরীর ও সমস্ত ধনও আপনারই অধীন। আপনি এই কথা অবগত হউন। এবিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই। ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন-বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বিদুরেণ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্যোদারভাপূর্ণোত্তরস্য কথনম্ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু রাজা স বিদুরো বুদ্ধিসত্তমঃ
ধৃতরাষ্ট্রমুপেত্যেদং বাক্যমাহ যথার্থবৎ ॥ ১

ঊচে যুধিষ্ঠিরো রাজা ভবদ্বচনমাদিতঃ
স চ সংজ্ঞাং বাক্যং তে প্রশশংস মহাদ্যুতিঃ ॥ ২

ভীমস্তু মহাতেজা বিবেদয়তি তে সুতান্
ধনং তস্য গৃহে যচ্চ প্রাণাশ্চাপি চ কেবলাঃ ॥ ৩

ধর্মরাজস্য পুত্রায় রাজ্যং প্রাণান্ ধনানি চ ।
অনুজানাতি রাজর্ষে যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ৪

ভীমস্য সর্বমুদ্যানি সংশ্রুত্য বদতাং বরঃ
কৃচ্ছ্রাদিব মহাবাহুরনুজজ্ঞে বিনিঃশ্বসন্ ॥ ৫

স রাজন্ ধর্মশীলেন রাজ্ঞা ভীমেন ধীমতা ।
অনুনীতো মহাবাহুঃ সৌহৃদে স্থাপিতোঽপি চ ॥ ৬

ন চ মন্যুবশাৎ কার্যং ইতি হ্যাহ ধর্মরাট্
সংশ্রুত্য ভীমসেনেন যদ্যদাহৃতমাত্মবৎ ॥

এবং প্রায়ো হি বংশোঽয়ং ক্ষত্রিয়াণাং মহাবিপ
যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ধর্মে চ নিরতোঽয়ং বৃকোদরঃ ॥ ৮

বৃকোদরকৃতে চাহমর্জুনস্য পুনঃ পুনঃ ।
প্রসীদ যাচে নৃপতে ভবান্ প্রভুরিহাদ্য বৈ ॥ ৯

তদ্ যদাহু ভবান্ বিদ্বান্ যাবদিচ্ছসি পার্থিব ।
ধনেশ্বরোঽস্য রাজ্যস্য প্রাণানামপি ভারত ॥ ১০

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রদাস্যন্তে পুত্রাণামৌর্ধ্বদৈহিকম্ ।
ইতো রত্নানি গাশ্চৈব দাসীদাসমজাবিকম্ ॥ ১১

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[বিদুর কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে যুধিষ্ঠিরের উদারতাপূর্ণ উত্তর-কথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করত এই যথার্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন । ১

মহারাজ ! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া আপনার কথা আদি হইতে আদ্যন্ত বলিয়াছি । তাহা শ্রবণ করত সেই মহাত্মেজস্বী যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন । ২

মহাতেজা অর্জুনও আপনাকে নিজের সমস্ত ধন সমর্পণ করিতে উদ্যত আছে । তাহার গৃহে যে সব ধন আছে, তৎ সমস্ত এবং নিজের কেবল প্রাণকেও আপনাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে । ৩

রাজর্ষে ! আপনার পুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের রাজ্য, প্রাণ, ধন ও আরও যাহা কিছু তাঁহার নিকটে আছে, তৎসমস্ত প্রদান করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছে । ৪

পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন পূর্বেকার অসংখ্য সঙ্কটের ক্লেশসমূহ স্মরণ করত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অতিশয় কষ্টের সহিত ধনদানের কথা অঙ্গীকার করিয়াছে । ৫

ধর্মরাজ ! ধর্মশীল রাজা যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনও মহাবাহু ভীমসেনকে ভালরূপে বুঝাইয়া তাহার হৃদয়ে আপনার প্রতি সৌহার্দভাব উৎপন্ন করিয়াছে । ৬

ধর্মরাজ আপনাকে বলিয়াছে যে, ভীমসেন পূর্বের সঙ্কটা স্মরণ করত কখনও কখনও যে আপনার সহিত অভদ্রোচিত আচরণ করিয়া থাকে, তাহার জন্য আপনি ইহার উপর ক্রোধ করিবেন না । ৭

মহারাজ ! ক্ষত্রিয়গণের এই বংশ প্রায়শঃ এইরূপই দেখা যায় । এই ভীমসেন যুদ্ধে ও ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত আছে । ৮

ভীমসেনের এই আচরণের জন্য আমি ও অর্জুন উভয়ে আপনার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । নৃপতে ! আপনি প্রসন্ন হউন । আমার নিকট যাহা কিছু ধন আছে, তাহার প্রভু (অধিকারী) হইলেন আপনিই । ৯

ভূপাল ! আপনি যত ধনদান করিতে বাসনা করেন, তাহা প্রদান করুন । ভারত ! আপনি আমার রাজ্য ও প্রাণেরও ঈশ্বর । ১০

আপনি ব্রাহ্মণগণকে নিজ ইচ্ছা প্রদান করুন এবং পুত্রগণের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করুন । যুধিষ্ঠির ইহাও বলিয়াছে যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার নিকট হইতে যাবতীয় ধন, যত গো, যান, দাসী, দাসগণ ও ভেড়া লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করুন । ১১½

আনয়িষ্যা কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতু ।
দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ তত্র তত্র কৃপান্বিতা ॥১১
যদ্যন্নরবরশ্রেষ্ঠ বিদ্বদ্ভ্যঃ কাঞ্চনং ধনম্
গবাং নিপানানাদ্যাশ্চ বিবিধং পুণ্যকং কুরু ॥১৩
ইতি শ্রীমদ্ভারতীয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পার্থৈশ্বর্য ধনদ্রব্যঃ

যদ্যমানদ্বয়ং কার্যং তত্ত্ব ভবান্ যদ্ভূমর্হতি ॥১৪
ইত্যুক্তে বিদুরেণাথ ধৃতরাষ্ট্রোঽভিনন্দ্য তান্ ।
ধনস্তত্রে মহাদানে কার্তিক্যাং ভরতর্ষভ ॥১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
বিদুরবাক্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

বিদুর! আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে দীন, অন্ধ ও কৃপণ (অনাথ)-গণের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচুর অন্ন, ধন ও পানযোগ্য পদার্থসমূহে পূর্ণ অনেক কূপনালা নির্মাণ করুন এবং গোগণের জলপানের জন্য বহু নিপান (জলাধার) নির্মাণ করান। আরও অন্য যেরূপ পুণ্য কর্ম করুন। ১১-১৩

এইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন আমাকে বারংবার বলিয়াছেন। এখন ইহার পর যাহা বিহিত হইবে, তাহা আপনি বলুন ।১৪

জনমেজয়! বিদুর এই কথা বলিলে পর ধৃতরাষ্ট্র ঐ সাংবৎসরগণের অভিনন্দন প্রশংসা করিয়া কার্তিকমাসের পূর্ণা তিথিতে প্রচুর দান করিবার মনস্থির করিলেন। ১৫

শ্রীমদ্ভারতীয় বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বাধ্যায়ে আশ্রমবাসপর্বে বিদুরের বাক্যবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

(রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যুধিষ্ঠিরাদির ভবনাদি ত্যাগে আগ্রহ এবং তাহার দানযজ্ঞের আয়োজন)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
বিদুরেণৈবমুক্তস্তু ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপঃ ।
প্রীতিমানভবদ্ রাজন্ রাজ্ঞো ভিক্ষোশ্চ কর্ষণি ॥ ১
ততোঽভিগম্য কৌন্তেয়ং ব্রাহ্মণানভিসন্তমান্ ।
পুত্রার্থে পুত্রদারৈশ্চ স সমীক্ষ্য মহামনাঃ ॥ ২
কারয়িত্বাঽঽসনানীহ যানাচ্ছাদনানি চ
সুবর্ণ-মণি-রত্নানি দাসী-দাসজনাদিকম্ ॥ ৩
কম্বলানি চ রত্নানি গ্রামান্ ক্ষেত্রং তথা ধনম্ ।
সালঙ্কারান্ গজানশ্বান্ কন্যাশ্চৈব মনস্বিনঃ ॥ ৪

ঔশিজ্যোশিজ্য সর্বেভ্যো দদৌ স নৃপসত্তমঃ
দ্রোণং সঙ্কর্ষং ভীষ্মং সোমদত্তং বাহ্লীকম্ ॥৫
দুর্যোধনং চ রাজানং পুত্রাংশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্
জয়দ্রথপুরোগাংশ্চ সুহৃদশ্চাপি সর্বশঃ ॥ ৬
স ব্রাহ্মণেভ্যো বসুধে বসুধো বসুদক্ষিণঃ ।
অনেকধনরত্নৌঘো যুধিষ্ঠিরমতে তদা ॥ ৭
অনিশং যত্র পুরুষা গণশো লেখকাস্তদা ।
যুধিষ্ঠিরস্য বচনাদ্দদুস্তত্র তদ্ বসু ॥ ৮

চতুর্দশ অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিগণের জন্য শ্রাদ্ধ ও বিশাল দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! বিদুর এই কথা বলিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কার্যে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১

অনন্তর তিনি ভীষ্ম এবং নিজের পুত্রগণের শ্রাদ্ধ কার্যের জন্য যুযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে এবং সহস্র সহস্র সুহৃদ্‌গণকে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের জন্য অন্ন, পান, যান, আচ্ছাদনবস্ত্র, সুবর্ণ, মণি, রত্ন, দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কম্বল, উত্তম উত্তম রত্ন, গ্রাম, ক্ষেত্র, ধন, অলঙ্কারে বিভূষিত হস্তী ও অশ্ব এবং সুন্দরী কন্যাগণকে এবস্প্রকার সম্প্রদান করিলেন। ২-৪

তাহার পর সেই নৃপশ্রেষ্ঠ সমস্ত মৃত ব্যক্তিগণের উদ্দেশে এক এক জনের নাম গ্রহণ করত পূর্বোক্ত দানসকল দান করিলেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, রাজা দুর্যোধন এবং অন্য পুত্রগণের ও জয়দ্রথাদি আত্মীয় বান্ধবদিগের নামোচ্চারণ করত ইঁহাদের সকলের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ দান করিলেন। ৫-৬

এই শ্রাদ্ধযজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি অনুসারে বহুবিধ ধনের বর্ষিণী দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। ইহাতে নামোল্লেখপূর্বক ধন ও রত্নসমূহের রাশি সংস্থাপিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। ৭

সর্বত্রই যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় গণক (হিসাব রক্ষাকারী) ও লেখকগণ বহু কার্যকর্তা সেখানে নিরন্তর উপস্থিত থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, এই সব ব্রাহ্মণকে কি দেওয়া হইবে? এখানে সর্ববিধ সামগ্রীই বর্তমান আছে।

আজ্ঞাপয় কিমেতেভ্যঃ প্রদায়া দীয়তামিতি।
উচ্যমানমনেনাত্র বচনান্তে বহুশ্রুতা ॥ ৯

শতসেরে দশশতং সহস্রে চাদ্‌রং তথা
দীয়তে বচনাদ্ রাজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১০

এবং স বসুধারাভির্বর্ষমাণো নৃপাসুতঃ।
তর্পয়ামাস বিপ্রাংস্তান্ বর্ষন্ পর্জন্যবদ্ভুবি ॥ ১১

ততোঽবভৃথমেবাত্র সর্ববর্ণান্ মহামতে
অন্নপানরসৌঘেন প্রাবয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১২

স যজ্ঞবনরত্নৌঘো যুধজ্জনিনদো মহান্
গবাশ্বমকরাবর্তো নানান্নফলশাদ্বলঃ ॥ ১৩

গ্রাম্যগ্রহারত্নীপান্তো মণিহেমকলার্ণবঃ।
জগৎ সম্প্লাবয়ামাস যুধিষ্ঠিরমহাক্রতুঃ ॥ ১৪

এবং স পুত্র-পৌত্রাণাং পিতৃণামাত্মনস্তথা
গান্ধার্যাশ্চ মহারাজ প্রদদাবৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥ ১৫

পরিব্রাজ্যে যদা সাধ্বীং স যযৌ দানমানবেক্ষয়া।
নিষর্তুরাদাস তদা দানযজ্ঞঃ নরাধিপঃ ॥ ১৬

এবং স রাজা কৌরব্য চক্রে দানমহাক্রতুম্।
নটনর্তকলাস্যাচ্যং বহুন্নরসমাকুলম্ ॥ ১৭

দশাহমেবং দানানি দত্ত্বা রাজাম্বিকাসুতঃ।
বভূব পুত্র-পৌত্রাণামনৃণো ভরতর্ষভ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
দানযজ্ঞে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

যুধিষ্ঠির যখনই যে দানের কথা বলিতেন, তখনই তাঁহারা তত পরিমাণ ধনই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৮-৯

বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের আদেশে যেস্থলে শত ধেনুর আবশ্যক ছিল, সেস্থলে সহস্র দান করা হইত এবং যেস্থানে সহস্র ধেনু ছিল, সেস্থানে দশ সহস্র প্রদান করা হইত ॥ ১০

যেরূপ মেঘ জলবর্ষণ করিয়া শস্যক্ষেত্রকে পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরও ধনরূপ জলধারা বর্ষণ করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ণ ও পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১১

মহামতে! অবভৃথস্নানের সময় সর্বপ্রকার মনুষ্যগণকে নানাবিধ ভোজন ও পানযোগ্য রস প্রদান করত রাজা তাঁহাদের সকলকে তৃপ্ত করিলেন ॥ ১২

এই দানযজ্ঞ এক অবভৃথস্নান পরিবেষ্টিত মহাসাগর তুল্য শোভমান হইতেছিল। বস্ত্র, ধন ও রত্নরাশি এই মহাসাগরের জল ছিল। মৃদঙ্গসমূহের ধ্বনি সেই সমুদ্রের গর্জন ছিল। ঐ সমুদ্র শতশতঃ বিষাণ ছিল। গো ও অশ্বসকল ইহার মকর এবং আবর্ত ছিল। নানাবিধ রত্নসমূহের উহা যেন এক পাতাল আকর ছিল। দানরূপ প্রবহ প্রাম ও বিবর ভূমি এই সমুদ্রের দ্বীপ ছিল। মণি ও সুবর্ণময় জলে উহা পরিপূর্ণ ছিল এবং যুধিষ্ঠিরকর্তৃক পূর্ণ চন্দ্রকে দেখিয়া উহাকে যেন জলোচ্ছ্বাস (জোয়ার) উঠিতেছিল। এইভাবে সেই দান-সাগর সম্পূর্ণ জগৎকে যেন আপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল ॥৩-১৩

মহারাজ! এইভাবে তিনি পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের এবং নিজের ও গান্ধারীদেবীরও শ্রাদ্ধ-কার্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৪

যখন অনেক প্রকারের দানদান করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির সম্যক্ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি সেই দানযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

মুনিগণ! এইভাবে রাজা যুধিষ্ঠির দানদানরূপ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। উহাতে প্রচুর অন্ন, জল এবং অন্যান্য দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছিল। এই উৎসবে নট ও নর্তকগণের নৃত্য-গীতেরও আয়োজন করা হইয়াছিল ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে ক্রমান্বয়ে দশদিন বহু বিধ দান করিয়া অধিকদক্ষিণ রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও পৌত্রগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে দানযজ্ঞবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[গান্ধারীসহিতস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বনগমনবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রভাতে রাজা স ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
আহূয় পাণ্ডবান্ ধীমান্ বনবাসে কৃতক্ষণঃ। ১
গান্ধারীসহিতো ধীমানস্তানস্ত্র যথাবিধি
কার্ত্তিক্যাং কারয়িত্বেষ্টিং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। ২
অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞসাম্নিসমাবৃতঃ
বহূনমন্ত্রয়ো রাজা নির্যয়ৌ ভবনাৎ ততঃ। ৩
ততঃ স্ত্রিয়ঃ কৌরব-পাণ্ডবানাং
যাস্তাপরাঃ কৌরবরাজপত্ন্যঃ।
তাসাং নাদঃ প্রাদুরাসীৎ তদানীং
বৈচিত্রবীর্য্যে নৃপতৌ প্রযাতে। ৪
ততো লাজৈঃ পুষ্পমোদ্যৈশ্চ রাজা
বিচিত্রাভিস্তম্ পুরং পূজয়িত্বা
সম্পূজ্যার্যৈর্দ্ভাবয়ৎ সর্ব্বং
ততঃ সমুৎসৃজ্য যযৌ নরেন্দ্রঃ। ৫

ততো রাজা প্রাঞ্জলির্বেপমানো
যুধিষ্ঠিরঃ প্রবরঃ বাষ্পকণ্ঠঃ
বিমুঞ্চোচ্চৈর্বহ্বামাদ হি সাধো
ক যাস্যসীত্যাসকৃৎ তাত তূষ্ণীং। ৬
তথার্ত্তমার্তঃ প্রতিবভাষে
মুহুর্মুহুর্নিঃশ্বসন্ তাতকাশ্যঃ
যুধিষ্ঠিরং বৈষয়িকেষ্বমূঢ়ং
নিগৃহ্যাথো ধীরবৎ সীদমানঃ। ৭
বৃকোদরং ফাল্গুনঞ্চৈব ধীরৌ
মাদ্রীপুত্রৌ বিদুরং সঞ্জয়ঞ্চ।
বৈশ্যাপুত্রং সহিতৌ গৌতমেন
যৌন্যৌ বিপ্রাংস্তাবমূঢ়াংশ্চকার। ৮
সুতাং গান্ধার্য্যাং বধূমেত্য রাজ্ঞীং
তথাসঙ্গং ভরতর্ষেঽথসজ্য।
রাজা গান্ধার্য্যাঃ স্কন্ধদেশেঽথসজ্য
পাণিং যযৌ ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতীতঃ। ৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

[গান্ধারীসহ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! অনন্তর একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে গান্ধারীসহ ধৃষ্টিমান্ অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র বনবাসে গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া বীর পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযথ ভাবে অভিনন্দিত করিলেন। ১-২½

সেই দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ছিল। তাহাতে তিনি বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাজ্ঞিকাগ্নোক্ত 'ইষ্টি'—যজ্ঞ কর্ম্ম করাইয়া যজ্ঞ ও মুখ্যকর্ম্ম যাবৎ করণ অগ্নিহোত্রকে অগ্রে করিয়া পুরোবর্ত্তিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ২-৩

বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে গমন করিলে পর কৌরব ও পাণ্ডবগণের স্ত্রীবৃন্দের এবং কৌরব-রাজবংশের অন্যান্য মহিলাগণের সহসা ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। ৪

রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র লাজ (খই) ও নানাবিধ পুষ্পবৃন্দের দ্বারা সেই রাজভবনের পূজা করিয়া এবং সমস্ত সেবকবর্গের মনের দ্বারা সংস্কার করিয়া তাহাদের সকলকে পরিত্যাগ করত সেই মহারাজ সেখান হইতে গমন করিলেন। ৫

তাত! সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে মহান্ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন,—'মহারাজ! আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন' এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ৬

সেই সময় ভরতবংশের অগ্রগণ্য বীরবর অর্জ্জুন দুঃসহ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেখানে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—আপনি এরূপ অধৈর্য্য হইবেন না। এই কথা বলিয়া তিনি দুইহাতে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া ধীরের ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। ৭

তাহার পর যুধিষ্ঠিরসহ ভীমসেন, অর্জ্জুন, বীর মাদ্রীপুত্রদ্বয়, বিদুর, সঞ্জয়, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, যৌযু এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ অনুসরণ করিতে করিতে সমুদ্গতকণ্ঠ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। অগ্রে অগ্রে সুবলদেবী নিজের স্কন্ধে স্থাপিত গান্ধারীদেবীর হস্ত ধারণ করত

তথা কৃষ্ণা দ্রৌপদী সাধ্বী চ
বাসাপত্যা তোত্তরা দ্রৌপদী চ।
চিত্রাঙ্গদা বাল্প কাশ্মিৎ স্ত্রিয়োঽন্যাঃ
সার্ধং রাজ্ঞা অন্বিতাস্তা বসূবুঃ ॥১০
: কুরবীনাং তদ্ভবনং
রাজন্ দুঃখাৎ দুরবীপাদিবোচ্চৈঃ
ততো নিষ্পেতুর্ভবন-ভক্তিয়াণাং
বিট্-শূদ্রাণাং চৈব ভার্য্যাঃ সমন্তাৎ ॥১১
অথির্যাণে দুঃখিতাঃ পৌরবর্গা
গন্তারম্ভে চৈব বভূবুঃ রাজন্

যথা পূর্বং গন্তুকামাঃ পাণ্ডবানাং
দ্যূতে রাজন্ দ্রৌপদ্যাশ্চ সভায়াঃ ॥১২
যা নাপশ্যংস্তত্রতত্রস্থা ন পূর্বং
দ্বারাঃ কদাচিদপি তস্মিন্ নরেন্দ্রে
মহাবনং গচ্ছতি দ্রৌপদেয়ে
শোকেনার্তা রাজমার্গং প্রপেদুঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রনির্যাণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বহুতর মহিলা পাণ্ডবানী-দেবী ছিলেন এবং তাঁহা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীদেবীর তত্ত্বে রত রাখিয়া নিম্নিতভিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮-৯

কুলপাংসিনী কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ক্রোড়ে বালক পুত্রকে লইয়া উত্তরা, দ্রৌপদ্যাশ্রমের অন্যান্য উলূপী, চিত্রাঙ্গদা এবং অন্যান্য যে সমস্ত অন্তঃপুরের মহিলা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজের পুত্রপুত্রাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যাইতে লাগিলেন।

রাজন্! সেই সময় এই সব স্ত্রীগণ দুঃখে ব্যাকুল হইয়া দুরবর্তী রক্ষিগণদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের রোদনের কোলাহল পর্বতসমূহ দ্বারা হইয়া ফিরিতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্ত্রীরাও গৃহাদি হইতে গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়া আসিলেন ॥ ১১

রাজন্! যেরূপ পূর্বে পাণ্ডবগণের সময় কৌরবসভা হইতে নির্গত হইয়া বনবাসের জন্য পাণ্ডবগণ প্রস্থান করিলে পর হস্তিনাপুরের নাগরিকগণের বিশাল জনসমূহ দুঃখের হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনের সময় সমস্ত পুরবাসীরা শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ১২

রাজ-অন্তঃপুরের যে সব মহিলা কখনও বাহিরে সূর্য এবং চন্দ্রকেও দর্শন করেন নাই, তাঁহারাও কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মহাবনে গমনের সময় শোকে ব্যাকুল হইয়া উন্মুক্ত রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমনবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যেন পুরবাসিনাং প্রত্যাবর্ত্তনম্, পাণ্ডবৈরনুজ্ঞাতা অপি কুন্তীদেব্যা বনগমনাদনিবৃত্তিশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রাসাদহর্ম্যেষু বসুধায়াঞ্চ সর্ব্বিষ
নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ নিঃস্বনঃ সুমহানভূৎ ॥ ১
স রাজা রাজমার্গেণ নৃ-নারীসঙ্কুলেন চ
কৃপয়াভিপরীতৌজা ধীমান্ বেশ্মনঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২
স বর্দ্ধমানদ্বারেণ নির্য্যযৌ গজসাহ্বয়াৎ ।
বিসর্জ্জয়ামাস চ তং জনৌঘঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩
বনং গন্তুঞ্চ বিদুষো রাজ্ঞো সহ কুরুস্ত্রিয়ঃ ।
সঞ্জয়ন্ত মহামাত্রঃ শ্রুতো গাবল্গণস্তথা ॥ ৪
কৃপং নিবর্ত্তয়ামাস যুযুৎসুঞ্চ মহারথম্
ধৃতরাষ্ট্রো মহীপালঃ পরিদায়া যুধিষ্ঠিরে ॥ ৫
নিবৃত্তে পৌরবর্গে চ রাজা সান্ত্বপুরস্কৃতা
ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতো নিবর্ত্তিষ্যন্নিবেক্ষত ॥ ৬

সোঽঞ্জলীনাত্মনঃ কুন্ত্যা বনং তমনুজগ্মুষীম্ ।
অথং রাজানমন্বিচ্ছে ভবতী বিনিবর্ত্ততাম্ ॥ ৭
বধূপরিবৃতা রাজ্ঞি নগরং গন্তুমর্হসি
রাজা বাহ্যেষ বর্ষাণাং তাপসেষু কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৮
ইত্যুক্তা ধর্ম্মরাজেন বাষ্পব্যাকুললোচনা
জগামৈব তদা কুন্তী গান্ধারীং পরিগৃহ্য হ ॥ ৯

কুন্ত্যুবাচ ।

সহদেবে মহারাজ মাপ্রমাদঃ কৃথাঃ ক্বচিৎ ।
এষ মামনুযাতো হি রাজ্ঞস্ত্রাং বৈত্য সর্ব্বদা ॥ ১০
কর্ণং স্মরেথাঃ সততং সংগ্রামেষপলায়িনম্ ।
অবকীর্ণো হি সমরে বীরো ভূপ্রজয়া তদা ॥ ১১
আয়সং হৃদয়ং নূনং মমাদ্যা যন্ন পুষ্যতি
যৎ সূর্য্যাজসপত্নত্বাঃ শতধা ন বিদীর্য্যতে ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের তথায় পুরবাসিগণের প্রত্যাবর্ত্তন এবং পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াও কুন্তীদেবীর বনগমন হইতে নিবৃত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর রাজপ্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহে এবং ভূতলে অসংখ্য নর-নারীগণের মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ১

সম্পূর্ণ রাজপথ তখন নর-নারীগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই রাজপথে চলিবার সময় বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় কাতরভাবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র কাঁদিতে ছিলেন ॥ ২

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বর্দ্ধমানদ্বার দিয়া হস্তিনাপুর হইতে বিদ্রান্ত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি বারংবার আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া নিজের সহিত আগত জনসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ৩

বিদুর এবং সঞ্জয়প্রমুখ অমাত্যগণ সহ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিতই বনে যাইবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৪

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কৃপাচার্য্য ও মহারথ যুযুৎসুকে যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিলেন ॥ ৫

পুরবাসীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর অন্তঃপুরের রমণীগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৬

সেই সময় তিনি বন অভিমুখে গমনেচ্ছা নিজের মাতা কুন্তী-দেবীকে বলিলেন—রাজমাতা! আপনি নিজের পুত্রবধূগণের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করুন এবং নগরে গমন করুন আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব; কারণ, এই বৃদ্ধরাজা বনগমনে অত্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বনে গমন করিতেছেন, অতএব ইনি বনে গমন করুন ॥ ৭-৮

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর কুন্তীদেবীর নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি গান্ধারীদেবীর অনুগামিনী হইয়া গমন করিতেই লাগিলেন ॥ ৯

যাইতে যাইতে কুন্তীদেবী বলিলেন,—সহদেবে! তুমি কখনও সমরে হইতে অপসৃত হইও না সে সময়ে আমার প্রতি ও তোমার প্রতি ভক্তিমান্ ॥ ১০

সংগ্রামে যে কখনও পলায়ন করে না, নিজের ভ্রাতা সেই কর্ণকেও তুমি সতত স্মরণ রাখিবে, কারণ, আমারই দুর্ব্বিবেচনা-বশতঃ সেই বীর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ১১

পুত্র! অত্যন্তনিষ্ঠুর আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, সেই জন্যই আজ সূর্য্যসমতেজস্বী কর্ণকে না দেখিয়াও সে শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যায় নাই ॥ ১২

এবং গতে ত্বয়ি কিং নঃ শক্যং ময়া কর্তুমপ্রিয়ম্।
যস্য দোষাদ্বয়ং সর্বে ধ্যাপিতো বনং পুর্যাঃ ॥১৩
তস্মিন্নিত্যং মহাবাহো দাসে দত্তাত্মনুত্তমম্
সহৈব ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং পূর্বজস্যাপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥১৪
দ্রৌপদ্যাস্তু প্রিয়ে নিত্যং স্থাতব্যমরিকর্শন।
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব যমৌ চাস্যাঃ কুলব্রত ॥১৫
সর্বাবেবাত্মনা রাজংস্ত্বয়াত্ত কুলপূর্ণয়া
যজ্ঞসেনসুতাঃ পাঞ্চাল্যঃ শুশ্রূষন্ত্যো বনে বৃহৎ ॥১৬
সাক্ষাদ্ধ্রীসহিতা বৃত্তে তাপসী মলধারিণী।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বলী।
বিবাসমগমদ্ধীমান্ ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥১৭
মুহূর্তমিব তু ধ্যাত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ মাতরং ধীমন্নিত্তাশোকপরায়ণঃ ॥১৮
কিমিদং তে ব্যবসিতং নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি
ন ত্বামজ্ঞাস্যতে প্রজ্ঞা কর্তুমর্হসি ॥১৯
পুরোক্তবান্ পুরা হ্যস্মানুৎসাহ্য প্রিয়দর্শনে
বিদুলায়া বচোভিস্ত্বং নাস্মান্ সন্ত্যক্তুমর্হসি ॥২০
নিহত্য পৃথিবীপালান্ রাজ্যং প্রাপ্তেদমদ্য ময়া।
তব প্রজ্ঞানুপক্রান্তা বাসুদেবানুবর্তিতাং ॥২১
ক সা বুদ্ধিস্তিতিক্ষা চ ভবত্যা যদ্ভৃতা পুরা
ক্ষত্রধর্মে স্থিতিং শ্রেষ্ঠাং তস্মাদ্বিমুঞ্চসি ॥২২
অস্মানুৎসৃজ্য রাজ্যঞ্চ সুখং বীরা বনস্থিনি।
কথং বৎস্যসি দুর্গেষু বনেষ্বত প্রদীদ মে ॥২৩
ইতি বাষ্পকলা বাচঃ সুতীব্রাস্তস্য দুঃখিতা
সা তস্যাবাঙ্মুখপূর্ণাক্ষী ভীমস্যাভিমুখস্থিতা ॥২৪

শত্রুসূদন! এরূপ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? ইহাই আমার গুরুতর দোষ যে, আমি তোমাদের নিকট পূর্ণায়ুষ ধর্মের পরিচয়দান করি নাই। ১৩

মহাবাহো! শত্রুকর্ষন! তুমি নিজের ভ্রাতৃগণের সহিত সর্বদাই পূর্ণায়ুষ ধর্মের উদ্দেশে উত্তম দান প্রদান করিবে। ১৪

শত্রুসূদন! আমার বধূ দ্রৌপদীকেও সদা তুমি প্রিয় কার্য করিতে থাকিবে। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ভীমসেন, অর্জুন এবং নকুলসহদেবকেও সদা সন্তুষ্ট রাখিবে। আজ হইতে কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত হইল। ১৫½

এখন আমি পাঞ্চালীসহিত কেবল বল ও সত্ত্ব ধারণ করত তাপসিনী হইয়া বনে বাস করিব এবং নিজের এই বস্ত্র ও শরীরের চরমসেবায় নিরত থাকিব। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠির এইরূপ কথা বলিলে পর নিজের মনকে সংযত রাখিতে সমর্থ ধর্মাত্মা এবং বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তখন কিছু বলিতে পারিলেন না। ১৭

মুহূর্তকাল যেন কিছু চিন্তা করিয়া চিন্তা ও শোকময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দীনভাবে মাতা দ্রৌপদীদেবীকে বলিলেন। ১৮

মাতঃ! আপনি এ কি নিশ্চয় করিয়া লইলেন? আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। আমি আপনাকে বনে যাইবার অনুমতি দিতে পারিব না। আপনি আমার উপর কৃপা করুন। ১৯

প্রিয়দর্শনে! পূর্বে যখন আমরা নগর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন আপনি বিদুলার বচন উদ্ধৃত দিয়া আমাদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্মের পালনের জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন; অতএব আজ আমাদের ত্যাগ করিয়া বনে গমন করা আপনার উচিত নয়। ২০

পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আপনার বিচার শ্রবণ করিয়াই আমি বহুসংখ্যক রাজাকে সংহার করত এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ২১

কোথায় আপনার সেই বুদ্ধি, আর কোথায় আপনার এই ধর্মজ্ঞান বিলোপ? আমি আপনার যে বিচার শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আমাদের ক্ষত্রিয়ধর্মে অবস্থান করিবার উপদেশ দিয়া আপনি এখন তাহা হইতে চ্যুত হইতে আজ্ঞা করিতেছেন। ২২

যশস্বিনী জননি! আজ্ঞা, আপনি আমাদের আপনার এই বন্ধুদের এবং এই রাজ্যকে পরিত্যাগ করিয়া এখন সেই দুর্গম বনে কিভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন (এবং আমাদের সহিত এই রাজভবনেই বাস করুন)। ২৩

নিজের পুত্রের এই অপ্রিয়বচন যদিও অন্তরে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তথাপি তিনি যাইতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন এই কথা বলিলেন। ২৪

যদা রাজ্যমিদং কৃৎস্নং ভোক্ষ্যন্তে পুত্রনির্জিতম্ ।
প্রাপ্তযজ্ঞা রাজধর্মাংশ্চ তদেয়ুঃ তে কুতো মতিঃ ॥ ২৪
কিং বয়ং জাহ্নবীং পূর্বং তরন্ত্যা পৃথিবীক্ষয়ম্
কস্য হেতোঃ পরিত্যজ্য বনং গন্তুমিহেচ্ছসি ॥ ২৫
বনাচ্চাপি কিমানীতা ভবত্যা বালকা বয়ম্ ।
দুঃখ-শোকসমাবিষ্টৌ মাদ্রীপুত্রাবিমৌ তথা ॥২৬
প্রণীয় মাতরং গাঢ়ং বনমদ্য বনস্থিনি ।
ক্ষিপ্রং যৌধিষ্ঠিরীং মাতর্ভুঙ্‌ক্ষ্ব তাবদ্ বসাজিতাম্ ॥২৮
ইতি সা নিশ্চিতৈবাসীদ্ বনযানায় ভামিনী ।
লালপ্যমানাং বহুধিবং পুত্রাণাং নাকরোদ্ বচঃ ॥ ২৯

দ্রৌপদী চাপরাহ্ণে তু বিষণ্ণবদনা তদা ।
বনযানায় গচ্ছন্তীং রুদন্তী তামুবাচ হ ॥ ৩০
সা পুত্রান্ রুদতঃ সর্বান্ মুহুর্মুহুরবেক্ষতী ।
জগামৈব মহাপ্রাজ্ঞা বনায় কৃতনিশ্চয়া ॥ ৩১
অন্বযুঃ পাণ্ডবাস্তাং তু সন্ত্যজ্যাত্মসুতানথ ।
ততঃ প্রসূতা সাঞ্জলি পুত্রান্ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি কুন্তীবনপ্রস্থানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

মাতঃ কুন্তীদেবি ! যখন পুত্রগণ কর্তৃক নিজ এই রাজ্য ভোগ করিবার সুযোগ আসিল এবং রাজধর্মপালনের সময় আসিল, তখন আপনার এইরূপ বুদ্ধি কিভাবে হইল ? ২৪

যদি আপনি এরূপই করিবেন, তবে কেন আপনি এই কুরুকুলের রাজগণকে বিনাশ করাইলেন ? আপনি কি হেতু আমাদের ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার বাসনা করিতেছেন ? ২৬

যদি আপনি বনযানই করিবেন, তবে আপনি আমাদের এবং দুঃখ-শোকগ্রস্ত এই দুই মাদ্রীনন্দনকে বাল্যাবস্থায় বন হইতে কেন নগরে আনিয়াছিলেন ? ২৭

আমার বলিবার না। আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন না। বনের দ্বারা উপার্জিত তাত যুধিষ্ঠিরের এই রাজলক্ষ্মীকে আপনি উপভোগ করুন। ২৮

তখন কুন্তীদেবী বনে বাস করিবারই নিশ্চয় করিয়া ছিলেন ; সেইহেতু নানাপ্রকার বিলাপকারী নিজের পুত্রগণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। ২৯

যজ্ঞসেনী কৃষ্ণাদেবীকে বনবাসের জন্য গমন করিতে দেখিয়া দ্রৌপদীর মুখ বিষাদে আবৃত হইয়া উঠিল। তিনি সুভদ্রাদেবীর সহিত রোদন করিতে করিতে স্বয়ং কুন্তীদেবীর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ৩০

মহামতি কুন্তীদেবী বনে যাইবার স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি নিজের রুদ্যমান পুত্রগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বনেই যাইতে লাগিলেন। ৩১

পাণ্ডবগণও নিজেদের সেবকবৃন্দ ও অন্তঃপুরের মহিলাদিগের সহিত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে থাকিলেন। তখন তিনি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিজের পুত্রগণকে এই কথা বলিলেন ॥৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে কুন্তীদেবীর বনগমন-বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তীদেব্যাঃ পাণ্ডবেভ্যস্তেষামনুরোধতোত্তরদানম্।]

কুন্ত্যুবাচ—

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি পাণ্ডব।
কৃতমুদ্ধর্ষণং পূর্বং ময়া বঃ সীদতাং নৃপাঃ। ১
দ্যূতাপহৃতরাজ্যানাং পতিতানাং সুখাদপি।
জ্ঞাতিভিঃ পরিভূতানাং কৃতমুদ্ধর্ষণং ময়া। ২
কথং পাণ্ডোর্ন নশ্যেত সন্ততিঃ পুরুষর্ষভাঃ
যশশ্চ বো ন নশ্যেত ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্। ৩
যুয়মিন্দ্রসমাঃ সর্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ
মা পরৈবাং মুখপ্রেক্ষাঃ স্বেতোবর তৎ কৃতং ময়া। ৪
কথং বয়ংভূতাং শ্রেষ্ঠো রাজা ত্বং বাসবোপমঃ।
পুনর্বনে ন দুঃখী স্যা ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্। ৫
নাগায়ুতসমপ্রাণঃ ব্যাত্তবিক্রান্তপৌরুষঃ
নায়ং ভীমোঽভিমন্যুং গচ্ছেদিতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্। ৬
ভীমসেনাদবরজস্তথায়ং বাসবোপমঃ।
বিজয়ো নাবসীদেত ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্। ৭
নকুলঃ সহদেবশ্চ তবৈতৌ শুক্লবর্ত্মিনৌ
ক্ষুধা তবং ন সীদেতামিতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্। ৮
ইয়ঞ্চ বৃহতী শ্যামা তথাত্যায়তলোচনা।
যথা সভাতলে ক্লিষ্টা ন তুষ্যতি চ তৎ কৃতম্। ৯
প্রেক্ষতামেব বো ভীম বেপন্তীং কদলীমিব।
শ্রীমদিশ্বিমহিষ্টাজ্ঞীং তথা দ্যূতপরাজিতাম্। ১০
দুঃশাসনো যদা কৌর্য্যাদ্ দাসীবৎ পর্য্যকর্ষত।
তদৈব বিদিতা মহ্যং পরাভূতমিদং কুলম্। ১১
নিষ্ঠুরাঃ কুরবশ্চৈব তদা মে ঘৃণতাদয়ঃ।
সা বৈবং নাথমিচ্ছন্তী ব্যসনস্থ কৃপণা যথা। ১২

সপ্তদশ অধ্যায়

[কুন্তীদেবীর পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরদান।]

কুন্তীদেবী বলিলেন,—মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই। নৃপগণ! পূর্ব্বকালে তোমরা নানাবিধ অভ্যুদয় করিয়া বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলে, সেইজন্য আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ১

পাপাত্মেরা তোমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। তোমরা সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলে এবং তোমাদেরই বন্ধু-বান্ধবগণ তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছিল, সেইজন্য আমি তোমাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। ২

পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি চাহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডুর সন্তানেরা যেন কোনপ্রকারেই বিনষ্ট না হয় এবং তোমাদের যশও যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, সেই কারণে আমি তোমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ৩

তোমরা সকলে ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী ও দেবতাগণতুল্য প্রাক্রমশালী হইয়াও যাহাতে তোমাদের জীবিকার জন্য অন্যের মুখ তাকাইয়া থাকিতে না হয়, সেইজন্য আমি সেইরূপ করিয়াছিলাম। ৪

তুমি বর্ষীয়ান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী রাজা হইয়া পুনরায় বনবাসের দুঃখভোগ না কর, এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলাম। ৫

যে রাজার হস্তিতুল্য বলশালী ও বিখ্যাত বল-পরাক্রমসম্পন্ন এই ভীমসেন যেন পরাজয় প্রাপ্ত না হয়, সেইহেতু আমি যুদ্ধের উৎসাহ দিয়াছিলাম। ৬

ভীমসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বিজয়-শীল অর্জুন যাহাতে বিপদে পড়িয়া না পড়ে, সেইজন্য আমি যুদ্ধের উৎসাহ দান করিয়াছিলাম। ৭

শুক্লবর্ত্মধারণের অভ্যাসবর্ত্তী এই দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব যাহাতে ক্ষুধায় কষ্টভোগ না করে, সেইজন্য আমি তোমাকে উৎসাহ দিয়াছিলাম। ৮

এই শ্যামবর্ণা বিশাললোচনা উন্নতাঙ্গী মৃদুভাষিণী দ্রৌপদী যাহাতে সভামধ্যে পুনরায় ক্লেশ অনুভবিতা না হয়, এই উদ্দেশ্যে সেই কার্য্য করিয়াছিলাম। ৯

ভীমসেন! তোমাদের সকলেরই সাক্ষাতে করভীসদৃশের ন্যায় কম্পিতা, সাম্রাজ্ঞেশ্বর পরাজিতা, রূপবতী এবং নির্দ্দোষ অঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীকে দুঃশাসন দ্যূতাবসানে যখন দাসীর ন্যায় আকর্ষণ করিতেছিল, তখনই আমার বোধ হইয়াছিল যে, এই কুলের পরাভব ঘটিয়া গিয়াছে। ১০-১১

আমার শ্বশুরাদি সমস্ত কৌরবগণ তখন নীরবে বসিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী নিজের রক্ষক কাহাকে না পাইয়া শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করত কৃপণীদিগের ন্যায় বিলাপ করিতেছিল। ১২

ক্ষেশপক্ষে পরাবৃত্তো পাপেন মতবুদ্ধিনা।
যদা দুঃশাসনেনৈষা তদা মুক্তাস্মহং নৃপাঃ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বাস্মোভোবিবৃদ্ধ্যর্থং ময়া ন্যস্তধনং কৃতম্।
তদাব্রবীৎ বিদুলাবাক্যৈরিতি তব বিত্ত পুত্রকাঃ ॥ ১৪
কথং ন রাজবংশোঽয়ং নশ্যেৎ প্রাপ্য সুতান্ ময়।
পাণ্ডোরিতি ময়া পুত্রাস্তস্মাদুদ্ধর্ষণং কৃতম্ ॥ ১৫
ন তস্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা কতবংশসা পার্থিব।
লভন্তে পুরুষৈঃ লোকান যস্মাদ্ বংশঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৬
ভূতং রাজাকলং পুত্র। ভবিষ্যৈ বিপুলং পুত্র।
মহাদানানি দত্তানি শীতঃ সোমো যথাবিধি ॥ ১৭
নাহমাত্মকলার্থং বৈ বাসুদেবমচূচুদম্

বিদুলায়াঃ প্রলাপৈস্তৈঃ পালনার্থক তং কৃতম্ ॥ ১
নাহং রাজ্যফলং পুত্রঃ কাময়ে পুত্রনির্জিতম্।
পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো ॥ ১৯
যজ্ঞ-যজ্ঞতয়োঃ কৃত্বা শুশ্রূষাং বনবাসিনোঃ
তপসা শোধয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির কলেবরম্ ॥ ২০
নিবর্তস্ব কুরুশ্রেষ্ঠ ভীমসেনাদিভিঃ সহ
ধর্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধির্মনস্ত মহদস্তু চ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি কুন্তীবাক্যে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

নৃপগণ! যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই পাপী দুঃশাসন যখন আমার এই বস্ত্র বেশবাসন করিয়া আকর্ষণ করিতেছিল, তখনই আমি দুঃখে মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি সেই সময় তোমাদের ভেদের বুদ্ধির জন্য বিদুলার নীতিবাক্যসমূহের দ্বারা উৎসাহবর্ধন করিতেছিলাম। পুত্রগণ! এই কথা তোমরা জানিও ॥ ১৪-১৫

আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণ পর্যন্ত যাইয়া এই রাজবংশ যেন-তেনপ্রকারে যাহাতে নষ্ট না হয়; সেইজন্য আমি তোমার উৎসাহবৃদ্ধি করিয়াছিলাম ॥ ১৫

রাজন্! যাহার বংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বংশের পুত্র বা পৌত্রগণ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় না; কারণ, সেই বংশ ত' নষ্ট হইয়াই যায় ॥ ১৬

পুত্রগণ! আমি পূর্বকালে নিজের স্বামী মহারাজ পাণ্ডুর বিশাল রাজ্যের সুখভোগ করিয়াছি, মহাদানসকল প্রদান করিয়াছি এবং যজ্ঞে বিধি অনুসারে সোমপানও করিয়াছি ॥ ১৭

আমি নিজের লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরিত করি নাই। বিদুলার বাক্য শুনাইয়া তাহার দ্বারা যে তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম, সেই সব আমি তোমাদের সকলের রক্ষার উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলাম ॥ ১৮

পুত্রগণ! আমি পুত্রজিত রাজ্যের ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! আমি তপস্যার দ্বারা পুণ্যময় পতিলোক লাভ করিতে বাসনা করি ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! এখন আমি নিজের এই বনবাসী শ্বশ্রূ-শ্বশুরের সেবা করত তপস্যার দ্বারা এই দেহকে শুদ্ধ করিয়া দিব ॥ ২০

কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ভীমসেনাদির সহিত প্রত্যাবর্তন কর। তোমার বুদ্ধি ধর্মে নিরত থাকুক এবং তোমার মন সর্বদা উদার হউক ॥ ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে কুন্তীদেবীর বাক্যবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীঃ: সহ নিরাশানাং পাণ্ডবানাং প্রত্যাবর্ত্তনম্, কুন্তীসহিতানাং গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং মার্গমধ্যে গঙ্গাতীরে নিবাসশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃত্বাত্থ বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবা রাজসত্তম।
শ্রীড়িতাঃ সহ দেবর্ষিভি পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা॥ ১
ততঃ শব্দো মহানেষ সর্ব্বেষামভবৎ তদা
অন্তঃপুরাণাং রুদতাং দৃষ্ট্বা কুন্তীং তথাগতাম্॥ ২
প্রদক্ষিণমথাবৃত্তা রাজানঃ পাণ্ডবাস্তদা
অভিবাদ্য তথর্ষিভ্যঃ পৃথাং তামনিবর্ত্তয়ন্॥ ৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
গান্ধারীং বিদুরঃ চৈব সমাভাষ্যাবমৃজ্য চ॥ ৪
যুধিষ্ঠিরস্য জননী দেবী সাধু নিবর্ত্যতাম্।
যথা যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ তৎ সর্ব্বং সত্যমেব হি॥ ৫
পুত্রৈরর্থাঃ সমৃদ্ধিশ্চ মহাফলা
তা তু গচ্ছেদ্ বনং দুঃখাৎ পুত্রান্ত্যক্ত্বা মৃতৃবৎ॥ ৬

রাজ্যাদ্ধ্বা তপস্তপ্তুং কর্ত্তুং দানব্রতং মহৎ।
অনয়া সহকাম্যেবাস্তু প্রস্থিতাস্ত বধূ মম॥ ৭
গান্ধারি পরিতুষ্টোঽস্মি বধূঃ শুশ্রূষণেন তে
অনয়া তপসোগ্রেণ ধর্ম্মজ্ঞে সমনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা সৌবলেয়ী তু রাজা কুন্তীমুবাচ হ
তৎ সর্ব্বং রাজবচনং স্বয়ং রাজ্ঞে বিশেষবৎ॥ ৯
ন চ সা বনবাসায় দেবী কৃতমতিং তদা
শক্রোদ্ভাপার্ত্তরিবুং কুন্তীং ধর্ম্মপরাং সতীম্॥ ১০
ততস্তাং তু স্থিতিং জ্ঞাত্বা ব্যবসায়ং কুরুস্ত্রিয়ঃ।
নিবৃত্তাংশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠান্ দৃষ্ট্বা প্রকৃতয়স্তদা॥ ১১
উপাবৃত্তেষু পার্শ্বেষু সর্ব্বাসেব বধূষু চ
রথো রাজ্ঞো মহারাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রো বনং তদা॥ ১২
পাণ্ডবাস্তাণ্ডিকীনাস্তে দুঃখশোকপরায়ণাঃ।
যাবৈঃ স্ত্রীসহিতাঃ সর্ব্বে পুরা প্রবিবিশুস্তদা॥ ১৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন, কুন্তীসহ গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রাদির গঙ্গাতীরে নিবাস।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! কুন্তীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া নিরাশ পাণ্ডবগণ লজ্জিত হইলেন এবং দ্রৌপদীর সহিত সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ১

কুন্তীদেবীকে এইভাবে বনবাসের জন্য উদ্যতা দেখিয়া অন্তঃপুরবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাহাদের রোদনের ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবীকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিতে সকল হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ২-৩

তখন মহাতেজস্বী অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে ডাকিয়া তাঁহাদের দ্বারা ধারণ করত বলিলেন। ৪

ডাকিয়া উভয়ে যুধিষ্ঠিরের মাতা কুন্তীদেবীকে ভালভাবে বুঝাইয়া বনবাস হইতে নিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যেরূপ বলিয়াছে, তৎ সমস্তই সত্য॥ ৫

পুত্রগণের মহাসমৃদ্ধিযুক্ত এই বিশাল রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এবং পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া কোন্ রমণী মৃগের ন্যায় বনে গমন করে? ৬

ইনি রাজ্য ত্যাগ করিয়াও তপস্যা করিতে পারেন এবং মহান্ দান-ব্রতের অনুষ্ঠানও করিতে পারেন। অতএব ইনি আজ আমার কথা শ্রবণ করুন। ৭

ধর্ম্মজ্ঞে গান্ধারি! আমি বধূ কুন্তীদেবীর সেবা-শুশ্রূষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তুমি আজ ইঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার আজ্ঞা প্রদান কর। ৮

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে পর সুবলনন্দিনী গান্ধারীদেবী কুন্তীদেবীকে রাজার সেই সব বাক্য বলিলেন এবং বিশেষভাবে নিজের কথা বলিয়াও তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ৯

কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণা সতী সাধ্বী কুন্তীদেবী বন যাত্রা করিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেইজন্য গান্ধারী দেবীও তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না। ১০

কুন্তীদেবীর এই পরিস্থিতি ও মনে বন যাত্রা করিবার দৃঢ় নিশ্চয় জানিতে পারিয়া পাণ্ডবগণকে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া কুরুকুলের সমস্ত স্ত্রীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১১

কুন্তীদেবীর সকল পুত্র ও সমস্ত বধূগণ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন মহামতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ১২

অবহৃষ্টমনানন্দং সঙ্ঘোৎসবমিবাভবৎ
নগরং হাস্তিনপুরং সম্প্রীতমুদিতজনম্ । ১৪
সর্বে হাসন্ বিমুক্তোৎসাহাঃ পাণ্ডবা ভীমমন্যবঃ
দৃষ্ট্বা বীনাঃ দুঃখার্তা বৎসা ইব বিনাকৃতাঃ । ১৫
দৃতমাহূয় তেনাহ্না গত্বা সুমহদন্তরম্ ।
ততো ভাগীরথীতীরে নিবাসমকরোৎ প্রভুঃ । ১৬
প্রাহুষ্কৃত্য যথান্যায়মন্বয়ুস্তা বেদপারগৈঃ
বাহ্মণাস্তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠৈস্তত্র তত্র তপোবনে । ১৭
প্রাহুষ্কৃত্যাগ্নিমন্তং স চ বৃদ্ধো নরাধিপঃ
স ভ্রাতৃভীন্ পরিষ্বজ্য দৃষ্ট্বা চ বিবিধং তদা । ১৮
সন্ধ্যামগত্বা সহসা তত্রোপাবিশত ভারত
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব রাজ্ঞঃ শয্যাং কুশৈস্তদা । ১৯
চক্রতুঃ কুরুবীরস্য গান্ধার্যা দীনচেতসঃ
গান্ধার্যাঃ সন্নিকর্ষে তু নিষসাদ কুশেষু সুখম্ । ২০

সেই সময় পাণ্ডবগণ অত্যন্ত শোক ও দুঃখ-শোকে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলে ভ্রাতৃগণের সহিত যানে বসিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন । ১৩

সেই দিন যাদব, বৃষ্ণি ও ভোজবংশ সম্পূর্ণ হস্তিনাপুর নগর যেন নিরানন্দ ও উৎসাহশূন্য হইয়া গিয়াছিল । ১৪

সমস্ত পাণ্ডবগণই সেই সময় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে দৈন্য ও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল । দুঃখী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখে বিমূঢ় হইলেন এবং মাতৃহীন বৎসগণের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ১৫

অন্য দিকে প্রজাবৎসল রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্র সেই দিন বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়া তাহার পর সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে স্থান করিলেন । ১৬

সেখানে তপোবনে বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে যে স্থানে বিধি অনুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অগ্নি তখন অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল । ১৭

হে ভারত ! তাহার পর রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্র অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিলেন । দক্ষিণ, আহবনীয় ও গার্হপত্য—এই ত্রিবিধ অগ্নির উপাসনা করিয়া তাহাতে বিধিপূর্বক আহুতি দান করত রাজা সন্ধ্যাকালীন সূর্যদেবের উপস্থান করিলেন । ১৮½

তদনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্রের কুশের শয্যা বিছাইয়া দিলেন। তাহার পার্শ্বেই গান্ধারীদেবীর এক পৃথক্ শয্যা স্থাপিত করিলেন । ১৯½

যুধিষ্ঠিরস্য জননী কুন্তী সাধুব্রতে স্থিতা ।
তেষাং সংস্মরণে চাপি নিষেদুর্বিদুরাদয়ঃ ॥১১
রাজকান্ত যথোদ্দেশং দ্বিজা যে চানুযায়িনঃ
প্রাতীতবিদুষী সা তু সম্প্রজ্বলিতপাবকা । ১২
সমূহুর্ তেষাং রজনী প্রীতিবর্ধিনী
ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কৃতপূর্বাহ্ণিকক্রিয়াঃ । ১৩
হুতাগ্নি বিপ্রমিষ্টং সর্বে প্রযযুস্তে যথাক্রমম্
উদক্ মুখা নিষীদন্তু উপবাসপরায়ণাঃ । ১৪
ন তেষামভিদুঃখোঽভূদ্বিবাস প্রথমেঽহনি ।
শোচতাং শোচমানানাং পৌরজানপদৈর্জনৈঃ । ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ । ১৮

গান্ধারী দেবীর অতি নিকটেই উত্তর দিকে স্থিতা যুধিষ্ঠিরের জননী কুন্তীদেবীও কুশাসনে শয়ন করিলেন এবং তাঁহাতেই তিনি সুখপ্রাপ্ত হইলেন । ১০½

বিদুরাদি অন্যান্য সকলেও তত দূরে যাইয়া শয়ন করিলেন, যেখান হইতে বৃদ্ধরাষ্ট্রের কথা শুনা যাইবে। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ এবং রাজার সহিত আগত অন্য দ্বিজগণও যথা যোগ্য স্থানে শয়ন করিলেন । ১১½

সেই রাত্রিতে মুখ্য মুখ্য ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায় করিতেছিলেন এবং যজ্ঞস্থল অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল। ইহাতে সেই রজনী তাঁহাদের সকলের পক্ষেই প্রীতি নিধান ও আনন্দ বর্ধন করিতেছিল ।১২½

তাহার পর রাত্রি অতিবাহিত হইলে সুপ্রাতঃকালের ক্রিয়া সমাপন করিয়া বিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দানের পর তাঁহারা সকলেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে রাত্রিতে উপবাস করিয়াছিলেন এবং সকলে উত্তর দিক অভিমুখে মুখ করত সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন । ১৩-১৪

নগরস্থ জনপদবাসী সকল ব্যক্তিই যাঁহাদের জন্য শোক করিতেছিলেন এবং যাঁহারা স্বয়ংও শোকমগ্ন ছিলেন, সেই বৃদ্ধরাষ্ট্রাদির জন্য এই প্রথম দিনের নিবাস অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়াছিল । ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতীনাং গঙ্গাতীরে বাসং কৃত্বা তৎস্থানাৎ কুরুক্ষেত্রে গমনম্, শতযূপস্যাশ্রমে নিবাসকরণঞ্চ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো ভাগীরথীতীরে দেশে পুণ্যজনোচিতে ।
নিবাসমকরোদ্ রাজা বিদুরস্য মতে স্থিতঃ ॥ ১

তত্রৈনং পর্য্যপাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণা বনবাসিনঃ
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রসঙ্ঘাশ্চ বহবো ভরতর্ষভ ॥ ২

স তৈঃ পরিবৃতো রাজা কথাভিঃ পরিনন্দ্য তান্
অনুজজ্ঞে নমস্যাংশ্চ বিধিবৎ প্রতিপূজ্য চ ॥ ৩

সায়াহ্নে স মহীপালস্ততো গঙ্গামুপেত্য চ
চকার বিধিবজ্জৌহ্যং সাম্ভারী চ যশস্বিনী ॥ ৪

তে চৈবাহ্নে পৃথক্ সর্বে তীর্থেষ্বাপ্লুত্য তাং তদা ।
চক্রুঃ সর্বাঃ ক্রিয়াস্তত্র পুরুষা বিদুরাদয়ঃ ॥ ৫

কৃতশৌচং ততো বৃদ্ধং শতযূপং মুদান্বিতৌ ।
গান্ধারীঞ্চ পৃথা রাজন্ গঙ্গামীয়তুপানয়ৎ ॥ ৬

রাজ্ঞস্তু যাজকৈস্তত্র কৃতো বেদীপরিগ্রহঃ
জুহাব তত্র বহ্নিং স নৃপতিঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৭

ততো ভাগীরথীতীরাৎ কুরুক্ষেত্রং জগাম সঃ
সাধুসো নৃপতির্বৃদ্ধো নিয়তঃ সাধুচেষ্টিতঃ ॥ ৮

তত্রাশ্রমপদং ধীমানভিগম্য স পার্থিবঃ
আসসাদাথ রাজর্ষিং শতযূপং মনীষিণম্ ॥ ৯

স হি রাজা মহাবাসীৎ কেকয়েষু পরন্তপঃ ।
স্বপুত্রং মনুজেষ্বর্ষ্যং নিবেশ্য বনমাবিশৎ ॥ ১০

তেনাসৌ সহিতো রাজা যযৌ ব্যাসাশ্রমং প্রতি
তত্রৈনং বিধিবদ্ রাজা প্রত্যাগৃহ্লাৎ কুরূদ্বহঃ ॥ ১১

স তীর্ত্বা তত্র সম্প্রাপ্য রাজা কৌরবনন্দনঃ
শতযূপাশ্রমে তস্মিন্ নিবাসমকরোৎ তদা ॥ ১২

তস্মৈ সর্বং বিধিং রাজ্ঞে রাজাঽঽহ চখৌ মহামতিঃ ।
আবশ্যকং মহারাজ ব্যাসস্যাদুমতে তদা ॥ ৩

একোনবিংশ অধ্যায় ।

(ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির গঙ্গাতীরে বাস করিয়া সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন এবং শতযূপের আশ্রমে নিবাসকরণ ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর দ্বিতীয়দিন অতিবাহিত হইলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মত অনুসারে পুণ্যাত্মা গুরুজনদের বাস ক'রবার যোগ্য ভাগীরথীর পবিত্র তীরে নিবাস করিলেন । ১

তদনন্তর ! সেখানে বনবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বহু সঙ্ঘ এসে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল । ২

এই সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনেক প্রকারের কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের সকলকে প্রসন্ন করিলেন এবং বিদায় তাঁহাদের বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন । ৩

তাহার পর সায়ংকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী-দেবী গঙ্গার জলে নামিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন । ৪

জনমেজয় ! তিনি এবং বিদুরাদি পুরুষগণ সকলে পৃথক্ পৃথক্ ঘাটে অবগাহন স্নান করত সন্ধ্যোপাসনাদি সমস্ত তত্ত্বকার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন । ৫

রাজন্ ! স্নানাদি করিবার পর নিজের বৃদ্ধ শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীদেবীকে পৃথাদেবী গঙ্গার তীরে লইয়া আসিলেন ।৬

সেখানে যাজক ব্রাহ্মণগণ রাজার জন্য একটী বেদী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার উপর অগ্নি-স্থাপনা করত সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র করিলেন । ৭

এইভাবে নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক নিয়মপরায়ণ হইয়া সেবকগণের সহিত গঙ্গাতীর হইতে গমন করত কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ৮

সেখানে বুদ্ধিমান্ নৃপাল এক আশ্রমে যাইয়া সেখানের মনীষী পুরুষ রাজর্ষি শতযূপের সহিত মিলিত হইলেন । ৯

সেই পরন্তপ রাজা শতযূপ এক সময় কেকয়দেশের মহারাজ ছিলেন । তিনি নিজ পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং বনে চলিয়া আসিয়াছেন । ১০

রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ব্যাসদেবের আশ্রমে গমন করিলেন । সেখানে কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্ব্বক ব্যাস-দেবের পূজা করিলেন । ১১

তাহার পর তাঁহার নিকট হইতে বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করত কৌরবনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত শতযূপের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে নিবাস করিতে লাগিলেন । ১২

মহারাজ ! সেখানে পরম বুদ্ধিমান্ রাজা শতযূপ ব্যাসদেবের আজ্ঞায় তাঁহাকে বনে বাস করিবার সমস্ত বিধি উপদেশ করিলেন । ১৩

এবং স তপসা রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রো মহামনাঃ ।
যোজয়ামাস চাত্মানং তাংশ্চাপ্যনুচরাংস্তদা ॥ ১৪

তথৈব দেবী গান্ধারী বধূলাজিনবাসিনী ।
কুন্ত্যা সহ মহারাজ সমানব্রতচারিণী ॥ ১৫

কর্মণা মনসা বাচা চক্ষুষা চৈব তে নৃপ ।
সংনিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামমাস্থিতে পরমং তপঃ ॥ ১৬

ঋষিভিরুক্তঃ পরিতত্তবাসো
জটাজিনী বল্কলসংবৃতাঙ্গঃ

স পার্থিবস্তত্র তপশ্চচার
মহর্ষিবত্তীব্রমপেতমোহঃ ॥ ১৭

স্বস্তা চ ধর্মার্থবিদপ্রবুদ্ধিঃ
সসঙ্গরক্তং নৃপতিং সদারম্ ।
উপাচরদ্ ঘোরতপো জিতাত্মা
তদা কৃশো বল্কলচীরবাসাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি শতযূপাশ্রমনিবাসে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

রাজন্ ! এইভাবে মহামনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজেকে এবং সঙ্গে আগত লোকজনকেও তপস্যায় নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪

মহারাজ ! এইরূপে বল্কল ও মৃগচর্ম পরিহিতা গান্ধারী-দেবীও কুন্তীদেবীর সহিত থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রেরই সমান ব্রত পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

নৃপ ! অনন্তর এই দুই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে নিজের অধীনে রাখিয়া মন, বাক্য, কর্ম ও নেত্রের দ্বারাও উত্তম তপস্যায় নিরত হইলেন ॥ ১৬

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শরীরের মাংস শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি ঋষি-তুল্যভাবে হইয়া মস্তকে জটা এবং দেহে বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করত মহর্ষিগণের ন্যায় তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৭

ধর্ম ও অর্থবিচারবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং উত্তম বুদ্ধিযুক্ত বিদুরও সঞ্জয়ের সহিত বল্কল ও চীরবস্ত্র (কৌপীন) ধারণ করিয়া গান্ধারী দেবী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতে লাগিলেন। ইনি মনকে বশীভূত করিয়া নিজের দুর্বল শরীরের দ্বারা ঘোর তপস্যায় নিরত হইলেন ॥ ১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বাধ্যায়ে আশ্রমবাসপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শতযূপের আশ্রমে নিবাসবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[নারদেন পুরাতন-রাজর্ষীণাং তপঃসিদ্ধের্দৃষ্টান্তং প্রদর্শ্য ধৃতরাষ্ট্রস্য তপস্যাবিষয়কোৎসাহবর্ধনম্, শতযূপ-জিজ্ঞাসিতেন তেন ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রাপ্যগতেরপি বর্ণনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠো রাজানং দ্রষ্টুমাগতঃ ।
নারদঃ পর্বতশ্চৈব দেবলশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১
বৈপায়নঃ সশিষ্যশ্চ সিদ্ধাশ্চাপ্যে মনীষিণঃ ।
শতযূপশ্চ রাজর্ষির্ভৃঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ২

দেব্যাং কুন্ত্যাং মহারাজ পূজাকর্মণি যথাবিধি
তে চাপি কুন্তীমুক্তাস্তাপসাঃ পরিচর্য্যয়া ॥ ৩

তত্র ধর্ম্যাঃ কথাশ্চাত্র চক্রুস্তে পরমর্ষয়ঃ ।
রময়ন্তো মহাত্মানং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্ ॥ ৪

বিংশ অধ্যায়

[নারদ কর্তৃক প্রাচীন রাজর্ষিগণের তপঃ সিদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের তপস্যাবিষয়ক উৎসাহবর্ধন এবং শতযূপের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রাপ্য গতিরও বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! অনন্তর সেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য নারদ, পর্বত, মহাতপস্বী দেবল, শিষ্যগণের সহিত মহর্ষি ব্যাসদেব এবং অন্যান্য সিদ্ধ মনীষী ও শ্রেষ্ঠ মুনিবৃন্দ আসিলেন। ইঁহাদের সহিত পরম ধর্মাত্মা ধৃত রাজর্ষি শতযূপও উপস্থিত ছিলেন ॥ ১-২

মহারাজ ! কুন্তীদেবী ইঁহাদের সকলের যথাযোগ্য পূজা করিলেন। সেই সব তপস্বী ঋষিগণও কুন্তীদেবীর সেবায় সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৩

অনন্তর সেই মহর্ষিগণ মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্মসম্বন্ধীয় অনেক প্রকারের কথাবার্তা বলিলেন ॥ ৪

কথান্তরে তু কস্মিংশ্চিদ্ দেবর্ষির্নারদস্তদা।
কথাপ্রসঙ্গকথনং সর্বধর্মভৃতাং বরঃ॥ ৪

নারদ উবাচ।

কেকয়াধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজাসীদ্ভূরিতোজসঃ।
সহস্রচিত্তা ইত্যুক্তঃ শতমূপলিতাময়ঃ॥ ৬
স পুত্রে রাজ্যমাসজ্য জ্যেষ্ঠে পরমধার্মিকে।
সহস্রচিত্যো ধর্মাত্মা প্রবিবেশ বনং নৃপঃ॥ ৭
স গত্বা তপসঃ পারং দীপ্তস্য বনুষাধিপঃ।
পুরন্দরস্য সাম্নানং প্রতিপেদে মহাদ্যুতিঃ॥ ৮
দৃষ্টপূর্বঃ স বহুশো রাজন্ সম্পততা ময়া।
মহেন্দ্রসদনে রাজা তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ॥ ৯
তথা শৈলালয়ো রাজা ভগদত্তপিতাময়ঃ
তপোবলেনৈব নৃপো মহেন্দ্রসদনং গতঃ॥ ১০
তথা পৃষধ্রো রাজাসীদ্ রাজন্ বন্ধুবরোপমঃ।
স চাপি তপসা লেভে নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ॥ ১১

অস্মিন্নরণ্যে নৃপতে মান্ধাতুরপি চাত্মজঃ।
পুরুকুৎসো নৃপো সিদ্ধিং মহতীং সমবাপ্তবান্॥ ১২
ভার্যা নর্মদয়া যস্য নর্মদা সরিতাং বরা
সোঽস্মিন্নরণ্যে নৃপতিস্তপস্তপ্ত্বা দিবং গতঃ॥ ১৩
শশলোমা চ রাজাসীদ্ রাজন্ পরমধার্মিকঃ
সমাগম্যাস্মিন্ বনে তপ্ত্বা তপো দিবমবাপ্তবান্॥ ১৪
দ্বৈপায়নপ্রসাদাচ্চ ত্বমপীমং তপোবনম্।
রাজন্নবাপ্তো দুষ্প্রাপাং গতিমগ্র্যাং গমিষ্যসি॥ ১৫
ত্বং চাপি রাজশার্দূল তপসোঽন্তে প্রিয়া বৃতঃ
গান্ধারীসহিতো গত্বা গতিং যেষাং মহাত্মনাম্॥ ১৬
পাণ্ডুঃ স্মরতি যে নিত্যং বলহন্তুঃ সমীপগঃ।
যাং সদৈব মহারাজ প্রেষয়া স চ যোক্ষ্যতি॥ ১৭
তব শুশ্রূষয়া চৈব গান্ধার্যাশ্চ যশস্বিনী।
ভর্তুঃ সলোকতামেষা গমিষ্যতি বধূস্তব॥ ১৮

তাহার পর সব কিছুই প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দেবর্ষি নারদ কোন এক কথাপ্রসঙ্গে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নারদ বলিলেন,—রাজন্! পুরাকালে সহস্রচিত্তা নামে এক প্রসিদ্ধ ধর্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি ধর্মপালন করিতেন। তাঁর কখনও তৃপ্তি হইতেছে না। এই যে রাজর্ষি নহুষ এখানে আছেন, তিনি ইহারই পিতামহ ছিলেন।

ধর্মাত্মা রাজা সহস্রচিত্তা নিজের পরম ধার্মিক জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপস্যার জন্য এই বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সেই মহাতেজস্বী কৃপাল নিজের উগ্রতপ তপস্যা পূর্ণ করত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তপস্যায় রাজা তাঁহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজন্! ইন্দ্রলোকে পরমাসনের সময় আমি সেই রাজর্ষিকে দেখিয়াছি।

এইভাবে ভগদত্তের পিতামহ মহারাজ শৈলালয়ও তপস্যাবলেই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন।

মহারাজ! রাজা পৃষধ্র বন্ধুবরেণ্য ইন্দ্রের সমান পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনিও তপস্যার বলেই ইহলোক হইতে যাইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নরনাথ! নরীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নর্মদা যাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন; মান্ধাতার পুত্র সেই পুরুকুৎসও এই বনে বসিয়া তপস্যা করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অরণ্যে তপস্যা করত সেই নরপতি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।

রাজন্! পরম ধার্মিক রাজা শশলোমাও এই বনে উত্তম তপস্যা করত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হে রাজন্! ব্যাসদেবের কৃপায় তুমিও এই তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এখন এখানে তপস্যা করিয়া তুমিও দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করত উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবে।

রাজশ্রেষ্ঠ! তুমিও তপস্যার শেষে দেহমুক্ত হইয়া গান্ধারীর সহিত সেই মহাত্মাগণের গতি লাভ করিবে।

মহারাজ তোমার কনিষ্ঠ রাজা পাণ্ডুও বলাসুরনাশী ইন্দ্রের নিকটে রহিয়াছে। সে নিত্যই তোমাকে স্মরণ করে। নিশ্চয়ই সে তোমাকে কল্যাণবাণী করিবে।

তোমার ও গান্ধারী দেবীর সেবায় যাহা এই তোমার যশস্বিনী বধূ যুধিষ্ঠিরের জননী কুন্তী নিজের পতিলোকে গমন করিবে।

যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম-স্বরূপ। (সুতরাং তাহার মাতা কুন্তী দেবীর সদ্গতি বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।)

যুধিষ্ঠিরস্য জননী সা হি ধর্মঃ সনাতনঃ।
যতস্বেহং প্রপদ্যাহো নৃপতে দিব্যচক্ষুষা ॥ ১৯
প্রবেক্ষ্যতি মহাত্মানং বিদুরশ্চ যুধিষ্ঠিরম্।
সঞ্জয়স্তদনুধ্যানাদ্বিতঃ স্বর্গমবাপ্স্যতি ॥ ২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু কৌরব্যো মহাত্মা
সার্ধং পত্ন্যা প্রীতিমান্ সম্বভূব।
বিদ্বান্ বাক্যং নারদস্য প্রশস্য
চক্রে পূজাং চাতুলাং নারদায় ॥ ২১
ততঃ সর্বে নারদং বিপ্রমুখ্যাঃ
সম্পূজয়ামাসুরতীব রাজন্।
রাজ্ঞঃ প্রীত্যা ধৃতরাষ্ট্রস্য তে বৈ
পুনঃ পুনঃ সম্প্রহৃষ্টাস্তদানীম্ ॥ ২২
নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শশংসুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
শতযূপস্তু রাজর্ষির্নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩

অহো ভগবতা দৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতা।
সর্বসা চ তপস্যাস্য মম চৈব মহাত্মনে ॥ ২৪
অস্তি কাচিদ্ বিবক্ষা তু তব তাং মে নিগদতঃ শৃণু।
ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতি নৃপ দেবর্ষে লোকপূজিত ॥ ২৫
সর্ববৃত্তান্তকুশলো ভবান্ দিব্যেন চক্ষুষা।
যুক্তঃ পশ্যসি বিপ্রর্ষে গতির্ধা বিবিধা নৃণাম্ ॥ ২৬
ঊর্ধ্বযান্ নৃপতীনাং ত্বং যজ্ঞৈশ্চাপ্য সলোকতাম্।
ন ত্বস্য নৃপতের্লোকাঃ কথিতাস্তে মহামুনে ॥ ২৭
স্থানমপ্যস্য নৃপতেঃ শ্রোতুমিচ্ছামহং বিভো।
ততঃ কীদৃক্ তথা চেতি তস্মাদাখ্যাহি তত্ত্বতঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্তো নারদস্তেন রাজ্ঞা সর্বমনোঽনুগম্।
ব্যাজহার সভামধ্যে দিব্যদর্শী মহাতপাঃ ॥ ২৯

নারদ উবাচ

যদৃচ্ছয়া শক্রসদো গত্বা শক্রং শচীপতিম্।
দৃষ্টবানস্মি রাজর্ষে তত্র পাণ্ডুং নরাধিপম্ ॥ ৩০

নৃপ! এই সব কিছুই আমরা নিজেদের দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পাইতেছি। বিদুর মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিবে এবং সঞ্জয় তাঁহারই চিন্তা বলে ইহলোক হইতে স্বর্গ-লোকে গমন করিবে। ১৯-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা কৌরব্যরাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের পত্নী গান্ধারী দেবীর সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন সেই বিদ্বান্ নরপতি নারদের বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার অতুলন পূজা করিলেন। ২১

রাজন্! তদনন্তর সমস্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ নারদের বিশেষ পূজা করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রসন্নতায় সেই সময় উপস্থিত সকল লোকের বারংবার হর্ষ হইতে লাগিল। ২২

সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নারদের পূর্বোক্ত বাক্যের ভূয়ি ভূয়ি প্রশংসা করিলেন। তাহার পর রাজর্ষি শতযূপ নারদকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৩

ব্রহ্মতেজস্বী দেবর্ষে! অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, আপনি কৃপাপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের, এখানে সমবেত সকল মহাত্মগণের এবং আমারও তপস্যাবিষয়ক শ্রদ্ধা অভিশয় বর্ধিত করিয়া দিলেন। ২৪

লোকপূজিত দেবর্ষে! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিষয়ে আমার কিছু বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে আমার সেই ইচ্ছা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৫

ব্রহ্মর্ষে! আপনি সমস্ত বৃত্তান্তের তত্ত্বই—প্রকৃত তথ্যই জানেন। আপনি যোগযুক্ত হইয়া নিজের দিব্য দৃষ্টির দ্বারা মনুষ্যগণের যে নানা প্রকার গতি লাভ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ২৬

মহামুনে! আপনি বহু নৃপতির ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্তির বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই কথা বলিলেন না যে, এই রাজা ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবে। ২৭

প্রভো! এই নরপতির যে স্থান লাভ হইবে, তাহাও আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। সেই স্থান বিষয় হইবে এবং কখন প্রাপ্ত হইবে—ইহা আপনি যথাযথভাবে বলুন। ২৮

শতযূপ এইভাবে প্রশ্ন করিলে পর দিব্যদর্শী মহাতপস্বী দেবর্ষি নারদ সেই সভার সকলেরই মনের অনুকূল এই কথা বলিলেন। ২৯

নারদ বলিলেন,—রাজর্ষে! একদিন আমি স্বৈরেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রলোকে গমন করি এবং সেখানে যাইয়া শচীপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত হই। সেখানে আমি রাজা পাণ্ডুকেও দর্শন করি। ৩০

তত্রেয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য কথা সমভবন্নৃপ।
তপসো ফলসংপ্রাপ্তা যদ্বৃত্তং তপতে নৃপঃ। ৩১
তচ্ছ্রোতব্যমশেষেণ ত্বয়া চৈব বয়ং তথা।
বর্ষাণি ত্রীণি শিষ্টানি রাজ্ঞোঽস্য পরমাদ্ভুতঃ। ৩২
ততঃ কুবেরভবনং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ।
প্রযাতা ধৃতরাষ্ট্রোঽয়ং রাজরাজাভিসংকৃতঃ। ৩৩
কামগেন বিমানেন দিব্যাভরণভূষিতঃ।
ঋষিপুত্রো মহাভাগঃ তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ। ৩৪
সঙ্কল্পিতাভি লোকাংস্তে দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্
স্বচ্ছন্দেনেতি ধর্মাত্মা ধর্ম্যাং ত্বমনুপৃচ্ছসি। ৩৫

দেবগুহ্যবিদা প্রীত্যা ময়া যঃ কথিতং মহৎ।
তপসো হি প্রভাবেণ তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ। ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি তে তপসা তপ্ত্বা দেবর্ষের্মধুরং বচঃ।
সর্বে সুমনসঃ প্রীতা বভূবুঃ স চ পার্থিবঃ। ৩৭
এবং কথাতিরম্যাসা ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণঃ
বিপ্রজগ্মুর্যথাকামং তে সিদ্ধগতিমাস্থিতাঃ। ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি নারদবাক্যে
বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২০

নৃপ! সেই স্থানে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথাবার্তা হইতেছিল। এই নরপতি যে দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন, তাহারই আলোচনা হইতেছিল। ৩১

সেই সভায় সাক্ষাৎ ধর্মের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছিলাম যে, এই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আয়ুর যে অবশিষ্ট সীমা, তাহা পূর্ণ হইতে তখন কেবল আর তিনবৎসর অবশিষ্ট আছে। ৩২

তাহা সমাপ্ত হইলে পর এই রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত কুবেরের লোকে গমন করিবে এবং সেখানে রাজাধিরাজ কুবের কর্তৃক সম্মানিত হইয়া ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ বিমানে উপবেশন করত দিব্য বস্ত্রাভরণে বিভূষিত হইয়া দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণের লোকসমূহে স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে। ঋষিপুত্র মহাভাগ তপস্যা দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পাপ দগ্ধ করায় তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া যাইবে। রাজন্! তুমি যাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তর হইল ইহাই। ৩৩-৩৫

ইহা দেবতাগণের অত্যন্ত গুপ্ত বিদ্যা। কিন্তু প্রীতিবশতঃ আমি তোমাদের সম্মুখে ইহা বর্ণনা করিলাম। তোমরা সকলেই বেদরূপ ধনে ধনী এবং তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছ। (অতএব তোমাদের সম্মুখে এই রহস্য প্রকাশ করিলে কোনও অন্যায় হইবে না, এই বোধে সব কথা বলিলাম।)। ৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দেবর্ষি নারদের এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেখানে সমবেত সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও হৃষ্ট হইলেন। ৩৭

এইভাবে সেই মনীষী মহর্ষিগণ নিজেদের কথাপ্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করত নিজ গতি অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন স্থানে গমন করিলেন। ৩৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে নারদের বাক্যবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতীনাং কুরুপাণ্ডবানাং পুরবাসিনাঞ্চ চিন্তা]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো গতে কৌরবেন্দ্রে দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
বভূবুঃ পাণ্ডবা রাজন্ মাতৃশোকেন চার্দিতাঃ। ১
তথা পৌরজনঃ সর্বঃ শোচয়ানো জনাধিপম্।
কুর্বাণাশ্চ কথাস্তত্র ব্রাহ্মণা নৃপতিং প্রতি। ২
কথং নু রাজা বৃদ্ধঃ স বনে বসতি নির্জনে
গান্ধারী চ মহাভাগা সা চ কুন্তী পৃথা কথম্। ৩
সুখার্হঃ স হি রাজর্ষিরসুখী তদ্ বনং মহৎ।
বিষয়ঃ সমনাসাদ্য প্রজাচক্ষুর্হতাত্মজঃ। ৪
সুহৃদ্ভূতং কুরূণাং কুন্তী পুত্রানপশ্যতী।
রাজ্যাশ্রিয়ং পরিত্যজ্য বনং সা সময়োচয়ৎ। ৫
বিদুরঃ কিমবস্থস্ত ভ্রাতুঃ শুশ্রূষুরাত্মবান্
স চ পাবল্যগণিতীয়ান্ ভর্তৃপিণ্ডানুপালকঃ। ৬

আতুরাশ্চ পৌরাস্তে চিন্তাশোকসমাহতাঃ
তত্র তত্র কথাশ্চক্রুঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্। ৭
পাণ্ডবাশ্চৈব তে সর্বে দুঃখশোকপরায়ণাঃ।
শোচন্তো মাতরং বৃদ্ধামযুর্নাতিচিরং পুরে। ৮
তথৈব বৃদ্ধা পিতরং হতপুত্রা তনেশ্বরম্।
গান্ধারীঞ্চ মহাভাগাং বিদুরঞ্চ মহামতিম্। ৯
মৈত্রেয়ং বন্ধুসম্প্রীতিস্তান্ বিচিন্তয়তাং তদা
ন রাজ্যে ন চ নারীষু ন বেদাধ্যয়নেষু চ। ১০
পরং নির্বেদমগমন্নিশ্চিন্তয়ন্তো নরাধিপম্।
তত্র জাতিবধং ঘোরং সংস্মরন্তঃ পুনঃ পুনঃ। ১১
অভিমন্যোশ্চ বালস্য বিনাশং রণমূর্ধনি
কর্ণস্য চ মহাবাহো সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।

একবিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনে পাণ্ডবগণ ও পুরবাসিগণের চিন্তা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করিলে পর পাণ্ডবগণ দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইলেন এবং মাতা কুন্তীদেবীর 'মহাশোকনিধি শোকে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ১

এইরূপ সমস্ত পুরবাসী মনুষ্যগণও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য নিতান্ত শোকময় হইয়া রহিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও সর্বদা সেই বৃদ্ধ নরপতির বিষয়ে সেখানে এইভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ২

হায়! আমাদের বৃদ্ধ মহারাজ সেই নির্জন বনে কিভাবে বাস করিতেছেন? মহাভাগা গান্ধারীদেবী ও দুঃখভোগনিধি পৃথাদেবীও কিরূপে সেখানে দিনযাপন করিতেছেন? ৩

যাঁহার সকল পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই প্রজাচক্ষু রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র সুখভোগের যোগ্য হইয়াও সেই বিশাল বনে গমন করত কোন্ অবস্থায় দুঃখী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন? ৪

কুন্তীদেবী ত' অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন। তিনি রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করত পুত্রগণকে না দেখিয়া বনে বাস করাকেই নিজের হিত মনে করিলেন। ৫

নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিবার অভিলাষ করিয়া ধর্মজ্ঞ বিদুর কি অবস্থায় আছেন? নিজের ভরণপোষণকারী প্রভুর দেহরক্ষাকারী বুদ্ধিমান্ সত্যবতীপুত্র সঞ্জয়ও কিরূপ আছেন? ৬

বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত পুরবাসীরাই চিন্তা ও শোকে পীড়িত হইয়া যত্র তত্র পরস্পর মিলিত হইয়া পূর্বোক্ত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। ৭

সমস্ত পাণ্ডবগণই এই সময় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের বৃদ্ধা মাতার জন্য এরূপ শোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন যে, অধিককাল পর্যন্ত তাঁহারা নগরে বাস করিতে পারিলেন না। ৮

যাঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন, সেই বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের, মহাভাগা গান্ধারীদেবীর এবং পরম বুদ্ধিমান্ বিদুরের জন্য অতিশয় চিন্তা করিতে থাকায় ইহারা সেই সময় কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এই সময় না রাজকার্য, না রমণী সকলে এবং না বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের রুচি ছিল। ৯-১০

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন। এই সময় সেই ভরতবংশ জাতিবধের কথা তাঁহাদের বারংবার স্মরণ হইতে লাগিল। ১১

মহাবাহু জনমেজয়! যুদ্ধের আরম্ভকালে বালক অভিমন্যুকে যে অন্যায় পূর্বক বিনাশ করা হইয়াছিল, সংগ্রামে যিনি কখনও

তথৈব দ্রৌপদেয়ানামভেদ্যাং সুদৃঢ়ামপি
যবং সংস্কৃতা তে ধীরা নাভিপ্রমনসোঽভবন্ ॥ ১৩
হতপ্রবীরাং পৃথিবীং শ্রুতবন্তাক ভারত
সদৈব চিন্তয়ন্তস্তে ন শর্ম চোপলেভিরে ॥ ১৪
দ্রৌপদী হতপুত্রা চ সুভদ্রা চৈব ভামিনী।
নাভিপ্রীতিমুতে দেব্যৌ তদাঽঽহুস্তামপ্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৫

বৈয়াঘ্র্যাস্তনয়া দৃষ্ট্বা পিতরং তে পরীপ্সিতম্।
ধারয়ন্তি স্ম তে প্রাণাংস্তব পূর্বপিতামহাঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

পালন করেন না, সেই কর্মের (পরিচয় না হওয়ায়) যে যত করা হইয়াছিল,—এই সব ঘটনা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গের কথা স্মরণ করত সেই বীর পাণ্ডবগণের মনে কোনক্রমেই প্রীতিভাব আসিল না। ১৩

হে ভারত! যাঁহার প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং রত্নসমূহ অপহৃত হইয়াছে, সেই পৃথিবীর দুর্দশার কথা দর্শন চিন্তা করিতে করিতে পাণ্ডবগণ কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ১৪

যাঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছেন, সেই দ্রৌপদী ও সুভদ্রাদেবী সুভদ্রা—এই দুই দেবীও নিরন্তর অশ্রুপাত ও দুঃখযুক্ত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। ১৫

জনমেজয়! সেই সময় তোমার প্রপিতামহ পাণ্ডবগণ উত্তরার পুত্র ও তোমার পিতা পরীক্ষিৎকে দেখিয়াই কোনক্রমে নিজেদের প্রাণ ধারণ করিতেছিলেন। ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বাধ্যায়ের আশ্রমবাসপর্বে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মাতুঃ কৃতে পাণ্ডবানাং চিন্তা, যুধিষ্ঠিরস্য বনগমনবাসনা, সহদেবস্য দ্রৌপদ্যাশ্চ বনং গন্তুমুৎসাহঃ, রমণীভিঃ সৈন্যস্য সহ যুধিষ্ঠিরস্য বনগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবা মাতৃনন্দনাঃ।
স্মরন্তো মাতরং বীরা বভূবুর্দুঃখিতাঃ ভৃশম্ ॥ ১
যে রাজকার্যেষু পুরা ব্যাসক্তা নিত্যশোঽভবন্।
তে রাজকার্যাণি তদা নাকার্ষুঃ পর্বতঃ পৃথে ॥ ২
প্রবিষ্টা ইব শোকেন নাত্মানমভি কিঞ্চন।
সম্ভাষন্তে স্ম তে ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৩
তে স্ম বীরা দুরাধর্ষা গাম্ভীর্যে সাগরোপমাঃ।
শোকোপহতবিজ্ঞানা নষ্টসংজ্ঞা ইবাভবন্ ॥ ৪
অচিন্তয়ংস্তু জননীং তদন্তে পাণ্ডুনন্দনাঃ
কথং নু বৃদ্ধমিথুনং বহ্ব্যতিকৃশা পৃথা ॥ ৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[মাতার জন্য পাণ্ডবগণের চিন্তা, যুধিষ্ঠিরের বনগমনের ইচ্ছা, সহদেব ও দ্রৌপদীর বনে যাইবার উৎসাহ এবং রমণীগণ ও সমস্ত সৈন্যসহ যুধিষ্ঠিরের বনে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজেদের মাতার গমনপ্রধানকারী সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণ এইভাবে মাতার কথা স্মরণ করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ১

যাঁহারা পূর্বে প্রতিদিন রাজকার্যসমূহে নিরন্তর আসক্ত থাকিতেন, তাঁহারা সেইদিন সময়ে কোথাও কোনও রাজকার্য করিতে সমর্থ হইলেন না। মনে হইতেছিল, তাঁহাদের হৃদয়ে যেন শোক প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কোনও বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইতেন না। কোনও কথাবার্তা হইলেও তাঁহারা সেই কথাবার্তায় মনোনিবেশ করিতে এবং উহার প্রশংসা করিতে পারিতেন না। ২-৩

সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্যশালী দুর্ধর্ষ বীর পাণ্ডবগণ সেই সময় শোকের দ্বারা জ্ঞান অভিভূত হওয়ায় যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৪

তদনন্তর একদিন পাণ্ডবগণ মাতার জন্য এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! আমাদের মাতা কৃষ্ণাদেবী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ পতি-পত্নী গান্ধারীদেবী ও বৃদ্ধরাজের সেবা কিভাবে করিতেছেন? ৫

তথৈব স মহীপালো হতপুত্রো নিরাশ্রয়ঃ।
পত্ন্যা সহ বসত্যেকো বনে শ্বাপদসেবিতে ॥ ৬
সা চ দেবী মহাভাগা গান্ধারী ধর্মদর্শিনী।
পতিমন্ধং কথং বৃদ্ধমন্বেতি বিজনে বনে ॥ ৭
এবং তেষাং কথয়তামৌৎসুক্যমভবৎ তদা।
গমনে পাণ্ডবস্য বুদ্ধির্ধৃতরাষ্ট্রদিদৃক্ষয়া ॥ ৮
সহদেবস্তু রাজানং প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ।
অহো মে ভবতো দৃষ্টং হৃদয়ং গমনং প্রতি ॥ ৯
ন হি ত্বাং গৌরবেণাদ্য শক্নুমঃ কিঞ্চন বয়ং
গমনং প্রতি রাজেন্দ্র তদিদং সমুপস্থিতম্ ॥ ১০
দিষ্ট্যা দ্রক্ষ্যসি তাং দেবীং
ধর্মজ্ঞাং তপস্বিনীম্
ভটিলাং তাপসীং বৃদ্ধাং
কৃশ-কাশপরিষ্কতাম্ ॥ ১১

প্রাসাদ-ধর্ম্যসংবৃদ্ধামত্যন্তসুখভাগিনীম্
কদা নু জননীং ভ্রাতুর্দ্রক্ষ্যামি দুঃখিতাম্ ॥ ১২
অনিত্যাঃ খলু মর্ত্যানাং গতয়ো ভরতর্ষভ
কুন্তী রাজসুতা যত্র বসত্যসুখিতা বনে ॥
সহদেববচঃ শ্রুত্বা দ্রৌপদী যোষিতাং বরা
উবাচ দেবী রাজানমভিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥
কদা দ্রক্ষ্যামি তাং দেবীং যদি জীবতি সা পৃথা
জীবন্ত্যা হ্যস্য মে প্রীতির্ভবিষ্যতি জনাধিপ ॥ ১৪
এষা তেষাং মতির্নিত্যং ধর্মে তে রমতাং মনঃ
যোৎস্মান্ রাজেন্দ্র শ্রেয়সা যোজয়িষ্যসি ॥ ১৫
অগ্রপাদস্থিতং চেমং বিদ্ধি রাজন্ বনৌকসম্
কাঙ্ক্ষন্তং দর্শনং কুন্ত্যা গান্ধার্যাঃ শ্বশুরস্য চ ॥ ১৭

হিংস্র জন্তুগণে পরিপূর্ণ সেই বনে আশ্রয়হীন ও পুত্ররহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পত্নীর সহিত একাকী কিভাবে বাস করিতেছেন ? ৬

যাঁহার বান্ধবগণ নিহত হইয়াছেন, সেই মহাভাগা গান্ধারী-দেবী সেই নির্জন বনে নিজের অন্ধ ও বৃদ্ধ পতির কিভাবে অনুসরণ করিতেছেন ? ৭

এইভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহাদের মনে সেই সময় অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল এবং তাহারা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বনে যাইবার বুদ্ধি স্থির করিলেন। ৮

সেই সময়ে সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন —আমি দেখিতেছি যে, আপনার হৃদয় তপোবনে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, ইহা অতিশয় আনন্দের কথা। ৯

রাজেন্দ্র! আমি আপনার গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া সেখানে (বনে) যাইবার কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারিতেছিলাম না আজ সৌভাগ্যবশতঃ সেই সুযোগ স্বতই উপস্থিত হইয়াছে ॥১০

ভাগ্যবশতঃ আমি তপোরতা ও তপস্বিনী আচরণপরায়ণা মাতা কুন্তীদেবীকে দর্শন করিতে পাইব। হায়! তাপসবেশ-ধারিণী মাতার মস্তকে জটা হইয়া গিয়াছে এবং কুশ ও কাশের আসনের উপর শয়ন করিয়া থাকায় তাঁহার দেহ কৃশ বিবর্ণ হইয়াছে। ১১

যিনি রাজ-অন্তঃপুর ও অট্টালিকাতে পালিত হইয়া বর্ধিতা হইয়াছেন, অত্যন্ত সুখভোগিনী ছিলেন, সেই মাতা কুন্তীদেবী এখন পরিশ্রান্ত হইয়া অতিশয় দুঃখভোগ করিতেছেন! আমি কখন তাঁহাকে দর্শন করিব ? ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের গতিসমূহ নিশ্চয়ই অনিত্য, যাঁহার মধ্যে পতিত হইয়া রাজপুত্রী কুন্তীদেবী সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বনে বাস করিতেছেন। ১৩

সহদেবের কথা শ্রবণ করত রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহারাণী দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে করিতে বলিলেন। ১৪

মহারাজ! আমি কবে শ্বশ্রূমাতা কুন্তীদেবীকে দর্শন করিব ? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন ? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আজ দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করিব। ১৫

রাজেন্দ্র! আপনার বুদ্ধি সর্বদা এরূপই থাকুক। আপনার মন ধর্মেই রমণ করুক; কারণ, আজ আপনি আমাদের মাতা কুন্তীদেবীকে দর্শন করাইয়া পরম কল্যাণভাগী করিবেন। ১৬

রাজন্! আপনি ইহা জানুন যে, অন্তঃপুরের সকল মহিলা বনে যাইবার জন্য অগ্রে পা বাড়াইয়াই অবস্থান করিতেছে। তাহারা সকলেই কুন্তীদেবী, গান্ধারীদেবী ও শ্বশুরকে দর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছে। ১৭

ইত্যুক্তঃ স নৃপো দেব্যা দ্রৌপদ্যা ভরতর্ষভ।
ভ্রাতৃংশ্চাহূয় সর্বাংস্তানিদমুবাচ হ ॥ ১৮
নির্যাতয়ত মে সেনাং প্রভূতরথকুঞ্জরাম্।
ত্রক্ষ্যামি বনসংস্থস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য মহীপতিম্ ॥ ১৯
ভ্রাত্যক্ষাংস্তাংস্তথেত্যুক্ত্বা রাজা যানানি বিবিধানি মে।
সজ্জীক্রিয়ন্তাং সর্বাণি শিবিকাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২০
শকটাপণবেশ্মাংশ্চ কোশঃ শিল্পিন এব চ।
নির্যান্তু কোষপালাশ্চ কুরুক্ষেত্রাজিরং প্রতি ॥ ২১
যশ্চ পৌরজনঃ কশ্চিদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছতি পার্থিবম্।
অনাবৃতঃ সুবিহিতঃ স চ যাতু সুরক্ষিতঃ ॥ ২২
সূদাঃ পৌরোগবাশ্চৈব সর্বং চৈব মহানসম্

বিবিধং ভোজ্যভোজ্যঞ্চ শকটৈরনুযান্তু মম ॥ ২৩
প্রস্থাবং ঘৃতস্যাং চৈব ভোক্তুমিচ্ছামি নিত্যদা।
ক্রিয়ন্তাং পথি চাপ্যস্য বেশ্মানি বিবিধানি চ ॥ ২৪
এবমাজ্ঞাপ্য রাজা স ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ।
ভোক্তুকামো নিবর্তৌ রাজন্ সস্ত্রীবৃদ্ধপুরঃসরঃ ॥ ২৫
স বহির্নিবসন্নেব জনৌঘং পরিপালয়ন্।
ত্রয়োদশ সমাঃ পঞ্চ ততোঽগচ্ছদ্ বনং প্রতি ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি
যুধিষ্ঠিরযাত্রায়াং বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্রৌপদীদেবী এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত সেনাপতিগণকে আনাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

তোমরা সকলে বহু রথ ও হস্তী অশ্বে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীকে নির্গমন করাও। আমি বনবাসী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিবার জন্য যাইব ॥ ১৯

ইহার পর রাজা ভ্রাতৃগণের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিলেন—তোমরা সকলে আমাদের যানবিমান ও শিবিকাসমূহ সত্বর সহস্র সংখ্যায় সজ্জিত কর ॥ ২০

আবশ্যক দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ যান, আপণ (দোকান) বেশ্ম (দোকান), কোশ (ধনাগার), শিল্পী (কারীগর) ও কোষাধ্যক্ষ—এই সবই কুরুক্ষেত্র আঙ্গনের দিকে নির্গমন করুক ॥ ২১

নগরবাসিগণের মধ্যে যে কেহ মহারাজকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইবে, সে অনাবৃত হইয়া সুবিধাপূর্বক সুরক্ষিতভাবে গমন করুক ॥ ২২

পাকশালার অধ্যক্ষগণ এবং রন্ধন কার্যের জন্য আবশ্যক সামগ্রী সমূহ এবং নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থসমূহ আমার যান-সকলের দ্বারা বহন করাইয়া লইয়া চল ॥ ২৩

সত্বরে এই ঘোষণা করাইয়া দাও যে, আগামী কাল প্রভাতে যাত্রা করা হইবে, সেইজন্য যাহারা যাইবে, তাহারা যেন বিলম্ব না করে। পথে আমাদের বাস করিবার জন্য অগ্রেই নানাপ্রকার গৃহ প্রস্তুত করাইয়া রাখ ॥ ২৪

রাজন্! এইরূপ আজ্ঞাদান করিয়া প্রাতঃকাল হইতেই নিজের ভ্রাতা অন্যান্য পাণ্ডবগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির স্ত্রী ও বৃদ্ধদিগকে অগ্রে করিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন ॥ ২৫

বহির্গত হইয়া পুরবাসী মনুষ্যগণের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তিনি পাঁচ দিন পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিয়া রহিলেন। তারপর সকলকে সঙ্গে লইয়াই বনে গমন করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে যুধিষ্ঠিরের বনে যাত্রা-বিষয়ক বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যৈঃ সহ পাণ্ডবানাং যাত্রা, কুরুক্ষেত্রে বেদব্যাসস্যাগমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ সেনাং ভরতসত্তমঃ।
অর্জুনপ্রমুখৈর্গুপ্তাং লোকপালোপমৈর্নরৈঃ। ১
যোগো যোগ ইতি প্রীত্যা তত্র শব্দো মহানভূৎ।
ক্রোশতাং সাদিনাং তত্র যুজ্যতাং যুজ্যতামিতি। ২
কেচিদ্ বাহৈর্নরা জগ্মুঃ কেচিদশ্বৈরথাভবৈঃ।
কাকৈশ্চ রথৈঃ কেচিচ্ছলিতঅলনোপমৈঃ। ৩
গজৈশ্চান্যে তথৈবান্যে কেচিদুষ্ট্রৈর্নরাধিপ।
পদাতিস্তথৈবান্যে নখরপ্রাসযোধিনঃ। ৪
পৌর-জানপদাশ্চৈব যানৈর্বহুবিধৈস্তথা।
অন্বয়ুঃ কুরুরাজানং ধৃতরাষ্ট্রং দিদৃক্ষবঃ। ৫
স চাপি রাজসত্কারাদাচার্য্যো গৌতমঃ কৃপঃ।
সেনানাথস্য সেনানীঃ প্রযযাবাশ্রমং প্রতি। ৬

ততো দ্বিজৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ
সংস্তূয়মানো বহুভিঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ। ৭
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ত্রিরত্নেন মূর্দ্ধনি
ধ্রুবাসীনেন মহতা নিষ্ক্রগাম কুরুক্ষয়ঃ। ৮
গজৈশ্চাতিসমাকীর্ণৈর্ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ
সজ্জয়ন্ত্রায়ুধোপেতৈঃ প্রযযৌ পবনাত্মজঃ। ৯
মাদ্রীপুত্রাবপি তথা রথযোধৌ সুসংবৃতৌ
জগ্মতুঃ শীঘ্রপবনৌ সানুকর্ষ-ধ্বজৌ। ১০
অর্জুনস্য মহাভেজা রথেনাদিত্যবর্চসা
বশী যেতৈর্হরিশ্রেষ্ঠৈর্দিব্যোপায়সমন্বিতম্। ১১
দ্রৌপদীপ্রমুখাস্যাপি স্ত্রীসঙ্ঘাঃ শিবিকাযুতাঃ
ব্রাহ্মণৈস্তত্তাঃ প্রযযুর্বিস্তরেণাভিতো বলম্। ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[সৈন্যসহ পাণ্ডবগণের যাত্রা এবং তাঁহাদের কুরুক্ষেত্রে উপস্থিতি]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তার পর ভরতকুলভূষণ রাজা যুধিষ্ঠির লোকপালগণের ন্যায় পরাক্রমশালী অর্জুনাদি বীরপুরুষের দ্বারা সুরক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে যথারীতিতে যাইবার আজ্ঞা দান করিলেন। ১

যাইবার জন্য প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, এইরূপে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্রই অশ্বারোহীরা সকলকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—যানসকল যোজিত কর, যোজিত কর। এইরূপ ঘোষণা করিলে সেস্থানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ২

কিছুলোক যানসকলের দ্বারা যাইতে লাগিল এবং কিছু লোক ভীরুবেগগামী অশ্বগণের উপর আরোহণ করত যাইতে লাগিল। কত যানুষ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ভাস্বরমান সুবর্ণময় রথসমূহে আরোহণ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইল। ৩

নরনাথ! কিছু লোক গজরাজগণের উপর আরোহণ করত যাইতে লাগিল এবং কিছু মানুষ উষ্ট্রে করিয়া যাত্রা করিল। খচ্চরসকলের দ্বারা ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধকারী কত বীর যোদ্ধা পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। ৪

নগর ও জনপদের বহু লোকও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় নানা প্রকার বাহনসকলের দ্বারা কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। ৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে সেনাপতি কৃপাচার্য্যও সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৬

তাহার পর ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির বহুসংখ্যক সূত, মাগধ ও বন্দীজনবৃন্দের মুখে নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে মস্তকের উপর শ্বেতবর্ণের ছত্র ধারণকারী বিশাল রথসেনার সহিত সেস্থান হইতে গমন করিলেন। ৭-৮

তাহার পর পরাক্রমশালী পবনসমান জবীয়ান ভীমসেন পর্ব্বতাকার গজসেনার সহিত যাইতে লাগিলেন। সেই সব গজরাজগণের পৃষ্ঠে বহুবিধ যন্ত্র (কামানাদি) ও অস্ত্রসমূহ সুসজ্জিত করিয়া তাঁরা চলিয়াছিল। ৯

মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবও অশ্বের উপর আরোহণ করত অশ্বারোহী সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অতিসত্বর যাইতে লাগিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ দেহে কবচ ও অশ্বগণের পৃষ্ঠে আস্তরণ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। ১০

মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় অর্জুন শ্বেত অশ্বগণের দ্বারা যোজিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দিব্য রথে আরোহণ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১১

দ্রৌপদী আদি স্ত্রীগণও শিবিকায় উপবেশন করত দীন দুঃখী

সমুদ্ধরথবন্তাশ্চ বেণুবীণানুনাদিতম্ ।
ততস্তে পাণ্ডবং সৈন্যং তৎ তদা অন্বগচ্ছত ॥ ১৩
নদীতীরেষু রম্যেষু সরঃসু চ বিশাম্পতে ।
যানান্ কৃত্বা ক্রমেণাথ ভুঞ্জতে কুরুপূজিতাঃ ॥ ১৪
যুযুৎসুশ্চ মহাতেজা যৌযাংশ্চৈব পুরোহিতঃ
যুধিষ্ঠিরস্য বচনাৎ পৃথগ্‌ঘ্নং প্রচক্রমুঃ ॥ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কুরুক্ষেত্রমবাপ্তবৎ ।
ক্রমেণোত্তীর্য্য যমুনাং নদীং পরমশোভনীম্ ॥ ১৬

স ধর্ম্মাত্মেব যুয়ুধে রাজর্ষেস্তস্য যৌযধঃ ।
শতযূপশ্চ কৌরব্য যুতরাষ্ট্রস্য চৈব হ ॥ ১৭
ততঃ প্রমুদিতঃ সর্বো জনস্তত্র সমাগতঃ ।
বিবেশ সুমহান্নাদৈরাপূর্য্য ভরতর্ষভ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামে
আশ্রমবাসিকে পর্ব্বণি আশ্রমবাসপর্ব্বণি
ধৃতরাষ্ট্রাশ্রমগমনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

সমুদ্ধতরথবন্তাশ্চ বেণুবীণানুনাদিতম্ ।
ততস্তে পাণ্ডবং সৈন্যং তৎ তদা অন্বগচ্ছত ॥ ১৩
নদীতীরেষু রম্যেষু সরঃসু চ বিশাম্পতে ।
যানান্ কৃত্বা ক্রমেণাথ ভুঞ্জতে কুরুপূজিতাঃ ॥ ১৪
যুযুৎসুশ্চ মহাতেজা যৌযাংশ্চৈব পুরোহিতঃ
যুধিষ্ঠিরস্য বচনাৎ পৃথগ্‌ঘ্নং প্রচক্রমুঃ ॥ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কুরুক্ষেত্রমবাপ্তবৎ ।
ক্রমেণোত্তীর্য্য যমুনাং নদীং পরমশোভনীম্ ॥ ১৬

সমুদ্ধতরথবন্তাশ্চ বেণুবীণানুনাদিতম্ ।
ততস্তে পাণ্ডবং সৈন্যং তৎ তদা অন্বগচ্ছত ॥ ১৩
নদীতীরেষু রম্যেষু সরঃসু চ বিশাম্পতে ।
যানান্ কৃত্বা ক্রমেণাথ ভুঞ্জতে কুরুপূজিতাঃ ॥ ১৪
যুযুৎসুশ্চ মহাতেজা যৌযাংশ্চৈব পুরোহিতঃ
যুধিষ্ঠিরস্য বচনাৎ পৃথগ্‌ঘ্নং প্রচক্রমুঃ ॥ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কুরুক্ষেত্রমবাপ্তবৎ ।
ক্রমেণোত্তীর্য্য যমুনাং নদীং পরমশোভনীম্ ॥ ১৬

জ্ঞানবৃদ্ধং ততো রাজা কাসৌ কৌরবনন্দনঃ।
পিতা জ্যেষ্ঠো মমোঽস্মাকমিতি বাষ্পপরিপ্লুতঃ ॥৪
তে তমূচুস্ততো রাজন্ যমুনায়ামবগাহিতুম্
পুষ্পাণ্যুদকমুদ্ধর্তুং চার্থে নঃ ইতি প্রভো ॥ ৬
তৈরাখ্যাতেন মার্গেণ ততস্তে জগ্মুরঞ্জসা
দদৃশুস্তাবিদূরে তান্ নদীনদ পদাতয়ঃ ॥ ৭
ততস্তে সত্বরা জগ্মুঃ পিতুর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
সহদেবস্তু বেগেন প্রাধাবদ্ যত্র সা পৃথা ॥ ৮
সুত্বরা রুরুদে ধীমান্ মাতুঃ পাদাবুপস্পৃশন্।
সা চ বাষ্পাকুলমুখী দদর্শ দয়িতং সুতম্ ॥ ৯
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য সমুন্নাম্য চ পুত্রকম্।
পাণ্ডবার্থায় কথয়ামাস সহদেবমুপস্থিতম্ ॥ ১০
অনন্তরঞ্চ রাজানং ভীমসেনমথার্জুনম্।
নকুলঞ্চ পৃথা দৃষ্ট্বা হর্ষমাপোপচক্রমে ॥ ১১

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহাদের সকলকে প্রণাম করত অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনিবরগণ! কৌরববংশের পালক আমাদের জ্যেষ্ঠ পিতা এখন কোথায় গিয়াছেন? ৪

তাঁহারা উত্তর দিলেন—প্রভো! তাঁহারা যমুনায় স্নান করিবার জন্য, পুষ্প আনিবার জন্য এবং জলপান করিয়া জল আনিবার জন্য গিয়াছেন। ৬

ইহা শ্রবণ করত তাঁহাদের দ্বারা কথিত পথে ইঁহারা সকলে শত্বরেই যমুনার তীরের দিকে গমন করিলেন। কিছু দূর যাইতেই ইঁহারা তাঁহাদের সকলকে আসিতে দেখিলেন। ৭

তারপর সত্বর পাণ্ডবগণ নিজেদের জ্যেষ্ঠতাতকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ সহদেব ত' অত্যন্ত বেগে ধাবিত হইলেন এবং যেখানে কুন্তীদেবী ছিলেন, সেখানে যাইয়া মাতা কুন্তীদেবীর চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া উহা ধারণ করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৮-৯

কুন্তীদেবীও যখন নিজের প্রিয় পুত্র সহদেবকে দেখিলেন, তখন তাঁহার মুখ নয়নাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দুই হাতে পুত্রকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন করত মাদ্রীদেবীকে বলিলেন—দিদি! সহদেব আপনার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও নকুলকে দেখিয়া ত্বরান্বিতভাবে তাঁহাদের নিকটে যাইতে লাগিলেন। ১০-১১

সা হ্রদে গচ্ছতি তস্যোর্দ্ধস্তস্যোর্ভীতপুত্রয়োঃ।
বর্ধন্তী তৌ ততস্তে তাং দৃষ্ট্বা সংগুপতন্ ভুবি ॥ ১২
রাজা তান্ স্বরযোগেন স্পর্শেন চ মহামনাঃ
প্রজ্ঞাজিজ্ঞাস মেধাবী সমাশ্বাসয়ত প্রভুঃ ॥ ১৩
ততস্তে বাষ্পমুৎসৃজ্য গান্ধারীসহিতং নৃপম্
উপতস্থুর্যথান্যায়ং মাতরঞ্চ যথাবিধি ॥ ১৪
সর্বেষাং তোয়কলসান্ জগৃহুস্তে স্বয়ং তদা।
পাতয়া লব্ধসংজ্ঞাস্তে রাজ্ঞা চাশ্বাসিতাঃ পুনঃ ॥ ১৫
তথা নার্যৌ নৃসিংহানাং সোঽন্বয়ৈরবজনস্তদা।
পৌর-জানপদাংশ্চৈব দদৃশুস্তে জনাধিপম্ ॥১৬
নিবেদয়ামাস তদা জনং তত্রাগতোত্তমঃ
যুধিষ্ঠিরো নরপতিঃ স তৈর্নরং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ১৭
স তৈঃ পরিবৃতো মেনে হর্ষবাষ্পবিলেক্ষণঃ।
রাজাঽঽহ্বানায় সুহৃদস্তং পুরেব গজসাহ্বয়ে ॥ ১৮

তিনি ঘরে ঘরে যাইতেছিলেন এবং সেই পুত্রহীন দম্পতীকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সেই পাণ্ডবগণ তাঁহার চরণে কুতলে পতিত হইলেন। ১২

মহামনা বুদ্ধিমান্ রাজা প্রভু ধৃতরাষ্ট্র তখন স্বরের দ্বারা ও স্পর্শে পাণ্ডবগণকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাদের সকলকে আশ্বাসদান করিলেন। ১৩

তাহার পর নিজেদের নাম ধরিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ গান্ধারীসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা কুন্তীদেবীকে যিনি অনুসারে প্রণাম করিলেন। ১৪

ইহার পর রাজা কর্তৃক বারংবার সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া যখন পাণ্ডবগণ কিছু স্বস্থ ও সচেতন হইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সকলের হস্ত হইতে জলপূর্ণ কলস নিজেরাই গ্রহণ করিলেন। ১৫

তদনন্তর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠদিগের ঔরস, অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীরা এবং নগর ও জনপদবাসী লোকসকলও ক্রমশঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন। ১৬

সেই সময় স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির এক এক ব্যক্তির নাম ও গোত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন; তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের সকলকে বাক্যের দ্বারা সৎকার করিলেন। ১৭

ইঁহাদের সকলের দ্বারা পরিবৃত রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের নয়নদ্বয় হইতে আনন্দজনিত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়

অভিবাদিতো বৃদ্ধিমন্ত
কৃষ্ণাজাতিঃ স পার্থিবঃ
পাঞ্চাল্যা সহিতো ধীমান্
কৃত্বা চ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৯
ততস্তাস্ত্রমমাগচ্ছৎ সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ।

দিব্যকুক্ষিঃ সদাকীর্ণং নক্ষত্রায়তসৈরিব ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদি-
বৃতরাষ্ট্রসমাগমে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

তিনি এরূপ মনে করিতেছিলেন যেন আমি পুত্রের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে পুত্রের রাজ্যমধ্যে উপবেশন করিয়া আছি ॥ ১৮

তাহার পর দ্রৌপদী আদি যশস্বিনী ও সুশীলা সাধ্বী ও বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহারাও ইহাদের

মস্তকে আশীর্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৯

তদনন্তর সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র সকলের সহিত সিদ্ধ ও চারণসেবিত নিজ আশ্রমে আসিলেন। সেই সময় তাঁহার আশ্রম নক্ষত্রমণ্ডলে যাপ্ত আকাশের ন্যায় দর্শকগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ॥ ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত ধৃতরাষ্ট্রের মিলনবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সঞ্জয়েন ঋষিভ্যঃ পাণ্ডবানাম্, তদীয়পত্নীনাম্, অন্যেষাঞ্চ রমণীনাঞ্চ পরিচয়দানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তৈঃ সহ নরব্যাঘ্রৈর্ব্যুষ্টাং তাং শর্বরীং তদা
রাজা কুরূণাং পপ্রচ্ছ সঞ্জয়ং তত্র তাপসৈঃ ॥ ১
তাপসৈশ্চ মহাভাগৈর্নারদেনসমাগতৈঃ ।
দ্রষ্টুং কুরুপতেঃ পুত্রান্ পাণ্ডবান্ পৃথুবক্ষসঃ ॥ ২
তেঽব্রুবন্ ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং কচ্চিদ্যোঽয়ং যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমার্জুনৌ যমৌ চৈব দ্রৌপদী চ যশস্বিনী ॥ ৩
তানাচষ্টেঽথ তান্ সূতঃ সর্বাংস্তানভিনামতঃ ।
সঞ্জয়ো দ্রৌপদীঞ্চৈব সর্বাংস্তাংশ্চ কুরূদ্বহঃ ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ ।

য এষ ভ্রাতৃনবতদ্ভগৌর-
স্তনুর্মহাসিংহ ইব প্রবৃদ্ধঃ ।

প্রচণ্ডবেগঃ পৃথুদীর্ঘনেত্র-
স্তাম্রারুণাক্ষঃ কুরুরাজ এষঃ ॥ ৫
অয়ং পুনর্যস্তগজেন্দ্রগামী
প্রদক্ষিণাবীক্ষতদক্ষগৌরঃ ।
পৃথায়তাংসঃ পৃথুদীর্ঘবাহু-
র্বৃকোদরঃ সংযুগ সংযুতেষু ॥ ৬
যস্যৈষ পার্শ্বেঽনু মহাবলৌঘান্
ভ্রাম্যো বৃষা যাতি বৃষপ্রকাশঃ ।
সিংহোরুস্কন্ধো গজবেগগামী
পদ্মায়তাক্ষোঽর্জুন এষ বীরঃ ॥ ৭

তাঁহারা এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর সূত সঞ্জয় তাঁহাদের সকলের নাম বলিয়া পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও কুরুকুলের অন্য ব্যক্তিদের এইরূপে পরিচয় দান করিলেন ॥ ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—এই যে বিশুদ্ধ সুবর্ণসদৃশ গৌর এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, দেখিতে মহাসিংহের ন্যায়, যাঁহার নাসিকা দীর্ঘাকার এবং নেত্রদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ ও বিস্তৃত লালিমাপূর্ণ, ইনিই কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ॥ ৫

এই যে মত্তগজেন্দ্রগামী গতিবিশিষ্ট, তপ্ত সুবর্ণসদৃশ বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, বিশাল ও আয়ত স্কন্ধযুক্ত, যাঁহার বাহুদ্বয় স্থূল (মোটা) ও দীর্ঘ, ইনিই হইলেন ভীমসেন। আপনারা ইহাকে দর্শন করুন, দর্শন করুন ॥ ৬

এই যে পার্শ্বে মহাবলৌঘ ও ভ্রাম্যবর্ণ বলবদ্বয় বৃষ হইতেছেন,

কৃষ্ণীসখীপে পুরুষোত্তমৌ তু
যদাবিমৌ বিষ্ণু-মহেন্দ্রকল্পৌ
মনুষ্যলোকে সকলে সমোঽস্তি
যদোর্ন রূপে ন বলে ন শীলে ৮৮

ইহং পুনঃ পদ্মবলাম্বতাক্ষী
মধ্যে বয়ঃ কিঞ্চিদিব স্পৃশন্তী।
নীলোৎপলাভা সুরদেবকন্যে
কৃষ্ণা স্থিতা মূর্তিমতীব লক্ষ্মীঃ। ৯

অন্যাস্তু পার্শ্বে কনকোত্তমাভা
বৈষ্ণী প্রভা মূর্তিমতীব সৌম্যা
মধ্যে স্থিতা সা তনিমা বিভাগ্রা-
শ্চন্দ্রাংশুকান্তাপ্রতিমস্য তস্য ।১০

ইয়ং তামুদরশুদ্ধগৌরী
পার্শ্বস্য ভার্যা সুভগেক্ষণাকা
চিত্রাঙ্গদা চৈব নরেন্দ্রকন্যা
বৈষ্ণী সমর্পার্জুনপুষ্কলাভ্যাম্ ।১১

ইয়ং শ্যামা রক্তচতুষ্পত্রনেত্রা
প্রফুল্লনীলোৎপলদামবর্ণা।
পদ্মার্চিতা কৃষ্ণেন সদা নৃপো যো
বৃকোদরস্যৈষ পরিগ্রহোঽগ্র্যঃ। ১২

ইয়ঞ্চ রাজ্ঞো মগধাধিপস্য
সুতা জরাসন্ধ ইতি শ্রুতস্য
যবীয়সো মাদ্রবতীসুতস্য
ভার্যা মতা চন্দ্রকলাসগৌরী ।১৩

ইন্দীবরশ্যামতনুঃ স্থিতা তু
বৈষ্ণী পরাসন্নমহীতলে চ
ভার্যা মতা মাদ্রবতীসুতস্য
জ্যেষ্ঠস্য দেয়ং কমলায়তাক্ষী। ১৪

ইয়ং তু বিদ্যুৎসুবর্ণগৌরী
রাজ্ঞো বিরাটস্য সুতা সপুত্রা।
ভার্যাভিমন্যোর্নিহতো রণে যো
দ্রৌণ্যাদিভিস্তৈরধিকো রথেন্দ্রঃ। ১৫

যাঁহার অঙ্গ সিংহস্কন্ধতুল্য উচ্চ, যিনি হস্তিসদৃশ বলশালী গজরাজের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন, যিনি বর্তিসদৃশ গমনশীল গতিতে গমন করেন এবং যিনি কমলপত্রতুল্য বিশাল নয়নশোভিত, এই ইনিই ইহাঁদের বীরবর অর্জুন। ৭

দ্রৌপদীদেবীর পার্শ্বে এই যে দুই জোষ্ঠ পুরুষ আছেন, যাঁহারা একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহারা দুইজন হইলেন—নকুল ও সহদেব। এই দুই ভ্রাতা ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রতুল্য শোভা পাইতেছেন। রূপ, বল ও শীলে এই উভয়ের সমানভাবাপন্ন আর কেহই নাই। ৮

এই যিনি কিঞ্চিৎ বয়স বয়সে স্পর্শ করিয়াছেন, নীল কমলদলতুল্য বিশাল নয়নযুগশোভিতা এবং নীল উৎপলের ন্যায় আভাবিশিষ্টে সুশোভিতা সুন্দরী মূর্তিমতী লক্ষ্মী ও দেবগণের পত্নীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, ইনিই মহারাণী জগৎবন্দিনী কৃষ্ণা। ৯

বিপ্রবরগণ! ইঁহারই পার্শ্বে এই যে স্বর্ণ হইতেও উজ্জ্বল কান্তিমতী, দেবী লক্ষ্মীর মূর্তিমতী প্রভার ন্যায় বিরাজমানা আছেন এবং সকল উপমের মধ্যে উপমিতা আছেন, ইনি অনুপম-প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাদেবী। ১০

এই যে বিকচ কাম্বুসদৃশ স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা সুন্দরী ইঁহার অঙ্গ সিংহস্কন্ধতুল্য উচ্চ, ইনি হস্তিসদৃশ গজরাজের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন, যিনি বর্তিসদৃশ গমনশীল গতিতে গমন করেন এবং যিনি কমলপত্রতুল্য বিশাল নয়নশোভিত, এই ইনিই ইহাঁদের বীরবর অর্জুন। ৭

দ্রৌপদীদেবীর পার্শ্বে এই যে দুই জোষ্ঠ পুরুষ আছেন, যাঁহারা একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহারা দুইজন হইলেন—নকুল ও সহদেব। এই দুই ভ্রাতা ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রতুল্য শোভা পাইতেছেন। রূপ, বল ও শীলে এই উভয়ের সমানভাবাপন্ন আর কেহই নাই। ৮

এই যিনি কিঞ্চিৎ বয়স বয়সে স্পর্শ করিয়াছেন, নীল কমলদলতুল্য বিশাল নয়নযুগশোভিতা এবং নীল উৎপলের ন্যায় আভাবিশিষ্টে সুশোভিতা সুন্দরী মূর্তিমতী লক্ষ্মী ও দেবগণের পত্নীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, ইনিই মহারাণী জগৎবন্দিনী কৃষ্ণা। ৯

বিপ্রবরগণ! ইঁহারই পার্শ্বে এই যে স্বর্ণ হইতেও উজ্জ্বল কান্তিমতী, দেবী লক্ষ্মীর মূর্তিমতী প্রভার ন্যায় বিরাজমানা আছেন এবং সকল উপমের মধ্যে উপমিতা আছেন, ইনি অনুপম-প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাদেবী। ১০

এই যে বিকচ কাম্বুসদৃশ স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা সুন্দরী বসিয়া আছেন, ইনি হইলেন মাদ্রবতীসুত যবীয়ান্ ভ্রাতা জরাসন্ধতনয় সহদেবের ভার্যা। ইনি

এতাস্তু সীমন্তবিরোচনা যাঃ
তাসাং তনূজা নরদেবপত্ন্যঃ
রাজ্ঞোঽস্য বৃদ্ধস্য পরং সমাধ্যাঃ
সুষা যুবত্যাবিতপুত্রনাথাঃ ॥ ১৬

এতা যথামুখ্যমুপাদ্রবন্তো যো
ব্রাহ্মণ্যভাবাদৃজুবুদ্ধিসর্গাঃ।
সর্বা তথাস্থুঃ পরিপৃচ্ছমানা
নরেন্দ্রপত্ন্যঃ সুবিস্তব্ধসত্ত্বাঃ ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স রাজা কুরুবৃদ্ধবর্ষ্যঃ
সমাগতৈর্ভৈরবদেবপুত্রৈঃ।

পপ্রচ্ছ সর্বং কুশলং তদানীং
গতেষু পূর্বেষু তাপসেষু ॥ ১৮

যোধেষু বাপ্যাশ্রমমণ্ডলং তৎ
মুক্ত্বা নিবিষ্টেষু বিমুচ্য সত্রম্।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালে চ সুসন্নিবিষ্টে
যথাইতস্তান্ কুশলাদপৃচ্ছৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি ঋষীন্ প্রতি
যুধিষ্ঠিরাদিকথনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ইহা ব্যতীত এই যে সব স্ত্রী তপস্বীর আশ্রমে বেশ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন, যাহাদের সীমন্তে সিন্দুর নাই, ইঁহারা সকলে যুযোধনাদি শত ভ্রাতার পত্নী এবং বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রবধূ। ইঁহাদের পতি ও পুত্রগণ যুদ্ধে নরবীরযুদ্ধের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ১৬

ব্রাহ্মণের প্রভাবে সরল বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট রাজমহিষীগণ। আপনারা সকলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; সেইজন্য আমি ইঁহাদের মধ্যে মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিগণের পরিচয় প্রদান করিলাম। এই সমস্ত রাজপত্নীই বিশুদ্ধ স্বভাবযুক্তা। ১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে সকলের নিকট হইতে সকলের পরিচয় পাইয়া যখন সমস্ত তপস্বীরা নিজ নিজ কুটিরে গমন করিলেন, তখন কুরুকুলের বৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে নরদেবপুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই সময় সকলকে কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ১৮

পাণ্ডবদের সৈন্যগণ আশ্রমমণ্ডলের সীমায় থাকিয়া কিছু দূরে সমস্ত বাহনকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেখানেই সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। এই স্থানেই স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালকগণ সকলেই সুখের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সর্বপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ঋষিগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয়-প্রদানবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-যুধিষ্ঠিরয়োঃ কথোপকথনম্, যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বিদুরস্য প্রবেশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাবাহো কচ্চিৎ ত্বং কুশলী তসি
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈঃ পৌর-জানপদৈস্তথা ॥ ১
যে চ ত্বামনুজীবন্তি কচ্চিৎ তেঽপি নিরাময়াঃ।
সচিবা ভৃত্যবর্গাশ্চ গুরবশ্চৈব তে নৃপ ॥ ২
কচ্চিৎ তেঽপি নিরাতঙ্কা ধনন্তি বিষয়ে তব
কচ্চিদ্ বর্ততি পৌরাণীঃ বৃত্তির্ রাজর্ষিসেবিতাঃ ॥ ৩
কচ্চিদ্যানৈরনুদ্বিগ্নৈ কোশস্তেঽভিপ্রপূর্যতে।
অমিত্রব্যসনিত্রেষু বর্ততে চানুজীবিষু ॥ ৪
ব্রাহ্মণানপ্রহারৈর্যো যথাবদনুশাস্তি।
কচ্চিৎ তে পরিতুষ্যন্তি শীলেন চরিতেন চ ॥ ৫
শত্রবোঽপি কৃতঃ পৌরা ভৃত্যা বা যজনোঽপি বা।
কচ্চিদ্ যজসি রাজেন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৬
অতিপীনয়সানেন কচ্চিদগ্নিস্তে তাপত।
কচ্চিন্নয়পথে বিপ্রাঃ শকটৈর্নিবহন্তি তে ॥ ৭
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যবর্গা বা শূদ্রা বাপি কুটুম্বিনঃ।
কচ্চিৎ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধা তে ন শোচন্তি ন যাচন্তে ॥ ৮
তাপসাঃ সূদিতাঃ কচ্চিৎ তব গেহে নরর্ষভ
কচ্চিদ্ রাজর্ষিবংশোঽয়ং তাপসান্ত মহীপতিম্ ॥ ৯
যথোচিতং মহারাজ যশসা নাবসীদতি

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যেবংবাদিনং তং স তাপবিঃ প্রত্যভাষত ॥ ১০
কুশলপ্রশ্নসংযুক্তং কুশলো বাক্যকর্মণি।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কচ্চিৎ তে বর্ততে রাজংস্তপো দম-শমৌ চ তে ॥ ১১

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন এবং যুধিষ্ঠিরের গেহে বিদুরের প্রবেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাবাহো যুধিষ্ঠির! তুমি নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণ এবং সমস্ত ভ্রাতৃবর্গের সহিত কুশলে আছ ত'? ১

নৃপ! যাঁহারা তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করেন, সেই মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ ও গুরুজনগণ সকলেই সুখী এবং মঙ্গল আছেন ত'? ২

ইঁহারা কি তোমার রাজ্যে নির্ভয় হইয়া বাস করিতেছেন? তুমি প্রাচীন রাজর্ষিগণসেবিত পুরাতন রীতি নীতি পালন করিয়া যাইতেছ ত'? ৩

তোমার রাজকোষ ব্যয়বাহুল্য উপস্থিত না করিয়াই পূর্ণ হইতেছে ত'? তুমি শত্রু, মিত্র ও নিরপেক্ষ পুরুষগণের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ করিতেছ ত'? ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি ব্রাহ্মণগণকে নিকর ভূমি প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত বৃত্তি রাখিয়া যাইতেছ? তোমার হিতসাধনে তাঁহারা সন্তুষ্ট আছেন ত'? ৫

রাজেন্দ্র! পুরবাসী মনুষ্যগণ ও দেবতাগণের কথা কি, শত্রুগণও তোমার আচরণে সন্তুষ্ট রহিয়াছে ত'? তুমি কি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিদিন দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের পূজা অর্চনা করিতেছ? ৬

ভারত! তুমি শস্য ও অন্নের দ্বারা অতিথিবর্গের সৎকার করিতেছ ত'? তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও কুটুম্ব জনগণ ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে নিরত আছেন ত'? ৭

নরশ্রেষ্ঠ! তোমার রাজ্যে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ দুঃখভোগ করিতেছেন না ত'? তাঁহারা ভীতিকর কথা কখনও ভিক্ষা করেন না ত'? তোমার গৃহে সৌভাগ্যবতী বধূ ও কন্যাগণ সমাদৃত হইতেছে ত'? ৮

মহারাজ! রাজর্ষিগণের এই প্রখ্যাত বংশ তোমার ন্যায় রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ত'? ইহাতে যশ হইতে বঞ্চিত হইয়া তোমরূপ অপযশস্বী হইতে হয় নাই ত'? ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে কুশল প্রশ্ন করিলে পর বাক্যালাপ করিতে নিপুণ ও ন্যায়বিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন ॥ ১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—(আপনার অনুগ্রহে আমার রাজ্যে সর্ব্বত্রই কুশল বিরাজমান আছে) রাজন্! আপনার তপস্যা,

অপি যে জননী ক্ষেমং কুশ্রূষুর্বিগতজ্বরা।
অযাতাঃ সকলো রাজন্ বনবাসো ভবিষ্যতি ॥ ১২
ইয়ঞ্চ মাতা জ্যেষ্ঠা মে পীবর্যাতাঃ কর্ষিতা
ঘোরেণ তপসা যুক্তা দেবী কচ্চিন্ন সীদতি ॥ ১৩
হতান্ পুত্রান্ মহাবীর্যান্ অস্ত্রধর্মপরায়ণান্
নাপধ্যাতবতি বা কচ্চিদস্মান্ পাপকৃতঃ সদা ॥ ১৪
ক চাসৌ বিদুরো রাজন্ মেধাঃ পঞ্চাগ্নিমেব বনে
সঞ্জয়ঃ কুশলী রাজন্ কচ্চিন্ন তপসি স্থিতঃ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপম্
কুশলী বিদুরঃ পুত্র তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ ॥ ১৬
বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
কদাচিদ্ দৃশ্যতে বিপ্রৈঃ শূন্যেঽস্মিন্ কাননে ক্বচিৎ ॥ ১৭
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য কটী বীটাদৃশঃ কৃশঃ।
বিবাসো মলদিগ্ধাঙ্গো বনরেণুসমুক্ষিতঃ ॥ ১৮
দূরাদালক্ষিতঃ কশ্চা তত্রাখ্যাতো মহীপতেঃ
বিবর্তমানঃ সহসা রাজন্ দৃষ্টাশ্রমং প্রতি ॥ ১৯
তমন্বধাবদ্ নৃপতিরেক এব যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রবিশন্তং বনং ঘোরং লক্ষ্যালক্ষ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ২০
তো তো বিদুর রাজাহং সংবিত্তে যুধিষ্ঠিরঃ
ইতি ব্রুবন্নয়ং শ্রুত্বা বভূবাদৃশ্যরূপবান্ ॥ ২১
ততো বিদিক্ত এবাস্মৈ তস্মৌ বুদ্ধিমতাং বরঃ।
বিদুরো বৃক্ষমাশ্রিত্য ক্বচিত্তত্র বনান্তরে ॥ ২২
তং রাজা ক্ষীণতনুং দিষ্টান্তাকৃতীমাত্রমূর্তিমন্।
অভিতস্তে মহাবুদ্ধিং মহাবুদ্ধির্যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৩

[illegible] ও ধর্মোনিগ্রহাদি সম্বন্ধীয় সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইতেছে ত'? এই আমার মাতা কুরুশ্রেষ্ঠা আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিতে কোনরূপ ক্লেশ অনুভব ক'রতেছেন না ত'? ইঁহার বনবাস সফল হইবে ত'? ১১-১২

এই আমার জ্যেষ্ঠা মাতা গান্ধারী দেবী শীত, বায়ু ও পথশ্রমে পরিশ্রমে কষ্ট পাইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছেন এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই দেবী যুদ্ধে নিহত করিয়াপরায়ণ মহাপরাক্রমশালী নিজের পুত্রগণের জন্য কখনও শোক করেন নাই ত'? এবং অপরাধী আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন না ত'? ১৩-১৪

রাজন্! এই সময় বিদুর কঠোর তপস্যায় কৃশতার সহিত তপস্যায় ত আছেন ত'? এই সময় বিদুর কোথায় গিয়াছেন? যাহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি না? ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন—পুত্র! বিদুর কুশলেই আছে। সে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতেছে। ১৬

সে নিয়ত উপবাস করে এবং বায়ু পান করিয়া অবস্থান করে, সেই জন্য অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গে শিরাগুলি নাড়ীসকল স্পষ্টই দেখা যায়। এই শূন্য বনে ব্রাহ্মণগণ কখনও কখনও তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ১৭

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ই [illegible] এক্ষয়প্রাপ্ত কৃশকায় জটাধারী বিদুরকে দূর হইতে আসিতে দেখা গেল। তিনি তখন বিগতজ্বর (জ্বরহীন) ছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ধূলিমাখা ছিল এবং বনে উচিত ধূলিমধ্যে তিনি যেন মাত হইয়া গিয়াছিলেন। মহীপতি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার আগমনের কথা জানান হইল। রাজন্! বিদুর সেই আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সহসা সেখান হইতে ফিরিয়া যাইলেন। ১৮-১৯

ইহা দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির একাকীই তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। এই সময় বিদুর কখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, কখনও আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিলেন। যখন তিনি এক ঘোর বনে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির বহুসহকারে তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া যাইলেন এবং এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, ওহে বিদুরজী! আমি আপনার পরম প্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি। ২০-২১

তখন বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর মনের মধ্যে পরম পবিত্র একান্ত প্রয়োগে কোনও এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ২২

তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের আকৃতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল, ইহাতেই সূচিত হইতেছিল যে, তিনি জীবিত আছেন। পরম বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির সেই মহামতি বিদুরকে তখন চিনিতে পারিলেন। ২৩

যুধিষ্ঠিরোঽহমস্মীতি বাক্যমুক্ত্বাব্রবীত্ততঃ বিভুঃ
বিদুরস্য তদা রাজা তদ্ধ প্রত্যাত্মপূজয়ৎ । ১৪
ততঃ সোঽনিমিষো ভূত্বা রাজানং তমুবৈক্ষত
সংযোজ্য বিদুরস্তস্মিন্ দৃষ্টিং দৃষ্ট্বা সমাহিতঃ । ১৫
বিবেশ বিদুরো ধীমান্ গাত্রৈর্গাত্রাণি চৈব হ ।
প্রাণান্ প্রাণেষু চ দৃষ্ট্বাদৃষ্টিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েষু চ । ১৬
স যোগবলমাস্থায় বিবেশ নৃপতেস্তনুম্ ।
বিদুরো ধর্মরাজস্য তেজসা প্রজ্বলন্নিব । ১৭
বিদুরস্য শরীরং তু তথৈব তস্থুষোঽচলম্ ।
মৃতাশ্রিত্য তদা রাজা দদর্শ গতচেতনম্ । ১৮
বলবন্তং তথাত্মানং মেনে বহুগুণং তদা
ধর্মরাজো মহাতেজাস্তচ্চ সস্মার পাণ্ডবঃ । ১৯
পৌরাণমাত্মনঃ সর্গং বিজ্ঞাবান্ স বিশাম্পতে
যোগধর্মং মহাতেজা ব্যাসেন কথিতা যথা । ২০

ধর্মরাজশ্চ তত্রৈব সঙ্কল্পারণিমুত্তমম্
মন্থকাষ্ঠোত্তরং বিদ্বানথ যাগতরাত্মবত । ২১
তো তো রাজন্ মন্থয়ানেতম্ বিদুরসংজ্ঞকম্
কলেবরমিহৈবাদ্য তে ধর্ম এষ সনাতনঃ । ২২
লোকাঃ সাত্ত্বানিকা নাম তবিষ্যন্ত্যস্য ভারত
অভিযন্মনসাপ্যেতাঁল্লৈব শোচিতুমর্হসি । ২৩
ইত্যুক্তো ধর্মরাজঃ স বিনিধূয় ততঃ পুনঃ
রাজ্ঞো বৈচিত্রবীর্যস্য তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ । ২৪
ততঃ স রাজা ত্বরিতবান্ স চ সর্বো জনস্তদা
ভীমসেনাদয়শ্চৈব পরাং বিস্ময়মাগতাঃ । ২৫
শ্রুত্বা প্রীতিমান্ রাজা ভূত্বা ধর্মভৃতাং বরঃ
আপো মূলং ফলং চৈব মনেঽহং প্রতিগৃহ্যতাম্ । ২৬
ধর্মার্থো হি নরো রাজংস্তমর্থেঽস্যাভিধিঃ স্মৃতঃ ।
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা প্রাহ ধর্মাত্মজো নৃপম্ । ২৭

'আমি যুধিষ্ঠির'—এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার অঙ্গে প্রবেশমান হইলেন। এই কথা তিনি শুকমুখ হইতে শুনিতে পান; তাহার পর তাঁহার নিকটে যাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানিত করিলেন। ১৩

অনন্তর মহাত্মা বিদুর রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে অনিমিষনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তিনি নিজের দৃষ্টিকে তাঁহার দৃষ্টির সহিত সংযোজিত করিয়া একাগ্র হইয়া যাইলেন। ১৪

বুদ্ধিমান্ বিদুর নিজের দেহকে যুধিষ্ঠিরের দেহে, প্রাণকে প্রাণে ও ইন্দ্রিয়সকলকে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকলে স্থাপিত করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন। ১৬

সেই বিদুর তীব্র তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। তিনি যোগবল অবলম্বন করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করিলেন। ১৭

রাজা যুধিষ্ঠির দেখিলেন,—বিদুরের দেহ পূর্ববৎ তদ্রূপে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার নয়নদ্বয় তখনও সেইরূপ নির্নিমেষ রহিয়াছে, কিন্তু কেবল মাত্র তাঁহার দেহে চেষ্টার লেশমাত্র দেখা যাই। ১৮

ইহায় বিপরীত তিনি নিজের মধ্যে বিশেষ বল ও অধিক তপঃপ্রভাবের আধান অনুভব করিলেন। প্রজানাথ! তাহার পর মহাতেজস্বী বিদ্বান্ ধর্মরাজ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নিজের সম্পূর্ণ পুরাতন স্মরণ করিলেন অর্থাৎ আদি ও বিদুর একই ধর্মের অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, এই সত্য অনুভব করিলেন। কেবল ইহাই নহে, সেই মহাতেজস্বী নরপতি ব্যাসদেব কর্তৃক কথিত যোগধর্মও স্মরণ করিলেন। ১৯-২০

এই সময় বিদ্বান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেখানে বিদুরের দেহের দাহ সংস্কার করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন আকাশবাণী হইল—রাজন্! শস্ত্রধারণ করুন এবং এই বিদুরনামক শরীরের এখানে দাহ-সংস্কার করা উচিত নয়; কারণ, তিনি সনাতন ধর্ম পালন করিতেছিলেন। অতএব এখানে তাঁহার দাহ না করাই হইবে তোমার পক্ষে ধর্মপালন, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম। বিদুরের সাত্ত্বানিকনামক লোকসমূহ প্রাপ্তি হইবে; সেইহেতু তাঁহার জন্য শোক করিও না। ২১-২৩

আকাশ বাণী কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। ২৪

বিদুরের দেহত্যাগের এই অদ্ভুত সমাচার শ্রবণ করত তেজস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীমসেনাদি সকল ব্যক্তিই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইহার পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—পুত্র! এখন তুমি আমার দেওয়া এই ফল-মূল ও জল গ্রহণ কর। ২৫-২৬

রাজন্! মানুষ যে সব বস্তু স্বয়ং উপভোগ করে, সেই সব বস্তুই দ্বারা সে অতিথির সৎকার করিবে—এরূপই শাস্ত্রের

ফলং মূলঞ্চ বৃক্ষেভ্যো রাজ্ঞা দত্তা সহানুজঃ
ততস্তে বৃক্ষমূলেষু কৃতবাসপরিগ্রহাঃ
তাং রাত্রিমবসন্ সর্বে ফলমূলজলাশনাঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি বিদুরনির্যাণে
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

অনুশাসন আছে তিনি এই কথা বলিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহারা প্রদত্ত ফল মূল ব্রাহ্মণদের সহিত ভোজন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে ফল মূল ও জল আহার করিয়াই বৃক্ষের তলায় বাস করিবার নিশ্চয় করত সেখানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ৬৭-৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বাধ্যায় আশ্রমবাসপর্বে বিদুরের মহাপ্রয়াণ বিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরাদীনামৃষীণাং আশ্রমবর্ণনম্, তত্র ফলসংপ্রকৃতীনাং দানম্ ততো বৃদ্ধরাষ্ট্রসকাশগমনোদ্যোগবেদনম্, বেদব্যাসবিরচিতস্য মহর্ষি-ব্যাসদেবসাগমনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততস্তু রাজর্ষেস্তেষামাশ্রমে পুণ্যকর্মণাম্
শিবা নক্ষত্রসম্পন্না সা বভৌবাথ শর্বরী ॥ ১

ততস্তত্র কথাস্তাসাং তেষাং ধর্মার্থসংহিতাঃ
বিচিত্রপদসংস্কারা নানাজল্পবিজল্পিতাঃ ॥ ২

পাণ্ডবাস্তু তিসৃষ্টো রাত্রৌ তস্যাং সুখোষিতা
উৎসৃজ্য তু মহার্হাণি বল্কলানি নরাধিপ ॥ ৩

বভারোহোত্তরং রাত্রিং রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্রো মহামনাঃ ।
তমাহায়া ঋষীরাত্তে কৃষ্ণসারাং নিশাং তদা ॥ ৪

বাতীতায়াং তু শর্বর্যাং কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ঃ
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা ধর্মাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৫
সান্তঃপুরপরীবারঃ সভৃত্যঃ সপুরোহিতঃ
যথানুখং যথোদ্দেশং বৃদ্ধরাষ্ট্রোঽনুজগ্মিবান্ ॥ ৬
দদর্শ তত্র বেদীশ্চ সংপ্রজ্বলিতপাবকাঃ
কৃতাভিষেকৈর্মুনিভির্জাপ্যনিরতৈরপি ।
জাপ্যেন বপুষা যুক্তা যুক্তা মূর্তিধরস্য তাঃ ॥ ৮
মৃগযূথৈরনুদ্বিগ্নৈস্তত্র তত্র সমাশ্রিতৈঃ
অগ্নিহোত্রৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈঃ শ্রেণীভিরিব চাম্বরে ॥ ৯

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরাদি ঋষিগণের আশ্রমবর্ণন, তথায় ফলাদি প্রকৃতি দান, তাহার পর বৃদ্ধরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া উপবেশন এবং তাঁহাদের সকলের সমীপে ঋষিগণসহ মহর্ষি বেদব্যাসের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সেই আশ্রমে বাসকারী সেই সমস্ত পুণ্যকর্মা মহাত্মগণের নক্ষত্রমালাসমূহে শোভিত এই মঙ্গলময়ী রাত্রি ক্রমশঃ সংঘত অতিক্রান্ত হইল। ১

সেই সময় এই সব মহাত্মগণের মধ্যে বিচিত্র পদ ও নানা ভিন্নমূহে যুক্ত ধর্ম এবং অর্থসম্বন্ধীয় কথাবার্তা হইতেছিল। ২

নরনাথ! পাণ্ডবগণ এই তিন রাত্রি সুখে যাপন করিয়া বেদের রাজা বৃত্তীবেদীর চারিদিকে ভূমিতলেই শয়ন করিলেন। ৩

মহামনা রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্র যে সময় আহার করেন, সেই সময়ই তাঁহার পাণ্ডবগণ সেই রাত্রিতে আহার করত বাস করিলেন। ৪

রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর পূর্বাহ্ণকালের নিত্য কর্ম সমাপন করত রাজা যুধিষ্ঠির বৃদ্ধরাষ্ট্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুর-রক্ষীগণ এবং সেবক ও কৃতাবর্গের সহিত সুখপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিগণের আশ্রম দেখিতে লাগিলেন। ৫-৬

তিনি দেখিলেন, সেখানে আশ্রমসমূহে যজ্ঞ বেদি নির্মিত আছে এবং সেই সব বেদিতে অগ্নিসকল প্রজ্বলিত আছেন। মুনিগণ স্নান করত সেই সব বেদির পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। বনজাত পুষ্পসমূহ ও ফলের আহুতি প্রদানে উচিত ধূপাদিদ্বারাও সেই সব বেদি সেবিত পাইতেছে। সেখানে নিরন্তর বেদধ্বনি হইতে থাকায় এই বেদিসকল বেদময়-শরীরে সংযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে এবং মুনিগণের দ্বারা এই সব বেদি সদা যুক্ত ছিল। ৭-৮

প্রভো! এই সব আশ্রমসমূহে যজ্ঞ ভঙ্গ হলে হলে মৃগগণ নির্ভয় ও শান্তচিত্ত হইয়া আহার সম্বন্ধে বিচরণ করিতেছিল।

কেকাভির্নীলকণ্ঠানাং দাত্যূহানাং কৃতিভৈঃ।
কোকিলানাং কূজদ্ভিঃ পুংসঃ ক্রীড়িমনোহরৈঃ ॥ ১০
প্রাবীতভিজ্ঞযোষৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিদলঙ্কৃতম্।
ফল-মূলসমাহারৈর্মহদ্ভিঃ স্কোপশোভিতম্ ॥ ১১
ততঃ স রাজা প্রযযৌ তাপসার্থমুপাশ্রমান্।
ফলবান্ কাননান্ রাজংস্তথৈবৌদুম্বরানপি ॥ ১২
অজিনানি প্রবেশ্যেক্ষ্ণ ক্রুঞ্চ স্রুবক মহীপতিঃ।
কমণ্ডলূংশ্চ স্থালীশ্চ পিঠরাণি চ ভারত ॥ ১৩
ভাজনানি চ লৌহানি পাত্রীশ্চ বিবিধা নৃপ।
যদ্ যদিচ্ছতি যাবচ্চ যচ্চাপ্যধিক ভাজনম্ ॥ ১৪
এবং স রাজা ধর্মাত্মা পত্নীভ্যামাশ্রমমণ্ডলম্
বনং বিগাহ্য তৎ সর্বং পুনরায়াদ্গৃহীপতিঃ ॥ ১৫
কৃতাহ্নিকক রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মহীপতিম্।
সদর্শনীলমধ্যাগ্রং গান্ধারীসহিতং তদা ॥ ১৬
মাতরঞ্চাবিদূরস্থাং পিতৃবৎ প্রণতাং স্থিতাম্।
কুন্তীং সদর্শ ধর্মাত্মা পিষ্টাচারনমস্থিতাম্ ॥ ১৭
স তমভ্যর্চ্য রাজানং নাম সংশ্রাব্য চাত্মনঃ।
নিষীদেত্যব্রবীদ্ রাজা বৃদ্ধানুপবিবেশ হ ॥ ১৮
ভীমসেনাদয়শ্চৈব পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
অভিবাদ্যোপসংগৃহ্য নিষেদুঃ পার্থিবাজ্ঞয়া ॥ ১৯
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা গুপ্তস্তেজীব ভৌরুবঃ।
বিভ্রদ্ রাজ্ঞী শ্রিয়ং দীপ্তাং দেবৈরিব বৃহস্পতিঃ ॥ ২০
তথা তেষূপবিষ্টেষু সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ
শতযূপপ্রভৃতয়ঃ কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥ ২১
ব্যাসশ্চ ভগবান্ বিপ্রো দেবর্ষিগণসেবিতঃ।
বৃতঃ শিষ্যৈর্মহাতেজা ধর্মরাজমুপাসদৎ ॥ ২২
ততঃ স রাজা ভৌরব্যঃ কুন্তীপুত্রশ্চ বীর্যবান্।
ভীমসেনাদয়শ্চৈব প্রভুত্থায়াভ্যবাদয়ন্ ॥ ২৩
সমাগতস্তুতো ব্যাসঃ শতযূপাদিভির্বৃতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহীপালমাশ্বাস্যেদমুবাচ হ ॥ ২৪

এবং পক্ষীরাও নিঃশঙ্কচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতেছিল। ৯

বহুলগণের মধুর কেকারব, ভারদ্বাজীদের কলকল ও কোকিলকুলের মৃদু মৃদু কাকলি এই সব আশ্রম মুখরিত ছিল। ইহাদের এই সব শব্দ সুখদ ছিল ও কর্ণসুখকর এবং মনোহারী ছিল। কোন কোন স্থানে স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণদের বেদ-মন্ত্রসমূহের গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল এবং এই সব কারণে আশ্রমসমূহ অত্যন্ত শোভাশালী ছিল। প্রতি আশ্রমই ফল-মূল আহারকারী মহাপুরুষগণের দ্বারা সুশোভিত ছিল। ১০-১১

রাজন্! সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির তপস্বিগণের জন্য আনীত বস্ত্র ও ভাণ্ডের মধ্যে কলস, মৃগচর্ম, কমণ্ডলু, স্রুক্, স্রুবা, কমণ্ডলু, কড়াই; আসন অন্যান্য লৌহনির্মিত পাত্র এবং নানাবিধ বর্তন দান করিলেন। যিনি যত ও যে যে বর্তন প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে তত ও সেই সেই বর্তন তিনি দান করিলেন। অন্যান্য আবশ্যক পাত্রও তিনি প্রদান করিলেন। ১২-১৪

এইরূপে ধর্মাত্মা রাজা মহীপতি যুধিষ্ঠির আশ্রমসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সব বন বিভাগ করত প্রদান করিবার পর পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫

সেখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিত্য কর্ম সমাপন করিয়া গান্ধারীদেবীর সহিত শান্তভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহারই নিম্ন ভূমে পিষ্টাচার-পালনকারিণী রাজা কুন্তীদেবী আসন হইয়া নিকটে তাঁর দাঁড়াইয়া আছেন—ইহাও তিনি দর্শন করিলেন। ১৬-১৭

যুধিষ্ঠির নিজের নাম জানাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম পূর্বক পূজা করিবার পর 'উপবেশন কর' তাঁহার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুশাসনে উপবেশন করিলেন। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেনাদি অন্য পাণ্ডবগণও রাজার চরণস্পর্শ করত প্রণাম করিবার পর তাঁহার আজ্ঞায় উপবিষ্ট হইলেন। ১৯

ইহাদের দ্বারা পরিবৃত কুরুবংশী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ তেজীয় প্রভাবসম্পন্ন বৃহস্পতি দেবতা-দিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুশোভিত হন। ২০

ইঁহারা সকলে এইভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় কুরুক্ষেত্র-নিবাসী শতযূপাদি মহর্ষিগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত মহাতেজস্বী বিপ্রবর ভগবান্ বেদব্যাসও শিষ্যগণসহ আসিয়া রাজাকে দর্শনদান করিলেন। ২২

সেই সময় কুরুবংশী রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পরাক্রমশালী কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনাদি উঠিয়া সমাগত মহর্ষিগণকে প্রণাম করিলেন। ২৩

তদনন্তর শতযূপাদির দ্বারা পরিবৃত সমাগত মহর্ষি বেদব্যাস রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—উপবেশন কর। ২৪

বরং তু বিষ্টরং কৌন্তেয় কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরম্।
প্রতিপেদে তদা ব্যাসস্তদর্ঘমুপকল্পিতম্। ২৫
তে চ সর্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিষ্টরেষু সমন্ততঃ।
দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া তাতা নিষেদুর্বিপুলৌজসঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি ব্যাসাগমনে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

ইহার পর ব্যাসদেব স্বয়ং এক সুন্দর কৃষ্ণ মৃগচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাঁহারই জন্য প্রকৃত কুশাসনে বিরাজমান হইলেন। ২৫

তাঁহার ব্যাসদেবের আজ্ঞায় অন্য সব মহাতেজস্বী শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত কুশাসনসমূহে উপবেশন করিলেন। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ব্যাসদেবের আগমন-বিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ধৃতরাষ্ট্রের কুশলং পৃচ্ছতা মহর্ষিণা ব্যাসদেবেন বিদুরস্য যুধিষ্ঠিরস্য চ ধর্মযজ্ঞপত্নায়াঃ প্রতিপাদনম্, ততঃ স্বাভীষ্টবস্তুপ্রার্থনার্থমুপদেশশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সমুপবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু
ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্র ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
ধৃতরাষ্ট্র মহাবাহো কচ্চিৎ তে বর্ধতে তপঃ।
কচ্চিন্ন তে ক্ষীয়তি মনো বনবাসে নরাধিপ ॥ ২
কচ্চিদ্বুধি ন তে শোকো রাজন্ পুত্রবিনাশজঃ।
কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি যুক্তসন্নানি তেঽনঘ ॥৩
কচ্চিদ্ বুদ্ধিঃ ধৃতা কৃত্বা চরন্তারণ্যকং বিধিম্।
কচ্চিদ্ বধূশ্চ গান্ধারী ন শোকেনাভিভূয়তে ॥ ৪

মহাপ্রজ্ঞা বুদ্ধিমতী দেবী ধর্মার্থদর্শিনী।
আগমাপায়তত্ত্বজ্ঞা কচ্চিদেষা ন শোচতি ॥ ৫
কচ্চিৎ কুন্তী চ রাজংস্ত্বাং শুশ্রূষতানহঙ্কৃতা
বা পরিত্যজ্য বঃ পুত্রা গুরুশুশ্রূষণে রতা ॥ ৬
কচ্চিদ্ ধর্মসুতো রাজা তয়া প্রত্যভিনন্দিতঃ
ভীমার্জুনযমাংশ্চৈব কচ্চিদেষেঽভিমন্যতে সাধ্বিতাঃ ॥ ৭
কচ্চিন্নকুলি ধৃষ্টে তান্ কচ্চিৎ তে নির্মলং মনঃ।
কচ্চিচ্চ শুদ্ধভাবোঽসি জ্ঞাতজ্ঞানো নরাধিপ ॥ ৮
এতদ্ধি ত্রিতয়ং শ্রেষ্ঠং সর্বভূতেষু ভারত।
নির্বৈরতা মহারাজ সত্যমক্রোধ এব চ ॥ ৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

(ধৃতরাষ্ট্রের কুশলজিজ্ঞাসাকারী মহর্ষি ব্যাসদেবকর্তৃক বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের ধর্মযজ্ঞপত্নী প্রতিপাদন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করিবার উপদেশ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণ উপবেশন করিলে পর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন। ১

মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! তোমার তপস্যা বর্ধিত হইতেছে ত'? রাজন্! বনবাসে তোমার মন প্রসন্ন আছে ত'? ২

রাজন্! এখন কোনও সময়ে তোমার মনে পুত্রগণের অভাবজনিত শোক হয় নাই ত'? নিষ্পাপ নরেশ! তোমার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্মল হইয়া রহিয়াছে ত'? ৩

তুমি নিজের বুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়া বনবাসের কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতেছ ত'? বধূমাতা গান্ধারী কোনও সময়ে শোকের দ্বারা অভিভূতা হইয়া পড়ে নাই ত'? ৪

গান্ধারী বুদ্ধিমতী ও মহাবিদুষী। এই দেবী ধর্ম ও অর্থনীতিকে বুঝিতে পারিয়াছে এবং জন্ম-মরণের তত্ত্ব জানে। সে কখনও শোক করে না ত'? ৫

রাজন্! যে নিজের পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া গুরুজনদিগের সেবায় রতা আছে, সেই কুন্তী অহঙ্কারশূন্যা হইয়া তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে ত'? ৬

তুমি ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করিয়াছ ত'? ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনাদান করিয়াছ ত'? ৭

নরনাথ! তুমি কি ইহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছ? ইহাদের প্রতি তোমার মন নির্মল আছে ত'? তুমি জ্ঞানলাভ করায় তোমার হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ হইয়াছে ত'? ৮

মহারাজ! ভরতসত্তম! প্রাণিহিংসা না করা, সত্য (অর্থাৎ প্রাণিহিতকর) কথা বলা এবং ক্রোধকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা—এই তিনটি গুণ সকল প্রাণীদিগের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ৯

কচ্চিৎ তে ন চ মোহোঽস্তি বনবাসেন ভারত
অথবা বল্কলধরং বা উপবাসোঽপি বা তপেৎ ॥১০

বিদিতং বাপি রাজেন্দ্র বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
গমনং বিধিনাদেন যথা চ সুমহাত্মনঃ ॥ ১১

মাণ্ডব্যশাপাদ্ধি স বৈ ধর্মো বিদুরতাং গতঃ
মহাবুদ্ধির্মহাযোগী মহাত্মা সুমহামনাঃ ॥ ১২

বৃহস্পতির্বা দেবেষু শুক্রো বাপ্যসুরেষু চ।
ন তথা বুদ্ধিসম্পন্নো যথা স পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৩

তপোবলময়ং কৃত্বা সুচিরাৎ সম্ভৃতং তদা।
মাণ্ডব্যেনর্ষিণা ধর্মো ভ্রাতৃত্বং গতঃ সনাতনঃ ॥ ১৪

নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ পূর্বং ব্যাসো যেন বলেন চ
বৈচিত্রবীর্যকে ক্ষেত্রে জাতঃ স সুমহাদ্যুতিঃ ॥১৫

ভ্রাতা তব মহারাজ দেবদেবঃ সনাতনঃ।
ধারণাশ্বসনা ধ্যানাদ্ যং ধর্মং কবয়ো বিদুঃ ॥ ১৬

সত্যেন সংবর্ধয়তি যো যমেন শমেন চ
অহিংসয়া চ দানেন তপোযানঃ সনাতনঃ ॥ ১৭

যেন যোগবলাজ্ঞাতঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ
স্বয়ং ইত্যেব নৃপতে প্রাজ্ঞেনাবিতবুদ্ধিনা ॥ ১৮

যথা বহ্নির্যথা বায়ুর্যথাপঃ পৃথিবী যথা
যথাকাশং তথা ধর্ম ইহ চানুত্র চ স্থিতঃ ॥ ১৯

সর্বসত্ত্বেষু রাজেন্দ্র সর্বঃ ব্যাপ্য চরাচরম্
দৃশ্যতে দেবদেবৈঃ স সিদ্ধৈর্নির্মুক্তকল্মষৈঃ ॥ ২০

যো হি ধর্মঃ স বিদুরো বিদুরো যঃ স পাণ্ডবঃ।
স এষ রাজন্ দৃশ্যতে পাণ্ডবঃ প্রেক্ষতাং শিবঃ ॥ ২১

প্রবিষ্টঃ স মহাত্মানং ভ্রাতা তে বুদ্ধিসত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা মহাত্মা কৌন্তেয়ং মহাযোগবলান্বিতঃ ॥ ২২

যাং চাপি শ্রেয়সা যোক্ষ্যে ন চিরাদ্ ভরতর্ষভ
সংশয়চ্ছেদনার্থায় প্রাপ্তং মাং বিদ্ধি পুত্রক ॥ ২৩

ভারত! বনে উৎপন্ন অন্ন তোমার বশে থাকুক কিংবা তোমাকে উপবাস করিতে হউক, সকল অবস্থাতেই বনবাসের দ্বারা তোমার মধ্যে কোনরূপ মোহ উপস্থিত হয় না ত'? ১০

রাজেন্দ্র! যে সাক্ষাৎ মহাযশস্বী ধর্মের স্বরূপ ছিল, সেই মহাত্মা বিদুরের এই বিধি অনুসারে পরলোকগমনের বৃত্তান্ত তুমি জানিতে পারিয়াছ ॥ ১১

মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে ধর্মই বিদুররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বিদুর পরম বুদ্ধিমান্, মহাযোগী, মহাত্মা ও মহাযশস্বী ছিল ॥ ১২

সেই পুরুষপ্রবর বিদুর যেরূপ বুদ্ধিমান্ ছিল, দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি ও অসুরদিগের মধ্যে শুক্রাচার্যও সেরূপ বুদ্ধিমান্ নন ॥ ১৩

মাণ্ডব্যমুনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত তপোবলকে অস্ত্র করিয়া সনাতন ধর্মদেবকে শাপদান করত শূদ্রাযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৪

আমি পূর্বে ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে নিয়োগ তপোবলের দ্বারা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে (ভার্যাতে) সেই পরম বুদ্ধিমান্ বিদুরকে উৎপন্ন করিয়াছি ॥ ১৫

মহারাজ! তোমার ভ্রাতা বিদুর দেবতাগণেরও দেবতা সনাতন ধর্ম। মনের দ্বারা ধর্মের ধারণ ও ধ্যান করায় বিদ্বান্ পুরুষেরা ইঁহাকে ধর্ম নামেই জানেন ॥ ১৬

সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, মনোনিগ্রহ, অহিংসা ও দানরূপে সেবিত হইয়া যিনি জগতের অভ্যুদয়ের সাধক হন, সেই সনাতনধর্ম বিদুর হইতে ভিন্ন নন ॥ ১৭

যে অমিত বুদ্ধিমান্ ও প্রাজ্ঞ দেবতা যোগবলে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুধ্যান করিয়াছেন, সেই ধর্মই বিদুরের স্বরূপ ॥ ১৮

যেরূপ অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশের সত্তা ইহলোক এবং পরলোকেও আছে, সেইরূপ ধর্মও উভয়লোকে ব্যাপ্ত আছেন ॥ ১৯

রাজেন্দ্র! ধর্মের সর্বত্র গতি এবং তিনি এই চরাচর সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন। যাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধ পুরুষগণ ও দেবদেবগণই ধর্মকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ২০

যিনিই ধর্ম, তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর, তিনিই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! এই সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির এখন দর্শনীয় রূপে তোমার সম্মুখে মানের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ২১

মহাযোগবলসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার ভ্রাতা মহাত্মা বিদুর সুতীক্ষ্ণব্রত যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন আমি তোমাকেও অভিলষিত কল্যাণের সহিত সংযোজিত করিয়া যাব। পুত্র! তুমি ইহা জানিও যে,

ন কৃতং বৈঃ পুরা কস্মিংশ্চিৎ কর্ম লোকে মহর্ষিভিঃ
আশ্চর্যভূতং তপসঃ ফলং তদ্ দর্শয়ামি বঃ ॥ ২৪
কিমিচ্ছসি মহীপাল মত্তঃ প্রাপ্তুমতীন্দ্রিয়ম্
ঐহিকং পারলৌকং বা তৎকর্তাস্মি তবানঘ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি আশ্রমবাসপর্বণি ব্যাসবাক্যে
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

আমি এখন তোমার সকল সংশয় নিবারণ করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ২৪

পূর্বকালে যে সব মহর্ষিগণ এ সংসারে যে চমৎকারপূর্ণ কার্য করেন নাই, তাহাও আজ আমি করিয়া দেখাইব। আজ আমি তোমাকে নিজের অলৌকিক আশ্চর্যজনক তপস্যার ফল দর্শন করাইব ॥ ২৫

নিষ্পাপ মহীপাল! বল, তুমি আমার নিকট কোন্ অতীষ্ট বস্তু লাভ করিতে বাসনা কর? কি দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে কিংবা স্পর্শ করিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে? আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত আশ্রমবাসপর্বে ব্যাসদেবের বাক্য-বিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(পুত্রদর্শনপর্ব)

॥ একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

। মৃতবান্ধবানাং লোকেন ধৃতরাষ্ট্রস্য দুঃখপ্রাপ্তিঃ, গান্ধারীসহিতায়াঃ কুন্তিদেব্যা ব্যাসদেবসমীপে মৃতান্ পুত্রাদীন্ দর্শয়িতুমনুরোধশ্চ]

জনমেজয় উবাচ

বনবাসং গতে বিপ্র ধৃতরাষ্ট্রে মহীপতৌ।
সভার্যে নৃপশার্দূলে যথা বৃত্তা সমর্ষিভে ॥ ১
বিদুরে চাপি সংসিদ্ধে ধর্মরাজং ব্যপাশ্রিতে
যদংস্তু পাণ্ডুপুত্রেষু সর্বেষাশ্রমমণ্ডলে ॥ ২
যৎ তদাস্চার্যমিতি বৈ করিষ্যামীত্যুবাচ হ।
ব্যাসঃ পরমতেজস্বী মহর্ষিস্তদ্ বদস্ব মে ॥ ৩
বনবাসে চ কৌরব্যঃ কিয়ন্তং কালমূষিতাঃ

যুধিষ্ঠিরো নরপতির্নাবসৎ সজনস্তদা ॥ ৪
কিমাহারাশ্চ তে তত্র সসৈন্যা ভবনং প্রভো।
সান্তঃপুরা মহারাজ ইতি তদ্ ব্রূহি দ্বিজোত্তম ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেঽনুজ্ঞাতাস্তদা রাজন্ কুরুরাজেন পাণ্ডবাঃ।
বিবিধান্যন্নপানানি বিজহ্রুস্তত্র তে ॥ ৬
মাসমেকং বিজহ্রুস্তে সসৈন্যান্তঃপুরা বনে।
অথ তত্রাগমদ্ ব্যাসো যথোক্তং তে তদানঘ ॥ ৭

(পুত্রদর্শনপর্ব)

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[মৃত বান্ধবগণের শোকে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখপ্রাপ্তি এবং গান্ধারীসহিত কুন্তীদেবী কর্তৃক ব্যাসদেবের নিকট মৃত পুত্রাদিগণকে দর্শন করাইবার জন্য অনুরোধ।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! যখন বিদুর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ ও আশ্রমমণ্ডলে বাস করিতে লাগিলেন, সেই সময় পরম তেজস্বী ব্যাসদেব যে এই কথা বলিলেন,—'আমি আশ্চর্যজনক কার্য প্রকাশ করিব', তাহা কিরূপ ছিল, সেই কথা আমার নিকট বল ॥ ১-৩

নিজ ধর্ম হইতে অবিচ্যুত কুরুবংশী রাজা যুধিষ্ঠির কত দিন পর্যন্ত সমস্ত লোকসকলের সহিত বনে বাস করিয়াছিলেন? ॥ ৪

প্রভো! নিষ্পাপ মুনে! সৈন্য ও অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা কি আহার করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন? ॥ ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকার অন্ন পান গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা সেখানে বিশ্রাম করিয়া সর্বপ্রকার উত্তম ভোজন করিতেন ॥ ৬

তাঁহারা সৈন্য ও অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত একমাস পর্যন্ত বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। নিষ্পাপ রাজন্! ইহারই মধ্যে আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তদনুসারে সেখানে ব্যাসদেব আগমন করিলেন ॥ ৭

তথা চ তেষাং সর্বেষাং কথাস্তির্বপরিষ্কৃতৌ
ব্যাসস্যাস্তিকাৎ রাজন্নাগমুর্মুনয়োঽপরে ॥ ৮
নারদঃ পর্বতশ্চৈব দেবলশ্চ মহাতপাঃ
বিশ্বাবসুস্তুম্বুরুশ্চ চিত্রসেনশ্চ ভারত ॥ ৯
তেষামপি যথান্যায়ং পূজাং চক্রে মহাতপাঃ
ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাপুত্রঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০
নিষেদুস্তে ততঃ সর্বে পূজাং প্রাপ্য যুধিষ্ঠিরাৎ
আসনেষু চ পুণ্যেষু বরিষ্ঠেষু বরেষু চ ॥ ১১
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু স তু রাজা মহীপতিঃ।
পাণ্ডুপুত্রৈঃ পরিবৃতো বিবেশাদ কুরুবহ ॥ ১২
গান্ধারী চৈব সুভগা চ দ্রৌপদী সাধ্বতী তথা।
স্ত্রিয়স্তাভ্যাজগ্মুরাজ্ঞিঃ সহোপবিবিশুস্ততঃ ॥ ১৩
তেষাং তত্র কথা দিব্যা বভূবাদ্ভুতরূপ।
অথাব্রবীদ্ধৃষীকেশঃ দেবাসুরবিমিশ্রিতাঃ ॥ ১৪
ততঃ কথান্তে ব্যাসস্য প্রজ্ঞাচক্ষুর্মহীপতিম্।

শ্রোতাচ বক্তা চ শ্রেষ্ঠঃ পুনরেব স তং বচঃ ॥ ১৫
প্রীতমনো মহাতেজাঃ সর্ববেদবিদাং বরঃ
বিদিতং মম রাজেন্দ্র যৎ তে হৃদি বিবক্ষিতম্ ॥ ১৬
দহ্যমানস্য শোকেন তব পুত্রকৃতেন বৈ।
গান্ধার্যাশ্চৈব যদ্ দুঃখং হৃদি তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ১৭
কৃষ্ণায়াশ্চ যদ্যজ্ঞসেনায়াশ্চ হৃদি স্থিতম্
যচ্চ যাজ্ঞসেনী তীব্রং দুঃখং পুত্রবিনাশজম্ ॥ ১৮
সুভদ্রা কুরুতন্বী চ তথাপি বিদিতং মম
জ্ঞাত্বা সমাগমমিমং সর্বেষাং বক্তুতো নৃপ ॥ ১৯
সংশয়চ্ছেদনার্থায় প্রাপ্তঃ স্মো বনমঞ্জন।
ইমে চ দেব-গন্ধর্বাঃ সর্বে রেমে মহর্ষয়ঃ ॥ ২০
পশ্যন্তু তপসো বীর্যমদ্য মে চিরসম্ভৃতম্
ভদ্রং তেঽস্তু মহারাজ কং কামং প্রদদামি তে ॥ ২১
প্রবদোঽপি বরং রাজন্ পশ্য মে তপসঃ ফলম্
এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্রো ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥ ২২

রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে ব্যাসদেবের পশ্চাতে উপবিষ্ট সেই সব শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে যখন পূর্বোক্ত কথাবার্তা চলিতেছিল, সেই সময়ে সেখানে অন্যান্য মুনিগণও আসিলেন ॥ ৮

তাঁহাদের মধ্যে নারদ, পর্বত, মহাতপস্বী দেবল, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু ও চিত্রসেনও ছিলেন ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় মহাতপস্বী কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলেরই যথোচিত পূজা করিলেন ॥ ১০

যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করত তাঁহারা সকলে মহামূল্যনির্মিত পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলে পর পাণ্ডবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরম বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র উপবেশন করিলেন ॥ ১২

গান্ধারী, সুভগা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্য স্ত্রীগণও অন্যান্য স্ত্রীসকলের সহিত সমীপেই একত্রে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৩

হে নৃপ! সেই সময় তাঁহাদের সকলের মধ্যে অদ্ভুত দিব্য কথাবার্তা হইতে লাগিল। প্রাচীন ঋষি ও দেবতাগণ এবং অন্যান্য সকলেরও সম্বন্ধযুক্ত নানাবিধ আলোচনা হইল ॥ ১৪

আলোচনার শেষে সমস্ত বেদজ্ঞ ও বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১৫॥

রাজেন্দ্র! তোমার হৃদয়ে যে কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা আমি জানি। তুমি নিরন্তর নিজের মৃত পুত্রগণের শোকে জ্বলিতেছ ॥ ১৬॥

মহারাজ! গান্ধারী, সুভগা ও দ্রৌপদীরও হৃদয়ে সর্বদা যে দুঃখ রহিয়াছে, তাহাও আমি জানি ॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা নিজের পুত্র অভিমন্যু নিহত হওয়ায় যে দুঃসহ দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিতেছে, তাহাও আমি বিদিত আছি ॥ ১৮॥

দ্রৌপদীনন্দন! নৃপ! প্রকৃত পক্ষে তোমাদের সকলের এই সমাগম অবগত হইয়া তোমার মানসিক সংশয় নিবারণ করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি ॥ ১৯॥

এই দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ সকলেই আজ আমার চিরসঞ্চিত তপস্যার প্রভাব অবলোকন করুন ॥ ২০॥

মহারাজ নরেশ! বল, আমি তোমাকে কোন্ অভীষ্ট মনোরথ প্রদান করিব? আজ আমি তোমাকে যে-বাঞ্ছিত বর দানের জন্য উদ্যত হইয়াছি। তুমি আমার তপস্যার ফল দর্শন কর ॥ ২১॥

অপরিমিত বুদ্ধিমান্ মহর্ষি ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্তকাল ধরিয়া কি যেন চিন্তা করত এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২॥

মুহূর্তমিব সংচিন্ত্য যতমানোঽপচক্রমে
বক্তোঽস্মাদনুগৃহীতস্ত সফলং জীবিতঞ্চ মে ॥ ১৩
যন্মে সমাগমোঽদ্যেহ ভবদ্ভিঃ সহ সাধুভিঃ।
অদ্য চাপ্যবগচ্ছামি গতিমিষ্টামিহাত্মনঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মকল্পৈর্ভবদ্ভির্বৎ সমেতোঽহং তপোধনাঃ।
দর্শনাদেব ভবতাং পূতোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫
বিদ্যতে ন ততঃ কাপি পরলোকাদ্গমাদৃষাঃ
কিং তু তদ্যা মুহুর্দুষ্টৈর্দুষ্কৃতাপহরৈর্যশঃ ॥ ১৬
দুরুক্তে যে মনো নিত্যং স্মরতঃ পুত্রদুর্বিনঃ
অপাপাঃ পাণ্ডবা যেন নিকৃতাঃ পাপবুদ্ধিনা ॥ ১৭
যাজিতা পৃথিবী যেন সহস্রা সমরক্ষিপা।
রাজানশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ। ১৮
আগম্য মম পুত্রার্থে সর্বে মৃত্যুবশং গতাঃ।
যে তে পিতৃংশ্চ ভ্রাতৃংশ্চ পুত্রাংশ্চ সুহৃদঃ প্রিয়ান্ ॥ ১৯

পরিত্যজ্য গতাঃ শূরাঃ ক্ষেত্রয়াজনিবেশনম্।
তা মু তেষাং গতির্ব্রহ্মন্ বিদ্বার্থে যে হতা যুধে ॥ ২০
তথৈব পুত্র-পৌত্রাণাং মম যে নিহতা যুধি।
দুরুক্তে যে মনোঽভীক্ষ্ণং যাতয়িত্বা মহাবলম্। ২১
ভীষ্মং শান্তনবং বৃদ্ধং লোকস্য দ্বিজসত্তম।
মম পুত্রেণ মূঢ়েন পাপেনাকৃতবুদ্ধিনা। ২২
কৃত্বা নীতং কুলং ঘোরং পৃথিবীরাজমিচ্ছতা।
এবং সর্বমনুস্মৃত্য মহ্যমানো দিবানিশম্। ২৩
ন শান্তিমধিগচ্ছামি দুঃখশোকসমাহতঃ।
ইতি মে চিন্তয়ানস্য পিতঃ শান্তির্ন বিদ্যতে। ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ
তচ্ছ্রুত্বা বিবিধং তস্য রাজর্ষেঃ পরিদেবিতম্
পুনর্ঘোকৃতঃ শোকো গান্ধার্যা জনমেজয় ॥ ২৫
কৃত্বা ক্রূরতরং পুত্র্যাস্ত দুষ্কৃতায়াস্তথৈব চ
তাসাঞ্চ ভরতস্ত্রীণাং বধূনাং কৌরবস্য চ ॥ ২৬

ভগবন্! আজ আমি ধন্য, আপনাদের কৃপায় পাত্র হইয়াছি এবং আমার এই জীবনও সফল। কারণ, আজ আমি স্বস্থানে আপনাদের ন্যায় সাধু মহাত্মাগণের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। ১৩।

তপোধনগণ! এমতুল্য মহাত্মা আপনাদের যে সঙ্গ আমার লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতেছি যে, ইহলোকে আমি নিজের অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৪½

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আমি আপনাদের দর্শনমাত্রেই পবিত্র হইয়া গিয়াছি বিপ্রগণ! এখন আমার পরলোক হইতেও কোনও ভয় নাই। ১৫½

কিন্তু অত্যন্ত নীচমতি মূর্খ সেই দুর্যোধনের অন্যায়ে আমার যে সমস্ত পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, সেই সব পুত্রগণের শোক আসিয়া আমি সর্বদা তাহাদের স্মরণ করিতেছি; সেই জন্য আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইতেছে। ১৬½

পাপমতি সেই দুর্যোধন নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে ভিন্নভাবে চিন্তা করে এবং শত্রু, দুষ্কৃত ও অতিশয় সহ এই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলকে বিনাশ করাইয়াছে। ১৭½

নানা দেশের অধিপতি মহাত্মা রাজারা আমার পুত্রের হয়তা করিতে আসিয়া সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন। ১৮½

সেই সব সৌম্যস্বভাবী বীর ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের পিতৃপুরুষ, ভ্রাতা, প্রাণ ও মনের প্রিয়তম ভোগসমূহ পরিত্যাগ করত পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৯½

হায়! যাঁহারা নিজের ভক্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, সেই সব রাজাদের কি গতি হইয়াছে? এবং যাঁহারা রণাঙ্গনে বীরগতি লাভ করিয়াছে, সেই আমার মৃত পুত্র ও পৌত্রেরা কোন্ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? ২০½

মহাবল সাত্বতনন্দন ভীষ্ম এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যকে বধ করাইয়া আমার মন বারংবার দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতেছে। ২১½

আমার অভক্তবুদ্ধি, পাপী ও মূর্খ পুত্র সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের রাজ্যের লোভ করিয়া নিজের এবং কুলকে বিনাশ করিয়াছে। ২২½

এই সব কথা স্মরণ করিতে করিতে আমি দিবারাত্রি অত্যন্ত জ্বালা ভোগ করিতেছি। দুঃখ ও শোকে পীড়িত হওয়ায় আমার শান্তিলাভ হইতেছে না। পিতঃ! এই চিন্তায় পতিত হইয়া আমার হৃদয়ে কোনরূপ শান্তি নাই। ২৩-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ নানাবিধ বিলাপ শ্রবণ করত গান্ধারীর পুনরায় নূতন করিয়া শোক উৎপন্ন হইল। ২৫

সুতরাং, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও দুষ্করাম ধৃতরাষ্ট্রের সেই দুষ্কর্মী পুত্রবধূগণেরও যেন পুনরায় নূতন করিয়া শোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৬

পুত্রশোকসমাবিষ্টা গান্ধারী বিলপত্যুত। ।
বধূভিঃ বধূবচনা দেবী প্রাঞ্জলিরুথিতা। ৩৭
ষোড়শৈবাদ্য বর্ষাণি গতানি মুনিপুঙ্গব
অস্যা রাজ্ঞোঽতজান্ পুত্রান্ শোচতো ন শমো বিভো ।৩৮
পুত্রশোকসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্ ঘোর ভূমিপঃ। ।
ন শেতে বসতীঃ সর্বা যুতরাষ্ট্রো মহামুনে ।৩৯
লোকানন্যান্ সমর্থোঽসি স্রষ্টুং সর্বাতপোবলাৎ। ।
কিমু লোকান্তরগতান্ রাজ্ঞো দর্শয়িতুং সুতান্। ৪০
ইত্যুক্ত দ্রৌপদী কৃষ্ণা হতভ্রাতৃসুতা কৃশম্। ।
শোচন্ত্যাতীব সর্বাসাং স্নুষাণাং বনিতা স্নুষা। ৪১
তথা কৃষ্ণস্য ভগিনী সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী। ।
সৌভদ্রবধসন্তপ্তা কৃশং শোচতি ভাষিণী। ৪২
ইত্যুক্ত কুরুমুখ্যানাং ভার্যা পরমধর্মজ্ঞা। ।
ভর্তৃব্যসনশোকার্তা কৃশং শোচতি ভাষিণী। ৪৩

বধূবচনা গান্ধারীদেবী ব্যাসদেবের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া এই কথা বলিলেন। ৩৭

মুনিবর! প্রভো! এই মহারাজের নিহত পুত্রগণের জন্য শোক করিতে করিতে আমাদের আজ ষোল বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ইঁহার শান্তি লাভ হইল না। ৩৮

মহামুনে! এই কৃশকায় কুরুরাজ পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। রাত্রি রাত্রিতে কখনও নিদ্রা যান না। ৩৯

আপনি নিজের তপোবলে অন্য সর্বপ্রকার লোকসকল সৃষ্টি করিতে পারেন, সুতরাং এই রাজাকে লোকান্তর গত পুত্রগণের সহিত সাক্ষাৎকার করান আর আপনার পক্ষে কি এমন অধিক কার্য? ৪০

এই কৃশকলেবরা কৃষ্ণা আমার সমস্ত পুত্রবধূগণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই দেখা যাইতেছে রাজা ও পুত্রগণ নিহত হইয়াছে সেইজন্য সে অত্যন্ত শোক করিতেছে। ৪১

সতী ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাও সর্বদা নিজের পুত্র অভিমন্যুর বধে সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত শোকগ্রস্তা রহিয়াছে। ৪২

এই কুরুমুখ্যার সকল স্ত্রিয়া পত্নী বলিয়া থাকে। সে

বসনাঞ্চ পতিতো বীরান্ বান্ধবিকঃ স কুরুষ্বহঃ। ।
নিহতঃ সোমদত্তস্ত পিত্রা সহ মহামুধে। ৪৪
শ্রীমতোঽস্য মহাযুদ্ধে সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ। ।
পুত্রস্য তে পুত্রশতং নিহতং যত্র ফল্গুনিজে। ৪৫
তস্য ভার্যাশতমিদং দুঃখশোকসমাহতম্
পুনঃ পুনর্ধরন্যাং শোকং রাজ্ঞো মৃতস্য চ ।৪৬
তেনায়ন্তেন মহতা মামুপাস্তে মহামুনে
যে চ শূরা মহাত্মানঃ পতয়ো যে মহারথাঃ ।৪৭
সোমদত্তপ্রভৃতয়ঃ কা নু তেষাং গতিঃ প্রভো
তব প্রসাদাদ্ ভগবন্ বিশোকোঽয়ং মহীপতিঃ। ৪৮
যথা স্যাদ্ ভবিতা চায়ং কুন্তী চেয়ং যশস্বিনী
ইত্যুক্তবত্যাঃ গান্ধার্যাঃ কুন্তী প্রত্যুত্তরং বচঃ। ৪৯
প্রজ্ঞয়াজ্ঞাং পুত্রঃ তং সম্মারাদিত্যসন্নিভম্। ।
তামুবির্বরদো ব্যাসো মৃতস্ত্রীবচনং মহৎ। ৫০

পতির মৃত্যুর শোকে ব্যাকুল হইয়া অত্যন্ত শোক করিতেছে। ইহার বুদ্ধিমান্ সত্যব্রত কুরুশ্রেষ্ঠ যুদ্ধিষ্ঠিরের নিকট নিহত হইয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠার পিতা সোমদত্ত নিজের পিতার সহিতই সেই মহাসমরে নিহত হইয়াছেন। ৪৪-৪৫

আপনার পুত্র, সংগ্রাম হইতে যিনি কখনও পলায়ন করেন না, সেই মহাশক্তি ও শ্রীমান্ মহারাজের যে শত পুত্র রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছে, তাহাদের এই সব স্ত্রীরা রহিয়াছে। এই আমার বধূরা দুঃখ ও শোকের আঘাতে সন্তপ্ত হইতে হইতে আমার ও মহারাজেরও যাহাতে শোক বর্ধন করিতেছে। মহামুনে! ইহারা সকলে শোকে তীব্র আবেগে রোদন করিতে করিতে আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। ৪৬-৪৯½

প্রভো! যে আমার মহাত্মা শত্রুর সৌন্দর্যশালী বীর মহারথী পুত্রগণাদি নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন্ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? ৪৭½

ভগবন্! আপনার প্রসাদে এই মহারাজ, আমি ও আপনার বধূ কুন্তী—এই আমরা সকলে যাহাতে শোকমুক্ত হইতে পারি, এরূপ করুণা করুন। ৪৮½

যখন গান্ধারীদেবী এই কথা বলিলেন, তখন ব্রতের পালনে শুকায়মানা কুন্তীদেবী শুদ্ধভাবে উৎপন্ন নিজের পূর্বতুল্যা তেজস্বী পুত্র কর্ণকে স্মরণ করিলেন। ৪৯½

---

*পতিদের অন্ত যাইয়া সতীসাধ্বী গান্ধারী দেবী সর্বদা নিজের চক্ষু বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতেন।

অপশ্যত্ দুঃখিতা দেবী মাতরং সত্যসাচিনঃ
তামুবাচ ততো ব্যাসো যৎ তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্ ॥৫১
তদ্ ব্রূহি ত্বং মহাভাগে যৎ তে হৃদয়ি বর্ত্ততে
শ্রুত্বায়ং ততঃ কৃত্বা প্রবক্ষ্যা শিরসা তদা ॥৫২

দুঃখ পাইয়া অবশ করিতে ও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন ব্যাসদেব অর্জ্জুনের মাতা কুন্তীদেবীকে দুঃখিতা দেখিতে পাইলেন। ৫০-৫১

তখন ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন,—মহাভাগে! তোমার কার্য্যের জন্য তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে, তোমার মনে যদি কোনও বাসনা থাকে, তবে তৎসমস্তই বল। ৫২½

তখন কুন্তীদেবী মস্তক নত করিয়া পরম ব্যাসদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া পুরাতন কথা স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন। ৫৩-৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে পর্ব্বণি পুত্রদর্শনপর্ব্বণি কুন্তরাষ্ট্রাদিকৃতপ্রার্থনে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৯

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্ব্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্ব্বে কুন্তরাষ্ট্রাদির প্রার্থনাবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

। কুন্তীদেব্যা কর্ণস্য জন্মনো গুহ্যস্যোদ্ঘাটনস্য চ বর্ণনম্, বেদব্যাসস্য তস্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ ।

কুন্ত্যুবাচ

ভগবন্, যত্তয়ো মেঽদ্য দৈবতন্ত্রাদি দৈবতম্।
স মে দেবাতিদেবস্ত্বং শৃণু সত্যাং গিরং মম ॥ ১
তপস্বী কোপনো বিপ্রো দুর্ব্বাসা নাম মে পিতুঃ।
ভিক্ষায়ুপাগতো ভোক্তুং তমহং পর্য্যতোষয়ম্ ॥২
শৌচেন ত্যাগসন্ত্যাগৈঃ শুশ্রূষেন দমেন তথা।
কোপস্থানেষ্বপি মহৎস্বকুপায় তপোধন ॥ ৩
স প্রীতো বরদো মেঽভূৎ কৃতকৃত্যো মহামুনিঃ
অবদ্যং তে সুহীতবামিতি মাং সোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৪
ততঃ শাপভয়াদ্ বিপ্রমবোচং পুনরেব তম্
এবমস্ত্বিতি চ প্রাহ পুনরেব স মে দ্বিজঃ ॥ ৫
ধর্ম্মস্য জননী ভদ্রে ভবিত্রী ত্বং শুভাননে
যশো স্যাস্যতি তে লোকা যাস্যন্যাবাহয়িষ্যসি ॥ ৬
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিপ্রস্ততোঽহং বিস্মিতাভবম্।
ন চ সর্ব্বাবস্থাসু বুদ্ধির্মে বিপ্রনশ্যতি ॥৭

ত্রিংশ অধ্যায়

[কুন্তীদেবীকর্ত্তৃক কর্ণের জন্মের গুহ্যবৃত্তান্ত বর্ণন এবং ব্যাসদেবের তাঁহাকে সান্ত্বনাদান।]

কুন্তী বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার গুরু, দেবতারও দেবতা; অতএব আমার নিকট আপনি দেবতা হইতেও অধিক সেইজন্য আজ আমি আপনার সম্মুখে নিজের জীবনের এক গুহ্য প্রকাশ করিব। আপনি আমার সেই সত্য কথা শ্রবণ করুন। ১

বহু পূর্ব্বের ঘটনা, অতিশয় ক্রোধী তপস্বী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা আমার পিতার নিকট ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে নিজের সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। ২

আমি শৌচাচার পালন করিয়া, অপরাধযুক্ত কার্য্যসকল পরিত্যাগ করিয়া এবং শুশ্রূষায় ও সংযমে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলাম। ক্রোধের উৎকট কারণ উপস্থিত হইলেও আমি তখনও তাঁহার উপর ক্রোধ করি নাই। ৩

ইহাতে সেই মহামুনি আমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। যখন তাঁহার কার্য্য পূর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি আমাকে বলিলেন—আমার প্রদত্ত বর তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ৪

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করত আমি শাপের ভয়ে পুনরায় সেই ব্রহ্মর্ষিকে বলিলাম—ভগবন্! এইরূপই হউক। তখন সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুনরায় আমাকে বলিলেন। ৫

ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মের জননী হইবে। শুভাননে! তুমি যে দেবতাকে আবাহন করিবে, তিনি তোমার বশীভূত হইবেন। ৬

এই কথা বলিয়া সেই ব্রহ্মর্ষি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সেই

অথ ধর্ম ওলম্বাহং রবিমুদ্ভস্তুলীকৃতী
সাম্বুধ্য তমুবেবাকাং স্পৃহয়ন্তী দিবাদিনম্ ॥ ৮
স্থিতাঽহং বালভাবেন তত্র দোষমবুধ্যতী
অথ দেবঃ সহস্রাংশুর্বৎসমীপমতোঽভবৎ ॥ ৯
বিবা কৃত্বাত্মনো দেহং তুমৌ চ গগনেঽপি চ
তস্তাপ লোকানেকেন ত্রিকীয়েনাগমৎ স মাম্ ॥ ১০
স মামুবাচ বেপন্তীং বরং মত্তো বৃণীষ হ
গমাস্তামিতি তং চাহং প্রণম্য শিরসাবদম্ ॥ ১১
স মামুবাচ ত্রিগ্মাংশুর্ঘাহ্বানং ন মে ক্ষমম্
বক্ষ্যামি ত্বাঞ্চ বিপ্রর্ষে যেন হংস্তো বরস্তব ॥ ১২
তমহং বক্তুমী বিপ্রং শাপাদনলকারিণম্
পুত্রো মে যৎসমো দেব ভবেদিতি ততোঽব্রুবম্ ॥ ১৩

সময় আসি উহাতে বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। কোন অবস্থাতেই তাঁহার সেই কথা আমি ভুলিতে পারিলাম না। ৭

একদিন যখন আমি প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া আছি, সেই সময় আমার দৃষ্টি উদিত সূর্যের দিকে যাইয়া পড়িল। মনে মনে দুর্বাসার বাক্য স্মরণ করিয়া আমি নিরাহারে সূর্যদেবকে বাসনা করিতেছিলাম। ৮

সেই সময় আমি বালস্বভাবযুক্তা ছিলাম। সূর্যদেবের আগমনে কোনও দোষ প্রাপ্তি হইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অন্য দিকে আমি আরাধনা করিতেই ভগবান্ সূর্যদেব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯

তিনি নিজের দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে আকাশে অবস্থান করত সম্পূর্ণ বিশ্বকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দ্বিতীয় ভাগে আমার পার্শ্বে আসিয়াছিলেন। ১০

আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই কাঁপিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন—দেবি! তুমি আমার নিকট হইতে কোনও বর প্রার্থনা কর। তখন আমি মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলাম—আপনি কৃপা করিয়া এস্থান হইতে গমন করুন। ১১

তখন সেই প্রখর কিরণযুক্ত সূর্যদেব আমাকে বলিলেন—আমার আবাহন ব্যর্থ হইতে পারে না। তুমি কোনও বর অবশ্যই প্রার্থনা কর, অন্যথা আমি তোমাকে ও যিনি তোমাকে বর দান করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকেও ভস্মীভূত করিব। ১২

তখন আমি সেই নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে শাপ হইতে রক্ষা

তখন সে আমাকে বিদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিতে করিতে বলিল—দেবি! আপনি আমাকে আপনার তুল্য পুত্র প্রদান করুন। এই কথা বলিতেই সূর্যদেব আমাকে যোনিযুক্ত করিয়া স্বীয় তেজের দ্বারা আমার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন। তাহার পর বলিলেন—তোমার এক তেজস্বী পুত্র লাভ হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি আকাশে চলিয়া যাইলেন। ১৩-১৪

তখন আমি এই বৃত্তান্ত পিতার নিকট গোপন রাখিবার জন্য অন্তঃপুরের মধ্যেই বাস করিতে লাগিলাম এবং যখন বালক গুপ্তভাবে উৎপন্ন হইল, তখন আমি তাহাকে জলে ভাসাইয়া দিলাম। সেই আমার পুত্র কর্ণ ছিল। ১৫

বিপ্রবর! তাহার জন্মের পর পুনরায় সেই ভগবান্ সূর্যের কৃপায় আমি কন্যাভাব প্রাপ্ত হইলাম। যেরূপ সেই মহর্ষি বলিয়াছিলেন, সেরূপই হইল। ১৬

প্রভো! আমি মূঢ়া নারী, নিজের সেই পুত্রকে আনিতে পারিয়াও আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। এই কার্যই আমাকে দগ্ধ করিতেছে। আপনি ইহা ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন। ১৭

ভগবন্! আমার এই কার্য পাপ বা পুণ্য হইক, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলাম। আপনি আমার এই মানসিক শোক দূর করুন। ১৮

নিষ্পাপ মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মহারাজের হৃদয়ে যে অভিপ্রায় আছে, তাহা আপনি বিদিত আছেন। ইনি নিজের মনোরথ যাহাতে আমাই প্রাপ্ত হন, আপনি সেরূপ কৃপা করুন। ১৯

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং ব্যাসো দেবর্ষিসত্তমঃ।
সাধু সর্বমিদং ভাষ্যমেবমেতদ্ যথাত্থ মাম্ ॥ ২০
অনন্যাংশ্চ তে মাস্তি কন্যাভাবং গতা ভুবি।
দেবাংশৈর্ধর্মতশ্চৈব সম্ভবিষ্যন্তি বৈ সুতাঃ ॥ ২১
সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সমুদ্রাঃ সরিতস্তথা যে।
যাতা দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সংসর্গেণেতি পঞ্চধা ॥ ২২
মনুষ্যধর্মো দৈবেন ধর্মেণ হি ন দুষ্যতি

ইতি কৃত্বা বিমানানীহি যোদ্ধুং তে মানসো জ্বরঃ ॥ ২৩
সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচি
সর্বং বলবতাং ধর্মঃ সর্বং বলবতাং সুখম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি পুত্রদর্শনপর্বণি ব্যাসকৃন্তীসংবাদে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

কৃন্তীদেবী এই কথা বলিলে পর দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ব্যাসদেব বলিলেন—(পুত্র) তুমি যাহা কিছু বলিলে, তৎ সমস্তই সত্য এবং ইহা এরূপই হইবার ছিল। ২০

ইহাতে তোমার কোনও অপরাধ নাই, কারণ, সেই সময় তুমিও কুমারী বালিকা ছিলে। দেবগণ অনিবার্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারা অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ২১

এমন বহু দেবতাগণ আছেন, যাঁহারা সমুদ্র, নদী, দৃষ্টি, স্পর্শ ও সংসর্গ—এই পাঁচ প্রকারে পুত্র উৎপন্ন করিয়া থাকেন। ২২

কৃতি!* দেবধর্মের দ্বারা মনুষ্য-ধর্ম দূষিত হয় না, ইহা তুমি জানিও। এখন তোমার মানসিক চিন্তা দূর হউক। ২৩

বলবান্‌গণের সব কিছুই হিতকর বা সত্য। বলবান্‌গণের সমস্ত কার্যই পবিত্র। বলবান্‌গণের সব কিছুই ধর্ম ও বলবান্‌গণের সব সুখই বিহিত। ২৪

ঋষিপ্রবর বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে ব্যাসদেব ও কুন্তীদেবীর সংবাদবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠির-প্রভৃতীনাং পূর্বপুরুষাণাং পরিচয়দানম্, তস্য বাক্যেন সর্বেষাং গঙ্গাতীরে গমনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

তত্রে ক্রক্ষ্যতি গান্ধারি পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ সখীংস্তথা।
বধূংশ্চ পতিভিঃ সার্ধং নিশি সুপ্তোত্থিতা ইব ॥ ১
কর্ণং দ্রক্ষ্যতি কৃন্তীঞ্চ সৌভদ্রং চাপি বাদবী।
দ্রৌপদী পঞ্চপুত্রাংশ্চ পিতৄন্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ ॥ ২
পূর্বদেবৈশ্চ সদৃশে ব্যাসমাহূতবত্যসি।
যদাপি চোদিতো রাজা ভবতা পূর্বদৈব চ ॥ ৩

ন তে শোচ্যা মহাত্মানঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ
ক্ষত্রধর্মপরাঃ সন্তস্তথা হি নিধনং গতাঃ ॥ ৪
ভবিতব্যমবশ্যং তৎ পুরুকার্যানিমিত্তিতে
অবতেরুস্ততঃ সর্বে দেবভাগা মহীতলম্ ॥ ৫
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব নিশাচা গুহ্য-রাক্ষসাঃ।
তথা পুণ্যজনাশ্চৈব সিদ্ধা দেবর্ষয়োঽপি চ ॥ ৬

একত্রিংশ অধ্যায়

[ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠির প্রভৃতির পূর্ব অন্যের পরিচয় দান এবং তাঁহার কথায় সকলের গঙ্গাতীরে গমন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—ভদ্রে গান্ধারি! আজ রাত্রিতে তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার পুত্র, ভ্রাতা ও বন্ধুগণকে। তোমার পুত্রবধূগণ নিজ নিজ পতির সহিত নিদ্রা হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় আজ প্রত্যক্ষ করিবে। ১

কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে এবং দ্রৌপদী পঞ্চ পুত্রকে, তাহাকে এবং ভ্রাতৃগণকেও দেখিতে পাইবে। ২

যখন তুমি যুধিষ্ঠির, তুমি ও কুন্তী আমাকে এই কার্যের জন্য প্রেরিত করিলে, তাহার পূর্বেই আমার হৃদয়ে এই (মৃত ব্যক্তিগণকে দর্শন করাইবার) নিশ্চয়ই হইয়াছিল। ৩

ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ হইয়া অস্ত্রাঘাতেই বীরগতি প্রাপ্ত সেই সব মহাত্মা বীরগণের জন্য তোমার কদাপি শোক করা উচিত নহে। ৪

সতী সাধ্বী দেবি! ইহা দেবতাগণের কার্য এবং এই ভাবেই অবশ্যম্ভাবী ছিল; সেইজন্য দেবগণের সকল অংশই এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ৫

গন্ধর্ব, অপ্সরা, নিশাচ, গুহ্যক, রাক্ষস, পুণ্যজন, সিদ্ধ, দেবর্ষি, দেবতা, দানব এবং নিখিল দেবর্ষিগণ—ইহারা সকলে

দেবাশ্চ দানবাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽমলাঃ
ত এতে নিধনং প্রাপ্তাঃ কুরুক্ষেত্রে রণাজিরে ॥ ৭
সপ্তর্ষিলোকো যো দীপ্তান্ ধৃতরাষ্ট্র ইতি শ্রুতঃ
স এষ মানুষে লোকে ধৃতরাষ্ট্রঃ পতিস্তব ॥ ৮
পাণ্ডুঃ মরুদ্গণাদ্ বিদ্ধি বিশিষ্টতমবর্চসম্ ।
ধর্মস্যাংশোঽভবৎ ক্ষত্তা রাজা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
কলিঃ দুর্যোধনঃ বিদ্ধি শকুনিং দ্বাপরং তথা
দুঃশাসনাদীন্ বিদ্ধি ত্বং রাক্ষসান্ শুভদর্শনে ॥ ১০
মরুদ্গণাদ্ ভীমসেনং বলবন্তমরিন্দমম্ ।
বিদ্ধি ত্বং তু নরমুখ্যমিমং পার্থং বৃকোদরম্ ॥ ১১
নারায়ণং হৃষীকেশমর্যিং যমজৌ তথা
যঃ স বৈ দ্বার্থমুদ্ভূতঃ সঙ্কর্ষণসমদ্যুতিঃ
তং কর্ণং বিদ্ধি কল্যাণি ভাস্করং শুভদর্শনে ॥ ১২

এখানে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে বধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬-৭

সপ্তর্ষিলোকে যিনি বুদ্ধিমান্ সপ্তর্ষিগণ ধৃতরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত, তিনিই মনুষ্যলোকে তোমার পতি ধৃতরাষ্ট্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৮

যাঁহা অপেক্ষা-ধর্ম হইতে অধিচ্ছাত্মা পাণ্ডুকে তুমি মরুদ্গণ হইতেও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া জানিও। বিদুর ধর্মের অংশ ছিল এবং রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশ। ৯

দুর্যোধনকে তুমি কলিযুগ বলিয়া জানিও এবং শকুনিকে দ্বাপরযুগ রূপে জানিবে। শুভদর্শনে! তুমি নিজের দুঃশাসনাদি পুত্রগণকে রাক্ষস বলিয়া জানিবে। ১০

মরুদ্গণের বলবান্ ভীমসেনকে মরুদ্গণের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও। এই কুন্তীপুত্র বলবানকে তুমি পুরাতন ঋষি 'নর' বলিয়া জানিও। ১১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ-ঋষির অবতার। নকুল ও সহদেবকে তুমি দুই অশ্বিনীকুমাররূপে জানিবে। কল্যাণি! যে তেজঃ সম্ভূত বৃদ্ধি করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই কর্ণকে তুমি সূর্য বলিয়া জানিও। যে পাণ্ডব পুত্রকে সূর্য মহাঋষি মিলিত হইয়া বর করিয়াছিল, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুনকে তুমি সাক্ষাৎ ইন্দ্র বলিয়াই জানিবে। সেই যোগবলে দুইভাগে বিভক্ত

যস্ত পাণ্ডবদায়াদো হতঃ যজ্ঞৈর্মহারথৈঃ
স সোম ইব সৌম্যত্বে যোগাদেবাভবদ্ দ্বিধা ॥ ১৩
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমাদিত্যো ভগবান্ বরম্
লোকান্তে তাপয়ন্ বৈ দ্বিধি কর্ণক শোভনে ॥ ১৪
দ্রৌপদ্যা সহ সম্ভূতং দুষ্টদ্যুম্নক পাবকাৎ
অংশেনাগাৎ ততঃ বিদ্ধি রাক্ষসং তু শিখণ্ডিনম্ ॥ ১৫
জ্ঞেয়ং বৃহস্পতের্ভাগং বিদ্ধি দ্রৌণিক কৃত্তকম্
ভীষ্মক বিদ্ধি গাঙ্গেয়ং বসুং মানুষতাং গতম্ ॥ ১৬
এবমেতে মহাপ্রাজ্ঞে দেবা মানুষমেত্য হি ।
ততঃ পুনর্গতাঃ স্বর্গং কৃত্বে কর্মণি শোভনে ॥ ১৭
যচ্চ বৈ শ্রুদি সর্বেষাং দুঃখমেতচ্চিরং স্থিতম্
তচ্চ ব্যপনেষ্যামি পরলোককৃতাদ্ ভয়াৎ ॥ ১৮
সর্বে ভবন্তো গচ্ছন্তু নদীং ভাগীরথীং প্রতি ।
তত্র স্নাত্বা তথা সর্বান্ যে হতাস্তত্র সংযুগে ॥ ১৯

হইয়াছিলেন। (তিনি একভাগে চন্দ্রলোকে ও অন্য ভাগে ভূতলে অবতীর্ণ হন।) ॥ ১২-১৩

শোভনে! তাপনকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূর্যদেব নিজের দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে সম্পূর্ণ লোকসমূহকে তাপদান করিতেছিলেন এবং অন্যভাগে কর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তুমি কর্ণকে সূর্যাংশী বলিয়া জানিবে। ১৪

তুমি ইহাও জানিও যে, দ্রৌপদীর সহিত অগ্নি হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই দৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নিরই তেজ অংশ ছিল এবং শিখণ্ডীরূপে এক রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ১৫

দ্রোণাচার্যকে বৃহস্পতি ও অশ্বত্থামাকে রুদ্রের অংশ বলিয়া জানিবে। মহাপুত্র ভীষ্মকে মরুদ্গণযোনিতে অবতীর্ণ এবং বসু বলিয়া জানিবে। ১৬

মহাপ্রাজ্ঞে! শোভনে! এইভাবে এই দেবতাগণ কার্য বশতঃ মানবদেহ গ্রহণ করত নিজেদের কার্য পূর্ণ করিয়া পুনরায় স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ১৭

তোমাদের সকলের হৃদয়ে ইহাদের জন্য পারলৌকিক ভয়ের কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে দুঃখ রহিয়াছে, তাহা আমি আজ দূর করিব। ১৮

এই সময় তোমরা সকলে গঙ্গার তীরে গমন কর। সেখানেই

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি ব্যাসস্য বচনং শ্রুত্বা সর্বো জনস্তদা
সহসা সিংহনাদেন গঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥ ২০
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সামাত্যঃ প্রযযৌ সহ পাণ্ডবৈঃ
সহিতো মুনিভির্মুখ্যৈর্বৃতশ্চৈব সমাগতৈঃ ॥ ২১
ততো গঙ্গাং সমাসাদ্য ক্রমেণ স জনার্ণবঃ।
নিবাসমকরোদ্ধীমান্ সর্বো যথাপ্রীতি যথাসুখম্ ॥ ২২
রাজা চ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধমিষ্টে দেশে সহানুগঃ।

ভ্রাতৃগণ যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে দেখিতে পাইবে। ১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহর্ষি ব্যাসদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মানুষ আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে গঙ্গাতীর অভিমুখে গমন করিলেন। ২০

রাজা ধৃতরাষ্ট্র মিত্রগণ, মন্ত্রী, পাণ্ডব ও মুনিমহাজনগণের সহিত এবং সেখানে সমাগত সকলগুলির সহিত গঙ্গার নিকটে গমন করিলেন। ২১

ক্রমশঃ সেই জনসমূহ গঙ্গার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি ও সুখ বুঝিয়া অনুসারে বাস করিতে লাগিলেন। ২২

নিবাসমকরোদ্ধীমান্ সর্বীবৃদ্ধপুরঃসরঃ ॥ ২৩
তথায় তদহস্তাপি তেষাং বর্ষশতং যথা।
নিশাঃ প্রতীক্ষমাণানাং দিদৃক্ষূণাং মৃতান্ নৃপান্ ॥ ২৪
অথ পূর্ণে গিরিবরমন্তমস্তাগতে রবিঃ।
ততঃ কৃতাভিষেকান্তে নৈশং কর্ম সমাচরন্ ॥ ২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি পুত্রদর্শনপর্বণি গঙ্গাতীরগমনে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্ত্রী ও মৃতগণকে অগ্রে করিয়া পাণ্ডবগণ এবং সেবকগণের সহিত সেখানে অভীষ্টদেশে বাস করিয়া রহিলেন। ২৩

মৃত রাজাদিগকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সেখানে সকলে রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যদিও সেই দিন তাহাদের পক্ষে তখন শত বর্ষের ন্যায় মনে হইতেছিল, তথাপি তাহাও ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইল। ২৪

তদনন্তর পূর্ণদেব পরম পবিত্র অস্তাচলে গমন করিলেন। সেই সময় সকল মানুষই স্নান করত স্বয়ংআলোচিত সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম করিলেন। ২৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে গঙ্গাতীরে গমনবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসদেবের প্রভাবে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে নিহতানাং কৌরব-পাণ্ডব-বীরাণাং গঙ্গাজলাদাবির্ভাবঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো নিশায়াং প্রাপ্তায়াং কৃতসান্ধ্যাহ্নিকক্রিয়াঃ
ব্যাসমভ্যাগমন্ সর্বে যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ১
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ গান্ধার্যা পাণ্ডবৈঃ সহিতস্তদা।
তদ্বিয়োগজনা সার্দ্ধমৃষিভিস্তৈরুপাবিশৎ ॥ ২
গান্ধার্যা সহ নার্যশ্চ সহিতাঃ সমুপাবিশন্।
পৌরজানপদাশ্চাপি জনঃ সর্বো যথাবয়ঃ ॥ ৩
ততো ব্যাসো মহাতেজাঃ পুণ্যং ভাগীরথীজলম্।
অবগাহ্যাজুহাবাথ সর্বান্ লোকান্ মহামুনিঃ ॥ ৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের প্রভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত কৌরব পাণ্ডব বীরগণের গঙ্গাজল হইতে আবির্ভাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর যখন রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন যাহারা সকলে সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সায়ংকালোচিত নিত্য নিয়ম পূর্ণ করত ভগবান্ ব্যাসদেবের নিকটে গমন করিলেন। ১

পাণ্ডবসহিত ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই ঋষিদিগের সহিত ব্যাসদেবের নিকট যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। কুরুকুলের সমস্ত স্ত্রীগণ একত্র হইয়া গান্ধারীর নিকটে উপবেশন করিলেন। নগর ও জনপদবাসী অন্যান্য সকলে বয়সানুসারে যথাযথস্থানে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২-৩

তাহার পর মহাতেজস্বী মহামুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র

পাণ্ডবানাঞ্চ যে যোধাঃ কৌরবাণাঞ্চ সর্বশঃ
রাজানশ্চ মহাভাগা নানাদেশনিবাসিনঃ। ৪
ততঃ সুতুমুলঃ শব্দো জলান্তে জনমেজয়।
প্রাদুরাসীদ যথাপূর্বং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ। ৬
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে ভীষ্মদ্রোণপুরোগমাঃ।
সসৈন্যাঃ সলিলাৎ তস্মাৎ সমুত্তস্থুঃ সহস্রশঃ। ৭
বিরাট-দ্রুপদৌ চৈব সহপুত্রৌ সসৈনিকৌ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ সৌভদ্রো রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ। ৮
কর্ণ-দুর্যোধনৌ চৈব শকুনিশ্চ মহারথঃ
দুঃশাসনাদয়শ্চৈব ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ। ৯
জয়ৎসেনশ্চিত্রগতো জলসন্ধশ্চ বীর্যবান্
ভূরীশ্রবাঃ শলঃ শল্যো বৃষসেনশ্চ সাত্বতঃ। ১০
লক্ষ্মণো রাজপুত্রশ্চ বৃষ্টদ্যুম্নশ্চ চাক্ষুষাঃ
শিখণ্ডিপুত্রাঃ সর্বে চ বৃষ্টকেতুশ্চ সাত্বতঃ। ১১
অচলো বৃষকশ্চৈব রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
বাহ্লিকঃ সোমদত্তশ্চ ভেকিতানশ্চ পার্থিবঃ। ১২
এতে চান্যে চ বহবো বহুত্বাদ্ যে ন কীর্তিতাঃ।
সর্বে তানুদকে হ্যস্তে সমুত্তস্থুর্জলাত্তদা। ১৩
যস্য যস্য চ যো বেশো যো ঘণ্টো যচ্চ বাহনম্।
তেন তেন বপুষ্মন্ত সমুপেতা নরাধিপাঃ। ১৪
দিব্যাম্বরধরাঃ সর্বে সর্বে স্রাক্কিণ্যুত্তলাঃ।
নির্বৈরা নিরহঙ্কারা বিগতক্রোধমৎসরাঃ।
গন্ধর্বৈরুপগীয়ন্তঃ স্তূয়মানাশ্চ বন্দিভিঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা বৃতাস্তাভ্যাং সহস্রশঃ। ১৬
বৃতরাষ্ট্রশ্চ তদা দিব্যং চক্ষুরবাপ্য
মুনিঃ সত্যবতীপুত্রঃ প্রীতঃ প্রাদাৎ তপোবলাৎ। ১৭
দিব্যজ্ঞানবলোপেতা গান্ধারী চ যশস্বিনী
দদর্শ পুত্রাংস্তান্ সর্বান্ যে চাস্যেহপি মৃধে হতাঃ। ১৮
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ সুহৃদ্ভির্হর্ষণম্
বিস্মিতঃ স জনঃ সর্বো দদর্শানিমিষেক্ষণঃ। ১৯

জলে প্রবেশ করত পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষের সমস্ত লোককে আবাহন করিলেন ॥ ৪

পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষে যে সব নানা দেশবাসী মহাভাগ নরপতিগণ যোদ্ধা হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই ব্যাসদেব আবাহন করিলেন। ৫

জনমেজয়! তদনন্তর জলের মধ্য হইতে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যগণের পূর্বের ন্যায়ই তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৬

তাহার পর ভীষ্ম-দ্রোণাদি সমস্ত রাজারা নিজ নিজ সৈন্য-বাহিনীসহ সহস্র সহস্র সংখ্যায় সেই জল হইতে উত্থিত হইতে লাগিলেন। ৭

পুত্র ও সৈন্যগণসহ বিরাট এবং দ্রুপদ প্রথমতঃ হইতে বহির্গত হইলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ—ইঁহারাও জল হইতে বাহির হইলেন ॥ ৮

কর্ণ, দুর্যোধন, মহারথ শকুনি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুঃশাসনাদি, জয়ৎসেনসহ সহদেব, চিত্রসেন, পরাক্রমশালী জলসন্ধ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, সাত্বতগণের সহিত বৃষসেন, রাজকুমার লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, শিখণ্ডীর সকল পুত্র, সাত্বতবংশের সহিত বৃষ্টকেতু, অচল, বৃষক, রাক্ষস অলায়ুধ, রাজা বাহ্লিক, সোমদত্ত ও ভেকিতান—ইঁহারা এবং অন্যান্য বহু কীর্তির যোগ্য বীর, যাঁহারা সংখ্যায় অধিক হওয়ায় নাম ধরিয়া এখানে তাঁহাদের কথা বলা হইল না, সকলেই দেহোপযোগী সজীব ধারণ করত সেই জল হইতে উত্থিত হইলেন। ৯-১০

যে বীরের যেরূপ বেশ, যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তাঁহারা সেই সবেই যুক্ত থাকিয়া মূর্তিমোচন করিলেন। সেখানে উত্থিত সকল নরপতিই দিব্যবস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সকলেরই বর্ণে অন্যান্য উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। এই সময় তাঁহারা সকলে শত্রুতা, অহঙ্কার, ক্রোধ ও মাৎসর্যহীন ছিলেন। ১১-১৫

গন্ধর্বগণ ইঁহাদের গুণগান করিতেছিলেন এবং বন্দীরা স্তুতি করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলেই অপ্সরাগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।১৬

নরাধিপ! সেই সময় সত্যবতীনন্দন মুনিবর ব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া নিজের তপোবলে ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য নেত্র প্রদান করিলেন। ১৭

যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও দিব্য জ্ঞানসম্পন্না হইলেন। ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধে নিহত নিজেদের পুত্রগণ ও অন্যান্য সকলকে দর্শন করিলেন। ১৮

সেখানে সমবেত সেই জনসমূহ বিস্মিত হইয়া অনিমেষ

তদুৎসবসমাহোদ্রং হৃষ্টপৌরজনাকুলম্
আশ্চর্যভূতং দদৃশে চিত্রং পটগতং যথা ॥ ২০
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ তান্ সর্বান্ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা
মুমুদে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রসাদাৎ তস্য বৈ মুনেঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি পুত্রদর্শনপর্বণি ভীষ্মাদিদর্শনে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

নয়নে সেই অদ্ভুত, অচিন্তনীয় ও অন্যান্য লোকাতীত দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৯

সেই হর্ষোৎফুল্ল নর-নরনারীসঙ্কুল পুর অতিশয় আশ্চর্যজনক উৎসব মধ্যে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুনিবর ব্যাসদেবের কৃপায় প্রাপ্ত দিব্য নয়নের দ্বারা নিজের সমস্ত পুত্র ও অন্যান্য সকলকে দর্শন করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইলেন ॥ ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে ভীষ্মাদির দর্শনবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[পরলোকস্থ আত্মীয়দের জীবনের রাগ-দ্বেষরহিতদের সঙ্গে পারস্পরিকমিলনম্, বিশাখে অদৃশ্যদের সঙ্গে গমনম্, ব্যাসদেবাজ্ঞয়া বিবিধ ক্ষত্রিয়রমণীনাং সমাজগমঃ প্রবিশ্য স্ব-স্ব-পরিলোকে গমনম্, অস্য পর্বণঃ শ্রবণ-মহিমা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সমাজগ্মুঃ পরস্পরম্ ।
বিগতক্রোধমাৎসর্যাঃ সর্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ১
বিধিং পরমমাস্থায় ব্রহ্মর্ষিবিহিতং শুভম্
সংহৃষ্টমনসঃ সর্বে দেবলোক ইবামরাঃ ॥ ২
পুত্রঃ পিত্রা চ মাত্রা চ
ভার্যাশ্চ পতিভিঃ সহ ।
ভ্রাত্রা ভ্রাতা সখা চৈব
সখা রাজন্ সমাগতাঃ ॥ ৩

পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসাঃ কর্ণং সৌভদ্রমেব চ
সম্প্রহর্ষাৎ সমাজগ্মুর্দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪
ততস্তে প্রীতমনসো বৈ কর্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ ।
সমেত্য পৃথিবীপালে সৌহৃদ্যে চ স্থিতা ভৃশম্ ॥ ৫
পরস্পরং সমাগম্য যোদ্ধারস্তে ভরর্ষভ
মুনেঃ প্রসাদাৎ তে জেষুঃ ক্ষত্রিয়া নষ্টকল্মষাঃ ॥ ৬
অসৌহৃদং পরিত্যজ্য সৌহৃদে পর্যবস্থিতাঃ ।
এবং সমাগতাঃ সর্বে শুকৃতির্যাদৃচ্ছৈঃ সহ ॥ ৭
পুত্রৈশ্চ পুরুষব্যাঘ্রাঃ কুরবোঽন্যে চ পার্থিবাঃ
তাং রাত্রিমখিলাস্তেষাং বিশ্রুতা প্রীতমানসাঃ ॥ ৮

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

[পরলোক হইতে আগত ব্যক্তিগণের রাগ-দ্বেষরহিত হইয়া স্নেহের সহিত মিলন এবং রাত্রিশেষে অনুজ্ঞা হইয়া গমন, ব্যাসদেবের আজ্ঞায় বিবিধ ক্ষত্রিয় রমণীগণের সমাজমে প্রবেশ করত নিজ নিজ পতিলোকে গমন এবং এই পর্বের শ্রবণ মহিমা ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ক্রোধ ও মাৎসর্যরহিত এবং পাপ-মুক্ত হইয়া সেই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ব্রহ্মর্ষিবিহিত উত্তম বিধি অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় দেবলোকবাসী দেবতাগণের ন্যায় তাঁহাদের মন প্রমোদাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১-২

রাজন্ ! পুত্র পিতা মাতার সহিত, স্ত্রী পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এবং মিত্র মিত্রের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৩

পাণ্ডবগণ মহাধনুর্ধর কর্ণ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের সহিত অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে মিলিত হইলেন ॥ ৪

তৎপরে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সব যোদ্ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। এইভাবে মহামুনি বেদব্যাসের কৃপায় সেই সব ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া শত্রুভাবে পরিহার করত পরস্পর সৌহার্দে স্থাপিত করিয়া মিলিত হইলেন ॥ ৫-৬

এইরূপে সেই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ কৌরব ও অন্যান্য ভূপতিগণ গুরুজন, বান্ধব ও পুত্রসকলের সহিত সমবেত হইলেন ॥ ৭

সেই সারারাত্রি পরস্পর পরস্পরের সহিত বিচরণ করিয়া সকলেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং স্বর্গবাসীদিগেরই ন্যায় তাঁহারা সেখানে পরম সন্তোষ অনুভব করিলেন ॥ ৮

মেনিরে পরিত্যোষেণ নৃপাঃ স্বর্গসদো যথা।
নাত্র শোকো ভয়ং ত্রাসো নাস্বস্তির্নাযশোঽভবৎ ॥ ৯
পরস্পরং সমাগম্য যোষাণাং ভরতর্ষভ।
সমাগতাস্তাঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিঃ পতিভিঃ সুতৈঃ ॥ ১০
দূরং পরমিকাং প্রাপ্য নার্যো দুঃখমযাস্তাজন্
একাং রাত্রিং বিনাভৈব তে বীরাস্তাশ্চ যোষিতঃ ॥ ১১
আমন্ত্র্যান্যোন্যমাশ্লিষ্য ততো জগ্মুর্যথাগতম্
ততো বিসর্জয়ামাস লোকান্তান্ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১২
ক্ষণেনাস্তর্হিতাংশ্চৈব প্রেক্ষতামেব তেঽভবন্।
অবগাহ্য মহাত্মানঃ পুণ্যাং ভাগীরথীং নদীম্ ॥ ১৩
সরথাঃ সহযাংশ্চৈব যানি বেশ্মানি তেজিরে
দেবলোকং যযুঃ কেচিৎ কেচিদ্ ব্রহ্মসদস্তথা ॥ ১৪
কেচিচ্চ বারুণং লোকং কেচিৎ কৌবেরমাপ্নুবন্।
ততো বৈবস্বতং লোকং কেচিচ্চৈবাপ্নুবন্নৃপাঃ ॥ ১৫
রাক্ষসানাং পিশাচানাং কেচিচ্চাপ্যভবন্ বশে।
বিচিত্রগতয়ঃ সর্বে বাহনবাপ্যাযুধৈঃ সহ ॥ ১৬

আজগ্মুস্তে মহাত্মানঃ সবাহাঃ সপদানুগাঃ।
গতেষু তেষু সর্বেষু সলিলস্থো মহামুনিঃ ॥ ১৭
ধর্মশীলো মহাতেজা দুরন্তবার বিক্রমঃ তথা
ততঃ প্রোবাচ তাঃ সর্বাঃ ক্ষত্রিয়া নিয়তেশ্বরাঃ ॥ ১৮
যা যাঃ পতিকৃতান্ লোকা-
ন্বিভ্রতি পরমস্ত্রিয়ঃ।
তা জাহ্নবীজলং ক্ষিপ্র-
মবগাহধ্বমন্বিতাঃ ॥ ১৯[১]
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা শ্রদ্দধানা বরাঙ্গনাঃ
গুরুং সমনুজাপ্য বিধিবত্তজ্জাহ্নবীজলম্ ॥ ২০
বিমুক্তা মানুষৈর্দেহৈস্তত্যজুস্তা স্তনূস্তি সহ।
সমাজগ্মুস্তদা সর্বাঃ সর্বা এব দিবাশ্পদে ॥ ২১
এবং ক্রমেণ সর্বাস্তাঃ শীলবত্যঃ পতিব্রতাঃ।
প্রবিশ্য ক্ষত্রিয়া যুক্তা জগ্মুর্ভর্তৃসলোকতাম্ ॥ ২২
দিব্যাম্বরসমাযুক্তা দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা যথাসাং পতয়স্তথা ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পর মিলিত হইয়া সেই যোদ্ধগণের মনে শোক, ভয়, ত্রাস, উদ্বেগ ও অসন্তোষ কিছুই রহিল না। ৯

সেখানে সমাগত স্ত্রীগণ নিজেদের পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া গেল। ১০½

সেই বীরগণ এবং সেই তরুণী রমণীরা একরাত্রি পরস্পরের সহিত বিহার করত শেষে পরস্পরের অনুমতি লইয়া আসিবার সময় যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। ১১½

তখন মুনিবর ব্যাসদেব সেই সব লোকসকলকে বিসর্জন করিয়া দিলেন এবং সেই মহাত্মা নরপতিগণ অদৃশ্যভাবের জন্য সকলকে দেখিতে দেখিতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহন করত অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রথ ও অশ্ব সহ তাঁহারা স্ব স্ব লোকে গমন করিলেন। ১২-১৩½

কেহ কেহ দেবলোকে যাইলেন, কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ কেহ বরুণলোকে এবং অনেকে কুবেরলোকে গমন করিলেন। বহু নরপতি আবার সূর্যলোকে চলিয়া যাইলেন। ১৪-১৫

অনেকে রাক্ষস ও পিশাচলোকে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ উত্তর কুরুদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এইভাবে সকলে বিচিত্র বিচিত্র গতি প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই মহাত্মাগণ সেখান হইতেই দেবতাগণের সহিত এবং নিজ নিজ বাহন ও অনুচর-সকলের সহিত আসিয়াছিলেন। ১৬½

তাহার পর সকলে অদৃশ্য হইয়া যাইলে পর কৌরবগণের হিতকারী মহাতেজস্বী ধর্মশীল মহামুনি ব্যাসদেব জলে অবস্থান করিয়াই সেই সব বিধবা ক্ষত্রিয়রমণীদিগকে বলিলেন,—দেবীগণ তোমাদের মধ্যে যে সব সতী সাধ্বী স্ত্রী নিজ নিজ পতিলোকে যাইতে বাসনা কর, তাহারা আলস্য ত্যাগ করত অতিশয় গঙ্গার জলে অবগাহন কর। তাঁহার কথা শ্রবণ করত শ্রদ্ধা-পরায়ণা সেই সতী রমণীগণ গুরুর গুরুবাক্যের অনুমতি লইয়া গঙ্গার জলে প্রবেশ করিলেন। ১৭-২০

প্রজানাথ! সেখানে সেই সব সাধ্বী স্ত্রীগণ মনুষ্যদেহ হইতে মুক্তি পাইয়া নিজ নিজ পতির সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। ২১

এইরূপে ক্রমশঃ সেই সব শীলবতী পতিব্রতা ক্ষত্রিয়রমণীগণ সেই দেহ হইতে মুক্ত হইয়া পতিলোকে গমন করিলেন। ২২

যেরূপ তাঁহাদের পতি ছিলেন, সেইরূপ তাঁহারাও দিব্যরূপ-সম্পন্না হইয়া যাইলেন। দিব্য আভরণসকল তাঁহাদের অঙ্গ-

তাঃ শীলগুণসম্পন্না বিদ্যাবন্তো গতজ্বরাঃ
সর্বাঃ সর্বগুণোপেতাঃ স্বস্থানং প্রতিপেদিরে ॥ ২৪
যস্য যস্য তু যঃ কামস্তস্মিন্ কালে বভূব হ
তং তং বিশ্বইবাদ্য ব্যাসো বরদো বর্ষবৎসলঃ ॥২৫
তচ্ছ্রুত্বা নরদেবানাং পুনরাগমনং নরাঃ
জগ্মুর্দিদৃক্ষবস্তাংস্তু নানাদেশগতা অপি ॥ ২৬
প্রিয়ৈঃ সমাগমং তেষাং যঃ সম্যক্ শ্রূণুয়ান্নরঃ।
প্রিয়াণি লভতে নিত্যমিহ চ প্রেত্য চৈব সঃ ॥ ২৭
ইষ্টবান্ধবসংযোগমনাবাসমনাময়ম্।
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ বিদুষো বর্ণবিত্তম: ॥ ২৮

স যশঃ প্রাপ্নুয়াল্লোকে পরত্র চ শুভাং গতিম্।
আখ্যায়মূত্তা মনুজাস্তপোযুক্তাশ্চ ভারত ॥ ২৯
সাধ্বাচারা দমোপেতা দানিনির্মুক্তকল্মষাঃ
স্বজনঃ শুচয়ঃ শান্তা হিংসানৃতবিবর্জিতাঃ ॥ ৩০
আস্তিকাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ বৃত্তিমন্তশ্চ মানবাঃ
শ্রুত্বাস্তর্ধ্যানিদং পর্ব ভবাপ্নুয়ুস্তি পরাং গতিম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি পুত্রদর্শনপর্বণি স্ত্রীণাং স্ব-স্ব-
পতিলোকগমনে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়: ॥ ৩৩

মৃতদের শোকাবর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং তাঁহারা বিদায়কালে ও দিবা বস্ত্র ধারণ করিলেন। ২৩

শীল ও সদ্গুণসম্পন্না সেই সব ক্ষত্রিয়রমণীগণ সর্ব্ববিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইয়া বিমানে উপবেশন করত নিজ নিজ যোগ্যস্থানে চলিয়া যাইলেন। তাঁহাদের সকল কষ্ট দূর হইয়া যাইল ॥ ২৪

সেই সময় যাঁহাদের যাঁহাদের মনে যে যে কামনা উৎপন্ন হইয়াছিল, বর্ষবৎসল বরদাতা ভগবান্ ব্যাসদেব সেই সবই পূর্ণ করিয়া দিলেন। ২৫

সংগ্রামে মৃত তাঁহাদের পুনরাগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তত্র স্থিত লোকের মনুষ্যগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। ২৬

যে মানুষ কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রিয়জন সমাগমের এই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে, তাহার ইহলোক ও পরলোকের প্রিয় বস্তু লাভ হইবে। ২৭

কেবল ইহাই নহে- তাহার অনায়াসেই প্রিয় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলন হইবে এবং সে দুঃখ-শোক হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। বর্ণজনগণের মধ্যে যেই যে বিদ্বান্ বিদ্বান্ পুরুষগণকে এই প্রসঙ্গ শুনাইবেন, তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শুভ গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৮-২৯

ভারত! যে সব মানুষ স্বাধ্যায়পরায়ণ, তপস্বী, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, দানের দ্বারা পাপরহিত, সরল, শুদ্ধ, শান্ত, হিংসা ও অসত্যবর্জনকারী, আস্তিক, শ্রদ্ধালু ও ধৈর্যবান্, তাঁহারা এই আশ্চর্যজনক পর্ব শ্রবণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করিবেন ॥৩০-৩১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত পুত্রদর্শন-পর্বে স্ত্রীগণের নিজ নিজ পতি-লোকে গমনবিষয়ক তেত্রিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[মৃত-মনুষ্যাণাং স্ব-স্ব-পূর্ব্ব-দেহৈরত্র পুনর্দর্শনদ্বারা কথং সম্ভবমিতি জনমেজয়স্য সন্দেহে বৈশম্পায়নেন সমাধানম্ ।]

সৌতিরুবাচ ।

এবমুক্ত্বা নৃপো বিপ্রান্ স্রষ্টোঽনুজ্ঞামনন্তরম্ ।
পিতামহানাং সর্বেষাং সমনাগমনং তদা ॥ ১
অব্রবীচ্চ মুদা যুক্তঃ পুনরাগমনং প্রতি ।
কথং তু ত্যক্তদেহানাং পুনস্তদ্রূপদর্শনম্ ॥ ২
ইত্যুক্তঃ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ব্যাসশিষ্যঃ প্রতাপবান্
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠস্তং নৃপং জনমেজয়ম্ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অবিপ্রনাশঃ সর্বেষাং কর্ম্মণামিতি নিশ্চয়ঃ ।
কর্ম্মজানি শরীরাণি তথৈবাকৃতয়ো নৃপ ॥ ৪
মহাভূতানি নিত্যানি ভূতাধিপতিসংশ্রয়াৎ ।
তেষাঞ্চ নিত্যসংযোগো ন বিনাশো বিযুজ্যতাম্ ॥ ৫
অনাভাসকৃতং কর্ম্ম সত্তাঃ শ্রেষ্ঠঃ ফলাগমঃ
আত্মা তৈস্তিঃ সমাযুক্তঃ সুখদুঃখমুপাশ্নুতে ॥ ৬
অবিনাশস্তথাযুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি নিশ্চয়ঃ ।
ভূতানামাত্মভাবো যথাসৌ ন বিযুজ্যতে ॥ ৭
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম তাবৎ তস্য স্বরূপতা
ক্ষীণকর্ম্মা নরো লোকে রূপান্যন্যং নিষেবতে ॥ ৮
নানাভাবাত্মকৈরেকং শরীরং প্রাপ্য সংহতাঃ ।
তথাপি তে তথা নিত্যাঃ পৃথগ্ভাবং বিজানতাম্ ॥ ৯
অন্বয়েন প্রবিশ্যেহ মনঃসঞ্জ্ঞমনং প্রতি ।
লোকান্তরগতা নিত্যং প্রাণা নিত্যং শরীরিণাম্ ॥১০

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[মৃত পুরুষগণের নিজ নিজ পূর্ব্বদেহেই এ সংসারে পুনরায় দর্শনদান কিরূপ সম্ভব—জনমেজয়ের এই সন্দেহ বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক সমাধান ।]

সৌতি বলিলেন,—সেই সময় দ্বিজেষ্ঠ সমস্ত পিতামহগণের এইরূপে পরলোক হইতে আগমন ও পুনর্বার গমন স্মরণ করিয়া বিদ্বান্ রাজা জনমেজয় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ১

প্রণত হইয়া তিনি পুনরাগমনবিষয়ে সন্দেহ করিতে করিতে বলিলেন,—আহা, যাহারা নিজ নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের পুনরায় সেইরূপে দর্শন কিরূপে সম্ভব হইল ? ২

তিনি এই কথা বলিলে পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী ব্যাসশিষ্য দ্বিজবর বৈশম্পায়ন সেই রাজা জনমেজয়কে বলিলেন ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয় ! এই স্থির নিশ্চিত আছে যে, সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিয়া তাহাদের নাশ হয় না। জীবাত্মার যে শরীর ও নানাপ্রকার আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তৎসমস্তই কর্ম্মজনিত ॥ ৪

ভূতনাথ ভগবানের আশ্রয়ে থাকায় পঞ্চ মহাভূত আমাদের শরীর অপেক্ষা নিত্য। সেই নিত্য মহাভূতগণের অনিত্য শরীরের সহিত সংসার-দশায় নিত্য সংযোগ হয়। অনিত্য শরীরের নাশ হইলে পর এই নিত্য মহাভূতগণের তাহার সহিত বিয়োগ মাত্র হয়, বিনাশ হয় না ॥ ৫

কর্ম্মবাসনাবিহীন অনায়াসে কৃত কর্ম্মের যে ফল লাভ হয়, তাহা সত্য ও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুক্তিদায়ক। কর্ম্মবাসনাবিহীন ও পরিশুদ্ধস্বরূপ কৃত কর্ম্মসমূহে যুক্ত জীবাত্মা সুখ-দুঃখ উপভোগ করেন ॥ ৬

ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপে কর্ম্মসমূহে সংযুক্ত হইয়াও বাস্তবে অবিনাশীই ইহা নিশ্চিত। কিন্তু ভূতগণের সহিত তাদাত্ম্যভাব স্বীকার করিয়া সুতরাং তিনি আর যাহাতে সেই সব হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেন না ॥ ৭

যে পর্য্যন্ত না শরীরের প্রারব্ধ শরীরের ক্ষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত এই জীবের সেই শরীরের সহিত একরূপতা থাকে। যখন কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সে অন্য স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮

ভূত-ইন্দ্রিয়াদি নানাপ্রকারের পদার্থ দেহকে প্রাপ্ত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা দেহাদিকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানেন, সেই যোগিগণের পক্ষে এই সমস্ত পদার্থ নিত্য আত্মস্বরূপ হইয়া যায় ॥ ৯

অন্বয়ের-বাক্যে যখন অন্বয়কে বন্ধ করা হয়, সেই সময় 'সূর্য্যং তে চক্ষুঃ যাতং প্রাণঃ' (তোমার নেত্র সূর্য্যকে এবং প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হউক) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করা হয়, তাহাতে ইহা সূচিত হয় যে, দেহধারিগণের প্রাণ-ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চিতরূপে সর্ব্বদা লোকান্তরে অবস্থিত থাকে। (অতএব পরলোকগত জীবগণের সেইরূপেই এ লোকে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হওয়া কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয় ।) ১০

অহং হিত্বা যথান্যোঽহং প্রিয়ং হেৎ তব শাশ্বিত
দেবযানা হি পন্থাঃ প্রকাশন্তে যজ্ঞবাহনঃ ॥ ১১
আহুতো যত্র যজতে তত্র দেবা হিতাস্তব।
যদা সমহিতা দেবাঃ পশূনাং সমবেক্ষতাঃ ॥ ১২
গতিমন্তশ্চ তেনেষ্টা বাসে নিত্যা তবাক্ষয়া।
নিত্যোঽস্থিন্ পক্ষকে ধর্মে নিত্যো চাত্মনি পুরুষঃ ॥ ১৩
অন্য মানসমাযোগং যঃ পশ্যতি বৃথামতিঃ।
বিয়োগে শোচতেঽত্যর্থং স যাতি ইতি মে মতিঃ ॥ ১৪
বিয়োগে দোষদর্শী যঃ সংযোগং ন বিসর্জয়েৎ
অসঙ্গে সঙ্গমো নাস্তি দুঃখং তুদতি বিয়োগজম্ ॥ ১৫

পরাপরজ্ঞস্বপরো নাস্তিমানানুহীরিতঃ।
অপশ্যন্তঃ পরাং বুদ্ধিং আত্মা মোহাদ্ বিমুহ্যতে ॥১৬
অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাহং তং বেদ্মি নাসৌ মাং ন চ মেঽস্তি বিনাশতঃ ॥ ১৭
যেন যেন শরীরেণ কর্মোত্যয়নমীহতে
তেন তেন শরীরেণ তদবস্তুমুপাশ্নুতে ॥
মানসং মনসাপ্নোতি শরীরক শরীরবান্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি পুত্রদর্শনপর্বণি জনমেজয়ং প্রতি
বৈশম্পায়নবাক্যে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

স্বপাপ! যদি তোমার ইহা প্রিয়তর হয়, তবে আমি তোমার ইচ্ছা বলিব। যজ্ঞ আরম্ভ করিবার সময় তুমি দেবযানে গতির কথা শুনিয়াছ। তাহাই তোমার যোগ্য ॥ ১১

যখন তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলে, তখন হইতেই দেবতারা তোমার হিতৈষী সুহৃদ্ হইয়া রহিয়াছেন। যখন এই-রূপে দেবগণ হিতকামনায় রত, তখন তাহারা জীবসকলকে সাধারণ প্রাপ্তি করাইতে সমর্থ হওয়ায় তাহাদের উপর অবশ্য ঋত তাহাদিগকে অক্ষয়লোক প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন ॥ ১২

সেইজন্য নিত্য জীবগণ যজ্ঞসূত্রের দ্বারা দেবতাদিগের প্রার্থনা করত লোকান্তরে গমনের শক্তি লাভ করেন। যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা ইহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই কর্মোদ্ভবিক ধর্ম নিত্য এবং আত্মাও নিত্য। এরূপ অবস্থায় মানুষ সেই আত্মাকে অনেক প্রকার দেহের সহিত সম্বন্ধ এবং তাহাদের জন্ম ও নাশে আত্মারও জন্ম এবং নাশ হয় বলিয়া যে করে, তাহার বুদ্ধি বৃথা। এইরূপ তাহারও সহিত তাহারও বিয়োগ হইয়া যাইলে পর সে অত্যন্ত শোক করে, সেও বৃথা মনে করাই ॥ ১৩-১৪

যে ব্যক্তি বিয়োগে দোষদর্শন করে, সেই ব্যক্তি সংযোগ ত্যাগ করিয়া দিবে; কারণ, অসঙ্গ আত্মার সঙ্গও বা সংযোগ নাই। যে তাহাতে সংযোগ আরোপ করে, তাহাকে এই কারণে বিয়োগের দুঃখ সহ্য করিতে হয় ॥ ১৫

যে ব্যক্তি আদি-পর এই বোধে মত্ত থাকে, সেই ব্যক্তি কখনও অজ্ঞানতা হইতে উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। যিনি তাহারও পক্ষেই পর রহেন, সেই পরমাত্মার বিষয়ে অজ্ঞান পুরুষ উচ্চ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধ হইয়া যান ॥ ১৬

সেই মূঢ় পুরুষ অব্যক্ত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং পুনরায় অব্যক্তেই লীন হইয়া যান। এ অবস্থায় আমি তাহাকে জানি না (কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়গোচর নহেন।) এবং তিনিও আমাকে জানেন না (কারণ তাঁহার পক্ষে আমাকে জানিবার আর কোনও কারণ থাকে না।) (তাহা হইলে তুমিও যেরূপ বন্ধনমুক্ত তেমন হইতেছ না? এরূপ প্রশ্ন হইলে পর) আমার মধ্যে বৈরাগ্য নাই। (যেহেতু তীব্র বৈরাগ্যই মোক্ষের মুখ্য সাধন।) ॥ ১৭

এই পরাধীন জীব যে যে দেহে কর্ম করে, সেই সেই দেহে তার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। মানস কর্মের ফল মনে এবং দৈহিক কর্মের ফল দেহদ্বারা করত ভোগ করে ॥ ১৮

শ্রীমহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের বাক্যবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবস্য কৃপয়া জনমেজয়স্য স্ব-পিতুর্দর্শনলাভঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অদৃষ্টা তু নৃপঃ পুত্রান্ দর্শনং প্রতিলব্ধবান্
ঋষেঃ প্রসাদাৎ পুত্রাণাং স্বরূপাণাং কুরূদ্বহ ॥ ১

স রাজা রাজধর্মাংশ্চ ব্রহ্মোপনিষদং তথা।
অবাপ্তবানরশ্রেষ্ঠো বুদ্ধিনিশ্চয়মেব চ ॥ ২

বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো যযৌ সিদ্ধিং তপোবলাৎ
ধৃতরাষ্ট্রঃ সমাপদ্য ব্যাসস্যৈব তপস্বিনঃ ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

যদ্যপি বরদো ব্যাসো দর্শয়েৎ পিতরং যদি
তদ্রূপবেশবয়সং ব্রহ্মণ্যং সর্বমেব তে ॥ ৪

প্রিয়ং যে স্যাৎ কৃতার্থাংশ্চ সাধয়ন্ কৃতনিশ্চয়ঃ
প্রসাদাদৃষিমুখ্যস্য মম কামঃ সমুদ্যতাম্ ॥ ৫

সৌতিরুবাচ।

ইত্যুক্তবচনে তস্মিন্ নৃপে ব্যাসঃ প্রতাপবান্
প্রসাদমকরোদ্ ধীমানাবহচ্চ পরিচ্ছিদম্ ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

[ব্যাসদেবের কৃপায় জনমেজয়ের নিজ পিতার দর্শন লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে কখনও নিজের পুত্রগণকে (মৃত ছিলেন বলিয়া) দেখিতে পান নাই, কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপাপ্রসাদে তিনি তাহাদের স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। ১

সেই সময়েই রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজধর্ম, ব্রহ্মবিদ্যা ও বুদ্ধির যথার্থ নিশ্চয় লাভ করিয়াছিলেন। মহাযতি বিদুর ত' তীব্র তপোবলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তপস্বী বেদব্যাসকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১-৩

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি বরদাতা ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে আমার পিতার স্বীয় রূপ, বেশ ও বয়স অনুরূপে দর্শন করান, তাহা হইলে আপনার কথিত সমস্ত বাক্য আমি বিশ্বাস করিতে পারি। এই অবস্থায় আমি কৃতার্থ হইয়া দৃঢ় নিশ্চয় প্রাপ্ত হইব। ইহাতে আমার অত্যন্ত প্রিয় কার্যও সিদ্ধ হইবে। আজ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবের প্রসাদে আমার ইচ্ছাও পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪-৫

সৌতি বলিলেন,—রাজা জনমেজয় এই কথা বলিলে পর প্রতাপশালী বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব তাঁহাকে কৃপা করিলেন। তিনি রাজা পরীক্ষিৎকে সেই যজ্ঞভূমিতে আনয়ন করিলেন। ৬

স্বর্গ হইতে উপস্থিত সেই রূপ ও বয়সযুক্ত নিজের স্নেহশীল পিতা রাজা পরীক্ষিৎকে কৃপাল জনমেজয় দর্শন করিলেন। ৭

তাঁহার সহিত মহাত্মা সরীক ও তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী ঋষিও ছিলেন। রাজা পরীক্ষিতের যে সব মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও জনমেজয় দর্শন করিলেন। ৮

অনন্তর রাজা প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞাবসানের সময় প্রথমে নিজের পিতাকে স্নান করাইলেন; তাহার পর স্বয়ং স্নান করিলেন। অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৯

স্নান করিয়া সেই নরপতি জনমেজয় যাযাবরকুলে উৎপন্ন অরুণাক্ষপুত্র আস্তীক মুনিকে এই কথা বলিলেন।

আস্তীকমুনে! আমার মনে হইতেছে, আমার এই যজ্ঞ নানাপ্রকার আশ্চর্যের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল; কারণ, আজ আমার শোকনাশকারী আমার পিতাও এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১০

আস্তীকমুনি বলিলেন,—কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজন্! যাহার যজ্ঞে তপোনিধি পুরাতন ঋষি মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যাসদেব বিরাজমান আছেন, তাঁহার ত' উভয় লোকই জয় হইয়া রহিয়াছে। ১১

ক্রতং বিচিত্রমাখ্যানং ত্বয়া পাণ্ডবনন্দন
সর্পাশ্চ ভস্মসাদ্ভীতা গতাশ্চ পরমীং গিরুঃ। ১৩
কথঞ্চিৎ তক্ষকো মুক্তঃ সত্যাত্বাং তব পার্থিব
ঋষয়ঃ পূজিতাঃ সর্বে গতিশ্চেষ্টা মহাত্মনঃ। ১৪
প্রাপ্তঃ সুবিপুলো ধর্মঃ শ্রুত্বা পাপবিনাশনম্।
বিমুক্তো হৃদয়গ্রন্থিশ্চ দারজন্মদর্শনাৎ। ১৫
যে চ পক্ষধরা বর্ষে সদ্বৃত্তাশ্চ তপস্বিনঃ যে।
যান্ দৃষ্ট্বা হীয়তে পাপং তেভ্যঃ কার্য্যা নমস্ক্রিয়া। ১৬

পাণ্ডবনন্দন! তুমি এই বিচিত্র উপাখ্যান শুনিয়াছ। তোমার শত্রু সর্পগণ ভস্মীভূত হইয়া তোমার পিতারই পরমী প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩

কৃপাল! তোমার সত্যপরায়ণতার জন্যই তক্ষকের প্রাণরক্ষা পাইয়াছে। তুমি সমস্ত ঋষিগণকে পূজা করিয়াছ এবং মহাত্মা ব্যাসদেব তত্ত্ব উর্দ্ধলোকে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাহাও তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে। ১৪

এই পাপ-নাশক কথা শ্রবণ করত তুমি সুমহৎ ধর্মলাভ হইয়াছ। উপরন্তু সর্পগণের দর্শনে তোমার হৃদয়গ্রন্থি উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে—তোমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়াছে। ১৫

যাঁহারা ধর্মের পক্ষপাতী, যাঁহাদের সদাচার পালনে রুচি আছে এবং যাঁহাদের দর্শনে পাপনাশ হইয়া যায়, সেই মহাত্মাগণকে এখন তোমার নমস্কার করা উচিত। ১৬

সৌতি বলিলেন,—শৌনক! দ্বিজবর আস্তীকের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় সেই মহর্ষি ব্যাসদেবকে বারম্বার পূজা এবং সৎকার করিলেন। ১৭

সত্তমশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই ধর্মজ্ঞ নরপতি ধর্ম হইতে অবিচ্যুত মহর্ষি বৈশম্পায়নকে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে জনমেজয়কর্তৃক পীয় পিতার দর্শনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবসাজ্ঞয়া ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবেভ্যো গমনানুমতিপ্রদানম্, সপরিকরাণাং পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরে আগমনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ
দৃষ্ট্বা পুত্রাংস্তথা পৌত্রান্ সাধুবৃত্তান্ জনাধিপঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ কিমকরোদ্ রাজা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ। ১
বৈশম্পায়ন উবাচ
তত্র দৃষ্ট্বা মহাত্মানং পুত্রাণাং দর্শনং নৃপ।
শোকোপোঃ স রাজর্ষিঃ পুনরাশ্রমমাগমৎ। ২
ইতরস্তু জনঃ সর্বস্তে চৈব পরমর্ষয়ঃ।
প্রতিজগ্মুর্যথাকামং ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞয়া। ৩
পাণ্ডবাস্তু মহাত্মানো লঘুভূতিষ্টসৈনিকাঃ।
পুনর্জগ্মুর্মহাত্মানং সদারাস্তং মহীপতিম্। ৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের আজ্ঞায় ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক পাণ্ডবগণকে গমনের ছেবভিদান এবং পাণ্ডবগণের সদলবলে হস্তিনাপুরে আগমন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির মহর্ষি হইতে আগত পুত্র, পৌত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণকে দর্শন করিয়া কি করিলেন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! মৃত পুত্রগণের দর্শন এক মহাশ্চর্য্যময় ঘটনা। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখ-শোক দূর হইয়া যাইল। তারপর তিনি পুনরায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ২

অন্য সমস্ত মানুষ ও মহর্ষিগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। ৩

মহাত্মা পাণ্ডবগণ ছোট-বড় সৈন্যসকল ও নিজ নিজ স্ত্রীসহ পুনরায় মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ৪

তত্রাশ্রমপদং দীপ্তং ব্রহ্মর্ষির্লোকপূজিতঃ
মুনিঃ সত্যবতীপুত্রো বৃদ্ধরাষ্ট্রমভাষত । ৪
বৃদ্ধরাষ্ট্র মহাবাহো শৃণু কৌরবনন্দন
শ্রুতং তে জ্ঞানবৃদ্ধানামমুষীণাং পুণ্যকর্মণাম্ । ৫
ব্রহ্মর্ষিদেবঋষীণাং বেদবেদাঙ্গবেদিনাম্ ।
ধর্মজ্ঞানাং পুরাণানাং বহুত্বাৎ বিবিধাঃ কথাঃ । ৬
মাস্ম শোকে মনঃ কার্ষীর্দিষ্টে ন ব্যথতে বুধঃ ।
শ্রুতঃ দেবসহস্রং তে মাতৃদাহ দেবদর্শনাৎ । ৮
গন্ধর্বেণ তত্রবর্ষেণ শতপুত্রাং গতিং শুভাম্ ।
যথা দৃষ্টাস্তথা পুত্রাস্তথাকামবিহারিণঃ । ৯
যুধিষ্ঠিরঃ স্বয়ং ধীমান্ ভবন্তমনুব্রজ্যতে ।
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈঃ সদারঃ সমুদ্রজনঃ । ১০
বিসর্জয়ৈনং রাজেন্দ্র স্বরাজ্যমনুশাসতাম্ ।
মাসঃ সমধিকস্তেষামন্তীতো বসতাং বনে ॥১১
এতচ্ছ্রুত্বা বিভাং বাক্যং পরং রক্ষ্যং নরাধিপ

যদ্রক্ষ্যত্যধিকং ক্ষেত্রং রাজ্যাৎ নাম কুরূত্তম । ১
ইক্ষ্বাকুঃ কৌরবো রাজা যাগৈরাহুলদক্ষিণা
যুধিষ্ঠিরমথাভাষ্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ । ১৩
অজাতশত্রো ভদ্রং তে শৃণু মে ভ্রাতৃভিঃ সহ
যৎপ্রসাদাদ্বিশীলাল লোকো নাশ্নাম্ প্রবাধতে ।
ত্রয়ে ভ্রাতঃ ত্বয়া পুত্র পুত্রেষু গতসাধ্বসে ।
নাথেনানুগতো বিদ্বন্ প্রিয়েষু পরিবর্তিনা । ১৫
প্রাপ্তা পুত্রফলং ত্বত্তঃ প্রীতির্মে পরমা ভুবি
ন মে মন্যুর্মহাবাহো গম্যতাং পুত্রদর্শিভিঃ । ১৬
ভবন্তং চেহ সম্প্রেক্ষ্য তপো মে পরিবর্ধতে
তপোযুক্তং শরীরঞ্চ ত্যক্ত্বা দৃষ্ট্বা ব্রজিষ্যসি পুনঃ । ১৭
ভ্রাতরো তে তথৈবেমে শীর্ণপর্ণকৃতাসনে ।
মম কৃত্যান্তরে পুত্র ন চিরং বর্তয়িষ্যতঃ । ১৮
দুর্যোধনপ্রকৃতয়ো দৃষ্ট্বা লোকান্তরং গতাঃ
ব্যাসস্য তপসো বীর্যাদ্ ভবতশ্চ সমাগমাৎ । ১৯

সেই সময় লোকপূজিত বুদ্ধিমান্ সত্যবতীনন্দন ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেবও সেই আশ্রমে গমন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৪

কৌরবনন্দন মহারাজ বৃদ্ধরাষ্ট্র! তুমি অজাতশত্রু ও ইক্ষ্বাকুকুলে উৎপন্ন, বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, জ্ঞানবৃদ্ধ, পুণ্যকর্মা এবং ধর্মজ্ঞ প্রাচীন মহর্ষিগণের মুখ হইতে নানাপ্রকার কথা শুনিয়াছ ; অতএব নিজ মনে শোক করিও না ; কারণ, বিদ্বান্ পুরুষ দৈবদত্ত বিধানে প্রাপ্ত দুঃখে ব্যথিত হন না । ৬-৭½

তুমি দেবদর্শী নারদের নিকট হইতে দেবতাদিগের গন্ধর্বত্ব লাভ করিয়াছ । সেই সব বীর ক্ষত্রিয়গণ ধর্মানুসারে যেরূপ যাহা পুত্র সেইরূপ শুভ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যেরূপ তুমি দেখিয়াছ । তোমার সকল পুত্র ইচ্ছানুসারে বিহারকারী ধর্মশীল হইয়াছে । ৮-৯

এই বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির নিজের সমস্ত ভ্রাতা, স্ত্রী ও স্বজনগণের সহিত স্বয়ং তোমার সেবায় নিরত আছে । ১০

এখন ইহাদের পরিত্যাগ কর । ইহারা এখন বাটক এবং নিজ রাজ্যের কার্য্য পরিচালনা করুক । ইহাদের বনবাস করিতে করিতে এক মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । ১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! রাজ্যের বহু পক্ষ আছে ; অতএব সর্ব্বদাই তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য । ১২

মহাতপা ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া আনিয়া এই কথা বলিলেন । ১৩

অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক । তুমি নিজ ভ্রাতৃগণের সেবায় নিরত তোমার দ্বারা আমার পুত্রফল লাভ হইয়াছে । তোমার উপর আমার অতিশয় প্রীতি আছে । মহাবাহো! পুত্র! আমার মনে তোমার প্রতি বিন্দুমাত্রও ক্রোধ নাই ; অতএব তুমি রাজধানীতে গমন কর, এখন আর বিলম্ব করিও না । ১৪-১৬

তোমাকে এখানে দেখিয়া আমার তপস্যার দ্বারা পরিতেছে । এই শরীরকে আমি তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমি ইহাকে পুনরায় রক্ষা করিয়া যাইতেছি । ১৭

পুত্র! আমারই ন্যায় তোমার এই দুই মাতা গান্ধারী ও কুন্তী ব্রতপালনপূর্ব্বক শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে । এখন ইহারা অধিক কাল আর জীবনধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না । ১৮

তোমার সমাগম ও ব্যাসদেবের তপোবলে আমার নিজ পরলোকবাসী পুত্র দুর্যোধনাদির দর্শন লাভ হইয়াছে ; সেইজন্য আমরাও জীবিত থাকিবার প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ।

প্রয়োজনক নির্বৃত্তং জীবিতস্য মমানঘ
উগ্রং তপঃ সমাস্থাস্যে তদনুজ্ঞাতুমর্হসি। ২০
তদাস্য পিতুঃ কীর্তিস্ত কুলস্যৈষা প্রতিষ্ঠিতম্।
যো বাস্য বা মহাবাহো সমক্ষং পুত্রমাহিষম্। ২১
রাজনীতিঃ সুমহতী শ্রুতা তে ভরতর্ষভ।
সম্প্রেষ্যাং ন পশ্যামি কুরুং যে ভবতা বিনা। ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তবচনং তং তু নৃপো রাজানমব্রবীৎ
ন মামর্হসি ধর্মজ্ঞ পরিত্যক্তুমনাগসম্। ২৩
কামং গচ্ছন্তু মে সর্বে ভ্রাতরোঽনুচরাস্তথা।
ভবন্তমহমিচ্ছে মাতরৌ চ যতব্রতঃ। ২৪
অনুযাচাথ গান্ধারী বৈদ্যং পুত্রং শৃণুষ চ।
যথাধীনা কুরুকুলং পিতুশ্চ যশসস্তব। ২৫

সমাপ্তাং পুত্র পর্য্যাপ্তমেতাবৎ পূজিতা বয়ম্
রাজা যদাহ তৎ কার্য্যং ত্বয়া পুত্র পিতুর্বচঃ। ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু গান্ধার্য্যা কুন্তীমিদমথাব্রবীৎ।
স্নেহব্যাকুলয়া মেত্রে প্রণম্য জননীং মুহুঃ। ২৭
বিসর্জয়তি মাং রাজা গান্ধারী চ যশস্বিনী
তপস্যুগ্রে মহিষ্যস্তু কথং যাস্যামি দুঃখিতঃ। ২৮
ন হ্যেতদ্বো বিনা তপোবিঘ্নং কর্তুং যে ধর্মচারিণি
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ। ২৯
মমাপি ন তথা রাজ্যে বুদ্ধির্যথা পুরা
তপস্যেবানুরক্তং মে মনঃ সর্বাত্মনা তথা। ৩০
মুক্তেয়ং মহী কৃৎস্না ন মে প্রীতিকরী ততঃ।
ধার্ত্তরা নঃ পরিক্ষীণা বলং যো ন তথা পুরা। ৩১

বৎস! এখন আমি কঠোর তপস্যায় নিরত হইব। তুমি ইহার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান কর। ১৯-২০

মহাবাহো! আজ হইতে পিতৃগণের পিণ্ড, তুমি ও এই কুলের ভারত তোমার উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। পুত্র! আজ কিংবা আগামী কাল তুমি অবশ্যই গমন করিও; আর বিলম্ব করিও না। ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রজ্ঞাবশালী যুধিষ্ঠির! তুমি রাজনীতি সহজে যেরূপ করিয়াছ; অতএব তোমাকে জানাইবার মত তোমার কোন কথা আমি দেখিতে পাইতেছি না। তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ। ২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ মহারাজ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না; কারণ, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ২৩

আমার এই সব ভ্রাতা ও সেবকগণ ইচ্ছা হয় ত' গমন করুক; কিন্তু আমি নিয়ম ও ব্রতপালন করিতে করিতে আপনার এবং মাতার সেবা করিব। ২৪

ইহা শ্রবণ করত গান্ধারী দেবী বলিলেন—পুত্র! এরূপ বলিও না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এই সম্পূর্ণ কুলবংশ আজ তোমার অধীন। আমার শ্বশুরের যশও তোমারই উপর অবলম্বিত; পুত্র! অতএব তুমি যাও, তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। তোমার দ্বারা আমাদের সেবা শুশ্রূষা পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সময় মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই কর; কারণ, পিতার বাক্য পালন করা তোমার কর্তব্য। ২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! গান্ধারীদেবী এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির বীর অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় মার্জিত করিয়া (মুছিয়া) যোজনরতা কুন্তীদেবীকে বলিলেন। ২৭

মাতঃ! রাজা ও যশস্বিনী গান্ধারীদেবী আমাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন; কিন্তু আমার মন আপনাতে বদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের কথা শুনিয়াই আমি দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং আমি এই অবস্থায় কিরূপে যাইব? ২৮

ধর্মজ্ঞে! আমি আপনার তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। (নিষ্কাম ভাবে) তপস্যা করিলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকেও লাভ করা যায়। ২৯

মহারাণী মাতঃ! আমার মনও এখন পূর্বের ন্যায় রাজকার্য্যে আসক্ত থাকিতে ইচ্ছুক নয়। সর্বতোভাবে তপস্যাতেই সে অনুরক্ত আছে। ৩০

বসুমতী জননি! এই সমগ্র পৃথিবী আজ আমার নিকট শূন্য; অতএব ইহা আমাকে প্রীতিদান করিতে পারিতেছে না। আমার সমস্ত বান্ধবগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এখন আমার নিকট আর পূর্বের ন্যায় সৈন্যবলও নাই। ৩১

পঞ্চালাঃ সুমহৎ জীবাঃ কথামাত্রাবশেষিতাঃ।
ন তেষাং কুলকর্তারং কঞ্চিৎ পশ্যামহে বয়ম্ ॥ ৩১
সর্বে হি তপসাত্মীতাস্তে লোকেন মহাত্মিনে
অবশিষ্টাস্তু নিহতা লোপপুত্রেণ বৈ নিশি ॥ ৩২
ভেদয়ন্তৈব মর্মাণ্যস্ত দৃষ্টপূর্বাস্তথৈব নঃ।
কেবলং বৃষ্ণিচক্রস্য বাসুদেবপরিগ্রহাৎ ॥ ৩৩
যদ্ দৃষ্টা স্বানুমিষ্যামি মর্মার্থং মার্গহেতুজঃ
শিবেন পন্থা নঃ সর্বান্ দুর্দর্শং তব দর্শনম্ ॥ ৩৪
অবিষহ্যঞ্চ রাজ্যং বি তীব্রং চাহপ্যতে তপঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুঃ সহদেবো মুহুঃ পতিঃ ॥ ৩৫
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং বাষ্পব্যাকুললোচনঃ
নোৎসহেহহং পরিত্যক্তুং ত্বাদৃশং ভরতর্ষভ ॥ ৩৬
প্রতিযাতু ভবান্ ক্ষিপ্রং তপস্তপ্তায়মহং বিভো।
ইহৈব শোষয়িষ্যামি তপসেদং কলেবরম্ ॥ ৩৭

পাঞ্চালগণ ত' সর্বথা ক্ষয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আজ কথামাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে। অহো! এখন আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে এই বংশকে রক্ষা করিতে পারিবে। ৩১

প্রায় লোপাচার্যই সকলকে হনন করিয়া তাহাদিগকে ক্ষয় করিয়াছে। যে অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে লোপপুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করিয়াছেন। ৩২

আমাদের সম্মুখে ভেদি ও মর্মভেদের সকলকে পূর্বে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর সেরূপ নাই। কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে বৃষ্ণিবংশীয় বীরবর্গ এখনও সুরক্ষিত আছে। ৩৩

তাঁহাদের দেখিয়াই এখন আমি যেমন ধর্মলাভের ইচ্ছায় অবস্থান করিতে বাসনা করি, মনের মত নহে। আপনি আমাদের সকলকে কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে অবলোকন করুন, কারণ, আপনার দর্শন আমাদের এখন দুর্লভ হইয়া যাইবে। এই রাজ্য দুরন্বাহ্য অতএব অতিশয় কঠোর ও অত্যন্ত তপস্যা আমাকে করিতে হইবে। ৩৪½

ইহা শ্রবণ করত যোদ্ধাপতি মহাবাহু সহদেব নিজের দুই অশ্রুপূর্ণনেত্রে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ৩৫½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উৎসাহ

পাদতলশ্রবণে রক্তো যাতো যাত্রোত্তথাবয়োঃ।
তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণা পরিষজ্য মহাভুজম্ ॥ ৩৯
গচ্ছতাং পুত্রা মৈবং বা ঘোরঃ কুরু বতো ময়ি
আশসা বঃ শিবাঃ সন্তু সন্তু ভরত পুত্রকাঃ ॥ ৪০
উপরোধো ভবদ্ভেবমস্মাকং তপসঃ কৃতে।
ভবদ্ভেবপাশবদ্ধা চ হীয়েয়ং তপসঃ পরাৎ ॥ ৪১
তস্মাৎ পুত্রক গচ্ছ ত্বং শিষ্টৈরন্বক্ত নঃ প্রভো।
এবং সংভর্ত্সিতা বাক্যৈঃ কৃষ্ণা বজ্রবিভৈর্মনঃ ॥ ৪২
সহদেবস্তু রাজেন্দ্র রাজ্ঞশ্চৈব বিশেষতঃ।
তে বাষ্পা সমমুজ্ঝন্তা রাজা চ কুরুপুঙ্গবঃ ॥ ৪৩
অভিবাদ্য কুরুশ্রেষ্ঠমন্বমন্ত্রিভুবাচতম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ

রাজ্যং প্রতিপদিষ্যামঃ শিবেন প্রতিনন্দিতাঃ ॥ ৪৪

যোগ করিতেছি না। অতএব আপনি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করুন। আমি এখানে থাকিয়াই তপস্যা করিব এবং তপস্যার দ্বারা নিজের দেহকে ভস্ম করিয়া ফেলিব। আমি এখানে মহারাজ ও দুই মাতার চরণসেবাতেই অন্যত্র থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥৩৭-৩৮½

ইহা শুনিয়া কুন্তীদেবী মহাবাহু সহদেবকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—পুত্র! এরূপ কথা বলিও না। তুমি আমার বাক্য পালন কর এবং এখান হইতে পুরে গমন কর। পুত্রগণ! তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক এবং তোমরা সর্বদা সুখ থাক ॥৩৯-৪০

তোমরা থাকিলে আমাদের সকলের তপস্যায় বিঘ্ন হইবে। আমি তোমাদের স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া উত্তম তপস্যা হইতে বঞ্চিতা হইব, অতএব মহর্ষিগামী পুত্র! তুমি গমন কর। এখন আমাদের আয়ু আর অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥ ৪১½

রাজেন্দ্র! এইভাবে অনেক কথা বলিয়া কুন্তীদেবী সহদেবের ও বিশেষভাবে যুধিষ্ঠিরের মনকে বৈরাগ্যযুক্ত করিলেন ॥ ৪২½

মাতা ও ভ্রাতাদের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কুরুকুলতিলক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩½

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ! আপনার আশীর্বাদে আনন্দিত হইয়া আমরা স্বজনের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া যাইব। রাজন্! ইহার জন্য আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আপনার

অনুজ্ঞাতাস্ত্বয়া রাজন্ গমিষ্যামো বিকল্মষাঃ।
এবমুক্তঃ স রাজর্ষির্ধর্মরাজা মহাদ্যুতিঃ। ৪৪
অনুজজ্ঞে স কৌরব্যাভিনন্দ্য যুধিষ্ঠিরম্
ভীমঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং সান্ত্বয়ামাস পার্থিবঃ। ৪৬
স চাপি সম্যগ্‌বেদাবী প্রত্যপদ্যত বীর্যবান্।
অর্জুনঞ্চ সমাশ্লিষ্য যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ। ৪৭
অনুজজ্ঞে স কৌরব্যঃ পরিষজ্যাভিনন্দ্য চ।
গান্ধার্যা চাপ্যনুজ্ঞাতাঃ কৃতপাদাভিবাদনাঃ ৪৪৮
জনতা সমুপাঘ্রাতাঃ পরিষক্তাশ্চ তে নৃপম্।
চক্রুঃ প্রদক্ষিণং সর্বে বৎসা ইব নিবারণে। ৪৯
পুনঃ পুনর্নীক্ষন্তঃ প্রচক্রুস্তে প্রদক্ষিণম্

দ্রৌপদীপ্রমুখাশ্চৈব সর্বাঃ কৌরবযোষিতঃ। ৫০
স্বাগতং খণ্ডবে বৃষ্ণির প্রমুক্তা প্রবদন্তিতঃ
খজ্রাভ্যাং সমনুজ্ঞাতাঃ পরিষজ্যাভিনন্দিতাঃ। ৫১
সন্দিষ্টাশ্চেতি কর্তব্যা প্রবদন্তির্ভৃতিঃ সহ।
ততঃ প্রচক্রমে নিনদঃ পুত্তানাং বৃত্তাভাষিণি। ৫২
উষ্ট্রাণাং ক্রোশতাঞ্চাপি হয়ানাং হেষতামপি
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সহায়ঃ সহসৈনিকঃ।
নগরং হাস্তিনপুরং পুনরায়াৎ সবান্ধবঃ। ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি পুত্রদর্শনপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রত্যাগমনে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৬

যাত্রা করিতে হইবে আমরা পাপরহিত হইয়া এ স্থান হইতে যাত্রা করিব। ৪৪।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের এই কথা বলিলে পর রাজর্ষি ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। ৪৫½

ইহার পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে সান্ত্বনা দান করিলেন। বুদ্ধিমান্ এবং পরাক্রমশালী ভীমসেনও তাঁহার বাক্য যথাযথভাবে গ্রহণ করিলেন। ৪৬½

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল-সহদেবকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের অভিনন্দিত করিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। ইহার পর সেই পাণ্ডবগণ সাধ্বী গান্ধারীদেবীর চরণে প্রণাম করত তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। তারপর সুভদ্রা-প্রমুখা তাঁহাদের আলিঙ্গন করত তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইলেন। যেরূপ বৎসগণ নিজের মাতার দুগ্ধ পান হইতে বিরত হইলে পর বার বার মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতার দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে রাজাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ৪৭-৪৯½

দ্রৌপদী প্রভৃতি সমস্ত কৌরবস্ত্রীগণ নিজের মস্তককে রাজার চরণে প্রণত করিলেন। তারপর দুই খড়্গধারী তাঁহাদের আলিঙ্গন করত আশীর্বাদ প্রদান পূর্বক যাইবার অনুমতি করিলেন এবং তাঁহাদের কর্তব্যাদির উপদেশ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা নিজ নিজ পতিগণের সহিত গমন করিলেন। ৫০-৫১½

তদনন্তর সারথিদের মধ্যে 'রথ যোজনা কর' 'রথ যোজনা কর' এইরূপ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন উষ্ট্রসকলের চীৎকার ও অশ্বগণের হ্রেষারবও উত্থিত হইল। ইহার পর রাজা যুধিষ্ঠির স্ত্রী, ভ্রাতা ও সৈন্যগণের এবং বান্ধবগণের সহিত পুনরায় হস্তিনাপুর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫২-৫৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যাগমন-বিষয়ক ছত্রিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(নারদাগমনপর্ব)

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নারদসমীপতো ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং দাবাগ্নিনা দাহসমাচারং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতীনাং শোকঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিবর্ধোপনিবৃত্তেষু পাণ্ডবেষু যদৃচ্ছয়া।
দেবর্ষির্নারদো রাজন্নাজগাম যুধিষ্ঠিরম্ ॥
তমভ্যর্চ্য মহাবাহুঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ
আসীনং পরিবিশ্বস্তঃ প্রোবাচ সমতাং বরঃ ॥ ১
চিরায়ু নাদুপশ্যামি ভগবন্তমুপস্থিতম্।
কচ্চিৎ তে কুশলং বিপ ক্রতং বা প্রত্যুপস্থিতম্ ॥ ২
যে দেশাঃ পরিদৃষ্টাস্তে কিঞ্চ কার্যং করোমি তে।
তত্ ব্রূহি দ্বিজমুখ্য যা বা ত্বয়াকরং পরা গতিঃ ॥ ৩

নারদ উবাচ

চিরদৃষ্টোঽসি মেত্যেবমাগচ্ছোঽহং তপোবনাৎ।
পরিদৃষ্টানি তীর্থানি গঙ্গা চৈব ময়া নৃপ ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

বসন্তি পুরুষা মেহদ্য গঙ্গাতীরনিবাসিনঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ মহারাজস্তমাশ্রিতঃ পরমং তপঃ ॥ ৬
অপি দৃষ্টবতা তত্র কুশলী চ কুলন্ধরঃ।
গান্ধারী চ পৃথা চৈব সুতপুত্রশ্চ সঞ্জয়ঃ ॥ ৭
ভবক বর্ত্ততে চাত্র পিতা মম স পার্থিবঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি দৃষ্টবতা নৃপঃ ॥ ৮

নারদ উবাচ

স্থিরীভূয় মহারাজ শৃণু বৃত্তং যথাতথম্
যথা শ্রুতঞ্চ দৃষ্টঞ্চ ময়া তস্মিংস্তপোবনে ॥ ৯
বনবাসনিবৃত্তেষু ভবৎসু কুরুনন্দন
কুরুক্ষেত্রং পিতা তুভ্যং গঙ্গাদ্বারং বনে নৃপ ॥ ১০

(নারদাগমনপর্ব)

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[নারদের নিকট হইতে ধৃতরাষ্ট্রাদির দাবানলে মৃত হইবার সংবাদ জানিয়া যুধিষ্ঠিরাদির শোক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তপোবন হইতে ফিরিয়া পাণ্ডবগণের যখন দুই বৎসর অতিবাহিত হইল, তখন একদিন দেবর্ষি নারদ স্বেচ্ছায় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১

মহাবাহু কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নারদের পূজা করিয়া তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যখন তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন, তখন সভাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২

ভগবন্! এখানে আপনার উপস্থিতি দীর্ঘকাল দেখি নাই। ব্রহ্মন্! আপনি কুশলে আছেন ত'? অথবা আপনার শুভপ্রাপ্তি হইতেছে ত'? ৩

দ্বিজবর! এই সময় আপনি কোন্ কোন্ দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন? বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? কারণ, আপনিই আমাদের পরম গতি। ৪

নারদ বলিলেন,—নৃপ! বহুদিন পূর্ব্বে আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেইজন্য আমি তপোবন হইতেই এখানে চলিয়া আসিয়াছি। পথে আমি বহু তীর্থ এবং গঙ্গাদেবীকেও দর্শন করিয়াছি। ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! গঙ্গার তীরবাসী বহুতপস্বী আমার নিকট আসিয়া বলেন যে, মহাত্মা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই সময় কঠোর তপস্যায় নিরত আছেন। ৬

আপনি কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন? সেই কুলশ্রেষ্ঠ সেখানে কুশলে আছেন ত'? গান্ধারীদেবী, পৃথাদেবী ও সূতপুত্র সঞ্জয়ও কুশলে রহিয়াছেন ত'? ৭

বর্ত্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ পিতা (জেঠা মহাশয়) রাজা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপ আছেন? ভগবন্! যদি আপনি তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা করি। ৮

নারদ বলিলেন,—মহারাজ! আমি সেই তপোবনে যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সেই সব বৃত্তান্ত আমি যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ৯

কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধক নরেন! যখন তোমরা সকলে বন হইতে চলিয়া আসিলে, তখন তোমার বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠতাত রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বধূ কুন্তী, সূত সঞ্জয়, পরিহোত্র ও পুরোহিতের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) গমন করেন ॥১০-১১

গান্ধার্য্যা সহিতো ধীমান্ বব্রে কুন্ত্যা সমন্বিতঃ।
সঞ্জয়েন চ সূতেন সাগ্নিহোত্রঃ সযাজকঃ ॥ ১১
আরুহ্য স তপস্তীব্রং পিত্র্যং তব তপোধনঃ
ঘোটাং মুখে সমাধায় বাহুভ্যামভয়ন্দদিঃ ॥ ১২
বনে চ মুনিভিঃ সার্দ্ধং পূজ্যমানো মহাতপাঃ।
তপস্বিমাত্রশেষঃ স যযৌ শালস্তরূপঃ ॥ ৩
গান্ধারী তু জলাহারা কুন্তী মাসোপবাসিনী
সঞ্জয়ঃ ষষ্ঠভুক্তেন বর্ত্তয়ামাস ভারত ॥ ১৪
অত্রীক্ষ্য রাজকান্তত্র মুহুর্মুহিরিবং প্রভো
দৃষ্টভোঽদৃশ্যতশ্চৈব বনে তস্মিন্ নৃপস্য চৈ ॥ ১৫
অনিকেতোঽথ রাজা স বভূব বনগোচরঃ।
তে চাপি সহিতে দেব্যৌ সঞ্জয়শ্চ তমন্বয়ুঃ ॥ ১৬
সঞ্জয়ো নৃপতের্নেতা সর্বেষু বিষয়েষু চ।

গান্ধার্যাশ্চ সুতা হৈব চক্রুরাশ্রমনির্ম্মিতা ॥ ১৭
ততঃ কদাচিদ্ গঙ্গায়াঃ কচ্ছে স নৃপসত্তমঃ।
গঙ্গায়ামাপ্লুতো ধীমানাশ্রমাভিমুখোঽভবৎ ॥ ১৮
অথ বায়ুঃ সমুদ্ভূতো দাবাগ্নিস্তত্রবন্ধয়ান্
সর্বাহ তদ্ বনং সর্বং পরিগৃহ্য সমন্ততঃ ॥ ১৯
বভঞ্জুশ্চ দ্রুমাংস্তেষু বিভিন্নেষু সমন্ততঃ
মহাহাণাক যুথেষু সার্দ্ধয়ংস্তু জলাশয়ান্ ॥ ২০
সমাবিষ্টে বনে তস্মিন্ প্রাপ্তে বাসন উদ্ভবে।
বিহায়সগতা রাজন্ মন্দপ্রাণবিচেষ্টিতঃ ॥ ২১
অসমর্থোঽপসরণে সুকৃশে মাতরৌ চ তে।
ততঃ স নৃপতির্দৃষ্টা বহ্নিমায়ান্তমন্তিকাৎ ॥ ২২
ইদমাহ ততঃ সূতং সঞ্জয়ং জয়তাং বরঃ।
গচ্ছ সঞ্জয় যত্রাগ্নির্ন ত্বাং দহতি কর্হিচিৎ ॥ ২৩

সেখানে যাইয়া তোমার তপোধন জ্যেষ্ঠতাত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে। সে মুখমধ্যে প্রজ্বলন্ত (পাথরের তুলি) রাখিয়া কখন বায়ু আহার করিত ও মৌন হইয়া থাকিত। ১১

সেই বনে যত মুনি ছিলেন, তাঁহারা সকলে ইহাকে বিশেষ মান্য করিতেন। মহাতপস্বী ধৃতরাষ্ট্রের দেহ তখন অস্থিচর্মসার হইয়া গেল। এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছয়মাস অতিবাহিত করিল। ১৩

ভারত! গান্ধারী কেবল জলপান করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিল। কুন্তী একমাস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া একদিন ভোজন করিত এবং সঞ্জয় ষষ্ঠমাস অতিবাহিত করিয়া একবার ভোজন করত অবস্থান করিতে লাগিল। ১৪

প্রভো! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই বনে কখনও দৃষ্ট হইত এবং কখনও অদৃষ্ট হইয়া থাকিত। মহর্ষিগণ সেখানে যাহা যাহা আনিয়া অগ্নিতে বিধি অনুসারে হোম করিতেন। ১৫

এখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কোনও নিশ্চিত স্থান ছিল না। সে সময়ে সঞ্জয় বিচরণ করিত গান্ধারী ও কুন্তী এই দুই দেবী তাহার সহিত থাকিয়া রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল এবং সঞ্জয়ও তাহাদের অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিল। ১৬

উচ্চ-নীচ ও সমতল ভূমিতে সঞ্জয়ই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে লইয়া যাইত এবং অনিন্দিতা সতী সাধ্বী কুন্তী গান্ধারীর নেত্রস্বরূপা ছিল। ১৭

তদনন্তর একদিনের ঘটনা, বুদ্ধিমান্ নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার কচ্ছে (তীরে) যাইয়া তাহার জলে স্নান করত নিজ আশ্রম অভিমুখে গমন করিতেছিল। ১৮

এই সময় সেখানে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে সেই বনে ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন চারিদিক হইতে সেই অগ্নি সম্পূর্ণ বনকে দগ্ধ করিল। ১৯

নদীদিকে দৃষ্টগণ ও সর্পগণ দগ্ধ হইতে লাগিল। বনজাত মৃগসমূহ পলায়ন করত জলাশয়সমূহ আশ্রয় করিল। ২০

রাজন্! সমস্ত বনভূমি অগ্নিতে আবৃত হইয়া উঠিল এবং সেই সময় সকলের মহাসঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। উপবাস করিয়া প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেখান হইতে পলায়ন করিতে পারিল না, তোমার দুই মাতাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল; সুতরাং তাহারাও পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না ॥২১॥

তদনন্তর বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই অগ্নিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া পুত্র সঞ্জয়কে বলিল। ২২½

সঞ্জয়! তুমি কোনও স্থানে পলাইয়া যাও, যেখানে এই দাবাগ্নি তোমাকে কদাপি দগ্ধ করিতে না পারে। আমরা সকলে এখানেই অগ্নিতে স্ব-স্ব দেহ হোম করত পরম গতি প্রাপ্ত হইব। ২৩½

বয়মত্রাগ্নিনা যুক্তা গমিষ্যামঃ পরাং গতিম্ ।
ভবদ্ভাচ্চ বিলোভিষ্যঃ সঞ্জয়ো বদতাং বরঃ ॥২৪
রাজন্ মৃত্যুরনির্দ্দেশ্যস্তবিতা তে ন সংশয়ঃ
ন চোপায়ং প্রপশ্যামি মোক্ষণে জাতবেদসঃ ॥২৫
যদত্রানন্তরং কার্য্যং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ।
ইত্যুক্তঃ সঞ্জয়েনেদং পুনরাহ স পার্থিবঃ ॥২৬
নৈষ মৃত্যুরনির্দ্দেশ্যো নিঃসৃতানাং গৃহাৎ বনম্ ।
জলমগ্নিস্তথা বায়ুরথবাপি বিকর্ষণম্ ॥২৭
তাপসানাং প্রশস্তস্তে গচ্ছ সঞ্জয় মা চিরম্
ইত্যুক্ত্বা সঞ্জয়ং রাজা সমাধায় মনস্তথা ॥২৮
প্রাঙ্মুখঃ সহ গান্ধার্য্যা কৃত্বা চোপাবিশৎ তদা
সঞ্জয়স্তু তথা দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমবাকরোৎ ॥২৯
উবাচ চৈনং মেধাবী মুক্তঃ স্নায়ুবন্ধনৈরিতি প্রভো
ঋষিপুত্রো মনীষী স রাজা চক্রেঽস্য তদ্ বচঃ ॥৩০

পরিক্রম্যোত্তিষ্ঠমানমসীৎ কাষ্ঠোপমস্তথা ।
গান্ধারী চ মহাভাগা জননী চ পৃথা তব ॥৩১
দাবাগ্নিনা সমাযুক্তে স চ রাজা পিতা তব ।
সঞ্জয়স্তু মহামাত্রস্তস্মাদ্ দাবাদমুচ্যত ॥৩২
গঙ্গাকূলে ময়া দৃষ্টস্তাপসৈঃ পরিবারিতঃ
স তানামন্ত্র্য ভেজস্বী নিবেদ্যৈতচ্চ সর্ব্বশঃ ॥৩৩
প্রবৃত্তো সঞ্জয়ো ধীমান্ হিমবন্তং মহীধরম্ ।
এবং স নিধনং প্রাপ্তঃ কুরুরাজো মহামনাঃ ॥৩৪
গান্ধারী চ পৃথা চৈব জনন্যৌ তে বিশাম্পতে
যদৃচ্ছয়ানুগতয়া ময়া রাজ্ঞঃ কলেবরম্ ॥৩৫
অন্বেষ্টুং দেব্যোরুভয়োর্ময়া দৃষ্টানি তাবত ।
ততস্তপোবনে তস্মিন্ সমাজগ্মুস্তপোধনাঃ ॥৩৬
শ্রুত্বা রাজ্ঞস্তথা নিষ্ঠাং ন স্বশোচন্ সভীস্ত তে
তত্রাশ্চর্য্যমহং সর্ব্বমেতৎ পুরুষসত্তম ॥৩৭

ভগবন্ যজ্ঞগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সঞ্জয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—রাজন্! এই লৌকিক অগ্নিতে আপনার মৃত্যু হওয়া ঠিক নয়, (আপনার শরীরের দাহ-সংস্কার ত' আহবনীয় অগ্নিতেই হওয়া উচিত) কিন্তু বর্ত্তমানে এই দাবাগ্নি হইতে মুক্তিলাভের কোনও উপায় আমি দেখিতেছি না। ২৩-২৪

এখন অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই আপনি আমাকে বলুন। সঞ্জয় এই কথা বলিলে পর রাজা পুনরায় বলিল। ২৬

সঞ্জয়! আমরা ঘর গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি; অতএব আমাদের পক্ষে এরূপ মৃত্যু অনিষ্টকারক হইতে পারে না। জল, অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে অথবা উপবাস করত প্রাণত্যাগ করা তপস্বিগণের পক্ষে প্রশংসনীয় বলা হইয়াছে; সেইজন্য তুমি সত্বর এখান হইতে চলিয়া যাও, আর বিলম্ব করিও না। ২৭½

সঞ্জয়কে এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনকে একাগ্র করত গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবিষ্ট হইল। ২৮½

তাহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মেধাবী সঞ্জয় তাহাদের প্রদক্ষিণ করিল এবং সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিল,—প্রভো! আপনি নিজেকে যোগযুক্ত করুন। ২৯½

মহর্ষি ব্যাসদেবের পুত্র মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই কথা স্বীকার করিয়া লইল। সে তখন ইন্দ্রিয়সমূহকে রুদ্ধ করিয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ৩০½

ইহার পর মহাভাগা গান্ধারী, তোমার মাতা কুন্তী ও তোমার জ্যেষ্ঠতাত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই তিনজনকেই দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইল; কিন্তু মহারাজ সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ৩১-৩২½

আমি সঞ্জয়কে গঙ্গাতীরে তাপসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী সঞ্জয় তাপসগণকে এই সব সংবাদ বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে চলিয়া গিয়াছে। ৩৩½

প্রভোনাথ! এইরূপে মহামনস্বী কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তোমার দুই মাতা গান্ধারী এবং কুন্তী মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ৩৪½

ভারত! বনে মৃগয়াকালে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সেই দুই দেবীর মৃত দেহ আমি দেখিয়াছি। ৩৫½

অনন্তর রাজার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত বহু তপোধন সেই তপোবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার জন্য কোনরূপ শোক করেন নাই; কারণ, ইহাদের উত্তম গতি লাভ বিষয়ে কোনও সংশয় তাঁহাদের ছিল না। ৩৬½

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব! সেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সেই দুই দেবীর দাহ হইয়াছে, এই সব সংবাদ আমি সেখানেই শুনিয়াছিলাম। ৩৭½

যথা চ নৃপতির্বৃদ্ধো দেবেী চে তি পাণ্ডব।
ন মোহিতবান্ রাজেন্দ্র স্বতঃ স পৃথিবীপতিঃ। ৩৮
প্রাপ্তবানস্মিসংযোগং গান্ধারী জননী চ তে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা চ সর্বেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্। ৩৯
নির্বাণং ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকঃ সমভবন্মহান্।
অন্তঃপুরাণাঞ্চ তথা মহানার্তস্বরোঽভবৎ। ৪০
পৌরাণাঞ্চ মহারাজ শ্রুত্বা রাজতথা গতিম্।
অহো ধিগিতি রাজা তু বিক্রুশন্ দুঃখশোকিতঃ। ৪১
উভে বাহূ সমুদ্যম্য ব্যাহূঃ প্রক্রোশদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।

ভীমসেনপুরোগাশ্চ ভ্রাতরঃ সর্ব এব তে। ৪২
অন্তঃপুরেষু চ তথা সুমহান্ রুরুদিস্বনঃ।
প্রাদুরাসীন্মহারাজ পৃথায়াঃ শ্রুত্বা তথাগতাম্। ৪৩
শ্বশ্রূং বৃদ্ধাং তথা দৃষ্ট্বা হতপুত্রাং নরাধিপম্।
অবশোচন্ত তে সর্বে গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীম্। ৪৪
তস্মিন্ প্রবৃত্তে শব্দে মুহূর্তাদিব ভারত।
নিগৃহ্য বাষ্পং ধৈর্যেণ পর্যরাজোঽব্রবীদিদম্। ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি নারদাগমনপর্বণি দাবাগ্নিনা
ধৃতরাষ্ট্রাদিদাহে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৭।

রাজেন্দ্র! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও তোমার মাতা পৃথা—ই তিন জন স্বতই অগ্নিসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব তাহার জন্য তুমি শোক করিও না। ৩৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই লোকসমনের সংবাদ শ্রবণ করত সমস্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ৩৯।

মহারাজ! তাঁহাদের অন্তঃপুরে তখন মহা আর্তনাদ উত্থিত হইল। রাজার সেই গতি শ্রবণ করত পুরবাসিগণের মধ্যেও হাহাকার পড়িয়া গেল। ৪০।

'অহো! ধিক্!' এই বলিয়া নিজের নিন্দা করত রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং দুই বাহু উপরে তুলিয়া নিজের ভ্রাতাকে স্মরণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৪১।

ভীমসেনাদি সকল ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সুভদ্রাদেবীর সেই অবস্থার কথা শুনিয়া অন্তঃপুর মধ্যেও রোদনের মহাশব্দ উত্থিত হইল। ৪২-৪৩

পুত্রহীনা বৃদ্ধা রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তপস্বিনী গান্ধারীদেবীর সেই ভাবে মৃত হইবার সংবাদ শ্রবণ করত সকল বান্ধব বারংবার শোক করিতে লাগিল। ৪৪

হে ভারত! মুহূর্তকাল পরে যখন সেই রোদনশব্দ বন্ধ হইল, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বৈয়াসকিকে নিজের অগ্রগমন করিয়া নারদকে এই কথা বলিলেন। ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত নারদাগমনপর্বে দাবাগ্নিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রাদির দাহবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ব্যাসদেব সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং লৌকিকাগ্নিনা দাহসমাচারং বদতো যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ, পাণ্ডবানাং রোদনবর্ণনঞ্চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তথা মহাত্মনস্তস্য তপস্যুগ্রে চ বর্ত্ততঃ।
অনাথবদ্যথা নিধনং ত্রিষ্টংবাস্মাসু বন্ধুষু ॥ ১
দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্ব্রহ্মন্ পুরুষাণাং মতির্যথা
যত্র বৈচিত্রবীর্য্যোঽসৌ দগ্ধ এবং বনাগ্নিনা ॥ ২
যদা পুত্রশতং শ্রীমদতরদ্ বাহুশালিনঃ।
নাগায়ুতবলো রাজা স দগ্ধো হি দবাগ্নিনা ॥ ৩
যং পুত্রা পর্য্যপীড়ন্ত তালমূলৈর্বরস্ত্রিয়ঃ।
তং পুত্রাঃ পর্য্যপীড়ন্ত দাবাগ্নিপরিতাপিতম্ ॥৪
সূত-মাগধসঙ্ঘৈশ্চ যশসা যঃ প্রবোধ্যতে।
বরণ্যাং স কথং শেতে শাপদা ইব কর্ষতি: ॥ ৫
ন চ শোচামি গান্ধারীং হতপুত্রাং যশস্বিনীম্।
পতিলোকমনুপ্রাপ্তাং তথা ভর্ত্তব্রতে স্থিতাম্ ॥৬
পৃথায়াশ্চ ন শোচামি যা পুত্রৈরর্ব্বাঙ্মুখিবৎ
উৎসৃজ্য সুমহদ্ রাজ্যং বনবাসমরোচয়ৎ ॥ ৭
ধিগ্ রাজ্যমিদমস্মাকং ধিক্ বলং ধিক্পরাক্রমম্
ক্ষত্রধর্ম্মঞ্চ ধিগ্ যত্র মাতা জীবামহে বয়ম ॥ ৮
সুসুক্ষা কিল কালস্য গতির্বিজ্ঞবরোত্তম
যৎ সমুৎসৃজ্য রাজ্যং সা বনবাসমরোচয়ৎ ॥৯
যুধিষ্ঠিরস্য জননী ভীমস্য বিজয়স্য চ
অনাথবৎ কথং ব্রহ্মা ইতি মুহ্যামি চিন্তয়ন্ ॥ ১০
বৃথা সন্তর্পিতো বহ্নিঃ খাণ্ডবে সব্যসাচিনা।
উপকারমজানন্ স কৃতঘ্ন ইতি মে মতিঃ ॥ ১১
যত্রাদদৎ স ভগবান্ মাতরঃ সব্যসাচিনঃ
কৃষ্ণা যো ব্রাহ্মণচ্ছদ্ম ভিক্ষার্থী সমুপাগতঃ ॥ ১২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্রাদির লৌকিক অগ্নিতে দগ্ধ হইবার কথা বলিতে বলিতে বিলাপ এবং অন্য পাণ্ডবগণের রোদনবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আমাদের ন্যায় বন্ধু-বান্ধবগণ বর্ত্তমানেও কঠোর তপস্যায় নিরত মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের অনাথের ন্যায় মৃত্যু হইল, ইহা কিরূপ দুঃখজনক ঘটনা। ১

ব্রহ্মন্! আমার মতে মনুষ্যের গতি যথাযথভাবে জানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; যেহেতু, বিচিত্রবীর্য্যপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে দাবানলে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইল। ২

যে বাহুবলশালী নরপতির শত পুত্র ছিল, যিনি স্বয়ংও দশ হাজার হস্তিতুল্য বলবান্, তিনিই দাবানলে দগ্ধ হইয়া যাইলেন, ইহা কিরূপ বেদনাদায়ক! ৩

পূর্ব্বে সুন্দরী স্ত্রীগণ যাঁহাকে সর্ব্ববিদ্ বিদ্বান্ভাবিয়া তালপাখার ব্যজন করিত, তিনি দাবানলে দগ্ধ হইয়া যাইলে পর শকুনিরা নিজেদের পক্ষ ব্যজন করিতে লাগিল। ৪

যিনি বহুমূল্য শয্যায় শয়ন করেন এবং যাঁহাকে সূত ও মাগধগণ মধুর স্তোত্রের দ্বারা জাগাইয়া থাকেন, সে-ই মহারাজ আমার তাত পাপীর কর্ষণমুখের দ্বারা পৃথিবীতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ৫

পুত্রহীনা যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর জন্য আমার সেরূপ শোক হইতেছে না, কারণ, তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করিতেছিলেন, অতএব তিনি পতিলোকে গমন করিয়াছেন। ৬

আমি তা' অপেক্ষা কুন্তীদেবীর জন্যই অধিক শোক করিতেছি, যিনি পুত্রগণের সমৃদ্ধিশালী ও অতিশয় সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করাই শ্রেয় (পছন্দ) করিয়াছিলেন। ৭

আমাদের এই রাজ্যে ধিক্, বল ও পরাক্রমকেও ধিক্ এবং এই ক্ষত্রিয়-ধর্মকেও ধিক্। যেহেতু আজ আমরা মৃততুল্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি। ৮

বিপ্রবর! কালের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মাতা কুন্তীদেবী রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসেই অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুনের মাতা হইয়া অনাথার ন্যায় কিভাবে মৃত্যু হইলেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমি মোহিত হইয়া পড়িতেছি। ৯-১০

সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডববনে যে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়া যাইল। তিনি সেই উপকারকে স্মরণ না রাখায় কৃতঘ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন—ইহাই আমার ধারণা। ১১

যিনি একদিন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া অর্জুনের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ অগ্নিদেব অর্জুনের মাতাকে মৃত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। অগ্নিদেবকে ধিক্, অর্জুনের যে মুখমুক্ত সত্যপ্রতিজ্ঞা, তাহাকেও ধিক্। ১২

বিগাহ্য বিদ্বৃ চ পার্থস্য বিক্রান্তাং সত্যসঙ্গতাম্
ইদং কষ্টতরং চাদ্য ভগবন্ প্রতিভাতি মে ॥ ১৩
যুধাগ্নিনা সমাযোগো যদ্বৃৎ পৃথিবীপতেঃ।
তথা তপস্বিনস্তস্য রাজর্ষেঃ কৌরবস্য হ ॥ ১৪
কথমেবংবিধো মৃত্যুঃ প্রশান্ত পৃথিবীবিদাম্
বিশেষতঃ মন্ত্রপূতেষু তস্যাগ্নিষু মহাবনে ॥ ১৫
যুধাগ্নিনা সমাযুক্তো নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ পিতা মম
মন্যে পৃথা বেপমানা কৃপা ধমনিসন্ততা ॥ ১৬
হা তাত! ধর্মরাজেতি সমাক্রন্দন্মহাস্বরে
ভীম পর্য্যাপ্তুহি তস্যাগ্নিমিতি বৈয়াসিরব্রবীৎ ॥

সমস্তঃ পরীক্ষিন্তা মাতাকুন্তে মহারথি।
সহদেবঃ প্রিয়তমস্যা পুত্রেভ্যোঽধিক এব হ ॥
ন চৈনাং মোক্ষয়ামাস ধীরো মাদ্রবতীসুতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ভরতাঃ সর্বে সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ॥ ১৯
পাণ্ডবাঃ পঞ্চ দুঃখার্তা তূষ্ণীমাসন্ যুগক্ষয়ে।
তেষাং তু পুরুষেন্দ্রাণাং ক্রন্দতাং রুদিতস্বনঃ ॥ ২০
প্রাসাদাভোগসংরুদ্ধো অম্বরৌৎসীৎ স রোদসী ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্রমবাসিকে পর্বণি নারদাগমনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

ভগবন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে বৃথা (লৌকিক) অগ্নির সংযোগ প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা দ্বিতীয় অত্যন্ত কষ্টদায়ক দুর্ঘটনা বলিয়া আমার মনে হইতেছে ॥ ১৩½

যিনি পূর্বে এই পৃথিবীতে শাসন করিয়া শত্রুদের এরূপ ভয়ঙ্কর দমন করিয়াছিলেন, কুরুবংশীয় রাজর্ষির এইভাবে মৃত্যু কিরূপে ঘটিল? ১৪½

হায়, সেই মহাবনে মন্ত্রপূত পবিত্র অগ্নিসকল থাকিতেও আমার জ্যেষ্ঠতাত লৌকিক অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া কেন মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন? ১৫½

আমি মনে করি যে, অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যাওয়ায় যাঁহার শীর্ণে বিস্তৃত নাড়ীসকল স্পষ্ট দেখা যাইত, সেই আমার মাতা ভীতেরী অগ্নির মহাভয় উপস্থিত হইলে 'হা তাত! হা ধর্মরাজ! হা কথা বলিয়া তাতস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন ॥ ১৬½

'ভীমসেন! এই তাত হইতে আমাকে রক্ষা কর' এই কথা বলিয়া চারিদিকে চীৎকার করিতে করিতে আমার মাতা কথা পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই অবস্থায় দাবাগ্নি আসিয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৭½

সহদেব আমার মাতার নিজের সকল পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল; কিন্তু সেই বীর মাদ্রীপুত্রও মাতাকে সেই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারিল না ॥ ১৮½

ইহা শ্রবণ করত সমস্ত পাণ্ডবগণ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যেরূপ প্রলয়কালে পঞ্চভূত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সেই সময় পঞ্চ পাণ্ডব দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৯½

সেখানে যোদ্ধশ্রেষ্ঠ সেই পুরুষত্রয় পাণ্ডবগণের রোদন-ধ্বনি প্রাসাদসমূহের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ায় তাহা একসঙ্গে আকাশ ও ভূতলকে পরিব্যাপ্ত করিল ॥ ২০-২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত পুত্রদর্শনপর্বে যুধিষ্ঠিরের বিলাপবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীদেবী ও অন্যান্য বান্ধবদিগের গঙ্গায় নিক্ষেপ; তাঁহাদের শ্রাদ্ধকর্ম সমাপন।]

নারদ উবাচ।

নাসৌ বৃথাগ্নিনা দগ্ধো যথা তত্র শ্রুতং ময়া।
বৈচিত্রবীর্য্যো নৃপতিস্তং তে বক্ষ্যামি সুব্রত ॥১
বনং প্রবিশতাসেন বাহুভ্যেন ধীমতা
অগ্নয়ঃ কারয়িত্বেষ্টিমুৎসৃষ্টা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥২
যাজকাস্তু ততস্তস্য জানন্তীর্হৃদিনে বহ্নে।
সমুৎসৃজ্য যথাকামং জগ্মুর্ত্তরসন্তব ॥ ৩
স বিবৃক্ষস্তদা বহ্নির্বনে তস্মিন্নকৃৎ ক্ষিপ।
তেন তদ্ বনমাদীপ্তমিতি তে তাপসাব্রুবন্ ॥ ৪
স রাজা ভাগীরথীতীরে যথা তে কথিতং ময়া।
তেনাগ্নিনা সমাযুক্তঃ স্বেনৈব ভরতর্ষভ ॥ ৫
এবমাবেদয়ামাসুর্মুনয়স্তে সমাগম।
যে তে ভাগীরথীতীরে মৃতা দৃষ্টা যুধিষ্ঠির ॥ ৬
এবং স্বেনাগ্নিনা রাজা সমাযুক্তো মহীপতে
মা শোচিষ্ঠাস্তং নৃপতিং গতঃ স পরমাং গতিম্ ॥ ৭
গুরুশুশ্রূষয়া চৈব জননী তে জনাধিপ।
প্রাপ্তা সুমহতীং সিদ্ধিমিতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
কর্ত্তুমর্হসি রাজেন্দ্র তেষাং তূদকক্রিয়াম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈরেতদত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পৃথিবীপালঃ পাণ্ডবানাং ধুরন্ধরঃ
নির্যযৌ সহ সোদর্য্যঃ সদারশ্চ নরর্ষভঃ ॥ ১০
পৌরজানপদাশ্চৈব রাজভক্তিপুরস্কৃতাঃ।
গঙ্গাং প্রত্যুদ্যযুস্তস্যো বাসসৈকেন সংবৃতাঃ ॥ ১১
ততোঽবগাহ্য সলিলে সর্বে তে নরপুঙ্গবাঃ।
তূদুৎসৃজ্য ব্রতং কৃত্বা দদুস্তোয়ং মহাবনে ॥ ১২
গান্ধার্য্যাশ্চ পৃথালাশ্চ বিবিধবাসগোত্রজঃ।
শৌচং নির্বর্ত্তয়ন্তস্তে তত্রোদুর্নগরাদ্ বহিঃ ॥ ১৩

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর অস্থিসমূহ গঙ্গায় নিক্ষেপ এবং তাঁহাদের শ্রাদ্ধকর্ম সমাপন।]

নারদ বলিলেন,—উত্তমব্রতপালনকারী নরেশ! বিচিত্রবীর্য্য-কুমার রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দাহ বৃথা (লৌকিক) অগ্নিতে হয় নাই। এ বিষয়ে আমি যেরূপ যে যেরূপ শুনিয়াছি, তৎসমস্তই তোমাকে বলিব ॥ ১

আমরা শুনিয়াছি, বাহুভক্ষী সেই বুদ্ধিমান্ রাজা যখন বন বনে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেইসময় সে যাজকগণের দ্বারা ইষ্টিকর্ম করাইয়া তিন অগ্নিকে সেখানে ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর তাঁহার সেই তিন অগ্নিকে সেই নির্জ্জন বন ত্যাগ করিয়া তাঁহার যাজকগণ ইচ্ছানুসারে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩

সেই অগ্নিই বর্দ্ধিত হইয়া সেই বনে বিস্তৃত হইয়া যাইল এবং এই অগ্নিই সম্পূর্ণ বনকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল—এই কথা আমাকে সেই স্থানবাসী তাপসগণ বলিয়াছিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার তীরে, যেরূপ আমি তোমাকে বলিয়াছি, সেইভাবে নিজেরই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন ॥ ৫

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! গঙ্গার তীরে আমি যাঁহাদের দর্শন করিয়াছিলাম, সেই মুনিগণই আমাকে এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ৬

কুরুকুলে! এইভাবে সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজেরই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছেন, অতএব তুমি সেই নরপতির জন্য শোক করিও না। সে উত্তম গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৭

জনমেজয়! তোমার মাতা কুন্তীদেবী গুরুজনসেবার প্রভাবে অত্যুত্তম সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৮

রাজেন্দ্র! এখন নিজের সকল বান্ধবগণের সহিত যাইয়া তুমি তাঁহাদের জন্য ঔদকক্রিয়া—তর্পণকার্য্য সম্পন্ন কর। বর্ত্তমানে এস্থলে এই কর্ত্তব্যই পালন করা উচিত ॥ ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নারদের কথা শুনিবার পর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতি নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজের ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১০

তাঁহার সহিত রাজভক্তিপরায়ণ পুরবাসী এবং জনপদবাসীরাও ছিলেন। তাঁহারা সকলে এক বস্ত্র ধারণ করিয়া গঙ্গার সমীপে গমন করিলেন ॥ ১১

সেই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ গঙ্গার জলে স্নান করত মুহূর্ত্তকে অগ্রে করিয়া মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন ॥ ১২

তাহার পর বিধি অনুসারে নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর উদ্দেশেও তাঁহারা জলাঞ্জলি দান করিলেন। তাহার পর শৌচসম্পাদন বা অশৌচনিবৃত্তির জন্য

প্রেষয়ামাস স নরান্ বিধিজ্ঞানাপ্তকারিণঃ।
গঙ্গাদ্বারং নরশ্রেষ্ঠো যত্র দক্ষোঽজবদ্ভবঃ ॥ ১৪
তত্রৈব তেষাং কৃত্যানি গঙ্গাদ্বারেঽথশাৎ তদা।
কর্ত্তব্যানীতি পুরুষান্ দক্ষদেশাধিপঃ ॥১৫
দ্বাদশেঽহনি তেভ্যঃ স কৃতশৌচো নরাধিপঃ।
দদৌ শ্রাদ্ধানি বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
ধৃতরাষ্ট্রং সমুদ্দিশ্য দদৌ স পৃথিবীপতিঃ।
সুবর্ণং রজতং গাশ্চ শয্যাশ্চ সুমহাধনাঃ ॥ ১৭
গান্ধার্য্যাশ্চৈব তেজস্বী পৃথাংশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
সন্তীর্য্য নামনী রাজা দদৌ দানমনুত্তমম্ ॥ ১৮
যো যদিচ্ছতি যাবচ্চ তাবৎ স লভতে নরঃ।
নরবং ভোজনং যানং মণিরত্নধনং বসু ॥ ১৯
যানযাচ্ছাদনং ভোগান্ দাসীশ্চ সকলত্রকাঃ
দদৌ রাজা সমুদ্দিশ্য তয়োর্মাত্রোর্মহীপতিঃ ॥ ২০
ততঃ স পৃথিবীপালো দত্ত্বা শ্রাদ্ধান্যনেকশঃ।
প্রবিবেশ পুরং রাজা নগরং বারণাহ্বয়ম্ ॥ ২১

তে তাপি রাজবচনাৎ পুরুষা যে গতাভবন্।
সন্তত্য তেষাং ভূত্যানি পুনঃ প্রত্যাগমংস্ততঃ ॥ ২২
মাল্যৈর্গন্ধৈশ্চ বিবিধৈরর্চয়িত্বা যথাবিধি।
ভূত্যানি তেষাং সংযোজ্য তদাঽঽখ্যুর্মহীপতেঃ ॥ ২৩
সমাশ্বাস্য তু রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
নারদোঽপ্যসমদ্ রাজন্ পরমর্ষির্যথেপ্সিতম্ ॥ ২৪
এবং ধর্ম্যাণ্যতীতানি ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
বনবাসে তথা ত্রীণি নগরে দশ পঞ্চ চ ॥ ২৫
হতপুত্রস্য সংগ্রামে দানানি দদতঃ সদা
জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-মিত্রাণাং ভ্রাতৃণাং স্বজনস্য চ ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরস্তু নৃপতির্নাতিপ্রীতমনাস্তদা।
বাসয়ামাস তদ্ রাজ্যে নিহতজ্ঞাতি-বান্ধবঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্রমবাসিকে পর্বণি নারদাগমনপর্বণি শ্রাদ্ধদানে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

আশ্রমবাসিকপর্ব সম্পূর্ণ ॥

প্রবেশ করিতে করিতে তাঁহারা নগরের বাহিরেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বসু হইয়াছিলেন, সেই স্থানে ও হরিদ্বারে বিধি-বিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্বাসপাত্র মনুষ্যগণকে প্রেরণ করিলেন এবং সেখানেই তাঁহাদের শ্রাদ্ধকর্ম করিবার আজ্ঞা দিলেন। তারপর সেই কৃপাল যুধিষ্ঠির সেই পুরুষগণকে স্থানে প্রদান করিবার যোগ্য নানাপ্রকার বস্তুত সমর্পণ করিলেন ॥ ১৪-১৫

শৌচসম্পাদনের জন্য কয়েক রাত্রি যাপন করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিনে (দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিয়া ত্রয়োদশ দিনে) ধৃতরাষ্ট্রাদির উদ্দেশে বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাদান করিলেন ॥ ১৬

তেজস্বী রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ তাঁহাদের নাম লইয়া স্বর্ণ, রৌপ্য, গো এবং বহুমূল্য শয্যা প্রদান করিলেন এবং উত্তম বস্তুত দান করিলেন ॥ ১৭-১৮

সেই সময় যে মানুষ যে বস্তু যত পরিমাণে গ্রহণ করিবার মনস্থ করিয়াছিল, সেই বস্তু তাহার তত পরিমাণই লাভ করিয়াছিল। রাজা যুধিষ্ঠির নিজের দুই মাতার উদ্দেশে শয্যা, ভাজন, যান, মণি, রত্ন, ধন, বাহন, বস্ত্র, নানাপ্রকার ভোগ এবং দাস-দাসীগণের সহিত ভোগ্য বস্তুসমূহ দান করিলেন ॥ ১৯-২০

এইভাবে অনেকবার শ্রাদ্ধের দান প্রদান করত কৃপতি রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১

যে সব মানুষ রাজার আজ্ঞায় হরিদ্বারে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর অস্থিসমূহ সকল করিয়া সেখান হইতে পুনরায় গঙ্গার তীরে যাইলেন। তারপর নানাবিধ মাল্য ও চন্দনের দ্বারা বিধিপূর্বক তাঁহাদের পূজা করিলেন। পূজা করিবার পর সেই সব সঞ্চিত অস্থিরাশিকে গঙ্গায় প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তদনন্তর হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহারা এই সমস্ত সংবাদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ২২-২৩

রাজন্! তাহার পর দেবর্ষি নারদ ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান করত অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৪

এইরূপে যাঁহার পুত্রগণ রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিলেন, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের জ্ঞাতি, সম্বন্ধী মিত্র, বন্ধু ও স্বজনগণের নিমিত্ত সদা দান করিতে করিতে (যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর) পনের বৎসর হস্তিনাপুর নগরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তিন বৎসর বনে তপস্যা করিয়া ব্যতীত করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৬

যাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই রাজা যুধিষ্ঠির মনে অধিক প্রসন্নতা না থাকিলেও কোনভাবে রাজ্যভার বহন করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বান্তর্গত নারদাগমনপর্বে শ্রাদ্ধদানবিষয়ক একোন চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

আশ্রমবাসিকপর্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্ব্ব

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

সূচীপত্র

শ্রীমহাভারত

॥ আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ॥

[আশ্রমবাসপর্ব্ব]

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১।	ব্রাহ্মণগণের সহিত যুধিষ্ঠির এবং কুন্তী প্রভৃতি কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা।	
	পাণ্ডবগণের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনুকূল আচরণ।	৮১১৯
	রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর সহিত বনে যাইবার উদ্যোগ, যুধিষ্ঠিরকে অনুমতিদানের জন্য অনুরোধ এবং যুধিষ্ঠির ও কুন্তীদেবীর তাঁহাকে বুঝানো।	
	ব্যাসদেবের আদেশে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে বনে যাইবার অনুমতি প্রদান।	৮১৩১
	ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির উপদেশদান।	৮১৪১
	ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক রাজনীতির উপদেশ।	
	যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের রাজনীতির উপদেশ।	
৮।	ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন প্রসঙ্গের প্রজাগণের নিকট বনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা।	
	প্রজাগণের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের কথা প্রার্থনা।	
	প্রজাগণের পক্ষ হইতে পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনাপূর্ণ উত্তরদান	৮১৫৩
	ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিদুরের নিকট হইতে শ্রাদ্ধের জন্য ধন প্রার্থনা, ইহাতে অর্জুনের সম্মতি কিন্তু ভীমসেনের বিরোধিতা।	৮১৫৬
	অর্জুনকর্ত্তৃক ভীমসেনকে প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্রকে যথেষ্ট ধনদানে উদ্যোগিতা।	৮১৫৮
	বিদুরকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে যুধিষ্ঠিরের ঔদার্য্যপূর্ণ উত্তরকথন।	৮১৬০
	রাজা ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুদ্ধে হত ব্যক্তিগণের জন্য শ্রাদ্ধ ও বিশাল দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান।	৮১৬১
	গান্ধারী সহ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন বর্ণনা।	৮১৬৩
	ধৃতরাষ্ট্রের কথায় পুরবাসিগণের প্রত্যাবর্ত্তন এবং পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুসৃতা হইয়াও কুন্তীদেবীর বনগমন হইতে অনিবৃত্তি।	৮১৬৫
	কুন্তীদেবীর পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের অনুষ্ঠাতব্যের উপদেশদান।	৮১৬৮
	শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন, কুন্তীসহ গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রাদির পশ্চিমদেশে গঙ্গাতীরে নিবাস।	
	ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির গঙ্গাতীরে বাস করিয়া সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন এবং শতযূপের আশ্রমে নিবাসকরণ।	
	নারদকর্ত্তৃক প্রাচীন রাজর্ষিগণের তপঃসিদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের তপস্যাসিদ্ধিরূপ উপদেশ দর্শন এবং শতযূপের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রাণ সহিত্ব দর্শন	৮২১০
	ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির জন্য পাণ্ডবগণ ও পুরবাসিগণের চিন্তা	৮২১৭
	যাত্রার জন্য পাণ্ডবগণের চিন্তা, যুধিষ্ঠিরের বনগমনের ইচ্ছা, সহদেব ও দ্রৌপদীর বনে যাইবার উৎসাহ এবং স্বজনগণ ও সৈন্যসকল সহ যুধিষ্ঠিরের বনে গমন।	৮২১৮
	সৈন্যসহ পাণ্ডবগণের যাত্রা এবং তাঁহাদের কুরুক্ষেত্রে উপস্থিতি।	
	পাণ্ডব ও পুরবাসিগণকর্ত্তৃক কুন্তী, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের দর্শন।	
	নারদকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট পাণ্ডবগণ তাঁহাদের পত্নীগণের ও অন্যান্য স্ত্রীলিঙ্গের পরিচয় প্রদান।	৮২৮৪
	ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন এবং যুধিষ্ঠিরের দেহে বিদুরের প্রবেশ।	৮২৮৭
	যুধিষ্ঠিরাদির ঋষিগণের আশ্রমদর্শন ; তাহার পর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া উপবেশন এবং তাঁহাদের সকলের সমীপে ঋষিগণসহ মহর্ষি বেদব্যাসের আগমন।	৮২৯০

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	ধৃতরাষ্ট্রের কুশলজিজ্ঞাসাকারী মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের পরিচয়দান। প্রতিপাদন এবং তাঁহার নিকট হইতে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিবার উপদেশ।	৮ ১২
	মৃত বান্ধবগণের শোকে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখপ্রাপ্তি এবং গান্ধারীসহিত কুন্তীদেবী কর্তৃক ব্যাসদেবের নিকট মৃত পুত্রাদিগণকে দর্শন করাইবার জন্য অনুরোধ।	৮১২৪
	কুন্তীদেবীকৃত স্বর্গের অন্বেষণ ও তদ্বাহক দর্শন এবং ব্যাসদেবের তাঁহাকে সান্ত্বনাদান।	
	ব্যাসদেবকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির পূর্বজন্মের পরিচয় কথন এবং তাঁহার কথায় সকলের গঙ্গা-তীরে গমন।	
	ব্যাসদেবের প্রভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত কৌরব-পাণ্ডবযোদ্ধগণের গঙ্গাজল হইতে আবির্ভাব।	
	পরলোক হইতে আগত ব্যক্তিগণের রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলন এবং রাত্রি-শেষে অদৃশ্য হইয়া গমন, ব্যাসদেবের আজ্ঞায়	

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	বিবিধ ভঙ্গির রমণীগণের গঙ্গাজলে প্রবেশ করত নিজ নিজ পতিলোকে গমন এবং এই পর্বের শ্রবণ-মহিমা।	৮০০৪
	মৃত পুত্রগণের নিজ নিজ পূর্বদেহেই এ সংসারে পুনরায় দর্শনদান কিরূপ সম্ভব—জনমেজয়ের এই শঙ্কা বৈশম্পায়ন কর্তৃক সমাধান।	৮০০৭
	ব্যাসদেবের কৃপায় জনমেজয়ের নিজ পিতার দর্শনলাভ	৮০০৮
৩৬।	ব্যাসদেবের আজ্ঞায় ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক পাণ্ডবগণকে গমনের অনুমতিদান এবং পাণ্ডবগণের সসৈন্যে হস্তিনাপুরে আগমন।	৮০১০
	নারদের নিকট হইতে ধৃতরাষ্ট্রাদির দাবানলে দগ্ধ হইবার সংবাদ জানিয়া যুধিষ্ঠিরাদির শোক।	৮০১৪
	নারদের সম্মুখে যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্রাদির লৌকিক অগ্নিতে দগ্ধ হইবার কথা বলিতে বলিতে বিলাপ এবং অন্য পাণ্ডবগণেরও রোদনবর্ণন।	৮০১৯
	তাঁহা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর অস্থিসমূহ গঙ্গায় নিক্ষেপ এবং তাঁহাদের শ্রাদ্ধকর্মসমাপন।	৮০২১

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মূলাধার পদ্মে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন, গুরু মুখে যাহার তত্ত্ব সাধক লাভ করেন, সেই মোক্ষদায়িনী নিত্যাশক্তি, বিদ্যাতত্ত্ব নামে অভিহিত হন। ইনি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিনী প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি মহামায়া। ইনি বিদ্যা-অবিদ্যা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্যারূপে মোক্ষদায়িনী, অবিদ্যারূপে সংসার বন্ধের হেতু ভূতা। ইনি মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব রূপে জ্ঞান শক্তি, অহং তত্ত্বরূপে ইচ্ছাশক্তি একাদশ ইন্দ্রিয় তত্ত্বরূপে ক্রিয়াশক্তি।

ইনি কামকলা—সাধক ভেদে কালী, তারা, ত্রিপুরা গৌরী। ইনি অবস্থা ভেদে প্রণবস্বরূপা, ব্যোম স্বরূপা, ত্রিগুণা, ত্রিঘোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী ত্রিলোকী, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিবেদা ও মহাকুণ্ডলিনী—পরমব্রহ্মস্বরূপা মহাত্রিপুরা সুন্দরী। ইনি জীব দেহে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত জাত মনঃ, বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণাত্মিকা সূক্ষ্মশরীরূপা। ইহাই বিদ্যাতত্ত্ব।

—•—

(২)

সতীগণের পাদপদ্মের ধূলিতে পৃথিবী সদ্য পবিত্রা হন, মানব পতিব্রতাকে প্রণাম ক'রে পাতক হ'তে মুক্ত হয়। মা! সংসারে সেই মাতা ধন্যা সেই পিতা ধন্য এবং সেই ভাগ্যবান্ পতি ধন্য—যাঁর গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী বিরাজ করেন। রাম রাম সীতারাম, পতিব্রতা স্ত্রীর পুণ্যে তাঁর পিতা, মাতা ও পতি এই তিন কুলের তিনি তিন পুরুষ স্বর্গলোকে গিয়ে সুখভোগ ক'রে থাকেন, রাম রাম সীতারাম।

—•—

Regd. No. WB/NC-57

ASWIN
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—88
Sep.—Oct. 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শিষ্য যদি গুরুর আজ্ঞায় অসংখ্যের সুরাপান করে, সে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না—ইহা বেদেও উল্লিখিত হইয়াছে। গুরুদেব যদি তদ্বিরুদ্ধ কথাও বলেন মহাকুন্তের বাক্যের ন্যায় তাহাও বেদসম্মত।

গুরুর আজ্ঞা নির্বিচারে পালনকারী শিষ্য অনায়াসে গুরু কৃপা-লাভে সমর্থ হয়। গুরু অন্য শিষ্যগণ অপেক্ষা তাহাকে অধিক স্নেহ করেন।

)

রাম রাম সীতারাম, তপস্বিসমূহের নিখিল তপস্যা, ব্রতকারী-গণের ব্রতের সম্পূর্ণ ফল এবং দাতাদিগের দানের সমুদয় ফল মিলিত হ'য়ে যত হয়—সে সমস্ত পতিব্রতা দেবীগণে ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে, রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ, ভগবান শিব, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সম্পূর্ণ দেবতা আর মহর্ষিগণও পতিব্রতাগণকে সতত ভয় করেন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

1 SEP 1976

রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ভব্লউ. ডি. রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিলতা প্রেস, মহাবিদ্যা ঘর, পি. ভব্লউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

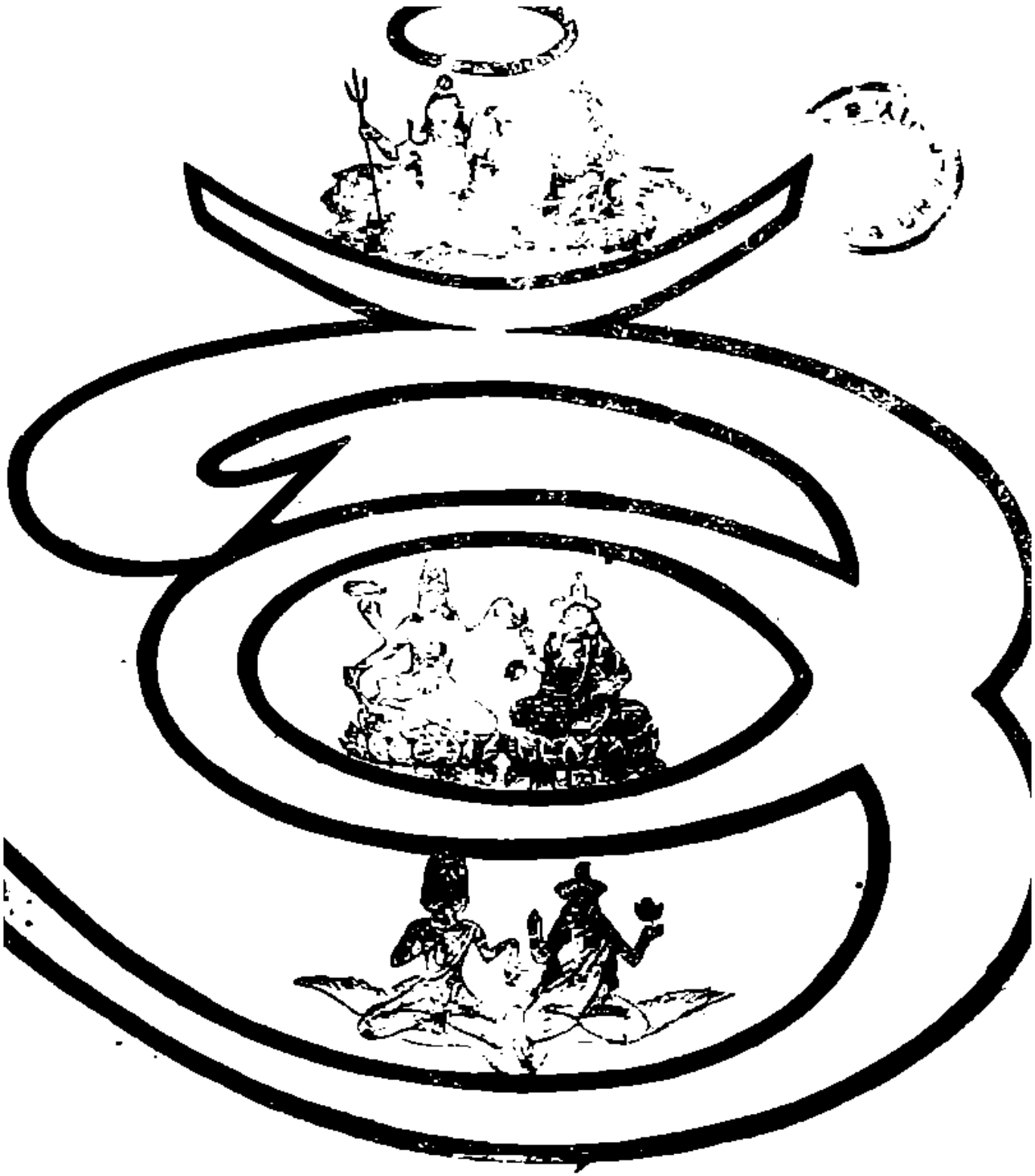

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

যিনি সর্ব্বভূতে (উত্তমে) দ্বেষশূন্য, (সমানে) মৈত্র ও (হীনে) কৃপাপূ, এবং 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিনিবেশশূন্য, নিরহঙ্কার, অন্যের সুখে ও দুঃখে সুখী ও দুঃখী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতমনা, মদ্ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি স্বয়ংও লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি (স্বাভাবিক) হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ এইগুলি হইতে মুক্ত—তিনি আমার প্রিয়। সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম, শৌচসম্পন্ন, অনলস পক্ষপাতশূন্য, চিত্তক্লেশবিহীন, এবং সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। যিনি (প্রিয় বস্তুলাভেও হৃষ্ট হন না (অপ্রিয় বস্তুতেও) বিদ্বেষ করেন না, (ইষ্ট নাশেও) দুঃখিত হন না, অপ্রাপ্ত (প্রিয় বস্তুও) আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং পুণ্যপাপত্যাগী এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে, মানে ও অপমানে, শীতে ও গ্রীষ্মে, সুখ ও দুঃখে সমান, আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসায় সমান, মৌনী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত ঈদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। এইগুলি জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ।

১৪শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৮২। [পঞ্চমসংখ্যা — ঊত্থানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্-

মহাভারতম্

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস-শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মহামান্য সরকারএমত্রোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

মূল-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সঙ্ঘরাজ্য)

মূল-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্., এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহাবিলন মঠ, ৭.৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪ (ফোন : ৪৮-২৭০১)
সিটি অফিস :—৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪-৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন: প:; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৩-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

(মৌসলপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্যাশুভলক্ষণসমূহদর্শনম্ যাদবানাং মৃত্যু-সন্দেশশ্রবণম্, দ্বারকায়াস্তেষাং শাপেন সাম্বসোদরাশু-মলসোৎপত্তিঃ, মদ্যপানস্য কঠোরনিষেধাজ্ঞাশ্চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ষট্ত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১

ববুর্বাতাশ্চ নির্ঘাতা রুক্ষাঃ শর্করবর্ষিণঃ।
অপসব্যানি শকুনা মণ্ডলানি প্রচক্রিরে॥ ২

প্রত্যগৃহন্মহানদ্যো দিশো নীহারসংবৃতাঃ।
উল্কাশ্চাঙ্গারবর্ষিণ্যঃ প্রাপতন্ গগনাদ্ ভুবি॥ ৩

আদিত্যো রুজয়া রাজন্ সমবচ্ছন্নমণ্ডলঃ।
বিরশ্মিরুদয়ে নিত্যং কবন্ধৈঃ সমদৃশ্যত॥ ৪

পরিবেষাশ্চ দৃশ্যন্তে দারুণাশ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
ত্রিবর্ণিঃ ক্ষামরুক্ষাস্তাস্তথা তস্মারুণপ্রভাঃ॥ ৫

এতে চান্যে চ বহব উৎপাতা ভয়শংসিনঃ।
দৃশ্যন্তে বহবো রাজন্ হৃদয়োদ্বেগকারকাঃ॥ ৬

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ততাব বৃষ্ণিচক্রস্য মৌসলে কদনং কৃতম্॥ ৭

বিমুক্তং বাসুদেবঞ্চ জ্ঞাত্বা রামঞ্চ পাণ্ডবঃ।
সমানীয়াব্রবীদ্ ভ্রাতৃন্ কিং করিষ্যাম ইত্যুত॥ ৮

পরস্পরং সমাপাদ্য ব্রহ্মদণ্ডবলাৎ কৃতান্।
বৃষ্ণীন্ বিনষ্টাংস্তে শ্রুত্বা বাধিতাঃ পাণ্ডবাভবন্॥ ৯
নিধনং বাসুদেবস্য সমুদ্রস্যেব শোষণম্
ধীরা ন শ্রদ্দধুস্তস্য বিনাশং শার্ঙ্গধন্বনঃ॥১০

মৌসলং তে সমাশ্রিত্য দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
বিষণ্ণা হতসঙ্কল্পাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্॥ ১১

জনমেজয় উবাচ।

কথং বিনষ্টা ভগবন্নকা বৃষ্ণিভিঃ সহ।
পশ্যতো বাসুদেবস্য ভোজাশ্চৈব মহারথাঃ॥ ১২

মুসলপর্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের অশুভ লক্ষণসমূহ দর্শন, যাদবগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ, দ্বারকার ঋষিগণের অভিশাপে সাম্বের উদর হইতে মুসলের উৎপত্তি এবং মদ্যপানের কঠোর নিষেধ আদেশ।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (তাঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার নিত্য লীলার সহায়িকা) দেবী ভগবতী দুর্গা, (তাঁহার লীলা প্রকাশকারিণী) ভগবতী সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলা মঙ্গলকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়গ্রন্থ মহাভারত পাঠ করিতে হয়।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ষট্ত্রিংশ (ছত্রিশ) বৎসর উপস্থিত হইলে কুরুবংশজাত যুধিষ্ঠির নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। ১

নির্ঘাতজনক, রুক্ষ ও শিলাবর্ষী বাতাস বহিতে লাগিল এবং পক্ষিগুলি বামক্রমে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ২

মহানদীসমূহ বালুকারাশিতে অন্তঃসলিলা হইয়া বহিতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল ধূম্রবর্ণাচ্ছন্ন হইল এবং উল্কাসমূহ অঙ্গারবর্ষণ করিতে করিতে আকাশ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ৩

হে রাজন্! কেবল ইহাই নহে, সূর্য্যমণ্ডল ধূলিতে আবৃত হইয়া উঠিল। উদয়কালে সূর্য্য তেজোহীন নির্বীর্য্যের ন্যায় কিরণ-জাল বিস্তারে অসমর্থ এবং তাঁহার মণ্ডল বহু মুণ্ডহীন কবন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৪

প্রভাত চন্দ্র ও সূর্য্যের ভীষণ পরিধি দৃষ্টিগোচর হইত। উহার প্রান্তভাগ শ্যাম ও রুক্ষ রূপের সমষ্টি, মধ্যভাগে ভস্মের ন্যায় ধূসরবর্ণ এবং অন্তস্থলের প্রান্তভাগের প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় কান্তি দৃষ্টিগোচর হইল। ৫

হে রাজন্! এই সব এবং হৃদয়ের উদ্বেগজনক আরও বহুবিধ ভয়সূচক উৎপাত দেখা যাইতে লাগিল। ৬

ইহার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কুরুপতি যুধিষ্ঠির লোক-পরম্পরায় শুনিলেন যে, মুসল উৎপত্তির মাধ্যমে বৃষ্ণিবংশধরগণ পরস্পর কলহে লিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ৭

এমন কি সেই বিপদ হইতে কৃষ্ণ ও বলরাম পর্য্যন্ত উদ্ধার পান নাই—ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির অপর ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ চাহিলেন—এখন কি করা উচিত॥৮

বৃষ্ণিবংশীয়েরা পরস্পর ব্রহ্মশাপবশতঃ কলহে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত মানসিক বেদনা অনুভব করিলেন। ৯

সমুদ্র শোষণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ একেবারেই অসম্ভব ইহা শুনিয়া অন্যান্য বীরগণও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ১০

এই মুসল-বৃত্তান্ত শুনিয়া পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে হতাশ হইয়া বিষণ্ণমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১

জনমেজয় বলিলেন—হে ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে বৃষ্ণি, অন্ধক ও মহারথ ভোজ-বংশধরগণ কি করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন? ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ষট্‌ত্রিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুসলৈস্তে তু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ ॥ ১৩

জনমেজয় উবাচ।

কেনানুশপ্তাস্তে বীরাঃ ক্ষয়ং বৃষ্ণ্যন্ধকা গতাঃ।
ভোজাশ্চ দ্বিজবর্য্য ত্বং বিস্তরেণ বদস্ব মে ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিশ্বামিত্রঞ্চ কণ্বঞ্চ নারদঞ্চ তপোধনম্।
সারণ-প্রমুখা বীরা যদূত্তমা রিরংসবো গতান্ ॥ ১৫
তে তান্ সাম্বং পুরস্কৃত্য ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা।
অব্রুবন্নুপসঙ্গম্য দৈবদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥ ১৬
ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্য বভ্রোরমিততেজসঃ।
ঋষয়ঃ সাধু জানীত কিমিয়ং জনয়িষ্যতি ॥ ১৭
ইত্যুক্তাস্তে তদা রাজন্ বিপ্রলম্ভপ্রধর্ষিতাঃ।
প্রত্যব্রুবংস্তান্ মুনয়ো রুষ্টাস্তানু নরাধিপ ॥ ১৮
বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশায় মুসলং ঘোরমায়সম্।
বাসুদেবস্য দায়াদঃ সাম্বোঽয়ং জনয়িষ্যতি ॥ ১৯
যেন সূয়ং সুদুর্বৃত্তা নৃশংসা জাতমন্যবঃ।
উচ্ছেত্তারঃ কুলং কৃৎস্নমৃতে রাম-জনার্দনৌ ॥ ২০
সমুদ্রং যাস্যতি শ্রীমাংস্ত্যক্ত্বা দেহং হলায়ুধঃ।
জরা কৃষ্ণং মহাত্মানং শয়ানং ভুবি ভেৎস্যতি ॥ ২১
ইত্যুক্তবন্ত তে রাজন্ প্রলব্ধাস্তৈর্ঋষাত্মভিঃ।
মুনয়ঃ ক্রোধরক্তাক্ষাঃ সমীক্ষ্যাথ পরস্পরম্ ॥ ২২
তথোক্ত্বা মুনয়স্তে তু ততঃ কেশবমভ্যয়ুঃ।
অথাব্রবীৎ তদা বৃষ্ণীন্ ক্রুদ্ধৈব মধুসূদনঃ। ২৩
অন্তবো মতিমাংস্তস্য ভবিতব্যং তথেতি তান্।
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ প্রবিবেশ পুরং তদা ॥২৪
কৃতান্তমন্যথা নৈচ্ছৎ কর্ত্তুং স জগতঃ প্রভুঃ।
ষোঃভূতেঽথ ততঃ সাম্বো মুসলং তদসূত বৈ ॥ ২৫
যেন বৃষ্ণ্যন্ধককুলে পুরুষা ভস্মসাৎকৃতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশায় কিঙ্করপ্রতিমং মহৎ ॥২৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর উপস্থিত হইলে বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে গুরুতর দুর্নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাই, তাহারা কালপ্রেরিত হইয়াই মুসল দিয়া পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল ॥ ১৩

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজবর! বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশধরগণ কি এমন অভিলাষের প্রভাবে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিলেন, আপনি আমাকে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বলুন ॥১৪

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—একদা তপস্বী বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকাধামে আসিয়াছিলেন, তখন সারণ প্রভৃতি বীরগণ তাঁহাদের দর্শন করিলেন ॥ ১৫

দৈবদণ্ডনিপীড়িত হইয়াই যেন সারণাদি যাদবগণ সাম্বকে স্ত্রীলোকের ন্যায় সাজাইয়া অগ্রে করত উক্ত মুনিগণের সমীপে লইয়া গিয়া বলিলেন ॥ ১৬

হে মহর্ষিবৃন্দ! এই স্ত্রী পুত্রাভিলাষী অমিতবলশালী বভ্রুর পত্নী। আপনারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, অতএব নিশ্চয়ই অবগত আছেন ইহার গর্ভে কি উৎপন্ন হইবে ॥ ১৭

হে নরনাথ! সারণ প্রভৃতি এইরূপ বলিলে সেই ঋষিরা প্রতারণানিবন্ধন অবমানিত হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৮

হে রাজন্! ঐ দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত বালকগণের প্রতারণাপূর্ণ ভাবণে মুনিগণ ক্রোধান্বিত হইয়া পড়েন। ক্রোধে মুনিগণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। যাদবগণের পরস্পরকে অবলোকন করিয়া বলিলেন—রে বক্রস্বভাব, ক্রোধী দুরাচার যাদবকুমার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র সাম্ব এক ভয়ঙ্কর লৌহঘটিত মুসল প্রসব করিবে, যাহার দ্বারা সমগ্র বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ বিনষ্ট হইবে, কেবল বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে বাদ যাইবেন। তাহার পর শ্রীমান্ বলরাম দেহত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিবেন এবং জরা নামক জনৈক ব্যাধ ভূতলে শয়িত মহাত্মা কৃষ্ণকে বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করিবে ॥ ১৯-২২

এই প্রকার বলিয়া উক্ত মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সংবাদ শুনিয়া মুনিগণের প্রভাবাভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ তখন সেই যাদবগণকে বলিলেন, এইভাবেই যদুবংশের ধ্বংস হইবে। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩-২৪

কৃষ্ণ জগৎপতি হইয়াও দৈবনিবন্ধন সেই অভিশাপের অন্যথাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ফলে সেই রাত্রি প্রভাত হইলেই মুনিশাপবশতঃ সাম্ব এক মুসল প্রসব করিল ॥ ২৫

যে মুসল বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের পুরুষগণকে ভস্মীভূত

অসৃত শাপজং ঘোরং তচ্চ রাজ্ঞে শ্রুবেদয়ন্ ।
বিষণ্ণরূপস্তদ্ রাজা সূক্ষ্মং চূর্ণমকারয়ৎ ॥ ২৭
তচ্চূর্ণং সাগরে চাপি প্রাক্ষিপন্ পুরুষা নৃপ ।
অঘোষয়ংশ্চ নগরে বচনাদাহুকস্য তে ॥ ২৮
জনার্দনস্য রামস্য যত্নোশ্চৈব মহাত্মনঃ ।
অদ্যপ্রভৃতি সর্বেষু বৃষ্ণ্যন্ধককুলেষ্বিহ ॥ ২৯
সুরাসবো ন কর্তব্যঃ সর্বৈর্নগরবাসিভিঃ ।
যশ্চ নোঽবিদিতঃ কুর্য্যাৎ পেয়ং কস্মিংশ্চিদ্ ক্বচিৎ ॥ ৩০
জীবন্ স পুরুষাদ্যোঽহং স্বয়ং কৃত্বা সবান্ধবঃ ।
ততো রাজভয়াৎ সর্বে নিয়মং চক্রিরে তদা ।
নরাঃ শাসনমাজ্ঞায় রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মৌষলপর্বণি মুষলোৎপত্তৌ প্রথমোঽধ্যায় ॥১॥

করিয়াছিল। সাধু বৃষ্ণিবংশ ও অন্ধকবংশ বিনাশের জন্য যমদূতের তুল্য মহাভয়ঙ্কর সেই মুষল প্রসব করিল। ২৬

তখনই অন্যান্য যাদবগণ রাজসভায় যাইয়া রাজা উগ্রসেনকে এই বৃত্তান্ত জানাইল এবং তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজপুরুষগণের দ্বারা পাষাণে ঘর্ষণ করাইয়া উক্ত লৌহমুষলটিকে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ২৭

হে নরবর! রাজাজ্ঞায় তাঁহার ভৃত্যেরা এই সূক্ষ্মচূর্ণগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। রাজা উগ্রসেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং মহাত্মা বসুদেব জনসাধারণ নগররক্ষিগণ রাজকর্মচারিগণের মাধ্যমে নগরীতে ঘোষণা করাইলেন যে, "অদ্য হইতে এই রাজ্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের কেহই মদ্য প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে নগরবাসী আমাদের অসাক্ষাতে অপেয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধব শূলদণ্ড দেওয়া হইবে। ২৮-৩০½

তাহার পর অনায়াসে মহৎকর্মকারী বলরামের এই শাসন অবগত হইয়া নগরবাসী সকল লোক সেই মহাত্মা রাজার আজ্ঞা জানিয়া তাঁহার ভয়ে সুরাপান না করিবার নিয়ম স্থির করিল। ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মুষলপর্বে মুষলোৎপত্তি নামে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[দ্বারকায়াং ভয়ঙ্করমুৎপাতং দৃষ্ট্বা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তীর্থযাত্রার্থং যাদবেভ্য আদেশদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং প্রযতমানানাং বৃষ্ণীনামন্ধকৈঃ সহ ।
কালো গৃহাণি সর্বেষাং পরিচক্রাম নিত্যশঃ ॥ ১
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ।
গৃহাণ্যাবেক্ষ্য বৃষ্ণীনাং নাদৃশ্যত ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ২
তমন্বযুস্তু মহেষ্বাসাঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ ।
ন চাশকংস্তু বেদ্ধুং স সর্বভূতাত্যয়ন্তদা ॥ ৩
উৎপেদিরে মহাবাতা দারুণাশ্চ দিনে দিনে
বৃষ্ণ্যন্ধকবিনাশায় বহবো লোমহর্ষণাঃ ॥৪
বিরুক্মমূষিকা রথ্যা বিভিন্নমণিকাস্তথা ।
কেশা নখাশ্চ সুপ্তানামন্বস্তে মূষিকৈর্নিশি ॥ ৫
চীচীকুচীতি বাশন্তি সারিকা বৃষ্ণিবেশ্মসু ।
নোপশাম্যতি শব্দশ্চ স দিবারাত্রমেব হি ॥ ৬

যখন যখন দুর্নিমিত্ত হইত, তখন তখনই মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিবংশীয়েরা শতসহস্র বাণ দ্বারা সেই পুরুষকে প্রহার করিতে উদ্যত হইত, কিন্তু সকল প্রাণীর বিপদসূচক সেই পুরুষকে কখনও বিদ্ধ করিতে পারিত না। ৩

বৃষ্ণিগণ ও অন্ধকগণের বিনাশের জন্যই যেন প্রতিদিন ভীষণ লোমহর্ষক মহাবেগশালী বায়ু আবির্ভূত হইত। ৪

রাজপথে বিশালকায় মূষিকগুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করিত এবং দংশন করিয়া মণিরত্নসমূহকে প্রভাহীন ও বিকৃত করিয়া তুলিত। এমন কি, রাত্রিকালে নিদ্রিত জনসমূহের কেশ ও নখ খাইয়া ফেলিত। ৫

সারিকা পক্ষীগুলি অহরহঃ বৃষ্ণিবংশের গৃহে 'চীচীকুচী' এই

অন্বকুর্বন্ শিবানাং সারসা বিরুতং তথা ।
অভ্যঃ শিবানাং বিরুতমন্বকুর্বত ভারত ॥ ৭
পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালচোদিতাঃ ।
বৃষ্ণ্যন্ধকানাং গেহেষু কপোতা ব্যচরংস্তদা ॥ ৮
বাড়বাসু খরা গোষু করভাশ্বতরীষু চ ।
শুনীষ্বপি বিড়ালাশ্চ মূষিকা নকুলীষু চ ॥ ৯
ন্যপত্রপন্ত পাপানি কুর্বন্তো বৃষ্ণয়স্তদা ।
প্রাদ্বিষন্ ব্রাহ্মণাংশ্চাপি পিতৄন্ দেবাংস্তথৈব ॥ ১০
গুরূংশ্চাপ্যবমন্যন্তে ন তু রামজনার্দনৌ ।
পত্ন্যঃ পতীনুচ্চরন্ত পত্নীশ্চ পতয়স্তথা ॥ ১১
বিভাবসুঃ প্রজ্বলিতো বামং বিপরিবর্ততে ।
নীললোহিতমিশ্রাস্তা বিসৃজন্নর্চিষঃ পৃথক্ ॥ ১২
উদয়াস্তমনে নিত্যং পূর্য্যাং তস্যাং দিবাকরঃ ।
ব্যদৃশ্যতাসকৃৎ পুংভিঃ কবন্ধৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৩
মহানসেষু সিদ্ধেষু সংস্কৃতেষ্বতীব ভারত ।
আহার্য্যমাণে ক্রমযো ব্যদৃশ্যন্ত সহস্রশঃ ॥১৪
পুণ্যাহে বাচ্যমানে তু জপৎসু চ মহাস্বস্ত্র ।
অতিধাবন্তঃ ক্রময়স্তে ন চাদৃশ্যন্ত কস্যচন ॥১৫
পরস্পরঞ্চ নক্ষত্রং হন্যমানং পুনঃ পুনঃ ।
গ্রহৈরপশ্যন্ সর্বে তে স্বনক্ষত্রং কথঞ্চন ॥১৬
নদন্তং পাঞ্চজন্যঞ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনে ।
সমন্তাৎ পর্যবাশন্ত রাক্ষসা দারুণস্বরাঃ ॥ ১৭
এবং পশ্যন্ হৃষীকেশঃ সম্প্রাপ্তং কালপর্য্যয়ম্ ।
ত্রয়োদশ্যামমাবস্যাং তান্ দৃষ্ট্বা প্রাব্রবীদিদম্ ॥ ১৮
চতুর্দশীং পঞ্চদশীং কৃতেয়ং রাহুণা পুনঃ ।
প্রাপ্তে বৈ ভারতে যুদ্ধে প্রাপ্তা চাত্ত ক্ষয়ায় নঃ ॥ ১৯
বিমৃশন্নেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দনঃ ।
মেনে প্রাপ্তং স ষট্ত্রিংশং বর্ষং বৈ কেশিসূদনঃ ॥ ২০

প্রকার শব্দ করিতে লাগিল, দিনে বা রাত্রে কখনও তাহার বিরাম ছিল না । ৬

হে ভরতসত্তম ! সারস পক্ষিগুলি পেচকসকলের রবের অনুকরণ করিতে থাকিল এবং ছাগসমূহ শৃগালের রব অনুকরণ করিতে থাকিল । ৭

শ্বেতবর্ণ ও রক্তচরণ কপোত পক্ষিগুলি কালপ্রেরিত হইয়াই যেন বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশধরগণের নিবাসে বিচরণ করিতে থাকিল ।৮

গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর গর্ভে মূষিক জন্মলাভ করিতে থাকিল । ৯

তৎকালীন বৃষ্ণিবংশধরগণ পাপকার্য্য করিয়াও লজ্জিত হইত না এবং ব্রাহ্মণগণ পিতৃপুরুষ ও দেবগণের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিল । ১০

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ব্যতিরেকে বৃষ্ণিবংশীয়েরা গুরুজনের অবজ্ঞা করিতে লাগিল । স্ত্রীলোকেরা স্বামীদিগকে এবং স্বামিগণ স্ব স্ব স্ত্রীগণকে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে লাগিল । ১১

অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ ও গৌরিকবর্ণ শিখা বিস্তার করিয়া বামাবর্ত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঘুরিতে লাগিল ।১২

ঐ নগরবাসিগণ উদয় ও অস্তকালে প্রত্যহ সূর্য্যদেবকে মুণ্ডহীন কবন্ধে পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিতে লাগিল । ১৩

হে ভরতসুত ! সুপরিষ্কৃত পাকশালায় উত্তমরূপে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিবার সময়ে ঐ খাদ্যদ্রব্যে সহস্র সহস্র কৃমিকীট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । ১৪

পুণ্যাহবাচনের সময় অথবা মহাত্মগণের জপের কালে কতিপয় লোকের পদশব্দ শ্রুত হইত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কাহাকেও দেখা যাইত না । ১৫

সকলেই দেখিতে পাইত যে, আকাশে গ্রহগুলি বারংবার নক্ষত্রকে পরস্পর আঘাত করিতেছে, কিন্তু নিজের জন্মনক্ষত্রকে কোনক্রমেই দেখা যাইত না । ১৬

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হইত, তখনও বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের গৃহের চারি পাশ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দকারী গর্দভগুলি ডাকিতে থাকিত । ১৭

ত্রয়োদশী তিথির স্থানে অমাবস্যা তিথি হইয়াছে, এইরূপ কালের ব্যতিক্রম দেখিয়া এবং পূর্ববর্তী দুর্লক্ষণসমূহ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ যাবতীয় জনমণ্ডলীকে বলিলেন । ১৮

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাহু এই চতুর্দশী তিথিকে পঞ্চদশী করিয়াছিল অর্থাৎ চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হইয়াছিল, আজ আবার আমাদের বিনাশের জন্য সেই ঘটনার অনুবৃত্তি হইতেছে । ১৯

কেশিদৈত্যঘাতক শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া সেই ঘটনার ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন । ২০

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা।
যদনুব্যাজহারার্তা তদিদং সমুপাগমৎ ॥ ২১
ইদঞ্চ তদনুপ্রাপ্তমব্রবীদ্ যদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পুরা ব্যূঢ়েষনীকেষু দৃষ্ট্বোৎপাতান্ সুদারুণান্ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবস্তু চিকীর্ষুঃ সত্যমেব তৎ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা তীর্থযাত্রামরিন্দমঃ ॥ ২৩
অঘোষয়ন্ত পুরুষাস্তত্র কেশবশাসনাৎ।
তীর্থযাত্রা সমুদ্রে বঃ কার্য্যেতি পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মৌষলপর্বণি উৎপাতদর্শনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

কৌরবপুত্রগণের আদরণীয় শোকসন্তপ্তা আত্মীয়স্বজনশূন্যা ও দুরবস্থা পীড়িতা গান্ধারী আমার বংশধ্বংসকে উপলক্ষ্য করিয়া যেইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, এই-সময় সেই অভিশাপের উপযুক্ত কাল আসিয়াছে। ২১

(কেবল ইহাই নহে) পূর্ব্বে কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যসমূহ ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত হইলে অতিদারুণ দুর্লক্ষণ অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠির যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, ইহাই তাহার উপযুক্ত কাল বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। ২২

এই কথা বলিয়া বজ্রধর কৃষ্ণ সেই গান্ধারীর বাক্য সত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াই যেন যাদবগণকে তীর্থগমন করিতে উপদেশ করিলেন। ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ঘোষণা করা হইল 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যাদবগণ! তীর্থযাত্রার জন্য আপনাদের প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে গমনই বাঞ্ছনীয়' ২৪

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মৌষলপর্ব্বে উৎপাতদর্শননামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[কৃতবর্ম্মাদীনাং যাদবানাং পরস্পরং বিবাদঃ সংহারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কালী স্ত্রী পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রবিশ্য হসতী নিশি।
স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নেষু মুঞ্চন্তী দ্বারকাং পরিধাবতি ॥ ১
অগ্নিহোত্রনিকেতেষু বাস্তমধ্যেষু বেশ্মসু।
বৃক্ষান্ধকানখাদন্ত স্বপ্নে গৃধ্রা ভয়ানকাঃ ॥ ২
অলঙ্কারাংশ্চ ছত্রঞ্চ ধ্বজাংশ্চ কবচানি চ।
দ্বিষমাণাস্যদৃশ্যন্ত রক্ষোভিঃ সুভয়ানকৈঃ ॥ ৩
তচ্চাস্ত্রিদন্তং কৃষ্ণস্য বজ্রনাভময়োময়ম্।
দিবমাচক্রমে চক্রং বৃষ্ণীনাং পশ্যতাং তদা ॥ ৪
যুক্তং রথং দিব্যমাদিত্যবর্ণং
হত্বা হরন্ পশ্যতো দারুকস্য।
তে সাগরস্যোপরিষ্টাদবর্তন্
মনোজবাশ্চতুরো বাজিমুখ্যাঃ ॥ ৫
তালঃ সুপর্ণশ্চ মহাধ্বজৌ তৌ
সুপূজিতৌ রাম-জনার্দনাভ্যাম্।
ঊর্দ্ধৈর্জহ্রতুরম্বরসো দিবানিশং
বাচস্তোচুর্গমাস্তাং তীর্থযাত্রা ॥ ৬

তৃতীয় অধ্যায়।

[কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণের পরস্পর কলহ এবং সংহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়। ভোজবংশীয় ও অন্ধক-বংশীয় এক বামামূর্ত্তি দ্বারকানগরীতে রাত্রিতে প্রবেশ করিয়া অট্টহাস্যে নগরীস্থ স্ত্রীলোকদিগের হাতের শাঁখা চুরি করিতে থাকিল। সর্ব্বত্র বিচরণ করে—এইরূপে স্বপ্নে সকলে দেখিতে লাগিল। ১

বহু লোক স্বপ্নে আরও দেখিত, ভয়ঙ্কর মনুষ্যসদৃশগুলি অগ্নি-হোত্রশালায়, অন্যান্য গৃহে, এমনকি মনুষ্যবসতিস্থানেও বৃক্ষ ও অন্ধকবংশীয়গণকে ভক্ষণ করিতেছে। ২

অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা যেন অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ ও কবচ হরণ করিতেছে—ইহাও স্বপ্নে অনেকের দৃষ্টিগোচর হইল। ৩

বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় নাভিযুক্ত ও অগ্নিপ্রভ লৌহময় সেই কৃষ্ণের সুদর্শনচক্র দৃষ্টিজনের সম্মুখেই তখন আকাশে অন্তর্হিত হইল। ৪

(কেবল ইহাই নহে) দারুকের সাক্ষাতেই অশ্বগুলি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী কৃষ্ণের সেই রথ চুরি করিল এবং মনের তুল্য বেগশালী সেই চারিটি অশ্ব সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ৫

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল যে তালচিহ্নযুক্ত অশ্ব ও গরুড়-চিহ্নিত ধ্বজের আদর করিতেন, স্বর্গীয় অপ্সরাসমূহ সেই অশ্ব

ততো জিগমিষন্তস্তে বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ।
সান্তঃপুরাস্তদা তীর্থযাত্রামৈচ্ছন্ নরর্ষভাঃ ॥ ৭
ততো ভোজ্যঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চ পেয়ং চান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
বহু নানাবিধং চক্রুর্লঘু মাংসমনেকশঃ ॥ ৮
ততঃ সৈনিকবর্গাশ্চ নির্যযুর্নগরাদ্ বহিঃ।
যানৈরশ্বৈর্গজৈশ্চৈব শ্রীমন্তস্তিগ্মতেজসঃ ॥ ৯
ততঃ প্রভাসে ন্যবসন্ যথোদ্দিষ্টং যথাগৃহম্।
প্রভূতভক্ষ্যপেয়াস্তে সদারা যাদবাস্তদা ॥ ১০
নিবিষ্টাংস্তান্ নিশাম্যাথ সমুদ্রান্তে স যোগবিৎ।
জগামানন্তরা তান্ বীরানুদ্ধবোঽর্থবিশারদঃ ॥ ১১
তং প্রস্থিতং মহাত্মানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিম্।
জ্ঞানন্ বিনাশং বৃষ্ণীনাং নৈচ্ছন্ বারয়িতুং হরিঃ ॥ ১২
ততঃ কালপরীতাস্তে বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ।
অপশ্যন্ ভবং যান্তং তেজসাবৃত্য রোদসী ॥ ১৩

ব্রাহ্মণার্থেষু যৎ সিদ্ধমন্নং তেষাং মহাত্মনাম্।
তদ্ বানরেভ্যঃ প্রদদুঃ সুরাগন্ধসমন্বিতম্ ॥ ১৪
ততস্তূর্য্যশতাকীর্ণং নটনর্তকসঙ্কুলম্।
অবর্ত্তত মহাপানং প্রভাসে ভিন্নতেজসাম্ ॥ ১৫
কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ রামঃ সহিতঃ কৃতবর্ম্মণা।
অপিবদ্ যুযুধানশ্চ গদো বভ্রুস্তথৈব চ ॥ ১৬
ততঃ পরিষদো মধ্যে যুযুধানো মদোৎকটঃ।
অব্রবীৎ কৃতবর্ম্মাণমবহাস্যাসবস্য চ ॥ ১৭
কঃ ক্ষত্রিয়োঽহন্যমানঃ সুপ্তান্ হন্যাদ্ যথানীব।
তন্ন মৃষ্যন্তি হার্দিক্য যাদবা যৎ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১৮
ইত্যুক্তে যুযুধানেন পূজয়ামাস তদ্বচঃ।
প্রত্যান্না রথিনাং শ্রেষ্ঠো হার্দিক্যমবহস্য চ ॥ ১৯
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ কৃতবর্ম্মা তমব্রবীৎ।
নির্দিশন্নিব সাবজ্ঞং তদা সব্যেন পাণিনা ॥ ২০

নিজ তেজঃপ্রভাবে ভূতল ও গগনতল ব্যাপ্তকারী সেই উদ্ধবকে চলিয়া যাইতে দেখিলেন। ১০

সেই মহাত্মা যাদবগণ ব্রাহ্মণদের জন্য যে অন্নাদি পাক করাইয়াছিলেন, তাহাতে মদ্যগন্ধ থাকায় উহা বানরগুলিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪

অনন্তর প্রভাসতীর্থে মহাতেজা যাদবগণের ইচ্ছামত মদ্যপান আরম্ভ হইল। সেই সঙ্গে শত শত তূর্য্যধ্বনি এবং নট-নর্ত্তকাদির নৃত্যগীত প্রবলভাবে আরম্ভ হইল। ১৫

কৃষ্ণসমক্ষেই কৃতবর্ম্মার সহিত বলরাম, সাত্যকি, গদ ও বভ্রু মদ্যপান করিতে লাগিলেন। ১৬

তৎপরে পান করিতে করিতে মদোন্মত্ত সাত্যকি সেই সভার মধ্যে উপহাস ও অবজ্ঞার ভঙ্গীতে কৃতবর্ম্মাকে বলিলেন। ১৭

রে হৃদিক-পুত্র! কোন্ ক্ষত্রিয় অন্য কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও সুপ্তের ন্যায় নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে বধ করে? অতএব তুই যাহা করিয়াছিস্, যাদবেরা তাহা আর সহ্য করিতে পারেন না। ১৮

সাত্যকি এই কথা বলিলে, রথিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মাকে তিরস্কার করিয়া সাত্যকির কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া উহার প্রশংসা ও অনুমোদন করিলেন। ১৯

ইহাতে কৃতবর্ম্মা অত্যন্ত কুপিত হইয়া বামহস্ত দ্বারা অবজ্ঞার সহিত সাত্যকিকে উদ্দেশ করিয়াই যেন তাঁহাকে বলিলেন। ২০

ভূরিশ্রবাশ্ছিন্নবাহুর্যুদ্ধে প্রায়গতস্ত্বয়া ।
বধেন সুনৃশংসেন কথং বীরেণ পাতিতঃ ॥ ২১

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কেশবঃ পরবীরহা ।
তির্য্যক্সরোষয়া দৃষ্ট্যা বীক্ষাঞ্চক্রে স মন্যুমান্ ॥ ২২

মণিঃ শ্যমন্তকশ্চৈব যঃ স সত্রাজিতোঽভবৎ ।
তাং কথাং শ্রাবয়ামাস সাত্যকির্মধুসূদনম্ ॥ ২৩

তচ্ছ্রুত্বা কেশবস্যাঙ্কগমনং রুদতী তদা ।
সত্যভামা প্রকুপিতা কোপার্ত্তা জনার্দনম্ ॥ ২৪

তত উত্থায় সক্রোধঃ সাত্যকির্বাক্যমব্রবীৎ ।
পঞ্চানাং দ্রৌপদেয়ানাং ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনোঃ ॥২৫

এষ গচ্ছামি পদবীং সতাং চ তস্য শপে ।
সৌপ্তিকে যে চ নিহতাঃ সুপ্তা যেন দুরাত্মনা ॥ ২৬

দ্রোণপুত্রসহায়েন পাপেন কৃতবর্ম্মণা ।
সমাপ্তমায়ুরস্যাদ্য যশশ্চৈব সুনধ্যমে ॥ ২৭

একদা অর্জ্জুন বাহুচ্ছেদন করিলে ভূরিশ্রবা সেই রণক্ষেত্রেই উপবাস করিয়াছিলেন, তখন বীরাভিমানী তুই কি যুক্তিতে অতিনৃশংসভাবে তাহাকে পাতিত করিয়াছিলি ? ২১

কৃতবর্ম্মার এই প্রকার বচন শুনিয়া শত্রুবীরসংহারী কৃষ্ণ উত্তেজিত হইয়া ক্রোধসূচক বক্রদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিলেন । ২২

এই সময়ে সত্রাজিৎ রাজার শ্যমন্তকমণির কাহিনী সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিবৃত করিলেন । ২৩

এই উপাখ্যান শুনিয়া সত্যভামার ক্রোধের সীমা রহিল না । তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুব্ধ করিবার জন্য রোদন করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়ে পতিতা হইলেন । ২৪

অনন্তর সাত্যকি রাগান্বিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া এই কথা কহিলেন "আমি সত্য করিয়া এইরূপ শপথ করিতেছি যে, আমি যদি সেই দুরাত্মার প্রতীকার না করি, তাহা হইলে আমি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর পথে যাইব । হে সুনধ্যমে ! দুরাত্মা ও পাপবুদ্ধি যে কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামাকে সহায় করিয়া শিবিরে নিদ্রিতাবস্থায় যাহাদের বধ করিয়াছিল, তাহাদের তুল্য এই দুরাত্মা কৃতবর্ম্মার আয়ু এবং যশ আজ শেষ হইয়া যাইবে । ২৫-২৭

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের পাশে যাইয়া তরবারির দ্বারা কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করিলেন । ২৮

ইত্যেবমুক্ত্বা ষড়্ভেন কেশবস্য সমীপতঃ ।
অভিদ্রুত্য শিরঃ ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ২৮

তথান্যানপি নিঘ্নন্তং যুযুধানং সমন্ততঃ ।
অভ্যধাবদ্ধৃষীকেশো বিনিবারয়িতুং তদা ॥ ২৯

একীভূতাস্ততঃ সর্বে কালপর্য্যায়চোদিতাঃ ।
ভোজান্ধকা মহারাজ সৈনেয়ং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩০

তান্ দৃষ্ট্বা পততস্তূর্ণমভিক্রুদ্ধান্ জনার্দনঃ ।
ন চুক্রোধ মহাতেজা জ্ঞানন্ কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ৩১

তে তু পানমদাবিষ্টাশ্চোদিতাঃ কালধর্ম্মণা ।
যুযুধানমথাভ্যয়ুর্জিঘৃক্ষন্তৈর্ভাজনৈস্তদা ॥ ৩২

হন্যমানে তু শৈনেয়ে ক্রুদ্ধো রুক্মিণিনন্দনঃ ।
তদনন্তরমাগচ্ছন্নোক্ষয়িষ্যন্ শিনেঃ সুতম্ ॥ ৩৩

স ভোজৈঃ সহ সংযুক্তঃ সাত্যকিশ্চান্ধকৈঃ সহ ।
ব্যায়চ্ছমানৌ তৌ বীরৌ বাহুভ্যবিষশালিনৌ ॥ ৩৪

এইভাবে সাত্যকি সকলদিকে অন্ধকেও বধ করিতে থাকিলে, বাসুদেব সাত্যকিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন । ২৯

হে মহারাজ ! তাহার পর ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ সকলে নিয়তি-তাড়িত হইয়াই যেন একযোগে সাত্যকিকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন । ৩০

তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকির উপর পতিত হইতেছেন দেখিয়াও মহাতেজা শ্রীকৃষ্ণ নিয়তির অমোঘ বিধান অনুভব করিয়া উত্তেজিত হইলেন না অর্থাৎ প্রতীকারে যত্নবান্ হইলেন না, নিশ্চেষ্ট থাকিলেন । ৩১

মদ্যপানজনিত মত্ততায় সেই ভোজবংশধরেরা অদৃষ্টলেখনে আঘাত করিবার মত কৃপাণের অভাবে যৌজিষ্ট মদ্যপানের পাত্র-সমূহ দ্বারাই সাত্যকিকে আঘাত করিতে লাগিলেন । ৩২

শিনির পুত্র সাত্যকিকে আঘাত করিতে লাগিলে রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন স্থির থাকিতে না পারিয়া সরোষে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় আগমন করিলেন । ৩৩

ভোজবংশীয়গণের সহিত প্রদ্যুম্ন এবং অন্ধকবংশীয়গণের সহিত সাত্যকি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এইভাবে বীর বাহুবলে বিশ্বজয়ী সেই বীর প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৩৪

বহ্বস্ত্রাণ্যতো তত্র উভৌ কৃষ্ণস্য পশ্যতঃ।
হতং দৃষ্ট্বা চ শৈনেয়ঃ পুত্রঞ্চ যদুনন্দনঃ ॥ ৩৫
এরকাণাং ততো মুষ্টিং কোপাচ্চগ্রাহ কেশবঃ।
তদভূন্মুসলং ঘোরং বজ্রকল্পময়োময়ম্ ॥ ৩৬
জঘান কৃষ্ণস্তাংস্তেন যে যে প্রমুখতোঽভবন্।
ততোঽন্ধকাংশ্চ ভোজাংশ্চ শৈনেয়ো বৃষ্ণয়স্তথা ॥৩৭
জঘ্নুস্তস্যোদ্যতাক্রান্তে মুসলৈঃ কালচোদিতাঃ।
যস্তেষামেরকাং কশ্চিচ্চগ্রাহ কুপিতো নৃপ ॥ ৩৮
বজ্রভূতেব সা রাজন্নভবত্তস্য তদা বিভো।
তৃণঞ্চ মুসলীভূতমপি তত্র ব্যদৃশ্যত ॥ ৩৯
ব্রহ্মদণ্ডকৃতং সর্বমিতি তন্ বিদ্ধি পার্থিব।
অবিধ্যান্ বিধতে রাজন্ প্রক্ষিপন্তি স্ম যৎ তৃণম্ ॥৪০
তদ্ বজ্রভূতং মুসলং ব্যদৃশ্যত তদা দৃঢ়ম্।
অবধীৎ পিতরং পুত্রঃ পিতা পুত্রঞ্চ ভারত ॥ ৪১
নঘ্নাঃ পরিপতন্তি স্ম যোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
পতঙ্গা ইব চাগ্নৌ তে নিপেতুঃ কুকুরান্ধকাঃ ॥ ৪২
নাসীৎ পলায়নে বুদ্ধির্ধ্যমানস্য কস্যচিৎ।
তত্রাপশ্যন্মহাবাহুর্জানন্ কালস্য পর্যয়ম্ ॥ ৪৩
মুসলং সমবষ্টভ্য তস্থৌ স মধুসূদনঃ।
সাম্বঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা চারুদেষ্ণঞ্চ মাধবঃ ॥ ৪৪
প্রদ্যুম্নঞ্চানিরুদ্ধঞ্চ ততশ্চুক্রোধ ভারত।
গদং বীক্ষ্য শয়ানঞ্চ ভূশং কোপসমন্বিতঃ ॥ ৪৫
স নিঃশেষং তদা চক্রে শার্ঙ্গচক্রগদাধরঃ।
তরিষ্ণন্তং মহাতেজা বভ্রুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬
দারুকশ্চৈব দাশার্হমূচতুর্ধ্বরিবোধ তৎ।
ভগবন্ নিহতাঃ সর্বে ত্বয়া বৃষ্ণ্যন্ধকা নরাঃ।
রামস্য পদমন্বিচ্ছ তত্র গচ্ছাম যত্র সঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মৌসলপর্বণি কৃতবর্মাদীনাং পরস্পরহননে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

তুলনায় বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, ফলে কৃষ্ণের সাক্ষাতেই সেই দুই বীরের পতন হইল। দাতাকিকে এবং পুত্র প্রদ্যুম্নকে নিহত দেখিয়া তখন যদুনন্দন কৃষ্ণ ক্রোধবশতঃ একমুষ্টি শর (তৃণবিশেষ) গ্রহণ করিলেন। মুনিশাপজাত লৌহময় সেই তৃণরূপ মুসলই বজ্র তুল্য সেই সময় হইয়াছিল। ৩৫-৩৯

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সেই তৃণবিশেষ শর তাঁহার লৌহমুসলে পরিবর্তিত হওয়ায়, যে যে বীর সম্মুখে আসিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহাকেই বধ করিলেন। ৩৭

অতঃপর অন্ধক, ভোজ, শিনি ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই মৃত্যু অঙ্কিত করিয়াই যেন সেই মুসলচূর্ণোৎপন্ন শরবনের শরণাপন্ন হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৩৮

হে নরবর! তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শর গ্রহণ করিলে, তাহাই তখন বজ্র তুল্য শেল হইতে লাগিল। এই যে শররূপ তৃণও মুসল বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইল, রাজন্! ইহা সকলই ব্রহ্মশাপের ফল বলিয়া জানিবেন। ৩৯

যাদবগণ যে যে শর তুলিয়া তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা তাহাই তখন বজ্রসম দৃঢ় সেই মুসল বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল। হে ভরতনন্দন! পুত্র পিতাকে বধ করিল এবং পিতা ও পুত্রকে বিনষ্ট করিলেন। এইভাবে যদবগণ যাদবগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিয়া একজন অন্যজনের উপর পড়িতে লাগিলেন। পতঙ্গগুলি যেমন অগ্নিতে পতিত হয়, তেমনভাবে কুকুর ও অন্ধকবংশীয়েরা পরস্পরের উপর পতিত হইলেন। ৪০-৪২

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সকলেই এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকিলেও পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে কাহারও বুদ্ধি হইল না। কালের পরিবর্তন দেখিতে থাকিয়া মহাবাহু কৃষ্ণ সেই মুসলচূর্ণজাত শরমুষ্টি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ৪৩

ভরতনন্দন! বীর পুত্র সাম্ব, চারুদেষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন তথা পৌত্র অনিরুদ্ধের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ৪৪

বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদকে রণশায়িত দেখিয়া শার্ঙ্গ, চক্র ও গদাধারী শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সকলকে ধ্বংস করিলেন। ৪৫

রাজন্! অতঃপর শত্রুতেজা ও বিপক্ষ নগরবিজয়ী বভ্রু এবং সারথি দারুক যাদবগণের নিধনে ভগ্নোদ্যম শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ৪৬

হে ভগবন্! আপনি বহু যাদবকে বধ করিয়াছেন। এখন বলরামের নিবাস অন্বেষণ করুন, তিনি যেই স্থানে আছেন, চলুন, আমরাও সেইস্থানে যাই। ৪৭

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মুসলপর্বে কৃতবর্মা প্রভৃতির 'পরস্পর হনন' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনঃ সুচরিতুং দারুকস্য হস্তিনাপুরগমনম্, বজ্রোদ্দেশেন বচনম্, বলরামস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ পরমধামগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যযুর্দারুকঃ কেশবশ্চ
বজ্রশ্চ রামস্য পদং পদন্তঃ।
তথাপশ্যন্ রামমনন্তবীর্য্যং
বৃক্ষে স্থিতং
ততঃ সমাসাদ্য মহানুভাবং
কৃষ্ণস্তদা দারুকমপ্যুবাচ।
গচ্ছা ব্রুবন্ সর্বমিদং মহান্তং
পার্থায় শংসস্ব বধং যদূনাম্ ॥ ১

ততোঽর্জুনঃ ক্ষিপ্রমিহোপযাতু
শ্রুত্বা মৃতান্ যাদবান্ ব্রহ্মশাপাৎ।
ইত্যেবমুক্তঃ স যযৌ রথেন
কুরূংস্তদা দারুকো নষ্টচেতাঃ ॥ ২

ততো গতে দারুকে কেশবোঽথ
দৃষ্ট্বান্তিকে বজ্রমুবাচ বাক্যম্।
স্ত্রিয়ো ভবান্ রক্ষিতুং যাতু শীঘ্রং
নৈতা হিংস্যুর্দস্যবো বিত্তলোভাৎ ॥ ৩

স প্রস্থিতঃ কেশবেনাভিসৃষ্টো
মদাতুরো জ্ঞাতিবধাদিতশ্চ।
তং বিশ্রান্তং সন্নিধৌ কেশবস্য
তরস্তমেকং সহসৈব বজ্রম্ ॥ ৪

ব্রহ্মাভিশপ্তমবধীদ্রহদ্ বৈ
কূটে মুষ্টিঃ মুষলং লুব্ধকস্য।
ততো দৃষ্ট্বা নিহতং বজ্রনাভং
কৃষ্ণোঽগ্রজং ভ্রাতরমুগ্রতেজাঃ ॥ ৫

ইহৈব ত্বং মাং প্রতীক্ষস্ব রাম
যাবৎ স্ত্রিয়ো জ্ঞাতিবশাঃ করোমি।
ততঃ পুরীং দ্বারবতীং প্রবিশ্য
জনার্দনঃ পিতরং প্রাহ বাক্যম্ ॥ ৬

স্ত্রিয়ো ভবান্ রক্ষতু নঃ সমগ্রা
ধনঞ্জয়স্যাগমনং প্রতীক্ষন্।
রামো বনান্তে প্রতিপালয়ন্মা-
মাস্তেঽদ্যাহং তেন সমাগমিষ্যে ॥ ৭

দৃষ্টঃ ময়েদং নিধনং যদূনাং
রাজ্ঞাঞ্চ পূর্বং কুরুপুঙ্গবানাম্।
নাহং বিনা যদুভির্যাদবানাং
পুরীমিমামীশকঃ দ্রষ্টুমদ্য ॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায়

[অর্জুনকে অবহিত করিবার জন্য দারুকের হস্তিনাপুর গমন, বজ্রের দেহাবসান, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পরমধামগমন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তাহার পর কৃষ্ণ, বজ্র ও দারুক বলরামের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরাক্রমী বলদেব তখন নির্জন স্থানে একটি বৃক্ষের তলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। ১

মহানুভব রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আদেশ করিলেন—তুমি সত্বর কুরুরাজধানী হস্তিনাপুরে যাইয়া অর্জুনকে যাদবগণের মহাসংহারবৃত্তান্ত জানাও। ২

ব্রহ্মশাপহেতু যাদবগণ বিনষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া অর্জুন বিচলিত হইয়া অবশ্যই দ্বারকায় চলিয়া আসিবে। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে দারুক নিরুৎসাহচিত্তে তখনই রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের নিকট গমন করিলেন। ৩

দারুক প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সমীপবর্তী বজ্রকে বলিলেন—তুমি স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার জন্য সত্বর দ্বারকায় যাও, দস্যুরা যেন ধনলোভে স্ত্রীলোকদিগকে বধ না করে। ৪

মদমত্ত ও জ্ঞাতিশোকার্ত্ত বজ্র শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুযায়ী প্রস্থান করিলেন। বজ্র একাকী যেখে যাইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই ব্রহ্মশাপবশতঃ একটি ব্যাধের লৌহমুষলসংলগ্ন সেই মুষলজাত তৃণ নিক্ষিপ্ত হইয়া বজ্রকেই বধ করিল। তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বজ্রকে নিহত দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামকে বলিলেন। ৫-৬

আর্য্য! আপনি এখানেই থাকিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন, যেই সময় পর্য্যন্ত আমি গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের জ্ঞাতিদের সংরক্ষণে রাখি—এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন এবং পিতা বসুদেবকে কহিলেন। ৭

তাত! আপনি অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া আমাদের পরিবারস্থ স্ত্রীগণকে রক্ষা করুন। বলরাম আমার জন্য বনপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছেন, সুতরাং আমি সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব। ৮

তপশ্চরিষ্যামি নিবোধ তত্ত্বং
রামেণ সার্ধং বনমভ্যুপেত্য ।
ইত্যেবমুক্ত্বা পিতরং চ পাদৌ
সংস্পৃশ্য কৃষ্ণস্ত্বরিতো জগাম ॥ ১০

ততো বলস্য নিধনং প্রাদুরাসীৎ
সন্ত্রীকুমারস্য পুরস্য তস্য ।
অথাব্রবীৎ কেশবঃ সংনিবর্ত্য
শব্দং শ্রুত্বা যোষিতাং ক্রোশতীনাম্ ॥ ১১

পুরীমিমাং নেক্ষতি সব্যসাচী
স বো দ্যুত্থায়োচিতো নরঃ
ততো গত্বা কেশবস্তং দদর্শ
রামং বনে স্থিতমেকং বিবিক্তে ॥ ১২

অথাপশ্যদ্ যোগযুক্তস্য তস্য
নাগং মুখাদ্বিশ্চরন্তং মহান্তম্ ।
শ্বেতং যযৌ স তু ততঃ প্রেক্ষমাণো
মহার্ণবো যেন মহানুভাবঃ ॥ ১৩

সহস্রশীর্ষঃ পর্বতাভোগবর্ষ্মা
রক্তাননঃ স্বাং তনুং সা বিমুচ্য ।
সমাক্ চ তং সাগরঃ প্রত্যগৃহ্ণা-
দ্ নাগা দিব্যাঃ সরিতশ্চৈব পুণ্যাঃ ॥ ১৪

কর্কোটকো বাসুকিস্তক্ষকশ্চ
পৃথুশ্রবা অরুণঃ কুঞ্জরশ্চ
মিশ্রী শঙ্খঃ কুমুদঃ পুণ্ডরীক-
স্তথা নাগো ধৃতরাষ্ট্রো মহাত্মা ॥ ১৫

হ্রদঃ ক্রাথঃ শিতিকণ্ঠোগ্রতেজা-
স্তথা নাগৌ চক্রমন্দাতিষণ্ডৌ ।
নাগশ্রেষ্ঠো দুর্মুখশ্চাসুরীষঃ
স্বয়ং রাজা বরুণশ্চাপি রাজন্ ॥ ১৬

প্রত্যুদ্গম্য স্বাগতেনাভিনন্দ্য-
স্তেঽপূজয়ংশ্চার্ঘ্যপাদ্যক্রিয়াভিঃ
ততো গতে ভ্রাতরি বাসুদেবো
জ্ঞানন্ সর্বা গতয়ো দিব্যদৃষ্টিঃ ॥ ১৭

বনে শূন্যে বিচরংশ্চিন্তয়ানো
ভূমৌ চাথ সংবিবেশাগ্রতেজাঃ ।
সর্বং তেন প্রাক্তনা বিত্তমাসীদ্
গান্ধার্যা যদ্ বাক্যমুক্তং স পূর্বম্ ॥ ১৮

আমি এখন এই যদুবংশ ধ্বংস দেখিলাম এবং পূর্বে কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ রাজগণেরও সংহার দেখিয়াছি, কিন্তু সেই যাদবশূন্য দ্বারকাপুরী দেখিতে আজ আমি সমর্থ হইতেছি না। ৯

আমি বনে গিয়া বলরামের সহিত তপস্যা করিব—এই কথা আপনাকে নিবেদন করিলাম, ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পিতার মস্তকে বসুদেবের পদবন্দনা করিয়া সত্বর চলিয়া গেলেন। ১০

এই সময় সেই দ্বারকানগরীর স্ত্রীগণ ও বালকগণের করুণ আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রোদনপর স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দিতে ফিরিয়া আসিলেন। ১১

অর্জুন শীঘ্রই এই দ্বারকায় আসিবে, এই সেই নরশ্রেষ্ঠ আসিয়া তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর করিবে। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্জন বনপ্রদেশে একাকী রামকে দেখিলেন। ১২

আরও দেখিলেন, যোগপ্রবৃত্ত বলরামের মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ এক বিশাল সর্প নির্গত হইতেছে। মহাপ্রভাবশালী সেই সর্প নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিল। ১৩

সহস্র মস্তকবিশিষ্ট পর্বতের তুল্য বিশালদেহ ও রক্তমুখ সর্পরূপ ধরিয়া বলরাম পূর্বশরীর ত্যাগ করিলেন। সমুদ্র স্বয়ং প্রকটিত হইয়া ঐ সর্পকে অনন্তরূপী নারায়ণবোধে স্বাগত জানাইলেন এবং দিব্যনাগসমূহ ও পুণ্যনদীগুলি ঐ সর্পের যথাযথ সৎকার করিল। ১৪

যে রাজন্! শুধু তাহাই নহে, ইহারা ছাড়াও, কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, অরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, অসুরীষ, সর্পরাজ দুর্মুখ ও জলাধিপতি বরুণ স্বয়ং সেই নাগকে যথোচিত বরণ করিলেন। ১৫-১৬

সেই কর্কোটক প্রভৃতি নাগগণ প্রত্যুদ্গমন করিয়া স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা বাসুকির অভিনন্দন করিলেন এবং পাদ্যার্ঘ্য প্রভৃতি উপচারের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। এইভাবে ভ্রাতা রাম ইহলোক ত্যাগ করিলে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ব অবস্থার অভিজ্ঞ হইয়া অর্থাৎ যাদবগণের ভাবিবিষয় জানিয়া চিন্তাকুলচিত্তে শূন্যবনে বিচরণ করিতে থাকিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। পূর্বে গান্ধারীদেবী যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, মহাতেজা শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

দুর্বাসসা পায়সোচ্ছিষ্টলিপ্তে
যচ্চাপ্যুক্তং তচ্চ সস্মার বাক্যম্ ।
স চিন্তয়ন্নন্ধক-বৃষ্ণিনাশং
কুরুক্ষয়ং চৈব মহানুভাবঃ ॥ ১৯

মেনে ততঃ সংক্রমণস্য কালং
তত্তৎকারেন্দ্রিয়সংনিরোধে
তথা চ লোকত্রয়পালনার্থ-
মাত্রেয়বাক্যপ্রতিপালনায় ॥ ২০

দেবোঽপি সন্ দেহবিমোক্ষহেতো-
র্নিমিত্তমৈচ্ছৎ সকলার্থতত্ত্ববিৎ ।
স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয়বাঙ্মনাস্তু
শিষ্যে মহাযোগমুপেত্য কৃষ্ণঃ ॥ ২১

জরাথ তং দেশমুপাজগাম
লুব্ধস্তদানীং মৃগলিপ্সুরুগ্রঃ ।
স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং
মৃগাসক্তো লুব্ধকঃ সায়কেন ॥ ২২

জরাবিধ্যৎ পাদতলে ত্বরাবা-
ংস্তং চাভিতস্তর্জিতবৃক্ষকূর্দ্দগাম

অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং
পীতাম্বরং লুব্ধকোঽনেকবাহুম্
মন্বাস্থানং তপরাদ্ধং স তস্য
পাদৌ জরা জগ্মতে শঙ্কিতাত্মা
আশ্বাসয়ংস্তু মহাত্মা তদানীং
গম্ভীরপূর্ণং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা ॥২৪
দিবং প্রাপ্তং বাসবোঽথাশ্বিনৌ চ
রুদ্রাদিত্যা বসবশ্চাথ বিশ্বে
প্রত্যুদ্যযুর্মুনয়শ্চাপি সিদ্ধা-
গন্ধর্বমুখ্যাশ্চ সহাপ্সরোভিঃ ॥ ২৫

ততো রাজন্ ভগবানুগ্রতেজা
নারায়ণঃ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ
যোগাচার্য্যো রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা
স্থানং প্রাপ স্বং মহাত্মাপ্রমেয়ম্ ॥ ২৬

ততো দেবৈর্ঋষিভিশ্চাপি কৃৎস্নৈ
সমাগতশ্চারণৈশ্চৈব রাজন্ ।
গন্ধর্বাগ্র্যৈরপ্সরোভির্বরাভি-
র্সিদ্ধৈঃ সাধ্যৈশ্চানতৈঃ পূজ্যমানঃ ॥ ২৭

দুর্বাসা উচ্ছিষ্ট পায়স দ্বারা তুমি লিপ্ত করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, মহানুভব কৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংস ও অন্ধক-বৃষ্ণি-বংশাদির বিনাশ ভাবিতে থাকিয়া দুর্বাসার সেই বাক্য স্মরণ করিলেন । ১৯

অতঃপর ত্রিভুবন পালনের জন্য এবং দুর্বাসার বাক্য রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ই নিজের দেহত্যাগের অবসর ভাবিয়া ইন্দ্রিয়গুলি নিরুদ্ধ করিলেন । ২০

সকলার্থতত্ত্ববিৎ এবং অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ ঐহিকলীলা সংবরণ করিবার জন্য মহাযোগ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনকে নিরুদ্ধ রাখিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন । ২১

এই সময় জরানামক ভয়ঙ্কর এক ব্যাধ হরিণ শিকারের আশায় সেই স্থানে আসিল এবং হরিণবোধে বাণদ্বারা যোগযুক্ত অবস্থায় শয়িত শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বিদ্ধ করিল, পরে ত্বরান্বিত হইয়া সেই বিদ্ধ হরিণকে গ্রহণ করিবার লালসায় তথায় যাইয়া যোগরত চতুর্ভুজযুক্ত পীতবস্ত্রপরিহিত এক পুরুষকে দেখিল । ২২-২৩

ইহাতে জরা আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় ধারণ করিল । মহাত্মা বাসুদেব তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং স্বীয় কান্তিতে দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপ্ত করিয়া তিনি পরমধামে প্রস্থান করিলেন । ২৪

স্বর্গে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও বিশ্বদেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ এবং অপ্সরাসহ গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন । ২৫

হে রাজন্ ! অনন্তর জগৎউৎপত্তির কারণ স্বরূপ উগ্রতেজা অবিনাশী যোগাচার্য্য মহাত্মা ভগবান্ নারায়ণ স্বকান্তিতে পৃথিবী ও আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া নিজের অপ্রমেয়ধামে এইভাবে গমন করিলেন । ২৬

তদনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ, চারণগণ, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ তথায় অপ্সরঃসমূহ, সিদ্ধগণ ও সাধ্যগণ অবনত হইয়া সমাগত নারায়ণের যথাবিধি অর্চনা করিলেন । ২৭

তং বৈ দেবাঃ প্রত্যনন্দন্ত রাজন্
মুনিশ্রেষ্ঠা ঋগ্ভিরানর্চুরীশম্।
তং গন্ধর্বাশ্চাপি তুষ্টুবুঃ স্তবন্তঃ
প্রীত্যা চৈনং পুরুহূতোঽভ্যনন্দৎ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মৌসলপর্বণি শ্রীকৃষ্ণস্য স্বলোকগমনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

হে রাজন্! দেবতাগণ ভগবানের অভিনন্দন করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। গন্ধর্বগণ স্তব করিতে থাকিল। ইন্দ্র প্রীতিবশতঃ তাঁহার অভিনন্দন করিলেন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মৌসলপর্বে 'শ্রীকৃষ্ণের স্বলোকগমন' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দ্বারকাধামি অর্জুনস্যাগমনম্, দ্বারকাবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণপত্নীনাঞ্চ দুর্দশাং দৃষ্ট্বার্জুনস্য দুঃখঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দারুকোঽপি কুরূন্ গত্বা দৃষ্ট্বা পার্থান্ মহারথান্।
আচষ্ট মৌসলে বৃষ্ণীনন্যোন্যেনোপসংহৃতান্ ॥ ১

শ্রুত্বা বিনষ্টান্ বার্ষ্ণেয়ান্ সভোজান্ধক-কৌকুরান্।
পাণ্ডবাঃ শোকসন্তপ্তা বিত্রস্তমনসোঽভবন্ ॥ ২

ততোঽর্জুনস্তানানম্য কেশবস্য প্রিয়ঃ সখা।
প্রযযৌ মাতুলং দ্রষ্টুং বসুদেবমিতি ব্রুবন্ ॥ ৩

স বৃষ্ণিনিলয়ং গত্বা দারুকেণ সহ প্রভো।
দদর্শ দ্বারকাং বীরো মৃতনাথামিব স্ত্রিয়ম্ ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

[দ্বারকাধামে অর্জুনের আগমন, দ্বারকাবাসিগণের ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের দুর্দশা দেখিয়া অর্জুনের দুঃখ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে জনমেজয়! দারুকও হস্তিনাপুরে যাইয়া মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুষলোৎপত্তি-নিবন্ধন পরস্পর কর্তৃক যদুবংশ ধ্বংসের বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ১

বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক এবং কুকুরবংশীয় বীরগণের বিনাশের কাহিনী শুনিয়া সকল পাণ্ডব শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা মনেও অতি সন্ত্রস্ত হইলেন ॥ ২

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুন নিজ ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের অনুমতিতে নিজ মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে দারুকের সহিত প্রস্থান করিলেন এবং বলিয়া গেলেন "এই প্রকার ঘটনা অসম্ভব অর্থাৎ সমস্ত যাদবগণের মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয়ই মিথ্যা" ॥৩

রাজন্! বীর অর্জুন দারুকের সহিত বৃষ্ণিগণের দেশে যাইয়া দেখিলেন, বিধবা স্ত্রীর ন্যায় দ্বারকানগরী শ্রীহীন হইয়া

যাঃ স্ম তা লোকনাথেন নাথবত্যঃ পুরাভবন্।
তাস্বনাথাস্তদা নাথং পার্থং দৃষ্ট্বা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৫
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি বাসুদেবপরিগ্রহঃ।
তাসানাসীন্মহান্ নাদো দৃষ্ট্বৈবার্জুনমাগতম্ ॥ ৬
তাস্তু দৃষ্ট্বৈব কৌরব্য বাষ্পেণাপিহিতেক্ষণঃ।
হীনাঃ কৃষ্ণেন পুত্রৈশ্চ নাশকৎ সোঽভিবীক্ষিতুম্ ॥ ৭
স তাঃ বৃষ্ণ্যন্ধকজনাঃ হয়মীনাং রথোডুপাম্।
ব্যদিত্ররথঘোষৌঘাং বেশ্মদ্বীর্থনহাহ্রদাম্ ॥৮
রত্নশৈবলসঙ্ঘাতাং বজ্রপ্রাকারমালিনীম্।
রথ্যাস্রোতোজলাবর্তাং চত্বরস্তিমিতহ্রদাম্ ॥ ৯

গিয়াছে ॥ ৪

পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণে যাঁহারা নাথবতী ছিলেন, সেই ষোড়শসহস্র ভার্যাগণ অর্জুনকে রক্ষকরূপে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সেই অনাথ নারীরা রূপদাদৃক্ষে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়াই যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ॥ ৫-৬

অর্জুনও তাঁহাদিগকে দেখিয়াই অশ্রুসিক্ত চক্ষে পতি-পুত্র-হীনা সেই নারীগণকে পূর্ণভাবে দেখিতে পারিলেন না ॥ ৭

দ্বারকাপুরী এক বিশাল নদী-স্বরূপা। বৃষ্ণি এবং অন্ধক-বংশীয়গণ উহার মধ্যে জলের ন্যায়। অস্ত্রসকল তাহার মৎস্য। রথ যেন নৌকা, বাদ্যের ধ্বনি অথবা রথের শব্দ প্রবহমান নদীর যেন কল কল শব্দ, নাগরিকগণের গৃহ যেন তীর্থ এবং বৃহৎ জলাধার, রত্নরাশি যেন শৈবালগুচ্ছ, বজ্র মাণিক-রচিত প্রাচীর যেন উহার তট, পথ ও অলিগলি যেন জলের স্রোত, চতুষ্পথসমূহ যেন বিশাল গর্ত, চত্বরগুলি যেন নিশ্চল হ্রদ, বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উহার মধ্যে যেন বিশাল জলজন্তু। ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় দ্বারকা নগরী অর্জুনের দৃষ্টিগোচর

রাম-কৃষ্ণমহাগ্রাহাং দ্বারকাং সরিতং তদা ।
কালপাশগ্রহাং ভীমাং নদীং বৈতরণীমিব ॥ ১০
দদর্শ বাসবির্ধীমান্ বিহীনাং বৃষ্ণি-পুঙ্গবৈঃ ।
গতশ্রিয়ং নিরানন্দাং পদ্মিনীং শিশিরে যথা ॥ ১১
তাং দৃষ্ট্বা দ্বারকাং পার্থস্তাংশ্চ কৃষ্ণস্য যোষিতঃ ।
দদ্যৌ বাষ্পমুৎসৃজ্য নিপপাত মহীতলে ॥ ১২
সাত্রাজিতী ততঃ সত্যা রুক্মিণী চ বিশাম্পতে ।
অভিপত্য প্রকৃক্তঃ পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৩
ততস্তং কাঞ্চনে পীঠে সমুপবাপোপবেশ্য চ ।
অক্রুরস্ত্রেণ মহাত্মানঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥ ১৪
ততঃ সংস্মৃত্য গোবিন্দং রুরুদিরে চ পাণ্ডবঃ
আশ্বাস্য তাঃ স্থিরশ্চাপি মাতুলং দ্রষ্টুমভ্যগাৎ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মৌষলপর্ব্বণি অর্জুনাগমনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

হইল। সেই গৃহসমষ্টি তাহাতে কালপাশের ন্যায় ছিল। বৃষ্ণিবংশধ্বংসের অভাবে সেই নগরীর সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়াছিল, কোন উৎসব ছিল না, তাই, বীরবর অর্জুন শীতকালে পদ্মিনীর ন্যায় শ্রীহীন সেই দ্বারকা নগরী দর্শন করিলেন। ৮-১১

অর্জুন সেই দ্বারকা নগরীর তথা শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যাগণের দশা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া, মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ১২

নরনাথ! তদনন্তর সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামা ও রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীগণ সত্বর আসিয়া অর্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৩

তৎপরে অন্য স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মহাদ্যুতি অর্জুনকে তুলিয়া স্বর্ণাসনে বসাইয়া সৌম্যমুখে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিলেন। ১৪

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি করিয়া আপনাদের দুঃখ বলিয়া সেই নারীগণকে আশ্বস্ত করিলেন, অতঃপর মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মূষলপর্ব্বে "অর্জুনাগমন" নামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বারকায়ামর্জুনস্য বসুদেবস্য চ কথোপকথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং শয়ানং মহাত্মানং বীরমানকদুন্দুভিম্।
পুত্রশোকেন সন্তপ্তং দদর্শ কুরুপুঙ্গবঃ ॥ ১
তস্যাঙ্কপরিপূর্ণাঙ্গো ব্যূঢ়োরস্কো মহাভুজঃ।
আর্ত্তস্যার্ত্ততরঃ পার্থঃ পাদৌ জগ্রাহ ভারত ॥ ২
তস্য মূর্দ্ধানমাঘ্রায় ভুজাভ্যাং পরিষস্বজে।
স্বভ্রাতুস্তু মহাবাহুর্ন শশাক চ অক্রন্দন্ ॥ ৩
সমালিঙ্গার্জুনং বৃদ্ধঃ স ভুজাভ্যাং মহাভুজঃ
রুদন্ পুত্রান্ স্মরন্ সর্বান্ বিললাপ সুবিহ্বলঃ ॥৪
ভ্রাতৄন্ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ দৌহিত্রান্ সখীনপি।

বসুদেব উবাচ।

যৈর্জিতা ভূমিপালাশ্চ দৈত্যাশ্চ শতশোঽর্জুন ॥ ৫
তান দৃষ্ট্বা নেহ পশ্যামি জীবামার্জুন দুর্মনাঃ।
যৌ তাবর্জুন শিষ্যৌ তে প্রিয়ৌ বহুমতৌ সদা ॥৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

[দ্বারকায় অর্জুন এবং বসুদেবের কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—জনমেজয়! মাতুলের আবাসে যাইয়া কুরুবংশকেশরী অর্জুন দেখিলেন, বীর ও মহাত্মা বসুদেব পুত্র-শোকে সন্তপ্ত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। ১

হে ভারত! আয়তবক্ষা ও বিশালবাহু কৌন্তেয় অর্জুন নিজের মাতুলকে শোকাকুল দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন তিনি সাশ্রুনেত্রে মাতুলের চরণযুগল ধারণ করিলেন। ২

হে শত্রুবিমর্দ্দক রাজন্! মহাবাহু বসুদেব ভাগিনেয় অর্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু মানসিক অসামর্থ্যে তাহা পারিলেন না। ৩

বৃদ্ধ ও মহাবাহু বসুদেব বাহুযুগলে অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণকে স্মরণ পূর্ব্বক শোকাকুলাবস্থায় রোদন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, সখা, আত্মীয় স্বজনগণকে স্মরণ করিয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪?

বসুদেব কহিলেন,—অর্জুন! যাহারা শত শত দৈত্য ও রাজাকে একদা জয় করিয়াছিল, এখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও

তয়োরপনয়াৎ পার্থ বৃষ্ণয়ো নিধনং গতাঃ।
যৌ তৌ বৃষ্ণিপ্রবীরাণাং ঘাবেবাতিরথৌ মতৌ ॥ ৭
প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ কথয়ন্ কথসে চ যৌ।
তৌ সদা কুরুশার্দূল কৃষ্ণস্য প্রিয়ভাজনৌ ॥ ৮
তাবুভৌ বৃষ্ণিনাশস্য মুখমান্তাং ধনঞ্জয়।
ন তু গর্হামি শৈনেয়ং হার্দিক্যং চাহমর্জুন ॥ ৯
অক্রূরং গৌক্ষিণেয়ঞ্চ শাপো হ্যেবাত্র কারণম্।
কেশিনং ধেনুকং কংসঞ্চ বিক্রম্য জগতঃ প্রভুঃ ॥ ১০
বিদেহাবকরোৎ পার্থ চৈদ্যঞ্চ বলগর্বিতম্
নৈষাদিমেকলব্যঞ্চ চক্রে কালিঙ্গ-মাগধান্ ॥ ১১
গান্ধারান্ কাশিরাজঞ্চ নরভূমৌ চ পার্থিবান্।
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ পর্বতীয়াংস্তথা নৃপান্ ॥ ১২
সোঽয়ং তাপেক্ষিতব নেতরন্যায়মধুসূদনঃ।
ত্বং হি তং নারদশ্চৈব মুনয়শ্চ সনাতনম্ ॥ ১৩

দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমার প্রাণ যায় না কেন? আমার নিকট মৃত্যু কি এতই দুর্লভ? ৬।

অর্জুন! যাহারা তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল এবং তুমি যাহাদের সম্মান করিতে, সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির অজ্ঞাতে সকল বৃষ্ণিবংশীয়গণ মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ৭।

অর্জুন! সেই যে দুইজন, বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠ বীর-গণের মধ্যে অতিরথ বলিয়া সকলের অভিমত ছিল এবং তুমি যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির কথা বলিয়া আস্ফালন করিতে, কৃষ্ণের সর্ব্বদা প্রীতির পাত্র সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি যদুবংশ ধ্বংসের প্রধান কারণ হইয়াছিল। ৮।

অথবা অর্জুন! এই বিষয়ে আমি সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, অক্রূর ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির প্রতি দোষ দিতে পারি না। বস্তুতঃ, ঋষিগণের অভিশাপই যাদবগণের বিনাশের প্রধান কারণ। ৯।

কৌন্তেয়! যেই জগদীশ্বর যথাক্রমে কেশী এবং কংসকে দৈহিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন অর্থাৎ বধ করিয়াছিলেন; যিনি বলগর্ব্বিত বিদেহরাজ, নিষাদ-পুত্র একলব্য, কলিঙ্গরাজ, মগধরাজ, গান্ধারদেশীয় বীরগণ, কাশিরাজ তথা মরুভূমির নৃপবৃন্দকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন; যিনি পূর্ব্ব ও দক্ষিণদেশীয় রাজন্যবর্গ এবং পার্ব্বত্য রাজগণকে সংহার করিয়াছিলেন; সেই প্রভাবশালী মধুসূদন যাদববালকগণের দুর্নীতি দেখিয়া এইরূপ অবস্থা উপেক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ এইরূপ পরিণতিই যেন তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। ১০-১২।

গোবিন্দমনঘং দেবমভিজানীহ্যমচ্যুতম্।
প্রত্যপদ্যচ্চ স বিভুর্জ্ঞাতিক্ষয়মধোক্ষজঃ ॥ ১৪
সমুপেক্ষিতবান্ নিত্যং স্বয়ঞ্চ মম পুত্রকঃ।
গান্ধার্য্যা বচনং যৎ তদ্‌ঘৃণীত্যুক্ত পরন্তপ ॥ ১৫
তন্নমস্যন্ত্যা কর্ত্তুং নৈচ্ছৎ স জগতঃ প্রভুঃ।
প্রত্যক্ষং ভবতশ্চাপি তব পৌত্রঃ পরন্তপ ॥ ১৬
অশ্বত্থাম্না হতশ্চাপি জীবিতস্তস্য তেজসা।
ইমাংস্তু নৈচ্ছৎ স্বান্ জ্ঞাতীন্ বৃষ্ণিভুক্ সখা তব ॥১৭
ততঃ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ ভ্রাতৄনথ সখীংস্তথা।
শয়ানান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা ততো মামব্রবীদিদম্ ॥ ১৮
সম্প্রাপ্তোঽস্ত্যয়নস্যান্তঃ কুলস্য পুরুষর্ষভ।
আগমিষ্যতি বীভৎসুরিমং দ্বারাবতীং পুরীম্ ॥১৯
আখ্যেয়ং তস্য যদ্ বৃত্তং বৃষ্ণীনাং বৈশসং মহৎ।
স তু শ্রুত্বা মহাতেজা যদূনাং নিধনং প্রভো ॥ ২০

দেখ অর্জুন! তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্পাপ, সনাতন, অচ্যুত ও পরমেশ্বররূপে জানিতে। অথচ সেই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ নিজের কুটুম্বজনসমূহের এই ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন ॥ ১৩-১৪।

হে শত্রুদমন অর্জুন! আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণরূপী জগদীশ্বর গান্ধারী এবং মহর্ষিগণের অভিশাপের অন্যথাচরণ করিতে চাহেন না, এই বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন ॥ ১৫।

হে শত্রুসন্তাপক অর্জুন! তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার ঐষীকাস্ত্রে নিহত হয় আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তোমারই সম্মুখে সেই বালক পুনর্জীবিত হয় ॥ ১৬।

এই প্রকার শক্তিমান্ তোমার সখা শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভ্রাতৃবন্ধুবর্গের প্রাণসঙ্কটেও তাহাদের বাঁচাইতে ইচ্ছা করে নাই। যখন পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি পরস্পর আঘাত করিতে করিতে ধরাশায়ী হইয়া গেল, তখন সেই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া বলিল ॥ ১৭-১৮

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পিতঃ! আজ এই বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। অর্জুন নিশ্চয়ই এই ঘটনা শুনিয়া দ্বারকা নগরীতে আসিবে। সে আসিলে তাহাকে বৃষ্ণিবংশের এই ব্যাপক বিনাশের কথা বলিবেন ॥ ১৯।

প্রভো! অর্জুনের নিকট এই সংবাদ নিশ্চয়ই যাইবে এবং সেই মহাতেজা কৌন্তেয় যদুবংশীয়গণের বিনাশ সংবাদ শুনিয়া

আগন্তা ক্ষিপ্রমেবেহ ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ।
যোঽহং তমর্জুনং বিদ্ধি যোঽর্জুনঃ সোঽহমেব তু ॥১১
যদ্ ব্রূয়াৎ তৎ তথা কার্য্যমিতি বুধ্যস্ব মাধব
স স্ত্রীষু প্রাপ্তকালাসু পাণ্ডবো বালকেষু চ ॥ ১২
প্রতিপৎস্যতি বীভৎসুর্ভবতশ্চৌর্দ্ধদৈহিকম্ ।
ইমাঞ্চ নগরীং সদ্যঃ প্রতিযাতে ধনঞ্জয়ে ॥ ১৩
প্রাকারাট্টালকোপেতাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ।
অহং দেশে তু কস্মিংশ্চিৎ পুণ্যে নিয়তমাস্থিতঃ ॥ ১৪
কালং কাঙ্ক্ষন্ সদা এব রামেণ সহ ধীমতা ।
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশো মামচিন্ত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৫

হিত্বা মাং বালকৈঃ সার্ধং দিশং কামপ্যগাৎ প্রভুঃ ।
সোঽহং তৌ চ মহাত্মানৌ চিন্তয়ন্ ভ্রাতরৌ তব ॥ ১৬
ঘোরং জ্ঞাতিবধং চৈব ন ভুঞ্জে শোককর্ষিতঃ ।
ন ভোক্ষ্যে ন চ জীবিষ্যে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি পাণ্ডব ॥১৭
যদ্যকৃৎ পার্থ কৃষ্ণেন তৎ সর্বমখিলং কুরু ।
এতৎ তে পার্থ রাজ্যঞ্চ স্ত্রিয়ো রত্নানি চৈব হি ।
ইষ্টান্ প্রাণানহং হীনাংস্ত্যক্ষ্যামি রিপুসূদন ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মৌসলপর্বণি অর্জুনবসুদেবসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

অবশ্যই সত্বর এখানে উপস্থিত হইবে—এই ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই ॥ ২০॥

পিতঃ! যেই আমি সেই অর্জুন, যেই অর্জুন আমিও সেই, অতএব অর্জুন আসিয়া যাহা কর্তব্য বোধে বলিবে, আপনি সেইমত তাহা করিবেন—ইহা বুঝিয়া রাখুন ॥ ২১॥

আদরপ্রদত্ত স্ত্রীগণের এবং বালকগণের প্রতি অর্জুন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবে। আপনি কালপ্রাপ্ত হইলে পাণ্ডুনন্দন সেই অর্জুনই আপনাদিগের পারলৌকিক কর্ম করিবে ॥ ২২॥

অর্জুন চলিয়া গেলে প্রাচীর-অট্টালিকাপূর্ণ এই দ্বারকা নগরীকে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিবে ॥ ২৩॥

আমি বুদ্ধিমান্ বলরামের সহিত বনে কোনও পবিত্র স্থানে শৌচ-সন্তোষাদি নিয়ম অবলম্বন করিয়া সদাই কালপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিব ॥ ২৪॥

এইরূপ বলিয়া অচিন্তনীয় প্রবলপরাক্রমী এবং প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ বালকগণসহ আমাকে এইখানে পরিত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করিয়াছে ॥ ২৫॥

তখন হইতে আমি তোমার দুই ভ্রাতা মহাত্মা রাম ও কৃষ্ণের তথা সমস্ত বৃষ্ণিবংশের ভয়ঙ্কর বিনাশের কথা চিন্তা করিতে থাকিয়া অত্যন্ত শোকক্লিষ্ট হইয়াছি। এই যাবৎ আমি ভোজন করি নাই, এখনও আমি খাদ্যগ্রহণ করিব না এবং অতঃপর আর জীবিত থাকিব না। পাণ্ডুনন্দন! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি উপস্থিত হইয়াছ ॥ ২১-২৭

অতএব হে পৃথানন্দন! শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা তাহা নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিও। এই রাজ্য, ঐ স্ত্রীলোকগণ এবং এই রত্নরাজি আজ হইতে সকলই তোমার অধিকারে। অরিন্দম! আজ আমি নিশ্চিত হইয়া প্রিয় হইলেও আমার প্রাণ ত্যাগ করিব ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মৌসলপর্বে 'অর্জুন-বসুদেবসংবাদ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[মৌষলযুদ্ধে নিহতানাং যাদবানাং বসুদেবস্য চান্ত্যেষ্টিক্রিয়াং কৃত্বার্জুনেন দ্বারকাবাসিনাং নর-নারীণামানয়নম্, সমুদ্রস্য দ্বারকানগরীনিমজ্জনম্, পথি অর্জ্জুনোপরি দস্যূনামাক্রমণম্, অবশিষ্টানাং যাদবানামর্জুনেন স্বনগরে নিবেশনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স বীভৎসুর্মাতুলেন পরন্তপ।
দুর্মনা দীনবদনো বসুদেবমুবাচ হ ॥ ১

নাহং বৃষ্ণিপ্রবীরেণ বন্ধুভিশ্চৈব মাতুল
বিহীনাং পৃথিবীং দ্রষ্টুং শক্ষ্যামীহ কথঞ্চন ॥ ২

রাজা চ ভীমসেনশ্চ সহদেবশ্চ পাণ্ডবঃ।
নকুলো যাজ্ঞসেনী চ সঙ্ঘেকমনসো বয়ম্ ॥ ৩

রাজ্ঞঃ সংক্রমণে চাপি কালোঽয়ং বর্ত্ততে ধ্রুবম্।
তমিমং বিদ্ধি সম্প্রাপ্তং কালং কালবিদাং বর ॥ ৪

সর্ব্বথা বৃষ্ণীদারাস্তু বালং বৃদ্ধং তথৈব চ।
নয়িষ্যে পরিগৃহ্যাহমিন্দ্রপ্রস্থমরিন্দম ॥ ৫

ইত্যুক্ত্বা দারুকমিদং বাক্যমাহ ধনঞ্জয়ঃ।
অমাত্যান্ বৃষ্ণিবীরাণাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি মা চিরম্ ॥ ৬

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুধর্ম্মাং যাদবীং সভাম্
প্রবিবেশার্জুনঃ শূরঃ শোচনানো মহারথান্ ॥ ৭

তমাসনগতং তত্র সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা।
ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তত্র পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥ ৮

তান্ দীনমনসঃ সর্ব্বান্ বিমূঢ়ান্ গতচেতসঃ।
উবাচেদং বচঃ কালে পার্থো দীনতরস্তথা ॥ ৯

শক্রপ্রস্থমহং নেষ্যে বৃষ্ণ্যন্ধকজনং স্বয়ম্।
ইদং তু নগরং সর্বং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ১০

সজ্জীকুরুত যানানি রত্নানি বিবিধানি চ।
বজ্রোঽয়ং ভবতাং রাজা শক্রপ্রস্থে ভবিষ্যতি ॥ ১১

সপ্তমে দিবসে চৈব রবৌ বিমল উদ্গতে।
বহির্বৎস্যামহে সর্বে সজ্জীভবত মা চিরম্ ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায়।

[মৌষল যুদ্ধে নিহত যাদবগণের ও বসুদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া দ্বারকাবাসী স্ত্রী-পুরুষগণকে অর্জ্জুনের আনয়ন, সমুদ্রের দ্বারকানগরী গ্রাস, পথে অর্জ্জুনের উপর দস্যুগণের আক্রমণ, অবশিষ্ট যাদবগণকে নিজ রাজধানীতে স্থাপন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—জনমেজয়! নিজ মাতুল বসুদেব এই প্রকার বলিলে অর্জ্জুনের মন বিষাদে ভরিয়া গেল এবং তাঁহার মুখ মলিন হইল। তিনি বসুদেবকে বলিলেন ॥ ১

মাতুল! বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তথা নিজ ভ্রাতৃতুল্য সাত্যকি প্রভৃতির বিরহে পৃথিবীর কোনও বস্তু দর্শনে আর আমার আগ্রহ নাই ॥ ২

রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সহদেব, নকুল, দ্রৌপদী ও আমি এই আমরা ছয়জনে একই মনোভাব পোষণ করি অর্থাৎ আমরা কেহই পুনরায় বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না ॥ ৩

রাজা যুধিষ্ঠিরেরও পরলোক প্রাপ্তির সময় আসন্নপ্রায়। হে সম্রাড্জ্ঞ মাতুল! আপনি চিন্তা করুন, এই তাঁহার উপযুক্ত অবসর ॥ ৪

অরিন্দম! অবশ্যই আমি বৃষ্ণিবংশীয় স্ত্রীগণ, বালক ও বৃদ্ধগণকে আমার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইব ॥ ৫

মাতুলকে এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন দারুককে বলিলেন, এখন আমি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের পরিষদবর্গের সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৬

এই কথা বলিয়া বীর অর্জ্জুন যাদব মহারথ কৃষ্ণ প্রভৃতির উদ্দেশে শোক করিতে করিতে সুধর্মা নামক যাদবসভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৭

অর্জ্জুন যাদবগণের সভায় উপস্থিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলে প্রজাসমূহ, বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ, পারিষদবর্গ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৮

তাঁহারা সকলেই শোকে বিমগ্নমন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং অচেতনপ্রায়। ইঁহাদের অপেক্ষা অর্জ্জুনের মানসিক দশা আরও মর্ম্মান্তিক। যাহাই হউক, তিনি সভাসমূহগণকে তৎকালে করণীয় বিষয়ে বলিলেন ॥ ৯

আমি স্বয়ং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় জনসমূহকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইব, কারণ, সমুদ্র এই দ্বারকা নগরী গ্রাস করিবে ॥১০

অতএব আপনারা যানবাহন ও নানাবিধ রত্ন সজ্জিত করুন। ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এই বজ্র আপনাদের রাজা হইবেন ॥ ১১

অদ্য হইতে সপ্তমদিবসে নির্মল আকাশে সূর্য্যোদয় হইলে আমরা সকলে দ্বারকা নগরীর বাহিরে চলিয়া যাইব। অতএব আপনারা যথাসম্ভব অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া আসুন ॥ ১২

ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্বে পার্থেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ।
সজ্জমাশু ততশ্চক্রুঃ স্বসিদ্ধ্যর্থং সমুৎসুকাঃ ॥ ১৩
তাং রাত্রিমবসৎ পার্থঃ কেশবস্য নিবেশনে ।
মহতা শোকমোহেন সহসাভিপরিপ্লুতঃ ॥ ১৪
সোঽভূতেঽথ ততঃ শৌরির্বসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
যুক্ত্বাত্মানং মহাতেজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥ ১৫
ততঃ শব্দো মহানাসীদ্ বসুদেবনিবেশনে ।
দারুণঃ ক্রোশতীনাঞ্চ রুদতীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ১৬
প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্বা বিমুক্তাভরণস্রজঃ ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ ॥১৭
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা ।
অন্বারোহন্ত চ তথা ভর্তারং যোষিতাং বরাঃ ॥ ১৮
ততঃ শৌরিং নৃযুক্তেন বহুমূল্যেন ভারত ।
যানেন মহতা পার্থো বহির্নিষ্ক্রাময়ৎ তদা ॥ ১৯

অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী অর্জুনের এই প্রকার আজ্ঞা পাইয়া সকল নগরবাসী আপন অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সত্বর যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া লইলেন ॥ ১৩

ঐ রাত্রিতে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৃহে বাস করিলেন। ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া সহসা অর্জুন শোকে ও মোহে আক্রান্ত হইলেন ॥ ১৪

পরদিন প্রভাতে মহাতেজা শূরসুত প্রতাপশালী বসুদেব আপন জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া যোগবলে পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫

অনন্তর বসুদেবের গৃহে উচ্চৈঃস্বরে রোদনে প্রবৃত্তা নারীদের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল ॥ ১৬

উন্মুক্ত কেশে সকল নারী মালা অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া হস্ত দ্বারা বক্ষ তাড়ন করিতে থাকিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা প্রভৃতি আপন মৃত পতির চিতায় সহমৃতা হইবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ১৮

হে ভরতনন্দন! তাহার পর অর্জুন এক বহু মূল্য উত্তম যানে বসুদেবের শব তুলিয়া মনুষ্যস্কন্ধে পুনরায় তাহা আরোপিত করিয়া নগরীর বাহিরে আনিলেন ॥ ১৯

তমন্বযুস্তত্র তত্র দুঃখশোকসমন্বিতাঃ ।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বে পৌরজানপদা হিতাঃ ॥ ২০
তস্যাগ্নমেধিকং ছত্রং দীপ্যমানাশ্চ পাবকাঃ ।
পুরস্তাৎ তস্য যানস্য যাজকাশ্চ ততো যযুঃ ॥ ২১
অনুজগ্মুশ্চ তং বীরং দেব্যস্তা বৈ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
স্ত্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতা বধূভিশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২২
যস্য দেশঃ প্রিয়স্তস্য জীবতোঽভূন্মহাত্মনঃ ।
তত্রৈনমুপসঙ্কল্প্য পিতৃমেধং প্রচক্রিরে ॥ ২৩
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ ।
ততোঽন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ ॥ ২৪
তং বৈ চতসৃভিঃ স্ত্রীভিরন্বিতং পাণ্ডুনন্দনঃ ।
অদাহয়চ্ছনৈশ্চন্দ্যৈ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ২৫
ততঃ প্রাতরভূচ্ছব্দঃ সমিদ্ধস্য বিভাবসোঃ ।
সামগানাঞ্চ নির্ঘোষো নরাণাং রুদতামপি ॥ ২৬

যাদবগণের হিতৈষী সকল দ্বারকাবাসী ক্রমে দুঃখে ও শোকে সমাকুল হইয়া সবান্ধবগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২০

বসুদেবের মৃত শরীরবহনকারী যানের অগ্রে অগ্রে যাজক ব্রাহ্মণগণ অশ্বমেধের যোগ্য ছত্র ও অগ্নিহোত্র যাগের প্রজ্বলিত অগ্নি লইয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ২১

বীর বসুদেবের দেবকী প্রভৃতি পত্নীগণ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা সমুচীন ভাবে সজ্জিত সহস্র সহস্র পুত্রবধূগণ তথা অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের সহিত নিজ পতির যানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥ ২২

জীবিতাবস্থায় বসুদেবের যেই স্থান প্রিয় ছিল, সেইস্থানে বসুদেবের শব লইয়া যাইয়া অর্জুন সঙ্কল্প পূর্ব্বক দাহ-সংস্কারাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৩

চিতায় প্রজ্বলিত অগ্নিতে সহিত শূরপুত্র বসুদেবের দেবকী প্রভৃতি চারিটি পত্নী পতির সহিত একই চিতায় আরোহণ করিলেন এবং ভস্ম হইয়া একই সঙ্গে পতিলোকে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪

চারিটি পত্নীযুক্ত বসুদেবের শব দাহ করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন চন্দন কাষ্ঠ এবং বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের সাহায্য লইয়াছিলেন ॥ ২৫

এই সময়ে প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ, ব্রাহ্মণগণের সামবেদ উচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনি এবং রোদনকারী লোকদিগের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল ॥ ২৬

ততো বজ্রপ্রধানাস্তে বৃষ্ণ্যন্ধককুমারকাঃ।
সর্বে চৈবোদকং চক্রুঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ২৭
অনুশুশ্রুষমাণস্তু ধর্ম্মং কাপ্তরিষ্যা স কান্তনঃ।
জগাম বৃষ্ণয়ো যত্র বিনষ্টা ভরতর্ষভ ॥ ২৮
স তান দৃষ্ট্বা নিপতিতান্ কদনে ভৃশদুঃখিতঃ।
বভূবাতীব কৌরব্য প্রাপ্তকালং চকার হ ॥ ২৯
যথা প্রধানতশ্চৈব চক্রে সর্বাস্তথা ক্রিয়াঃ।
যে হতা ব্রহ্মশাপেন মুসলৈরেরকোদ্ভবৈঃ ॥ ৩০
ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অগ্নিষ্বা দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩১
স তেষাং বিধিবৎ কৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি পাণ্ডবঃ।
সপ্তমে দিবসে প্রায়াদ্ রথমারুহ্য সত্বরঃ ॥ ৩২
অশ্ববৃন্দৈ রথৈশ্চাপি গোখরোষ্ট্রযুতৈরপি।
স্ত্রিয়স্তা বৃষ্ণিবীরাণাং রুদত্যঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ৩৩
অনুজগ্মুর্নরাস্তানং পাণ্ডুপুত্রং ধনঞ্জয়ম্।
ভৃত্যাশ্চান্ধকবৃষ্ণীনাং সাদিনো রথিনশ্চ যে ॥ ৩৪
বীরহীনং বৃদ্ধবালং পৌরজানপদাস্তথা।
যযুস্তে পরিবার্য্যাথ কলত্রং পার্থশাসনাৎ ॥ ৩৫
কৃষ্ণরৈশ্চ গজারোহা যযুঃ শৈলনিভৈস্তথা।
সপাদরক্ষৈঃ সংযুক্তাঃ সান্তরায়ুধিকা যযুঃ ॥ ৩৬
পুত্রাশ্চান্ধকবৃষ্ণীনাং সর্বে পার্থমনুব্রতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহাধনাঃ ॥ ৩৭
দশ ষট্ চ সহস্রাণি বাসুদেবাবরোধনম্।
পুরস্কৃত্য যযুর্বজ্রং পৌত্রং কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ৩৮
বহূনি চ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকস্ত্রীণাং হতনাথানি নির্যযুঃ ॥ ৩৯
তৎসাগরসমপ্রখ্যং বৃষ্ণিচক্রং মহদ্বিভুম্।
উবাহ রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৪০
নির্য্যাতে তু জনে তস্মিন্ সাগরো মকরালয়ঃ।
দ্বারকাং রত্নসম্পূর্ণাং জলেনাপ্লাবয়ৎ তদা ॥ ৪১

ইহার বজ্র প্রভৃতি বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় কুমারগণ এবং স্ত্রীলোকেরা মহাত্মা বসুদেবের উদ্দেশে তর্পণ করিল ॥ ২৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পরে অনুশুশ্রূষমাণ অর্জুন বসুদেবের অন্ত্যেষ্টি করাইয়া যেইস্থানে বৃষ্ণিগণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন, সেইস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৮

যাদবগণের বিনাশস্থানে আসিয়া যাদবগণকে নিপতিত দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। যাঁহারা ব্রহ্মশাপের প্রভাবে এরকাজাত মুসলের দ্বারা নিহত হইয়াছিল, প্রধান অপ্রধান অনুক্রমে অর্জুন তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৯-৩০

অনন্তর বিন্যস্ত পুরুষদিগের দ্বারা বলরাম এবং বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণের মৃতশরীর দুইটি সংগ্রহ করিয়া অর্জুন যথাবিধি তাঁহাদেরও বিন্যস্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারী পুরুষগণের দ্বারা দাহ সংস্কার করাইলেন ॥৩১

যথাবিধানে প্রেত কার্য্য সমাপন করিয়া অর্জুন সপ্তম দিবসে রথে আরোহণ করিয়া সত্বর দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩২

তৎকালে বৃষ্ণি-বংশীয়গণের শোকার্ত্ত স্ত্রীগণ রোদন করিতে থাকিয়া অশ্বযুক্ত রথে এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া মহাত্মা অর্জুনের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা অশ্বে ও রথে আরোহণ করিয়া অর্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল ॥ ৩৩-৩৪

অর্জুনের আজ্ঞায় অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণের ভৃত্যেরা, অশ্বারোহী, রথারোহী তথা প্রাকৃতিক নাগরিকগণ বীরপুত্রহীনা বৃদ্ধ ও বালকপুত্রগণযুক্ত স্ত্রীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ৩৫

গজারোহিগণ পর্ব্বত প্রমাণ গজে শুণ্ডভাবে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া যাত্রা করিতে লাগিল, উহাদের সহিত হস্তিগণের পাদ-রক্ষকও মিলিত হইল ॥ ৩৬

অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয় সকল বালক অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁহারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মহাধন শূদ্র তথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র ভার্য্যাগণ বৃষ্ণিমান্ বাসুদেবের পৌত্র বজ্রকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের বহুতর বিধবা ভার্য্যা দ্বারকা নগরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩৯

রথিশ্রেষ্ঠ ও বিপক্ষ নগরবিজয়ী অর্জুন মহাসমৃদ্ধিযুক্ত ও সমুদ্রতুল্য সেই যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন ॥ ৪০

সেই লোকসমূহ দ্বারকা হইতে নির্গত হইলে মকরালয় সমুদ্র আপন জলরাশি দ্বারা তখনই রত্নপূর্ণা সেই দ্বারকা নগরীকে প্লাবিত করিল ॥ ৪১

যদ্ যদ্ধি পুরুষব্যাঘ্রো ভুনেত্তস্যা ব্যমুঞ্চত ।
তৎ তৎ সমপ্লাবয়ামাস সলিলেন স সাগরঃ ॥
তদদ্ভুতমভিপ্রেক্ষ্য দ্বারকাবাসিনো জনাঃ ।
তূর্ণং তূর্ণতরং জগ্মুরহো দৈবমিতি ব্রুবন্ ॥ ৪৩
কাননেষু চ রম্যেষু পর্বতেষু নদীষু চ ।
নিবসন্নানয়ামাস বৃষ্ণিদারান্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৪
স পঞ্চনদমাসাদ্য ধীমানতিসমৃদ্ধিমৎ ।
দেশে গোপশুভান্যাঢ্যে নিবাসমকরোৎ প্রভুঃ ॥৪৫
ততো লোভঃ সমভবদ্ দস্যূনাং নিহতেশ্বরাঃ ।
দৃষ্ট্বা স্ত্রীণো নীয়মানাঃ পার্থেনৈকেন ভারত ॥ ৪৬
ততস্তে পাপকর্মাণো লোভোপহতচেতসঃ ।
আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাশুভদর্শনাঃ ॥ ৪৭
অয়মেকোঽর্জুনো বৃষ্ণী বৃদ্ধবালং হতেশ্বরম্ ।
নয়ত্যস্মানতিক্রম্য যোধাংশ্চেমে হতৌজসঃ ॥ ৪৮

ততো যষ্টিপ্রহরণা দস্যবস্তে সহস্রশঃ ।
অভ্যধাবন্ত বৃষ্ণীনাং তং জনং লোলযুদ্ধয়ঃ ।
মহতা সিংহনাদেন ত্রাসয়ন্তঃ পৃথগ্জনম্ ।
অভিপেতুর্বধার্থং তে কালপর্য্যায়চোদিতাঃ ॥
ততো নিবৃত্তঃ কৌন্তেয়ঃ সহসা সপদানুগঃ ।
উবাচ তান্ মহাবাহুরর্জুনঃ প্রহসন্নিব ॥ ৫১
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা যদি জীবিতুমিচ্ছথ ।
ইমানাং শরনির্ভিন্নাঃ শোচধ্বং নিহতা ময়া ॥ ৫২
তথোক্তাস্তেন বীরেণ কপর্দীকৃতা অপি চ
অভিপেতুর্জনং মূঢ়া বার্ধমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৫৩
ততোঽর্জুনো ধনুর্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং মহৎ
আরোপয়িতুমারেভে যত্নাদিব কথঞ্চন ॥ ৫৪
চকার সজ্ঞং কৃচ্ছ্রেণ সম্ভ্রমে তুমুলে সতি ।
চিন্তয়ামাস শস্ত্রাণি ন চ সস্মার তান্যপি ॥ ৫৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই দ্বারকার যেই যেই স্থান পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, সমুদ্র আপন জল দ্বারা তখন সেই সেই স্থান প্লাবিত করিতে লাগিল ॥ ৪২

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া 'দৈবলীলা কি বিচিত্র' এইরূপ বলিতে থাকিয়া দ্বারকাবাসী লোকেরা দ্রুততর গতিতে চলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

অর্জুন ক্রমে ক্রমে মনোহর বন, পর্বতে এবং নদীতীরে বাস করিতে করিতে বৃষ্ণিবংশীয় স্ত্রীলোকগণকে আনয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

এইভাবে বুদ্ধিমান্ ও প্রতিপত্তিশালী অর্জুন অত্যন্ত সমৃদ্ধ পঞ্চনদ দেশে উপস্থিত হইয়া গো, অন্যান্য পশু ও ধান্যসম্পন্ন স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

হে ভরতনন্দন ! একমাত্র অর্জুনের সংরক্ষণে ধৃতপতি এতগুলি বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া ঐস্থানবাসী দস্যুগণের মনে লোভ হইল ॥ ৪৬

অনন্তর পাপাচার বিকটাকৃতি দস্যুগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল ; কারণ, অতিরিক্ত লোভে তাহাদের বিবেক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪৭

হে ভ্রাতৃগণ ! ধনুর্ধর একমাত্র এই অর্জুন এবং এই দুর্বল যোদ্ধারা আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বৃদ্ধ বালক সহ এই অনাথ স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছে ॥ ৪৮

এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান করিয়া পরস্বাপহারী ও যষ্টিধারী সেই সহস্র সহস্র দস্যু বৃষ্ণিবংশীয় মনুষ্যের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৪৯

কালপরিবর্তনের প্রেরণাতেই যেন ঐ দস্যুরা বৃষ্ণিবংশীয়-গণকে বধ করিবার জন্য আসিয়া পড়িল। বিশাল সিংহের গুহারের ন্যায় তাহারা সাধারণ লোকের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিল ॥ ৫০

তাহার পর কুন্তীনন্দন মহাবাহু অর্জুন তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত নিবৃত্ত হইয়া হাস্য করিতে থাকিয়াই যেন তাহাদের বলিলেন ॥ ৫১

হে অধার্মিক পাপিষ্ঠ ! যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, নিবৃত্ত হও। অন্যথায়, এখনই আমার বাণে বিদ্ধভিন্ন হইয়া নিহত হইয়া শোকাকুল হইবে ॥ ৫২

মহাবীর অর্জুনের এইরূপ উক্তি সত্ত্বেও এবং অর্জুনের পুনঃ পুনঃ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্মদ দস্যুগণ জনসমূহের উপর আসিয়া পড়িল ॥ ৫৩

ইহাতে অর্জুন সহসা অতি কষ্টেই যেন দিব্য ও জীর্ণতাবিহীন বিশাল গাণ্ডীব ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪

অর্জুন গুরুতর আয়াসে ত্বরায় ধনুতে গুণ আরোপণ করিলেন এবং নিজের অস্ত্রশস্ত্রের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫৫

বৈকৃতং তমসদ্ দৃষ্ট্বা ভুজবীর্য্যে তথা যুধি।
দিব্যানাঞ্চ মহাস্ত্রাণাং বিনাশাদ্ ব্রীড়িতোঽভবৎ ॥৫৬
বৃষ্ণিযোধাংশ্চ তে সর্বে সঙ্গ্রামস্থবযোধিনঃ।
ন শেকুরাবর্তয়িতুং স্ত্রিয়মাণঞ্চ তং জনম্ ॥ ৫৭
কলত্রস্য বহুত্বাদ্ধি দস্যবস্তৎস্থ তত্ততঃ।
প্রযত্নমকরোৎ পার্থো জনস্য পরিরক্ষণে ॥ ৫৮
নিষতাঃ সর্বযোধানাং ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
সমন্ততোঽবকৃষ্যন্ত কামাচ্চাদ্যাঃ প্রবত্রজুঃ ॥ ৫৯
ততো গাণ্ডীবনির্মুক্তৈঃ শরৈঃ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান দস্যূন্ সোদ্বেগো বৃষ্ণিভৃত্যৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০
ক্ষণেন তস্য তে রাজন্ ক্ষয়ং জগ্মুরজিহ্মগাঃ।
অক্ষয্যা হি পুরা ভূত্বা ক্ষীণাঃ ক্ষতজভোজনাঃ ॥ ৬১
স শরক্ষয়মাসাদ্য দুঃখশোকসমাহতঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা দস্যূনবধীৎ পাকশাসনিঃ ॥ ৬২
প্রেক্ষতস্ত্বেব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সমস্তাজ্জনমেজয় ॥ ৬৩
ধনঞ্জয়স্তু দৈবং তন্মনসাঽচিন্তয়ৎ প্রভুঃ।
দুঃখশোকসমাবিষ্টো নিশ্বাসপরমোঽভবৎ ॥ ৬৪
অস্ত্রাণাঞ্চ প্রণাশেন বাহুবীর্য্যস্য সংক্ষয়াৎ।
ধনুষশ্চাবিধেয়ত্বাচ্ছরাণাং সংক্ষয়েণ চ ॥ ৬৫
বভূব বিমনাঃ পার্থো দৈবমিত্যনুচিন্তয়ন্।
স্মরন্নেত ততো রাজন্ নেদমস্তীতি চাব্রবীৎ ॥ ৬৬
ততঃ শেষং সমাদায় কলত্রস্য মহামতিঃ।
হৃতভূয়িষ্ঠরত্নস্য কুরুক্ষেত্রমবাত্তরৎ ॥ ৬৭
এবং কলত্রনাশায় বৃষ্ণীনাং হৃতশেষিতম্।
দুঃখেনয়ত কৌরব্যস্তত্র তত্র ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬৮
হার্দিক্যতনয়ং পার্থো নগরে মাতিকাবতে।
ভোজরাজকলত্রঞ্চ হৃতশেষং নরোত্তমঃ ॥ ৬৯
ততো বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ স্ত্রিয়শ্চাদায় পাণ্ডবঃ।
বীরৈর্বিহীনান্ সর্বাংস্তান্ শক্রপ্রস্থে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৭০

নিজের গুরুতর বিকৃতাবস্থা ও যুদ্ধে বাহুবলের বিকার দেখিয়া এবং দিব্যাস্ত্রসমূহের বিস্মরণ হওয়ায় অর্জুন অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। ৫৬

হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারা দস্যুহস্তে পতিত ধনজনগণকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না ॥ ৫৭

এই জনসমূহের মধ্যে স্ত্রীলোকগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন। দস্যুগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া পড়িতেছিল, তাই, অর্জুন সেই স্ত্রীগণকে রক্ষা করিবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিলেন ॥ ৫৮

সকল যোদ্ধার সম্মুখেই চতুর্দিক্ হইতে দস্যুগণ সুন্দরী স্ত্রীগণকে টানিয়া টানিয়া লইয়া গেল। কেবল দুইটি স্ত্রীলোক স্পর্শভয়ে সেই দস্যুগণের মতানুযায়ী নিঃসঙ্কোচে উহাদের অনুসরণ করিল ॥ ৫৯

তৎপরে উদ্বিগ্ন হইয়া অর্জুন সহস্র সহস্র বৃষ্ণিভৃত্যগণের সহিত মিলিত গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা দস্যুগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

হে রাজন্! ক্ষণকাল মধ্যেই অর্জুনের সেই বাণসকল ক্ষয়-প্রাপ্ত হইল। কি আশ্চর্য্য। সেই বাণ পূর্ব্বে রক্তপায়ী ছিল এবং অক্ষয় ছিল, তাহাও সেই সময় ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ॥ ৬১

বাণসমূহ অকস্মাৎ নিঃশেষ হইলে দুঃখ-শোকতাড়িত অর্জুন তখন ধনুর অগ্র দ্বারা দস্যুগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

হে জনমেজয়! ম্লেচ্ছের ন্যায় ধর্মবিহীন সেই দস্যুগণ অর্জুনের সম্মুখেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের উত্তম স্ত্রীগণকে চতুর্দ্দিকে লইয়া গেল ॥ ৬৩

প্রভাবশালী অর্জুন ইহা দৈবকৃত বলিয়া মনে চিন্তা করিলেন এবং দুঃখশোকে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ॥৬৪

হে রাজন্! অস্ত্রসমূহের যাবতীয় জ্ঞান লোপ পাইল, বাহুবলও নষ্ট হইল, ধনুকও আয়ত্তের বাহিরে গেল এবং অক্ষয়-বাণগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া অর্জুনের মন বিষণ্ণ হইল এবং তিনি সকল ঘটনাকে দৈব বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন 'এই অস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি কখনও নিত্য নহে' ॥৬৫-৬৬

দস্যুগণ বহুতর উত্তম স্ত্রী ও তাহাদের প্রচুর রত্ন অপহরণ করিয়াছিল, অবশিষ্ট স্ত্রীগণ ও রত্নরাশিকে লইয়া বুদ্ধিমান্ অর্জুন কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন ॥ ৬৭

এই প্রকার অপহরণ হইতে বৃষ্ণিবংশীয় যে স্ত্রীলোকগণ অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের লইয়া কৌরবনন্দন অর্জুন বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করিলেন ॥ ৬৮

নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৃতবর্ম্মার পুত্র অনুপতিকে মাণ্ডাবরাপ্রদেশে মার্তিকাবতনগরে স্থাপন করিলেন এবং ভোজরাজের অবশিষ্ট স্ত্রীগণকেও সেই স্থানে রাখিলেন ॥ ৬৯

তাহার পর অর্জুন বীরবিহীন সমস্ত বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রপ্রস্থে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৭০

যৌযুধানিং সরস্বত্যাং পুত্রং সাত্যকিনঃ প্রিয়ম্
ন্যবেশয়ত ধর্মাত্মা বৃদ্ধবালপুরস্কৃতম্ ॥ ৭১
ইন্দ্রপ্রস্থে তদা রাজ্যং বজ্রায় পরবীরহা
বজ্রেণাক্রূরদায়াস্তু বার্য্যমাণাঃ প্রবব্রজুঃ ॥৭২
কৃষ্ণিনী চৈব গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীতথা ।
দেবী জাম্ববতীচৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥ ৭৩
সত্যভামা তথৈবাঙ্গা দেব্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মতাঃ ।

ধর্মাত্মা অর্জুন সাত্যকির প্রিয়পুত্র যৌযুধানিকে বৃদ্ধ ও বালকগণের সহিত সরস্বতী নদীর তীরবর্তী দেশের অধিকারী করিয়া বাস করাইলেন ॥ ৭১

ইহার পর শত্রুবীরগণের সংহারকারী অর্জুন অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজ্য দান করিলেন। বজ্র বহু বার বাধা দিলেও অক্রূরের পত্নীগণ তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন ॥ ৭২

কৃষ্ণিনী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী এবং জাম্ববতী পতিলোক-লাভের কামনায় অগ্নিতে দেহ বিসর্জন করিলেন ॥ ৭৩

বনং প্রবিবিশু রাজ্ঞস্তাপস্যে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৭৪
দ্বারকাবাসিনো যে তু পুরুষাঃ পার্থমভ্যয়ুঃ ।
সমাহৃতং সংবিভজ্যেদানীম্ বজ্রে পর্য্যদদজ্জয়ঃ ॥৭৫
স তৎ কৃত্বা প্রায়ণকালং বাষ্পেণাপিহিতোঽর্জুনঃ
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং দদর্শাসীনমাশ্রমে ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মৌসলপর্বণি বৃষ্ণিকলত্রাদানয়নে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামা তথা অন্য ভার্যাগণ তপস্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বনগমন করিলেন ॥ ৭৪

দ্বারকাবাসী অন্যান্য যে সকল পুরুষ অর্জুনের সঙ্গে আসিয়াছিল, অর্জুন যোগ্যতানুসারে দান বিভাগ করিয়া তাহাদের বজ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥ ৭৫

অর্জুন তৎকালোচিত আদ্য কর্তব্য সমাধা করিয়া সাশ্রুলোচনে আশ্রমে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মুসলপর্বে 'বৃষ্ণিকলত্রাদির আনয়ন' নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্যাসদেবার্জুনয়োঃ কথোপকথনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
প্রবিশন্নর্জুনো রাজন্নাশ্রমং সত্যবাদিনঃ ।
দদর্শাসীনমেকান্তে মুনিং সত্যবতীসুতম্ ॥ ১
স তমাসাদ্য ধর্মজ্ঞমুপতস্থে মহাব্রতম্ ।
অর্জুনোঽস্মীতি নামাস্মৈ নিবেদ্যাভ্যবদৎ ততঃ ॥ ২
স্বাগতং তেঽস্ত্বিতি প্রাহ মুনিঃ সত্যবতীসুতঃ ।
আস্যতামিতি হোবাচ প্রসন্নাত্মা মহামুনিঃ ॥ ৩

তমপ্রতীতমনসং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ
নিবিণ্ণমনসং দৃষ্ট্বা পার্থং ব্যাসোঽব্রবীদিদম্ ॥

নখকেশদশাকৃন্তবারিণা কিং সমুক্ষিতঃ ।
আবীরজানুগমনং ব্রাহ্মণো বা হতস্ত্বয়া ॥

যুদ্ধে পরাজিতো বাসি গতশ্রীরিব লক্ষ্যসে ।
ন ত্বাং প্রভিন্নং জানামি কিমিদং ভরতর্ষভ ॥ ৬

অষ্টম অধ্যায়।

[ব্যাসদেব এবং অর্জুনের কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে রাজন্! অর্জুন সত্যনিষ্ঠ বেদ-ব্যাসের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সত্যবতীপুত্র ব্যাসকে একপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলেন ॥ ১

মহাব্রতধারী ও অখিলধর্মজ্ঞ ব্যাসদেবের সমীপবর্তী হইয়া 'আমি অর্জুন' এই বলিয়া অর্জুন দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং পুনর্গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ॥ ২

প্রসন্নমনা সত্যবতীসুত মহামুনি ব্যাস অর্জুনকে বলিলেন, বৎস! তোমার আগমন শুভ হউক, এস এখানে উপবেশন কর ॥ ৩

অর্জুনের মন অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ, তিনি বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহার চিত্ত বিষাদমগ্ন—ইহা দেখিয়া ব্যাসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪

অর্জুন! তুমি কি নখ, কেশ ও বস্ত্রের দশায় অশুচি হইয়া কলসের জলে স্নান করিয়াছ, কিংবা রজস্বলা স্ত্রী গমন করিয়াছ,

শ্রোতব্যং চেন্ময়া পার্থ কিমদ্যাখ্যাতুমর্হসি ।

অর্জুন উবাচ ।

যঃ স মেঘবপুঃ শ্রীমান্ বৃহৎপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৭

স কৃষ্ণঃ সহ রামেণ ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতঃ ।

(তদ্বাক্যস্পর্শনালোকসুখং ত্বমৃতসন্নিভম্ ।

সংস্মৃত্য দেবদেবস্য প্রমুহ্যামমৃতাত্মনঃ ॥)

মৌসলে বৃষ্ণীবীরাণাং বিনাশো ব্রহ্মশাপজঃ ॥ ৮

বভূব বীরান্তকরঃ প্রভাসে লোমহর্ষণঃ ।

এতে শূরা মহাত্মানঃ সিংহদর্পা মহাবলাঃ ॥ ৯

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকা ব্রহ্মন্নন্যোন্যং তৈর্হতং যুধি ।

গদাপরিঘশক্তীনাং সহাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ১০

ত এরকাভিনিহতাঃ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ।

হতং পঞ্চশতং তেষাং সহস্রং বাহুশালিনাম্ ॥ ১১

নিধনং সমনুপ্রাপ্তং সমাসাদ্যেতরেতরম্ ।

পুনঃ পুনর্ম মুহ্যামি বিনাশমিতৌজসাম্ ॥ ১২

চিন্তয়ানো যদূনাঞ্চ কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ।

শোষণং সাগরস্যেব পর্বতস্যেব চালনম্ ॥ ১৩

নভসঃ পতনং চৈব শৈত্যমগ্নেস্তথৈব চ ।

অত্র জ্ঞেয়মহং মন্যে বিনাশং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১৪

ন চেহ স্থাতুমিচ্ছামি লোকে কৃষ্ণবিনাকৃতঃ ।

ইতঃ কষ্টতরং চান্যচ্ছৃণু তদ্ বৈ তপোধন ॥ ১৫

মনো মে দীর্য্যতে যেন চিন্তয়ানস্য বৈ মুহুঃ

পশ্যতো বৃষ্ণিদারাংশ্চ মম ব্রহ্মন্ সহস্রশঃ ॥১৬

আভীরৈরভিসংভগ্নাঃ স্ত্রিয়ো পঞ্চনদালয়ৈঃ ।

ধনহারায় তত্রাহং নাশকং তস্য পূরণে ॥ ১৭

অথবা ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে, না যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছ বলিয়া তোমাকে শ্রীহীন দেখাইতেছে। বৎস! আমি তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, তাহা হইলে, ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা কি? হে পৃথানন্দন! যদি আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে ঘটনাটি সত্বর বল ॥ ৬-৭½

অর্জুন বলিলেন,—ভগবন্! যাঁহার সুন্দর বিগ্রহ মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ, যাঁহার নেত্র বিশাল পদ্মদলের ন্যায় শোভা পাইত, সেই শ্রীল ভগবান্ কৃষ্ণ বলরামের সহিত দেহত্যাগ করিয়া যথায় গমন করিয়াছেন ॥ ৭½

(দেবতাগণেরও দেবতা এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ কৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণ, স্পর্শন ও দর্শনের সুখ অমৃতেরই তুল্য ছিল, সুতরাং তাহা স্মরণ করিয়া এই ব্যক্তি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছে ॥)

ব্রাহ্মণগণের অভিশাপবশতঃ মৌসল যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের বিনাশ ঘটিয়াছে। রোমাঞ্চকর এই সংগ্রাম প্রভাসক্ষেত্রেই হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা বীর, মহাত্মা, সিংহের ন্যায় দর্পশালী ও মহাবল ছিলেন, তাঁহারাই গৃহযুদ্ধে পরস্পরকে আঘাত করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৮-৯½

যাঁহারা গদা, পরিঘ এবং শক্তি অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে পারিতেন, তাঁহারা পরিঘের ন্যায় বাহুবলযুক্ত হইয়াও সামান্য এরকানামক তৃণবিশেষ দ্বারা নিহত হইয়াছেন। অতএব দেখুন, সময়ের কি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে! এইভাবে আপন আপন বাহুবল প্রভাবে এক একজনকে পাইয়া পরস্পর পাঁচ লক্ষ বীর নিহত হইয়াছেন ॥ ১০-১১½

এই অমিততেজস্বী বীরগণের বিনাশসংবাদ-জনিত দুঃখ আমি কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। মহাত্মা কৃষ্ণ এবং যদুবংশীয়গণের পরলোক প্রাপ্তি বার্তা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত সঞ্চালিত হইয়াছে, আকাশ অবসন্নিত হইয়াছে এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তির পরিবর্ত্তে শীতলতা স্থান পাইয়াছে। শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণও মৃত্যুর অধীন হইলেন—ইহা অতি অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি ॥ ১২-১৪½

আমাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, আমি এই সংসারে তাঁহার বিরহে থাকিতে পারি না। তপোধন! ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্টজনক আরও একটি বিষয় রহিয়াছে, তাহা আপনি শুনুন ॥ ১৫

যাহা চিন্তা করিলেই আমার মন অনবরত বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে ব্রহ্মন্! পঞ্চনদবাসী গোপেরা যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিয়া আমার সমক্ষেই বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষদিগের সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকগণকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ১৬

তখন আমি গাণ্ডীব ধনু লইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য গুণারোপণ করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলাম। পূর্ব্বে আমার যেইরূপ বাহুবল ছিল, এখন সেইরূপ কিছুই নাই ॥ ১৭

যথা পূর্বা চ মে বীর্য্যং ভুজয়োর্ন তথা ভবৎ
অস্ত্রাণি মে প্রনষ্টানি বিবিধানি মহামুনে ॥ ১৮

শরাশ্চ ক্ষয়মাপন্নাঃ ক্ষণেনৈব সমন্ততঃ
পুরুষশ্চাপ্রমেয়াত্মা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৯

চতুর্ভুজঃ পীতবাসাঃ শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণঃ
যস্য বাহ্যি পুরস্তস্থে রথদা সুমহাত্মনঃ

প্রদহন্ রিপুসৈন্যানি ন পশ্যামেহদ্য তং প্রভুম্
যেন পূর্বং প্রদগ্ধানি শত্রুসৈন্যানি তেজসা ॥ ২১

শরৈর্গাণ্ডীবনির্মুক্তৈরহং পশ্চাচ্চ নাশয়ম্ ।
তমপশ্যন্ বিষীদামি ঘূর্ণামীব চ সত্তম ॥ ২২

পরিনির্বিন্নচেতাশ্চ শান্তিং নোপলভেঽপি চ ।
(দেবকীনন্দনং দেবং বাসুদেবমজং প্রভুম্ ।)

বিনা জনার্দনং বীরং নাহং জীবিতুমুৎসহে
শ্রুত্বৈব হি গতং বিষ্ণুং মমাপি মুমুষূর্দিশঃ

প্রনষ্টজ্ঞাতিবীর্য্যোজা শূন্যাশ্চ পরিধাবতঃ ॥ ২৪
উপদেষ্টুং নয় শ্রেয়ো ভবানর্হতি সত্তম

ব্যাস উবাচ

(দেবাংশা দেবদেবেন সম্মতাস্তে গতাঃ সহ
ধর্ম্মব্যবস্থারক্ষার্থং দেবেন সমুদীরিতাঃ ।)

ব্রহ্মশাপবিনির্দগ্ধা বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ॥ ২৫
বিনষ্টাঃ কুরুশার্দূল ন ত্বন্ শোচিতুমর্হসি ।
ভবিতব্যং তথা তচ্চ দিষ্টমেতন্মহাত্মনাম্ ॥ ২৬

উপেক্ষিতঞ্চ কৃষ্ণেন শক্তেনাপি ব্যপোহিতুম্
ত্রৈলোক্যমপি গোবিন্দঃ কৃৎস্নং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৭

মহামুনি ! আমার নানা প্রকার অস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং বাণসকল ক্ষণকাল মধ্যেই সর্ব্ব প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৮॥

যাঁহার স্বরূপ অপ্রমেয়, যিনি শঙ্খ-চক্রগদাধারী, চতুর্ভুজ, পীতবস্ত্রধারী, শ্যামসুন্দর এবং নলিনীদলের ন্যায় আয়ত নয়ন যাঁহার রহিয়াছে, যিনি মহাতেজস্বী, প্রভু, শত্রুসেনাভস্মকারী এবং রথের অগ্রে সারথির ন্যায় অবস্থান করিতেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এখন আমি দেখিতে পাইতেছি না। যিনি পূর্ব্বে স্বতেজঃপ্রভাবে আমার শত্রুসৈন্যগণকে যেন দগ্ধ করিতেন, পরে আমি গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা তাহাদের বিনাশ করিতাম। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! এখন তাঁহার অভাবে আমি শোকে বিদীর্ণ হইতেছি, আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে ; সুতরাং আমি গ্লানিযুক্তচিত্ত নিবন্ধন শান্তিই পাইতেছি না ॥ ১৯-২২॥

আমি দেবরূপ অজন্মা ভগবান্ দেবকীনন্দন বাসুদেব বীর জনার্দ্দনকে দেখিতে না পাইয়া আর জীবিত থাকিতে অভিলাষী নহি ॥ ২৩

আমার জ্ঞাতিগণ বিনষ্ট হইয়াছেন, দেহ-বলও নষ্ট হইয়াছে, এই অবস্থায় আমার কৃষ্ণও চলিয়া গিয়াছেন—ইহা স্মরিবার পরই আমার চিত্তভ্রম হইতেছে, যেন সর্ব্বশূন্য হইয়া পড়িয়াছি, অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। অঙ্গসকল অবসন্ন হইয়াছে। অতএব হে সাধুবর। আপনি আমাকে মঙ্গলময় উপদেশ দান করুন ॥ ২৪॥

ব্যাসদেব বলিলেন,—কুন্তীকুমার ! সেই যাদবগণ দেবতাদের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই দ্বারকায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আবার তাঁহার সহিত পরম ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিলে ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি হইত, এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের অন্তিমদশা উপলব্ধি করিয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন ॥ ।

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য তোমার শোক করা সমীচীন নহে। যদুবংশ ধ্বংস এইভাবেই হইবার কথা ছিল এবং সেই মহাত্মগণের এইরূপই নিয়তি ছিল ॥ ২৩-২৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। যিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের প্রাণিগণের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ, তিনি মুনিগণের শাপের অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন না কেন ? (তোমার সাক্ষাতেই স্ত্রীগণের যে অপহরণ হইয়াছে, সেই বিষয়ে এক রহস্য রহিয়াছে —তাহা শ্রবণ কর। এই স্ত্রীগণ পূর্ব্বজন্মে অপ্সরা ছিলেন। তাঁহারা অষ্টাবক্রমুনির রূপ দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তাহাতে কুদ্ধ হইয়া মুনি শাপ দিয়াছিলেন, 'তোমরা মানবী হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর এবং দস্যুগণের হস্তে পড়িয়া তোমরা অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে'। এই কারণে তোমার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব তোমার শোক অসমীচীন ॥ ২৭॥

প্রসহেদনাধাকর্তুং কৃতঃ শাপং মহাত্মনাম্ ।
(ত্রিয়ন্ত তাঃ পুরা শপ্তাঃ প্রহাসকুপিতেন বৈ ।
অষ্টাবক্রেণ মুনিনা তদর্থং বরলব্ধয়া ॥)
রথস্থা পুরতো যাতি যঃ স চক্রগদাধরঃ ॥ ২৮
তব স্নেহাৎ পুরাণর্ষির্নারায়ণচতুর্ভুজঃ ।
কৃষ্ণা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ ॥ ২৯
মোক্ষয়িত্বা তনুং প্রাপ্তঃ কৃষ্ণঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ।
ত্বয়াপীহ মহৎ কর্ম্ম দেবানাং পুরুষর্ষভ ॥ ৩০
কৃতং ভীমসহায়েন যমাভ্যাঞ্চ মহাভুজ
কৃতকৃত্যাংশ্চ বো মন্যে সংসিদ্ধান্ কুরুপুঙ্গব ॥৩১
গমনং প্রাপ্তকালং ব ইদং শ্রেয়স্করং বিভো ।
এবং বৃদ্ধিশ্চ তেজশ্চ প্রতিপত্তিশ্চ ভারত ॥ ৩২
ভবন্তি ভবকালেষু বিপদ্যন্তে বিপর্যয়ে
কালমূলমিদং সর্বং জগদ্বীজং ধনঞ্জয় ॥ ৩৩

কাল এব সমাদত্তে পুনরেব যদৃচ্ছয়া ।
স এব বলবান্ ভূত্বা পুনর্ভবতি দুর্বলঃ ॥ ৩৪
স এবেশ্বশ্চ ভূত্বেহ পরৈরাজ্ঞাপ্যতে পুনঃ ।
কৃতকৃত্যানি চাস্ত্রাণি গতান্যস্ত যথাগতম্ ॥ ৩৫
পুনরেষ্যন্তি তে হস্তে যদা কালো ভবিষ্যতি ।
কালো গন্তুং গতিং মুখ্যাং ভবতামপি ভারত ॥ ৩৬
এতচ্ছ্রেয়ো হি বো মন্যে পরমং ভরতর্ষভ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতদ্ বচননাজ্ঞায় ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥ ৩৭
অনুজ্ঞাতো যযৌ পার্থো নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ।
প্রবিশ্য চ পুরীং বীরঃ সমাসাদ্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
আচষ্ট তদ্ যথাবৃত্তং বৃষ্ণ্যন্ধককুলং প্রতি ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মৌসলপর্বণি ব্যাসার্জুনসংবাদে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮
মৌসলপর্ব সম্পূর্ণম্ ।

যিনি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ তোমার রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেন, তিনি সাক্ষাৎ চক্র-গদাধারী প্রাচীন ঋষি চতুর্ভুজ নারায়ণ ॥ ২৮॥

বিশালনেত্র শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া এখন দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক নিজের উত্তম ধামে প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ২৯॥

মহাবাহো পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমিও এই জগতে ভীমসেন, নকুল এবং সহদেবের সহায়তায় দেবগণের মহৎ কার্য্য করিয়াছ ॥ ৩০॥

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ ! এখন আমি তোমাদিগকে কৃতকৃত্য ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করি, অতএব বিভো ! এখন তোমাদের স্বর্গগমনই কালোচিত এবং মঙ্গলজনক ॥ ৩১॥

হে ভরতনন্দন ! অভ্যুদয়ের কালে মনুষ্যের বুদ্ধি, তেজ এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়, আবার বিপদের সময় এই সকল গুণের নাশ হয় ॥ ৩২॥

অর্জুন ! একমাত্র কালই স্বেচ্ছাক্রমে এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে আবার কালই সকল সংহার করে। কালই সম্পদ ও বিপদের হেতু ॥ ৩৩॥

কাল অনুসারেই মনুষ্য বলবান্ হয়, আবার দুর্ব্বলও হয়। কালক্রমেই মানুষ আজ্ঞাকারী প্রভু হইয়া আবার পরে অন্য পুরুষগণের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে ॥ ৩৪॥

অর্জুন ! তোমার অস্ত্রসকল কৃতকৃত্য, সুতরাং পূর্ব্বে যেমন আসিয়াছিল, এখন তেমনই চলিয়া গিয়াছে। আবার যখন প্রয়োজন হইবে, তখন পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে ॥ ৩৫॥

হে ভরতনন্দন ! তোমাদেরও উত্তম গতি লাভ করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর। ভরতশ্রেষ্ঠ ! ইহাই তোমাদের পরম মঙ্গল বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৩৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—জনমেজয় ! এইভাবে অমিততেজা ব্যাসের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া অর্জুন তাঁহার অনুমতানুসারে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন ॥ ৩৭॥

মহাবীর অর্জুন হস্তিনানগরে প্রবেশ করিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের যাবতীয় ঘটনা যথাযথভাবে যুধিষ্ঠিরের নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৩৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মৌসলপর্ব্বে 'ব্যাসার্জুন-সংবাদ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মৌসলপর্ব্ব সমাপ্ত

মহাপ্রস্থানিকপর্ব।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বৃষ্ণিবংশীয়দিগের শ্রাদ্ধ করিয়া বজ্রাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ-পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

জনমেজয় উবাচ।

এবং বৃষ্ণ্যন্ধককুলে শ্রুত্বা মৌষলজং ভয়ম্।
পাণ্ডবাঃ কিমকুর্বন্ত তথা কৃষ্ণে দিবং গতে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বৈবং কৌরবো রাজা বৃষ্ণীনাং কদনং মহৎ।
প্রস্থানে মতিমাধায় ব্যাকারর্জুনমব্রবীৎ ॥ ২

কালঃ পচতি ভূতানি সর্ব্বাণ্যেব মহামতে।
কালপাশমহং মন্যে ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ৩

ইত্যুক্তঃ স তু কৌন্তেয়ঃ কালঃ কাল ইতি ব্রুবন্।
অন্বপদ্যত তদ্ বাক্যং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ধীমতঃ ॥ ৪

অর্জ্জুনস্য মতং জ্ঞাত্বা ভীমসেনো যমৌ তথা
অন্বমন্যন্ত তদ্ বাক্যং যতুক্তং সব্যসাচিনা ॥ ৫

ততো যুযুৎসুমানাহূয় প্রপ্রচ্ছ ধর্ম্মকামরাট্
রাজ্যং পরিদদৌ সর্ব্বং বৈশ্যাপুত্রে যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬

অভিষিচ্য স্বরাজ্যে চ রাজানঞ্চ পরিক্ষিতম্
দৃষ্ট্বার্ত্তশ্চাব্রবীদ্ রাজা সুভদ্রাং পাণ্ডবাগ্রজঃ ॥ ৭

এষ পুত্রস্য পুত্রস্তে কুরুরাজ্যে ভবিষ্যতি
যদূনাং পরিশেষশ্চ বজ্রো রাজা কৃতশ্চ হ ॥ ৮

পরিক্ষিদ্ধাস্তিনপুরে শক্রপ্রস্থে চ যাদবঃ।
বজ্রো রাজা ত্বয়া রক্ষ্যো মা চাধর্ম্মে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৯

ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মরাজঃ স বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মাতুলস্য চ বৃদ্ধস্য রামাদীনাং তথৈব চ ॥ ১০

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়।

[বৃষ্ণিবংশীয়গণের শ্রাদ্ধ করিয়া বজ্রনাভের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, (তাঁহার লীলার প্রধান সহায়িকা) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী ও (তাঁহার লীলাসহচর) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র মহাভারতাদি পাঠ করিতে হয়।)

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এইরূপ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের বীরগণের মধ্যে মুষল-যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের পর পাণ্ডবগণ কি করিলেন ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বৃষ্ণিবংশীয়গণের গুরুতর সংহারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রস্থানের নিশ্চয় করত অর্জ্জুনকে বলিলেন ॥ ২

মহামতে! কালই সমস্ত ভূতগণকে পাক করিতেছে—বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। এখন আমি কালের বচনকে স্বীকার করিতেছি। তুমিও ইহার দিকে দৃষ্টিপাত কর ॥ ৩

তিনি এই কথা বলিলে পর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন 'কাল কালই, ইহাকে অন্যথা করা যায় না' ইহা বলিয়া নিজের বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা অনুমোদন করিলেন ॥ ৪

অর্জ্জুনের মত জানিয়া ভীমসেন, নকুল এবং সহদেবও তাঁহার এই কথা অনুমোদন করিলেন ॥ ৫

তাহার পর ধর্ম্মকামনায় রাজা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছুক যুধিষ্ঠির বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে আনাইয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিলেন ॥ ৬

তৎপরে নিজ রাজ্যে রাজা পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করিয়া পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির দুঃখে পীড়িত হইয়া সুভদ্রাকে বলিলেন ॥ ৭

এই তোমার পুত্র অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ কুরুদেশ ও কৌরবগণের রাজা হইবে এবং যাদবদিগের মধ্যে যাহারা বর্ত্তমানে অবশিষ্ট আছে, তাহাদের রাজা শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র বজ্রকে করা হইয়াছে ॥ ৮

পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে রাজা করিবে এবং যদুবংশজাত বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা করিবে। তুমি রাজা বজ্রকেও রক্ষা করিবে এবং মনকে কখনও অধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবে না ॥ ৯

এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আলস্য ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ মাতুল বসুদেব

ভ্রাতৃভিঃ সহ ধর্মাত্মা কৃত্বোদকমতন্দ্রিতঃ।
শ্রাদ্ধান্যুদ্দিশ্য সর্বেষাং চকার বিধিবৎ তদা ॥ ১১
দ্বৈপায়নং নারদঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং তপোধনম্।
ভারদ্বাজং যাজ্ঞবল্ক্যং হরিমুদ্দিশ্য যত্নবান্ ॥ ১২
অভোজয়ৎ স্বয়ং ভোজ্যৈঃ কীর্তয়িত্বা চ কেশিনম্
দদৌ রত্নানি বাসাংসি গ্রামানশ্বান্ রথাংস্তথা
স্ত্রিয়শ্চ দ্বিজমুখ্যেভ্যস্তদা শতসহস্রশঃ
কৃপমভ্যর্চ্য চ গুরুমথ পৌরপুরস্কৃতম্ ॥ ১৪
শিষ্যঃ পরিক্ষিতং তস্মৈ দদৌ ভরতসত্তমঃ।
ততস্তু প্রকৃতীঃ সর্বাঃ সমানায্য যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৫
সর্বমাচষ্ট রাজর্ষিশ্চিকীর্ষিতমথাত্মনঃ
তে শ্রুত্বৈব বচস্তস্য পৌরজানপদা জনাঃ ॥ ১৬
ভৃশমুদ্বিগ্নমনসো নাভ্যনন্দন্ত তদ্বচঃ।
নৈবং কর্তব্যমিতি তে তদোচুস্তং জনাধিপম্ ॥ ১৭
ন চ হ্যকা তথাকার্ষীৎ কালপর্যায়ধর্মবিৎ
ততোঽব্রুবন্ পুনর্ধর্মাত্মা পৌরজানপদং জনম্ ॥ ১৮
গমনায় মতিং চক্রে ভ্রাতরশ্চাস্য তে তদা।
ততঃ স রাজা কৌরব্যো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ
উৎসৃজ্যাভরণান্যঙ্গাচ্ছুচৌ বল্কলমাদদে
তথৈব ভীমঃ পার্থশ্চ যমৌ চৈব তথৈব চ
তথৈব চ গৃহঃ সর্বে বল্কলানি নরাধিপ।
বিধিবৎ কারয়িত্বেষ্টিং নৈষ্টিকীং ভরতর্ষভ ॥ ২১
সমুৎসৃজ্যাথ সর্বেঽন্যান্ প্রতস্থুর্নরপুঙ্গবাঃ
ততঃ প্ররুরুদুঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা নরোত্তমান্ ॥ ২২
প্রস্থিতান্ দ্রৌপদীষষ্ঠান্ পুরা দ্যূতজিতান্ যথা।
হর্ষোঽভবচ্চ সর্বেষাং ভ্রাতৃণাং গমনং প্রতি ॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরমতং জ্ঞাত্বা বৃষ্ণিক্ষয়মবেক্ষ্য চ।
ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ ॥২৪

ও বলরামাদির উদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধও করিলেন ॥ ১০-১১

প্রবুদ্ধশীল যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, তপোধন মার্কণ্ডেয়, ভারদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যমুনিকে সুস্বাদু অন্নাদি ভোজন করাইলেন। ভগবানের নাম কীর্তন করিয়া তিনি উত্তম ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ রত্ন, বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব ও রথ প্রদান করিলেন। বহু ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে এক লক্ষ কুমারী কন্যা দান করিলেন ॥ ১২-১৩॥

তাহার পর গুরুদেব কৃপাচার্যকে পূজা করিয়া পুরবাসি-গণের সহিত পরীক্ষিৎকে পিতার ন্যায় তাঁহার সেবায় সমর্পণ করিলেন ॥ ১৪॥

ইহার পর সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে (প্রজা-মন্ত্রী প্রভৃতিকে) আনাইয়া রাজর্ষি যুধিষ্ঠির নিজের যাহা যাহা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ১৫॥

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়াই নগর ও জনপদবাসী সকলেই মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই প্রস্তাবকে মানিয়া লইতে পারিলেন না। তাঁহারা একত্রে সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—আপনি এরূপ করিবেন না (আপনি আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবেন না) ॥ ১৬-১৭

কিন্তু ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির কালের বিপর্যয়ে যাহা কর্তব্য ও ধর্ম, তাহা জানিতেন; সেইজন্য তিনি প্রজাগণের কথানুসারে কার্য করিলেন না। সেই ধর্মাত্মা নরপতি নগর ও জনপদবাসী সকল লোককে বুঝাইয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা সব কিছু ত্যাগ করিয়া মহা-প্রস্থানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮॥

তদনন্তর কুরুকুলধুরন্ধর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গসমূহ হইতে আভরণ উন্মোচন করিয়া বল্কলবস্ত্র ধারণ করিলেন। নরনাথ! এইরূপ ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও যশস্বিনী দ্রৌপদী দেবী—ইঁহারা সকলেও বল্কল ধারণ করিলেন ॥১৯-২০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিধিপূর্বক উৎসর্গ-কালিক ইষ্টি করাইয়া সেই সব নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ অগ্নিকে জলে বিসর্জন করিলেন এবং মহাযাত্রার জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ২১॥

পূর্বে পাশা খেলায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ যেভাবে বনে গিয়াছিলেন, সেইভাবে এই দিনেও দ্রৌপদীসহ নরোত্তম পাণ্ডবদিগকে যাইতে দেখিয়া নগরের সমস্ত স্ত্রীগণ রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকল ভ্রাতাদের এই যাত্রায় অত্যন্ত আনন্দ হইল ॥ ২২-২৩

যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় জানিয়া এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সংহার দেখিয়া পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডব, ষষ্ঠে দ্রৌপদী এবং সপ্তমে এক কুকুর —এই সব এক সঙ্গে যাত্রা করিলেন ॥ ২৪

আত্মনা সপ্তমো রাজা নির্যযৌ গজসাহ্বয়াৎ।
পৌরৈরনুগতো দূরং সর্বৈরন্তঃপুরৈস্তথা ॥ ১৫
ন চৈনমন্যৎ কিঞ্চিদ্বিবর্তয়েতি ভাষিতুম্।
ন্যবর্তন্ত ততঃ সর্বে নরা নগরবাসিনঃ ॥ ১৬
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব যুযুৎসুং পর্য্যবারয়ন্।
বিবেশ গঙ্গাং কৌরব্য উলূপী ভুজগাঙ্গনা ॥ ১৭
চিত্রাঙ্গদা যযৌ চাপি মণিপূরপুরং প্রতি।
শিষ্টাঃ পরিক্ষিতং স্থাপ্য মাতরঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৮
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
কৃতোপবাসাঃ কৌরব্য প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাস্ততঃ ॥ ১৯
যোগযুক্তা মহাত্মানস্ত্যাগধর্মমুপেযুষঃ।
অভিচক্রমুরুর্বীং দেশান্ সরিতঃ সাগরাংস্তথা ॥ ৩০
যুধিষ্ঠিরো যযাবগ্রে ভীমস্তু তদনন্তরম্।
অর্জুনস্তস্য চাস্যেব যমৌ চাপি যথাক্রমম্ ॥ ৩১
পৃষ্ঠতস্তু বরারোহা শ্যামা পদ্মদলেক্ষণা।
দ্রৌপদী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা যযৌ ভরতসত্তম ॥ ৩২
শ্বা চৈবানুযযাবেকঃ প্রস্থিতান্ পাণ্ডবান্ বনম্
ক্রমেণ তে যযুর্বীরা লৌহিত্যাং সলিলার্ণবম্
গাণ্ডীবং তু ধনুর্দিব্যং ন মুমোচ ধনঞ্জয়ঃ।
দ্বে চাক্ষয়ে তথা রাজন্ তে চাক্ষয়ো মহেষুধী ॥ ৩৪
অগ্নিস্তে দদৃশুস্তত্র স্থিতং শৈলমিবাগ্রতঃ।
মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং সাক্ষাৎপুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৩৫
ততো দেবঃ স সপ্তার্চিঃ পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ।
ভো ভো পাণ্ডুসুতা বীরাঃ পাবকং মাং নিবোধত
যুধিষ্ঠির মহাবাহো ভীমসেন পরন্তপ।
অর্জুনাগ্নিসুতৌ বীরৌ নিবোধত বচো মম
অহমগ্নিঃ কুরুশ্রেষ্ঠা যদা দগ্ধঃ খাণ্ডবম্।
অর্জুনস্য প্রভাবেণ তথা নারায়ণস্য চ ॥ ৩৮
অয়ং বঃ ফাল্গুনো ভ্রাতা গাণ্ডীবং পরমায়ুধম্।
পরিত্যজ্য বনে যাতু নানেনার্থোঽস্তি কশ্চন ॥৩৯

এই বৃদ্ধ প্রাণীকে সঙ্গে লইয়া সপ্তমে রাজা যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুর হইতে বাহির হইলেন, তখন নগরবাসী প্রজারা ও অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন, কিন্তু কোনও মানুষ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে পারিলেন না যে, আপনি ফিরিয়া চলুন ॥ ২৫ ॥

তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত পুরবাসী ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যুযুৎসুকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন ॥২৬॥

জনমেজয়! নাগরাজকন্যা উলূপী এই সময় গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর নগরে চলিয়া যাইলেন। এবং অবশিষ্ট মাতারা পরীক্ষিৎকে আবৃত করিয়া পরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৭-২৮

কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও যশস্বিনী দ্রৌপদী-দেবী ইঁহারা সকলে উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

ইঁহারা সকলেই যোগযুক্ত মহাত্মা এবং ত্যাগধর্ম্মপালনকারী ছিলেন। ইঁহারা বহু দেশ, নদী ও সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন ॥৩০

অগ্রে অগ্রে যুধিষ্ঠির যাইতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভীমসেন ছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন অর্জুন এবং তাঁহারও পশ্চাতে ক্রমশঃ নকুল ও সহদেব যাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইঁহাদের সকলের পশ্চাতে সুন্দরাঙ্গনোত্তমা, শ্যামবর্ণা, পদ্মদললোচনা, স্ত্রীগণশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী যাইতেছিলেন ॥৩২

বনে গমনকারী পাণ্ডবগণের পশ্চাতে এক কুকুরও যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ যাইতে যাইতে সেই বীর পাণ্ডবগণ লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩

মহারাজ! অর্জুন দিব্যধনুর লোভে তখন পর্য্যন্ত নিজের দিব্য গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ৩৪

লোহিতসাগর-তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা পর্ব্বতের ন্যায় পথ রোধ করিয়া সম্মুখে অবস্থানমান পুরুষরূপধারী সাক্ষাৎ অগ্নিদেবকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৫

তখন সপ্তবিধ অগ্নিশিখাবিশিষ্ট সেই অগ্নিদেব পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন—বীর পাণ্ডুপুত্রগণ! আমাকে তোমরা অগ্নি বলিয়া জানিও ॥ ৩৬

মহারাজ যুধিষ্ঠির! শত্রুতাপন ভীমসেন! অর্জুন! ও বীর অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠগণ! আমি অগ্নি। আমিই অর্জুন ও নারায়ণ-স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে খাণ্ডববনকে দগ্ধ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮

তোমাদের এই ভ্রাতা অর্জুন উত্তম অস্ত্র গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করিয়া বনে গমন করুক। এখন আর ইহার কোনও আবশ্যকতা নাই ॥ ৩৯

চক্ররত্নং তু যৎ কৃষ্ণে স্থিতমাসীন্মহাত্মনি।
গতং তচ্চ পুনর্হস্তে কালেনৈষ্যতি তস্য চ ॥ ৪০
বরুণাদাহৃতং পূর্বং ময়ৈতৎ পার্থকারণাৎ।
গাণ্ডীবং ধনুষাং শ্রেষ্ঠং বরুণায়ৈব দীয়তাম্ ॥ ৪১
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বে ধনঞ্জয়মচোদয়ন্।
স তদ্বলে প্রাক্ষিপচ্চ তূণাবক্ষয্যসায়কৌ। ৪২
ততোঽন্তর্হিতরত্নেষু তত্রৈবাস্তরধীয়ত।
যযুশ্চ পাণ্ডবা বীরাস্ততস্তে দক্ষিণামুখাঃ ॥ ৪৩

ততস্তে তূত্তরেণৈব তীরেণ লবণাম্ভসঃ।
দদৃশুর্ভরতশার্দূল দিবং দক্ষিণ-পশ্চিমাম্ ॥ ৪৪
ততঃ পুনঃ সমাবৃত্তাঃ পশ্চিমাং দিশমেব তে।
দদৃশুর্দ্বারকাং চাপি সাগরেণ পরিপ্লুতাম্ ॥ ৪৫
উদীচীং পুনরাবৃত্তা যযুর্ভরতসত্তমাঃ
প্রাদক্ষিণ্যং চীকির্ষন্তঃ পৃথিব্যা যোগধর্মিণঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাপ্রস্থানিকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পূর্বে যে চক্ররত্ন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে ছিল, তাহাও চলিয়া গিয়াছে। তাহা পুনরায় সময় আসিলে তাঁহার হস্তে যাইবে ॥৪০

এই গাণ্ডীব ধনু সমস্ত ধনু হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা পূর্বে আমি অর্জুনের জন্যই বরুণের নিকট হইতে আনিয়াছিলাম। এখন এই ধনু পুনরায় বরুণকেই প্রদান করা উচিত ॥ ৪১

এই কথা শ্রবণ করত সেই সব ভ্রাতারা অর্জুনকে সেই ধনু ত্যাগ করিতে বলিলেন। তখন অর্জুন সেই গাণ্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর অগ্নিদেব অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর বীর পাণ্ডবগণ সেস্থান হইতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া গমন করিলেন ॥ ৪৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর তাঁহারা লবণ-সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪

ইহার পর তাঁহারা আবার পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া যাইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সমুদ্রে প্লাবিতা দ্বারকানগরী দর্শন করিলেন। তাহার পর যোগধর্মপরায়ণ ভরতকুলজ পাণ্ডবগণ সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার ইচ্ছায় উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মহাপ্রস্থানিকপর্বে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[মার্গমধ্যে দ্রৌপদী-সহদেব-নকুলার্জুন-ভীমসেনানাং ক্রমশঃ পতনম্, যুধিষ্ঠিরেণৈকৈকস্য পতনকারণস্য বর্ণনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে নিয়তাত্মান উদীচীং দিশমাস্থিতাঃ।
দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥ ১
তং চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।
অথৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্ ॥ ২
তেষাং তু গচ্ছতাং শীঘ্রং সর্বেষাং যোগধর্মিণাম্।
যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে ॥ ৩
তাং তু প্রপতিতাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
উবাচ ধর্মরাজানং যাজ্ঞসেনীমবেক্ষ্য হ ॥ ৪
নাধর্মশ্চরিতঃ কশ্চিদ্ রাজপুত্র্যা পরন্তপ।
কারণং কিং তু তদ্ ব্রূহি যৎ কৃষ্ণা পতিতা ভুবি ॥ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

[পথের মধ্যে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমসেনের ক্রমশঃ পতন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রত্যেকের পতনের কারণ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিতে করিতে সংযতচিত্ত ও যোগযুক্ত সেই পাণ্ডবগণ মহাপর্বত হিমালয়কে দর্শন করিলেন ॥ ১

এই হিমালয়কে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা বালুকা-সমুদ্র দর্শন করিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহারা পর্বতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাগিরি মেরুকেও দেখিতে পাইলেন ॥ ২

এই সময় সকল পাণ্ডবগণ অতিত্বরা সহকারে যাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তখন যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী যোগধর্ম হইতে বিচলিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন ॥ ৩

তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া মহাবল ভীমসেন দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪

মহারাজ! রাজকুমারী দ্রৌপদী কখনও কোনও পাপকার্য্য করে নাই। তবে ইহার কি কারণ আছে বলুন—কেন সে ভূতলে পতিত হইল? ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পক্ষপাতো মহানস্য বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে।
তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা নরৈকেন্দ্রো যযৌ ভরতসত্তমঃ।
সমাধায় মনো ধীমান্ ধর্মাত্মা পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭

সহদেবস্ততো বিদ্বান্ নিপপাত মহীতলে।
তথাপি পতিতং দৃষ্ট্বা ভীমো রাজানমব্রবীৎ ॥ ৮

যোঽয়মস্মাসু সর্বেষু শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
সোঽয়ং মাদ্রবতীপুত্রঃ কস্মান্ নিপতিতো ভুবি ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞঃ নৈষোঽমন্যত কঞ্চন।
তেন দোষেণ পতিতস্তস্মাদেষ নৃপাত্মজঃ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং সমুৎসৃজ্য সহদেবং যযৌ তদা।
ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয়ঃ শুনা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১

কৃষ্ণাং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা সসাদৈবল্য পাণ্ডবম্।
আর্তো বন্ধুপ্রিয়ঃ শূরো নকুলো নিপপাত হ ॥ ১২

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে নকুলে চারুদর্শনে।
পুনরেব তদা ভীমো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩

যে ছায়মনুতধর্মাত্মা ভ্রাতা বচনকারকঃ।
রূপেণাপ্রতিমো লোকে নকুলঃ পতিতো ভুবি ॥ ১৪

ইত্যুক্তো ভীমসেনেন প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ
নকুলঃ প্রতি ধর্মাত্মা সর্ববৃষ্ণিষ্বিতে : বরঃ। ১৫

রূপেণ মৎসমো নাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম্
অধিকশ্চাভবৎ তেন ইত্যস্য মনসি স্থিতম্ ॥ ১৬

নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ ত্বং বৃকোদর।
যদা যদ্ বিহিতং বীর সোঽবশ্যং তদুপাশ্নুতে

তাংস্তু প্রপতিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ।
পপাত শোকসন্তপ্ততো গু পরবীরহা ॥ ১৮

পক্ষপাতো মহানস্য বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে।
তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্‌ক্তে পুরুষসত্তম ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা নরৈকেন্দ্রো যযৌ ভরতসত্তমঃ।
সমাধায় মনো ধীমান্ ধর্মাত্মা পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭

সহদেবস্ততো বিদ্বান্ নিপপাত মহীতলে।
তথাপি পতিতং দৃষ্ট্বা ভীমো রাজানমব্রবীৎ ॥ ৮

যোঽয়মস্মাসু সর্বেষু শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
সোঽয়ং মাদ্রবতীপুত্রঃ কস্মান্ নিপতিতো ভুবি ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞঃ নৈষোঽমন্যত কঞ্চন।
তেন দোষেণ পতিতস্তস্মাদেষ নৃপাত্মজঃ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং সমুৎসৃজ্য সহদেবং যযৌ তদা।
ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয়ঃ শুনা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১

কৃষ্ণাং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা সসাদৈবল্য পাণ্ডবম্।
আর্তো বন্ধুপ্রিয়ঃ শূরো নকুলো নিপপাত হ ॥ ১২

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে নকুলে চারুদর্শনে।
পুনরেব তদা ভীমো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৩

যে ছায়মনুতধর্মাত্মা ভ্রাতা বচনকারকঃ।
রূপেণাপ্রতিমো লোকে নকুলঃ পতিতো ভুবি ॥ ১৪

ইত্যুক্তো ভীমসেনেন প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ
নকুলঃ প্রতি ধর্মাত্মা সর্ববৃষ্ণিষ্বিতে : বরঃ। ১৫

রূপেণ মৎসমো নাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম্
অধিকশ্চাভবৎ তেন ইত্যস্য মনসি স্থিতম্ ॥ ১৬

নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ ত্বং বৃকোদর।
যদা যদ্ বিহিতং বীর সোঽবশ্যং তদুপাশ্নুতে

তাংস্তু প্রপতিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ।
পপাত শোকসন্তপ্ততো গু পরবীরহা ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পুরুষপ্রবর! ইহার মনে অর্জুনের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত ছিল; আজ সে তাহারই এই ফল ভোগ করিতেছে। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ভরতভূষণ নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির মনকে একাগ্র করত অগ্রসর হইলেন। ৭

তারপর অল্প পরেই বিদ্বান্ সহদেবও ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত দেখিয়া ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮

যে সর্বদা আমাদের সকলের সেবা করিত ও যাহার মধ্যে কোনরূপ অহঙ্কার ছিল না, এই সেই মাদ্রীনন্দন সহদেব কি হেতু ভূপতিত হইল? ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এই রাজকুমার সহদেব অন্য কাহাকেও নিজের ন্যায় বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিত না; সেই দোষেই আজ সে পতিত হইল। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া তাঁহাকেও পরিত্যাগ করত অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও কুকুরের সহিত কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির তখন যাইতে লাগিলেন। ১১

দ্রৌপদীকে ও পাণ্ডুপুত্র সহদেবকে পতিত হইতে দেখিয়া শোকার্ত ও বন্ধুপ্রিয় বীর নকুল পতিত হইলেন। ১২

প্রিয়দর্শন বীর সেই নকুলকে পতিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১৩

জগতে যে রূপে অতুলনীয় ছিল, যে কখনও নিজের ধর্মে ত্রুটি হইতে দেয় নাই এবং যে সদা আমাদের আজ্ঞা পালন করিত, এই সেই আমাদের প্রিয় বন্ধু নকুল কেন ভূতলে পতিত হইল? ১৪

ভীমসেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সমস্ত বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির নকুলের বিষয়ে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ১৫

ভীমসেন! নকুলের বুদ্ধি এইরূপ ছিল যে, রূপে আমার সমান আর কেহ নাই। তাহার মনে সর্বদা এই গর্ব ছিল যে, একমাত্র আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্। সেইজন্য নকুল পতিত হইয়াছে। বীর! যাহার জন্য যাহা বিহিত আছে, সে উহার ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। ১৬-১৭

দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেব—এই তিনজনকে পতিত হইতে দেখিয়া শত্রুবীরসংহারকারী শ্বেতবাহন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন শোকে সন্তপ্ত হইয়া স্বয়ং পতিত হইলেন। ১৮

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে পতিতে শত্রুতেজসি।
ম্রিয়মাণে ছরাবর্ষে ভীমো রাজানমব্রবীৎ ॥ ১৯
অনৃতং ন স্মরাম্যস্য স্বৈরেষ্বপি মহাত্মনঃ।
অথ কস্য বিকারোঽয়ং যেনায়ং পতিতো ভুবি ॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

একাহ্না নির্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জুনোঽব্রবীৎ।
ন চ তৎ কৃতবানেষ শূরমানী ততোঽপতৎ ॥ ২১
অবমেনে ধনুর্গ্রাহানেষ সর্বাংশ্চ ফাল্গুনঃ।
তথা চৈতত্তু তস্য কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।' ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রস্থিতো রাজা ভীমোঽথ নিপপাত হ।
পতিতশ্চাব্রবীদ্ ভীমো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৩
ভো ভো রাজন্নবেক্ষস্ব পতিতোঽহং প্রিয়স্তব।
কিং নিমিত্তঞ্চ পতনং ব্রূহি মে যদি বেত্থ হ ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিভুক্তঞ্চ ভবতা প্রাণেন চ বিকত্থসে।
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্জগামানবলোকয়ন্।
শ্বাপোকোঽনুযযৌ যন্তে বহুশঃ কীর্তিতো ময়া ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মহাপ্রস্থানিকে পর্বণি দ্রৌপদ্যাদিপতনে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী দুর্ধর্ষ বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন যখন পতিত হইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন, তখন ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ১৯

মহাত্মা অর্জুন কখনও পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যাকথা বলিয়াছে, ইহা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে ইহা কোন কর্মের ফল, যাহার দ্বারা এই অর্জুন ভূতলে পতিত হইল? ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুনের নিজের বীরত্বের অভিমান ছিল। সে বলিয়াছিল যে, আমি এক দিনেই শত্রুগণকে দগ্ধ করিব; কিন্তু সে তাহা করে নাই; সেইহেতু আজ অর্জুন ধরাশায়ী হইল। ২১

এই অর্জুন সমস্ত ধনুর্ধরগণকে অপমানও করিয়াছিল। নিজের কল্যাণকামী মানুষের কখনও ইহা করা উচিত নয়। ২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির প্রস্থান করিলেন। তারপর ভীমসেনও পতিত হইলেন। পতিত হইয়া ভীমসেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ২৩

রাজন্! একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার প্রিয় ভীমসেন এস্থানে পতিত হইয়াছি। যদি আপনি জানেন, তবে বলুন—আমার পতনের কারণ কি? ২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীমসেন! তুমি অতিশয় ভোজন করিতে এবং অন্যকে কোনরূপ গণনা না করিয়াই নিজের বলের প্রশংসা করিতে, সেইজন্য আজ তুমি ধরাতলে পতিত হইয়াছ। ২৫

এই কথা বলিয়া মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই গমন করিলেন। কেবল এক কুকুরই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, যাহার কথা আমি তোমার নিকট বহুবার আলোচনা করিয়াছি। ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মহাপ্রস্থানিকপর্বে দ্রৌপদী প্রভৃতির পতনবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরদেবরাজেন সহ বার্ত্তালাপঃ, যুধিষ্ঠিরস্য স্বধর্ম্মে দৃঢ়ভাবেনাবস্থানম্, স্বশরীরেণ স্বর্গগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সন্নাদয়ন্ শব্দো দিবং ভূমিঞ্চ সর্ব্বশঃ।
রথেনোপযযৌ পার্থমারোহেত্যব্রবীচ্চ তম্ ॥ ১
ভ্রাতৄন্ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীচ্ছোকসন্তপ্তঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ ॥ ২
ভ্রাতরঃ পতিতা মেঽত্র গচ্ছেয়ুস্তে ময়া সহ।
ন বিনা ভ্রাতৃভিঃ স্বর্গমিচ্ছে গন্তুং সুরেশ্বর ॥ ৩
সুকুমারী সুখার্হা চ রাজপুত্রী পুরন্দর।
সাস্মাভিঃ সহ গচ্ছেত তদ্ ভবাননুমন্যতাম্ ॥৪

শক্র উবাচ।

ভ্রাতৄন্ দ্রক্ষ্যসি স্বর্গে ত্বমগ্রতস্ত্রিদিবং গতান্।
কৃষ্ণা সহিতান্ সর্ব্বান্ মা শুচো ভরতর্ষভ ॥ ৫
নিক্ষিপ্য মানুষং দেহং গতাস্তে ভরতর্ষভ।
অনেন ত্বং শরীরেণ স্বর্গে গন্তা ন সংশয়ঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অদ্যঃ বা ভূতভব্যেশ ভক্তো মাং নিত্যমেব চ।
স গচ্ছেত ময়া সার্দ্ধমানৃশংস্যা হি মে মতিঃ ॥৭

শক্র উবাচ।

অমর্ত্যত্বং মৎসমত্বঞ্চ রাজন্
শ্রিয়ং কৃৎস্নাং মহতীঞ্চৈব সিদ্ধিম্।
সংপ্রাপ্তোঽসি স্বর্গসুখানি চ ত্বং
ত্যজ শ্বানং নাত্র নৃশংস্যমস্তি ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনার্য্যানার্য্যেণ সহস্রনেত্র
শক্যং কর্ত্তুং দুষ্করমেতদার্য্য।
মে শ্রিয়া সঙ্গমনং ত্যজস্তু
যস্যাঃ কৃতে ভক্তজনং ত্যজেয়ম্ ॥ ৯

তৃতীয় অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্র ও ধর্ম্মের সহিত বার্ত্তালাপ, যুধিষ্ঠিরের স্বধর্ম্মে দৃঢ়ভাবে অবস্থান এবং স্বশরীরে স্বর্গে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর আকাশ ও পৃথিবীর সর্ব্ব দিক্ দিয়া প্রতিধ্বনি করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্র রথের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—কুন্তীনন্দন! তুমি এই রথে আরোহণ কর। ১

নিজের ভ্রাতৃগণকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকে সন্তপ্ত হইয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন। ২

দেবরাজ! আমার ভ্রাতারা পথের মধ্যে পতিত আছে। তাহারাও আমার সহিত যাহাতে গমন করিতে পারে, ইহার ব্যবস্থা করুন; কারণ, আমি এই ভ্রাতাদের বর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছা করি না। ৩

পুরন্দর! রাজকন্যা দ্রৌপদী সুকুমারী। সে সুখলাভের যোগ্যা। সে-ও আমাদের সহিত গমন করুক, আপনি তাহার অনুমতি প্রদান করুন। ৪

ইন্দ্র বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার সকল ভ্রাতা তোমার পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছে। তাহাদের সহিত দ্রৌপদীও আছে। তুমি সেখানে যাইয়া তাহাদের সকলকে দেখিতে পাইবে। তুমি আর শোক করিও না। ৫

ভরতকুলভূষণ! তাহারা মানবদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছে; কিন্তু এই শরীরের সহিতই তুমি স্বর্গে গমন করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ঈশ্বর দেবরাজ! এই কুকুর আমার অত্যন্ত ভক্ত। সে সর্ব্বদা আমার সহিত রহিয়াছে অতএব সে আমার সহিত গমন করুক—এই আজ্ঞা প্রদান করুন; কারণ, আমার বুদ্ধিতে নিষ্ঠুরতা নাই। ৭

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! তুমি আজ অমরত্ব, আমার সমানতা, পূর্ণ লক্ষ্মী ও উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সুখও লাভ করিয়াছ; অতএব এই কুকুরকে পরিত্যাগ কর ও আমার সহিত গমন কর। ইহাতে কোনও নিষ্ঠুরতা নাই। ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহস্রলোচন দেবরাজ! কোনও আর্য্য পুরুষের দ্বারা নীচ কর্ম্ম সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন। আমার এরূপ লক্ষ্মী প্রাপ্তি যেন না হয়, যাহার জন্য ভক্ত জনকে ত্যাগ করিতে হইবে। ৯

ইন্দ্র উবাচ।

স্বর্গে লোকে স্বর্গতাং নাস্তি ভিক্ষা—
নিষ্টাপূর্তং ক্রোধবশা হরন্তি।
তস্মাদ্ বিচার্য ক্রিয়তাং ধর্মরাজ
ত্যজ শ্বানং নাত্র নৃশংস্যমস্তি ॥ ১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভক্তত্যাগঃ প্রাহুরত্যন্তপাপং
তুল্যং লোকে ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন।
তস্মান্নাহং জাতু কথঞ্চনাদ্য
ত্যক্ষ্যামেনং স্বসুখার্থী নরেন্দ্র ॥ ১১

ভীতং ভক্তং নাস্যদস্তীতি চার্তং
প্রাপ্তং ক্ষীণং রক্ষণে প্রাণলিপ্সুম্।
প্রাণত্যাগাদপ্যহং নৈব মোক্তুং
ব্রতং হ্যেতন্নিত্যমেতদ্ ব্রতং মে ॥ ১২

ইন্দ্র উবাচ।

শুনা দৃষ্টং ক্রোধবশা হরন্তি
যদ্দত্তমিষ্টং বিবৃতমথো হুতঞ্চ।
তস্মাচ্ছ্বভ্যাগমিমং কুরুষ্ব
শুনস্ত্যাগাৎ প্রাপ্স্যসে দেবলোকম্ ॥ ১৩

ত্যক্ত্বা ভ্রাতৃন্ দয়িতাং চাপি কৃষ্ণাং
প্রাপ্তো লোকঃ কর্মণা যেন বীর।
শ্বানং চৈনং ন ত্যজসে কথং নু
ত্যাগং কৃৎস্নং চাস্থিতো মুহ্যসেঽস্মিন্ ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন বিদ্যতে সন্ধিরথাপি বিগ্রহো
মৃতৈর্মর্ত্যৈরিতি লোকেষু নিষ্ঠা।
ন তে ময়া জীবয়িতুং হি শক্যা-
স্তস্মাত্ত্যাগস্তেষু কৃতো ন জীবতাম্ ॥ ১৫

ভীতিপ্রদানং শরণাগতস্য
স্ত্রিয়া বধো ব্রাহ্মণস্যাপহারঃ।
মিত্রদ্রোহস্তানি চত্বারি শক্র
ভক্তত্যাগশ্চৈব সমো মতো মে ॥ ১৬

ইন্দ্র বলিলেন,—ধর্মরাজ! কুকুর পালন-পোষণকারী ব্যক্তিদিগের স্বর্গলোকে স্থান নাই। তাহারা যে সব যজ্ঞ করিয়া ও কূপ-পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি পূর্ত কর্ম করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহা ক্রোধবশনামক রাক্ষসগণ হরণ করিয়া থাকে; সেইজন্য বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া কার্য কর। পরিত্যাগ কর এই কুকুরকে, ইহাতে কোনও নির্ঘৃণতা নাই। ১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহেন্দ্র! ভক্তকে ত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, তাহার ক্ষয় কখনও হয় না—ইহা মহাত্মা পুরুষগণ বলেন। জগতে ভক্তকে ত্যাগ করা ব্রহ্মহত্যাতুল্য বলা হইয়াছে; সেইজন্য আমি নিজের সুখের জন্য কখনও কোনও ক্রমেই আজ এই কুকুরকে ত্যাগ করিতে পারিব না। ১১

যে ভীত, যে ভক্ত, আমার আর অন্য কোন আশ্রয় নাই, এই বলিয়া যে আর্তভাবে শরণ গ্রহণ করে, যে নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ এবং যে নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, এরূপ প্রাণীকে আমি আমার প্রাণ যাইলেও ত্যাগ করিব না—ইহাই আমার সর্বকালীন ব্রত। ১২

ইন্দ্র বলিলেন,—মানুষ যাহা কিছু দান, যজ্ঞ, যাগাদি ও হবনাদি পুণ্য কর্ম করে, তাহার উপর যদি কুকুরের দৃষ্টি পতিত হয়, তবে সেই সব পুণ্য কর্মের ফল ক্রোধবশনামক রাক্ষসগণ হরণ করিয়া থাকে; সেই জন্য তুমি এই কুকুরকে পরিত্যাগ কর। কুকুরকে পরিত্যাগ করিলেই তুমি দেবলোক প্রাপ্ত হইবে। ১৩

বীর! তুমি নিজ ভ্রাতৃগণ ও প্রিয়া পত্নী দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পুণ্য কর্মের ফলস্বরূপ দেবলোক লাভ করিয়াছ। তবে তুমি কেন এই কুকুরকে ত্যাগ করিতেছ না? সব কিছু ত্যাগ করিয়া আজ তুমি এই কুকুরের মোহে কিভাবে পতিত হইলে? ১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—জগতে ইহা নিশ্চিত ধারণা আছে যে, মৃত মনুষ্যগণের সহিত কাহারও মিলন হয় না এবং বিরোধও হয় না। আমি দ্রৌপদী ও নিজের ভ্রাতৃগণকে জীবিত করিতে পারিব না; সেইজন্য মৃত্যুর পর আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, জীবিতাবস্থায় নহে। ১৫

শরণাগতকে ভয় প্রদান, স্ত্রীকে বধ করা, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা এবং মিত্রগণের সহিত দ্রোহ করা—এই চার অধর্ম যদি এক দিকে ও ভক্তত্যাগ অন্য আর এক দিকে থাকে, তবে আমার মতে এই ভক্ত ত্যাগরূপ এক অধর্মই উক্ত চার অধর্মের সমান। ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদ্ ধর্মরাজস্য বচো নিশম্য
ধর্মস্বরূপী ভগবাংস্তুবাচ।
যুধিষ্ঠিরং প্রীতিযুক্তো নরেন্দ্রং
শ্লক্ষ্ণৈর্বাক্যৈঃ সান্ত্ববসম্প্রযুক্তৈঃ ॥ ১৭

ধর্ম উবাচ।

অভিজাতোঽসি রাজেন্দ্র পিতুর্বৃত্তেন নেহয়া।
অনুক্রোশেন চানেন সর্বভূতেষু ভারত ॥ ১৮

পুরা দ্বৈতবনে চাসি ময়া পুত্র পরীক্ষিতঃ।
পানীয়ার্থে পরাক্রান্তা যত্র তে ভ্রাতরো হতাঃ ॥ ১৯

ভীমার্জুনৌ পরিত্যজ্য যত্র ত্বং ভ্রাতরাবুভৌ।
মাদ্র্যাঃ সাংমাতৃকীপ্সন বৈ নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥ ২০

অয়ং হ্যা ভক্ত ইত্যেবং ত্যক্তো দেবরথস্ত্বয়া।
তস্মাৎ স্বর্গে ন তে তুল্যঃ কশ্চিদস্তি নরাধিপঃ ॥ ২১

অতস্ত্বমাত্মনা লোকাঃ স্বশরীরেণ ভারত।
প্রাপ্তোঽসি ভরতশ্রেষ্ঠ দিব্যাঃ গতিমনুত্তমাম্ ॥ ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো ধর্মশ্চ শক্রশ্চ মরুতশ্চাশ্বিনাবপি।
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব রথমারোপ্য পাণ্ডবম্ ॥ ২৩

প্রযযুঃ স্বৈর্বিমানৈস্তে সিদ্ধাঃ কামবিচারিণঃ
সর্বে বিরজসঃ পুণ্যাঃ পুণ্যবাগ্বুদ্ধিকর্মিণঃ ॥ ২৪

স তং রথং সমাস্থায় রাজা কুরুকুলোদ্বহঃ।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে শীঘ্রং তেজসাবৃত্য রোদসী ॥ ২৫

ততো দেবনিকায়স্থো নারদঃ সর্বলোকবিৎ।
উবাচোচ্চৈস্তদা বাক্যং বৃহদ্বাহুর্বৃহত্তপাঃ ॥ ২৬

যেঽপি রাজর্ষয়ঃ সর্বে তে চাপি মনুপস্থিতাঃ।
কীর্তিং প্রজ্ঞাঞ্চ তেষাং বৈ কুরুরাজোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ২৭

লোকানাবৃত্য যশসা তেজসা বৃত্তসম্পদা।
স্বশরীরেণ সম্প্রাপ্তং নান্যং শ্রুতম পাণ্ডবাৎ ॥ ২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত ধর্ম-স্বরূপী ভগবান্ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে করিতে মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১৭

ধর্মরাজ বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ভরতনন্দন! তুমি নিজের সদাচার, বুদ্ধি ও সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়ার দ্বারা বাস্তবে সুযোগ্য পিতার উত্তম কুলে উৎপন্ন সিদ্ধ হইয়াছ। ১৮

পুত্র! পূর্বে দ্বৈতবনের মধ্যে বাস করিবার সময়েও একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম; যখন তোমার সকল ভ্রাতা জল আনিবার জন্য উদ্যোগ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল। ১৯

সেই সময় তুমি কুন্তী ও মাদ্রী উভয় মাতারই সমানতা বাসনা করিয়া নিজের সহোদর ভ্রাতা ভীমসেন ও অর্জুনকে ত্যাগ করত কেবল নকুলকেই জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে। ২০

এই সময়েও 'এই কুকুর আমার ভক্ত' এরূপ চিন্তা করিয়া তুমি দেবরাজ ইন্দ্রেরও রথ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছ; অতএব স্বর্গলোকে তোমার তুল্য অন্য কেহ রাজা নাই। ২১

ভারত! ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কারণেই তুমি নিজের এই শরীরেই অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। তুমি সর্বোত্তম দিব্য গতি লাভ করিয়াছ। ২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ধর্ম, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবতা ও দেবর্ষিগণ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রথে বসাইয়া নিজ নিজ বিমানের দ্বারা স্বর্গলোকে প্রস্থিত হইলেন। ইহারা সকলেই ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী রজোগুণশূন্য, পুণ্যাত্মা, পবিত্র বাণী, বুদ্ধি ও কর্মসম্পন্ন এবং সিদ্ধ ছিলেন। ২৩-২৪

কুরুকুলতিলক রাজা যুধিষ্ঠির সেই রথে বসিয়া তীব্র তেজে পৃথিবী ও আকাশকে ব্যাপ্ত করিতে করিতে তীব্র গতিতে ঊর্ধ্বদিকে যাইতে লাগিলেন। ২৫

সেই সময় সমস্ত লোকসকলের বৃত্তান্তজ্ঞ, সুবক্তা ও মহাতপস্বী দেবর্ষি নারদ দেবমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। ২৬

যত রাজর্ষি স্বর্গে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এস্থানে উপস্থিত আছেন; কিন্তু কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নিজের সুযশে তাঁহাদের সকলেরই কীর্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজমান হইতেছে। ২৭

নিজের যশ, তেজ ও সদাচাররূপ সম্পদে তিন লোক আবৃত করিয়া বীর ভৌতিক শরীরে স্বর্গলোকে আসিবার সৌভাগ্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যতীত আর অন্য কোনও রাজা লাভ করিয়াছেন, এরূপ কথা আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই। ২৮

তেজাংসি যানি দৃষ্টানি ভূমিষ্ঠেন ত্বয়া বিভো।
বেশ্মানি ভুবি দেবানাং পশ্যামূনি সহস্রশঃ ॥ ২৯
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা বচনমব্রবীৎ।
দেবানামন্ত্র্য ধর্মাত্মা স্বপক্ষাংশ্চৈব পার্থিবান্ ॥ ৩০
শুভং বা যদি বা পাপং ভ্রাতৃণাং স্থাননুত্তমম্।
তদেব প্রাপ্তুমিচ্ছামি লোকানন্যান্ন কাংক্ষয়ে ॥ ৩১
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
আনৃশংস্যসমাযুক্তং প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩২
স্থানেঽস্মিন্ বস রাজেন্দ্র কর্মভির্নির্জিতে শুভৈঃ।
কিং ত্বং মানুষ্যকং স্নেহমস্মাপি পরিকর্ষসি ॥ ৩৩
সিদ্ধিং প্রাপ্তোঽসি পরমাং যথা নান্যঃ পুমান্ ক্বচিৎ।
নৈব তে ভ্রাতরঃ স্থানং সম্প্রাপ্তাঃ কুরুনন্দন ॥ ৩৪

অদ্যাপি মানুষো ভাবঃ স্পৃশতে ত্বাং নরাধিপ।
স্বর্গৌঽয়ং পশ্য দেবর্ষীন্ সিদ্ধাংশ্চ ত্রিদিবালয়ান্ ॥ ৩৫
যুধিষ্ঠিরস্তু দেবেন্দ্রমেবংবাদিনমীশ্বরম্।
পুনরেবাব্রবীদ্ ভীমানিদং বচনমর্থবৎ ॥ ৩৬
নৈবিনা মোৎসহে বস্তুমিহ দৈত্যনিবর্হণ।
গন্তুমিচ্ছামি তত্রাহং যত্র তে ভ্রাতরো গতাঃ ॥ ৩৭
যত্র সা বৃহতী শ্যামা বুদ্ধিসত্ত্বগুণান্বিতা।
দ্রৌপদী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা যত্র চৈব গতা নম ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মহাপ্রস্থানিকে পর্বণি যুধিষ্ঠিরস্বর্গারোহে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩
মহাপ্রস্থানিকপর্ব সম্পূর্ণম্ ॥

তেজো! যুধিষ্ঠির! তুমি পৃথিবীতে অবস্থান করত আকাশে নক্ষত্র ও তারারূপে যত তেজ দেখিয়াছ, উহাসমস্তই এই দেবগণের সহস্র সহস্র লোক; তুমি এই সব দর্শন কর। ২৯

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির দেবতা ও স্বপক্ষের রাজাদের অনুমতি গ্রহণ করত এই কথা বলিলেন। ৩০

দেবেশ্বর! আমার ভ্রাতৃগণের শুভ বা অশুভ যে কোনও স্থানই লাভ হউক না কেন আমিও সেই স্থানই লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাহা ব্যতীত অন্য কোনও লোকে যাইবার বাসনা আমার নাই। ৩১

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কোমল বাক্যে প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ৩২

মহারাজ! তুমি বীর শুভ কর্মসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত এই স্বর্গলোকে বাস কর। মনুষ্যলোকের স্নেহপাশ কেন এখন পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছ? ৩৩

কুরুনন্দন! তুমি এই উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ, যাহা অন্য কোনও মানুষ কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। তোমার ভ্রাতারা এই স্থান লাভ করিতে পারে নাই। ৩৪

নরেশ্বর! কেন এখনও তোমাকে মানবভাব স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? রাজন্! ইহা স্বর্গলোক। এই স্বর্গবাসী দেবর্ষি ও সিদ্ধগণকে তুমি দর্শন কর। ৩৫

এইরূপ উপদেশকারী ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্রকে বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন। ৩৬

দৈত্যসূদন! আমার ভ্রাতৃগণ ব্যতীত আমি এস্থানে বাস করিতে উৎসাহ পাইতেছি না; অতএব আমি সেই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি, যেস্থানে আমার ভ্রাতারা গিয়াছে এবং যেস্থানে উজ্জ্বলবর্ণা, শ্যামবর্ণা, বুদ্ধিমতী, সত্ত্বগুণসম্পন্না ও স্ত্রীগণশ্রেষ্ঠা আমার দ্রৌপদী গিয়াছে। ৩৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব সম্পূর্ণ।

(স্বর্গারোহণপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বর্গে নারদ-যুধিষ্ঠিরয়োঃ কথোপকথনম্ ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

জনমেজয় উবাচ ।

স্বর্গং ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্য মম পূর্বপিতামহাঃ ।
পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ কানি স্থানানি ভেজিরে ॥ ১
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ববিচ্ছাসি যে মতঃ
মহর্ষিণাভ্যনুজ্ঞাতো ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স্বর্গং ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্য তব পূর্বপিতামহাঃ ।
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যদকুর্বত তচ্ছৃণু ॥ ৩
স্বর্গং ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
দুর্যোধনং শ্রিয়া জুষ্টং দদর্শাসীনমাসনে ॥ ৪
ভ্রাজমানমিবাদিত্যং বীরলক্ষ্ম্যাভিসংবৃতম্ ।
দেবৈর্ভোজিকৃতিঃ সাধ্যৈঃ সহিতং পুণ্যকর্মভিঃ ॥৫

ততো যুধিষ্ঠিরো দৃষ্ট্বা দুর্যোধনমমর্ষিতঃ ।
মহসা সংনিবৃত্তোঽভূচ্ছ্রিয়ং দৃষ্ট্বা সুযোধনে ॥ ৬
ক্রবধূর্ভিশ্চচক্ষাণং বৈ নাহং দুর্যোধনেন বৈ
সহিতঃ কাময়ে লোকাল্লুব্ধেনানীশ্বরপ্রিয়া ॥ ৭
যৎকৃতে পৃথিবী সর্বা সুহৃদো বান্ধবাস্তথা
হতাস্তাভিঃ প্রসহ্যাজৌ ক্লিষ্টৈঃ পূর্বং মহাবনে ॥ ৮
দ্রৌপদী চ সভামধ্যে পাঞ্চালী ধর্মচারিণী
পর্য্যাকৃষ্টানবদ্যাঙ্গী পত্নী নো গুরুসন্নিধৌ ॥৯
অস্তি নেবা ন মে কামঃ সুযোধনমুপৌক্ষিতুম্
তত্রাহং গন্তুমিচ্ছামি যত্র তে ভ্রাতরো মম ॥ ১০
নৈবমিত্যব্রবীৎ তং তু নারদঃ প্রহসন্নিব
স্বর্গে নিবাসে রাজেন্দ্র বিরুদ্ধঞ্চাপি মন্যতে ॥ ১১
যুধিষ্ঠির মহাবাহো মৈবং বোচঃ কথঞ্চন ।
দুর্যোধনং প্রতি নৃপং শৃণু চেদং বচো মম ॥ ১২

(স্বর্গারোহণপর্ব)

প্রথম অধ্যায় ।

[স্বর্গে নারদ এবং যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন ।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলার প্রধান সহায়িকা) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলা প্রকাশকারিণী সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসঙ্গলক) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-নাম্ন মহাভারতাদি পাঠ করিতে হয় ।)

জনমেজয় কহিলেন,—মুনিবর ! আমার প্রপিতামহ পাণ্ডুপুত্রগণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ত্রিভুবনতুল্য বিশাল স্বর্গে গিয়া কোন্ কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ১

ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছুক । আমার বিশ্বাস, আপনি অদ্ভুতকর্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের আজ্ঞা পাইয়া সর্বজ্ঞ (ও ত্রিকালজ্ঞ) হইয়াছেন ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! তোমার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ত্রিভুবনতুল্য বিশাল স্বর্গে গমন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩

স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেখিলেন, দুর্যোধন এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় শোভায় বিরাজমান এবং সূর্যের ন্যায় তাঁহার উজ্জ্বল মূর্তি । মহাতেজা দেবতাগণ ও পুণ্যকর্মা সাধ্যগণের সহিত এক দিব্য সিংহাসনে দুর্যোধন বীর-শোভাসমন্বিত অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৪-৫

দুর্যোধনকে এই অবস্থায় দেখিয়া এবং তাঁহার সৌন্দর্য ও সম্পদের আতিশয্য দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দর্শন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৬

উচ্চৈঃস্বরে সকল দেবতাকে আহ্বান করিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে দেবগণ ! যাহার জন্য আমরা সুহৃদ্বর্গ ও বন্ধুবর্গকে বলপূর্বক যুদ্ধে সংহার করিয়াছি এবং সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করিয়াছি, যাহার জন্য আমরা পূর্বে মহাবনে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, এমন কি, যাহার জন্য পাঞ্চাল রাজনন্দিনী অনবদ্যাঙ্গী আমাদের ধর্মপরায়ণা পত্নী দ্রৌপদী জনপূর্ণসভায় গুরুজনসন্নিধানে দুঃশাসন কর্তৃক আকৃষ্টা হইয়াছিল, সেই লোভী এবং অদূরদর্শী দুর্যোধনের সহিত পুণ্যলোক এই স্বর্গে বাস করিতে আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭-৯

সুতরাং দেবগণ ! দুর্যোধনকে দর্শন করিতেই আমার ইচ্ছা নাই । আমি কেবল সেই স্থানেই যাইতে ইচ্ছুক, যেখানে আমার ভ্রাতৃগণ রহিয়াছে ॥ ১০

তখন হাস্য করিয়াই যেন নারদ কহিলেন, না, না, এইরূপ বলিও না । স্বর্গে বাস করিবার সময় মর্ত্যের বিরোধ আর থাকে না, তাহা প্রশমিত হয় ॥ ১১

মহাবাহো যুধিষ্ঠির ! তুমি কোনপ্রকারেই রাজা দুর্যোধনের প্রতি এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না, এখন ধৈর্য ধরিয়া আমার বক্তব্য শ্রবণ কর ॥ ১২

এষ দুর্যোধনো রাজা পূজ্যতে ত্রিদশৈঃ সহ
সন্নিধৌ রাজপ্রবরৈর্য ইমে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ১৩
বীরলোকগতিঃ প্রাপ্তা যুদ্ধে হত্বাত্মনস্তনুম্ ।
যুধং মর্ত্যৈঃ সুরসমা যেন যুদ্ধে সমাসিতাঃ ॥ ১৪
স এষ ক্ষত্রধর্মেণ স্থানমেতদবাপ্তবান্ ।
ভয়ে নহতি যোঽভীতো বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৫
ন তস্মনসি কর্তব্যং পুত্র যদ্ দ্যূতকারিতম্ ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং ন চিন্তয়িতুমর্হসি ॥ ১৬
যে চান্যেঽপি পরিক্লেশা যুষ্মাকং জ্ঞাতিকারিতাঃ ।
সংগ্রামেষ্বথ বানাত্র ন তান্ সংস্মর্তুমর্হসি ॥ ১৭
সমাগচ্ছ ত্বমস্যায়ং রাজ্ঞা দুর্যোধনেন বৈ ।
স্বর্গোঽয়ং নেহ বৈরাণি ভবন্তি মনুজাধিপ ॥১৮
নারদেনৈবমুক্তস্তু কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভ্রাতৄন্ পপ্রচ্ছ মেধাবী বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৯
যদি দুর্যোধনস্যৈতে বীরলোকাঃ সনাতনাঃ ।
অধর্মজ্ঞস্য পাপস্য পৃথিবীমুহৃদাং ক্রূরঃ ॥ ২০
যৎকৃতে পৃথিবী নষ্টা সহয়া সনরদ্বিপা ।
বয়ঞ্চ মনুজা দগ্ধা বৈরং প্রতিচিকীর্ষবঃ ॥ ২১
যে তে বীরা মহাত্মানো ভ্রাতরো মে মহাব্রতাঃ ।
সত্যপ্রতিজ্ঞা লোকস্য শূরা বৈ সত্যবাদিনঃ ॥২২
তেষামিদানীং কে লোকা দ্রষ্টুমিচ্ছামি তানহম্ ।
কর্ণং চৈব মহাত্মানং কৌন্তেয়ং সত্যসঙ্গরম্ ॥ ২৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং সাত্যকিঞ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজান্ ।
যে চ শস্ত্রৈর্বধং প্রাপ্তাঃ ক্ষত্রধর্মেণ পার্থিবাঃ ॥ ২৪
ক নু তে পার্থিবান্ ব্রহ্মংস্তান্ পশ্যামি নারদ ।
বিরাট-দ্রুপদৌ চৈব ধৃষ্টকেতুমুখাংশ্চ তান্ ॥ ২৫
শিখণ্ডিনঞ্চ পাঞ্চাল্যং দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ ।
অভিমন্যুঞ্চ দুর্ধর্ষং দ্রষ্টুমিচ্ছামি নারদ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্বর্গারোহণপর্বণি স্বর্গে নারদযুধিষ্ঠিরসংবাদে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

যাঁহারা চিরকাল স্বর্গে বাস করিতেছেন, সেই সাধুপ্রকৃতি রাজারা দেবতাগণের সহিত মিলিত হইয়া এই রাজা দুর্যোধনকে সম্মানিত করিতেছেন ॥ ১৩

এই রাজধর্ম যুদ্ধে স্ব স্ব দেহত্যাগ করিয়া বীরের গতিলাভ করিয়াছেন : অবশ্য, তোমরা সকল ভ্রাতৃগণও সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের তুল্য হইয়াছে ॥ ১৪

যে রাজা মহাভয় উপস্থিত হইলেও ভীত হন নাই, এই সেই পৃথিবীপতি দুর্যোধন ক্ষত্রিয়ধর্মের গুণে এই স্থান লাভ করিয়াছে ॥ ১৫

বৎস ! পাঞ্চালীর ইহার অপরাধ আর মনে করিও না এবং দ্যূতক্রীড়াজনিত দ্রৌপদীর কষ্টের কথাও চিন্তা করিও না ॥ ১৬

তোমার জ্ঞাতিরা যুদ্ধে বা অজ্ঞাতবাসে তোমাদের যে ক্লেশ জন্মাইয়াছিল, স্বর্গে আসিয়া সেগুলি তুমি স্মরণ করিও না ॥১৭

হে নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি ন্যায়ানুসারেই রাজা দুর্যোধনের সহিত মিলিত হও : কারণ, ইহা স্বর্গলোক, শত্রুতা বা বিরোধ এই স্থানে থাকে না ॥ ১৮

মুনিবর নারদ এইরূপ অনুরোধ করিলে বুদ্ধিমান্ কুরুপতি যুধিষ্ঠির বীর ভ্রাতৃগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন ॥ ১৯

দেবর্ষি ! যাহার জন্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর সহিত এ এই পৃথিবী ধ্বংস হইয়াছে, যাহার শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমরা ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়াছি, যাহার ধর্মে যুদ্ধে কোন ধারণাই নাই, যে আজীবন ভূমণ্ডলে সমস্ত লোকের উপর অপকার করিয়াছে, সেই পাপাত্মা দুর্যোধন যদি সনাতন বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা বীর, মহাত্মা, মহাব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং পৃথিবীখ্যাত বীর, সেই সত্যবাদী আমার ভ্রাতৃগণ এই সময় কোন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন ? আমি উঁহাদের দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। কুন্তীর সত্যনিষ্ঠ পুত্র মহাত্মা কর্ণের সহিতও সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥ ২০-২৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণকেও দেখিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্ নারদ ! যে রাজারা ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়াছেন, তাহারা কোথায় ? আমি সেই রাজাদের দেখিতে পাইতেছি না কেন ? আমি এই সকল রাজাদের সহিত মিলিত হইতে চাই। বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি রাজারা, পাঞ্চালদেশের রাজপুত্র শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রসকল ও দুর্ধর্ষ বীর অভিমন্যুকেও আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৪-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে 'স্বর্গে নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ' নামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দেবদূতকর্তৃকং যুধিষ্ঠিরস্য নরকদর্শনম্, ভ্রাতৃণাং ক্রন্দনধ্বনিং শ্রুত্বা তৈঃ সহ স্থাতুমিচ্ছা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নেহ পশ্যামি বিদুষা রাধেয়মমিতৌজসম্।
ভ্রাতরৌ চ মহাত্মানৌ যুধামন্যুত্তমৌজসৌ ॥ ১
অহত্বা শত্রুসৈন্যানি রণযজ্ঞে মহারথা।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ যে মদর্থে হতা রণে ॥ ২
ক তে মহারথাঃ সর্বে শার্দূলসমবিক্রমাঃ।
তৈরপ্যয়ং জিতো লোকঃ কচ্চিৎ পুরুষসত্তমৈঃ ॥ ৩
যদি লোকানিমান্ প্রাপ্তাস্তে চ সর্বে মহারথাঃ।
হিতং বিত্ত হি নাঃ দেবাঃ সহিতং তৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪
কচ্চিন্ন তৈরবাপ্তোঽয়ং নৃপৈর্লোকোঽক্ষয়ঃ শুভঃ।
ন তৈরহং বিনা রংস্যে ভ্রাতৃভির্জাতিভিস্তথা ॥ ৫
মাতুর্হি বচনং শ্রুত্বা তদা সলিলকর্মণি।
কর্ণস্য ক্রিয়তাং তোয়মিতি তপ্যামি তেন বৈ ॥ ৬
ইদঞ্চ পরিতপ্যামি পুনঃ পুনরহং সুরাঃ।
যস্মাত্তুঃ সদৃশৌ পাদৌ তস্যাহমমিতাত্মনঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বৈব তৌ নাদুগতঃ কর্ণঃ পরবলার্দনম্।
ন হ্যস্মান্ কর্ণসহিতান্ ভয়েচ্ছক্রোঽপি সংযুগে ॥ ৮
তদহং যত্র তত্রস্থঃ দ্রষ্টুমিচ্ছামি সূর্যজম্।
অবিজ্ঞাতো ময়া যোঽসৌ ঘাতিতঃ সব্যসাচিনা ॥ ৯
ভীমঞ্চ ভীমবিক্রান্তং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং মম।
অর্জুনং চেন্দ্রসঙ্কাশং যমৌ চৈব যমোপমৌ ॥ ১০
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তাং চাহং পাঞ্চালীং ধর্মচারিণীম্।
ন চেহ স্থাতুমিচ্ছামি সত্যমেবং ব্রবীমি বঃ ॥ ১১
কিং মে ভ্রাতৃবিহীনস্য স্বর্গেণ সুরসত্তমাঃ।
যত্র তে মম স স্বর্গো নাহং স্বর্গো মতো মম ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

[দেবদূত কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন এবং ভ্রাতৃগণের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের তাঁহাদের সহিত থাকিবার ইচ্ছা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি এখানে অমিততেজা রাধানন্দন কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? মহামনস্বী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এই দুই ভ্রাতাকেও দেখিতেছি না কেন? ১

যে মহারথগণ যুদ্ধ-ছলে অগ্নিতে নিজেদের শরীর-রূপ সমিধ্ ত্যাগ করিয়াছেন এবং যে সকল রাজকুমার আমাদের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, সিংহতুল্য পরাক্রমশালী সেই সকল মহারথ বীর কোথায়? সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এই স্বর্গলোক অধিকার করিতে পারিয়াছেন তো? ২-৩

দেবগণ! যদি মহারথেরা সকলে এই সকল লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চিতরূপে অবগত হউন যে, সেই মহাত্মগণের সহিত আমি থাকিব। ৪

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ কি অক্ষয় ও মঙ্গলজনক লোক লাভ করেন নাই? তাহা হইলে আমি ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিবর্গ বিযুক্ত হইয়া এই স্বর্গে বাস করিব না। ৫

যুদ্ধের পর যখন আমি বীর পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিতে ছিলাম, তখন মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্য আমাকে তর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। মাতার বাক্য উপলব্ধি করিয়া আমি কর্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে জানিলাম, এখন তাঁহার জন্য সন্তপ্ত হইতেছি। ৬

দেবগণ! এখন আমি বারংবার এই অনুতাপ করিতেছি যে, যেহেতু আমি তৎকালে এই অমিততেজা কর্ণের সেই চরণ-যুগল কুন্তীর চরণ-যুগলের সদৃশ, ইহা দেখিয়াই সেই বিপক্ষ-বিজয়ী কর্ণের অনুগত হই নাই। আমরা কর্ণের সহিত মিলিত হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে আমাদের জয় করিতে পারিতেন না। ৭-৮

অজ্ঞাতসারে আমি যাঁহাকে অর্জুন দ্বারা বধ করাইয়াছি সেই সূর্যপুত্র কর্ণ যেই স্থানেই থাকুন, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই। ৯

দেবগণ সত্য করিয়া আমি আপনাদের বলিতেছি, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী ভীমসেন, ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী অর্জুন, যমসদৃশ অমিত নকুল ও সহদেব এবং ধর্মপরায়ণা দেবী দ্রৌপদীকে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহাদের বিরহে আমি এখানে থাকিতে চাই না। ১০-১১

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! ভ্রাতৃবিযুক্তাবস্থায় স্বর্গে থাকাও নিষ্প্রয়োজন। যেখানে আমার ভ্রাতৃগণ রহিয়াছে, তাহাই আমার নিকট স্বর্গতুল্য, উহাদের বাদ দিয়া আমি ইহাকে স্বর্গ বলিয়াই মানি না। ১২

দেবা ঊচুঃ।

যদি বৈ তত্র তে শ্রদ্ধা গমনায়াং পুত্র মা চিরম্
প্রিয়ে হি তব বর্তামো দেবরাজস্য শাসনাৎ ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং ততো দেবা দেবদূতমুপাদিশন্।
যুধিষ্ঠিরস্য সুহৃদো দর্শয়েতি পরন্তপ ॥ ১৪
ততঃ কুন্তীসুতো রাজা দেবদূতঞ্চ জগ্মতুঃ।
সহিতৌ রাজশার্দূল যত্র তে পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১৫
অগ্রতো দেবদূতশ্চ যযৌ রাজা চ পৃষ্ঠতঃ।
পন্থানমশুভং দুর্গং সেবিতং পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ১৬
তমসা সংবৃতং ঘোরং কেশশৈবলশাদ্বলম্।
যুক্তং পাপকৃতাং গন্ধৈর্মাংসশোণিতকর্দমম্ ॥ ১৭
দংশোৎপাতকভল্লূকমক্ষিকামশকাবৃতম্।
ইতশ্চেতশ্চ কৃপণৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ১৮

দেবতাগণ বলিলেন,—বৎস! তাঁহাদের যেখানে গতি হইয়াছে, সেখানে আপনার যাইতে ইচ্ছা হইলে সত্বর চলুন। আমরা ইন্দ্রের আদেশে আপনার প্রিয়কার্য করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ১৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—শত্রুসন্তাপক জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তাহার পর দেবগণ এক দেবদূতকে আদেশ করিলেন, তুমি যুধিষ্ঠিরকে উহার বন্ধুবর্গকে দর্শন করাও। ১৪

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ যেখানে ছিলেন, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ও দেবদূত দুইজনে মিলিত হইয়া সেইস্থানে চলিলেন। ১৫

অগ্রে অগ্রে দেবদূত ও পশ্চাতে পশ্চাতে রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গলসূচক ও দুর্গমপথে গমন করিতে লাগিলেন। পাপী মনুষ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য এই পথে যাতায়াত করে। ১৬

পাপিগণের ভোগ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত এই পথ ঘোর অন্ধকারে আবৃত এবং মনুষ্যকেশ ও শেওলায় কৃষ্ণবর্ণ। এই পথে রক্ত ও মাংসের কর্দম হইয়া রহিয়াছে। ১৭

পথের উপর দংশ (ডাঁশ), উল্লম্ফনকারী ভল্লুক, মক্ষিকা, মশা প্রভৃতি অনিষ্টকারী জীবজন্তু পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও ইতস্ততঃ কোথাও বা সকল দিকে শব ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ১৮

অস্থিকেশসমাকীর্ণং কৃমিকীটসমাকুলম্।
অনলেন প্রদীপ্তেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১৯
অয়োমুখৈশ্চ কাকাদ্যৈর্গৃধ্রৈশ্চ সমভিদ্রুতম্।
সূচীমুখৈস্তথা প্রেতৈর্বিদ্ধাশৈলোপনৈর্বৃতম্ ॥ ২০
মেদোরুধিরমাংসৈশ্চ ছিন্নবাহূরুপাণিভিঃ।
নিকৃত্তোদরপার্শ্বৈশ্চ তত্র তত্র প্রবেরিতৈঃ ২১
স তৎকুণপদুর্গন্ধমশিবং লোমহর্ষণম্
জগাম রাজা ধর্ম্মাত্মা মধ্যে বহু বিচিন্তয়ন্ ॥২২
দদর্শোচ্চৈঃ পৃথুং পূর্ণাং নদীং চাপি সুদুর্গমাম্।
অসিপত্রবনং চৈব নিশিতং ক্ষুরসংবৃতম্ ॥ ২৩
করম্ভবালুকাস্তপ্তা আয়সীশ্চ শিলাঃ পৃথক্
লোহকুম্ভীশ্চ তৈলস্য কাথ্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪
কূটশাল্মলিকঞ্চাপি দুঃস্পর্শং তীক্ষ্ণকণ্টকম্
দদর্শ চাপি কৌন্তেয়ো যাতনাঃ পাপকর্মিণাম্ ॥ ২৫

চতুর্দ্দিকে অস্থি ও কেশ পড়িয়া আছে, কৃমি ও কীটে পথ পূর্ণ এবং এই পথকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত আছে ॥১৯

লৌহমুখ কাক এবং গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণের উপদ্রব রহিয়াছে। বিদ্ধাপর্ব্বতের ন্যায় বিশালদেহ অথচ সূচীমুখ প্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ২০

এই পথের যেখানে সেখানে মেদরাশি পড়িয়া আছে, উহা হইতে কোন শরীরে রক্ত নির্গত হইতেছে। কোন কোন দেহীর ছিন্ন বাহু, উরু, হস্ত, চরণ ও উদর বিভিন্ন স্থানে পড়িয়া আছে ॥ ২১

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শবের দুর্গন্ধযুক্ত অমঙ্গলসূচক ও রোমহর্ষক সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

ক্রমে অগ্রসর হইয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন, উষ্ণ জলে পরিপূর্ণ একটি অতি দুর্গম নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং একটি বন রহিয়াছে। তাহার বৃক্ষের পত্রগুলি তরবারির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। ইহা অসিপত্রনামক বন। ২৩

আরও দেখিলেন, কোথাও খৈ ভাজিবার উপযোগী তপ্ত বালুকা, লৌহময়ী শিলা এবং তাপ্যমান তৈলের কটাহ সকলদিকে রহিয়াছে। ২৪

যুধিষ্ঠির ক্রমে দর্শন করিলেন, ভীষণ শাল্মলী বৃক্ষের বন রহিয়াছে। তাহার কণ্টকসকল তীক্ষ্ণ এবং সেই বৃক্ষ স্পর্শ করা

স তং দুর্গন্ধমালোক্য দেবদূতমুবাচ হ।
কিয়দ্ধ্যানমস্মাভির্গন্তব্যমিমমীপ্সিতম্ ॥ ২৬
ক্ব চ তে ভ্রাতরো মহ্যং তন্মাখ্যাতুমর্হসি।
দেশোঽয়ং কস্য দেবানামেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২৭
স তস্য নিবর্ত্তে শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্য ভাষিতম্
দেবদূতোঽব্রবীচ্চৈনমেতাবদ্ গমনং তব ॥ ২৮
নিবর্ত্তিতব্যো হি ময়া তথাস্যুক্তো দিবৌকসৈঃ।
যদি শ্রান্তোঽসি রাজেন্দ্র ত্বমথাগন্তুমর্হসি ॥ ২৯
যুধিষ্ঠিরস্তু নির্বিণ্ণস্তেন গন্ধেন মূর্চ্ছিতঃ।
নিবর্ত্তনে ধৃতমনাঃ পর্য্যাবর্ত্তত ভারত ॥ ৩০
স তত্রনিবৃতো ধর্ম্মাত্মা দুঃখ-শোকসমাহতঃ।
শুশ্রাব তত্র বদতাং দীনা বাচঃ সমন্ততঃ ॥ ৩১
ভো ভো ধর্ম্মজ রাজর্ষে পুণ্যাভিজন পাণ্ডব।
অনুগ্রহার্থমস্মাকং তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্ত্তকম্ ॥ ৩২

সুন্দর। এই সময় তিনি পাপীদের নানারকম যন্ত্রণা দর্শন করিলেন। ২৫

যুধিষ্ঠির সেই দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া দেবদূতকে বলিলেন, আমাদের এই প্রকার এই পথ আর কতদূর অতিক্রম করিতে হইবে? ২৬

আমার সেই ভ্রাতারা কোথায়? তুমি আমাকে ইহা বলিয়া যাও। দেবগণের ইহা কোন্ দেশ—তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ২৭

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া দেবদূত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, এই পর্য্যন্তই আপনার গমনের স্থল। ২৮

মহারাজ যুধিষ্ঠির! দেবগণ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে যেখানে পৌঁছিয়া আপনি আর যাইতে ইচ্ছুক হইবেন না, সেখান হইতেই আমি আপনাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব। এখন আপনি যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হে রাজর্ষে! আমার সহিত ফিরিয়া আসিতে পারেন। ২৯

ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির সেই দুর্গন্ধে গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুসারে ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ৩০

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও শোকাহত হইয়া যখন সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদকারী মনুষ্যদিগের বহু কাতরোক্তি শুনিতে পাইলেন। ৩১

আয়াতি যদি দুর্দ্ধর্ষে যাতি পুণ্যঃ সমীরণঃ।
তব গন্ধানুগস্তাত নোঽস্মান্ সুখমাগমৎ ॥ ৩৩
তে বয়ং পার্থ দীর্ঘস্য কালস্য পুরুষর্ষভ
সুখনাসাদয়িষ্যামস্ত্বাং দৃষ্ট্বা রাজসত্তম ॥ ৩৪
সংতিষ্ঠস্ব মহাবাহো মুহূর্ত্তমপি ভারত
ত্বয়ি তিষ্ঠতি কৌরব্য সাতনাস্মান্ ন বাধতে ॥ ৩৫
এবং বহুবিধা বাচঃ কৃপণা বেদনাবতাম্।
তস্মিন্ দেশে স শুশ্রাব সমন্তাদ্ বদতাং নৃপ ॥ ৩৬
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা দয়াবান্ নৃপতাসিনাম্।
অহো কষ্টমিতি প্রাহ তস্থৌ স চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৭
স তা গিরঃ পুরস্তাদ্ বৈ শ্রুতপূর্ব্বা পুনঃ পুনঃ।
গ্লানানাং দুঃখিতানাঞ্চ নাভাক্ষানত পাণ্ডবঃ ॥ ৩৮
অনুধ্যানান্তরা বাচো ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ কে ভবন্তো বৈ কিমর্থমিহ তিষ্ঠথ ॥ ৩৯

হে ধর্ম্মপুত্র পবিত্রযশস্ক পাণ্ডুনন্দন রাজর্ষি! আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করিবার অভিপ্রায়ে অল্পকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। ৩২

পিতঃ! আপনি পুণ্যবলে দুর্দ্ধর্ষ মহাপুরুষ। আপনি আসিতে থাকিলে আপনার গাত্রের সৌরভবাহী পবিত্র বায়ু সহিতে থাকে, তাহাতে আমরা অতীব সুখ অনুভব করিয়াছি। ৩৩

হে রাজশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান পুণ্যপুরুষ! আজ দীর্ঘকালানন্তরে আপনার দর্শন পাইয়া আমরা সুখলাভ করিব। ৩৪

মহাবাহো ভরতনন্দন! সমর্থ হইলে মুহূর্ত্তকাল এখানে অপেক্ষা করুন। হে কুরুনন্দন! আপনি থাকিলে যন্ত্রণা আমাদের পীড়া দিতে পারিবে না। ৩৫

হে নরনাথ। যুধিষ্ঠির সেই স্থানে থাকিয়া বেদনাহত লোকদিগের এইরূপ দুঃখসূচক বহুবিধ বাক্য চারিদিক্ হইতে শুনিতে পাইলেন। ৩৬

কাতরোক্তিকারী প্রাণিদলের এইরূপ দুঃখপূর্ণ বচন শুনিয়া দয়ালু রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, হায়! ইহাদিগের কি কষ্ট। ৩৭

যুধিষ্ঠির গ্লানিযুক্ত ও দুঃখিত লোকদিগের সেই সকল বাক্য পূর্ব্বেও বারংবার শুনিয়াছেন, কিন্তু সম্মুখে কাতরোক্তিকারী লোকদিগকে জানিতে পারিলেন না। ৩৮

তাহাদিগের কথা যথাযথভাবে বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্মপুত্র

ইত্যুক্তান্তে ততঃ সর্বে সমস্তাদভ্যভাষিরে।
কর্ণোঽহং ভীমসেনোঽহমর্জুনোঽহমিতি প্রভো ॥ ৪০
নকুলঃ সহদেবোঽহং ধৃষ্টদ্যুম্নোঽহমিত্যুত।
দ্রৌপদী দ্রৌপদেয়াশ্চ ইত্যেবং তে বিচুক্রুশুঃ ॥ ৪১
তা বাচঃ স তদা শ্রুত্বা তদ্দেশসদৃশীর্নৃপ।
ততো বিমমৃশে রাজা কিং স্বিদং দৈবকারিতম্ ॥ ৪২
কিং তু তৎ কলুষং কর্ম্ম কৃতমেভির্মহাত্মভিঃ।
কর্ণেন দ্রৌপদেয়ৈর্বা পাঞ্চাল্যা বা শুনধ্যয়া ॥ ৪৩
য ইমে পাপগন্ধেঽস্মিন্ দেশে সন্তি সুদারুণে।
নাহং জানামি সর্বেষাং দুষ্কৃতং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৪৪
কিং কৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো রাজা সুযোধনঃ।
তথা শ্রিয়া যুতঃ পাপৈঃ সহ সর্বৈঃ পদানুগৈঃ ॥ ৪৫
মহেন্দ্র ইব সম্মীব্যানান্তে পরমপূজিতঃ।
কস্যোদানীং বিকারোঽয়ং য ইমে নরকং গতাঃ ॥ ৪৬
সর্বকর্ম্মবিদঃ শূরাঃ সত্যাগমপরায়ণাঃ।
ক্ষত্রধর্মরতাঃ সন্তো যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৪৭
কিং নু সুপ্তোঽস্মি জাগর্মি চেতয়ামি ন চেতয়ে।
অহো চিত্তবিকারোঽয়ং স্যাদ্ বা মে চিত্তবিভ্রমঃ ॥ ৪৮
এবং বহুবিধং রাজা বিমমর্শ যুধিষ্ঠিরঃ।
দুঃখশোকসমাবিষ্টশ্চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৯
ক্রোধমাহারয়ঞ্চৈব তীব্রং ধর্ম্মসুতো নৃপঃ।
দেবাংশ্চ গর্হয়ামাস ধর্ম্মং চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫০
স তীব্রগন্ধসন্তপ্তো দেবদূতমুবাচ হ।
গম্যতাং তত্র যেষাং ত্বং দূতস্তেষামুপাস্তিকম্ ॥ ৫১
ন হ্যহং তত্র যাস্যামি স্থিতোঽস্মীতি নিবেদয়তাম্।
মৎসংশ্রয়াদিমে দূতাঃ সুখিনো ভ্রাতরো হি মে ॥ ৫২
ইত্যুক্তঃ স তদা দূতঃ পাণ্ডুপুত্রেণ ধীমতা।
জগাম তত্র যত্রাস্তে দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ৫৩

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কাহারা? কি জন্যই বা এইখানে রহিয়াছেন? ৩৯

যুধিষ্ঠির এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে ধ্বনিত হইল,—প্রভো! আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রৌপদী এবং আমরা দ্রৌপদীর পুত্রগণ—এইভাবে তাঁহারা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন ॥ ৪০-৪১

নরনাথ! ঐ স্থানের উপযুক্ত ঐ সকল কাতরোক্তি শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিমর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহা কি দৈববিধান? ৪২

আমার এই মহান্ ভ্রাতৃবর্গ, কর্ণ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ অথবা স্বয়ং সুমধ্যমা দ্রৌপদী কি এমন পাপ করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহারা এই দুর্গন্ধপূর্ণ ভয়ঙ্কর স্থানে রহিয়াছেন? এই সকল পুণ্যাত্মা কখনও কোন পাপকর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই ॥ ৪৩-৪৪

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্যোধন কি এমন পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে যাহাতে সে স্বর্গীয় সুখযুক্ত ও কান্তিসমন্বিত হইয়া পাপিষ্ঠ অনুচরবর্গের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে এবং অত্যন্ত সম্মানিত হইতেছে? আর কোন্ কর্ম্মের এই পরিণাম যে ইঁহারা নরকে গিয়াছেন? ৪৫-৪৬

আমার ভ্রাতৃগণ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, বীর, সত্যবাদী এবং শাস্ত্রানুশাসনে তৎপর। ক্ষাত্রধর্ম্মে অবিচলিত থাকিয়া ইঁহারা মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণাও দিয়াছেন ॥ ৪৭

আমি কি নিদ্রিত, না জাগরিত? আমার কি চেতনা রহিয়াছে? হায়! ইহা কি আমার মনের বিকার, না ভ্রম? ৪৮

দুঃখ ও শোকের আবেশে মুহ্যমান রাজা যুধিষ্ঠির এইপ্রকার নানাবিধ আলোচনা মনে মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল চিন্তায় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল ॥ ৪৯

ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দেবতাদিগের ও ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ঐ স্থানের দুঃসহ দুর্গন্ধে বিচলিত হইয়া দেবদূতকে যুধিষ্ঠির কহিলেন,—তুমি যাঁহাদের দূত, তাঁহাদের নিকটে ফিরিয়া যাও। আমি ঐস্থানে যাইব না, এই স্থানেই রহিলাম। কারণ, আমার এই শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃগণ আমার সংশ্রবে সুখ অনুভব করিতেছেন—এই কথা তোমার প্রভুকে গিয়া জানাও ॥ ৫১-৫২

বুদ্ধিমান্ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর দেবদূত যেখানে শতক্রতু ইন্দ্র আছেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥ ৫৩

নিবেদয়ামাস চ তদ্ ধর্মরাজচিকিৎসিতম্।
যথোক্তং ধর্মপুত্রেণ সর্বমেব জনাধিপ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্বর্গারোহণপর্বণি যুধিষ্ঠিরনরকদর্শনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

রাজন্! দূত ঐস্থানে গিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে সব কথা বলিয়াছেন এবং তিনি যাহা করিতে অভিলাষী, তৎসমস্ত দেবরাজকে জানাইলেন ॥ ৫৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে 'যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রের ধর্মের চ যুধিষ্ঠিরায় সান্ত্বনাদানম্, শরীরং ত্যক্ত্বা যুধিষ্ঠিরস্য দিবালোকে গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স্থিতে মুহূর্তং পার্শ্বে তু ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
আজগ্মুস্তত্র কৌরব্য দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১
স চ বিগ্রহবান্ ধর্মো রাজানং প্রশমীক্ষিতুম্।
তত্রাজগাম যত্রাসৌ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২
তেষু ভাস্বরদেহেষু পুণ্যাভিজনকর্মসু।
সমাগতেষু দেবেষু বাগমৎ তৎ তমো নৃপ ॥ ৩
নাদৃশ্যন্ত চ তাস্তত্র যাতনাঃ পাপকর্মিণাম্।
নদী বৈতরণী চৈব কূটশাল্মলিনা সহ ॥ ৪
লোহকুম্ভাঃ শিলাশ্চৈব নাদৃশ্যন্ত ভয়ানকাঃ।
বিকৃতানি শরীরাণি যানি তত্র সমন্ততঃ ॥ ৫
দদর্শ রাজা কৌরব্যস্তান্যদৃশ্যানি চাভবন্।
ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৬

তৃতীয় অধ্যায়।

[ইন্দ্র এবং ধর্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান এবং যুধিষ্ঠিরের শরীর ত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে গমন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—জনমেজয়! কুন্তীসুত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেইস্থানে মুহূর্তকাল অবস্থান করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

সাক্ষাৎ ধর্মরাজ শরীর ধারণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্মেলনের আশায় যেস্থানে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২

রাজন্! উজ্জ্বলকান্তি, পবিত্রবংশ ও পুণ্যকর্মা সেই দেবগণ আগমন করিলে নরকের সেই অন্ধকার দূরীভূত হইল ॥ ৩

ঐস্থানে পাপিষ্ঠিদিগের যন্ত্রণা দেওয়ার সকল বিষয় অদৃশ্য হইয়া গেল। বৈতরণী নদী এবং কূটশাল্মলীবৃক্ষ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। ভয়ঙ্কর লৌহময় কলস ও শিলা আর দেখা গেল না, অধিকন্তু, কুরুবংশোদ্ভব রাজা যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে যে সকল বিকৃত শরীর দেখিতেছিলেন, তাহাও সহসা যেন অদৃশ্য হইল ॥ ৪-৫

তদনন্তর সুখস্পর্শ, মনোহর, সৌরভবাহী পবিত্র ও অত্যন্ত শীতল বায়ু দেবগণের সমীপে বহিতে লাগিল। ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ এবং দেবলোকনিবাসী অন্যান্য সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সেইস্থানে উপনীত হইলেন, যেস্থানে মহাতেজা ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বিরাজমান ছিলেন ॥ ৬-৮

অতঃপর উত্তম শোভাসম্পন্ন দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিলেন,—মহাবাহো যুধিষ্ঠির! তুমি অক্ষয়লোক লাভ করিয়াছ। হে পুরুষসিংহ প্রভো! তোমার আক্ষেপের আর প্রয়োজন নাই। এস, আমাদের সহিত চ'ল। মহাবাহো! তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, সেইজন্য আমাদের সহিত তোমার অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ৯-১১

রাজন্! তোমাকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছে বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিও না। আমার কথা শুন। সকল রাজাকে অবশ্যই নরকদর্শন করিতে হয় ॥ ১২

শুভানামশুভানাঞ্চ দ্বৌ রাশী পুরুষর্ষভ।
যঃ পূর্বং সুকৃতং ভুঙ্‌ক্তে পশ্চাল্লিরয়মেব সঃ ॥ ১৩
পূর্বং নরকভাগ্‌ যস্তু পশ্চাৎ স্বর্গমুপৈতি সঃ।
ভূয়িষ্ঠং পাপকর্মা যঃ স পূর্বং স্বর্গমশ্নুতে ॥ ১৪
তেন ত্বমেবং গমিতো ময়া শ্রেয়োঽর্থিনা নৃপ।
ব্যাজেন হি ত্বয়া দ্রোণ উপচীর্ণঃ সুতং প্রতি ॥ ১৫
ব্যাজেনৈব ততো রাজন্‌ ঘর্ষিতো নরকস্তব।
যথৈব ত্বং তথা ভীমস্তথা পার্থো যমৌ তথা ॥ ১৬
দ্রৌপদী চ তথা কৃষ্ণা ব্যাজেন নরকং গতাঃ।
আগচ্ছ নরশার্দূল মুক্তাস্তে চৈব কল্মষাৎ ॥ ১৭
স্বপক্ষ্যাশ্চৈব তে ভৃত্যাঃ পার্থিবা নিহতা রণে।
সর্বে স্বর্গমনুপ্রাপ্তাস্তান্‌ পশ্য ভরতর্ষভ ॥ ১৮
কর্ণশ্চৈব মহেষ্বাসঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
স গতঃ পরমাং সিদ্ধিং যদর্থং পরিতপ্যসে ॥ ১৯
তং পশ্য পুরুষব্যাঘ্রমাদিত্যতনয়ং বিভো।
স্বস্থানস্থং মহাবাহো জহি শোকং নরর্ষভ ॥ ২০
ভ্রাতৃংশ্চাস্যাংশুথা পশ্য স্বপক্ষ্যাংশ্চৈব পার্থিবান
স্বং স্বং স্থানমনুপ্রাপ্তান্‌ যোক্তুং তে মানসো জ্বরঃ ॥ ২১
কৃচ্ছ্রং পূর্বং চানুভূয় ইতঃপ্রভৃতি কৌরব।
বিহরস্ব ময়া সার্ধং গতশোকো নিরাময়ঃ ॥ ২২
কর্মণাং তাত পুণ্যানাং জিতানাং তপসা ত্বয়া।
দানানাঞ্চ মহাবাহো তপসশ্চ মহাফলম্‌ ॥ ২৩
অদ্য ত্বাং দেব-গন্ধর্বা দিব্যাশ্চাপ্সরসো দিবি।
উপসেবন্তু কল্যাণ্যো বিরজোঽম্বরভূষণাঃ ॥ ২৪
রাজসূয়জিতাঁল্লোকানশ্বমেধাভিবর্ধিতান।
প্রাপ্নুহি ত্বং মহাবাহো তপসশ্চ মহাফলম্‌ ॥ ২৫
উপর্যুপরি রাজ্ঞাং হি তব লোকা যুধিষ্ঠির।
হরিশ্চন্দ্রসমাঃ পার্থ যেষু ত্বং বিহরিষ্যসি ॥ ২৬
মান্ধাতা যত্র রাজর্ষির্যত্র রাজা ভগীরথঃ।
যৌবনাশ্বির্যত্র ভরতস্তত্র ত্বং বিহরিষ্যসি ॥ ২৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যজীবনে যুগপৎ পুণ্য ও পাপের দুটি ভাগ সঞ্জিত হয়; যে প্রথমে পুণ্যফল ভোগ করে, তাহাকে পরে নরকগমন করিতে হয়; পরন্তু, যে লোক প্রথমে নরক ভোগ করে, সে পরে অবশ্যই স্বর্গে গমন করে। যাহার পাপ অধিক, সে কিন্তু প্রথমে স্বর্গ ভোগ করে। ১৩-১৬

রাজন্‌! আমি তোমার কল্যাণকামী, সেইজন্য এইভাবে প্রথমে নরক দর্শন করাইবার জন্য এইখানে পাঠাইয়াছি। তুমি গুরুপুত্র অশ্বত্থামার বিষয়ে ছলপূর্বক গুরুদেবের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলে যে, তাঁহার পুত্র মৃত। সেই ছল পূর্বক অপরাধের জন্য তুমি নরক দর্শন করিয়াছ। তুমি যেইভাবে প্রেরিত হইয়াছ, সেইভাবে অপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং কৃষ্ণাতনয়া কৃষ্ণা প্রভৃতি সকলেই এইস্থানে আনীত হইয়াছে। হে পুরুষসিংহ! এস, তাহারা সকলেই পাপমুক্ত হইয়া গিয়াছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার পক্ষে যে সকল রাজারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহারা সকলেই পাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছে। চল, তাহাদের দর্শন কর। ১৭-১৮

তুমি যাহার জন্য পরিতাপ করিয়াছিলে, সেই মহাবলশালী ও সকল অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯

মহাবাহো! প্রভো নরনাথ! তুমি পুরুষসিংহ সূর্যতনয় কর্ণকে দর্শন কর। সে স্বস্থানে অবস্থান করিতেছে, অতএব তাঁহার জন্য শোক ত্যাগ কর। ২০

তোমার ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ এবং স্বপক্ষীয় নৃপগণ নিজ নিজ যোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে, সুতরাং তোমার মনের সন্তাপ দূর হউক। ২১

কুরুবংশধর! প্রথমে কষ্ট অনুভব করিয়া এখন হইতে শোকশূন্য ও নিরুপদ্রব হইয়া তুমি আমার সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার কর। ২২

মহাবাহো! বৎস রাজন্‌! তুমি নিজের তপস্যার দ্বারা অর্জিত পুণ্য কর্ম, তপস্যা ও দানের ফল লাভ করিতে থাক। ২৩

অদ্য হইতে দেব, গন্ধর্ব তথা কল্যাণস্বরূপা পরিচ্ছদবসনা দিব্য অপ্সরাগণ স্বর্গলোকে তোমার সেবা করিবে। ২৪

মহাবাহো! এখন তুমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা বিজিতলোকসকল ও তপস্যার মহাফল লাভ কর। ২৫

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি যে সকল লোকে বিহার করিবে, সেই সকল লোক রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকের ন্যায়। তাহা অন্যান্য রাজগণের লোকেরও ঊর্ধ্বে। ২৬

রাজর্ষি মান্ধাতা, রাজা ভগীরথ এবং যুবনাশ্বপুত্র ভরত যে সব-

এষা দেবনদী পুণ্যা পার্থ ত্রৈলোক্যপাবনী।
আকাশগঙ্গা রাজেন্দ্র তত্রাপ্লুতা গমিষ্যতি ॥ ২৮
অত্র স্নাতস্য ভাবন্তে মানুষো বিগমিষ্যতি।
গতশোকো নিরায়াসো মুক্তবৈরো ভবিষ্যসি ॥ ২৯
এবং ব্রুবতি দেবেন্দ্রে কৌরবেন্দ্রং যুধিষ্ঠিরম্।
ধর্মো বিগ্রহবান্ রাজন্নাত্মজমিদমব্রবীৎ ॥ ৩০
ভো ভো রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ প্রীতোঽস্মি তব পুত্রক।
মদ্ভক্ত্যা সত্যবাক্যৈশ্চ ক্ষময়া চ দমেন চ ॥ ৩১
এষা তৃতীয়া জিজ্ঞাসা তব রাজন্ কৃতা ময়া।
ন শক্যস্ত্বং চালয়িতুং স্বভাবাৎ পার্থ হেতুতঃ ॥ ৩২
পূর্বং পরীক্ষিতো হি ত্বং প্রস্থানাদ্ দ্বৈতবনে ময়া।
অরণীসহিতস্যার্থে তচ্চ নিস্তীর্ণবানসি ॥ ৩৩
সোদর্য্যেষু বিনষ্টেষু দ্রৌপদ্যা তত্র ভারত।
শ্বরূপধারিণা তত্র পুনস্ত্বং মে পরীক্ষিতঃ ॥ ৩৪

ইদং তৃতীয়ং ভ্রাতৃণামর্থে যৎ স্নাতুমিচ্ছসি
বিতাম্বে.ঽসি মহাভাগ সুখী বিগতকল্মষঃ ॥ ৩৫
ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকার্হা বিশাম্পতে।
মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রযোজিতা ॥ ৩৬
অবশ্যং নরকস্তাত দ্রষ্টব্যঃ সর্বরাজভিঃ।
তত্ত্বয়া প্রাপ্তমিদং মুহূর্তং দুঃখমুত্তমম্ ॥ ৩৭
ন সব্যসাচী ভীমো বা যমৌ বা পুরুষর্ষভৌ।
কর্ণো বা সত্যবাক্ শূরো নরকার্হশ্চিরং নৃপ ॥৩৮
ন কৃষ্ণা রাজপুত্রী চ নরকার্হা কথঞ্চন।
এহ্যেহি ভরতশ্রেষ্ঠ পশ্য গঙ্গাং ত্রিলোকগাম্ ॥ ৩৯
এবমুক্তঃ স রাজর্ষিস্তব পূর্বপিতামহঃ।
জগাম সহ ধর্মেণ সর্বৈশ্চ ত্রিদিবালয়ৈঃ ॥ ৪০
গঙ্গাং দেবনদীং পুণ্যাং পাবনীমুপসিঃসৃতাম্।
অবগাহ্য ততো রাজা তনুং তত্যাজ মানুষীম্ ॥

স্থানে বিহার করেন, তুমিও সেইস্থানে বিহার করিতে সমর্থ হইবে। ২৭

রাজশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন! এই দেবনদী পুণ্যসলিলা ত্রিভুবন-পাবনী আকাশগঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন, তুমি এই গঙ্গায় অবগাহন করিয়া দিব্যলোকে যাইতে পারিবে। ২৮

মন্দাকিনীর এই পবিত্র জলে স্নান করিলে তোমার মনুষ্য-স্বভাব দূর হইবে এবং লোকসন্তাপ ও শত্রুতা হইতে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে। ২৯

দেবরাজ কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলে, সা বুদ্ধিমান্ ধর্ম নিজের পুত্রকে কহিলেন। ৩০

মহামতি পুত্র রাজন্! তোমার ধর্মে অনুরাগ, সত্যবাদিতা, ক্ষমা এবং ইন্দ্রিয়সংযমাদিগুণে আমি অতীব সন্তুষ্ট। ৩১

রাজন্! এই আমি তোমাকে তৃতীয়বার পরীক্ষা করিলাম। হে পৃথানন্দন! যদিও কোন ব্যক্তিই কারণ থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে স্বভাব হইতে বিচলিত করিতে পারি নাই। ৩২

দ্বৈতবনে অরণিকাষ্ঠ অপহরণের পর যখন যক্ষরূপে তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তখন তুমি আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলে। ৩৩

ভরতনন্দন! পুনরায় মহাপ্রস্থানকালে দ্রৌপদীর সহিত তোমার ভ্রাতারা বিনষ্ট হইলে আমি কুক্কুরের রূপ ধরিয়া তোমাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতেও তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ। ৩৪

তাহার পর, এখন তুমি যে ভ্রাতৃবর্গের সহিত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে ইহা তৃতীয়বার পরীক্ষা করা হইল। মহাভাগ! সকল পরীক্ষাতেই তুমি নির্দোষ ও নিষ্পাপ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছ। অতএব তুমি সুখী হও। ৩৫

হে পার্থ প্রজানাথ! তোমার ভ্রাতৃবর্গ নরকে বাস করিবার যোগ্য নহে। তুমি যে নরক দর্শন করিয়াছ, তাহা ইন্দ্র কর্তৃক মায়া প্রযোজিত হইয়াছিল। ৩৬

বৎস! সকল রাজগণকে অবশ্যই নরক দর্শন করিতে হয়। এইজন্য তোমাকে মুহূর্তকাল এই মহাদুঃখ পাইতে হইয়াছে। ৩৭

নরনাথ! যাহার দুই হস্ত সমভাবে চলে, সেই অর্জুন, ভীমসেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব এবং সত্যবাদী বীর কর্ণ —ইহাদের মধ্যে কেহই চিরকাল নরকে থাকিবার উপযুক্ত নহে। ৩৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজকন্যা দ্রৌপদীও কোন কারণে নরকে যাইবার যোগ্যা নহে। এস, ত্রিভুবনবাসিনী গঙ্গাকে দর্শন কর। ৩৯

জনমেজয়! ধর্ম এইরূপ উপদেশ দিলে, আপনার প্রপিতামহ সেই রাজর্ষি যুধিষ্ঠির ধর্ম এবং স্বর্গবাসী দেবতাগণের সহিত মুনিজনবন্দিতা পরমপাবনী পুণ্যসলিলা দেবনদী গঙ্গায় স্নান করিলেন এবং স্নান করিয়া মানব-শরীর ত্যাগ করিলেন। ৪০-৪১

ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
নির্দ্বৈরো গতসন্তাপো জলে তস্মিন্ সমাপ্লুতঃ ॥৪০
ততো ঘযৌ বৃতো দেবৈঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধর্ম্মেণ সহিতো ধীমান্ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ৪১
যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ শূরা বিগতমন্যবঃ।
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ স্বানি স্থানানি ভেজিরে ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্বর্গারোহণপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরতনুত্যাগে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

অতঃপর স্বকীয় দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ ভাবে শত্রুভাবশূন্য হইলেন। মন্দাকিনীর শীতল জলে অবগাহন করিয়া তাঁহার সকল সন্তাপ প্রশমিত হইয়াছিল ॥ ৪০

তাহার পর বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠির দেবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মের সহিত গমন করিতে লাগিলেন, তখন মহর্ষিরা স্তব করিতেছিলেন ॥ ৪১

যেই লোকে নিজ নিজ স্থানে পুরুষশ্রেষ্ঠ ও বীর সেই পাণ্ডুপুত্রগণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পরস্পর ক্রোধবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, ক্রমে যুধিষ্ঠির সেই লোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে 'যুধিষ্ঠিরের তনুত্যাগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ দিব্যলোকে শ্রীকৃষ্ণার্জুনপ্রভৃতীনাং দর্শনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা দেবৈঃ সর্ষিমরুদ্গণৈঃ।
স্তূয়মানো যযৌ তত্র যত্র তে কুরুপুঙ্গবাঃ ॥ ১
দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাহ্মেণ বপুষান্বিতম্।
তেনৈব দৃষ্টপূর্বেণ সাদৃশ্যেনৈব সূচিতম্ ॥ ২
দীপ্যমানং স্ববপুষা দিব্যৈরস্ত্রৈরুপস্থিতম্।
চক্রপ্রভৃতিভির্ঘোরৈর্দিব্যৈঃ পুরুষবিগ্রহৈঃ ॥ ৩
উপাস্যমানং বীরেণ ফাল্গুনেন সুবর্চসা।
তথা স্বরূপং কৌন্তেয়ো দদর্শ মধুসূদনম্ ॥ ৪
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সমুদ্বীক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্।
যথাবৎ প্রতিপেদাতে পূজয়া দেবপূজিতৌ ॥ ৫
অপরস্মিন্রথোদ্দেশে কর্ণং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
দ্বাদশাদিত্যসহিতং দদর্শ কুরুনন্দনঃ ॥ ৬
অথাপরস্মিন্নুদ্দেশে মরুদ্গণবৃতং বিভুম্।
ভীমসেনমথাপশ্যৎ তেনৈব বপুষান্বিতম্ ॥ ৭
বায়োর্মূর্তিমতঃ পার্শ্বে দিব্যমূর্তিসমন্বিতম্।
শ্রিয়া পরময়া যুক্তং সিদ্ধিং পরমিকাং গতম্ ॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দিব্যলোকে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির দর্শন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে জনমেজয়। অনন্তর দেবতা, ঋষি ও মরুদ্গণের মুখনিঃসৃত প্রশংসা শুনিতে শুনিতে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি কৌরবশ্রেষ্ঠগণ ছিলেন ॥ ১

তথায় পৌঁছিয়া যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মনির্ম্মিতবিগ্রহ দর্শন করিলেন। পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রূপের সাদৃশ্যে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়াই চিনিলেন ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ আপন দেহকান্তিতেই দীপ্যমান ছিলেন এবং চক্র প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রসমূহ দিব্যপুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিরত ছিলেন ॥ ৩

অত্যন্ত তেজস্বী বীরবর অর্জ্জুন ভগবানের উপাসনা করিতেছিলেন। এই অবস্থায় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভগবান্ মধুসূদনকে সেই রূপেই অবলোকন করিলেন ॥ ৪

পুরুষসিংহ অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের দ্বারা পূজিত হইতেছিলেন। সহসা তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া যথাবিধি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৫

অতঃপর কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য কর্ণকে দ্বাদশ আদিত্যের সহিত তেজোময় রূপে দর্শন করিলেন ॥ ৬

তিনি অন্য স্থানে দেখিলেন, প্রভাবশালী ভীমসেন পূর্বদেহযুক্ত হইয়াই মরুদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং তৎকালে ভীম পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া দিব্যমূর্ত্তি সমন্বিত হইয়া পরমকান্তিমান্ অবস্থায় মূর্ত্তিমান্ বায়ুর পার্শ্বে রহিয়াছেন ॥ ৭-৮

অশ্বিনোস্তু তথা স্থানে দীপ্যমানৌ স্বতেজসা
নকুলং সহদেবঞ্চ দদর্শ কুরুনন্দনঃ ॥ ৯
তথা দদর্শ পাঞ্চাল্যাঃ কমলোৎপলমালিনীম্ ।
বপুষা স্বর্গমাক্রম্য তিষ্ঠন্তীমর্চয়া চলম্ ॥ ১০
অথৈনং সহসা রাজা প্রষ্টুমৈচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ।
ততোঽস্য ভগবান্নিন্দ্রঃ কথয়ামাস দেবরাট্ ॥ ১১
শ্রীরেষা দ্রৌপদীরূপা স্বধর্মে মানুষং গতা ।
অযোনিজা লোককান্তা পুণ্যগন্ধা যুধিষ্ঠির ॥ ১২
রত্যর্থং ভবতাং হ্যেষা নির্মিতা শূলপাণিনা ।
দ্রুপদস্য কুলে জাতা তবর্দ্ধিশ্চোপজীবিতা ॥ ১৩
এতে পঞ্চ মহাভাগা গন্ধর্বাঃ পাবকপ্রভাঃ ।
দ্রৌপদ্যাস্তনয়া রাজন্ যুদ্ধাকর্মনিতৌজসঃ ॥ ১৪
পঞ্চ গন্ধর্বরাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্ ।
এনঞ্চ ত্বং বিজানীহি ভ্রাতরং পূর্বজং পিতুঃ ॥ ১৫
অয়ং তে পূর্বজো ভ্রাতা কৌন্তেয়ঃ পাবকদ্যুতিঃ ।
সূতপুত্রাগ্রজঃ শ্রেষ্ঠো রাধেয় ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৬
আদিত্যমভিতো যান্তি পৌরুষেয়ং পুরুষর্ষভম্ ।
সাধ্যানামথ দেবানাং বিশ্বেষাং মরুতামপি ॥ ১৭
গণেষু পঞ্চ রাজেন্দ্র বৃষ্ণ্যান্ধকমহারথান্ ।
সাত্যকিপ্রমুখান্ বীরান্ ভোজাংশ্চৈব মহাবলান্ ॥ ১৮
সোমেন সহিতং পশ্য সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।
অভিমন্যুং মহেষ্বাসং নিশাকরসমদ্যুতিম্ ॥ ১৯
এষ পাণ্ডুর্মহেষ্বাসঃ কুন্ত্যা মাদ্র্যা চ সঙ্গতঃ ।
বিমানেন সদাভোতি পিতা তব মনাস্বিনম্ ॥ ২০
বসুভিঃ সহিতং পশ্য ভীষ্মং শান্তনবং নৃপম্ ।
দ্রোণং বৃহস্পতেঃ পার্শ্বে গুরুমেনং নিশাময় ॥ ২১
এতে চান্যে মহীপালা যোধাস্তব চ পাণ্ডব ।
গন্ধর্বসহিতা যান্তি যক্ষপুণ্যজনৈস্তথা ॥ ২২
গুহ্যকানাং গতিঞ্চাপি কেচিৎ প্রাপ্তা নরাধিপাঃ
ত্যক্ত্বা দেহং ক্ষিতিঃ স্বর্গঃ পুণ্যবায়ুদ্ধিকর্মভিঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্বর্গারোহণপর্বণি দ্রৌপদ্যাদিস্বস্বস্থানগমনে চতুর্থোঽধ্যায়োঽন্তঃ

ক্রমে যুধিষ্ঠির দেখিলেন,—নকুল ও সহদেব স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্থানে রহিয়াছেন। ৯

স্ব-তেজঃস্বরূপে স্বর্গলোককে অভিভূত করিয়া বিরাজমানা পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির শ্বেতপদ্মমালাবিভূষিতা রূপে দেখিলেন। দিব্য কান্তিতে তিনি সূর্যদেবের ন্যায় দীপ্যমানা ছিলেন। ১০

সহসা রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে ইঁহাদের বৃত্তান্ত জানিবার আশার প্রশ্ন করিলে দেবরাজ ভগবান্ ইন্দ্র স্বয়ং সকলের পরিচয় দিলেন। ১১

হে যুধিষ্ঠির! ইনি সকল লোকের বাঞ্ছনীয়া অলৌকিক বিগ্রহধারিণী পবিত্রগন্ধা সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। ইনিই তোমাদের জন্য মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া অযোনিজা দ্রৌপদীর রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১২

স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব তোমাদের রতির নিমিত্ত ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে ইনি দ্রুপদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের দ্বারা পত্নীত্বে অনুগৃহীতা হইয়াছিলেন। ১৩

রাজন্! তোমাদের ঔরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভে উৎপন্ন এই পঞ্চ পুত্র অমিততেজা মহাভাগাবান্ ও অগ্নিসদৃশ উজ্জ্বল মূর্তিধারী পঞ্চ গন্ধর্ব। ১৪

এই জ্ঞানী গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিয়া ইঁহাকে তোমার পিতার পূর্বজাত ভ্রাতা কৌরবজাত বলিয়া তুমি জানিও। ১৫

এই যে তোমার অগ্রজ কর্ণ সূর্যের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে জাত, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সূতপুত্র রাধেয়নাম নামে বিখ্যাত, সূর্যের সহিত প্রকাশমান। ইহাকে দর্শন কর। ১৬-১৭

হে রাজশ্রেষ্ঠ! সাধ্যগণ, দেবগণ ও বিশ্বদেবগণের মধ্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথদিগকে, সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণকে এবং মহাবল ভোজবংশীয়গণকে দর্শন কর। ১৭-১৮

দেখ, মহাধনুর্দ্ধর, অপরাজিত ও চন্দ্রতুল্যতেজস্বী সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু চন্দ্রের সহিত দিব্য শরীরে অবস্থান করিতেছে। ১৯

কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত সম্মিলিত আপনার পিতা এই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডু বিমানে আরোহণ করিয়া সর্বদা আমার নিকট আসেন। ২০

দেখ, ঋষিশ্রেষ্ঠ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বসুগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতির পার্শ্বে শোভমান তোমাদিগের অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্যকে দর্শন কর। ২১

পাণ্ডুপুত্র! অন্যান্য রাজগণ এবং তোমার পক্ষের যোদ্ধৃগণ গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের সহিত এই গমন করিতেছেন। ২২

কোন কোন রাজা অধিক ধার্মিক ও বৃদ্ধি এবং পুণ্যজনক কর্মের জন্য স্বর্গাধিকারী হইয়া দেহত্যাগ করিয়া গুহ্যকগণের গতি লাভ করিয়াছেন। ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে 'দ্রৌপদী প্রভৃতির স্ব স্ব স্থানে গমন' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-প্রভৃতি বীরাণাং স্ব-স্বমূলস্বরূপেণাবস্থানম্, মহাভারতস্যোপসংহারঃ, মহাত্ম্যকীর্ত্তনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহাত্মানৌ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পার্থিবঃ।
বিরাট-দ্রুপদৌ চোভৌ শঙ্খশ্চৈবোত্তরস্তথা ॥ ১
ধৃষ্টকেতুর্জয়ৎসেনো রাজা চৈব স সত্যজিৎ।
দুর্যোধনসুতাশ্চৈব শকুনিশ্চৈব সৌবলঃ ॥ ২
কর্ণপুত্রাশ্চ বিক্রান্তা রাজা চৈব জয়দ্রথঃ।
ঘটোৎকচাদয়শ্চৈব যে চান্যে নানুকীর্তিতাঃ ॥ ৩
যে চান্যে কীর্তিতা বীরা রাজানো দীপ্তমূর্তয়ঃ।
স্বর্গে কালং কিয়ন্তং তে তত্রস্তদপি শংস মে ॥৪
আহোস্বিচ্ছাশ্বতং স্থানং তেষাং তত্র দ্বিজোত্তম।
অন্তে বা কর্ণাং কাং তে গতিং প্রাপ্তা নরর্ষভাঃ ॥৫
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং প্রোচ্যমানং দ্বিজোত্তম।
তপসা হি প্রদীপ্তেন সর্বং ত্বমনুপশ্যসি ॥ ৬

সৌতিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু বিপ্রর্ষিরনুজ্ঞাতো মহাত্মনা।
ব্যাসেন তস্য নৃপতেরাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ন শক্যং কর্ণাণামন্তে সর্বেণ মনুজাধিপ।
প্রকৃতিং কিং নু সমাক্ তে পৃচ্ছেমা সম্প্রযোজিতা ॥৮
শৃণু গুহ্যমিদং রাজন্ দেবানাং ভরতর্ষভ।
যত্তবাচ মহাতেজা দিব্যচক্ষুঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯
মুনিঃ পুরাণঃ কৌরব্য পারাশর্য্যো মহাব্রতঃ।
অপ্রাধবুদ্ধিঃ সর্বজ্ঞো গতিজ্ঞঃ সর্বকর্ণাণাম্ ॥ ১০
তেনোক্তং কর্ণাণস্তে প্রবিশন্তি স্বিকাং তনুম্।
বসুনেব মহাতেজা ভীষ্মঃ প্রাপ মহাদ্যুতিঃ ॥১১
অষ্টাবেব হি দৃশ্যন্তে বসবো ভরতর্ষভ।
বৃহস্পতিং বিবেশাথ দ্রোণো হ্যঙ্গিরসাং বরম্ ॥১২
কৃতবর্ম্মা তু হার্দিক্যঃ প্রাবিবেশ মরুদ্গণান্।
সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নঃ প্রাবিবেশ যথাগতম্ ॥ ১৩

পঞ্চম অধ্যায়

[ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের স্ব স্ব মূলরূপে অবস্থান এবং মহাভারতের উপসংহার ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।]

জনমেজয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! মহাত্মা ভীষ্ম এবং দ্রোণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, উত্তর, ধৃষ্টকেতু, জয়সেন, রাজা সত্যজিৎ, দুর্যোধনের পুত্রগণ, সুবলপুত্র শকুনি, কর্ণের পরাক্রমী পুত্রগণ, রাজা জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি এবং অন্যান্য যে সকল রাজাদের পূর্ব্বে বর্ণনা করা হয় নাই, তাঁহারা এবং যাঁহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বীর ও উজ্জ্বলমূর্ত্তিধারী রাজগণ স্বর্গলোকে কতকাল ছিলেন—তাহা আমাকে বলুন। ১-৪

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের কি স্বর্গে চিরকাল স্থিতি হইয়াছে? অথবা কর্মক্ষয়ের পরে সেই নরশ্রেষ্ঠগণ কোন্ প্রকার গতি লাভ করিয়াছেন? ৫

দ্বিজবর! আমি এই সকল বিষয় আপনার মুখ হইতে শুনিতে চাই। কারণ, প্রবল তপস্যার বলে আপনি সকল বিষয়ের দ্রষ্টা। ৬

সৌতি বলিলেন,—রাজা জনমেজয়ের এই প্রকার জিজ্ঞাসায় মহাত্মা ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মর্ষি বৈশম্পায়ন রাজাকে এই প্রকার বৃত্তান্ত শুনাইলেন। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সকলেই কর্মক্ষয়ের পরে পূর্ব্বাবস্থা পুনরায় প্রাপ্ত হয় না। অতএব আপনি অতি সঙ্গত প্রশ্নই করিয়াছেন। ৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরনাথ! মহাতেজস্বী দিব্যচক্ষু প্রতাপশালী প্রাচীন মুনি, মহাব্রত, অপ্রাধবুদ্ধি, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল কর্ম্মের গতিবিৎ পরাশরনন্দন বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন এবং দেবগণের নিকটেও যাহা গুহ্য ছিল, তাহা শ্রবণ কর। তাহা হইতেছে—মানুষ কর্মক্ষয়ের পরে স্বকীয় দেহে প্রবেশ করে, অতএব মহাতেজা ও মহাবীর ভীষ্ম বসুগণের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৯-১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সংখ্যায় আটজন বসু দেখা যায়! দ্রোণাচার্য্য অঙ্গিরোবংশোদ্ভূত বৃহস্পতির শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১২

হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণে প্রবেশ করেন এবং কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবেই সনৎকুমারের শরীরে প্রবেশ করেন। ১৩

ধৃতরাষ্ট্রো ধনেশস্য লোকান্ প্রাপ সুরার্চিতান্ ।
ধৃতরাষ্ট্রেণ সহিতা গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ১৪
পত্নীভ্যাং সহিতঃ পাণ্ডুর্দেবেন্দ্রসদনং যযৌ ।
বিরাট-দ্রুপদৌ চোভৌ ধৃষ্টকেতুশ্চ পার্থিবঃ ॥ ১৫
নিশঠাক্রূরসাত্যশ্চ ভানুঃ কম্পো বিদূরথঃ ।
ভূরিশ্রবাঃ শলশ্চৈব ভূরিশ্চ পৃথিবাপতিঃ ॥ ১৬
কংসশ্চৈবোগ্রসেনশ্চ বসুদেবস্তথৈব চ ।
উত্তরশ্চ সহ ভ্রাত্রা শঙ্খেন নরপুঙ্গবঃ ॥ ১৭
বিশ্বেষাং দেবতানাং তে বিবিশুর্নরসত্তমাঃ ।
বর্চা নাম মহাতেজাঃ সোমপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
সোঽভিমন্যুর্নরসিংহস্য ফাল্গুনস্য সুতোঽভবৎ ।
স যুদ্ধ্বা ক্ষত্রধর্মেণ যথা নান্যঃ পুমান্ ক্বচিৎ ॥১৯
বিবেশ সোমং ধর্মাত্মা কর্ম্মণোঽন্তে মহারথঃ ।
আবিবেশ রবিং কর্ণো নিহতঃ পুরুষর্ষভঃ ॥২০
দ্বাপরং শকুনিঃ প্রাপ ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পাবকম্ ।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজাঃ সর্বে মানুষানা বলোৎকটাঃ ॥ ২১
ক্ষত্রিয়ৈরেব নিধনং প্রাপ্তা ভৈব যুধিষ্ঠির ॥ ২২
অনন্তো ভগবান্ দেবঃ প্রবিবেশ রসাতলম্ ।
পিতামহনিয়োগাদ্ যো যোগাদ্ গামধারয়ৎ ॥ ২৩
যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্য কর্ম্মণোঽন্তে বিবেশ হ ॥ ২৪
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি বাসুদেবপরিগ্রহঃ ।
অনঙ্গাস্তাঃ সরস্বত্যাঃ কালেন জলনেজয় ॥ ২৫
তত্র ত্যক্ত্বা শরীরাণি দিবমারুরুহুঃ পুনঃ ।
তাশ্চৈবাপ্সরসো ভূত্বা বাসুদেবমুপাবিশন্ ॥ ২৬
হত্বাস্তস্মিন্ মহাযুদ্ধে যে বীরাস্তু মহারথাঃ ।
ঘটোৎকচানয়শ্চৈব দেবান্ যক্ষাংশ্চ ভেজিরে ॥ ২৭
দুর্যোধনসহায়াশ্চ রাক্ষসাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
প্রাপ্যান্তে ক্রমশো রাজন্ সর্বলোকানমুত্তমান্ ॥ ২৮

ধৃতরাষ্ট্র ধনপতি কুবেরের দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও ছিলেন। ১৪

কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত পাণ্ডু, বিরাট, দ্রুপদ ও রাজা ধৃষ্টকেতু ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ১৫

নিশঠ, অক্রূর, সাত্য, ভানু, কম্প, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, শল, পৃথিবীপতি ভূরি, কংস, উগ্রসেন, ভ্রাতা শঙ্খের সহিত নরশ্রেষ্ঠ উত্তর—এই সকল নরশ্রেষ্ঠগণ বিশ্বদেবগণের স্বরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাতেজা ও প্রতাপশালী বর্চা নামক চন্দ্রের এক পুত্র ছিল। হে নরশ্রেষ্ঠ। সেই বর্চা মনুষ্যশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু হইয়াছিলেন। ধর্মাত্মা ও মহারথ সেই অভিমন্যু অন্য পুরুষ যাহা কখনও পারে নাই, সেইভাবে ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে আসিয়া কর্মক্ষয়ের পরে চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া কর্মক্ষয়ের পরে সূর্যের দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। ১৬-২০

শকুনি দ্বাপরের দেহে ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের বলদৃপ্ত পুত্রেরা সকলে যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া স্বর্গে যাইয়া মনুষ্যযুক্ত ও মহাবল রাক্ষসগণের রূপে পরিণত হইয়াছে। বিদুর এবং রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ২১-২২

যিনি ব্রহ্মার আদেশে যোগবলে পৃথিবীকে ধারণ করিতেন, সেই ভগবান্ অনন্তদেব বলরাম হইয়া পুনরায় নাগরূপে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। ২৩

যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তিনিই অংশরূপে বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এবং কর্মক্ষয়ের পরে পুনরায় নারায়ণেই লীন হইয়াছেন। ২৪

জনমেজয়! কৃষ্ণের যে ষোড়শ সহস্র ভার্যা ছিলেন, তাঁহারা কালক্রমে সরস্বতী নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৫

তাঁহারা দেহত্যাগ করিবার পরে সকলেই স্বর্গে আরোহণ করেন এবং কর্মক্ষয়ের পরে তাঁহারা অপ্সরা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত হইলেন। ২৬

সেই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সকল মহারথ বীর নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতা ও যক্ষগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। ২৭

রাজন্! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে সকল রাক্ষসকে দুর্যোধনের সহায় বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহারা ক্রমশঃ উত্তম লোকসকল লাভ করিয়াছেন। ২৮

ভবনঞ্চ মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য চ ধীমতঃ।
বরুণস্য তথা লোকান্ বিবিশুঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৯
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং বিস্তরেণ মহাদ্ভুতে।
কুরূণাং চরিতং কৃৎস্নং পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥৩০

সৌতিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স রাজা জনমেজয়ঃ।
বিস্মিতোঽভবদত্যর্থং যজ্ঞকর্ম্মান্তরেষ্বথ ॥ ৩১
ততঃ সমাপয়ামাসুঃ কর্ম্ম তৎ তস্য যাজকাঃ।
আস্তীকশ্চাভবৎ প্রীতঃ পরিমোক্ষ্য ভুজঙ্গমান্ ॥ ৩২
ততো দ্বিজাতীন্ সর্ব্বাংস্তান্ দক্ষিণাভিরতোষয়ৎ।
পূজিতাশ্চাপি তে রাজ্ঞা ততো জগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ৩৩
বিসর্জয়িত্বা বিপ্রাংস্তান্ রাজাপি জনমেজয়ঃ।
ততস্তক্ষশিলায়াঃ স পুনরায়াদ্ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩৪
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং বৈশম্পায়নকীর্ত্তিতম্।
ব্যাসাজ্ঞয়া সমাজ্ঞাতং সর্পসত্রে নৃপস্য বৈ ॥ ৩৫

তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ক্রমশঃ দেবরাজ ইন্দ্রের, বুদ্ধিমান্ কুবেরের এবং বরুণদেবতার স্ব স্ব লোকে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ২৯

হে মহাভাগ ভরতনন্দন! বিস্তারিত ভাবে আমি কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম ॥ ৩০

সৌতি কহিলেন,—দ্বিজগণ! সর্পযজ্ঞের অবসরে রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৩১

অনন্তর যজ্ঞীয় পুরোহিতগণ জনমেজয়ের সেই সর্পসত্র সম্পূর্ণ করাইলেন। সর্পগণের প্রাণসঙ্কটে তাঁহাদের মুক্ত করিয়া আস্তীকমুনি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৩২

অতঃপর প্রভূত দক্ষিণাদানে জনমেজয় সেই পুরোহিতগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। সেই যাজকগণও রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥ ৩৩

রাজা জনমেজয় সেই পুরোহিতগণকে বিদায় দিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় হস্তিনাপুরে যাইলেন ॥ ৩৪

মহর্ষি শৌনক! বেদব্যাসের আদেশে বৈশম্পায়ন যে কুরুপাণ্ডব-চরিত বলিয়াছেন, যথাবিধি আমি তাহা আপনার নিকটে সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। সর্পযজ্ঞে জনমেজয় রাজার

পুণ্যোঽয়মিতিহাসাখ্যঃ পবিত্রং চেদমুত্তমম্।
কৃষ্ণেন মুনিনা বিপ্র নির্ম্মিতঃ সত্যবাদিনা ॥৩৬
সর্ব্বজ্ঞেন বিধিজ্ঞেন ধর্ম্মজ্ঞানবতা সতা।
অতীন্দ্রিয়েণ শুচিনা তপসা ভাবিতাত্মনা ॥ ৩৭
ঐশ্বর্য্যেণ বর্ত্ততা চৈব সাংখ্যযোগবতা তথা।
নৈকতত্ত্ববিবৃদ্ধেন দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩৮
কীর্ত্তিঃ প্রচরতা লোকে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভূরিদ্রবিণতেজসাম্ ॥ ৩৯
যশ্চেদং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ সদা পর্ব্বনি পর্ব্বণি।
ধূতপাপ্মা জিতস্বর্গো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৪০
কার্ৎস্ন্যং বেদমিমং সর্ব্বং শৃণুয়াদ্ যঃ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানাং কোটিস্তস্য বিনশ্যতি ॥ ৪১
যশ্চেদং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ পাদমন্ততঃ।
অক্ষয্যমন্নপানং বৈ পিতৃংস্তস্যোপতিষ্ঠতে ॥ ৪২

অবসর পাইলে বৈশম্পায়ন মুনি তাঁহাকে এই সকল কথা শুনাইয়াছিলেন ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণ! সত্যনিষ্ঠ মুনি বেদব্যাসপ্রণীত এই পুণ্যময় ইতিহাস পরম পবিত্র অত্যুত্তম বস্তু ॥ ৩৬

এই বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞ, যাবতীয় বিধিবিৎ, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধুস্বভাব, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধ তপঃপূত সংযতচিত্ত, ঐশ্বর্য্যশালী, সাংখ্য ও যোগ-দর্শন-বিজ্ঞাত এবং পরম শাস্ত্রপারদর্শী মুনিকুলচূড়ামণি। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে সকল বর্ণন করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের এবং প্রচুর বিত্ত ও প্রতাপসম্পন্ন অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি জগতে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থ রচন করিয়াছেন ॥ ৩৭-৩৯

যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রতি পর্ব্বকালে অন্য মানুষকে এই মহাভারত শ্রবণ করান, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া স্বর্গাধিকারী হন; কারণ, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৪০

যে লোক একাগ্রচিত্তে বেদব্যাসপ্রণীত এই সমগ্র পঞ্চম বেদ শ্রবণ করেন, তাঁহার ব্রহ্ম-হত্যাদি কোটি পাপও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ॥ ৪১

শ্রাদ্ধসময়ে যিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট মহাভারতের অংশবিশেষও পাঠ করিয়া শোনান, তাঁহার দত্ত অন্ন ও পানীয় অক্ষয় হইয়া পিতৃপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ৪২

অহ্না যদেনঃ কুরুতে ইন্দ্রিয়ৈর্মনসাপি বা।
মহাভারতমাখ্যায় পশ্চাৎ সন্ধ্যাং প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩
যদ্ রাত্রৌ কুরুতে পাপং ব্রাহ্মণঃ স্ত্রীগবৈর্বৃতঃ।
মহাভারতমাখ্যায় পূর্বাং সন্ধ্যাং প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪
ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মাৎ ভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ॥
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৫
অষ্টাদশ পুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বশঃ।
বেদাঃ সাঙ্গাস্তথৈকত্র ভারতং চৈকতঃ স্থিতম্ ॥ ৪৬
শ্রূয়তাং সিংহনাদোঽয়মৃষেস্তস্য মহাত্মনঃ।
অষ্টাদশপুরাণানাং কর্তুর্বেদমহোদধেঃ ॥ ৪৭
ত্রিভির্বর্ষৈরিদং পূর্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতং চেদং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥ ৪৮
আকর্ণ্য ভক্ত্যা সততং জয়াখ্যং ভারতং মহৎ।
শ্রীশ্চ কীর্তিস্তথা বিদ্যা ভবন্তি সহিতাঃ সদা ॥ ৪৯

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥ ৫০
ঋষে নানেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো মোক্ষনিচ্ছতা।
ব্রাহ্মণেন চ রাজ্ঞা চ গর্ভিণ্যা চৈব যোষিতা ॥ ৫১
স্বর্গকামো লভেৎ স্বর্গং জয়কামো লভেজ্জয়ম্।
গর্ভিণী লভতে পুত্রং কন্যাং বা বহুভাগিনীম্ ॥ ৫২
অনাগতঞ্চ মোক্ষঞ্চ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
সম্পর্শ্য ভারতস্যাস্য কৃতবান্ ধর্মকামাত্মা ॥ ৫৩
ষষ্টিং শতসহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।
ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৪
পিত্র্যে পঞ্চদশং জ্ঞেয়ং যক্ষলোকে চতুর্দশ।
একং শতসহস্রং তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৫
নারদোঽশ্রাবয়দ্ দেবানসিতো দেবলঃ পিতৃন্।
শুকো যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ বৈশম্পায়ন এব তু ॥ ৫৬

মানুষ মন আদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা দিবানিশি যে পাপ করিয়া থাকে, সন্ধ্যাকালে মহাভারতের পাঠ করিয়া সে পাপ-মুক্ত হয় ॥ ৪৩

রাত্রিকালে কোন ব্রাহ্মণ স্ত্রীসমূহবেষ্টিত হইয়া পাপ করিলে প্রাতঃকালের সন্ধিক্ষণে মহাভারতের পাঠে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৪

এই গ্রন্থে ভরত-বংশধরগণের জন্ম ও কর্মের বিশাল ইতিহাস রহিয়াছে, সেইজন্য ইহাকে ভারত বলে এবং মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বনিবন্ধন ইহাকে মহাভারত বলা হয়। যে লোক ইহার ব্যুৎপত্তি জানে বা হৃদয়ঙ্গম করে, সেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫

অষ্টাদশপুরাণ-রচয়িতা এবং বেদবিদ্যার মহাসাগরতুল্য মহাত্মা বেদব্যাসের এই সিংহনাদ আপনারা শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন,অষ্টাদশ পুরাণ, সকল ধর্মশাস্ত্র এবং অঙ্গশাস্ত্রের সহিত চতুর্বেদ তুলাদণ্ডস্থিত এক পাত্রে ছিল, আর এই মহাভারত তাহারই অন্যপাত্রে রহিয়াছিল। (তখন মহাভারতই অধিক ভারী হইয়াছিল) ॥ ৪৬-৪৭

মুনিবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসরে এই সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন ॥ ৪৮

যিনি জয়নামক এই মহাভারতের ইতিহাস ভক্তি পূর্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার সমকালে সম্পৎ, বিদ্যা ও কীর্তিলাভ হয় ॥ ৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ। ধর্মার্থ-কামমোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিষয়ে মহাভারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য শাস্ত্রেও কথিত আছে। যাহা মহাভারতে স্থান পায় নাই, তাহা আর কোন শাস্ত্রে নাই ॥৫০

মুক্তিকামী ব্রাহ্মণ, রাজ্যকামী ক্ষত্রিয় তথা উত্তম পুত্রকামী গর্ভবতী স্ত্রী অবশ্যই জয়াখ্য মহাভারত শ্রবণ করিবেন ॥ ৫১

কারণ, মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য স্বর্গাভিলাষী হইলে স্বর্গলাভ করিবে, যুদ্ধে জয়াকাঙ্ক্ষী হইলে জয়লাভ করিবে এবং উত্তম সুতকামিনী স্ত্রী সুযোগ্য পুত্র অথবা সৌভাগ্য-বতী কন্যা লাভ করিবে ॥ ৫২

নিত্যসিদ্ধ মোক্ষস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি সকলেরই ধর্ম কামনা করিয়া এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৫৩

বেদব্যাস ষষ্টি লক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক মহাভারত প্রথমে রচনা করেন। তাহার ত্রিংশৎ-লক্ষ শ্লোক দেবলোকে প্রচলিত। পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ শ্লোক যক্ষলোকে আর এক লক্ষ শ্লোক মনুষ্যলোকে প্রচারিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪-৫৫

নারদ দেবগণকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, শুকদেব যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে এবং বৈশম্পায়ন মনুষ্যগণকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ৫৬

ইতিহাসমিমং পুণ্যং মহার্থং বেদসম্মিতম্।
ব্যাসোক্তং শ্রূয়তে যেন কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ ॥ ৫৭
স নরঃ সর্বকামাংশ্চ কীর্তিং প্রাপ্যেহ লৌনক।
গচ্ছেৎ পরমিকাং সিদ্ধিমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫৮
ভারতাধ্যয়নাৎ পুণ্যাদপি পাদমধীয়তঃ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা শ্রাব্যতে চাপি যেন তু ॥ ৫৯
য ইমাং সংহিতাং পুণ্যাং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্।
মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে ॥ ৬০
হর্ষস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ৬১
ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৬২

ন ত্রাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্
ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥৬৩
ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
স ভারতফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা হি হিমবান্ গিরিঃ।
খ্যাতাবুভৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥ ৬৫
কার্ষ্ণং বেদমিমং বিদ্বান্ শ্রাবয়িত্বার্থমশ্নুতে।
ইদং ভারতমাখ্যানং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ ॥
স গচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিমিতি মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬৬
দ্বৈপায়নোষ্ঠপুটনিঃসৃতমপ্রমেয়ং
পুণ্যং পবিত্রমথ পাপহরং শিবঞ্চ।
যো ভারতং সমধিগচ্ছতি বাচ্যমানং
কিং তস্য পুষ্করজলৈরভিষেচনেন ॥ ৬৭

মহর্ষি লৌনক। যে লোক ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া পুণ্যজনক প্রশস্তার্থবোধক ও বেদের তুল্য এই ইতিহাসগ্রন্থ ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন বর্ণকে শ্রবণ করান, সেই লোক ইহলোকে সকল অভীষ্ট ও কীর্তি লাভ করিয়া পরলোকে পরম সিদ্ধি লাভ করেন—ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৫৭-৫৮

যিনি পরমশ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে মহাভারতের অংশবিশেষ স্বয়ং শ্রবণ করেন বা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত অধ্যয়নের পুণ্য প্রাপ্ত হন এবং তাহার প্রভাবে তাঁহার উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়। ৫৯

ধর্মাত্মা ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস চতুর্লোকাত্মক ভারত সাবিত্রী নাম্নী এই সংহিতা রচনা করিয়া প্রথমে স্বপুত্র শুকদেবকে ইহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। (তিনি মহাভারতের সারভূত উপদেশের এইভাবে বর্ণনা দিয়াছেন) প্রাণীরা সংসারে আসিয়া সহস্র সহস্র মাতা ও পিতা এবং শত শত পুত্র ও কলত্রের সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছে, এখন করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। ৬০

সহস্র সহস্র আনন্দের বিষয় এবং শত শত ভয়ের বিষয় প্রতিদিনই অজ্ঞান জনকে আশ্রয় করে, কিন্তু জ্ঞানীর উপর ইহার প্রভাব থাকে না। ৬১

আমি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, কিন্তু কেহই শুনিতেছে না। কেবল যে ধর্ম হইতেই অর্থ ও কাম লাভ হয়, সুতরাং তোমরা সেই ধর্মের সেবা কর না কেন? ৬২

মানুষ কখনও কামনা, ভয়, লোভ অথবা জীবন রক্ষার জন্য ধর্মত্যাগ করিবে না। ধর্ম নিত্য, কিন্তু সুখ ও দুঃখ অনিত্য। এই প্রকারে জীবাত্মা নিত্য এবং উহার যাবতীয় বন্ধনের হেতু অনিত্য। ৬৩

এই মহাভারতের সারভূত উপদেশ ভারতসাবিত্রী নামেই প্রসিদ্ধ। যে প্রতিদিন সকালে উঠিয়া ইহা পাঠ করেন, তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত অধ্যয়নের ফললাভ করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৬৪

ঐশ্বর্যশালী সমুদ্র এবং হিমালয় পর্বত, এই দুইটি রত্নের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেইভাবে, নানাপ্রকার উপদেশরূপ রত্নসম্ভারে মহাভারতও রত্নের নিধি বলিয়া কথিত হয়। ৬৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত এই পরমবেদ শ্রবণ করাইয়া ধনলাভ করেন। একাগ্রচিত্তে যিনি মহাভারত পাঠ করেন, তিনি মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৬

যো গোশতং কনকশৃঙ্গময়ং দদাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে বহুশ্রুতায়।
পুণ্যাঞ্চ ভারতকথাং সততং শৃণোতি
তুল্যঃ ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্বর্গারোহণপর্বণি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫
স্বর্গারোহণপর্ব সম্পূর্ণম্।

শ্রীমন্মহাভারতমেতৎ সম্পূর্ণম্।

যিনি বক্তার মুখ হইতে বেদব্যাসের মুখনিঃসৃত অতুলনীয় পুণ্যজনক, পবিত্র পাপনাশক এবং কল্যাণময় মহাভারত পাঠ-শ্রবণ করেন, তাঁহার পুষ্কর তীর্থ জলে স্নানের প্রয়োজন কি ? ৬৭

যিনি বেদবিৎ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত শত গো দান করেন এবং যিনি সর্বদা পুণ্যজনক মহাভারত পাঠ শ্রবণ করেন, সেই গো-দাতা ও মহাভারত-শ্রোতার সমান ফল হয়। ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের গ্রন্থের স্বর্গারোহণপর্বের পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণপর্ব সম্পূর্ণ।

●

শ্রীমন্মহাভারত সম্পূর্ণ

●

আষাঢ়ে রথযাত্রায়াং জগন্নাথস্য বিদ্যতে।
বঙ্গাব্দে বহ্নি-বসুক্ষি-বিধুনে কুজবাসরে ॥
মহাভারতরত্নস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপাদৃশা।
সম্পূর্ণঃ পঞ্চমো বেদো মহাভারতসংজ্ঞকঃ ॥

(মহাভারতশ্রবণবিধিঃ)

[মাহাত্ম্যম্, কথাশ্রবণবিধিঃ, তৎফলশ্রবণঞ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

ভগবন্ কেন বিধিনা শ্রোতব্যঃ ভারতঃ বুধৈঃ ।
ফলং কিং কে চ দেবাশ্চ পূজ্যা বৈ পারণেষিহ ॥ ১
শ্রেয়ঃ সমাপ্তে ভগবন্ কিঞ্চ পর্বণি পর্বণি
পাবকঃ কীদৃশশ্চাত্র শ্রোতব্যস্তৎ বদস্ব মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু রাজন্ বিধিমিমং ফলং যচ্চাপি ভারতাৎ ।
শ্রুতাদ্ ভবতি রাজেন্দ্র যৎ ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ৩
দিবি দেবা মহীপাল ক্রীড়ার্থমবনিং গতাঃ
কৃত্বা কার্যমিদঞ্চৈব ততশ্চ দিবমাগতাঃ ॥ ৪
হন্ত যৎ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ সম্ভবং বসুধাতলে ॥ ৫
অত্র রুদ্রাস্তথা সাধ্যা বিশ্বেদেবাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ দেবৌ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬
গুহ্যকাশ্চ সগন্ধর্বা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা ।
সিদ্ধা ধর্মঃ স্বয়ম্ভূশ্চ মুনিঃ কাত্যায়নো বরঃ ॥ ৭
গিরয়ঃ সাগরা নদ্যস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ।
গ্রহাঃ সংবৎসরাশ্চৈব অয়নানাং তবস্তুথা ॥ ৮
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব জগৎ সর্বং সুরাসুরম্ ।
ভারতে ভরতশ্রেষ্ঠ একস্থমিহ দৃশ্যতে ॥ ৯
তেষাং শ্রুত্বা প্রতিষ্ঠানাং নামকর্মানুকীর্তনাৎ ।
কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১০
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা যথাবদনুপূর্বশঃ ।
সংযতাত্মা শুচির্ভূত্বা পারং গত্বা চ ভারতে ॥ ১১
তেষাং শ্রাদ্ধানি দেয়ানি শ্রুত্বা ভারত ভারতম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্ত্যা ভক্ত্যা চ ভরতর্ষভ ॥ ১২
মহাদানানি দেয়ানি রত্নানি বিবিধানি চ ।
গাবঃ কাংস্যোপদোহাশ্চ কন্যাশ্চৈব স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৩

মহাভারতশ্রবণবিধি

[মাহাত্ম্য, কথা শুনিবার বিধি ও তাহার ফল শ্রবণ ।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্ ! বিদ্বানগণ কোন্ বিধিতে মহাভারত শ্রবণ করিবেন ? ইহা শ্রবণ করিবার ফল কি ? ইহার পারণ করিবার সময় কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করিতে হয় ? ভগবন্ ! প্রত্যেক পর্ব্ব শ্রবণ করিবার পর কি কি দান করিতে হয় ? এবং এই মহাভারত কথার বাচক কিরূপ হওয়া আবশ্যক ? এই সব আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন । ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! মহাভারত শ্রবণের যে বিধি এবং উহার শ্রবণে যে ফল হয় ও তুমি যে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমস্তই বলিতেছি ; তুমি শ্রবণ কর । ৩

ভূপাল জনমেজয় ! স্বর্গের দেবতাগণ শ্রীভগবানের লীলায় সহায়তা করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য পূর্ণ করিয়া তাঁহারা পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন । ৪

এখন আমি এই ভূতলে ঋষি ও দেবতাগণের আবির্ভাববিষয়ে হৃষ্টচিত্তে যাহা কিছু বলিব, তৎসমস্তই তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর । ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই মহাভারতে রুদ্র, সাধ্য, সনাতন বিশ্বেদেব ও আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ, ধর্ম, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, শ্রেষ্ঠ মুনি কাত্যায়ন ও পর্ব্বত, সমুদ্র এবং নদীসকল, অপ্সরাসমূহের, গৃহ, সংবৎসর, অয়ন ও ঋতুসমূহ, সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ, দেবতা ও অসুরগণ—ইঁহারা সকলেই একত্রে আসিয়াছিলেন, ইহা দেখা যায় । ৬-৯

মানুষ ঘোর পাপকার্য্য করিয়া ইঁহাদের সকলের প্রতিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া এবং প্রতিদিন ইঁহাদের নাম ও কর্ম্মসমূহের কীর্ত্তন করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ১০

মানুষ নিজের মনকে সংযত রাখিয়া এবং অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ থাকিয়া মহাভারতে বর্ণিত এই ইতিহাস ক্রমশঃ যথাযথভাবে শ্রবণ করত ইহা সমাপ্ত করিবার পর ইহাতে মৃত প্রধান বীরগণের শ্রাদ্ধ করিবে । ভারত ! ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাভারত শ্রবণ করিয়া শ্রোতা নিজের সামর্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভাবে নানা প্রকার রত্নাদি মহাদানসকল করিবে । ১১-১২

বহু গো, কাংস্যনির্ম্মিত দুগ্ধপাত্রসমূহ, বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা ও সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে যুক্তা বহু কন্যা, নানাপ্রকারের বহু ধান, বিচিত্র ভবনসমূহ, ভূমি, বস্ত্র, সুবর্ণ, বাহন, অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, শয্যা, শিবিকা, সুসজ্জিত রথ, গৃহে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু

সর্বকামগুণোপেতা যানানি বিবিধানি চ।
ভবনানি বিচিত্রাণি ভূমির্দাসাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্ষণম্ ॥ ১৪
বাহনানি চ দেয়ানি হয়া মত্তাশ্চ বারণাঃ।
শয়নং শিবিকাশ্চৈব স্যন্দনাশ্চ সুলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৫
যদ্ যদ্ গৃহে বরং কিঞ্চিদ্ যদ্ যদস্তি মহদ্ ধনম্
তত্ তৎ দেয়ং দ্বিজাতিভ্যো আত্মা দারাশ্চ সূনবঃ ॥১৬
শ্রদ্দধা পরয়া যুক্তঃ ক্রমশস্তস্য পারগঃ।
শক্তিতঃ সুমনা দ্রষ্টুং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্ ॥ ১৭
সত্যার্জবরতো দান্তঃ শুচিঃ সৌচসমন্বিতঃ
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো যদা সিষাসতি তদ্ভবান্ ॥ ১৮
শুচিঃ শীলান্বিতাচারঃ শুক্লবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সংস্কৃতঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ॥ ১৯
রূপবান্ সুভগো দান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দানমানগৃহীতশ্চ কার্যো ভবতি বাচকঃ ॥ ২০
অবিলম্বনমাত্ত-ক্রতং ধীরমুদ্ভিতম্।
অসংসক্তাক্ষরপদং স্বরভাবসমন্বিতম্ ॥ ২১
ত্রিষষ্টিবর্ণসংযুক্তমষ্টস্থানসমীরিতম্।
বাচয়েদ্ বাচকঃ স্বস্থঃ স্বাসীনঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২২
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ২৩
ঈদৃশাদ্ বাচকাদ্ রাজন্ শ্রুত্বা ভারত ভারতম্।
নিয়তস্তু শুচিঃ শ্রোতা শৃণ্বন্ স ফলমশ্নুতে ॥ ২৪
পারণং প্রথমং প্রাপ্য দ্বিজান্ কামৈশ্চ তর্পয়ন্।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং সৈ লভতে নরঃ ॥ ২৫
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং বিমানং লভতে মহৎ।
প্রহৃষ্টঃ স তু দেবৈশ্চ দিবং যাতি সমাহিতঃ ॥ ২৬
দ্বিতীয়ং পারণং প্রাপ্য সোঽতিরাত্রফলং লভেৎ।
সর্বরত্নময়ং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ২৭

ও মহৎ ধন থাকিবে, সে সর্বদাই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে হয়। স্ত্রী-পুত্রগণসহ নিজের দেহকেও তাঁহাদের সেবায় নিয়ত করিবে ॥ ১৩-১৬

উত্তম শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমশঃ কথা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভারতের শেষ পর্যন্ত পূর্বরূপ শ্রবণ করিতে হয়। যথাশক্তি শ্রবণের জন্য উদ্যত থাকিয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবে। হৃদয়ে হর্ষে উল্লসিত হইয়া মনে কোনরূপ সংশয় বা তর্ক-বিতর্ক করিবে না ॥ ১৭

সত্য ও সরলতাপূর্ণ ব্যবহারপরায়ণ হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে, দক্ষ ও শৌচাচারসম্পন্ন থাকিবে। শ্রদ্ধালু হইবে ও ক্রোধকে বশীভূত রাখিবে। এরূপ শ্রোতার যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৮

যিনি অন্তরে বাহিরে পবিত্র, শীলবান্, সদাচারী, শুভ বস্ত্রধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংস্কারসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধালু, ক্রোধ-দৃষ্টিরহিত, রূপবান্, সৌভাগ্যশালী, মনঃসংযমী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, এরূপ বিদ্বান্ পুরুষকে দান ও মানের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়া বাচক করিতে হয় ॥ ১৯-২০

কথাবাচক মধ্যে মধ্যে কথা বন্ধ করিয়া কথা বিলম্ব করিবেন না, অতিদ্রুত পাঠও করিবেন না। শান্তভাবে ধীরচিত্তে অক্ষর ও পদসমূহ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চস্বরে মহাভারত পাঠ করিবেন। মিষ্টস্বরে ভাবার্থ বুঝাইয়া কথা পাঠ করিয়া যাইবেন ॥ ২১

ত্রিষষ্টি (তেষট্টি) অক্ষরসমূহের ও তাহাদের অষ্ট স্থানসমূহের যথাযথভাবে উচ্চারণ করিবেন। কথা শুনাইবার সময় বাচক স্বস্থ ও একাগ্রচিত্ত থাকিবেন। তাঁহার নিজ আসন এরূপ হইবে, যাহাতে সুখে তিনি পাঠকালীন বসিয়া থাকিতে পারেন ॥ ২২

নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্যসখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন (তাঁহার লীলার প্রধান সহায়িকা) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) জগদ্ধাত্রী সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়নামে মহাভারত পাঠ করিতে হয় ॥ ২৩

রাজন্! ভরতনন্দন! নিয়মপরায়ণ ও পবিত্র শ্রোতা এইরূপ বাচকের (পাঠকের) নিকট হইতে মহাভারতের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রবণের পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৪

যে মানুষ প্রথম পারণের সময় ব্রাহ্মণগণকে অভীষ্ট বস্তুসমূহ দান করত তৃপ্ত করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার অপ্সরাসমূহে পরিপূর্ণ বিমান লাভ হয় এবং প্রসন্নতা সহকারে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবতাগণের সহিত সে স্বর্গলোকে গমন করে ॥ ২৫-২৬

যে মানুষ দ্বিতীয় পারণ পূর্ণ করে, তাহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়। সে সর্বরত্নময় দিব্য বিমানে আরোহণ করে ॥ ২৭

দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধবিভূষিতঃ।
দিব্যালঙ্কারধরো নিত্যং দেবলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
তৃতীয়ং পারণং প্রাপ্য দ্বাদশাহফলং লভেৎ।
বসতানরসঙ্কাশো বর্ষাণামুডুশো দিবি ॥ ২৯
চতুর্থে বাজপেয়স্য পঞ্চমে ত্রিগুণং ফলম্।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশঃ অলঙ্কৃতমনোপমম্ ॥ ৩০
বিমানং বিবুধৈঃ সার্ধমারুহ্য দিবি গচ্ছতি।
বর্ষাযুতানি ভবনে শক্রস্য দিবি মোদতে ॥ ৩১
ষষ্ঠে ত্রিগুণমন্তীতি সপ্তমে ত্রিগুণং ফলম্।
কৈলাসশিখরাকারং বৈদূর্যমণিবেদিকম্ ॥ ৩২
পরিক্ষিপ্তং বহুবিধং মণিবিদ্রুমভূষিতম্।
বিমানং সমধিষ্ঠায় কামগং সাপ্সরোগণম্ ॥ ৩৩
সর্বাল্লোকান্ বিচরতে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
অষ্টমে রাজসূয়স্য পারণে লভতে ফলম্ ॥ ৩৪
চন্দ্রোদয়নিভং রম্যং বিমানমধিরোহতি।

সে দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করে, দিব্য চন্দনে চর্চিত হইয়া দিব্য সুগন্ধে সুবাসিত হয় এবং দিব্য অলঙ্কার ধারণ করিয়া সর্বদা দেবলোকে সম্মানিত হয়। ২৮

তৃতীয় পারণ পূর্ণ করিলে পর মানুষ দ্বাদশাহযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয় এবং দেবতাগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়া সহস্র বৎসর পর্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করে। ২৯

চতুর্থ পারণে বাজপেয় যজ্ঞ ও পঞ্চম পারণে ত্রিগুণ ফললাভ করিয়া থাকে। সেই মানুষ উদয়কালীন সূর্য ও প্রজ্বলিত অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী বিমানে আরোহণ করত দেবতাগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করে এবং সেখানে ইন্দ্রভবনে দশ হাজার বর্ষ পর্যন্ত আনন্দ ভোগ করে। ৩০-৩১

ষষ্ঠ পারণে ইহার দ্বিগুণ এবং সপ্তম পারণে ত্রিগুণ ফললাভ হয়। সেই মানুষ অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ, ইচ্ছানুসারে গমনকারী কৈলাস-শিখরতুল্য উজ্জ্বল, বৈদূর্যমণি বেদীতে বিভূষিত, নানা-প্রকারে সুসজ্জিত এবং মণি ও বিদ্রুমে অলঙ্কৃত বিমানে উপবেশন করত দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় সমস্ত লোকে বিচরণ করে। ৩২-৩৩½

অষ্টম পারণে মানুষ রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সে মনের ন্যায় বেগশালী ও চন্দ্রের কিরণসমূহের তুল্য সর্ববিশিষ্ট শ্বেতাম্বরশোভিত এবং চন্দ্রোদয়সদৃশ রমণীয় বিমানে আরোহণ করে। ৩৪-৩৫

চন্দ্ররশ্মিপ্রতীকাশৈর্হৈর্যুক্তং মনোজবৈঃ ॥ ৩৫
সেব্যমানো বরস্ত্রীণাং চন্দ্রাৎ কান্ততরৈর্মুখৈঃ।
মেখলানাং নিনাদেন নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৬
অঙ্কে পরমনারীণাং সুখসুপ্তো বিবুধ্যতে।
নবমে ক্রতুরাজস্য বাজিমেধস্য ভারত ॥ ৩৭
কাঞ্চনস্তম্ভনির্ব্যূহ-বৈদূর্যকৃতবেদিকম্।
জাম্বূনদময়ৈর্দিব্যৈর্গবাক্ষৈঃ সর্বতো বৃতম্ ॥ ৩৮
সেবিতং চাপ্সরোদঙ্ঘৈর্গন্ধর্বৈর্দিবিচারিভিঃ।
বিমানং সমধিষ্ঠায় শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ৩৯
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যচন্দনরূষিতঃ।
মোদতে দৈবতৈঃ সার্ধং দিবি দেব ইবাপরঃ ॥ ৪০
দশমং পারণং প্রাপ্য দ্বিজাতীনভিবন্দ্য চ।
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ॥ ৪১
রত্নবেদিকসম্বাধং বৈদূর্যমণিতোরণম্।
হেমজালপরিক্ষিপ্তং প্রবালবলভীমুখম্ ॥ ৪২

চন্দ্র হইতেও অধিক কমনীয় মুখমণ্ডলশোভিতা সুন্দরী দিব্যাঙ্গনা-গণ তাহার সেবায় নিরত থাকে এবং সুরসুন্দরীগণের অঙ্কে সুখে নিদ্রিত সেই মানুষ তাহাদেরই মেখলাসমূহের ঘন ঘন শব্দে ও নূপুরসকলের মধুর ঝঙ্কারে জাগরিত হয়। ৩৫-৩৬½

ভারত! নবম পারণ পূর্ণ হইলে পর শ্রোতার যজ্ঞসকলের রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। সে স্বর্ণের স্তম্ভ ও নির্ব্যূহ-(দণ্ড)-সমূহে সুশোভিত, বৈদূর্যমণিনির্মিত বেদীসমূহে বিভূষিত চারিদিকে জাম্বূনদময় দিব্য বাতায়নবৃন্দে অলঙ্কৃত, স্বর্গবাসী গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণে সেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ করত স্বীয় উৎকৃষ্ট শোভায় প্রকাশিত হইতে হইতে স্বর্গে দ্বিতীয় দেবতার ন্যায় দেবগণের সহিত আনন্দ ভোগ করে। সে দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করে এবং দিব্য চন্দনে চর্চিত থাকে। ৩৭-৪০

দশম পারণ পূর্ণ হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া শ্রোতার পুণ্যনিকেতন বিমান অনায়াসেই লাভ হয়। এই বিমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত কালর সন্নিবেশিত থাকে এবং তাহা হইতে মধুর ধ্বনি উত্থিত হয়। বহু ধ্বজ ও পতাকা এই বিমানের শোভা বর্ধিত করে। ইহাতে স্থানে স্থানে রত্নময় বেদী নির্মিত আছে এবং বৈদূর্যমণিনির্মিত তোরণ শোভা পাইতেছে। সর্বদিক্ স্বর্ণের জালে আবৃত আছে। বলভীর (বজ্রকাঠের)

গন্ধৈর্বৈগীতকুশলৈরপ্সরোভিশ্চ শোভিতম্ ।
বিমানং সুকৃতাবাসং সুখেনৈবোপপদ্যতে ॥ ৪৩
মুকুটেনাগ্নিবর্ণেন জাম্বুনদবিভূষিণা ।
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গো দিব্যমালাবিভূষিতঃ ॥ ৪৪
দিব্যালোকান্ বিচরতি দিব্যৈর্ভোগৈঃ সমন্বিতঃ ।
বিবুধানাং প্রসাদেন শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ৪৫
অথ বর্ষগণানেবং স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
ততো গন্ধর্বসহিতঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিম্ ॥ ৪৬
পুরন্দরপুরে রম্যে শক্রেণ সহ মোদতে ।
দিব্যযানবিমানেষু লোকেষু বিবিধেষু চ ॥ ৪৭
দিব্যনারীগণাকীর্ণো নিবসত্যনরো যথা ।
ততঃ সূর্যস্য ভবনে চন্দ্রস্য ভবনে তথা ॥ ৪৮
শিবস্য ভবনে রাজন্ বিষ্ণোর্যাতি সলোকতাম্ ।
এবমেতন্মহারাজ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৯
শ্রদ্ধধানেন বৈ ভাব্যমেবমাহ গুরুর্মম ।

বাচকস্য তু যদ্যত্তাং মনসা সম্প্রমিচ্ছতি ॥ ৫০
হস্ত্যশ্বরথযানানি বাহনানি বিশেষতঃ ।
কটকং কুণ্ডলে চৈব ব্রহ্মসূত্রং তথা পবিত্রম্ ॥ ৫১
বস্ত্রং চৈব বিচিত্রঞ্চ গন্ধঞ্চৈব বিশেষতঃ ।
দেববৎ পূজয়েৎ তং তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যানি দেয়ানি ভারতে ।
বাচনানে তু বিপ্রেভ্যো রাজন্ পর্বণি পর্বণি ॥ ৫৩
জাতিং দেশঞ্চ সত্যঞ্চ মাহাত্ম্যং ভরতর্ষভ
ধর্মং বৃত্তিঞ্চ বিজ্ঞায় ক্ষত্রিয়াণাং নরাধিপ ॥ ৫৪
স্বস্তি বাচ্য দ্বিজানাদৌ ততঃ কার্য্যো প্রবর্তিতে ।
সমাপ্তে পর্বণি ততঃ স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৫৫
আদৌ তু বাচকং চৈব বস্ত্রগন্ধসমন্বিতম্ ।
বিধিবদ্ ভোজয়েদ্ রাজন্ মধু পায়সমুত্তমম্ ॥৫৬
ততো মূলফলপ্রায়ং পায়সং মধুসর্পিষা ।
আস্তীকে ভোজয়েন্ রাজন্ ঘৃতাক্তৈর্ব গুড়ৌদনম্ ॥৫৭

অগ্রভাগে প্রবাল শোভিত আছে। সঙ্গীতনিপুণ গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ এই বিমানের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে ।৪১-৪৩

এই বিমানে উপবিষ্ট পুণ্যাত্মা পুরুষ অগ্নিতুল্য তেজস্বী মুকুটে অলঙ্কৃত এবং জাম্বুনদ স্বর্ণনির্মিত আভরণে বিভূষিত হয়। তাহার শরীর দিব্য চন্দনে চর্চিত ও দিব্যমালাসমূহে ভূষিত থাকে। দিব্য ভোগসম্পন্ন হইয়া সে দিব্য লোকসমূহে বিচরণ করে এবং দেবগণের কৃপায় উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যশালী হয় ॥ ৪৪-৪৫

এইরূপে বহু বৎসর কাল সে স্বর্গলোকে সসম্মানে বাস করে। তদনন্তর একুশ হাজার বর্ষ কাল গন্ধর্বগণের সহিত ইন্দ্রের রমণীয় নগরীতে বাস করত ইন্দ্রের সহিত সেখানের সুখ ভোগ করে ॥ ৪৬॥

দিব্য রথ ও বিমানে আরোহণ করত নানাবিধ লোকসমূহে বিচরণ করে এবং দিব্য রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দেবতার ন্যায় সেখানে বাস করে ॥ ৪৭॥

রাজন্! ইহার পর সূর্য, চন্দ্র, শিব ও ভগবান্ বিষ্ণুর লোকে গমন করে ॥ ৪৮॥

মহারাজ! যথার্থভাবে এরূপ ফলই লাভ হয়, এ বিষয়ে আর অন্য কোনও বিচারের আবশ্যকতা নাই। আমার গুরুর অভিমত হইল—মহাভারতের এই মহিমা ও ফলের উপর শ্রদ্ধা রাখিতে হয় ॥ ৪৯॥

বাচকের মনে যে যে বস্তু লাভের ইচ্ছা হইবে, তাঁহাকে তৎসমস্তই প্রদান করিতে হয়। হস্তী, অশ্ব, রথ, পালকী ও অন্যান্য বাহন বিশেষরূপে দান করা কর্তব্য ॥ ৫০॥

কটক, কুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, বিচিত্র বস্ত্র ও বিশেষতঃ গন্ধ অর্পিত করিয়া বাচককে দেবতার ন্যায় পূজা করা কর্তব্য। এরূপ করিলে শ্রোতা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর লোকে গমন করে ॥ ৫১-৫২

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাভারতের কথা আরম্ভ হইলে পর প্রত্যেক পর্বে ক্ষত্রিয়গণের জাতি, দেশ, সত্যতা, মাহাত্ম্য, ধর্ম ও বৃত্তি অবগত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে যে যে বস্তু দান করিতে হয়, এখন সেই সমস্তই আমি বর্ণনা করিব ॥ ৫৩-৫৪

প্রথমে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া কথাবাচনকার্য আরম্ভ করিবে। তারপর পর্ব সমাপ্ত হইলে নিজের শক্তি অনুসারে সেই সব ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে ॥ ৫৫

রাজন্। আদিপর্বের কথার সময় বাচককে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া চন্দনাদির দ্বারা পূজা করিবে এবং বিধি অনুসারে তাঁহাকে মধু (মিষ্টি) ও উত্তম পায়স (ক্ষীর) ভোজন করাইবে ॥ ৫৬

রাজন্। তাহার পর আস্তীক পর্বের কথার সময় ব্রাহ্মণগণকে মধু ও ঘৃতযুক্ত পায়স ভোজন করাইবে। সেই

অপূপৈশ্চৈব পূপৈশ্চ মোদকৈশ্চ সমন্বিতম্ ।
সভাপর্বণি রাজেন্দ্র হবিষ্যং ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৫৮
আরণ্যকে মূলফলৈস্তর্পয়েত্তু দ্বিজোত্তমান্ ।
অরণীপর্ব চাসাদ্য ফলকুম্ভান্ প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৯
তর্পয়ানি চ মুখ্যানি বন্যমূলফলানি চ ।
সর্বকামগুণোপেতং বিপ্রেভ্যোঽন্নং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬০
বিরাটপর্বণি তথা বাসাংসি বিবিধানি চ ।
উদ্যোগে ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বকামগুণান্বিতম্ ॥ ৬১
ভোজনং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃতান্ ।
ভীষ্মপর্বণি রাজেন্দ্র দদ্যাদ্ যানমনুত্তমম্ ॥ ৬২
ততঃ সর্বগুণোপেতমন্নং দদ্যাৎ সুসংস্কৃতম্ ।
দ্রোণপর্বণি বিপ্রেভ্যো ভোজনং পরমার্চিতম্ ॥ ৬৩
শরাংশ্চ দেয়া রাজেন্দ্র চাপানাসিবরাংস্তথা ।
কর্ণপর্বণ্যপি তথা ভোজনং সার্বকামিকম্ ॥ ৬৪
বিপ্রেভ্যঃ সংস্কৃতং সম্যগ্ দদ্যাৎ সংযতমানসঃ ।
শল্যপর্বণি রাজেন্দ্র মোদকৈঃ সগুড়ৌদনৈঃ ॥ ৬৫
অপূপৈস্তর্পণৈশ্চৈব সর্বমন্নং প্রদাপয়েৎ ।
গদাপর্বণ্যপি তথা মুদ্গসম্মিশ্রং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৬
হ্রদপর্বণি তথা রত্নৈস্তর্পয়েত্তু দ্বিজোত্তমান্ ।
ঘৃতৌদনং পুরস্তাচ্চ ঐষীকে দাপয়েৎ পুনঃ ॥ ৬৭
ততঃ সর্বগুণোপেতমন্নং দদ্যাৎ সুসংস্কৃতম্ ।
শান্তিপর্বণ্যপি তথা হবিষ্যং ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৬৮
আশ্বমেধিকমাসাদ্য ভোজনং সর্বকামিকম্ ।
তথাঽঽশ্রমনিবাসে তু হবিষ্যং ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৬৯
মৌসলে সার্বগুণিকং গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ।
মহাপ্রস্থানিকে তদ্বৎ সর্বকামগুণান্বিতম্ ॥ ৭০
স্বর্গপর্বণ্যপি তথা হবিষ্যং ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ।
হরিবংশসমাপ্তৌ তু সহস্রং ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৭১

ভোজনে ফল-মূল অধিক পরিমাণে থাকিবে। তারপর গুড়-ভাত প্রদান করিবে ॥ ৫৭

রাজেন্দ্র ! সভা পর্ব আরম্ভ হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে অপূপ (পিষ্টক), পূপ (কচুরী) ও মোদকের (মিঠাই) সহিত হবিষ্য ভোজন করাইবে ॥ ৫৮

বনপর্বে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ফলমূলসমূহের দ্বারা তৃপ্ত করাইবে। অরণী পর্ব পাঠ আরম্ভ হইলে জলপূর্ণ বহু ফলস প্রদান করিবে ॥ ৫৯

কেবল ইহাই নহে, যাহা ভোজন করিলে তৃপ্তি হইবে, এরূপ উত্তম-উত্তম বনজাত ফলমূল ও সমস্ত অভীষ্ট গুণসমূহে যুক্ত অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে ॥ ৬০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! বিরাটপর্বে নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে এবং উদ্যোগপর্বে ব্রাহ্মণগণকে চন্দন ও পুষ্পমালো অলঙ্কৃত করিয়া উহাদিগকে সর্বগুণসম্পন্ন অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ৬১॥

রাজেন্দ্র ! ভীষ্মপর্বে উত্তম যান প্রদান করত উত্তমরূপে প্রস্তুত সর্বগুণসম্পন্ন অন্নভোজন দান করিবে ॥ ৬২॥

রাজেন্দ্র ! দ্রোণপর্বে ব্রাহ্মণগণকে সকলেরই দ্বারা সমাদৃত সর্বোত্তম ভোজন দান করিবে এবং তাঁহাদিগকে ধনু, বাণ ও শ্রেষ্ঠ খড়্গ প্রদান করিবে ॥ ৬৩॥

কর্ণপর্বেও ব্রাহ্মণগণকে উত্তমরূপে প্রস্তুত ও সকলেরই রুচিকর উত্তম ভোজন দান করিবে এবং নিজের মনকে সংযত রাখিবে ॥ ৬৪॥

রাজেন্দ্র ! শল্যপর্বে মিঠাই, গুড়, ভাত, পিষ্টক ও তৃপ্তি-কারক ফলাদির সহিত সর্বপ্রকার উত্তম অন্ন দান করিবে ॥ ৬৫॥

গদাপর্বেও মুগডাল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত অন্ন প্রদান করিবে। হ্রদপর্বে বহুবিধ রত্নের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবে ॥ ৬৬॥

ঐষীকপর্বে প্রথমে ঘৃতপক্ক ভাত প্রদান করিবে। তারপর উত্তমরূপে প্রস্তুত সর্বগুণসম্পন্ন অন্ন দান করিবে ॥ ৬৭॥

শান্তিপর্বেও ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে। আশ্বমেধিকপর্ব পাঠ আরম্ভ হইলে সকলের রুচিকর উত্তম ভোজন দান করিবে ॥ ৬৮॥

আশ্রমবাসিকপর্বে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে। মৌসলপর্বে সর্বগুণসম্পন্ন অন্ন, চন্দন, মাল্য ও অনুলেপন দান করিবে ॥ ৬৯॥

এইরূপ মহাপ্রস্থানিক পর্বে সমস্ত বাঞ্ছনীয় গুণসম্পন্ন অন্নাদি দান করিবে। স্বর্গারোহণপর্বেও ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে ॥ ৭০॥

হরিবংশ সমাপ্তি হইলে পর এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে এবং স্বর্ণমুদ্রা সহ একটি গো ব্রাহ্মণকে দান করিবে ॥ ৭১॥

গানেকাং নিষ্কসংযুক্তাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
তদর্ধেনাপি দাতব্যা দরিদ্রেণাপি পার্থিব ॥ ৭১
প্রতিপর্বসমাপ্তৌ তু পুস্তকং বৈ বিচক্ষণঃ।
সুবর্ণেন চ সংযুক্তং বাচকায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭২
হরিবংশে পর্বণি চ পায়সং তত্র ভোজয়েৎ।
পারণে পারণে রাজন্ যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৭৩
সমাপ্তা সর্বাঃ প্রযতঃ সংহিতাঃ শাস্ত্রকোবিদঃ।
শুচৌ দেশে নিবেশ্যাথ ধৌমবস্ত্রাভিসংবৃতাঃ ॥ ৭৪
গন্ধপুষ্পধরঃ শ্রীমান্ শুচির্ভূত্বা স্বলঙ্কৃতঃ।
অর্চয়েত যথান্যায়ং গন্ধমাল্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭৫
সংহিতাপুস্তকান্ রাজন্ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ।
ভক্ষ্যৈর্মাল্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ কামৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ৭৬
হিরণ্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ দক্ষিণামথ দাপয়েৎ।
সর্বত্র ত্রিপলং স্বর্ণং দাতব্যং প্রযতাত্মনা ॥ ৭৭
তদর্ধং পাদশেষং বা বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতম্।
যদ্ যদেবাস্যনেহভীষ্টং তৎ তদ্ দেয়ং দ্বিজাতয়ে ॥ ৭৮
সর্বথা তোষয়েদ্ ভক্ত্যা বাচকং গুরুমাত্মনঃ।
দেবতাঃ কীর্তয়েৎ সর্বা নর-নারায়ণৌ তথা ॥ ৮০
ততো গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ স্বলঙ্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্।
তর্পয়েদ্ বিবিধৈঃ কামৈর্নৈষ্কৈশ্চাবচেতথা ॥ ৮১
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্নুয়াচ্চ ক্রতুফলং তথা পর্বণি পর্বণি ॥ ৮১
বাচকো ভরতশ্রেষ্ঠ যাবদ্ধ্যায়পদক্ষরঃ।
ভবিষ্যং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ ভারতং ভরতর্ষভ ॥ ৮৩
ভুক্তবৎসু দ্বিজেন্দ্রেষু যথাবৎ সম্প্রদাপয়েৎ।
বাচকং ভরতশ্রেষ্ঠ ভোজয়িত্বা স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৮৪
বাচকে পরিতুষ্টে তু শুভা প্রীতিরনুত্তমা।
ব্রাহ্মণেষু তু তুষ্টেষু প্রসন্নাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৮৫

ত্বপাল। যদি শ্রোতা দরিদ্র হয়, তবে তাহারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা-সহ পোথান করা কর্তব্য। প্রত্যেক পর্বের সমাপ্তি হইলে পর বিদ্বান্ পুরুষ সুবর্ণ-সহ পুস্তক বাচককে সমর্পিত করিবেন। ৭২-৭৩

রাজন্। ভরতশ্রেষ্ঠ! হরিবংশপর্বেও প্রত্যেক পারণের সময় ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধরূপে পায়স ভোজন করাইবে। ৭৪

এইরূপে একাগ্রচিত্ত হইয়া সমস্ত পর্বের সংহিতা সমাপ্ত করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি এই সব সংহিতা রেশমী বস্ত্রে আবৃত করিয়া কোনও উত্তম স্থানে রাখিবেন এবং স্বয়ং স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া শ্বেত বস্ত্র, পুষ্পমালা ও আভরণ ধারণ করত চন্দন-মালাদি উপচারসমূহে সেই সংহিতা-পুস্তকসকলের পৃথক্ পৃথক্ বিধি অনুসারে পূজা করিবেন। পূজার সময় চিত্তকে একাগ্র ও শুদ্ধ রাখিবেন। নানাবিধ উত্তম ভক্ষ্য, ভোজন, পেয়, মালা ও অন্যান্য কমনীয় বস্তু উপহাররূপে প্রদান করিবেন। ৭৫-৭৭

তাহার পর হিরণ্য ও সুবর্ণ দক্ষিণা দিবেন। মনকে বশীভূত রাখিয়া সকল পুস্তকের উপর তিন পল করিয়া স্বর্ণ প্রদান করিবেন। ৭৮

যদি তিন পল স্বর্ণদানের ক্ষমতা না থাকে, তবে দেড় পল স্বর্ণ দিবেন। ইহাও সম্ভব না হইলে পোনে এক পল স্বর্ণ দান করিবেন; কিন্তু মন থাকিতে কোনরূপেই বিত্তশাঠ্য (কৃপণতা) করিবেন না। যে যে বস্তু নিজের প্রিয়, সেই সেই বস্তুই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। ৭৯

কথাবাচক নিজের গুরু হন, অতএব তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব রাখিয়া তাঁহাকে সর্বথা সন্তুষ্ট করিবে। এই সময় সমস্ত দেবতাগণ ও নর-নারায়ণের নাম কীর্তন করিবে। ৮০

তদনন্তর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে চন্দন ও মালাদির দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু এবং নানাবিধ ক্ষুদ্র- বৃহৎ আবশ্যক পদার্থ দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। ৮১

এরূপ করিলে মানুষের অতিরাত্র-যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং প্রত্যেক পর্বের সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ক্রতু-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৮২

ভরতশ্রেষ্ঠ! কথাবাচক বিদ্বান্ হইবেন এবং প্রত্যেক অক্ষর পদ ও স্বর সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে করিতে মহাভারত বা হরিবংশের ভবিষ্যপর্বের কথা শুনাইবেন। ৮৩

ভরতসত্তম! সম্পূর্ণ কথা সমাপ্ত হইলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে পর তাঁহাদিগকে যথোচিত দান করিবে। তারপর বাচককেও বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া উত্তম অন্ন ভোজন করাইবে। ইহার পর তাঁহাকে দানাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ৮৪

কথাবাচক সন্তুষ্ট হইলে পরই অত্যুত্তমা মঙ্গলময়ী প্রীতি লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে পর শ্রোতার উপর সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হন। ৮৫

ততো হি বরণং কার্য্যং দ্বিজানাং ভরতর্ষভ।
সর্ব্বকামৈর্যথোন্যায়ং সাধুভিশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥ ৮৬
ইত্যেষ বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে দ্বিপদাং বর।
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যং যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮৭
ভারতশ্রবণে রাজন্ পারণে চ নৃপোত্তম।
সদা যত্নবতা ভাব্যং শ্রেয়স্তু পরমিচ্ছতা ॥ ৮৮
ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥ ৮৯
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ।
ভারতং সেব্যতে দেবৈর্ভারতং পরমং পদম্ ॥ ৯০
ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রাণামুত্তমং ভরতর্ষভ।
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তদেতদ্ ব্রবীমি তৎ ॥ ৯১
মহাভারতমাখ্যানং কিত্তিং গাঞ্চ সরস্বতীম্।
ব্রাহ্মণান্ কেশবঞ্চৈব কীর্ত্তয়ন্ নাবসীদতি ॥ ৯২

বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৯৩
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ।
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পদমিচ্ছতা ॥ ৯৪
এতৎ পবিত্রং পরমেতদ্ ধর্ম্মনিদর্শনম্।
এতৎ সর্ব্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং তুষ্টিমিচ্ছতা ॥ ৯৫
কায়িকং বাচিকং চৈব মনসা সমুপার্জ্জিতম্।
তৎ সর্ব্বং নাশনায়াতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৯৬
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাশ্চৈব বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামাভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ৯৮
দক্ষিণা চাত্র দেয়া বৈ নিষ্কপঞ্চসুবর্ণকম্।
বাচকায় যথাশক্ত্যা যথোক্তং ফলমিচ্ছতা ॥ ৯৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য সংযতভাব শ্রোতাগণের কর্ত্তব্য হইল —তাহারা স্বাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবে এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করিয়া তাহাদের যথাযথভাবে পূজা করিবে। ৮৬

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজন্। তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি এই মহাভারত শ্রবণের ও তাহার পারায়ণ করিবার বিধি তোমাকে বলিলাম। তুমি ইহার প্রতি সতত শ্রদ্ধা রাখিবে। ৮৭

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ। নিজের পরম কল্যাণকামী শ্রোতার মহাভারত শ্রবণ করিবার ও তাহার পারায়ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া উচিত ॥ ৮৮

নিত্য মহাভারত শ্রবণ করিবে ও নিত্য মহাভারত পাঠ করিবে। যাহার গৃহে মহাভারত থাকে, তাহার 'জয়' হস্তগত হয়। ৮৯

মহাভারত পরম পবিত্র গ্রন্থ। ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের কথা আছে। দেবগণও মহাভারতের সেবা করেন; কারণ, মহাভারত পরম পদস্বরূপ ॥ ৯০

ভরতশ্রেষ্ঠ। মহাভারত সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উত্তম। মহাভারত হইতে মোক্ষলাভ হয়। এই প্রকৃত সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ৯১

মহাভারতনামক ইতিহাস, পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনকারী মানুষ কখনও অবসন্ন (বিপন্নাপন্ন) হয় না। ৯২

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদ, রামায়ণ ও পবিত্র মহাভারতের আদি, মধ্য এবং অন্তে সর্ব্বত্র ভগবান্ শ্রীহরি গীত হইয়াছেন। ৯৩

যাহার মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দিব্য কথাসমূহ ও সনাতন শ্রুতিসমূহ সন্নিবেশিত আছে, সেই মহাভারত এ জগতে পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছুক মানুষের অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। ৯৪

এই মহাভারত পরম পবিত্র, ইহা ধর্ম্মের স্বরূপের সাক্ষাৎকারকারক এবং ইহা সর্ব্বগুণসম্পন্ন; অতএব নিজের কল্যাণকামী মানুষের ইহা শ্রবণ করা উচিত। ৯৫

মহাভারত শ্রবণে দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত পাপ সেইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার নষ্ট হয়। ৯৬

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল বিষ্ণুভক্ত মানুষ এক মহাভারত শ্রবণ করিয়াই লাভ করেন,— ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯৭

স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন সকলেই এই মহাভারত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরম ধামে গমন করেন। পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীগণের ভগবান্ বিষ্ণুর যশস্বরূপ এই মহাভারত অবশ্যই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৯৮

শাস্ত্রোক্ত ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক মানুষ এই মহাভারত শ্রবণের পর বাচককে স্বর্ণের পঞ্চ নিষ্ক (পাঁচ সিকা স্বর্ণ) দক্ষিণা-রূপে দান করিবে। ৯৯

স্বর্ণশৃঙ্গীঞ্চ কপিলাং সবৎসাং বস্ত্রসংবৃতাম্।
বাচকায় চ দদ্যাদ্ধি আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ১০০
অলঙ্কারং প্রদদ্যাচ্চ পাদ্যোর্দ্বৈ ভরতর্ষভ।
কর্ণস্যাভরণং দদ্যাদ্ ধনং চৈব বিশেষতঃ ॥ ১০১
ভূমিদানং সদাদদ্যাদ্ বাচকায় নরাধিপ।
ভূমিদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১০২
শৃণোতি শ্রাবয়েদ্ বাপি সততং চৈব যো নরঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৩
পিতৃন্ দুষ্কৃতে সর্বানেকাদশসমুদ্ভবান্।
আত্মানং সমুতং চৈব ত্রিয়ঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ১০৪
দশাংশশ্চৈব তোমোঽপি কর্তব্যোঽত্র নরাধিপ।
ইদং ময়া তবাগ্রে চ প্রোক্তং সর্বং নরর্ষভ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং হরিবংশোক্তভারতশ্রবণবিধাবধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

আয়কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হইল—সে কপিলা ধেনুর পুচ্ছ বর্ণের দ্বারা আবৃত করিয়া এবং সেই ধেনুকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বৎস সহ বাচককে দান করিবে। ১০০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা ব্যতীত কথাবাচককে দুই হস্তের অলঙ্কার, কর্ণদ্বয়ের কুণ্ডল ও বিশেষতঃ ধন প্রদান করিবে। ১০১

নরনাথ। কথাবাচককে অবশ্যই ভূমিদান করিবে; কারণ, ভূমিদানের সমান কোনও দান হয় নাই ও হইবেও না। ১০২

যে মানুষ সতত মহাভারত শ্রবণ করে এবং শ্রবণ করায়, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করে। ১০৩

ভরতশ্রেষ্ঠ। সেই মানুষ নিজের বংশের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ পর্যন্ত পিতৃগণকে, নিজের স্ত্রী ও পুত্রকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। ১০৪

নরনাথ। মহাভারত শ্রবণ করিবার পর তাহার উদ্দেশে দশাংশ হোমও কর্তব্য। নরশ্রেষ্ঠ। আমি তোমার সম্মুখে মহাভারতের এই সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে হরিবংশোক্ত-মহাভারত শ্রবণবিষয়ক অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

মহাভারতশ্রবণবিধি সমাপ্ত।

মহাভারত-মাহাত্ম্যম্ ॥

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসংবোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেশীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥১
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পদমিচ্ছতা ॥ ২
শ্রূয়তাং সিংহনাদোঽয়মৃষেস্তস্য মহাত্মনঃ।
অষ্টাদশপুরাণানাং কর্তুর্বেদনিধেরধেঃ ॥ ৩
ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥ ৪
ভারতং সর্বশাস্ত্রাণামুত্তমং ভরতর্ষভ।
সম্প্রত্যাচক্ষতে চেদং তথা শ্রোষ্যন্তি চাপরে ॥ ৫
যোঽধীতে ভারতং পুণ্যং ব্রাহ্মণো নিয়তব্রতঃ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
কুরূণাং প্রথিতং বংশং কীর্তয়ন্ সততং শুচিঃ
বংশমাপ্নোতি বিপুলং লোকে পূজ্যতমো ভবেৎ ॥ ৭
অনাগতঞ্চ যোঽপশ্যৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
ইদং ভারতমাখ্যানং কৃতবান্ ধর্মকাম্যয়া ॥৮
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥ ৯
এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ ধর্মনিদর্শনম্।
এতৎ সর্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা। ১০
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং সমুপার্জিতম্।
তৎ সর্বং নাশমায়াতি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥ ১১
য ইদং মানবো লোকে পুণ্যার্থে ব্রাহ্মণান্ শুচীন্।
শ্রাবয়েত মহাপুণ্যং তস্য ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ১২

মহাভারত-মাহাত্ম্য ॥

পরাশরের পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের বাণীরূপী সরোবরে উৎপন্ন এই মহাভারতরূপী অমল (নির্মল) কমল, যাহা গীতার্থরূপ তীব্র সুগন্ধে পূর্ণ, নানাপ্রকার আখ্যানরূপী কেসরে সুশোভিত, হরিকথারূপী সূর্যতাপে প্রস্ফুটিত (অথবা হরিকথারূপ পরম জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত), সজ্জনরূপী ভ্রমরগণ যাহার রস নিরন্তর প্রমুদিত হইয়া পান করে এবং যাহা কলিকালের পাপরূপী মল নাশকারী, এরূপ কমল আমাদের কল্যাণকর হউক। ১

যাহার মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দিব্য কথাসমূহ বর্ণিত আছে এবং যাহার মধ্যে কল্যাণময়ী শ্রুতিসমূহের সার কথিত হইয়াছে, এ জগতে পরম পদকামী মানুষের সেই মহাভারত শ্রবণ করা উচিত। অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা ও বেদের (জ্ঞানের) মহা-সমুদ্র মহাত্মা বেদব্যাসের এই সিংহনাদ—এই মহাভারত নিত্য শ্রবণ কর। ২-৩

অপরিমিতবুদ্ধি ভগবান্ বেদব্যাসকথিত এই মহাভারত পবিত্র ধর্মশাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থশাস্ত্র ও সর্বোত্তম মোক্ষশাস্ত্র। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাভারত সমস্ত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে উত্তম, সেইজন্য সম্প্রতি বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহার পঠন-শ্রবণ করেন এবং পরেও করিবেন। ৪-৫

যে ব্রাহ্মণ নিয়মিত ব্রত পালন করিতে করিতে বর্ষা ঋতুর চারিমাসে পবিত্র মহাভারত পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। যে মানুষ শুদ্ধ হইয়া কুরুর প্রসিদ্ধ বংশের সর্বদা কীর্তন করে, তাহার বংশের বিপুল বিস্তার হয় এবং জগতে সে পূজ্যতম হইয়া যায়। ৬-৭

ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা দীর্ঘদর্শী ও মোক্ষস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কেবল ধর্ম কামনা করিয়াই এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্বন্ধে যাহা কিছু এই মহাভারতে বলা হইয়াছে, তাহা অন্য সব শাস্ত্রেও কথিত আছে। যাহা এই মহাভারতে কথিত হয় নাই, তাহা অন্য কোথাও বর্ণিত নাই। ৮-৯

এই মহাভারত পরম পবিত্র, ধর্মের পক্ষে ইহা প্রমাণস্বরূপ ও সমস্ত গুণসম্পন্ন; অতএব আত্মকল্যাণকামী মানুষের ইহা অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। ১০

কারণ, যেরূপ সূর্যের উদয়ে অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেই-রূপ এই মহাভারতের দ্বারা দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ১১

জগতে যে মানুষ এই পরম পবিত্র ইতিহাস পুণ্যের জন্য পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়, তাহার সনাতন ধর্মপ্রাপ্তি হয়। ১২

মহাভারতমাখ্যানং ক্ষিতিং গাঞ্চ সরস্বতীম্ ।
ব্রাহ্মণান্ কেশবঞ্চৈব কীর্তয়িত্বাবসীদতি ॥ ১৩
শৃণোতি শ্রাবয়েদ্ বাপি সততঞ্চৈব যো নরঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
পিতৃনুদ্ধরতে সর্বানেকাদশসমুদ্ভবান্ ।
আত্মানং সন্ততঞ্চৈব স্ত্রিয়ঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ১৫
যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা মেরুর্মহান্ গিরিঃ ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥ ১৬
ন তাং স্বর্গগতিং প্রাপ্য তুষ্টিং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
যাং শ্রুত্বৈব মহাপুণ্যামিতিহাসমুপাশ্নুতে ॥ ১৭
শরীরেণ কৃতং পাপং বাচা চ মনসৈব চ ।
সর্বং সম্ত্যজতি ক্ষিপ্রং য ইদং শৃণুয়ান্নরঃ । ১৮
ভরতানাং মহজ্জন্ম শুভতামনসূয়তাম্ ।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তেষাং পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ১৯
ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিত্রমপি চোত্তমম্ ।
শ্রাব্যং শ্রুতিসুখঞ্চৈব পাবনং শীলবর্ধনম্ ॥ ২০

যা ইদং ভারতং রাজন্ বাচকায় প্রযচ্ছতি
তেন সর্বা মহী দত্তা ভবেৎ সাগরমেখলা ॥ ২১
অষ্টাদশ পুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বশঃ ।
বেদাঃ সাঙ্গাস্তথৈকত্র ভারতং চৈকতঃ স্থিতম্ ॥ ২২
মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩
জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো মোক্ষমিচ্ছতা ।
ব্রাহ্মণেন চ রাজ্ঞা চ গর্ভিণ্যা চৈব যোষিতা ॥ ২৪
স্বর্গকামো লভেৎ স্বর্গং জয়কামো লভেজ্জয়ম্ ।
গর্ভিণী লভতে পুত্রং কন্যাং বা বহুভাগিনীম্ ॥২৫
যো গোশতং কনকশৃঙ্গনখং দদাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে সুবহুশ্রুতায় ।
পুণ্যাঞ্চ ভারতকথাং সততং শৃণোতি
তুল্যং ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব ॥২৬
কার্ষ্ণং বেদমিমং সর্বং শৃণুয়াদ্ যঃ সমাহিতঃ
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কোটিস্তস্য বিনশ্যতি ॥২৭

মহাভারতে আখ্যান, পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ ও ভগবান্ কেশব—ইঁহাদের কীর্তনকারী মানুষ কখনও দুঃখাদিতে অবসন্ন হয় না । ১৩

যে মানুষ নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করে কিংবা শ্রবণ করায়, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে ।১৪

কেবল ইহাই নহে, সে নিজের ঊর্ধ্বতন একাদশ পুরুষ পর্যন্ত সমস্ত পিতৃগণকে উদ্ধার করে। তদুত্তরেষ্ট । সে নিজেকে, পুত্রকে ও স্ত্রীকেও উদ্ধার করিয়া থাকে । ১৫

যেরূপ সমুদ্র ও মহাপর্বত সুমেরু—এই দুই রত্ননিধি নামে বিখ্যাত, সেইরূপ এই মহাভারতও রত্ননিধি বলিয়া কথিত হয় ।১৬

মানুষ এই মহাভারতনামক পুণ্য ইতিহাস শ্রবণ-পঠনে যেরূপ তুষ্টি লাভ করে, যেরূপ তুষ্টি স্বর্গে গমন করিলেও প্রাপ্ত হয় না । ১৭

যে মানুষ এই মহাভারত শ্রবণ বা পাঠ করে সে দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃত সমস্ত পাপকেই নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ স্বতঃই নষ্ট হইয়া যায় । ১৮

যে মানুষ দোষবুদ্ধি ত্যাগ করত ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্মকথা শ্রবণ ও পাঠ করে, তাহার একপক্ষে ব্যাধি ভয়ই থাকে না ; সুতরাং পরলোকের ভয় কোথা হইতে হইবে ? ১৯

এই মহাভারত বেদসদৃশ অর্থাৎ পঞ্চম বেদ, উত্তম এবং পবিত্র। ইহা সকলেরই শ্রবণ করিবার যোগ্য, কর্ণের সুখকরদায়ক এবং পবিত্র শীলবর্ধনকারী । ২০

রাজন্ ! অতএব যে মানুষ এই মহাভারত গ্রন্থ পাঠককে দান করে, তাহার সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী দানের ফললাভ হয় । ২১

অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গ সহ বেদ—এই সব যদি একদিকে থাকে এবং মহাভারত যদি অন্য একদিকে থাকে তাহা হইলে এই দুইদিকের ভার সমানই হইবে ; কারণ, এই গ্রন্থ মহত্ত্বপূর্ণ ও রহস্যরূপী অসাধারণ ভারযুক্ত বলিয়া মহাভারত নামে আখ্যাত হয় । যে মানুষ 'মহাভারত' শব্দের এই অর্থ জানে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ২২-২৩

'জয়' নামক এই ইতিহাস মোক্ষকামী মানুষ, রাজা ও গর্ভবতী স্ত্রীর অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত । ২৪

এই মহাভারত শ্রবণ করিলে স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে, জয়কামী জয় প্রাপ্ত হয় এবং গর্ভবতী স্ত্রী পুত্র বা মহাসৌভাগ্যবতী কন্যা লাভ করিয়া থাকে । ২৫

যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গ-যুক্ত শত গোদান করে এবং যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারতের কথা শ্রবণ করে, এই উভয়েরই সমান ফল লাভ হয় ।২৬

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত এই পঞ্চম বেদরূপী মহাভারত যে মানুষ একাগ্রচিত্তে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি কোটি পাপ নষ্ট হইয়া যায় । ২৭

পুত্রাঃ শুশ্রূষবঃ সন্তি প্রেষ্যাশ্চ প্রিয়কারিণঃ।
ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে ॥ ২৮
দেবা রাজর্ষয়ো যত্র পুণ্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
কীর্ত্যন্তে ধূতপাপ্মানঃ কীর্ত্যতে কেশবস্তথা ॥ ২৯
ভগবাংশ্চাপি দেবেশো যত্র দেবী চ কীর্ত্যতে।
অনেকজননো যত্র কার্ত্তিকেয়স্য সম্ভবঃ ॥৩০
ব্রাহ্মণানাং গবাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং যত্র কীর্ত্যতে।
সর্বং শ্রুতিসমূহোঽয়ং শ্রোতব্যো ধর্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো রাহুণা চন্দ্রমা যথা।
জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা ॥৩২
অস্মিন্নর্থশ্চ কামশ্চ নিখিলেনোপদেক্ষ্যতে।
ইতিহাসে মহাপুণ্যে বুদ্ধিশ্চ পরিনৈষ্ঠিকী ॥ ৩৩
ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥ ৩৪
পণ্যোঽয়মিতিহাসাখ্যঃ পবিত্রং চেদনুত্তমম্।
কৃষ্ণেন মুনিনা বিপ্রনির্মিতঃ সত্যবাদিনা ॥ ৩৫
সর্বজ্ঞেন বিধিজ্ঞেন ধর্মজ্ঞানবতা সতা।
অতীন্দ্রিয়েণ শুচিনা তপসা ভাবিতাত্মনা ॥ ৩৬
ঐশ্বর্য্যে বর্ততা চৈব সাংখ্যযোগবতা তথা।
নৈকতন্ত্রবিবৃদ্ধেন দৃষ্টা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩৭
কীর্তিঃ প্রথয়তা লোকে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভূরিদ্রবিণতেজসাম্ ॥৩৮
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৯
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাশ্চৈব বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামাভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ৪০
নরেণ ধর্মকামেন সর্বঃ শ্রোতব্য ইত্যপি।
নিখিলেনেতিহাসোঽয়ং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।৪১
শৃণন্ শ্রাদ্ধঃ পুণ্যশীলঃ শ্রাবয়ংশ্চেদমদ্ভুতম্।
নরঃ ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৪২

এই ইতিহাস শ্রবণকারী পুত্রগণ মাতা-পিতার শুশ্রূষাপরায়ণ হয় এবং সেবকেরা নিজেদের প্রভুগণের প্রিয়কারী হয়। ইহাতে ভরতবংশীয়গণের মহত্ত্বপূর্ণ কথা বর্ণিত আছে বলিয়া ইহাকে 'মহাভারত' বলা হয়। ২৮

এই মহাভারতে পুণ্য দেবতাগণ, রাজর্ষিগণ ও নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণের বর্ণনা আছে। ইহাতে ভগবান্ কেশবের চরিত্র কীর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর ও দেবী পার্ব্বতীরও বর্ণনা আছে এবং অনেক মাতৃকাবিশিষ্ট কার্ত্তিকেয়ের জন্ম কথিত আছে। ২৯-৩০

যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণের ও গোমাতাদিগেরও মহিমা কীর্তিত আছে, সেই সমস্ত শ্রুতিসমূহের স্বরূপ এই মহাভারত ধর্মবুদ্ধি মনুষ্যগণের অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। ৩১

জয়লাভকামী ব্যক্তিদিগের এই 'জয়' নামক ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, রাহুর গ্রাস হইতে চন্দ্র যেরূপ মুক্ত হয়, সেইরূপ এই ইতিহাস শ্রবণে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৩২

এই পরম পবিত্র ইতিহাসে অর্থ ও কাম এরূপ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ উপদেশ করা হইয়াছে, যাহা শ্রবণ-পঠন করিলে মানুষের বুদ্ধি পরমার্থার্থ পরিনিষ্ঠিত হইয়া যায়। ৩৩

অতএব মহাভারত নিত্য শ্রবণ করিবে এবং নিত্য মহাভারত পাঠ করিবে। যাহার গৃহে মহাভারতের শ্রবণ-পাঠ হয় অথবা যাহার গৃহে মহাভারত বিদ্যমান থাকে, তাহার জয় হস্তগত হইয়া যায়। ৩৪

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সত্যবাদী, সর্ব্বজ্ঞ, শাস্ত্রবিধির জ্ঞাতা ধর্মজ্ঞানযুক্ত সত্ত, অতীন্দ্রিয়জ্ঞানী, পবিত্র, তপস্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ঐশ্বর্য্যবান্, সাংখ্যযোগী, যোগনিষ্ঠ, অনেক শাস্ত্রজ্ঞানী এবং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি নিজের দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়াই মাহাত্ম্য পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য মহাতেজস্বী ও ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তিকে জগতে প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনিই 'ইতিহাস' নামে প্রসিদ্ধ এই পুণ্যময় পবিত্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন; সেইজন্যই এই গ্রন্থ এরূপ উত্তম হইয়াছে। ৩৫-৩৮

অষ্টাদশ পুরাণের শ্রবণে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল মহাভারতশ্রবণে বিষ্ণুভক্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৯

সকল স্ত্রী ও পুরুষ এই মহাভারত শ্রবণে শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক স্ত্রীগণের ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কীর্ত্তিরূপ এই মহাভারত অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত।৪০

ধর্মকামী মানুষের এই সম্পূর্ণ ইতিহাস আদ্যোপান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; কারণ, ইহার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়। ৪১

যে মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত ও পুণ্যস্বভাব হইয়া এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করে বা করায়, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৪২

ত্রিভির্বর্ষৈর্মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ ॥৪৩
তপো নিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা।
তস্মান্নিয়মসংযুক্তৈঃ শ্রোতব্যং ব্রাহ্মণৈরিদম্ ॥ ৪৪
মহীং বিজয়তে রাজা শত্রূংশ্চাপি পরাজয়েৎ।
ইদং পুংসবনং শ্রেষ্ঠমিদং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৪৫
মহিষী-যুবরাজাভ্যাং শ্রোতব্যং বহুশস্তথা।
বীরং জনয়তে পুত্রং কন্যাং বা রাজ্যভাগিনীম্ ॥ ৪৬
যশ্চেদং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ সদা পর্বণি পর্বণি।
ধূতপাপ্মা জিতস্বর্গো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৪৭
যশ্চেদং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ পাদমন্ততঃ।
অক্ষয্যমন্নপানং বৈ পিতৃংস্তস্যোপতিষ্ঠতে ॥ ৪৮
ইতিহাসমিমং পুণ্যং মহার্থং বেদসম্মিতম্।
ব্যাসোক্তং শ্রূয়তে যেন কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ ॥ ৪৯

সে নরঃ সর্বকামাংশ্চ কীর্তিং প্রাপ্নোহ শৌনিক।
গচ্ছেৎ পরমিকাং সিদ্ধিমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫০
শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শ্রাদ্ধে যশ্চৈনং পাদমন্ততঃ।
অক্ষয্যং তস্য তচ্ছ্রাদ্ধমুপাবর্তেৎ পিতৃনিহ ॥ ৫১
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ
ভারতং সেব্যতে দেবৈর্ভারতং পরমং পদম্ ॥ ৫২
ভারতং সর্বশাস্ত্রাণামুত্তমং ভরতর্ষভ।
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তদ্বদেতদ্ ব্রবীমি তৎ ॥ ৫৩
এবমেতন্মহারাজ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শ্রদ্ধধানেন বৈ ভাব্যমেবমাহ গুরুর্মম ॥ ৫৪
বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ ৫৫
ভারতশ্রবণে রাজন্ পারণে চ নৃপোত্তম।
সদা যত্নবতা ভাব্যং শ্রোয়স্তু পরমিচ্ছতা ॥ ৫৬
মহাভারত-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পবিত্রতার সহিত তিন বৎসর থাকিয়া সদা উদ্যোগী থাকিয়া আদি হইতে ইহার রচনা করত পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন। ৪৩

মহর্ষি বেদব্যাস তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন; অতএব ব্রাহ্মণগণেরও নিয়মযুক্ত হইয়াই ইহার শ্রবণ ও কীর্তন করা কর্তব্য। ৪৪

এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবীকে জয় করিয়া থাকেন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করেন। ইহা শ্রেষ্ঠ পুত্রপ্রাপ্তি-কারক ও উত্তম কল্যাণদায়ক। ৪৫

এই ইতিহাস নিজের মহিষী ও পুত্র যুবরাজের সহিত রাজার বারংবার শ্রবণ করা উচিত। ইহার দ্বারা বীর পুত্রের জন্ম হয় অথবা রাজ্যভাগিনী কন্যার জন্ম হয়। ৪৬

যে বিদ্বান্ পুরুষ সদা প্রত্যেক পর্বে পর্বে ইহা শ্রবণ করেন, তিনি পাপরহিত ও স্বর্গজয়ী হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ৪৭

যে মানুষ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে ইহার একপাদও শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্নপান প্রাপ্ত হন। ৪৮

হে শৌনক! যে মানুষ বেদব্যাসকথিত মহার্থপূর্ণ ও বেদ-তুল্য এই পবিত্র ইতিহাস শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রবণ করে, সে এজগতে সমস্ত কামাবস্তু এবং কীর্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে পরমসিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৯-৫০

যে মানুষ শ্রাদ্ধকালে ন্যূনপক্ষে ইহার একপাদও ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, তাহার সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া এজগতেই তাহার পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয়। ৫১

মহাভারত পরম পুণ্যদায়ক, ইহাতে বিবিধ কথা আছে। দেবগণও এই মহাভারতের সেবা করেন; এই মহাভারতই পরম পদ-স্বরূপ অর্থাৎ মহাভারত হইতেই পরম পদ লাভ হয়। ৫২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মহাভারত সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উত্তম, এই মহাভারতের শ্রবণ-পঠনে মোক্ষ লাভ হয়—এই প্রকৃত কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ৫৩

মহারাজ! আমি যাহা কিছু বলিলাম, তৎ সমস্তই সেইরূপই; ইহাতে বিচার বিতর্ক করা উচিত নয়। আমার গুরুও আমাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, মানুষের মহাভারতের উপর শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। ৫৪

ভরতবংশভূষণ! বেদ, রামায়ণ ও পবিত্র মহাভারত—এই সবের আদি, মধ্য এবং অন্তে সর্বত্র শ্রীহরিই কীর্তিত হইয়াছেন। হে নৃপোত্তম! অতএব উত্তম শ্রেয়—মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক মানুষের মহাভারতের শ্রবণ ও পারায়ণ করিতে সদা যত্নবান্ হওয়া উচিত। ৫৫-৫৬

মহাভারতমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে

মুসলপর্ব্ব, মহাপ্রস্থানিকপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব্ব চ

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

সূচীপত্র

মৌসলপর্ব

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা।
	যুধিষ্ঠিরের অশুভ লক্ষণসমূহদর্শন, যাদবগণের ধ্বংস-সংবাদ শ্রবণ, দ্বারকায় ঋষিগণের অভিশাপে সাম্বের উদর হইতে মুষলের উৎপত্তি এবং মদ্যপানের কঠোর নিষেধ আদেশ।	৮৩২২
	দ্বারকায় ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাদবগণকে তীর্থযাত্রায় গমন করিতে আদেশ দান।	৮৩২৫
	কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণের পরস্পর কলহ এবং সংহার।	৮৩২৭
	অর্জ্জুনকে অবহিত করিবার জন্য দারুকের হস্তিনা-পুর গমন, বজ্রের দেহাবসান, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমন।	৮৩৩১
	দ্বারকাধামে অর্জ্জুনের আগমন, দ্বারকাবাসিগণের ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া অর্জ্জুনের দুঃখ।	
	দ্বারকায় অর্জ্জুন এবং বসুদেবের কথোপকথন।	৮৩৩৩
	মৌসল-যুদ্ধে নিহত যাদবগণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া দ্বারকাবাসী স্ত্রী-পুরুষগণকে অর্জ্জুনের আনয়ন, সমুদ্রের দ্বারকানগরী গ্রাস, অবশিষ্ট যাদবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থনগরীতে স্থাপন।	৮২৩৮
	মৌসলপর্ব্ব সম্পূর্ণ।	

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা।
১।	বৃষ্ণিবংশীয়গণের শ্রাদ্ধ করিয়া প্রজাদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।	৮৩৪৭
	পথের মধ্যে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের ক্রমশঃ পতন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক তাহাদের পতনের কারণ বর্ণন।	৮৩৫০
	যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্র ও ধর্ম্মের সহিত বার্ত্তালাপ, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে সুচারুরূপে অবস্থান এবং স্বর্গীয় স্বর্গে গমন।	৮৩৫৩
	মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।	

স্বর্গারোহণপর্ব

	স্বর্গে নারদ এবং যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন।	৮৩৫৭
	দেবদূত কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন এবং ভ্রাতৃগণের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের তাঁহাদের সহিত থাকিবার ইচ্ছা।	৮৩৫৯
	ইন্দ্র এবং ধর্ম্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান এবং যুধিষ্ঠিরের শরীর ত্যাগ করিয়া দিব্যলোক গমন।	৮৩৬০
	যুধিষ্ঠির কর্তৃক দিব্যলোকে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির দর্শন।	
	ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের স্ব-স্ব-মূলরূপে অবস্থান এবং মহাভারতের উপসংহার ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।	৮৩৬৪
	স্বর্গারোহণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।	

শ্রবণবিধি

	মহাভারতশ্রবণবিধি।	৮৩৭৪
	মহাভারত-মাহাত্ম্য	৮৩৮২

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

প্রেমী ভক্তের আকুল আহ্বানে প্রেমময় ঠাকুর ইষ্টমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন দর্শন স্বপ্নের মত, দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হন। সে দর্শনে ভগবানকে বস্তুতঃ জানা হয় না তাহাতে বিরহ আছে। ভগবান সেই দেহমাত্র পরিচ্ছিন্ন—এই জ্ঞানলাভে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতাকে নর-নারীতে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গে, বৃক্ষ-লতায়, সূর্য্যে-চন্দ্রে আকাশে-বাতাসে নক্ষত্রে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক কথায় সর্ব্বত্র, অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত দর্শন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়। তাহাতে দুঃখ শান্তি হয় না। 'যত যত নেত্র পড়ে তত তত কৃষ্ণ স্ফুরে।'

শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শিষ্য গুরুকে শিব মনে করিয়া সাধনা করে, কাজে কাজেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।" তৈলঙ্গস্বামী বলিয়াছেন সৎ শিষ্য না হইলে সদ্‌গুরু কখনও পাওয়া যায় না। যেমন শিষ্য তেমনই গুরু সকলের ঠিক তাহাই মিলবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, দীক্ষা, মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাঁচা হইলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

Regd. No WB/NC-57

KARTIK
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—89
Oct.—Nov. 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

প্রেমী ভক্তের জগৎ আনন্দময় হইয়া যায়। সেই আনন্দসাগরে জলবিন্দুর মত তিনি সতত আনন্দে ক্রীড়া করেন। উর্দ্ধে-অধে, সম্মুখে-পশ্চাতে যে দিকে দেখেন সেই দিকেই হৃদয়রমণের সত্তা উপলব্ধি হয়, তদিতর আর কিছু দেখিতে পান না। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ তিনি; ভূ, ভূঃ স্বঃ, সমুদ্র তিনি, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য্য-বিদ্যুৎ তিনি; প্রাণ-চক্ষু মন শ্রোত্র তিনি। প্রেমীভক্ত আনন্দময় ইষ্টদেবতার মধ্যেই হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া বেড়ান।

ভক্তের চতুর্দ্দিকে আনন্দের উচ্চ প্রাচীর উঠে। শুধু আনন্দ—কেবল আনন্দ। পরমানন্দময় প্রাণরমণকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমানন্দময় হইয়া যান। কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন বা জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন

কায়িক, বাচিক মানসিক ভেদে প্রণাম বা নমস্কার তিন প্রকার। উত্তম, মধ্যম, অধম ইহাদেরও তিন প্রকার ভেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রশস্ত কারণ ইহা দেবতাগণের প্রীতিদায়ক। কর, চরণ, জানু, উরু, মস্তক, চক্ষু, বচন এবং মন এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা সম্পুষ্টিত হইয়া প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। করদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক দ্বারা নমস্কারকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার বলে ইহা মধ্যম। অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম।

স্বরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

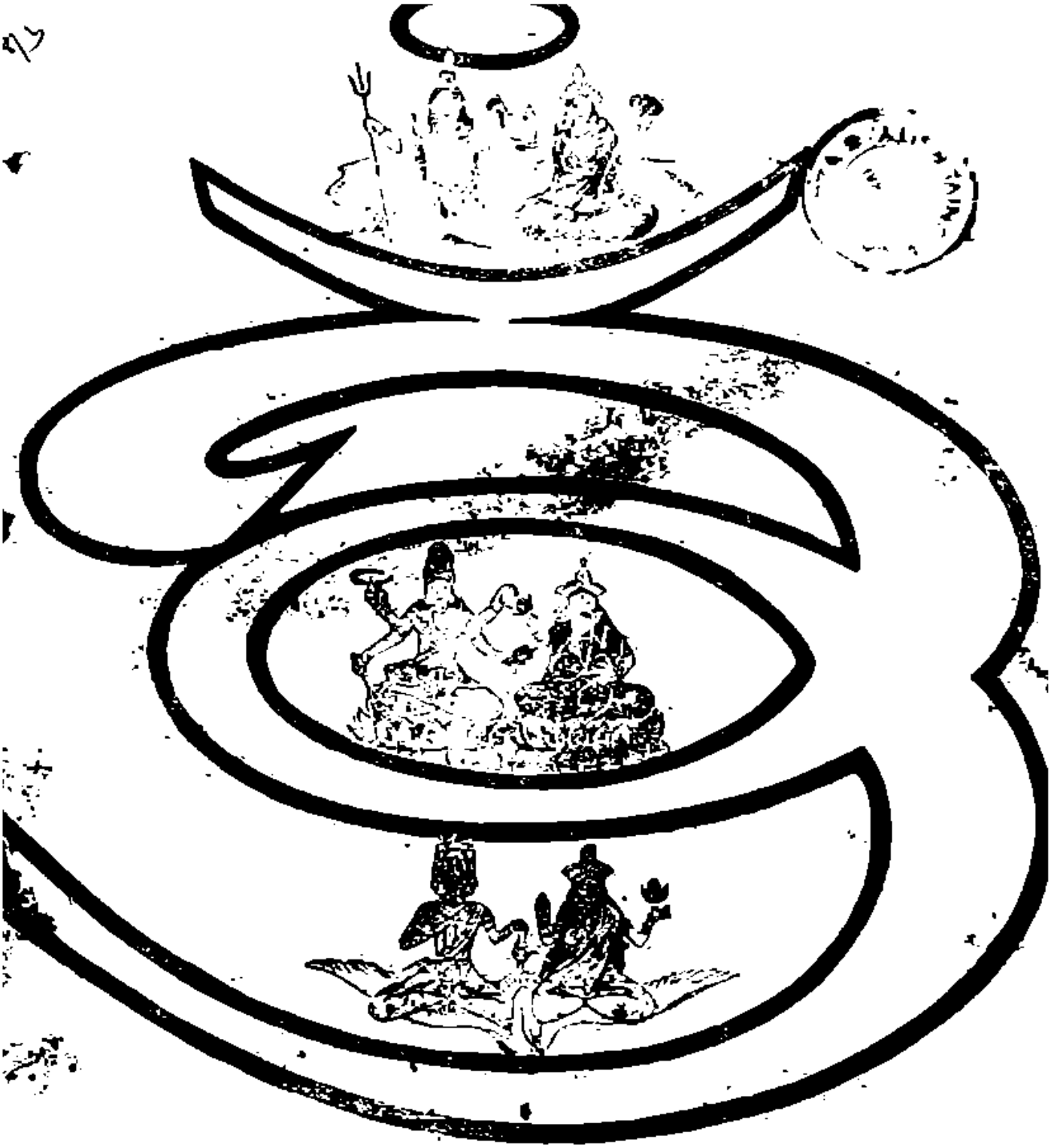

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

গুরুপুত্র অসাধক হলেও বংশপরম্পরায় সাধনশক্তি তাহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্বপুরুষগণের সাধনা তিনি বীজের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছেন, উপস্থিত কোন কারণে তাহা দেখা না যাইলেও তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সে-মন্ত্র অভিমত ফল দানে সমর্থ হইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া গুরুবংশ ত্যাগ করিতে নাই।

[২]

গুরুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ গুরু। পরম্পরাগত গুরুকে দেবতারাও প্রশংসা করেন। শিব হইতে গুরু পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। পরম্পরাহীন মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নয়।

[৩]

গুরুপরম্পরা পাঠে যখন সাধক দেখে আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীরামচন্দ্র হইতে কি শিব হইতে পরম্পরাক্রমে মন্ত্রলাভ করিয়া আমায় দীক্ষিত করিয়াছেন, তখন উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, "ভগবানকে লাভ করিতে পারিবই" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রাণপণে সাধনা করিতে থাকে।

১৪শ বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস, ১৩৮২ — ছাপনা মাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রণীত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ

হরিবংশঃ

শ্রীনারায়ণচক্রন্যায়াচার্য্যকৃতযশস্তাষানুবাদসহিতঃ।

•

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• •

মুদ্রণ-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

সত্ত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অবহুত সঙ্ঘবদ্ধ)

মুদ্রণ-তত্ত্বাবিধায়ক :—
গঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্., এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহাদিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩২ (ফোন : ৪৮-২৭৩১)
সিটি অফিস :—৯ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৯০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২১·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্যাশাস্ত্র', ৭।২, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাশ্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্যাশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫-২৭০১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলাভা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ভাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭··
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০··
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯··
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০··

ওঁ শ্রীভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

শ্রীমহাভারতম্।

তস্য খিলভাগো হরিবংশঃ

তত্র হরিবংশপর্ব্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[মঙ্গলাচরণম্, শৌনকোগ্রশ্রবসোঃ সংবাদঃ, বৃষ্ণীনাং বিস্তৃতং চরিত্রং শ্রোতুং জনমেজয়স্য প্রার্থনা, আদিসৃষ্টের্বর্ণনঞ্চ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

বৈশম্পায়নোষ্ঠপুটনিঃসৃতমপ্রমেয়ং
পুণ্যং পবিত্রমঘ পাপহরং শিবঞ্চ।
যো ভারতং সমধিগচ্ছতি বাচয়ানঃ
কিং তস্য পুষ্করজলৈরভিষেচনেন ॥ ২

জয়তি পরাশরসূনুঃ
সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং
বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥ ৩

যো গোশতং কনকশৃঙ্গময়ং দদাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে বহুবিশ্রুতায়।
পুণ্যাঞ্চ ভারতকথাং শৃণুয়াচ্চ তদ্বৎ
তুল্যং ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব ॥৪

শতাশ্বমেধস্য মহত্র পুণ্যং
চতুঃসহস্রস্য শতক্রতোশ্চ।
ভবেদনন্তং হরিবংশদানাৎ
প্রকীর্ত্তিতং ব্যাসমহর্ষিণা চ ॥৫

যদ্ বাজপেয়েন তু রাজসূয়াদ্
দৃষ্টং ফলং হস্তিরথেন চাপ্তম্।
তল্লভ্যতে ব্যাসবচঃ প্রমাণং
গীতঞ্চ বাল্মীকিমহর্ষিণা চ ॥ ৬

যো হরিবংশং লেখয়তি
যথাবিধিনা মহাতপাঃ সপদি।
স জয়তি হরিপদকমলং
মধুপো হি যথা রসেন লুব্ধঃ ॥ ৭

পিতামহাদ্যাঃ প্রবদন্তি যস্যং
মহর্ষিনক্ষত্রবিভূতিযুক্তম্।
নারায়ণস্যাংশজমেকপুত্রং
বৈপায়নং বেদ মহানিধানম্ ॥ ৮

প্রথম অধ্যায়

[মঙ্গলাচরণ, শৌনক-উগ্রশ্রবার সংবাদ, বৃষ্ণিবংশীয়গণের বিস্তৃত চরিত্র শ্রবণ করিতে জনমেজয়ের প্রার্থনা এবং আদি সৃষ্টির বর্ণন।]

শ্রীনারায়ণকে, নরোত্তম নরকে, প্রণাম করিয়া এবং দেবী সরস্বতীকে ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া পরে জয়নামক ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিবে। ১

মহাভারত শাস্ত্র মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখনিঃসৃত। এই শাস্ত্র পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশকারী। যে ব্যক্তি বক্তার মুখ হইতে মঙ্গলময় মহাভারত কথা শ্রবণ করে, তাহার পুষ্কর তীর্থ জলে অবগাহনের প্রয়োজন নাই। ২

পরাশর মহর্ষিতনয় শ্রীবেদব্যাস জয়যুক্ত হউন, যিনি সত্যবতী মাতার হৃদয়ে আনন্দ দানকারী এবং সকল জগৎ যাহার মুখ-কমল বিগলিত বাঙ্ময় অমৃত পান করিতেছে। ৩

যে ব্যক্তি সুবর্ণের দ্বারা মণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্ট একশত গাভী বেদবিৎ বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ দান করে এবং যে পুণ্যময়ী মহাভারত কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে,—এই উভয়ের সমান ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪

একশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যে পুণ্য হয়, চারি সহস্র অক্ষয় অন্নদানের দ্বারা যে পুণ্য হয়, এই হরিবংশ গ্রন্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে, এই কথা মহর্ষি ব্যাস স্বয়ং বলিয়াছেন। ৫

বাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এবং হস্তিযোজিত রথ দানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, সেই ফল হরিবংশগ্রন্থ দানের দ্বারা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বেদব্যাসের বাক্যই প্রমাণ। বাল্মীকিমহর্ষি এইরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৬

যে মহাতপস্বী ব্যক্তি নিয়মানুসারে হরিবংশগ্রন্থ লেখেন কিংবা লেখান, মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তিনি শ্রীহরিপদকমল অধিকার করিয়া থাকেন। ৭

যে পরম্পরায় ব্রহ্মার আধিকারণ শ্রীনারায়ণকে যাঁহার হইতে ষষ্ঠ পুরুষ বলা হয় [(১) ব্যাস, (২) পরাশর, (৩) শক্তি, (৪) বশিষ্ঠ, (৫) ব্রহ্মা, (৬) শ্রীনারায়ণ] যে মহর্ষি অক্ষয় বিভূতিযুক্ত ও শ্রীনারায়ণের অংশভূত।

আদ্যং পুরুষমীশানং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্।
ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ॥ ৯
অসচ্চ সদসচ্চৈব যদ্বিশ্বং সদসৎপরম্।
পরাবরাণাং স্রষ্টারং পুরাণং পরমব্যয়ম্ ॥ ১০
মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং বরেণ্যমনঘং শুচিম্।
নমস্কৃত্য হৃষীকেশং চরাচরগুরুং হরিম্ ॥ ১১
নৈমিষারণ্যে কুলপতিঃ শৌনকস্তু মহামুনিঃ।
সৌতিঃ পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১২

শৌনক উবাচ।

সৌতে শ্রুতমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্তিতম্।
ভারতানাঞ্চ সর্বেষাং পার্থিবানাং তথৈব চ ॥ ১৩
দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
দৈত্যানামথ সিদ্ধানাং গুহ্যকানাং তথৈব চ ॥ ১৪
অত্যদ্ভুতানি কর্মাণি বিক্রমা ধর্মনিশ্চয়াঃ।
বিচিত্রাশ্চ কথাযোগা জন্ম চাগ্র্যমৃষের্মুনে ॥ ১৫
কথিতং ভবতা সর্বং পুরাণং শ্রুতয়া গিরা।
মনঃকর্ণসুখং সৌতে প্রীত্যাত্মতন্ত্রসংহিতম্ ॥ ১৬
তত্র জন্ম কুরূণাং বৈ ত্বয়োক্তং লোমহর্ষণে।
ন তু বৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১৭

সৌতিরুবাচ।

জনমেজয়েন যৎ পৃষ্টঃ শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্মবিৎ।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি বৃষ্ণীনাং বংশমাদিতঃ ॥ ১৮
শ্রুত্বেতিহাসং কার্ৎস্ন্যেন ভারতানাং স ভারতঃ।
জনমেজয়ো মহাপ্রাজ্ঞো বৈশম্পায়নমব্রবীৎ ॥ ১৯

জনমেজয় উবাচ।

মহাভারতমাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্।
কথিতং ভবতা পূর্বং বিস্তরেণ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২০
তত্র শূরাঃ সমাখ্যাতা বহবঃ পুরুষর্ষভাঃ।
নামভিঃ কর্মভিশ্চৈব বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ॥ ২১

শ্রীশুকদেব যাঁহার একমাত্র পুত্র। যিনি বেদবিদ্যার মহানিধিস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সকলেই জানে ॥ ৮

নৈমিষারণ্যনিবাসী মহামুনি শৌনক কুলপতি (কুলপতি তাঁহাকেই বলা হয়, যিনি বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও একাদশসহস্র ছাত্রের অন্নাদিদানপূর্বক পালনকর্তা)। সর্বশাস্ত্রবিশারদ ধর্মাত্মা ঐ মুনি একদা সকলের অধিকারণ, সর্বাধ্যক্ষী, বহু বৈদিক হোমের দ্বারা অথবা বহু ছোট-বড় দ্বারা সংচিত, বহুজনব্রত, সত্যস্বরূপ, প্রণবস্বরূপ, স্থূল-সূক্ষ্মস্বরূপ, সনাতন, কার্যরূপ কার্য-কারণস্বরূপ, অখিল বিশ্বময়, সদসদ্ বিলক্ষণ, কার্য ও কারণের সৃষ্টিকর্তা, পুরাতন, শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী, মঙ্গলকারী, মঙ্গলময়, সর্ববরেণ্য নির্মল, পবিত্র, ইন্দ্রিয়ের প্রেরণকর্তা ও সমস্ত চরাচরের গুরু শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১-১২

শৌনক বলিলেন—সূতনন্দন। আপনি ভরতবংশীয় নৃপগণের ও অন্যান্য বহু রাজার, দেবগণের, দানবগণের, গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস দৈত্য সিদ্ধ ও গুহ্যকগণের মহান উপাখ্যান (মহাভারত) কীর্তন করিলেন ॥ ১৩-১৪

এই প্রসঙ্গে আপনি বর্ণনীয় ব্যক্তিদের অতিশয় বিস্ময়জনক কর্ম, পরাক্রম, ধর্মতত্ত্বজ্ঞান অথবা ধর্মনিষ্ঠা, নানাবিধ বিচিত্র কথা, বিস্তৃত ও শ্রেষ্ঠ জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি প্রাচীন ও পবিত্র বিষয়ের মনোরমভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সূতনন্দন! অমৃতের সমান আপনার বচন আমাদের সকলের শ্রবণ ও মনের আনন্দদায়ক হইয়াছে ॥ ১৫-১৬

লোমহর্ষণপুত্র! আপনি মহাভারত শুনাইবার সময় কুরুবংশীয়গণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সন্তানগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন নাই, তাহা আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১৭

সূতপুত্র উগ্রশ্রবা বলিলেন,—ব্যাসের শিষ্য ধর্মজ্ঞ বৈশম্পায়নকে রাজা জনমেজয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি প্রথম হইতে বৃষ্ণিগণের বংশবিস্তার বর্ণন আপনাদের নিকট বলিতেছি ॥ ১৮

ভরতবংশজাত মহাপ্রাজ্ঞ জনমেজয় ভরতবংশীয়গণের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়নকে বলিলেন ॥ ১৯

জনমেজয় বলিলেন,—মুনিবর। আপনি প্রথমে আমার নিকট মহাভারত আখ্যান কীর্তন করিলেন। এই মহাভারতে বহুবিধ প্রয়োজনদায়ক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বেদের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত প্রকাশক। আমি বিস্তৃতভাবে ইহা শ্রবণ করিলাম ॥ ২০

এই মহাভারতে আপনি বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণের বর্ণনা করিয়াছেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহাবীরগণ নাম ও কর্মকাহিনীর দ্বারা কীর্তিত হইয়াছেন ॥ ২১

তেষাং কর্ম্মাবদাতানি যথোক্তানি দ্বিজোত্তম।
তত্র তত্র সমাসেন বিস্তরেণৈব নো প্রভো ॥ ১১
ন চ নো তৃপ্তিরস্তীহ কথ্যমানে পুরাতনে।
একস্থৈব হতো রাশির্ঋক্ষঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ১২
ভবাংশ্চ বংশকুশলস্তেষাং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
কথয়স্ব কৃপঃ তেষাং বিস্তরেণ তপোধন ॥ ১৪
যস্য যস্যাম্বয়ে যে যে তাংস্তানিচ্ছামি বেদিতুম্।
স ত্বং সর্ব্বমশেষেণ কথয়স্ব মহামুনে ॥
তেষাং পূর্ব্ববিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রোদাং প্রজাপতেঃ ॥ ১৫

সৌতিরুবাচ।

সংকৃত্য পরিপৃষ্টস্তু স মহাত্মা মহাতপাঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস তাং কথাম্ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যাং পুণ্যাং পাপপ্রমোচনীম্।
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহুর্থাং শ্রুতিসম্মিতাম্ ॥ ১৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি তাঁহাদের নির্ম্মলকর্ম্মসমূহের ঐ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভো! এক্ষণে তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করান ॥ ১১

আপনি পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার তৃপ্তি বা শ্রবণে অনিচ্ছা হইবে না। বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ একই রাশিভুক্ত বা একনক্ষত্রের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত। তপোধন! আপনি তাঁহাদের বংশবিষয়ে অভিজ্ঞ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, আপনি বিস্তৃতভাবে তাঁহাদের বংশের বর্ণনা করুন ॥ ১৪

মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহার যাঁহার বংশে যে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সকলকে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি সম্পূর্ণ ভাবে সকল কথা কীর্ত্তন করুন। প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে তাঁহাদের যেরূপ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করুন ॥ ১৫

সূতপুত্র উগ্রশ্রবা বলিলেন—এইভাবে জনমেজয় কর্ত্তৃক সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা মহাতপস্বী বৈশম্পায়ন বিস্তৃতভাবে যথাক্রমে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বংশকথা বলিতে লাগিলেন ১৬ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! আমি বলিতেছি, তুমি অলৌকিক পুণ্যময়ী পাপনাশিনী বংশকথা শ্রবণ কর। এই কথা বেদের সমান সম্মানিত, বিচিত্র ও বহুবিধ প্রয়োজন সাধন করে ॥ ১৭

যশ্চেমাং ধারয়েদ্ বাপি শৃণুয়াদ্ বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং পুরুষং তস্মান্নির্ম্মমে বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ১৯
তং বৈ বিদ্ধি মহারাজ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্ ॥ ২০
অহঙ্কারস্তু মহতস্তস্মাদ্ ভূতানি সৃষ্টিরে।
ভূতভেদাশ্চ ভূতেভ্য ইতি সর্গঃ সনাতনঃ ॥ ২১
বিস্তরাবয়বং চৈব যথাপ্রশ্নং যথাশ্রুতি।
কীর্ত্ত্যমানং শৃণু ময়া পূর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ২২
ধন্যং যশস্যং শক্রঘ্নং স্বর্গমায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্।
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ২৩
তস্মাৎ কল্যায় তে কল্যঃ সমগ্রং শুচয়ে শুচিঃ।
আ বৃষ্ণিবংশাদ্ বক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্ ॥ ২৪

যে ব্যক্তি এই কথাকে হৃদয়ে ধারণ করে কিংবা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করে, সে ইহলোকে স্ববংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয় ॥ ১৮

যাহা অব্যক্ত কারণ, নিত্য ও সদসদাত্মক, তাহাকে প্রধান বলা হয়। শক্তিমান্ পুরুষ ঐ প্রধান হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ১৯

মহারাজ! তুমি অমিততেজস্বী নারায়ণপরায়ণ ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতস্রষ্টা পুরুষ বলিয়া বুঝিবে ॥ ২০

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চসূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হইয়াছে এবং সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে চিরকাল সৃষ্টিকার্য্য হইয়া আসিতেছে ॥ ২১

আমার প্রজ্ঞা যেরূপ এবং আমি গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আমি সৃষ্টির কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছি, পূর্ব্বজগণের কীর্ত্তিবিস্তারের কারণ এই কথা শ্রবণ কর ॥ ২২

যাহাদের কীর্ত্তির বিনাশ হয় না, সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা পূর্ব্বজগণের কথাকীর্ত্তন ধন ও যশের হেতু, শত্রুনাশকর, ধর্ম্মপ্রদ ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ॥ ২৩

সেইজন্য তোমাকে বৃষ্ণিবংশ পর্য্যন্ত অত্যুত্তম ভূতবর্গের বর্ণনা বলিতেছি। আমি পবিত্র ও সক্ষম, তুমি পবিত্র ও সকল কথা গ্রহণে সমর্থ ॥ ২৪

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ বিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমবাসৃজৎ ॥ ৩৫
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
হিরণ্ময়ঃ সমভবৎ তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম ॥ ৩৭
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
তদণ্ডমকরোদ্ দ্বৈধং দিবং ভুবমথাপি চ ॥ ৩৮
তয়োঃ শকলয়োর্মধ্যে আকাশমসৃজৎ প্রভুঃ।
অপ্সু পরিপ্লবাং পৃথ্বীং দিশশ্চ দশধা দধে ॥ ৩৯
তত্র কালং মনো বাচং কামং ক্রোধঞ্চ সোঽসৃজৎ।
সসর্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং স্রষ্টুমিচ্ছন্ প্রজাপতীন্ ॥ ৪০
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠঞ্চ মহাতেজাঃ সোঽসৃজৎ সপ্ত মানসান্ ॥ ৪১
সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
নারায়ণাত্মকানাং বৈ সপ্তানাং ব্রহ্মজন্মনাম্ ॥ ৪২
ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্।
সনৎকুমারঞ্চ বিভুঃ পূর্বেষামপি পূর্বজম্ ॥ ৪৩
সপ্তৈতে জনয়ন্তি স্ম প্রজা রুদ্রশ্চ ভারত।
রুদ্রঃ সনৎকুমারশ্চ তেজঃ সংক্ষিপ্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৪৪
তেষাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যা দেবগণান্বিতাঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৫
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জাদৌ পর্জন্যঞ্চ সসর্জ হ ॥ ৪৬
ঋচো যজূংষি সামানি নির্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
মুখাদ্ দেবানজনয়ৎ পিতৃংশ্চোরোঽপি বক্ষসঃ ॥ ৪৭
প্রজনাচ্চ মনুষ্যান্ বৈ জঘনাৎপ্রিমনেঽসুরান্।
সাধ্যানজনয়দ্ দেবানিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৪৮
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
আপবস্য প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ ॥ ৪৯

স্বয়ম্ভূ ভগবান্ নারায়ণ নানাবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমে জলেরই সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ জলে বীয় শক্তি আধান করিলেন। জলই 'নার' শব্দের দ্বারা কীর্তিত হয়, এই জলই সকল মানবের উৎপত্তিস্থান। পূর্বে ঐ জলই তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'নারায়ণ' নামে চিহ্নিত হইয়াছেন। ভগবান্ জলে নিজ শক্তি আধান করিলে তাহা হইতে একটি স্বর্ণবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল, ঐ অণ্ড জলের উপরেই অবস্থিত রহিল। আমি শুনিয়াছি যে, ঐ অণ্ডে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৭

ঐ হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা একবৎসর যাবৎ ঐ অণ্ডে অবস্থান করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তার একভাগের দ্বারা দ্যুলোক ও অপর ভাগের দ্বারা ভূলোক রচনা করিলেন। ঐ দুভাগের মধ্যে শক্তিমান্ ব্রহ্মা আকাশ (অবকাশ) সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জলের উপর ভাসমান পৃথিবীকে ঐ আকাশে স্থাপন করিলেন, তাহার ফলে দশদিকের ব্যবস্থা করিলেন। ৩৮-৩৯

ব্রহ্মা ঐ পৃথিবীতে কাল, মন, বাণী, কাম, ক্রোধ ও অনুরাগ প্রভৃতি ভাব সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ সকল ভাবের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন। ৪০

মহাতেজস্বী ব্রহ্মা বীয় মনের দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বসিষ্ঠ এই সাত জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন। ৪১

পুরাণশাস্ত্রে এই সাত জন ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। নারায়ণে সমর্পিত চিত্ত এই সাতজন ব্রহ্মতনয়ের সৃষ্টির পর ব্রহ্মা বীয় ক্রোধসম্ভূত রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং পূর্বপুরুষগণেরও পূর্ববর্তী সর্বজ্ঞ সনৎকুমারকে সৃষ্টি করিলেন। ৪২-৪৩

ভরতবংশধর! মরীচি প্রভৃতি সাত জন ও রুদ্র প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রুদ্র ও সনৎকুমার বীয় শক্তি সংযত করিয়া রহিলেন। ৪৪

সেই মরীচি প্রভৃতি সাতজনের সাতটি মহান্ বংশ প্রবর্তিত হইল। ঐ দিব্যবংশে দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সাতটি বংশই সর্বদা ক্রিয়ারত ও সন্তানধারাসমন্বিত। মহর্ষিগণ ঐ সাতটি বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ৪৫

অনন্তর ব্রহ্মা বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণ ইন্দ্রধনু, পক্ষিসমূহ ও পর্জন্য সৃষ্টি করিলেন। ৪৬

ঐশ্বর্যবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রকাশিত করিলেন এবং মুখমণ্ডল হইতে দেবগণকে ও বক্ষঃস্থল হইতে পিতৃলোক সৃষ্টি করিলেন। নিজ জননেন্দ্রিয় হইতে মনুষ্যগণকে এবং জঘন হইতে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মা সাধ্যনামক দেবগণকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪৭-৪৮

জল হইতে উৎপন্ন ঐ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে নিরত হইলে তাঁহার গাত্রসমূহ হইতে উচ্চনীচ নানাবিধ প্রাণী উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৪৯

সৃজ্যমানাঃ প্রজা নৈব বিবর্ধন্তে যদা তদা ।
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ ॥ ৫০
অর্ধেন নারী তস্যাং স সসর্জে বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৫১
বিরাজমসৃজদ্ বিষ্ণুঃ সোঽসৃজৎ পুরুষং বিরাট্ ।
পুরুষং তং মনুং বিদ্ধি তস্য বৈ মন্বন্তরং স্মৃতম্ ॥ ৫২
দ্বিতীয়মাপবস্যৈতন্মনোরন্তরমুচ্যতে ।
স বৈরাজঃ প্রজাসর্গঃ সমর্জ পুরুষঃ প্রভুঃ ॥
নারায়ণবিসর্গঃ স প্রজাস্তস্যাপ্যযোনিজাঃ ॥ ৫৩
আয়ুষ্মান্ কীর্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবান্ ক্রতবাংস্তথা ।
আদিসর্গং বিদিত্বেমং যজেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে
হরিবংশপর্ব্বণি আদিসর্গকথনে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যখন এইভাবে সৃষ্টি চলিতে থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল না, তখন তিনি নিজ শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগের দ্বারা পুরুষ ও অপর ভাগের দ্বারা নারী হইলেন। এই পুরুষ ও নারী মনুষ্য পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রজার সেই সেই নারীতে নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ পুরুষ ও নারী স্বীয় মহিমায় স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫০-৫১

ভগবান্ বিষ্ণু বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুরুষকে মনু বলিয়া বুঝিবে (স্বায়ম্ভুব মনুর সময়কে মন্বন্তর বলা হয় ॥ ৫২

জলোৎপন্ন ব্রহ্মার এই মনু হইতে সৃষ্টিকে দ্বিতীয় সৃষ্টি বলা হয়। শক্তিশালী পুরুষ মনু প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মাদির সৃষ্টিকে নারায়ণবিসর্গ বলা হয়। উহাতে সকলেই অযোনিজ ॥ ৫৩

যে ব্যক্তি এই আদি সৃষ্টি এইভাবে জানে, সে দীর্ঘায়ু, যশস্বী, সফলকর্মা, সন্তানবান্ ও বিদ্বান্ হয় এবং উত্তমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে আদিসর্গকথনবিষয়ক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[স্বায়ম্ভুব-মনোর্বংশস্য, দক্ষ-প্রজাপতেরুৎপত্তের্বর্ণনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স সৃষ্টাসু প্রজাস্বেবমনাপবো বৈ প্রজাপতিঃ ।
লেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামযোনিজাম্ ॥ ১
আপবস্য মহিম্না তু দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ ।
ধর্ম্মে চৈব মহারাজ শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
সা তু বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ।
ভর্ত্তারং দীপ্ততপসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩
স বৈ স্বায়ম্ভুবস্তাত পুরুষো মনুরুচ্যতে ।
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ৪
বৈরাজাৎ পুরুষান্ বীরাৎ শতরূপা ব্যজায়ত ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ বীরাৎ কাম্যা ব্যজায়ত ॥ ৫
কাম্যা নাম মহাবাহো কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
কাম্যাপুত্রাস্তু চত্বারঃ সম্রাট্ কুক্ষিবিরাট্ প্রভুঃ ॥
প্রিয়ব্রতং সমাসাদ্য পতিং সা সুষুবে সুতান্ ॥ ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশ এবং দক্ষ প্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জলোৎপন্ন ব্রহ্মা এইভাবে মানস সৃষ্টি করিলে পর বীর অর্ধভাগে উৎপন্ন পুরুষ (মনু) অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১

মহারাজ! জলোৎপন্ন ব্রহ্মা স্বমহিমার দ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান আছেন বলিয়া তাঁহা হইতে মনুর ধর্ম্মের ফলে শতরূপা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ শতরূপা দশসহস্র বৎসরকাল অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়া তপোদীপ্ত পুরুষকে ভর্তৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২-৩

বলে। সেই পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু বলা হয়। ঐ মনুর নামানুসারে একাত্তর চতুর্যুগ কালকে মন্বন্তর বলা হয় ॥ ৪

শতরূপা বিরাট্ পুরুষ মনুর ঔরসে বীর নামক পুত্রকে জন্ম দিলেন। সেই বীরের ঔরসে কাম্যা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদকে উৎপন্ন করিলেন ॥ ৫

মহাবাহো! কাম্যা নামে কর্দমপ্রজাপতির এক কন্যা ছিলেন। সম্রাট্, কুক্ষি, বিরাট্, প্রভু এই চারিজন কাম্যার পুত্র। কাম্যা প্রিয়ব্রতকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই চারটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৬

উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ।
উত্তানপাদাচ্ছুনৃতায়াং সুনৃতাজনয়ৎ সুতান্ ॥ ৭
ধর্ম্মস্য কন্যা সুশ্রোণী সুনৃতা নাম বিশ্রুতা।
উৎপন্না বাজিমেধেন ধ্রুবস্য জননী শুভা ॥ ৮
ধ্রুবঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ শিবং শান্তনয়ম্পতিম্।
উত্তানপাদোঽজনয়ৎ সুনৃতায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ৯
ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি দিব্যানি ভারত।
তপস্তেপে মহারাজ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্ যশঃ ॥ ১০
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতঃ স্থাননপ্রতিমং ভুবি।
অচলঞ্চৈব পুত্রত্বং সপ্তর্ষীণাং প্রজাপতিঃ ॥ ১১
তস্যাভিমাত্রানুদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমপ্যশনা জগৌ ॥ ১২
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহো শ্রুতমহো বলম্।
যদেনং পুত্রতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩
তস্মাচ্ছিষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ধ্রুবাচ্ছল্পূর্ব্বাজায়ত।
শিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রাননুত্তমান্ ॥ ১৪

রিপুং রিপুঞ্জয়ং পুণ্যং বৃকলং বৃকতেজসম্।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্ ॥ ১৫
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বীরণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজাং বীরণস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬
মনোরজায়ত বলং নড্বলায়াং মহৌজসঃ।
কন্যায়ামভবচ্ছ্রেষ্ঠো বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৭
ঊরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবান্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥ ১৮
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ।
ঊরুরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥১৯
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেননেকমজায়ত।
অপচারাৎ তু বেনস্য প্রকোপঃ সুমহানভূৎ ॥ ২০
প্রজার্থমৃষয়ো যস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।
বেনস্য পাণৌ মথিতে বভূব মুনিভিঃ পৃথুঃ ॥ ২১
তং দৃষ্ট্বা স্বয়ং প্রাহুরেষ বৈ মুদিতাঃ প্রজাঃ।
করিষ্যতি মহাতেজাঃ যশশ্চ প্রাপ্স্যতে মহৎ ॥ ২২

প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুনৃতা উত্তানপাদের ঔরসে চারটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল ॥৭

ধর্ম্মের সুন্দরী কন্যা সুনৃতানামে বিখ্যাত হইয়াছিল। যাগময়ী ধ্রুবের জননী ঐ সুনৃতা। অশ্বমেধযজ্ঞের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। ৮

প্রজাপতি উত্তানপাদ সুনৃতার গর্ভে কীর্ত্তিমান্ ধ্রুব, শিব, ভ ও অয়স্পতি এই চারটি পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৯

ভারত! মহারাজ! ধ্রুব সুমহৎ যশঃপ্রার্থী হইয়া তিন হার দিব্য বর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের সম্মুখে। অতুলনীয় স্থির স্থান দান করিয়াছিলেন। ১১

ধ্রুবের অতিশয় সমৃদ্ধি ও মাহাত্ম্য দেখিয়া দেবতা ও অসুরগণের আচার্য্য শুক্র এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন। অহো! কি বল কি অদ্ভুত! যেহেতু ইহাকে সম্মুখে রাখিয়া সপ্তর্ষিগণ স্থান করিতেছেন। ১৩

সেই ধ্রুবের ঔরসে শম্ভু (ধ্রুবপত্নী) শিষ্টি ও ভব্যকে জন্ম দিয়াছিল। শিষ্টির ঔরসে সুচ্ছায়া রিপু, রিপুঞ্জয়, পুণ্য, বৃকল ও বৃকতেজা এই পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র প্রসব করিয়াছিল। বৃহতী রিপুর ঔরসে অতিতেজস্বী চাক্ষুষনামক পুত্র প্রসব করিয়াছিল ॥ ১৪-১৫

চাক্ষুষ বীরণের কন্যা পুষ্করিণীর গর্ভে মনুনামক পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বৈরাজ প্রজাপতির বংশে মহাতেজা প্রজাপতি মনু হইতে মহাত্মা অরণ্যের নড্বলা নাম্নী আত্মজা কন্যার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৬-১৭

ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এই নয় জন এবং অভিমন্যু দশম, ইহারা সকলে নড্বলাপুত্র বলিয়া খ্যাত। ঊরু আগ্নেয়ীনাম্নী পত্নীতে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় এই ছয়টি অত্যদ্ভুত পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

সুনীথা অঙ্গ হইতে বেননামক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। বেনের দৌরাত্ম্যের জন্য ঋষিগণের অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল ॥২০

ঋষিগণ নিহত বেনের সন্তানলাভের জন্য দক্ষিণ হস্তকে মথিত করিয়াছিলেন। মুনিগণ কর্ত্তৃক বেনের দক্ষিণ হস্ত মথিত হইলে তাহা হইতে পৃথু উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২১

তাহাকে দেখিয়া ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—ইনি প্রজাগণকে আনন্দিত করিবেন এবং এই মহাতেজস্বী অতিশয় যশঃ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২২

স ধন্বী কবচী খড়্গী তেজসা নির্দহন্নিব ।
পৃথুর্বৈণ্যস্তদা চেমাং ররক্ষ ক্ষত্রপূর্বজঃ ॥ ২৩

রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ
তস্মাচ্চৈব সমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূত-মাগধৌ ॥ ২৪

তেনেয়ং গৌর্মহারাজ দুহ্যমানা শস্যানি ভারত ।
প্রজানাং বৃত্তিকামেন দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সহ ॥ ২৫

পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ ।
সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বারুণ্ডিঃ পর্বতৈস্তথা ॥ ২৬

তেষু তেষু চ পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা ।
প্রাদাদ্ যথেপ্সিতং ক্ষীরং তেন প্রাণানধারয়ৎ ॥ ২৭

পৃথুপুত্রৌ তু ধর্মজ্ঞৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্ধিপালিতৌ ।
শিখণ্ডিনী হবির্ধানমন্তর্ধানাদ্ ব্যজায়ত ॥ ২৮

হবির্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্ ।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্লং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥ ২৯

প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ।
হবির্ধানাদ্ যুবারাজ যেন সংবর্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥৩০

প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যাং জনমেজয় ।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ পৃথিবীতলচারিণঃ ॥ ৩১

সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারোঽভবৎ প্রভুঃ ।
সহস্রস্তপসঃ পারে সবর্ণায়াং মহীপতিঃ ॥ ৩২

সবর্ণাধত্ত সানুজ্ঞী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
সর্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩৩

অপৃথগ্ধর্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহত্তপঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৩৪

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্বৃক্ষবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৩৫

নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্ দ্রুমৈঃ
দশবর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ৩৬

তদুপশ্রুত্য তপসা যুক্তাঃ সর্বে প্রচেতসঃ ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ ॥ ৩৭

ক্ষত্রিয়গণের পূর্বপুরুষ বেনপুত্র পৃথু ধনু, কবচ ও খড়্গ ধারণ পূর্বক স্বীয় প্রতাপের দ্বারা দুর্জনগণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে এই পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৩

রাজসূয়যাগকারী রাজবর্গের মধ্যে মহারাজ পৃথুই প্রথম ব্যক্তি। তাঁহার যজ্ঞ হইতে স্তুতিরচনায় নিপুণ সূত ও মাগধ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভরতবংশজ! মহারাজ! প্রজাগণের জীবিকা-নির্বাহের ইচ্ছায় পৃথু দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ষো-কলধারিণী ধরণীকে অন্নলাভের জন্য দোহন করিয়াছিলেন। পিতৃগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরা, সর্প, যক্ষ, লতা ও পর্বত নিজ নিজ পাত্রানুসারে দোহন করিয়াছিলেন। বসুন্ধরা তাঁহাদিগকে প্রার্থনানুসারে বাঞ্ছিত দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন,* তাহার দ্বারা সকলে প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছিলেন ॥ ২৪-২৭

পৃথুর দুইটি পুত্র অন্তর্ধান ও পালিত। দুই জনই ধর্মজ্ঞ ছিলেন। শিখণ্ডিনী অন্তর্ধানের ঔরসে হবির্ধাননামক পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল ॥ ২৮

অগ্নিকন্যা ধিষণা হবির্ধান হইতে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন এই ছয়টি পুত্র প্রসব করিয়াছিল ॥ ২৯

শ্রীমান্ প্রাচীনবর্হি মহান্ প্রজাপালক ছিলেন। মহারাজ! তিনি স্বীয় পিতা হবির্ধান হইতেও অধিক যোগ্যতার সহিত প্রজাগণের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৩০

জনমেজয়! যজ্ঞ করিবার সময় সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত প্রাচীনাগ্র কুশসমূহ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিত, এইজন্য তাঁহার প্রাচীনবর্হি নাম হইয়াছিল ॥ ৩১

শক্তিমান্ মহীপতি প্রাচীনবর্হি কঠোর তপস্যা করার পর সমুদ্রের তনয়া সবর্ণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৩২

সমুদ্রপুত্রী সবর্ণা প্রাচীনবর্হির ঔরসে দশটি পুত্র জন্ম দিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে প্রচেতা নামে বিখ্যাত ও ধনুর্বেদে নিষ্ণাত ছিলেন ॥ ৩৩

তাঁহারা সকলে একই প্রকার ধর্মাচরণে রত হইয়া সমুদ্রজলে অবস্থান পূর্বক দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৩৪

প্রচেতাগণ ঐভাবে তপস্যা করিতে থাকিলে পৃথিবী অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় বৃক্ষসমূহ সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল, তাহাতে প্রজাগণের বিনাশ হইতে লাগিল ॥ ৩৫

বৃক্ষসমূহের দ্বারা সমস্ত আকাশ আবৃত হইয়া গেল, সেইজন্য বায়ু প্রবাহিত হইতে পারিতেছিল না। তাহার ফলে দশ হাজার বৎসর যাবৎ প্রজাগণ হস্তপদাদি চালনা করিতে পারিল না ॥ ৩৬

তপস্যায় নিরত প্রচেতাগণ এইরূপ অবস্থার কথা শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং নিজ নিজ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি উৎপন্ন করিলেন ॥ ৩৭

---

* ইহারা কিভাবে দোহন করিয়াছিলেন, ইহাদের বাঞ্ছিত দুগ্ধ কিরূপ ছিল এবং কোন্ পাত্রে দোহন করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ ৭১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

উন্মূলনঞ্চ তান্ কৃত্বা বৃক্ষান্ বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নিরদহদ্ ঘোরঃ এবমাসীদ্ ক্রমক্ষয়ঃ ॥ ৩৮
ক্রমক্ষয়মথো বুদ্ধা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥ ৩৯
কোপং যচ্ছত রাজানঃ সর্বে প্রাচীনবর্হিষঃ।
বৃক্ষসূন্না কৃতা পৃথ্বী শাম্যেতামগ্নি-মারুতৌ ॥ ৪০
রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যং জানতা তত্ত্বং ধৃতা গর্ভেণ বৈ ময়া ॥ ৪১
মারিষা নাম কন্যেয়ং বৃক্ষাণামিতি নির্মিতা।
ভার্যা বোঽস্তু মহাভাগাঃ সোমবংশবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪২
মূর্ত্বাঙ্কং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপৎস্যতে পুত্রো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ৪৩
য ইমাং দগ্ধভূয়িষ্ঠাং মূর্ত্বস্তেজোনয়েন বৈ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ৪৪
ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্ ॥ ৪৫
মারিষায়াং ততস্তে বৈ মনসা গর্ভমাদধুঃ।
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
দক্ষো জজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন ভারত ॥ ৪৬
পুত্রানুৎপাদয়ামাস সোমবংশবিবর্দ্ধনান্।
আচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদঃ ॥
স দৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কন্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেঽথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ ॥ ৪৮
তাসু দেবাঃ খগা নাগা গাবো দিতিজদানবাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৪৯
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ।
সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে ॥ ৫০

জনমেজয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
সম্ভবঃ কথিতঃ পূর্বং দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৫১

বায়ু ঐ সকল বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিল এবং অগ্নি প্রচণ্ডভাবে সেই শুষ্কবৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এইভাবে বৃক্ষসমূহের ক্ষয় হইতেছিল। এইভাবে বৃক্ষক্ষয় হইতে থাকিলে যখন কিছু সংখ্যক বৃক্ষ অবশিষ্ট আছে, সেই সময় ঐ বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষাধিপতি সোম প্রজাপতি প্রচেতাগণের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৩৮-৩৯

প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ! তোমরা সকলেই রাজা। এখন ক্রোধ সংযত কর। পৃথিবী প্রায় বৃক্ষশূন্য হইয়া গিয়াছে। তোমাদের মুখোৎপন্ন অগ্নি ও বায়ুকে উপশান্ত কর ॥ ৪০

এই যে আমার সম্মুখে রত্নভূতা সুন্দরী আছে, সে বৃক্ষসমূহের কন্যা। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আমি ইহাকে আমার গর্ভে রাখিয়াছিলাম। বৃক্ষসমূহের এই কন্যা 'মারিষা' বৃক্ষসমূহের সার হইতে উৎপন্ন। তোমরা মহাভাগ্যবান্, সোমবংশবিবর্দ্ধিনী এই কন্যা তোমাদের ভার্যা হউক ॥ ৪১-৪২

তোমাদের সকলের অর্দ্ধেক তেজ ও আমার অর্দ্ধেক তেজের দ্বারা এই মারিষাতে দক্ষ প্রজাপতি নামক এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৪৩

অগ্নিসমতেজস্বী যে দক্ষ তোমাদের তপস্যাসম্ভূত অগ্নির দ্বারা দগ্ধপ্রায় পৃথিবীকে পালনপূর্বক প্রজাগণের বৃদ্ধিসাধন করিবে ॥ ৪৪

অনন্তর সোমের বচন শ্রবণ করিয়া প্রচেতাগণ বৃক্ষসমূহের প্রতি ক্রোধসংবরণ করিলেন এবং ধর্মানুসারে মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫

বিবাহের পর তাঁহারা মারিষাতে মনে মনে গর্ভাধান করিলেন। রাজন্! সোমের অংশে দশজন প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে মহাতেজস্বী প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৬

দক্ষ সোমসংবর্দ্ধনের জন্য বহু পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর স্থাবর-জঙ্গম দ্বিপদ চতুষ্পদ নানাবিধ প্রাণিসৃষ্টির বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া কন্যাসমূহ সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৭

শক্তিমান্ দক্ষ নিজ কন্যাগণের দশটি কন্যা ধর্মকে সম্প্রদান করিলেন। তেরটি কন্যা কশ্যপকে এবং অবশিষ্ট সাতাশটি নক্ষত্রনামী কন্যা রাজা সোমকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪৮

ঐ সকল কন্যা হইতে দেবতা, পক্ষি, নাগ, গো, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও অন্যান্য জাতীয় প্রাণী উৎপন্ন হইতে লাগিল ॥ ৪৯

রাজেন্দ্র! তখন হইতে মৈথুনের দ্বারা সকল প্রজা উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইতঃপূর্বে সঙ্কল্প হইতে, দর্শন হইতে ও স্পর্শ হইতে প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল ॥ ৫০

জনমেজয় বলিলেন—মুনিবর! আপনি ইতঃপূর্বেও দেব, দানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের এবং মহাত্মা দক্ষের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন ॥ ৫১

অঙ্গুষ্ঠাদ্ ব্রহ্মণো জাতো দক্ষঃ প্রোক্তস্ত্বয়ানঘ।
বামাদ্ অঙ্গুষ্ঠাৎ তথা চৈব তস্য পত্নী ব্যজায়ত ॥ ৩১
কথং প্রাচেতসত্বং স পুনর্লেভে মহাতপাঃ।
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র সমাগাখ্যাতুমর্হসি ॥
দৌহিত্রত্বঞ্চ সোমস্য কথং শ্বশুরতাং গতঃ ॥ ৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উৎপত্তিঞ্চ নিরোধঞ্চ নিত্যো ভূতেষু পার্থিব।
ন মুহ্যন্তি বিদ্বাংসশ্চৈব যে জনাঃ ॥ ৩৪
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে সর্বে দক্ষাদয়ো নৃপ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিধানস্যৈত্র ন মুহ্যতি ॥ ৩৫
জ্যৈষ্ঠ্যং কনিষ্ঠতাপোনাং পূর্বং নাসীজ্জনাধিপ।
তপ এব পরায়ণোঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৩৬
ইমাং বিসৃষ্টিং দক্ষস্য যো বিদ্যাৎ সচরাচরাম্।
প্রজাবানাপ্নুয়াৎ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি প্রজাসর্গে দক্ষোৎপত্তিকথনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

পার্থিব! মহর্ষে! সেই সময় আপনি বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৩২

সেই মহাতপস্বী দক্ষ পুনর্বার প্রচেতাগণের পুত্রত্ব লাভ করিলেন কিরূপে? ব্রহ্মন্! আমার এই সংশয় প্রকৃত কথা প্রকাশের দ্বারা নিরাকরণ করুন। চন্দ্রের দৌহিত্র দক্ষ কিরূপে চন্দ্রের শ্বশুর হইয়া গেলেন? ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! সমস্ত প্রাণীরই জন্ম ও মৃত্যু স্বাভাবিক। এই বিষয়ে অধিকাংশ মোহগ্রস্ত হন না। যাঁহারা বিদ্বান্ ব্যক্তি, তাঁহারা এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন না। ৩৪

রাজন্! দক্ষাদি সকলে প্রত্যেক যুগেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। সেই বিষয়ে বিদ্বান্ মোহপ্রাপ্ত হন না। ৩৫

নরেশ্বর! ইঁহাদের জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব পূর্বে ছিল না। ইঁহাদের তপস্যাই ছিল শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের প্রভাবই ছিল জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্বের কারণ। ৩৬

দক্ষের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীর সৃষ্টির বিবরণ যে ব্যক্তি জানে, সে সন্তানবান্ ও বিপদ্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে প্রজাসৃষ্টিপ্রসঙ্গে দক্ষের উৎপত্তিকথন বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দক্ষপ্রজাপতিনা সৃষ্টৈবিস্তারঃ, দক্ষস্য ষষ্টি-সংখ্যক-কন্যানাম্, তদীয়-সন্ততীনাঞ্চ বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেমাং বৈশম্পায়ন কীর্তয় ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা।
যথা সসর্জ ভূতানি তথা শৃণু মহীপতে ॥ ২
মানসান্যেব ভূতানি পূর্বমেবাসৃজৎ প্রভুঃ।
ঋষীন্ দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ রাক্ষসান্ ॥
যক্ষ-ভূত-পিশাচাংশ্চ বয়ঃ-পশু-সরীসৃপান্ ॥ ৩
যদাস্য তান্যভূতানি ন ববর্ধন্ত বৈ প্রজাঃ।
অপধ্যাতা ভগবতা মহাদেবেন ধীমতা ॥ ৪
ততঃ শক্তিমতা তু পুনঃ প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ।
স মৈথুনেন ধর্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টির বিস্তার, দক্ষের ষাট্ কন্যা এবং তাঁহাদের সন্ততিগণের বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন—মুনে! আপনি দেবতা দানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণের এই উৎপত্তির কথা বিস্তৃতভাবে কীর্তন করুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রথমে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক 'তুমি প্রজা সৃষ্টি কর' এই আদিষ্ট হইয়া দক্ষ প্রজাপতি যে ভাবে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাজন্! তাহা শ্রবণ কর। শক্তিমান্ দক্ষ প্রথমে মানস সৃষ্টি অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পক্ষী, পশু ও সর্প ইহাই তাঁহার মানস সৃষ্টি। ২-৩

কিন্তু (অতীতের বৈরভাববশতঃ) ভগবান্ মহাদেব প্রতিকূল চিন্তা করায় দক্ষের মানস-সৃষ্টি প্রজাসমূহ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল না, তখন দক্ষ প্রজাপতি প্রজাবৃদ্ধির জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মৈথুন ধর্মের দ্বারা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে

অসিক্ন্যামবহৎ পত্নীং বীরশ্চ প্রজাপতেঃ।
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ॥ ৬
অথ পুত্রসহস্রাণি বীরশ্যাঃ পঞ্চ বীর্যবান্।
অসিক্ন্যাং জনয়ামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ॥ ৭
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্ সংবিবর্ধয়িষূন্ প্রজাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রিয়সংবাদো নারদঃ প্রাব্রবীদিদম্।
নাশায় বচনং তেষাং শাপায়ৈবাত্মনস্তথা ॥ ৮
যং কশ্যপঃ সুতবরং পরমেষ্ঠী বাজীজনৎ।
দক্ষস্য বৈ দুহিতরি দক্ষশাপভয়াদ্মুনিঃ ॥ ৯
পূর্বং স হি সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনা।
অসিক্ন্যামথ বীরশ্যাং ভূয়ো দেবর্ষিসত্তমঃ।
তং ভূয়ো জনয়ামাস পিতেব মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০
তেন দক্ষস্য পুত্রা বৈ হর্যশ্বা ইতি বিশ্রুতাঃ।
নির্মথ্য নাশিতাঃ সর্বে বিধিনা চ ন সংশয়ঃ ॥ ১১

ভস্যোদ্যতস্তদা দক্ষো নাশায়ামিতবিক্রমঃ।
মহর্ষীন্ পুরতঃ কৃত্বা যাচিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ১২
ততোঽভিসন্ধিং চক্রাতে দক্ষস্তু পরমেষ্ঠিনা।
কন্যায়াং নারদো মন্যুং তব পুত্রো ভবেদিতি ॥ ১৩
ততো দক্ষস্তু তাং প্রাদাৎ কন্যাং বৈ পরমেষ্ঠিনে।
স তস্যাং নারদো জজ্ঞে দক্ষশাপভয়াদৃষিঃ ॥ ১৪

জনমেজয় উবাচ।

কথং বিনাশিতাঃ পুত্রা নারদেন মহর্ষিণা।
প্রজাপতের্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দক্ষস্য পুত্রা হর্যশ্বা বিবর্ধয়িষবঃ প্রজাঃ।
সমাগতা মহীবর্ষ্যা নারদস্তানুবাচ হ ॥ ১৬
বালিশা বত যূয়ং বৈ নাস্থা জানীথ বৈ ভুবঃ।
প্রমাণং দ্রষ্টুকামাঃ স্থ প্রজাঃ প্রাচেতসাত্মজাঃ ॥
অন্তরন্ধ্রমধশ্চৈব কথং দ্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ॥ ১৭

ঋক্ হইলেন। এইজন্য বীরের কন্যা অসিক্নীকে পত্নীরূপে বিবাহ করিলেন। ঐ অসিক্নী সকল লোকধারণসমর্থা তপস্বিনী মাহাত্ম্যসম্পন্না ছিলেন ॥ ৬-৮

অসিক্নীকে বিবাহ করিবার পর বীর্যবান্ দক্ষ প্রজাপতি বীরপুত্রী অসিক্নীর গর্ভে পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৭

মহাভাগ্যবান্ দক্ষপুত্রগণ প্রজা বৃদ্ধির জন্য উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া প্রিয়বাদী দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ উপদেশের দ্বারা তাঁহারা সংসার হইতে বহুকালের জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ঐ উপদেশ নারদের প্রতি শাপের কারণ হইয়াছিল ॥ ৮

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যে শ্রেষ্ঠ পুত্র নারদকে জন্ম দিয়াছিলেন, ঐ নারদকে কশ্যপ মুনি দক্ষের শাপভয়ে দক্ষপত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনীতে পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৯

নারদ প্রথমে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তারপর ঐ নারদই বীরপুত্রী অসিক্নীর কনিষ্ঠা ভগিনীতে উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে ব্রহ্মার মস্তক কশ্যপও জন্মদান করিয়াছিলেন ॥ ১০

দক্ষের ঐ পাঁচ হাজার পুত্র হর্যশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। নারদ তাঁহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১১

তখন অমিতবিক্রমশালী দক্ষ প্রজাপতি নারদকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে সম্মুখে লইয়া দক্ষকে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ১২

তখন মহর্ষিগণ দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন। তখন দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলিলেন—'আপনার পুত্র নারদ আমার কন্যাতে (কনিষ্ঠা শ্যালিকাতে) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুক' ॥ ১৩

অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি কশ্যপকে কন্যা দান (নিজ শ্যালিকাকে) করিলেন। দক্ষশাপভয়ে নারদ ঐ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪

জনমেজয় বলিলেন—মহর্ষি নারদ কিভাবে দক্ষপ্রজাপতির পুত্রগণকে সংসার হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন? দ্বিজশ্রেষ্ঠ। তাহা আমি সম্যকভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবীর্যবান্ হর্যশ্ব নামক দক্ষপুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধির জন্য অভিলাষী হইয়া সকলে মিলিত হইলে নারদ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৬

দক্ষপুত্রগণ। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তোমরা সকলে নিতান্তই অবোধ। তোমরা সকলে প্রজা সৃষ্টির জন্য লালসান্বিত হইয়াছ। কিন্তু যে পৃথিবীতে প্রজাসৃষ্টি করিবে, সেই পৃথিবীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ পরিমাণ এবং উহার অভ্যন্তরে

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্
প্রমাণং দৃষ্টুকামাস্তে গতাঃ প্রাচেতসাত্মজাঃ ॥ ১৮
বায়োরনশনং প্রাপ্য গতাস্তে বৈ পরাভবম্ ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ
হর্যাশ্বেষ্বথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ ।
বৈরণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১৯
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাস্তদা ।
পূর্বোক্তং বচনং তাত নারদেনৈব নোদিতাঃ ॥ ২১
অন্যোন্যমূচুস্তে সর্বে সম্যগাহ মহামুনিঃ ।
ভ্রাতৄণাং পদবীং জ্ঞাতুং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ সুখং স্রক্ষ্যামহে প্রজাঃ ।
একাগ্রাঃ স্বস্থমনসো যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ২৩
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্ ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ২৪

নষ্টেষু শবলাশ্বেষু দক্ষঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ
নারদং নাশমেষ্যসি গর্ভবাসং বসেতি চ ॥ ২৫
তদাপ্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণং নৃপ ।
প্রযাতো নশ্যতি ক্ষিপ্রং তত্র কার্যা বিপশ্চিতা ॥২৬
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।
ষষ্টিং দুহিতৃসহস্রং কন্যা বীরণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৭
তাস্তদা প্রতিজগ্রাহ ভার্যার্থে কশ্যপঃ প্রভুঃ ।
সোমো ধর্মশ্চ কৌরব্য তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
সপ্তবিংশতিং সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥ ২৯
দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা ।
দ্বে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩০
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী ।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভারত ।
ধর্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তাসপত্যানি মে শৃণু ॥ ৩১

সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করে না, সেইরূপ তাঁহারা আজও প্রত্যাবর্তন করিতেছেন না। ১৪

শবলাশ্ব নামক পুত্রগণ নষ্ট হইলে পর দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে বলিলেন, তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও এবং গর্ভবাস কর। ২৫

রাজন্! সেই সময় হইতে ভ্রাতা যদি ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করে, তাহা হইলে সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির ঐরূপ করা উচিত নয়। ২৬

আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্রগণ নষ্ট হইয়াছে জানিয়া প্রজাপতি দক্ষ বীরণপুত্রীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২৭

কুরুকুলজাত! জনমেজয়! বীর্যবান্ কশ্যপ, চন্দ্র, ধর্ম ও অন্যান্য মহর্ষিগণ ঐ দক্ষকন্যাগণকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৮

দক্ষ ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতাশটি, অরিষ্টনেমিকে চারটি, ভৃগুপুত্রকে দুটি, অঙ্গিরাকে দুটি, পণ্ডিত কৃশাশ্বকে দুটি কন্যা দান করিয়াছিলেন। তুমি তাহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ২৯-৩০

ভরতকুলজাত। রাজন্। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটি দক্ষকন্যা ধর্মের পত্নী। ইঁহাদের গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৩১

বিশ্বেদেবাংশ্চ বিশ্বায়াঃ সাধ্যান্ সাধ্যা ব্যজায়ত।
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা ॥ ৩২
ভানোস্তু ভানবস্তাত মুহূর্ত্তায়া মুহূর্ত্তজাঃ ॥ ৩৩
লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী চ যামিজা।
পৃথিব্যাবিষয়ঃ সর্বমরুদ্ধত্যাঃ ব্যজায়ত ॥ ৩৪
সঙ্কল্পায়াস্তু সর্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি।
নাগবীথ্যাশ্চ যামিন্যা বৃষলম্বা ব্যজায়ত ॥ ৩৫
যা রাজন্ সোমপত্ন্যস্তু দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।
সর্বা নক্ষত্রনাম্ন্যস্তা জ্যোতিষে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৬
যে ত্বন্যে খ্যাতিমন্তো বৈ দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥৩৭
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলানলৌ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো মুনিস্তথা।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥ ৩৯
সোমস্য ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে।

ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ রমণস্তথা ॥ ৪০
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা যস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ।
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য তু ॥ ৪১
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে শ্রিয়ান্বিতঃ।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ॥ ৪২
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
স্কন্দঃ সনৎকুমারশ্চ ষষ্ঠঃ পাদেন তেজসঃ ॥ ৪৩
প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্না চ দেবলম্।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ তপস্বিনৌ ॥ ৪৪
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচচার হ ॥ ৪৫
প্রভাসস্য চ সা ভার্য্যা বসূনামষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ৪৬
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ৪৭

বিশ্বা হইতে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বান্ ও বসু হইতে বসুগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভানু হইতে ভানুগণ এবং মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তজগণ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩২-৩৩

লম্বা হইতে ঘোষনামক দেবতা, যামী হইতে নাগবীথী ও অরুন্ধতী হইতে পৃথিবীর বিষয় (মৃত ঔষধাদি) সকল উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৩৪

সঙ্কল্পা হইতে সর্বাত্মা সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করে এবং যামীপুত্রী নাগবীথী হইতে বৃষলম্বা উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৫

রাজন্! প্রাচেতস দক্ষ চন্দ্রকে যে সকল কন্যাদান করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নক্ষত্রনামে জ্যোতিষ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬

জ্যোতি প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল কীর্ত্তিমান্ দেবগণ আছেন এবং অষ্ট বসু উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি ॥ ৩৭

আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, এই আটটি নামে বিখ্যাত ॥ ৩৮

আপের বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও মুনি এবং ধ্রুবের সর্বলোকসংহারী ভগবান্ কাল পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩৯

সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চা, যাঁহার কৃপায় মনুষ্য বর্চস্বী হয়।

ধরনামক বসুর পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ এই দুই পুত্র হয় এবং মনোহরানাম্নী পত্নীতে শিশির, প্রাণ ও রমণনামক পুত্র হইয়াছিল ॥ ৪০

অনিলের ভার্য্যা শিবা, তাহার পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। এই দুইটি অনিলের পুত্র ॥৪১

অগ্নির পুত্র শ্রীমান্ কুমার শরবনে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পরে শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়,—এই তিনটি পুত্র হইয়াছিল ॥ ৪২

কৃত্তিকাগণের পুত্র কার্ত্তিকেয়ই ঐ কুমার। তিনিই স্কন্দ ও সনৎ কুমার নামে বিখ্যাত। অগ্নি স্বকীয় তেজের ষষ্ঠ পাদ দ্বারা তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৪৩

প্রত্যূষের পুত্রের নাম ঋষি ও দেবল। দেবলের দুইটি ক্ষমাশীল ও তপস্বী পুত্র ছিল ॥ ৪৪

বৃহস্পতির একটি সুন্দরী ভগিনী ছিল, সে যোগসাধনায় সিদ্ধিবতী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া অনাসক্তভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। অবশেষে সে অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা হইল। তাহার গর্ভে মাহাভাগ্যবান্ প্রজাপতি বিশ্বকর্মা উৎপন্ন হন ॥ ৪৫-৪৬

তিনি সহস্র সহস্র শিল্পের কর্ত্তা ও দেবতাগণের বর্দ্ধকি (ছুতার বা বঢই)। ঐ শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা সকল প্রকার ভূষণের আবিষ্কারক,

যঃ সর্বাসাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাস্তোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥ ৪৮
সুরভী কশ্যপাদ্ রুদ্রানেকাদশ বিনির্মমে।
মহাদেবপ্রসাদেন তপসা ভাবিতা সতী ॥ ৪৯
অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যস্ত্বষ্টা রুদ্রাশ্চ ভারত।
ত্র্যম্বকৈশ্চৈবাপরাজিতঃ শ্রীমান বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥ ৫০
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী রৈবতস্তথা ॥ ৫১
মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ কপালী চ বিশাম্পতে।
একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ৫২
শতং চৈবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্।
পুরাণে ভরতশ্রেষ্ঠ বৈর্ব্যাপ্তাঃ সচরাচরাঃ ॥ ৫৩
লোকা ভরতশার্দূল কশ্যপস্য নিবোধ মে।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা খশা ॥ ৫৪
সুরভির্বিনতাচৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ রাজেন্দ্র তাসাপত্যানি মে শৃণু ॥ ৫৫

যিনি সকল দেবতার বিমানসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন। যে মহাত্মার শিল্পকে মনুষ্যগণ উপজীবিকা করিয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

তপস্যারতা সুরভি কশ্যপের ঔরসে মহাদেবের কৃপায় একাদশ রুদ্র উৎপাদন করিয়াছিল। রাজন্ রুদ্রগণ যেমন সুরভির পুত্র ছিল, সেইরূপ অজৈকপাদ্, অহির্বুধ্ন্য ও ত্বষ্টা নামক তিনটি পুত্রও ছিল। ত্বষ্টার মহাযশস্বী ঐশ্বর্যবান্ পুত্র বিশ্বরূপ ॥ ৪৯-৫০

রাজন্! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প ও কপালী এই এগারো জন ত্রিভুবনের ঈশ্বর (একাদশ) রুদ্র নামে বিখ্যাত ॥ ৫১-৫২

ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরাণে অমিতশক্তি রুদ্রগণের শত প্রকার বর্ণনা আছে। যাঁহারা সকল চরাচরকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ভরতপ্রধান! এক্ষণে তুমি কশ্যপের পত্নীদের নাম শ্রবণ কর। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি। রাজেন্দ্র! ঐ সকল পত্নীতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের কথা শ্রবণ কর ॥ ৫৩-৫৫

পূর্ববর্তী চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিতনামক দ্বাদশ জন শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে অত্যন্ত প্রশংসনীয়

পূর্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোন্যমুচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥ ৫৬
উপস্থিতেঽতিযশসি চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
হিতার্থং সর্বসত্ত্বানাং সমাগম্য পরস্পরম্ ॥ ৫৭
আগচ্ছত ক্রতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামস্তাঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু তে সর্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাস্তেঽদিত্যা দক্ষকন্যয়া ॥ ৫৯
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা চ ভারত ॥ ৬০
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৬১
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্বমাসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৬২
সপ্তবিংশতির্যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ।
তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসাম্ ॥ ৬৩

বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে সকল প্রাণীর হিতসাধনের জন্য ঐ তুষিত দেবগণ মিলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। দেবগণ! শীঘ্র আগমন কর। অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া আমরা বৈবস্বত মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করিব। ইহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে ॥ ৫৬-৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ঐ সকল দেবতা চাক্ষুষ মন্বন্তরের শেষে এইরূপ পরামর্শ করিয়া দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে মরীচি-পুত্র কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৫৯

ভারত! অদিতির গর্ভে বিষ্ণু ও ইন্দ্র পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিলেন এবং অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও অতিতেজস্বী ভগ এই দ্বাদশজন আদিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন ॥ ৬০-৬১

পূর্ববর্তী চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে দেবগণ 'তুষিত' নামে বিখ্যাত ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছেন ॥ ৬২

চন্দ্রমার সপ্তবিংশতিসংখ্যক পত্নীগণ সকলেই সদ্ব্রতাচাররতা ও অতিশয় তেজোযুক্তা ছিলেন। তাঁহারা অতিদীপ্ত সন্তানগণের উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৬৩

অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ।
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্ধাতঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৪
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংকৃতাঃ।
কৃশাশ্বস্য তু রাজর্ষের্দেবপ্রহরণানি চ॥ ৬৫
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি।
সর্ব্বদেবগণাস্তত্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু কশ্যপাঃ॥ ৬৬
তেষামপি চ রাজেন্দ্র নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে॥ ৬৭
যথা সূর্য্যস্য গগনে উদয়াস্তমনে ইহ।
এবং দেবনিকায়ান্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে॥ ৬৮
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৬৯
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।
সৈংহিকেয় ইতি খ্যাতাস্তস্যাঃ পুত্রা মহাবলাঃ॥
গণৈশ্চ সহ রাজেন্দ্র দশসাহস্রমুচ্যতে॥ ৭০
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অদাখ্যাতা মহাবাহো হিরণ্যকশিপোঃ শৃণু॥ ৭১
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ।
অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীর্য্যবান্॥ ৭২
সংহ্লাদশ্চ চতুর্থোঽভূদনুহ্লাদপুত্রৌ ভূদত্তথা।
সংহ্লাদপুত্রৌ সুমনশ্চ নিশুম্ভশ্চাবুভৌ স্মৃতৌ॥ ৭৩
অনুহ্লাদসুতৌ হ্যাস্তাং শিবিকালস্তথৈব চ।
বিরোচনশ্চ প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ॥ ৭৪
বলেঃ পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং নরাধিপ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চেন্দ্রতাপনঃ॥ ৭৫
কুক্ষনাভো গর্দ্দভাক্ষঃ কুক্ষিরিত্যেবমাদয়ঃ।
বাণস্তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠাঃ পশুপতেঃ প্রিয়ঃ॥ ৭৬
পুরাকল্পে হি বাণেন প্রসাদ্যোমাপতিং প্রভুম্।
পার্শ্বতো বিররিস্যামি ইত্যেবং যাচিতো বরঃ॥ ৭৭
বাণস্য চেন্দ্রদমনো লোহিত্যামুপপদ্যত।
গণাস্তথাসুরা রাজন্ শতসাহস্রসম্মিতাঃ।। ৭৮
হিরণ্যাক্ষসুতাঃ পঞ্চ বিদ্বাংসঃ সুবলাবলাঃ।
কর্ব্বরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা॥
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ॥ ৭৯
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ।
তপস্বিনো মহাবীর্য্যাঃ প্রাধান্যেন নিবোধ তান্॥ ৮০

বহুপুত্রবান্ বিদ্বান্ অরিষ্টনেমির বিদ্বাতের নামযুক্ত চারিটি পত্নী ছিল। তাহাদের গর্ভে ষোলটি সন্তান হইয়াছিল॥ ৬৪

ব্রহ্মর্ষিগণের প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গিরসজ ঋক্‌সমূহ ও দেবতাদের অস্ত্রসমূহ রাজর্ষি কৃশাশ্বের নিকট প্রকটিত হইয়াছিল॥ ৬৫

তাত! সকল দেবতা বিশেষতঃ তেত্রিশজন দেবতা ঈশ্বরের প্রধানুসারে প্রতিকল্পে অর্থাৎ চারিযুগ একহাজার বার অতীত হইলে পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজেন্দ্র! ঐ সকল দেবতারও বিনাশ ও উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। আকাশে সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন যেমন পুনঃ পুনঃ হয়, সেইরূপ যুগে যুগে দেবগণের উৎপত্তি (ও বিনাশ) হইয়া থাকে॥ ৬৬-৬৮

আমরা শুনিয়াছি যে, দিতির গর্ভে কশ্যপের দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ দুইটি পুত্র মহাবীর্য্যবান্ হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ॥ ৬৯

কশ্যপ ও দিতির সিংহিকা নামে এক কন্যা হইয়াছিল। ঐ কন্যা বিপ্রচিত্তির পত্নী। তাহার মহাবলশালী পুত্রগণ সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত। রাজেন্দ্র! তাহারা স্বীয় পরিজনের সহিত সংখ্যায় দশ হাজার॥ ৭০

তাহাদের পুত্র ও পৌত্র শত শত হাজার হাজার। তাহাদের গণনা করা যায় না। মহাবাহো! হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর॥ ৭১

হিরণ্যকশিপুর চারিটি পুত্র। প্রত্যেকেই বীর্য্যবান্। তাহাদের নাম অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। হ্লাদের পুত্র ভূদ এবং সংহ্লাদের দুই পুত্র সুমনা ও নিশুম্ভ॥ ৭২-৭৩

অনুহ্লাদের দুইটি পুত্র আয়ু ও শিবিকাল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। রাজন্! বলির শতপুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমা, ইন্দ্রতাপন, কুক্ষনাভ, গর্দভাক্ষ ও কুক্ষি প্রভৃতি শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণ অতি বলবান্ ও মহাদেবের প্রিয় ছিল॥ ৭৪-৭৬

পূর্বকল্পে বাণ উমাপতি প্রভু মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমি আপনার পার্শ্বে থাকিয়া বিহার করিব॥ ৭৭

লোহিত্যনাম্নী পত্নীতে বাণের ইন্দ্রদমননামক পুত্র হইয়াছিল। লক্ষপরিমিত অসুর তাহার স্বজন ছিল॥ ৭৮

হিরণ্যাক্ষের কর্ব্বর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ এই পাঁচটি মহাবলবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল॥ ৭৯

দনুর একশত পুত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তীব্র

দ্বিমূর্ধা শকুনিশ্চৈব তথা শঙ্কুশিরা বিভুঃ।
শঙ্কুকর্ণো বিরাবশ্চ গবেষ্টী দুন্দুভিস্তথা ॥
অরোমুখঃ শম্বরশ্চ কপিলো বামনস্তথা ॥ ৮১
মরীচির্মথবাংশ্চৈব ইরা শঙ্কুশিরা বৃকঃ।
বিক্ষোভণশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীর্য্য-শতদ্রুদৌ ॥
ইন্দ্রজিৎ সত্যজিচ্চৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ।
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৮৩
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
বৈশ্বানরঃ পুলোমা চ বিদ্রাবণ-মহাসুরৌ ॥
স্বর্ভানুর্বৃষপর্বা চ তুহুণশ্চ মহাসুরঃ।
সূক্ষ্মশ্চৈবাতিচন্দ্রশ্চ ঊর্ণনাভো মহাগিরিঃ ॥ ৮৫
অসিলোমা চ কেশী চ শঠশ্চ বলকো মদঃ।
তথা গগনমূর্ধা চ কুম্ভনাভো মহাসুরঃ ॥ ৮৬
প্রমদো ময়শ্চ কুপথো হরগ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্।
বৈরূপঃ সবিরূপাক্ষঃ সুপথোঽথ হরাহরৌ ॥ ৮৭
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব শতমায়শ্চ শম্বরঃ।
শরভঃ শলভশ্চৈব বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৮৮

এতে মর্ষে মনোঃ পুত্রাঃ কশ্যপাভিজজ্ঞিরে
বিপ্রচিত্তিপ্রধানাস্তে দানবাঃ সুদৃঢ়াবলাঃ ॥ ৮৯
এতেষাং সন্ততয়ঃ তু তত্র শক্যা নরাধিপ।
প্রসংখ্যাতুং মহীপাল পুত্র-পৌত্রাদ্যনন্তকম্ ॥ ৯০
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা পুলোমশ্চ সুতা ত্রয়ম্।
উপদানবী হয়শিরাঃ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥ ৯১
পুলোমা কালিকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে
বহুপুত্রো মহাবীর্য্যো মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ ॥ ৯২
তয়োঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিঃ দানবনন্দনাঃ।
চতুর্দশশতান্যন্যান্ হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ৯৩
মারীচির্ভগবানাস মনুতা তপসান্বিতঃ
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৯৪
অবধ্যা দেবতানাঞ্চ হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
কৃতাঃ পিতামহেনাজ্ঞা নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৯৫
প্রভায়া নহুষঃ পুত্রঃ সঞ্জজ্ঞে শচীসুতঃ
পুরুং জজ্ঞেঽথ শর্মিষ্ঠা তুষ্মন্তমুপদানবী ॥ ৯৬
ততোঽপরে মহাবীর্য্যা দানবাস্তিদারুণাঃ।
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তদা ॥ ৯৭

পরাক্রমশালী তপস্বী ও মহাবলবান্। তাহাদের মধ্যে প্রধানদের নাম শ্রবণ কর ॥ ৮০

দ্বিমূর্ধা, শকুনি, বিভু, শঙ্কুশিরা, শঙ্কুকর্ণ, বিরাব, গবেষ্টী, দুন্দুভি, অরোমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মথবান্, ইরা, শঙ্কুশিরা, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতদ্রুদ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ, বজ্রনাভ, মহানাভ, বিক্রান্ত, কালনাভ, মহাভুজ, একচক্র, মহাবলী তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাসুর, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা, তুহুণ, সূক্ষ্ম, অতিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, কেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্ধা, কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, হরগ্রীব, বৈরূপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শত শতমায়াকারী শম্বর, শরভ, শলভ ও বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি, এই সকল দানব কশ্যপ হইতে দনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি প্রধান। ইহারা সকলেই মহাবলবান্ ছিল ॥ ৮১-৮৯

নরপতে! মহীপাল! এই সকল দানবের সন্তান গণনা করা যায় না। পুত্র পৌত্র প্রভৃতি অনন্ত সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৯০

স্বর্ভানুর প্রভানামে একটি কন্যা এবং পুলোমার উপদানবী, হয়শিরা ও শর্মিষ্ঠা নামে একটি কন্যা ছিল ॥ ৯১

বৈশ্বানর দানবের দুইটি কন্যা—পুলোমা ও কালিকা। বহু দানববতী অতিশালিনী এই দুইটি কন্যা কশ্যপের পত্নী ছিল ॥ ৯২

এই দুইটি মহিলা দানবগণের আনন্দদানকারী ষাট্ হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহার পর পুনশ্চ চৌদ্দ শত পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ইহারা সকলেই হিরণ্যপুরনিবাসী। মহাতপস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ইহাদের সকলের জনক। হিরণ্যপুরনিবাসী মহাবলবান্ পুলোমা ও কালকের দানবগণ ব্রহ্মার বরে দেবতাগণেরও অবধ্য হইয়াছিল। অর্জুন যুদ্ধে ইহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৯৩-৯৫

প্রভার পুত্র নহুষ, শচীর পুত্র সুরথ, শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু ও উপদানবীর দুষ্মন্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৯৬

অনন্তর সিংহিকাতে আরও অনেক মহাবীর্য্যবান্ অতিদারুণ দানবগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। বিপ্রচিত্তিরও অনেক পুত্র হইয়া-

দৈত্য-দানবসংঘেষু জ্ঞাতান্তীব্রপরাক্রমাঃ
সৈংহিকেয়া ইতি খ্যাতাস্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ ॥ ৯৮
ব্যংশঃ শলশ্চ বলিনৌ নভশ্চৈব মহাবলঃ।
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইবলঃ খসৃমস্তথা ॥ ৯৯
আন্ধিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ।
ওক্রঃ সোত্তরণশ্চৈব বন্ধনাভশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১০০
রাহুর্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ সূর্য্য-চন্দ্রবিমর্দ্দনঃ।
মূকশ্চৈব তুহুণ্ডশ্চ দ্বাদপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ১০১
মারীচঃ সুকপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত।
শিবনাগস্তথা চৈব সুরকল্পশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১০২
এতে বৈ দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০৩
সংহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে।
সমুৎপন্নাঃ সুতপসা মহান্তো ভাবিতাত্মনঃ ॥ ১০৪
ত্রিভ্যঃ কোট্যঃ সুতাস্তেষাং মণিমত্যাং নিবাসিনাম্।
তেঽপ্যবধ্যাস্তু দেবানামর্জ্জুনেন নিপাতিতাঃ ॥১০৫
ষট্ সুতাঃ সুমহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কাকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচি গৃধ্রিকা ॥১০৬
কাকী কাকানজনয়ত্তূলূকী প্রত্যূলূককান্।
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্রাপি ॥১০৭
শুচিরৌদ্রকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু পতত্রিণঃ।
অশ্বাগুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৮
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়স্তথা
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ১০৯
সুরসায়াঃ সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্।
অনেকশিরসাং তাত খেচরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১১০
কাদ্রবেয়াশ্চ বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ।
সুপর্ণবিগতা নাগা জজ্ঞিরেঽনেকমস্তকাঃ ॥ ১১১
তেষাং প্রধানাঃ সততং শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ।
ঐরাবতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ ॥ ১১২
এলাপত্রস্তথা শঙ্খঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
মহানীল-মহাকর্ণৌ ধৃতরাষ্ট্র-বলাহকৌ ॥ ১১৩
কুহরঃ পুষ্পদংষ্ট্রশ্চ দুর্মুখঃ সুমুখস্তথা।
শঙ্খশ্চ শঙ্খপালশ্চ কপিলো বামনস্তথা ॥ ১১৪

ছিল, এইভাবে দিতিপুত্র ও দনুপুত্রগণের সহস্র হওয়ায় তাঁর পরাক্রমশালী বহু পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তেরজন মহাবলবান্ দানব সৈংহিকের নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্যংশ, শলা, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইবল, খসৃম, আন্ধিক, নরক, কালনাভ, ওক্র, সোত্তরণ ও বন্ধনাভ এই তেরজন মহাসত্ত্ববান্ দানব সৈংহিকেয় ॥ ৯৭-১০০

ইহাদের মধ্যে রাহু সকলের জ্যেষ্ঠ। ঐ রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রের পীড়াদায়ক। তাহার দুইটি পুত্র মূক ও তুহুণ্ড ॥ ১০১

সুকের পুত্র মারীচ তাড়কার গর্ভে জন্মিয়াছিল। পরে তাহাদের শিবনাগ ও সুরকল্পনামক বলবান্ দুইটি পুত্র হইয়াছিল ॥ ১০২

এই সকল শ্রেষ্ঠ দানবগণ দনুবংশবৃদ্ধিকারী হইয়াছিল। ইহাদের শত শত পুত্র ও হাজার হাজার পৌত্র হইয়াছিল। সংহ্লাদনামক দৈত্যের বংশে নিবাতকবচগণ জন্মিয়াছিল। ইহারা সকলেই তপস্যার দ্বারা শক্তিলাভ করিয়া আত্মবিশ্বাসী ও মহান্ হইয়াছিল ॥ ১০৩-১০৪

মণিমতীপুরীতে নিবাসকারী নিবাতকবচগণের তিন কোটি পুত্র ছিল। তাহারা দেবতাদেরও অবধ্য। অর্জুনের দ্বারা তাহারা নিহত হইয়াছিল ॥ ১০৫

তাম্রার অতিবলবতী ছয়টি কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের নাম কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা ॥১০৬

শত্রুদমন। কাকী কাকসমূহকে, উলূকী উলূকসমূহকে, শ্যেনী শ্যেন (বাজ)-সমূহকে, ভাসী ভাসসমূহকে ও গৃধ্রিকা গৃধ্র-সমূহকে জন্ম দিয়াছিল। শুচি জলচর পক্ষীকে, সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভসমূহকে জন্ম দিয়াছিল। এইভাবে তাম্রার বংশ কীর্ত্তিত হইল ॥ ১০৭-১০৮

বিনতার দুই পুত্র অরুণ ও গরুড়। ইহাদের মধ্যে গরুড় নিজ কর্মের দ্বারা পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অতি দারুণ হইয়াছিল ॥ ১০৯

তাত। সুরসার এক হাজার সর্প পুত্র হইয়াছিল। সুরসার পুত্র সর্পগণ অমিতবলশালী, অনেক মস্তকবিশিষ্ট, আকাশগামী ও বিশালকায় ছিল ॥ ১১০

কদ্রুর অমিতবলশালী হাজার পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলে গরুড়ের অধীন ও অনেক মস্তকবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র

নহুষঃ শঙ্খযোনো চ মনিরিত্যেবমাদয়ঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১১৫
চতুর্দশ সহস্রাণি কুরাণাং পরমাণিনাম্।
গণঃ ক্রোধবশো বিদ্ধি তস্য সর্গে চ সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১৬
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽজাশ্চ ধরায়াঃ প্রসবাঃ স্মৃতাঃ
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা ॥ ১১৭
ইরা বৃক্ষ-লতা-বল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্বশঃ
খশা তু যক্ষ-রক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ॥ ১১৮
অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্বানিত্যেতজ্জগৎ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্তিতাঃ স্থাণু-জঙ্গমাঃ ॥ ১১৯
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এষ মন্বন্তরে তাত সর্গঃ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥ ১২০
বৈবস্বতে তু মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ।
জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥ ১২১
পূর্বং যত্র তু ব্রহ্মর্ষীণুৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্।
পুত্রাংশ্চ কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ১২২
ততো বিরোধে দেবানাং দানবানাঞ্চ ভারত
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥ ১২৩
তাং কশ্যপঃ প্রসন্নস্থা মনাগারাধিতস্তয়া।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বব্রে বরং ততঃ ॥ ১২৪
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থননিতৌজসম্।
স চ তস্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রাপ্তিতঃ মহাতপাঃ ॥ ১২৫
দত্ত্বা চ বরমব্যগ্রো মারীচস্তামভাষত
ভবিষ্যতি সুতস্তেঽয়ং যত্নেবং ধারয়িষ্যসি ॥ ১২৬
ইন্দ্রং হন্তা নিহন্তা তে গর্ভং বৈ শরণাং শতম্
যদি ধারয়সে শৌচং তৎপরা ব্রতমাস্থিতা ॥ ১২৭
তথেত্যভিহিতো ভর্ত্রা তয়া দেব্যা মহাতপাঃ
ধারয়ামাস গর্ভং তু শুচিঃ সা বসুধাধিপ ॥ ১২৮
ততোঽভ্যাগমনং পিত্র্যাং গর্ভমাধায় কশ্যপঃ।
রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠং দেবানামনিতৌজসম্ ॥ ১২৯

শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, দৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুঞ্জর, পুষ্পদংষ্ট্র, হর্ষুখ, দুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা ও মনি প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের পুত্র-পৌত্রগণকে শতশত বিনষ্ট করিয়াছিল। ১১১-১১৫

বাহুভঙ্গ ক্রুর সর্পগণের ক্রোধ হাজার সংখ্যক 'ক্রোধবশ' নামক একটি গণ বা দল ছিল—ইহা জানিও। তাহারা সকলেই দংষ্ট্রাবিশিষ্ট ছিল। ১১৬

স্থলচর ও জলচর সকল পক্ষীকে ধরার সন্তান বলা হয়। সুরভি গো ও মহিষসমূহকে উৎপন্ন করিয়াছিল। ১১৭

ইরা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও সকল প্রকার তৃণ, খশা যক্ষ ও রাক্ষস-গণকে এবং মুনি অপ্সরাদিগকে জন্মদান করিয়াছিল। ১১৮

অরিষ্টা মহাবলবান্ অতিপরাক্রমী গন্ধর্বগণকে জন্মদান করিয়াছিল। এইভাবে কশ্যপ হইতে উৎপন্ন স্থাবর-জঙ্গমের কথা বলিলাম ॥ ১১৯

ইহাদের শত শত পুত্র ও হাজার হাজার পৌত্র হইয়াছিল। তাত! এইরূপে স্বারোচিষ মন্বন্তরের সৃষ্টি বর্ণিত হইল ॥ ১২০

বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণদেবতাসম্বন্ধী বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছিল এবং আহুতিদানরত ব্রহ্মা যে ক্রমে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি ॥ ১২১

ঐ সময় পিতামহ ব্রহ্মা পূর্বে স্বকীয় সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন সাতজন ব্রহ্মর্ষিকে নিজ ঔরসপুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১২২

তারত! অনন্তর দেবগণ ও দানবগণের বিরোধের ফলে দানবগণের বিনাশ হইলে পুত্রহীনা দিতি মহর্ষি কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়াছিল ॥ ১২৩

দিতিকর্তৃক আন্তরিকভাবে সেবিত হইয়া প্রসন্নচিত্ত কশ্যপ দিতিকে বর দিতে চাহিলেন। তখন দিতি বর প্রার্থনা করিল যে, ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ অমিতবলসম্পন্ন একটি পুত্র প্রদান করুন। মহাতপস্বী কশ্যপ তাহাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। ১২৪-১২৫

বর প্রদান করিয়া কশ্যপ শান্তভাবে দিতিকে বলিলেন—যদি তুমি বিধানানুসারে এই গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ঐরূপ হইবে। যদি তুমি একাগ্রচিত্তে পবিত্রভাবে ব্রতাচরণ করিতে করিতে একশত বৎসর এই গর্ভ ধারণ কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রের নিহন্তা হইবে। ১২৬-১২৭

মহীপাল! মহাতপস্বী কশ্যপকে দিতি বলিল—'আপনার নির্দেশ পালন করিব'। তারপর দিতি পবিত্রভাবে গর্ভকে ধারণ করিয়া থাকিতে লাগিল। ১২৮

অমিতপরাক্রমশালী দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠগণকে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া সেইস্থান হইতে

তেজঃ সম্ভৃতা দুর্ধর্ষমবধ্যমমরৈরপি।
জগাম পর্বতায়ৈব তপসে শংসিতব্রতঃ॥ ১৩০
তস্যাশ্চৈবান্তরপ্রেপ্সুরভবৎ পাকশাসনঃ।
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমচ্যুতঃ॥ ১৩১
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ।
নিদ্রাক্ষ কারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ॥ ১৩২
বজ্রপাণিস্ততো গর্ভং সপ্তধা তং ন্যকৃন্তত।
স পাট্যমানো বজ্রেণ গর্ভস্তু প্ররুরোদ হ॥ ১৩৩
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরথাব্রবীৎ।
সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রো রুষিতঃ পুনঃ॥ ১৩৪
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণৈবারিকর্শনঃ।
মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুর্ভরতর্ষভ॥ ১৩৫
যস্মাদেবোক্তং মঘবতা তস্মৈব মরুতোঽভবন্।
দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ॥ ১৩৬
তেষামেবং প্রবৃদ্ধানাং ভূতানাং জনমেজয়।
রোচয়ন্ বৈ গণশ্রেষ্ঠং দেবানামমিতৌজসাম্॥ ১৩৭
নিকায়েষু নিকায়েষু হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতীন্।
ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথূপূর্বাণি ভারত॥ ১৩৮
স হরিঃ পুরুষো বীরঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
পর্জন্যস্তপনোঽব্যক্তস্তস্য সর্বমিদং জগৎ॥ ১৩৯
ভূতসর্গমিমং সম্যগ্ জানতো ভরতর্ষভ।
মরুতাঞ্চ শুভং জন্ম শৃণ্বতঃ পঠতোঽপি বা॥
নাবৃত্তিভয়মস্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ॥ ১৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি মরুদুৎপত্তিকথনে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩

চলিয়া গেলেন। প্রশংসনীয় ব্রতাচারপরায়ণ কশ্যপ দিতির গর্ভে দেবতাদের অবধ্য দুর্ধর্ষ বীর তেজ স্থাপিত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য পর্বতে গমন করিলেন। ১২৯-১৩০

ইন্দ্র দিতির ছিদ্রান্বেষণ করিতে উদ্যত হইয়া ছদ্মভাবে দিতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র দিতির ছিদ্র দর্শন করিলেন। একদিন দিতি পাদ প্রক্ষালন না করিয়াই শয্যাগ্রহণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহার কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। ১৩১-১৩২

বজ্রপাণি ইন্দ্র ঐ গর্ভকে সাতভাগে কাটিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা গর্ভকে কাটিতে থাকিলে ঐ গর্ভ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১৩৩

তখন ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—'রোদন করিও না।' ঐ গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াও রোদন করিতে থাকিলে অধিকতর ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গর্ভের প্রত্যেকটি ভাগকে বজ্রের দ্বারা সাতভাগে বিভক্ত করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা উনপঞ্চাশ জন মরুদ্গণাত্মক দেবতা হইলেন। ১৩৪-১৩৫

ইন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন 'মা রোদীঃ', এইজন্য তাঁহারা মরুৎ নামক দেবতা হইলেন। এই উনপঞ্চাশজন দেবতাই বজ্রপাণি ইন্দ্রের সাহায্যকারী হইলেন। ১৩৬

জনমেজয়! এইভাবে যখন ঐ সকল প্রাণী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন অমিতবিক্রমসম্পন্ন দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীকে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীহরি সকল দেবতা-গোষ্ঠীতে এক একজন প্রজাপতি নিযুক্ত করিলেন। ভারত! তিনি পৃথুকে প্রথম রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমানুসারে ঐ রীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ১৩৭-১৩৮

শ্রীকৃষ্ণই ঐ হরি, তিনিই পুরুষ, বীর, জিষ্ণু ও প্রজাপতি। তিনিই মেঘ, তিনিই সূর্য এবং তিনিই অব্যক্ত। এই সকল জগৎ তাঁহারই। ১৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ভূত-সৃষ্টিকে পূর্বরূপে যিনি জানেন এবং যিনি মরুদ্গণের শুভ জন্মকথা শ্রবণ করেন কিংবা অধ্যয়ন করেন, তাঁহার পুনর্জন্মের ভয় থাকে না; সুতরাং পরলোকভয় কোথা হইতে হইবে? ১৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে মরুদ্গণের উৎপত্তিকথনবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বোঽধ্যায়ঃ।

[পৃথোরুপাখ্যানম্, রাজ্যাভিষেকঃ, দিক্‌পালানাং প্রতিষ্ঠা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভিষিচ্যাথ রাজ্যে তু পৃথুং বৈন্যং পিতামহঃ
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১

দ্বিজানাং বীরুধাঞ্চৈব নক্ষত্র-গ্রহয়োস্তথা।
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব সোমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ২

অপাং তু বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং প্রভুম্
বৃহস্পতিং তু বিশ্বেষাং দদাবাঙ্গিরসং পতিম্ ॥ ৩

ভৃগূণামধিপং চৈব কাব্যং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥ ৪

প্রজাপতীনাং দক্ষং তু মরুতামথ বাসবম্।
দৈত্যানাং দানব নাঞ্চ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ৫

বৈবস্বতঞ্চ পিতৃণাং যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
নাগানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ মন্ত্রাণাঞ্চ তথা গবাম্ ॥ ৬

যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ।
নারায়ণং তু সাধ্যানাং রুদ্রাণাং বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭

বিপ্রচিত্তিং তু রাজানং দানবানামথাদিশৎ।
সর্বভূত-পিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৮

শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনামথ সাগরম্।
গন্ধর্বাণাং তথা চৈত্যং ভূতানামশরীরিণাম্ ॥
শব্দাকাশবতাঞ্চৈব বায়ুং বহ্নিনাং বরম্ ॥ ৯

গন্ধর্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং প্রভুম্।
নাগানাং বাসুকিং চক্রে সর্পাণামথ তক্ষকম্ ॥ ১০

বারণানাঞ্চ রাজানমৈরাবতমথাদিশৎ
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং গরুড়ঞ্চৈব পক্ষিণাম্ ॥ ১১

মৃগাণামথ শার্দূলং গোবৃষঞ্চ গবাং পতিম্।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাদিশৎ প্রভুম্ ॥ ১২

সাগরাণাং নদীনাঞ্চ মেঘানাং বর্ষণস্য চ।
আদিত্যানামধিপতিং পর্জন্যমভিষিক্তবান্ ॥ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়।

[পৃথুর উপাখ্যান, রাজ্যাভিষেক, দিক্‌পালগণের প্রতিষ্ঠা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পিতামহ বেনপুত্র পৃথুকে অধিরাজ-রূপে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ অন্য অন্য রাজ্য বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

দ্বিজ, লতা, নক্ষত্র গ্রহ, যজ্ঞ ও তপস্যা—এই সকলের রাজ্যে চন্দ্রমাকে অভিষিক্ত করিলেন। ২

জলরাজ্যে বরুণকে, রাজগণের (বা যক্ষগণের) রাজ্যে বিশ্রবার পুত্র কুবেরকে এবং বিশ্বেদেবগণের রাজ্যে আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে রাজা করিলেন। ৩

ভৃগুগণের রাজ্যে শুক্রাচার্য্যকে, আদিত্যরাজ্যে বিষ্ণুকে এবং বসুগণের রাজ্যে অগ্নিকে অভিষিক্ত করিলেন। ৪

প্রজাপতিগণের রাজ্যে দক্ষকে, মরুদ্‌গণের রাজ্যে ইন্দ্রকে, দৈত্য-দানবগণের রাজ্যে অমিতবীর্য্য প্রহ্লাদকে এবং পিতৃগণের রাজ্যে সূর্য্যপুত্র যমকে অভিষিক্ত করিলেন। ৫

যোক্ষসমাতৃকা, ব্রত, মন্ত্র, গো, যজ্ঞ, রাক্ষস, পার্থিব পদার্থ ও সাধ্যগণের রাজ্যে নারায়ণকে এবং রুদ্রগণের রাজ্যে বৃষভধ্বজ শিবকে অভিষিক্ত করিলেন। ৬-৭

দানবগণের রাজা হইবার জন্য বিপ্রচিত্তিকে আদেশ করিলেন। ভূত ও পিশাচগণের রাজা হইবার জন্য শূলপাণি মহাদেবকে আদেশ করিলেন। ৮

হিমালয়কে পর্বতগণের, সাগরকে নদীসমূহের, গন্ধর্বরা, মরুৎ ও শরীরশূন্য ভূতগণের এবং শব্দ ও আকাশবিশিষ্ট বস্তু-সমূহের বীর্য্যবান্ বায়ুকে রাজা হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ৯

অতিমান্ চিত্ররথকে গন্ধর্বগণের অধিপতি করিলেন, বাসুকিকে নাগগণের ও তক্ষককে সর্পগণের অধিপতি করিলেন। ১০

হস্তীদের মধ্যে ঐরাবতকে, অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাকে ও পক্ষীদের মধ্যে গরুড়কে, বনচারী পশুমধ্যে শার্দূলকে, গোমধ্যে বৃষকে, বৃক্ষমধ্যে প্লক্ষকে (পাকুড়গাছ) অধিপতি হইতে আদেশ করিলেন। ১১-১২

সাগর, নদী, মেঘ, বর্ষা ও সূর্য্যের অধিপতিরূপে পর্জন্যকে অভিষিক্ত করিলেন। ১৩

সর্বেষাং দংষ্ট্রিণাং সেহং রাজানমভ্যষেচয়ৎ।
সরীসৃপানাং সর্পাণাং রাজানঞ্চৈব তক্ষকম্ ॥ ১৪
গন্ধর্বাপ্সরসাঞ্চৈব কামদেবং তথা প্রভুম্।
ঋতূনামথ মাসানাং দিবসানাং তথৈব চ ॥ ১৫
পক্ষাণাঞ্চ ক্ষপাণাঞ্চ মুহূর্ত-তিথি-পর্বণাম্।
কলা-কাষ্ঠাপ্রমাণানাং সূতেরয়নয়োস্তথা ॥ ১৬
গণিতস্যাথ যোগস্য চক্রে সংবৎসরং প্রভুম্।
এবং বিভজ্য রাজ্যানি ক্রমেণ স পিতামহঃ ॥ ১৭
দিশাপালানামথ তত: স্থাপয়ামাস চাব্রবীৎ।
পূর্বস্যাং দিশি পুত্রস্তে বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৮
দিশাপালঃ সুধন্বানং রাজানং চাভ্যষেচয়ৎ।
দক্ষিণস্যাং মহাত্মানং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৯
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ।
পশ্চিমায়াং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্ ॥
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ।
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জন্যস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২১
উদীচ্যাং দিশি দুর্ধর্ষং রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপর্বতা ॥ ২২

যথাপ্রদেশমন্যাপি ধর্মেণ পরিপাল্যতে।
রাজসূয়াভিষিক্তস্তু পৃথুরেভির্নরাধিপৈঃ
বেদদৃষ্টেন বিধিনা রাজরাজো নরাধিপ ॥ ২৩
ততো মন্বন্তরেঽতীতে চাক্ষুষেঽমিততেজসি।
বৈবস্বতস্য মনবে ব্রহ্মা রাজ্যমথাদিশৎ ॥
তস্য বিস্তরমাখ্যাস্যে মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ২৪
তবাপ্যনুকূল্যাদ্ রাজেন্দ্র যদি শুশ্রূষসেঽনঘ।
মহদ্ভোত্তদধিষ্ঠানং পুরাণং পরিকীর্তিতম্ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গবাসকরং শুভম্ ॥ ২৫

জনমেজয় উবাচ।

বিস্তরেণ পৃথোর্জন্ম বৈশম্পায়ন কীর্তয়।
যথা মহাত্মনা তেন দুহা চেয়ং বসুন্ধরা ॥ ২৬
যথা চ পিতৃভির্দুগ্ধা যথা দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
যথা দৈত্যৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা যক্ষৈর্যথা দ্রুমৈঃ ॥ ২৭
যথা শৈলৈঃ পিশাচৈশ্চ গন্ধর্বৈশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাসত্ত্বৈর্যথা দুহা বসুন্ধরা ॥ ২৮
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ বৈশম্পায়ন কীর্তয়।
বৎসান্ ক্ষীরবিশেষাংশ্চ দোহাংশ্চ চানুপূর্বশঃ ॥ ২৯

দংষ্ট্রাবিশিষ্ট সর্পগণের মধ্যে শেষকে, সরীসৃপ ও সর্পগণের মধ্যে তক্ষককে রাজা করিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মধ্যে শক্তিশালী কামদেবকে, এবং ঋতু, মাস, দিবস, পক্ষ, রাত্রি, মুহূর্ত, তিথি, পর্ব, কলা, কাষ্ঠা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতি, গণিত ও গ্রহণের অধিপতিরূপে সংবৎসরকে অভিষিক্ত করিলেন। পিতামহ এই-ভাবে রাজ্য বিভাগ করিয়া ক্রমানুসারে দিক্‌পালগণকে স্থাপন করিলেন। বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধন্বাকে পূর্বদিকের দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। কর্দম প্রজাপতির পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদকে দক্ষিণদিকের দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। রজসের পুত্র মহাত্মা কেতুমান্ অচ্যুতকে পশ্চিমদিকের দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। পর্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্ধর্ষ হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকের দিক্‌পাল পদে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ সকল দিক্‌পাল সপ্তদ্বীপা পর্বতসহিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজ নিজ প্রদেশানুসারে ধর্মের সহিত অদ্যাপি পালন করিতেছেন। নরাধিপ! এই সকল রাজন্যবর্গ বেদবিধি অনুসারে রাজসূয়যজ্ঞে রাজরাজপদে পৃথুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩-২০

অনন্তর অমিততেজস্বী চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তর অতীত হইলে ব্রহ্মা বৈবস্বতমনুকে রাজ্য প্রদান করিলেন। পাপহীন রাজেন্দ্র! তুমি একমন হইয়া যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার নিকট বৈবস্বত মনুর বিস্তৃতি বর্ণন করিব। আমি তোমাকে অতি প্রাচীন ইতিহাস শুনাইতেছি। ইহার শ্রবণে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, ধনপ্রাপ্তি হয়, যশ ও আয়ু লাভ হয়, এই শুভ আখ্যান শ্রবণ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ॥ ২৩-২৫

জনমেজয় বলিলেন—বৈশম্পায়ন! আপনি পৃথুর জন্ম-কথা বিস্তৃতভাবে কীর্তন করুন, ঐ মহাত্মা যেভাবে বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। পিতৃগণ যেভাবে এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন এবং দেবগণ, ঋষিগণ, দৈত্যগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, বৃক্ষগণ, পর্বতগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্বগণ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, মহাবল-শালী রাক্ষসগণ এই বসুন্ধরাকে যেভাবে দোহন করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন! দোহন করিবার সময় সেই সকল দোহনকারীর নিকট কিরূপ পাত্র ছিল, দোহনে বৎস কি কি ছিল এবং কিরূপ দুগ্ধ ও দোহনকর্তা ছিল, এই সকল বিষয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন ॥ ২৬-২৯

যস্মাচ্চ কারণাৎ পার্থিবৈর্বেনস্য মথিতঃ পুরা।
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিস্তাত কারণং তচ্চ কীর্ত্তয় ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পৃথোর্বৈন্যস্য বিস্তরম্।
একাগ্রঃ প্রযতশ্চৈব শৃণুষ্ব জনমেজয় ॥ ৩১

নাশুচেঃ ক্ষুদ্রমনসঃ কৃশিষ্যায়াব্রতায় চ।
কীর্ত্তনীয়মিদং রাজন্ কৃতঘ্ন য হিতায় বা ॥ ৩২

তাত! প্রাচীনকালে মহর্ষিগণ যে কারণে বেণের হস্তকে মথিত করিয়াছিলেন এবং যে কারণে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আপনি কীর্ত্তন করুন। ৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! আমি তোমার নিকট বেণপুত্র পৃথুর কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। একাগ্রচিত্তে যত্নের সহিত শ্রবণ কর। ৩১

যে ব্যক্তি অশুচি ও ক্ষুদ্রচিত্ত, যে কৃশিষ্য ও ব্রতহীন, যে কৃতঘ্ন ও অহিতকারী, তাহার নিকট এই কথা কীর্ত্তন করা উচিত নয়। ৩২

রাজন্! এই কথা স্বর্গ, যশ, আয়ু ও ধর্ম্মের প্রাপ্তিহেতু। ইহা বেদের সমান। এই রহস্যকথা ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ৩৩

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া বেণপুত্র পৃথুর বিস্তৃত ভাবে কীর্ত্তন করে, সে দুষ্কর্ম্মের জন্য ও শুভ কর্ম্ম করা হইল না বলিয়া অনুতাপ করে না। ৩৪

স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধর্ম্যং বেদেন সম্মিতম্।
রহস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণু রাজন্ যথাতথম্ ॥ ৩৩

যশ্চৈনং কথয়েন্নিত্যং পৃথোর্বৈন্যস্য বিস্তরম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পৃথুপাখ্যানে চতুর্থে ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পৃথুর আখ্যানবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[পৃথোরুপাখ্যানম্—অত্যাচারং কৃত্বা বেনস্য বিনাশঃ, পৃথোর্জন্মনশ্চরিত্রস্য চ বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীদ্ ধর্ম্মস্য গোপ্তা বৈ পূর্ব্বমত্রিসমঃ প্রভুঃ।
অত্রিবংশসমুৎপন্নস্তেজো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ১

তস্য পুত্রোঽভবদ্ বেনো নাত্যর্থং ধর্ম্মকোবিদঃ।
জাতো মৃত্যাসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ ॥ ২

স মাতামহদোষেণ বেনঃ কালাত্মজাত্মজঃ।
স্বধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভেষবর্ত্তত ॥ ৩

পঞ্চম অধ্যায়।

[পৃথুর উপাখ্যান—অত্যাচার করিয়া বেণের বিনাশ এবং পৃথুর জন্ম ও চরিত্রবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! পূর্ব্বকালে অত্রিসমান একজন প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ও অত্রির মত শক্তিশালী এবং অত্রির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বেণ নামে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল। সে যথার্থভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিত না। সে মৃত্যুর কন্যা সুনীথার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১-২

কালকন্যা সুনীথার পুত্র বেণ মাতামহের দোষের জন্য নিজ ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া কামবশতঃ অতিলোভে পতিত হইল। ৩

মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাপেতাং স পার্থিবঃ।
বেনধর্ম্মানতিক্রম্য সোঽধর্ম্মনিরতোঽভবৎ ॥ ৪
নিঃস্বাধায়বষট্কারাস্তস্মিন্ রাজনি শাসতি।
প্রবৃত্তং ন পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ ॥ ৫
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৬
অহমিজ্যশ্চ যষ্টা চ যজ্ঞশ্চেতি ক্রুরাদ্বহ।
ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥ ৭

সেই বেণরাজা ধর্ম্মরহিত নিয়ম স্থাপন করিলেন এবং বেদবিহিত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মে রত হইলেন। ৪

তাঁহার রাজত্বকালে দেবগণ, স্বাধ্যায় ও বষট্‌কারশূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত যজ্ঞে আহুত সোমরস পানে অক্ষম হইলেন। ৫

যখন তাঁহার বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তিনি এইরূপ ক্রূর প্রতিজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, আমার রাজ্যে যজ্ঞ করিবে না, হোম করিবে না। ৬

তমতিক্রান্তমর্যাদমাদদানমধর্মতঃ।
ঊচুর্মহর্ষয়ঃ সর্বে মরীচিপ্রমুখাস্তদা ॥ ৮
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্।
অধর্মং কুরু মা বেন নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯
নিবনেঽত্র প্রসূতস্ত্বং প্রজাপতিরসংশয়ম্।
প্রজাশ্চ পালয়িষ্যেঽহমিতি তে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ১০
তাংস্তদা ক্রুধতঃ সর্বান্ মহর্ষীনব্রবীৎ তদা
বেনঃ প্রহস্য দুর্বুদ্ধিরিমমর্থমনর্থবিৎ ॥ ১১

বেন উবাচ।

স্রষ্টা ধর্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া।
হুত-দার্শা-তপঃ-সত্রৈর্যয়া বা কঃ সনো ভুবি। ১২
প্রভবঃ সর্বভূতানাং ধর্মশ্চাহং বিশেষতঃ।
সম্মূঢ়া ন বিগচ্ছন্তি ভবন্তো মামচেতসঃ ॥ ১৩
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং তথা জলৈঃ।
খং ভুবঞ্চৈব রুন্ধ্যাং মাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১৪

যদা ন শক্যতে মোহাদবলেপাচ্চ পার্থিবঃ।
অপুনেতুং তদা বেনস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৫
নিগৃহ্য তং মহাত্মানো বিক্ষুরন্তং মহাবলম্
ততোঽস্য সব্যমূরুং তে মমন্থুর্জাতমন্যবঃ ॥ ১৬
তস্মিংস্তু মথ্যমানে বৈ রাজ্ঞ ঊরৌ প্রজজ্ঞিবান্।
দুষ্কোঽতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাতিবভূব হ
স ভীতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা স্থিতবান্ জনমেজয়
তমত্রিবিহ্বলঃ দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রবীৎ তদা ॥ ১৮
নিষাদবংশকর্তাসৌ বভূব বদতাং বর
ধীবরানসৃজচ্চ ষ বেনকল্মষসম্ভবান্ ॥ ১৯
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্ত্বমারাস্তুপরাস্তথা
অধর্মরুচয়ো যে চ বিদ্ধি তান বেনসম্ভবান্ ॥ ২০
ততঃ পুনর্মহাত্মানঃ পাণিং বেনস্য দক্ষিণম্।
অরণীমিব সংরব্ধা মমন্থুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ২১
পৃথুস্তস্য ৎ সমুত্তস্থৌ করাজ্জ্বলনসন্নিভঃ
দীপ্যমানঃ স্বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! বেন প্রচার করিতে লাগিলেন যে, আমিই যজ্ঞের দ্বারাধ্য, আমিই যজ্ঞকর্তা ও আমিই যজ্ঞ। আমার উদ্দেশেই যজ্ঞে হোম করিতে হইবে। ৭

তখন মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ মর্যাদা লঙ্ঘনকারী অন্যায়াচারে প্রজার ধনগ্রহণকারী বেনকে বলিলেন। ৮

আমরা বহু বর্ষে সমাপ্তিযোগ্য দীক্ষায় (ব্রতে) প্রবেশ করিব। বেন! তুমি অধর্ম করিও না, যেহেতু ইহা সনাতন ধর্ম নয়। তুমি এই বংশে শ্রেষ্ঠ পতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। তুমি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি প্রজাগণের পালন করিব। ৯-১০

মহর্ষিগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে তখন অনর্থপ্রবৃত্ত দুর্বুদ্ধি বেন উপহাস করিয়া মহর্ষিগণকে বলিলেন। ১১

বেন বলিলেন—আমি ব্যতীত ধর্মের স্রষ্টা কে আছে? আমি কাহার কথা শুনিব? এই পৃথিবীতে শাস্ত্রজ্ঞান, দীক্ষা, তপস্যা সত্ত্বে আমার সমান কে আছে? ১২

আপনারা মূঢ় ও জ্ঞানহীন। সেইজন্য সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ধর্মের উৎপত্তিকারণ আমাকে জানিতে পারিতেছেন। ১৩

আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি ও জলে প্লাবিত করিতে পারি এবং পৃথিবী ও আকাশকে অবরোধ করিতে পারি—এ বিষয়ে আপনাদের সংশয় করা উচিত নয়। ১৪

এইরূপ মোহের ও গর্বের জন্য বেন রাজাকে যখন মহর্ষিগণ ধর্মপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৫

মহাত্মা মহর্ষিগণ ঊরুতে অতিশয় মহাবলবান্ বেনকে নিগৃহীত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অতিশয় ক্রোধে অধীর হইয়া বেনের বামঊরু মন্থন করিতে লাগিলেন। ১৬

বেনরাজার ঊরু মথিত হইতে থাকিলে তাহা হইতে অতিশয় খর্বাকৃতি ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। ১৭

জনমেজয়! সে ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন অত্রি তাহাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া বলিলেন—নিষীদ (উপবেশন কর)। ১৮

বাগ্মিবর! রাজন্! ঐ পুরুষ নিষাদবংশের প্রবর্তক হইল এবং বেনের পাপ হইতে সমুদ্ভূত ধীবরগণের সৃষ্টি করিল। ১৯

যাহারা বিন্ধ্যবাসী ভূষার, তুষর প্রভৃতি এবং যাহারা অধর্মে রুচিবান্, তাহাদিগকে বেনপাপসমুদ্ভূত বলিয়া বুঝিবে। ২০

অনন্তর ক্রুদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণ বেনের দক্ষিণ হস্তকে পুনরায় অরণির মত মন্থন করিতে লাগিলেন। ২১

তখন সেই দক্ষিণ হস্ত হইতে অগ্নিতুল্য পৃথু উৎপন্ন হইলেন। তিনি স্বকীয় তেজ দ্বারা দীপ্যমান ও সাক্ষাৎ অগ্নির মত উজ্জ্বল ছিলেন। ২২

স ধন্বী কবচী জাতঃ পৃথুরেব মহাযশাঃ।
আজগবং নাম ধনুর্দিব্যং মহারবম্ ॥
শরাংশ্চ দিব্যান্ রক্ষার্থং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্ ॥ ২৩
তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ।
সমাপেতুর্মহারাজ বেনশ্চ ত্রিদিবং গতঃ ॥ ২৪
সমুৎপন্নেন কৌরব্য সৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
ত্রাতঃ স পুরুষব্যাঘ্র পুন্নাম্নো নরকাৎ তদা ॥ ২৫
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্বশঃ
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব এবোপতস্থিরে ॥ ২৬
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ২৭
সমাগম্য তদা বৈন্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্
মহতা রাজরাজ্যেন প্রজাপালং মহাদ্যুতিম্ ॥ ২৮
সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্মকোবিদৈঃ।
আদিরাজো তদা রাজ্যাং পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৯
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ
অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেতি চাভবৎ ॥ ৩০
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রশ্চাভিযাস্যতঃ
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ৩১
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী নিধ্যন্ত্যাদীনি চিন্তয়া।
সর্বকামদুঘা সাধ্বী পুটকে পুটকে মধু ॥ ৩২
এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ ॥ ৩৩
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ।
পৃথোঃ স্তবার্থে তৌ তত্র সমানূতৌ সুরর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
তাবূচুর্ঋষয়ঃ সর্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
কর্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং চায়ং নরাধিপঃ ॥ ৩৫
তাবূচতুস্তদা সর্বাংস্তানৃষীন্ সূত-মাগধৌ।
আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ৩৬
ন চাস্য বিদ্মো বৈ কর্ম ন তথা লক্ষণং যশঃ।
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্যাব রাজর্ষেস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ ॥ ৩৭

মহাযশস্বী পৃথু ধনুর্ধারী ও কবচবান্ হইয়াই উৎপন্ন হইলেন। অতিশয় শব্দযুক্ত প্রাচীন 'আজগব' নামক ধনু, দিব্য বাণ ও রক্ষাকারী অত্যুজ্জ্বল কবচ ধারণ করিয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২৩

মহারাজ! পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে সকল প্রাণী অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বেনরাজ স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৪

কুরুকুলজাত! নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ও সৎ পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় বেনরাজ 'পুৎ' নামক নরক হইতে পরিত্রাত হইলেন ॥ ২৫

পৃথুর অভিষেকের জন্য সমুদ্র ও নদীসমূহ রত্ন ও জল লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৬

ভগবান্ পিতামহ অঙ্গিরাবংশজাত দেবগণের সহিত আগমন করিলেন এবং স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীও সেখানে আসিলেন ও মহাদ্যুতি বেনপুত্র পৃথুকে মহারাজাধিরাজপদে প্রজাপালক-রূপে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২৭-২৮

মহাতেজস্বী প্রতাপশালী বেনপুত্র পৃথু ধর্মজ্ঞকর্তৃক বিধিপূর্বক রাজগণের আদিরাজরূপে অভিষিক্ত হইলেন এবং নিজ পিতার দ্বারা নির্যাতিত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিলেন। এইভাবে প্রজাগণের প্রতি অনুরাগের জন্য তাঁহার 'রাজা' এই নাম হইল ॥ ২৯-৩০

ইনি যখন সমুদ্রে গমন করিতেন, তখন জল স্তব্ধ হইয়া যাইত। আকাশে গমন করিলে পর্বতসমূহ পথ ছাড়িয়া দিত। রথের পতাকা কখনও নত বা ভগ্ন হইত না ॥ ৩১

ইহাঁর রাজত্ব-সময়ে পৃথিবী বিনা কর্ষণে শস্য দান করিত। ইনি চিন্তা করিলেই অন্নাদি ভোজ্য পদার্থে প্রস্তুত হইয়া যাইত। যাচ্ঞাগণ কামধেনুর মত কামনা পূর্ণ করিত। বৃক্ষের প্রত্যেকটি পত্রে মধুর রস পূর্ণ হইয়া থাকিত ॥ ৩২

এই সময়ে পিতামহের শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানে সোমরস নিষ্কাসনের সময়ে মহামতি সূত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৩

সেই মহাযজ্ঞে বুদ্ধিমান্ মাগধ উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবতা ও ঋষিগণ পৃথুর স্তুতির জন্য ঐ সূত ও মাগধ এই দুইজনকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৩৪

ঋষিগণ তাঁহাদের দুজনকে বলিলেন, তোমরা এই নরপতির স্তুতি কর। এই কার্য তোমাদের অনুরূপ এবং এই রাজা স্তুতির পাত্র ॥ ৩৫

তখন সূত ও মাগধ দুইজনে সকল ঋষিগণকে বলিল—আমরা নিজ কর্মের দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণকে প্রীত করিব ॥ ৩৬

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ! আমরা এই তেজস্বী নরপতির কর্মলক্ষণ ও যশের কথা কিছুই জানি না, যাহার দ্বারা ইহাঁর স্তুতি করিতে পারি ॥ ৩৭

ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ চ ভবিষ্যৈঃ স্তুয়তামিতি
যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুঃ পশ্চান্মহাবলঃ ॥ ৩৮
সত্যবাগ্ দানশীলোঽয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ।
শ্রীমান্ জৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুষ্টশাসনঃ ॥ ৩৯
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দয়াবান্ প্রিয়ভাষণঃ।
মান্যো মাননীয়তা বহ্মা ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪০
শমঃ শান্তশ্চ নিরতো ব্যবহারস্থিতো নৃপঃ।
ততঃ প্রভৃতি লোকেষু স্তবেষু জনমেজয় ॥
আশীর্বাদাঃ প্রযুজ্যন্তে সূত মাগধ-বন্দিভিঃ ॥ ৪১
তয়োঃ স্তবৈস্তৈঃ সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ।
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৪২
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজাঃ প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ।
বৃত্তীনামেষ বো দাতা ভবিষ্যতি জনেশ্বরঃ ॥ ৪৩
ততো বৈন্যঃ মহারাজ প্রজাঃ সমভিচুক্রুধুঃ।
ন্যং নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষিবচনং তদা ॥ ৪৪

তখন ঋষিগণ তাঁহাদিগকে স্তুতি করিতে নিযুক্ত করিলেন যে, পৃথুর ভবিষ্যবর্ণনার দ্বারা স্তুতি কর। মহাবলবান্ পৃথু পরবর্ত্তী জীবনে যে সকল কর্ম্ম করিবেন, তাহার বর্ণনা কর ॥ ৩৮

তখন সূত ও মাগধ বলিতে লাগিলেন যে—এই নরেশ্বর সত্যবাদী, দানশীল, সত্যরক্ষাকারী, লক্ষ্মীবান্, জয়শীল, ক্ষমাবান্, বিক্রমী ও দুষ্টের শাসনকর্ত্তা ॥ ৩৯

ইনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়ভাষী, মাননীয়, মান্যদাতা, ব্রহ্মকারী, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ॥ ৪০

ইনি শমসম্পন্ন, শান্ত, কর্ম্মতৎপর, ব্যবহারপরায়ণ। জনমেজয়! ঐ সময় হইতেই সমাজে স্তুতির সময় সূত, মাগধ ও বন্দীদের আশীর্ব্বাদ প্রদানের রীতি প্রচলিত হইল ॥ ৪১

তাঁহাদের স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া প্রজাপতি পৃথু সূতকে অনূপদেশ এবং মাগধকে মগধদেশ দান করিলেন ॥৪২

ইহা দেখিয়া ঋষিগণ পরম প্রীত হইয়া প্রজাসমূহকে বলিলেন—এই রাজা তোমাদের সকলের জীবন ধারণের বৃত্তিদাতা হইবেন ॥ ৪৩

মহারাজ! ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া প্রজাগণ বেণপুত্র পৃথুর নিকট দ্রুত গমন করিল এবং বলিল—তুমি আমাদের বৃত্তি বিধান কর ॥ ৪৪

এইভাবে প্রজাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হিত-

সোঽভিদ্রুতঃ প্রজা ভিত্ত্বা প্রকাশিতচিকীর্ষয়া।
ধনুর্গৃহ্য পৃষৎকাংস্তু পৃথিবীমাদ্রবদ্ বলী ॥ ৪৫
ততো বৈন্যভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী।
তং পৃথুর্বধমাধায় দ্রবন্তীমন্বধাবত ॥ ৪৬
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈন্যভয়াৎ তদা।
প্রদদর্শ পুরো বৈন্যং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ৪৭
জ্বলদ্ভির্নিশিতৈর্বাণৈর্দীপ্তৈস্তেজসা চাত্যম্।
মহদ্ যোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি ॥ ৪৮
অলব্ধত্রাণা তু সা ত্রাণং বৈন্যমেবাপতদ্ভয়াৎ।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥
উবাচ বৈন্যং নার্হোঽয়ং স্ত্রীবধং কর্ত্তুমর্হসি।
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ বিনা ময়া ॥ ৫০
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
মদ্বিনাশে বিনশ্যেয়ুঃ প্রজাঃ পার্থিব বিদ্ধি তৎ ॥ ৫১

সাধনের ইচ্ছায় মহাবলী পৃথু ধনু ও বাণ লইয়া পৃথিবীকে আক্রমণ করিলেন ॥৪৫

পৃথুর ভয়ে ভীতা পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পৃথুও ধনু লইয়া পলায়মানা পৃথ্বীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৪৬

পৃথিবী পৃথুর ভয়ে ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকে গমন করিতে লাগিল এবং সর্ব্বত্রই ধনুর্দ্ধারী পৃথুকে সম্মুখে অবস্থিত থাকিতে দেখিল ॥ ৪৭

নিজ কর্ত্তব্যে সর্ব্বদা স্থির, মহাযোগবলসম্পন্ন, মহাত্মা দেবতাগণের অজেয় পৃথু দীপ্ত বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে আত্মত্রাণের উপায় না পাইয়া সর্ব্বদা ত্রিলোকপূজ্যা পৃথিবী কৃতাঞ্জলি হইয়া পৃথুর শরণাগত হইল এবং বলিল—রাজন্! অধর্ম্মজনক স্ত্রীবধ করা আপনার উচিত নয়। আপনি আমাকে পরিহার করিয়া কিরূপে প্রজাগণকে ধারণ করিবেন? ৪৮-৫০

রাজন্! সকল লোক আমাতেই স্থিত। আমি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছি। পার্থিব! আপনি এই কথা অবগত হউন যে, আমার বিনাশে প্রজাগণ সকলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৫১

ভূপাল! তুমি যদি প্রজাগণের কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হও,

ন ত্বর্হসি মাং হন্তুং শ্রেয়শ্চেৎ ত্বং চিকীর্ষসি।
প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৫১
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
উপায়ং পশ্য যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজা নৃপ ॥ ৫৩
হত্বাপি মাং ন শক্তস্ত্বং প্রজা ধারয়িতুং নৃপ
অনুনুতা ভবিষ্যন্তি যজ্ঞ কোপং মহাত্মতে ॥ ৫৪
অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
সত্ত্বেষু পৃথিবীপাল ন ধর্ম্মং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ৫৫
এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ।
কোপং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পৃথূপাখ্যানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

ভাল। হইলে আমাকে নিহত করা উচিত হইবে না। তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৫২

সকল কার্য্যই প্রকৃত উপায়ের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে। রাজন্! উপায় অন্বেষণ কর, যাহার দ্বারা প্রজাগণকে পালন করিতে পারিবে ॥ ৫৩

রাজন্! আমাকে নিহত করিয়া প্রজাগণকে ধারণ করিতে পারিবে না। মহাতেজস্বিন্! এইজন্য তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। আমি তোমার অনুগত হইতেছি ॥ ৫৪

তির্য্যগ্‌-যোনিগত প্রাণিগণের মধ্যেও 'স্ত্রী অবধ্য' বলা হইয়াছে। রাজন্! তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার না ॥ ৫৫

মহামনা ধর্ম্মজ্ঞ পৃথু এইরূপ বহুবিধ অনুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে বলিলেন ॥ ৫৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পৃথুর উপাখ্যানবিধায়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[পৃথোরুপাখ্যানম্—পৃথোঃ পুত্রাঃ সত্যাঃ পৃথ্যা নানাবিধছন্দদানম্, বহুবিধপাত্রাণাং দোহনাদ্যঞ্চ বর্ণনম্।

পৃথুরুবাচ।

একস্যার্থায় যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা।
বহূন্ বৈ প্রাণিনো লোকে ভবেৎ তস্যেহ পাতকম্ ॥ ১
সুখমেধন্তি বহবো যস্মিংস্তু নিহতে শুভে।
তস্মিন্ নাস্তি হতে ভদ্রে পাতকং চোপপাতকম্ ॥ ২
একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৩
সোঽহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনিষ্যামি বসুন্ধরে।
যদি মে বচনং নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্ ॥৪
ত্বাং নিহত্যাস্ত বাণেন মজ্জাসনপরাঙ্‌মুখীম্।
আত্মানং প্রথয়িষ্যাহং প্রজা ধারয়িতা চিরম্ ॥ ৫
সা ত্বং শাসনমাস্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বরে।
সঞ্জীবয় প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমর্থা হ্যসি ধারণে ॥ ৬
দুহিতৃত্বঞ্চ মে গচ্ছ তত এনমহং শরম্।
নিষঙ্ক্ষেঽহং ত্বদর্থায়মুদ্যতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পৃথুর উপাখ্যান—পৃথুর পুত্রী হইয়া পৃথ্বীর নানাবিধ ছন্দদান, বহুবিধ পাত্র ও দোহাগণের বর্ণন।]

পৃথু বলিলেন—এই সংসারে যে ব্যক্তি নিজের কিংবা অন্যের কোনও এক জনের জন্য বহু প্রাণীকে নিহত করে, তাহাতে তাহার পাতক হয় ॥ ১

ভদ্রে! যে অন্যায়কারী ব্যক্তি নিহত হইলে বহু জনের বহু প্রাণী সুখ লাভ করে, তাহাকে নিহত করিলে পাতক ও উপপাতক কিছুই হয় না ॥ ২

দুষ্টাচরণকারী একজনকে নিহত করিলে যদি বহু জনের মঙ্গল হয়, সেখানে তাহার বিনাশ পুণ্যজনক হয় ॥ ৩

বসুন্ধরে! যদি তুমি জগতের হিতকর আমার বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে প্রজাগণের কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে নিহত করিব ॥ ৪

তুমি যদি আমার শাসনে পরাঙ্মুখী হও, তাহা হইলে বাণের দ্বারা তোমাকে নিহত করিয়া এবং আমার শরীর বিস্তৃত করিয়া তাহাতেই চিরকাল প্রজাগণকে ধারণ করিব ॥ ৫

তুমি ধর্মবিশিষ্টগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তুমি আমার শাসন স্বীকার করিয়া সকল প্রজাকে সঞ্জীবিত কর। যেহেতু তুমি প্রজাগণের ধারণে সমর্থা ॥ ৬

তুমি আমার কন্যাত্ব স্বীকার কর অর্থাৎ আমার কন্যা হও। তাহা হইলে তোমার বধের জন্য উদ্যত এই ভয়ঙ্কর বাণ প্রত্যাহৃত করিয়া লইব ॥ ৭

পৃথিব্যুবাচ।

সর্ব্বমেতদহং বীর বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ ॥ ৮
উপায়ং পশ্য যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজা ইমাঃ
বৎসং তু মম সম্পশ্য ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥ ৯
সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র মাং ত্বং ধর্ম্মভৃতাং বর।
যথা নিম্নস্থমানং মে ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়েৎ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা বৈন্যস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ১১
ইত্থং বৈন্যস্তদা রাজা মহীং চক্রে সমাং ততঃ।
মন্বন্তরেষতীতেষু বিষমাসীদ্ বসুন্ধরা ॥ ১২
স্বভাবেনাভবন্ হ্যস্যাঃ সমানি বিষমাণি চ।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসীদেবং তদা কিল ॥ ১৩
ন হি পূর্ব্বসিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাঞ্চ গ্রামাণাং বা তদাভবৎ ॥ ১৪

ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ।
নৈব সত্যানৃতং তত্র ন লোভো ন চ মৎসরঃ ॥ ১৫
বৈবস্বতেঽন্তরে চাস্মিন্ সাম্প্রতং সমুপস্থিতে।
বৈন্যাৎ প্রভৃতি রাজেন্দ্র সর্ব্বমৈন্দ্রস্য সম্ভবঃ ॥ ১৬
যত্র যত্র সমং তস্যা ভূমেরাসীদ্বিশাম্পতে।
তত্র তত্র প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সংবাসং সমরোচয়ন্ ॥ ১৭
আহারঃ ফল-মূলানি প্রজানামভবৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ মহতা যুক্ত ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১৮
সঙ্কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুম্
স্বপাণৌ পুরুষশ্রেষ্ঠ দুদোহ পৃথিবীং ততঃ ॥
শস্যজাতানি সর্ব্বাণি পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৯
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ।
ঋষিভিঃ স্রবতে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ॥ ২০
বৎসঃ সোমোঽভবৎ তেষাং দোগ্ধা চাঙ্গিরসঃ স্মৃতঃ।
বৃহস্পতির্মহাতেজাঃ পাত্রং ছন্দাংসি ভারত ॥
ক্ষীরমাসীদনুপমং তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্ ॥ ২১

পৃথিবী বলিলেন—বীর! আমি নিঃসন্দেহে তোমার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিব। কিন্তু সকল কার্য্য যথোচিত উপায়ে আরম্ভ করিলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৮

এইজন্য তুমি উপায় অন্বেষণ কর, যাহার দ্বারা তুমি সকল প্রজাকে ধারণ করিতে পারিবে। তুমি আমার জন্য একটী বৎস গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা আমি বাৎসল্যবতী হইয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে পারিব। ৯

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে সমতল কর, যাহাতে আমার দত্ত দুগ্ধ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! (পৃথিবীর ঐরূপ বাক্য শুনিয়া) বেণপুত্র পৃথু নিজ ধনুষ্কোটির দ্বারা শত সহস্র পর্বতকে অপসারিত করিলেন, তাহার ফলে পর্বতসমূহ অনেক উচ্চতা প্রাপ্ত হইল। ১১

পৃথু রাজা এইভাবে পৃথিবীকে সমতল করিলেন। অতীত মন্বন্তরে এই বসুন্ধরা উচ্চ নীচ অর্থাৎ অসমতল ছিল। ১২

পূর্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই পৃথিবীর সকল স্থান স্বভাবতই ঊ-বিষম-ভাবাপন্ন ছিল। পূর্ব সৃষ্টিতে পৃথিবীতল বিষম থাকায় নগর ও গ্রামের কোন বিভাগ ছিল না। ১৩-১৪

ঐ সময় শস্য হইত না, গোরক্ষা ছিল না। কোনরূপ কৃষি ও বাণিজ্য ছিল না। ঐ সময় সত্য-মিথ্যা ছিল না, লোভ ও মাৎসর্য্য ছিল না। ১৫

রাজেন্দ্র! এই বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হওয়ায় পৃথুর সময় হইতে ঐ সকল বস্তুর উৎপত্তি হইল। ১৬

নরশ্রেষ্ঠ! রাজন্! যে যে স্থানে পৃথিবী সমতল হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে প্রজাগণ নিবাস করিতে ভাল মনে করিল। ১৭

আমরা এইরূপ শুনিয়াছি যে, পৃথুর পূর্বে প্রজাগণকে অতিশয় কষ্টসাধ্য ফল-মূলাহার করিতে হইত। ১৮

নরশ্রেষ্ঠ। বেণপুত্র প্রতাপশালী পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে স্বীকার করিয়া পৃথিবী হইতে সকল প্রকার শস্য নিজ হস্তে দোহন করিলেন। তাত! সেই শস্যকে অন্নরূপে স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা প্রজাগণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। ভারত! আমি শুনিয়াছি যে, ঋষিগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, তাহাতে সোম বৎস হইয়াছিলেন। অঙ্গিরাপুত্র মহাতেজস্বী বৃহস্পতি দোহনকর্ত্তা, ছন্দ বা বেদ পাত্র। অনুপম দুগ্ধ রূপে শাশ্বত ব্রহ্ম অনুপম তপ রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ১৯-২১

পুনর্দেবগণৈঃ সর্বৈঃ পুরস্কৃত্য প্রযোগতঃ ।
কাঞ্চনং পাত্রমাদায় দুহ্যতে ক্ষয়তে মহী ॥ ১১
বৎসস্তত্র সবিতাসীদ্ দোগ্ধা চ সবিতা প্রভুঃ ।
ক্ষীরমূর্জস্করং চৈব বর্তস্তে যেন দেবতাঃ ॥ ১২
পিতৃভিঃ ক্ষয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
রাজতং পাত্রমাদায় স্বধা-নিত্যবিক্রৈঃ ॥ ১৪
যমো বৈবস্বতস্তেষামাসীদ্ বৎসঃ প্রতাপবান্ ।
অন্তকশ্চাভবদ্ দোগ্ধা কালো লোকপ্রকালনঃ ॥ ১৫
নাগৈশ্চ ক্ষয়তে দুগ্ধা বৎসং কৃত্বা তু তক্ষকম্ ।
অলাবুং পাত্রমাদায় বিষং ক্ষীরং নরোত্তম ॥ ১৬
তেষামৈরাবতো দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্ ।
নাগানাং ভরতশ্রেষ্ঠ সর্পাণাঞ্চ মহীপতে ॥ ১৭
তেনৈব বর্ষরন্ত্যগ্রা মহাকায়া বিষোল্বণাঃ ।
তদাধারাস্তদাচারাস্তদ্বীর্য্যাস্তত্পাশ্রয়াঃ ॥ ১৮
অসুরৈঃ ক্ষয়তে চাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা ।
আয়সং পাত্রমাদায় মায়াং শক্রনিবর্হিণীম্ ॥ ১৯
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্বৎসস্তেষাং তু তদা
কপিল বিমূর্দ্ধা দৈত্যানাং মধুলোহা মহাবলঃ ॥ ৩০
তৈরেতে মায়িনশ্চাপি সর্বে মায়াবিনোঽসুরাঃ ।
বর্তয়ন্ত্যাত্মিতপ্রজ্ঞাস্তেষামমিতং বলম্ ॥ ৩১
যক্ষৈশ্চ ক্ষয়তে তাত পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা
আমপাত্রে মহারাজ পুরাদৃষ্টান্তকক্ষয়ম্ ॥ ৩২
বৎসং বৈশ্রবণং কৃত্বা যক্ষৈঃ পুণ্যজনৈস্তদা ।
দোগ্ধা রজতনাভস্তু পিতা মণিবরস্য যঃ ॥ ৩৩
যস্যানুজো মহাতেজাস্ত্রিশীর্ষঃ সুমহাতপাঃ
তেন তে বর্তয়ন্তীতি পরমর্ষিরুবাচ হ ॥ ৩৪
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা
শবং কপালমাদায় প্রজা ভোক্তুং নরর্ষভ ॥ ৩৫
দোগ্ধা রজতনাভস্তু তেষামাসীৎ কুরূদ্বহ ।
বৎসঃ সুমালী কৌরব্য ক্ষীরং রুধিরমেব চ ॥ ৩৬
তেন ক্ষীরেণ যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চামরোপমাঃ ।
বর্তয়ন্তি পিশাচাশ্চ ভূতাঃ প্রেতাস্তথৈব চ ॥ ৩৭

আমি শুনিয়াছি যে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কাঞ্চন পাত্র লইয়া এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র বৎস, তেজস্বী সূর্য্য দোহনকর্ত্তা, পুষ্টিকর ক্ষীর বা অমৃত দোহন করা হইয়াছিল, যাহার দ্বারা দেবগণ জীবিত আছেন। ১১-১৩

শুনিয়াছি, অমিতবিক্রম পিতৃগণ পুনর্বার বসুন্ধরা দোহন করিয়াছিলেন। রজত পাত্রে স্বধারূপী অন্ন দোহন করা হইয়াছিল। প্রতাপশালী বৈবস্বত যম বৎস, লোকক্ষয়কারী কাল —অন্তক দোহনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ১৪-১৫

নরোত্তম! শুনিয়াছি নাগগণ তক্ষককে বৎস করিয়া ও অলাবু পাত্র লইয়া বিষরূপী দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ১৬

নাগগণের দোহনসময়ে দোহনকর্ত্তা ছিলেন ঐরাবত। রাজন্! সর্পগণের দোহন-কার্য্যে প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র দোহনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭

উগ্র বিশাল শরীরসম্পন্ন, বিষবিকট, বিষভক্ষণকারী বিষজীবী বিষবীর্য্য বিষাবলম্বী সর্পগণ ঐ বিষের দ্বারা এই সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৮

শুনিয়াছি, অসুরগণ লোহপাত্র লইয়া শত্রুনাশকারী মায়ারূপী দুগ্ধলাভে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। ১৯

ঐ দোহনে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন বৎস হইয়াছিল। দৈত্যগণের অধিপতি বিমূর্দ্ধা মহাবলশালী মধু দোহনকর্ত্তা হইয়াছিল। ৩০

অমিতবুদ্ধি মায়াবী অসুরগণ অদ্যাপি ঐ মায়ার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। ঐ মায়াই তাহাদের একমাত্র অপরিমিত বল। ৩১

তাত! শুনিয়াছি যক্ষগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। মহারাজ! তাঁহাদের পাত্র ছিল আমপাত্র। অন্তর্ধানরূপী অন্তক দুগ্ধ হইয়াছিল। ৩২

যক্ষগণের দোহনে বৈশ্রবণ বৎস এবং মণিবরের পিতা রজতনাভক যক্ষ দোহনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৩৩

যক্ষানুজ মহাতেজস্বী মহাতপস্বী ঐ রজত তিনটি মস্তকবিশিষ্ট ছিল। তাঁহারা অন্তর্ধানবিদ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, একথা পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন। ৩৪

মৃত শরীরকে পাত্র করিয়া প্রজাগণকে ভোগ করিবার জন্য রাক্ষস ও পিশাচগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। কুরুকুলজাত! তাহাতে রজতনাভ দোহনকর্ত্তা ছিল, সুমালী বৎস ছিল, রক্তই দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৫-৩৬

দেবতুল্য রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ ও ভূতগণ ঐ রক্তরূপ দুগ্ধের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ৩৭

পত্রপত্রে পুনর্দুগ্ধা গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ।
বৎসং চিত্ররথং কৃত্বা শুচীন্ গন্ধান্ নরর্ষভ ॥ ৩৮
তেষাঞ্চ সুরুচিশ্চাসীদ্ দোগ্ধা ভরতসত্তম।
গন্ধর্বরাজোঽতিবলো মহাত্মা সূর্যসন্নিভঃ ॥ ৩৯
শৈলৈশ্চ ভ্রিয়তে রাজন্ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
ঔষধীর্বৈ মূর্তিমতী রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪০
বৎসস্তু হিমবানাসীন্মেরুর্দোগ্ধা মহাগিরিঃ।
পাত্রং তু শৈলমেবাসীৎ তেন শৈলা বিবর্ধিতাঃ ॥ ৪১
বাক্তন্তিঃ শ্রূয়তে রাজন্ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
পলাশং পাত্রমাদায় দগ্ধচ্ছিন্নপ্ররোহণম্ ॥ ৪২
ছন্দোব পুষ্পিতঃ সালো বৎসঃ ক্ষীরোঽভবৎ তদা।
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ পাবনী চ বসুন্ধরা ॥ ৪৩
চরাচরস্য সর্বস্য প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।
সর্বকামদুঘা দোগ্ধ্রী সর্বশস্যপ্ররোহিণী ॥ ৪৪
আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা।
মধু-কৈটভয়োঃ কৃৎস্না মেদসাভিপরিপ্লুতা ॥
তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৪৫

নরশ্রেষ্ঠ! অপ্সরা সহিত গন্ধর্বগণ চিত্ররথকে বৎস করিয়া পদ্ম-পত্র পাত্রে পৃথিবীকে দোহন করিয়া পবিত্র গন্ধরূপী দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সূর্যতুল্য তেজস্বী অতিশয় বলশালী মহাত্মা গন্ধর্বরাজ সুরুচি তাহাদের মধ্যে দোগ্ধা হইয়াছিলেন। ৩৯

শৈলগণ পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল,—শুনিয়াছি। মূর্তিমতী ঔষধি ও নানাবিধ রত্ন দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয় বৎস। মহাগিরি মেরু দোহনকর্তা ছিল। প্রস্তরনির্মিত পাত্রে ঐ দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার দ্বারা পর্বতের বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৪০-৪১

রাজন্! শুনিয়াছি, পলাশরূপ পাত্র লইয়া বৃক্ষগণ পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। দগ্ধ হইলে কিংবা ছিন্ন হইলে পর্বার অঙ্কুরিত হইবার যে শক্তি, উহাই তখন দুগ্ধ হইয়াছিল। সমৃদ্ধ পুষ্পিত সালবৃক্ষ দোহনকর্তা ব্রহ্মবৃক্ষ বৎস হইয়াছিল। ইহাতে এই বসুন্ধরা সকলের ধাত্রী ও বিধাত্রী অর্থাৎ রক্ষাকারিণী ও পোষণকারিণী হইয়াছিল। এই বসুন্ধরা এইরূপ ছিলেন। ৪২-৪৩

এই পৃথিবী স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থান ও উৎপত্তি স্থান, সকল কামনাপূর্ণকারিণী কামধেনু ও সকল শস্যের অঙ্কুর-জননী। ৪৪

পূর্বে সমুদ্রপর্যন্ত বিস্তৃতা এই পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য এই পৃথিবীকে ব্রহ্মবাদিগণ মেদিনী বলিয়া থাকেন। ৪৫

ভারত! তাহার পর বেণপুত্র পৃথুর পৃথ্বী নাম হওয়ার জন্য এই মেদিনীকে পৃথিবী বলা হইতে লাগিল। পৃথুকর্তৃক প্রথিতত্ব ও শোধিত হওয়ায় এই বসুন্ধরা সকল শস্যের খনি সমৃদ্ধিশালিনী ও নানা গ্রাম-নগরাদিবিশিষ্ট হইল। রাজসত্তম। পৃথু এইরূপ প্রতাপসম্পন্ন রাজা ছিলেন। ৪১-৪৭

এইজন্য সকল প্রাণীর বেদবেদাঙ্গপারগামী মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মযোনি সনাতন পৃথুকে নমস্কার করা ও পূজা করা উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পৃথিবীর স্বামিত্ব চায়, তাহাদের প্রতাপবান্ আদিরাজ পৃথুকে প্রণাম করা উচিত। পরাক্রমশালী যুদ্ধজয়কামী যোদ্ধাদের যুদ্ধকারীদের অগ্রগামী পৃথুকেই প্রণাম করা উচিত। ৪৮-৫০

যে যোদ্ধা রাজা পৃথুর নামকীর্তন করিয়া যুদ্ধে গমন করে, সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধকে অতিক্রম করে এবং মঙ্গলবান্ কীর্তিমান্ হয়। ৫১

বাণিজ্যকারী বিত্তবান্ বৈশ্যগণের বৃত্তিদাতা মহাযশা পৃথুকে প্রণাম করা উচিত। এইভাবে কল্যাণকামী ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবারত পবিত্র শূদ্রগণের আদিরাজ পৃথুকে প্রণাম করা উচিত। ৫২-৫৩

তথৈব শূদ্রৈঃ শুচিভিস্ত্রিবর্ণপরিচারিভিঃ ॥
আদিরাজো মনস্কার্ষীঃ শ্রেয়ঃ পরমভীপ্সুভিঃ ॥ ৫৩
এতে বংশবিশেষাশ্চ দোষ্কারঃ ক্ষীরমেব চ।
পাত্রাণি চ ময়োক্তানি কিং ভূয়ো বর্ণয়ামি তে ॥ ৫৪
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যশ্চরিতবর্দ্ধিতঃ।
পুত্র-[illegible] লভতে মতিমং চ বৈ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে
হরিবংশপর্ব্বণি পৃথূপাখ্যানে
ষষ্ঠে ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

আমি তোমার নিকট পৃথিবীর দোহনে বিভিন্ন বিভিন্ন বৎসের, দোহনকর্ত্তার, দুগ্ধের ও পাত্রের বর্ণন করিলাম। এখন তোমাকে আর কি বলিব? ৫৩

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পুণ্যচরিত্র শ্রবণ করে, সে এই সংসারে পুত্রপৌত্রাদির সহিত মিলিত থাকিয়া চিরকাল আনন্দে থাকে। ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পৃথুর উপাখ্যানবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[মন্বন্তর-মনু-দেবতা-ঋষীণাং সনাসেন বর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ।
মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি বিস্তরেণ তপোধন।
তেষাং সৃষ্টিং বিসৃষ্টিঞ্চ বৈশম্পায়ন কীর্ত্তয় ॥ ১
যাবন্তো মনবশ্চৈব যা বন্তঃ ক লনেব চ
মন্বন্তরং তথা ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন শক্যো বিস্তরস্তস্য বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
মন্বন্তরাণাং কৌরব্য সংক্ষেপং ত্বেব মে শৃণু ॥ ৩
স্বায়ম্ভুবো মনুস্তাত মনুঃ স্বারোচিস্তথা।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৪
বৈবস্বতশ্চ কৌরব্য সাম্প্রতো মনুরুচ্যতে
সাবর্ণিশ্চ মনুস্তত্র ভৌত্যো রৌচ্যস্তথৈব চ

তথৈব মেরুসাবর্ণাশ্চত্বারো মনবঃ স্মৃতাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে
কীর্ত্তিতা মনবস্তাত ময়ৈতে তু যথাশ্রুতম্।
ঋষীংস্তেষাং প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ দেবগণাংস্তথা ॥ ৭
মরীচিরত্রির্ভগবানঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৮
উত্তরস্যাং দিশি তথা ব্রাহ্মন্ সপ্তর্ষয়োঽপরে।
দেবাশ্চ শান্তরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ পরে ॥
যামা নাম তথা দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৯
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ।
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ১০

সপ্তম অধ্যায়।

[মন্বন্তর, মনু, দেবতা ও ঋষিগণের সংক্ষেপে বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন—তপোধন! বৈশম্পায়ন! সকল মন্বন্তরের ও সেই সকলের সৃষ্টি এবং লয়ের কথা এখন আপনি বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন। ১

যত জন মনু আছেন, যাবৎ পরিমাণ কালকে মন্বন্তর বলা হয়, ব্রহ্মন্! তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাত! কৌরব্য! মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ শতবর্ষেও বলিতে পারা যায় না, অতএব সংক্ষিপ্তভাবে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

তাত! কৌরব্য! স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই সকল মনু অতীত হইয়াছে। এখন বৈবস্বত মনু চলিতেছে। ভবিষ্যতে সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য এবং চার মেরু সাবর্ণি (ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি) হইবে। তাত! আমি যেভাবে শুনিয়াছি, তদনুসারে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ মনুদের কথা তোমার নিকট বলিলাম। এখন ঐ সকল মনুর সময়ে স্থিত ঋষি, পুত্র ও দেবগণের বর্ণন করিতেছি। ৪-৭

স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে মরীচি, অত্রি, ভগবান্ অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার পুত্র সপ্তর্ষিরূপে উত্তর দিকে বিরাজিত থাকেন। রাজন্! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শান্তরজা প্রকৃতি ও যামনামক দেবগণ পূজিত হন। এই মনুর আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য সবন ও পুত্র এই দশজন মহাবলবান্ পুত্র ছিল। রাজন্! আমি তোমার নিকট প্রথম মন্বন্তরের কথা বলিলাম। ৮-১১

মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ।
এতৎ তে প্রথমং সর্গমৃষীণাং মন্বন্তরমুত্তমম্ ॥ ১১
ঊর্ধ্বো বশিষ্ঠপুত্রশ্চ তথা কশ্যপ এব চ
প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব নিশ্চ্যবনস্তথা
এতে মন্বন্তরস্যাস্য বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ।
দেবাশ্চ তুষিতা নাম সুতাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে ॥ ১৩
হবির্ভূঃ সুকৃতিজ্যোতিরাপোমূর্তিরয়স্মরঃ।
প্রথিতশ্চ নভস্যশ্চ নভ ঊর্জস্তথৈব চ ॥ ১৪
স্বারোচিষস্য পুত্রাস্তে মনোস্তাত মহাত্মনঃ।
কীর্তিতাঃ পৃথিবীপাল মহাবীর্যপরাক্রমাঃ ।১৫
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতং তব মন্বন্তরং ময়া
ইদং তৃতীয়ং বক্ষ্যামি তন্নিবোধ নরাধিপ ॥ ১৬
বসিষ্ঠপুত্রাঃ সপ্তাসন বার্শিষ্ঠা ইতি বিশ্রুতাঃ।
হিরণ্যগর্ভস্য সুতা ঊর্জা নাম সুতেজসঃ ॥ ১৭
ঋষয়োঽত্র ময়া প্রোক্তাঃ কীর্ত্যমানান্ নিবোধ মে
ঔর্জেয়ান্ নরশার্দূল সপ্ত পুত্রান্ মনোরমান্ ॥ ১৮
ইষ ঊর্জস্তনূজশ্চ মধুর্মাধব এব চ।
শুচিঃ শুক্রঃ সহশ্চৈব নভস্যো নভ এব চ ॥ ১৯
তামসস্তত্র দেবাশ্চ মন্বন্তরমুদাহৃতম্।
মন্বন্তরং চতুর্থং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ২০
কাব্যঃ পৃথুস্তথাগ্নিশ্চ জহ্নুর্ধাতা চ ভারত
কপীবানকপীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽপরে ॥ ২১
পুরাণে কথিতাস্তাত পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তস্য তে।
সত্যা দেবগণাশ্চৈব তামসস্যান্তরে মনোঃ ॥ ২২
পুত্রাংশ্চৈব প্রবক্ষ্যামি তামসস্য মনোর্নৃপ।
খ্যাতিস্তপশ্চ সুতপাস্তপোমূলস্তপোধনঃ ॥ ২৩
তপোরতিরকল্মাষস্তথা পরন্তপঃ।
তামসস্য মনোরেতে দশ পুত্রা মহাবলাঃ ॥ ২৪
বায়ুপ্রোক্তা মহারাজ পঞ্চমং তদনন্তরম্।
বেদবাহুর্যতুশ্চ মুনির্বেদশিরাস্তথা ॥ ২৫
হিরণ্যরোমা পর্জন্য ঊর্ধ্ববাহুশ্চ সোমজঃ।
সত্যনেত্রস্তথাত্রেয় এতে সপ্তর্ষয়োঽপরে ॥ ২৬
দেবাশ্চাভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়োঽপরে।
পারিপ্লবশ্চ রৈভ্যশ্চ মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ২৭
অথ পুত্রানিমাংস্তস্য নিবোধ গদতো মম।
ধৃতিমানব্যয়ো যুক্তস্তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ ॥ ২৮
অরণ্যশ্চ প্রকাশশ্চ নির্মোহঃ সত্যবাক্ কবিঃ।
রৈবতস্য মনো পুত্রাঃ পঞ্চমং চৈতদন্তরম্ ॥ ২৯

তাত! বায়ু বলিয়াছেন যে, বশিষ্ঠপুত্র ঊর্ধ, তনয়, কাশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, নয় ও নিশ্চ্যবন এই সাত জন মহাব্রতসম্পন্ন ঋষি স্বারোচিষ মন্বন্তরে ছিলেন এবং তুষিত নামক দেবগণও ছিলেন। মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর হবির্ভূ, সুকৃতি, জ্যোতি, আপ, মূর্তি, অয়স্মর, প্রথিত, নভস্য, ঊর্জ ও নভ—এই দশজন মহাবীর্যবান্ পরাক্রমশালী পুত্র ছিল। রাজন্! তোমাকে দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা বলিলাম। নরাধিপ! এখন তৃতীয় মন্বন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২-১৬

উত্তম মন্বন্তরে বশিষ্ঠনামে প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠের সাতজন পুত্র ঋষি ছিলেন। তাঁহারা পূর্বে হিরণ্যগর্ভের পুত্র ছিলেন। তখন তাহারা তেজস্বী ছিলেন এবং ঊর্জনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের নামকীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইষ, ঊর্জ, তনূজ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ। এই মন্বন্তরে তামসনামক দেবগণ ছিলেন। তোমাকে তৃতীয় মন্বন্তরের কথা বলিলাম। এখন চতুর্থ মন্বন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৭-২০

তামসনামক চতুর্থ মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন। তাত! ইহাদের বহু পুত্র পৌত্রের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। তামস মন্বন্তরে সত্যনামক দেবগণ ছিলেন। নৃপ! এখন তামস মনুর পুত্রগণের নাম বলিতেছি—খ্যাতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, কল্মাষ, তরী, ধরী ও পরন্তপ এই দশজন তামসপুত্র মহাবলবান্ ছিলেন ॥ ২১-২৪

এই সকলের নামাদি বায়ু বলিয়াছেন। এখন রৈবতনামক পঞ্চম মন্বন্তরের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বেদবাহু, যতুঃ, বেদশিরামুনি, হিরণ্যরোমা, পর্জন্য সোমপুত্র ঊর্ধ্ববাহু ও অত্রিপুত্র সত্যনেত্র এই সাতজন ঋষি ছিলেন। এখন এই মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর—ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ, সত্যবাক্ ও কবি। এইরূপে পঞ্চম মন্বন্তরের বর্ণনা করিলাম ॥ ২৫-২৯

ষষ্ঠং তে সম্প্রবক্ষ্যামি তন্নিবোধ নরাধিপ
ভৃগুর্নতো বিবস্বাংশ্চ সুধামা বিরজাস্তথা ॥ ৩০
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তৈতে বৈ মহর্ষয়ঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরে তাত মনোর্দেবানিমান্ শৃণু ॥ ৩১
আদ্যাঃ প্রভূতা শুভবঃ পৃথগ্‌ভাবা দিবৌকসঃ।
লেখাশ্চ নাম রাজেন্দ্র পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
ঋষেরঙ্গিরসঃ পুত্রা মহাত্মানো মহৌজসঃ ॥ ৩২
নাড্‌বলেয়া মহারাজ স্মৃতাঃ পুত্রাশ্চ বিশ্রুতাঃ
উরুপ্রভৃতয়ো রাজন্ ষষ্ঠং মন্বন্তরং স্মৃতম্ ॥ ৩৩
অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৩৪
তথৈব পুত্রো ভগবানূচীকস্য মহাত্মনঃ।
সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি ॥ ৩৫
সাধ্যা রুদ্রাশ্চ বিশ্বে চ মরুতো বসবস্তথা।
আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ চৈব দেবৌ বৈবস্বতৌ স্মৃতৌ ॥ ৩৬
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেঽন্তরে।
ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাশ্চৈব দশ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥ ৩৭
এতেষাং কীর্ত্তিতানান্তু মহর্ষীণাং মহৌজসাম্।
রাজন্ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বিদ্ধি সর্ব্বাসু ভারত ॥ ৩৮
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু প্রাণিনঃ সপ্তসপ্তকাঃ।
স্থিতা লোকব্যবস্থার্থং লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৯
মন্বন্তরে ব্যতিক্রান্তে চত্বারঃ সপ্তকা গণাঃ।
কৃত্বা কর্ম্ম দিবং যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৪০
ততোঽন্যে তপসা যুক্তাঃ স্থানমাপূরয়ন্ত্যুত।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ক্রমেণৈতেন ভারত ॥ ৪১
এতাদ্যুক্তানি কৌরব্য সপ্তাতীতানি ভারত।
মন্বন্তরাণি ষট্ চাপি নিবোধানাগতানি মে ॥ ৪২
সাবর্ণী মনবস্তাত পঞ্চ তাংশ্চ নিবোধ মে।
একো বৈবস্বতস্তেষাং চত্বারস্তু প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩
পরমেষ্ঠিসুতাস্তাত মেরুসাবর্ণতাং গতাঃ।
দক্ষস্যৈতে হি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়াস্তনয়া নৃপ ॥
মহাত্মস্তপসা যুক্তা মেরুপৃষ্ঠে মহৌজসঃ ॥ ৪৪
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃ স্মৃতঃ।
ভূত্যাং চোৎপাদিতো দেব্যাং ভৌত্যো নাম রুচেঃ
স্মৃতঃ ॥ ৪৫
অনাগতাশ্চ সপ্তৈতে স্মৃতা দিবি মহর্ষয়ঃ।
মনোরন্তরনামাস্য সাবর্ণস্য হ তান্ শৃণু ॥ ৪৬

নরাধিপ! ষষ্ঠ মন্বন্তরের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু—এই সাতজন মহর্ষি ছিলেন। চাক্ষুষনামক ষষ্ঠমন্বন্তরে দেবতাদের নাম শ্রবণ কর। আদ্য, প্রভূত, শুভু, পৃথগ্‌ভাব ও লেখনামক দেবগণ স্বর্গে বাস করিতেন। ইঁহারা সকলে অঙ্গিরা ঋষির পুত্র, মহাত্মা ও মহাবীর্যবান্। মহারাজ! ইঁহারা নাড্‌বলানাম্নী মাতার পুত্ররূপে বিখ্যাত ছিলেন। চাক্ষুষমনুর উরু প্রভৃতি দশজন পুত্র ছিলেন। এইভাবে ষষ্ঠ মন্বন্তরের বর্ণনা করিলাম ॥৩০-৩৩

বর্ত্তমান বৈবস্বতমন্বন্তরে স্বর্গে স্থিত অত্রি, ভগবান্ বসিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র—এই ছয়জন ও সপ্তম হইলেন মহাত্মা ঋচীকের পুত্র ভগবান্ জমদগ্নি। এই সপ্তর্ষি আছেন। সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বেদেব, মরুৎ, বসু, আদিত্য ও সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহারা বৈবস্বতমন্বন্তরের দেবতা। মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু আদি দশজন পুত্র আছেন। ভারত! এই সকল অতিতেজস্বী মহর্ষিগণের পুত্র ও পৌত্র সকল দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩৪-৩৮

অতীত মন্বন্তরসমূহে পূর্বোক্ত উনপঞ্চাশজন ঋষি সকল দেবের গণনা ও রক্ষার জন্য অবস্থিতি থাকেন ॥৩৯

প্রত্যেক মন্বন্তর অতীত হইলে ঐ সপ্তর্ষিগণের মধ্যে চারিজন নিজ কর্ম সমাপ্ত করিয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪০

অন্যান্য ঋষিগণ তপস্যাযুক্ত হইয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করেন। ভারত! অতীত ও বর্ত্তমান মন্বন্তরের কথা ক্রমানুসারে বলিলাম। এখন ভবিষ্যতের (সাত) মন্বন্তরের কথা বলিতেছি ॥ ৪১-৪২

তাত! আমার নিকট শ্রবণ কর—সাবর্ণি মনু পাঁচ জন। তার মধ্যে একজন বৈবস্বত, অপর চারিজন প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর পুত্র। ইঁহারা দক্ষের দৌহিত্র ও দক্ষকন্যা প্রিয়ার পুত্র। রাজন্! মহাতেজস্বী মহাত্মা এই পুত্রগণ মেরুপর্বতোপরি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকায় মেরুসাবর্ণি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৪৩-৪৪

প্রজাপতি রুচির পুত্রকে রৌচ্য মনু বলা হয়। ভূতিদেবীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়ায় রুচির পুত্রকে ভৌত্য মনু বলা হয় ॥ ৪৫

ভবিষ্যতে যে সাবর্ণি মন্বন্তর হইবে, সেই সময়ের সাতজন ঋষি স্বর্গে বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর—রাম

রামো ব্যাসস্তথাত্রেয়ো দীপ্তিমানিতি বিশ্রুতঃ
ভারদ্বাজস্তথা দ্রৌণিরশ্বত্থামা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৭
গৌতমস্যাত্মজশ্চৈব শরদ্বান্ গৌতমঃ কৃপঃ।
কৌশিকো গালবশ্চৈব কৃরুঃ কাশ্যপ এব চ ॥ ৪৮
এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্যা মুনিসত্তমাঃ।
ব্রহ্মণঃ সদৃশাশ্চৈতে খ্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯
অভিজাত্যাথ তপসা মন্ত্র-ব্যাকরণৈস্তথা
ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু স্মৃতাঃ সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৫০
ভূত-ভব্য-ভবজ্জ্ঞানং বুদ্ধ্যা চৈব তু যে স্বয়ম্।
তপসা বৈ প্রসিদ্ধা যে সঙ্গতাঃ প্রবিচিন্তকাঃ ॥ ৫১
মন্ত্র-ব্যাকরণাভ্যাঞ্চ ঐশ্বর্য্যাৎ সর্বদর্শকাশ্চ যে।
এতান্ ভার্গবান্ দ্বিজো জ্ঞাত্বা নৈষ্টিকং নিচনাম চ ॥ ৫২
সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বরা দীর্ঘচক্ষুষঃ ॥ ৫৩
বুদ্ধ্যা প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রাবর্তকাস্তথা।
কৃতাদিষু যুগাখ্যেষু সর্বেষ্বেব পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪
প্রাবর্তয়ন্তি তে বর্ণানাশ্রমাংশ্চৈব সর্বশঃ।
সপ্তর্ষয়ো মহাভাগাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৫৫
তেষাং চৈবান্বয়োৎপন্না জায়ন্তীহ পুনঃ পুনঃ।
মন্ত্র-ব্রাহ্মণকর্তারো ধর্মে প্রশিথিলে তথা ॥ ৫৬
ধর্মাচ্চ বরদাঃ সপ্ত পরেত্রা এব যাচিতাঃ
তস্মাত্ত কালো ন বয়ঃ প্রমাণমৃষিভাবনে ॥ ৫৭
এষ সপ্তর্ষিকোদ্দেশো ব্যাখ্যাতস্তে ময়া নৃপ।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রান্ ভবিষ্যান্ শৃণু সত্তম ॥ ৫৮
বরীয়াংশ্চাবরীয়াংশ্চ সম্মতো ধৃতিমান্ বসুঃ।
চারিষ্কুরপাধৃষ্ণুশ্চ বাজঃ সুমতিরেব চ ॥
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যা দশ ভারত
প্রথমে মেরুসাবর্ণে প্রবক্ষ্যামি মুনীন্ শৃণু।
মেধাতিথিস্তু পৌলস্ত্যো বসুঃ কাশ্যপ এব চ ॥ ৬০
জ্যোতিষ্মান্ ভার্গবশ্চৈব দ্যুতিমানঙ্গিরাস্তথা।
সাবনশ্চৈব বাসিষ্ঠ আত্রেয়ো হব্যবাহনঃ ॥ ৬১
পৌলহঃ সপ্ত ইত্যেতে মুনয়ো রোহিতেঽন্তরে।
দেবতানাং গণাস্তত্র ত্রয় এব নরাধিপ ॥ ৬২

(পরশুরাম), ব্যাস, অত্রিপুত্র দীপ্তিমান্, মহাতেজস্বী ভরদ্বাজ-বংশীয় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, গৌতমবংশীয় গৌতমপুত্র শরদ্বানের পুত্র কৃপ, কৌশিকগোত্রীয় গালব ও কাশ্যপগোত্রীয় কৃরু। এই সাত জন মুনিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতে সপ্তর্ষি হইবেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মার সমান খ্যাত ও মহাত্মা। ৪৭-৪৯

ইহারা আভিজাত্য, তপস্যা, মন্ত্র ও ব্যাকরণের দ্বারা অতিশয় নির্মল ও ব্রহ্মলোকে স্থিতিশীল। ইহারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া তপস্যার প্রসিদ্ধিলাভও করিয়াছেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া পরতত্ত্ব বিচার করিয়া থাকেন। ইহারা মন্ত্র ব্যাকরণাদি ও ঐশ্বর্যের জন্যও সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্র এই সব ঋষিগণের নৈষ্টিক কর্ম ও নাম জানিয়া কল্যাণ লাভ করেন। ৫০-৫২

এই সাত জন ঋষি সাতটি গুণের দ্বারা 'সপ্তর্ষি' নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইহারা সকলেই দীর্ঘায়ু, মন্ত্রদ্রষ্টা, সর্বদর্শিমান্, দীর্ঘদর্শী, নিজ বুদ্ধির দ্বারা বস্তুমাত্রকে প্রত্যক্ষ করেন। ইহারা গোত্রপ্রবর্তক। সত্য-ত্রেতাদি সকল যুগে সত্যধর্মরত মহাত্মাগণ এই সপ্তর্ষি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমকে পুনঃ পুনঃ ধর্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। ৫৩-৫৫

ধর্ম শিথিল হইলে এই সকল ঋষির বংশে মন্ত্র-ব্রাহ্মণপ্রণেতারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। এই সাতজন ঋষি বরদানে সমর্থ। অন্যেরা ইহাদের নিকট যাচ্ঞা করেন। এই ঋষিগণের সম্বন্ধে বিচার করিয়াও ইহাদের জন্ম-সময় ও বয়স নির্ণয় করা যায় না। ৫৬-৫৭

রাজন্! আমি তোমার নিকট সপ্তর্ষিদের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। সত্তম! এখন সাবর্ণি মনুর ভবিষ্যৎকালীন পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। ৫৮

ভারত! বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সম্মত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্কু, অধৃষ্ণু, বাজ, সুমতি (আরও একজন) এই দশজন সাবর্ণিমনুর ভবিষ্যৎকালীন পুত্র। ৫৯

এখন প্রথম মেরুসাবর্ণ মন্বন্তরের ঋষিগণের নাম বলিতেছি—শ্রবণ কর। (এই সাবর্ণির অপর নাম রোহিত) পুলস্ত্যবংশীয় মেধাতিথি, কাশ্যপবংশীয় বসু, ভৃগুবংশীয় জ্যোতিষ্মান্, অঙ্গিরা-বংশীয় দ্যুতিমান্, বসিষ্ঠগোত্রীয় সাবন, অত্রিপুত্র হব্যবাহন ও পুলহ—এই সাত জন রোহিত মন্বন্তরে ঋষি হইবেন। নরাধিপ! ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ হইবে। ৬০-৬২

দক্ষপুত্রস্য পুত্রাস্তে রোহিতস্য প্রজাপতেঃ।
মনোঃ পুত্রো ধৃষ্টকেতুঃ পঞ্চহোত্রো নিরাকৃতিঃ ॥ ৬৩
পৃথুঃ শ্রবা তুরিধামা ঋচীকোঽষ্টহতো গয়ঃ।
প্রথমস্য তু সাবর্ণের্নব পুত্রা মহৌজসঃ ॥ ৬৪
দশমে ত্বথ পর্য্যায়ে দ্বিতীয়স্যান্তরে মনোঃ।
হবিষ্মান্ পৌলহশ্চৈব প্রকৃতিশ্চৈব ভার্গবঃ ॥ ৬৫
আপোমূর্তিস্তথাত্রেয়ো বাশিষ্ঠশ্চাষ্টনঃ স্মৃতঃ।
পৌলস্ত্যঃ প্রমিতিশ্চৈব নভোগশ্চৈব কাশ্যপঃ ॥
অঙ্গিরা নভসঃ সত্যঃ সপ্তৈতে পরমর্ষয়ঃ ॥ ৬৬
দেবতানাং গণৌ দ্বৌ তৌ ঋষিনক্ষাংশ্চ যে স্মৃতাঃ।
মনোঃ শ্রুতোত্তমৌজাশ্চ নিকৃষশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৬৭
শতানীকো নিরামিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ।
তুরিতায়ঃ সুবর্চাশ্চ দশ ত্বেতে মনোঃ সুতাঃ ॥ ৬৮
একাদশেঽথ পর্য্যায়ে তৃতীয়স্যান্তরে মনোঃ।
তস্য সপ্ত ঋষীংশ্চাপি কীর্ত্তয়ামানান্ নিবোধ মে ॥ ৬৯
হবিষ্মান্ কাশ্যপশ্চাপি হবিষ্মান্ যশ্চ ভার্গবঃ।
তরুণশ্চ তথাত্রেয়ো বাশিষ্ঠস্তনয়স্তথা ॥ ৭০
অঙ্গিরাশ্চোদধিশ্চাপি পৌলস্ত্যো নিশ্চরস্তথা।
পুলহশ্চাগ্নিতেজাশ্চ ভাব্যাঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ ॥ ৭১
ব্রহ্মণস্তু সুতা দেবা গণাস্তেষাং ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
সাবর্ত্তকঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরন্দরঃ ॥ ৭২
ক্ষেমধন্বা দৃঢ়াশ্বশ্চ আদর্শঃ পণ্ডকো নৃপঃ।
সাবর্ণস্য তু পুত্রা বৈ তৃতীয়স্য নব স্মৃতাঃ ॥ ৭৩
চতুর্থস্য তু সাবর্ণের্ঋষীন্ সপ্ত নিবোধ মে।
জ্যোতির্বসিষ্ঠপুত্রশ্চ আত্রেয়ঃ সুতপাস্তথা ॥ ৭৪
অঙ্গিরাস্তপসো মূর্ত্তিস্তপস্বী কাশ্যপস্তথা
তপোঽশনশ্চ পৌলস্ত্যঃ পৌলহশ্চ তপো রবিঃ ॥ ৭৫
ভার্গবঃ সপ্তমস্তেষাং বিজ্ঞেয়স্তু তপোধৃতিঃ।
পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তা মানসা ব্রহ্মণশ্চ তে ॥ ৭৬
দেববায়ুরবৃহশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ
মিত্রবান্ মিত্রদেবশ্চ মিত্রসেনশ্চ মিত্রকৃৎ ॥
মিত্রবাহুঃ সুবর্চাশ্চ ত্বাদশস্য মনোঃ সুতাঃ ॥ ৭৭
ত্রয়োদশেঽথ পর্য্যায়ে ভাব্যো মন্বন্তরে মনেঃ।
অঙ্গিরাশ্চৈব সুতিমান্ পৌলস্ত্যো হব্যপস্তথা যঃ ॥ ৭৮
পৌলহস্তনয়শ্চাপি ভার্গবশ্চ নিরুৎসুকঃ।
নিষ্প্রকম্পস্তথাত্রেয়ো নির্ম্মোহঃ কাশ্যপস্তথা ॥ ৭৯

মনুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, তুরিধামা, ঋচীক, অষ্টহত ও গয়—এই নয় জন দক্ষপুত্র রোহিত প্রজাপতির পুত্র। প্রথম সাবর্ণির এই পুত্রগণ মহাতেজস্বী ॥৬৩-৬৪

দশম মন্বন্তরে দ্বিতীয় দক্ষ সাবর্ণির সময়ে পুলহবংশীয় হবিষ্মান্, ভৃগুবংশীয় সুকৃতি, অত্রিবংশীয় আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠ-বংশীয় অষ্টন, পুলস্ত্যবংশীয় প্রমিতি, কশ্যপবংশীয় নভোগ ও নভসের পুত্র সত্য—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ৬৫-৬৬

তখন দেবতাগণের দক্ষিণমার্গের অভিমানী ধূমাদি ও উত্তর মার্গের অভিমানী অগ্নি প্রভৃতি—এই দুইটি গণ থাকিবে। ঋষিযুক্ত মন্ত্রবিশিষ্ট দেবগণও তখন থাকিবেন। মনুসুত, উত্তমৌজা, নিকৃষ্ণ, বীর্য্যবান্ শতানীক, নিরামিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, তুরিতায় ও সুবর্চা—এই দশজন দক্ষসাবর্ণিমনুর পুত্র হইবেন। ৬৭-৬৮

একাদশমনুর ও তৃতীয় সাবর্ণির (রুদ্রসাবর্ণি) মন্বন্তরে যে সাতজন ঋষি ও দেবতা হইবেন, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব হবিষ্মান্ অত্রিপুত্র তরুণ, বশিষ্ঠ-বংশীয় অনঘ, অঙ্গিরাবংশীয় উদধিজ্ঞ, পুলস্ত্যবংশীয় নিশ্চর, পুলহবংশীয় অগ্নিতেজা—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানস-পুত্র। ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ হইবে এবং এই মনুর সাবর্তক, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরন্দর, ক্ষেমধন্বা, দৃঢ়াশ্ব, আদর্শ, পণ্ডক ও নৃপ—এই এই নয় জন পুত্র হইবেন ॥৬৯-৭২

চতুর্থ সাবর্ণি ও ত্বাদশ মন্বন্তরের সপ্ত ঋষির নাম শ্রবণ কর। বশিষ্ঠপুত্র জ্যোতি, অত্রিবংশীয় সুতপা, অঙ্গিরাবংশীয় তপোমূর্ত্তি, কাশ্যপবংশীয় তপস্বী, পুলস্ত্যবংশীয় তপোঽশন, পুলহবংশীয় তপোরবি এবং ভৃগুবংশীয় তপোধৃতিকে সপ্তম জানিবে। এই মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ হইবে, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন। ৭৩-৭৬

ত্বাদশমনুর দেববায়ু, অবৃহ, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মহাবাহু ও সুবর্চা—এই দশজন পুত্র হইবেন। ৭৭

ভবিষ্যৎকালীন ত্রয়োদশ মনুর মন্বন্তরে অঙ্গিরাবংশীয় সুতিমান্, পুলস্ত্যবংশীয় হব্যপ, পুলহবংশীয় তত্ত্বদর্শী, ভৃগুবংশীয় নিরুৎসুক, অত্রি-বংশীয় নিষ্প্রকম্প, কশ্যপবংশীয় নির্ম্মোহ ও বশিষ্ঠবংশীয় সুতপা—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, ঐ সময় দেবতাদের তিনটি গণ থাকিবে ॥ ৭৮-৮০

সুতপাশ্চৈব বাসিষ্ঠঃ সপ্তৈতে তু মহর্ষয়ঃ।
ত্রয় এব গণাঃ প্রোক্তা দেবতানাং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৮০
ত্রয়োদশস্য পুত্রাস্তে বিজ্ঞেয়াস্তু রুচেঃ সুতাঃ।
চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নয়ো ধর্মভৃতো ধৃতঃ ॥ ৮১
সুনেত্রঃ ক্ষত্রবৃদ্ধিশ্চ সুতপা নির্ভয়ো দৃঢ়ঃ।
রৌচ্যস্যৈতে মনোঃ পুত্রা অন্তরে তু ত্রয়োদশে ॥ ৮২
চতুর্দশেঽথ পর্য্যায়ে ভৌত্যস্যৈবান্তরে মনোঃ।
ভার্গবো হ্যত্রিবাহশ্চ শুচিরাঙ্গিরসস্তথা ॥ ৮৩
যুক্তশ্চৈব তথাত্রেয়ঃ শুক্রো বাসিষ্ঠ এব চ।
অজিতঃ পৌলহশ্চৈব অন্ত্যাঃ সপ্তর্ষয়শ্চ তে ॥ ৮৪
এতেষাং কল্য উত্থায় কীর্ত্তনাৎ সুখমেধতে।
যশশ্চাপ্নোতি সুমহদায়ুষ্যংশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৮৫

অতীতানাগতানাং বৈ মহর্ষীণাং সদা নরঃ।
দেবতানাং গণাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চ বৈ ভরতর্ষভ ॥ ৮৬
তরঙ্গভীরুর্বপ্রশ্চ তরস্বান্ভূত্র এব চ।
অভিমানী প্রবীণশ্চ জিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা ॥ ৮৭
তেজস্বী সবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ।
ভৌত্যস্যৈবাধিকারে তু পূর্ণঃ কল্পস্তু পূর্য্যতে ॥ ৮৮
ইত্যেতে নামতোঽতীতা মনবঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
তৈরিয়ং পৃথিবী তাত সমুদ্রান্তা সপত্তনা ॥ ৮৯
পূর্ণং যুগসহস্রং তু পরিপাল্যা নরাধিপ।
প্রজাভিশ্চৈব তপসা সংহারস্তেষু ভাগশঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
মন্বন্তরবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

ত্রয়োদশ মনু রুচির পুত্রগণ হইলেন—চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্মভৃত, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপা, নির্ভয় ও দৃঢ়। ইহারা ত্রয়োদশ রৌচ্য মনুর পুত্র। ৮১-৮২

চতুর্দশ মনু ভৌত্যের মন্বন্তরে ভৃগুবংশীয় অত্রিবাহু, অঙ্গিরাবংশীয় শুচি, অঙ্গিরাবংশীয় বৃহৎ, অত্রিবংশীয় যুক্ত, অত্রিবংশীয় আত্রেয়, বসিষ্ঠবংশীয় শুক্র, পুলহবংশোৎপন্ন অজিত—এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। ৮৩-৮৪

মনুষ্য প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া অতীত ও অনাগত এই ঋষিগণের নামকীর্ত্তন করিলে সুখপ্রাপ্ত হয়, যশঃপ্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘায়ু হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! ঐ মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটি গণ হইবে। ৮৫-৮৬

তরঙ্গভীরু, বপ্র, তরস্বান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীণ, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল এই দশজন ভৌত্যমনুর পুত্র হইবেন। ভৌত্যমনুর সময় সমাপ্ত হইলে এক কল্পকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুর একদিন সম্পূর্ণ হইবে। ৮৭-৮৮

এইভাবে নামোল্লেখপূর্ব্বক অতীত ও ভবিষ্যন্মনুগণের বর্ণনা করিলাম। তাত! এই মনুগণ তপস্যার দ্বারা সম্পূর্ণ সহস্রযুগ কাল নগরসহিতা সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতা পৃথিবীকে ও প্রজাগণকে পালন করেন। সকল মন্বন্তরে পৃথক্ পৃথকভাবে প্রজাদের সংহারও হয়। ৮৯-৯০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে মন্বন্তরবর্ণননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্ণাং যুগানাম্, মন্বন্তরাণাম্, ব্রহ্মণো দিনস্য বর্ষস্য চ মানকথনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

মন্বন্তরস্য সংখ্যানং যুগানাঞ্চ মহামতে।
ব্রহ্মণোঽহ্নঃ প্রমাণঞ্চ বক্তুমর্হসি মে দ্বিজ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অহোরাত্রং ভবেৎ সূর্য্যো মানবং লৌকিকং পরম্।
তমুপাদায় গণনাং শৃণু সংখ্যামরিন্দম ॥ ২
নিমেষৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎ তু তাঃ কলাঃ।
ত্রিংশৎকলো মুহূর্ত্তস্তু ত্রিংশতা তৈর্মনীষিণঃ ॥৩
অহোরাত্রমিতি প্রাহুশ্চন্দ্র-সূর্য্যগতিং নৃপ।
বিশেষেণ তু সর্বেষু অহোরাত্রে চ নিত্যশঃ ॥ ৪
অহোরাত্রাঃ পঞ্চদশ পক্ষ ইত্যভিসংজ্ঞিতঃ।
দ্বৌ পক্ষৌ তু স্মৃতো মাসো মাসৌ দ্বাবৃতুরুচ্যতে ॥ ৫
অয়নং ত্বয়নমুক্তঞ্চ অয়নং ত্বৃতুভিস্ত্রিভিঃ।
দক্ষিণং চোত্তরঞ্চৈব সংখ্যাতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ৬
মানেনানেন যো মাসঃ পক্ষদ্বয়সমন্বিতঃ।
পিতৃণাং তদহোরাত্রমিতি কালবিদো বিদুঃ ॥৭
কৃষ্ণপক্ষস্তহস্তেষাং শুক্লপক্ষস্তু সর্ব্বদা।
কৃষ্ণপক্ষে স্বহঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণাং বর্ত্ততে নৃপ ॥ ৮
মানুষেণ তু মানেন যো বৈ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ।
দেবানাং তদহোরাত্রং বিদ্ধি চৈবোত্তরায়ণম্ ॥
দক্ষিণায়নং স্মৃতা রাত্রিঃ প্রাহুস্তত্ত্বার্থকোবিদৈঃ ॥ ৯
দিব্যাব্দঃ দশগুণস্তদহোরাত্রং মনোঃ স্মৃতম্
অহোরাত্রং দশগুণং মানবঃ পক্ষ উচ্যতে ॥ ১০
পক্ষো দশগুণো মাসো মাসৈর্দ্বাদশভির্ঋতৈঃ।
ঋতুর্মনূনাং সম্প্রোক্তঃ প্রাহুস্তত্ত্বার্থদর্শিভিঃ ॥
ঋতুত্রয়েণ ত্বয়নং তদ্দ্বয়েনৈব বৎসরঃ ॥ ১১
চত্বার্যেব সহস্রাণি বর্ষাণাং তু কৃতং যুগম্
তাবচ্ছতী ভবেৎ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা নৃপ ॥ ১২
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতা স্যাৎ পরিমাণতঃ।
তস্যাশ্চ ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ১৩

অষ্টম অধ্যায়।

[চারিযুগ, মন্বন্তরসকল এবং ব্রহ্মার দিন ও বর্ষের মানকথন।]

জনমেজয় বলিলেন—মহামতে! ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে মন্বন্তরের ও যুগের সংখ্যা, বলুন এবং ব্রহ্মার দিনের পরিমাণও বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শত্রুদমন! মানবের লৌকিক নিয়মে সূর্য্য দিন ও রাত্রির বিভাগ করে। এই লৌকিক গণনাকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মগণনার কথা শ্রবণ কর। ২

রাজন্! পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিশ কাষ্ঠার এক কলা হয়। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত হয়। মনীষিগণ ত্রিশ মুহূর্ত্তকে অহোরাত্র বলেন। অহোরাত্র চন্দ্র ও সূর্য্যের গতির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সর্ব্বত্র প্রতিদিন এইভাবেই চন্দ্র-সূর্য্যগতিই অহোরাত্রের বিশেষ জ্ঞাপক হয়। ৩-৪

পঞ্চদশ অহোরাত্রকে পক্ষ বলা হয়। দুই পক্ষকে মাস এবং দুই মাসকে ঋতু বলা হয়। ৫

তিনটি ঋতুর দ্বারা অয়ন হয় এবং দুই অয়নের দ্বারা এক বর্ষ হয়। ঐ দুই অয়নকে সংখ্যাতত্ত্ব-বিশারদগণ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ বলেন। ৬

এইরূপ পরিমাণানুসারে দুই পক্ষে যে মাস হয়, কালজ্ঞগণ ঐ এক মাস সমূহকে পিতৃপুরুষের অহোরাত্র বলেন। ৭

ঐ পিতৃগণের কৃষ্ণপক্ষ দিন এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। রাজন্! এইজন্য কৃষ্ণপক্ষরূপ দিনে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ৮

মানুষের পরিমাণানুসারে যাহাকে বৎসর বলা হয়, তাহা দেবগণের অহোরাত্র। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—উত্তরায়ণ দেবগণের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। ৯

দেবগণের দশবর্ষে মনুর অহোরাত্র হয়। এই অহোরাত্রকে দশগুণ করিলে মনুর এক পক্ষ হয়। পক্ষ দশ গুণ করিলে মাস এবং মাসকে দ্বাদশ গুণ করিলে মনুগণের এক ঋতু হয়। তিনটি ঋতুর দ্বারা অয়ন ও দুই অয়নের দ্বারা বৎসর হয়। তত্ত্বার্থদর্শী প্রাজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ১০-১১

রাজন্! দেবগণের চারি হাজার বৎসরে সত্যযুগ হয়। চারি শত বৎসরে সন্ধ্যা হয় এবং চারিশত বৎসরে সন্ধ্যাংশ হয়। ১২

তিন হাজার বৎসর পরিমাণে ত্রেতাযুগ হয় এবং তাহার তিন শত বৎসরে সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসরে সন্ধ্যাংশ হয়। (যুগের প্রথম ভাগকে সন্ধ্যা ও অন্তিম ভাগকে সন্ধ্যাংশ বলা হয়) এইভাবে

তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিকীর্তিতম্ ।
তস্যাপি দ্বিগুণী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥১৪
কলির্বর্ষসহস্রঞ্চ সংখ্যাতোঽত্র মনীষিভিঃ ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চৈব তদ্বিধঃ ॥ ১৫
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা প্রকীর্তিতা ।
দিব্যমানেন মানেন যুগসংখ্যাং নিবোধ মে ॥ ১৬
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগী ।
যুগং তদেকসপ্ততিগুণিতং নৃপসত্তম ॥ ১৭
মন্বন্তরমিতি প্রোক্তং সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ ।
অয়নঞ্চাপি তৎ প্রোক্তং যেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥ ১৮
মনুঃ প্রলীয়তে যত্র সমাপ্তে চায়নে প্রভোঃ ।
ততোঽপরো মনুঃ কালমেতাবন্তং ভবত্যুত ॥ ১৯
সমতীতেষু রাজেন্দ্র প্রোক্তঃ সংবৎসরঃ স বৈ ।
তদেব চায়ুতং প্রোক্তং মুনিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥ ২০
ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং কল্পশ্চেতি স কথ্যতে ।
সহস্রযুগপর্যন্তা যা নিশা প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১
নিমজ্জত্যপ্সু বৈ তস্যাং ত্রয়ো লোকাঃ সচৈতন-বন-কাননাঃ ।
তস্মিন্ যুগসহস্রে তু পূর্ণে ভরতসত্তম ॥ ২২
ব্রাহ্মে দিবসপর্যন্তে কল্পো নিমেষ উচ্যতে ।
যুগানি সপ্ততিস্তানি সাগ্রাণি কথিতানি তে ॥ ২৩
কৃত-ত্রেতানিবদ্ধানি মনোরন্তরমুচ্যতে ।
চতুর্দশৈতে মনবঃ কীর্তিতাঃ কীর্তিবর্ধনাঃ ॥ ২৪
বেদেষু সপুরাণেষু সর্বেষু প্রভবিষ্ণবঃ ।
প্রজানাং পতয়ো রাজন্ বন্দ্যমেষাং প্রকীর্তনম্ ॥ ২৫
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তেষু সম্ভবাঃ ।
ন শক্যমন্তরং তেষাং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥২৬
বিসর্গশ্চ প্রজানাং বৈ সংহারস্য চ ভারত ।
মন্বন্তরেষু সংহারাঃ শ্রূয়ন্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৭
সপ্তৈবাত্রাত্র তিষ্ঠন্তি দেবাঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ।
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রুতেন চ সমাহিতাঃ ॥ ২৮
পূর্ণে যুগসহস্রে তু কল্পো নিমেষ উচ্যতে
তত্র সর্বাণি ভূতানি দহ্যন্ত্যাদিত্যতেজসা ॥ ২৯
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা মহাদিত্যসমৈর্বিভুম্ ।
যোগং যোগীশ্বরং দেবমজং ক্ষেত্রজ্ঞমচ্যুতম্ ॥
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩০

ই হাজার বৎসরে দ্বাপর যুগ হয়। দ্বাপর যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসরে হয়। ১৩-১৪

এইরূপ গণনানুসারে মনীষিগণ এক হাজার বৎসরে কলিযুগ লিয়াছেন এবং এক শত বৎসরে সন্ধ্যা ও একশত বৎসরে সন্ধ্যাংশ লিয়াছেন। এইভাবে যুগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমেতের গণনায় র হাজার বৎসরে এক চতুর্যুগ হয়। আমি দেবগণের সিদ্ধান্তানুসারে এই যুগ-পরিমাণ বলিলাম, বুঝিবে। ১৫-১৬

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগকে চতুর্যুগী বলা । নৃপশ্রেষ্ঠ! সংখ্যাতত্ত্ব বিশারদগণ একাত্তর চতুর্যুগীকে এক ন্তর বলিয়াছেন। ইহার দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণও কথিত য়াছে। ১৭-১৮

উত্তরায়ণ সমাপ্ত হইলে মনু প্রলীন হইয়া যান। তখন ঐ য়ণ সময় পর্যন্ত অপর মনু থাকেন। ১৯

রাজেন্দ্র! তত্ত্বদর্শী মুনিগণ বর্ষ হাজার মনুর সময়কে ব্রহ্মার ॥ বলিয়াছেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার একদিনকে কল্প া হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—এক হাজার যুগপরিমিত ন ব্রহ্মার রাত্রি হয়। ঐ সময় পর্বত বৃক্ষ অরণ্যসহিত এই পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। হাজার চতুর্যুগ পূর্ণ হইলে পর ব্রহ্মার দিন আরম্ভ হয়। দিনের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়কে কল্প বলা হয়। রাজেন্! সত্যত্রেতাদি যুগসহিত একাত্তর চতুর্যুগীতে (কিছু অধিক) এক মন্বন্তর কথিত হয়। এইভাবে কীর্তিবর্দ্ধক চতুর্দশ মনুর বর্ণন করিলাম। সকল পুরাণে, বেদে ওতপ্রোতভাবে প্রজাপতি মনুসকলের বর্ণন করা হইয়াছে। এই মনুগণের কথাকীর্তন ধনপ্রাপ্তি-হেতু হয়। ২০-২৫

প্রত্যেক মন্বন্তরে কতবার সংহার ও সংহারান্তে কতবার সৃষ্টি হয়, তাহার নির্ণয় শত বর্ষেও করা যায় না। ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি শুনিয়াছি যে, মন্বন্তরে যে কোনও সময়ে প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহার হইয়া থাকে। ২৬-২৭

সংহারের সময়ে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন কিছু সংখ্যক দেবতা সপ্তর্ষিগণের সহিত অবশিষ্ট থাকেন। সত্র চতুর্যুগী পূর্ণ হইলে কল্প সমাপ্ত হয়। তখন সকল ভূত দ্বাদশ াদিত্যের তেজে ভস্ম হইয়া যায়। অনন্তর আদিত্য ও দেবগণ ব্রহ্মাকে সম্মুখে লইয়া যোগীশ্বর যোগস্বরূপ অজ ক্ষেত্রজ্ঞ সুরশ্রেষ্ঠ

যঃ স্রষ্টা সর্বভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবস্তস্য সর্বমিদং জগৎ ॥ ৩১
তত্র সংবর্ত্ততে রাত্রিঃ সকলৈকার্ণবে তদা
নারায়ণো দধে নিদ্রাং ব্রাহ্মং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৩২
তাবত্তমিতি কালস্য রাত্রিরিত্যভিধীয়তে।
নিদ্রাযোগমনুপ্রাপ্তো যস্যাং স্বপিতি পিতামহঃ ॥৩৩
সা চ রাত্রিরপক্রান্তা সহস্রযুগপর্য্যয়া।
তদা প্রবুদ্ধো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৩৪
পুনঃ সিসৃক্ষয়া যুক্তঃ সর্গায় বিদধে মনঃ।
দৈব স্মৃতিঃ পুরাণেষু তদ্বৃত্তং তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৫
দেবস্থানানি তান্যেব কেবলঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ।
ততো দগ্ধানি ভূতানি সর্বাণ্যাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৩৬
দেবর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ।
জায়ন্তে চ পুনস্তাত যুগে ভরতসত্তম ॥ ৩৭
যথার্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু ॥ ৩৮
নিষ্ক্রমন্তি প্রজাস্তাত প্রজাপতিরসংশয়ম্
যে চ বৈ মানবা দেবাঃ সর্বে চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৯
তে সঙ্গতাঃ ভূতসঙ্গাঃ শাশ্বতং ধর্মমাগতাঃ
ন ভবন্তি পুনস্তাত যুগে ভরতসত্তম ॥ ৪০
তৎসর্বং ক্রমযোগেন কালসংখ্যাবিভাগবিৎ।
সহস্রযুগসংখ্যানং কৃত্বা দিবসমীশ্বরঃ ॥ ৪১
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং কৃত্বা স ভগবান্ বিভুঃ।
সংহরত্যথ ভূতানি সৃজতে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
তস্য তে কীর্ত্তয়িষ্যামি মন্বোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ৪৩
বিসর্গং ভরতশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতস্য মহাদ্যুতে।
বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন কথ্যমানং পুরাতনম্ ॥ ৪৪
যত্রোৎপন্নো নরাত্মা স হরির্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ।
সর্বাসুরবিনাশায় সর্বলোকহিতায় চ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি মন্বন্তরগণনানামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

সর্বব্যাপী প্রভু অচ্যুত শ্রীহরি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ২৮-৩০

যিনি প্রতি কল্পের সমাপ্তি পর সকল ভূতের নির্মাতা, যে দেবতা অব্যক্ত ও শাশ্বত, এই সম্পূর্ণ জগৎ তাঁহারই। ৩১

যখন সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন রাত্রি হয়। ঐ সময় অর্থাৎ ব্রহ্মার সহস্র বৎসর পর্যন্ত নারায়ণ নিদ্রিত থাকেন। ৩২

পিতামহ যত সময় পর্যন্ত নিদ্রিত হইয়া থাকেন, তত সময়কেই রাত্রি বলা হয়। ৩৩

যখন ঐ রাত্রি সহস্র চতুর্যুগীর পর সমাপ্ত হয়, তখন লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জাগরিত হন। অনন্তর পুনঃ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় তাঁহার স্মৃতি, কার্য্য ও চেষ্টা পূর্ব কল্পের অনুরূপই হয়। ৩৪-৩৫

পূর্ব্বকল্পের মতই দেবতাদের স্থানগুলিও হয়, কেবল জীব-সমূহের কর্ম্মাধীনতার জন্য বিপর্য্যয় হয়। তাত। ভরতশ্রেষ্ঠ। সূর্য্য-কিরণের দ্বারা ভস্মীভূত সকল ভূত, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, পিশাচ সর্প ও রাক্ষস পুনর্বার ঐ যুগে উৎপন্ন হইতে থাকে। ৩৬-৩৭

যেমন গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুর আগমনে সেই সেই ঋতুর চিহ্নসকল প্রকটিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মী রাত্রি অতীত হইলে পূর্বসৃষ্টির মত নানাবিধ প্রাণী সৃষ্ট হইতে থাকে। ৩৮

প্রজাসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ঐ সময় নারায়ণ হইতে নির্গত হইয়া সৃষ্টিতে রত হন। কিন্তু ঐ সৃষ্টিতে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না, যে সকল মনুষ্য, দেবতা ও মহর্ষি শাশ্বতধর্ম বা স্বাভাবিক দেহাত্মবুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ৩৯-৪০

কালসংখ্যাবিভাগবিজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ক্রমানুসারে সহস্র যুগ সংখ্যাযুক্ত দিন ও ঐরূপ রাত্রি নির্মাণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। ৪১-৪২

মহাদেব শ্রীহরিনারায়ণ প্রভুই স্থূলসূক্ষ্মরূপে বিরাজমান। ভরতশ্রেষ্ঠ। বৈবস্বত মন্বন্তরের সৃষ্টিতে সেই শ্রীহরির কথা এখন কীর্ত্তন করিব। বৃষ্ণিবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে পুরাতন সৃষ্টির কথা বলিব। যে বৃষ্ণিবংশে অসুরগণের বিনাশের জন্য ও সকল লোকের হিতের জন্য মহাত্মা প্রভু শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৩-৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে মন্বন্তরগণনাবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[বৈবস্বত-মনোঃ, যমস্য, যম্যাঃ (যমুনায়াঃ), অশ্বিনীকুমারয়োঃ, শনৈশ্চরস্য চোৎপত্তিবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যামরিন্দম।
তস্য ভার্য্যাভবৎ সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী বিবস্বতঃ ॥ ১
ত্রয়েণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভামিনী।
সা বৈ ভার্য্যা ভগবতী মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥ ২
ভর্ত্তরূপেণ নাতুষ্যদ্ রূপ-যৌবনশালিনী।
সংজ্ঞা নাম সুতপসা দীপ্তেনেহ সমন্বিতা ॥ ৩
আদিত্যস্য হি তদ্ রূপং মণ্ডলস্থ সুতেজসা।
গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাস্তিকাপ্তানিবাভবৎ ॥ ৪
ন খল্বয়ং মৃতোঽপত্য ইতি স্নেহাদভাষত।
অজ্ঞানাৎ কশ্যপস্তস্মান্মার্ত্তণ্ড ইতি চোচ্যতে ॥ ৫
তেজস্ত্বস্যাধিকং তাত নিত্যমেব বিবস্বতঃ।
যেনাতিতাপয়ামাস ত্রীঁল্লোকান্ কশ্যপাত্মজঃ ॥ ৬
ত্রীণ্যপত্যানি কৌরব্য সংজ্ঞায়াং তপতাং বরঃ
আদিত্যো জনয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী ॥ ৭
মনুর্বৈবস্বতঃ পূর্বং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৮
সা বিবর্ণং তু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী চ স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নির্ম্মমে ততঃ ॥ ৯
মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্যাশ্ছায়া সমুত্থিতা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং নরেশ্বর ॥ ১০
উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়স্ব শুচিস্মিতে।
স্থিতাস্মি তব নির্দ্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥ ১১

সংজ্ঞোবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
ত্বয়েহ ভবনে নিত্যং বস্তব্যং নির্বিকারয়া ॥ ১২

নবম অধ্যায়

(বৈবস্বত-মনু, যম, যমী (যমুনা), অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শনৈশ্চরের উৎপত্তিবর্ণন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অরিন্দম! দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রী সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের ভার্য্যা হইলেন। ১

মহাত্মা মার্ত্তণ্ডের (সূর্য্যের) এই পবিত্র ভাবযুক্তা ভার্য্যা সংজ্ঞা ত্রিলোকে 'ত্রয়েণু' নামে প্রসিদ্ধ আছেন। ২

রূপযৌবনবতী সংজ্ঞা সূর্য্যদেবকে ভর্ত্তরূপে পাইয়াও তাঁহার তীব্র তপস্যা ও দীপ্তির জন্য সন্তুষ্ট থাকিত না। সূর্য্যের প্রখর কিরণে সংজ্ঞার অঙ্গ সন্তপ্ত হইয়া যাইত বলিয়া তাহার রূপ নষ্ট হইয়া যাইত। ৩-৪

অদিতি অজ্ঞানবশতঃ এই সন্তানটি মৃত না জীবিত, তাহা নির্ণয় করিতে না পারায় কশ্যপ স্নেহপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—এই স্থান মৃত নয়, কিন্তু অণ্ডে (গর্ভে) স্থিত। এইজন্য সূর্য্যকে মার্ত্তণ্ড বলা হয়। (গর্ভভারাক্রান্ত অদিতি ভিক্ষা দিতে বিলম্ব করিলে ভিক্ষার্থী মুনি শাপ দিয়াছিলেন—তোমার গর্ভ মৃত হইবে। অদিতি শাপ শুনিয়া বিমূঢ় হইলে কশ্যপ বলিয়াছিলেন—মৃত নয় গর্ভে জীবিতই আছে)। ৫

তাত! বিবস্বান্ সূর্য্যের সর্ব্বদা প্রখর তেজ বর্ত্তমান। এইজন্য এই কশ্যপতনয় সূর্য্য ত্রিলোককে সর্ব্বদা সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। ৬

কুরুনন্দন। তাপকর্ত্রেষ্ঠ আদিত্য সংজ্ঞার গর্ভে একটি কন্যা ও দুইটি প্রজাপতি—এই তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৭

ঐ দুই প্রজাপতির মধ্যে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু একজন এবং অপর প্রজাপতি হইল শ্রাদ্ধদেব যম। কন্যা যমুনা যমের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া এই দুজন যমজ সন্তান ছিল। ৮

সূর্য্যের প্রখর কিরণে নিজের রূপ বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া সংজ্ঞা নিজ ছায়াকে সমানরূপবিশিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করিল। (এইজন্য ঐ ছায়াকে সবর্ণা বলা হয়, তাহার পুত্রকে সাবর্ণি বলা হয়)। ৯

নরেশ্বর। সংজ্ঞা মায়াময়ী, তাহার শরীর হইতে ছায়া উৎপন্ন হইলে পর ছায়া সংজ্ঞাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত বলিল শুচিস্মিতে। বল, আমি কি কার্য্য করিব? বরবর্ণিনি! আমি তোমার আদেশ পালনে উদ্যত আছি। তুমি আমাকে আদেশ কর। ১০-১১

সংজ্ঞা বলিল—আমি আমার পিতার গৃহে গমন করিতেছি। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার এই গৃহে শান্তচিত্তে বাস কর। আমার এই দুইটি বালক ও এই সুন্দরী কন্যাকে তুমি প্রতিপালন করিও এবং এই গোপনীয় ব্যাপারটি ভগবান্ সূর্য্যকে কখনও বলিও না। ১২-১৩

ইমৌ চ বালকৌ মন্দৌ কন্যা চেয়ং সুমধ্যমা।
সন্তাব্যান্তে ন চাখ্যেয়মিদং ভগবতে ক্বচিৎ ॥১৩

ছায়োবাচ।

আ কবচগ্রহণাদ্ দেবি আ শাপস্যৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সনাদিশ্য সবর্ণাং তাং তথেত্যুক্ত্বা চ সা তয়া।
দৃষ্টুঃ সমীপমগমন্ ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥ ১৫
পিতুঃ সমীপগা সা তু পিত্রা নির্ভর্ৎসিতা তদা।
ভর্তুঃ সমীপং গচ্ছেতি নিষ্কৃতা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
অগচ্ছন্ বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা
কুরূনমেধ্যেষ্বরান্ গত্বা তৃণান্যেব চচার হ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ায়াং তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্।
আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রবাংসনং তদা ॥ ১৮
পূর্বজস্য মনোস্তাত সদৃশোঽয়মিতি প্রভুঃ।
সবর্ণয়াসনোর্ভূয়ঃ সাবর্ণ ইতি চোক্তবান্ ॥ ১৯
মনুরেবাভবদ্রাজন্ সাবর্ণ ইতি গোচ্যতে।

দ্বিতীয়ো যঃ সুতস্তস্যাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ ॥২০
সংজ্ঞা তু পার্থিবী তাত স্বস্য পুত্রস্য বৈ তদা।
চকারাধিকং স্নেহং ন তথা পূর্বজেষু বৈ ॥ ২১
মনুস্তস্যাক্ষমং তত্র যমস্তস্যা ন চক্ষমে।
তাং স রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ
পদা সন্তর্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতো যমঃ ॥ ২২
তং শশাপ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী নৃপ
চরণঃ পততাদেষ তবেতি দুঃখদুঃখিতা ॥ ২৩
যমস্তু তৎপিতুঃ সর্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাবাক্যপ্রতোষিতঃ ॥ ২৪
শাপোঽয়ং বিনিবর্তেত প্রোবাচ পিতরং তদা।
মাত্রা স্নেহেন সর্বেষু বর্তিতব্যং সুতেষু বৈ ॥ ২৫
স্নেহমস্মানপাহায় ধর্মীয়াংসং বুভূষতি।
তস্যাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ ॥ ২৬
বাল্যাদ্ বা যদি বা মোহাৎ তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
যস্মাৎ তে পূজনীয়াহং লক্ষিতাস্মি ত্বয়া সুত ॥ ২৭

ছায়া বলিল—যতদিন আমার কেশাকর্ষণ না হয় কিংবা যতদিন শাপগ্রস্ত হইবার সময় না আসে, ততদিন আমি এই কথা কোনও প্রকারে কাহাকেও বলিব না। দেবি! তুমি সানন্দে গমন কর ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সংজ্ঞা সবর্ণা ছায়াকে এই আদেশ করিলে এবং ছায়া "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলে তপস্বিনী সংজ্ঞা একটু লজ্জিত হইল এবং নিজ পিতা দ্রষ্টার নিকট চলিয়া গেল। পিতার নিকট গমন করিলে পিতা সকল বিবরণ শুনিয়া সংজ্ঞাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং পতির নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন। অনিন্দিতা সংজ্ঞা কিন্তু নিজ রূপ আচ্ছাদিত করিয়া 'বড়বা' (ঘোটকী) হইয়া উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্বক তৃণ ভক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৫-১৭

সংজ্ঞার ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়া বিবস্বান্ আদিত্য তাহার গর্ভে নিজ তুল্য একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৮

তাত! পূর্বজাত মনুর মত বর্ণ ও সামর্থ্য হওয়ায় তাহাকে সাবর্ণ বলিয়া পরিচিত করিলেন ॥ ১৯

এই পুত্রও মনু, এইজন্য ইহাকে সাবর্ণ মনু বলা হয়। ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র হইয়াছিল, তাহাকে শনৈশ্চর বলিয়া জানিবে ॥ ২০

তাত! পার্থিবী সংজ্ঞা (পৃথিবীতে পতিত হয় বলিয়া ছায়াকে পার্থিবী বলা হইয়াছে) যীয় পুত্রকে অতিশয় স্নেহ করিত, কিন্তু প্রকৃত সংজ্ঞার পূর্বজাত পুত্রদ্বয়কে ঐরূপ স্নেহ করিত না। মনু তাহা সহ্য করিয়া যাইত, কিন্তু যম তাহা সহ্য করিল না। বৈবস্বত যম বাল্যবশতঃ বিবেচনশূন্য এবং ভবিতব্যতার বশীভূত হইয়া নিজ পাদের দ্বারা সংজ্ঞাকে (ছায়াকে) অপমানিত বা তিরস্কৃত করিতে লাগিল ॥ ২১-২২

রাজন্! সাবর্ণজননী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধবশতঃ তাহাকে শাপদান করিল যে, তোমার ঐ চরণ পতিত হউক। তখন যম সংজ্ঞার ঐরূপ বাক্যে দুঃখিত হইয়া শাপভয়ে উদ্বিগ্ন হইল এবং সত্বর কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতার নিকট সকল কথা নিবেদন করিল ॥ ২৩-২৪

সে পিতাকে বলিল যে, এই শাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, নিবৃত্ত হয়। মাতার উচিত সকল সন্তানের প্রতি সমান ভাবে স্নেহপূর্বক ব্যবহার করা। সংজ্ঞা মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকেই অতিশয় স্নেহ করে, এইজন্যই আমি তাহার প্রতি পাদ উত্তোলন করিয়াছি, কিন্তু তাহার শরীরে পাতিত করি নাই। আমি বাল্যবশতঃ কিংবা মোহবশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সংজ্ঞা

তস্মাৎ তবৈব চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ
অপত্যাং হ্রস্বপত্যাং ত্বাং মাতা কুরুতে যথা ॥ ২৮
শপ্তোঽহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাং বর।
তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মে গোপতে ॥ ২৯

বিবস্বানুবাচ।

অমোঘঃ পুত্র মদ্ বিদ্ধ্যুক্তাত্র কারণম্।
যেন ত্বামাবিশৎ ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ॥ ৩০
ন শক্যমন্যথা কর্ত্তুং ময়া মাতুর্বচস্তব।
কৃময়ো মাংসমাদায় যান্তন্তি ধরণীতলম্ ॥ ৩১
তব পাদাগ্রমাদায় ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে সুখম্।
কৃতমেব বচস্তথ্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৩২
শাপস্য পরিহারেণ ত্বমত্র ত্রাতো ভবিষ্যসি।
আদিত্যোঽথাব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ॥ ৩৩
তুল্যোঽয়ভাবিকঃ স্নেহঃ ক্রিয়তেঽতি পুনঃ পুনঃ।
সা তৎ পরিহসন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে ॥ ৩৪
আত্মানং সুসমাধায় যোগাৎ তথামপস্থিত।
তাং শপ্তুকামো ভগবান্ নাশায় কুরুনন্দন ॥ ৩৫
মূর্দ্ধজেষু চ জগ্রাহ সমস্তেষ্বতিগতেঽপি চ।
সা তৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তমাচচক্ষে বিবস্বতে ॥ ৩৬
বিবস্বানথ তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্তষ্টারমভ্যগাৎ।
ষষ্টা তু তং যথান্যায়মর্চয়িত্বা বিভাবসুম্ ॥
নির্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা ॥৩৭

ষষ্টোবাচ।

তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে।
অসহন্তী চ তৎ সংজ্ঞা বনে চরতি শাদ্বলে ॥ ৩৮
দ্রষ্টা হি তাং ভবানদ্য স্বাং ভার্য্যাং শুভচারিণীম্।
নিত্যং তপস্যভিরতাং বড়বারূপধারিণীম্ ॥ ৩৯
পর্ণাহারাং কৃশাং দীনাং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীম্।
হস্তিহস্তপরিক্লিষ্টাং ব্যাকুলাং পদ্মিনীমিব ॥
প্রাধ্যাং যোগবলে পেতাং যে গমস্তত্র গোপতে ॥ ৪০
অনুকূলস্ত্বং যদি মে স্যাঃ ক্রমমত্র তমস্বতন্।
রূপং নির্বর্তয়াম্যদ্য তব কান্তমনিন্দম ॥ ৪১
রূপং বিবস্বতস্তাসীৎ তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তু বৈ।
তেনাসৌ সম্ভৃতো দেবরূপেণ তু বিভাবসুঃ ॥ ৪২

বলিল—পুত্র। আমি তোমার পূজনীয়া, তথাপি তুমি আমাকে লঙ্ঘন বা তিরস্কার করিয়াছ। এইজন্য তোমার চরণ অবশ্যই পতিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সন্তান কুসন্তান হয়, মাতা কুমাতা হয় না। ২৬-২৮

যম বলিল—তাপসপ্রবর। লোকেশ্বর। আমি জননীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। কিরণাকর! তোমার কৃপায় আমার চরণ যেন পতিত না হয়। ২৯

বিবস্বান্ বলিলেন—পুত্র। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী, তোমাতে ক্রোধ প্রবেশ করিয়াছে, এইজন্য ইহাতে আমার সন্দেহ নাই যে, এখানে অবশ্যই কোনও মহৎ কারণ আছে। ৩০

আমি তোমার মাতার বাক্যকে সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়া দিতে পারি না। মহাপ্রাজ্ঞ! কৃমিসমূহ তোমার চরণের মাংস লইয়া পৃথীতলে গমন করিলে তোমার সুখ হইবে। এইভাবে তোমার মাতার বাক্য সত্য হইবে এবং শাপ পরিহার হওয়ায় তোমার রক্ষা হইবে। তাহার পর আদিত্য সংজ্ঞাকে বলিলেন—কি জন্য তুমি সকল পুত্রকে তুল্যভাবে স্নেহ করিতেছ না? সূর্য্য এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিলেও সংজ্ঞা প্রকৃত কথা সূর্য্যের নিকট বলিল না। ৩১-৩৪

কুরুনন্দন। তখন ভগবান্ সূর্য্য চিত্তকে একাগ্র করিয়া যোগবলে প্রকৃত কথা অবগত হইলেন এবং শাপদানেচ্ছায় কিংবা বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার কেশগুচ্ছকে ধরিলেন। ইহাতে তাহার সংজ্ঞার নিকট প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা অতীত হওয়ায় যায়। সূর্য্যকে সকল ঘটনা যথাযথভাবে বলিল। তখন সূর্য্য ঐ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধে ত্বষ্টার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা ক্রোধে তপ্ত করিতে উদ্যত সূর্য্যকে যথারীতি অর্চনা করিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৭

ত্বষ্টা বলিলেন—তোমার অতিতেজস্বী রূপ শোভাজনক নয়। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা তপঃপূর্ণ বনে বিচরণ করিতেছে। ৩৮

প্রভাকর। আজ তুমি ব্রতাচরণপরায়ণা তপস্যাপরায়ণা, দীনা, কৃশা, জটাধারিণী ব্রহ্মচারিণী পত্রাহাররতা যোগবলপ্রাপ্তা, প্রশংসনীয়া, হস্তীর শুণ্ডের দ্বারা পরিক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় ব্যাকুলা নিজ পত্নীকে যোগবলে দেখিতে পাইবে। ৩৯-৪০

দেবেশ। যদি আমার মত তোমার অনুকূল বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শত্রুদমন! আমি অদ্য তোমার সুন্দর রূপ করিয়া দিতেছি। ৪১

প্রথমে সূর্য্যের রূপ তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও চারিদিকে সমান ছিল।

তস্মাৎ ত্বষ্টুঃ স বৈ বাক্যং বহু মেনে প্রজাপতিঃ।
সমনুজ্ঞাতবাংশ্চৈব ত্বষ্টারং রূপসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩
ততোঽভ্যুপগমাৎ ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতয়ামাস ভারত ॥ ৪৪
ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংস্কৃতেন বৈ।
কান্তাৎ কান্ততরং দ্রষ্টুমধিকং শুশুভে তদা ॥ ৪৫
মুখে নির্বর্ত্তিতং রূপং তস্য দেবস্য গোপতেঃ।
ততঃ প্রভৃতি দেবস্য মুখমাসীৎ তু লোহিতম্ ॥
মুখরাগস্তু যৎপূর্বং তস্য তস্য মুখচ্যুতম্ ॥ ৪৬
আদিত্যা দ্বাদশৈবেহ সম্ভূতা মুখসম্ভবাঃ।
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ॥৪৭
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমস্তথা।
ততস্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণুরুরুক্রমো জঘন্যজঃ ॥ ৪৮
হর্ষং লেভে ততো দেবো দৃষ্ট্বাদিত্যান্ স্বদেহজান্।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈর্ভাস্বতা মুকুটেন চ ॥ ৪৯
এবং সম্পূজয়ামাস ত্বষ্টা বাক্যমুবাচ হ।

গচ্ছ দেব নিজাং ভার্য্যাং কুরূণ্ংস্তরতি সোত্তরান্ ॥৫০
বড়বারূপমাস্থায় বনে চরতি শাদ্বলে
সা তত্র রূপমাস্থায় স্বভার্য্যারূপলীলয়া ॥৫১
দদর্শ সোমনাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং ততঃ।
অধৃষ্যাং সর্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ॥ ৫২
বড়বারূপিণা রাজংস্তরন্তীমকৃতোভয়াম্।
সোঽশ্বরূপেণ ভগবা তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥ ৫৩
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তীং পরপুংসোপশঙ্কয়া।
সা তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকায়াং বিবস্বতঃ ॥ ৫৪
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্যাশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনৌ বিভূ ॥৫৫
মার্ত্তণ্ড্যাস্ত্বজায়েতাং ত্বষ্টুস্য প্রজাপতেঃ
সংজ্ঞায়াং জনয়ামাস বড়বায়াং স ভারত
তাং তু রূপেণ কান্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ৫৬
সা চ দৃষ্ট্বৈব ভর্ত্তারং তুতোষ জনমেজয়।
ঘনস্য কর্ম্মণা তেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ॥ ৫৭

ভাস্কর রূপ দ্বারা সম্পন্ন থাকায় তাঁহাকে সূর্য্য বিভাবসু রূপে পরিচিত ছিলেন। ৪২

সেইজন্য প্রজাপতি সূর্য্য ত্বষ্টার বাক্য অনুমোদন করিলেন। বীররূপের মনোহরতার জন্য ত্বষ্টাকে অনুমতি দিলেন ॥৪৩

ভারত। তখন ত্বষ্টা সূর্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ভ্রমির (শানের) উপর উঠাইলেন এবং তাঁহার তেজকে মার্জিত করিলেন। ৪৪

এইভাবে তেজ মার্জিত হওয়ায় সূর্য্যের রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাতে তাঁহার রূপ সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ৪৫

তখন হইতে প্রভাবান্ সূর্য্যের মুখের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ঐ সময় হইতে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। সূর্য্যের মুখ হইতে যে মুখরাগ বিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা হইতে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হইলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, দশম পর্জন্য, ত্বষ্টা ও দ্বাদশ বিষ্ণু সূর্য্যের মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন। বিষ্ণু সকলের দেবে উৎপন্ন হইলেও অর্থাৎ ছোট হইলেও গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৪৬-৪৮

তখন সূর্য্যদেব গন্ধ, পুষ্প, অলঙ্কার ও উজ্জ্বল মুকুটের দ্বারা সুশোভিত স্বদেহজাত আদিত্যগণকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। ৪৯

এইভাবে সূর্য্যের পূজা করিয়া ত্বষ্টা বলিলেন—দেব! আপনি নিজ পত্নীর নিকট গমন করুন। সে উত্তর কুরুদেশে ভ্রমণ করিতেছে। হরিদ্বর্ণ তৃণপূর্ণ বনে বড়বারূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। তখন সূর্য্য নিজ পত্নীর রূপের অনুরূপ ঘোড়ার রূপ ধারণ করিয়া যোগবলে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পত্নী তেজে ও নিয়মে সকল প্রাণীর অধৃষ্য অকুতোভয় হইয়া বড়বারূপে বিচরণ করিতেছে। রাজন্! সূর্য্য ঘোড়ার রূপ ধারণ করিয়া তাহার মুখের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে পরপুরুষ আশঙ্কায় মৈথুনের প্রতিকূল আচরণ করিতে থাকিলে সূর্য্যের বীর্য্যকে নাসিকার দ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া দিল। ৫০-৫৪

ঐ বীর্য্য হইতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা উৎপন্ন হইলেন। এই দুই অশ্বিনীকুমার নাসত্য ও দস্রনামে প্রসিদ্ধ। ৫৫

ভারত! ইহারা দুইজন অষ্টম প্রজাপতি মার্ত্তণ্ডের পুত্র। সূর্য্য অশ্বরূপধারিণী সংজ্ঞাতে ইহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় মনোহর রূপে দর্শন দান করিলেন। ৫৬

জনমেজয়! সংজ্ঞা নিজ স্বামীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। এদিকে যম নিজ কর্ম্মের জন্য অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইলেন। তিনি ধর্মরাজের অনুরূপ ধর্ম আচরণের দ্বারা প্রজাগণকে প্রসন্ন করিতে

ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজ ইব প্রজাঃ।
স লেভে কর্ম্মণা তেন পরমেণ মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫৮
পিতৃণামাধিপত্যঞ্চ লোকপালত্বমেব চ।
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বাসীৎ সাবর্ণঃ স তপোধনঃ ॥ ৫৯
ভাব্যঃ সোঽনাগতে কালে মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে।
মেরুপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতি প্রভুঃ ॥ ৬০
ভ্রাতা শনৈশ্চরশ্চাস্য গ্রহত্বমুপলব্ধবান্।
নাসত্যৌ যৌ সমাখ্যাতৌ অশ্বিনৌ তৌ বসূবতুঃ ॥ ৬১
সেবতোঽপি তথা রাজন্নশ্বানাং শান্তিমোঽভবৎ।
ত্বষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ ॥ ৬২
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবান্তচিকীর্ষয়া।
যবীয়সী তয়োর্যা তু যমী কন্যা যশস্বিনী ॥ ৬৩
অভবৎ সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকভাবিনী।
মনুরিত্যুচ্যতে লোকে সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥ ৬৪
দ্বিতীয়ো হ্যসুতস্যস্য মনোর্ভ্রাতা শনৈশ্চরঃ।
গ্রহত্বং স চ লেভে বৈ সর্ব্বলোকাভিপূজিতম্ ॥ ৬৫
য ইদং জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্ বাপি ধারয়েৎ।
আপদ্ভ্যঃ স বিমুচ্যেত প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্ যশঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি বৈবস্বতোৎপত্তৌ নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

লাভিষেন। এই শ্রেষ্ঠ কার্য্যের জন্য মহাদ্যুতি যম পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই তপোধন প্রজাপতি সাবর্ণ মনু ছিলেন ॥ ৫৭-৫৯

অনাগত সাবর্ণ মন্বন্তরে যিনি মনু হইবেন, তিনি এখনও মেরু পর্বতের উপরে কঠোর তপস্যা করিতেছেন ॥ ৬০

তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নাসত্যনামক অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবলোকে চিকিৎসক হইলেন ॥ ৬১

রাজন্! ইঁহারা দুইজন নিজ ভক্তজনের ঘোড়ার শান্তিদাতা ছিলেন। ত্বষ্টা সেই তেজের দ্বারা বিষ্ণুর চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। যুদ্ধে দানবগণের নাশের জন্য ঐ চক্র সর্ব্বদা অপ্রতিহত ছিল। উঁহাদের দুইজনের ছোট যমী নামে যে যশস্বিনী কন্যা ছিল, সে নদীমধ্যে শ্রেষ্ঠা লোকপবিত্রকারিণী যমুনা। মনুকে সংসারে মনু ও সাবর্ণ বলা হয় ॥ ৬২-৬৪

সূর্য্যের দ্বিতীয় পুত্র মনুর ভ্রাতা শনৈশ্চর সর্ব্বলোকপূজিত গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবতাদের জন্ম কথা শ্রবণ করে এবং হৃদয়ে ধারণ করে, সে সকলপ্রকার আপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মহৎ যশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৫-৬৬

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে বৈবস্বত-মনুর উৎপত্তিবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[বৈবস্বত-মনোর্বংশজানাং বর্ণনম্, পুরূরবস উৎপত্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
মনোর্বৈবস্বতস্যাসন্ পুত্রা বৈ নব তৎসমাঃ।
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ ॥ ১
নরিষ্যন্তশ্চ তথা প্রাংশুর্নাভাগারিষ্টসপ্তমাঃ।
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে ভরতর্ষভ ॥ ২
অকরোৎ পুত্রকামস্তু মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ।
মিত্রাবরুণয়োস্তাত পূর্ব্বমেব বিশাম্পতে ॥ ৩
অনুৎপন্নেষু নবসু পুত্রেষ্বেতেষু ভারত।
তস্যাং তু বর্ত্তমানায়ামিষ্ট্যাং ভরতসত্তম ॥ ৪
মিত্রাবরুণয়োরংশে মুনিরাহুতিমাজুহোৎ।
আহুত্যাং হূয়মানায়াং দেব-গন্ধর্ব্ব-মানুষাঃ ॥ ৫
তুষ্টিং তু পরমাং জগ্মুর্মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহোঽস্য শ্রুতমদ্ভুতম্ ॥ ৬

দশম অধ্যায়।

[বৈবস্বতমনুর নবজন্মগণের বর্ণন ও পুরূরবার উৎপত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ। বৈবস্বত মনুর আমাদের ন্যায় ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগারিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র এই নয় জন পুত্র ছিল ॥ ১-২

রাজন্! তাত। এই নয় জন পুত্রের জন্মের পূর্ব্বে প্রজাপতি মনু পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণকে তৃপ্ত করিবার জন্য ইষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভারত। যখন ঐ ইষ্টি অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন মিত্রাবরুণের জন্য আহুতি প্রদান করা হইল। ভরতশ্রেষ্ঠ। আহুতিদান সমাপ্ত হইলে পর দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও তপস্বী মুনিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—অহো ইঁহার তপোবল অত্যাশ্চর্য্য এবং ইঁহার শাস্ত্রজ্ঞান অত্যাশ্চর্য্য ॥৩-৬

তত্র দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
দিব্যাসংহননা চৈব ইলা জজ্ঞে ইতি শ্রুতিঃ ॥৭
তামিলেত্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তদা।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভদ্রে তমিলা প্রত্যুবাচ হ ॥
ধর্ম্মযুক্তমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ॥৮

ইলোবাচ।

মিত্রাবরুণয়োরংশে জাতাস্মি বদতাং বর।
তয়োঃ সকাশং যাস্যামি ন মাং ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ ॥৯
সৈবমুক্ত্বা মনুং দেবং মিত্রাবরুণয়োরিলা।
গত্বান্তিকং বরারোহা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০
অংশেঽস্মি যুবয়োর্জ্ঞাতা দেবৌ কিং করবাণি বাম্।
মনুনা চাহমুক্তা বৈ অনুগচ্ছস্ব মামিতি ॥ ১১
তাং তথাবাদিনীং সাধ্বীমিলাং ধর্ম্মপরায়ণাম্।
মিত্রশ্চ বরুণশ্চোভাবূচতুর্মধুরিবোদ্য তৎ ॥ ১২
অনেন তব ধর্ম্মেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সত্যেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতৌ স্বো বরবর্ণিনি ॥ ১৩
আবয়োরুং মহাভাগে খ্যাতিং কন্যেতি যাস্যসি।
মনোর্বংশধরঃ পুত্রস্ত্বমেব চ ভবিষ্যসি ॥ ১৪
সুদ্যু ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু শোভনে।
জগৎপ্রিয়ো ধর্ম্মশীলো মনোর্বংশবিবর্দ্ধনঃ ॥১৫
নিবৃত্তা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকম্।
বুধেনান্তরমাসাদ্য নৈথুনায়োপমন্ত্রিতা ॥ ১৬
সোমপুত্রাদ্ বুধাদ্ রাজংস্তস্যাং জজ্ঞে পুরূরবাঃ
জনয়িত্বা সুতং সা তমিলা সুদ্যুম্নতাং গতা ॥১৭
সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্চ ভারত ॥১৮
উৎকলস্যোৎকলা রাজন্ বিনতাস্যা পশ্চিমা।
দিক্ পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়া পুরী ॥ ১৯
প্রবিষ্টে তু মনৌ তাত দিবাকরমরিন্দম।
দশধা তদ্দধৎ ক্ষত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২০
যূপাঙ্কিতা বসুমতী যজ্যেয়ং সবনাকরা।
ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্ ॥ ২১

এইরূপ শোনা যায় যে, ঐ যজ্ঞে দিব্যবস্ত্রধারিণী দিব্যভূষণ-ভূষিতা দিব্যদেহধরা ইলানাম্নী একটি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজা মনু ঐ কন্যাকে 'ইলা' নামে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—ভদ্রে! 'তুমি আমার অনুগমন কর'। তখন পুত্রকাম মনু প্রজাপতিকে ইলা এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন। ৭-৮

ইলা বলিলেন—রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! আমি মিত্রাবরুণের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি তাঁহাদের নিকটেই যাইব। আমি ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলে ধর্ম্ম আমাকে বধ করিয়া ফেলিবে। ৯

সুন্দরী ইলা প্রভাবসম্পন্ন মনুকে এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন।১০

দেবদ্বয়! আমি আপনাদের দুইজনের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনারা বলুন—আমি কি করিব? মনু আমাকে বলিয়াছেন—'তুমি আমার অনুগমন কর'। ১১

ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী ইলা এইরূপ বলিলে পর মিত্র ও বরুণ কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১২

সুমধ্যমে! সুন্দরি! তোমার ধর্ম্ম, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম ও সত্যবাক্যে আমরা উভয়ে প্রীত হইয়াছি। ১৩

মহাভাগে! তুমি আমাদের কন্যারূপে প্রসিদ্ধ হইবে এবং মনুর বংশধর পুত্রও তুমিই হইবে। ১৪

সুন্দরি! তুমি মনুর বংশবৃদ্ধিকারী, সকলের প্রিয়, ধর্ম্মশীল সুদ্যুম্ন নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে ॥ ১৫

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা নিজ পিতা মনুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে অবসর বুঝিয়া বুধ তাহাকে সহবাস করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ১৬

রাজন্! ঐ সহবাসের ফলে চন্দ্রপুত্র বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলেন। পুরূরবাকে জন্মদান করিয়া ইলা সুদ্যুম্ন হইয়া গেলেন। ১৭

ভারত! সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব নামক তিন জন পরমধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইল। ১৮

রাজন্! উৎকলের রাজধানী হইল উৎকলা, বিনতাশ্বের পশ্চিম দিকের রাজ্যে রাজধানী হইল এবং ভরতশ্রেষ্ঠ! গয়ের রাজধানী হইল পূর্ব্বদিকে গয়াপুরী। ১৯

তাত! শত্রুদমন! মনু সূর্য্যে প্রবিষ্ট হইলে পর তাঁহার ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন পুত্র পৃথিবীকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। ২০

মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশ প্রাপ্ত হইলেন। মধ্যদেশের ভূমি যজ্ঞযূপসমন্বিত, বন ও খনিসহিত ছিল। ২১

কন্যাভাবাচ্চ তু সুতো নৈনং গুণবানুবাচ।
বসিষ্ঠবচনাচ্ছাপাৎ প্রতিষ্ঠানে মহাত্মনঃ ॥ ২২
প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মরাজস্য সুদ্যুম্নস্য কুরূদ্বহ।
তৎপুত্রবরসে প্রাদাদ্ রাজ্যং প্রাপ্য মহাযশাঃ ॥ ২৩
সুদ্যুম্নঃ কারয়ামাস প্রতিষ্ঠানে নৃপক্রিয়াম্।
উৎকলস্য ত্রয়ঃ পুত্রাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥
ধৃষ্টকশ্চাম্বরীষশ্চ দণ্ডশ্চেতি সুতাস্ত্রয়ঃ ॥ ২৪
যস্ত্বাকার মহাত্মা বৈ দণ্ডকারণ্যমুত্তমম্।
বনং তল্লোকবিখ্যাতং তাপসানামনুত্তমম্ ॥ ২৫
তত্র প্রবিষ্টমাত্রস্তু নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
সুদ্যুম্নশ্চ দিবং যাত ঐলমুৎপাদ্য ভারত ॥ ২৬
মানবেয়ো মহারাজ স্ত্রী-পুংসোর্লক্ষণৈর্যুতঃ।
সুতবান্ য ইলেত্যেব সুদ্যুম্নাদ্বিশ্রুতঃ ॥ ২৭
নরিষ্যন্তঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্য তু ভারত।
অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভসত্তমঃ ॥ ২৮
ধৃষ্টস্যাপ্তু ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং রণশ্লাঘি বভূব হ।

করূষস্য তু কারূষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ২৯
সহস্রং ক্ষত্রিয়গণো বিক্রান্তঃ সমপদ্যত।
নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ ৩০
প্রাংশোরেকোঽভবৎ পুত্রঃ শর্য্যাতিরিতি বিশ্রুতঃ।
নরিষ্যন্তসুতো দাম্নো রাজা দণ্ডধরো নৃপঃ।
শর্য্যাতেরিধুনং চাপীদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৩১
পুত্রঃ কন্যা সুকন্যাখ্যা যা পত্নী চ্যবনস্য হ।
আনর্ত্তস্য তু দাম্নোঽভূদ্ রেবো নাম মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩২
আনর্ত্তবিষয়শ্চাসীৎ পুরী চাস্য কুশস্থলী।
রেবস্য রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৩
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্যাসীদ্ রাজ্যং প্রাপ্য কুশস্থলীম্।
স কন্যাসহিতঃ ভ্রত্বা গান্ধর্ব্বং ব্রহ্মণোঽন্তিকে ॥ ৩৪
মুহূর্ত্তভূতং দেবস্য গতং বহুযুগং প্রভো।
আজগাম ভুবোবাথ স্বাং পুরীং যাদবৈর্বৃতম্ ॥৩৫
কৃতাং দ্বারবতীং নাম্না বহুদ্বারাং মনোরমাম্।
ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকৈর্গুপ্তাং বাসুদেবপুরোগমৈঃ ॥ ৩৬

সুদ্যুম্ন কন্যাভাবের জন্য ঐ সৌভাগ্যপূর্ণ পদ পাইলেন না। কিন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ! বসিষ্ঠের বাক্যানুসারে মহাত্মা ধার্মিক সুদ্যুম্নের প্রতিষ্ঠানপুরে রাজরূপে প্রতিষ্ঠা হইল। যশস্বী সুদ্যুম্ন রাজা পাইয়া কিছু দিন রাজকার্য্য করিলেন, পরে ঐ রাজা পুত্রবরকে প্রদান করিলেন। উৎকলের ত্রিলোকে বিখ্যাত তিনজন পুত্র হইল। তাহাদের নাম—ধৃষ্টক, অম্বরীষ ও দণ্ড ॥ ২২-২৪

মহাত্মা দণ্ড দণ্ডকারণ্যনামক মহাবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে বন তপস্বিগণের জন্য অত্যুত্তম ও লোকবিখ্যাত হইয়াছিল। এই বনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ পাপমুক্ত হইয়া যায়। ভারত! সুদ্যুম্ন কন্যাবস্থায় (স্ত্রী থাকাকালে) ঐলকে (পুত্ররত্নকে) উৎপাদন করিয়া (এবং পুরুষাবস্থায় উৎকলাদি তিন পুত্র উৎপাদন করিয়া) স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ! এই সুদ্যুম্ন স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণযুক্ত ছিলেন। স্ত্রী-রূপের নাম ইলা ও পুরুষ-রূপের নাম সুদ্যুম্ন অতি বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ২৫-২৭

ভারত! নরিষ্যন্তের পুত্র শক, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ রাজেন্দ্র হইয়াছিলেন। ধৃষ্টের ক্ষত্রিয়-পুত্র ধার্ষ্টক রণশ্লাঘী হইয়াছিলেন। করূষের কারূষনামক অনেক পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে দুর্ম্মদ, সংখ্যায় সহস্র ও বিক্রমশালী। নাভাগারিষ্টের ক্ষত্রিয় পুত্রগণ বৈশ্য হইয়াছিলেন ॥ ২৮-৩০

প্রাংশুর এক পুত্র শর্য্যাতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নরিষ্যন্তের পুত্র দণ্ডধর নৃপ হইয়াছিলেন। শর্য্যাতির দুইটি সন্তান হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পুত্রটি আনর্ত্তনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং কন্যাটি সুকন্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সে চ্যবন ঋষির পত্নী হইয়াছিল। আনর্ত্তের মহাদ্যুতি রেবনামক এক পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩১-৩২

ইহার রাজ্যের নাম আনর্ত্ত ও রাজধানীর নাম কুশস্থলী ছিল। রেবের পুত্র রৈবত। তাঁহার অপর নাম ককুদ্মী, তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন ॥ ৩৩

রেবের শত পুত্রের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কুশস্থলী রাজ্য পাওয়ার পর তিনি একদিন নিজ কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকটে গন্ধর্বগণের গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র সময় গান শ্রবণে অতিবাহিত হওয়ায় মর্ত্যলোকে বহুযুগ অতীত হইয়া যায়। তখন তিনি যাদবগণ-পরিবৃত নিজ পুরীতে পূর্ববৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

ঐ সময় ঐ পুরী বহুদ্বারসমন্বিতা, মনোরমা, বাসুদেবপ্রমুখ ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয়গণ কর্তৃক পরিবৃতা ও দ্বারবতী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৬

ততঃ স রৈবতো ভ্রাত্রা যজ্ঞাতয়মরিন্দম।
কন্যাং তাং বলদেবায় সুব্রতাং নাম রেবতীম্॥
দত্ত্বা জগাম শিখরং মেরোস্তপসি সংস্থিতঃ।
রেমে রামোঽপি ধর্ম্মাত্মা রেবত্যা সহিতঃ সুখী॥৩৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
ঐলোৎপত্তিবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ১০

শত্রুনাশন! এই সকল তথা যথাযথভাবে জানিয়া রৈবত নিজ সুব্রতা কন্যা রেবতীকে বলদেবের হস্তে সম্প্রদান করিয়া মেরু পর্বতের শিখরে তপস্যার রত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম রেবতীর সহিত পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ইলাপুত্র পুরূরবার উৎপত্তিবর্ণনবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বুধস্যাস্য বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।
কথং বহুযুগে কালে সমতীতে দ্বিজোত্তম।
ন জরা রেবতীং প্রাপ্য রৈবতঞ্চ ককুদ্মিনম্॥ ১
মেরুং গতস্য বা তস্য শার্য্যাতেঃ সন্ততিঃ কথম্।
স্থিতা পৃথিব্যামদ্যাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন জরা ক্ষুৎ-পিপাসে বা না মৃত্যুর্ভরতর্ষভ।
ঋতুচক্রং ন ভবতি ব্রহ্মলোকে সনাতনে॥ ৩
ককুদ্মিনস্তু তং লোকং রৈবতস্য গতস্য হ।
হত্বা পুণ্যজনৈস্তাত রাক্ষসৈঃ সা কুশস্থলী॥ ৪
তস্য ভ্রাতৃশতং চাসীদ্ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
তদ্ বধ্যমানং রক্ষোভির্দিশঃ প্রাদ্রবদচ্যুতম্॥ ৫
বিদ্রুতস্য তু রাজেন্দ্র তস্য ভ্রাতৃশতস্য বৈ।
তেষাং তু তে ভয়াক্রান্তাঃ ক্ষত্রাস্তত্র তত্র হ॥
অথবায়ন্তু সুমহাংস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
যেষানেতে মহারাজ শার্য্যাতা ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ৭
ক্ষত্রিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যে সর্ব্বাসু ধার্ম্মিকাঃ।
সর্ব্বশঃ পর্ব্বতগণান্ প্রবিষ্টাঃ কুরুনন্দন॥ ৮
নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
কক্ষসস্য চ কাক্ষষাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥ ৯
প্রাংশোরেকোঽভবৎ পুত্রঃ প্রজাভিরিতি নঃ শ্রুতম্।
পুষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং জনমেজয়॥ ১০
শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নো নবৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বৈবস্বতস্য তনয়া মনোর্বৈ ভরতর্ষভ॥ ১১

একাদশ অধ্যায়।

[বুধমারের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজোত্তম! বহুযুগ অতীত হওয়া সত্ত্বেও ককুদ্মী রৈবতকে ও তাঁহার কন্যা রেবতীকে জরা আক্রমণ করে নাই কেন? শর্য্যাতির সন্তান রৈবত মেরুর শিখরে গমন করিলেও তাঁহার সন্তান অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে কি ভাবে? তাহা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নিষ্পাপ! ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মলোকে জরা, ক্ষুধা, পিপাসা ও মৃত্যু নাই। ব্রহ্মলোকে ঋতুচক্র হয় না। ৩

তাত! ককুদ্মী রৈবত ব্রহ্মলোকে গমন করিলে যক্ষ ও রাক্ষসগণ কুশস্থলীকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। ৪

মহাত্মা ধার্মিক রৈবতের একশত ভ্রাতা ছিল। তাহারা রাক্ষসগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও নিহত না হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিল। ৫

রাজেন্দ্র! রৈবতের শতভ্রাতা পলায়ন করিলে পর অন্য ক্ষত্রিয়গণ রাক্ষস-ভয়ে ভয় তত্র পলায়ন করিয়াছিল। ৬

প্রজানাথ! তাহাদের মহান্ বংশ যেখানে সেখানে বসতি করিয়াছিল। মহারাজ! তাহাদের বংশীয়গণই ধার্মিক ও শর্য্যাতিসন্ততিরূপে সকলদিকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! কুরুনন্দন! ঐ সকল ক্ষত্রিয় তখন চারিদিকে পর্বতের কন্দরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ৭-৮

নাভাগ ও অরিষ্টের পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কক্ষসের কাক্ষষনামক যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় পুত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৯

আমরা শুনিয়াছি যে—প্রাংশুর প্রজাতিনামক একটি পুত্র হইয়াছিল। জনমেজয়! গুরুর গাভীকে হত্যা করার জন্য শাপবশতঃ পুষধ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বৈবস্বত মনুর নয়জন পুত্রের বর্ণনা করিলাম। ১০-১১

ক্ষুবতস্তু মনোস্তাত ইক্ষ্বাকুরভবৎ সুতঃ
তস্য পুত্রশতং রাসীদিক্ষ্বাকোর্ভুরিদক্ষিণম্ ॥ ১২
তেষাং বিকুক্ষির্জ্যেষ্ঠস্তু বিকুক্ষিত্বাদযোধ্যতাম্ ।
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ সোঽযোধ্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ॥ ১৩
শকুনিপ্রমুখাস্তস্য পুত্রাঃ পঞ্চাশদুত্তমাঃ ।
উত্তরাপথদেশস্থা রক্ষিতারো মহীপতে ॥ ১৪
চত্বারিংশদষ্টৌ চ দক্ষিণস্যাং তথা দিশি ।
শশাদপ্রমুখাশ্চাস্যে রক্ষিতারো বিশাম্পতে ॥ ১৫
ইক্ষ্বাকুস্তু বিকুক্ষিঃ বৈ অষ্টকায়ামথাদিশৎ ।
মাংসমানয় শ্রাদ্ধার্থং মৃগান্ হত্বা মহাবলঃ ॥ ১৬
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি চোদ্দিষ্টমকৃতে শ্রাদ্ধকর্মণি
ভক্ষয়িত্বা শশং তাতঃ শশাদো মৃগয়াগতঃ ॥ ১৭
ইক্ষ্বাকুণা পরিত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাৎ প্রভুঃ ।
ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে তাত শশাদঃ পুরমাবসৎ ॥১৮
শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্

ইন্দ্রস্য বৃষভূতস্য ককুৎস্থোঽজয়তাসুরান্ ॥ ১৯
পূর্ব্বং দেবাসুরে যুদ্ধে ককুৎস্থস্তেন হি স্মৃতঃ ।
অনেনাস্তু ককুৎস্থস্য পৃথুরানেনসঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
বিষ্টরাশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদার্দ্রস্তুজায়ত ।
আর্দ্রস্য যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্য তু চাত্মজঃ ॥ ২১
জজ্ঞে শ্রাবস্তকো রাজা শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা ।
শ্রাবস্তস্য তু দায়াদো বৃহদশ্বো মহাযশাঃ ॥ ২২
কুবলাশ্বঃ সুতস্তস্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।
যঃ স ধুন্ধুবধাদ্ রাজা ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৩

জনমেজয় উবাচ ।

ধুন্ধোর্বধমহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
যদর্থং কুবলাশ্বঃ সন্ ধুন্ধুমারত্বমাগতঃ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্ ।
সর্ব্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ ॥ ২৫

তাত ! মনুর ক্ষুব (ছাঁচি) হইতে ইক্ষ্বাকু নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিত। ১২

তাহাদের মধ্যে বিকুক্ষি ছিল জ্যেষ্ঠ। তাহার কুক্ষি বিশাল ছিল বলিয়া তাহার সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে পারিত না। ঐ পরম ধর্ম্মজ্ঞ বিকুক্ষি অযোধ্যার প্রভাবশালী অধিপতি হইয়াছিল। ১৩

রাজন্! তাঁহার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশজন উত্তম পুত্র ছিল। রাজন্! তাহারা সকলে উত্তরাপথে থাকিয়া দেশকে রক্ষা করিত। ১৪

প্রজাপালক! তাঁহার শশাদ প্রভৃতি আটচল্লিশজন পুত্র দক্ষিণদিকে থাকিয়া দেশকে রক্ষা করিত। ১৫

মহাবল ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধের সময় শ্রাদ্ধের জন্য 'মৃগহত্যা করিয়া মাংস আনয়ন কর' বলিয়া বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন। ১৬

শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং শ্রাদ্ধকর্ম্ম অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে শশকে ভক্ষণ করিয়া ঐ শশাদ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন বশিষ্ঠের বচনানুসারে ইক্ষ্বাকু শশাদকে পরিত্যাগ করিলেন। ইক্ষ্বাকু পরলোকগমন করিলে পর শশাদ নগরীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ১৭-১৮

শশাদের ককুৎস্থ নামক বীর্য্যবান্ এক পুত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বে যখন দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র ককুৎস্থকে স্মরণ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে ককুৎস্থ ইন্দ্রকে বৃষ করিয়া তাঁহার ককুদে আরোহণ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে ককুৎস্থ বলা হইত। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা ও অনেনার পুত্র পৃথু হইয়াছিল। ১৯-২০

পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব এবং বিষ্টরাশ্বের পুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব হইয়াছিল। ২১

সে শ্রাবস্তক নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিল, সে শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শ্রাবস্তের মহাযশস্বী বৃহদশ্ব নামক পুত্র হইয়াছিল। ২২

তাহার পরমধার্ম্মিক কুবলাশ্ব নামক পুত্র হইয়াছিল। রাজা কুবলাশ্ব ধুন্ধুনামক দৈত্যকে নিহত করার জন্য ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৩

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমি ধুন্ধুর বধকথা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। যে জন্য কুবলাশ্ব রাজা ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুবলাশ্বের ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ একশত পুত্র ছিল। তাহারা সকলেই সকল বিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও দুর্জ্জয় ছিল। ২৫

বহুবুর্ধর্ম্মিকাঃ সর্ব্বে যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
কুবলাশ্বং সুতং রাজ্যে বৃহদশ্বো ন্যযোজয়ৎ ॥ ১৬
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বনং রাজা সমাবিশৎ
তমুবাচোঽথ বিপ্রর্ষিঃ প্রয়ান্তং প্রতিবাসরম্ ॥ ১৭

উতথ্য উবাচ।

ভবতা রক্ষণং কার্য্যং তৎ তাবৎ কর্ত্তুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্নস্তপশ্চর্ত্তুং ন হি শক্নোমি পার্থিব ॥ ১৮
ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্ রক্ষ্যমাণা মহাত্মনা
ভবিষ্যতি নিরুদ্বিগ্না নারণ্যং গন্তুমর্হসি ॥ ১৯
পালনে হি মহান্ ধর্ম্মঃ প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ন তথা বৃশ্যতেঽরণ্যে না তে তুল্যা বুদ্ধির্মতা দৃশী ॥ ২০
ঈদৃশো ন হি রাজেন্দ্র ধর্ম্মঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
প্রজানাং পালনে যো বৈ পুরা রাজর্ষিভিঃ কৃতঃ ॥
রক্ষিতব্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা তাস্ত্বং রক্ষিতুমর্হসি ॥ ২১
মমাশ্রমসমীপে হি সমেষু মরুধন্বসু।
সমুদ্রো বালুকাপূর্ণ উজ্জানক ইতি শ্রুতঃ ॥
দেবতানামবধ্যশ্চ মহাকায়ো মহাবলঃ। ২২
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকাস্তর্হিতো মহান্।
রাক্ষসস্য মধোঃ পুত্রো ধুন্ধুনামা মহাসুরঃ ॥
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥ ২৩
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে স নিশ্বাসং প্রমুঞ্চতি
যদা তদা চলতি সশৈল-বন-কাননা ॥ ২৪
তস্য নিশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ
আদিত্যপথমাবৃত্য সপ্তরাত্রং ভূমিকম্পনম্ ॥ ২৫
সবিস্ফুলিঙ্গং সাঙ্গারং সধূমমতিদারুণম্।
তেন তাত ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্বকাশ্রমে ॥ ২৬
তং মারয় মহাকায়ং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
লোকাঃ স্বস্থা ভবন্ত্বদ্য তস্মিন্ বিনিহতেঽসুরে ॥ ২৭
ত্বং হি তস্য বধেঽশক্তঃ সমর্থঃ পৃথিবীপতে।
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তো মহ্যং পূর্ব্বযুগেঽনঘ ॥ ২৮
যস্ত্বং মহাসুরং রৌদ্রং হনিষ্যসি মহাবলম্।
তস্য ত্বং বরদানেন তেজ আপ্যায়য়িষ্যসি ॥ ২৯

তাহারা সকলেই ধার্মিক, যজ্ঞপরায়ণ ও প্রচুরদক্ষিণাদানকারী ছিল। বৃহদশ্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবলয়াশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৬

পুত্রের উপর রাজ্যলক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া রাজা বনে গমন করিলেন। তখন উতথ্যনামক বিপ্র গমনরত রাজাকে বারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

উতথ্য বলিলেন—রাজন্! আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনি তাহাই করুন। অন্যথা আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া তপস্যা করিতে পারিবেন না ॥ ১৮

রাজন্! আপনার মত মহাত্মা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে এই পৃথিবী নিরুদ্বিগ্ন হইবে। অতএব আপনি বনে যাইবেন না ॥ ১৯

প্রজাগণের পালনে থাকিলে যে রূপ মহান্ ধর্ম্ম হইবে, অরণ্যে গমন করিলে সেইরূপ ধর্ম্ম হইবে না, ইহা আমি বুঝিতেছি। সুতরাং যেন আপনার ঐরূপ বুদ্ধি না হয় ॥ ২০

রাজেন্দ্র! প্রাচীনকালে রাজর্ষিগণ প্রজা পালন করিয়া যেরূপ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্ম কোনও কার্য্যেই পাওয়া যায় না। রাজার কর্ত্তব্য প্রজাগণের রক্ষা করা, অতএব তাহাই করুন ॥ ২১

আমার আশ্রমের সমীপে স্থিত মরুপ্রদেশের সমতল ভূমিতে বালুকাপূর্ণ উজ্জানক নামক সমুদ্র আছে। সেখানে এক বিশাল-কায় মহাবলবান্ রাক্ষস বাস করে। ঐ রাক্ষস দেবতাগণেরও অবধ্য। ধুন্ধুমার নামক ঐ মহাসুর মধুনামক রাক্ষসের পুত্র। সে মৃত্তিকার ভিতর বালুকার দ্বারা অন্তর্হিত হইয়া লোকগণের বিনাশের জন্য কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়া শয়ান আছে ॥ ২২-২৩

সে এক বৎসর পরে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন পর্ব্বত-বন সহিত পৃথিবী কাঁপিতে থাকে ॥ ২৪

তাহার নিশ্বাসবায়ুর দ্বারা ধূলিরাশি উদ্গত হইয়া থাকে। তাহা সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে এবং সপ্তাহ যাবৎ ভূকম্প হয় ॥ ২৫

তাত! ঐ সময় বিস্ফুলিঙ্গ অঙ্গারসহ অতিদারুণ ধূমে সকল স্থান ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য তখন আমি নিজ আশ্রমে থাকিতে পারি না ॥ ২৬

আপনি সকল লোকের হিতের জন্য ঐ মহাকায় রাক্ষসকে বধ করুন। ঐ মহাসুর নিহত হইলে সকল লোক সুখী হইবে ॥ ২৭

রাজন্! আপনিই একমাত্র তাহার বিনাশে সমর্থ। নিষ্পাপ। ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বযুগে আমাকে একটি বর দান করিয়াছিলেন ॥ ২৮

যে আপনি ঐ বলবান্ ভয়ঙ্কর মহাসুরকে সংহার করিবেন, এই বরদানানুসারে বিষ্ণুর তেজে নিজের তেজকে পরিপুষ্ট করিয়া লইবেন ॥ ২৯

ন হি ধুন্ধুর্মহাতেজাস্তেজসাঽন্যেন শক্যতে।
নির্দগ্ধুং পৃথিবীপাল স হি বর্ষশতৈরপি ॥
বীর্যাং হি সুমহত্তস্য দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৪০
স এবমুক্তো রাজর্ষিরুতঙ্কেন মহাত্মনা
কুবলাশ্বঃ সুতং প্রাদাৎ তস্মৈ ধুন্ধুনিবর্হণে ॥ ৪১

বৃহদশ্ব উবাচ

ভগবন্ ন্যস্তশস্ত্রোঽহময়ং তু তনয়ো মম।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধুন্ধুমারো ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
স তং বাদিশ্য তনয়ং রাজর্ষির্ধুন্ধুমারণে।
জগাম পর্বতায়ৈব তপসে সংশিতব্রতঃ ॥ ৪৩
কুবলাশ্বস্তু পুত্রাণাং শতেন সহ পার্থিবঃ।
প্রায়াদুতঙ্কসহিতো ধুন্ধোস্তস্য বিনিগ্রহে ॥ ৪৪
তমাবিশৎ তদা বিষ্ণুর্ভগবাংস্তেজসা প্রভুঃ।
উতঙ্কস্য নিয়োগাদ্ বৈ লোকস্য হিতকাম্যয়া ॥ ৪৫
তস্মিন প্রযাতে দুর্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ।
এষ শ্রীমানবধ্যোঽস্য ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি ॥৪৬
দিব্যৈর্মাল্যৈশ্চ তং দেবাঃ সমন্তাৎ সমবাকিরন্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি প্রাণদন্তত্রতত্রচ ॥ ৪৭
স গত্বা জয়তাং শ্রেষ্ঠস্তনয়ৈঃ সহ বীর্যবান্।
সমুদ্রং খানয়ামাস বালুকার্ণবমব্যয়ম্ ॥ ৪৮
নারায়ণেন কৌরব্য তেজসাপ্যায়িতঃ স বৈ।
বভূব স মহাতেজা ভূয়ো বলসমন্বিতঃ ॥ ৪৯
তস্য পুত্রৈঃ খনদ্ভিস্তু বালুকাস্তোয়িতস্তদা।
ধুন্ধুরাসাদিতো রাজন্ দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৫০
মুখজেনাগ্নিনা ক্রোধাল্লোকানুদ্বর্তয়ন্নিব।
বারি সুস্রাব বেগেন মহোদধিরিবোদয়ে ॥ ৫১
সোমস্য ভরতশ্রেষ্ঠ বারোমিকলিলং মহৎ।
তস্য পুত্রশতং দগ্ধং ত্রিভিরূনং তু রক্ষসা ॥ ৫২
ততঃ স রাজা কৌরব্য রাক্ষসং তং মহাবলম্।
আসসাদ মহাতেজা ধুন্ধুং ধুন্ধুনিবর্হণঃ ॥ ৫৩
তস্য বাবিময়ং বেগমাপীয় স নরাধিপঃ।
যোগী যোগেন বহ্নিং স শময়ামাস বারিণা ৫৪
নিহত্য তং মহাকায়ং বলেনোদকরাক্ষসম্।
উতঙ্কং দর্শয়ামাস কৃতকর্মা নরাধিপঃ ॥ ৫৫

অন্য বলের দ্বারা মহাতেজস্বী ধুন্ধুকে নিহত করা শতবর্ষেও সম্ভব হইবে না। যেহেতু অতিশয় বল থাকায় সে দেবতাদের দুর্ধর্ষ। ৪০

মহাত্মা উতঙ্ক রাজর্ষি বৃহদশ্বকে এইরূপ বলিলে পর তিনি ধুন্ধুর বিনাশের জন্য স্বপুত্র কুবলাশ্বকে উতঙ্কের নিকট প্রদান করিলেন। ৪১

বৃহদশ্ব বলিলেন—ভগবন্! আমি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার এই পুত্র অবশ্যই ধুন্ধুমার হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪২

ধুন্ধুহন্তা রাজর্ষি বৃহদশ্ব নিজ পুত্রকে ধুন্ধুর বধের জন্য আদেশদান করিয়া তপস্যা করিবার জন্য পর্বতে গমন করিলেন। ৪৩

রাজা কুবলাশ্ব শত পুত্রের সহিত উতঙ্কের অনুসরণে ধুন্ধুর নিগ্রহের জন্য গমন করিলেন। তখন উতঙ্কের প্রার্থনানুসারে ভগবান্ বিষ্ণু লোকহিত কামনায় তাঁর তেজের দ্বারা রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৪-৪৫

দুর্ধর্ষ রাজা কুবলাশ্ব ধুন্ধুনিগ্রহে গমন করিলে পর আকাশে মহৎ শব্দ শ্রুত হইল—'এই শ্রীমান্ রাজা অবধ্য, অন্য ধুন্ধু অবশ্যই নাশ প্রাপ্ত হইবে। ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ শব্দ শ্রুত হইলে পর দেবতাগণ দিব্যমালা বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। ৪৭

বিজয়িশ্রেষ্ঠ বীর্যবান্ রাজা পুত্রগণের সহিত গমন করিয়া বালুকাপূর্ণ বিশাল সমুদ্রকে খনন করাইতে লাগিলেন। ৪৮

কৌরব্য। নারায়ণের তেজের দ্বারা আপ্যায়িত হওয়ায় রাজা অতিশয় তেজস্বী ও মহাবলশালী হইলেন। ৪৯

রাজন্। খননরত পুত্রগণ বালুকার দ্বারা অন্তর্হিত পশ্চিমদিক্ আবৃত করিয়া স্থিত ধুন্ধুকে প্রাপ্ত হইল। ৫০

ধুন্ধুর ক্রোধ হওয়ায় সে মুখজাত অগ্নির দ্বারা সকলকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাহার মুখ হইতে তখন ভয়ঙ্কর ও কল্পমুক্ত জলধারা বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার মুখাগ্নিতে সেই সময় কুবলাশ্বের শতপুত্রের মধ্যে ঐ তিনজন ব্যতীত সকল পুত্র দগ্ধ হইয়া গেল। ৫১-৫২

কৌরব্য। তখন ধুন্ধুর বধের জন্য আগত মহাতেজস্বী রাজা মহাবলবান্ রাক্ষস ধুন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫৩

যোগবলে বলীয়ান্ রাজা যোগপ্রভাবে তাহার বারির বেগকে পান করিয়া বারির দ্বারা ঐ অগ্নিকে শান্ত বা নির্বাপিত করিলেন। ৫৪

মহাকায় জলরাক্ষসকে বল প্রয়োগের দ্বারা নিহত করিয়া কৃতকৃত্য রাজা উতঙ্ককে ঐ মৃত রাক্ষস দেখাইলেন। ৫৫

উত্তঙ্কস্তু বরং প্রাদাৎ তস্মৈরাজ্ঞে মহাত্মনে।
দৃঢ়ো তস্যাক্ষয়ং বিত্তং শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥ ৫৬
নে রতিশ্চ সততং স্বর্গবাসঃ তথাক্ষয়ম্।

তখন উত্তঙ্ক ঐ মহাত্মা নরপতিকে বর দান করিলেন—আপনার অক্ষয় ধন হইবে এবং শত্রুর দ্বারা কখনও পরাজয় হইবে না। ৫৬

পুত্রাণাং চাক্ষয়ালোকান স্বর্গে যে রক্ষসা হতাঃ ॥৫৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
ধুন্ধুবধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

আপনার স্বর্গে রতি হইবে এবং অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে। রাক্ষসদের দ্বারা আপনার যে সকল পুত্র নিহত হইয়াছে, তাহাদেরও অক্ষয় স্বর্গলোক হইবে। ৫৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ধুন্ধুবধবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ধুন্ধুমারস্য বংশবর্ণনম্, গালবস্যোৎপত্তিকথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াশ্বো জ্যেষ্ঠ উচ্যতে
চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বৌ তু কুমারৌ দ্বৌ কনীয়সৌ ॥ ১
ধৌন্ধুমারির্দৃঢ়াশ্বস্য হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোঽভূৎ ক্ষত্রধর্মরতঃ সদা ॥ ২
সংহতাশ্বো নিকুম্ভস্য পুত্রো রণবিশারদঃ।
অকৃশাশ্বঃ কৃশাশ্বশ্চ সংহতাশ্বসুতৌ নৃপ ॥ ৩
তস্য হৈমবতী কন্যা সত্যা মাতা দৃষদ্বতী।
বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পুত্রস্যাস্যাঃ প্রসেনজিৎ ॥৪
লেভে প্রসেনজিৎ ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাম্।
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী বৈ বাহুদাভবৎ ॥ ৫

তাহার পুত্র মহারাজ যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের ত্রিলোকজয়ী

তস্যাঃ পুত্রো মহান্ সাদ্ যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
ম ভ্রাতা যুবনাশ্বস্য ত্রিলোকবিজয়ী সুতঃ ॥ ৬
তস্য চৈত্ররথীর্ভার্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ
সাধ্বী বিন্দুমতী নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥ ৭
পতিব্রতা চ জ্যেষ্ঠা চ ভ্রাতৃণামনুজস্য সা।
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা দ্বৌ সুতৌ নৃপ ॥ ৮
পুরুকুৎসঞ্চ ধর্মজ্ঞং মুচুকুন্দঞ্চ ধার্মিকম্।
পুরুকুৎসসুতস্ত্বাসীৎ ত্রসদস্যুর্মহীপতিঃ ॥ ৯
নর্মদায়ামনোৎপন্নঃ সম্ভূতস্তস্য চাত্মজঃ।
সম্ভূতস্য তু দায়াদঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ ॥ ১০
সুধন্বনঃ সুতশ্চাসীৎ ত্রিধন্বা রিপুমর্দনঃ
রাজ্ঞস্ত্রিধন্বনশ্চাসীৎ বিদ্বান্ ত্রয্যারুণঃ সুতঃ ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ধুন্ধুমারের বংশবর্ণন ও গালবের উৎপত্তি কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ধুন্ধুমারের তিনজন পুত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাদের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব জ্যেষ্ঠ। চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব এই দুইজন কুমার কনিষ্ঠ ছিল। ১

ধুন্ধুমার-পুত্র দৃঢ়াশ্ব, তাহার পুত্র হর্য্যশ্ব এবং হর্য্যশ্বের পুত্র সদা ক্ষত্রধর্মরত নিকুম্ভ। ২

নিকুম্ভের পুত্র যুদ্ধবিশারদ সংহতাশ্ব। রাজন্! সংহতাশ্বের দুই জন পুত্র অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব। ৩

ঐ সংহতাশ্বের পত্নী হিমালয়ের কন্যা এবং ত্রিভুবনে দৃষদ্বতী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার প্রসেনজিৎ নামক পুত্র হইয়াছিল। ৪

প্রসেনজিৎ গৌরীনাম্নী পতিব্রতা ভার্য্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ভর্তা কর্তৃক অভিশাপপ্রাপ্ত হইয়া সে বাহুদা নাম্নী নদী হইয়াছিল। ৫

মান্ধাতা নামক পুত্র হইয়াছিল। ৮

শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতী যাহার অপর নাম ছিল, সেই চৈত্ররথী মান্ধাতার ভার্যা হইয়াছিল। সে পতিব্রতা ও পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপবতী ছিল। ৭

তাহার স্বশুরকুলের ভ্রাতা ছিল। তাহাদের মধ্যে সে ছিল জ্যেষ্ঠা ভগিনী। রাজন্! মান্ধাতা বিন্দুমতীর গর্ভে দুইজন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ এই দুই পুত্রই পরমধার্মিক, পুরুকুৎসের পুত্র মহারাজ ত্রসদস্যু। ৮-৯

নর্মদানাম্নী পত্নীর গর্ভে ত্রসদস্যুর সম্ভূতনামক এক পুত্র হইয়াছিল। সম্ভূতের পুত্র রাজা সুধন্বা হইয়াছিল। ১০

সুধন্বার ত্রিধন্বানামক পুত্র হইয়াছিল। সে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ ছিল। ত্রিধন্বা রাজার ত্রয্যারুণ নামক বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল। ১১

তস্য সত্যব্রতো নাম কুমারোঽদ্ভুতবিক্রমঃ।
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে সুদুর্মতিঃ ॥ ১২
যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ
বাল্যাৎ কামাচ্চ মোহাচ্চ সংহর্ষাচ্চাপলেন চ ॥ ১৩
জহার কন্যাং কামাৎ স কস্যচিৎ পুরবাসিনঃ।
অধর্মলক্ষণা তেন রাজা ত্রয্যারুণোঽত্যজৎ ॥ ১৪
অপধ্বংসেতি বহুশো বদন্ ক্রোধসমন্বিতঃ।
পিতরং সোঽব্রবীৎ ত্যক্তঃ ক গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ ॥ ১৫
পিতা ত্বেনমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্তয়।
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্বয়াদ্য কুলপাংসন ॥১৬
ইত্যুক্তঃ স নিরাক্রামদ্গরাদ্ বচনাৎ পিতুঃ।
ন চ তং বারয়ামাস বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭
স তু সত্যব্রতস্ত্যক্তো শ্বপাকাবসথান্তিকে।
পিত্রা ত্যক্তোঽবসদ্ ধীরঃ পিতা তস্য বনং যযৌ ॥ ১৮

তত্তস্মিংস্তু বিষয়ে ন বর্ষৎ পাকশাসনঃ।
সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র তেনাধর্মেণ বৈ তদা ॥ ১৯
দারাংস্তু তস্য বিষয়ে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সংস্থস্য সাগরানূপে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২০
তস্য পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্।
শেষস্য ভরণার্থায় বাক্রীণাদ্ গোশতেন বৈ ॥ ২১
তং তু বদ্ধং গলে দৃষ্ট্বা বিক্রীয়ন্তং নৃপাত্মজঃ।
মহর্ষিপুত্রং ধর্মাত্মা মোক্ষয়ামাস ভারত ॥ ২২
সত্যব্রতো মহাবাহুর্মরণং তস্য চাকরোৎ।
বিশ্বামিত্রস্য তুষ্ট্যর্থমনুকম্পার্থমেব চ ॥২৩
সোঽভবদ্ গালবো নাম গলবন্ধান্মহাতপাঃ।
মহর্ষিঃ কৌশিকস্তাত তেন বীরেণ মোক্ষিতঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি গালবোৎপত্তৌ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

তাহার পুত্র ছিল সত্যব্রত। সে মহাবলবান্, কিন্তু দুর্মতিবিশিষ্ট ছিল। সে বিবাহের মন্ত্রসমূহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ১২

সে বালচাপল্য, কাম, মোহ ও হর্ষবশতঃ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল ॥ ১৩

সে পুরবাসী কোনও ব্যক্তির কন্যাকে কামবশতঃ অপহরণ করিয়াছিল। এইরূপ অধর্মকীলকের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে রাজা ত্রয্যারুণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় ত্রয্যারুণ ক্রোধযুক্ত হইয়া বহুবার বলিয়াছিলেন—'নীচ! তুই দূর হ'। পিতা কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া সে বারবার বলিয়াছিল—আমি কোথায় যাইব? ১৪-১৫

তখন পিতা তাহাকে বলিয়াছিলেন—তুমি চণ্ডালগণের সহিত বাস কর। কুলাঙ্গার! আমি তোমার মত পুত্রের দ্বারা পুত্রবান্ হইতে চাহি না ॥ ১৬

এইরূপ বলিলে পর সে পিতার কথানুসারে নগর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি তাহাকে বারণ করিলেন না ॥ ১৭

তাত! বীর সত্যব্রত পিতৃত্যক্ত হইয়া চণ্ডাল বসতিনিকটে বাস করিতে লাগিল। তাহার পিতা বনে চলিয়া গেলেন ॥১৮

রাজেন্দ্র! সেই সময় ঐ দেশে পরপত্নীহরণ কন্যাহরণাদি অধর্মের জন্য দ্বাদশ বৎসর যাবৎ ইন্দ্র বর্ষা হইতে দিলেন না ॥ ১৯

এই সময় মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ঐ দেশে স্ত্রীর পত্নীকে রাখিয়া সমুদ্রতটে ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ২০

বিশ্বামিত্রের পত্নী অবশিষ্ট কুটুম্বের ভরণের জন্য স্ত্রীর মধ্যম পুত্রের গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া শত গাভীর পরিবর্তে বিক্রয় করিতে চাহিলেন ॥ ২১

ভারত! ধার্মিক রাজপুত্র সত্যব্রত ঐ মহর্ষিপুত্রকে রজ্জুবদ্ধ ও বিক্রয়ার্থ দেখিয়া তাহাকে মুক্ত করিল ॥ ২২

মহাবাহু সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের সন্তোষের জন্য ও অনুকম্পা লাভের জন্য তাঁহার পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল ॥২৩

ঐ মহাতপস্বী গলে বন্ধনের জন্য গালব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এইভাবে ঐ বীর কর্তৃক কুশিকবংশীয় মহর্ষি গালব মুক্ত হইয়াছিল ॥ ২৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে গালবের উৎপত্তিবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ত্রিশঙ্কুচরিত্রবর্ণনম্, তদ্বংশে হরিশ্চন্দ্রাদীনামুৎপত্তিকথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সত্যব্রতস্তু ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া ।
বিশ্বামিত্রকলত্রং তদ্ বভার বিনয়ে স্থিতঃ ॥ ১

হত্বা মৃগান্ বরাহাংশ্চ মহিষাংশ্চ বনেচরান্ ।
বিশ্বামিত্রাশ্রমাভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে ববন্ধ সঃ

উপাংশুব্রতমাস্থায় দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
পিতুর্নিয়োগাদবসৎ তস্মিন্ বনগতে নৃপে ॥ ৩

অযোধ্যাং চৈব রাষ্ট্রং চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ
যাজ্যোপাধ্যায়সম্বন্ধাদ্ বসিষ্ঠঃ পর্যরক্ষত ॥ ৪

সত্যব্রতস্তু বালাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বা বলাৎ ।
বসিষ্ঠোঽভ্যধিকং মন্যুং ধারয়ামাস বৈ তদা ॥ ৫

পিত্রা তু তং তদা রাষ্ট্রাৎ ত্যজ্যমানং স্বমাত্মজম্ ।
ন বারয়ামাস মুনির্বসিষ্ঠঃ কারণেন হ ॥ ৬

পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে ।
ন চ সত্যব্রতস্তস্য তমুপাংশুমবুধ্যত ॥ ৭

ভগবন্ ধর্মং বসিষ্ঠস্ত্ব ন মাং ত্রাতীতি ভারত
সত্যব্রতস্তদা রোষাৎ বসিষ্ঠে বমনাকরোৎ ॥ ৮

গুণবৃদ্ধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তথা ।
ন চ সত্যব্রতস্তস্য তমুপাংশুমবুধ্যত ॥ ৯

তস্মিন্নপরিতোষো যঃ পিতুরাসীন্মহাত্মনঃ
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ১০

তেন হিংসামীহতা দীক্ষাং তাং দুর্বহাং ভুবি ।
কুলস্য নিষ্কৃতিস্তাত কৃতা সা বৈ ভবেদিতি ॥ ১১

ন তং বসিষ্ঠো ভগবান্ পিত্রা ত্যক্তং ন্যবারয়ৎ
অভিষেক্ষ্যামহং পুত্রমেতস্যেতি মতির্মুনেঃ ॥ ১২

স তু দ্বাদশ বর্ষাণি দীক্ষাং তামন্বপদ্যত বলী ।
উপাংশুব্রতমাস্থায় মহৎ সত্যব্রতো নৃপ ॥ ১৩

অবিদ্যমানে মাংসে তু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
সর্বকামদুঘাং দোগ্ধ্রীং দদর্শ স নৃপাত্মজঃ ॥ ১৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[ত্রিশঙ্কুর চরিত্র বর্ণন এবং তাঁহার বংশে হরিশ্চন্দ্রাদির উৎপত্তি কথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের প্রতি ভক্তি, দয়া ও প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিনয়পূর্বক বিশ্বামিত্র-পত্নীকে পালন করিতে লাগিল ।১

মৃগ, বরাহ ও মহিষাদি বনেচরগণকে নিহত করিয়া সত্যব্রত বিশ্বামিত্রের আশ্রম নিকটস্থিত বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিত ।২

পিতা বনগমন করিলে পর সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসরকাল গুপ্তভাবে পিতার নির্দ্দেশে এইভাবে বাস করিতে লাগিল ।৩

এদিকে বসিষ্ঠ মুনি পুরোহিত যজমান সম্বন্ধবশতঃ অযোধ্যা, রাজা ও রাজার অন্তঃপুরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।৪

সত্যব্রত নিজ চপলতা কিংবা ভবিতব্যতার জন্য বসিষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ পোষণ করিতেছিল ।৫

সত্যব্রতের পিতা যখন নিজ পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতেছিলেন, তখন বসিষ্ঠ কারণবশতঃ বারণ করেন নাই ।৬

সপ্তপদী গমন হইলে পর বিবাহের মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হয় । (সত্যব্রত কন্যাহরণ করায় বসিষ্ঠের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সত্যব্রত দ্বাদশবর্ষের ব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করুক) কিন্তু বসিষ্ঠের এই গূঢ় অভিপ্রায় সত্যব্রত বুঝিতে পারে নাই ।৭

ভারত । বসিষ্ঠ ধর্ম জানেন, তথাপি আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, এইরূপ মনে ভাবিয়া সত্যব্রত বসিষ্ঠের উপর ক্রোধ পোষণ করিয়াছিল ।৮

ভগবান্ বসিষ্ঠ গুণ বিবেচনা করিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন । কিন্তু সত্যব্রত তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই ।৯

মহাত্মা পিতার সত্যব্রতের উপর যে অসন্তোষ হইয়াছিল, সেইজন্য ইন্দ্র দ্বাদশবর্ষের ঐ রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই ।১০

তাত । যদি পৃথিবীতে কষ্টসাধ্য ঐ দীক্ষা (প্রায়শ্চিত্ত) পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে বংশের উদ্ধার হইয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ বসিষ্ঠ পিতৃত্যক্ত সত্যব্রতকে নিবারণ করেন নাই । প্রায়শ্চিত্তের পর রাজপুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, এইরূপ সঙ্কল্প বসিষ্ঠের ছিল ।১১-১২

রাজন্ । বলবান্ সত্যব্রত গুপ্তভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া দ্বাদশ-বৎসরকাল ঐ মহাব্রত ধারণ করিয়াছিল ।১৩

কিছুকাল পরে মাংস না থাকায় রাজপুত্র সত্যব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠের সকল কামনা পূর্ণকারিণী দুগ্ধবতী গাভীটিকে দেখিতে পাইল ।১৪

তাং বৈ ক্রোধাচ্চ মোহাচ্চ ভ্রমাচ্চৈব ক্ষুধান্বিতঃ।
দশধর্মান্ গতো রাজা জঘান জনমেজয় ॥ ১৫
তচ্চ মাংসং স্বয়ঞ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য চাত্মজান্।
ভোজয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা বশিষ্ঠোঽপশ্যত ক্রুধে ॥
ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ বাক্যমিদমাহ নৃপাত্মজম্ ॥ ১৬

বশিষ্ঠ উবাচ।

পাতয়েয়মহং ক্রূর তব শঙ্কুমসংশয়ম্।
যদি তে দ্বাবিমৌ শঙ্কু ন স্যাতাং বৈ কৃতৌ পুনঃ ॥১৭
পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্ভোগপ্রদানেন চ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ত্রীণ্যস্য শঙ্কূনি তানি দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ।
ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুরিতি স স্মৃতঃ ॥ ১৯
বিশ্বামিত্রস্তু দারার্থমাগতো ভরণে কৃতে।
স তু তস্মৈ বরং প্রাদাদ্মুনিঃ প্রীতস্ত্রিশঙ্কবে ॥ ২০
ছন্দ্যমানো বরেণাথ বরং বব্রে নৃপাত্মজঃ।
সশরীরো ব্রজে স্বর্গমিত্যেবং যাচিতো মুনিঃ ॥ ২১
অনাবৃষ্টিভয়ে তস্মিন্ গতে দ্বাদশবার্ষিকে।
রাজোঽভিষিচ্য পিত্রো তু যাজয়ামাস তং মুনিঃ ॥২২
মিষতাং দেবতানাঞ্চ বশিষ্ঠস্য চ কৌশিকঃ।
সশরীরং তদা তং তু দিবমারোপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৩
তস্য সত্যরথা নাম ভার্য্যা কৈকয়বংশজা।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্ ॥ ২৪
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ।
আহর্ত্তা রাজসূয়স্য স সম্রাড়িতি বিশ্রুতঃ ॥ ২৫
হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রোঽভূদ্ রোহিতো নাম বীর্য্যবান্।
যেনেদং রোহিতপুরং কারিতং রাজ্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৬
কৃত্বা রাজ্যং স রাজর্ষিঃ পালয়িত্বা তথা প্রজাঃ।
সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা দ্বিজেভ্যস্তৎপুরং দদৌ ॥ ২৭
হরিতো রোহিতস্যাথ চঞ্চুর্হারীত উচ্যতে।
বিজয়শ্চ সুদেবশ্চ চঞ্চুপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ২৮
জেতা ক্ষত্রস্য সর্বস্য বিজয়স্তেন সংস্মৃতঃ।
রুরুকস্তনয়স্তস্য রাজধর্মার্থকোবিদঃ ॥ ২৯

জনমেজয়! তখন রাজপুত্র সত্যব্রত ক্ষুধার্ত হইয়া ক্রোধ, মোহ ও পরিশ্রমবশতঃ দশধর্মপ্রাপ্ত হইয়া (মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, চঞ্চল, ভীরু, লুব্ধ ও কামী এই দশজন দশধর্মপ্রাপ্ত) এই গাভীকে নিহত করিল। ১৫

সেই মাংস সে নিজে ভক্ষণ করিল এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকে ভোজন করাইল। তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্রকে বলিতে লাগিলেন। ১৬

বশিষ্ঠ বলিলেন—ক্রূর! যদি তোমার পুনরায় কৃত এই দুষ্টি পাপ না হইত, তাহা হইলে তোমার প্রথম পাপ অবশ্যই বিনষ্ট করিয়া দিতাম। ১৭

পিতার অসন্তোষ, গুরুর দুগ্ধবতী গাভীর হত্যা ও অপ্রোক্ষিত মাংস ভোজন করার জন্য তোমার তিনপ্রকার পাপ হইয়াছে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাতপস্বী বশিষ্ঠ তাহার উক্ত প্রকার তিনটি শঙ্কু দেখিয়া তাহাকে ত্রিশঙ্কু বলিলেন। সেইজন্য সে শঙ্কু নামে পরিচিত হইল। ১৯

বিশ্বামিত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পত্নীপ্রভৃতির ভরণের জন্য প্রসন্ন হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বরদান করিতে চাহিলেন। ২০

যখন বিশ্বামিত্র ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিবার জন্য বলিলেন, তখন রাজপুত্র মুনির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে চাহি। ২১

বিশ্বামিত্রের প্রসাদে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ভয় দূর হইলে বিশ্বামিত্র তাহাকে পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞ করাইতে লাগিলেন। ২২

শক্তিমান্ কৌশিকগোত্রীয় বিশ্বামিত্র দেবগণ ও বশিষ্ঠের সাক্ষাতেই ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন। ২৩

ত্রিশঙ্কুর কৈকয়বংশোৎপন্না সত্যরথানাম্নী পত্নী ছিল। সে তাহার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র নামক পাপশূন্য একটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিল। ২৪

সেই হরিশ্চন্দ্র রাজা ত্রৈশঙ্কব নামে প্রসিদ্ধ। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।২৫

হরিশ্চন্দ্রের বীর্য্যবান্ রোহিতনামক পুত্র হইয়াছিল। সে রাজকার্য্যের সিদ্ধির জন্য রোহিতপুর নির্মাণ করিয়াছিল। ২৬

সেই রাজর্ষি রাজ্যশাসন করিয়া ও প্রজাপালন করিয়া সংসারের অসারতা বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণকে ঐ রোহিতপুর দান করিয়াছিলেন। ২৭

রোহিতের পুত্র হরিত এবং হরিতের পুত্র চঞ্চুনামে প্রসিদ্ধ ছিল। বিজয় ও সুদেব নামে চঞ্চুর দুই পুত্র ছিল। ২৮

সকল ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বিজয়

কৃকৃকস্য বৃকঃ পুত্রো বৃকাদ্ বাহুস্তু সঞ্জিবান্
শকৈর্যবন-কাম্বোজৈঃ পারদৈঃ পহ্লবৈঃ সহ ॥ ৩০
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ নিরস্যান্তি স্ম তং নৃপম্।
নাত্যর্থং ধার্মিকস্তাত স হি ধর্মযুগেঽভবৎ ॥ ৩১
সগরস্তু সুতো বাহোর্গর্ভে সহ গরেণ চ।
ঔর্বস্যাশ্রমমাগম্য ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ৩২
আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধ্বা চ ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ

হইয়াছিল। তাহার কৃকৃক নামে এক পুত্র ছিল, সে রাজকার্য, ধর্মকার্য ও অর্থকার্যে সুপণ্ডিত ছিল। ২৯

কৃকৃকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু হইয়াছিল। তাত! সেই ধর্মযুগে সে অতিশয় ধার্মিক ছিল না। এইজন্য হৈহয় ও তালজঙ্ঘবংশীয় রাজন্যগণ শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ এবং পহ্লবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত করিয়াছিল। ৩০-৩১

বাহুর পুত্র সগরের সহিত গরগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া

জিগায় পৃথিবীং হত্বা তু লক্ষত্রয়ান্ সহৈহয়ান্ ॥৩৩
শকানাং পহ্লবানাঞ্চ ধর্মং নিরসদচ্যুতঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং কুরুশ্রেষ্ঠ পারদানাং স ধর্মবিৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে
হরিবংশপর্ব্বণি ত্রিসপ্তচরিতকথনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

সগর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ঔর্বের আশ্রমে আসিলে ভৃগুবংশীয় ঔর্বের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। ৩২

ভৃগুবংশীয় ঔর্বের নিকট হইতে আগ্নেয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া হৈহয় সহিত তালজঙ্ঘগণকে নিহত করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছিল। ৩৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! ধর্মজ্ঞ সগর শক, পহ্লব ও পারদগণকে ধর্মচ্যুত করিয়া দিয়াছিল। ৩৪

চরিতকথন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[সগরস্যোৎপত্তি-চরিত্রকথনম্, সগরপুত্রাণামুদ্যোগেন সমুদ্রস্য 'সাগর' নামলাভশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
কথং স সগরো জাতো গরেণৈব সহাচ্যুতঃ।
কিমর্থঞ্চ শকাদীনাং ক্ষত্রিয়াণাং মহৌজসাম্ ॥ ১
ধর্মং কুলোচিতং ক্রুদ্ধো রাজা নিরসদচ্যুতঃ
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ তপোধন ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বাহোর্বাসনিনস্তাত শ্রুতং রাজানমুত্তমম্।
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ শকৈঃ সার্দ্ধং বিশাম্পতে ॥ ৩

যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ খসাঃ।
এতে চাপি গণাঃ পঞ্চ হৈহয়ার্থে পরাক্রমন্ ॥ ৪
হৃতরাজ্যস্তদা রাজা স বৈ বাহুর্বনং যযৌ।
পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী বনে প্রাণানবাসৃজৎ ॥ ৫
পত্নী তু যাদবী তস্য সগর্ভা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ
সপত্ন্যা চ গরস্তস্যৈ দত্তঃ পূর্বমুপং কিল ॥ ৬
সা তু ভর্তৃচিতাং কৃত্বা বনে তামধ্যরোহত।
ঔর্বস্তাং ভার্গবস্তাত কারুণ্যাৎ সমবারয়ৎ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[সগরের উৎপত্তি ও চরিত্র কথন এবং সগরপুত্রগণের উদ্যোগে সমুদ্রের 'সাগর' নাম লাভ।]

জনমেজয় বলিলেন—তপোধন! পৃথুচিত সগর বিষের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিলেন কেন? তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলশালী শকাদি ক্ষত্রিয়গণের বংশোচিত ধর্ম কেন নষ্ট করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় আপনি বিস্তৃতভাবে আমার নিকট বর্ণন করুন। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজেন্! রাজা বাহু কুলের দ্যূতক্রীড়াদিতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া যাওয়ায় তালজঙ্ঘ ও হৈহয়গণ

শকগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়া লয়। ৩

যবন, পারদ, কাম্বোজ, পহ্লব ও খস এই পঞ্চ গণও হৈহয়ের পক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। ৪

রাজা বাহু হৃতরাজ্য হইয়া পত্নীর সহিত বনে গমন করিল এবং বনে দুঃখ পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ৫

যদুবংশীয়া তাহার পত্নী গর্ভবতী অবস্থায় তাহার অনুগমন করিয়াছিল। তাহার পূর্বে তাহার সপত্নী তাহাকে বিষপ্রদান করিয়াছিল। ৬

তাত! বাহুর পত্নী যখন স্বামীর চিতা নির্মাণ করিয়া তাহার

তস্যাস্ত্রনে চ তং গর্ভং গরেণৈব মহাদ্যুতম্
রাজানং মহাবাহুং সগরং নাম পার্থিবম্ ॥ ৮
ঔর্বস্তু জাতকর্মাদি তস্য কৃত্বা মহাত্মনঃ।
অধ্যাপয়ৎ বেদশাস্ত্রাণি ততোঽস্ত্রং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৯
আগ্নেয়ং তু মহাঘোরমন্যৈরপি দুরাসদম্।
স তেনাস্ত্রবলেনাজৌ বলেন চ সমন্বিতঃ ॥ ১০
হৈহয়ান্ নিজঘানাশু ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব।
আজহার চ লোকেষু কীর্তিং কীর্তিমতাং বরঃ ॥ ১১
ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা।
পহ্লবাংশ্চৈব নিঃশেষান্ কর্তুং ব্যবসিতস্তদা ॥ ১২
তে বধ্যমানা বীরেণ সগরেণ মহাত্মনা
বসিষ্ঠং শরণং গত্বা প্রবিবেশুর্মনীষিণম্ ॥ ১৩
বসিষ্ঠস্তু তান্ দৃষ্ট্বা সময়েন মহাদ্যুতিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্ত্বাভয়ং তদা ॥ ১৪
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্মং জঘান তেষাং বৈ বেশাংশ্চক্রে চ হ ॥ ১৫
অর্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডং কৃত্বা ব্যসর্জয়ৎ
যবনানাং শিরঃ সর্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥ ১৬
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ
নিঃস্বাধ্যায়-বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥ ১৭
শকা যবন-কাম্বোজাঃ পারদাশ্চ বিশাম্পতে।
কোলিসর্পাঃ সমহিষা দার্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ॥ ১৮
সর্বে তে ক্ষত্রিয়াস্তাত ধর্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বসিষ্ঠবচনাদ্ রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা ॥ ১৯
খসাংস্তুমারাংশ্চোলাংশ্চ মলান্ কিষ্কিন্ধকাংস্তথা।
কৌন্তলাংশ্চ তথা বঙ্গান্ সাধান্ কৌঙ্কণকাংস্তথা ॥ ২০
স ধর্মবিজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্।
অশ্বং বৈ প্রেরয়ামাস বাজিমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ২১
তস্য চরতঃ সোঽশ্বঃ সমুদ্রে পূর্ব-দক্ষিণে।
বেলাসমীপেঽপহৃতো ভূমিং চৈব প্রবেশিতঃ ॥ ২২
স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস পার্থিব।
আসেদুস্তে ততস্তত্র খন্যমানে মহার্ণবে ॥ ২৩

উপর আরোহণ করিতে উদ্যত হইল, তখন ভৃগুবংশীয় ঔর্বঋষি নিষেধপূর্বক তাহাকে বারণ করিলেন। ৭

বাহুপত্নী ঐ ঋষির আশ্রমে বিষের সহিত অবিনষ্ট গর্ভকে প্রসব করিল। ঐ গর্ভস্থ সুচরিত মহাবাহু রাজা সগর নামে পরিচিত হইয়াছিল। ৮

ঔর্ব মহাত্মা সগরের জাতকর্মাদি সংস্কার করিয়া তাহাকে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ৯

তিনি দেবতাদেরও অসহ্য মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্র সগরকে দিয়াছিলেন। যখন সগর অস্ত্রবল ও শারীরিকবলে বলীয়ান্ হইলেন তখনই ক্রুদ্ধ হইয়া পশুর মত হৈহয়গণকে নিহত করিতে লাগিল। মনস্বিশ্রেষ্ঠ সগর সংসারে কীর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০-১১

অনন্তর সে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইল। ১২

মহাত্মা বীর সগর কর্তৃক নিহত হইতে থাকিলে অবশিষ্টগণ বীর্যী বসিষ্ঠের শরণ লইয়া তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। ১৩

মহাদ্যুতি বসিষ্ঠ কতিপয় শর্তানুসারে তাহাকে অভয় দান করিয়া সগরকে বারণ করিলেন। ১৪

সগর নিজ প্রতিজ্ঞা ও গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিল এবং তাহাদের বেশ পরিবর্তন করিয়া দিল। ১৫

সে শকগণের মস্তকের অর্দ্ধাংশ মুণ্ডিত করিয়া ছাড়িয়া দিল। যবন ও কাম্বোজগণের সম্পূর্ণ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দিল। ১৬

পারদগণকে মুক্তকেশ, পহ্লবগণকে কেবল শ্মশ্রুধারী করিয়া মহাত্মা সগর তাহাদিগকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার-মুক্ত করিয়া দিলেন। ১৭

তাত! রাজন্! শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, কোলি-সর্প, মহিষ, দর্ব, চোল ও কেরল ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। বসিষ্ঠের বচনানুসারে মহাত্মা সগর তাহাদের ধর্মকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১৮-১৯

বিজয়ী রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষাগ্রহণ করিয়া খস, তুমার, চোল, মল, কিষ্কিন্ধক, কৌঙ্কল, বঙ্গ, সাধ ও কৌঙ্কণ দেশ জয় করিয়া সকল পৃথিবীকে আয়ত্তে আনিল এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য অশ্বকে প্রেরিত করিল। ২০-২১

ঐ অশ্ব যখন যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিল, তখন পূর্ব-দক্ষিণদিকে সমুদ্রতীরে কোনও ব্যক্তি অশ্বকে অপহরণ করিল এবং ভূবিবর-মধ্যে অশ্বকে প্রবিষ্ট করিয়া গোপনে রাখিল। ২২

রাজা সগর নিজ পুত্রগণের দ্বারা সেই স্থান খনন করাইল। সমুদ্রের খনন হইতে থাকিলে তাহারা সেখানে আদিপুরুষ দেব

তমাদিপুরুষং দেবং হরিং কৃষ্ণং প্রজাপতিম্ ।
বিষ্ণুং কপিলরূপেণ স্বপন্তং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৪
তস্য চক্ষুঃসমুত্থেন তেজসা প্রতিবুধ্যতঃ ।
দগ্ধাস্তে বৈ মহারাজ চত্বারস্ত্ববশেষিতাঃ ॥ ২৫
বর্হকেতুঃ সুকেতুশ্চ তথা ধর্মরথো নৃপঃ ।
পূরুঃ পঞ্চজনশ্চৈব তস্য বংশকরো নৃপঃ ॥ ২৬
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভগবান্ হরির্নারায়ণো বরান্ ।
অক্ষয়ং বংশমিক্ষ্বাকোঃ কীর্ত্তিং চাপ্যনিবর্ত্তনীম্ ॥ ২৭
পুত্রং সমুদ্রঞ্চ বিভুঃ স্বর্গবাসং তথাক্ষয়ম্ ।
পুত্রাণাং চাক্ষুষালোকাস্তস্য যে চক্ষুষা হতাঃ ॥ ২৮
সমুদ্রশ্চার্ণমাদায় বরদেন তং মহীপতিম্ ।
সাগরত্বঞ্চ লেভে স কর্মণা তেন তস্য বৈ ॥ ২৯
তং চাশ্বমেধিকং সোঽশ্বং সমুদ্রাত্তুপলব্ধবান্ ।
আজহারাশ্বমেধানাং শতং স সুমহাবশাঃ ॥
পুত্রাণাঞ্চ সহস্রাণি ষষ্টিস্তস্যেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি সগরোৎপত্তির্নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

হরি কৃষ্ণ প্রজাপতি পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে কপিলরূপে শয়ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইল । ২৩-২৪

তিনি জাগ্রত হইলে পর তাহার চক্ষুনির্গত তেজের দ্বারা সকল রাজপুত্র দগ্ধ হইয়া গেল, কেবলমাত্র চারিজন অবশিষ্ট থাকিল । মহারাজ ! বর্হকেতু, সুকেতু, রাজা ধর্মরথ ও বংশরক্ষাকারী বীর পঞ্চজন এই চারিজনই অবশিষ্ট রহিল । ২৫-২৬

কপিলরূপধারী ভগবান্ হরি নারায়ণ তাহাদিগকে বরদান করিলেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশ অক্ষয় হইবে । সগরের কীর্ত্তি কখনও বিনষ্ট হইবে না । সমুদ্র সগরের পুত্রস্থানীয় হইবে এবং সগরের অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে । যাহারা তাঁহার চক্ষুর দ্বারা বিনষ্ট হইল, তাহারা সকলে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইবে । ২৭-২৮

তখন সমুদ্র অর্ঘ্য লইয়া মহারাজকে বন্দনা করিল । সগরের কর্মের জন্য সমুদ্র সাগর নাম প্রাপ্ত হইল । ২৯

তখন সগর অশ্বমেধযজ্ঞীয় সেই অশ্বকে সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত হইলেন । অতীব যশস্বী রাজা সগর এইভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন । আমরা শুনিয়াছি যে, সগরের ষাট হাজার পুত্র ছিল । ৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে সগরের উৎপত্তিনামক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

[সূর্যবংশস্য বর্ণনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
সগরস্যাত্মজা বীরাঃ কথং জাতা মহাত্মনঃ ।
বিক্রান্তাঃ ষষ্টিসাহস্রা বিধিনা কেন বা দ্বিজ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ
যে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাং তপসা দগ্ধকিল্বিষে ।
জ্যেষ্ঠা বিদর্ভদুহিতা কেশিনী নাম বিশ্রুতা ॥ ২
কনীয়সী তু যা তস্য পত্নী পরমধর্মিণী ।
অরিষ্টনেমিদুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৩
ঔর্বস্তাভ্যাং বরং প্রাদাৎ তং নিবোধ জনাধিপ ।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি গৃহ্যতামেকা তপস্বিনী ॥ ৪
একং বংশধরং ত্বেকা যথেষ্টং বরয়ন্বিতি ।
তত্রৈকা জগৃহে পুত্রাঁল্লব্ধা শূরান্ বহূংস্তথা ॥ ৫
একং বংশধরং ত্বেকা তথেত্যাহ চ তং মুনিঃ ।
কেশিন্যসূত সগরাদসমঞ্জসমাত্মজম্ ॥ ৬

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[সূর্যবংশের বর্ণন ।]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজ ! মহাত্মা সগরের ষাট হাজার বীর পরাক্রমী পুত্র কিভাবে কেন উৎপন্ন হইয়াছিল ? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সগরের দুইটি পত্নী ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে তপস্যা প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নী বিদর্ভরাজপুত্রী 'কেশিনী' নামে বিখ্যাত ছিলেন ।২

সগরের কনিষ্ঠা পত্নী পরমধর্মিক ছিলেন । তিনি অরিষ্টনেমির কন্যা ও পৃথিবীতে সৌন্দর্যে অতুলনীয়া ছিলেন । ৩

রাজন্ ! ঔর্ব ঋষি ঐ দুইজনকে যে বরদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর । ঔর্ব বলিলেন—তোমাদের মধ্যে একজন তপস্বিনী হইয়া ষাট হাজার পুত্র গ্রহণ কর, এবং অপর জন একজন বংশরক্ষাকারী পুত্র গ্রহণ কর । তোমরা যথেচ্ছভাবে বর গ্রহণ করিতে পার । তখন কনিষ্ঠা সৌভাগ্যবশতঃ বহু শূর পুত্র প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন । অপরা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বংশধর একটি পুত্র গ্রহণ করিলেন । মুনি বলিলেন—তথাস্তু । কেশিনী সগরের ঔরসে অসমঞ্জসনামক পুত্রকে প্রসব করিলেন । ৪-৬

রাজা পঞ্চজনো নাম বভূব সুমহাবলঃ।
ইত্যুক্তা সুষুবে তুম্বী বীজপূর্ণামিতি শ্রুতিঃ ॥ ৭
তত্র ষষ্টিসহস্রাণি গর্ভাণ্ডে তিলসন্নিভাঃ।
সম্ভূতবুর্ধাকালে ববৃধুশ্চ যথাক্রমম ॥ ৮
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ গর্ভান্ নিদধে পিতা।
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ তাবতীরেব পোষণে ॥৯
ততো দশসু মাসেষু সমুত্তস্থুর্মুখম্।
কুমারাস্তে যথাকালং সগরপ্রীতিবর্ধনাঃ ॥ ১০
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্যৈবমভবন্ নৃপ।
গর্ভাদলাবুনধ্যাদ্ বৈ জাতানি পৃথিবীপতে ॥ ১১
তেষাং নারায়ণঃ তেজঃ প্রবিষ্টানা মহাত্মনাম্।
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ ॥ ১২
সুতঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্ নাম বীর্যবান্।
দিলীপস্তনয়স্তস্য খট্বাঙ্গ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৩
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽনুসন্ধিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চানঘ ॥ ১৪

দিলীপস্তু সুতো দায়াদো মহারাজো ভগীরথঃ।
যঃ স গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ ॥ ১৫
কীর্তিমান্ স মহাভাগঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
সমুদ্রমানয়চ্চৈনাং ছহিতৃত্বেন কল্পয়ন্
তস্মাদ্ ভাগীরথী গঙ্গা কথ্যতে বংশচিন্তকৈঃ ॥ ১৬
ভগীরথসুতো রাজা শ্রুত ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
নাভাগস্তু শ্রুতস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ১৭
অম্বরীষস্তু নাভাগিঃ সিন্ধুদ্বীপপিতাভবৎ।
অযুতাজিৎ তু দায়াদঃ সিন্ধুদ্বীপস্য বীর্যবান্ ॥ ১৮
অযুতাজিৎ সুতস্ত্বাসীদৃতুপর্ণো মহাযশাঃ।
দিব্যাক্ষহৃদয়জ্ঞো বৈ রাজা নলসখো বলী ॥ ১৯
ঋতুপর্ণসুতস্ত্বাসীদার্তুপর্ণিমহীপতিঃ
সুদাসস্তস্য তনয়ো রাজা মিত্রসখোঽভবৎ ॥ ২০
সুদাসস্য সুতস্ত্বাসীৎ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ।
খ্যাতঃ কল্মাষপাদো বৈ নাম্না মিত্রসহস্তথা ॥ ২১
কল্মাষপাদস্য সুতঃ সর্বকর্মেতি বিশ্রুতঃ।
অনরণ্যস্তু পুত্রোঽভূদ্ বিশ্রুতঃ সর্বকর্মণঃ ॥ ২২

ঐ মহাবলবান্ অসমঞ্জস পঞ্চজন নামে প্রসিদ্ধ রাজা হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্তই—অন্য সগরপত্নী বীজপূর্ণ একটি তুম্বী (অলাবু—লাউ) প্রসব করিলেন। ৭

ঐ তুম্বীতে তিলের সমান পরিমাণবিশিষ্ট ষাট্ হাজার গর্ভ ছিল। তাহারা যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হইল এবং যথাক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। ৮

পিতা ঐ পুত্রগণকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপন করিলেন এবং এক একটি কুম্ভের পোষণের জন্য এক একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ৯

এইভাবে দশ মাস অতীত হইলে পর সগরের প্রীতিবর্ধনকারী পুত্রগণ যথাসময়ে পরমসুখে প্রকটিত হইতে লাগিল। ১০

রাজন্! এইভাবে সগরের ষাট্ হাজার পুত্র হইয়াছিল। পৃথিবীনাথ। অলাবুমধ্যস্থ গর্ভ হইতে বীজের মত ঐ সকল পুত্র হইয়াছিল। ১১

নারায়ণের (কপিলের) তেজে প্রবিষ্ট মহাত্মা সগরপুত্রগণের মধ্যে একমাত্র পঞ্চজন নামক পুত্রই (অসমঞ্জসই) রাজা হইয়াছিলেন। ১২

পঞ্চজনের অংশুমান্ নামক পুত্র হইয়াছিল। তাহার পুত্রের নাম দিলীপ, দিলীপের অপর নাম খট্বাঙ্গ ছিল। ১৩

নিষ্পাপ অনঘেজয়! যে দিলীপ স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তনপূর্বক মুহূর্তমাত্র আয়ু জানিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও সত্যানুসন্ধান দ্বারা ত্রিলোকের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। ১৪

দিলীপের পুত্র মহারাজ ভগীরথ। শক্তিমান্ ভগীরথ নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। ১৫

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কীর্তিমান্ ঐ ভগীরথ গঙ্গাকে সমুদ্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বংশকীর্তনকারী মুনিগণ এইজন্য গঙ্গাকে ভাগীরথী বলেন। ১৬

ভগীরথের পুত্র শ্রুত নামে খ্যাত হইয়াছিল। শ্রুতের পরম ধার্মিক পুত্র নাভাগ হইয়াছিল। ১৭

নাভাগের পুত্র অম্বরীষ সিন্ধুদ্বীপের পিতা। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্যবান্ অযুতাজিৎ ছিল। ১৮

অযুতাজিতের মহাযশস্বী পুত্র ঋতুপর্ণ। তিনি দিব্য অক্ষ বিদ্যারহস্যবিৎ, মহাবলবান্ ও নলরাজার সখা ছিলেন। ১৯

ঋতুপর্ণের পুত্র মহারাজ আর্তুপর্ণি। তাহার পুত্রের নাম সুদাস। এই সুদাস ইন্দ্রের সখা ছিলেন। ২০

সুদাসের পুত্রের নাম রাজা সৌদাস। ঐ সৌদাস কল্মাষপাদ ও মিত্রসহনামে বিখ্যাত ছিলেন। ২১

কল্মাষপাদের পুত্র সর্বকর্মানামে খ্যাত। সর্বকর্মার পুত্র অনরণ্যনামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ২২

অনরণ্যসুতো নিঘ্নো নিঘ্নপুত্রৌ বভূবতুঃ।
অনমিত্রো রঘুশ্চৈব পার্থিবর্ষভ সত্তমৌ ॥ ২৩
অনমিত্রস্য ধর্মাত্মা বিদ্বান্ হৃলিহৃতোঽভবৎ।
দিলীপস্তনয়স্তস্য রামপ্রপিতামহঃ ॥ ২৪
দীর্ঘবাহুর্দিলীপস্য রঘুর্নাম্নাভবৎ সুতঃ।
অযোধ্যায়াং মহারাজো রঘুশ্চাসীন্মহাবলঃ ॥ ২৫
অজস্তু রঘুতো জজ্ঞে অজাদ্ দশরথোঽভবৎ।
রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধর্মাত্মা সুমহাযশাঃ ॥ ২৬
রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৭
নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃ পুত্রো নলস্য তু।
নভস্য পুণ্ডরীকস্তু ক্ষেমধন্বা ততঃ সুতঃ ॥ ২৮
ক্ষেমধন্বসুতস্ত্বাসীদ্ দেবানীকঃ প্রতাপবান্।
আসীদহীনগুর্নাম দেবানীকসুতঃ প্রভুঃ ॥ ২৯
অহীনগোস্তু দায়াদঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ।
সুধন্বনঃ সুতশ্চৈব ততো জজ্ঞেঽনলো নৃপঃ ॥ ৩০
উক্থো নাম স ধর্মাত্মা নলপুত্রো বভূব হ।
বজ্রনাভঃ সুতস্তস্য উক্থস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩১
শঙ্খস্তস্য সুতো বিদ্বান্ যুবিতাশ্ব ইতি শ্রুতঃ।
পুষ্পস্তস্য সুতো বিদ্বানর্কসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩২
সুদর্শনঃ সুতস্তস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ।
অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রস্তু শীঘ্রস্য তু মরুঃ সুতঃ ॥ ৩৩
মরুস্তু যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।
তস্যাসীদ্ বিশ্রুতবতঃ পুত্রো রাজা বৃহদ্বলঃ ॥ ৩৪
নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ পুরাণে ভরতর্ষভ
বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চেক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩৫
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেনেহ কীর্তিতাঃ।
এতে বিবস্বতো বংশে রাজানঃ ভূরিতেজসঃ ॥ ৩৬
পঠন্ সমাগিনাং সৃষ্টিমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
শ্রাদ্ধদেবস্য দেবস্য প্রজানাং পুষ্টিদস্য চ ॥ ৩৭
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
বিপাপ্মা বিরজাশ্চৈব আয়ুষ্মাংশ্চ ভবত্যুত ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি আদিত্যস্য বংশানুকীর্তনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুইজন অনমিত্র ও রঘু নামক পুত্র হইয়াছিল। ২৩

অনমিত্রের হৃলিহৃ নামক ধর্মাত্মা পুত্র হইয়াছিল। তাহার পুত্রের নাম দিলীপ। এই দিলীপ শ্রীরামের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ২৪

দিলীপের পুত্র মহাবাহু রঘু। মহাবলবান্ রঘু অযোধ্যার মহারাজ হইয়াছিলেন। ২৫

রঘু হইতে অজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজ হইতে দশরথ হইয়াছিলেন। মহাযশস্বী ধর্মাত্মা রাম দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৬

রামের কুশনামে এক তনয় হইয়াছিল। কুশ হইতে অতিথি এবং অতিথি হইতে নিষধ হইয়াছিল। ২৭

নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ২৮

ক্ষেমধন্বার পুত্র প্রতাপশালী দেবানীক। দেবানীকের পুত্র অভিমান্ অহীনগু হইয়াছিল। ২৯

অহীনগুর পুত্র রাজা সুধন্বা। তারপর সুধন্বার পুত্র অনল রাজা হইয়াছিলেন। ৩০

ধর্মাত্মা উক্থ অনলের পুত্র। মহাত্মা উক্থের বজ্রনাভ নামক পুত্র হইয়াছিল। ৩১

বজ্রনাভের শঙ্খনামক বিদ্বান্ পুত্র হইয়াছিল। যে যুবিতাশ্ব-নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শঙ্খের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র বিদ্বান্ অর্কসিদ্ধি ছিল। ৩২

অর্কসিদ্ধির পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র মরু। ৩৩

মরু যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া কলাপগ্রামে স্থিত ছিলেন। অতিপ্রসিদ্ধ মরুর পুত্র হইলেন রাজা বৃহদ্বল। ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ। পুরাণে নলনামে দুইজন ব্যক্তি বিখ্যাত। একজন বীরসেনের পুত্র নল। অপর জন ইক্ষ্বাকু কুলজাত নিষধপুত্র নল। ৩৫

আমি প্রধানভাবে ইক্ষ্বাকুবংশজাত নরপতিগণের বর্ণনা করিলাম। ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী ও সূর্যের বংশে সমুদ্ভূত। ৩৬

যে ব্যক্তি অদিতিনন্দন সূর্যের এবং প্রজাপোষক শ্রাদ্ধদেবের সৃষ্টিপরম্পরা সুন্দরভাবে পাঠ করে, সেই ব্যক্তি নিষ্পাপ রজো-গুণশূন্য দীর্ঘজীবী ও সন্তানবান্ হয় এবং অদিতি-পুত্র সূর্যদেবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৩৭-৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে সূর্যবংশের বর্ণননামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধকল্পঃ—জনমেজয়দ্বারা পিতুঃ শ্রাদ্ধম, পিতৃস্বরূপনির্ণায়কঃ প্রশ্নঃ, শন্তনোঃ স্বীয়শ্রাদ্ধে স্বয়ং হস্তং বর্দ্ধয়িত্বা ভীষ্মতঃ পিণ্ডপ্রার্থনা চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথং বৈ শ্রাদ্ধদেবত্বমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি বিপ্রাগ্র্য শ্রাদ্ধস্য চ পরং বিধিম্ ॥ ১

পিতৃণামাদিসর্গঞ্চ ক এতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।
এবঞ্চ শ্রুতমস্মাভিঃ কথ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২

স্বর্গস্থাঃ পিতরো যে চ দেবানামপি দেবতাঃ
ইতি বেদবিদঃ প্রাহুরেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

যে চ তেষাং গণাঃ প্রোক্তা যচ্চ তেষাং বলং পরম্।
যথা চ কৃতমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৃন্ ॥ ৪

প্রীতাশ্চ পিতরো যে স্ম শ্রেয়সা যোজয়ন্তি হি।
এবং বেদিতুমিচ্ছামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্।
যথা চ কৃতমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৃন্ ॥
প্রীতাশ্চ পিতরো যে স্ম শ্রেয়সা যোজয়ন্তি হি ॥ ৬

মার্কণ্ডেয়েন কথিতং ভীষ্মায় পরিপৃচ্ছতে।
অপৃচ্ছৎ ধর্ম্মরাজো হি শরতল্পগতং পুরা ॥
এবমেব পুরা প্রশ্নং যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৭

তৎ তেঽহমনুপূর্ব্ব্যা বক্ষ্যামি ভীষ্মেণোদাহৃতং যথা।
গীতং সনৎকুমারেণ মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুষ্টিকামেন ধর্ম্মজ্ঞ কথং পুষ্টিরবাপ্যতে।
এতদ্ বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি কিং কুর্ব্বাণো ন শোচতি ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রাদ্ধৈঃ প্রীণাতি হি পিতৃন্ সর্ব্বকামফলৈস্তু যঃ।
তৎপরঃ প্রযতঃ শ্রাদ্ধী প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥ ১০
পিতরো ধর্ম্মকামস্য প্রজাকামস্য চ প্রজাম্।
পুষ্টিকামস্য পুষ্টিঞ্চ প্রযচ্ছন্তি যুধিষ্ঠির ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ত্তন্তে পিতরঃ স্বর্গে কেষাঞ্চিন্নরকে পুনঃ।
প্রাণিনাং নিয়তং বাপি কর্ম্মজং ফলমশ্নুতে ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধকল্প— জনমেজয় কর্ত্তৃক পিতার শ্রাদ্ধ, পিতৃস্বরূপ-নির্ণায়ক প্রশ্ন এবং শন্তনু কর্ত্তৃক নিজের শ্রাদ্ধে স্বয়ং হস্ত বর্দ্ধন করিয়া ভীষ্মের নিকট হইতে পিণ্ড প্রার্থনা।]

জনমেজয় বলিলেন—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। অদিতিনন্দন ভগবান্ সূর্য্যের পুত্র যমের শ্রাদ্ধদেবত্ব কিরূপে হইল? শ্রাদ্ধের উত্তম বিধিই বা কিরূপ? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

পিতৃগণের আদি সৃষ্টি কিরূপে হইল? পিতৃগণ কাহারা? আমরা ব্রাহ্মণগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে, পিতৃগণ স্বর্গে থাকেন, তাঁহারা দেবতাগণেরও দেবতা। বেদজ্ঞগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। আমি আপনার নিকট ঐ কথা যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ২-৩

ঐ পিতৃপুরুষের যে গুণ কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের যাহা পরম বল এবং আমাদের কৃত শ্রাদ্ধ যেভাবে পিতৃগণের প্রীতি বিধান করে, পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারীকে কল্যাণযুক্ত করেন—এই সকল বিষয় ও পিতৃগণের উত্তম স্বর্গ আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ৪-৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—আমি সানন্দে তোমার নিকট পিতৃগণের উত্তম স্বর্গের কথা বর্ণনা করিব। আমাদের কর্ত্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ যেভাবে পিতৃগণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং পিতৃগণ প্রীত হইয়া যেভাবে শ্রাদ্ধকারীকে কল্যাণযুক্ত করেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিব। পূর্বকালে মার্কণ্ডেয়মুনি জিজ্ঞাসু ভীষ্মকে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রশ্ন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমাকে যথাক্রমে সকল কথা বলিব। পূর্বে সনৎকুমার প্রশ্নকারী মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। ৬-৮

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্মজ্ঞ। পুষ্টিকামী ব্যক্তি কিভাবে পুষ্টিলাভ করে? কিরূপ কার্য্য করিলে মানুষ শোক লাভ করে না, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ৯

ভীষ্ম বলিলেন—যে ব্যক্তি সর্বকামপূর্ণকারী শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করে, সেই শ্রাদ্ধপরায়ণ সংযত ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে অবস্থান করে। ১০

যুধিষ্ঠির। পিতৃগণ ধর্মপ্রার্থীকে ধর্ম, পুত্রপ্রার্থীকে পুত্র ও পুষ্টিপ্রার্থীকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—কোনও কোনও লোকের পিতা স্বর্গে, কোনও কোনও লোকের পিতা আবার নরকে আছেন। সেহেতু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে নিজ নিজ কর্মফল প্রাণিগণকে অবশ্য ভোগ করিতে হয়। ১২

শ্রাদ্ধানি চৈব কুর্ব্বন্তি ফলকামাঃ সদা নরাঃ।
অভিসন্ধায় পিতরং পিতুশ্চ পিতরং তথা ॥ ১৩
পিতুঃ পিতামহং চৈব ত্রিষু পিণ্ডেষু নিত্যশঃ।
তানি শ্রাদ্ধানি দত্তানি কথং গচ্ছন্তি বৈ পিতৃন্ ॥ ১৪
কথঞ্চ শক্তাস্তে দাতুং নরকস্থাঃ ফলং পুনঃ।
কে বা তে পিতরোঽন্যেষাং কান্ যজামো বয়ং পুনঃ ॥১৫
দেবা অপি পিতৃন্ স্বর্গে যজন্তীতি চ নঃ শ্রুতম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহাদ্যুতে ॥ ১৬
স ভবান্ কথয়ত্বেতাং কথামমিতবুদ্ধিমান্।
যথা দত্তং পিতৃণাং বৈ তারণায়েহ কল্পতে ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যথাশ্রুতমরিন্দম।
যে চ তে পিতরোঽন্যে স্ম যান্ যজামো বয়ং পুনঃ ॥
পিত্রা মম পুরা গীতং লোকান্তরগতেন বৈ ॥ ১৮
শ্রাদ্ধকালে মম পিতুর্ময়া পিণ্ডঃ সমুদ্যতঃ।
তং পিতা মম হস্তেন ত্বিত্বা ভূমিমযাচত ॥ ১৯

হস্তাভরণপূর্ণেন কেয়ূরাভরণেন চ।
রক্তাঙ্গুলিতলেনাথ যথা দৃষ্টঃ পুরা ময়া ॥২০
নৈষ কল্পে বিধির্দৃষ্ট ইতি সঞ্চিন্ত্য চাপ্যহম্।
কুশেষ্বেব তপঃ পিণ্ডং দত্তবানবিচারয়ন্ ॥ ২১
ততঃ পিতা মে সুপ্রীতো বাচা মধুরয়া তদা।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ প্রীতনাগো ময়ানঘ ॥ ২২
ত্বয়া দায়াদবানস্মি কৃতার্থোঽমুত্র চেহ চ
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র ধর্ম্মজ্ঞেন বিপশ্চিতা ॥ ২৩
ময়া তু তব জিজ্ঞাসা প্রযুক্তৈষা দৃঢ়ব্রত।
ব্যবস্থানং তু ধর্ম্মেষু কর্ত্তুং লোকস্য চানঘ ॥২৪
যথা চতুর্থং ধর্ম্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলম্।
পাপস্য হি তথা মূঢ়ঃ ফলং প্রাপ্নোত্যরক্ষিতা ॥২৫
প্রমাণং যদ্ধি কুরুতে ধর্ম্মাচারেষু পার্থিবঃ।
প্রজাস্তদনুবর্ত্তন্তে প্রমাণাচরিতং সদা ॥ ২৬
ত্বয়া চ ভরতশ্রেষ্ঠ বেদধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
কৃতাঃ প্রমাণং প্রীতিশ্চ নস্য নির্ব্বর্ত্তিতাতুলা ॥ ২৭

ফলপ্রার্থী পুরুষ সর্ব্বদা পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের লক্ষ্য করে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। এই তিন পিণ্ডে প্রদত্ত সকল শ্রাদ্ধ সকল পিতৃগণকে কিরূপে প্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪

যে সকল পিতৃগণ নরকে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে ফলদানে সমর্থ হন? যাঁহারা ফলবান করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি পিতৃগণ হইতে ভিন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহারা? আমরা কোন্ পিতৃগণকে যজন করিব? ১৫

আমরা শুনিয়াছি যে, স্বর্গবাসী দেবতাগণও পিতৃগণের যজন করেন। মহাদ্যুতে! এই সকল বিষয় আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ১৬

আপনি অপরিমিত বুদ্ধির অধিকারী। আপনি এই কথা বলুন—পিতৃগণের জন্য কৃত শ্রাদ্ধ কিভাবে সকলের উদ্ধারে সমর্থ হয়? ১৭

ভীষ্ম বলিলেন—শত্রুদমন! আমি যেরূপ শুনিয়াছি তদনুসারে তোমার নিকট বলিতেছি। যে পিতৃগণের যজন আমরা করিয়া থাকি এবং অতিরিক্ত যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথাও বলিব। আমার পরলোকগত পিতা পূর্বে আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন। ১৮

শ্রাদ্ধের সময় যখন আমি পিতাকে পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলাম, তখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্বক আমার পিতা আমার নিকট পিণ্ড প্রার্থনা করিলেন। ১৯

আমি তাঁহার জীবিতাবস্থায় যেরূপ হস্ত দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ আভরণপূর্ণ কেয়ূরসমন্বিত রক্তবর্ণ অঙ্গুলিতলবিশিষ্ট হস্তই দেখিলাম। ২০

সেই সময় আমি চিন্তা করিলাম যে, কল্পসূত্রে এইরূপ বিধি দেখা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিতার প্রসারিত হস্তের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কুশের উপরেই পিণ্ডদান করিলাম। ২১

পাপহীন! পুরুশ্রেষ্ঠ! তখন আমার পিতা আমার আচরণে অতীব প্রীত হইয়া মধুর বাক্যে আমাকে বলিলেন। ২২

পুত্র! তুমি ধর্মজ্ঞ বিদ্বান্ সৎপুত্র, তোমার দ্বারা আমি পুত্রবান্ হইয়াছি। আমি ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হইয়াছি। ২৩

দৃঢ়ব্রত! নিষ্পাপ! সকল লোকের ধর্মে আস্থা স্থাপনের জন্য আমি তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। ২৪

ধর্মরক্ষাকারী ধর্মের চতুর্থাংশ ফল পায়। যে ধর্ম রক্ষা করে না, সেই মূঢ় পাপের চতুর্থাংশ ফল পায়। ২৫

ধর্মাচার সম্বন্ধে রাজা যাহা প্রামাণিক বলিয়া দেন, প্রজাগণ রাজার সেই প্রমাণাচরিত ধর্মকে অনুবর্তন করিয়া থাকে। ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সনাতন বেদধর্মকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছ। এইজন্য আমার অতুলনীয় প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে। ২৭

তস্মাৎ ত্বয়াহং সুপ্রীতঃ প্রীত্যা চ বরমুত্তমম্।
দদামি তং প্রতীচ্ছ ত্বং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২৮
ন তে প্রভবিতা মৃত্যুর্যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।
ত্বত্তোঽনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য মৃত্যুঃ প্রভবিতা তব ॥২৯
কিং বা তে প্রার্থিতং ভূয়ো দদামি বরমুত্তমম্।
তদ্ ব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩০
ইত্যুক্তবন্তং তমহমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
অব্রবং কৃতকৃত্যোঽহং প্রসন্নে ত্বয়ি সত্তম ॥ ৩১
যদি ত্বনুগ্রহং তূয়স্ত্বত্তোঽর্হামি মহাত্মতে।
প্রশ্নমিচ্ছামি বৈ কিঞ্চিদ্ ব্যাহৃতং ভবতা স্বয়ম্ ॥ ৩২
স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা ব্রূহি ভীষ্ম যদিচ্ছসি।
ছেত্তাস্মি সংশয়ং সর্ব্বং যস্মাং পৃচ্ছসি ভারত ॥ ৩৩
অপৃচ্ছং তমহং তাতং তত্রাস্তস্থিতমেব চ।
গতং সুকৃতিনাং লোকং কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥ ৩৪

ভীষ্ম উবাচ।

ভ্রূয়ন্তে পিতরো দেবা দেবানামপি দেবতাঃ।
দেবাশ্চ পিতরোঽন্যো বা কান্ যজামো বয়ং পুনঃ ॥৩৫
কথঞ্চ দত্তমস্মাভিঃ শ্রাদ্ধং প্রীণাত্যুতো পিতৃন্।
লোকান্তরগতাংস্তাত কিন্নু শ্রাদ্ধস্য বা ফলম্ ॥ ৩৬
কান্ যজন্তি স্ম লোকা বৈ সদেব-নর-দানবাঃ।
সযক্ষোরগ-গন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥ ৩৭
অত্র মে সংশয়স্তীব্রঃ কৌতূহলমতীব চ।
তদ্ ব্রূহি মম ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ভীষ্মস্যোবাচ বৈ পিতা ॥৩৮

শন্তনুরুবাচ।

সংক্ষেপেণৈব তে বক্ষ্যে যস্মাং পৃচ্ছসি ভারত।
পিতরশ্চ যথোদ্ভূতাঃ ফলং দত্তস্য চানঘ ॥ ৩৯
পিতৃণাং কারণং শ্রাদ্ধে শৃণু সর্ব্বং সমাহিতঃ।
আদিদেবসুতাস্তাত পিতরো দিবি দেবতাঃ ॥ ৪০
তান্ যজন্তি স্ম বৈ লোকাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ।
সযক্ষোরগ-গন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥ ৪১

আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি এবং ঐ প্রীতির সহ উত্তম বরদান করিতেছি। তুমি ত্রিভুবনে দুর্লভ বর গ্রহণ কর। ২৮

তুমি যতদিন জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, ততদিন মৃত্যু তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তোমার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু তোমার উপর প্রভাব দেখাইতে পারিবে। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে? তোমার মনে যাহা আছে, তাহা বল, আমি তোমাকে উত্তম বর দান করিব। ৩০

আমার পিতা এইরূপ বলিলে পর আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলাম, অনন্তর বলিলাম,—সত্তম! আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। ৩১

মহাত্মন্! যদি আমি এতদপেক্ষা অধিক অনুগ্রহের যোগ্য হই, থাকি, তাহা হইলে আপনার মুখ হইতে একটী প্রশ্নের উত্তর শুনিতে ইচ্ছা করি। ৩২

তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে বলিলেন,—ভীষ্ম! তুমি যা জানিতে ইচ্ছা কর, বল। ভারত! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তোমার সেই সব সংশয় ছেদন করিব ৩৩

তখন আমি কৌতূহলান্বিত হইয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তিদের নিবাস-স্থানে গত অলক্ষ্যভাবে স্থিত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন—পিতঃ! শোনা যায় যে, পিতৃগণ দেবতাগণেরও দেবতা। দেবতা ও পিতৃগণ কি এক? অথবা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন? আমরা কাঁহাদের যজনা করিব? ৩৫

তাত! আমাদের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ লোকান্তরগত পিতৃগণকে কিভাবে তৃপ্ত করে? শ্রাদ্ধের ফল-ই বা কি? ৩৬

দেবতা, মনুষ্য, দানব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ কাঁহাদের যজনা করেন? ৩৭

এই বিষয়ে আমার তীব্র সংশয় ও অত্যন্ত কৌতূহল আছে। ধর্ম্মজ্ঞ! আমার মতে আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করুন। ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পিতা বলিলেন। ৩৮

শন্তনু বলিলেন—ভারত! তুমি যাহা প্রশ্ন করিতেছ, তাহার উত্তর সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। নিষ্পাপ! পিতৃগণ যেভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দানের ফল কি ভাবে হয়? পিতৃগণের শ্রাদ্ধের কারণ কি? এই সকল বিষয় তুমি অবহিত-ভাবে শ্রবণ কর। তাত! স্বর্গে স্থিত পিতৃগণ আদিদেব ব্রহ্মার পুত্র ॥ ৩৯-৪০

দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহোরগ সকলে তাঁহাদেরই যজনা করেন ॥ ৪১

আপ্যায়িতাশ্চ তে শ্রাদ্ধে পুনরাপ্যায়য়ন্তি চ
জগৎ সদেব-গন্ধর্বমিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ৪১
তান্ যজস্ব মহাভাগ শ্রাদ্ধৈরগ্র্যৈরতন্দ্রিতঃ।
তে তে শ্রেয়ো বিধাস্যন্তি সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৪৩
তয়া চারাধ্যমানাস্তে নাম-গোত্রাদিকীর্তনৈঃ।
অস্মানাপ্যায়য়িষ্যন্তি স্বর্গস্থানপি ভারত ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয়স্তু তে শেষমেতৎ সর্বং প্রবক্ষ্যতি।
এষ বৈ পিতৃভক্তশ্চ বিদিতাত্মা চ ভারত ॥ ৪৫
উপস্থিতশ্চ শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ নঃমেবানুগ্রহায় বৈ।
এনং পৃচ্ছ মহাভাগমিত্যুক্ত্বা শন্তরধীয়ত ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
শ্রাদ্ধকল্পপ্রসঙ্গো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

পিতৃগণ শ্রাদ্ধে আপ্যায়িত হইলে দেবতা-গন্ধর্বাদি সকল জগৎকে আপ্যায়িত করেন—ইহাই ব্রহ্মার বা বেদের অনুশাসন ॥ ৪২

মহাভাগ! তুমি আলস্য-বর্জিত হইয়া শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধের দ্বারা সেই পিতৃগণের যজন কর। সকল কামনা ফলদানকারী সেই সেই পিতৃগণ তোমার পরম কল্যাণ সাধন করিবেন ॥ ৪৩

তুমি নাম-গোত্রাদি উল্লেখের দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিলে স্বর্গস্থিত তাঁহারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন ॥ ৪৪

এ বিষয়ে অবশিষ্ট সকলও মার্কণ্ডেয় ঋষি তোমাকে বলিবেন। ভারত! এই মার্কণ্ডেয় পিতৃভক্ত ও আত্মজ্ঞানবান্ ॥ ৪৫

আজ তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত আছেন। তুমি এই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর—এই বলিয়া শান্তনু অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে শ্রাদ্ধকল্পপ্রসঙ্গনামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃকল্পঃ—ভীষ্ম-মার্কণ্ডেয়য়োঃ সংবাদঃ, মার্কণ্ডেয়েন সহ সনৎকুমারস্যালাপশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততোঽহং তস্য বচনান্মার্কণ্ডেয়ং সমাহিতঃ।
প্রশ্নং তমেবাপৃচ্ছং বৈ যমে পৃষ্টঃ পুরা পিতা ॥ ১
স মামুবাচ ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
ভীষ্ম বক্ষ্যামি কার্ৎস্ন্যেন শৃণুষ্ব প্রযতোঽনঘ ॥ ২
অহং পিতৃপ্রসাদাদ্ বৈ দীর্ঘমায়ুরবাপ্তবান্।
পিতৃভক্ত্যৈব চৈবাগ্র্যং প্রাপ্তলোকে পরমং যশঃ ॥ ৩
সোঽহং যুগস্য পর্যান্তে বহুবর্ষসহস্রিকে।
অধিরুহ্য গিরিং মেরুং তপোঽতপ্যং সুদুশ্চরম্ ॥ ৪
ততঃ কদাচিৎ পশ্যামি র্দিব্যং প্রজ্বালয়া তেজসা।
বিমানং মহদায়ান্তমুত্তরেণ গিরেস্তদা ॥ ৫
তস্মিন্ বিমানে পর্যঙ্কে অলিতাদিত্যসন্নিভম্।
অপশ্যং তত্র চৈবাহং শয়ানং দীপ্ততেজসম্ ॥ ৬
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষমগ্ন্যর্কসমবর্চসম্।
সোঽহং তস্মৈ নমস্কৃত্য প্রণম্য শিরসা বিভুম্ ॥ ৭

সপ্তদশ অধ্যায়।

[পিতৃকল্প—ভীষ্ম মার্কণ্ডেয়ের সংবাদ এবং মার্কণ্ডেয়ের সহিত সনৎকুমারের আলাপ।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! তখন আমি পিতার কথানুসারে একাগ্রচিত্তে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে সেই বিষয়েই প্রশ্ন করিলাম, যে বিষয়ে পিতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম ॥ ১

মহাতপস্বী ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে বলিলেন—নিষ্পাপ! ভীষ্ম! তুমি সংযত হইয়া শ্রবণ কর, আমি বিস্তৃতভাবে বলিতেছি ॥ ২

প্রাচীনকালে আমি পিতৃপ্রসাদেই দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং পিতৃভক্তির দ্বারাই পরম যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ৩

সেই আমি বহুসহস্র বর্ষব্যাপী যুগান্তপর্যন্ত মেরু পর্বতের উপরে কঠোর তপস্যা করিতেছিলাম ॥ ৪

ঐ সময় কোনও একদিন নিজ তেজের দ্বারা আকাশকে প্রকাশ করিতে করিতে পর্বতের উত্তর দিক্ হইতে একটি বৃহৎ বিমানকে আসিতে দেখিলাম ॥ ৫

সেই বিমানস্থ পর্যঙ্কে (আসনে) উজ্জ্বল অস্তোন্মুখ সূর্য ও অগ্নির সমান তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক পুরুষকে শয়ান দেখিলাম। আমি সেই বিভুকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া বিমানস্থ সেই পুরুষের পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিলাম। পরে সেই ঊর্ধ্বগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বিভো! আপনাকে কিরূপে জানিতে পারিব? ৫-৮

সন্নিবিষ্টং বিমানস্থং পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামপূজয়ম্ ।
অপৃচ্ছং চৈব দুর্দ্ধর্ষং বিদ্মি ত্বাং কথং বিভো ॥ ৮

তপোবীর্য্যাৎ সমুৎপন্নং নারায়ণগুণাত্মকম্ ।
দৈবতং হ্যসি দেবানামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥ ৯

স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা স্মরমান ইবানঘ ।
ন তে তপঃ সুচরিতং যেন মাং নাববুধ্যসে ॥ ১০

ক্ষণেনৈব প্রমাণং স বিভ্রদসদৃশোত্তমম্ ।
রূপেণ ন ময়া কশ্চিদ্ দৃষ্টপূর্ব্বঃ পুমান্ ক্বচিৎ ॥ ১১

সনৎকুমার উবাচ ।

বিদ্ধি মাং ব্রহ্মণঃ পুত্রং মানসং পূর্ব্বজং বিভোঃ ।
তপোবীর্য্যসমুৎপন্নং নারায়ণগুণাত্মকম্ ॥ ১২

সনৎকুমার ইতি যঃ শ্রুতো দেবেষু বৈ পুরা ।
সোঽস্মি ভার্গব ভদ্রং তে কং কামং করবাণি তে ॥১৩

যে ত্বন্যে ব্রহ্মণঃ পুত্রা যবীয়াংসস্তু তে মম ।
ভ্রাতরঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাস্তেষাং বংশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৪

ক্রতুর্বসিষ্ঠঃ পুলহঃ পুলস্ত্যোঽত্রিস্তথাঙ্গিরাঃ ।
মরীচিস্তু তথা ধীমান্ দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতাঃ ॥
ত্রীঁল্লোকান্ ধারয়ন্ত্যেতে ধীমান্ দেব-গন্ধর্ব্বপূজিতাঃ ॥ ১৫

বয়ং তু যতিধর্ম্মাণঃ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ।
প্রজাধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ ব্যপহায় মহামুনে ॥ ১৬

যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্ ।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

মদ্ভক্ত্যা তে তপশ্চীর্ণং মম দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ।
এষ দৃষ্টোঽস্মি ভবতা কং কামং করবাণি তে ॥ ১৮

ইত্যুক্তবন্তং তমহং প্রত্যবোচং সনাতনম্ ।
অনুজ্ঞাতো ভগবতা প্রীয়মাণেন ভারত ॥ ১৯

ততোঽহমেনমর্থং বৈ তমপৃচ্ছং সনাতনম্ ।
পৃষ্টঃ পিতৃণাং সর্গঞ্চ ফলং শ্রাদ্ধস্য চানঘ ॥ ২০

চিচ্ছেদ সংশয়ং ভীষ্ম স তু দেবেশ্বরো মম ।
স মামুবাচ ধর্ম্মাত্মা কথান্তে বহ্বৃষিকে ॥
রমে ত্বয়াহং বিপ্রর্ষে শৃণু সর্ব্বং যথাতথম্ ॥ ২১

নারায়ণ ! যদিও আপনার স্বরূপ তপস্যাবলে প্রকাশিত ও নারায়ণগুণাত্মক, তথাপি আমার মনে হইতেছে যে, আপনি দেবতাগণেরও দেবতা । ৯

তখন সেই ধর্ম্মাত্মা স্মিতমুখে আমাকে বলিলেন,—নিষ্পাপ ! তোমার তপস্যা সুন্দররূপে আচরিত হয় নাই, এইজন্য তুমি আমাকে জানিতে পারিতেছ না । ১০

ক্ষণমধ্যে তিনি অনুপম অথচ প্রমাণসঙ্গত রূপ ধারণ করিলেন । এইরূপ রূপবিশিষ্ট কোনও পুরুষকে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই । ১১

সনৎকুমার বলিলেন—তুমি আমাকে বিভু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানস-পুত্র বলিয়া জানিও । আমার এই রূপ তাঁহার তপোবল-সম্ভূত ও নারায়ণগুণে—ভক্ত সত্ত্বে পূর্ণ । ১২

প্রাচীনকালে দেবতা মধ্যে যিনি সনৎকুমার নামে শ্রুত হইতেন, ভার্গব ! আমি সেই সনৎকুমার । তোমার কল্যাণ হউক । তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব ? ১৩

ব্রহ্মার অন্যান্য যে সকল পুত্র আছে, তাহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ । আমার সেই সাতজন ভ্রাতা দুর্দ্ধর্ষ এবং তাহাদের বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৪

ক্রতু, বসিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা ও বুদ্ধিমান্ মরীচি, এই সাতজন দেবতা ও গন্ধর্বের দ্বারা সেবিত আমার ভ্রাতা দেবগন্ধর্বপূজিত এই সকল ঋষি ত্রিলোককে ধারণ করিয়া আছে । ১৫

আমরা (সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সুজাত) প্রজাধর্ম ও কাম বর্জন করিয়া আত্মাতে আত্মাকে সংযুক্ত করিয়া যতিধর্ম গ্রহণ করিয়াছি । ১৬

আমি যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেইভাবে 'কুমার' হইয়া আছি ; সেইজন্য আমার এই সনৎকুমার নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৭

তুমি আমার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমার দর্শনেচ্ছায় তপস্যা করিয়াছ, এইজন্য আমাকে দেখিতে পাইয়াছ । আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব ? ১৮

ভারত ! সনৎকুমার এইরূপ বলিলে পর আমি প্রসন্নচিত্ত ভগবান্ সনৎকুমারের আজ্ঞানুসারে ঐ সনাতন কুমারকে বলিলাম । ১৯

নিষ্পাপ ! ভীষ্ম ! তখন আমি ঐ সনাতন ঋষিকে পিতৃগণের উৎপত্তি ও শ্রাদ্ধের ফল বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম । সেই দেবেশ্বর কুমার আমার সংশয়ছেদন করিয়াছিলেন । বহুঋষিসেবিত যাবৎ বর্ণনীয় কথার প্রারম্ভে ধর্মাত্মা সনৎকুমার আমাকে বলিলেন—বিপ্রর্ষে ! তোমার প্রশ্নে আমি আনন্দিত হইয়াছি, তুমি যথাযথ ভাবে সকল কথা শ্রবণ কর । ২০-২১

দেবানসৃজত ব্রহ্মা মাং যক্ষ্যন্তীতি ভার্গব।
তমুৎসৃজ্য তথাত্মানমযজংস্তে ফলার্থিনঃ ॥ ২২

তে শপ্তা ব্রহ্মণা মূঢ়া নষ্টসংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
ন স্ম কিঞ্চিদ্ বিজানন্তি ততো লোকোঽপ্যমুহ্যত ॥ ২৩

তে ভূয়ঃ প্রণতাঃ শপ্তাঃ প্রাযাচন্ত পিতামহম্।
অনুগ্রহায় লোকানাং ততস্তানব্রবীদিদম্ ॥ ২৪

প্রায়শ্চিত্তং চরধ্বং বৈ ব্যভিচারো হি বঃ কৃতঃ।
পুত্রাংশ্চ পরিপৃচ্ছধ্বং ততো জ্ঞানমবাপ্স্যথ ॥ ২৫

প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার্থং তে পুত্রান্ পপ্রচ্ছুরার্তবৎ।
তেভ্যস্তে প্রযতাত্মানঃ শশংসুস্তন্নরাস্তদা ॥ ২৬

প্রায়শ্চিত্তানি ধর্ম্মজ্ঞা বাঙ্-মনঃ-কর্ম্মজানি বৈ।
সংসন্তি কুশলা নিত্যং চক্ষুর্ভ্যামপি নিত্যশঃ ॥ ২৭

প্রায়শ্চিত্তার্থতত্ত্বজ্ঞা লব্ধসংজ্ঞা দিবৌকসঃ।
গম্যন্তাং পুত্রকাশ্চেতি পুত্রৈরুক্তাশ্চ তে তদা ॥ ২৮

অভিশপ্তাস্তু তে দেবাঃ পুত্রবাক্যেন নিন্দিতাঃ।
পিতামহমুপাগচ্ছন্ সংশয়চ্ছেদনায় বৈ ॥ ২৯

ততস্তানব্রবীদ্ দেবো ভূয়ঃ বৈ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদ্ যদুক্তং যুষ্মাকং তৎ তথা ন তদন্যথা ॥ ৩০

যূয়ং শরীরকর্ত্তারস্তেষাং দেবা ভবিষ্যথ।
তে তু জ্ঞানপ্রদাতারঃ পিতরো বো ন সংশয়ঃ ॥ ৩১

অন্যোন্যং পিতরো যূয়ং তে চৈবেতি ন সংশয়ঃ।
দেবাংশ্চ পিতরশ্চৈব তদ্ বুধ্যধ্বং দিবৌকসঃ ॥ ৩২

ততস্তে পুনরাগম্য পুত্রানূচুর্দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মণা ছিন্নসন্দেহাঃ প্রীতিমন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩

যূয়ং বৈ পিতরোঽস্মাকং যৈর্বয়ং প্রতিবোধিতাঃ।
ধর্ম্মজ্ঞাঃ কচ্চ বঃ কামঃ কো বরো বঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৪

যদুক্তং চৈব যুষ্মাভিস্তৎ তথা ন তদন্যথা।
উক্তাশ্চ যস্মাদ্ যুষ্মাভিঃ পুত্রকা ইতি বৈ বয়ম্।
তস্মাদ্ ভবন্তঃ পিতরো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

ভার্গব! আমার যজনা করিবে, এইজন্য ব্রহ্মা দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ফললোভে ব্রহ্মাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে যজনা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক আত্মতোষণে রত হইলেন ॥ ২২

তখন তাঁহারা ব্রহ্মা কর্তৃক অভিশপ্ত হইলেন। তাহার ফলে মূঢ় দেবগণ সংজ্ঞাহীন হইয়া গেলেন। তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদের অনুসরণকারী সকল লোক মোহ-গ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥২৩

অনন্তর অভিশপ্ত দেবগণ পিতামহকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মা লোকসকলের অনুগ্রহের জন্য দেবতাগণকে বলিলেন ॥ ২৪

তোমরা ব্যভিচার অর্থাৎ পূজা-পূজাব্যতিক্রম করিয়াছ, এইজন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমরা নিজ নিজ পুত্রকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫

দুঃখিত দেবগণ নিজ নিজ পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত কর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। জিতেন্দ্রিয় পুত্রগণ তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ২৬

ধর্মতত্ত্ববেত্তা নিপুণ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বাক্য, মন কর্ম ও চক্ষুর দ্বারা সর্বদা প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ॥ ২৭

প্রায়শ্চিত্তের তত্ত্ব বুঝিয়া দেবগণ সংজ্ঞালাভ করিলে পর বলিলেন—পুত্রগণ! তোমরা গমন কর, তখন পুত্রগণও বলিলেন—পুত্রগণ! তোমরা গমন কর ॥ ২৮

অভিশপ্ত দেবগণ পুত্রগণের বাক্যের দ্বারা নিন্দিত হইয়া (পুত্রগণ তাঁহাদিগকে 'পুত্র' বলাতে নিন্দা বুঝিয়া) সংশয়চ্ছেদনের জন্য পিতামহের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৯

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা ব্রহ্মবাদী। এইজন্য তাহারা তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছে, তথা অনুচিত হয় নাই ॥৩০

তোমরা তাহাদের শরীর নির্মাতা দেবতা হইবে। তাহারা তোমাদের জ্ঞানদাতা পিতা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩১

তোমরা ও পুত্রগণ উভয়ে উভয়ের পিতা সংশয় নাই। স্বর্গবাসী দেবগণ! তোমরা এইকথা বুঝিয়া রাখ ॥৩২

অনন্তর দেবতাগণ ব্রহ্মা কর্তৃক ছিন্নসংশয় ও পরস্পর প্রীতি-যুক্ত হইয়া পুনর্বার পুত্রগণের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন ॥ ৩৩

তোমরা আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছ, এইজন্য তোমরা আমাদের পিতা। তোমরা সকলেই ধর্মজ্ঞ। তোমাদের অভিলাষ কি? তোমাদিগকে কোন্ বরদান করিব? ৩৪

তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই, অনুচিত নয়। তোমরা যেহেতু আমাদিগকে 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ। সেইজন্য তোমরা পিতৃগণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৫

যোঽনিষ্ট্বা তু পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈঃ
ক্রিয়াং কাঞ্চিৎ করিষ্যতি।
রাক্ষসা দানবা নাগাঃ ফলং প্রাপ্স্যন্তি তস্য তৎ ॥ ৩৬
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতাশ্চৈব পিতরঃ সোমমব্যয়ম্।
আপ্যায়য়ন্তো ভূয়োভির্বর্ধয়িষ্যন্তি নিত্যদা ॥ ৩৭
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতঃ সোমো লোকানাপ্যায়য়িষ্যতি।
সমুদ্র-পর্বত-বনং সজলস্থলজৈর্বৃতম্ ॥ ৩৮
শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামাশ্চ যে করিষ্যন্তি মানবাঃ।
তেভ্যঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চৈব দাস্যন্তি পিতরঃ সদা ॥ ৩৯
শ্রাদ্ধে যে চ প্রদাস্যন্তি ত্রীন্ পিণ্ডান্ নাম-গোত্রতঃ।
সর্বত্র বর্ত্তমানাংস্তান্ পিতরঃ সপিতামহান্ ॥
তাবয়িষ্যন্তি সততং শ্রাদ্ধদানেন তর্পিতাঃ ॥ ৪০
এবমাজ্ঞাপিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
ইতি তদ্ বচনং সত্যং ভবন্তস্তু দিবৌকসঃ ॥
পুত্রাশ্চ পিতরশ্চৈব বয়ং সর্বে পরস্পরম্ ॥ ৪১

সনৎকুমার উবাচ।

ত এতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরস্তথা।
অন্যোন্যং পিতরো হ্যেতে দেবাশ্চ পিতরশ্চ হ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি পিতৃকল্পে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ। ১৭

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের পূজা না করিয়া অন্য কোনও ক্রিয়া করিবে, তাহার ঐ ক্রিয়ার ফল রাক্ষস, দানব ও নাগগণ প্রাপ্ত হইবে। ৩৬

শ্রাদ্ধের দ্বারা আপ্যায়িত পিতৃগণ সোমদেবের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া সর্বদা অব্যয় সোমকে বর্ধিত করিবেন। ৩৭

শ্রাদ্ধের দ্বারা সোম আপ্যায়িত হইলে সমুদ্র, পর্বত ও স্থাবর-জঙ্গমপূর্ণ সকল লোক আপ্যায়িত হইবে। ৩৮

পুষ্টিকামী যে সব মানব শ্রাদ্ধ করিবে, পিতৃগণ তাহাদিগকে সদা পুষ্টি ও প্রজা দান করিবেন। ৩৯

যে সব ব্যক্তি সর্বত্র বিরাজমান পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে নাম-গোত্র উচ্চারণপূর্বক তিনটি পিণ্ডদান করেন, শ্রাদ্ধদানে তৃপ্ত পিতৃগণ সর্বদা তাহাদের কল্যাণ করিয়া থাকেন। ৪০

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্বেই এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। দেবগণ! তাঁহার বাক্য অদ্য সত্য হউক, আমরা সকলে পরস্পরের পুত্র ও পিতা। ৪১

সনৎকুমার বলিলেন—যাঁহারা দেবতা, তাঁহারাই পিতৃগণ, এবং যাঁহারা পিতৃগণ, তাঁহারাই দেবতা। ইঁহারা পরস্পরের পিতা ও দেবতা। ৪২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃগণের উৎপত্তিবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃকল্পঃ—মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমারসংবাদে পিতৃণাং গণস্য, লোকস্য, শক্তেঃ, কন্যানাঞ্চ বর্ণনম্, পিতৃণাং প্রভাব-দর্শনায় মার্কণ্ডেয়স্য দিব্যদৃষ্টিলাভকথনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তোঽহং ভগবতা দেবদেবেন ভাস্বতা।
সনৎকুমারেণ পুনঃ পৃষ্টবান্ দেবনব্যয়ম্ ॥ ১
সন্দেহমমরশ্রেষ্ঠং ভগবন্তমরিন্দমম্।
নিবোধ তস্মে গাঙ্গেয় নিখিলং সর্বমাদিতঃ ॥ ২
কিয়ন্তো বৈ পিতৃগণাঃ কস্মিংল্লোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বর্ত্তন্তে দেবপ্রবরা দেবানাং সোমবর্দ্ধনাঃ ॥৩

সনৎকুমার উবাচ।

সপ্তৈতে যজ্ঞতাং শ্রেষ্ঠ স্বর্গে পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ।
চত্বারো মূর্ত্তিমন্তশ্চ ত্রয়স্তেষামমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[পিতৃকল্প—মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমার-সংবাদে পিতৃগণের গণ, লোক, শক্তি ও কন্যাসকলের বর্ণন এবং পিতৃগণের প্রভাব বর্ণনের জন্য মার্কণ্ডেয়ের দিব্যদৃষ্টিলাভ কথন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ। তেজস্বী দেবদেব ভগবান্ সনৎকুমার এইরূপ বলিলে পর আমি কামাদিরিপুদমনকারী শ্রেষ্ঠ অব্যয় ভগবান্ সনৎকুমারকে যে সকল সংশয় জিজ্ঞাসিয়াছিলাম, সেই সকল কথা আমার নিকট আদি হইতে শ্রবণ কর। ১-২

কোন্ লোকে কতজন পিতৃগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, যাঁহারা দেবতাদেরও শ্রেষ্ঠ দেবতা ও সোমবর্ধনকারী? ৩

সনৎকুমার বলিলেন—যাজ্ঞশ্রেষ্ঠ। স্বর্গে দিব্য সাত পিতৃ-পুরুষ স্বীকৃত হইয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন মূর্তিমান্ এবং তিনজন অমূর্তিমান্ (সুকাল, আজিরস, সুধন্বা ও সোমপা, এই চারিজন মূর্তিমান্ ইঁহাদের দিব্যশরীর। বৈরাজ, অগ্নি-ষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্ এই তিনজন মূর্তিহীন)। ৪

তেষাং লোকং বিসর্গঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু।
প্রভাবঞ্চ মহত্বঞ্চ বিস্তরেণ তপোধন ॥ ৫
ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাস্তেষাং ত্রয়ো যে পরমা গণাঃ।
তেষাং নামানি লোকাংশ্চ কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৬
লোকাঃ সনাতনা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ।
অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণাস্তে বৈ পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৭
বিরাজস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈরাজা ইতি বিশ্রুতাঃ।
যজন্তি তান্ দেবগণা বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৮
এতে বৈ যোগবিভ্রষ্টা লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্।
পুনর্যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯
তে তু প্রাপ্য স্মৃতিং ভূয়ঃ সাঙ্খ্যং যোগমনুত্তমম্।
যান্তি যোগগতিং সিদ্ধাঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্ ॥ ১০
এতে স্যুঃ পিতরস্তাত যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ।
আপ্যায়য়ন্তি যে পূর্ব্বং সোমং যোগবলেন চ ॥ ১১
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিনাস্তু বিশেষতঃ।
এষ বৈ প্রথমঃ সর্গঃ সোমপানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২

এতেষাং মানসী কন্যা মেনা নাম মহাগিরেঃ।
পত্নী হিমবতঃ শ্রেষ্ঠা নদ্যা নৈনাক উচ্যতে ॥ ১৩
নৈনাকস্য সুতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ।
পর্ব্বতপ্রবরঃ পুত্রো নানারত্নসমন্বিতঃ ॥ ১৪
তিস্রঃ কন্যাস্তু মেনায়াং জনয়ামাস শৈলরাট্।
অপর্ণামেকপর্ণঞ্চ তৃতীয়ামেকপাটলাম্ ॥ ১৫
তপশ্চরন্ত্যাঃ সুমহদ্ দুশ্চরং দেব-দানবৈঃ।
লোকান্ সন্তাপয়ামাসুস্তিস্রঃ স্থাণু-জঙ্গমান্ ॥১৬
অপর্ণা ত্বেকপর্ণেন একপর্ণা ত্বনাচরৎ।
পাটলাপুষ্পমেকঞ্চ আদধাদেকপাটলা ॥ ১৭
একা তত্র নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যষেধয়ৎ।
'উ' 'মা' ইতি নিষেধন্তী মাতৃস্নেহেন দুঃখিতা
সা তথোক্তা তয়া মাত্রা দেবী দুশ্চরচারিণী।
উমেত্যেবাভবৎ খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু সুন্দরী ॥১৯
তথৈব নাম্না তেনেহ বিশ্রুতা যোগধর্ম্মিণী।
এতৎ তু ত্রিকুমারীকং জগৎ স্থাস্যতি ভার্গব ॥ ২০

তাঁহাদের লোক, সৃষ্টি, প্রভাব ও মহত্ত্বের কথা হে তপোধন। আপনি বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করুন ॥ ৫

ধর্ম্মময় শরীর ধারণকারী পিতৃপুরুষের তিনটি পরম গণ আছে, তাঁহাদের নাম ও লোকের কথাও বলিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর ॥ ৬

যে সব লোক তেজস্বী, দেহহীন ও যে সব লোকে প্রজাপতি-পুত্র পিতৃগণ নিবাস করেন, সেই সব লোক 'সনাতন' নামে খ্যাত ॥ ৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিরাজ প্রজাপতির পুত্র হওয়ায় তাঁহারা বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ। দেবগণ শাস্ত্রবিধানানুসারে এই পিতৃগণের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৮

এই সকল যোগভ্রষ্ট পিতৃগণ সনাতনলোকে প্রাপ্ত হইয়াও সহস্রযুগের শেষে পুনর্বার ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৯

তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিলাভ করিয়া পরম উত্তম সাংখ্য-যোগের অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইয়া পুনরাবৃত্তিশূন্য যোগগতি লাভ করেন ॥ ১০

যাঁহারা পূর্ব্বে যোগবলে সোমকে আপ্যায়িত (পুষ্ট) করিতেন, তাঁহারাই যোগীদের যোগের বর্দ্ধনকারী হন ॥ ১১

এইজন্য এই যোগীদিগের বিশেষভাবে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। 'সোমপা' নামক পিতৃগণের ইহাই প্রথম সর্গ ॥ ১২

ইঁহাদের মানসী কন্যা হইলেন মেনা। তিনি মহাপর্ব্বত হিমালয়ের শ্রেষ্ঠা পত্নী, যাঁহার পুত্রের নাম মৈনাক ॥ ১৩

শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চ মহাপর্ব্বত মৈনাকের পুত্র। ঐ ক্রৌঞ্চপর্ব্বত শ্রেষ্ঠ ও নানারত্নসমন্বিত ॥ ১৪

পর্ব্বতরাজ হিমালয় মেনার গর্ভে তিনটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ তিনটি কন্যা হইল—অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা ॥১৫

এই তিনটি কন্যা দেব-দানবের দুষ্কর কঠোর তপস্যা করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সকল লোককে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৬

ঐ সময় একপর্ণা একটি পত্রের দ্বারা আহার নির্ব্বাহ করিতেন এবং একপাটলা একটি পাটলা (তাম্রপুষ্পী) পুষ্প ভোজনের জন্য গ্রহণ করিতেন ॥১৭

একজন কন্যা প্রায় আহারহীনা হইয়া থাকায় মাতা মেনা নিষেধ করিয়াছিলেন—মাতৃস্নেহবশতঃ দুঃখিতা হইয়া নিষেধ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—উ, মা, উ-ওরে, মা-এমন করিস্ না ॥ ১৮

দুষ্কর তপস্যাকারিণী দেবীকে মাতা এইরূপ বলায় ঐ সুন্দরী কন্যা 'উমা' নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইলেন ॥১৯

যোগধর্ম্মবতী ঐ কন্যা সেই নামের দ্বারা এই সংসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভার্গব! এই তিন জন কুমারীর দ্বারা এই জগৎ স্থিতি লাভ করিবে ॥ ২০

তপঃশরীরাস্তাঃ সর্ব্বাস্তিস্রো যোগবলান্বিতাঃ।
সর্ব্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্ব্বাশ্চৈবার্দ্ধরেতসঃ॥ ২১
উমা তাসাং বরিষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ বরবর্ণিনী।
মহাযোগবলোপেতা মহাদেবমুপস্থিতা॥ ২২
অসিতস্যৈকপর্ণা তু দেবলস্য মহাত্মনঃ।
পত্নী ধৃতা মহাভাগ যোগাচার্য্যায় ধীমতে॥ ২৩
জৈগীষব্যায় তু তথা বিদ্ধি ভার্য্যেকপাটলাম্।
এতে চাপি মহাভাগে যোগাচার্য্যাবুপস্থিতে॥ ২৪
লোকাঃ সোমপদা নাম মরীচের্যত্র বৈ সুতাঃ।
পিতরো যত্র বর্ত্তন্তে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত॥ ২৫
অগ্নিষ্বাত্তা ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্ব এবাগ্নিতৌজসঃ।
এতেষাং মানসী কন্যা অচ্ছোদা নাম নিম্নগা॥ ২৬
অচ্ছোদং নাম বিখ্যাতং সরো যস্যাঃ সমুত্থিতম্।
তয়া ন দৃষ্টপূর্ব্বাস্তে পিতরস্তু কদাচন॥ ২৭
অপ্যমূর্ত্তানথ পিতৃন্ সা দদর্শ শুচিস্মিতা।
সম্ভূতা মনসা তেষাং পিতৃন্ স্বান্ নাভিজানতী॥ ২৮
ব্রীড়িতা তেন দুঃখেন বভূব ধরবর্ণিনী।
সা দৃষ্ট্বা পিতরং বব্রে বসুং নামান্তরিক্ষগম্॥ ২৯
অমাবসুরিতি খ্যাতমারোঢ়ং বর্ণমিনম্।
অদ্রিকাপ্সরসাযুক্তং বিমানোপরিসংস্থিতং দিবি॥ ৩০
সা তেন ব্যভিচারেণ মনসঃ কামরূপিণী।
পিতরং প্রার্থয়িত্বান্যং যোগভ্রষ্টা পপাত হ॥ ৩১
ত্রীণ্যপশ্যদ্ বিমানানি পতমানা দিবশ্চ্যুতা।
ত্রসরেণুপ্রমাণানি সাপশ্যৎ তেষু তান্ পিতৃন্॥ ৩২
সূক্ষ্মসূক্ষ্মানপরিব্যক্তানরীনিবিবাহিতান্
ত্রায়ধ্বমিত্যুবাচার্ত্তা পতন্তী তানবাক্‌শিরাঃ॥ ৩৩
তৈরুক্তা সা তু মা ভৈষীরিতি ব্যোম্নি ব্যবস্থিতা।
ততঃ প্রসাদয়ামাস তান্ পিতৃন্ দীনয়া গিরা॥ ৩৪
ঊচুস্তে পিতরঃ কন্যাং ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যাং ব্যতিক্রমাৎ।
ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যা স্বদোষেণ পতসি ত্বং শুচিস্মিতে॥ ৩৫
যৈঃ ক্রিয়ন্তে হি কর্ম্মাণি শরীরৈর্দিবি দৈবতৈঃ।
তৈরেব তৎকর্ম্মফলং প্রাপ্নুবন্তীহ দেবতাঃ॥ ৩৬

এই তিনটি কন্যাই তপস্যারূপ শরীরযুক্তা ও যোগবলবিশিষ্টা, ইহাঁরা তিনজনই ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রহ্মচারিণী। ২১

তাঁহাদের মধ্যে উমা জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও সুন্দরী। মহাযোগবলান্বিতা ঐ কন্যা মহাদেবের নিকট অবস্থিত রহিলেন। ২২

মহাত্মন্! যোগাচার্য্য ধীমান্ মহাত্মা অসিতদেবলের পত্নীরূপে একপর্ণা প্রদত্তা হইলেন। ২৩

একপাটলাকে জৈগীষব্যের হস্তে প্রদান করা হইল জানিবে। ঐ দুই ভাগ্যবতী কন্যাও যোগাচার্য্যদ্বয়ের নিকটেই ছিলেন। ২৪

পিতৃগণের জন্য 'সোমপদ' নামক লোক আছে। যেখানে মরীচির পুত্রগণ পিতৃগণ হইয়া নিবাস করেন। তাঁহাদিগকে দেবতাগণ সম্ভাবিত করিয়া থাকেন। ২৫

ঐ সকল অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন পিতৃগণ 'অগ্নিষ্বাত্তা' নামে খ্যাত। ইহাঁদের মানসী কন্যা অচ্ছোদানাম্নী নদী। ২৬

তাহা হইতে অচ্ছোদনামক সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ কন্যা পূর্ব্বে কখনও এই পিতৃগণকে দর্শন করেন নাই। ২৭

শুচিস্মিতা ঐ কন্যা অমূর্ত্ত পিতৃগণকে দর্শন করিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, তাঁহারা তাঁহার পিতা ও তিনি তাঁহাদের মনঃ-কল্পা। ২৮

সুন্দরী অচ্ছোদা এই দুঃখে অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং অন্তরিক্ষস্থিত আত্মপুত্র বসুনী অমাবসু নামে খ্যাত অদ্রিকানাম্নী অপ্সরার সহিত বিমানে উপবিষ্ট বসুকে পিতা বলিয়া বরণ করিলেন। ২৯-৩০

কামরূপিণী অচ্ছোদা অন্যকে পিতা বলিয়া স্বীকাররূপ মানস ব্যভিচারের জন্য যোগভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন। ৩১

স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইবার সময় অচ্ছোদা ত্রসরেণু পরিমাণ তিনটি বিমান দেখিতে পাইলেন। ঐ বিমানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্পষ্টভাবে দর্শনের অযোগ্য, অবিবাহিত অগ্নির ন্যায় ঊর্দ্ধতেজ পিতৃগণকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। অধোমস্তকে নীচে পতিত হইতে হইতে দুঃখিতা অচ্ছোদা তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমাকে রক্ষা করুন। ৩২-৩৩

তখন পিতৃগণ বলিলেন—ভয় করিও না। এইরূপ বলা মাত্রই তিনি আকাশে অবস্থিত রহিলেন এবং দীন বাক্যে পিতৃগণকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ৩৪

ব্যতিক্রমের জন্য নিজ কন্যাকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্টা দেখিয়া পিতৃগণ বলিলেন,—শুচিস্মিতে! তুমি নিজের দোষেই ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছ। ৩৫

স্বর্গস্থিত দেবতাগণ শরীরের দ্বারা যেরূপ কর্ম্ম করেন,

দেবত্বে ফলসন্তি কর্ম্মাণি দেবত্বে প্রেত্য মানুষে।
তস্মাৎ ত্বং তপসঃ পুত্রি প্রেত্যেদং প্রাপ্স্যসে ফলম্ ॥৩৭
ইত্যুক্তা পিতৃভিঃ সা তু পিতৄন্ প্রাসাদয়ৎ স্বকান্।
ধ্যাত্বা প্রসাদং তে চক্রুস্তস্যাঃ সর্ব্বেঽনুকম্পয়া ॥ ৩৮
অবশ্যং ভাবিনং জ্ঞাত্বা তেঽর্থমুচুস্ততস্তু তাম্।
অস্য রাজ্ঞো বসোঃ কন্যা ত্বমদ্রিকায়াং ভবিষ্যসি ॥ ৩৯
উৎপন্নস্য পৃথিব্যাং তু মানুষেষু মহাত্মনঃ
কন্যা চ ভূত্বা লোকান্ স্বান্
পুনঃ প্রাপ্স্যসি দুর্লভান্ ॥ ৪০
পরাশরস্য দায়াদং ত্বং পুত্রং জনয়িষ্যসি।
স বেদমেকং ব্রহ্মর্ষিশ্চতুর্ধা বিভজিষ্যতি ॥ ৪১
মহাভিষস্য পুত্রৌ দ্বৌ শন্তনোঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনৌ।
বিচীত্রবীর্য্যঃ ধর্ম্মজ্ঞঃ তথা চিত্রাঙ্গদঃ শুভম্ ॥ ৪২
এতানুৎপাদ্য পুত্রাংস্ত্বং পুনর্লোকানবাপ্স্যসি।
ব্যতিক্রমাৎ পিতৄণাঞ্চ জন্ম প্রাপ্স্যসি কুৎসিতম্ ॥ ৪৩

সেই কর্ম্মের ফল শরীর ধারণ করিয়াই দেবতাগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬

দেবলোকে কর্ম্মসমূহ সদ্যই ফল দান করে। মনুষ্যলোকে কৃত কর্ম্ম পরলোকে ফলদান করে। পুত্রি! তুমি মৃত্যুর পর ধীর তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে। ৩৭

পিতৃগণ এই রূপ বলিলে পর তিনি নিজ পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিয়া বলিলেন। ৩৮

অবশ্যম্ভাবী কার্য্য জানিয়া তাঁহারা বলিলেন—তখন এই মহাত্মা বসু মনুষ্যলোকে পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তুমি এই রাজার কন্যা হইবে। তাহার পর তুমি দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হইবে। ৩৯-৪০

তুমি পরাশর ঋষির বংশের পুত্র উৎপন্ন করিবে। সেই ব্রহ্মর্ষি অখণ্ড বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবেন। তুমি মহাভিষ শন্তনু রাজার কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী ধর্ম্মজ্ঞ বিচিত্রবীর্য্য ও কল্যাণময় চিত্রাঙ্গদের জননী হইবে। ৪১-৪২

এই পুত্রগণকে উৎপন্ন করিয়া পুনর্ব্বার তুমি বাঞ্ছিত লোক প্রাপ্ত হইবে। পিতৃগণের ব্যতিক্রমের জন্য তুমি কুৎসিত জন্ম প্রাপ্ত হইবে। ৪৩

অস্যৈব রাজ্ঞঃ কন্যা ত্বমদ্রিকায়া ভবিষ্যসি।
অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপরে মৎস্যযোনিজা ॥৪৪
এবমুক্তা তু দাশেয়ী জাতা সত্যবতী তদা।
মৎস্যযোনৌ সমুৎপন্না রাজ্ঞস্তস্য বসোঃ সুতা ॥ ৪৫
বৈভ্রাজা নাম তে লোকা দিবি সন্তি সুদর্শনাঃ।
যত্র বর্হিষদো নাম পিতরো দিবি বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৬
তান্ বৈ দেবগণাঃ সর্ব্বে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ
নাগাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ ভাবয়ন্ত্যমিতৌজসঃ ॥৪৭
এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পুলস্ত্যস্য প্রজাপতেঃ।
মহাত্মনো মহাভাগাস্তেজোযুক্তাস্তপস্বিনঃ ॥ ৪৮
এতেষাং মানসী কন্যা পীবরী নাম বিশ্রুতা।
যোগা চ যোগপত্নী চ যোগিমাতা তথৈব চ ॥ ৪৯
ভবিত্রী দ্বাপরং প্রাপ্য যুগং ধর্ম্মভৃতাং বরা।
পরাশরকুলোদ্ভূতঃ শুকো নাম মহাতপাঃ ॥ ৫০
ভবিষ্যতি যুগে তস্মিন্ মহাযোগী দ্বিজর্ষভঃ।
ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৫১

এই রাজার ঔরসে অদ্রিকার গর্ভে কন্যা হইবে। অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে তুমি মৎস্য-যোনি হইতে উৎপন্ন হইবে ।৪৪

পিতৃগণ এইরূপ বলিলে পর রাজা বসুর কন্যা মৎস্য-যোনিতে উৎপন্ন হইল। তখন সে দাশেয়ী সত্যবতী নামে পরিচিত হইল। ৪৫

স্বর্গে বৈভ্রাজ নামক সুন্দর সেই লোক আছে, যেখানে দ্যুলোকবিখ্যাত বর্হিষদ্ নামক পিতৃগণ নিবাস করেন। ৪৬

অমিততেজস্বী দেবগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ, সর্প ও সুপর্ণগণ এই পিতৃগণকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। ৪৭

এই পিতৃগণ মহাভাগ্যবান্, তেজস্বী তপস্বী ও মহাত্মা। ইঁহারা মহাত্মা পুলস্ত্যপ্রজাপতির পুত্র। ৪৮

ইঁহাদের মানসী কন্যা পীবরী নামে বিখ্যাত। এই পীবরী নিজে যোগিনী, যোগীর পত্নী ও যোগীর মাতা। ধার্মিকশ্রেষ্ঠা এই পীবরী দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করিবে। তখন পরাশরবংশসম্ভূত মহাতপস্বী শুক ব্যাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ শুক মহাযোগী, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও অরণি-সম্ভূত ধূমহীন অগ্নির মত তেজস্বী হইবেন। ৪৯-৫১

স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পৌরব্যাং জনয়িষ্যতি ।
কন্যাং পুত্রাংশ্চ চতুরো যোগাচার্য্যান্ মহাবলান্ ॥৫২
কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং কৃত্বীং কন্যাং তথৈব চ ।
ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীং ত্বণুহস্য চ ॥ ৫৩
এতানুৎপাদ্য ধর্ম্মাত্মা যোগাচার্য্যান্ মহাব্রতান্ ।
শ্রুত্বা স্বজনকাদ্ ধর্ম্মান্ ব্যাসাদনিতবুদ্ধিমান ॥ ৫৪
মহাযোগী ততো গত্বাপুনরাবর্ত্তিনীং গতিম্ ।
যৎ তৎ পদমনুদ্বিগ্নমব্যয়ং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৫৫
অমূর্ত্তিমন্তঃ পিতরো ধর্ম্মমূর্ত্তিধরা মুনে ।
কর্ত্রা যত্রেয়মুৎপন্না বৃষ্ণ্যন্ধককুলান্বয়া ॥ ৫৬
সুকালা নাম পিতরো বসিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ ।
নিরতা দিবি লোকেষু জ্যোতির্ভাসিষু ভাস্বরাঃ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু দ্বিজাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত ॥৫৭
তেষাং বৈ মানসী কন্যা গৌর্নাম্না দিবি বিশ্রুতা ।
তথৈব বংশে যা দত্তা শুকস্য মহিষী প্রিয়া ॥
একশৃঙ্গেতি বিখ্যাতা সাধ্যানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী ॥৫৮
মরীচিগর্ভাংস্তাঁল্লোকান্ সমাশ্রিত্য ব্যবস্থিতাঃ ।
যে কৃশাশ্বিরসঃ পুত্রাঃ সাধ্যৈঃ সংবর্দ্ধিতা পুরা ॥ ৫৯
তান্ ক্ষত্রিয়গণাস্তাত ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ
তেষাং তু মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা ॥ ৬০
পত্নী সা বিশ্বমহতঃ সুষা বৈ বৃহদর্ম্মণঃ ।
রাজর্ষের্জননী চাপি দিলীপস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬১
তস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথা প্রীতৈর্মহর্ষিভিঃ ।
তদা দেবযুগে তাত বাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥ ৬২
অন্বেষ্টব্যং তথা শ্রুত্বা শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ ।
দিলীপং যজমানং বৈ পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ॥
সত্যবন্তং মহাত্মানং তেঽপি স্বর্গজিতো নরাঃ ॥৬৩
সুধন্বা নাম পিতরঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
সমুৎপন্নাস্তু পুলহাদ্মহাত্মানো দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ৬৪
লোকেষু দিবি বর্ত্তন্তে কামগেষু বিহঙ্গমাঃ ।
তাংশ্চ বৈশ্যগণাস্তাত ভাবয়ন্তি ফলার্থিনঃ ॥৬৫
তেষাং বৈ মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা ।
যযাতের্জননী ব্রহ্মন্ মহিষী নহুষস্য চ ॥ ৬৬

তিনি পিতৃগণের কন্যা এই পৌবরীর গর্ভে একটি কন্যা উৎপন্ন করিবেন। ঐ কন্যা ব্রহ্মদত্তের জননী ও অণুহের পত্নী হইবে। তিনি পৌবরীর গর্ভে যোগাচার্য্য মহাবলবান্ কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামক চারিটি পুত্র উৎপন্ন করিবেন ॥ ৫২-৫৩

ঐ ধর্ম্মাত্মা শুক মহাব্রতধারী যোগাচার্য্য চারিটি পুত্র উৎপাদন করিয়া নিজ জনক ব্যাসের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবেন। অনন্তর অমিতবুদ্ধি মহাযোগী শুক পুনরাবৃত্তিহীন গতি প্রাপ্ত হইবেন। ঐ গতিই শাশ্বত ব্রহ্মপদ। উহা উদ্বেগরহিত ও বিনশ্বর ॥ ৫৪-৫৫

মুনিবর! অমূর্ত্তিমান্ পিতৃগণ ধর্ম্মময় শরীরধারণকারী; তাঁহাদেরকে আশ্রয় করিয়াই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশসম্ভবা কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৫৬

সুকালা নামক পিতৃগণ প্রজাপতি বসিষ্ঠের পুত্র। তাঁহারা স্বর্গে জ্যোতির্ময় স্থানে দীপ্তিমান্ হইয়া অবস্থিত আছেন। ঐ স্থান সকল প্রকার কাম্য-বস্তু সম্বলিত। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

এই পিতৃগণের মানসী কন্যা স্বর্গে গৌ নামে বিখ্যাত। এই কন্যা তোমার বংশে প্রদত্তা। সে শুকের প্রিয়া ভার্য্যা। সাধ্যগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী এই কন্যা একশৃঙ্গানামে প্রসিদ্ধ ॥ ৫৮

প্রথমে যাঁহারা সাধ্যগণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সেই অঙ্গিরাপুত্র আঙ্গিরস পিতৃগণ সূর্য্যকরোজ্জ্বল লোককে আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ৫৯

তাত! ফলার্থী ক্ষত্রিয়গণ আঙ্গিরস পিতৃগণকে সম্মানিত করেন। তাঁহাদের মানসী কন্যা যশোদানামে বিখ্যাত ॥ ৬০

যে বিশ্বমহানের পত্নী ও বৃহদর্ম্মার পুত্রবধূ এবং মহাত্মা রাজর্ষি দিলীপের মাতা ॥ ৬১

তাত! সেই দেবযুগে দিলীপের অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে মহর্ষিগণ প্রসন্ন হইয়া 'গাথা' গান করিয়াছিলেন ॥ ৬২

যে সকল ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে শাণ্ডিল্য-গোত্রোৎপন্ন মহাত্মা অগ্নির জন্মকথা শ্রবণ করিয়া সত্যবাদী মহাত্মা দিলীপকে যজ্ঞ করিতে দেখিবে, তাহারা স্বর্গকে জয় করে ॥ ৬৩

সুধন্বানামক পিতৃগণ কর্দম প্রজাপতির পুত্র। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মা এই পিতৃগণ পুলহ হইতে উৎপন্ন ॥ ৬৪

তাত! ইঁহারা সর্ব্বদা আকাশে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও স্বর্গে ইচ্ছাপূর্ত্তিকারী লোকে বাস করেন। ফলার্থী বৈশ্যগণ ইঁহাদিগকে সম্মানিত করেন ॥৬৫

তাঁহাদের মানসী কন্যা বিরজানামে বিখ্যাত। ব্রহ্মন্! এই কন্যা যযাতির জননী ও নহুষের মহিষী ॥ ৬৬

ত্রয় এতে গণাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্থং তু নিবোধ মে।
উৎপন্না যে স্বধায়াং তে সোমপা বৈ কবেঃ সুতাঃ॥
হিরণ্যগর্ভস্য সুতাঃ শূদ্রাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যুত॥ ৬৭
মানসা নাম তে লোকা যত্র তিষ্ঠন্তি তে দিবি।
তেষাং বৈ মানসী কন্যা নর্মদা সরিতাং বরা॥ ৬৮
যা ভাবয়তি ভূতানি দক্ষিণাপথগামিনী
পুরুকুৎসস্য যা পত্নী ত্রসদ্দস্যোর্জননাপি॥ ৬৯
তেষামধ্বাভ্যুপগমান্মনুস্তাত যুগে যুগে।
প্রবর্ত্তয়তি শ্রাদ্ধানি নষ্টে ধর্ম্মে প্রজাপতিঃ॥ ৭০
পিতৃগামদিসর্গেণ সর্বেষাং দ্বিজসত্তম।
তস্মাদেনং স্বধর্ম্মেণ শ্রাদ্ধদেবং বদন্তি বৈ॥ ৭১
সর্বেষাং রাজতং পাত্রমথ বা রজতান্বিতম্।
দত্তং স্বধাং পুরোধায় শ্রাদ্ধং প্রীণাতি বৈ পিতৃন্॥ ৭২
সোমস্যাপ্যায়নং কৃত্বা অগ্নের্বৈবস্বতস্য চ।
উদগায়ননপ্যাবৃত্তাভাবেঽপ্সু বা পুনঃ॥ ৭৩
পিতৃন্ প্রীণাতি যো ভক্ত্যা পিতরঃ প্রীণয়ন্তি তম্।
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চ বিপুলাস্তথা॥ ৭৪
স্বর্গমারোগ্যমেবাথ যদ্যদপি চেপ্সিতম্
দেবকার্য্যাদপি মুনে পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে॥ ৭৫
দেবতানাং হি পিতরঃ পূর্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্
শীঘ্রপ্রসাদা হ্যক্রোধা লোকস্যাপ্যায়নং পরম্॥ ৭৬
স্থিরপ্রসাদাশ্চ সদা তান্ নমস্যস্ব ভার্গব।
পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে মদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ॥ ৭৭
শ্রেয়স্তেঽদ্য বিধাস্যামি প্রত্যক্ষং কুরু তৎ স্বয়ম্
দিব্যং চক্ষুঃ সবিজ্ঞানং প্রদিশামি চ তেঽনঘ॥ ৭৮
গতিমেতামপ্রবুদ্ধো মার্কণ্ডেয় নিশাময়।
নহি যোগগতির্দিব্যা পিতৃণাঞ্চ পরা গতিঃ॥ ৭৯
যদ্বিধেনাপি সিদ্ধেন দৃশ্যতে মাংসচক্ষুষা
স এবমুক্ত্বা দেবেশো ন বুপস্থিতনগ্রতঃ॥ ৮০
চক্ষুর্দত্ত্বা সবিজ্ঞানং দেবানামপি দুর্লভম্।
জগাম গতিমিষ্টাং বৈ দ্বিতীয়োঽগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৮১

এইভাবে পিতৃপুরুষের তিনটি গণের কথা বলিলাম। এখন চতুর্থগণের কথা শ্রবণ কর। ইঁহারা সোমপ নামে প্রসিদ্ধ। কবির পুত্র এই পিতৃগণ স্বধাতে উৎপন্ন। হিরণ্যগর্ভের এই পুত্রগণকে শূদ্রগণ সম্মানিত করেন। ৬৭

স্বর্গে যেখানে তাঁহারা বাস করেন, সেই স্থানকে 'মানস-লোক' বলা হয়। তাঁহাদের মানসী কন্যা নদীশ্রেষ্ঠা নর্মদা। ৬৮

দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা ঐ নদী সকল প্রাণীকে পবিত্র করিতেছে। ঐ কন্যা পুরুকুৎসের ভার্যা ও ত্রসদ্দস্যুর জননী। ৬৯

তাত! প্রজাপতি মনু ধর্ম নষ্ট হইয়া গেলে প্রত্যেক যুগের প্রারম্ভে এই পিতৃগণকে পূজা বলিয়া স্বীকার করিয়া শ্রাদ্ধ-ধর্মের প্রবর্তন করিয়া থাকেন। ৭০

দ্বিজসত্তম! এই সকল সাতপ্রকারের পিতৃগণের আদিতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য এবং ধর্ম প্রবর্তনের জন্য মনুকে শ্রাদ্ধদেব বলা হয়। ৭১

এই সকল পিতৃগণের রজত পাত্র কিংবা রজতযুক্ত পাত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্বক প্রদত্ত শ্রাদ্ধ পরম প্রীতির কারণ হয়। ৭২

যে ব্যক্তি সোম, অগ্নি ও বৈবস্বত যমের আপ্যায়ন করিয়া অগ্নিতে উদগায়ন করে, অথবা অগ্নির অভাবে জলে উদগায়ন করিয়া ভক্তিভাবে পিতৃগণকে তৃপ্ত করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাহাকে বহু সন্তান, পুষ্টি, স্বর্গ, আরোগ্য ও অন্যান্য সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। মুনিবর! পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৭৩-৭৫

দেবতাগণ অপেক্ষা পিতৃগণ পূর্বেই আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলকে আপ্যায়িত করেন। ৭৬

ভার্গব! পিতৃগণের প্রসন্নতা স্থির থাকে, এইজন্য তাঁহাদিগকে সর্বদা প্রণাম কর। বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত ও বিশেষভাবে আমার ভক্ত। ৭৭

নিষ্পাপ! আজ আমি তোমার কল্যাণ বিধান করিব। তুমি তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ কর। আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহিত দিব্য চক্ষু দান করিতেছি। ৭৮

মার্কণ্ডেয়! শ্রাদ্ধকারী যে গতিলাভ করে, সেই গতি অবহিতভাবে দর্শন কর। তোমার মত সিদ্ধপুরুষও চর্মচক্ষুর দ্বারা যোগীদের দিব্যগতি ও পিতৃগণের পরমগতি দেখিতে পায় না। এইরূপ বলিয়া দেবেশ সনৎকুমার সম্মুখস্থিত আমাকে দেবদুর্লভ বিজ্ঞানসহিত চক্ষু দান করিয়া দ্বিতীয় অগ্নির সমান

তন্নিবোধ কুরুশ্রেষ্ঠ যন্ময়াসৌন্নিশ্যমিতম্।
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য হুর্জ্ঞেয়ং ভুবি মানুষৈঃ ॥৮২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পিতৃকল্পে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

দীপ্তিমান্ হইয়া নিজের অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন ॥ ৭১-৮১

কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম! আমি সনৎকুমার দেবের প্রসাদে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা ইহা সর্ব্বথা দুর্জ্ঞেয় ॥ ৮২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃকল্পঃ—ভরদ্বাজস্য পুত্রাণাং বৃত্তান্তকথনম্, যোগভ্রষ্ট-পুরুষাণাং গতিঃ, যোগসিদ্ধেরধিকারি-পুরুষাণাং লক্ষণম্, মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমারয়োঃ সংবাদস্য সমাপ্তিশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আসন্ পূর্ব্বযুগে তাত ভরদ্বাজাত্মজা দ্বিজাঃ।
যোগধর্ম্মমনুপ্রাপ্য ভ্রষ্টা দুশ্চরিতেন বৈ ॥ ১

অপভ্রংশমনুপ্রাপ্তা যোগধর্ম্মাপচারিণঃ।
মহতঃ সরসঃ পারে মানসস্য বিসঞ্জিতাঃ ॥ ২

তনেবার্থমনুধ্যায়ন্তো নষ্টমগ্নিব মোহিতাঃ।
অপ্রাপ্য যোগং তে সর্ব্বে সংযুক্তাঃ কালধর্ম্মণা ॥৩

ততস্তে যোগবিভ্রষ্টা দেবেষু সুচিরোষিতাঃ।
জাতাঃ কৌশিকদায়াদ্যাঃ কুরুক্ষেত্রে নরর্ষভাঃ ॥৪

হিংসয়া বিহনিষ্যন্তো ধর্ম্মং পিতৃকৃতেন বৈ।
ততস্তে পুনরাজাতিং ভ্রষ্টাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুৎসিতাম্ ॥ ৫

তেষাং পিতৃপ্রসাদেন পূর্ব্বজাতিকৃতেন বৈ।
স্মৃতিরুৎপৎস্যতে প্রাপ্য তাং
তাং জাতিং জুগুপ্সিতাম্ ॥৬

তে ধর্ম্মচারিণো নিত্যং ভবিষ্যন্তি সমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং প্রতিলপ্স্যন্তি ততো ভূয়ঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ৭

ততশ্চ যোগং প্রাপ্স্যন্তি পূর্ব্বজাতিকৃতং পুনঃ।
ভূয়ঃ সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তাঃ স্থানং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতম্ ॥ ৮

এবং ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্ভবিষ্যতি পুনঃ পুনঃ।
যোগধর্ম্মে চ নিতরাং প্রাপ্স্যসে বুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৯

যোগা হি দুর্লভং নিত্যমল্পপ্রজ্ঞৈঃ কদাচন।
লব্ধ্বাপি নাশয়ন্ত্যেনং বাসনৈঃ কটুতাং গতাঃ।
অধর্ম্মেণৈব বর্ত্তন্তে প্রার্দয়ন্তে গুরূনপি ॥১০

একোনবিংশ অধ্যায়।

[পিতৃকল্প—ভরদ্বাজের পুত্রগণের বৃত্তান্তকথন, যোগভ্রষ্ট পুরুষগণের গতি, যোগসিদ্ধির অধিকারী পুরুষগণের লক্ষণ এবং মার্কণ্ডেয় সনৎকুমারের সংবাদের সমাপ্তি।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তাত! পূর্ব্বযুগে ভরদ্বাজ ঋষির বহু পুত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া আচারপরায়ণ হওয়ায় ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ১

যোগ ধর্ম্মের অপব্যবহারকারী ভ্রষ্ট ঐ ব্রাহ্মণগণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বিশাল মানসসরোবরের তীরে পতিত হইলেন। তাঁহারা যে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় মোহগ্রস্ত হইয়া যোগধর্ম্ম বিচার করিতে করিতে যোগের রহস্য না বুঝিয়াই কালধর্ম্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২-৩

যাঁহারা দীর্ঘকাল দেবতাগণের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, সেই সব ব্রাহ্মণ যোগভ্রষ্ট হইয়া কুরুক্ষেত্রে কৌশিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪

পিতৃগণের জন্য ধর্ম্ম (শ্রাদ্ধ)-পালনের উদ্দেশ্যে হিংসাবিহার করিলে হিংসারূপ পাপের ফলে তাঁহারা কুৎসিত-যোনি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫

কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত পিতৃপ্রসাদের দ্বারা সেই সেই কুৎসিত যোনিতেও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হইবে ॥ ৬

তখন তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচারপালনকারী হইয়া সাবধানে থাকিবে এবং নিজকর্ম্মের দ্বারা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ঐ জন্মে তাঁহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বজন্মের যোগ প্রাপ্ত হইবে এবং সিদ্ধি লাভ করিয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিবে ॥৭-৮

এইভাবে তোমার বুদ্ধিও পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মে লগ্ন থাকিবে এবং যোগধর্ম্মবিষয়ে উত্তম জ্ঞান অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে ॥৯

এই যোগ অল্পবুদ্ধি মানবের সর্ব্বদা দুর্লভ। দুর্লভ যোগ প্রাপ্ত হইলেও বৃথায় মদিরাদ্যূতক্রীড়াদি ব্যসনের দ্বারা পাতিত্য প্রাপ্ত হইয়া অল্পবুদ্ধি মানব যোগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। তাহারা অধর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয় এবং গুরুজনগণকে কষ্ট দিতে থাকে ॥ ১০

যাচন্তে ন স্বয়াচ্যানি রক্ষন্তি শরণাগতান্ ।
নাবজানন্তি কৃপণান্ নাস্যন্তে ন ধনোদ্ধতা ॥ ১১
যুক্তাহারবিহারাশ্চ যুক্তচেষ্টাঃ স্বকর্ম্মসু ।
ধ্যানাধ্যয়নযুক্তাংশ্চ ন নষ্টানুপশোচিনঃ ॥ ১২
নোপভোগরতা নিত্যং ন মাংসমধুভক্ষণাঃ ।
ন চ কামপরা নিত্যং ন বিপ্রাসেবিনস্তথা ॥ ১৩
নানার্থ্যসংকথাসক্তা নালস্যোপহতাস্তথা ।
নাত্যন্তমানসংসক্তা গোষ্ঠীষু নিরতাস্তথা ॥ ১৪
প্রাপ্নুবন্তি নরা যোগং যোগো বৈ দুর্লভো ভুবি ।
প্রশান্তাশ্চ জিতক্রোধা মানাহঙ্কারবর্জিতাঃ ॥ ১৫
কল্যাণভাজনং যে তু তে ভবন্তি ব্রতব্রতাঃ ।
এবংবিধাস্তু তে তাত ব্রাহ্মণা হ্যভবংস্তদা ॥ ১৬
স্মরন্তি ছাত্মনো দোষং প্রমাদকৃতমেব তু ।
ধ্যানাধ্যয়নযুক্তাশ্চ শান্তে বর্ত্মনি সংস্থিতা ॥ ১৭
যোগধর্ম্মাদ্ধি ধর্ম্মশ্চ ন ধর্ম্মোঽস্তি বিশেষবান্ ।
বরিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং তমেবাচর ভার্গব ॥ ১৮
কালস্য পরিণামেন লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তৎপরঃ প্রযতঃ শ্রাদ্ধী যোগধর্ম্মমবাপ্স্যসি ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
অষ্টাদশৈব বর্ষাণি ত্বেকাহমিব মেঽভবৎ ॥ ২০
উপাসতস্তং দেবেশং বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব মে ।
প্রসাদাৎ তস্য দেবস্য ন গ্লানিরভবৎ তদা ॥ ২১
ন ক্ষুৎ-পিপাসে কালং বা জানামি স্ম তদানঘ ।
পশ্চাচ্ছিষ্যদকাশাৎ তু কালঃ সংবিদিতো ময়া ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পিতৃকল্পে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

যাহারা অধ্যাত্মের নিকট যাচ্ঞা করে না, শরণাগতকে রক্ষা করে, দীনজনকে অবজ্ঞা করে না, ধনগর্বে মত্ত হয় না, শাস্ত্রানুসারে আহার-বিহার করে, স্বীয় কার্য্যে সদা সচেষ্ট থাকে, ঈশ্বরের ধ্যান ও বেদ পাঠাদিতে সদা নিরত, নষ্ট বস্তুর জন্য অনুশোচনা করে না, সর্বদা ভোগপরায়ণ থাকে না, মাংস মধু ভক্ষণ করে না, যদৃচ্ছাচার করে না, ব্রাহ্মণের সেবায় পরাঙ্মুখ নয়, অনার্য্যকথার সংসক্ত নয়, যাহারা আলস্যের দ্বারা উপহত নয়, যাহারা অতিশয় অভিমানযুক্ত নয়, গোষ্ঠীতে সমান রুচি-সম্পন্ন-শাস্ত্রচিন্তকদের সভায় বা শাস্ত্রানুসারে আচ্ছাদনে নিরত, যাহারা প্রশান্তচিত্ত, জিতক্রোধ এবং মান-অহঙ্কারশূন্য, সেইরূপ মনুষ্যগণই যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই যোগ পৃথিবীতে দুর্লভ ॥ ১১-১৫

যাহারা কল্যাণভাজন হইবে, তাহারাই সংযতসহকারে ব্রত-পালনকারী হয় ।তাত । তাহারাই এইরূপ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ॥১৬

তাহারা স্বীয় প্রমাদ-কৃত দোষকে স্মরণ করে এবং ধ্যান ও অধ্যয়নে সংলগ্ন থাকিয়া শান্তপথে অবস্থান করে ॥ ১৭

ধর্ম্মজ্ঞ ! ভার্গব ! যোগধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই । এই ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ । তুমি এই ধর্ম্মের আচরণ কর ॥ ১৮

তুমি শ্রদ্ধাবান্, প্রযত্নশীল, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাহার হইয়া যোগ ধর্ম্ম পালন করিলে কালক্রমে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৯

এই সকল কথা বলিয়া ভগবান্ সনৎকুমার সেই খানেই অন্তর্হিত হইলেন । অষ্টাদশ বৎসর কাল আমার নিকট একদিন বলিয়া মনে হইল ॥ ২০

অষ্টাদশবৎসর যাবৎ ঐ দেবেশ সনৎকুমারের সেবায় রত থাকিলেও তাঁহার প্রসাদে তখন আমার কোনও গ্লানি হয় নাই ॥ ২১

নিষ্পাপ ! ঐ সময় আমার ক্ষুধা, পিপাসা ও সময়ের জ্ঞান ছিল না । পরে পিতৃগণের নিকট হইতে সময়ের জ্ঞান হইয়াছিল ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পবিষয়ক ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃকল্পঃ—ব্রহ্মদত্তস্যোগ্রায়ুধস্য চ বংশকথনম্, পূজনীয়য়া পক্ষিণ্যা শুক্রনীতের্বর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে বচনাৎ তস্য বৈ প্রভোঃ।
চক্ষুর্দিব্যং সবিজ্ঞানং প্রাদুরাসীৎ তদা মম ॥ ১
ততোঽহং তানপশ্যং বৈ ব্রাহ্মণান্ কৌশিকাত্মজান্।
আপগেয়ে কুরুক্ষেত্রে যাদৃচ্ছিক বিভূর্মম ॥ ২

ব্রহ্মদত্তোঽভবদ্ রাজা যস্তেষাং সপ্তমো দ্বিজঃ।
পিতৃবর্ত্তীতি বিখ্যাতো নাম্না শীলেন কর্ম্মণা ॥ ৩

শুক্রস্য কন্যা কৃত্বী তং জনয়ামাস পার্থিবম্।
অণুহাৎ পার্থিবশ্রেষ্ঠাৎ কাম্পিল্যে নগরোত্তমে ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

যথোবাচ মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
তস্য বংশমহং রাজন্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অণুহঃ কস্য বৈ পুত্রঃ কস্মিন্ কালে বভূব হ।
রাজা ধর্ম্মকৃতাং শ্রেষ্ঠো যস্য পুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৬

ব্রহ্মদত্তো নরপতিঃ কিংবীর্য্যঃ স বভূব হ।
কথঞ্চ সপ্তমস্তেষাং স বভূব নরাধিপঃ ॥ ৭
ন হ্যস্মবীর্য্যায় শুক্রো ভগবাল্লোকপূজিতঃ
কন্যাং প্রদদ্যাদ্ যোগাত্মা কৃত্বীং কীর্ত্তিমতীং প্রভুঃ ॥৮
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহাদ্যুতে।
ব্রহ্মদত্তস্য চরিতং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥৯
যথা চ বর্ত্তমানাস্তে সংসারে চ দ্বিজাত্তয়ঃ।
মার্কণ্ডেয়েন কথিতাস্তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ।

প্রতীপস্য তু রাজর্ষেস্তুল্যকালো নরাধিপঃ।
পিতামহস্য মে রাজন্ বভূবেতি ময়া শ্রুতম্ ॥ ১১
ব্রহ্মদত্তো মহাভাগো যোগী রাজর্ষিসত্তমঃ।
কৃতজ্ঞঃ সর্বভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥১২
সখাসীদ্ গালবো যস্য যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ।
শিক্ষামুৎপাদ্য তপসা ক্রমো যেন প্রবর্ত্তিতঃ ॥
কণ্ডরীকশ্চ যোগাত্মা তস্যৈব সচিবো মহান্ ॥ ১৩

বিংশ অধ্যায়।

[পিতৃকল্প—ব্রহ্মদত্ত ও উগ্রায়ুধের বংশকথন এবং পূজনীয়া পক্ষিণী কর্তৃক শুক্রনীতি বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেই সনৎকুমার দেব অন্তর্হিত হইলে পর সেই প্রভুর বাক্যানুসারে সেই সময় আমার দিব্য বিজ্ঞানময় চক্ষু উৎপন্ন হইল। ১

যজ্ঞানন্দন! আমি দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া সেই কৌশিকপুত্র ব্রাহ্মণগণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিলাম। যাঁহাদের কথা পরমমহান্ সনৎকুমার আমাকে বলিয়াছিলেন। ২

তাঁহাদের মধ্যে যিনি সপ্তম ও পিতৃবর্ত্তী নামে বিখ্যাত, তিনি নিজ স্বভাব ও কর্ম্মের দ্বারা সপ্তম জন্মে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা হইয়াছিলেন। ৩

কাম্পিল্যনামক শ্রেষ্ঠ নগরে নৃপশ্রেষ্ঠ অণুহের ঔরসে শুক্রকন্যা কৃত্বী ব্রহ্মদত্তরাজাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! মহাভাগবান্ মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় যেভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি ঐ রাজার যে বর্ণনা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—অণুহ কাহার পুত্র ও কোন্ সময়ে ছিলেন? ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ব্রহ্মদত্ত কাহার পুত্র ছিলেন। ৬

ব্রহ্মদত্ত রাজার বল কিরূপ ছিল? কৌশিকপুত্রদলের মধ্যে সপ্তম হইয়া তিনি কিরূপে রাজা হইয়াছিলেন? ৭

লোকপূজ্য যোগাত্মা শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শুক্র কীর্ত্তিমতী নিজ কন্যাকে অল্প বলসম্পন্ন ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন নাই। ৮

মহাদ্যুতে! আমি ব্রহ্মদত্তের চরিত্র বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন। ৯

মার্কণ্ডেয় সেই ব্রাহ্মণগণের সংসারে বিচরণের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১০

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! আমি শুনিয়াছি, রাজা ব্রহ্মদত্ত মদীয় পিতামহ রাজর্ষি প্রতীপের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ১১

রাজা ব্রহ্মদত্ত মহাভাগ্যবান্ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ও যোগী ছিলেন। সকল প্রাণীর হিতকারী ঐ রাজা সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। ১২

যিনি তপস্যার দ্বারা শিক্ষাশাস্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়া বেদের ক্রমপাঠ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই মহাযশস্বী যোগাচার্য্য গালব ব্রহ্মদত্তের সখা ছিলেন। যোগাত্মা কণ্ডরীক ব্রহ্মদত্তের মহাসচিব ছিলেন। ১৩

জাতাস্তত্রেষু সর্বেষু সখায়ঃ সর্ব এব তে।
সপ্তজাতিষু সপ্তৈব বভূবুরমিতৌজসঃ॥
যথোবাচ মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ॥ ১৪
তস্য বংশমহং রাজন্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু।
ব্রহ্মদত্তস্য পৌরাণাং পৌরবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৫
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সুহোত্রো নাম ধার্ম্মিকঃ।
সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তী নাম বভূব হ॥ ১৬
তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং হস্তিনাপুরমুত্তমম্।
হস্তিনশ্চাপি দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ॥ ১৭
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়স্তথৈব চ।
অজমীঢ়স্য ধূমিন্যাং জজ্ঞে বৃহদিষুর্নৃপ॥
বৃহদ্ধনুর্বৃহদিষোঃ পুত্রস্তস্য মহাযশাঃ॥ ১৮
বৃহদ্ধর্ম্মেতি বিখ্যাতো রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
সত্যজিৎ তনয়স্তস্য বিশ্বজিৎ তস্য চাত্মজঃ॥ ১৯
পুত্রো বিশ্বজিতশ্চাপি সেনজিৎ পৃথিবীপতিঃ।
পুত্রাঃ সেনজিতশ্চাসংশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ॥ ২০
রুচিরঃ শ্বেতকেতুশ্চ মহিদ্মারস্তথৈব চ।
বৎসশ্চাবন্তকো রাজা যৌঘাতে পরিবৎসকাঃ॥ ২১
রুচিরস্য তু দায়াদঃ পৃথুসেনো মহাযশাঃ।
পৃথুসেনস্য পারস্তু পারাপীড়স্তু ভক্তিবান্॥ ২২
নাপস্যৈকশতং তাত পুত্রাণামমিতৌজসাম্।
মহারথানাং রাজেন্দ্র শূরাণাং বাহুশালিনাম্॥
নাপা ইতি সমাখ্যাতা রাজানঃ সর্ব এব তে॥ ২৩
তেষাং বংশকরো রাজা নাপানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
কাম্পিল্যে সমরো নাম সমরোঽভবৎ॥ ২৪
সমরস্য পরঃ পারঃ সদশ্চ ইতি তে ত্রয়ঃ।
পুত্রাঃ পরমধর্ম্মজ্ঞাঃ পরপুত্রঃ পৃথুর্বভৌ॥ ২৫
পৃথোস্তু সুকৃতো নাম সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা।
জজ্ঞে সর্বগুণোপেতো বিভ্রাজস্তস্য চাত্মজঃ॥ ২৬
বিভ্রাজস্য তু পুত্রোঽভূদনুহো নাম পার্থিবঃ।
বভৌ শুক্রস্য জামাতা কৃত্বীভর্ত্তা মহাযশাঃ॥ ২৭
পুত্রোঽনুহস্য রাজর্ষির্ব্রহ্মদত্তোঽভবৎ প্রভুঃ।
যোগাত্মা তস্য তনয়ো বিশ্বক্সেনঃ পরন্তপঃ॥ ২৮

ঐ সাতজন ঋষিপুত্র সাতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপরিমিত তেজস্বী এবং প্রত্যেক জন্মে পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন। মহাভাগ্যবান্ মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় আমাকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, সেইভাবে আমি পুরুবংশীয়গণের ও পুরুবংশে জাত মহাত্মা ব্রহ্মদত্তের বংশ বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১৪-১৫

বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র ধার্মিক সুহোত্র এবং সুহোত্রের পুত্র হস্তী ছিলেন। ১৬

তিনিই উত্তম হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর পরম ধার্মিক অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামক তিনটি পুত্র ছিলেন। অজমীঢ়ের ধূমিনীর গর্ভে বৃহদিষু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহদিষুর পুত্র মহাযশস্বী বৃহদ্ধনু। ঐ পরম ধার্মিক রাজা 'বৃহদ্ধর্ম্মা' নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। ১৭-১৯

বিশ্বজিতের পুত্র পৃথিবীপতি সেনজিৎ। সেনজিতের চারিটি পুত্র সকল-লোকবিখ্যাত। সেনজিৎ অযুতীর রাজা ছিলেন। রুচির, শ্বেতকেতু, মহিদ্মার ও বৎস এই চারিজন তাঁহার পুত্র। ২০-২১

রুচিরের পুত্র মহাযশস্বী পৃথুসেন। পৃথুসেনের পুত্র পার এবং পারের পুত্র নীপ হইয়াছিলেন। ২২

নীপের মহাবলবান্ একশত পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলেই মহারথী বীর ও বাহুবলসম্পন্ন। সেই সকল রাজা 'নাপা' অর্থাৎ নীপবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ২৩

কাম্পিল্য নগরে নীপগণের বংশপ্রবর্ত্তক কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী সমর নামক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি খুবই যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ২৪

সমরের পুত্র পর, পার ও সদশ্ব এই তিন জন পরমধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। পরের পুত্র পৃথু। ২৫

সংসারে পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে পৃথুর সর্বগুণসম্পন্ন সুকৃত নামক পুত্র হইয়াছিল। সুকৃতের পুত্র বিভ্রাজ। ২৬

বিভ্রাজের পুত্র অনুহ। মহাযশস্বী এই রাজা শুক্রের জামাতা ও কৃত্বীর পতিরূপে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৭

অনুহের পুত্র শক্তিমান্ রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার পুত্র যোগাত্মা বিশ্বক্সেন। বিভ্রাজই সুকৃত কর্ম্মের দ্বারা শত্রুতাপনাশী বিশ্বক্সেনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের অন্য একটি

বিব্রাজ: পুনরায়াত: স্বকৃতেনেহ কর্মণা ।
ব্রহ্মদত্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্বসেন ইতি শ্রুত: ॥ ২৯
চক্রুষী তস্য নির্ভিন্নে পক্ষিণ্যা পূজনীয়য়া ।
শুচিরোবিতয়া রাজন ব্রহ্মদত্তস্য বেশ্মনি ॥ ৩০
অথাস্য পুত্রস্তপরো ব্রহ্মদত্তস্য জজ্ঞিবান্ ।
বিষক্সেন ইতি খ্যাতো মহাবলপরাক্রম: ॥ ৩১
বিষক্সেনস্য পুত্রোঽভূদ্ দণ্ডসেনো মহীপতি: ।
ভল্লাটোঽস্য কুমারোঽভূদ্ রাধেয়েন হত: পুরা ॥ ৩২
দণ্ডসেনাত্মজ: শূরো মহাত্মা কুলবর্ধন: ।
ভল্লাটপুত্রো দুর্বুদ্ধিরভবচ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩
স তেষামভবদ্ রাজা নীপানামন্তকৃন্নৃপ ।
তেন উগ্রায়ুধস্যার্থে সর্বে নীপা বিনাশিতা: ॥ ৩৪
উগ্রায়ুধো মদোৎসিক্তো ময়া বিনিহতো যুধি ।
দর্পাধিতো দর্পরুচি: সততং চানয়ে রত: ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উগ্রায়ুধ: কস্য সুত: কস্মিন্ বংশেঽথ জজ্ঞিবান্ ।
কিমর্থং চৈব ভবতা নিহতস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ৩৬

ভীষ্ম উবাচ ।

অজমীঢ়স্য দায়াদো বিদ্বান্ রাজা যবীনর: ।
কৃতিমাংস্তস্য পুত্রস্তু তস্য সত্যধৃতি: সুত: ॥ ৩৭
জজ্ঞে সত্যধৃতে: পুত্রো দৃঢ়নেমি: প্রতাপবান্ ।
দৃঢ়নেমিসুতশ্চাপি সুধর্মা নাম পার্থিব: ॥ ৩৮
আসীৎ সুধর্মণ: পুত্র: সার্বভৌম: প্রজেশ্বর: ।
সার্বভৌম ইতি খ্যাত: পৃথিব্যামেকরাড্ বিভু: ॥ ৩৯
তস্যান্ববায়ে মহতি মহান্ পৌরবনন্দন: ।
মহতশ্চাপি পুত্রস্তু রাজা রুক্মরথ: স্মৃত: ॥ ৪০
পুত্রো রুক্মরথস্যাপি সুপার্শ্বো নাম পার্থিব: ।
সুপার্শ্বতনয়শ্চাপি সুমতির্নাম ধার্মিক: ॥ ৪১
সুমতেরপি ধর্মাত্মা সন্নতির্নাম বীর্যবান্ ।
তস্য বৈ সন্নতে: পুত্র: কৃতো নাম মহাবল: ॥ ৪২
শিষ্যো হিরণ্যনাভস্য কৌশলস্য মহাত্মন: ।
চতুর্বিংশতিধা তেন সপ্রাচ্যা: সামসংহিতা: ॥ ৪৩
স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামান: কার্তয়ো নাম সামগা: ।
কার্তিরুগ্রায়ুধ: সোঽথ বীর: পৌরবনন্দন: ॥ ৪৪

ত্রের নাম সর্বসেন। রাজন্। ব্রহ্মদত্তের গৃহে দীর্ঘকাল-বাসিনী পূজনীয়া নারী পক্ষিণী সর্বসেনের দুটি নেত্রকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ২৮-৩০

অনন্তর ব্রহ্মদত্তের দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল। সে মহাবল-বান্ পরাক্রমশালী বিষক্সেন নামে খ্যাত হইয়াছিল। ৩১

বিষক্সেনের পুত্র রাজা দণ্ডসেন। তাহার পুত্র ভল্লাট। পূর্বে তাহাকে রাধাপুত্র কর্ণ নিহত করিয়াছিল। ৩২

যুধিষ্ঠির। দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট শূর মহাত্মা কুলবর্ধন ছিল। কিন্তু ভল্লাটের পুত্র দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। ৩৩

রাজন্। সে নীপবংশের সমাপ্তিকারী রাজা হইয়াছিল। সে উগ্রায়ুধের জন্য সকল নীপবংশীয়কে বিনষ্ট করিয়াছিল। ৩৪

উগ্রায়ুধ দর্পিত এবং সর্বদা দর্পপ্রিয় সতত অন্যায়রত ছিল বলিয়া আমি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলাম। ৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—উগ্রায়ুধ কাহার পুত্র। সে কোন্ বংশে জন্মিয়াছিল? আপনি কিজন্য তাহাকে নিহত করিয়া-ছিলেন? তাহা আমাকে বলুন। ৩৬

ভীষ্ম বলিলেন—অজমীঢ়ের পুত্র বিদ্বান্ রাজা যবীনর। তাহার পুত্র কৃতিমান্, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি। ৩৭

সত্যধৃতির পুত্র প্রতাপশালী দৃঢ়নেমি। দৃঢ়নেমির পুত্র রাজা সুধর্মা। ৩৮

সুধর্মার পুত্র প্রজাপালক সার্বভৌম। সে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাজা হওয়ায় 'সার্বভৌম' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৩৯

তাহার প্রশংসনীয় বংশে পৌরবগণের আনন্দদানকারী মহান্ নামক রাজা হইয়াছিল। তাহার পুত্র রাজা রুক্মরথ নামে খ্যাত ॥ ৪০

রুক্মরথের পুত্র রাজা সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্র ধার্মিক সুমতি। ৪১

সুমতির পুত্র ধর্মাত্মা ও বীর্যবান্ সন্নতি। সন্নতির পুত্র মহাবলবান্ কৃত। এই কৃত কোশলদেশীয় মহাত্মা হিরণ্য-নাভের শিষ্য ছিলেন। যিনি সামসংহিতার চতুর্বিংশতি বিভাগ করিয়াছিলেন। সেই সামসংহিতা 'প্রাচ্য সাম' নামে পরিচিত। ঐ সামসংহিতা গানকারীকে 'কীর্তি সামগ' বলা হয়। এই

বভূব যেন বিক্রম্য পূরুতস্য পিতামহঃ।
নীপো নাম মহাতেজাঃ পঞ্চালাধিপতির্হতঃ ॥ ৪৫
উগ্রায়ুধস্য দায়াদঃ ক্ষেম্যো নাম মহাবলঃ।
ক্ষেম্যাৎ সুবীরো নৃপতিঃ সুবীরাৎ তু নৃপঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬
নৃপঞ্জয়াদ্ বহুরথ ইত্যেতে পৌরবাঃ স্মৃতাঃ।
স চাপ্যুগ্রায়ুধস্তাত দুর্বুদ্ধিরভবৎ তদা ॥ ৪৭
প্রবৃদ্ধচক্রো বলবান্ নীপান্তকরণো মহান্।
স দর্পপূর্ণো হত্বাজৌ নীপানন্যাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৪৮
পিতর্যুপরতে মহ্যং শ্রাবয়ামাস কিঞ্চিদম্।
নামমাত্যৈঃ পরিবৃতং শয়ানং ধরণীতলে ॥ ৪৯
উগ্রায়ুধস্য রাজেন্দ্র দূতোঽভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ।
অস্তু ত্বং জননীং ভীষ্ম গন্ধকালীং যশস্বিনীম্ ॥
স্ত্রীরত্নং মম ভার্য্যার্থে প্রযচ্ছ কুরুপুঙ্গব ॥ ৫০
এবং রাজ্যঞ্চ তে স্ফীতং ধনানি চ ন সংশয়ঃ।
প্রদাস্যামি যথাকামমহং বৈ রত্নভাগ্ ভুবি ॥ ৫১
মম প্রজ্বলিতং চক্রং নিশমোদং সুদুর্জয়ম্।
অত্রাবো বিক্লবস্ত্যাজৌ দর্শনাদেব ভারত ॥ ৫২
রাষ্ট্রমোজশ্চসি চেৎ স্বস্তি প্রাণানাং বা কুলস্য বা
শাসনে মম তিষ্ঠস্ব নহি তে শান্তিরন্যথা ॥ ৫৩
অহঃ প্রস্তাবশয়ানে শয়ানস্তেন চোদিতঃ।
দূতাস্তহিতমেতদ্ বৈ বাক্যমগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৫৪
ততোঽহং তস্য দুর্বুদ্ধের্বিজ্ঞায় মতমচ্যুত।
আজ্ঞাপয়ং বৈ সংগ্রামে সেনাধ্যক্ষাংশ্চ সর্বশঃ
বিচিত্রবীর্য্যং বালঞ্চ মত্তপাশ্রয়মেব চ
দৃষ্ট্বা ক্রোধপরীতাত্মা যুদ্ধায়ৈব মনো দধে ॥
নিগৃহীতস্তদাহং তৈঃ সচিবৈর্মন্ত্রকোবিদৈঃ।
অঙ্গিরঃ ভির্বৈদকল্পৈশ্চ সুহৃদভিশ্চার্থদর্শিভিঃ ॥৫৭
স্নিগ্ধৈশ্চ শাস্ত্রবিদ্ভিশ্চ সংযুগস্য নিবর্তনে।
কারণং শ্রাবিতশ্চাস্মি যুক্তরূপং তদানঘ ॥ ৫৮

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

প্রবৃত্তচক্রঃ পাপোঽসৌ ত্বং চাশৌচগতঃ প্রভো
ন চৈষ প্রথমঃ কল্পো যুদ্ধং নাম কদাচন ॥ ৫৯

কুরুর পুত্র পৌরবনন্দন উগ্রায়ুধ ছিল। সে বিক্রম প্রকাশ করিয়া পঞ্চালাধিপতি পূরুর পিতামহ মহাতেজস্বী নীপকে নিহত করিয়াছিল ॥ ৪২-৪৩

উগ্রায়ুধের পুত্র মহাবলশালী ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের পুত্র রাজা সুবীর। সুবীরের পুত্র নৃপঞ্জয়। নৃপঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। ইহারা সকলে 'পৌরব' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ উগ্রায়ুধ দুর্বুদ্ধি, বলবান্, কুচক্রী ও নীপগণের অন্তকারী ছিল। ঐ উগ্রায়ুধ যুদ্ধে নীপগণকে ও অন্যান্য রাজগণকে নিহত করিয়া দর্পে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ॥ ৪৪-৪৮

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অমাত্য-পরিবৃত হইয়া ধরণীতলে শয়ান থাকাকালে আমাকে পাপকথা শ্রবণ করান হইয়াছিল ॥ ৪৯

রাজেন্দ্র! উগ্রায়ুধের দূত আমার নিকট আসিয়া বলিল—কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম! স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নরূপা তোমার জননী যশস্বিনী গন্ধকালীকে আমার ভার্যা হইবার জন্য প্রদান কর ॥৫০

এইরূপ করিলে তোমার রাজ্য স্ফীত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে ইচ্ছানুরূপ ধন দান করিব এবং আমি (গন্ধকালীকে পাইয়া) ভূতলে রত্নবান্ হইব ॥ ৫১

ভারত! আমার প্রজ্বলিত সুদুর্জয় জাজ্বল্যমান চক্রকে দেখিয়াই যুদ্ধে সকলেই পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ৫২

তুমি যদি রাজ্যের মঙ্গল কামনা কর, যদি নিজ প্রাণের ও বংশের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে আমার শাসনে বর্ত্তমান থাক, অন্যথা তোমার শান্তিতে থাকা হইবে না ॥ ৫৩

যখন আমি কুতলে কুলধর্ম্মার্থ শায়িত ছিলাম, সেই সময় দূতের দ্বারা অগ্নিশিখা-সমান এই বাক্য আমাকে বলা হইয়াছিল ॥ ৫৪

অচ্যুত! (যুধিষ্ঠির) তখন আমি ঐ দুর্বুদ্ধির অভিপ্রায় বুঝিয়া নিজ সেনাপতিগণকে সর্বতোভাবে সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা দিলাম ॥ ৫৫

বিচিত্রবীর্য্য আমার অহিত ও বালক বুঝিয়া আমি ক্রোধ-পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য মনঃ স্থির করিলাম ॥ ৫৬

নিষ্পাপ! সেই সময় মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ, বেদজ্ঞ অঙ্গিরাগণ, যথার্থদর্শী বন্ধুগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ স্নেহবান্ ব্যক্তিগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য বলিলেন এবং সে বিষয়ে সঙ্গত কারণও শ্রবণ করাইলেন ॥ ৫৭-৫৮

মন্ত্রিগণ বলিলেন,—প্রভো! ঐ পাপী উগ্রায়ুধ চক্রবান্। আপনি অশৌচাগত হইয়াছেন, এই অবস্থায় কখনও যুদ্ধ প্রথম কর্ত্তব্য হইতে পারে না ॥ ৫৯

তে বয়ং সাম্নৈবাদৌ বৈ দানং ভেদং তথৈব চ।
প্রযোক্ষ্যামস্ততঃ শুদ্ধো দৈবতান্যভিবাদ্য চ ॥ ৬০
কৃতস্বস্ত্যয়নো বিপ্রৈর্ধনুষ্পাণি চ দ্বিজান্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রবাস্যামি জয়ায় বৈ ॥ ৬১
অস্ত্রাণি ন প্রযোক্ষ্যামি ন প্রবেক্ষ্যে চ সঙ্গরম্।
অশৌচে বর্ত্তমানে তু বৃদ্ধানামিতি শাসনম্ ॥ ৬২
সাম-দানাদিভিঃ পূর্বমপি ভেদেন বা ততঃ।
তং হনিষ্যামি বিক্রম্য শম্বরং মঘবানিব ॥ ৬৩
প্রাজ্ঞানাং বচনং কালে বৃদ্ধানাঞ্চ বিশেষতঃ।
শ্রোতব্যমিতি তচ্ছ্রুত্বা নিবৃত্তোঽস্মি নরাধিপ ॥ ৬৪
ততস্তৈঃ সংক্রমঃ সর্বৈঃ প্রযুক্তঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
তস্মিন্ কালে কুরুশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম চারব্ধমুত্তমম্ ॥ ৬৫
স সামাদিভিরেবাদাবুপায়ৈঃ প্রাজ্ঞচিন্তিতৈঃ।
অনুনীয়মানো দুর্বুদ্ধির্নুনেতুং ন শক্যতে ॥ ৬৬
প্রবৃত্তং তস্য তচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মনিরতস্য বৈ।
পরদারাভিলাষেণ সদ্যস্তাত নিবর্ত্তিতম্ ॥ ৬৭

ন স্বয়ং তস্য জানে তদ্বিবৃত্তং চক্রমুত্তমম্।
হতং স্বকর্মণা তং তু পূর্বং সদ্ভিশ্চ নিন্দিতম্ ॥ ৬৮
কৃতশৌচঃ শরী চাপী রথী নিষ্ক্রম্য বৈ পুরাৎ।
কৃতস্বস্ত্যয়নো বিপ্রৈঃ প্রাযোধয়নহং রিপুম্ ॥ ৬৯
ততঃ সংসর্গমাগম্য বলেনাস্ত্রবলেন চ।
ত্রাহমুষ্মত্তবদ্ যুদ্ধং দেবাসুরনিবাভবৎ ॥ ৭০
স ময়াস্ত্রপ্রতাপেন নির্দগ্ধো রণমূর্দ্ধনি।
পপাতাভিমুখঃ শূরস্তক্ত্বা প্রাণানরিন্দম ॥ ৭১
এতস্মিন্নন্তরে তাত কাম্পিল্যে পৃষতোঽভ্যয়াৎ।
হতে নীপেশ্বরে চৈব হতে চোগ্রায়ুধে নৃপে ॥ ৭২
অহিচ্ছত্রং স্বকং রাজ্যং পিত্র্যং পাপ মহাদ্যুতিঃ।
দ্রুপদস্য পিতা রাজন্ মনেবানুমতে তদা ॥ ৭৩
ততোঽর্জুনেন তরসা নির্জিতা দ্রুপদং রণে।
অহিচ্ছত্রং সকাম্পিল্যং দ্রোণায়াথাপবর্জিতম্ ॥ ৭৪
প্রতিগৃহ্য ততো দ্রোণ উভয়ং জয়তাং বরঃ।
কাম্পিল্যং দ্রুপদায়ৈব প্রাযচ্ছদ্ বিদিতং তব ॥৭৫

আমরা প্রথমে সাম, দান ও ভেদনীতির প্রয়োগ করিব। তাহাতে শুদ্ধ হইয়া গেলে দেবতাগণকে অভিবাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন হইলে অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক আপনি বিজয়ের জন্য গমন করিবেন। ৬০-৬১

অশৌচ থাকিলে অস্ত্র প্রয়োগ করা ও যুদ্ধে প্রবেশ করা উচিত নয়, বৃদ্ধগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। ৬২

সাম, দান কিংবা ভেদের দ্বারা প্রথমে চেষ্টা করা উচিত। অনন্তর বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সেইভাবে নিহত করিবেন, মঘবান্ ইন্দ্র যেভাবে শম্বরাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ৬৩

ঠিক সময়ে প্রাজ্ঞগণের বিশেষতঃ বৃদ্ধগণের বচন অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। রাজন্! এইরূপ শ্রবণ করিয়া আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। ৬৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন শাস্ত্রকোবিদ ঐ সকল ব্যক্তি সাম-দানাদি উপায়ের দ্বারা ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এইজন্য সকলে উত্তম কার্য্য করিতে লাগিলেন। ৬৫

কিন্তু প্রাজ্ঞচিন্তিত সামাদি উপায়ের দ্বারা অনুনয় করা হইলেও ঐ দুর্বুদ্ধিকে অনুনীত করা (বুঝান) গেল না। ৬৬

তাত! কিন্তু অধর্মরত উগ্রায়ুধের প্রতাপচক্র পরদারাভিলাষের জন্য তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া গেল। ৬৭

আমি কিন্তু জানিতে পারি নাই যে, তাহার উত্তম চক্র নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সজ্জনগণকর্তৃক নিন্দিত হইয়া সে নিজ কর্মের দ্বারাই নিহত হইয়াছে। ৬৮

অশৌচান্তে বিপ্রগণ কর্তৃক স্বস্তিবাচন করাইয়া ধনু ও বাণ লইয়া আমি সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। ৬৯

অনন্তর তাহার সম্মুখে আসিয়া বাহুবল ও অস্ত্রবলের দ্বারা দেবাসুর যুদ্ধের মত তিনদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৭০

শত্রুদমন! ঐ উগ্রায়ুধ যুদ্ধস্থলে আমার অস্ত্রপ্রতাপের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া নিজ প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক আমার সম্মুখে পতিত হইল। ৭১

তাত! এই সময়ে উগ্রায়ুধের দ্বারা নীপেশ্বর এবং আমাকর্তৃক উগ্রায়ুধ নিহত হওয়াতে পৃষত কাম্পিল্য নগর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! তখন আমার অনুমতিক্রমে মহামতি দ্রুপদপিতা নিজ পৈতৃক রাজ্য অহিচ্ছত্রে অধিকার স্থাপন করিলেন। ৭২-৭৩

অনন্তর অর্জুন যুদ্ধে দ্রুপদকে বলপূর্বক পরাজিত করিয়া কাম্পিল্য সহিত অহিচ্ছত্র রাজ্য দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিল। ৭৪

বিজয়িশ্রেষ্ঠ দ্রোণ উভয় দেশ গ্রহণ করিয়া কাম্পিল্যনগর দ্রুপদকে ফিরাইয়া দিলেন, ইহা তুমি জান। ৭৫

এষ তে দ্রুপদস্যাদৌ ব্রহ্মদত্তস্য চৈব হ ।
বংশঃ কার্ৎস্ন্যেন বৈ প্রোক্তো নীপস্যোগ্রায়ুধস্য চ ॥৭৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং ব্রহ্মদত্তস্য পূজনীয়া শকুন্তিকা ।
অন্ধং চকার গাঙ্গেয় জ্যেষ্ঠং পুত্রং পুরা বিভো ॥ ৭৭

চিরোষিতা গৃহে চাপি কিমর্থং চৈব যস্য সা
চকার বিপ্রিয়মিদং তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৭৮

পূজনীয়া চকারাসৌ কিং সখ্যং তেন চৈব হ ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্বমুক্ত্বা যথাতথম্ ॥ ৭৯

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু সর্ব্বং মহারাজ যথাবৃত্তমভূৎ পুরা ।
ব্রহ্মদত্তস্য ভবনে তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৮০

কাচিচ্ছকুন্তিকা রাজন্ ব্রহ্মদত্তস্য বৈ সখী ।
পিঙ্গিপক্ষা শোণশিরাঃ পিঙ্গিপৃষ্ঠা পিঙ্গোদরী ॥ ৮১

সখী সা ব্রহ্মদত্তস্য সুদৃঢ়ং বদ্ধসৌহৃদা ।
তস্যাঃ কুলায়মভবদ্ গেহে তস্য নরোত্তম ॥ ৮২

সা সদাহনি নির্গত্য তস্য রাজ্ঞো গৃহোত্তমাৎ ।
চচারাম্ভোধিতীরেষু পদ্মেষু সরঃসু চ ॥ ৮৩

নদী-পর্ব্বতকুঞ্জেষু বনেষূপবনেষু চ ।
প্রফুল্লেষু তড়াগেষু কহ্লারেষু সুগন্ধিষু ॥ ৮৪ ॥ ৮৪

কুমুদোৎপলকিঞ্জল্কসুরভীকৃতবায়ুষু ।
হংস-সারসঘুষ্টেষু কারণ্ডবকৃতেষু চ ॥ ৮৫

চারিত্বা তেষু সা রাজন্ নিশি কাম্পিল্যমাগমৎ ।
নৃপতের্ভবনং প্রাপ্য ব্রহ্মদত্তস্য ধীমতঃ ॥ ৮৬

রাজ্ঞা তেন সদা রাজন্ কথাযোগং চকার সা ।
আশ্চর্য্যাণি চ দৃষ্টানি যানি যানি কানিচিৎ ॥ ৮৭

চরিত্বা বিবিধান্ দেশান্ কথয়ামাস সা নিশি ।
কদাচিৎ তস্য নৃপতের্ব্রহ্মদত্তস্য কৌরব ॥ ৮৮

পুত্রোঽভূদ্ রাজশার্দ্দূল সর্ব্বসেনেতি বিশ্রুতঃ ।
পূজনীয়াথ সা তস্মিন্ প্রাসূতাণ্ডমথাপি চ ॥৮৯

তস্মিন্ নীড়ে পুরা হ্যেকং তৎ কিল প্রাস্ফুটৎ তদা ।
স্ফুটিতো মাংসপিণ্ডস্তু বাহু-পাদাসসংযুতঃ ॥ ৯০

বজ্রবক্ত্রশ্চঞ্চুহীনো বভূব পৃথিবীতলে ।
চক্ষুষ্মানপতৎ পশ্চাদীষৎপক্ষোঽথিতশ্চ হ ॥৯১

অথ সা পূজনীয়া বৈ রাজপুত্র- মপুত্রয়োঃ ।
তুল্যস্নেহাৎ প্রীতিমতী দিবসে দিবসেঽভবৎ ॥৯২

এইভাবে আমি তোমার নিকট দ্রুপদ, ব্রহ্মদত্ত, নীপ ও উগ্রায়ুধের বংশের বিস্তৃত বর্ণন করিলাম ॥ ৭৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন—শক্তিধর ! গঙ্গানন্দন ! ব্রহ্মদত্তের গৃহে স্থিতা পূজনীয়া পক্ষিণী কিজন্য ব্রহ্মদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অন্ধ করিয়াছিল ? যাঁহার গৃহে চিরকাল বাস করিয়াছিল, কিজন্য সেই মহাত্মা নরপতির এইরূপ অনিষ্ট আচরণ করিয়াছিল ? ঐ পূজনীয়া পক্ষিণী তাঁহার সহিত মিত্রতা কেন করিয়াছিল ? আপনি এই বিষয়ে যথাযথ বলিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন ॥ ৭৭-৭৯

ভীষ্ম বলিলেন—মহারাজ ! যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মদত্তের ভবনে পূর্বে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৮০

রাজন্ ! এক পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের সাথী হইয়াছিল । ঐ পক্ষিণীর পক্ষ, পৃষ্ঠ এবং উদর কৃষ্ণবর্ণ ও মস্তক রক্তবর্ণ ছিল ॥ ৮১

নরোত্তম ! রাজা ব্রহ্মদত্তের সাথী ঐ পক্ষিণী সুদৃঢ়ভাবে সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল । এইজন্য রাজার গৃহে তাহার নীড় (বাসস্থান) হইয়াছিল ॥ ৮২

ঐ পক্ষিণী সদা দিবসে রাজার উত্তম গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতীরে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে ও সরোবরে বিচরণ করিত ॥৮৩

নদীপর্বতকুঞ্জে বনে উপবনে সুগন্ধ সম্পন্ন বিকশিত, হংসসারস-নিনাদিত, কারণ্ডব কলবিশিষ্ট সরোবরে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে কাম্পিল্যনগরে প্রত্যাবর্তন করিত । বুদ্ধিমান্ নরপতি ব্রহ্মদত্তের ভবনে আসিয়া ঐ পক্ষিণী রাজার সহিত বার্তালাপ করিত । বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিত, রাত্রিকালে রাজাকে সেই সকল কথা বলিত । কৌরব ! নৃপশ্রেষ্ঠ ! কোনও এক সময় রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, যে পুত্র সর্বসেন নামে বিখ্যাত । সেই সময় ঐ পূজনীয়া পক্ষিণী একটি অণ্ড প্রসব করিল ॥৮৪-৮৯

পৃথিবীনাথ ! একদিন ঐ নীড়ে ঐ অণ্ডটি প্রস্ফুটিত হইল । তাহা হইতে বাহুপাদযুক্ত মাংসপিণ্ড নির্গত হইল । তাহার মুখটি পিঙ্গলবর্ণ ও চঞ্চুশূন্য । কিন্তু সময় পরে ঐ মাংসপিণ্ড চক্ষুষ্মান্ হইল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ উদ্গত হইল ॥ ৯০-৯১

তখন ঐ পূজনীয়া প্রতিদিন নিজপুত্রে ও রাজপুত্রে সমান স্নেহবশতঃ অতিশয় প্রীতিমতী হইতে লাগিল ॥ ৯২

আজহার সদা সায়ং চক্ষুর্ম্যামৃতফলদ্বয়ম্ ।
অমৃতাস্বাদসদৃশং সর্ব্বসেন-তনূজয়োঃ ॥৯৩
স বালো ব্রহ্মদত্তস্য পূজনীয়াসুতশ্চ হ
তে ফলে ভক্ষয়িত্বা চ পৃথুকৌ প্রীতমানসৌ ॥ ৯৪
অভূতাং নিত্যমেবেহ খাদেতাং তৌ চ তে ফলে ।
তদ্যাং গতায়ামথ চ পূজন্যাং বৈ সদাচনি ॥ ৯৫
শিশুনা চটকেনাথ ধাত্রী তং তু শিশুং নৃপ ।
তেন প্রক্রীড়য়ামাস ব্রহ্মদত্তাত্মজং সদা ॥ ৯৬
নীড়াৎ তমাকৃষ্য তদা পূজনীয়াকৃতাৎ ততঃ ।
ক্রীড়তা রাজপুত্রেণ কদাচিচ্চটকঃ স তু ॥ ৯৭
নিগৃহীতঃ করন্যস্যাং শিশুনা দৃঢ়মুষ্টিনা ।
দুর্ব্বলমুষ্টিনা রাজন্নসুন্ সম্ভত্যজীজহৎ ॥ ৯৮
তং তু পঞ্চত্বমাপন্নং ব্যাত্তাস্যাং বালঘাতিতম্ ।
কৃপণিমোচিতং দৃষ্ট্বা নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥ ৯৯
ধাত্রীং তস্য জগর্হে তাং তদাজ্ঞাপরমো নৃপঃ ।
তস্মৌ শোকান্বিতো রাজন্ শোচংস্তং চটকং তদা ॥১০০

পূজনীয়াপি তৎকালে গৃহীত্বা তু ফলদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মদত্তস্য ভবনমাজগাম বনেচরী ॥ ১০১
অথাপশ্যৎ তমাগম্য গৃহে তস্মিন্ নরাধিপ ।
পঞ্চত্বপরিত্যক্তং শাবং তং স্বতনূভবম্ ॥ ১০২
মুমোহ দৃষ্ট্বা তং পুত্রং পুনঃ সংজ্ঞামথালভৎ ।
লব্ধসংজ্ঞা চ সা রাজন্ বিললাপ তপস্বিনী ॥ ১০৩

পূজনীয়োবাচ ।

ন তু ত্বমাগতা পুত্র বাশন্তীং পরিসর্পসি
কুর্ব্বংশ্চাটুসহস্রাণি অব্যক্তকলয়া গিরা ॥ ১০৪
ব্যাদিতাস্যাং ক্ষুধার্ত্তশ্চ পীতেনাসোন পুত্রক
শোণেন তালুনা পুত্র কথমদ্য ন সর্পসি ॥ ১০৫
পক্ষাভ্যাং ত্বাং পরিষ্বজ্য নহু বাশামি চাপরান্ ।
চীচী কূচীতি বাশন্তং ত্বামদ্য ন শৃণোমি কিম্ ॥ ১০৬
মনোরথো যস্য মম পশ্যেয়ং পুত্রকং কৃতা
ব্যাত্তাস্যাং বারি যাচন্তং ক্ষুরৎপক্ষং বনাগ্রতঃ ॥ ১০৭
স মে মনোরথো ভগ্নস্ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে ।
বিলপৈবং বহুবিধং রাজানমথ সাব্রবীৎ ॥ ১০৮

সে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অমৃতসমান আস্বাদযুক্ত দুইটি অমৃত ফল রাজপুত্র সর্বসেন ও স্বীয় সন্তানের জন্য চঞ্চুর দ্বারা আনয়ন করিত । ৯৩

ব্রহ্মদত্তের তনয় ঐ বালক ও পূজনীয়ার সন্তান এই উভয়েই ঐ দুটি ফল ভক্ষণ করিয়া আনন্দিতচিত্ত হইত । এইভাবে তারা প্রতিদিন ফল ভক্ষণ করিত । প্রত্যহ দিনের বেলা পূজনীয়া চলিয়া গেলে রাজকুমারের ধাত্রী পূজনীয়াকৃত নীড় হইতে তাহার শিশু-শাবককে বাহির করিয়া তাহার দ্বারা ব্রহ্মদত্তের পুত্রকে ক্রীড়া করাইত । কোনও একদিন ক্রীড়ারত রাজপুত্র শিশু দৃঢ়মুষ্টির দ্বারা পূজনীয়ার ঐ শিশু-শাবকের প্রাণনাশ করিল । রাজন্ ! রাজপুত্রের মুষ্টি শিথিল না হওয়ায় ঐ শাবক তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল । ৯৪-৯৮

স্ব-পুত্রের দ্বারা নিহত, উন্মুক্তকণ্ঠ, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ও বলপূর্বক হইতে কোনও প্রকারে মোচিত ঐ শাবককে দেখিয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । ৯৯

রাজন্ ! নরপতি ব্রহ্মদত্ত শোকান্বিত ও অনুতপ্ত হইয়া ধাত্রীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ঐ পক্ষিশাবকের জন্য শোক করিতে লাগিলেন । ১০০

বনে বিচরণকারিণী পূজনীয়া ঐ সময় দুইটি ফল লইয়া ব্রহ্মদত্তের ভবনে আগমন করিল । ১০১

রাজন্ ! সেই গৃহে আসিয়া সে স্বসন্তানের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল । কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিল । চৈতন্য লাভ করিয়া সেই তপস্বিনী পক্ষিণী বিলাপ করিতে লাগিল । ১০৩

পূজনীয়া বলিল—পুত্র ! আমি শব্দ করিতেছি, কিন্তু অব্যক্ত মধুর ধ্বনির দ্বারা চাটু সহস্র করিতে করিতে আমার নিকটে আসিতেছ না কেন ? ১০৪

পুত্র ! তুমি ক্ষুধার্ত্ত, তথাপি পীতবর্ণ মুখ ও রক্তবর্ণ তালু-বিশিষ্ট মুখ ব্যাদান করিয়া আমার নিকট আজ আসিতেছ না কেন ? ১০৫

আমি নিজ পক্ষ-দ্বয়ের দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করিতেছি, কিন্তু তুমি চি' চি' কূ' কূ' শব্দ করিতেছ না কেন ? আমি ত' ঐ শব্দ শুনিতে পাইতেছি না । ১০৬

আমার এইরূপ অভিলাষ ছিল যে, আমি স্ব-সম্মুখে নিজ পুত্রকে পক্ষ বিস্তারিত উন্মুখ বদনাবস্থায় বারি প্রার্থনা করিতে দেখিব । বৎস ! তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে আমার সেই অভিলাষ নষ্ট হইয়া গেল । এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া পূজনীয়া সেই রাজাকে বলিল । ১০৭-১০৮

1 SEP 1976

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

মানুষ যত অগ্রসর হতে থাকে ততই সকল ভাবের মধ্যে একজনকেই দেখে। রোগে-শোকে, মানে অপমানে, অভাবে-স্বাচ্ছল্যে একজনেরই হাসিমাখা মুখখানি দেখতে পায়। তিনি সব। তিনি যেরূপ ধরেই আসুন না কেন, ভক্ত দেখেন আমার ঠাকুর। ভগবদ্দর্শন হলে অভাব থাকে না—অতি সত্য কথা। ভক্তের কাছে তিনি ছাড়া আর কিছু যখন নাই তখন অভাব কোথা? আমার কি প্রয়োজন—আমার চেয়ে তিনি খুব বেশী বোঝেন।

[২]

শিষ্যগণের ধর্ম হইল গুরুসেবা করা, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম হইল বেদসকলের ধারণা, নিত্য বেদের স্বাধ্যায় করা, সেবকবৃন্দের ধর্ম হইল প্রভুর আজ্ঞা পালন করা এবং রাজার ধর্ম হইল প্রজাবর্গকে সতত রক্ষা করা।

এ জগতে সমস্ত প্রাণীগণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়-ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতিথিসৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করা হইল বৈশ্যদের ধর্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীগণেরই হিত কামনা করা হইল গৃহস্থের ধর্ম।

Regd. No. WB/NC-57

AGRAHAYAN
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—90
Nov.—Dece, 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

গুরুদেবের স্থান সহস্রদল কমল—এ কথা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি। "গুরু পাদুকা ধ্যান গুরুধ্যান, মানসোপচারে গুরুপূজা সহস্রারে করিতে হয়। বাহ্যে গুরুপূজা, গুরুপাদুকা পূজা স্তবকাদি পাঠ ইহা হইল গুরুসেবা। সর্ব্বদা মানসে মন্ত্রজপ, দ্বিদলে লিখিয়া লিখিয়া মন্ত্রজপ প্রদক্ষিণ পরমগুরুসেবা। মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ধ্যান মানস পূজা স্তব কবচাদি পাঠ, তাঁহার দ্বারা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত, ইহা ধ্যান করা তাঁহার পূজা। আর জাগ্রতা কুণ্ডলিনীকে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে বিন্দুরূপ পরমশিবে যোজনা করাই পরমেষ্টি গুরুপূজা।

[২]

আমি কাহার ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? আমি কে ? এবং এই জীবনের প্রয়োজন কি ? ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বদা বিচার করিতে করিতে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস শ্রমে বাস করা উচিত।

CALCUTTA UNIVERSITY

SEP 1976

মরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২ পি ডব্লিউ ডি রোড কলি—৩৫ ত প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহীমিলন মঠ, পি ডব্লিউ ডি রোড কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

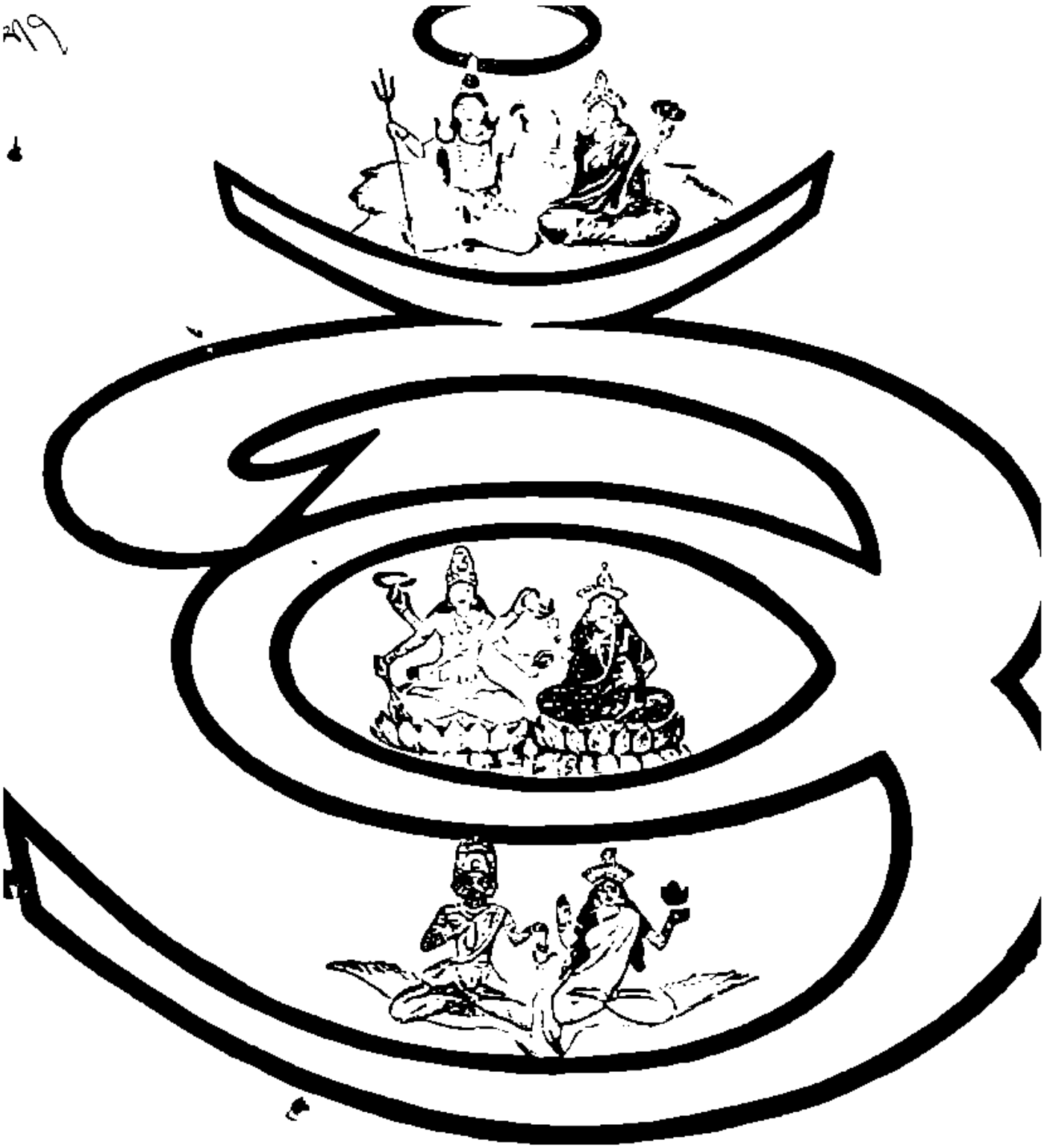

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

বাবা, যাঁহাকে দেহ, মন-প্রাণ সব দান করা হইল, যিনি শিষ্যের অন্তর্যামী সব অধিকার করিলেন, সেই গুরুরূপী শ্রীভগবানকে শিষ্য কি দিবে? তাহার নিজস্ব বলিতে আর তো কিছু নাই! সবই যে শ্রীগুরুর! গুরু আজ্ঞামত সাধন-ভজনই শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। শিষ্য সাধনা করিয়া কৃতার্থ হউক, অন্ততঃ লাভ করুক, গুরু এই দক্ষিণাই চাহেন। শিষ্যের পরমানন্দলাভই গুরুর পরম দক্ষিণা।

[২]

শুধু প্রণব জপ কেন মানুষ মাত্রেরই ততকাল উদ্বেগ থাকে যাবৎ সদ্‌গুরুলাভ না হয়। গুরুলাভ হইলে সে ইহ-পরকালের সমস্ত ভার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। কোনরূপে গুরুদেবের সম্পত্তি হইতে পারিলেই পরমানন্দ অনিবার্য। যাঁহার সম্পত্তি তিনি রক্ষা করিবেন, এই ভাবিয়া শরণাগত ভক্ত হাসিয়া-নাচিয়া-খেলিয়া বেড়ায়, তাঁহার আর কোন ভাবনা থাকে না।

—•—

১৪শ বর্ষ, পৌষসংখ্যা [সপ্তমসংখ্যা—পুষ্যাভিষেকযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীনারায়ণচন্দ্রন্যায়াচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

মুখ্য-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অরক্ষিত সঙ্ঘসম্পত্তি)

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহাবিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৪৮-২৭৩১)

সিটি অফিস :—৯৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৯-৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন: পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫০-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

নন্থ মূর্ধাভিষিক্তস্ত্বং ধর্মং বেৎসি সনাতনম্ ।
অথ কস্মাদ্ধনং সূতং ধাত্র্যা ঘাতিতবানসি ॥ ১০৯
তব পুত্রেণ চাক্রূর ক্ষত্রিয়াধম শংস মে ।
ন চ ঘৃণা কৃতা তেঽদ্য হৃদিয়মাঙ্গিরসী শ্রুতিঃ ॥১১০
শরণাগতঃ ক্ষুধার্তশ্চ শত্রুভিশ্চাপ্যুপদ্রুতঃ ।
চিরোষিতশ্চ স্বগৃহে পাতব্যঃ সর্ব্বদা ভবেৎ ॥ ১১১
অপালয়ন্নরো যাতি কৃম্ভীপাকনসংশয়ম্
কথমদ্য হবির্দেবা গৃহ্নন্তি পিতরঃ স্বধা
এবমুক্ত্বা মহারাজ দগ্ধধর্ম্মগতা সতী ।
শোকার্ত্তা তস্য বালস্য চক্ষুষী নির্বিভেদ সা ॥ ১১৩
করাভ্যাং রাজপুত্রস্য ততস্তচ্চক্ষুরুদ্ধৃটং ।
কৃত্বা চাস্কং নৃপসুতমুৎপপাত ততোঽম্বরম্ ॥ ১১৪
অথ রাজা সুতং দৃষ্ট্বা পূজনীয়ামুবাচ হ ।
বিশোকা ভব কল্যাণি কৃতং তে ভীরু শোভনম্ ॥১১৫
গতশোকা নিবর্ত্তস্ব অজর্য্যং সখ্যমস্তু তে ।
পুরেব বস ভদ্রং তে নিবর্ত্তস্ব ব্রজস্ব চ ॥ ১১৬

পুত্রপীড়োদ্ভবশ্চাপি ন কোপঃ পরমস্ত্বয়ি ।
মমাস্তি সখি ভদ্রং তে কর্ত্তব্যঞ্চ কৃতং ত্বয়া ॥ ১১৭

পূজনীয়োবাচ ।

প্রত্যুপেক্ষোপমোন্নাদি পুত্রস্নেহং তবাপহম্ ।
ন চাহং বস্তুমিচ্ছামি তব পুত্রনচক্ষুষম্ ॥
কৃত্বা বৈ রাজশার্দ্দূল মদ্গৃহে কৃতকিল্বিষা ॥ ১১৮
গদতশ্চাপ্যুশনসোগীতা ইমাঃ শৃণু নরেশ্বর ।
কুমিত্রঞ্চ কুদেশঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্
কুপুত্রঞ্চ কুভার্য্যাঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১৯
কুমিত্রে সৌহৃদং নাস্তি কুভার্য্যায়াং কুতো রতিঃ
কুতঃ পিণ্ডঃ কুপুত্রে বৈ নাস্তি সত্যং কুরাজনি ॥ ১২০
কুসৌহৃদে ক বিশ্বাসঃ কুদেশে ন তু জীব্যতে
কুরাজনি ভয়ং নিত্যং কুপুত্রে সর্ব্বতোঽসুখম্ ॥ ১২১
অপকারিণি বিস্রব্ধো যঃ করোতি নরাধমঃ ।
অনাথো দুর্ব্বলো যদ্বদ্ব চিরং স তু জীবতি ॥১২২

ক্ষত্রিয়াধম ! তুমি মূর্ধাভিষিক্ত (সম্রাট্)। তুমি সনাতন ধর্ম জান। তুমি কেন আমার সন্তানকে ধাত্রীর দ্বারা ও নিজ পুত্রের দ্বারা আকর্ষণ করাইয়া নিহত করাইয়াছ ? তুমি কি অঙ্গিরাঋষিপ্রোক্ত শ্রুতি বা উপদেশ বাক্য শ্রবণ কর নাই যে, শরণাগত, ক্ষুধার্ত্ত, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও স্বগৃহে দীর্ঘকাল বাসকারীকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৯-১১১

যে মানুষ ঐ সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করে না, সে নিঃসংশয়ে কৃম্ভীপাক নরকে গমন করে। দেবতা ঐ ব্যক্তির আহুতিদ্রব্য ঘৃত গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? পিতৃগণই বা স্বধা—শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? ১১২

মহারাজ ! রাজাকে এইরূপ বলিয়া শোকাতুরা ঐ পূজনীয়া দগ্ধধর্ম্ম (মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধাদি পূর্বোক্ত) প্রাপ্ত হইয়া নিজ হস্তের (চক্ষুর) দ্বারা শিশু রাজপুত্রের চক্ষু হইতে বিদীর্ণ করিয়া দিল। তাহার ফলে রাজপুত্রের চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইল। রাজপুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়া সে আকাশে উড়িয়া গেল ॥ ১১৩-১১৪

তখন রাজা পুত্রকে দেখিয়া পূজনীয়াকে বলিলেন—কল্যাণি। তুমি শোকশূন্যা হও। ভীরু ! তুমি ভালই করিয়াছ ॥ ১১৫

এখন তুমি শোকহীন হইয়া ফিরিয়া আইস। তোমার মিত্রতা অবিনশ্বর হউক। তুমি পূর্বের মতই বাস কর। ফিরিয়া আইস। আনন্দে থাক ॥ ১১৬

সখি ! পুত্রের পীড়াপ্রদানজনিত ক্রোধ আমি তোমার উপর প্রকাশ করিতেছি না। তোমার কল্যাণ হউক। যাহা করা উচিত, তুমি তাহাই করিয়াছ ॥ ১১৭

পূজনীয়া বলিল—রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি নিজের দৃষ্টান্তে তোমার পুত্রস্নেহ বুঝিতে পারিতেছি। তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া অপরাধিনী হইয়া আমি তোমার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ১১৮

তুমি আমার নিকট শুক্রাচার্য্য-কীর্তিত এই নীতিগাথা শ্রবণ কর, বলিতেছি। কুমিত্র, কুদেশ, কুরাজা, কুবন্ধু, কুপুত্র ও কুভার্য্যাকে দূর হইতে বর্জন করিবে ॥ ১১৯

কুমিত্রে সৌহার্দ্দ থাকে না। কুভার্য্যাতে রতি হইবে কিরূপে ? কুপুত্রে পিণ্ডলাভ কিরূপে হইবে ? কুরাজাতে সত্তা থাকে না ॥ ১২০

কুবন্ধুতে বিশ্বাস কোথায় ? কুদেশে জীবিত থাকা যায় না। কুরাজাতে সর্বদা ভয় ও কুপুত্রে সর্বতোভাবে দুঃখ হয় ॥ ১২১

যে অধম ব্যক্তি অপকারকারীকে বিশ্বাস করে, সে অনাথ ও দুর্বলের মত দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারে না ১২২

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥ ১২৩
রাজসেবিষু বিশ্বাসং গর্ভসঙ্কটিতেষু চ
যঃ করোতি নরো মূঢ়ো ন চিরং স তু জীবতি ॥ ১২৪
অপ্যুন্নতিং প্রাপ্য নরঃ প্রাবারঃ কীটকো যথা।
স বিনশ্যত্যদন্তেহনাত্মৈবমুন্নয় নৃপ ॥ ১২৫
অপি মার্দবভাবেন গাত্রং সংলীয় বৃদ্ধিমান্।
অরিং নাশয়তে নিত্যং যথা বল্লির্দ্রুমোত্তমম্ ॥ ১২৬
মৃদুস্তীক্ষ্ণঃ কৃশো ভূত্বা শনৈঃ সংলীয়তে রিপুঃ।
বল্মীক ইব বৃক্ষস্য পশ্চ মূলানি কৃন্ততি ॥ ১২৭
অভেদ্যসময়ং কৃত্বা মুনীনাং প্রভো হরিঃ।
জঘান নমুচিং পশ্চাদপাং ফেনেন পাকিব ॥ ১২৮
সুপ্তং মত্তং প্রমত্তং বা ঘাতয়ন্তি রিপুং নরাঃ।
বিষেণ বহ্নিনা বাপি শস্ত্রেণাপাশ মায়য়া ॥ ১২৯

ন চ শেষং প্রকুর্বন্তি পুনর্বৈরভয়াদ্ররাঃ
ঘাতয়ন্তি সমূলং হি দ্রুমেম মুপনাং নৃপ ॥ ১৩০
শত্রুশেষমৃণাঙ্গেষং শেষমগ্নেশ্চ ভূমিপ।
পুনর্বর্ধেত্ত তস্মাচ্ছেষং ন শেষয়েৎ ॥ ১৩১
হসতে জল্পতে বৈরী একপাত্রে ভুনক্তি চ।
একাসনং চারোহতি স্মরতে তচ্চ কিল্বিষম ॥ ১৩২
কৃত্বা সম্বন্ধকং চাপি বিশ্বসেদ্ধক্রপা ন হি।
পুলোমানং জঘানাজৌ জাম্যাতা সন্ শতক্রতুঃ ॥ ১৩৩
নিধায় মনসা বৈরং প্রিয়ং বক্তীহ যো নরঃ।
উপসর্পত্ত তং প্রাজ্ঞঃ কুরঙ্গ ইব লুব্ধকম্ ॥ ১৩৪
ন চাসন্নে নিবস্তব্যং সবৈরে ধর্ষিতে রিপৌ।
পাতয়েৎ তং সমূলং হি নদীরয় ইব দ্রুমম্ ॥ ১৩৫
অমিত্রোন্নতিং প্রাপ্য নোন্নতোঽস্মীতি বিশ্বসেৎ।
তস্মাৎ প্রাপ্যোন্নতিং নস্যেৎ প্রাবার ইব কীটকঃ ॥১৩৬

অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অধিক বিশ্বাস করিবে না। ঐরূপ লোককে বিশ্বাস করিলে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহা মূলকেও কাটিয়া ফেলে ॥ ১২৩

যে ব্যক্তি রাজসেবক ও বর্মগহরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১২৪

রাজন্! উন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ঐরূপ লোককে বিশ্বাস করিয়া পক্ষহীন কীটের মত নিঃসংশয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অত্রাচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন ॥ ১২৫

লতা যেমন তীক্ষ্ণ কোমলতার দ্বারা মহাবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘাতরক্ষায় সচেষ্ট থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ শত্রুকে বিনষ্ট করিবে ॥ ১২৬

বল্মীক (উই) যেমন কৃশ ও কোমল হইয়াও শনৈঃ শনৈঃ বৃক্ষের মূলকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ শত্রু কৃশ, স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়া প্রবেশ করে এবং পরে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১২৭

রাজন্! ইন্দ্র মুনিগণের সাক্ষাতে দ্রোহ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশেষে জলের ফেনের দ্বারা নমুচিকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১২৮

সুপ্ত, মত্ত ও প্রমত্ত শত্রুকে বিষ, অগ্নি, শস্ত্র অথবা মায়ার দ্বারাও নিহত করিয়া থাকে ॥ ১২৯

রাজন্! মনুষ্য পুনঃ পুনঃ বৈরিতার ভয়ে শত্রুর শেষ রাখে না, তাহারা নিম্নলিখিত উপমা শ্রবণ করিয়া শত্রুকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১৩০

ভূপাল! শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ ও অগ্নির শেষ রাখিলে তাহা পুনশ্চ মিলিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এইগুলির শেষ রাখিবে না ॥ ১৩১

শত্রু যদি একত্র হাস্য করে, আলাপ করে, একপাত্রে ভোজন করে, একই আসনে উপবেশন করে, তথাপি সে পূর্বকালীন বৈরিতার কথা স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১৩২

শত্রুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। শতক্রতু ইন্দ্র জামাতা হইয়াও যুদ্ধে পুলোমাকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩

যে ব্যক্তি বৈরিতাকে অন্তরে গোপন করিয়া প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ব্যাধের প্রতি মৃগের মত যেন তাহার নিকট গমন না করে ॥ ১৩৪

বৈরভাবপোষণকারী শত্রু যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার সন্নিকটে বাস করা উচিত নয়। নদীর বেগ যেমন তীরস্থ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে, সেইরূপ ঐ শত্রুনিকটস্থ প্রতিপক্ষকে সমূলে বিনষ্ট করে ॥ ১৩৫

শত্রুর সাহায্যে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া 'উন্নত হইয়াছি' এইরূপ বিশ্বাস করিবে না। শত্রুর নিকট হইতে উন্নতি প্রাপ্ত ব্যক্তি পক্ষবিশিষ্ট পিপীলিকার মত বিনষ্ট হয় ॥ ১৩৬

ইত্যেতা হ্যাশনোগীতা গাথা ধার্ম্যা বিপশ্চিতা।
কুর্বতা চাত্মরক্ষাং বৈ নরেণ পৃথিবীপতে ॥ ১৩৭
ময়া সকিল্বিষঃ তুভ্যং প্রযুক্তঃ তিদারুণম্।
পুত্রমঙ্কং প্রকুর্বন্ত্যা তস্মান্নো বিশ্বসে ত্বয়ি ॥ ১৩৮
এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব তদাকাশঃ পতত্রিণী।
ইত্যেতৎ তে ময়াখ্যাতং পুরাবৃত্তমিদং নৃপ ॥ ১৩৯
ব্রহ্মদত্তস্য রাজেন্দ্র যদ্ বৃত্তং পূজনীয়য়া।
শ্রাদ্ধস্য পৃচ্ছসে যস্মাৎ যুধিষ্ঠির মহামতে ॥ ১৪০

পৃথিবীনাথ! আত্মরক্ষণেচ্ছু বিদ্বান্ ব্যক্তির শুক্রাচার্য্য-কীর্ত্তিত এই নীতিগাথা অবশ্য স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য ॥ ১৩৭

আমি তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া অতিনিদারুণ অপরাধ করিয়াছি, এইজন্য আমি এখন তোমাকে বিশ্বাস করিব না ॥ ১৩৮

রাজন্! ঐ পক্ষিণী এইরূপ বলিয়া আকাশে উড়িয়া গমন করিল। রাজেন্দ্র! প্রাচীন কালে পূজনীয়ার সহিত ব্রহ্মদত্তের যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিলাম ॥

অন্যত্তে বর্ত্তয়িষ্যোঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং সনৎকুমারেণ মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪১
শ্রাদ্ধস্য ফলমিচ্ছন্তি নিয়তং সুকৃতস্য চ।
তন্নিবোধ মহারাজ যথাবৃত্তং তথা ভারত ॥ ১৪২
সগালবস্য চরিতং কণ্ডরীকস্য চৈব হি।
ব্রহ্মদত্তস্তৃতীয়ানাং যোগিনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ১৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পূজনীয়োপাখ্যানে চটকাখ্যানং নামক বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

মহামতে! যুধিষ্ঠির! তুমি যে শ্রাদ্ধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে বিষয়ে আমি তোমাকে প্রাচীন ইতিহাস শোনাইতেছি। এই ইতিহাসজিজ্ঞাসু মার্কণ্ডেয়কে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন ॥ ১৪১-১৪১

মহারাজ! ভারত! নিয়মানুসারে ফলোদ্দেশে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর এবং গালব কণ্ডরীক ও ব্রহ্মদত্ত এই তিন জন যোগী ব্রহ্মচারীর সাত জন্মের চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ১৪২-১৪৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পূজনীয়ার উপাখ্যানপ্রসঙ্গে চটকের (চড়ুইয়ের) কথা নামক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃকল্পঃ—মার্কণ্ডেয়েন শ্রাদ্ধস্য মহিম্নো বর্ণনম্, শ্রাদ্ধস্য ফলেন কৌশিকপুত্রাণামুত্তমজন্মপ্রাপ্তিশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রাদ্ধে প্রতিষ্ঠিতো লোকঃ শ্রাদ্ধে যোগঃ প্রবর্ত্ততে।
হন্ত তে বর্ত্তয়িষ্যামি শ্রাদ্ধস্য ফলমুত্তমম্ ॥ ১
ব্রহ্মদত্তেন যৎ প্রাপ্তং সপ্তজাতিষু ভারত।
তত এব হি ধর্ম্মস্য বুদ্ধির্নির্বর্ত্ততে শনৈঃ ॥ ২
পীড়য়াপ্যথ ধর্ম্মস্য কৃতে শ্রাদ্ধে পুরানঘ।
যৎ প্রাপ্তং শ্রাদ্ধিনৈঃ পূর্বং তন্নিবোধ মহামতে ॥ ৩

একবিংশতি অধ্যায়।

[পিতৃকল্প—মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধের মহিমা বর্ণন এবং শ্রাদ্ধের ফলে কৌশিক (বিশ্বামিত্র)-পুত্রগণের উত্তম জন্মপ্রাপ্তি।]

[illegible]লেন—এই জগৎ সংসার শ্রাদ্ধে প্রতিষ্ঠিত। শ্রাদ্ধে যোগ প্রবর্ত্তিত হয়। এইজন্য শ্রাদ্ধের উত্তম ফল তোমাকে বলিতেছি ॥ ১

ভারত। ব্রহ্মদত্ত সাতজন্মে (ভারদ্বাজ, কৌশিক, ব্যাধ, মৃগ, চক্রবাক্, হংস ও শ্রোত্রিয় এই সাতজন্মে) যে ধর্ম্মের (শ্রাদ্ধের) ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, ঐ কথা হইতে লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২

নিষ্পাপ! মহাবুদ্ধে! প্রাচীন কালে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়াও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩

বিভু সনৎকুমারবর্ণিত সেই সাতজন ব্রাহ্মণকে অধর্ম্মরত থাকা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিতে দেখিলাম। ঐ সাতজনের নাম বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, ঋষম ও পিতৃবর্ত্তী। ইহাদের যেমন নাম, কার্য্যও তেমনই ॥ ৪-৩

ভারত। তাত। ইহারা কৌশিকের (বিশ্বামিত্রের) পুত্র ছিল। পিতা বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে শাপপ্রদান করিয়া বিরত হইলে তাহারা সকলে গার্গ্যের শিষ্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে রত হইয়াছিল ॥

বিনিয়োগাদ্ গুরুস্তস্য গাং দোহ্যাং সমকালয়ন্।
সমানবৎসাং কপিলাং সর্বে ন্যায়াগতাস্তদা ॥ ৭
তেষাং পথি ক্ষুধার্তানাং বালাত্মোহাচ্চ ভারত।
ক্রূরা বুদ্ধিঃ সমভবৎ তাং গাং বৈ হিংসিতুং তদা ॥ ৮
তান্ কবিঃ ধর্মনৈশ্চৈব যাচতে নেতি বৈ তদা।
ন চাশকংস্তে তাভ্যাং তদা বারয়িতুং দ্বিজাঃ ॥ ৯
পিতৃবর্তী তু যস্তেষাং নিত্যং শ্রাদ্ধাহ্নিকো দ্বিজঃ।
স সর্বানব্রবীদ্ ভ্রাতৃন্ কোপাদ্ধর্ম্মে সমাহিতঃ ॥ ১০
যদাবশ্যং প্রহন্তব্যা পিতৃনুদ্দিশ্য সাধ্বিমাম্।
প্রকুর্বীমহি গাং সম্যক্ সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ ॥১১
এবমেষাপি গৌর্ধর্ম্মং প্রাপ্স্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
পিতৃনভ্যর্চ্য ধর্ম্মেণ নাধর্ম্মোঽস্মান্ ভবিষ্যতি ॥ ১২
তথেত্যুক্ত্বা চ তে সর্বে প্রোক্ষয়িত্বা চ গাং ততঃ।
পিতৃভ্যঃ কল্পয়িত্বৈনানুপায়ুঞ্জন্ত ভারত ॥১৩
উপযুজ্য চ গাং সর্বে গুরোস্তস্য ন্যবেদয়ন্।
শার্দূলেন হতা ধেনুর্বৎসোঽয়ং গৃহ্যতামিতি ॥ ১৪

আর্ষত্বাৎ স তু তং বৎসং প্রতিজগ্রাহ বৈ দ্বিজঃ।
নিখ্যোপচর্য্যা তে তং তু গুরুমন্যায়তো দ্বিজাঃ ॥
কালেন সমযুজ্যন্ত সর্ব্ব এবায়ুষঃ ক্ষয়ে ॥ ১৫
তে বৈ ক্রূরতয়া হিংস্রা অনার্য্যত্বাদ্ গুরৌ তথা।
উগ্রা হিংসাবিহারাশ্চ সপ্তাজায়ন্ত সোদরাঃ ॥ ১৬
লুব্ধকস্যাত্মজাস্তাত বলবন্তো মনস্বিনঃ।
পিতৃনভ্যর্চ্য ধর্ম্মেণ প্রোক্ষয়িত্বা চ গাং তদা ॥ ১৭
স্মৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাং জাত্যন্তরেঽভবৎ।
জাতা ব্যাধা দশার্ণেষু সপ্ত ধর্ম্মবিচক্ষণাঃ ॥ ১৮
স্বকর্ম্মনিরতাঃ সর্বে লোভানৃতবিবর্জিতাঃ।
তাবন্মাত্রং প্রকুর্বন্তি যাবতা প্রাণধারণম্ ॥ ১৯
শেষং ধ্যানপরাঃ কালমনুধ্যায়ন্তি কর্ম্ম তৎ।
নামধেয়ানি চাপ্যেষামিমান্যাসন্নরাধিপ ॥ ২০
নির্বৈরো নির্ঋতিঃ শান্তো নির্মন্যুঃ কৃতিরেব চ।
বৈধসো মাতৃবর্ত্তী চ ব্যাধাঃ পরমধার্ম্মিকাঃ ॥ ২১

ভারত! তাহারা এতদিন গুরুর আদেশানুসারে ধেনুকে সদ্ভাবে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল। সমানবৎসা কপিলা ধেনুকে চরাইবার জন্য বনে লইয়া যাইতেছিল। পথে ক্ষুধার্ত হওয়ায় মূর্খতা ও মোহবশতঃ ঐ ধেনুকে নিহত করিবার জন্য তাহাদের ক্রূর বুদ্ধি হইল। ৭-৮

তাহাদের মধ্যে কবি ও ধর্ম্ম ঐরূপ না করিবার জন্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহারা দুজনে অন্য ব্রাহ্মণগণকে বারণ করিতে পারিল না। ৯

তখন তাহাদের মধ্যে ধর্মে পরিনিষ্ঠিত প্রতিদিন শ্রাদ্ধাহ্নিক-পরায়ণ পিতৃবর্তীনামক যে ব্রাহ্মণ ছিল, সে কুপিত হইয়া ভ্রাতৃগণকে বলিল। ১০

যদি তোমরা এই ধেনু নিহত করিবেই, তাহা হইলে অত্যন্ত সাবধানে পিতৃগণের উদ্দেশেই আমরা ইহার সদ্ব্যবহার করিব। ১১

এইরূপ করিলে এই ধেনু নিঃসন্দেহে ধর্ম লাভ করিবে এবং ধর্মানুসারে পিতৃগণের অর্চনা করিলে অধর্ম আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। ১২

ভারত। তখন তাহারা সকলে 'তথাস্তু' বলিয়া একমত হইয়া ধেনুকে প্রোক্ষণ করিল এবং পিতৃগণের উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া ধেনুর উপযোগ করিল। ১৩

ধেনুর উপযোগ করিয়া সকলে গুরুর নিকট আসিয়া নিবেদন করিল যে, ধেনুটি ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই বৎসটিকে গ্রহণ করুন। ১৪

ব্রাহ্মণ গার্গ্য সরলভাবশতঃ ঐ বৎসটিকে গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ অন্যায়ভাবে গুরুর সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়া আয়ু শেষ হইলে পর কালকবলিত হইল। ১৫

ঐ হিংস্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্রূরতা ও গুরুর সহিত অনার্য্য ব্যবহার করার জন্য উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হিংসাকারী সাতজন সহোদর ভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৬

তাত। তাহারা ব্যাধের পুত্র হইলেও বলবান্ ও মনস্বী হইল। পূর্বজন্মে ধর্মানুসারে পিতৃগণের অর্চনার জন্য ধেনুর প্রোক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া পূর্বজন্মের স্মৃতি পরজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা দশার্ণদেশে ধর্মবিচক্ষণ সপ্ত ব্যাধরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭-১৮

তাহারা সকলে স্বধর্মনিরত ও লোভ-মিথ্যাবর্জিত [illegible] ভোজন করিলে প্রাণ ধারণ করা হয়, ততটুকুই ভোজন করিত। ১৯

রাজন্। অবশিষ্ট সময় তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিজ কৃত-কর্মের চিন্তন করিত। এইজন্য তাহাদের এইরূপ নাম ছিল— নির্বৈর, নির্ঋতি, শান্ত, নির্মন্যু, কৃতি, বৈধস ও মাতৃবর্তী। ইহারা ব্যাধ হইলেও পরমধার্মিক ছিল। ২০-২১

তৈরেবমুষিতৈস্তাত হিংসাধর্ম্মরতৈঃ সদা
মাতা চ পূজিতা বৃদ্ধা পিতা চ পরিতোষিতঃ ॥ ২২
যদা মাতা পিতা চৈব সংযুক্তৌ কালধর্ম্মণা
তদা ধনূংষি তে ত্যক্ত্বা বনে প্রাণানবাসৃজন্ ॥ ২৩
শুভেন কর্ম্মণা তেন জাতাঃ জাতিস্মরা মৃগাঃ
ত্রাসামুৎপাদ্য সংবিগ্না রম্যে কালঞ্জরে গিরৌ ॥ ২৪
ঊর্দ্ধমুখো নিত্যবিত্রস্তঃ শুষ্ককর্ণো বিলোচনঃ।
পণ্ডিতো ধন্বরো নাম তস্তেঽভবন্ মৃগাঃ ॥ ২৫
তমেবার্থমনুধ্যায়ন্তো জাতিস্মরণসম্ভবম্।
আসন্ বনচরাঃ শান্তা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৬
তে সর্ব্বে শুভকর্ম্মাণঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু বনেচরাঃ।
যোগধর্ম্মমনুপ্রাপ্তা বিচরন্তি স্ম তত্র হ ॥ ২৭
জহুঃ প্রাণাত্মকং দেহং লঘু হ্যুপবসিনঃ
তেষাং মরুং সাধয়তাং পঞ্চস্থানানি ভারত ॥
তথৈবাদ্যাপি দৃশ্যন্তে গিরৌ কালঞ্জরে নৃপ ॥ ২৮

কর্ম্মণা তেন তে তাত শুভেনাশুভবর্জিতাঃ
শুভাচ্ছুভতরাং যোনিং চক্রবাকত্বমাগতঃ ॥ ২৯
শুভে দেশে সরস্বত্যাং সপ্তৈবাসন জলৌকসঃ।
ত্যক্ত্বা সহচরীধর্ম্মং মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩০
নিঃস্পৃহো নির্ম্মমঃ শান্তো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
নির্বৃতিনির্নৃতশ্চৈব শকুনা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
তে তত্র পক্ষিণঃ সর্বে শকুনা ধর্ম্মচারিণঃ।
নিরাহারা জহুঃ প্রাণাংস্তপোযুক্তাঃ সরিত্তটে ॥ ৩২
অথ তে সোদরা জাতা হংসা মানসচারিণঃ
জাতিস্মরাঃ সুসংযুক্তাঃ সপ্তৈব ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩৩
বিপ্রযোনৌ যতো মোহাদ্মিথ্যোপচরিতো গুরুঃ
তির্য্যগ্‌যোনৌ ততো জাতাঃ সংসারে পরিবভ্রমুঃ ॥ ৩৪
যতশ্চ পিতৃবাক্যার্থং কৃতং স্ব র্থে ব্যবস্থিতৈঃ।
ততো জ্ঞানঞ্চ জাতিঞ্চ তে হি প্রাপুর্গুণোত্তরাম্ ॥ ৩৫
সুমনাঃ শুচিবাক্‌শুদ্ধঃ পঞ্চমশ্ছিন্নদর্শনঃ
সুনেত্রশ্চ সুতশ্চৈব শকুনা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬

তাত! দৈবাধীনে স্থিত ঐ সকল ব্যাধ হিংসাধর্ম্মরত হইলেও বৃদ্ধা মাতার পূজা করিত এবং পিতাকে সন্তুষ্ট করিত। ২২

যখন তাহাদের মাতা ও পিতা উভয়েই কালধর্ম্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা ধনু ত্যাগ করিয়া বনে তপস্যার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। ২৩

শুভকর্ম্ম করার জন্য জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। পূর্বে হিংসার দ্বারা লোকের ত্রাস উৎপন্ন করার জন্য রমণীয় কালঞ্জর পর্ব্বতে তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিত। ২৪

ঐ মৃগগুলির নাম ছিল—ঊর্দ্ধমুখ, নিত্যবিত্রস্ত, শুষ্ককর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত, ধন্বর ও নাদী। ২৫

পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকায় ঐ সকল কর্ম্মের ও তৎফলের চিন্তা করিত, সেইজন্য কষ্টসহিষ্ণু, শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা পিপাসাদিতে অনুদ্বিগ্ন এবং হরিণীসঙ্গবর্জিত হইয়া বনে বিচরণ করিত। ২৬

তাহারা সকলে দমনকর্ম্মরত ও শুভকর্ম্মরত হইয়া যোগধর্ম্ম আশ্রয় করত বনে বিহার করিত। ২৭

ভারত! ঐ মৃগসকল অল্পাহার ও জলবর্জন করিয়া তপস্যা করাতে ঐ পর্বতে প্রাণত্যাগ করিল। জলপানত্যাগের সাধনা করায় ঐ মৃগগণের পদচিহ্ন অদ্যাপি পূর্ববৎ কালঞ্জর পর্বতে দেখা যায়। ২৮

ভাত! ঐ শুভকর্ম্মের দ্বারা তাহারা অশুভযোনি ত্যাগ করিয়া অতিশয় চক্রবাক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। ২৯

ঐ সাতজন কল্যাণবশে দেশে সরস্বতীতে জলচর পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং চক্রবাকীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী মুনি হইয়া থাকিতে লাগিল। ৩০

এই চক্রবাক জন্মে তাহাদের নাম হইয়াছিল—নিস্পৃহ, নির্ম্মম, শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ, নিবৃত্তি ও নিবৃত। ৩১

ঐ সকল ধর্ম্মাচারী পক্ষী নদীতটে নিরাহারে থাকিয়া তপস্যা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ৩২

অনন্তর ঐ সহোদর ভ্রাতৃগণ মানসসরোবরে বিহরণকারী হংস হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই জন্মেও তাহাদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল। এইজন্য ঐ সাতজনই সুসংযত ব্রহ্মচারী হইয়া রহিল। ৩৩

তাহারা ব্রাহ্মণ-জন্মে মোহবশতঃ গুরুকে মিথ্যা বলিয়াছিল, এইজন্য এইভাবে তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৩৪

স্বার্থে তৎপর থাকা সত্ত্বেও পিতৃগণের শ্রাদ্ধের জন্য কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৫

হংসযোনিতে তাহাদের নাম ছিল—সুমনা, শুচিবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চম, ছিন্নদর্শন, সুনেত্র ও সুত। ৩৬

পঞ্চমঃ পাঙ্কিকস্তত্র সপ্তজাতিষ্বজায়ত।
ষষ্ঠস্তু কণ্ডরীকোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্তস্তু সপ্তমঃ॥ ৩৭
তেষাং তু তপসা তেন সপ্তজাতিকৃতেন বৈ
যোগস্য চাপি নির্বৃত্যা প্রতিভানাচ্চ শোভনাৎ॥ ৩৮
পূর্বজাতিষু যদ্ ব্রহ্ম শ্রুতং গুরুকুলেষু বৈ
তস্যৈবাবস্থিতা বুদ্ধিঃ সংসারেঽপি বর্ততাম্॥ ৩৯
তে ব্রহ্মর্ষিগণাঃ সর্বে বিহঙ্গা ব্রহ্মবাদিনঃ
যোগধর্মমনুধ্যাস্তো বিচরন্তি স্ম তত্র হ॥ ৪০
তেষাং তত্র বিহঙ্গানাং চরতাং সহচারিণাম্।
নীপানামীশ্বরো রাজা বিব্রাজঃ পৌরবান্বয়ঃ॥ ৪১
বিব্রাজনামো বপুষা প্রভাবেণ সমন্বিতঃ।
শ্রীমানন্তঃপুরবৃতো বনং তৎ প্রবিবেশ হ॥ ৪২
ষড়ঙ্গশ্চ বিহঙ্গোঽসৌ স্পৃহয়ামাস তং নৃপম্।
দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ শ্রিয়োপেতং ভবেয়মহমীদৃশঃ॥ ৪৩
যদস্তি সুকৃতং কিঞ্চিৎ তপো বা নিয়মোঽপি বা
বিদ্যোঽস্মি হ্যপবাসেন তপসা নিষ্ফলেন চ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি পিতৃকল্পে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

পূর্বোল্লিখিত কৌশিক-পুত্রগণের মধ্যে পঞ্চম কবি পরবর্তী সপ্তম জন্মে পাঙ্কিক (বোধহয়) হইয়াছিল, ষষ্ঠ কবি পরবর্তী সপ্তম জন্মে কণ্ডরীক হইয়াছিল এবং সপ্তম পিতৃবর্তী পরবর্তী সপ্তম জন্মে ব্রহ্মদত্ত হইয়াছিল। ৩৭

তাহারা সাতজন্মে যে তপস্যা করিয়াছিল, তাহার দ্বারা, যোগানুষ্ঠানের দ্বারাও শোভনপ্রতিভার দ্বারা পূর্বজন্মে গুরুকুলে বাস করিয়া কৃত বেদাধ্যয়নের দ্বারা সংসারে থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বুদ্ধি ধর্মানুকূলই ছিল, পরিবর্তিত হয় নাই। ৩৮-৩৯

ঐ সকল অকোপচারী হংস ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মবাদী হইয়া যোগধর্ম পালন করিতে করিতে বিচরণ করিত। ৪০

ঐ সকল পক্ষী মিলিত হইয়া বিহার করিতে থাকিলে ঐ সময় নীপগণের অধিপতি পৌরববংশীয় রাজা শ্রীমান্ বিব্রাজ স্বীয় দেহকান্তির দ্বারা প্রকাশিত ও মহাপ্রভাববিশিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরবাসী সকলকে লইয়া ঐ বনে প্রবেশ করিল। ৪১-৪২

তখন তাহাদের মধ্যে ষড়ঙ্গনামক হংস শ্রীমণ্ডিত রাজাকে আসিতে দেখিয়া স্পৃহা প্রকাশ করিল যে 'আমি এইরূপ রাজা হইব'। যদি আমার কিছুও পুণ্য থাকে, কিঞ্চিৎ তপস্যা ও নিয়ম থাকে, তাহা হইলে আমি এইরূপ রাজা হইব। এক্ষণে আমি উপবাস ও নিষ্ফল তপস্যায় খিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ৪৩-৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃকল্পঃ—শুচিবাক্‌পক্ষিকর্তৃকঃ ষড়ঙ্গাদি-ত্রিপক্ষিত্যাঃ শাপদানম্, সুমনঃপক্ষিণা কৃপাপূর্বকং তেষাং শাপাস্মোচনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তং চক্রবাকৌ দ্বাবূচতুঃ সহচারিণৌ।
আবাং তে সচিবৌ স্যাবস্তব প্রিয়হিতৈষিণৌ॥ ১
তথেত্যুক্ত্বা চ তস্যাসীৎ তদা যোগাত্মিকা মতিঃ।
এবং তে সময়ং চক্রুঃ শুচিবাক্ তমুবাচ হ॥ ২
যস্মাৎ কামপ্রধানস্ত্বং যোগধর্মমপাস্য বৈ।
এবং বরং প্রার্থয়সে তস্মাদ্ বাক্যং নিবোধ মে॥ ৩
রাজা ত্বং ভবিতা তাত কাম্পিল্যো নাত্র সংশয়ঃ।
ভবিষ্যতঃ সখায়ৌ চ দ্বাবিমৌ সচিবৌ তব॥ ৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[পিতৃকল্প—শুচিবাক্‌পক্ষিকর্তৃক ষড়ঙ্গ নি তিন পক্ষীকে শাপদান এবং সুমনঃপক্ষীর দ্বারা কৃপাপূর্বক তাহাদের সকলকে শাপ হইতে মোচন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তখন ঐ ষড়ঙ্গনামক পক্ষীর সহচর চক্রবাকদ্বয় বলিল—তুমি রাজা হইলে আমরা তোমার প্রিয় ও হিতৈষী মন্ত্রী হইব। ১

তত্তথা বলিল, তাহাই হইবে। এইরূপ বলিয়া সে যোগধর্মে মনোনিবেশ করিল। যখন তাহারা তিনজনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল, তখন শুচিবাক্ ষড়ঙ্গকে বলিল। ২

তুমি যোগধর্ম ত্যাগ করিয়া কামপ্রধান হইয়া বর প্রার্থনা করিতেছ, এইজন্য আমার বাক্য শ্রবণ কর। ৩

তাত! তুমি কাম্পিল্য রাজা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই দুইজন সখা মন্ত্রী হইবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। ৪

শপ্তা। তানভিভাষ্যাংস্তাংশ্চত্বারশ্চক্রুরুজ্ঝাঃ।
তাংস্ত্রীনভীপ্সতো রাজ্যং ব্যতিচারঃ প্রনশিতবান্ ॥ ৫
শপ্তাঃ খগাস্ত্রয়স্তে তু যোগভ্রষ্টা বিচেতসঃ
তানব্যগ্রস্তু চতুরস্ত্রয়স্তে সহচারিণঃ ॥ ৬
তেষাং প্রসাদং তে চক্রুর্যৈস্তু স্থানান্যবাপ্তবান্
সর্বেষামেব বচনাৎ প্রসাদ সুমহতা বভূ ॥ ৭
অস্তব নু ভবিতা শাপো মুষ্কাকং ন ত্র সংশয়ঃ
ইতশ্চ্যুতাশ্চ মানুষ্যং প্রাপ্য যোগং বাপ্স্যথ ॥ ৮

এইভাবে অন্যান্য চারিটি পক্ষী রাজ্যাকাঙ্ক্ষী যোগধর্ম-ভ্রষ্ট ঐ তিনটি পক্ষীকে শাপপ্রদান করিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল। ৫

যোগভ্রষ্ট ঐ তিনটি পক্ষী শাপগ্রস্ত হইয়া ভয়ে অচেতন-প্রায় হইয়া গেল এবং ঐ তিন সহচর পক্ষী অবশিষ্ট চারিটি পক্ষীকে প্রার্থনা করিল। ৬

তখন তাহারা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইল। সকলের সম্মতি অনুসারে মুনিরা প্রসন্নতার সহিত এই বাক্য বলিল। ৭

তোমাদের শাপ সত্বর সমাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে এবং যোগধর্ম প্রাপ্ত হইবে। ৮

এই বৃত্তান্ত সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিবে। পূর্বজন্মে উহার কথা স্মরণ করিয়া আমরা পিতার প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতএব বলিয়াছিল যে, যেহেতু তোমাদিগকে রোক্ষিত করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে সমর্পণ করা। এইজন্য আমাদের সকলের যোগসাধন জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৯-১০

তোমাদের মনুষ্যজন্মে যদি কোনও ব্যক্তি তোমাদিগকে 'সপ্ত ব্যাধ ধনার্বেষু' ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোক শ্রবণ করায়, তাহা হইলে তখন তোমরা পুনর্বার জ্ঞানময় যোগধর্ম প্রাপ্ত হইবে। ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি পিতৃকল্পে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

শ্রীশ্রীমহাভারত খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়

[হংসানাং কাম্পিল্যনগরে ব্রহ্মদত্তাদিরূপেণোদ্ভবঃ, স্বপিতুরাজ্ঞাং গৃহীত্বা চতুর্ণাং হংসানাং মুক্তিলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তে যোগধর্মনিরতাঃ সপ্ত মানসচারিণঃ।
পদ্মগর্ভোঽরবিন্দাক্ষঃ ক্ষীরগর্ভঃ সুলোচনঃ ॥ ১
উরুবিন্দুঃ সুবিন্দুশ্চ হৈমগর্ভস্তু সপ্তমঃ।
বায়ুভক্ষাঃ সততং শরীরাণ্যুপশোষয়ন্ ॥ ২
রাজা বিভ্রাজমানস্তু বপুষা তদ্ বনং তদা।
চচারান্তঃপুরবৃতো নন্দনং মঘবানিব ॥ ৩
স তানপশ্যৎ খচরান্ যোগধর্মাত্মকান্ নৃপ।
নির্বেদাচ্চ তমেবার্থমনুধ্যায়ন্ পুরং যযৌ ॥ ৪
অণুহো নাম তস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ।
অণুধর্মরতির্নিত্যমণুঃ সোঽথাগমৎ পরম্ ॥ ৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কাম্পিল্যনগরে হংসকলের ব্রহ্মদত্তাদিরূপে উদ্ভব এবং স্ব-পিতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া চারি হংসের মুক্তিলাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—যোগধর্মরত মানসসরোবরবিহারী পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সুলোচন, উরুবিন্দু, সুবিন্দু ও হেমগর্ভ নামধারী সাতটি হংস তখন হইতে জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিল। ১-২

এ দিকে বীর শরীরে দেবীসমান রাজ্ঞী মহিষী-পরিবৃত হইয়া নন্দনবনে ইন্দ্রের মত ঐ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩

রাজন্। তিনি যোগধর্মরত পক্ষীগুলিকে দেখিতে পাইলেন। (পক্ষী যোগধর্মরত, অথচ রাজা মনুষ্য হইয়াও যোগরত নন এইরূপ বিচার ভঙ্গ) নির্বেদবশতঃ ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজ নগরে ফিরিয়া আসিল। ৪

তাহার অণুহনামক পরমধার্মিক পুত্র ছিল। সে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-চিন্তায় অনুরক্ত ছিল বলিয়া অণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫

প্রাদাৎ কন্যাং শুকস্তস্মৈ কৃত্বীং পুঞ্জিতলক্ষণাম
সত্যশীলগুণোপেতাং যোগধর্মরতাং সদা ॥ ৬
সা হ্যাদিষ্টা পুরা তাত পিতৃকন্যা মনীষিণী
সনৎকুমারেণ তদা সন্নিধৌ মম শোভনা ॥ ৭
সত্যধর্মকৃতাং শ্রেষ্ঠা পূর্বেষ্বেষা কৃতাহুতিঃ
যোগা চ যোগপত্নী চ [illegible] তথৈব চ ॥ ৮
যথা তে কথিতং পূর্বং পিতৃকল্পেষু বৈ ময়া
বিভ্রাজস্বণুহং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা নরেশ্বরঃ ॥ ৯
আমন্ত্র্য পৌরান্ প্রীত্যাত্মা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ।
প্রায়াৎ সরস্তপশ্চর্তুং যত্র তে সহচারিণঃ ॥ ১০
স বৈ তত্র নিরাহারো বাহুভক্ষো মহাতপাঃ।
ত্যক্ত্বা কামাংস্তপস্তেপে সরসস্তস্য পার্শ্বতঃ ॥ ১১
তস্য সঙ্কল্প আসীচ্চ তেষামেকতরস্য বৈ
পুত্রত্বং প্রাপ্য যোগেন যুজ্যেয়মিতি ভারত ॥ ১২
কৃত্বাভিসন্ধিং তপসা মহতা স সমন্বিতঃ।
মহাতপাঃ স বিভ্রাজো বিভ্রাজাংশুমানিব ॥ ১৩
ততো বিভ্রাজিতং তেন বৈভ্রাজং নাম তদ্বনম্।
সরশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ বৈভ্রাজমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৪
তত্র তে শকুনা রাজংশ্চত্বারো যোগধর্মিণঃ।
যোগভ্রষ্টাস্ত্রয়শ্চৈব দেহত্যাগকৃতোঽভবন্ ॥ ১৫
ক স্পিলো নগরে তে তু ব্রহ্মদত্তপুরোগমাঃ
জাতাঃ সপ্ত মহাত্মানঃ সর্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ১৬
জ্ঞান-ধ্যান-তপঃ-পূজা-বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
স্মৃতিমন্তোঽত্র চত্বারস্ত্রয়স্তু পরিমোহিতাঃ ॥ ১৭
স্বতন্ত্রস্বণুহাজজ্ঞে ব্রহ্মদত্তো মহাবলঃ।
যথা হ্যাসীৎ পক্ষিভাবে সঙ্কল্পঃ পূর্বচিন্তিতঃ ॥
জ্ঞান-ধ্যান-তপঃ-পূতো বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৮
দ্বিতর্শী সুনেত্রশ্চ তথা বাত্রবাবৎসরৌ।
জাতৌ শ্রোত্রিয়দায়াদৌ বেদ-বেদাঙ্গপারগৌ ॥ ১৯
সহায়ৌ ব্রহ্মদত্তস্য পূর্বজাতিসমোষিতৌ।
পাঞ্চালঃ পাঞ্চিকশ্চৈব কণ্ঠরীকস্তথাপরঃ ॥
পাঞ্চালো বহ্বৃচস্ত্বাথর্বাচার্যস্ত্বং চকার হ।
দ্বিবেদঃ কণ্ঠরীকস্তু ছন্দোগোঽধ্বর্যুরেব চ ॥ ২১

গুরু তাহাকে সত্যশীলগুণসম্পন্না ও সনৎকুমারের নিকট লক্ষণবিশিষ্টা যোগধর্মরতা কৃত্বী নাম্নী নিজ কন্যাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৬

ভীষ্ম। সনৎকুমার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ সুন্দরী কন্যা কৃত্বী পিতৃগণের বুদ্ধিমতী কন্যা পৌরবী ছিলেন। ৭

ঐ কন্যা সত্যধর্মপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, পুণ্যাহা সাধিকদেরও পূর্বেকার, যোগিনী, যোগীর পত্নী ও যোগীর মাতা ছিলেন। ৮

আমি পিতৃকল্পের কথা বলিবার সময় তোমাকে এই সকল কথা শোনাইয়াছি। নরেশ্বর বিভ্রাজ অণুহকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া পুরবাসীদের নিকট বিদায় লইয়া এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সেই সরোবরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন, যেখানে সহচারী হংসগণ বাস করিত। ৯-১০

ঐ সরোবরতীরে যাইয়া সকল কামনা ত্যাগ পূর্বক নিরাহার, বাহুভক্ষী ও মহাতপস্বী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১১

রাজার সঙ্কল্প ছিল যে, আমি এই হংসদের কোনও এক জনের পুত্র হইয়া যোগধর্মযুক্ত হইব। ১২

এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া মহাতপস্বী রাজা বিভ্রাজ মহা-তপস্যার দ্বারা সূর্যের মত বিভ্রাজ করিতে লাগিলেন। ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ। ঐ রাজা তপস্যার দ্বারা বনকে বিভ্রাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বন ও সরোবর 'বৈভ্রাজ' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ১৪

রাজন্। ঐ সময় ঐ সরোবরতীরে যোগধর্মবিশিষ্ট চারিটি পক্ষী ও যোগভ্রষ্ট তিনটি পক্ষী সকলেই নিজ নিজ দেহ পরিত্যাগ করিল। ১৫

কাম্পিলা নগরে নিষ্পা [illegible] তখন মহাত্মা ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করিল। ১৬

তাঁহারা সকলেই জ্ঞান, ধ্যান, তপস্যা, পূজা প্রভৃতিতে রত ও বেদ-বেদাঙ্গ পারগামী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন পূর্বজন্মের স্মৃতিলাভও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনজন শাপগ্রস্ত হওয়ায় মোহবশতঃ পূর্বস্মৃতি হইতে বঞ্চিত ছিলেন। ১৭

ব্রহ্মদত্ত নিজ পক্ষিদের থাকাকালের সঙ্কল্পানুসারে অণুহের মহাবলশালী পুত্র ব্রহ্মদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিল। সে জ্ঞান ধ্যান ও তপস্যার পবিত্র ও বেদবেদাঙ্গ পারগত হইয়াছিল। ১৮

দ্বিতর্শন ও সুনেত্র বাত্রব্য এবং বৎসনাভক মন্ত্রিদ্বয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা উভয়েই শ্রোত্রিয়পুত্র ও বেদ-বেদাঙ্গ-পারগামী হইল। ১৯

ইহারা দুইজন পূর্ব জন্মে সহচর ছিল বলিয়া এই জন্মেও ব্রহ্মদত্তের সহায়ক হইল। পূর্বজন্মের কবি হংস পাঞ্চালদেশীয় পাঞ্চিক ও কলহ হংস কণ্ঠরীক নামে প্রসিদ্ধ হইল। ২০

সর্বসম্বরুতজ্ঞস্তু রাজাসীদগৃহস্তদা ।
পাঞ্চাল-কণ্ডরীকাভ্যাং তস্য সখ্যমভূৎ তদা ॥ ২২
তে গ্রামধর্ম্মাভিরতাঃ কামসা বশবর্ত্তিনঃ ।
পূর্ব্বজাতিকৃতেনাসন্ ধর্ম্মকামার্থকোবিদাঃ ॥ ২৩
অণুহস্তু নৃপশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মদত্তমকল্মষম্ ।
রাজ্যেঽভিষিচ্য যোগাত্মা পরাং গতিমবাপ্তবান্ ॥ ২৪
ব্রহ্মদত্তস্য ভার্য্যা তু দেবলস্যাত্মজাভবৎ ।
অসিতস্য হি দুর্দ্ধর্ষা সন্নতির্নাম নামতঃ ॥ ২৫
তামেকভাবসম্পন্নাং লেভে কন্যামনুত্তমাম্ ।
সন্নতীং সন্নতিমতীং দেবলাদ্ যোগধর্মিণীম্ ॥ ২৬
পঞ্চমঃ পাঞ্চিকস্তত্র সপ্তজাতিষু ভারত ।
ষষ্ঠস্তু কণ্ডরীকোঽভূদ্ ব্রহ্মদত্তস্তু সপ্তমঃ ॥২৭
শেষা বিহঙ্গমা যে বৈ কাম্পিল্যে সহচারিণঃ ।
তে জাতাঃ শ্রোত্রিয়কুলে সুদরিদ্রে সহোদরাঃ ॥ ২৮

স্মৃতিমান্ সুমনা বিদ্বাংস্তত্ত্বদর্শী চ নামতঃ ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাশ্চত্বারশ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ২৯
তেষাং সংবিৎ তথোৎপন্না পূর্ব্বজাতিকৃতা তদা
যে যোগনিরতাঃ সিদ্ধাঃ প্রস্থিতাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৩০
আমন্ত্র্য পিতরং তাত পিতা তানব্রবীৎ তদা ।
অধর্ম্ম এষ যুষ্মাকং যন্মাং ত্যক্ত্বা গমিষ্যথ ॥ ৩১
দারিদ্র্যমনপাকৃত্য পুত্রার্থাংশ্চৈব পুষ্কলান্ ।
শুশ্রূষামপ্রযুচ্যৈব কথং বৈ গন্তুমর্হথ ॥ ৩২
তে তমূচুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে পিতরং পুনরেব চ
করিষ্যামো বিধানং তে যেন ত্বং বর্ত্তয়িষ্যসি ॥ ৩৩
ইমং শ্লোকং মহার্থং ত্বং রাজানং সহমন্ত্রিণম্ ।
শ্রাবয়েথাঃ সমাগম্য ব্রহ্মদত্তমকল্মষম্ ॥ ৩৪
প্রীতাত্মা দাস্যতি স তে গ্রামান্ ভোগাংশ্চ পুষ্কলান্ ।
যথেপ্সিতাংশ্চ সর্ব্বার্থান্ গচ্ছ তাত যথেপ্সিতম্ ॥ ৩৫

তাহাদের মধ্যে পাঞ্চাল বহুচ অর্থাৎ ঋগ্‌বেদী ছিল এবং সে আচার্য্যের কার্য্য করিত। কণ্ডরীক ২টী বেদে নিষ্ণাত ছিল। হোতৃপদ হওয়ায় সামবেদে ও অধ্বর্য্যু হওয়ায় যজুর্বেদে তাহার অধিকার ছিল ॥ ২১

অণুহ ব্রহ্মদত্ত সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়াছিল ॥ ২২

এই তিনজনই সংসারী ব্যক্তির ধর্ম্মে মগ্ন থাকিতেন এবং কামনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। পূর্ব্বজন্মকর্ম্মের ফলে তাঁহারা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান্ ছিলেন ॥ ২৩

অণুহ রাজা নিষ্পাপ পুত্র ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগসাধনার তৎপর হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥২৪

অসিত-দেবলের কন্যা তেজস্বিনী সন্নতি ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা হইয়াছিল ॥ ২৫

ঐ সন্নতি ব্রহ্মভাবাপন্না অত্যুত্তমা নম্রতারূপিণী যোগধর্ম্মবতী ছিলেন। দেবল ঋষি হইতে জাতা ঐ কন্যাকে ব্রহ্মদত্ত ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৬

ভারত! সাত জন্মের পঞ্চম পাঞ্চিক পাঞ্চাল হইয়া ষষ্ঠ কণ্ডরীক ও সপ্তম ব্রহ্মদত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ২৭

অবশিষ্ট সহচর পক্ষিগণ কাম্পিল্য-নগরে অত্যন্ত দরিদ্র শ্রোত্রিয় বংশে সহোদর ভ্রাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ২৮

অবশিষ্ট ঐ চারিজন স্মৃতিমান্ সুমনা, বিদ্বান্ ও তত্ত্বদর্শী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বেদাধ্যয়নরত ও আত্মোন্নতির জন্য যজ্ঞোপবীতধারী ছিল ॥ ২৯

তাহাদের জন্মান্তরীয় স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। এইজন্য যোগপরায়ণ সিদ্ধ পুরুষ ঐ চারিজন সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উদ্যত হইল ॥ ৩০

তাত! যখন তাঁহারা নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহাদের পিতা তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেছ, ইহা তোমাদের অধর্ম্ম ॥ ৩১

তোমরা আমার দারিদ্র্য দূর না করিয়া, পুত্রের দ্বারা করণীয় প্রয়োজনপূর্ত্তি না করিয়া এবং আমার শুশ্রূষা না করিয়া কিরূপে গমন করিতে চাহিতেছ? ৩২

তখন ঐ সকল ব্রাহ্মণ নিজ পিতাকে বলিলেন—আমরা সেইরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিব, যাহাতে আপনাদের জীবননির্ব্বাহ হইতে পারে ॥ ৩৩

আমরা একটি শ্লোক আপনাকে বলিতেছি। আপনি মন্ত্রি-সহিত বর্ত্তমান নিষ্পাপ ব্রহ্মদত্ত নরপতির নিকট গমন করিয়া এই শ্লোকটি শোনাইবেন ॥ ৩৪

তাত! এই শ্লোক শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত প্রীত হইয়া আপনাকে প্রচুর গ্রাম, ভোগাবস্তু ও ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবেন। আপনি ব্রহ্মদত্তের নিকট গমন করুন ॥ ৩৫

এত্যবদ্বচস্তে তে সর্বে পূজয়িত্বা চ তং গুরুম্ ।
যোগধর্মমনুপ্রাপ্য পরাং নির্বৃতিমাযযুঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে হরিবংশপর্বণি পিতৃকল্পে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

এইরূপ বলিয়া তাঁহারা নিজ গুরু পিতাকে পূজিত করিয়া বনে গমনপূর্বক যোগধর্মসাধনের পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন ॥১৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্রহ্মদত্তস্য পুত্ররূপেণ বিব্রাজসোঽৎপত্তিঃ, রাজ্ঞ্যাঃ সন্নত্যা ব্রহ্মদত্তং প্রতি কঠোরবাক্যকথনম্, কেনচিদ্ ব্রাহ্মণেন কথিতেভ্যঃ শ্লোকেভ্যো ব্রহ্মদত্তস্য, পাঞ্চাল্যস্য, কণ্ডরীকস্য চ স্ব-স্ব-পূর্বজন্মনো জ্ঞানলাভঃ, ব্রহ্মদত্তাদীনাং তপঃ কৃত্বা মুক্তিপ্রাপ্তিশ্চ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ব্রহ্মদত্তস্য তনয়ঃ স বিব্রাজত্বমাগতঃ
যোগাত্মা তপসা যুক্তো বিষক্সেন ইতি শ্রুতিঃ ॥১

কদাচিৎ ব্রহ্মদত্তস্য ভার্য্যয়া সহিতো বনে ।
বিজহার প্রহৃষ্টাত্মা যথা শচ্যা শচীপতিঃ ॥ ২

ততঃ পিপীলিকাকৃতং স শুশ্রাব নরাধিপঃ ।
কামিনীং কামিনস্তস্য যাচতঃ ক্রোশতো ভৃশম্ ॥ ৩

শ্রুত্বা তু যাচমানায়াঃ তাং কৃষ্ণাং সুভগাং পিপীলিকাম্ ।
ব্রহ্মদত্তো মহাহাসমকস্মাদেব চ হসৎ ॥ ৪

ততঃ সা সন্নতির্নাম বীড়িতেবাভবৎ তদা ।
নিরাহারা বহূন্যহ্নি বভূব বরবর্ণিনী ॥ ৫

প্রসাদ্যমানা ভর্ত্রা সা তমুবাচ শুচিস্মিতা ।
তয়া চ হসিতো রাজন্ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৬

স তৎকারণমাচখ্যৌ ন চ সা শ্রদ্দধাতি তৎ ।
উবাচ চৈনং কুপিতা নৈব ভাবোঽস্তি মানুষে ॥ ৭

কো বৈ পিপীলিকাকৃতং মানুষো বেত্তুমর্হতি ।
ঋতে দেবপ্রসাদাদ্ বা পূর্বজাতিকৃতেন বা ॥ ৮

তপোবলেন বা রাজন্ বিদ্যতে নরাধিপ ।
যদ্যেষ বৈ প্রভাবস্তে সর্বসত্ত্বকৃতজ্ঞতা ॥ ৯

যথাঽহমেতজ্জানীয়াং তথা প্রত্যায়য়স্ব মাম্ ।
প্রাণান্ বাপি পরিত্যক্ষ্যে রাজন্ সত্যেন তে শপে ॥১০

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।

[ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে বিব্রাজের উৎপত্তি, ব্রহ্মদত্তের প্রতি রাণী সন্নতির কঠোর বাক্য কথন, কোনও ব্রাহ্মণ কর্তৃক কথিত শ্লোকসমূহ হইতে ব্রহ্মদত্ত, পাঞ্চাল্য ও কণ্ডরীকের স্ব স্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞানলাভ এবং তপস্যা করিয়া ব্রহ্মদত্তাদির মুক্তি প্রাপ্তি ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—বিব্রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যোগানুষ্ঠানে রত, তপস্যাযুক্ত ও বিষক্সেন নামে বিশ্রুত হইয়া ছিলেন । ১

শচীপতি ইন্দ্র যেমন শচীর সহিত বনে সানন্দে বিহার করেন সেইরূপ ব্রহ্মদত্ত একদিন ভার্য্যার সহিত বনে সানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন । ২

তখন ঐ নরপতি পিপীলিকার শব্দ শুনিতে পাইলেন । পিপীলিকা (পুরুষ) কামার্ত হইয়া অত্যন্ত আবেগে পিপীলিকাকে (স্ত্রীকে) প্রার্থনা করিতেছে । ৩

পিপীলিকা (স্ত্রী) সুভগা ও কৃষ্ণা, তাহার সহিত সহবাসে ইচ্ছিত হইবার জন্য পিপীলিকা (পুরুষ) অনুনয় করিতেছে ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অকস্মাৎ উচ্চহাস্য হাসিতে লাগিলেন । ৪

সেখানে উপস্থিতা মহিষী সন্নতি রাজার ঐরূপ হাস্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ঐ সুন্দরী দীনভাবে বহুদিন অনাহারে রহিলেন । ৫

তাঁহার পতি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে পর তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন—রাজন্ ! তুমি আমাকে উপহাস করিয়াছ, এইজন্য আমি আর বাঁচিতে চাহি না । ৬

তখন রাজা হাস্যের কারণ বলিলেন, কিন্তু রাজমহিষী তাহা বিশ্বাস করিলেন না, কুপিতা হইয়া বলিলেন যে, মনুষ্যে ঐরূপ শক্তি থাকিতে পারে না । ৭

কোন্ মানুষ পিপীলিকার শব্দ বুঝিতে পারে ? রাজন্ ! যদি দেবতার প্রসাদ, পূর্বজন্ম-কৃত তপস্যার প্রভাব অথবা বিদ্যা (যোগসিদ্ধি) না থাকে ? সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা তোমার যদি থাকে, তাহা হইলে আমি যাহাতে তাহা জানিতে পারি, সেইরূপ আমার বিশ্বাস উৎপন্ন কর । রাজন্ ! যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥৮-১০

তৎ তস্যা বচনং শ্রুত্বা মহিষ্যাঃ পরুষাক্ষরম্ ।
স রাজা পরমাপন্নো দেবশ্রেষ্ঠমগাৎ ততঃ ॥ ১১
শরণ্যং সর্বভূতেশং ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্ ।
সমাহিতো নিরাহারঃ ষড়্রাত্রেণ মহাযশাঃ ॥ ১২
দদর্শ দর্শনে রাজা দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মদত্ত প্রভাতে ত্বং কল্যাণং সমবাপ্স্যসি
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৪
চতুর্ণাং তু পিতা যো হ্যসৌ ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ।
শ্লোকং সোঽধীত্য পুত্রেভ্যঃ কৃতকৃত্য ইবাভবৎ ॥ ১৫
স রাজানমথান্বিচ্ছন্ সহমন্ত্রিগণং চ তম্ ।
ন দদর্শান্তরং কিঞ্চিচ্ছ্লোকং শ্রাবয়িতুং তদা ॥ ১৬
অথ রাজা সরঃ স্নাতো লব্ধ্বা নারায়ণাদ্ বরম্ ।
প্রবিবেশ পুরীং প্রীতো রথমাস্থায় কাঞ্চনম্ ॥ ১৭
তস্য রশ্মীন্ প্রত্যগৃহ্ণাৎ কণ্ডরীকো দ্বিজর্ষভঃ ।
চামরং ব্যজনং চাপি বাহুভ্যাং সমবাক্ষিপৎ ॥ ১৮
ইদমন্তরমিত্যেব ততঃ স ব্রাহ্মণস্তদা
শ্রাবয়ামাস রাজানং শ্লোকং তং সচিবৌ চ তৌ ॥ ১৯
সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ।২০
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
প্রস্থিতা দীর্ঘমধ্বানং ক্ব যূয়ং কিমবসীদথ ॥ ২১
শ্রুত্বা তু মোহমগমৎ ব্রহ্মদত্তো নরাধিপঃ ।
সচিবশ্চাস্য পাঞ্চাল্যঃ কণ্ডরীকশ্চ ভারত ॥ ২২
ভ্রষ্টরশ্মি-প্রতোদৌ তৌ পতিতব্যজনাবুভৌ
দৃষ্ট্বা বহুবুরবস্থাঃ পৌরাশ্চ মুমুহুস্তদা ॥ ২৩
মুহূর্তমেব রাজা স সহ ভার্যাং রথে স্থিতঃ ।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং প্রত্যাগচ্ছদরিন্দমঃ ॥ ২৪
ততস্তে তৎসরঃ স্মৃত্বা যোগং তমুপলভ্য চ ।
ব্রাহ্মণং বিপুলৈরর্থৈর্ভোগৈশ্চ সমযোজয়ন্ ॥ ২৫
অভিষিচ্য স্বরাজ্যে তু বিষ্বক্সেনমরিন্দমম্
জগাম ব্রহ্মদত্তোঽথ সদারো বনমেব হ ॥ ২৬
অথৈনং সপ্তভির্ধীরা দেবলস্য সুতা তদা
উবাচ পরমপ্রীতা যোগাদ্ বনগতং নৃপম ॥ ২৭

মহিষীর এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ সকলের আরাধনীয় সর্বভূতপালক ভগবান্ হরি নারায়ণের ভক্তিতে যে শরণাগত হইলেন। মহাযশস্বী রাজা নিরাহারে সংযতচিত্তে ছয় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১১-১২

ষষ্ঠ রাত্রিতে রাজা দেবতা প্রভু নারায়ণকে দর্শন করিলেন। সর্বভূতদয়ালু ভগবান্ নারায়ণ রাজাকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মদত্ত! প্রভাত হইলে পর তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে, এই বলিয়া ইষ্টদেব ভগবান্ সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।১৪

যিনি চারিজন মহাত্মা ব্রাহ্মণের পিতা, সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রগণের নিকট শ্লোক শিক্ষা করিয়া যেন কৃতকৃত্য হইয়া বিরাজিলেন। ১৫

তিনি মন্ত্রিসহিত বর্তমান দুশ্চিন্তিত রাজাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ শ্লোক শোনাইবার কোন সুযোগ দেখিতে-ছিলেন না। ১৬

এক সময় রাজা নারায়ণের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া সরোবরে স্নান করত সুবর্ণনির্মিত রথে আরোহণপূর্বক পরমপ্রীতির সহিত নগরে প্রবেশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কণ্ডরীক অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছেন এবং বাহুদ্বয় পাঞ্চাল চামর ব্যজন করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রাজাকে ও তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়কে শ্লোকটি শোনাইলেন। ১৭-১৯

"যে সাতজন দশার্ণদেশে ব্যাধ হইয়া, কালঞ্জর পর্বতে মৃগ হইয়া, শরদ্বীপে চক্রবাক্ হইয়া, মানসসরোবরে হংস হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চারিজন কুরুক্ষেত্রে বেদপারগামী ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘমার্গে (মুক্তিপথে) প্রস্থান করিয়াছে। তোমরা তিন জন কেন অবসন্ন হইতেছ?" ২০-২১

ভারত! এই শ্লোক শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন্ত্রী পাঞ্চাল্য ও কণ্ডরীকও ঐ দশাপ্রাপ্ত হইলেন।২২

কণ্ডরীকের হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি ও বেত্র পতিত হইল এবং পাঞ্চাল্যের হস্ত হইতে চামর ব্যজন পড়িয়া গেল। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া পুরবাসিগণ ও মিত্রগণ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ২৩

মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত শত্রুদমন রাজা ব্রহ্মদত্ত রথে কিছুক্ষণ মূর্ছিত থাকিয়া সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।২৪

অনন্তর তাঁহারা তিনজন সেই সরোবরের কথা স্মরণ করিয়া এবং অন্যান্যের যোগবলাভ করিয়া ঐ শ্লোকপাঠক ব্রাহ্মণকে বিপুল অর্থ ও ভোগ্য বস্তু প্রদান করিলেন। ২৫

ব্রহ্মদত্ত শত্রুদমনকারী নিজ পুত্র বিষ্বক্সেনকে বীর রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পত্নীর সহিত বনে গমন করিলেন। ২৬

তখন দেবলসুতা ধীরা সপ্তর্ষি যোগের জন্য বনে আগত রাজাকে প্রীতিপূর্বক বলিলেন। ২৭

জানন্ত্যা তে মহারাজ পিপীলিককৃতজ্ঞতাম্ ।
চোদিতঃ ক্রোধমুদ্দিশ্য সক্তঃ কামেষু বৈ ময়া ॥২৮
ইতো বয়ং গমিষ্যামো গতিমিষ্টামনুত্তমাম্ ।
তব চান্তর্হিতো যোগস্তত্তঃ সংস্মারিতো ময়া ॥ ২৯
স রাজা পরমপ্রীতঃ পত্ন্যাঃ শ্রুত্বা বচস্তদা ।
প্রাপ্য যোগং বলাদেব গতিং প্রাপ সুদুর্লভাম্ ॥ ৩০
কণ্ডরীকোঽপি ধর্মাত্মা সাংখ্যযোগমনুত্তমম্ ।
প্রাপ্য যোগগতিঃ সিদ্ধো বিশুদ্ধত্তেন কর্মণা ॥ ৩১
ক্রমং প্রণীয় পাঞ্চালাঃ শিক্ষাং চোৎপাদ্য কেবলাম্ ।
যোগাচার্য্যগতিং প্রাপ যশশ্চাগ্র্যং মহাতপাঃ ॥ ৩২
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং মম প্রত্যক্ষমচ্যুত ।
তদ্ ধারয়স্ব গাঙ্গেয় শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে ততঃ ॥৩৩
যে চানো ধারয়িষ্যন্তি তেষাং চরিতমুত্তমম্ ।
তির্যগ্‌যোনিষু তে জাতু ন গমিষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥ ৩৪
শ্রুত্বা চেদমুপাখ্যানং মহার্থং মহতাং গতিম্ ।
যোগধর্ম্মো হৃদি সদা পরিবর্ত্ততি ভারত ॥ ৩৫
স তেনৈবানুবন্ধেন কদাচিন্নভতে শমম্ ।
ততো যোগগতিং যাতি শুদ্ধাং তাং ভুবি দুর্লভাম্ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমেতৎ পুরা গীতং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা
শ্রাদ্ধস্য ফলমুদ্দিশ্য সোমস্যাপ্যায়নায় বৈ ॥ ৩৭
সোমো হি ভগবান্ দেবো লোকস্যাপ্যায়নঃ পরম্ ।
বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন তস্য বংশং নিবোধ মে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পিতৃকল্পসমাপ্তির্নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

মহারাজ ! আমি জানিতাম যে, তুমি পিপীলিকার ভাষা বিতে পার, তথাপি আমি তোমাকে কামে আসক্ত দেখিয়া ক্রিম ক্রোধের দ্বারা যোগের জন্য প্রেরণা দিয়াছি । ২৮

এখন আমরা অত্যুত্তম অভীষ্ট গতি লাভ করিব । এইজন্য ামাকে বিস্মৃত যোগের কথা স্মরণ করাইলাম । ২৯

তখন রাজা পত্নীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন ং যোগসাধনের বল লাভ করিয়া সুদুর্লভ গতি লাভ রিলেন । ৩০

ধর্মাত্মা কণ্ডরীক অত্যুত্তম সাংখ্যযোগ-রহস্য প্রাপ্ত হইয়া ও কর্মের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । ৩১

মহাতপস্বী পাঞ্চাল্য বেদের ক্রমপাঠ ও শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন রিয়া স্বয়ং ও যোগাচার্য্যের গতি প্রাপ্ত হইলেন ।৩২

অচ্যুত ! ভীষ্ম ! পূর্ব্বকালে সংঘটিত এই বৃত্তান্ত আমি াক্ষ করিয়াছিলাম । গঙ্গানন্দন ! তুমি এই কথা অন্তরে ধারণ কর, ইহাতে তোমার কল্যাণের সহিত সম্বন্ধ হইবে । ৩৩

অন্যান্য যাহারা সেই সাত্বতদের উত্তম চরিত্র কথা ধারণ করিবে, তাহারা কদাপি কোনও কারণে তির্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হইবে না । ৩৪

ভারত ! মহাত্মগণের সদ্‌গতিদায়ক এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে যোগধর্ম সর্বদা হৃদয়ে প্রকাশিত হয় । হৃদয়ে যোগধর্ম থাকিলে তাহার দ্বারাই মানুষ শান্তি লাভ করিতে পারে । তাহার ফলে পৃথিবীতে দুর্লভ শুদ্ধ যোগ-গতি প্রাপ্ত হয় । ৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রাচীনকালে বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় শ্রাদ্ধ-ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও চন্দ্রের আপ্যায়নের জন্য এইরূপ বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন । ৩৭

ভগবান্ চন্দ্র সকল লোকের পরম আপ্যায়নকারী । বৃষ্ণিবংশবর্ণন প্রসঙ্গে সেই চন্দ্রের বংশ শ্রবণ কর । ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পিতৃকল্পসমাপ্তিনামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[চন্দ্রস্যোৎপত্তিঃ, রাজসূয়-যজ্ঞঃ, দেবাসুরসংগ্রামঃ, বুধস্যোদ্ভবশ্চেতি কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পিতা সোমস্য বৈ রাজন্ জজ্ঞেঽত্রির্ভগবানৃষিঃ
ব্রহ্মণো মানসাৎ পূর্ব্বং প্রজাসর্গং বিধিৎসতঃ ॥ ১

তত্রাত্রিঃ সর্বভূতানাং তস্থৌ স্বতনয়ৈর্বৃতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা শুভায়ৈব চচার সঃ ॥ ২

অহিংস্রঃ সর্বভূতেষু ধর্মাত্মা সংশিতব্রতঃ।
কাষ্ঠ-কুড্য-শিলাভূত ঊর্দ্ধবাহুর্মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩

অনুত্তরং নাম তপো যেন তপ্তং মহৎ পুরা।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানীতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৪

তস্যোর্দ্ধরেতসস্তস্য স্থিতস্যানিমিষস্য হ।
সোমস্য তনুরাপেদে মহাসত্ত্বস্য ভারত ॥ ৫

ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য সোমস্য ভাবিতাত্মনঃ।
নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধা দ্যোতয়দ্ দিশম্ ॥ ৬

তং গর্ভং বিধিনা সৃষ্টা দশ দেব্যো দধুস্তদা।
সমেতা ধারয়ামাসুর্ন চ তাঃ সমশক্নুবন্ ॥ ৭

স তাভিঃ সহসৈবাথ নিগৃহ্যো গর্ভঃ প্রভাস্বিতঃ
পপাত দ্যাময়ং লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৮

যদা ন ধারণে শক্তাস্তস্য গর্ভস্য তা দিশঃ
ততস্তাভিঃ সহৈবাশু নিপপাত বসুন্ধরাম্ ॥ ৯

পতিতং সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১০

স হি বেদময়স্তস্য ধর্ম্মাত্মা সত্যসংগ্রহঃ।
যুক্তো বাজিসহস্রেণ নিত্যেনেতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১১

তস্মিন নিপতিতে দেবাঃ পুত্রেঽত্রেঃ পরমাত্মনি
তুষ্টুবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সপ্ত যে শ্রুতাঃ ॥ ১২

তথৈবাঙ্গিরসস্তত্র ভৃগুরেবাত্মজৈঃ সহ।
অগ্নির্ভবদ্ভির্বহুভৈরথর্বাঙ্গিরসৈরপি ॥ ১৩

তস্য সংস্তূয়মানস্য তেজঃ সোমস্য ভাস্বতঃ।
আপ্যায়মানা লোকাংস্ত্রীন্ ভাসয়ামাস সর্ব্বশঃ ॥ ১৪

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

[চন্দ্রের উৎপত্তি, রাজসূয়-যজ্ঞ, দেবাসুর-সংগ্রাম ও বুধের উদ্ভব কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! প্রাচীনকালে প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মানস হইতে ভগবান্ অত্রি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রমার পিতা। ১

অত্রি ঋষি স্বীয় পুত্রগণের সহিত কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধন করিতেন। ২

আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্বে অত্রি ঋষি মহাতেজস্বী প্রশংসনীয় ব্রতচারী ধর্মাত্মা সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাশূন্য হইয়া তিনহাজার দিব্য বৎসরকাল বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠাইয়া কাষ্ঠ, ভিত্তি ও শিলার ন্যায় নিশ্চল হইয়া 'অনুত্তর' (সর্বোৎকৃষ্ট) নামক তপ আচরণ করিয়াছিলেন। ৩-৪

তাঁহার নেত্র ঊর্দ্ধরেতা ও নির্নিমেষ ছিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণ অধিক ছিল। তিনি তপস্যা করিতে থাকায় তাঁহার শরীর সোমত্ব প্রাপ্ত হইল। ৫

তখন ঋষির নেত্র হইতে সোমরূপ তেজ জলরূপে স্রুত হইল এবং দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ৬

তখন আনন্দিত দশদিক্‌সমূহ মিলিত হইয়া ঐ তেজকে গর্ভে ধারণ করিল, কিন্তু ঐ তেজকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। ৭

তখন সর্বলোকপুষ্টিকারী শীতল কিরণবিশিষ্ট ঐ প্রকাশমান গর্ভ সকল লোককে উদ্ভাসিত করিতে করিতে দিগ্‌দেবীগণের উদর হইতে সহসা পতিত হইল। ৮

যখন দিক্‌সমূহ ঐ গর্ভকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা ঐ গর্ভের সহিত পৃথিবীতে পতিত হইল। ৯

লোকপিতামহ ব্রহ্মা চন্দ্রমাকে পতিত হইতে দেখিয়া লোকসমূহের হিতকামনাবশতঃ তাহাকে রথের উপর স্থাপিত করিলেন। ১০

আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ রথটি বেদময় ধর্মস্বরূপ সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শ্বেতবর্ণ একসহস্র অশ্বের দ্বারা যুক্ত। ১১

অত্রিপুত্র ভগবান্ চন্দ্রমা পতিত হইলে ব্রহ্মার সুপ্রসিদ্ধ সাত জন মানস পুত্র তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১২

অঙ্গিরাবংশীয় ভৃগু স্বীয় পুত্রগণের সহিত ঋগ্বেদের, যজুর্বেদের ও অথর্ববেদের অনেক মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৩

এইরূপ স্তুতি হইতে থাকিলে উজ্জ্বল চন্দ্রমার পুষ্ট তেজ সকল লোককে প্রকাশিত করিতে লাগিল। ১৪

স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽতিযশাশ্চ কারাভিঃপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৫
তস্য তজ্জ্যাবিতঃ তেজঃ পৃথিব্যামন্বপদ্যত
ওষধ্যস্তাঃ সমুদ্ভূতাস্তেজসা প্রজলন্ত্যুত ॥ ১৬
তাভির্ধার্য্যন্ত্রয়ো লোকাঃ প্রজাশ্চৈব চতুর্বিধাঃ ।
পোষ্টা হি ভগবান্ সোমো জগতো জগতীপতে ॥ ১৮
স লব্ধতেজা ভগবান্ সাম্ভবৈস্তৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ।
তপস্তেপে মহাভাগ পঞ্চানাং দশতীশ্চ ॥ ১৮
হিরণ্যবর্ণা যা দেব্যো ধারয়ন্ত্যাত্মনা জগৎ ।
নিধিস্তাঃসোমভূদ্ দেবঃ প্রখ্যাতঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ১৯
ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
বাজৌঘদানাং বিপ্রাণামপাঞ্চ জনমেজয় ॥ ২০
সোঽভিষিক্তো মহারাজ রাজরাজ্যেন রাজরাট্ ।
লোকাংস্ত্রীন্ ভাসয়ামাস স্বভাসা ভাস্বতাং বরঃ ॥ ২১
সপ্তবিংশতিনিস্তাস্তু দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রতাঃ ।
দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি যা বিদুঃ ॥ ২২

সে তৎ প্রাপ্য মহদ্ রাজ্যং সোমঃ সোমবতাং বরঃ ।
সমাজহ্রে রাজসূয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ ॥ ২৩
হোতাসীদ্ ভগবানত্রিরধ্বর্য্যুর্ভগবান্ ভৃগুঃ ।
হিরণ্যগর্ভশ্চোদ্গাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মবমেয়িবান্ ॥ ২৪
সদস্যস্তত্র ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈরাদ্যৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ ॥ ২৫
দক্ষিণামদদাৎ সোমস্ত্রীংল্লোকানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ ভারত ॥ ২৬
তং সিনীচ কুহূশ্চৈব দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
কীর্ত্তির্ধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যঃ সিসেবিরে ॥ ২৭
প্রাপ্যাবভৃথবাগ্র্যঃ সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ ।
বিররাজাধিরাজেন্দ্রো দশধা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ২৮
তস্য তৎপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যং মুনিসংকৃতম্ ।
বিবভ্রাম মতিস্তাত বিনয়াদনয়াহতা ॥ ২৯
বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্য্যাং তারাং নাম যশস্বিনীম্ ।
জহার তরসা সর্ব্বানবমত্যাঙ্গিরঃসুতান্ ॥ ৩০

অতিযশস্বী এই চন্দ্রমার ঐ শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই ভূমণ্ডলকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ১৫

ঐ সময় চন্দ্রমার যে তেজ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তেজোময় ওষধিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৬

ঐ ওষধিসমূহের দ্বারা ত্রিলোকেরও চারিপ্রকার প্রজার জরায়ুজ-অণ্ডজাদি ভেদে পালন হয়। রাজন্! এই ভগবান্ চন্দ্রমা পূর্ণ জগতের পোষণকর্ত্তা ॥ ১৭

মহাভাগ! ঐ সকল স্তুতি ও কর্ম্মের দ্বারা তেজস্বী হইয়া ভগবান্ চন্দ্রমা একহাজার পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

হিরণ্যবর্ণা যে সকল দেবী নিজ শক্তিতে জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ঐ চন্দ্রমা তাহাদের নিধি ও স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা প্রখ্যাত হইলেন ॥ ১৯

ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা চন্দ্রমাকে বীজ, ওষধি, ব্রাহ্মণ ও জলের রাজা প্রদান করিলেন ॥ ২০

মহারাজ! প্রকাশক শ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা এই চারিটি রাজ্যে যখন অভিষিক্ত হইলেন, তখন তিনি নিজ প্রভার দ্বারা তিন লোককে ভাসিত করিলেন ॥ ২১

ঐ সময় প্রচেতার পুত্র দক্ষ মহাব্রতচারিণী সপ্তবিংশতি কন্যা ইহাকে প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ যাহাদিগকে 'নক্ষত্র' বলিয়া জানেন ॥ ২২

দেবশ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা এই বিশাল রাজ্য পাইয়া রাজসূয়-যজ্ঞ করিলেন। ঐ যজ্ঞে সহস্রশত অর্থাৎ এক লক্ষ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ২৩

ঐ যজ্ঞে ভগবান্ অত্রি হোতা, ভগবান্ ভৃগু অধ্বর্য্যু, হিরণ্যগর্ভ উদ্গাতা ও বশিষ্ঠ ব্রহ্মা হইয়াছিলেন ॥ ২৪

ঐ যজ্ঞে সনৎকুমার প্রভৃতি প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণ দ্বারা ভগবান্ নারায়ণ হরিকে সদস্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

ভারত! আমরা শুনিয়াছি যে যজ্ঞশেষে চন্দ্রমা ঐ ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠগণকে ও সদস্যগণকে দক্ষিণারূপে ত্রিলোকদান করিয়াছিলেন ॥ ২৬

সেই সময় নিধি, কুহূ, দ্যুতি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি ও লক্ষ্মী এই নয়জন দেবী চন্দ্রমার সেবা করিতেন ॥ ২৭

শান্ত প্রকৃতি সর্ব্বদেবর্ষিপূজিত চন্দ্রমা অবভৃথ স্নান করিয়া অধিরাজশ্রেষ্ঠরূপে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে করিতে শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮

তাত! মুনিগণ-সম্মানিত দুর্লভ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে পর চন্দ্রমার বুদ্ধি বিনয় হইতে বিচ্যুত হইল এবং নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইল ॥ ২৯

তখন তিনি অঙ্গিরার পুত্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্ব্বক বৃহস্পতির যশস্বিনী ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করিলেন ॥ ৩০

স যাচ্যমানো দেবৈশ্চ তথা দেবর্ষিভিঃ সহ ।
নৈব ব্যসর্জয়ৎ তারাং তস্যা আঙ্গিরসে তদা ॥
স সংরব্ধস্তু তস্মিন্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥ ৩১
উশনা তদা জগ্রাহ পাঙ্ক্তিমাঙ্গিরসস্তদা ।
স হি শিষ্যো মহাতেজাঃ পিতুঃ পূর্বো বৃহস্পতেঃ ॥ ৩২
তেন স্নেহেন ভগবান্ রুদ্রস্তস্য বৃহস্পতে ।
পাঙ্ক্তিগ্রাহোঽভবদ্ দেবঃ প্রগৃহ্য সজগবং ধনুঃ ॥ ৩৩
তেন ব্রহ্মশিরো নাম পরমাস্ত্রং মহাত্মনা
উদ্দিশ্য দৈত্যানুৎসৃষ্টং যেনৈষাং নাশিতং যশঃ ॥ ৩৪
তত্র তদ্ যুদ্ধমভবৎ প্রখ্যাতং তারকাময়ম্ ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥ ৩৫
তত্র শিষ্টাস্তু যে দেবাস্তস্মিংস্তস্মৈব ভারত ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ৩৬
ততো নিবার্য্যোশনসং রুদ্রং জ্যেষ্ঠঞ্চ শঙ্করম্ ।
দদাবঙ্গিরসে তারাং স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ৩৭
তামন্তঃপ্রসবাং দৃষ্ট্বা তারাং প্রাহ বৃহস্পতিঃ ।
মদীয়ায়াং ন তে যোনৌ গর্ভো ধার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৩৮
অযোনাবুৎসৃজৎ তং সা কুমারং দস্যুহন্তমম্ ।
ইষীকাস্তম্বমাসাদ্য জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৩৯
জাতমাত্রঃ স ভগবান্ দেবানামঙ্গিপদ্ বপুঃ ।
ততঃ সংশয়মাপন্না ইমমূচুঃ সুরাঃ ॥ ৪০
সত্যং ব্রূহি সুতঃ কস্য সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ।
পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নাহ সা সাধ্বসাধু বা ॥ ৪১
তদা তাং শপ্তুমারব্ধঃ কুমারো দস্যুহন্তনঃ ।
তং নিবার্য্য ততো ব্রহ্মা তারাং পপ্রচ্ছ সংশয়ম্ ॥ ৪২
যদত্র তথ্যং তদ্ ব্রূহি তারে কস্য সুতস্ত্বয়ম্ ।
সা প্রাঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুম্ ॥ ৪৩
সোমস্যেতি মহাত্মানং কুমারং দস্যুহন্তনম্ ।
ততস্তং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় সোমো ধাতা প্রজাপতিঃ ॥ ৪৪
বুধ ইত্যকরোন্নাম তস্য পুত্রস্য ধীমতঃ ।
প্রতিকূলঞ্চ গগনে সমভ্যুত্তিষ্ঠতে বুধঃ ॥ ৪৫
উৎপাদয়ামাস ততঃ পুত্রং বৈ রাজপুত্রিকা ।
তস্যাপত্যং মহারাজো বভূবৈলঃ পুরূরবাঃ ॥ ৪৬

দেবর্ষিগণের সহিত দেবগণ প্রার্থনা করিলেও চন্দ্রমা অঙ্গিরা-পুত্র বৃহস্পতির হস্তে তারাকে সমর্পণ করিলেন না, তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৩১

তখন শুক্রাচার্য্য চন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং রুদ্র বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করিলেন। যেহেতু মহাতেজস্বী রুদ্র বৃহস্পতির পিতার শিষ্য। ৩২

সেইজন্য স্নেহবশতঃ ভগবান্ রুদ্র স্বীয় আজগব নামক ধনু লইয়া বৃহস্পতির পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন। ৩৩

মহাত্মা রুদ্র দৈত্যগণকে লক্ষ্য করিয়া 'ব্রহ্মশির' নামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা দৈত্যগণের সকল যশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ৩৪

তারাকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবগণের ও দানবগণের লোক-ক্ষয়কারী মহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ 'তারকাময়' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৩৫

সেই যুদ্ধে যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন, সেই সকল দেবতা ও তুষিতনামক দেবগণ আদিদেব সনাতন ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ৩৬

তখন পিতামহ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্যকে ও রুদ্রশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে নিবারিত করিলেন এবং বৃহস্পতির হস্তে তারাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ৩৭

তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া বৃহস্পতি বলিলেন—আমার ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা আহিত গর্ভ কোন প্রকারেই ধারণ করা উচিত নয়। ৩৮

তখন তারা অযোগ্য স্থানে শরবনে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান তেজস্বী দস্যুহন্তা পুত্রকে প্রসব করিলেন। শ্রীমান্ ঐ কুমার উৎপন্ন হইবামাত্র স্বীয় দেহকান্তিতে দেবগণের তেজ নিষ্প্রভ করিয়া দিলেন। তখন দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে বলিলেন ॥৩৯-৪০

সত্য কথা বল, এই পুত্র চন্দ্রের ? অথবা বৃহস্পতির ? কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইয়াও সে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন দস্যুহন্তা ঐ কুমার তারাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মা তারাকে ঐ সন্দেহ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৪১-৪২

তারে ! এবিষয়ে যাহা সত্য, তাহা তুমি বল। এই পুত্র কাহার ? তখন তারা কৃতাঞ্জলি হইয়া শক্তিমান্ বরদাতা ব্রহ্মাকে বলিলেন ॥৪৩

এই পুত্র চন্দ্রমার। তখন গর্ভধাতা প্রজাপতি চন্দ্রমা ঐ মহাত্মা দস্যুহন্তা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সেই বুদ্ধিমান্ পুত্রের 'বুধ' এই নাম রাখিলেন। বুধ যখন আকাশে উদিত হয়, তখন প্রতিকূল—উৎপাত উপস্থিত হয়। ৪৪-৪৫

রাজপুত্রী ইলা ঐ বুধের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঐ বুধপুত্র ইলাসুতই হইলেন মহারাজ পুরূরবা ॥৪৬

উর্ব্বশ্যাং জজ্ঞিরে যস্য পুত্রাঃ সপ্ত মহাবলঃ।
প্রসহ্য ধর্ষিতস্তত্র সোমো বৈ রাজযক্ষ্মণা ॥ ৪৭
ততো যক্ষ্মাভিভূতস্য সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ
জগাম শরণার্থায় পিতরং সোঽত্রিমেব তু ॥
তস্য তত্তাপশমনং চকারাত্রির্মহাতপাঃ।
স রাজযক্ষ্মণা মুক্তঃ শ্রিয়া জজ্বাল সর্ব্বতঃ ॥ ৪৯

মহাত্মা পুরূরবার উর্ব্বশীগর্ভে সাতটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এদিকে চন্দ্রমাকে রাজযক্ষ্মারোগ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল ॥ ৪৭

অনন্তর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডল ক্ষীণ হইতে থাকায় শরণ লইবার জন্য তিনি নিজ পিতা অত্রির নিকট গমন করিলেন ॥ ৪৮

মহাতপাঃ অত্রি তাঁহার সন্তাপ উপশম করিলেন। তখন চন্দ্রমা রাজযক্ষ্মারোগ-মুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৯

এবং সোমস্য বৈ জন্ম কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্
বংশমস্য মহারাজ কীর্ত্যমানঞ্চ মে শৃণু ॥ ৫০
ধন্যমারোগ্যমায়ুষ্যং পুণ্যং সন্তানসাধনম্।
সোমস্য জন্ম শ্রুত্বৈব পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি সোমোৎপত্তিকথনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

মহারাজ! এইভাবে আমি তোমার নিকট চন্দ্রমার কীর্ত্তিবর্দ্ধক জন্মকথা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে চন্দ্রের বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫০

মনুষ্য চন্দ্রমার জন্মকথা শুনিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই কথা ধন, আরোগ্য, আয়ু ও পুণ্য দান করে, এই কথা শ্রবণকারীর সংকল্প সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫১

[শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে সোমোৎপত্তি-কথনবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।]

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়।

[মহারাজস্য পুরূরবসশ্চরিত্রস্য বংশস্য চ বর্ণনম্, পুরূরবসস্তেত্রাগ্নিং বিরচয্য গন্ধর্বলোকগমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বুধস্য তু মহারাজ বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরূরবাঃ।
তেজস্বী দানশীলশ্চ যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ১
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তঃ সক্রতির্যুধি দুর্জ্জয়ঃ।
আহর্ত্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্ঞানাঞ্চ মহীপতিঃ ॥ ২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ কামাঃ সংবৃতমৈথুনঃ
অভাব ত্রিষু লোকেষু যশসাপ্রতিমস্তদা ॥ ৩
তং ব্রহ্মবাদিনং ক্ষান্তং ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্
উর্ব্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥ ৪

ষট্‌বিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ পুরূরবার চরিত্র ও বংশ বর্ণন এবং ত্রেতাগ্নিকে চয়ন করিয়া পুরূরবার গন্ধর্বলোকে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! বুধের বিদ্বান্ পুত্র পুরূরবা তেজস্বী, দানশীল, যজ্ঞকর্ত্তা, বহুদক্ষিণাদাতা, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রমশালী, যুদ্ধে সকলের দ্বারা অপরাজিত, অগ্নিহোত্রকারী ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ছিলেন ॥ ১-২

পুরূরবা সত্যবাদী, পুণ্যমতি সকলের প্রিয়, সংবৃতমৈথুন ও লোকে অনুপম যশস্বী ছিলেন ॥ ৩

যশস্বিনী উর্ব্বশী দেবত্বের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবাদী ক্ষমাশীল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী পুরূরবাকে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪

তয়া সহাবসদ্ রাজা বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ।
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ চাষ্টৌ চ ভারত ॥ ৫
বনে চৈত্ররথে রম্যে তথা মন্দাকিনীতটে।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥ ৬
উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মনোরথফলদ্রুমান্।
গন্ধমাদনপাদেষু মেরুপৃষ্ঠে তথোত্তরে ॥ ৭
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাচরিতেষু চ।
উর্ব্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥ ৮

ভারত! রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত রমণীয় চৈত্ররথবনে দশ বৎসর, মন্দাকিনীতটে পাঁচ বৎসর, অলকাপুরীতে পাঁচ বৎসর, বদরিকাশ্রমে ছয় বৎসর, শ্রেষ্ঠ বনে নন্দনে সাত বৎসর, মনোরথ-ফলদাতৃবৃক্ষ-পরিবৃত উত্তরকুরুদেশে আট বৎসর, গন্ধমাদনপর্ব্বততটে দশ বৎসর ও উত্তরমেরু পর্ব্বতে আট বৎসর বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৫-৭

দেবসেবিত এই সকল শ্রেষ্ঠ বনে রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত পরমানন্দে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৮

দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে।
রাজাঙ্ক কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯
তস্য পুত্রা বভূবুস্তে সপ্ত দেবসুতোপমাঃ।
দিবি জাতা মহাত্মান আয়ুর্মানমাবসুঃ ॥ ১০
বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ুশ্চ তথাপরঃ।
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ শতায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ ॥ ১১

জনমেজয় উবাচ।

গান্ধর্বী চোর্ব্বশী দেবী রাজানং মানুষং কথম্
দেবানুৎসৃজ্য সম্প্রাপ্তা তন্নো ব্রূহি বহুশ্রুত ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মশাপাভিভূতা সা মানুষং সমপদ্যত।
ঐলং তু সা বরারোহা সময়াৎ সমুপস্থিতা ॥ ১৩
আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং সময়ং সা চকার হ।
অনগ্নদর্শনং চৈব সকামায়াঞ্চ মৈথুনম্ ॥ ১৪
দ্বৌ মেষৌ শয়নাভ্যাশে সদা বদ্ধৌ চ তিষ্ঠতঃ।
ঘৃতমাত্রো তথাহারঃ কালমেকং তু পার্থিব ॥ ১৫

পৃথিবীপতি পুরূরবা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত পুণ্যময় দেশ প্রয়াগে রাজা পালন করিতেন। ১

স্বর্গে দেবপুত্র-তুল্য সাত জন মহাবল পুত্র রাজার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম—আয়ু, ধীমান্ অমাবসু, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। ১০-১১

জনমেজয় বলিলেন—বহুশ্রুত! উর্ব্বশী দেবী গান্ধর্বী (অপ্সরা) দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইলেন? তাহা আমাকে বলুন। ১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মশাপের জন্য উর্ব্বশীকে মনুষ্যলোকে আসিতে হইয়াছিল। সুন্দররাজী উর্ব্বশী কয়েকটি নিয়ম স্বীকার করাতে রাজার নিকটে আসিয়াছিলেন। ১৩

রাজন্! উর্ব্বশী নিজের শাপমুক্তির জন্য এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহারাজ! আমি নগ্ন পুরুষকে দেখিব না। আমি সকামা হইলে মৈথুন করা চলিবে। আমার শয়নের নিকট এই দুইটি মেষ বদ্ধ থাকিবে এবং আমি অহোরাত্রে একবার মাত্র ঘৃতই আহার করিব। ১৪-১৫

রাজন্! যতদিন তুমি এই নিয়মগুলি দৃঢ়ভাবে পালন করিতে থাকিবে, ততদিন আমি তোমার নিকট বাস করিব, আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি। ১৬

যদোব সময়ো রাজন্ যাবৎকালঞ্চ তে দৃঢ়ঃ।
তাবৎকালং তু বৎস্যামি ত্বত্তঃ সময় এষ নঃ ॥ ১৬
তস্যাস্তঃ সময়ং সর্বে স রাজা সমপালয়ৎ।
এবং সা বসতে তত্র পুরূরবসি ভামিনী ॥ ১৭
বর্ষাণ্যেকোনষষ্টিস্তু তৎসক্তা শাপমোহিতা।
উর্ব্বশ্যাং মানুষস্যায়াং গন্ধর্বাশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ১৮

গন্ধর্বা ঊচুঃ।

চিন্তয়ধ্বং মহাভাগা যথা সা তু বরাঙ্গনা।
সমাগচ্ছেৎ পুনর্দেবানুর্ব্বশী স্বর্গভূষণম্ ॥ ১৯
ততো বিশ্বাবসুর্নাম তত্রাহ বদতাং বরঃ।
ময়া তু সময়স্তাভ্যাং ক্রিয়মাণঃ শ্রুতঃ পুরা ॥ ২০
যদুৎক্রান্তসময়ং সা বৈ রাজানং ত্যক্ষ্যতে যথা।
তদহং বেদনাশেন যথা তেনস্যতামৈ নৃপঃ ॥ ২১
সসহায়ো গমিষ্যামি যুষ্মাকং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
এবমুক্ত্বা গতস্তত্র প্রতিষ্ঠানং মহাযশাঃ ॥ ২২
নিশায়ামথ চাগম্য মেষমেকং জহার সঃ।
মাতৃবৎ বর্ত্ততে সা তু মেষয়োশ্চারুহাসিনী ॥ ২৩

রাজা পুরূরবা তাঁহার সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ শ্রেষ্ঠা অপ্সরা পুরূরবার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ১৭

শাপমোহিতা উর্ব্বশী পুরূরবাতে আসক্তা হইয়া উনষাট্‌বৎসর মর্ত্যলোকে বাস করিল। তখন উর্ব্বশীর মনুষ্যলোকে থাকাতে গন্ধর্বগণ চিন্তিত হইলেন। ১৮

গন্ধর্বগণ বলিলেন—স্বর্গভূষণ উর্ব্বশী কিভাবে স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, আপনারা সে বিষয়ে চিন্তা করুন। ১৯

তখন বিশ্বাবসু নামক একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিলেন—পুরূরবা ও উর্ব্বশী দুজনে যে নিয়ম করিয়াছে, তাহা আমি শুনিয়াছি। ২০

রাজা নিয়ম ভঙ্গ করিলে উর্ব্বশী রাজাকে যেভাবে ত্যাগ করিবে, রাজা কিভাবে নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানি। ২১

তোমাদের কার্য্যসিদ্ধিতে আমি সহায়ক হইব। এইরূপ বলিয়া ঐ মহাযশস্বী গন্ধর্ব প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগে) গমন করিলেন। ২২

তিনি রাত্রিকালে রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া একটি মেষকে অপহরণ করিলেন। চারুহাসিনী উর্ব্বশী মেষ দুটির প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। ২৩

গন্ধর্ব্বাগমনং শ্রুত্বা শাপান্তঞ্চ যশস্বিনী
রাজানমব্রবীৎ তত্র পুত্রো মেঽস্ত্বিয়তেতি সা ॥ ২৪
এবমুক্তো বিনিশ্চিত্য নগ্নো নৈবোপতিষ্ঠত।
নগ্নং মাং দ্রক্ষ্যতে দেবী সময়ো বিদিতো ভবেৎ ॥ ২৫
ততো দুষ্টস্তু গন্ধর্ব্বো দ্বিতীয়ং মেষমাদদৎ।
দ্বিতীয়ে তু হৃতে মেষে ঐলঃ দেবাব্রবীদিদম্ ॥ ২৬
পুত্রো মেঽপহৃতো রাজন্নাথায়া ইব প্রভো।
এবমুক্তস্তথোত্থায় নগ্নো রাজা প্রধাবিতঃ ॥ ২৭
মেষয়োঃ পদমন্বিচ্ছন্ গন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যুদপাদি।
উৎপাদিতা সুমহতী যয়ৌ তদ্ভবনং মহৎ ॥ ২৮
প্রকাশিতং বৈ সহসা ততো নগ্নমবৈক্ষত।
নগ্নং দৃষ্ট্বা তিরোভূতা সাপত্ন্যা কামরূপিণী ॥ ২৯
উৎসৃষ্টাবুরণৌ দৃষ্ট্বা রাজা গৃহ্যাগতো গৃহে।
অপশ্যন্নুর্বশীং তত্র বিললাপ দুঃখিতঃ ॥ ৩০
চচার পৃথিবীং সর্ব্বাং নার্গমাণ ইতস্ততঃ।
অথাপশ্যৎ স তং রাজা কুরুক্ষেত্রে মহাবলঃ ॥ ৩১

ব্রহ্মতীর্থে পুষ্করিণ্যাং হৈমবত্যাং সমাপ্লুতাম্।
ক্রীড়ন্তীমপ্সরোভিশ্চ পঞ্চভিঃ সহ শোভনাম্ ॥ ৩২
তাং ক্রীড়ন্তীং ততো দৃষ্ট্বা বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
সা চাপি তত্র তং দৃষ্ট্বা রাজানমবিদূরতঃ ॥ ৩৩
উর্ব্বশী তাঃ সখীঃ প্রাহ স এষ পুরুষোত্তমঃ।
যস্মিন্নহনবাৎসং বৈ দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥ ৩৪
সমাবিগ্নাস্তু তাঃ সর্ব্বাঃ পুনরেব মহাদ্রিপঃ।
জায়ে হ তিষ্ঠ মনসা ঘোরে বচসি তিষ্ঠ হ ॥ ৩৫
এবমাদীনি সূক্তানি পরস্পরমভাষত।
উর্ব্বশী চাব্রবীদৈলং সগর্ভাহং ত্বয়া প্রভো ॥৩৬
সংবৎসরাৎ কুমারাস্তে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ
নিশামেকাঞ্চ নৃপতে নিবৎস্যসি ময়া সহ ॥ ৩৭
হৃষ্টো জগাম রাজানঃ স্বপুরং তু মহাযশাঃ।
গতে সংবৎসরে ভূয় উর্ব্বশী পুনরাগমৎ ॥ ৩৮
উষিতশ্চ তয়া সার্দ্ধমেকরাত্রং মহাযশাঃ।
উর্ব্বশ্যুবাচ্যব্রবীদৈলং গন্ধর্ব্বা বরদাস্তব ॥ ৩৯

যশস্বিনী উর্বশী গন্ধর্বের আগমন শুনিয়া ও শাপের অন্তকাল আগত বুঝিয়া রাজাকে বলিলেন—আমার একটি পালিত পুত্র অপহৃত হইয়াছে। ২৪

এইরূপ বলিলেও নগ্ন রাজা এইরূপ বিচার করিয়া সভা হইতে উঠিলেন না যে, দেবী যদি আমাকে নগ্ন অবস্থায় দেখে, তাহা হইলে নিয়ম মিথ্যা হইয়া যাইবে। ২৫

অনন্তর গন্ধর্বগণ পুনর্বার দ্বিতীয় মেষটিকে অপহরণ করিলেন। দ্বিতীয় মেষ অপহৃত হইলে উর্বশী পুরূরবাকে বলিলেন। ২৬

শক্তিধর! রাজন্! অনাথা স্ত্রীর মত আমার পুত্রদ্বয় অপহৃত হইল। উর্বশী এইরূপ বলিলে পর নগ্ন রাজা উঠিয়া মেষদ্বয়ের পদচিহ্নানুসারে ধাবিত হইলেন। ঐ সময় গন্ধর্বগণ প্রভূত বিদ্যুৎ প্রকাশিত করিলেন, তাহার দ্বারা রাজভবন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তখন উর্বশী রাজাকে নগ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ২৭-২৯

এদিকে রাজা গন্ধর্বপরিত্যক্ত মেষদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদিগকে লইয়া গৃহে আসিলেন। কিন্তু উর্বশীকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩০

তিনি উর্বশীকে খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মহাবল পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মতীর্থের হৈমবতী নাম পুষ্করিণীতে পাঁচজন অপ্সরার সহিত জলমধ্যে ক্রীড়ারতা সুন্দরী উর্বশীকে দেখিতে পাইলেন। ৩১-৩২

ক্রীড়ারতা উর্বশীকে দেখিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। উর্বশী অদূরে রাজাকে দেখিয়া সখীগণকে বলিলেন—এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাহার নিকটে আমি বাস করিয়াছিলাম, এইরূপ বলিয়া রাজাকে দেখাইলেন। ৩৩-৩৪

রাজাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ উদ্বিগ্ন হইল। রাজা তখন বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয়ে! একটু দাঁড়াও। কটুবাক্য বলিও না। একটু অপেক্ষা কর। নিজের কথায় দৃঢ় থাক ইত্যাদি সূক্ত পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন। উর্বশী রাজাকে বলিলেন, —হে রাজা! আমি তোমার দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছি। ৩৫-৩৬

রাজন্! এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এক বৎসর পরে তোমার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি প্রতিবৎসর এক রাত্রি আমার সহিত বাস করিতে পারিবে। ৩৭

তখন মহাযশস্বী রাজা আনন্দিত হইয়া স্বপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। একবৎসর অতীত হইলে উর্বশী রাজার নিকটে পুনর্বার আগমন করিলেন। ৩৮

তখন মহাযশস্বী রাজা উর্বশীর সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। অনন্তর উর্বশী বলিলেন—গন্ধর্বগণ তোমাকে বর দিতে ইচ্ছুক। ৩৯

তান্ বৃণীষ্ব মহারাজ ত্রিষু চৈনাংস্ত্বমেব হি।
বৃণীষ্ব সমতাং রাজন্ গন্ধর্বাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪০
উবাচৈনাংস্ততো বব্রে গন্ধর্বাংশ্চ তথাস্ত্বিতি
পুরূরিহাগ্নিনা স্থালীং গন্ধর্বাশ্চ তমব্রুবন্ ॥ ৪১
অনেনেষ্ট্বা চ লোকান্নঃ প্রাপ্স্যসি ত্বং নরাধিপ।
তানাদায় কুমারাংস্তু নগরায়োপচক্রমে ॥ ৪২
নিক্ষিপ্যাগ্নিমরণ্যে তু সপুত্রস্তু গৃহং যযৌ।
স ত্রেতাগ্নিং তু নাপশ্যদশ্বত্থং তত্র দৃষ্টবান্ ॥ ৪৩
শমীজাতন্তু তং দৃষ্ট্বা অশ্বত্থং বিস্মিতস্তদা।
গন্ধর্বেভ্যস্তদাশংসদগ্নিনাশং ততস্তু সঃ ॥ ৪৪
শ্রুত্বা তমর্থমখিলমরণীন্তু সমাদিশন্।
অশ্বত্থাদরণীং কৃত্বা মথিত্বাগ্নিং যথাবিধি ॥ ৪৫
মথিত্বাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা অযজৎ স নরাধিপঃ।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্হবির্ভৈর্গতস্তেষাং সলোকতাম্ ॥ ৪৬
গন্ধর্বেভ্যো বরং লব্ধ্বা ত্রেতাগ্নিং সমকারয়ৎ।
একোঽগ্নিঃ পূর্ব্বমেবাসীদৈলস্ত্রেতাস্তকারয়ৎ ॥ ৪৭
এবংপ্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসত্তম।
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে ॥ ৪৮
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ঐলোৎপত্তির্নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

মহারাজ! তুমি তাহাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। তাহাদিগকে বল, রাজন্! তুমি মহাত্মা গন্ধর্বগণের সমানতা রূপ প্রার্থনা কর ॥ ৪০

পুরূরবা তথাস্তু বলিয়া গন্ধর্বগণের নিকট প্রার্থনা করিলে গন্ধর্বগণ বলিলেন, 'তথাস্তু'। তাহার পর একটী পাত্রে অগ্নি পূর্ণ করিয়া রাজাকে দিয়া বলিলেন—রাজন্! এই অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া তুমি আমাদের লোকে আসিতে পারিবে! তখন রাজা উর্বশী গর্ভজাত পুত্রগণকে লইয়া নগরে গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪১-৪২

পথিমধ্যে রাজা বনের ভিতর অগ্নিকে রাখিয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে বনে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে অগ্নিকে দেখিতে পাইলেন না। সেইস্থানে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলেন ॥৪৩

তখন শমীজাত অশ্বত্থকে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং অগ্নি-নাশের কথা গন্ধর্বগণকে বলিলেন ॥ ৪৪

গন্ধর্বগণ সকল কথা শুনিয়া রাজাকে বলিলেন,—তুমি অশ্বত্থ হইতে অরণি নির্মাণ করিয়া যথাবিধি অরণিমন্থন করিয়া অগ্নি উৎপন্ন কর। রাজা ঐ ভাবে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া এবং ঐ অগ্নিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ করিলেন। ঐ অগ্নির দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া রাজা গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥৪৫-৪৬

রাজা গন্ধর্বগণের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া ত্রেতাগ্নি করিল। পূর্বে অগ্নি একই ছিল। পুরূরবা তিনভাগে বিভক্ত করিলেন ॥৪৭

নরশ্রেষ্ঠ! পুরূরবার এইরূপ প্রভাব ছিল। পৃথিবীপতি পুরূরবা অতিযশস্বী হইয়া মহর্ষিগণ-প্রশংসিত পুণ্যতম দেশে গঙ্গাতীরে প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজা করিয়াছিল ॥ ৪৮-৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ইলাপুত্র পুরূরবার উৎপত্তিনামক ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পুরূরবসো দ্বিতীয়-পুত্রস্যামাবসোর্বংশবর্ণনম্, বিশ্বামিত্রস্য পরশুরামস্য চোৎপত্তিকথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঐলপুত্রা বভূবুস্তে সর্বে দেবসুতোপমাঃ।
নিধি জ্ঞাত্বা মহাংস্থান আয়ুধীনানমাবসুঃ॥ ১
বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ুশ্চ তথাপরঃ
দৃঢ়ায়ুশ্চ বনায়ুশ্চ শতায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ॥ ২
অমাবসোশ্চ দায়াদো ভীমো রাজাথ নগ্নজিৎ।
শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎ কাঞ্চনপ্রভঃ॥
বিদ্বাংস্তু কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোঽভূন্মহাবলঃ॥ ৩
সৌহিত্রিরভবজ্জহ্নুঃ কেশিন্যা গর্ভসম্ভবঃ।
আজহ্রে যো মহৎ সত্রং সর্বমেধমহামখম্॥ ৪
পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেঽভিসসার হ।
নেচ্ছতঃ প্রাবয়ামাস তস্য গঙ্গাঞ্চ তৎসদঃ॥
স তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ॥ ৫
সৌহিত্রিরব্রবীদ্ গঙ্গা ক্রুদ্ধো ভরতসত্তম॥ ৬
এষ তে বিফলং যত্ন পিবন্তুঃ কলোম্যহম্।
অস্য গঙ্গেঽবলেপস্য সদাঃ ফলমবাপ্নুহি॥ ৭
রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
উপনিন্যুর্মহাভাগাং দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্॥ ৮
যুবনাশ্বস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ
যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গাস্নেহেন বিনির্ম্মমে॥
কাবেরীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং জহ্নোর্ভার্য্যামনিন্দিতাম্॥ ৯
জহ্নুস্তু দয়িতং পুত্রং সুনহং নাম ধার্ম্মিকম্।
কাবের্য্যাং জনয়ামাস অজকস্তস্য চাত্মজঃ॥ ১০
অজকস্য তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহীপতিঃ।
বভূব মৃগয়াশীলঃ কুশস্তস্যাত্মজোঽভবৎ॥ ১১
কুশপুত্রা বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্চসঃ।
কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাশ্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা॥ ১২
পল্লবৈঃ সহ সংবৃদ্ধিং রাজা বনচরৈস্তদা।
কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমপ্রভম্॥
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান্॥ ১৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[পুরূরবার দ্বিতীয় পুত্র অমাবসুর বংশ বর্ণন এবং বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের উৎপত্তিকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পুরূরবার পুত্রগণ সকলেই দেবপুত্র-তুল্য। তাহারা স্বর্গে উর্ব্বশীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মহাত্মা হইয়াছিল। তাহাদের নাম—আয়ু, ধীমান্ অমাবসু, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু। ১-২

অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ। ভীমের পুত্র শ্রীমান্ রাজা কাঞ্চনপ্রভ। কাঞ্চনের পুত্র বিদ্বান্ ও মহাবলশালী সুহোত্র। ৩

কেশিনীর গর্ভজাত সুহোত্র-পুত্র জহ্নু। তিনি সর্বমেধনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৪

গঙ্গাদেবী পতিপ্রাপ্তির লোভে যাঁহার নিকট অভিসার করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞস্থানকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। ভরতসত্তম! তখন সুহোত্রের পুত্র জহ্নু স্বীয় যজ্ঞস্থান গঙ্গা কর্তৃক প্লাবিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫-৬

গঙ্গে! তোমার সকল জল পান করিয়া আমি তোমার দর্প বিফল করিব। তুমি নিজের অভিমানের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হও। ৭

অনন্তর ঐ রাজর্ষি গঙ্গাকে পান করিলে পর তাহা দেখিয়া মহর্ষিগণ মহাভাগা গঙ্গার রাজর্ষির কন্যারূপে জাহ্নবী নাম করণ করিলেন। ৮

জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্বের অভিশাপে গঙ্গা স্বীয় অর্দ্ধের দ্বারা কাবেরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নদীশ্রেষ্ঠা অনিন্দিতা কাবেরী জহ্নুর পত্নী হইয়াছিল। ৯

জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সুনহনামক ধার্ম্মিক পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সুনহের পুত্র অজক। ১০

অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব। বলাকাশ্ব মৃগয়াশীল ছিল। তাহার পুত্র কুশ। ১১

কুশের চারিজন পুত্র হইয়াছিল। তাহারা দেব-সমান তেজস্বী। তাহাদের নাম কুশিক কুশনাভ, কুশাশ্ব ও মূর্ত্তিমান্। ১২

রাজা কুশিক বনচর পল্লবগণের সহিত বন্ধু হইয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী পুত্র পাইবার ইচ্ছায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া নিজে পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইলেন। ১৩

পূর্ণে বর্ষসহস্রে বৈ তং তু শক্রো ন্যপদ্যত ।
অত্যুগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥ ১৪
সমর্থঃ পুত্রজননে স্বমেবাংশমবাসরৎ ।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স দেবেন্দ্রঃ সুরোত্তমঃ ॥ ১৫
স গাধিরভবদ্ রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্ ।
পৌরকুৎস্যাভবদ্ ভার্য্যা গাধিস্তস্যামজায়ত ॥ ১৬
গাধেঃ কন্যা মহাভাগা নাম্না সত্যবতী শুভা ।
তাং গাধির্ভৃগুপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥ ১৭
তস্যাঃ প্রীতোঽভবদ্ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ ।
পুত্রার্থং কারয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥ ১৮
উবাচাহূয় তাং ভর্ত্তা ঋচীকো ভার্গবস্তদা ।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা স্বয়ং তব ॥ ১৯
তস্যাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
অন্যেষাং ক্ষত্রিয়ৈর্লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥ ২০
তবাপি পুত্রং কল্যাণি ধৃতিমন্তং তপোনিধিম্ ।
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥ ২১

এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ ।
তপস্যভিরতো নিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ॥ ২২
গাধিঃ সদারস্তু তদা ঋচীকাবাসনভ্যগাৎ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং জনেশ্বরঃ ॥ ২৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তদ্ ঋষেঃ সত্যবতী তদা ।
চরুনাদায় বক্ত্রেন সা তু মাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৪
মাতা ব্যত্যস্য দৈবেন তৎক্ষিপ্রে স্বং চরুং দদৌ ।
তস্যাশ্চরুনখাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥ ২৫
অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা ।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৬
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যুপপদ্য চ ।
তামব্রবীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বাং ভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ২৭
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা ।
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাতিদারুণঃ ॥ ২৮
ভ্রাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ।
বিদ্ধং হি ব্রহ্মতপসা ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ॥ ২৯

রাজা কুশিকের সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে সহস্রনেত্র পুরন্দর ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং উগ্র তপস্যারত কুশিককে পুত্র-জননে সমর্থ বুঝিয়া তাঁহার মধ্যে নিজের অংশ প্রবিষ্ট করাইলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র-পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪-১৫

মঘবান্ ইন্দ্র স্বয়ং কুশিকের পুত্র গাধি হইলেন। কুশিকের পত্নী পুরুকুৎসের কন্যা। তাহার গর্ভে গাধির উৎপত্তি হইল ॥১৬

গাধির মহাভাগাবতী মঙ্গলময়ী কন্যার নাম সত্যবতী। গাধি ভৃগুপুত্র ঋচীককে কন্যাদান করিয়াছিলেন ॥ ১৭

সত্যবতীর পতি ভৃগুবংশীয় ঋচীক নিজ পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার ও গাধির পুত্র লাভের জন্য চরু প্রস্তুত করিলেন ॥১৮

সত্যবতীর পতি ভৃগুবংশীয় ঋচীক নিজ পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, এই চরু তুমি গ্রহণ করিবে এবং অপর চরুটি তোমার মাতাকে গ্রহণ করিতে বলিবে ॥ ১৯

তোমার মাতার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়গণের অপরাজেয় শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের পরাভবকারী ও দীপ্তিমান্ হইবে ॥ ২০

কল্যাণি। এই চরু তোমার পুত্রকে ধৈর্য্যবান্, তপস্বী, শান্ত-স্বভাব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিবে ॥ ২১

নিজ পত্নীকে এইরূপ বলিয়া তপস্যায় সর্ব্বদা নিরত ভৃগুনন্দন ঋচীক বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২

এমন সময় রাজা গাধি নিজ ভার্য্যার সহিত তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কন্যা কে দেখিবার জন্য ঋচীকের আশ্রমে আসিলেন ॥ ২৩

তখন সত্যবতী ঋচীক ঋষি-প্রদত্ত চরু দুইটি লইয়া যত্নের সহিত নিজ মাতাকে প্রদান করিলেন ॥ ২৪

মাতা দৈববশতঃ ঐ চরু পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজের চরুটি কন্যাকে প্রদান করিলেন। অজ্ঞানবশতঃ কন্যার চরুটি নিজে আত্মসাৎ করিলেন ॥ ২৫

অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়-নাশকারী গর্ভধারণ করিলেন। তিনি নিজ দীপ্ত শরীরের দ্বারা ঘোররূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৬

তাঁহাকে দেখিয়া ঋচীক যোগবলে সকল ঘটনা বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঐ ঋষি বীর সুন্দরী ভার্য্যাকে বলিলেন ॥ ২৭

ভদ্রে! তুমি নিজ জননীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ। চরু পরিবর্ত্তনের জন্য তোমার পুত্র অতিদারুণ নিষ্ঠুরকার্য্যকারী হইবে এবং তোমার ভ্রাতা তপস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে। আমি তপস্যার দ্বারা ঐ চরুতে ব্রহ্মতেজ সংক্রামিত করিয়াছিলাম ॥ ২৮-২৯

এবমুক্তা মহাভাগা ভর্ত্রা সত্যবতী তদা।
প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ ॥
ব্রাহ্মণাপসদস্তত্র ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩০
নৈষ সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্বিতি।
উগ্রকর্ম্মা ভবেৎ পুত্রঃ পিতুর্মাতুশ্চ কারণাৎ।
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাব্রবীদিদম্ ॥ ৩১
ইচ্ছন্ লোকানপি মুনে সৃজেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্।
শমাত্মকমৃজুং হ্যং মে পুত্রং দাতুমিহার্হসি ॥ ৩২
কামমেবংবিধঃ পৌত্রো মম স্যাত্তব চ প্রভো।
যদ্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুমেতদ্ দ্বিজোত্তম ॥৩৩
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাস্তপসো বলাৎ।
ভদ্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে চ বরবর্ণিনী ॥
ত্বয়া যদুক্তং বচনং তথা ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥৩৪
ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্।
তপদ্যাভিরতং দান্তং জমদগ্নিং শমাত্মকম্ ॥ ৩৫

ঋচীক এইরূপ বলিলে পর মহাভাগাবতী সত্যবতী পতিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার পুত্র ঐরূপ ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মণ না হয়। তখন ঋষি বলিলেন ॥ ৩০

ভদ্রে! আমি ঐরূপ সঙ্কল্প করি নাই যে, আমাদের পুত্র ঐরূপ হউক। পিতামাতার জন্যই পুত্র উগ্রকর্মকারী হইয়া থাকে। ইহাতে তোমার অসাবধানতাই কারণ। ঋষি এইরূপ বলিলে পর সত্যবতী পুনর্বার বলিলেন ॥ ৩১

মুনিবর! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পারেন। একটি পুত্র সৃষ্টি করা আপনার নিকট এমন কি কথা? আপনি আমাকে শান্তস্বভাব সরলপ্রকৃতি একটি পুত্র প্রদান করুন ॥ ৩২

প্রভো! ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য! যদি আপনি পূর্ব্ব সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে আপনার ও আমার পৌত্র যেন ঐরূপ হয় ॥ ৩৩

তখন ঋষি নিজ তপস্যাপ্রভাবে সত্যবতীকে অনুগ্রহ করিলেন এবং বলিলেন—ভদ্রে! সুন্দরি! আমি পুত্রে ও পৌত্রে কোনরূপ প্রভেদ বুঝি না, সুতরাং তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই হইবে ॥ ৩৪

তাহারপর সত্যবতী ভৃগুবংশীয় তপস্যারত সংযত স্বভাবসম্পন্ন ঋচীককে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ৩৫

ভৃগোশ্চক্রবিপর্য্যাসে রৌদ্র-বৈষ্ণবয়োঃ পুরা।
রজনাদ্ বৈষ্ণবেঽধ্যংশে জমদগ্নিরজায়ত ॥ ৩৬
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্ম্মপরায়ণা।
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী ॥ ৩৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ।
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ॥ ৩৮
রেণুকায়াং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ।
ঋচীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সুদারুণম্ ॥ ৩৯
সর্ব্ববিদ্যাব্রতগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৪০
ঔর্ব্বস্যৈবমৃচীকস্য সত্যবত্যাঃ মহাযশাঃ।
জমদগ্নিস্তপোবীর্য্যাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ৪১
মধ্যমশ্চ শুনঃশেপঃ শুনঃপুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ।
বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং প্রাপ্তঃ কুশিকনন্দনঃ ॥ ৪২
জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিদ্যাশমাত্মকম্।
প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোঽয়ং সপ্তর্ষিতাং গতঃ ॥ ৪৩

ঋচীক প্রাচীনকালে রুদ্র ও বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। ঐ দেবতাদ্বয়ের শক্তিযুক্ত চক্রের বিপর্য্যয়ে বৈষ্ণব-চক্রের অংশে জমদগ্নির জন্ম হইল ॥ ৩৬

সত্যধর্মপরায়ণা পুণ্যশীলা সত্যবতী কৌশিকীনাম্নী মহানদী হইয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৩৭

ইক্ষ্বাকুবংশজাত রেণুনামক একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার মহাভাগ্যবতী কন্যা রেণুকা। ঐ কন্যা কামলী নামেও পরিচিত ছিল ॥ ৩৮

ঐ কামলী রেণুকার গর্ভে ঋচীকপুত্র তপস্বী বিদ্বান্ জমদগ্নি অতিদারুণ পরশুরামকে জন্ম দিলেন। ঐ পরশুরাম সর্ববিদ্যা-পারগত ধনুর্বেদনিপুণ প্রজ্বলিত অগ্নির মত ও ক্ষত্রিয়বংশের নিহন্তা ॥ ৩৯-৪০

এইভাবে ঔর্বনামে প্রসিদ্ধ ঋচীকের তপস্যাপ্রভাবে সত্যবতীর গর্ভে মহাযশস্বী ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪১

ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ। এদিকে কুশিকনন্দন মহারাজ গাধি বিশ্বামিত্রকে উৎপন্ন করিলেন। বিশ্বামিত্র তপস্বী, বিদ্বান্ ও শান্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষিগণের সমতা প্রাপ্ত হইয়া সপ্তর্ষির মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন ॥৪২-৪৩

বিশ্বামিত্রস্য ধর্ম্মাত্মা নদ্যা বিশ্বরথঃ সুতঃ
জজ্ঞে কৃশাশ্বপ্রসাদেন কৌশিকান্ বংশবর্দ্ধনঃ ॥
বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৪৫
দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
শালাবত্যাঃ হিরণ্যাক্ষো রেণোর্জজ্ঞেঽথ রেণুমান্ ॥ ৪৬
সাঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।
মধুচ্ছন্দা জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ ॥ ৪৭
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ।
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্ ॥৪৮
পার্শিনো বভ্রুবশ্চৈব ধানঞ্জপ্যাণ্ডথৈব চ।
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাহ্বলাঃ ॥ ৪৯
লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারীষবঃ স্মৃতাঃ।
সৌশ্রুতাঃ কৌশিকা রাজংস্তথান্যে সৈন্ধবায়নাঃ ॥ ৫০
দেবলা রেণবশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যাঘমর্ষণাঃ।
ঔতুম্বরা ছাগিকাতাস্তারকায়নচুচুলাঃ ॥ ৫১
শালাবত্যা হিরণ্যাক্ষাঃ সাঙ্কৃত্যা গালবাস্তথা।
বাহ্যবাহ্যগণিনশ্চান্যে বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৫২
ঋষ্যান্তরবিবাহ্যাশ্চ কৌশিকা বহবঃ স্মৃতাঃ।
পৌরবস্য মহারাজ ঋষের্যৈঃ কৌশিকস্য চ
সম্বন্ধে হ্যপমা বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ ॥ ৫৩
বিশ্বামিত্রাত্মজানাং তু শুনঃশেপোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ।
ভার্গবঃ কৌশিকত্বং হি প্রাপ্তঃ স মুনিসত্তমঃ
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রত্বং শুনঃশেপোঽভবৎ কিল
হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞে তু পশুত্বে বিনিয়োজিতঃ ॥ ৫৫
দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেপো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ।
দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাদ্ দেবরাতস্ততোঽভবৎ ॥ ৫৬
দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ
দৃষদ্বত্যাস্তথাষ্টকঃ ॥ ৫৭
অষ্টকস্য সুতো লৌহিঃ প্রোক্তো জহ্নুগণো নৃপ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বংশমায়োর্মহাত্মনঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি-
মাবসুবংশকীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র বিশ্বরথ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কৃশবংশীয় অষ্টকের কৃপায় নদীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া বংশবর্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি অনেক পুত্র হইয়াছিল। যাহারা ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তুমি আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪৫

দেবশ্রবা, কাত্যায়নগোত্রের প্রবর্ত্তক কতি ও হিরণ্যাক্ষ এই তিন জন শালাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। রেণু-নাম্নী পত্নীর গর্ভে রেণুমান্, সাঙ্কৃতি, গালব মুদ্গলগণ মধুচ্ছন্দা জয় ও দেবল উৎপন্ন হইয়াছিল। অষ্টক (দৃষদ্বতী বা মাধবীর পুত্র) ছিল কচ্ছপ ও হারিত বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিল। কৌশিকবংশজাত এই সকল মহাত্মার এই প্রকার গোত্র প্রসিদ্ধ ছিল ॥ ৪৬-৪৮

রাজন্! পার্শিন, বভ্রু, ধানঞ্জপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাহ্বল, লোহিত, যমদূত, কারীষ, সৌশ্রুত, কৌশিক, সৈন্ধবায়ন, দেবল, রেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, ঔদুম্বর, অভিজাত, তারকায়ন, চুচুল, শালাবত্য, হিরণ্যাক্ষ, সাঙ্কৃত্য, গালব ও বাহ্যবাহ্যি, ইহারা ও অন্যান্য আরও অনেক পুত্র ধীমান্ বিশ্বামিত্রের ছিল ॥ ৪৯-৫২

কৌশিকগোত্র-জাতগণের সংখ্যা অধিক। অন্যান্য ঋষির বংশের সহিত তাঁহারা বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য। মহারাজ! ঋষি পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের বংশে বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছিল। এইজন্য এই বংশ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাহসম্বন্ধের জন্য বিখ্যাত ॥ ৫৩

বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে শুনঃশেপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুনিশ্রেষ্ঠ শুনঃশেপ ভৃগুবংশীয় হইলেও কৌশিকগোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৪

বিশ্বামিত্রের পুত্র শুনঃশেপ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে উপস্থাপিত হইয়াছিল। তখন দেবতাগণ পুনর্বার তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় শুনঃশেপ দেবরাত নামে পরিচিত হইল ॥ ৫৫-৫৬

দেবরাত প্রভৃতি সাতজন বিশ্বামিত্রের শ্রেষ্ঠ পুত্র। অষ্টক বিশ্বামিত্রের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে জন্মিয়াছিল ॥ ৫৭

অষ্টকের পুত্র লৌহি। এইভাবে আমি জহ্নুবংশ বর্ণন করিলাম। অনন্তর মহাত্মা আয়ুর বংশ বর্ণন করিব ॥ ৫৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে অমাবসুবংশকীর্ত্তন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো রজেস্তৎপুত্রাণাঞ্চ চরিত্রবর্ণনম্, স্বস্থানতো ভ্রষ্টস্যেন্দ্রস্য পুনস্তত্র প্রতিষ্ঠা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

আয়ুষঃ পুত্রাস্তথা পঞ্চ সর্ব্বে বীরা মহারথাঃ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াঞ্চ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপ ॥ ১
নহুষঃ প্রথমঃ তেষাং বৃদ্ধশর্ম্মা ততঃ পরম্।
রম্ভো রজিরনেনাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥ ২
রজেঃ পুত্রশতান্যাসন্ পঞ্চ বৈ
রাজেয়নিতি বিখ্যাতং ক্ষত্রমিন্দ্রভয়াবহম্ ॥ ৩
যত্র দেবাসুরে যুদ্ধে সমুৎপন্নে সুদারুণে।
দেবাশ্চৈবাসুরাশ্চৈব পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ৪
আবয়োর্ভগবন্ যুদ্ধে কো বিজেতা ভবিষ্যতি।
ব্রূহি নঃ সর্ব্বভূতেশ শ্রোতুমিচ্ছামি তে বচঃ ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ।

যেষামর্থায় সংগ্রামে রজির্বজ্রায়ুধঃ প্রভুঃ।
যোৎস্যতে তে জয়িষ্যন্তি ত্রীংল্লোকান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬
যতো রজির্জিতস্তত্র শ্রীশ্চ তত্র যতো ধৃতিঃ।
যতো ধৃতিশ্চ শ্রীশ্চৈব ধর্ম্মস্তত্র ততস্তথা ॥ ৭

তে দেব-দানবাঃ প্রীতা দেবেনোক্তা রজের্জয়ে।
অভ্যযুর্জেতুমিচ্ছন্তো বৃত্রানা ভরতর্ষভ ॥ ৮
স হি স্বর্ভানু-দৌহিত্রঃ প্রভায়াং সমপদ্যত।
রাজা পরমতেজস্বী সোমবংশপ্রবর্দ্ধনঃ ॥ ৯
তে হৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে রজিং দেবাশ্চ দানবাঃ।
ঊচুরস্মজ্জয়ায় ত্বং গৃহাণ বরকার্ম্মুকম্ ॥ ১০
অথোবাচ রজিস্তত্র তয়োর্বৈ দেব-দৈত্যয়োঃ।
স্বার্থজ্ঞঃ স্বার্থমুদ্দিশ্য যশঃ স্বঞ্চ প্রকাশয়ন্ ॥ ১১

রজিরুবাচ।

যদি দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্ জিত্বা শক্রপুরোগমাঃ।
ইন্দ্রো ভবামি ধর্ম্মেণ ততো যোৎস্যামি সংযুগে ॥ ১২
দেবাঃ প্রথমতো ভূয়ঃ প্রত্যূচুর্হৃষ্টমানসাঃ।
এবং যথেষ্টং নৃপতে কামঃ সম্পদ্যতাং তব ॥ ১৩
শ্রুত্বা সুরগণানাং তু বাক্যং রাজা রজিস্তদা।
পপ্রচ্ছাসুরমুখ্যাংস্তু যথা দেবানপৃচ্ছতঃ ॥ ১৪

অষ্টবিংশ অধ্যায়

[রাজা রজি ও তৎপুত্রগণের চরিত্রবর্ণন, স্ব-স্থান হইতে ভ্রষ্ট ইন্দ্রের পুনরায় সেখানে প্রতিষ্ঠা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! স্বর্ভানুর কন্যা প্রভার গর্ভে আয়ুর পাঁচজন পুত্র হইয়াছিল। তাহারা সকলেই বীর ও মহারথী ছিল। ১

তাহাদের মধ্যে নহুষ প্রথম জন্মিয়াছিল। তাহার পর বৃদ্ধশর্ম্মা, তদনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মিয়াছিল। ২

রজি একশত পাঁচজন পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল। এই সকল পুত্র ইন্দ্রের ভীতিজনক ক্ষত্রিয় 'রাজেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৩

পূর্ব্বকালে যখন দেবতা ও অসুরগণের সুদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন দেব ও অসুর উভয়পক্ষই পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! বলুন, আমাদের মধ্যে কে বিজয়ী হইবে? এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৪-৫

ব্রহ্মা বলিলেন—শক্তিশালী রাজা রজি যুদ্ধে যাহাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহারা ত্রিলোক জয় করিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ৬

যেখানে রজি, সেখানেই ধৃতি, যেখানে ধৃতি, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, যেখানে ধৃতি ও লক্ষ্মী, সেখানেই ধর্ম্ম ও বিজয় হয়। ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! রজির বিজয়-কথা ব্রহ্মা বলিলে পর দেব ও দানবগণ প্রীত হইয়া নিজ বিজয় কামনা পূর্ব্বক রজিকে স্বপক্ষে বরণ করিবার জন্য তাহার নিকট গমন করিলেন। ৮

স্বর্ভানুর দৌহিত্র রজি প্রভার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশ-বৃদ্ধিকারী রাজা রজি পরম তেজস্বী ছিলেন। ৯

দেব ও দানবগণ হৃষ্টচিত্তে রজির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—তুমি আমাদের বিজয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ কর। ১০

তখন স্বার্থজ্ঞ রজি নিজের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া ও নিজ যশ প্রকাশের জন্য দেব ও দৈত্য উভয় পক্ষকে বলিলেন। ১১

রজি বলিল—ইন্দ্রাদিদেবগণ! যদি আমি সকল দৈত্যকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে ইন্দ্র হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিব। ১২

দেবগণ প্রসন্নচিত্তে প্রথমেই প্রত্যুত্তর করিল যে, হে রাজন্! তাহাই হইবে। তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। ১৩

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রজি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অসুরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেমন দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১৪

দানবা দর্পপূর্ণাস্তু স্বার্থনেবানুগমা হ ।
প্রত্যুচুস্তে নৃপবরং সাভিমানমিদং বচঃ ॥ ১৫
অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদো যস্যার্থে বিজয়ামহে ।
অস্মিংস্তু সময়ে রাজংস্তিষ্ঠেথা রাজসত্তম ॥ ১৬
স তথেতি ব্রুবন্নেব দেবৈরভ্যাভিচোদিতঃ ।
ভবিষ্যসীন্দ্রো ত্রিদিবৈরুক্তস্তু পার্থিবঃ ॥
জঘান দানবান্ সর্ব্বান্ যে বধ্যা বজ্রপাণিনঃ ॥ ১৭
স বিপ্রণষ্টাং দেবানাং পরমশ্রীঃ শ্রিয়ং বশী ।
নিহত্য দানবান্ সর্ব্বানাজহার রজিঃ প্রভুঃ ॥ ১৮
ততো রজিং মহাবীর্য্যং দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ।
রজেঃ পুত্রোঽহমিত্যুক্ত্বা পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৯
ইন্দ্রোঽসি তাত দেবানাং সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ।
যস্যাহমিন্দ্রঃ পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্যামি কর্ম্মভিঃ ॥ ২০
স তু শক্রবচঃ শ্রুত্বা বঞ্চিতস্তেন মায়য়া ।
তথেত্যোবাব্রবীদ্ রাজা প্রীয়মাণঃ শতক্রতুম্ ॥ ২১

তখন গর্বিত দানবগণ স্বার্থানুসারে অভিমান পূর্ব্বক নরপতি-শ্রেষ্ঠ রজিকে বলিল । ১৫

রাজশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র । যাহার জন্য আমরা বিজয় চাহিতেছি । রাজন্ ! এই সময়ে তুমি আমাদের পক্ষে থাকিবে । ১৬

'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই বলিয়া অসুরগণের বাক্য সমর্থন করিলে দেবগণ তাহাকে স্বপক্ষে আসিবার জন্য প্রেরণা দিয়া বলিলেন—রাজন্ ! তুমি বিজয়ী হইলে ইন্দ্র হইতে পারিবে' । দেবগণ এইরূপ বলিলে রাজা রজি ইন্দ্র কর্তৃক বধ্য অসুরগণকে নিহত করিলেন । ১৭

জিতেন্দ্রিয় গর্বিমান শক্তিশালী রজি দানবসকলকে নিহত করিয়া দেবগণের বিনষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ১৮

দেবগণ সহিত ইন্দ্র 'আমি রজির পুত্র' এইরূপ বলিয়া মহাবলবান্ রজিকে পুনরায় বলিলেন । ১৯

তাত ! তুমি সকল দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমি ইন্দ্র অস্ত হইতে তোমার এইরূপ কর্ম্মের জন্য তোমার পুত্ররূপে খ্যাতি প্রাপ্ত হইব । ২০

রাজা রজি ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া ও ইন্দ্রের মায়ায় মোহিত হইয়া বলিলেন—তথাস্তু । যেহেতু রাজা ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন । ২১

তস্মিংস্তু দেবসদৃশে দিবং প্রাপ্তে মহীপতৌ ।
ন্যায়াদ্ভমিন্দ্রাদাজহ্রুরাচারাৎ তনয়া রজেঃ ॥ ২২
পঞ্চপুত্রশতাস্তস্য তদ্ বৈ স্থানং শতক্রতোঃ ।
সমাক্রমন্ত বহুধা স্বর্গলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৩
ততো বহুতিথে কালে সমতীতে মহাবলঃ ।
হৃতরাজ্যোঽব্রবীচ্ছক্রো হৃতভাগো বৃহস্পতিম্ ॥ ২৪

ইন্দ্র উবাচ ।

বদরীফলমাত্রং বৈ পুরোডাশং বিধৎস্ব মে ।
ব্রহ্মর্ষে যেন তিষ্ঠেয়ং তেজসাপ্যায়িতঃ সদা ॥ ২৫
ব্রহ্মন্ কৃশোঽহং বিমনা হৃতরাজ্যো হৃতাশনঃ ।
হৃতৌজা দুর্বলো মূঢ়ো রজিপুত্রৈঃ কৃতঃ প্রভো ॥ ২৬

বৃহস্পতিরুবাচ ।

যদ্ভবেৎ চোদিতঃ শক্র ত্বয়াস্যাং পূর্ব্বমেব হি ।
নাভবিষ্যৎ ত্বৎপ্রিয়ার্থমকর্ত্তব্যং মমানঘ ॥ ২৭
প্রবর্তিষ্যামি দেবেন্দ্র ত্বৎপ্রিয়ার্থং ন সংশয়ঃ ।
যথা ভাগঞ্চ রাজ্যঞ্চ ন চিরাৎ প্রতিলপ্স্যসে ॥ ২৮

দেবতুল্য রাজা রজি পরলোকগমন করিলে পর তাহার পুত্রগণ লোকব্যবহারানুসারে ইন্দ্রের নিকট দায়ভাগ চাহিলেন এবং বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন । ২২

রজির পাঁচশত পুত্র ছিল । তাহারা ত্রিবিষ্টপ নামক স্বর্গলোক পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া বলে (অধিকার) করিল । ২৩

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে পর রাজ্য ও যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত ইন্দ্র একদিন বৃহস্পতিকে বলিলেন । ২৪

ইন্দ্র বলিলেন—ব্রহ্মর্ষে ! আপনি বদরীফল সমান পুরোডাশের ব্যবস্থা আমার জন্য করিয়া দিন । যাহার দ্বারা আমি সর্ব্বদা তেজস্বী হইয়া থাকিতে পারি । ২৫

ব্রহ্মন্ ! প্রভো ! রজির পুত্রগণ কর্তৃক রাজ্য হৃত হওয়ায় আমি ভোজনহীন, কৃশ, বিবর্ণ, উদ্যোগশূন্য, দুর্ব্বল ও মূঢ় হইয়া পড়িয়াছি । ২৬

বৃহস্পতি বলিলেন—নিষ্পাপ ! ইন্দ্র ! যদি তোমার এইরূপ হইয়াছে, তাহা হইলে আমাকে প্রথমেই বলা উচিত ছিল । তোমার প্রিয় করিবার জন্য আমার অকরণীয় কিছুই নাই । ২৭

দেবেন্দ্র ! তোমার প্রিয় করিবার জন্য আমি যত্ন করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই । যাহাতে তুমি রাজ্য ও যজ্ঞভাগ অচিরে লাভ করিতে পারিবে । ২৮

তথা তাত করিষ্যামি যথা তুষ্যতে তে বিক্লবং মনঃ।
ততঃ কর্ম্ম চকারাস্য তেজসো বর্ধনং তদা ॥ ২৯
তেষাঞ্চ বুদ্ধিসম্মোহমকরোদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
নাস্তিবাদার্থশাস্ত্রং হি ধর্ম্মবিদ্বেষণং পরম্ ॥ ৩০
পরমং তর্কশাস্ত্রাণামসত্যং তমনোঽনুগম্।
ন হি ধর্ম্মপ্রধানানাং রোচতে তৎ কথান্তরে ॥ ৩১
তে তদ্ বৃহস্পতিকৃতং শাস্ত্রং শ্রুত্বাল্পচেতসঃ।
পূর্ব্বোক্তধর্ম্মশাস্ত্রাণামভবন্ দ্বেষিণঃ সদা ॥ ৩২
প্রবক্তুর্ন্যায়রহিতং তন্মতং বহু মেনিরে।
তেনাধর্ম্মেণ তে পাপাঃ সর্ব্ব এব ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩৩

ত্রৈলোক্যরাজ্যং শক্রস্তু প্রাপ্য দুষ্প্রাপমেব চ
বৃহস্পতিপ্রসাদাদ্ধি পরাং নির্বৃতিমভ্যয়াৎ ॥ ৩৪
যে যদা তু সুসম্মূঢ়া রাগোপহতা বিধর্ম্মিণঃ।
ব্রহ্মদ্বিষশ্চ সংবৃত্তা হতবীর্য্যাপরাক্রমাঃ ॥ ৩৫
ততো লেভে সুরৈশ্বর্য্যমিন্দ্রঃ স্থানং তথোত্তমম্।
হত্বা রজিসুতান্ সর্ব্বান্ কাম-ক্রোধপরায়ণান্ ॥ ৩৬
য ইদং চ্যাবনং স্থানাৎ প্রতিষ্ঠাঞ্চ শতক্রতোঃ।
শৃণুয়াদ্ ধারয়েদ্ বাপি ন স দৌরাত্ম্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি আয়ুর্বংশকীর্ত্তনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

তাত! আমি তোমার প্রিয় সাধন করিব, তোমার মন যাহাতে ব্যাকুল না হয়। এইরূপ বলিয়া বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্ধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। ২৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি রজির পুত্রগণের মোহ উৎপন্ন করিলেন। ইহার জন্য নাস্তিকবাদপরিপূর্ণ ধর্ম্মবিদ্বেষকারী শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ৩০

ঐ শাস্ত্র (বেদানুগত্যহীন) তর্ক শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অসৎ ব্যক্তিদের মনের অনুকূল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রধান ব্যক্তিগণের কথোপকথনে ঐ শাস্ত্র কখনও হয় না। ৩১

বৃহস্পতিকৃত ঐ শাস্ত্র শুনিয়া ক্ষুদ্রচেতা রজিপুত্রগণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের উপর বিদ্বেষভাবপরায়ণ হইল। ৩২

বক্তার ঐরূপ ন্যায়রহিত মতকে তাহারা উত্তম মনে করিল। সেই অধর্ম্মের দ্বারা ঐ পাপিষ্ঠগণ সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৩

বৃহস্পতির প্রসাদে ইন্দ্র দুষ্প্রাপ্য ত্রিলোক রাজ্য পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩৪

রজির পুত্রগণ নাস্তিকবাদ আশ্রয় করিয়া মূঢ়, রাগোপহত বিধর্ম্মী, ব্রহ্মদ্রোহী ও বলপরাক্রমহীন হইয়া পড়িল। এইজন্য ইন্দ্র ঐ কাম-ক্রোধপরায়ণ রজিপুত্রগণকে নিহত করিয়া অত্যুত্তম দেবৈশ্বর্য্য স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫-৩৬

যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গে প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে এবং স্মরণে ধারণ করে, সে কখনও মানসিক অবস্থতি প্রাপ্ত হয় না। ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে আয়ুর বংশকীর্ত্তননামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অনেনসঃ। বংশকথন, ধন্বন্তরেঃ কাশিরাজস্য ধন্বন্য গৃহে পুত্ররূপেণাবতরণম্, দিবোদাসস্য রাজ্যকালে ভগবতঃ শিবস্যাজ্ঞয়া গণেশ্বরেণ নিবৃত্তম বারাণস্যাং জনশূন্যাং কর্ত্তুং প্রযত্নঃ, তত্র শিবপার্ব্বত্যো নিবাসঃ, বারাণস্যাং দিবোদাসস্যাধিকারঃ, অলর্কস্য প্রশংসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধন্বোঽনপত্যস্তত্রাসীদ্ বংশং বক্ষ্যামানেনসঃ।
অনেনসঃ সুতো রাজা প্রতিক্ষত্রো মহাযশাঃ॥ ১

প্রতিক্ষত্রসুতস্ত্বাপি সুহোত্র ইতি বিশ্রুতঃ
সুহোত্রস্য জয়ঃ পুত্রো বিজয়স্তস্য চাত্মজঃ॥ ২
বিজয়স্য কৃতিঃ পুত্রস্তস্য ধর্ম্মাশ্বতঃ সুতঃ।
ধর্ম্মাশ্বতসুতো রাজা সহদেবঃ প্রতাপবান্॥ ৩
সহদেবস্য ধর্ম্মাত্মা নদীন ইতি বিশ্রুতঃ।
নদীনস্য জয়ৎসেনো জয়ৎসেনস্য সঙ্কৃতিঃ॥ ৪
সঙ্কৃতেরপি ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রধর্ম্মা মহাযশাঃ।
অনেনসঃ সমাখ্যাতাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য মে শৃণু॥ ৫
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজস্তত্র সুনহোত্রো মহাযশাঃ
সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ॥ ৬
কাশঃ শলশ্চ বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ।
গৃৎসমদস্যাপি সুনকো যস্য শৌনকাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥ ৭
শলাদ্বলশ্চাষ্টিষেণস্তস্মাদ্ধস্তশ্চ কাশকঃ॥ ৮
কাশস্য কাশ্যো রাজন্ পুত্রো বাদ্যতপাস্তথা
ধন্বস্তরির্বাদ্যতপসো বিদ্বান্ ধন্বন্তরিস্মৃতঃ
তপসোঽন্তে সুমহতো জাতো বৃদ্ধস্য ধীমতঃ
পুনর্ব্বয়স্তরির্দেবো মানুষেষ্বিহ জজ্ঞিবান্॥

জনমেজয় উবাচ।

কথং ধন্বন্তরির্দেবো মানুষেষ্বিহ জজ্ঞিবান্।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি তন্মে ব্রূহি যথা তথম্॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধন্বন্তরেঃ সম্ভবোঽয়ং শ্রূয়তাং ভরতর্ষভ
জাতঃ স হি সমুদ্রাৎ তু মথ্যমানে পুরামৃতে॥ ১২
উৎপন্নঃ কলশাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বেভ্যশ্চ শ্রিয়া বৃতঃ।
অভ্যসন্ সিদ্ধিকার্য্যং হি বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা হি তস্থিবান্॥ ১৩

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[অনেনার বংশকথন, ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক কাশিরাজ ধন্বের গৃহে পুত্ররূপে অবতরণ, দিবোদাসের রাজত্বকালে ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় গণেশ্বর নিবৃত্তের বারাণসীকে জনশূন্য করিবার প্রযত্ন, সেখানে শিবপার্ব্বতীর নিবাস; বারাণসীতে দিবোদাসের অধিকার এবং অলর্কের প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! আমার পুত্র রম্ভ পুত্রহীন ছিল। এখন আমি অনেনার বংশ বলিতেছি। অনেনার পুত্র প্রতিক্ষত্র। সে মহাযশস্বী রাজা হইয়াছিল॥ ১

প্রতিক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র নামে বিখ্যাত ছিল। সুহোত্রের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র বিজয়॥২

বিজয়ের পুত্র কৃতি, কৃতির পুত্র ধর্ম্মাশ্ব এবং ধর্ম্মাশ্বের পুত্র প্রতাপশালী রাজা সহদেব॥ ৩

সহদেবের পুত্র ধর্ম্মাত্মা পুত্র নদীন নামে বিখ্যাত। নদীনের পুত্র জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের পুত্র সংকৃতি॥ ৪

সংকৃতির পুত্র মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রধর্ম্মা। এই পর্য্যন্ত অনেনার বংশ বলিলাম। এখন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর॥ ৫

ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র মহাযশস্বী সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিনটি পরম ধার্মিক পুত্র ছিল,—কাশ, শল ও শক্তিমান্ গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র সুনক, যাহা হইতে শৌনক হইয়াছে॥ ৬-৭

শৌনক গোত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণের লোকই আছে। শলের পুত্র অষ্টিষেণ, তাহার পুত্র কাশক॥৮

কাশের বংশীয়গণ কাশ্য নামে খ্যাত। তাহাদের মধ্যে দীর্ঘতপা প্রথম পুত্র। তাহার পুত্র ধন্ব। ধন্বের পুত্র বিদ্বান্ ধন্বন্তরি ছিল॥ ৯

সুমহৎ তপস্যা করিয়া ধন্বন্তরি মানুষের মধ্যে ধীমান্ বৃদ্ধ রাজা ধন্বের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১০

জনমেজয় বলিলেন— মুনিবর! ধন্বন্তরিদেব মানুষের মধ্যে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথাযথভাবে তাহা আমাকে বলুন॥ ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ। ধন্বন্তরি জন্মকথা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন কালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ১২

অমৃতকলসের পূর্ব্বে উৎপন্ন, সর্ব্বতোভাবে শ্রীযুক্ত এবং সকল কার্য্যের সিদ্ধি চিন্তা করিতে করিতে ধন্বন্তরি সম্মুখে বিষ্ণুকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন॥ ১৩

অজস্বমিতি হোবাচ তস্মাদজস্ত্ব স স্মৃতঃ।
অজঃ প্রোবাচ বিষ্ণুঃ বৈ তব পুত্রোঽস্মি বৈ প্রভো ॥ ১৪
বিধৎস্ব ভাগং স্থানঞ্চ মম লোকে সুরেশ্বর।
এবমুক্তঃ স দৃষ্ট্বা বৈ তথাঃ প্রোবাচ তং প্রভুঃ ॥ ১৫
কৃতো যজ্ঞবিভাগো হি যজ্ঞিয়ৈর্হি সুরৈঃ পুরা।
দেবেষু বিনিযুক্তং হি বিদ্ধি হোত্রং মহর্ষিভিঃ ॥ ১৬
ন শক্যমুপরোধো বৈ তুভ্যাং কর্তুং কথঞ্চন।
অর্বাগ্‌ভূতোঽসি দেবানাং পুত্র ত্বং তু নহীশ্বরঃ ॥ ১৭
দ্বিতীয়ায়াং তু সম্ভূত্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি।
অণিমাদিশ্চ তে সিদ্ধির্গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৮
তেনৈব ত্বং শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ্স্যসে প্রভো।
চরুনামৈস্তথা তৈস্তৈর্যজ্ঞাস্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯
অষ্টধা ত্বং পুনশ্চৈবমায়ুর্বেদে বিধাস্যসি।
অবশ্যম্ভাবী হ্যর্থোঽয়ং প্রাগ্‌দৃষ্টস্তব জন্মনা ॥ ২০

তখন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি অপত্যরূপে হইতে উৎপন্ন, এইজন্য অজ নামে খ্যাত হও। এই কারণে ধন্বন্তরি অজ-নামে বিখ্যাত। এইজন্য 'অজ' বিষ্ণুকে বলিলেন—প্রভো! আমি আপনার পুত্র। সুরেশ্বর! আমার জন্য যজ্ঞ ভাগের ব্যবস্থা করুন এবং এই লোকে আমার জন্য স্থান নির্দেশ করিয়া দিন। এইরূপ বলিলে পর প্রভু বিষ্ণু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকৃত কথা বলিলেন। ১৪-১৫

পূর্বকালে যজ্ঞের দেবতাগণ যজ্ঞের বিভাগ করিয়াছেন। ঋষিগণ দেবতাগণের উদ্দেশেই হবনীয় দ্রব্যের বিনিয়োগ করিয়া থাকেন,—ইহা তোমার জানা আবশ্যক। ১৬

বৎস! তোমার জন্য অতিরিক্ত হোম করা যাইতে পারে না। তুমি দেবতাগণের অনেক পরবর্তী। তুমি যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী নও। ১৭

তুমি দ্বিতীয় জন্মে সংসারে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে এবং গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে। ১৮

প্রভো! তুমি সেই শরীরে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ হুত, মন্ত্র, ব্রত ও জপের দ্বারা তোমার যজন করিবে। ১৯

তুমি সেই জন্মে আয়ুর্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া ষড়ঙ্গযুক্ত করিবে। (কায়চিকিৎসা, বালচিকিৎসা, গ্রহচিকিৎসা, ঊর্ধ্বাঙ্গচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, দংষ্ট্রাচিকিৎসা, জরাচিকিৎসা ও বৃষচিকিৎসা এই অষ্টাঙ্গ) ইহা অবশ্যম্ভাবী। কমলযোনি ব্রহ্মা ইহা পূর্বেই জানিয়াছেন। ২০

দ্বিতীয়ং দ্বাপরং প্রাপ্য ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ।
ইমং তস্মৈ বরং দত্ত্বা বিষ্ণুরন্তর্দধে পুনঃ ॥ ২১
দ্বিতীয়ে দ্বাপরং প্রাপ্তে সোমবংশে স কাশিরাট্।
পুত্রকামস্তপস্তেপে ধন্বা দীর্ঘং তপস্তদা ॥ ২২
প্রপদ্যে দেবতাং তাং তু যা মে পুত্রং প্রদাস্যতি।
অজং দেবং সুতার্থায় তদারাধিতবান্ নৃপঃ ॥ ২৩
ততস্তুষ্টঃ স ভগবানজঃ প্রোবাচ তং নৃপম।
যদিচ্ছসি বরং ক্ষিপ্রং তৎ তে দাস্যামি সুব্রত ॥ ২৪

নৃপ উবাচ।

ভগবন্ যদি তুষ্টস্ত্বং পুত্রো মে খ্যাতিমান্ ভব।
তথেতি সমনুজ্ঞায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৫
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ২৬
আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যোত ভিষজাং ক্রিয়াম্।
অষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ২৭

দ্বিতীয় দ্বাপর আসিলে পর তুমি আবির্ভূত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। ধন্বন্তরিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণু পুনর্বার অন্তর্হিত হইলেন। ২১

দ্বিতীয় দ্বাপর আসিলে পর সুনহোত্রের পুত্র কাশিরাজ বর পুত্র কামনায় দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২২

আমি সেই দেবতার শরণাগত হইব, যিনি আমাকে পুত্র প্রদান করিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া রাজা পুত্রের জন্য অজদেবের (ধন্বন্তরীর) আরাধনা করিতে লাগিলেন। ২৩

তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ অজ রাজাকে বলিলেন—সুব্রত! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক—তাহা বল, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। ২৪

রাজা বলিলেন—ভগবন্! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার কীর্তিমান্ পুত্র হও। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ অজ তাহা 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমোদন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৫

মহারাজ! তখন ধন্বন্তরিদেব সেই রাজার গৃহে আবির্ভূত হইলেন। কাশিরাজ ধন্বন্তরি সকল রোগবিনাশকারী। ২৬

তিনি ভরদ্বাজ মুনিবরের নিকট হইতে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং শিষ্যকে ঐ অষ্টাঙ্গের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ২৭

ধন্বন্তরেস্তু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।
অথ কেতুসুতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮
সুতো ভীমরথস্যাপি দিবে দাসঃ প্রজেশ্বরঃ।
দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা বারাণস্যধিপোঽভবৎ ॥ ২৯
এতস্মিন্নেব কালে তু পুরীং বারাণসীং নৃপ।
শূন্যাং নিবাসয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩০
শপ্তা হি সা মতিমতা নিকুম্ভেন মহাত্মনা।
শূন্যা বর্ষসহস্রং বৈ ভবিত্রী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১
তস্যাং তু শপ্তমাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ।
বিময়াস্তে পুরীং রম্যাং গোমত্যাং সন্নিবেশয়ৎ ॥ ৩২
তস্যাস্ত্রৈণাস্য পূর্বং তু পুরী বারাণসীত্যভূৎ।
তস্যাস্ত্রৈণাস্য পুত্রাণাং শতমুক্তমধন্বিনাম্ ॥ ৩৩
হত্বা নিবেশয়ামাস দিবোদাসো নরর্ষভঃ।
তস্যাস্ত্রৈণাস্য তদ্ রাজ্যং হৃতং তেন বলীয়সা ॥ ৩৪

জনমেজয় উবাচ।

বারাণসীং নিকুম্ভস্তু কিমর্থং শপ্তবান্ প্রভুঃ।
নিকুম্ভকশ্চ ধর্ম্মাত্মা সিদ্ধিক্ষেত্রং জগাম যঃ ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দিবোদাসস্তু রাজর্ষির্নগরীং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
বসতি স্ম মহাতেজাঃ স্ফীতায়াং তু নরাধিপঃ ॥ ৩৬
এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতদারো মহেশ্বরঃ।
দেব্যাঃ স প্রিয়কামস্তু ব্যবসজ্জদ্ভুতাস্তিকে ॥ ৩৭
দেবাজ্ঞয়া পার্ষদা যে তদ্বিরূপাস্তপোধনাঃ
পূর্ব্বোক্তৈরুপদেশৈশ্চ তে বয়ন্তি স্ম পার্ব্বতীম্ ॥ ৩৮
হস্যতে বৈ মহাদেবী মেনা নৈব প্রহস্যতি
জুগুপ্সতে সদাসকৃৎ তাং বৈ দেবীং তথৈব সা ॥ ৩৯
সপার্ষদস্তনাচারস্তব ভর্ত্তা মহেশ্বরঃ।
গর্হিতঃ সর্ব্বদেবানাং শীলং তস্য ন বর্ত্ততে ॥ ৪০
মাত্রা তথোক্তা বরদা স্ত্রীত্বভাবাচ্চ চুক্রুধে।
স্মিতং কৃত্বা চ বরদা ভবপার্শ্বমুপাগমৎ ॥ ৪১
বিবর্ণবদনা দেবী মহাদেবমভাষত।
নেহ বৎস্যামাহং দেব নয় মাং স্বং নিকেতনম্ ॥ ৪২

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত। কেতুমানের বীর-পুত্র ভীমরথ নামে প্রসিদ্ধ। ২৮

ভীমরথের পুত্র রাজা দিবোদাস। ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস বারাণসীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ২৯

রাজন্! দিবোদাসের রাজ্যকালে বারাণসী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ক্ষেমক নামক রাক্ষস ঐ পুনা পুরীতে লোকগণকে বাস করাইয়াছিল। ৩০

মহাত্মা বুদ্ধিমান্ নিকুম্ভ শাপ দিয়াছিল যে, বারাণসীনগরী একহাজার বৎসর পর্য্যন্ত জনশূন্য থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩১

বারাণসীপুরী শাপগ্রস্ত হইলে পর প্রজনেশ দিবোদাস নিজ রাজ্যের সীমায় গোমতী তীরে রমণীয় নগরী স্থাপন করিল। ৩২

পূর্ব্বে বারাণসী পুরী ত্রৈণাস্যের অধিকারে ছিল। ত্রৈণাস্যের শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধর শত পুত্রকে নিহত করিয়া রাজা দিবোদাস নিজরাজ্য স্থাপন করিলেন। বলবান্ দিবোদাস ত্রৈণাস্যের রাজ্য অপহরণ করিলেন। ৩৩-৩৪

জনমেজয় বলিলেন—শক্তিমান্ নিকুম্ভ বারাণসীকে কিজন্য শাপ দিলেন? নিকুম্ভ নিজে ধর্ম্মাত্মা এবং বারাণসী সিদ্ধিক্ষেত্র বা মোক্ষতীর্থ। বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! মহাতেজাঃ রাজর্ষি নরপতি দিবোদাস বারাণসী নগরী অধিকার করিয়া ঐ সমৃদ্ধিমতী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৬

এই সময়ে ভগবান্ মহেশ্বর বিবাহ করিয়া দেবী পার্ব্বতীর প্রীতির জন্য শ্বশুরগৃহে নিবাস করিতেছিলেন। ৩৭

সেই সময় মহেশ্বরের আদেশে সুযোগ্য পার্ষদেরা তপস্যায় ধনী হইয়া পূর্ব্বপ্রদত্ত উপদেশানুসারে দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিতেন। ৩৮

ইহাতে মহাদেবী পার্ব্বতী হৃষ্ট হইতেন, কিন্তু পার্ব্বতীর মাতা মেনা সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ দেবী পার্ব্বতী ও মহেশ্বরদেবের নিন্দা করিতেন। ৩৯

তিনি একদিন বলিলেন—পার্ব্বতি! তোমার পতি মহাদেব ও তাহার পার্ষদগণ সকলেই অনাচারী। সে চিরকাল দরিদ্র, তাহার সৎস্বভাবও নাই। ৪০

বরদা উমা মাতার বাক্যে ও স্ত্রী-স্বভাববশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ৪১

দেবী মলিন বদনে মহাদেবকে বলিলেন,—দেব! আমি এখানে থাকিব না। আপনি আমাকে স্বগৃহে লইয়া চলুন। ৪২

তস্য কর্তুং মহাদেবঃ সর্ব্বলোকানবৈক্ষত।
বাসার্থং রোচয়ামাস পৃথিব্যাং কুরুনন্দন ॥ ৪৩
বারাণস্যাং মহাতেজাঃ সিদ্ধিক্ষেত্রং মহেশ্বরঃ।
দিবোদাসেন তাং জ্ঞাত্বা নিবিষ্টাং নগরীং তদা ॥ ৪৪
পার্শ্বে তিষ্ঠন্তমাহূয় নিকুম্ভমিদমব্রবীৎ।
গণেশ্বর পুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু ॥ ৪৫
মৃত্তনৈবোপায়েন ক্ষত্তিবীর্য্যাং স পার্থিবঃ।
ততো গত্বা নিকুম্ভস্ত পুরীং বারাণসীং তদা ॥ ৪৬
স্বপ্নে নিবর্ত্তয়ামাস কণ্ডুকং নাম নাপিতম্।
শ্রেয়স্তেঽহং করিষ্যামি স্থানং মে রোচয়ানঘ ॥ ৪৭
মদ্রূপাং প্রতিমাং কৃত্বা নগর্য্যান্তে তথৈব চ।
ততঃ স্বপ্নে যথোদ্দিষ্টং সর্ব্বং কারিতবান্ নৃপ ॥৪৮
পুরীদ্বারে তু বিজ্ঞাপ্য রাজানঞ্চ যথাবিধি।
পূজাং তু মহতীং তস্য নিত্যমেব প্রযোজয়ৎ ॥ ৪৯
গন্ধৈশ্চ ধূপ-মাল্যৈশ্চ প্রোক্ষণীয়ৈস্তথৈব চ।
অন্ন-পানপ্রয়োগৈশ্চ অভ্যাদদ্ভুতনিবাস্তবৎ ॥ ৫০

এবং সম্পূজ্যতে তত্র নিত্যমেব গণেশ্বরঃ।
ততো বরসহস্রং তু নাগরাণাং প্রযচ্ছতি ॥
পুত্রান্ হিরণ্যমায়ুশ্চ সর্ব্বান্ কামাংস্তথৈব চ ॥ ৫১
রাজ্ঞস্তু মহিষী শ্রেষ্ঠা সুষমা নাম বিশ্রুতা।
পুত্রার্থনাগতা দেবী সাধ্বী রাজ্ঞা প্রচোদিতা ॥ ৫২
পূজাং তু বিপুলাং কৃত্বা দেবী পুত্রমযাচত।
পুনঃ পুনরথাগত্য বহুশঃ পুত্রকারণাৎ ॥৫৩
ন প্রযচ্ছতি পুত্রং হি নিকুম্ভঃ ক্রোধনো হি।
রাজা তু যদি নঃ কুপ্যেৎ কার্য্যসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥৫৪
অথ দীর্ঘেণ কালেন ক্রোধো রাজ্ঞোমবিশৎ।
ভৃত্য এষ মহান্ হ্যস্মি নাগরাণাং প্রযচ্ছতি ॥ ৫৫
প্রীতো বরান্ বৈ শতশো মম কিং ন প্রযচ্ছতি।
মানবৈঃ পূজ্যতে নিত্যং নগর্য্যাং মে সদৈব হি ॥ ৫৬
বিজ্ঞাপিতো ময়াত্যর্থং দেব্যা মে পুত্রকারণাৎ।
ন দদাতি চ পুত্রং মে কৃতঘ্নঃ কেন কারণাৎ ॥ ৫৭

কুরুনন্দন। পার্ব্বতীর কথানুসারে কার্য্য করিবার জন্য ভগবান্ মহাদেব সকল লোকের (দুর্ব্বাসঃ ঋষি মহাজনগণ ইত্যাদি) উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং পৃথিবীতে বারাণসীতে নিবাস করাই পছন্দ করিলেন যেহেতু বারাণসী সিদ্ধিক্ষেত্র। কিন্তু তখন বারাণসীতে দিবোদাস বাস করিতেছেন জানিয়া নিজ পার্শ্বে স্থিত নিকুম্ভকে মহাদেব বলিলেন—গণেশ্বর। তুমি মৃদু উপায় অবলম্বন করিয়া বারাণসীপুরীকে জনশূন্য করিয়া দাও। দিবোদাস অতি বলবান্ (তাহার সহিত কলহ করিও না)। তখন নিকুম্ভ বারাণসীতে যাইয়া কণ্ডুকনামক নাপিতকে স্বপ্নে দর্শন দিল এবং বলিল নিষ্পাপ! তুমি নগরীর সীমানাতে আমার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া বাসস্থানের ব্যবস্থা কর, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। রাজন্। অনন্তর নাপিত স্বপ্নে যেমন নির্দ্দেশ পাইয়াছিল, সেইমতে সকল কার্য্য করিল। ৪৩-৪৮

রাজাকে জানাইয়া সে নগরীর দ্বারদেশে নিকুম্ভ প্রতিমার যথাবিধি প্রতিদিন আড়ম্বরে পূজা করিত। ৪৯

গন্ধ, ধূপ, মালা, প্রোক্ষণীয় জল, অন্ন পানাদি উপচারের দ্বারা পূজা করিতে থাকিলে সেখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ৫০

এইভাবে সেখানে প্রতিদিন গণেশ্বর পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি নাগরিকগণকে সহস্র বর দান করিতেন। পুত্র সুবর্ণ আয়ু ও সকল প্রকার কাম্যবস্তু দান করিতেন। ৫১

রাজা দিবোদাসের শ্রেষ্ঠা মহিষী সুষমা নামে বিখ্যাত ছিল। রাজা প্রেরণানুসারে সাধ্বী মহারাণী পুত্র কামনায় সেখানে আসিয়াছিলেন। ৫২

আড়ম্বরের সহিত পূজা করিয়া সে মহিষী পুত্র কামনা করিলেন। পুনঃ পুনঃ আসিয়া পূজা করিতেন এবং পুত্র প্রার্থনা করিতেন। ৫৩

কিন্তু কোন কারণবশতঃ নিকুম্ভ পুত্র দান করিতেছিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন যে, যদি রাজা আমার উপর কুপিত হন, তাহা হইলে আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ৫৪

এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে ক্রোধ রাজার অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন—আমার নগরীর দ্বারদেশে অবস্থান করিয়া এই মহান্ ভৃত্য নাগরিকগণকে শত শত বর দান করিতেছে। কিন্তু আমাকে বর দিতেছে না কেন? আমার নগরীতে আমার লোকেরাই প্রতিদিন ইহার পূজা করিতেছে। আমি মহারাণীর মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ পুত্রের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছি, কিন্তু এই কৃতঘ্ন কি কারণে আমাকে পুত্র দান করিতেছে না। এইজন্য এখন এই ভৃত্য বিশেষভাবে আমার

ততো নার্হতি সৎকারং মৎসকাশাদ্ বিশেষতঃ
তস্মাৎ তু নাশয়িষ্যামি স্থানমস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৮
এবং স তু বিনিশ্চিত্য দুরাত্মা রাজকিল্বিষী
স্থানং গণপতেস্তস্য নাশয়ামাস দুর্মতিঃ ॥ ৫৯
ভগ্নমায়তনং দৃষ্ট্বা রাজানমগণং প্রভুঃ
যস্মাদনপরাধস্য ত্বয়া স্থানং বিনাশিতম্ ॥
পুর্যাকস্মাদিয়ং শূন্যা তব নূনং ভবিষ্যতি ॥ ৬০
ততস্তেন তু শাপেন শূন্যা বারাণসী তদা ।
শপ্ত্বা পুরীং নিকুম্ভস্তু মহাদেবমথাগমৎ ॥ ৬১
অকস্মাৎ তু পুরী সা তু বিক্রতা সর্বতো দিশম্ ।
তস্যাং পুর্যাং ততো দেবো নির্মমে পদমাত্মনঃ ॥ ৬২
রমতে তত্র বৈ দেবো রমনাথো গিরেঃ সুতাম্ ।
ন রতিং তত্র বৈ দেবী লভতে গৃহবিচ্যুতাৎ ॥
বসামাত্র ন পুর্যাং তু দেবী দেবমথ ব্রবীৎ ॥ ৬৩

দেব উবাচ ।

নাহং বেশ্মনি বৎস্যামি অবিমুক্তং হি মে গৃহম্ ।

নিকট হইতে সৎকার পাইবার যোগ্য নয়, সুতরাং এই দুরাত্মার স্থানই আমি বিনষ্ট করিয়া দিব । ৫৫-৫৮

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দুরাত্মা দুর্মতি পাপী রাজা দিবোদাস গণপতি নিকুম্ভের স্থানটিকে বিনষ্ট করিয়াদিলেন । ৫৯

নিজ বাসস্থান ভগ্ন দেখিয়া শক্তিমান নিকুম্ভ রাজাকে শাপ-দিয়া বলিলেন—রাজন্ ! আমি যদিও নিরপরাধ, তথাপি তুমি আমার বাসস্থান বিনষ্ট করিয়াছ ; এইজন্য তোমার এই নগরী অকস্মাৎ অবশ্যই জনশূন্য হইয়া যাইবে । ৬০

অনন্তর সেই শাপের ফলে সেই সময় বারাণসী পুরী জনশূন্য হইয়া গেল । নিকুম্ভ বারাণসীপুরীকে শাপ দান করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন । ৬১

বারাণসী পুরীবাসী সকল লোক অকস্মাৎ চারিদিকে পলায়ন করিল । তখন মহাদেব ঐ পুরীতে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করিলেন । ৬২

সেই স্থানে গিরিকন্যা পার্বতীর সহিত বিহার করিতে করিতে মহাদেব আনন্দ পাইতে লাগিলেন, কিন্তু দেবী পার্বতী উপযুক্ত গৃহের অভাবে কিংবা পিতৃগৃহের প্রতি আকর্ষণের জন্য তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন না । দেবী মহাদেবকে বলিলেন, আমি এই পুরীতে বাস করিব না । ৬৩

মহাদেব বলিলেন—দেবি ! আমি কোনও গৃহে বাস করিব না।

নাহং তত্র গমিষ্যামি গচ্ছ দেবি গৃহং প্রতি ॥ ৬৪
হসন্নুবাচ ভগবাংস্ত্রাম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ
তস্মাৎ তদবিমুক্তং হি প্রোক্তং দেবেন বৈ স্বয়ম্ ॥ ৬৫
এবং বারাণসী শপ্তা অবিমুক্তঞ্চ কীর্তিতম্ ॥ ৬৬
যস্মিন্ বসতি বৈ দেবঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ
যুগেষু ত্রিষু ধর্মাত্মা সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥ ৬৭
অন্তর্ধানং কলৌ যাতি তৎপুরং হি মহাত্মনঃ ।
অন্তর্হিতে পুরে তস্মিন্ পুরী সা রমতে পুনঃ ॥
এবং বারাণসী শপ্তা নিবেশং পুনরাগতা ॥ ৬৮
তস্যাশ্চৈবাস্ত পুত্রো বৈ দুর্দমো নাম বিশ্রুতঃ ।
দিবোদাসেন বালেতি ঘৃণয়া স বিবর্জিতঃ ॥ ৬৯
হৈহয়স্তু তু বাল্যাত্তাং কৃতবান্ বৈ মহীপতিঃ
আজহ্রে পিতৃপাপ্যাক্তং দিবোদাসকৃতং বলাৎ ॥ ৭০
তস্যাশ্চৈবাস্ত পুত্রেণ দুর্দমেন মহাত্মনা
বৈরস্যান্তং মহারাজ ক্ষত্রিয়েণ বিধিৎসতা ॥ ৭১

এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই আমার গৃহ । আমি সেখানে যাইব না । তুমি যদি যাইতে চাও, তবে সেই গৃহে গমন কর । ৬৪

ভগবান্ ত্রিপুরান্তকারী ত্রিলোচন হাসিতে হাসিতে দেবীকে পূর্বোক্ত বাক্য বলিলেন । মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলিলেন । সেইহেতু উহা 'অবিমুক্ত' ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইল । এইভাবে বারাণসী অভিশপ্ত হইল এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া কীর্তিত হইল । ৬৫-৬৬

সর্বদেববন্দিত ধর্মাত্মা মহাদেব সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পার্বতী দেবীর সহিত অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিবাস করেন । ৬৭

কলিযুগ আসিলে পর মহাত্মা মহাদেবের সেই অবিমুক্তপুরী অদৃশ্য হইয়া যায় । তখন বারাণসী পুরী পুনর্বার স্থাপিত হয় । এইভাবে বারাণসী পুরী শাপগ্রস্ত হইয়া জনশূন্য হইয়াও পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ৬৮

ভদ্রশ্রেণ্যের এক পুত্র দুর্দম নামে বিখ্যাত ছিল । বালক বলিয়া কৃপাপরবশ হইয়া দিবোদাস তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল ।৬৯

ঐ রাজা হৈহয়ের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার সাহায্যে দিবোদাস কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃত বীয় পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় অধিকার করিয়াছিল । ৭০

মহারাজ ! ভদ্রশ্রেণ্যের মহাত্মা পুত্র দুর্দম বীর ছিল । ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে ঐরূপ করিয়াছিল ।৭১

দিবোদাসাদ্ দৃষদ্বত্যাং বীরো জজ্ঞে প্রতর্দ্দনঃ।
তেন পুত্রেণ বালেন প্রস্থিতঃ তস্য বৈ পুনঃ ॥ ৭২
প্রতর্দ্দনস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৎস-ভার্গৌ বভূবতুঃ।
বৎসপুত্রো হ্যলর্কস্তু সন্নতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭৩
অলর্কঃ কাশিরাজস্তু ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
অলর্কং প্রতি রাজর্ষিং শ্লোকো গীতঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭৪
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিঃ বর্ষশতানি চ।
যুবা রূপেণ সম্পন্ন আসীৎ কাশিকুলোদ্বহঃ ॥ ৭৫
লোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ হ।
তস্যাসীৎ সুমহদ্রাজ্যং রূপ-যৌবনশালিনঃ ॥ ৭৬
শাপস্যান্তে মহাবাহুর্হত্বা ক্ষেমকরাক্ষসম্।
রম্যাং নিবেশয়ামাস পুরীং বারাণসীং পুনঃ ॥ ৭৭
সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথো নাম ধার্ম্মিকঃ।
সুনীথস্য তু দায়াদঃ ক্ষেম্যো নাম মহাবলঃ ॥ ৭৮

ক্ষেম্যস্য কেতুমান্ পুত্রঃ সুকেতুস্তস্য চাত্মজঃ।
সুকেতোস্তনয়শ্চাপি ধর্ম্মকেতুরিতি স্মৃতঃ ॥ ৭৯
ধর্ম্মকেতোস্তু দায়াদঃ সত্যকেতুর্মহারথঃ
সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ ॥ ৮০
আনর্ত্তস্তু বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্তু তৎসুতঃ।
সুকুমারস্য পুত্রস্তু ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥
ধৃষ্টকেতোস্তু দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ ॥ ৮১
বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভার্গো নাম প্রজেশ্বরঃ
বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভৃগুভূমিস্তু ভার্গবাৎ ॥ ৮২
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা স্তয়োঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ
ইত্যেতে কাশিনঃ প্রোক্তা নহুষস্য নিবোধ মে ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

দৃষদ্বতীর গর্ভে দিবোদাস হইতে বীর প্রতর্দ্দন উৎপন্ন হইয়াছিল। সে বালক হইয়াও হৈহয়ের রাজ্য পুনর্বার অধিকার করিয়াছিল ॥ ৭২

প্রতর্দ্দনের দুইজন পুত্র- বৎস ও ভার্গ। বৎসের পুত্র অলর্ক ও অলর্কের পুত্র সন্নতি ॥ ৭৩।

কাশিরাজ অলর্ক ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। রাজর্ষি অলর্ককে উদ্দেশ করিয়া প্রাচীনগণ শ্লোক গান করিয়াছেন ॥ ৭৪

কাশিবংশভূষণ অলর্ক ছেষট্টি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত যুবা ও সুন্দররূপের দ্বারা শোভিত ছিলেন ॥৭৫

তিনি লোপামুদ্রার কৃপায় সুদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপযৌবনশালী অলর্কের সুবিশাল রাজ্য ছিল ॥ ৭৬

মহাবাহু অলর্ক নিযুদ্ধসাপের শেষে ক্ষেমকনামক রাক্ষসকে নিহত করিয়া রমণীয় বারাণসীপুরী পুনর্বার স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৭৭

সন্নতির ধর্ম্মাত্মাপুত্র সুনীথ। সুনীথের মহাবলশালী পুত্র ক্ষেম্য ॥ ৭৮

ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু নামে প্রসিদ্ধ ছিল ॥ ৭৯

ধর্ম্মকেতুর পুত্র মহারথী সত্যকেতু। সত্যকেতুর পুত্র প্রজানাথ বিভু ॥ ৮০

বিভুর পুত্র আনর্ত্ত। আনর্ত্তের পুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র পরমধার্ম্মিক ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র প্রজানাথ বেণুহোত্র ॥৮১

বেণুহোত্রের পুত্র রাজা ভর্গ। বৎসের পুত্র বৎসভূমি এবং ভার্গের পুত্র ভৃগুভূমি ॥ ৮২

ভৃগুবংশে এই সকল অঙ্গিরাগোত্রীয় পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোক ইহাদের অন্তর্গত। বৎসভূমি ও ভৃগুভূমির অনেক হাজার পুত্র ছিল। এই সকল পুত্রগণ কাশির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমার নিকট নহুষের বংশ শ্রবণ কর ॥ ৮৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নহুষস্য যযা হেন্দ্র বংশবর্ণনম্, যম তেশ্চরিত্রকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

উৎপন্নাঃ পিতৃকন্যায়াং বিরাজায়াং মহৌজসঃ
নহুষস্য তু দায়াদাঃ ষড়িন্দ্রোপমতেজসঃ ॥ ১
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়াতিঃ পঞ্চমো ভবঃ
শুদ্ধাতিঃ ষষ্ঠস্তেষাং বৈ যযাতিঃ পার্থিবোঽভবৎ ॥
যতির্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ যযাতিস্তু ততঃ পরম্ ॥ ১
কবুৎস্থকন্যাং গাং নাম লেভে পরমধার্মিকঃ
যতিস্তু মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৩
তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং বিজিত্য বসুধামিমাম্।
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যামবাপ সঃ ॥
শর্ম্মিষ্ঠামাসুরীং চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৪
যদুশ্চ তুর্বসুশ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥ ৫
তস্মৈ শক্রো দদৌ প্রীতো রথং পরমভাস্বরম্।
অসঙ্গং কাঞ্চনং দিব্যং দিব্যৈঃ পরমবাজিভিঃ ॥ ৬
বৃক্ত্বা মনোজবৈঃ শুভ্রৈর্যেন ভার্য্যামুবাহ সঃ
স তেন রথমুখ্যেন ষড়্রাত্রেণাজয়ন্মহীম্ ॥
যযাতির্হি গুরুর্ধর্ষস্তদা দেবান্ সদানবান্ ॥ ৭
স রথঃ পৌরবাণাং তু সর্ব্বেষামভবৎ তদা
যাবদ্ বসুমতী রাজা বৈ কৌরবজনমেজয় ॥ ৮
কুরোঃ পুত্রস্য রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ পারীক্ষিতস্য চ।
জগাম স রথো নাশং শাপাদ্ গার্গ্যস্য ধীমতঃ ॥ ৯
গার্গ্যস্য হি সুতঃ বালঃ স রাজা জনমেজয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ ॥১০
স লোহগন্ধী রাজর্ষিঃ পরিধাবন্নিতস্ততঃ।
পৌর-জানপদৈস্ত্যক্তো ন লেভে শর্ম্ম কুত্রচিৎ ॥ ১১
ততঃ স দুঃখসন্তপ্তো নালভৎ সংবিদং ক্বচিৎ।
ইন্দ্রোতঃ শৌনকং রাজা শরণং প্রত্যপদ্যত ॥ ১২
যাজয়ামাস চেন্দ্রোতং শৌনকো জনমেজয়ম্।
অশ্বমেধেন রাজানং পাবনার্থং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩

ত্রিংশ অধ্যায়।

[নহুষ ও যযাতির বংশবর্ণন এবং যযাতির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পিতৃকন্যা বিরাজার গর্ভে নহুষের মহাবলবান্ ইন্দ্রসম তেজস্বী ছয়টি পুত্র হইয়াছিল। ১

যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, পঞ্চম ভব ও সুযাতি ষষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যযাতি রাজা হইয়াছিলেন। যতি সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পর যযাতি হইয়াছিলেন। ২

পরম ধার্মিক যতি কবুৎস্থ-কন্যা গোকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া মুনি ও ব্রহ্মভূত হইয়াছিলেন। ৩

অবশিষ্ট পাঁচ জন ভ্রাতার মধ্যে যযাতি এই পৃথিবীকে জয় করিয়া শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে ও অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪

দেবযানী যদু ও তুর্বসুকে এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য অনু ও পুরুকে জন্ম দিয়াছিল। ৫

যযাতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে একটি অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণবিনির্ম্মিত অপ্রতিহতগতি দিব্য রথ দান করিয়াছিলেন। মনের সমান বেগবান্ উত্তম দিব্য শ্বেতবর্ণ অশ্বের দ্বারা ঐ রথটি বাহিত হইত। ঐ রথে আরোহণ করিয়া যযাতি ভার্য্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা দুর্ধর্ষ রাজা যযাতি ছয় রাত্রি মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথিবী, দেবতা ও দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন। ৬-৭

জনমেজয়! কুরুবংশীয় রাজা বসু পর্য্যন্ত সকল পুরুবংশীয় নরপতিগণের চতুরঙ্গবিক্রান্ত যুদ্ধে ঐ রথ অধিকৃত হইয়াছিল। ৮

রাজেন্দ্র! কুরুবংশীয় পরীক্ষিৎপুত্র ইন্দ্রোতনামক জনমেজয় যৌবনে গার্গ্যের শাপ প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ রথ তাঁহার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। ৯

গার্গ্যের একটি বাচাল বালক পুত্র ছিল। ইন্দ্রোতনামক রাজা জনমেজয় তাহাকে নিহত করেন এবং ব্রহ্মহত্যার শাপ প্রাপ্ত হন। ১০

সেই রাজর্ষি পতিত (অথবা লোহের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট) ও পুরবাসী জনপদবাসী জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এদিকে সেদিকে দৌড়াইতেন এবং কোনও স্থানেই শান্তি লাভ করিতেন না। ১১

দুঃখসন্তপ্ত ইন্দ্রোত রাজা কোনও স্থানেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় না পাইয়া শৌনকমুনির শরণাপন্ন হইলেন। ১২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শৌনক ইন্দ্রোত রাজা জনমেজয়কে শুদ্ধ করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজন করাইলেন। ১৩

স লোহগন্ধো ব্যনশৎ তস্যাবভৃথমেত্য হ ।
স চ দিব্যো রথঃ রাজন্ বসোশ্চেদিপতেস্তদা ॥
দত্তঃ শক্রেণ তুষ্টেন লেভে তস্মাদ্ বৃহদ্রথঃ ॥ ১৬
বৃহদ্রথাৎ ক্রমেণৈব গতো বার্হদ্রথং নৃপম্ ।
ততো হত্বা জরাসন্ধং ভীমঃ রথমুত্তমম্ ॥ ১৭
প্রদদৌ স জনার্দনায় প্রীত্যা কৌরবনন্দনঃ
সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্ ॥১৮
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজন্ পুত্রাণাং নাহুষস্তদা ।
দিশি দক্ষিণ-পূর্ব্বস্যাং তুর্বসুং মতিমান্ নৃপঃ ॥ ১৯
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ দ্রুহ্যং চানুঞ্চ নাহুষঃ ।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যাং বৈ যদুং জ্যেষ্ঠং ন্যযোজয়ৎ ॥ ১৮
মধ্যে পুরুঞ্চ রাজানমভ্যষিঞ্চত নাহুষঃ ।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ॥১৯
যথাপ্রদেশমন্যাপি ধর্ম্মেণ প্রতিপাল্যতে ।
প্রজাস্তেষাং পুরস্তাৎ তু বক্ষ্যামি নৃপসত্তম ॥ ২০
ধনুর্ন্যস্য পৃষৎকাংশ্চ পঞ্চভিঃ পুরুষর্ষভৈঃ ।
জরাবানভবদ্ রাজা ভারমাবেশ্য বন্ধুষু ॥ ২১

যজ্ঞের শেষে অবভৃথ স্নান করিলে পর রাজার শরীরের লোহগন্ধ দূর হইয়া যায়। রাজন্! তখন ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিব্য রথ চেদিরাজ বসুকে দান করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বৃহদ্রথ রাজা ঐ রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৬

বৃহদ্রথ হইতে ক্রমশঃ ঐ রথ জরাসন্ধের নিকট আসিল। কৌরবনন্দন ভীম জরাসন্ধকে নিহত করিয়া প্রীতিবশতঃ ঐ রথটি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন। রাজন্! নহুষতনয় যযাতি সাগরসহিতা সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে জয় করিয়া তাঁর পাঁচজন পুত্রকে ঐ পঞ্চধা বিভক্ত পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে তুর্বসুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্যকে, উত্তরদিকে অনুকে ও পূর্ব্বোত্তরদিকে জ্যেষ্ঠ যদুকে নিযুক্ত করিলেন ॥১৭-১৮

যযাতি মধ্যবর্তী রাজ্যে পুরুকে নৃপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা বংশপরম্পরায় অদ্যাপি সপ্তদ্বীপা ধরাসহিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজ নিজ প্রদেশানুসারে ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন। এখন তাঁহাদের সন্তানগণের বর্ণনা করিব ॥ ১৯-২০

পুরুশ্রেষ্ঠ পঞ্চপুত্রের দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া রাজা যযাতি রাজ্যভার নিজের এই বন্ধুগণে সমর্পণ করিয়া ধনু ও বাণ ত্যাগ করিলে পর জরাগ্রস্ত হইলেন ॥ ২১

নিক্ষিপ্তশস্ত্রঃ পৃথিবীং নির্জ্জিতা পৃথিবীপতিঃ
প্রীতিমানভবদ্ রাজা যযাতিরপরাজিতঃ ॥
এবং বিভজ্য পৃথিবীং যযাতির্যদুমব্রবীৎ ॥ ২২
জরাং মে প্রতিগৃহ্ণীষ পুত্র কৃত্যান্তরেণ বৈ ।
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্ ॥
জরাং ত্বয়ি সমাধায় তং যদুঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৩
অনির্দ্দিষ্টা ময়া ভিক্ষা ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতা
অনপাকৃত্য তাং রাজন্ ন গ্রহীষ্যামি তে জরাম্ ॥ ২৪
জরায়াং বহবো দোষাঃ পান-ভোজনকারিতাঃ ।
তস্মাজ্জরাং ন তে রাজন্ গ্রহীতুমহমুৎসহে ॥ ২৫
সন্তি তে বহবঃ পুত্রা মত্তঃ প্রিয়তরা নৃপ
প্রতিগ্রহীতুং ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রমন্যং বৃণীষ বৈ ॥ ২৬
স এবমুক্তো যদুনা রাজা কোপসমন্বিতঃ ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো যযাতির্গর্হয়ন্ সুতম্ ॥ ২৭
ক আত্মরক্তবান্যোঽস্তি কো বা ধর্ম্মো বিধীয়তে ।
মামনাদৃত্য দুর্বুদ্ধে যদহং তব দেশিকঃ ॥ ২৮

সর্বত্র অপরাজিত রাজা যযাতি শস্ত্র ত্যাগ করিয়াও পৃথিবীকে সুব্যবস্থিত দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং পুত্রগণকে পৃথিবী ভাগ করিয়া প্রদান করত যদুকে বলিলেন ॥২২

পুত্র! কোনও একটি কার্য্যের জন্য তুমি আমার জরা গ্রহণ কর। তোমাতে আমার জরা স্থাপন করিয়া তোমার রূপের দ্বারা যুবা হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাহি। তখন যদু তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ২৩

রাজন্! অনির্দিষ্ট বস্তুপ্রার্থী কোনও ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া আমি আপনার জরা গ্রহণ করিব না ॥২৪

জরাতে পানভোজন সম্বন্ধী বহুদোষ উপস্থিত হয়। রাজন্! এই জন্য আপনার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না ॥২৫

রাজন্! আপনার অনেক পুত্র আছে, তাহারা আমা হইতেও অধিক প্রিয়। ধর্ম্মজ্ঞ! জরাবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি অন্য পুত্রকে বরণ করুন ॥ ২৬

যদু এইরূপ বলিলে পর বাগ্মিপ্রবর রাজা যযাতি কুপিত হইয়া নিজ পুত্র যদুর নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২৭

মন্দবুদ্ধে! আমার অনাদর করিলে তোমার কোন্ ধর্ম্ম আচরিত হইবে? অন্য কে তোমার আশ্রয় হইবে? যেহেতু আমি তোমার গুরু ॥ ২৮

এবমুক্ত্বা যযৌ তাত শশাপৈনং স মন্যুমান্ ।
অরাজ্যো তে প্রজা মূঢ় ভবিত্রীতি নরাধম ॥ ২৯
মনুর্বসুশ্চ ক্রহ্যশ্চাপ্যনুশ্চ ভরতর্ষভ ।
এবমেবাব্রবীদ্ রাজা প্রত্যাখ্যাতশ্চ তৈরপি ॥ ৩০
শশাপ তানতিক্রুদ্ধো যযাতিরপরাজিতঃ ।
যথা তে কথিতঃ পূর্ব্বং ময়া রাজসিসত্তম ॥ ৩১
এবং শপ্ত্বা সুতান্ সর্ব্বাংশ্চতুরঃ পুরুপূর্ব্বজান্ ।
তদেব বচনং রাজা পুরুমপ্যাহ ভারত ॥ ৩২
তরুণস্তব রূপেণ চরেয়ং পৃথিবীমিমাম্ ।
জরাং ত্বয়ি সমাধায় ত্বং পুরো যদি মন্যসে ॥৩৩
স জরাং প্রতিজগ্রাহ পিতুঃ পুরুঃ প্রতাপবান্ ।
যযাতিরপি রূপেণ পুরোঃ পর্য্যচরন্ মহীম্ ॥ ৩৪
স মার্গমাণঃ কামানামন্তং ভরতসত্তম ।
বিশ্বাচ্যা সহিতো রেমে বনে চৈত্ররথে প্রভুঃ ॥ ৩৫
যদাবিতৃপ্তঃ কামানাং ভোগেষু স নরাধিপঃ ।

তাত ! এইরূপ বলিয়া কুপিত যযাতি যদুকে শাপ প্রদান করিলেন। নরাধম ! মূঢ় ! তোমার সন্তান সর্বদা রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর রাজা যযাতি ক্রহ্যু, তুর্বসু, অনু ও অনুকে ঐরূপ বাক্য বলিলেন এবং তাঁহাদের কর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইলেন। ৩০

অপরাজিত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ যযাতি অতিক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। যাহা আমি যদুর প্রসঙ্গে পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি। ৩১

ভারত ! এই ভাবে পুরুর অগ্রজ চারিজন পুত্রকে অভিশাপ দান করিয়া রাজা যযাতি পুরুকে বলিলেন। ৩২

পুরো ! যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে আমার জরা স্থাপন করিয়া তোমার রূপের দ্বারা তরুণ হইয়া আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। ৩৩

প্রতাপবান্ পুরু পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। যযাতি পুরুর রূপের দ্বারা তরুণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! শক্তিমান্ যযাতি কামভোগের শেষ অন্বেষণ করিতে করিতে চৈত্ররথ নামক বনে বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৫

এই ভাবে কামভোগ করিয়াও যখন রাজা কামভোগে

যদা পুরোঃ সকাশাদ্ বৈ স্বাং জরাং প্রত্যপদ্যত ॥৩৬
তত্র গাথা মহারাজ শৃণু গীতা যযাতিনা
যাভিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্
সর্ব্বতোঽঙ্গানি কূর্ম্মবৎ ॥ ৩৭
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩৮
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥ ৩৯
যদা ভাবং ন কুরুতে সর্ব্বভূতেষু পাপকম্
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৪০
যদান্নেভ্যো ন বিভেতি যদা চান্নান্ন বিভ্যতি ।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৪১
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং
তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৪২

তৃষ্ণাহীন হইতে পারিলেন না। তখন পুরুর নিকট হইতে নিজ জরা ফিরাইয়া লইলেন। ৩৬

মহারাজ ! তখন যযাতি যে গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ঐ গাথার দ্বারা মনুষ্য কূর্মের অঙ্গের মত সকল কামনাকে প্রত্যাহৃত করিতে পারে। ৩৭

যযাতির গাথা···ভোগের লালসা কামভোগের দ্বারা উপশান্ত হয় না। ঘৃতের দ্বারা অগ্নির মত লালসা ভোগের দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩৮

পৃথিবীতে যত ধান্য, ধন, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, ঐ সকল কোনও একজন পুরুষের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়—এইরূপ বুঝিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না। ৩৯

যখন কোনও ব্যক্তি কর্ম, মন ও বাণীর দ্বারা কোনও প্রাণীর প্রতি পাপভাব পোষণ করেন না, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৪০

যখন তিনি অন্য প্রাণী হইতে ভীত হন না এবং তাঁহার নিকট হইতে অন্য প্রাণী ভীত হয় না, যখন তিনি ইচ্ছা করেন না, দ্বেষও করেন না, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৪১

দুর্মতি মনুষ্যের পক্ষে যাহা দুস্ত্যজ, মনুষ্য জীর্ণ হইয়া গেলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকারী রোগবিশেষ, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়াই সুখ লাভ হয়। ৪২

জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
জীবিতাশা ধনাশা চ জীর্যতোঽপি ন জীর্যতি ॥ ৪৩
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ৪৪
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশদ্ বনম্।
কালেন মহতা যাপি চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৪৫
ক্রৌঞ্চতুঙ্গে তপস্তপ্ত্বা তপসোঽন্তে মহাতপাঃ।
অনশ্নন্ দেহমুৎসৃজ্য সদারঃ স্বর্গমাপ্তবান্ ॥ ৪৬

তস্য বংশে মহারাজ পঞ্চ রাজর্ষিসত্তমাঃ।
ব্যাপ্তা পৃথিবী সর্বা সূর্যস্যেব গভস্তিভিঃ ॥ ৪৭
যদোস্তু শৃণু রাজর্ষের্বংশং রাজর্ষিসৎকৃতম্।
যত্র নারায়ণো জজ্ঞে হরির্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ৪৮
যদুঃ প্রজাবানায়ুষ্মান্ কীর্তিমাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
যযাতেশ্চরিতং পুণ্যং পঠন্ শৃণ্বন্ নরাধিপ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি যযাতিচরিতে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

জীর্ণ (বৃদ্ধ) মনুষ্যের কেশ জীর্ণ (শুক্ল) হয়। জীর্ণ মনুষ্যের দন্ত জীর্ণ (ভগ্ন) হয়, কিন্তু জীর্ণ মনুষ্যেরও জীবিতাশা ও ধনাশা জীর্ণ (শিথিল) হয় না। ৪৩

সংসারে কামভোগের যে সুখ আছে, স্বর্গে যে মহাসুখ আছে, এই সকল সুখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল ভাগের একভাগও হইতে পারে না। ৪৪

এইরূপ বলিয়া রাজর্ষি যযাতি পত্নীর সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বহুদিন পর্যন্ত প্রচুর তপস্যা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৪৫

মহাতপস্বী রাজা ক্রৌঞ্চতুঙ্গনামক পর্বতে শিখরে তপস্যা করিয়া তপস্যার শেষে উপবাসে শরীর ত্যাগ করত সপত্নীক স্বর্গে গমন করিলেন। ৪৬

মহারাজ! যযাতির বংশে যদু প্রভৃতি পাঁচ জন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সূর্যের কিরণের ন্যায় তাঁহাদের সন্ততির দ্বারা এই সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ৪৭

রাজর্ষি যদুর সকল রাজর্ষিসম্মানিত বংশ শ্রবণ কর। যে বংশে বৃষ্ণিকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীনারায়ণ হরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ৪৮

নরাধিপ! যে ব্যক্তি যযাতির এই পুণ্যময় চরিত্র পাঠ করে ও শ্রবণ করে, সে ধনবান্, সন্তানবান্, দীর্ঘায়ু ও যশস্বী হয়। ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে যযাতির চরিত্রবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পূরোর্বংশপরম্পরাবর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

পূরোর্বংশমহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোশ্চৈব তুর্বসোশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
বৃষ্ণিবংশপ্রসঙ্গেন যঃ বংশং পূর্বমেব তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু পূরোর্মহারাজ বংশমুত্তমপৌরুষম্।
বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥৩
হন্ত তে কীর্তয়িষ্যামি পূরোর্বংশমনুত্তমম্।
দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোশ্চৈব তুর্বসোশ্চ নরাধিপ ॥ ৪
পূরোঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো রাজাসীজ্জনমেজয়ঃ।
প্রচিন্বাংস্তু সুতস্তস্য যঃ প্রাচীমজয়দ্ দিশম্ ॥ ৫

একত্রিংশ অধ্যায়।

(পূরুর বংশপরম্পরাবর্ণন।)

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমি পূরু, দ্রুহ্যু, অনু, যদু ও তুর্বসুর বংশের যথাযথ বর্ণন পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১

বৃষ্ণিবংশবর্ণন প্রসঙ্গে আপনি যাঁর বংশের (পূরুবংশের) অতি বর্ণন বিস্তৃতভাবে প্রথমেই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব তাহা বর্ণন করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! উত্তম পৌরুষবিশিষ্ট পূরুবংশের আদ্যন্ত বিস্তৃত বর্ণনা শ্রবণ কর। রাজন্! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৩

নরাধিপ! আমি অত্যন্ত হর্ষের সহিত পূরুর অত্যুত্তমবংশের বর্ণনা করিতেছি এবং দ্রুহ্যু, অনু, যদু ও তুর্বসুর বংশেরও বর্ণনা করিতেছি। ৪

পূরুর মহাপরাক্রমশালী পুত্র রাজা জনমেজয়। তাঁহার পুত্রের নাম প্রচিন্বান্ ঐ প্রচিন্বান্ পূর্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন। ৫

প্রচিন্বতঃ প্রবীরোঽভূন্মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
রাজা চাভয়দো নাম মনস্যোরভবৎ সুতঃ ॥৬
তথৈবাভয়দস্যাসীৎ সুধন্বা তু মহীপতিঃ।
সুধন্বনো বহুগবঃ শম্যাতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৭
শম্যাতেস্তু রহস্যাতী রৌদ্রাশ্বস্তস্য চাত্মজঃ।
রৌদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যাং বৈ দশাপ্সরসি সূনবঃ ॥ ৮
ঋচেযুঃ প্রথমস্তেষাং কৃকণেয়ুস্তথৈব চ।
কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুশ্চ সন্নতেয়ুস্তথৈব চ ॥ ৯
দশার্ণেষুর্জলেয়ুশ্চ স্থলেয়ুশ্চ মহাযশাঃ।
ধনেয়ুশ্চ বনেয়ুশ্চ পুত্রিকাশ্চ দশ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
কৃতা পূতা চ ভূতা চ নলনা বলহা তথা।
খলদা চৈব রাজেন্দ্র নলদা সুরসাপি চ ॥
তথা গোচপলা তু ব্রীরকৃটা চ তা দশ ॥ ১১
ঋষির্জাতোঽত্রিবংশে তু তাসাং ভর্তা প্রভাকরঃ।
কৃতায়াং জনয়ামাস সুতং সোমং যশস্বিনম্ ॥ ১২
স্বর্ভানুনা হতে সূর্যে পতমানে দিবো মহীম্।
তমোঽভিভূতে লোকে চ প্রভা যেন প্রবর্তিতা ॥ ১৩

স্বর্ভানো ত্বেষবিতি চোক্তো বৈ পতমানো দিবাকরঃ।
বচনাৎ তস্য বিপ্রর্ষের্ন পপাত দিবো মহীম্ ॥ ১৪
অত্রিশ্রেষ্ঠানি গোত্রাণি যস্তকার মহাতপাঃ।
যজ্ঞেষত্রের্বনং চৈব সুরৈর্যস্য প্রবর্তিতম্ ॥ ১৫
স তাসু জনয়ামাস পুত্রিকাসু সনামকান্।
দশ পুত্রান্ মহাত্মা স তপস্যুগ্রে রতান্ সদা ॥ ১৬
তে তু গোত্রকরা রাজন্ ঋষয়ো বেদপারগাঃ।
স্বর্ভানোরেয়া ইতি খ্যাতাঃ কিং ত্বত্রিবনবর্জিতাঃ ॥ ১৭
কক্ষেয়োস্তনয়াশ্চাসাংস্ত্রয় এব মহারথাঃ।
সভানরশ্চাক্ষুষশ্চ পরমন্যুস্তথৈব চ ॥ ১৮
সভানরস্য পুত্রস্তু বিদ্বান্ কালানলো নৃপঃ।
কালানলস্য ধর্মজ্ঞঃ সৃঞ্জয়ো নাম বৈ সুতঃ ॥ ১৯
সৃঞ্জয়স্যাভবৎ পুত্রো বীরো রাজা পুরঞ্জয়ঃ।
জনমেজয়ো মহারাজ পুরঞ্জয়সুতোঽভবৎ ॥ ২০
জনমেজয়স্য রাজর্ষের্মহাশালোঽভবৎ সুতঃ।
দেবেষু স পরিজ্ঞাতঃ প্রতিষ্ঠিতযশা ভুবি ॥ ২১

প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র রাজা অভয়দ। ৫-৬

অভয়দের পুত্রের নাম মহীপতি সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র বহুগব এবং বহুগবের পুত্র শম্যাতি। ৭

শম্যাতির পুত্র রহস্যাতি। তাহার পুত্র রৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র হইয়াছিল। ৮

তাহাদের নাম—ঋচেযু সকলের জ্যেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন কৃকণেযু কক্ষেযু, স্থণ্ডিলেযু, সন্নতেযু, দশার্ণেযু, জলেযু, মহাযশস্বী স্থলেযু ধনেযু ও বনেযু। এতদ্ভিন্নি রৌদ্রাশ্বের দশটি কন্যাও হইয়াছিল। তাহারা সকলেই পুত্রিকা-ধর্মানুসারে বিবাহিত ছিল। ৯-১০

রাজেন্দ্র! ঐ দশ কন্যার নাম—কৃতা, পূতা, ভূতা, নলদা, বলহা, খলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা ও ব্রীরকৃটা। ১১

অত্রিবংশে জাত মহর্ষি প্রভাকর সেই সকল কন্যার পতি হইয়াছিলেন। তিনি কৃতার গর্ভে যশস্বী সোমকে জন্মদান করিয়াছিলেন। ১২

রাহুর দ্বারা আহত হইয়া সূর্য আকাশ হইতে পতিত হইতে থাকিলে সমস্ত সংসার অন্ধকারে অভিভূত হইল। তখন প্রভাকর স্বীয় প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩

মহর্ষি পতমান সূর্যকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার ত্বতি হউক। ঐ ঋষির বাক্যের জন্য সূর্য আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলেন না। ১৪

মহাতপস্বী প্রভাকর গোত্রসমূহের মধ্যে অত্রিগোত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রভাবেই অত্রির যজ্ঞে দেবতাগণ ধন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৫

মহাত্মা প্রভাকর ঐ সকল পত্নীতে দশটি পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাহারা উগ্র তপস্যায় নিরত হইয়াছিল। ১৬

রাজন্! ঐ সকল পুত্রেরা প্রত্যেকেই বেদপারগত ও গোত্রপ্রবর্তক ঋষি হইয়াছিলেন। 'স্বর্ভানোর' নামে তাঁহাদের খ্যাতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা অত্রির বনে বর্জিত ছিলেন। ১৭

কক্ষেয়ুর তিনটি মহারথী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম সভানর, চাক্ষুষ ও পরমন্যু। ১৮

সভানরের বিদ্বান্ পুত্র রাজা কালানল। কালানলের ধার্মিক পুত্র সৃঞ্জয়। ১৯

সৃঞ্জয়ের পুত্র বীর রাজা পুরঞ্জয়। মহারাজ! পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়। ২০

রাজর্ষি জনমেজয়ের মহাশাল নামক পুত্র হইয়াছিল। তিনি দেবতাদিগের পরিচিত ছিলেন এবং পৃথিবীতে যশস্বিতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ২১

মহামনা নাম সুতো মহাশালস্য ধার্মিকঃ।
জজ্ঞে বীরঃ সুরগণৈঃ পূজিতঃ সুমহাযশাঃ॥ ২২
মহামনাস্তু পুত্রৌ দ্বৌ জনয়ামাস ভারত।
উশীনরঞ্চ ধর্মজ্ঞং তিতিক্ষুঞ্চ মহাবলম্॥ ২৩
উশীনরস্য পত্ন্যস্তু পঞ্চ রাজর্ষিবংশজাঃ।
নৃগা কৃমী নবা দর্বা পঞ্চমী চ দৃষদ্বতী॥ ২৪
উশীনরস্য পুত্রাস্তু পঞ্চ তাসু কুলোদ্বহাঃ।
তপসা বৈ সুনহতা জাতা বৃদ্ধস্য ভারত॥ ২৫
নৃগায়াস্তু নৃগঃ পুত্রঃ কৃম্যাং কৃমিরজায়ত।
নবায়াস্তু নবঃ পুত্রো দর্বায়াঃ সুব্রতোঽভবৎ
দৃষদ্বত্যাস্তু সঞ্জজ্ঞে শিবিরৌশীনরো নৃপঃ।
শিবেস্তু শিবয়স্তাত যৌধেয়াস্তু নৃগস্য হ॥ ২৭
নবস্য নবরাষ্ট্রং তু কৃমেস্তু কৃমিলা পুরী।
সুব্রতস্য তথাষ্টৌ শিবিপুত্রাংশ্চিবোধ মে॥ ২৮
শিবেশ্চ পুত্রাশ্চত্বারো বীরাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাঃ।
বৃষদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রকঃ কৈকয়স্তথা॥ ২৯

মহাশালের মহামনা নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। তিনি বীর ধার্মিক, সুযশস্বী ও দেবপূজা ছিলেন॥ ২২

ভারত। মহামনা দুইজন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ধর্মজ্ঞ উশীনর ও মহাবলবান্ তিতিক্ষু মহামনার পুত্র॥ ২৩

উশীনরের পাঁচটি পত্নী ছিল। তাহারা প্রত্যেকেই রাজর্ষিবংশে জাত। তাহাদের নাম—নৃগা, কৃমি, নবা, দর্বা ও পঞ্চমী দৃষদ্বতী॥ ২৪

তাহাদের গর্ভে উশীনরের পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। তাহারা কলেই বংশমর্যাদা রক্ষাকারী। বৃদ্ধ উশীনরের মহাতপস্যার দ্বারা জন্মিয়াছিল॥ ২৫

নৃগার পুত্র নৃগ, কৃমীর গর্ভে কৃমি হইয়াছিল। নবার পুত্র নব এবং দর্বার পুত্র সুব্রত হইয়াছিল॥ ২৬

তাত। দৃষদ্বতীর গর্ভে উশীনরপুত্র রাজা শিবি জন্মিয়াছিলেন। শিবি শিবিদেশের রাজা ও নৃগ যৌধেয়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২৭

নব নবরাষ্ট্র ও কৃমি কৃমিলাপুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুব্রত অষ্টরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন শিবির পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর॥ ২৮

শিবির বৃষদর্ভ, সুবীর, মদ্রক ও কৈকয় নামক চারিটি পুত্র হয়। তাহারা সকলেই বীর ও ত্রিলোকবিখ্যাত॥ ২৯

তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ কেকয়া মদ্রকাস্তথা।
বৃষদর্ভাঃ সুবীরাশ্চ তিতিক্ষোস্তু প্রজাঃ শৃণু॥৩০
তৈতিক্ষবোঽভবদ্ রাজা পূর্বস্যাং দিশি ভারত।
উষদ্রথো মহাবাহুস্তস্য কেনঃ সুতোঽভবৎ॥ ৩১
কেনাৎ তু সুতপা জজ্ঞে সুতঃ সুতপসো বলিঃ।
জাতো মানুষযোনৌ তু স রাজা কাঞ্চনেষুধিঃ॥ ৩২
মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি॥ ৩৩
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ঃ ক্ষত্রমুচ্যতে॥৩৪
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি।
বলেস্তু ব্রহ্মণা দত্তা বরাঃ প্রীতেন ভারত॥ ৩৫
মহাযোগিত্বমায়ুষ্ক কল্পস্য পরিমাণতঃ
সংগ্রামে বাপ্যজেয়ত্বং ধর্মে চৈব প্রধানতা॥ ৩৬
ত্রৈলোক্যদর্শনঞ্চৈব প্রাধান্যং প্রসবে তথা।
বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্মতত্ত্বার্থদর্শনম্॥৩৭

তাহাদের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য কেকয়, মদ্রক, বৃষদর্ভ ও সুবীর নামে প্রসিদ্ধ। এখন তিতিক্ষুর বংশ শ্রবণ কর॥ ৩০

তিতিক্ষুর পুত্র মহাবাহু রাজা উষদ্রথ। তিনি পূর্বদিকের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কেন॥ ৩১

কেন হইতে সুতপা, সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দানবরাজ বলি মনুষ্যযোনিতে বলি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তূণীর স্বর্ণনির্মিত ছিল॥ ৩২

পূর্বকালে বলিরাজা মহাযোগী ছিলেন। পৃথিবীতে তিনি বংশরক্ষাকারী পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন॥ ৩৩

তাহাদের মধ্যে প্রথমে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ক্রমশ বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ হইয়াছিল। ইহাদিগকে 'বালেয়' ক্ষত্রিয় বলা হয়॥ ৩৪

ঐ বলির বংশে 'বালেয়' ব্রাহ্মণও হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বংশরক্ষাকারী ছিল। ভারত। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে অনেক বর দিয়াছিলেন যে, তুমি মহাযোগী হইবে। তোমার কল্পকালপরিমাণ আয়ু, সংগ্রামে অপরাজয়, ধর্মে প্রাধান্য, ত্রৈলোক্যের অন্তর্বর্তী কিংবা ত্রিলোকের সকল বস্তুর দর্শন হইবে। তোমার সন্তান প্রাধান্যলাভ করিবে। তুমি শক্তিতে অতুলনীয় হইবে এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞানবান্ হইবে। ব্রাহ্মণাদি

চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্তথা স্থাপয়িতা ভুবি।
ইত্যুক্তো বিভুনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরাং যযৌ ॥ ৩৮
তস্য তে তনয়াঃ সর্বে ক্ষেত্রজা মুনিপুঙ্গবাৎ
সম্ভূতা দীর্ঘতপসো সুদেষ্ণায়াং মহৌজসঃ ॥ ৩৯
বলিস্তানভিষিচোহ পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্
কৃতার্থঃ সোঽপি যোগাত্মা যে গবাশ্রিতা স প্রভুঃ ॥৪০
অধ্রুবঃ সর্বভূতানাং কালাপেক্ষী চরন্নপি।
কালেন মহতা রাজন্ স্বঞ্চ স্থানমুপাগমৎ ॥ ৪১
তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সমুদ্গকাঃ।
কলিঙ্গাঃ পুণ্ড্রকাশ্চৈব প্রজাস্বঙ্গস্য মে শৃণু ॥ ৪২
অঙ্গপুত্রো মহানাসীদ্ রাজেন্দ্রো দধিবাহনঃ।
দধিবাহনপুত্রস্তু রাজা দিবিরথোঽভবৎ ॥৪৩
পুত্রো দিবিরথস্যাসীচ্ছক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
বিদ্বান্ ধর্মরথো নাম তস্য চিত্ররথঃ সুতঃ ॥ ৪৪
তেন চিত্ররথেনাথ তদা বিষ্ণুপদে গিরৌ।
যজতা সহ শক্রেণ সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥ ৪৫

অথ চিত্ররথস্যাপি পুত্রো দশরথোঽভবৎ।
লোমপাদ ইতি খ্যাতো যস্য শান্তা সুতাভবৎ ॥ ৪৬
তস্য দাশরথির্বীরশ্চতুরঙ্গো মহাযশাঃ
ঋষ্যশৃঙ্গপ্রসাদেন জজ্ঞে কুলবিবর্ধনঃ ॥ ৪৭
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্তু পৃথুলাক্ষ ইতি স্মৃতঃ
পৃথুলাক্ষসুতো রাজা চম্পো নাম মহাযশাঃ ॥ ৪৮
চম্পস্য তু পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পুরা।
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্যঙ্গোঽস্য সুতোঽভবৎ ॥ ৪৯
ততো বৈভাণ্ডকিস্তস্য বাহনং শক্রবাহনম্।
অবতারয়ামাস মহাঃ মন্ত্রৈর্বাহনমুত্তমম্ ॥ ৫০
হর্যঙ্গস্য তু দায়াদো রাজা ভদ্ররথঃ সুতঃ।
পুত্রো ভদ্ররথস্যাসীদ্ বৃহৎকর্মা প্রজেশ্বরঃ ॥ ৫১
বৃহদ্ভর্তঃ সুতস্তস্য তস্মাজ্জজ্ঞে বৃহদ্মনাঃ।
বৃহদ্মনাস্তু রাজেন্দ্র জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥ ৫২
নাম্না জয়দ্রথং নাম যস্মাদ্ বৃদ্ধরথো নৃপঃ।
আসীদ্ বৃদ্ধরথস্যাপি বিশ্বজিজ্জনমেজয় ॥৫৩

বর্ণচতুষ্টয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুমি তাহাদিগকে ভূতলে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে বলি পরম শান্তিলাভ করিলেন ॥ ৩৬-৩৮

বলির পূর্বোক্ত পুত্রগণ সকলেই ক্ষেত্রজ। মুনিশ্রেষ্ঠ দীর্ঘতপার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে ঐ সকল মহাবলবান্ পুত্রগণ হইয়াছিল ॥৩৯

রাজা বলি সেই নিষ্পাপ পুত্র পাঁচটিকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অবশেষে যোগাসক্ত ঐ রাজা যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণীর অপরাজেয় হইলেন এবং চরম সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজন্! দীর্ঘকালের পর তিনি স্বীয় প্রাপ্য স্থান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪০-৪১

বলির পাঁচটি পুত্রের অধিকৃত পাঁচটি রাজ্য ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক এই পাঁচটি রাজ্য যথাক্রমে তাহাদের অধিকারে ছিল। এখন আমার নিকট অঙ্গের বংশ শ্রবণ কর ॥ ৪২

অঙ্গের পুত্র রাজাধিরাজ দধিবাহন। দধিবাহনের পুত্র রাজা দিবিরথ ॥ ৪৩

দিবিরথের পুত্র ইন্দ্রসমান পরাক্রমশালী ও বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার নাম ধর্মরথ। তাঁহার পুত্র চিত্ররথ ॥ ৪৪

রাজা চিত্ররথ যখন বিষ্ণুপদনামক পর্বতে যাগরত ছিলেন, তখন সেই মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥৪৫

চিত্ররথের দশরথ নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ দশরথ লোমপাদনামে খ্যাত ছিল। তাহার শান্তানাম্নী কন্যা হইয়াছিল ॥৪৬

ঐ দশরথের পুত্র মহাযশস্বী বীর চতুরঙ্গ। বংশবর্ধনকারী চতুরঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪৭

চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ নামে পরিচিত ছিল। মহাযশস্বী রাজা চম্প পৃথুলাক্ষের পুত্র ॥ ৪৮

চম্পের রাজধানী চম্পাপুরী। ঐ পুরী পূর্বে মালিনী নামে পরিচিত ছিল। পূর্ণভদ্রনামক ঋষির প্রসাদে চম্পের হর্যঙ্গনামক পুত্র হইয়াছিল ॥ ৪৯

বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র অমিতবল হর্যঙ্গের বাহনরূপে ইন্দ্রের উত্তম বাহন ঐরাবতকে মন্ত্রের দ্বারা ভূতলে অবতারিত করিয়াছিলেন ॥ ৫০

হর্যঙ্গের পুত্র রাজা ভদ্ররথ। ভদ্ররথের পুত্র রাজা বৃহৎকর্মা ॥ ৫১

বৃহৎকর্মার পুত্র বৃহদ্ভর্তৃ। তাহা হইতে বৃহদ্মনা জন্মিয়াছিল। রাজেন্দ্র! বৃহদ্মনা জয়দ্রথনামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহা হইতে রাজা বৃদ্ধরথ হইয়াছিল। জনমেজয়! বৃদ্ধরথের পুত্র ছিল বিশ্বজিৎ ॥ ৫২-৫৩

দায়াদস্তস্য কর্ণস্তু বিকর্ণস্তস্য চাত্মজঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদঙ্গানাং কুলবর্ধনম্ ॥ ৫৪
বৃহদ্দর্ভসুতো যস্তু রাজা নাম্না বৃহদ্মনাঃ।
তস্য পত্নীদ্বয়ং চাসীচ্ছৈব্যস্যৈতে সুতে শুভে ॥
যশোদেবী চ সত্যা চ তাভ্যাং বংশস্তু ভিদ্যতে ॥ ৫৫
জয়দ্রথস্তু রাজেন্দ্র যশোদেব্যাং ব্যজায়ত
ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ সত্যাং বিজয়ো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৫৬
বিজয়স্য ধৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো ধৃতব্রতঃ।
ধৃতব্রতস্য পুত্রস্তু সত্যকর্মা মহারথঃ ॥ ৫৭
সত্যকর্মসুতশ্চাপি সুতন্ত্বধিরথস্তু বৈ
যঃ কর্ণং প্রতিজগ্রাহ ততঃ কর্ণস্তু সূতজঃ ॥ ৫৮
এতৎ তে কথিতং সর্বং কর্ণং প্রতি মহাবলম্।
কর্ণস্য বৃষসেনস্তু বৃষস্তস্যাত্মজঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৯
এতেঽঙ্গবংশজাঃ সর্বে রাজানঃ কীর্তিতা ময়া।
সত্যব্রতা মহাত্মানঃ প্রজাবন্তো মহারথাঃ ॥ ৬০
ঋচেয়োস্তু মহারাজ রৌদ্রাশ্বতনয়স্য হ
শৃণু বংশমনুপ্রোক্তং যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি কুক্ষেয়ুবংশানুকীর্তনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

বিকর্তনের পুত্র কর্ণ। কর্ণের পুত্র বিকর্ণ। অঙ্গবংশের বর্ধনকারী একশত পুত্রকে বিকর্ণ উৎপন্ন করিয়াছিল ॥ ৫৭

বৃহদ্দর্ভের যে পুত্র বৃহদ্মনানামে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার দুইজন পত্নী ছিল। উহারা দুইজনই চেদিরাজের শুভলক্ষণা কন্যা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম যশোদেবী ও অপরজনের নাম সত্যা। ঐ উভয়ের বংশ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল ॥ ৫৫

রাজেন্দ্র! জয়দ্রথ যশোদেবীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। যে পুত্র বিজয় নামে বিখ্যাত ছিল, সে সত্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ছিল ॥ ৫৬

বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত। ধৃতব্রতের পুত্র মহারথী সত্যকর্মা ॥ ৫৭

সত্যকর্মার পুত্র অধিরথ নামক সূত, যে কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিল। এইজন্য কর্ণকে সূতপুত্র বলা হয় ॥ ৫৮

মহাবল কর্ণের বিষয়ে এই সকল কথা তোমাকে বলিলাম। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। তাহার পুত্র বৃষ ॥ ৫৯

আমি অঙ্গবংশের রাজাদের কীর্তন করিলাম। তাহারা সকলেই সত্যব্রত, মহাত্মা, পুত্রবান্ ও মহারথী ছিল ॥৬০

পৃথিবীনাথ! মহারাজ! এখন রৌদ্রাশ্বতনয় ঋচেয়ুর বংশ শ্রবণ কর, যে বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে কুক্ষেয়ুবংশের বর্ণনবিষয়ক একত্রিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পুরুবংশান্তর্গতস্য ঋচেয়ুবংশস্য পরম্পরাকথনম্,—তত্র অজমীঢ়বংশ-পাঞ্চাল-সোমবংশ-কৌরব-বংশানাং তথা তুর্বসোঃ, দ্রুহ্যোঃ, অনোশ্চ সন্ততীনাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অনাধৃষ্টস্য রাজর্ষের্ঋচেয়ুস্যৈকরাট্ সুতঃ।
ঋচেয়োর্জলনা নাম ভার্যা বৈ তক্ষকাত্মজা ॥ ১
তস্যাং স দেব্যাং রাজর্ষির্মতিনারো মহীপতিঃ।
মতিনারসুতাশ্চাসংস্ত্রয়ঃ পরমধার্মিকাঃ ॥ ২
তংসুরাদ্যঃ প্রতিরথঃ সুবাহুশ্চৈব ধার্মিকঃ।
গৌরীকন্যা চ বিখ্যাতা মান্ধাতৃজননী শুভা ॥৩
সর্বে বেদবিদস্তত্র ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
সর্বে কৃতাস্ত্রা বলিনঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[পুরুবংশের অন্তর্গত ঋচেয়ুবংশের পরম্পরা। তথা,—তাহার মধ্যে অজমীঢ়বংশ, পাঞ্চাল, সোমবংশ ও কৌরববংশের এবং তুর্বসু, দ্রুহ্য ও অনুর সন্ততিগণের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজর্ষি ঋচেয়ু অপরাজেয় একচ্ছত্র রাজা বলিয়া স্বীকৃত। তক্ষকের কন্যা জলনা ছিল ঋচেয়ুর স্ত্রী ॥ ১

মহিষী জলনার গর্ভে মহীপতি রাজর্ষি মতিনার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মতিনারের তিন পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল। প্রথম পুত্র তংসু, দ্বিতীয় পুত্র প্রতিরথ ও তৃতীয় পুত্র ধার্মিক সুবাহু। মতিনারের গৌরী নামে বিখ্যাত একটি কন্যা ছিল। ঐ শুভলক্ষণা কন্যা মান্ধাতার জননী হইয়াছিল ॥ ২-৩

মতিনারের সকল পুত্রই বেদবিৎ, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, বলবান্ ও যুদ্ধকুশল ছিলেন ॥ ৪

পুত্রঃ প্রতিরথস্যাসীৎ কণ্বঃ সমভবন্মুনিঃ।
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য যস্মাৎ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ
ঈলিনা তু নৃপ যস্যাসীৎ কন্যা বৈ জনমেজয়।
ব্রহ্মবাদিন্যথ স্ত্রীত্বে তাংসুস্তামভ্যচ্ছত ॥ ৬
তংসোঃ সুরোধো রাজর্ষির্ধর্ম্মনেত্রো মহাবলঃ।
ব্রহ্মবাদী পরাক্রান্তস্তস্য ভার্য্যোপদানবী ॥ ৭
উপদানবী সুষুবিরে চতুরস্যৈলিকাসুতান্।
দুষ্মন্তমথ সুষ্মন্তং প্রবীরমনঘং তথা ॥ ৮
দুষ্মন্তস্য তু বায়াদো ভরতো নাম বীর্য্যবান্
স সর্ব্বদমনো নাম নাগাযুতবলো মহান্ ॥ ৯
চক্রবর্ত্তী সুতো জজ্ঞে দুষ্মন্তস্য মহাত্মনঃ।
শকুন্তলায়াং ভরতো যস্য নাম্না স্ম ভারতাঃ ॥ ১০
দুষ্মন্তং প্রতি রাজানং বাগুবাচাশরীরিণী।
মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥ ১১
ভরস্ব পুত্র দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্।
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ॥ ১২

ত্বং চাসো ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা।
ভরতস্য বিনষ্টেষু তনয়েষু নৃপোত্তমঃ ॥ ১৩
মাতৃণাং তাত কোপেন ময়া তে কথিতং পুরা।
তেরাঙ্গিরসঃ পুত্রো রাজন্ বৃহস্পতিঃ ॥
সংক্রামিতো ভরদ্বাজং মরুদ্ভিঃ ক্রতুভির্বিভুঃ ॥ ১৪
অন্বৈরোদ্ভরদ্বাজীনং ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মসংক্রমণং চাপি মরুদ্ভির্ভরতায় বৈ ॥ ১৫
অযাজয়দ্ ভরদ্বাজো মরুদ্ভিঃ ক্রতুভিস্তম্।
পূর্বং তু বিতথে তস্য কৃতে বৈ পুত্রজন্মনি ॥ ১৬
ততোঽথ বিতথো নাম ভরতস্যাত্মজোঽভবৎ।
ততোঽথ বিতথে জাতে ভরতস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ১৭
বিতথং চাভিষিচ্যাথ ভরদ্বাজো বনং যযৌ।
স রাজা বিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ ॥ ১৮
সুহোত্রঞ্চ সুহোতারং গয়ং গর্গং তথৈব চ।
কপিলঞ্চ মহাত্মানং সুহোত্রস্য সুতত্রয়ম্ ॥ ১৯

মন্ত্রিদারের দ্বিতীয় পুত্র প্রতিরথের পুত্র রাজা কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। ইঁহা হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণের পরম্পরা প্রচলিত হইয়াছে। ৫

জনমেজয়! রাজন্! ঈলিনী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন, তিনি স্ত্রীলাভে ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তংসু তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

তংসুর পুত্র মহাবলশালী ধর্ম্মানুসরণকারী রাজর্ষি সুরোধ ব্রহ্মবাদী ও পরাক্রমী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা উপদানবী। উপদানবী চারিটি পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ। ইহারা ঈলিনীপুত্র সুরোধের পুত্র। ৭-৮

দুষ্মন্তের পুত্র বীর্য্যবান্ ভরত। তাঁহার অপর নাম সর্ব্বদমন। ঐ রাজা বীর ও দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ছিলেন। ৯

মহাত্মা দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী ভরত পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাঁহার নামানুসারে তোমরা 'ভারত' বলিয়া পরিচিত। ১০

দুষ্মন্তকে লক্ষ্য করিয়া অশরীরিণী বাণী বলিয়াছিল (তপোবনে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে স্বীকার করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত রাজা ঐ ঘটনা বিস্মৃত হইলে যখন পুত্রবতী পতিগৃহাগতা শকুন্তলাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না, তখন আকাশবাণী হইয়াছিল) যে, রাজন্! মাতা ভস্ত্রার মত, পুত্র যাঁহার দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, সেই পিতারই স্বরূপ হইল পুত্র। তুমি এই পুত্রের ভরণপোষণ কর। শকুন্তলাকে অপমানিত করিও না। নরদেব! যাঁহা বীর্য্যের দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যায়। শকুন্তলা যথার্থই বলিয়াছে যে, তুমিই এই গর্ভের আধানকর্ত্তা। ভরতের পুত্রগণ মাতৃগণের ক্রোধের ফলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই কথা আমি তোমাকে পূর্বেই (মহাভারতের আদি পাঠে) বলিয়াছি। রাজন্! ভরতের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আগত দেবগণ অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতির তনয় মহামুনি ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। ১১-১৪

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজের ধর্মসংক্রমণের কথা উদাহৃত হইয়া থাকে। দেবতাগণ যখন ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে ভরতের নিকট অর্পণ করিলেন। তখন ভরদ্বাজ দেবগণের সহিত ভরতকে অনেক যজ্ঞের দ্বারা যজন করাইলেন। পূর্বে ভরতের পুত্রজন্মের সকল প্রয়াস বিতথ (বৃথা) হইয়াছিল। এখন ভরদ্বাজের প্রসঙ্গে যে পুত্র হইল, তাহার নাম হইল বিতথ। বিতথের জন্মের পর ভরত স্বর্গ গমন করিলেন। বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভরদ্বাজ বনে গমন করিলেন। সেই রাজা বিতথ পাঁচটি পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম

কাশিকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ।
তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ ॥ ১০
কাশিকস্য তু কাশেয়ঃ পুত্রো দীর্ঘতপাস্তথা
অজমীঢ়োঽপরো বংশঃ শ্রূয়তাং পুরুষর্ষভ ॥ ১১
সুহোত্রস্য বৃহৎপুত্রো বৃহতস্তনয়াত্রয়ঃ।
অজমীঢো দ্বিমীঢশ্চ পুরুমীঢশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১২
অজমীঢ়স্য পত্ন্যস্তু তিস্রো বৈ যশসান্বিতাঃ।
নীলিনী কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাঙ্গনা ॥ ১৩
অজমীঢ়স্য নীলিন্যাং সুশান্তিরুদপদ্যত।
পুরুজাতিঃ সুশান্তেস্তু বাহ্যাদ্যঃ পুরুজাতিতঃ ॥ ১৪
বাহ্যাশ্বতনয়াঃ পঞ্চ বভূবুরমরোপমাঃ ॥ ১৫
মুদ্গলঃ সৃঞ্জয়শ্চৈব রাজা বৃহদিষুঃ স্মৃতঃ।
যবীনরশ্চ বিক্রান্তঃ কৃমিলাশ্বশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ১৬
পঞ্চৈতে ব্রহ্মণাদ্যাস্তাঃ দেশানামিতি বিশ্রুতাঃ।
পঞ্চানাং বিদ্ধি পঞ্চালান্ স্ফীতৈর্জনপদৈর্বৃতান্ ॥ ১৭
অলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিশ্রুতাঃ।
মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ ॥ ১৮

সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের তিন পুত্র—মহাবলবান্ কাশিক ও রাজা গৃৎসমতি। গৃৎসমতির পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ছিল। ১৫-১০

কাশিকের দুই পুত্র—কাশেয় ও দীর্ঘতপাঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এখন অজমীঢ় নামক অন্য বংশ শ্রবণ কর। পূর্বোক্ত সুহোত্রের অন্য একটি পুত্র ছিল, তাহার নাম বৃহৎ। বৃহতের তিনটি পুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। ইহারা সকলেই বীর্যবান্। ১১-১২

অজমীঢ়ের তিনটি যশস্বিনী পত্নী ছিলেন। নীলিনী, কেশিনী ও ধূমিনী। এই তিনটি শ্রেষ্ঠ মহিলা। ১৩

অজমীঢ়ের ঔরসে নীলিনীর গর্ভে সুশান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। শান্তির পুত্র পুরুজাতি। পুরুজাতি হইতে বাহ্যাশ্ব। বাহ্যাশ্বের পাঁচটি দেবতুল্য পুত্র হইয়াছিল। ১৪-১৫

ঐ পুত্রগণের নাম—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, রাজা বৃহদিষু, পরাক্রমী যবীনর ও পঞ্চম কৃমিলাশ্ব। ১৬

এই পাঁচ জনই স্ব স্ব দেশ রক্ষায় সর্বথা সমর্থ। এইজন্য ইহাদের জনপদযুক্ত ঐ পাঁচটি দেশ পঞ্চাল বলিয়া বুঝিবে। ১৭

পঞ্চ দেশ সংরক্ষণে অলং অর্থাৎ সমর্থ হওয়ায় ঐ পাঁচটি রাজ্য পঞ্চাল নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুদ্গলের পুত্র মহাযশস্বী

সর্বে এতে মহাত্মানঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কণ্ব-মৌদ্গলাঃ ॥ ১৯
মৌদ্গল্যস্য সুতো জ্যেষ্ঠো ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাযশাঃ
ইন্দ্রসেনো যতো গর্ভং বধ্র্যশ্বঃ প্রতাপবান্ ॥ ২০
বধ্র্যশ্ব ন্ মিথুনং জজ্ঞে মেনকায়ামিতি শ্রুতিঃ
দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী ॥ ২১
শরদ্বতস্তু দায়াদোঽহল্যা সমসূয়ত।
শতানন্দমৃষিশ্রেষ্ঠং তস্যাপি সুমহাযশাঃ ॥ ২২
পুত্রঃ সত্যধৃতি র্নাম ধনুর্বেদস্য পারগঃ।
তস্য সত্যধৃতে রেতো দৃষ্ট্বাপ্সরসমগ্রতঃ ॥ ২৩
অবস্কন্দঃ শরস্তম্বে মিথুনং সমপদ্যত।
কৃপয়া তচ্চ জগ্রাহ শন্তনুর্মৃগয়াং গতঃ ॥ ২৪
কৃপঃ সুতঃ স বৈ তস্মাদ্ গৌতমী চ কৃপী তথা।
এতে শারদ্বতাঃ প্রোক্তা এতে তে গৌতমাঃ স্মৃতাঃ ॥২৫
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দিবোদাসস্য সন্ততিম্
দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষিমিত্রয়ুর্নৃপ ॥ ২৬

মৌদ্গল্য। এই সকল মহাত্মা ক্ষাত্রধর্মবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। ইহারা অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় লওয়ায় কণ্ব-মৌদ্গল্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৮-১৯

মৌদ্গল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাযশস্বী ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেন। তাঁহার পুত্র বধ্র্যশ্ব। ২০

মেনকার গর্ভে বধ্র্যশ্বের ঔরসে যমজ সন্তান হইয়াছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐ যমজের মধ্যে রাজর্ষি দিবোদাস পুত্র ও যশস্বিনী অহল্যা কন্যা। ২১

শরদ্বতের ঔরসে অহল্যা মুনিশ্রেষ্ঠ শতানন্দনামক পুত্র প্রসব করিলেন। শতানন্দের মহাযশস্বী ধনুর্বেদপারগামী সত্যধৃতিনামক পুত্র হইয়াছিল। একদিন সম্মুখে এক অপ্সরাকে দেখাতে সত্যধৃতির বীর্য স্খলিত হইয়া শরস্তম্বের উপর পতিত হইল। তাহা হইতে যমজ সন্তান উৎপন্ন হইল। সেই সময় শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিলেন। তিনি যমজ সন্তানদ্বয়কে কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২২-২৪

কৃপাপূর্বক গ্রহণ করাতে পুত্রটির নাম হইল কৃপ এবং কন্যাটির নাম হইল কৃপী। শতানন্দ প্রভৃতিকে শারদ্বত বলা হয় এবং গৌতমও বলা হয়। ২৫

অনন্তর দিবোদাসের সন্ততির বর্ণনা করিব। রাজন্! দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। তাহার পুত্র হইল মৈত্রেয়ণ।

নৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো নৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।
এতে হি সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্রত্বাপেতাস্তু ভার্গবাঃ ॥ ৩৭
আসীৎ পঞ্চজনঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়স্য মহাত্মনঃ।
সুতঃ পঞ্চজনস্যাপি সোমদত্তো মহীপতিঃ
সোমদত্তস্য দায়াদঃ সহদেবো মহাযশাঃ
সহদেবসুতশ্চাপি সোমকো নাম পার্থিবঃ ॥ ৩৯
অজমীঢ়াৎ পুনর্জাতঃ ক্ষীণবংশে তু সোমকঃ
সোমকস্য সুতো জন্তুর্যস্য পুত্রশতং বভৌ ॥ ৪০
তেষাং যবীয়ান্ পৃষতো দ্রুপদস্য পিতা প্রভুঃ
দৃষ্টদ্যুম্নস্তু দ্রুপদাদ্ দৃষ্টকেতুশ্চ তৎসুতঃ ॥ ৪১
অজমীঢ়াঃ স্মৃতা হ্যেতে মহাত্মানস্তু সোমকাঃ।
পুত্রাণামাজমীঢ়স্য সোমকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪২
মহিষী যজমীঢ়স্য ধূমিনী পুত্রগৃদ্ধিনী।
তৃতীয়া তব পূর্ব্বেষাং জননী পৃথিবীপতে ॥ ৪৩
সা তু পুত্রার্থিনী দেবী ব্রতচর্য্যাসমন্বিতা।
ততো বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৪৪

নৈত্রায়ণের পুত্র সোম। সোমের বংশজাত সন্তানগণকে নৈত্রেয় বলা হয়। ইহারা ভার্গবপক্ষ আশ্রয় করায় ক্রত্বাপেত ভার্গব বলিয়া পরিচিত। ৩১-৩৭

মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পঞ্চজননামক পুত্র হইয়াছিল। পঞ্চজনের পুত্র মহীপতি সোমদত্ত। ৩৮

সোমদত্তের মহাযশস্বী পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র রাজা সোমক। ৩৯

যখন অজমীঢ়বংশীয় সহদেবের সোমকনামক পুত্র হইয়াছিল, তখন ঐ বংশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সোমকের পুত্র জন্তু। ঐ জন্তুর জন্ম সোমকের একশত পুত্র হইয়াছিল। (সোমক পুত্র জন্তুকে যজ্ঞীয় পশুরূপে বলি দিয়া একশত পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে একটি করিয়া পুত্র পাইয়াছিল*)। ৪০

ঐ শতপুত্রের সর্বকনিষ্ঠ ছিল পৃষত। ঐ পৃষত শক্তিমান্ ও দ্রুপদের পিতা। দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু হইয়াছিল। এই সকল মহাত্মা ক্ষত্রিয় অজমীঢ় ও সোমকের নামানুসারে পরিচিত। মহাত্মা অজমীঢ়ের পুত্রগণের সোমক নাম হইয়াছিল। ৪১-৪২

পুত্রকামনাবতী ধূমিনী অজমীঢ়ের মহিষী। পৃথিবীনাথ! অজমীঢ়ের তৃতীয়া মহিষী ধূমিনী তোমার পূর্বপুরুষগণের জননী। ৪৩

জনমেজয়! পুত্রার্থিনী ধূমিনীদেবী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া অযুতবর্ষকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং বিধিমত হব্যাগ্নি বিধিবৎ সা তু পবিত্রনিত্যভোজনা।
অগ্নিহোত্রকুশেষ্বেব সুষ্বাপ জনমেজয় ॥ ৪৫
ধূমিন্যা সহিতা দেবী যজমীঢ়ঃ সমেয়িবান্
তস্যাং সংজনয়ামাস ধূম্রবর্ণং সুদর্শনম্ ॥ ৪৬
ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাৎ তথা।
যঃ প্রয়াগাদতিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ ॥ ৪৭
তস্য বৈ তৎ স মহাভাগো বর্ষাণি সুবহূন্যপি।
তপ্যমানে তদা শক্রো বরাংস্তস্য বরার্হকে
পুণ্যাঞ্চ রমণীয়ঞ্চ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্
তস্যাস্ববায়ঃ সুমহাংস্তস্য নাম্না স্ম কৌরবাঃ ॥ ৪৯
কুরোশ্চ পুত্রাশ্চত্বারঃ সুধন্বা সুধনুস্তথা।
পরীক্ষিচ্চ মহাবাহুঃ প্রবরশ্চারিমেজয়ঃ ॥ ৫০
সুধন্বনস্তু দায়াদঃ সুহোত্রো নাতিমান্নৃপঃ।
চ্যবনস্তস্য পুত্রস্তু রাজা ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ॥ ৫১
চ্যবনাৎ কৃতযজ্ঞস্তু পুষ্টো যজ্ঞৈঃ স ধর্ম্মবিৎ।
বিভ্রুতং জনয়ামাস পুত্রমিন্দ্রসমং নৃপঃ ॥ ৫২

অগ্নিতে আহুতিদান করিয়া পবিত্র ও পরিমিত ভোজন করত অগ্নিহোত্র-সাধক কুশসমূহের উপর তখন শয়ন করিতেন। ৪৪-৪৫

অনন্তর রাজা অজমীঢ় মহারাণী ধূমিনীর সহিত সহবাস করিলেন। তাহার ফলে ধূম্রতুল্য বর্ণ সুদর্শন ঋক্ষ নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৬

ঋক্ষ হইতে সংবরণ ও সংবরণ হইতে কুরু জন্মিয়াছিলেন। ঐ কুরু প্রয়াগ হইতে চলিয়া যাইয়া কুরুক্ষেত্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। ৪৭

মহাভাগ কুরু বহু বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ রাজা তপস্যা করিতে থাকিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন। ৪৮

ঐ কুরুক্ষেত্র পবিত্র রমণীয় ও পুণ্যাত্মাদিগের সেবিত। কুরুর বংশ অতিবিশাল। ঐ কুরুর নামানুসারে তোমরা 'কৌরব' বলিয়া পরিচিত। ৪৯

কুরুর চারিটি পুত্র—সুধন্বা, সুধানু, মহাবাহু পরীক্ষিৎ ও জ্যেষ্ঠ বীর অরিমেজয়। ৫০

সুধন্বার পুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের পুত্র মতিমান্। মতিমানের পুত্র ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ রাজা চ্যবন। ৫১

চ্যবনের পুত্র কৃতযজ্ঞ। ঐ ধর্মবিৎ রাজা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রতুল্য বিখ্যাত পুত্রকে জন্ম দিয়াছিলেন। ৫২

*ইহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য মহাভারতের বনপর্বের ১২৭-১২৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চৈদ্যোপরিচরঃ বীরঃ বসুঃ নামাস্তরিক্ষগঃ।
চৈদ্যোপরিচরাজ্জজ্ঞে গিরিকা সপ্ত মানবান্ ॥ ৫৩
মহারথো মগধরাড্, বিজ্ঞাতো যো বৃহদ্রথঃ
প্রত্যগ্রহঃ কুশশ্চৈব যমাহুর্মণিবাহনম্ ৫৪
মারুতশ্চ যদুশ্চৈব মৎস্যঃ কালী চ সপ্তমঃ।
বৃহদ্রথস্য দায়াদঃ কুশাগ্রো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৫৫
কুশাগ্রস্যাত্মজো বিদ্বান্ বৃষভো নাম বীর্যবান্
বৃষভস্য তু দায়াদঃ পুষ্পবান্নাম ধার্মিকঃ ॥ ৫৬
দায়াদস্তস্য বিক্রান্তো রাজা সত্যহিতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭
তস্য পুত্রোঽথ ধর্মাত্মা নাম্না ঊর্জস্ত ওজস্বিবান্
ঊর্জসা সম্ভবঃ পুত্রো যদা জজ্ঞে স বীর্যবান্ ॥ ৫৮
শকলে যে স বৈ জাতো জরয়া পরিবর্জিতঃ স তু।
জরয়া পরিত্যক্তো যস্মাজ্জরাসন্ধস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৯
সর্বক্ষত্রস্য জেতাসৌ জরাসন্ধো মহাবলঃ।
জরাসন্ধস্য পুত্রো বৈ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬০
সহদেবাত্মজঃ শ্রীমানুদাপ্তঃ স মহাযশাঃ।
ঊনাপূর্জনয়ামাস পুত্রং পরমধার্মিকম্ ॥ ৬১

শ্রুতধর্মেতি নামানং ভগবান্ যোঽবসদ্ বিভুঃ
পরীক্ষিত্তস্য দায়াদো ধার্মিকো জনমেজয় ॥৬২
জনমেজয়স্য দায়াদাস্ত্রয় এব মহারথাঃ।
শ্রুতসেনোগ্রসেনৌ চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ ॥৬৩
এতে সর্বে মহাভাগা বিক্রান্তা বলশালিনঃ।
জনমেজয়স্য পুত্রৌ দ্বৌ সুরথো মতিমাংস্তথা ॥ ৬৪
সুরথস্য তু বিক্রান্তঃ পুত্রো জজ্ঞে বিদূরথঃ।
বিদূরথস্য দায়াদ ঋক্ষ এব মহারথঃ ॥ ৬৫
দ্বিতীয়ঃ স বভৌ রাজা নাম্না তেনৈব সংজ্ঞিতঃ।
দ্বাবৃক্ষৌ তব বংশেঽস্মিন্ দ্বাবেব তু পরীক্ষিতৌ ॥ ৬৬
ভীমসেনাত্রয়ো রাজন্ দ্বাবেব জনমেজয়ৌ।
ঋক্ষস্য তু দ্বিতীয়স্য ভীমসেনোঽভবৎ সুতঃ ॥ ৬৭
প্রতীপো ভীমসেনস্য প্রতীপস্য তু শন্তনুঃ।
দেবাপির্বাহ্লিকশ্চৈব ত্রয় এব মহারথাঃ ॥ ৬৮
শন্তনোঃ প্রসবত্বেষ যত্র জাতোঽসি পার্থিব।
বাহ্লিকস্য তু রাজ্যং বৈ সপ্তবাহ্নং নরেশ্বর ॥ ৬৯
বাহ্লিকস্য সুতশ্চৈব সোমদত্তো মহাযশাঃ।
জজ্ঞিরে সোমদত্তং তু ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ৭০

তাঁহার পুত্রের নাম উপরিচর বসু। তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন। চেদিদেশে তাঁহার রাজ্য ছিল। চেদিদেশীয় উপরিচর বসুর গিরিকার গর্ভে সাতটি মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল। ৫৩

তাঁহাদের মধ্যে প্রথম মহারথী বৃহদ্রথ বিখ্যাত। সে মগধদেশের রাজা হইয়াছিল। অন্যান্য পুত্রগণ—প্রত্যগ্রহ, কুশ—যাহার অপর নাম মণিবাহন, মারুত, যদু ও নরশ্রেষ্ঠ মৎস্য। সপ্তম সন্তান কন্যা কালী। বৃহদ্রথের পুত্র ধার্মিক পুষ্পবান্। তাঁহার পুত্র পরাক্রমশালী রাজা সত্যহিত। ৫৪-৫৭

সত্যহিতের ধর্মাত্মা ঊর্জনামক পুত্র হইয়াছিল। ঊর্জের পুত্রের নাম সহব। তাহার যে পুত্র হইয়াছিল, সে অত্যন্ত বীর্যবান্ ছিল। ৫৮

দুইজন মাতা দুইটি অর্ধাংশ প্রসব করিয়াছিল। জরানাম্নী রাক্ষসী ঐ দুটি অর্ধাংশ মিলিত করাতে একটি মানব হইয়াছিল। জরা দ্বারা মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল জরাসন্ধ। ৫৯

মহাবলবান্ জরাসন্ধ সকল ক্ষত্রিয়ের জয়কারী ছিল। জরাসন্ধের পুত্র প্রতাপবান্ সহদেব। ৬০

সহদেবের পুত্র শ্রীমান্ ঊনাপু। সে মহাযশস্বী ছিল। ঊনাপু পরম ধার্মিক 'শ্রুতধর্মা' নামক পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল। সেই শক্তিমান্ রাজা মগধদেশে বাস করিত। কুরুর দ্বিতীয় পুত্র পরীক্ষিতের পুত্র ধার্মিক জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ইহারা তিনজনই মহাভাগ্যবান্ ও বলবিক্রমসম্পন্ন ছিল। জনমেজয়ের আরও দুটি পুত্র ছিল—সুরথ ও মতিমান্। ৬১-৬৪

সুরথের বিক্রমশালী পুত্র বিদূরথ। বিদূরথের পুত্র মহারথী ঋক্ষ। অন্য একজন রাজা ছিল, সেও ঋক্ষ নামে অভিহিত ছিল। রাজন্! তোমাদের এই কুরুবংশে ঋক্ষনামে দুইজন ও পরীক্ষিৎ নামে দুইজন রাজা হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন। ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র শন্তনু, দেবাপি এবং বাহ্লিক। এই তিনজনই মহারথী। ৬৫-৬৮

পৃথিবীনাথ! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা শন্তনুর বংশ। নরনাথ! বাহ্লিকের রাজ্য ছিল সপ্তবাহ (সাতজন নরপতির দ্বারা পালনযোগ্য)। ৬৯

বাহ্লিকের পুত্র মহাযশস্বী সোমদত্ত। সোমদত্ত হইতে ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল হইয়াছিল। ৭০

উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ।
চ্যবনস্য কৃতঃ পুত্র ইষ্টশ্চাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ৭১
শন্তনুস্ত্বভবদ্ রাজা কৌরবাণাং ধুরন্ধরঃ।
শন্তনোঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥ ৭২
গাঙ্গং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোঽজনয়ৎ প্রভুঃ।
স তু ভীষ্ম ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডবানাং পিতামহঃ ॥ ৭৩
কালী বিচিত্রবীর্য্যং তু জনয়ামাস ভারত।
শন্তনোর্দয়িতং পুত্রং ধর্ম্মাত্মানমকল্মষম্ ॥ ৭৪
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষেত্রে বৈচিত্রবীর্য্যকে।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ ॥ ৭৫
ধৃতরাষ্ট্রস্তু গান্ধার্য্যাং পুত্রানুৎপাদয়চ্ছতম্।
তেষাং দুর্য্যোধনঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষামেব স প্রভুঃ ॥ ৭৬
পাণ্ডোর্ধনঞ্জয়ঃ পুত্রঃ সৌভদ্রস্তস্য চাত্মজঃ।
অভিমন্যোঃ পরীক্ষিৎ তু পিতা তব জনেশ্বর ॥ ৭৭
এষ তে পৌরবো বংশো যত্র জাতোঽসি পার্থিব।
দুর্বসোস্তু প্রবক্ষ্যামি দ্রুহ্যোশ্চানোর্যদোস্তথা ॥ ৭৮

দেবাপি দেবগণের উপাধ্যায় ও মুনি হইয়াছিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহাকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭১

শন্তনু রাজা কৌরবগণের ধুরন্ধর ছিলেন। এখন শন্তনুর বংশ বলিতেছি, যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৭২

শক্তিমান্ শন্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রতনামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের পিতামহ ঐ দেবব্রত ভীষ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭৩

ভারত। শন্তনুর দ্বিতীয় পত্নী কালী শন্তনুর ঔরসে নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্যকে প্রসব করিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রবীর্য্য শন্তনুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়াছিলেন। ৭৪-৭৫

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুর্য্যোধন শ্রেষ্ঠ ও সকলের প্রভু ছিল। ৭৬

পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের সুভদ্রাগর্ভজাত পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ তোমার পিতা। ৭৭

রাজন্। এইভাবে তোমার নিকট পুরুবংশের বর্ণনা করিলাম, যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ। এখন দুর্বসু, দ্রুহ্যু, যদু ও অনুর বংশ বলিব। ৭৮

দুর্বসুর পুত্র বহ্নি। বহ্নির পুত্র গোভানু। গোভানুর পুত্র সর্বত্র অপরাজিত রাজা ত্রৈসানু। ৭৯

সুতস্য দুর্বসোর্বহ্নির্বহ্নের্গোভানুরাত্মজঃ
গোভানোস্তু সুতো রাজা ত্রৈসানুরপরাজিতঃ ॥ ৭৯
করন্ধমস্তু ত্রৈসানোর্মরুত্তস্তস্য চাত্মজঃ।
অনপত্যোঽভবদ্ রাজা মরুত্তঃ কথিতস্তব
অনপত্যোঽভবদ্ রাজা মরুত্তঃ কথিতস্তব
দুহিতা সম্মতা নাম তস্যাসীৎ পৃথিবীপতেঃ ॥ ৮১
দক্ষিণার্থং স বৈ দত্ত্বা সংবর্ত্তায় মহাত্মনে
দুষ্মন্তং পৌরবং চাপি লেভে পুত্রমকল্মষম্ ॥
এবং যযাতেঃ শাপেন জরামাক্রমণে তদা
পৌরবং বংশমাসাদ্য প্রবিবেশ নৃপোত্তম ॥ ৮৩
দুষ্মন্তস্তু দাদাহঃ করুষান্ প্রজেশ্বরঃ।
করুষাদ্ভোজ ইত্যাসীৎ করুষস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৮৪
পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলাংশ্চৈব কোলাংশ্চোলাংশ্চ পার্থিবঃ
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ৮৫
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো রাজন্ বভ্রুঃ সেতুশ্চ পার্থিবঃ
অঙ্গারসেতুস্তৎপুত্রো মরুতাং পতিরুচ্যতে ৮৬

ত্রৈসানুর পুত্র করন্ধম। তাহার পুত্র মরুত্ত। অনীক্ষিৎ রাজার পুত্র অন্য একজন মরুত্ত ছিল। তাহার পরিচয় পূর্বে বলিয়াছি (দ্রোণপর্বে)। ৮০

এই মরুত্ত বহু দক্ষিণাদানকারী ও বহু যজ্ঞকারী ছিল, কিন্তু তাহার পুত্র ছিল না। ঐ রাজার সম্মত নামে একটি কন্যা ছিল। ৮১

রাজা মরুত্ত মহাত্মা সংবর্ত্তকে দক্ষিণারূপে ঐ কন্যাকে দান করিয়াছিলেন। (সংবর্ত্ত ঐ কন্যাকে দুষ্মন্তের পিতার নিকট দান করায়) সেই কন্যা পুরুবংশীয় নিষ্পাপ দুষ্মন্তনামক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৮২

পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় দুর্বসুর বংশ যযাতির অভিশাপে পৌরবংশে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ৮৩

দুষ্মন্তের অন্য স্ত্রীর গর্ভে প্রজাপালক করুষনামক পুত্র হইয়াছিল। করুষ হইতে আক্রীড় হইয়াছিল। আক্রীড়ের চারিজন পুত্র হইয়াছিল। ঐ চারিজনের নাম—পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল। ইহারা সকলেই রাজা ছিল। ইহাদের সমৃদ্ধ রাজ্য স্ব স্ব নামানুসারে পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামে পরিচিত। ৮৪-৮৫

রাজন্! যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু এবং তাহার পুত্র বভ্রু ও সেতু। সেতুর পুত্র অঙ্গারসেতু। তাহাকে মরুৎপতি বলা হইত। ৮৬

যৌবনাশ্বেন সময়ে কৃচ্ছ্রেণ নিহতো বলী
যুদ্ধং সুমহদস্যাসীন্মান্ধাতারং পরি চতুর্দ্দশ ॥৮৭
অঙ্গারস্তু দায়াদো গান্ধারো নাম ভারত
খ্যায়তে তস্য নাম্না বৈ গান্ধারবিষয়ো মহান্ ॥ ৮৮
গান্ধারদেশজাশ্চৈব তুরগা বাজিনাং বরাঃ।
অনোস্তু পুত্রো ধর্ম্মোঽভূদ্ ধৃতস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥ ৮৯

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার সহিত অঙ্গারদেতুর চতুর্দশদিবসব্যাপী সুমহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অঙ্গারদেতু সহ কর্তৃক সহকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ৮৭

ভারত! অঙ্গারের পুত্র গান্ধার। তাহার নামানুসারে মহান্ গান্ধারদেশ বিখ্যাত হইয়াছে। গান্ধারদেশজাত অশ্বগণ অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যযাতির পুত্র অনুর ধর্ম্মনামক পুত্র হইয়াছিল। ধর্ম্মের পুত্র ধৃত। ধৃতের পুত্র দৃঢ়ব্রত। তাহার পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার পুত্র সুচেতা। এইভাবে আমি অনুর বংশ বলিলাম। ৮৮-৯০

ধৃতাৎ তু দৃঢ়ব্রতো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্য চাত্মজঃ।
প্রচেতসঃ সুচেতাস্তু কীর্ত্তিতো জানবো ময়া ॥ ৯০
যদোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্যোরুতেজসঃ
বিস্তরেণানুপূর্ব্যাস্তু গদতো মে নিশাময় ॥৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পূরুবংশানুকীর্ত্তনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

এখন যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র উরুতেজা যদুর বংশ বিস্তৃতভাবে ক্রমশঃ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৯১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে পূরুবংশানুকীর্ত্তন-বিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যদুবংশবর্ণনম্, কার্ত্তবীর্য্যোৎপত্তি-চরিত্রকথনম্, পঞ্চানাং যযাতি-পুত্রাণাং বংশকীর্ত্তনম্, তস্য শ্রবণমহিমনিরূপণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদুবুস্তু যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
সহস্রদঃ পয়োদশ্চ ক্রোষ্টা নীলোঽঞ্জিকস্তথা ॥ ১
সহস্রদস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজন্ বেণুহয়স্তথা ॥ ২
হৈহয়স্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি স্মৃতঃ।
ধর্ম্মনেত্রস্য কার্ত্তস্য সাহঞ্জস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৩
সাহঞ্জনী নাম পুরী যেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
সাহঞ্জস্তু দায়াদো মহিষ্মান্ নাম পার্থিবঃ ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[যদুবংশবর্ণন, কার্ত্তবীর্য্যের উৎপত্তি ও চরিত্রকথন, পঞ্চ যযাতি-পুত্রের বংশকীর্ত্তন ও তাহার শ্রবণমহিমানিরূপণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যদুর পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টু, নীল ও অঞ্জিক। ১

সহস্রদের তিন জন পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল—হৈহয়, হয় ও বেণুহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র। ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র সাহঞ্জ। ২-৩

যে সাহঞ্জ রাজা সাহঞ্জনী পুরী স্থাপন করিয়াছিল। তাহার পুত্র রাজা মহিষ্মান্, যে রাজা মাহিষ্মতী স্থাপন করিয়াছিল। মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য। সে বারাণসী পুরীর অধিপতি ছিল। ভদ্রশ্রেণ্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দম। দুর্দমের বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ পুত্র কনক। কনকের চারিজন পুত্র সর্বলোকবিখ্যাত। তাহাদের নাম—কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতধর্ম্মা ও কৃতাগ্নি। কৃতাগ্নি কনকের চতুর্থ পুত্র। কৃতবীর্য্য হইতে অর্জুনের উৎপত্তি হইয়াছিল। ৪-৮

বাহুসহস্র বিশিষ্ট যে রাজা সপ্তদ্বীপের ঈশ্বর হইয়াছিল এবং সূর্য্যসমান তেজস্বী রথের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়াছিল। ৯

স হি বর্ষাযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ।
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্ ॥ ১০
তস্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরো ভূরিতেজসঃ ।
পূর্ব্বং বাহুসহস্রং তু প্রার্থিতং সুমহদ্বরম্ ॥ ১১
অধর্ম্মে বর্ত্তমানস্য সন্নিবর্ত্তেত নিবারণম্ ।
উগ্রেণ পৃথিবীং জিত্বা স্বধর্ম্মেণানুরঞ্জনম্ ॥ ১২
সংগ্রামান্ সুবহূন্ কৃত্বা হত্বা চারীন্ সহস্রশঃ ।
সংগ্রামে বর্ত্তনানস্য বধং চাপ্যধিকাদ্ রণে ॥ ১৩
তস্য বাহুসহস্রং তু যুধ্যতঃ কিল ভারত ।
যোগাদ্ যোগেশ্বরস্যেব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া ॥ ১৪
তেনেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা ।
সসমুদ্রা সনগরা উগ্রেণ বিধিনা জিতা ॥ ১৫
তেন সপ্তসু দ্বীপেষু সপ্ত যজ্ঞশতানি বৈ ।
প্রাপ্তানি বিধিনা রাজ্ঞা ক্রিয়ন্তে জনমেজয় ॥ ১৬
সর্ব্বে যজ্ঞা মহাবাহোস্তস্যাসন্ ভূরিদক্ষিণাঃ ।
সর্ব্বে কাঞ্চনযূপাশ্চ সর্ব্বে কাঞ্চনবেদয়ঃ ॥ ১৭
সর্ব্বৈর্দেবৈর্মহারাজ বিমানস্থৈরলঙ্কৃতাঃ ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নিত্যমেবোপশোভিতাঃ ॥ ১৮
যস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা ।
বরীয়াংস্যাত্মজো বিদ্বান্ মহিম্না তস্য বিস্মিতঃ ॥ ১৯

নারদ উবাচ ।

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা বিক্রমেণ শ্রুতেন চ ॥ ২০
স হি সপ্তসু দ্বীপেষু খড়্গী ধন্বী শরাসনী
রথী দ্বীপানসুচরন্ যোগী সংদৃশ্যতে নৃভিঃ ॥ ২১
অনষ্টদ্রব্যতা চৈব ন শোকো ন চ বিভ্রমঃ ।
প্রভাবেণ মহারাজ্ঞঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রঞ্জিতাঃ ॥ ২২
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণাং বৈ নরাধিপঃ ।
স সর্ব্বরত্নভাক্ সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী বভূব হ ॥ ২৩
স এব যজ্ঞপালোঽভূৎ ক্ষেত্রপালঃ স এব চ ।
স এষ বৃষ্ট্যাং পর্জ্জন্যো যোগিরাজর্ষভোঽভবৎ ॥ ২৪

কৃতবীর্য্যপুত্র অর্জুন দশহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত সুকঠোর তপস্যা করিয়া অত্রিপুত্র দত্তের (দত্তাত্রেয়ের) আরাধনা করিয়াছিলেন ।১০

দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয় কার্ত্তবীর্য্য অর্জুনকে পরমতেজোময় চারিটি বর দিয়াছিলেন। প্রথমে এই সুমহান্ বর প্রার্থিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালে যেন সহস্র বাহু হয় ।১১

ঐ অর্জুনের দ্বিতীয় বর ছিল—যদি কোনও সময় অধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন কোনও সজ্জন আসিয়া যেন নিবারণ করেন। তৃতীয় বর ছিল—উগ্র উপায়ে পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজার মনোরঞ্জন করা। ১২

চতুর্থ বর ছিল—বহু সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র শত্রুকে নিহত করিয়া যুদ্ধরত থাকাকালে অধিক শক্তিশালী বীরের দ্বারা মৃত্যু বরণ করা। ১৩

ভারত! যোগেশ্বরের যোগশক্তির ন্যায় মায়ার দ্বারা যুদ্ধ করিবার সময় তাঁহার এক সহস্র বাহু প্রাদুর্ভূত হইত। ১৪

ঐ অর্জুন সপ্তদ্বীপা সাগর-পত্তন নগরাদিসহিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে যুদ্ধাদি উগ্র উপায়ে জয় করিয়াছিলেন। ১৫

জনমেজয়! এইরূপ শোনা যায় যে, ঐ রাজা সপ্ত দ্বীপে সপ্ত সপ্ত যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৬

ঐ মহাবাহু অর্জুনের সকল যজ্ঞে ভূরি ভূরি দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। সকল যজ্ঞে সুবর্ণনির্ম্মিত যূপ ও সুবর্ণবেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭

মহারাজ! বিমানস্থিত সকল দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সর্ব্বদা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞকে অলঙ্কৃত এবং দ্যুতিশোভিত করিতেন। ১৮

যাঁহার মহিমায় বিস্মিত হইয়া বরীয়ান্পুত্র বিদ্বান্ নারদ-নামক গন্ধর্ব্ব যজ্ঞস্থলে এই গাথা গান করিয়াছিলেন। ১৯

নারদ বলিয়াছিলেন—অন্য নরপতিগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে কার্ত্তবীর্য্য অর্জুনের সমান গতি বা মর্য্যাদা পাইতে পারে না। ২০

কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন সিদ্ধ যোগী ছিলেন। এইজন্য সপ্ত দ্বীপের সকল মানুষ একই সময়ে খড়্গচর্ম্মধারী ধনুর্দ্ধারী রথারূঢ় ঐ রাজাকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইত। ২১

ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জনকারী মহারাজের প্রভাবে কাহারও দ্রব্য নষ্ট হইত না। প্রজাদের মধ্যে কাহারও শোক ও বিভ্রম হইত না। ২২

ঐ নরপতি পঁচাশী হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সকল রত্নের অধিকারী হইয়া চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ২৩

মহারাজ অর্জুন যোগী হওয়ায় যজ্ঞক্ষেত্র ও শস্যক্ষেত্রের রক্ষক ছিলেন। তিনি বর্ষাকালে মেঘরূপে পরিণত হইয়া যাইতেন। ২৪

স বৈ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনত্বচা
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শরদীব দিবাকরঃ ॥ ২৫

স হি মাগান্ মহাতেজাঃ মাহিষ্মত্যাং মহাদ্যুতিঃ।
কর্কোটকসুতান্ জিত্বা পুণ্যা : তস্যা : সুরেশ্বরৎ

স বৈ বেগং সমুদ্রস্য প্রাবৃট্‌কালেঽনুবেলজম্
ক্রীড়ন্নিব ভুজোদ্ভিন্নং প্রতিস্রোতশ্চকার হ ॥ ২৭

লুঠিতা ক্রীড়িতা তেন কেনস্রগ্‌দামধারিণী
চলদূর্মিসহস্রেণ শঙ্কিতাভোতি নর্মদা ॥ ২৮

তস্য বাহুসহস্রেণ ক্ষুভ্যমাণে মহোদধৌ
ভয়াল্লিলীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ ॥ ২৯

চূর্ণীকৃতমহাবীচিং চলন্মীনমহাতিমিম্।
মারুতাবিদ্ধকেনৌঘমাবর্তক্ষোভদুঃসহম্ ॥ ৩০

প্রাবর্তয়ৎ তদা রাজা সহস্রেণ চ বাহুনা।
দেবাসুরসমাক্ষিপ্তঃ ক্ষীরোদমিব মন্দরঃ ॥ ৩১

ঘনস্বনোচ্চকিতা অমৃতোদ্ভবশঙ্কিতাঃ।
সসম্ভ্রমোৎপতিতা ভীতা ভীমং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তমম্ ॥ ৩২

নতা নিশ্চলমূর্ধানো বভূবুস্তে মহোরগাঃ।
সায়াহ্নে কদলীখণ্ডাঃ কম্পিতাস্তস্য বায়ুনা ॥ ৩৩

স বৈ বদ্ধা ধনুর্জ্যাভিরুৎসিক্তং পঙ্‌ক্তিভিঃ শরৈঃ।
লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ ॥
নির্জিত্যৈব সমানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম্ ॥ ৩৪

জ্ঞাত্বা তু বদ্ধং পৌলস্ত্যং রাবণং ভর্তৃনেন তু।
ততো গত্বা পুলস্ত্যস্তমর্জুনং দদৃশে স্বয়ম্ ॥
মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনানুযাচিতঃ ॥ ৩৫

যস্য বাহুসহস্রস্য বভূব জ্যাতলস্বনঃ।
ঘনান্তে ত্বনুদস্যেব স্ফূর্জতো স্তনয়িত্নোরিব ॥ ৩৬

অহো বত মৃধে বীর্যং তাগর্বস্য যদচ্ছিনৎ।
রাজ্ঞো বাহুসহস্রং তু হৈহয়স্য তালবনং যথা ॥৩৭

ঐ রাজা অতিমহৎ ধনুর্গুণ সাহায্যে জন্য কঠিন চর্মযুক্ত বাহু-সহস্রের দ্বারা শরৎকালীন রশ্মিসহস্রসমন্বিত দিবাকরের মত দীপ্ত হইয়া শোভা পাইতেন। ২৫

মহাদ্যুতি অর্জুন কর্কোটকপুত্র নাগগণকে পরাজিত করিয়া নিজনগরী মাহিষ্মতীতে মনুষ্যগণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ২৬

কমলনয়ন অর্জুন বর্ষাকালে জলক্রীড়াসময়ে নিজ ভুজের দ্বারা সমুদ্রের জলরাশির বেগকে প্রতিহত করিয়া বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিতেন। ২৭

কেনরূপী পুষ্পহারধারিণী নর্মদার জলে রাজা যখন ক্রীড়া করিতেন, তখন পরপুরুষ-স্পৃষ্টা নারীর মত শঙ্কিত হইয়া নর্মদা তখন সহস্রবাহুর দ্বারা গমন করিত। ২৮

মহাসমুদ্রে প্রবিষ্ট রাজা যখন বাহুসহস্রের দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিতেন, তখন পাতালবাসী মহাসুরগণ ভয়বশতঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া লুকাইয়া থাকিত। ২৯

রাজা অর্জুন যখন বাহুসহস্রের দ্বারা সমুদ্রকে আলোড়িত করিতেন, তখন মনে হইত যেন দেবতা ও অসুরের দ্বারা সমুদ্রে মন্দর পর্বত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার আলোড়নে সমুদ্রের রত্নসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। মৎস্য তিমি প্রভৃতি সব জলজন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিত। বাহুসঞ্চালনসম্ভূত বায়ুর আঘাতে বিশাল ফেনরাশি উৎপন্ন হইত এবং বহু ঘূর্ণি বা আবর্তের দ্বারা সমুদ্র ক্ষুব্ধ ও দুঃসহ হইত। ৩০-৩১

তখন মন্দরপর্বতের দ্বারা সমুদ্রের ক্ষোভ হইয়াছে মনে করিয়া চকিত ও অমৃতের উৎপত্তির সম্ভাবনায় শঙ্কিত মহোরগগণ হঠাৎ নৃপশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর কার্তবীর্য অর্জুনকে দেখিয়া ভয়ে নিশ্চলমস্তকে অবনত হইয়া যাইত এবং সন্ধ্যার সময় বায়ু-কম্পিত কদলীসমূহের মত কাঁপিতে থাকিত ॥ ৩২-৩৩

রাজা কার্তবীর্য অতিমানী লঙ্কেশ সসৈন্য রাবণকে পাঁচটি বাণের দ্বারা মূর্ছিত ও পরাজিত করিয়া ধনুর জ্যা বা ছিলার দ্বারা বদ্ধ করিয়াছিল এবং মাহিষ্মতীনগরীতে আনিয়া বন্দী করিয়াছিল। ৩৪

কার্তবীর্য অর্জুন আমার বংশজাত রাবণকে বন্দী করিয়াছে শুনিয়া পুলস্ত্য ঋষি স্বয়ং অর্জুনের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য যাচ্ঞা করিলে পর অর্জুন পুলস্ত্যতনয় ঐ রাক্ষসকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৫

অর্জুনের সহস্রবাহুর দ্বারা আকৃষ্ট জ্যাধ্বনি এত ভয়ঙ্কর হইত, মনে হইত যেন গুরুরে মেঘ গর্জন হইতেছে কিংবা বজ্র বিদীর্ণ হইতেছে। ৩৬

অহো। ভৃগুবংশজাত পরশুরামের পরাক্রম কি অদ্ভুত! যিনি যুদ্ধস্থলে সুবর্ণময় তালবনের সমান কার্তবীর্যের বাহুসহস্রকে কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৩৭

তৃপ্তিতেন কদাচিৎ স ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা।
স ভিক্ষামদদাদ্ বীরঃ সপ্তদ্বীপান্ বিভাবসোঃ ॥ ৩৮
পুরাণি গ্রামঘোষাংশ্চ বিষয়াংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
জহ্বাল তস্য সর্ব্বাণি চিত্রভানুর্দিধক্ষয়া ॥ ৩৯
স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রভাবেণ মহাত্মনঃ।
দদাহ কার্ত্তবীর্য্যস্য শৈলাংশ্চৈব বনানি চ ॥ ৪০
স শূন্যমাশ্রমং রম্যং বরুণস্যাত্মজস্য বৈ।
দদাহ বনবদ্ ভীতশ্চিত্রভানুঃ সবৈহয়ঃ ॥ ৪১
যং লেভে বরুণঃ পুত্রং পুরা ভাস্বন্তমুত্তমম্।
বসিষ্ঠং নাম স মুনিঃ খ্যাত আপব ইত্যুত ॥ ৪২
যত্রাপবস্তু তং ক্রোধাচ্ছপ্তবানর্জুনং বিভুঃ।
যস্মান্ন বর্জিতমিদং বনং তে মম হৈহয় ॥ ৪৩
তস্মাৎ তে দুষ্করং কর্ম্ম কৃতমন্যো হনিষ্যতি।
রামো নাম মহাবাহুর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪
ছিত্ত্বা বাহুসহস্রং তে প্রসহ্য তরসা বলী।
তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চ ত্বাং বধিষ্যতি স ভার্গবঃ ॥ ৪৫

কোন এক সময় ক্ষুধার্ত্ত অগ্নিদেব কার্ত্তবীর্য্যের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তখন বীর কার্ত্তবীর্য্য অগ্নিকে সপ্তদ্বীপ, নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ ও সম্পূর্ণ রাজ্য অগ্নিদেবকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। অনন্তর অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে পর্ব্বত ও বনসমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮-৪০

কার্ত্তবীর্য্য সহায় হওয়ায় অগ্নিদেব অন্যান্য বনের মত বরুণ-পুত্রের রমণীয় আশ্রম তপোবন শূন্য দেখিয়া ভয়ে ভয়ে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১

পূর্ব্বে বরুণ যে তেজস্বী ও শ্রেষ্ঠ মহর্ষিকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম বসিষ্ঠ। তিনি 'আপব' নামেও বিখ্যাত।৪২

অর্জুনের সাহায্যে অগ্নি বসিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ করিলে শক্তিমান্ অপব বসিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, —হৈহয়! তুমি আমার এই আশ্রমটিকেও দগ্ধ করিতে ছাড়িলে না। এইজন্য তোমার এই দুষ্কর বিশ্ববিজয়াদি কর্ম্ম অন্য একজন বীর বিনষ্ট করিবে। জমদগ্নির পুত্র প্রতাপশালী মহাবাহু পরশুরাম ভৃগুবংশজাত তপস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি বলপূর্ব্বক তোমাকে বধিত করিয়া তোমার বাহুসহস্র ছেদনপূর্ব্বক নিহত করিবেন ॥ ৪৩-৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অনষ্টদ্রব্যতা যস্য বভূবানিত্রকর্শন।
প্রভাবেণ নরেন্দ্রস্য প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ ॥ ৪৬
রামাৎ ততোঽস্য মৃত্যুর্বৈ তস্য শাপাদুনের্নৃপ।
বরশ্চৈষ হি কৌরব্য স্বয়মেব বৃতঃ পুরা ॥ ৪৭
তস্য পুত্রশতস্যাসন্ পঞ্চ শেষা মহাত্মনঃ।
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো যশস্বিনঃ ॥ ৪৮
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টোক্তঃ কৃষ্ণ এব চ।
জয়ধ্বজশ্চ নাম্নাসীদাবন্ত্যো নৃপতির্নৃপান্ ॥ ৪৯
কার্ত্তবীর্য্যস্য তনয়া বীর্য্যবন্তো মহারথাঃ।
জয়ধ্বজস্য পুত্রস্তু তালজঙ্ঘো মহাবলঃ ॥ ৫০
তস্য পুত্রাঃ শতং খ্যাতাস্তালজঙ্ঘা ইতি শ্রুতঃ।
তেষাং কুলে মহারাজ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৫১
বীতিহোত্রাঃ সুজাতাশ্চ ভোজাশ্চ বহবঃ স্মৃতাঃ।
তৌণ্ডিকেরা ইতি খ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ ॥ ৫২
ভরতাশ্চ সুতা জাতা বহবোঽপ্যনুকীর্ত্তিতাঃ।
বৃষপ্রভৃতয়ো রাজন্ যাদবাঃ পূর্ব্বকর্মিণঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অরিন্দম! জনমেজয়! যদুবংশে প্রজাপালনকারী রাজশ্রেষ্ঠ অর্জুনের রাজ্যে কোন লোকের কোন দ্রব্য নষ্ট হইত না। কুরুবংশজাত রাজন্। বসিষ্ঠ মুনির শাপের জন্য রাম (পরশুরাম) হইতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি নিজেও ঐরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।৪৬-৪৭

মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের শতপুত্রের মধ্যে পাঁচ পুত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহারা সকলেই বলবান্, অস্ত্রবিদ্যানিপুণ, বীর, ধর্ম্মাত্মা ও যশস্বী ছিল ॥ ৪৮

তাহাদের নাম—শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ। এই জয়ধ্বজ অবন্তী দেশের মহারাজ ছিলেন ॥ ৪৯

কার্ত্তবীর্য্যের সকল পুত্রই বলবান্ ও মহাবীর ছিল। জয়ধ্বজের মহাবলবান্ পুত্র তালজঙ্ঘ ॥ ৫০

তালজঙ্ঘের শত পুত্র তালজঙ্ঘ নামেই বিখ্যাত। মহারাজ! মহাত্মা হৈহয়গণের বংশে বীতিহোত্র, সুজাত, ভোজ, আবন্তি, তৌণ্ডিকের, তালজঙ্ঘ ও ভরত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহারা বহু সংখ্যক হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কীর্ত্তিত হইল না। রাজন্! বৃষ প্রভৃতি বহু মানব পুণ্যাত্মা এই ভূতলে জন্মিয়াছিল ॥ ৫১-৫৩

বৃষো বংশধরস্তত্র তস্য পুত্রোঽভবন্মধুঃ
মধোঃ পুত্রশতং ষাসীদ্ বৃষণস্তস্য বংশভাক্ ॥ ৪৪
বৃষণাদ্ বৃষ্ণয়ঃ সর্বে মধোস্তু মাধবাঃ স্মৃতাঃ।
যাদবা যদুনা চাগ্রে নিরুচ্যন্তে চ হৈহয়াঃ ॥ ৪৫
ন তস্য বিত্তনাশোঽস্তি নষ্টং প্রতিলভেচ্চ সঃ
কার্তবীর্যস্য যো জন্ম কীর্তয়েদিহ নিত্যশঃ ॥ ৪৬
এতে যযাতিপুত্রাণাং পঞ্চ বংশা বিশাম্পতে।
কীর্তিতা লোকবীরাণাং যে লোকান্ ধারয়ন্তি বৈ ॥ ৪৭
ভূতানীব মহারাজ পঞ্চ স্থাবর-জঙ্গমান্।
শ্রুত্বা পঞ্চবিসর্গং তু রাজা ধর্মার্থকোবিদঃ ॥ ৪৮

বৃষ বংশপ্রবর্তক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মধু। মধুর শত পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বৃষণ বংশধর ছিল। বৃষণের সন্তান-পরম্পরা বৃষ্ণি নামে ও মধুর সন্তান-পরম্পরা মাধব নামে পরিচিত। এইভাবে যদুর বংশ-পরম্পরাকে যাদব বলা হয় এবং হৈহয়গণকে হৈহয় বলা হয় ॥ ৪৪-৪৫

যে ব্যক্তি প্রতিদিন কীর্তবীর্য অর্জুনের জন্মকথা কীর্তন করে, তাহার ধনবাশ হয় না। নষ্ট হইলেও পুনর্বার প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬

প্রজানাথ! এইভাবে বিশ্ববিখ্যাত বীর যযাতিপুত্রগণের পাঁচটি বংশের কথা কীর্তন করিলাম। যেমন পঞ্চভূত স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর শরীরকে ধারণ করে, সেইরূপ ঐ পাঁচটি বংশ সকল লোককে ধারণ করিতেছে। এই পাঁচটি বংশের সৃষ্টি বিবরণ শুনিয়া ও ধারণ করিয়া রাজা ধর্মার্থবেত্তা হন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে এবং নিজ পুত্রের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সে পাঁচটি দুর্লভ বর—আয়ু, কীর্তি, পুত্র, ঐশ্বর্য ও ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৫০

রাজেন্দ্র! এখন তুমি উত্তম লোকসম্পন্ন ক্রোষ্টুর বংশ শ্রবণ কর। রাজা ক্রোষ্টু যদুর বংশধর, যাগকর্তা ও পুণ্যকর্মকারী ছিলেন। ক্রোষ্টুর বংশ শ্রবণ করিলে মানুষ সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহার বংশে বৃষ্ণিবংশভূষণ বিষ্ণু শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১-৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃষ্ণিবংশবর্ণনম্, অক্রূর-বসুদেব-কুন্তী-সাত্যকি-শ্বফল্ক-চারুদেষ্ণকৈকলব্যাদীনাং পরিচয়শ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টুর্ভার্য্যে বভূবতুঃ।
গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্ ॥ ১

মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততোঽন্যং দেবমীঢ়ুষম্।
তেষাং বংশস্ত্রিধা ভূতো বৃষ্ণীনাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ২

মাদ্র্যাঃ পুত্রস্য জজ্ঞাতে শ্বতো বৃষ্ণ্যন্ধকাবুভৌ
জজ্ঞাতে তনয়ৌ বৃষ্ণেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা ॥ ৩

শ্বফল্কস্য মহারাজ ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ত্ততে।
নাস্তি ব্যাধিভয়ং তত্র নাবর্ষভয়মপ্যুত ॥ ৪

কদাচিৎ কাশিরাজস্য বিভোর্ভবনমস্তুম।
ত্রীণি বর্ষাণি বিষয়ে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৫

স তত্র বাসয়ামাস শ্বফল্কং পরমার্চিতম্।
শ্বফল্কপরিবর্ত্তে চ ববর্ষ হরিবাহনঃ ॥ ৬

শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত।
গান্দিনীং নাম সা গাং তু দদৌ বিপ্রেষু নিত্যশঃ ॥ ৭

সা মাতুরুদরস্থা তু বহূন্ বর্ষগণান্ কিল
নিবসন্তী ন বৈ ভদ্রে গর্ভস্থা তাং পিতাব্রবীৎ ॥ ৮

জায়স্ব শীঘ্রং ভদ্রং তে কিমর্থমিহ তিষ্ঠসি
প্রোবাচ চৈনং গর্ভস্থা কন্যা গাঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৯

যদি দদ্যাং ততোঽদ্যাহং জায়েয়ং তাং পিতা
তথেত্যুবাচ তাং চাস্যাঃ পিতা কামমপূরয়ৎ
দাতা যজ্ঞা চ দারংশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ
অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাচ্ছ্বফল্কাদ্ ভূরিদক্ষিণঃ
উপাসঙ্গস্তথা মৃদুর্গ্রন্থরশ্চারিমেজয়ঃ।
অরিমর্দ্দনস্তথোপেক্ষ্যঃ শত্রুঘ্নোঽথারিমর্দ্দনঃ
ধর্ম্মধৃগ্ যতিধর্ম্মা চ গৃধ্রো ভোজোঽন্ধকস্তথা
অবাহ-প্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা ॥ ১০

অক্রূরেণোগ্রসেনায়াং সুগাত্র্যাং কুরুনন্দন
প্রসেনশ্চোপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেববর্চ্চসৌ ॥ ১৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বৃষ্ণিবংশবর্ণন, অক্রূর, বসুদেব, কুন্তী, সাত্যকি, উদ্ধব, চারুদেষ্ণ এবং একলব্যাদির পরিচয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গান্ধারী ও মাদ্রী নামে ক্রোষ্টুর দুই জন পত্নী ছিলেন। গান্ধারী মহাবলবান্ অনমিত্রনামক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ১

মাদ্রী যুধাজিৎ নামক পুত্র ও অন্য একটি দেবমীঢ়ুষ নামক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। বৃষ্ণিগণের বাস-বর্দ্ধনকারী তাঁহাদের বংশ তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ২

মাদ্রীপুত্র যুধাজিতের বৃষ্ণি ও অন্ধক নামক দুই পুত্র হইয়াছিল। বৃষ্ণির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। ৩

মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যেখানে থাকিতেন, সেখানে ব্যাধির ও অনাবৃষ্টির ভয় হইত না। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! কোনও এক সময় শক্তিমান্ কাশিরাজের রাজ্যে ইন্দ্র তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি করেন নাই। ৫

তখন কাশিরাজ পরমমান্য শ্বফল্ককে নিজ রাজ্যে আনিয়া বাস করাইলেন। শ্বফল্ক আসিবামাত্রই ইন্দ্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৬

শ্বফল্ক কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। ঐ গান্দিনী প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে গো দান করিতেন। ৭

গান্দিনী নিজ মাতার উদরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ছিলেন। প্রসূতা হইতেছিলেন না দেখিয়া গর্ভস্থা কন্যাকে পিতা বলিয়াছিলেন। ৮

বৎসে! তুমি শীঘ্র প্রসূত হও। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি এতদিন গর্ভে থাকিতেছ কেন? তখন গর্ভস্থা কন্যা পিতাকে বলিল—যদি আমি প্রতিদিন গোদান করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আজই ভূমিষ্ঠ হইতে পারি। তখন পিতা 'তথাস্তু' বলিয়া তাহার কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৯-১০

ঐ শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে দাতা, যজ্ঞানুষ্ঠাতা, ধৈর্য্যবান্ বিদ্বান্, অতিথিবৎসল, বহু দক্ষিণদাতা অক্রূর উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১১

অনন্তর উপাসঙ্গ, মৃদু, গ্রন্থর, অরিমেজয়, অরিমর্দ্দন, উপেক্ষ্য, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, অবাহ ও প্রতিবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বরাঙ্গনানারী সুন্দরী কন্যা হইয়াছিল। ১২-১৩

কুরুনন্দন! অক্রূর সুন্দরাঙ্গী উগ্রসেনার গর্ভে দেবতুল্য কান্তিমান্ প্রসেন ও উপদেব নামক পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ১৪

চিত্রকস্যাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ।
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহশ্চ সুপার্শ্বক-গবেষণৌ ॥ ১৫
অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুধর্ম্মা ধর্ম্মভৃৎ তথা ।
সুবাহুর্হবিষবাহশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১৬
অসূত্রকায়াং জনয়ামাস শূরো বৈ দেবমীঢুষঃ ।
মহিষ্যাং ভজিরে শূরাদ্ ভোজায়াং পুরুষা দশ ॥ ১৭
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ ।
জজ্ঞে যস্য প্রসূতস্য দুন্দুভয়ঃ প্রাণদন্ দিবি ॥ ১৮
আনকানাঞ্চ সংঘাদঃ সুমহানভবদ্ দিবি
পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ শূরস্য ভবনে মহৎ ॥ ১৯
মনুষ্যলোকে কৃৎস্নেঽপি রূপে নাস্তি সমো ভুবি ।
যস্যাসীৎ পুরুষাগ্র্যস্য কান্তিশ্চন্দ্রমসো যথা ॥২০
দেবভাগস্ততো জজ্ঞে তথা দেবশ্রবাঃ পুনঃ ।
অনাবৃষ্টিঃ কনবকো বৎসধ্বানশ্চ গৃঞ্জিমঃ ॥ ২১
শ্যামঃ শমীকো গণ্ডূষঃ পঞ্চ চাসন্ বরাঙ্গনাঃ ।
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথা চৈব শ্রুতদেবা শ্রুতশ্রবাঃ । ২২
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ
পৃথাং দুহিতরং বব্রে কুন্তিস্তাং কুরুনন্দন ॥ ২৩
শূরঃ পূজ্যায় বৃদ্ধায় কুন্তিভোজায় তাং দদৌ ।
তস্মাৎ কুন্তীতি বিখ্যাতা কুন্তিভোজাত্মজা পৃথা ॥ ২৪
অন্তায়াস্তু শ্রুতদেবায়াং জগৃহুঃ সুমুবে সুতঃ ।
শ্রুতশ্রবায়াং চৈদ্যস্য শিশুপালো মহাবলঃ ॥ ২৫
হিরণ্যকশিপুর্যোঽসৌ দৈত্যরাজোঽভবৎ পুরা ।
পৃথুকীর্ত্ত্যাং তু তনয়ঃ সঞ্জজ্ঞে বৃদ্ধশর্ম্মণঃ ॥ ২৬
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্রো মহাবলঃ ।
পৃথুং দুহিতরং চক্রে কুন্তিস্তাং পাণ্ডুরাবহৎ ॥ ২৭
যস্যাং স ধর্ম্মবিদ্ রাজা ধর্ম্মাজ্জজ্ঞে যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমসেনস্তথা বাতাদিন্দ্রাচ্চৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮
লোকেঽপ্রতিরথো বীরঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
অনমিত্রাচ্ছিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠাদ্ বৃষ্ণিনন্দনাৎ ॥ ২৯

চিত্রকের পুত্রগণ পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহ, পার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু বৃহদ্বাহু নামে পরিচিত। চিত্রকের শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণানামে ২ কন্যা ছিল। ১৫-১৬

দেবমীঢুষ অসূত্রকার গর্ভে শূরনামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। শূর হইতে ভোজরাজকন্যা মহিষীর গর্ভে দশ পুত্র হইয়াছিল। ১৭

প্রথমে মহাবাহু বসুদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পর নাম আনকদুন্দুভি। যাঁহার জন্মের সময় স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়াছিল। ১৮

তখন স্বর্গে আনকনামক বাদ্যেরও সুমহান্ ধ্বনি হইয়াছিল। ঐ সময় শূরের ভবনে বহু পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯

এই পৃথিবীতে সকল মনুষ্যমধ্যে রূপে বসুদেবের সমান কেহ ছিল না। পুরুষশ্রেষ্ঠ বসুদেবের চন্দ্রমার মত কান্তি ছিল। ২০

কুরুনন্দন। বসুদেবের জন্মের পর দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাবৃষ্টি, কনবক, বৎসধ্বান, গৃঞ্জিম, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ নামক পুত্রগণ শূরগৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। অনন্তর শূরের ৫টি কন্যা হইয়াছিল। পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী—এই পাঁচটি কন্যাই শ্রেষ্ঠ ছিল, ইহারা সকলেই বীরপুত্রের জননী হইয়াছিল। রাজা কুন্তি পৃথাকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূর পূজনীয় বৃদ্ধ কুন্তিভোজের প্রার্থনানুসারে পৃথাকে দান করিয়াছিলেন। এই জন্য কুন্তিভোজের কন্যারূপে পৃথা কুন্তী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২১-২৪

অন্তার ঔরসে শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহু নামক পুত্র হইয়াছিল। চৈদ্যের ঔরসে শ্রুতশ্রবার গর্ভে মহাবলবান্ শিশুপাল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ শিশুপাল পূর্ব্বজন্মে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিল। বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে করূষদেশপতি মহাবলবান বীর দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কুন্তিভোজ পৃথাকে দুহিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করিয়াছিলেন ॥

ঐ পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম হইতে রাজা যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীমসেন, ইন্দ্র হইতে সংসারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রসমপরাক্রমশালী বীর ধনঞ্জয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ক্রোষ্টুর কনিষ্ঠপুত্র ও বৃষ্ণিনন্দন অনমিত্র হইতে শিনি হইয়াছিল। তাহা হইতে সৈন্যের সত্যক হইয়াছিল। ঐ সত্যকের পুত্র যুযুধান। যাহার অপর নাম সাত্যকি। যুযুধানের

সৈনয়ঃ সত্যকস্তস্মাদ্ যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
অসঙ্গো যুযুধানস্য ভূনিস্তস্যাভবৎ সুতঃ ॥
ভূনের্যুগন্ধরঃ পুত্র ইতি বংশঃ সমাপ্যতে ॥ ৩০
উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ।
পণ্ডিতানাং পরং প্রাহুর্দেবশ্রবসমুদ্ধবম্ ॥ ৩১
অনাধৃষ্ট্যাং প্রাপ্তবান্ পুত্রননাধৃষ্টির্ধনস্বিনম্।
নিবৃত্তশত্রুং শত্রুঘ্নং দেবশ্রবা ব্যজায়ত ॥ ৩২
দেবশ্রবাঃ প্রজাতস্তু নৈষাদির্যৈঃ প্রতিশ্রুতঃ।
একলব্যো মহারাজ নিষাদৈঃ পরিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৩৩
বৎসাবতে ত্বপুত্রায় বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
অস্তির্দদৌ সুতং বীরং শৌরিঃ কৌশিকমৌরসম্ ॥ ৩৪
গণ্ডূষায় ত্বপুত্রায় বিষক্সেনো দদৌ সুতান্।
চারুদেষ্ণং সুচারুঞ্চ পঞ্চালং কৃতলক্ষণম্ ॥ ৩৫
অসংগ্রামেণ যো বীরো নাবর্ত্তত কদাচন
গৌক্ষিদেষ্ণো মহাবাহুঃ ক্ষনীয়ান্ পুরুষর্ষভ ॥ ৩৬
বায়সানাং সহস্রাণি যং যান্তং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ
চারুনাংসানি ভোক্ষ্যন্তশ্চারুদেষ্ণহতানি তু ॥ ৩৭
তস্ত্রিজস্তস্ত্রিপালশ্চ সুতৌ কনবকস্য তু
বীরশ্চাশ্বহনশ্চৈব বীরৌ তাবপি গৃষ্ণিনৌ ॥ ৩৮
শ্যামপুত্রঃ শমীকস্তু শমীকো রাজ্যমাবহৎ।
ভুগুপ্রবাসো ভোক্ষ্যন্ রাজসূয়মবাপ সঃ ॥
অজাতশত্রুঃ শত্রূণাং জজ্ঞে তস্য বিনাশনঃ ॥ ৩৯
বসুদেবসুতান্ বীরান্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তান্ শৃণু ৪০
বৃক্ষেস্ত্রিবিধমেতৎ তু বহুশাখং মহৌজসম্।
ধারয়ন্ বিপুলং বংশং নানর্থৈরিহ যুজ্যতে ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি বৃষ্ণিবংশকীর্ত্তনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৪

পুত্র অসঙ্গ। অসঙ্গের পুত্র ভূমি। ভূমির পুত্র যুগন্ধর। এইখানেই ক্রোষ্টুর বংশ সমাপ্ত হইয়াছে। ২৯-৩০

দেবভাগের মহাভাগবান্ পুত্র উদ্ধব। দেবতুল্য মনস্বী এই উদ্ধবকে সকলে পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিত। ৩১

অনাধৃষ্টি অনাধৃষ্টির গর্ভে ধনস্বী পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবশ্রবা শত্রুবিজয়ী শত্রুঘ্ননামক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৩২

মহারাজ! দেবশ্রবার এই পুত্রকে নিষাদগণ পালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এইজন্য এই পুত্র নিষাদবংশীয় একলব্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৩৩

পুরন্দর প্রতাপবান্ বসুদেব পুত্রহীন অনুজ বৎসাবানকে নিজ ঔরসপুত্র কৌশিককে জলের দ্বারা সংকল্প করিয়া দান করিয়াছিলেন। ৩৪

বিষক্সেন অপুত্র গণ্ডূষকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পঞ্চাল ও কৃতলক্ষণনামক নিজ পুত্রচতুষ্টয়কে দান করিয়াছিলেন। ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! রুক্মিণীর কনিষ্ঠ পুত্র মহাবাহু চারুদেষ্ণ যুদ্ধ জয় না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। ৩৬

চারুদেষ্ণ যখন যুদ্ধে গমন করিতেন, তখন সহস্র সহস্র কাক চারুদেষ্ণ কর্তৃক নিহত শত্রুর চারু (সুন্দর) মাংস ভোজন করিব এইরূপ ইচ্ছায় তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিত। ৩৭

কনবকের ত্রিজ ও ত্রিপাল নামক দুই পুত্র হইয়াছিল। গৃষ্ণির বীর ও অশ্বহন নামক দুই পুত্র হইয়াছিল। ৩৮

(বসুদেবের ভ্রাতা শ্যাম নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমীককে নিজের পুত্রতুল্য মনে করিতেন, এইজন্য) শ্যামের পুত্র শমীক। শমীক রাজ্যশাসন করিতেন। শমীক ভোজবংশীয় হওয়া নিজ্য মনে করিয়া রাজসূয় (সাম্রাজ্য) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শমীকের শত্রুনাশকারী অজাতশত্রুনামক পুত্র হইয়াছিল। ৩৯

এখন বসুদেবের বীরত্বগণের বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। মনুষ্য বৃক্ষির বহুশাখাযুক্ত মহাতেজস্বী বিশাল এই দ্বিধা বিভক্ত বংশের কথা ধারণ করিলে অনর্থযুক্ত হয় না। ৪০-৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে বৃষ্ণিবংশকীর্ত্তননামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারগ্রহণম্, শ্রীকৃষ্ণসাম্বাদ্যভ্রাতৃ-ভগিনীনাং কুটুম্বানাঞ্চ বর্ণনম্, কালযবনস্যোৎপত্তিকথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যাঃ পত্ন্যো বসুদেবস্য চতুর্দশ বরাঙ্গনাঃ ।
পৌরবী রোহিণী নাম ইন্দিরা চ তথা বরা ॥ ১
বৈশাখী চ তথা ভদ্রা সুনাম্নী চৈব পঞ্চমী ।
সহদেবা শান্তিদেবা শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা ॥ ২
বৃকদেব্যুপদেবী চ দেবকী চৈব সপ্তমী ।
সুতনুর্বড়বা চৈব যে এতে পরিচারিকে । ৩
পৌরবী রোহিণী নাম বাহ্লিকস্যাত্মজাভবৎ ।
জ্যেষ্ঠা পত্নী মহারাজ দয়িতানকদুন্দুভেঃ ॥ ৪
লেভে জ্যেষ্ঠং সুতং রামং সারণং শঠমেব চ ।
দুর্দমং দমনং ভদ্রং পিণ্ডারকমুশীনরম্ ॥ ৫
চিত্রাং নাম কুমারীঞ্চ যে চিত্রাতনয়া দশ ।
চিত্রা সুভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা কুকনন্দন ॥ ৬
বসুদেব চ দেবক্যাং জজ্ঞে সৌম্যির্যশাঃ ।
রামাচ্চ নিশঠো জজ্ঞে রেবত্যাং দয়িতঃ সুতঃ ॥ ৭
সুভদ্রায়াং রথী পার্থাদভিমন্যুরজায়ত ।
অক্রূরাৎ কালিকন্যায়াং সত্যকেতুরজায়ত ॥৮
বসুদেবস্য ভার্য্যাসু মহাভাগাসু সপ্তসু ।
যে পুত্রা জজ্ঞিরে শূরা নামতস্তান্ নিবোধ মে ॥ ৯
ভোজশ্চ বিজয়শ্চৈব শান্তিদেবাসুতাবুভৌ
বৃকদেবঃ সুনামায়াং গদশ্চাস্যাং সুতাবুভৌ
উপাসঙ্গবরং লেভে তনয়ং দেবরক্ষিতা ।
অগাবহং মহাত্মানং বৃকদেবী ব্যজায়ত ॥
কন্যা ত্রিগর্ত্তরাজস্য ভর্ত্তা বৈ শৈশিরায়নঃ ।
জিজ্ঞাসাং পৌরুষে চক্রে ন চক্রেঽথ পৌরুষম্ ॥১২
কৃষ্ণায়সসমপ্রখ্যো বর্ষে দ্বাদশমে তথা
মিথ্যাভিশপ্তো গার্গ্যস্তু মন্যুনাভিসমীরিতঃ ॥ ১৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের অবতারগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য ভ্রাতা, ভগিনী ও কুটুম্বগণের বর্ণন এবং কালযবনের উৎপত্তিকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বসুদেবের চৌদ্দজন সুন্দরী পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রোহিণী, ইন্দিরা, বৈশাখী, ভদ্রা ও সুনাম্নী এই পাঁচ জন পুরুবংশের কন্যা। সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী এই সাতজন বাহ্লের কন্যা। সুতনু ও বড়বা এই দুইজন পরিচারিকা ছিল। ১-৩

মহারাজ! পুরুবংশের কন্যা রোহিণী (শান্তনুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) বাহ্লিকের দুহিতা ছিলেন। তিনি বসুদেবের প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা পত্নী ছিলেন। ৪

ঐ রোহিণী জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে বলরামকে ও পরে সারণ, শঠ, দুর্দম, দমন, ভদ্র, পিণ্ডারক ঊশীনরকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন এবং কন্যারূপে কুমারী চিত্রাকে পাইয়াছিলেন। রোহিণীর এই দশটি সন্তান হইয়াছিল। ঐ চিত্রা সুভদ্রা হইয়াছিল (চিত্রা রোহিণীর কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াই দ্রুত হয় ও নিজেকে ধিক্কার দেয় এইজন্য যে, বহুবংশে জন্মিয়া দেবচন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখিতে পাইলাম না। বাসনাবশতঃ সে পরে সুভদ্রা হয়)। ৫-৬

বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। রেবতীর গর্ভে রাম হইতে প্রিয় পুত্র নিশঠ জন্ম গ্রহণ করে। ৭

সুভদ্রার গর্ভে অর্জুন হইতে মহারথী অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করে এবং অক্রূর হইতে কালিকন্যার গর্ভে সত্যকেতু জাত হয়। ৮

বসুদেবের সাতজন মহাভাগ্যবতী পত্নীর গর্ভে যে সকল শূর-পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৯

ভোজ ও বিজয় এই দুইজন শান্তিদেবার পুত্র। বৃকদেব ও গদ এই দুজন সুনাম্নীর পুত্র। ১০

দেবরক্ষিতা উপাসঙ্গবরনামক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। বৃকদেবী মহাত্মা অগাবহকে জন্ম দিলেন। ১১

ত্রিগর্ত্তরাজের এক কন্যা ছিল। তাহার ভর্তা গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণ। শৈশিরায়নের বীর্য্য স্খলন হইত না এইজন্য লোকে তাহার পৌরুষ বা পুরুষত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত অর্থাৎ নপুংসক কিনা জানিতে চাহিত। ১২

এইভাবে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইয়া গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার ফলে তাহার শরীরের বর্ণ লোহের মত কৃষ্ণ হইয়া গেল। ১৩

গোপকন্যামুপাদায় নৈঋতায়োপচক্রমে ।
গোপালী রূপসম্পন্না সা গোপস্ত্রীবেশধারিণী ॥ ১৪
ধারয়ামাস গার্গ্যস্য গর্ভং দুর্ধরমচ্যুতম্ ।
মাহেশ্ব্যাং গার্গ্যভার্য্যায়াং নিয়োগাচ্ছূলপাণিনঃ ॥ ১৫
স কালযবনো নাম জজ্ঞে রাজা মহাবলঃ ।
বৃষপূর্ব্বার্দ্ধকায়ত্তনবত্বন্ বাজিনো রথে ॥ ১৬
অপুত্রস্য স রাজ্ঞস্তু বরয়েঽন্তঃপুরে শিশুঃ
যবনস্য মহারাজ স কালযবনোঽভবৎ ॥ ১৭
স যুদ্ধকামী নৃপতিঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ দ্বিজোত্তমান্ ।
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং তস্য নারদোঽকথয়দ্ বিভুঃ ॥ ১৮
অক্ষৌহিণ্যা তু সৈন্যস্য মথুরামভ্যয়াৎ তদা ।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনম্ ॥ ১৯
ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণং পুরস্কৃত্য মহামতিম্ ।
সমেতা মন্ত্রয়ামাসুর্যবনস্য ভয়াৎ তদা ॥ ২০
কৃত্বা চ নিশ্চয়ং সর্ব্বে পলায়নপরায়ণাঃ ।
বিহায় মথুরাং রম্যাং মানয়ন্তঃ পিনাকিনম্ ॥ ২১
কুশস্থলীং দ্বারবতীং নিবেশয়িতুমীশ্বরাঃ ।
ইতি কৃষ্ণস্য জন্মেদং যঃ শুচির্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
পর্ব্বস্থ শ্রাবয়েদ্ বিদ্বাননৃণঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
শ্রীকৃষ্ণজন্মানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

তিনি এক গোপকন্যার সহিত সহবাস করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ গোপকন্যা গোপালী নাম্নী গোপবেশধারিণী অপ্সরা ছিল। ১৪

ঐ গোপালী মৈথিরায়ণের অদ্ভুত ও দুর্ধর্ষ বীর্য্য গর্ভে ধারণ করিল। মানুষরূপধারিণী ঐ অপ্সরা মহাদেবের আদেশে কাল-যবননামক মহাবলবান্ রাজাকে জন্ম দিল। ঐ কাল-যবনের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার ছিল যে সকল অশ্ব, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ বৃষের মত। ১৫-১৬

মহারাজ! কোনও এক অপুত্রক যবনরাজের অন্তঃপুরে ঐ শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে সে কালযবন নামে বিখ্যাত হইল। ১৭

সে যুদ্ধার্থী হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—(আমার সমান যোদ্ধা কে আছে?) সর্ব্বজ্ঞানী নারদ তাহাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের কথা বলিলেন। ১৮

তখন সে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিল এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের ভবনে দূত পাঠাইল। ১৯

কালযবনের ভয়ে ভীত বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ মহামতি শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া মিলিতভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর তাঁহারা পলায়ন করাই কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং মহাদেবের সম্মান করিয়া (মানসিক করিয়া) রমণীয় মথুরা নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুশস্থলী দ্বারবতী পুরীতে নিবাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মকথা পর্ব্বদিনে শ্রবণ করায়, তাহার ঋণ পরিশোধ হয় এবং সে সুখী হয়। ২১-২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণজন্মানুকীর্ত্তনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ক্রোষ্টোর্বংশবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্রোষ্টোরেবাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্ মহাযশাঃ
বৃজিনীবৎসুতশ্চাপি স্বাহিঃ স্বাহাকৃতাং বরঃ॥ ১

স্বাহিপুত্রোঽভবদ্ রাজা রুষদ্গুর্বলতাং বরঃ।
মহাক্রতুভিরীজে যো বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ॥ ২

সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ রুষদ্গুঃ সোঽগ্রামাত্মজম্।
জজ্ঞে চিত্ররথস্তস্য পুত্রঃ কর্ম্মভিরন্বিতঃ॥ ৩

আসীচ্ছৈত্ররথিবীরো যস্য বিপুলদক্ষিণঃ।
শশবিন্দুঃ পরং বৃত্তং রাজর্ষীণামনুষ্ঠিতঃ॥ ৪

পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশা রাজাসীচ্ছশবিন্দুজঃ।
শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পার্থশ্রবসমুত্তমম্॥ ৫

অনন্তরং সুযজ্ঞস্তু সুযজ্ঞতনয়োঽভবৎ।
উশতো যজ্বনখিলং স্বধর্ম্মমুশতাং বরঃ॥ ৬

শিনেস্তুভবৎ সূনুঃ সক্রতাপনঃ
সক্রতস্তস্য তনয়ো রাজর্ষিরভবন্নৃপঃ॥ ৭

সক্রতোঽলভত ক্রোষ্টুঃ সুতং কমলবর্হিষম্
স তু বিপুলং ধর্ম্মমর্থাৎ প্রেত্যাভাগপি॥ ৮

সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ বৈ সুতং কমলবর্হিষঃ।
বভূব রুক্মকবচঃ সতপ্রসবতঃ সুতঃ॥ ৯

নিহত্য রুক্মকবচঃ শতং কবচিনাং রণে।
ধন্বিনাং নিশিতৈর্বাণৈরবাপ শ্রিয়মুত্তমাম্॥ ১০

জজ্ঞেঽথ রুক্মকবচাৎ পরাজিৎ পরবীরহা।
জজ্ঞিরে পঞ্চ পুত্রাস্তু মহাবীর্য্যাঃ পরাজিতঃ॥ ১১

রুক্মেষুঃ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ।
পালিতঞ্চ হরিঞ্চৈব বিদেহেভ্যঃ পিতা দদৌ॥ ১২

রুক্মেষুরভবদ্ রাজা পৃথুরুক্মস্য সংশ্রিতঃ।
তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজ্যাজ্জ্যামঘোঽবসদাশ্রমে॥ ১৩

প্রশান্তঃ স বনস্থস্তু ব্রাহ্মণৈশ্চাববোধিতঃ।
জিগায় রথমাস্থায় দেবমন্যং ধ্বজী রথী॥ ১৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ক্রোষ্টুর বংশবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ক্রোষ্টুর পুত্র মহাযশস্বী বৃজিনীবান্। বৃজিনীবানের পুত্র স্বাহি। এই স্বাহি যজ্ঞকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১০

স্বাহির পুত্র রাজা রুষদ্গু। সে রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং ভূরিদক্ষিণাসমন্বিত নানাবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। তাহার ইচ্ছা ছিল একটি পুত্র হউক এবং ঐ পুত্র যেন পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত হয়। পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া সে চিত্ররথ নামক পুত্র লাভ করিল। ২-৩

চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। শশবিন্দু যাগকারী ভূরি দক্ষিণাদাতা ও রাজর্ষিগণের আচরণ অনুষ্ঠানরত ছিল। ৪

শশবিন্দুর পুত্র মহাযশস্বী রাজা পৃথুশ্রবা। পুরাণবিদ্‌গণ বলেন—পৃথুশ্রবার পুত্র উশত। উশতের পুত্র সুযজ্ঞ। সুযজ্ঞের পুত্র উশত। প্রার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উশত সর্বদা নিজ ধর্ম ও সকল প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিত। ৫-৬

রাজন্! উশতের পুত্র সক্রতাপন শিনেয়ু। তাহার পুত্র রাজর্ষি সক্রত। ৭

সক্রতের ক্রোষ্টুপুত্র কমলবর্হিষ। সে আবেগবশতঃ পরলোকে ফলদায়ী বিপুল ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। ৮

কমলবর্হিষ পুত্র-পৌত্রসমন্বিত পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করাতে রুক্মকবচ নামক পুত্র প্রাপ্ত হইল। ঐ রুক্মকবচ শত সন্তানের মধ্যে একাকীই অবশিষ্ট ছিল। ৯

রুক্মকবচ যুদ্ধে কবচধারী শত শত ধনুর্ধারী বীরগণকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নিহত করিয়া উত্তম শ্রীলাভ করিয়াছিল। ১০

রুক্মকবচ হইতে সক্রবীরহন্তা পরাজিৎ নামক পুত্র হইল। পরাজিতের মহাবীর্যবান্ পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল। রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি, এই পাঁচজনের মধ্যে পালিত ও হরিকে পিতা বিদেহ-দেশ পালন করিতে দিলেন। রুক্মেষু পৃথুরুক্মের আশ্রয় লইয়া রাজা হইয়া গেল। তাহারা দুজনে জ্যামঘকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। তখন জ্যামঘ আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। ১১-১৩

সে বনবাসী হইয়া শান্তভাবে থাকিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বলবান্ করিলেন। সে পতাকাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া অন্য দেব জয় করিল। ১৪

---

* যেরূপ ক্রোষ্টুর বংশে শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেইরূপ ক্রোষ্টুর বংশে সত্যভামাদিও উৎপন্ন হন, ক্ষত্রিয়গণের এক কুলে জন্ম হইলেও গাঢ় পুরুষ অতীত হইয়া যাইলে পর পুরোহিতের গোত্রে যজমান ক্ষত্রিয়েরও গোত্র পরিবর্তন হইয়া যায়। এই অধ্যায়ে ক্রোষ্টুর বংশের সেই ধারার বর্ণন করা হইবে, যাহাতে মহালক্ষ্মীর অবতার ঈশ্বরীশক্তি শ্রীরুক্মিণীদেবী উৎপন্ন হইয়াছেন।

নর্মদাকূলমেকাকী নগরীং মৃত্তিকাবতীম্ ।
ঋক্ষবন্তং গিরিং জিত্বা শক্তিমত্যামুবাস যঃ ॥ ১৫
জ্যামঘস্যাভবদ্ ভার্য্যা শৈব্যা বলবতী সতী ।
অপুত্রোঽপি চ রাজা স নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত ॥ ১৬
তস্যাসীদ্ বিজয়ো যুদ্ধে তত্র কন্যামবাপ সঃ ।
ভার্য্যামুবাচ সম্ভ্রান্তঃ স্নুষেতি স নরেশ্বরঃ ॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্ দেবী কস্য চেয়ং স্নুষেতি বৈ ।
অব্রবীৎ তত্ত্বপ্রশ্নজ্ঞা জ্যামঘো রাজসত্তমঃ ॥ ১৮
যস্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যোপযাচনী ।
উগ্রেণ তপসা তস্যাঃ কন্যায়াঃ সা ব্যজায়ত ॥
পুত্রং বিদর্ভং শুভগা শৈব্যা পরিণতা সতী ॥ ১৯
রাজপুত্র্যাং তু বিদ্বাংসৌ স্নুষায়াং ক্রথ-কৌশিকৌ ।
পশ্চাদ্ বিদর্ভোঽজনয়চ্ছূরৌ রণবিশারদৌ ॥ ২০
লোমপাদং তৃতীয়ং তু পুত্রং পরমধার্মিকম্ ।
লোমপাদাত্মজো বভ্রুরাহ্বতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২১
আহ্বতেঃ কৌশিকস্যৈব বিদ্বান্ পরমধার্মিকঃ ।

সে একাকী নর্মদাতীরে মৃত্তিকাবতী নগরী ও ঋক্ষবান্ পর্বত জয় করিয়া শক্তিমতী পুরীতে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৫

জ্যামাঘের ভার্য্যা শৈব্যা অতিশয় বলবতী ও সতী ছিল। এইজন্য রাজা জ্যামঘ পুত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করে নাই ॥ ১৬

সে কোনও একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া একটি কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ নরেশ্বর জ্যামঘ সম্ভ্রান্ত হইয়া নিজ পত্নীর নিকট পুত্রবধূ বলিয়া ঐ কন্যার পরিচয় দিল ॥ ১৭

এই কথা শুনিয়া তাহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—এই কন্যা কাহার পুত্রবধূ? তখন রাজশ্রেষ্ঠ জ্যামঘ প্রতিউক্তি পূর্বক বলিল ॥ ১৮

তোমার যে পুত্র হইবে, এই উপযাচনী কন্যা তাহার ভার্য্যা হইবে। ঐ কন্যার উগ্র তপস্যার ফলে পরিণত বয়সে সৌভাগ্যবতী শৈব্যা বিদর্ভ নামক পুত্রকে জন্ম দিয়াছিল ॥১৯

অনন্তর বিদর্ভ ঐ কন্যাতে (জ্যামঘের পুত্রবধূ উপযাচনীতে) বীর যুদ্ধবিশারদ বিদ্বান্ ক্রথ ও কৌশিক নামক দুই পুত্র উৎপন্ন করিল ॥ ২০

পরে লোমপাদ নামক তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল। লোমপাদ পরম ধার্মিক ছিল। লোমপাদের পুত্র বভ্রু। তাহার পুত্র আহুতি ॥ ২১

চেদিঃ পুত্রঃ কৌশিকস্য তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ ॥২২
ভীমো বিদর্ভস্য সুতঃ কুন্তিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ।
কুন্তের্ধৃষ্টসুতো জজ্ঞে রণদৃষ্টঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
আবন্তশ্চ দশার্হশ্চ বলী বিদূরথশ্চ যঃ ।
দশার্হাদ্ ব্যোমতো জজ্ঞে ব্যোম্নো ভীমুত উচ্যতে ॥ ২৪
ভীমুতপুত্রো বৃহদ্রথস্তস্য ভীমরথঃ সুতঃ ।
অথ ভীমরথস্যাসীৎ পুত্রো নবরথস্তথা ॥ ২৫
তস্য চাসীদ্ দশরথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ।
তস্মাৎ করম্ভঃ কারম্ভির্দেবরাতোঽভবন্নৃপঃ ॥ ২৬
দেবক্ষত্রোঽভবৎ তস্য দৈবক্ষত্রির্মহাযশাঃ ।
দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্ষত্রস্য নন্দনঃ ॥ ২৭
মধূনাং বংশকৃদ্ রাজা মধুর্মধুরবাগপি ।
মধোর্জজ্ঞেঽথ বৈদর্ভ্যাং পুত্রো মরুবসাগুণা ॥ ২৮
আসীন্মরুবসঃ পুত্রঃ পুরুবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
মধুর্জজ্ঞেঽথ বৈদর্ভ্যাং ভদ্রবত্যাং কুরূদ্বহঃ ॥ ২৯
ঐক্ষ্বাকী চাভবদ্ ভার্য্যা সত্ত্বাংস্তস্যামজায়ত ।
সত্ত্বান্ সর্বগুণোপেতঃ সাত্বতাঃ কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ৩০

আহুতির পুত্র কৌশিক। কৌশিক বিদ্বান্ ও পরম ধার্মিক ছিল। কৌশিকের পুত্র চেদি। তাহার বংশজাত পুরুষগণ চৈদ্য নামে বিখ্যাত ॥ ২২

বিদর্ভের চতুর্থ পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র ধৃষ্টসুত। ধৃষ্টসুত যুদ্ধে অটল ও প্রতাপশালী ছিল। ধৃষ্টের তিনজন বীর ও পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম আবন্ত, দশার্হ ও বলবান্ বিদূরথ। দশার্হের পুত্র ব্যোম। ব্যোমের পুত্র ভীমুত। ভীমুতের পুত্র বৃহদ্রথ। তাহার পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র নবরথ ॥ ২৩-২৫

নবরথের পুত্র দশরথ। তাহার পুত্র শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভ। করম্ভের পুত্র রাজা দেবরাত ॥ ২৬

দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র দেবপুত্রতুল্য মহাযশস্বী দেবক্ষত্রি। তাহার নাম ছিল মধু। সে মধুর ন্যায় বাক্য বলিত ও মধুর বংশের প্রবর্তক ছিল। বৈদর্ভীর গর্ভে মধুর মরুবস নামক পুত্র হইয়াছিল ॥ ২৭-২৮

মরুবসের পুত্র পুরুবংশ্রেষ্ঠ পুরুবান্। বিদর্ভকুমারী ভদ্রবতীর গর্ভে তাহার মধু নামক একটি পুত্র হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয়া যে ভার্য্যা ছিল, তাহার গর্ভে সত্ত্বান্ নামক পুত্র হইয়াছিল। ঐ সত্ত্বান্ সকলগুণবিশিষ্ট ও সাত্বতগণের কীর্তিবৃদ্ধিকারী ছিল ॥ ২৯-৩০

ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যানঘস্য মহাত্মনঃ।
যুজ্যেত পরয়া কীর্ত্ত্যা প্রজাবাংশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৩১

ইতি মহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

মনুষ্য মহাত্মা জ্যানঘের এই বংশপরম্পরা জানিয়া পরমকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ও পুত্রবান্ হয় ॥ ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বজ্রবংশবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সন্ততাৎ সত্ত্বসম্পন্নান্ কৌশল্যা সুষুবে সুতান্।
ভজিনং ভজমানঞ্চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপম্ ॥ ১
অন্ধকঞ্চ মহাবাহুং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্।
তেষাং বিসর্গাশ্চত্বারো বিস্তরেণেহ তান্ শৃণু ॥ ২

ভজমানস্য সৃঞ্জয্যো বাহ্বকাধোপবাহ্বকা।
আভ্যাং ভাগো ভয়োস্তস্মাজ্জজ্ঞিরে বহবঃ সুতাঃ ॥ ৩
কৃমিঞ্চ ক্রমণঞ্চৈব ধৃষ্টঃ সূরঃ পুরঞ্জয়ঃ।
এতে বাহ্বক সৃঞ্জয্যাং ভজমানাদ্ বিজজ্ঞিরে ॥ ৪

অযুতাজিৎ সহস্রাজিচ্ছতাজিচ্চাপ দাশকঃ
উপবাহ্যসৃঞ্জয্যাং ভজমানাদ্ বিজজ্ঞিরে ॥ ৫

যজ্বা দেবাবৃধো রাজা চচার বিপুলং তপঃ।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম স্যাদিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৬

সংযুজ্যাত্মানমেবং তু পর্ণাশায়া জলং স্পৃশন্।
সদোপস্পৃশতস্তস্য চকার প্রিয়মাপগা ॥ ৭
চিন্তয়াভিপরীতা সা জগামৈকাভিনিশ্চয়ম্।
কল্যাণস্বাত্মরূপস্তস্য সা নিম্নগোত্তমা ॥ ৮
নান্যগচ্ছত তাং নারীং যস্যামেবংবিধঃ সুতঃ।
জায়েৎ তস্মাৎ স্বয়ং হন্ত ভবামাস্য সহব্রতা ॥ ৯
অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ।
বরয়ামাস নৃপতিং তামিয়েষ চ স প্রভুঃ ॥ ১০
তস্যামাধত্ত গর্ভঞ্চ তেজস্বিনমুদারধীঃ।
অথ সা দশমে মাসি সুষুবে সরিতাং বরা ॥ ১১
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং বজ্রং দেবাবৃধাত্মজম্।
অত্র বংশে পুরাণজ্ঞা গায়ন্তীতি পরিশ্রুতম্ ॥ ১২
গুণান্ দেবাবৃধস্যাথ কীর্ত্তয়ন্তো মহাত্মনঃ।
যথৈবাগ্রে সমং দূরাৎ পশ্যাম চ তথান্তিকে ॥ ১৩

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বজ্রের বংশবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সন্ততা হইতে কৌশল্যা ভজিন, ভজমান, দিব্যনৃপ দেবাবৃধ, মহাবাহু অন্ধক ও যদুনন্দন বৃষ্ণিকে প্রসব করিয়াছিল। তাহাদের চারিটি বংশ বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর ॥ ১-২

ভজমানের বাহ্বকা ও উপবাহ্বকা নামে দুই ভার্য্যা ছিল। তাহারা সৃঞ্জয়ের কন্যা। ভজমানের ঐ পত্নীর গর্ভে বহু পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩

কৃমি, ক্রমণ, ধৃষ্ট, সূর, পুরঞ্জয় নামক পুত্রগণ সৃঞ্জয়কন্যা বাহ্বকার গর্ভে ভজমানের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪

অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতাজিৎ ও দাশক নামক পুত্রগণ সৃঞ্জয়-কন্যা উপবাহ্বকার গর্ভে ভজমানের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫

যাগকারী রাজা দেবাবৃধ 'আমার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র হউক' ইই কামনায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৬

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃঢ়নিশ্চয় রাজা পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করিয়া সর্বদা তৎপরায়ণ ছিলেন। এইরূপ ঐ নদী তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে চাহিলেন ॥ ৭

পর্ণাশানদী চিন্ত স্থির হইয়া নিশ্চয় করিলেন যে, এই রাজার এমন কোনও পত্নী নাই, যাহার গর্ভে সর্বগুণবান্ পুত্র হইতে পারে। অথচ নরপতির কল্যাণ করা কর্ত্তব্য। অতএব আমিই রাজার সহচারিণী হইয়া যাই ॥ ৮-৯

অনন্তর নদীশ্রেষ্ঠা পর্ণাশা কুমারী হইয়া সুন্দর শরীর ধারণ পূর্বক রাজাকে বরণ করিতে চাহিলেন। রাজাও তাহাকে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১০

উদারবুদ্ধি রাজা ঐ পত্নীতে মহাতেজস্বী গর্ভ আধান করিলেন। নদীশ্রেষ্ঠা পর্ণাশা দেবাবৃধ রাজার ঔরসে জাত সর্বগুণবান্ বজ্র নামক পুত্রকে দশ মাসে প্রসব করিলেন। এই বংশের কথা পুরাণবিদ্‌গণ গান করিয়া থাকেন শুনিয়াছি। মহাত্মা দেবাবৃধের গুণকীর্ত্তন করিতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—দেবাবৃধকে দূর হইতে যেমন দেখিয়াছিলাম, নিকট হইতেও তেমনই দেখিতেছি।

বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
ষষ্টিশ্চ ষট্ চ পুরুষাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত চ ॥ ১৪
এতেঽমৃতত্বং সম্প্রাপ্তা বভ্রুর্দেবাবৃধাবপি।
যস্মা দানপতির্বিদ্বান্ ব্রহ্মণ্যঃ সুদৃঢ়ায়ুধঃ ॥ ১৫
কীর্তিমাংশ্চ মহাতেজাঃ সাত্বতানাং মহাবরঃ।
তস্যান্ববায়ঃ সুমহান্ ভোজা যে নাস্তিকাবতাঃ ॥ ১৬
অন্ধকাৎ কাশ্যদুহিতা চতুরোঽলভতাত্মজান্।
কুকুরং ভজমানঞ্চ শমিং কম্বলবর্হিষম্ ॥ ১৭
কুকুরস্য সুতো ধৃষ্টুর্ধৃষ্টোস্তু তনয়স্তথা।
কপোতরোমা তস্যাথ তৈত্তিরিস্তনয়োঽভবৎ ॥ ১৮
জজ্ঞে পুনর্বসুস্তস্মাদভিজিৎ তু পুনর্বসোঃ।
তস্য বৈ পুত্রমিথুনং বভূবাভিজিতঃ কিল ॥ ১৯
আহুকশ্চাহুকী চৈব খ্যাতৌ খ্যাতিমতাং বরৌ
ইমাং চোদাহরন্ত্যত্র গাথাং প্রতি তমাহুকম্ ॥২০
শ্বেতেন পরিবারেণ বিশোরঃস্থিনো মহান্।
অশীতিচর্ম্মণা যুক্তঃ স নৃপঃ প্রথমং ব্রজেৎ ॥ ২১

নাপুত্রবান্ নাশতদো নাসহস্র-শতায়ুষঃ
নাশুষ্ককর্ম্মা নাযজ্বা যো ভোজমভিতো ব্রজেৎ ॥ ২২
পূর্ব্বস্যাং দিশি নাগানাং ভোজস্তেভ্যমুমোদনম্।
সোপাসঙ্গানুকর্ষাণাং ধ্বজিনাং সবরূথিনাম্ ॥ ২৩
রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দশৈব তু।
রূপ্য-কাঞ্চনকক্ষ্যাণাং সহস্রাণি দশাপি চ ॥ ২৪
তাবন্ত্যেব সহস্রাণি উত্তরস্যাং তথা দিশি।
আ ভূমিপালান্ ভোজাঃ স্বাণ্যুপতিষ্ঠন্
কিঙ্কিণীকিণঃ ॥ ২৫
আহুকীং চাপ্যবন্তিভ্যঃ স্বসারং বসুরক্ষকাঃ।
আহুকস্য তু কাশ্যায়াং দ্বৌ পুত্রৌ সমজায়তাম্ ॥ ২৬
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবপুত্রসমাবুভৌ।
দেবকস্যাভবন্ পুত্রাশ্চত্বারস্ত্রিদশোপমাঃ ॥ ২৭
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতঃ।
কুমার্য্যঃ সপ্ত চাপ্যাসন্ বসুদেবায় তা দদৌ ॥২৮
দেবকী শান্তিদেবা চ সুদেবা দেবরক্ষিতা
বৃকদেবোপদেবী চ সুনাসী চৈব সপ্তমী ॥২৯

অর্থাৎ যোগী দেবাবৃধ দূরে ও নিকটে একই সময়ে অবস্থান করিয়া দেখা দিতে পারেন। ১১-১৩

বভ্রু মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবাবৃধ দেবতুল্য। বভ্রু ও দেবাবৃধ সাতহাজার ছেষট্টি পুরুষ সহিত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা বভ্রু দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, যাগকারী ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র অতীব দৃঢ় ছিল। কীর্ত্তিমান্ মহাতেজস্বী বভ্রু সাত্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বংশ অতি বিশাল। নাস্তিকাবত ভোজগণ তাঁহারই কুলধর। ১৪-১৬

কাশিরাজের (দৃঢ়ায়ুধের) কন্যা অন্ধকের ঔরসে চারিটি পুত্রলাভ করিয়াছিল। তাহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শমি ও কম্বলবর্হিষ। ১৭

কুকুরের পুত্র ধৃষ্টু, ধৃষ্টুর পুত্র কপোতরোমা, তাহার পুত্র তৈত্তিরি। ১৮

তাহা হইতে পুনর্বসু, পুনর্বসুর পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯

খ্যাতিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ পুত্র ও কন্যা আহুক ও আহুকী নামে বিখ্যাত। ঐ আহুকের সম্বন্ধে এইরূপ গাথা (প্রবাদবাক্য) উদাহৃত হইয়া থাকে। ২০

তরুণ অশ্বের মত উদগ্রবান্ রাজা আহুক যখন বিস্তৃত পরিবারসহিত গমন করিতেন, তখন আশি জন মনুষ্য তাহার সিংহাসন বহন করিত। ২১

ঐ রাজার চারিপার্শ্বে এমন লোক যাইতে পারিত না, যে পুত্রহীন, শতসংখ্যক দক্ষিণাদানশূন্য, সহস্রবর্ষ আয়ুহীন, অশুষ্ক কর্মকারী ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানহীন। ২২

রাজা আহুকের (ভোজের) অভিনন্দনের জন্য পূর্বদিকে রজত ও সুবর্ণ নির্মিত শিকল দ্বারা বদ্ধ দশ হাজার হস্তী ও পতাকাবিশিষ্ট রথরাগ-সমন্বিত মেঘতুল্য শব্দায়মান দশ হাজার রথ উপস্থিত থাকিত। ২৩-২৪

উক্ত সংখ্যক রথ ও হস্তী উত্তরদিকে ও অন্যদিকে থাকিত। ভোজবংশীয় সকল ভূমিপালই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি সকলকে স্বর্ণের যষ্টী ও ঘুঙ্গুরযুক্ত কিঙ্কিণী উপহার দিতেন। ২৫

অন্ধকবংশীয়গণ আহুকের ভগিনী আহুকীকে অবন্তিরাজ-বংশে বিবাহ দিয়াছিল। আহুকের কাশিরাজকন্যার গর্ভে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই দেবপুত্রতুল্য। তাহাদের নাম দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের পুত্র দেবতুল্য দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত। দেবকের সাতটি কন্যা ছিল। দেবকী, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাসী এই সাতটি কন্যাকে রাজা বসুদেবের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। ২৬-২৯

নবোগ্রসেননদা সুতাস্তেষাং বংশস্তু পূর্ব্বজঃ
ন্যগ্রোধশ্চ সুনামা চ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সভূমিকাঃ
রাষ্ট্রপালোঽথ সুতনুরনাধৃষ্টিশ্চ পুষ্টিমান্ ।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাসন্ কংসা কংসবতী তথা ॥ ৩১
সুতনূ রাষ্ট্রপালী চ কন্যা চৈব বরাঙ্গনা

উগ্রসেনঃ মহাপদ্মো ব্যাখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ ॥ ৩২
কুকুরাণামিমং বংশং ধারয়ন্নমিতৌজসাম্ ।
আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজাবানাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
সপ্তত্রিংশে ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

উগ্রসেনের নয় জন পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে কংস জ্যেষ্ঠ। অন্যান্যদের নাম ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সভূমিক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান্। ইহাদের পাঁচটি ভগিনী ছিল। তাহাদের নাম—কংসা, কংসবতী, সুতনু রাষ্ট্রপালী ও কন্যা।

এইভাবে কুকুরবংশীয় উগ্রসেনের ও তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগের বর্ণন করিলাম ॥ ৩০-৩২

অপরিমিত তেজস্বী কুকুরগণের বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য পুত্রবান্ হয় এবং বংশপরম্পরাসম্পন্ন হয় ॥ ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভজমানস্য বংশবর্ণনম্, সামন্তকমণেস্তস্তান্তকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভজমানস্য পুত্রোঽথ রথমুখ্যো বিদূরথঃ।
রাজাধিদেবঃ শূরস্তু বিদূরথসুতোঽভবৎ ॥ ১
রাজাধিদেবস্য সুতা ভজিষ্যে বীর্য্যবত্তরাঃ।
দত্তঃ শিদ্রবলিনৌ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ২
শমী চ দণ্ডশর্ম্মা চ দণ্ডকক্রশ্চ শত্রুজিৎ।
শ্রবণা চ শ্রবিষ্ঠা চ স্বসারৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৩
শমীপুত্রঃ প্রতিক্ষত্রঃ প্রতিক্ষত্রস্য চাত্মজঃ।
স্বয়ংভোজঃ স্বয়ম্ভোজাদ্ধৃদীকঃ সম্বভূব হ ॥ ৪
তস্য পুত্রা বভূবুহি সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ।
কৃতকর্ম্মাগ্রজস্তেষাং শতধন্বাথ মধ্যমঃ ॥৫
দেবর্ষের্বচনাৎ তস্য ভিষগ্ বিতরণশ্চ যঃ।
সুদান্তশ্চ বিদান্তশ্চ কামদা কামদন্তিকা ॥ ৬
দেববাংশ্চাভবৎ পুত্রো বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষঃ।
অসমৌজাস্তথা বীরো নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
অজাতপুত্রায় সুতান্ প্রদদাবসমৌজসে।
সুসংহ্রঃ চারুরূপশ্চ কৃষ্ণনিত্যন্তকাত্রয়ঃ ॥ ৮
এতে চান্যে চ বহবো অন্ধকাঃ কথিতাস্তব।
অন্ধকানামিমং বংশং ধারয়েদ্ যস্তু নিত্যশঃ ॥ ৯

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[ভজমানের বংশ বর্ণন ও স্যমন্তকমণির কথা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! (অন্ধকপুত্র) ভজমানের ভাইদিগের মধ্যে মুখ্য বিদূরথ নামক পুত্র হইয়াছিল। বিদূরথের পুত্র বীরবর রাজাধিদেব ॥ ১

রাজাধিদেবের বলবান্ দত্ত ও অভিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দণ্ডশর্ম্মা, দণ্ডকক্র ও শত্রুজিৎ এই আট জন পুত্র ছিলেন। ইহারা সকলেই অতিশয় বলশালী ছিলেন। ইহাদের দুই জন ভগিনী ছিলেন, তাঁহাদের নাম হইল—শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা। রাজাধিদেবের এই দুই কন্যা ছিল) ॥ ২-৩

শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ম্ভোজ ও স্বয়ম্ভোজ হইতে হৃদীক জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৪

হৃদীকের সকল পুত্র ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কৃতবর্ম্মা সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হন এবং শতধন্বা মধ্যম পুত্র ছিলেন ॥ ৫

দেবর্ষি নারদের বাক্যে শতধন্বার ভিষক্, বৈতরণ, সুদান্ত ও বিদান্ত নামক চার পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কামদা ও কামদন্তিকা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬

(অন্ধকপুত্র) কম্বলবর্হিষের পুত্র বিদ্বান্ দেববান্ এবং বীর অসমৌজা ও নাসমৌজা নামক তাঁহার আরও দুই পুত্র ছিলেন ॥ ৭

অন্ধকের (কৃকুরাদি হইতে অতিরিক্ত) সুসংহ্র, চারুরূপ ও কৃষ্ণ নামে আরও তিন পুত্র ছিল। অন্ধক এই তিন পুত্রকে পুত্রহীন অসমৌজাকে প্রদান করেন ॥ ৮

এই সবের এবং আরও বহু অন্ধকবংশীয় রাজাদের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি। যে মানুষ নিত্য অন্ধকগণের এই

আত্মনো বিপুলং বংশং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টুর্ভার্যে বভূবতুঃ ॥ ১০
গান্ধারী জনয়ামাস অনমিত্রং মহাবলম্।
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢুষম্ ॥ ১১
অনমিত্রমনিত্রাণাং জেতারমপরাজিতম্
অনমিত্রসুতো নিম্নো নিম্নতো দ্বৌ বভূবতুঃ ॥ ১২
প্রসেনশ্চাপি সত্রাজিচ্ছক্রসেনোজিতাবুভৌ।
প্রসেনো দ্বারবত্যাং তু নিবসন্ত্যাং মহামণিম্ ॥ ১৩
দিব্যং স্যমন্তকং নাম সমুদ্রাদুপলব্ধবান্।
তস্য সত্রাজিতঃ সূর্যঃ সখা প্রাণসমোঽভবৎ ॥ ১৪
স কদাচিন্নিশাপার্শ্বে রথেন রথিনাং বরঃ
অন্ধিকূলনুপস্প্রষ্টুমুপস্থাতুং যযৌ রবিম্ ॥ ১৫
তস্যোপতিষ্ঠতঃ সূর্যং বিবস্বানগ্রতঃ স্থিতঃ।
অস্পষ্টমূর্ত্তির্ভগবাংস্তেজোনগুলবান্ প্রভুঃ ॥ ১৬
অথ রাজা বিবস্বন্তমুবাচ স্থিতনগ্রতঃ।
যথৈবং যোনি পশ্যামি প্রভা ত্বাং জ্যোতিষাংপতে। ১৭
তেজোনগুলিনং দেবং তথৈব পুরতঃ স্থিতম্।
কো বিশেষোঽস্তি মে ত্বত্তঃ সখ্যোন্যোপাগতস্য বৈ ।১৮
এতচ্ছ্রুত্বা তু ভগবান্ মণিরত্নং সানন্তকম্।
স্বকণ্ঠাদবমুচ্যৈব একান্তে ন্যস্তবান্ বিভুঃ
ততো বিগ্রহবন্তং তং দদর্শ নৃপতিস্তদা
প্রীতিমানথ তং দৃষ্ট্বা মুহূর্ত্তং কৃতবান্ কথাম্
তমপি প্রস্থিতং ভূয়ো বিবস্বন্তং স সত্রজিৎ
লোকানুদ্ধাসয়ন্তেজস্তেন যেন ত্বং সততং প্রভো
তদেতন্মণিরত্নং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ।. ২১
ততঃ সামন্তকমণিং দত্তবাংস্তস্য ভাস্করঃ
স তমাবধ্য নগরীং প্রবিবেশ নরাধিপঃ
তং জনাঃ পর্য্যধাবন্ত সূর্য্যোঽয়ং যচ্ছতীতি চ
পুরীং বিস্ময়য়িত্বা চ রাজা স্বন্তঃপুরং যযৌ ॥ ২৩

বংশের বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহার নিজের বংশ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯½

যদুপুত্র ক্রোষ্টার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্যা ছিলেন। গান্ধারীর পুত্র মহাবল অনমিত্র এবং মাদ্রীর দুই পুত্র যুধাজিৎ ও দেবমীঢুষ ॥ ১০-১১

অপরাজিত অনমিত্র শত্রুগণের পরাজয়কারী ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র নিম্ন এবং নিম্নের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রসেন ও সত্রাজিৎ। ইহারা উভয়ে শত্রু সৈন্যজয়ী ছিলেন ॥ ১২½

দ্বারকাপুরীতে বাস করিবার সময় প্রসেন স্যমন্তকনামক দিব্য মণি সমুদ্রের তীরে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রসেনের ভ্রাতা সত্রাজিতের প্রাণসম প্রিয় সখা ছিলেন সূর্যদেব ॥ ১৩-১৪

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্রাজিৎ এক সময় রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর স্নান ও সূর্য্যোপস্থান করিবার জন্য সমুদ্রের তীরে গমন করেন ॥ ১৫

তিনি সূর্য্যোপস্থান করিতেছেন, এমন সময় সূর্যদেব তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সূর্যদেব স্বীয় তেজস্বী মণ্ডলের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। সেই সময় রাজা সত্রাজিৎ নিজের সম্মুখে অবস্থিত সূর্যদেবকে বলিলেন ॥ ১৬½

জ্যোতিষ্কগণের পালক সূর্যদেব! আমি আপনাকে নিত্য যেরূপ আকারে দর্শন করি, সেইরূপেই আমি তেজোমণ্ডলবর্তী আপনাকে আমার সম্মুখে অবস্থিত দেখিতেছি; কিন্তু আপনি যে মিত্রতাবশতঃ আজ আমার সম্মুখে আসিলেন, ইহাতে কি বিশেষ আছে? ১৭-১৮

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ সূর্য স্বীয় কণ্ঠ হইতে মণিরত্ন স্যমন্তককে উন্মুক্ত করিয়া একান্তে পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া দিলেন ॥ ১৯

তখন নৃপতি সত্রাজিৎ বিগ্রহধারী সূর্যদেবকে দর্শন করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া মুহূর্তকাল তাঁহার সহিত বার্তালাপ করিলেন ॥ ২০

তারপর সূর্যদেব যখন গমন করিতে লাগিলেন, তখন সত্রাজিৎ তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি যাহার দ্বারা সর্বদা এই ত্রিলোককে প্রকাশিত করিতেছেন, সেই স্যমন্তক মণি আপনি আমাকে প্রদান করুন ॥ ২১

তখন প্রভাকর সূর্যদেব সেই স্যমন্তক মণি তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রাজা সত্রাজিৎ তাহাকে বাঁধিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২২

তখন সকল মানুষ 'এই সূর্যদেব যাইতেছেন' ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। এইভাবে সেই নগরীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে করিতে রাজা সত্রাজিৎ নিজের অন্তঃপুরে গমন করিলেন ॥ ২৩

তৎ প্রসেনজিতং দিব্যং মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।
দদৌ ভ্রাত্রে নরপতিঃ প্রেম্না সত্রাজিদুত্তমম্ ॥ ২৪
স মণিঃ সাম্প্রতে রুক্মঃ বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনে ।
কালবর্ষী চ পর্জন্যো ন চ ব্যাধিভয়ং ভবেৎ ॥২৫
লিপ্সাং চক্রে প্রসেনাস্তু মণিরত্নে সামন্তকে ।
গোবিন্দো ন চ তল্লেভে শক্রোঽপি ন জহার সঃ ॥ ২৬
কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ ।
স্যমন্তককৃতে সিংহাদ্ বধং প্রাপ বনেচরাৎ ॥ ২৭
অথ সিংহঃ প্রধাবন্তমুক্ষরাজো মহাবলঃ ।
নিহত্য মণিরত্নং তদাদায় বিলমাবিশৎ ॥ ২৮
ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণং প্রসেনবধকারণাৎ ।
প্রার্থনাং তাং মণের্বুদ্ধ্বা সর্ব্ব এব সমস্থিরে ॥ ২৯
স শঙ্কমানো ধর্ম্মাত্মা নকারী তস্য কর্ম্মণঃ ।
আহরিষ্যে মণিমিতি প্রতিজ্ঞায় বনং যযৌ ॥ ৩০

তত্র প্রসেনো মৃগয়ামাচরৎ তত্র চাপ্যথ
প্রসেনস্য পদং দৃষ্ট্বা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৩১
ঋক্ষবন্তং গিরিবরং বিন্ধ্যঞ্চ গিরিমুত্তমম্ ।
অন্বেষয়ন্ পরিশ্রান্তঃ স দদর্শ মহামনাঃ ॥ ৩২
সাধ্বং হতঃ প্রসেনঃ বৈ নাবিন্দচ্ছৈচ্ছিতং মণিম্ ।
অথ সিংহঃ প্রসেনস্য শরীরস্থাবিদূরতঃ ॥ ৩৩
ঋক্ষেণ নিহতো দৃষ্টঃ পাদৈর্ঋক্ষস্য সূচিতঃ ।
পাদৈরন্বেষয়ামাস গুহামৃক্ষস্য মাধবঃ ॥ ৩৪
মহত্যাঞ্চবিলে বাণীং শুশ্রাব প্রমদেরিতাম্ ।
ধাত্র্যা কুমারমাদায় সুতং জাম্ববতো নৃপ ॥
ক্রীড়াপয়ন্ত্যা মণিনা মা রোদীস্তিত্যধেরিতাম্ ॥ ৩৫

ধাত্র্যুবাচ ।

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্বহতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ৩৬

তদনন্তর রাজা সত্রাজিৎ মণিরত্ন সেই দিব্য স্যমন্তক মণি ভ্রাতৃবশতঃ নিজের ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে প্রদান করিলেন । ২৪

এই মণি যে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় গৃহে রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে ঐ মণি স্পর্শ করিতে লাগিল । সেই দেশে প্রতি বর্ষাসময়ে জল বর্ষণ করিত এবং সেখানে কোন ব্যাধিভয় ছিল না ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনজিতের নিকট হইতে সেই দিব্য মণিরত্ন স্যমন্তককে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঐ মণি প্রদান করেন নাই । যদিও শ্রীকৃষ্ণ উহা হরণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি বলপূর্ব্বক উহা হরণ করেন নাই । ২৬

প্রসেন এক সময় সেই মণিতে বিভূষিত হইয়া মৃগয়া করিবার জন্য বনে গমন করেন এবং সেই মণির জন্যই বনে বিচরণকারী এক সিংহের দ্বারা নিহত হন । ২৭

তদনন্তর মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই ধাবমান সিংহকে বধ করেন এবং সেই মণিরত্নকে লইয়া নিজের বিলে (গুহায়) প্রবিষ্ট হন । ২৮

সেই সময় প্রসেন নিহত হইলে পর সকল বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ ইহাই বুঝিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট এই মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অতএব তিনিই এই প্রসেনকে বধ করিয়াছেন । ২৯

যদিও তিনি এই কার্য্য করেন নাই, তথাপি ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকলেরই এরূপ শঙ্কা হইয়াছিল । সেইজন্য 'আমি সেই মণি লইয়া আসিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বনে গমন করিলেন । ৩০

তিনি বিশ্বাসী মনুষ্যগণের দ্বারা যেস্থানে প্রসেন মৃগয়া করিতেছিলেন, সেস্থানে তাঁহার পদচিহ্ন সংগ্রহ করিলেন । ৩১

সেই পদচিহ্ন অবলম্বনে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন মহামনা শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি ঋক্ষবান্ ও বিন্ধ্যনামক শ্রেষ্ঠ দুইটি পর্বতকে দেখিতে পাইলেন । ৩২

শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে প্রসেনকে ও তাহার অশ্বকে নিহত অবস্থায় দেখিলেন । কিন্তু সেই ঈপ্সিত সামন্তক মণি তিনি পাইলেন না । তদনন্তর প্রসেনের মৃতদেহের কিছু দূরে ঋক্ষের (ভল্লুকের) দ্বারা নিহত একটি সিংহকে তিনি পতিত দেখিলেন । বিনাশকারীর পদচিহ্নের দ্বারা জানিতে পারিলেন, উহা ঋক্ষ ছিল । তারপর মাধব ঋক্ষের পদ-চিহ্নের দ্বারা ঋক্ষের গুহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । ৩৩-৩৪

রাজন্ । সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ (ঋক্ষের বিলের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া) এক স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন । তিনি এরূপ বুঝিলেন যে, এক ধাত্রী জাম্ববানের বালক পুত্রকে লইয়া মণির দ্বারা খেলা করাইতে করাইতে তাহাকে বলিতেছিল—তুমি রোদন করিও না । ৩৫

ধাত্রী বলিল,—শিশুপুত্র ! সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে এবং সিংহ জাম্ববানের দ্বারা নিহত হইয়াছে ; এখন তুমি আর রোদন করিও না, এই স্যমন্তক মণি এখন তোমারই । ৩৬

সুবাক্যীকৃতশব্দস্তু তূষ্ণীং বিলমথাবিশৎ।
প্রবিশ্য চাপি ভগবাংস্তমৃক্ষবিলমঞ্জসা ॥ ৩৭
স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারি যদূন্ রাঙ্গলিনা সহ।
শার্ঙ্গধন্বা বিলস্থং তু জাম্ববন্তং দদর্শ হ ॥ ৩৮
যুযুধে বাসুদেবস্তু বিলে জাম্ববতা সহ
বাহুভ্যামেব গোবিন্দো দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ৩৯
প্রবিষ্টে তু বিলং কৃষ্ণে বলদেবপুরঃসরাঃ
পুরীং দ্বারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪০
বাসুদেবস্তু নির্জিত্য জাম্ববন্তং মহাবলম্
লেভে জাম্ববতীং কন্যামৃক্ষরাজস্য সম্মতাম্ ॥
মণিং সামন্তকঞ্চৈব জগ্রাহাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৪১
অনুনীয়র্ক্ষরাজানং নির্যয়ৌ চ তদা বিলাৎ।
দ্বারকামগমৎ কৃষ্ণঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ৪২
এবং স মণিমাহৃত্য বিশোধ্যাত্মানমচ্যুতঃ
দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্বদাবৃতসংসদি ॥ ৪৩

এবং নির্ব্যাভিশপ্তেন কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা।
আত্মা বিশোধিতঃ পাপাদ্ বিনির্জিত্য সামন্তকম্ ॥ ৪৪
সত্রাজিতো দশ ত্বাসন্ ভার্য্যাস্তাসাং শতং সুতাঃ।
খ্যাতিমন্তস্ত্রয়স্তেষাং তদ্ভকারস্য পূর্বজঃ ॥ ৪৫
বীরো বাতপতিশ্চৈব উপস্থাবাংশ্চ তে ত্রয়ঃ।
কন্যার্থাংশ্চাপি তিস্রো বৈ দিক্ষু খ্যাতা নরাধিপ ৪৬
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং ব্রতিনী চ দৃঢ়ব্রতা
তথা প্রস্থাপিনী চৈব ভার্য্যাং কৃষ্ণায় তাং দদৌ ॥ ৪৭
সমাক্ষো ভদ্রকারস্য নারেয়শ্চ নরোত্তমৌ।
ভজ্ঞাতে গুণসম্পন্নৌ বিশ্রুতৌ রূপদর্পিতৌ ॥ ৪৮
মাদ্রীপুত্রস্য ভজ্ঞেঽথ পৃশ্নিঃ পুত্রো যুধাজিতঃ।
ভজ্ঞাতে তনয়ৌ পৃশ্নেঃ শ্বফল্কশ্চিত্রকস্তথা ॥ ৪৯
শ্বফল্কঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামবিন্দত।
গান্দিনীং নাম তস্যাংশ্চ সদা গাঃ প্রদদৌ পিতা ॥ ৫০
তস্যাং ভজ্ঞে মহাবাহুঃ শ্রুতবানিতি বিশ্রুতঃ।
অক্রূরোঽথ মহাভাগো যস্য বিপুলদক্ষিণঃ ॥ ৫১

যখন বাক্যের কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ও যাদবগণকে গুহার দ্বারে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া(স্বয়ং) মৌনী হইয়া সত্বর সেই গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। এইভাবে ভগবান্ শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণ গুহায় প্রবেশ করিয়া বিলে স্থিত জাম্ববান্‌কে দেখিতে পাইলেন। ৩৭-৩৮

বসুদেবনন্দন গোবিন্দ জাম্ববানের সহিত নিজ বাহুর দ্বারাই একুশ দিন ধরিয়া বিলমধ্যে যুদ্ধ করিলেন। ৩৯

শ্রীকৃষ্ণ বিলে প্রবেশ করিবার পর বহু দিন যাইলেও না ফিরিয়া আসায় বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ দ্বারকা নগরীতে যাইয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইয়াছে। ৪০

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ মহাবল জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া ঋক্ষরাজের প্রিয়া কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করিলেন এবং নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য স্যমন্তক মণিকেও গ্রহণ করিলেন। ৪১

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বিল হইতে নির্গত হইলেন এবং অতিশয় শোভান্বিত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।৪২

ভগবান্ অচ্যুত এইভাবে মণি আনয়ন করিয়া সমস্ত সাত্বতগণের সভায় নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়া সেই মণি সত্রাজিৎকে প্রদান করিলেন। ৪৩

সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মিথ্যা দোষে দোষী হওয়ায় স্যমন্তক মণি দান করিয়া আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন। ৪৪

সত্রাজিতের দশ ভার্যা ছিলেন এবং তাঁহাদের শত পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রগণের মধ্যে তিন জন প্রসিদ্ধ ছিল, যাহাদের সর্বপ্রথম ছিল ভদ্রকার। দ্বিতীয় বীর বাতপতি এবং তৃতীয় উপস্থাবান্। ৪৫।

রাজন্! এইরূপ স্ত্রীগণের মধ্যে রূপবতী সত্যভামা, দৃঢ়ব্রতধারিণী ব্রতিনী ও প্রস্থাপিনী—সকল দিকে প্রসিদ্ধা এই তিন কন্যা তাঁহার ছিল। ইহাদের মধ্যে সত্যভামার বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত দিয়াছিলেন। ৪৬-৪৭

ভদ্রকারের সমাক্ষ ও নারেয় এই দুই নরোত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা উভয়েই নিজ নিজ রূপ ও গুণসমূহের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৪৮

(এখন জ্যেষ্ঠার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর পুত্র যুধাজিতের বংশ বর্ণিত হইতেছে···) মাদ্রীপুত্র যুধাজিতের পুত্র পৃশ্নি এবং পৃশ্নির শ্বফল্ক ও চিত্রক নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ৪৯

শ্বফল্কের বিবাহ কাশিরাজের কন্যা গান্দিনীর সহিত হইয়াছিল; এই গান্দিনীর পিতা প্রতিদিন নিজের এই কন্যাকে বিবাহে যৌতুক দান করাইতেন। ৫০

এই গান্দিনী হইতে মহাভাগ্যবান্ অক্রূর উৎপন্ন হন। এই মহাবাহু অক্রূর 'শ্রুতবান্'—নামরূপী বলিয়া প্রসিদ্ধ

উপাসঙ্গস্তথা মদ্গুর্মৃদুরশ্চারিমেজয়ঃ।
অবিক্ষিপস্তথোপেক্ষঃ শত্রুঘ্না চারিমর্দ্দনঃ ॥ ৫১
ধর্ম্মদৃগ্, ধৃতিধর্ম্মা চ গৃধ্রো ভোজোঽন্ধকস্তথা
আবাহ- প্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা ॥ ৫৩
বিদ্রুতা সাত্বমহিষী কন্যা চাস্য বসুন্ধরা।
রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বসত্ত্বমনোহরা ॥ ৫৪
অক্রূরেণোগ্রসেন্যাং তু সুতৌ দ্বৌ কুরুনন্দন।
প্রসেনশ্চোপদেবশ্চ শ্রুয়তে দেববর্চ্চসৌ ॥ ৫৫

ছিলেন। ইনি যজ্ঞকারী ছিলেন এবং সেই সব যজ্ঞে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিতেন ॥ ৫১

দাক্ষিনীর অক্রূর ব্যতীত উপাসঙ্গ, মৃদুগু, মৃদুর, অরিমেজয়, অবিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মদৃক্, ধৃতিধর্ম্মা, গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামক পুত্র হয় এবং বরাঙ্গনা নামে এক সুন্দরী কন্যাও উৎপন্ন হয় ॥ ৫২-৫৩

এই কন্যা সাত্বদেশের রাজরূপে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহার রূপবতী, গুণবতী ও সকল প্রাণীর মনোহারিণী কন্যার নাম ছিল বসুন্ধরা ॥ ৫৪

চিত্রকস্যাভবন্ পুত্রাঃ পৃথুবিপৃথুরেব চ।
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহশ্চ সুপার্শ্বক-গবেষণৌ ॥ ৫৬
অরিষ্টনেমিরশ্বশ্চ সুধর্ম্মা ধর্ম্মকৃৎ তথা।
সুবাহুর্হবিষশ্চ প্রবিষ্টা-শ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ৫৭
ইমাং নিখ্যাভিশপ্তিং যঃ কৃষ্ণস্য সমুদাহৃতাম্
বেদ মিথ্যা ভিশাপোস্তু ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥৫৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্ব-
শাষ্টত্রিংশ [১৩৯] অধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

কুরুনন্দন! অক্রূর কর্ত্তৃক উগ্রসেনী নামে পত্নীতে দেবতুল্য কান্তিমান্ প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৫৫

(অক্রূরের কাকা) চিত্রকের শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভে পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহ, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও হবিষ্মান্ নামক পুত্র হয় ॥ ৫৬-৫৭

যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের এই মিথ্যা কলঙ্কের বৃত্তান্ত পাঠ করে, তাহাকে কখনও মিথ্যা দোষ স্পর্শ করে না ॥ ৫৮

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে (স্যমন্তক মণির কথাবিষয়ক) অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[স্যমন্তকমণিকৃতে প্রসেনস্য, সত্রাজিতঃ, শতধন্বনশ্চ বিনাশঃ, বলদেবেন দুর্য্যোধনায় গদাবিদ্যাশিক্ষাদানম্, অক্রূরস্য শ্রীকৃষ্ণায় মণিপ্রদানম্, শ্রীকৃষ্ণেন পুনরক্রূরায় মণিপ্রত্যর্পণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

যৎ তৎ সত্রাজিতে কৃষ্ণো মণিরত্নং স্যমন্তকম্।
অদাৎ তদ্ধারয়ামাস বভ্রুর্বৈ শতধন্বনা ॥ ১
সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামামনিন্দিতাম্।
অক্রূরোঽন্তমবিচ্ছন্ মণিস্তৈব স্যমন্তকম্ ॥ ২

সত্রাজিতং ততো হত্বা শতধন্বা মহাবলঃ।
রাত্রৌ তং মণিমাদায় ততোঽক্রূরায় দত্তবান্ ॥ ৩
অক্রূরস্তু ততো রত্নমাদায় ভরতর্ষভ।
সময়ং কারয়ামাস নাবেদ্যোঽহং ত্বয়েত্যুত ॥ ৪

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[স্যমন্তক-মণির জন্য প্রসেন, সত্রাজিৎ ও শতধন্বার বিনাশ। বলরাম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে গদাবিদ্যা শিক্ষাদান, অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মণি প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুনরায় অক্রূরকে সেই মণি প্রত্যর্পণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে যে মণিরত্ন স্যমন্তকমণি আনিয়া প্রদান করেন, বভ্রু (অক্রূর) তাহাকে শতধন্বার দ্বারা চুরি করাইতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ১

ঐ মণি সুবর্ণ প্রদান করে, এইজন্য উহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অক্রূর সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন এবং তিনি অনিন্দ্য-সুন্দরী সত্যভামাকেও সদা কামনা করিতেন ॥ ২

একদিন সুযোগ পাইয়া মহাবল শতধন্বা রাত্রিতে সত্রাজিৎকে বধ করিয়া সেই মণি অনিন্দ্য অক্রূরকে প্রদান করিলেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই মণি অক্রূর হস্তে লইয়া শতধন্বাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, আপনি কোনও রূপেই কাহাকে ইহা বলিবেন না, আমার নিকট এই মণি আছে ॥ ৪

বয়মভ্যাপযাস্যামঃ কৃষ্ণেন সহিতস্তব ।
যদাসৌ দ্বারকা সর্ব্বা বশে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৫
হতে পিতরি দুঃখার্ত্তা সত্যভামা যশস্বিনী ।
প্রযযৌ রথমারুহ্য নগরং বারণাবতম্ ॥ ৬
সত্যভামা তু তদ্বৃত্তং ভোজস্য শতধন্বনঃ ।
ভর্ত্তুর্নিবেদ্য দুঃখার্ত্তা পার্শ্বস্থাশ্রুণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৭
পাণ্ডবানাং তু দগ্ধানাং হরিঃ কৃত্বোদকক্রিয়াম্ ।
কুল্যার্থে চাপি পাণ্ডূনাং স্বযোজয়ৎ সাত্যকিম্ ॥ ৮
ততস্ত্বরিতমাগত্য দ্বারকাং মধুসূদনঃ ।
পূর্ব্বজং হলিনং শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
হতঃ প্রসেনঃ সিংহেন সত্রাজিচ্ছতধন্বনা ।
স্যমন্তকঃ স মদ্গামী তস্য প্রভুরহং বিভো ॥ ১০
তদারোহ রথং শীঘ্রং ভোজং হত্বা মহাবলম্ ।
স্যমন্তকো মহাবাহো অস্মাকং স ভবিষ্যতি ॥ ১১

যখন শ্রীকৃষ্ণ (শতধন্বার বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া) আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিবেন, তখন আমিও আপনার সহিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব। এখন সম্পূর্ণ দ্বারকা আমার বশীভূতা আছে, এবিষয়ে আপনি কোনরূপ সংশয় করিবেন না । ৫

এদিকে যশস্বিনী সত্যভামা পিতার মৃত্যুতে দুঃখে অভিভূতা হইয়া রথে আরোহণ করত হস্তিনাপুরে চলিয়া যাইলেন । ৬

সেখানে দুঃখপীড়িতা সত্যভামা নিজের পতি শ্রীকৃষ্ণকে ভোজবংশী শতধন্বার এই কার্য্য নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ৭

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ (হস্তিনাপুরে ছিলেন এবং লাক্ষাগৃহে) ভস্মীভূত পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ কার্য্য সমাধা করিয়া পাণ্ডবগণের অস্থিসঞ্চয় কার্য্য করিবার জন্য সাত্যকিকে তার দিলেন । ৮

তারপর শ্রীমান্ মধুসূদন অতি সত্বর দ্বারকা পুরীতে আসিয়া নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলধরকে এই কথা বলিলেন । ৯

প্রভো ! সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়াছে। এখন এই মণির উত্তরাধিকার আমার উপর লাগিয়াছে, অতএব বর্ত্তমানে এই মণির অধিকারী হইলাম আমি । ১০

মহাবাহো ! সেইজন্য আপনি শীঘ্র রথে আরোহণ করুন ; মহাবল ভোজবংশজাত শতধন্বাকে বধ করিলে পর এই স্যমন্তক মণি নিঃসন্দেহে আমাদের হইবে । ১১

তত: প্রবৃত্তে যুদ্ধং তুমুলং ভোজ-কৃষ্ণয়োঃ
শতধন্বা ততোঽক্রূরমবৈক্ষৎ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১২
সংবদ্ধৌ তাবুভৌ দৃষ্ট্বা তত্র ভোজ-কৃষার্দ্দনৌ ।
শক্তোঽপি শাঠ্যাদ্ধার্দিক্যাদক্রূরো নাভ্যপদ্যত ॥ ১৩
অপযানে ততো বুদ্ধিং ভোজশ্চক্রে ভয়ার্দ্দিতঃ ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং হয়স্থো প্রত্যপদ্যত ॥ ১৪
বিখ্যাতা হৃদয়া নাম শতযোজনগামিনী ।
ভোজস্য বড়বা রাজন্ যয়া কৃষ্ণমযোধয়ৎ ॥ ১৫
স্ত্রীণাং জবেন চ হয়ামস্থনঃ শতযোজনে ।
দৃষ্ট্বা রথস্থা তাং বৃদ্ধিং শতধন্বা সমত্যজৎ ॥ ১৬
ততস্তস্যা হয়ায়াস্তু শ্রমাৎ খেদাচ্চ ভারত ।
খমুৎপেতুরথ প্রাণাঃ কৃষ্ণো রামমথাব্রবীৎ ॥১৭
তিষ্ঠস্বেহ মহাবাহো দৃষ্টদোষা হয়া ময়া ।
পদ্ভ্যাং গত্বা হরিষ্যামি মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ॥ ১৮

অনন্তর ভোজবংশী শতধন্বা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় শতধন্বা সর্ব্বদিকেই অক্রূরকে দেখিতে লাগিলেন । ১২

শতধন্বা ও শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া অক্রূর সমর্থ হইলেও শঠতার জন্য হৃদীক-পুত্র শতধন্বাকে সাহায্য করিতে যাইলেন না । ১৩

তখন শতধন্বা ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতেই বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া চারি শত ক্রোশেরও অধিক দূরে চলিয়া যাইলেন । ১৪

রাজন্ ! শতধন্বা যে স্ত্রী-অশ্বে আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই অশ্বের নাম ছিল হৃদয়া ; এই অশ্ব। চারিশত ক্রোশ দৌড়াইয়া যাইতে সমর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল । ১৫

এই অশ্বা দেখে ধাবিত হওয়ায় চ রিশত ক্রোশ দূরে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অন্যদিকে শতধন্বা শ্রীকৃষ্ণের রথকে অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া সেই অশ্বাকে ত্যাগ করিলেন (এবং পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন) । ১৬

ভারত ! অনন্তর সেই অশ্বা শ্রম ও খেদের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিলেন । ১৭

মহাবাহো ! অশ্বা ক্লান্তা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দোষ আমি দেখিতে পাইয়াছি ; অতএব আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমি পদব্রজেই যাইয়া মণিরত্ন স্যমন্তক মণি কাড়িয়া আনিব । ১৮

পদ্ভ্যামেব ততো গত্বা শতধন্বানমচ্যুতঃ।
মিথিলামভিতো রাজন্ ভগবান পরমাব্রবিৎ ॥ ১৯
স্যমন্তকঞ্চ নাপশ্যদ্ধত্বা ভোজং মহাবলম্।
নিবৃত্তং চাব্রবীৎ কৃষ্ণং রত্নং দেহীতি লাঙ্গলী ॥ ২০
নাস্তীতি কৃষ্ণশ্চোবাচ ততো রামো রুষান্বিতঃ।
ধিক্‌ছন্দমসকৃৎ কৃত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্ ॥ ২১
ভ্রাতৃত্বান্নর্ঘ্যমোঘ ত্বন্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্।
কৃত্যং ন মে দ্বারকয়া ন ত্বয়া ন চ বৃষ্ণিভিঃ ॥ ২২
প্রবিবেশ ততো রামো মিথিলামরিমর্দ্দনঃ।
সর্ব্বকামৈরুপহৃতৈর্মৈথিলেনাভিপূজিতঃ ॥ ২৩
এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতবর্ম্মাভিমন্যুবরঃ।
নানাযজ্ঞান্ ক্রতূন্ সর্ব্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥ ২৪
দীক্ষামগ্র্যাং স কবচং রক্ষার্থং প্রবিবেশ হ।
শমন্তককৃতে প্রাজ্ঞো গান্দীপুত্রো মহাযশাঃ ॥২৫

অথ চক্রানি চাস্ত্রাণি ভবনানি বিবিধানি চ।
যষ্টিং বর্ষাণি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞেষু বিনিযোজয়েৎ ॥ ২৬
অক্রূরদত্তা ইতি তে খ্যাতাস্তস্য মহাত্মনঃ।
বহ্বন্নদক্ষিণাঃ সর্বে সর্বকামপ্রদায়িনঃ ॥ ২৭
অথ দুর্য্যোধনো রাজা গত্বা তু মিথিলাং প্রভুঃ।
গদাশিক্ষাং ততো দিব্যাং বলভদ্রাদবাপ্তবান্ ॥ ২৮
প্রসাদ্য তু ততো রামো কৃষ্ণান্ধকমহারথৈঃ।
আনীতো দ্বারকামেব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥ ২৯
অক্রূরস্বন্ধকৈঃ সার্দ্ধমপায়াদ্ ভরতর্ষভ।
হত্বা সত্রাজিতং সুপ্তং শতধন্বং মহাবলম্ ॥ ৩০
জ্ঞাতিভেদভয়াৎ কৃষ্ণস্তমুপেক্ষিতবানথ।
অপযাতে তথাক্রূরে নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥ ৩১
অনাবৃষ্ট্যা যদা রাজ্যমভবদ্ বহুধা কৃশম্।
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরক্রূরং কুকুরান্ধকাঃ ॥ ৩২

রাজন্! তদনন্তর অস্ত্র বিদ্যাপারদর্শী শ্রীকৃষ্ণ পদব্রজেই যাইয়া শতধন্বাকে মিথিলানগরীর নিকটে বধ করেন। ১৯

মহাবল ভোজবংশী শতধন্বাকে বধ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণিকে দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে পর বলরাম তাঁহাকে বলিলেন—মণি রত্ন প্রদান কর। ২০

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মণি ত, সেখানে নাই। ইহাতে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার ধিক্‌কার দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ২১

তুমি ভ্রাতা বলিয়া তোমার এই কার্য্য সহ্য করিলাম, তোমার কল্যাণ হউক, আমি চলিলাম। আমার এখন দ্বারকার দ্বারা, তোমার দ্বারা ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বারা কোনও প্রয়োজন নাই। ২২

তদনন্তর শত্রুমর্দ্দন বলরাম মিথিলা নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে মিথিলাপতি বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পদার্থ উপহার দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্চিত করিলেন। ২৩

এই সময় বৃষ্ণিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা (বংশী অক্রূরও) অনেক প্রকারের বহু যজ্ঞ নির্ব্বাধে করিতে লাগিলেন। ২৪

মহাযশস্বী বুদ্ধিমান্ গান্দীপুত্র অক্রূর স্যমন্তকের জন্য দীক্ষারূপী কবচ নিজের রক্ষার জন্য ধারণ করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না, সেইজন্য তিনি যুদ্ধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে এই পথ অবলম্বন করিলেন। ২৫

ইহার পর ধর্ম্মাত্মা অক্রূর ষাট্ বৎসর ধরিয়া বহু যজ্ঞে অনেক প্রকারের অন্ন ও উত্তম বস্তু দক্ষিণারূপে প্রদান করিলেন। ২৬

এই মহাত্মার কৃত সেই সব যজ্ঞ অক্রূর-যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই সব যজ্ঞে তিনি বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণা প্রদান করেন। সকল যজ্ঞেই ঋত্বিক্‌গণের সমস্ত কামনাই তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। ২৭

এই সময় শক্তিশালী রাজা দুর্য্যোধন মিথিলা নগরীতে যাইয়া বলরামের নিকট হইতে দিব্য গদা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। ২৮

তদনন্তর বৃষ্ণি অন্ধকবংশী মহারথী বীরগণ ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে প্রসন্ন করিয়া দ্বারকাপুরীতে লইয়া আসিলেন। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাত্রিতে নিদ্রিত মহাবল সত্রাজিৎ ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে শতধন্বার দ্বারা বধ করাইয়া অক্রূর নিজের বৃদ্ধির কতিপয় অন্ধকবংশীয়গণকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধির ভয়ে তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন; অক্রূর চলিয়া যাইলে ইন্দ্রদেব জল বর্ষণ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ৩০-৩১

যখন অনাবৃষ্টির জন্য রাজ্যের সকল মানুষ প্রায় দুর্বল হইয়া পড়িলেন, তখন কুকুর ও অন্ধকবংশীয়গণ অক্রূরকে অন্বেষণ করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিতে সম্মত করাইলেন। ৩২

পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তে তস্মিন্ দানপতৌ ততঃ।
প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ কাঙ্ক্ষে জলনিষেবিতা ॥ ৩৩
কন্যাঞ্চ বাসুদেবায় স্বসারং শীলসম্মতাম্।
অক্রূরঃ প্রদদৌ ধীমান্ প্রীত্যর্থং কুরুনন্দন ॥ ৩৪
অথ বিজ্ঞায় যোগেন কৃষ্ণো বক্ষ্যগতং মণিম্।
সভামধ্যে গতং প্রাহ তমক্রূরং জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৫
যৎ তদ্ রত্নং মণিবরং তব হস্তগতং বিভো।
তৎ প্রযচ্ছস্ব মানার্হ ময়ি মানার্থকং কৃথাঃ ॥ ৩৬
বৃষ্টিবর্ষে গতে কালে মদ্রোযোঽভূন্মমানঘ।
স সংরূঢ়োঽসকৃৎ প্রাপ্তস্ততঃ কালাত্যয়ো মহান্ ॥ ৩৭
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ সর্ব্বসাত্বতসংসদি।
প্রদদৌ তং মণিং বভ্রুরক্লেশেন মহামতিঃ ॥ ৩৮
ততস্তমার্জবপ্রাপ্তং বভ্রোর্হস্তাদরিন্দম।
মণিং স্বষ্টমনাঃ কৃষ্ণস্তং মণিং বভ্রবে পুনঃ ॥ ৩৯
স কৃষ্ণহস্তাৎ সম্প্রাপ্তং মণিরত্নং সমস্তকম্
আবধ্য গান্দিনীপুত্রো বিররাজাংশুমানিব ॥ ৪০
যশ্চৈবং শৃণুয়ান্নিত্যং শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
সুখানাং সকলানাঞ্চ ফলভাগীহ জায়তে ॥ ৪১
আ ব্রহ্মভুবনাচ্চাপি যশঃখ্যাতির্ন সংশয়ঃ
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণ্যে-
কোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

দানপতি অক্রূর পুনরায় যখন দ্বারকা নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সংলোচন ইন্দ্র সমুদ্রের তীরবর্তী প্রদেশে প্রবল জলবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩৩

কুরুনন্দন! বুদ্ধিমান্ অক্রূর নিজের শীলবতী কুমারী ভগিনীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য [ ] সহিত বিবাহ দিলেন। ৩৪

তদনন্তর জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ যোগের দ্বারা ইহা জানিতে পারিলেন যে, সেই স্যমন্তক মণি অক্রূরের নিকট আছে। তিনি সভায় বসিয়া একদিন অক্রূরকে বলিলেন। ৩৫

মাননীয় বিভো! যে মণিরত্ন স্যমন্তক আপনার নিকট আছে, তাহা আপনি প্রদান করুন; অতঃপর ব্যবহার করিবেন না। ৩৬

নিষ্পাপ! বৃষ্টি বন্ধের পূর্ব্বে এই মণির জন্য আমার যে রোষ হইয়াছিল, সেই রোষ বহুকাল চলিয়া যাইলেও আমার মনে বার বার আসিতেছে (অতএব সেই মণি আমাকে প্রদান করুন।)। ৩৭

এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিলে পর মহামতি অক্রূর সমস্ত সাত্বতগণের সভায় সেই মণি অবেশে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। ৩৮

তদনন্তর অক্রূরের হস্ত হইতে সরলতা পূর্ব্বক মণি প্রাপ্ত হইয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন এবং সেই মণি পুনরায় অক্রূরকে প্রদান করিলেন। ৩৯

তখন শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে প্রাপ্ত মণিরত্ন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া গান্দিনীপুত্র অক্রূর সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪০

এইরূপ যে মানুষ পবিত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন এই কথা শ্রবণ করে, তাহার ফলস্বরূপ সমস্ত সুখ সেই মানুষ লাভ করিয়া থাকে। ৪১

নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহার কীর্ত্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম। ৪২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে একোন-চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জনমেজয়েন ভগবতো বরাহ-নৃসিংহ-পরশুরাম-শ্রীকৃষ্ণাদীনামবতারাণাং রহস্যবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

প্রাদুর্ভাবান্ পুরাণেষু বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
শ্রুতাঃ কথয়তামেব বারাহ ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১
ন জ্ঞানে তস্য চরিতং ন বিধিং নৈব বিস্তরম্।
ন কর্ম্ম-গুণসম্ভারং ন হেতুং ন মনীষিতম্ ॥ ২
কিমাত্মকো বরাহঃ স কা মূর্ত্তিঃ কা চ দেবতা।
কিমাচারঃ প্রভাবো বা কিংবা তেন পুরা কৃতম্ ॥ ৩
যজ্ঞার্থং সমবেতানাং নিষতাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
মহাবরাহচরিতং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতম্ ॥ ৪
যথা নারায়ণো ব্রহ্মন্ বারাহং রূপমাস্থিতম্।
দংষ্ট্রয়া গাং সমুদ্ধৃত্যমুজ্জহারারিসূদনঃ ॥ ৫
বিস্তরেণৈব কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি দ্বিপুলাত্মনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামশেষেণ হরেঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ৬
কর্ম্মণামানুপূর্ব্ব্যাচ্চ প্রাদুর্ভাবাশ্চ যে বিভোঃ।
যা চাসা প্রকৃতির্ব্রহ্মংস্তাং মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭
কথঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সুরশত্রুনিষূদনঃ।
বসুদেবকুলে ধীমান্ বাসুদেবত্বমাগতঃ ॥ ৮
অমরৈরাবৃতং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্
দেবলোকং সমুৎসৃজ্য মর্ত্ত্যলোকমিহাগতঃ ॥ ৯
দেব-মানুষয়োর্নেতা যো ভুবঃ প্রভবো বিভুঃ।
কিমর্থং দিব্যমাত্মানং মানুষ্যে সংন্যযোজয়ৎ ॥ ১০

চত্বারিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কর্ত্তৃক ভগবানের বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারসকলের রহস্যবিষয়ক জিজ্ঞাসা।)

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! কথাবাচক সজ্জনগণের মুখ হইতে অমিততেজস্বী বিষ্ণুর অবতারসকলের মধ্যে বরাহ অবতারের কথা সমস্ত পুরাণে আছে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। বরাহ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হইল—বর শ্রেষ্ঠ এবং অহ যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। ১

পরন্তু আমি সেই বরাহভগবানের (সর্ব্বকার্য্যজনক-স্বরূপ) বিত্ত, (অপূর্ব্বস্বরূপের আবিষ্কার করিবার) বিধি, (অনুষ্ঠানের বিষয়করূপ) বিস্তার, তাঁহার কর্ম্ম। অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মে তত্ত্ব দেবতাদি, গুণ-দেশ-দ্রব্য-কাল প্রভৃতি, সম্ভার (প্রয়োগ বিধি), হেতু (অধিকার) এবং মনীষিত অর্থাৎ কোন্ অভিপ্রায়ে বরাহক স্বরূপ গ্রহণ করেন, এই সব আমি কিছুই জানি না। অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই সব আমাকে বুঝাইয়া দুন। ২

(এইভাবে বরাহাবতারের অবিষয় স্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর মহারাজ জনমেজয় তাঁহার আধিদৈবিক রূপ বিষয়ে জানা করিতেছেন) সেই বরাহের বাস্তবিক স্বরূপ কি? যাঁর মূর্ত্তি (বহিরাকৃতি) কিরূপ? তাঁহার অধিষ্ঠাতা দেবতা কে? তাঁহার কর্ম্ম কি? তাঁহার প্রভাব কিরূপ এবং তিনি এই অবতারের পূর্ব্বে কি করিয়াছিলেন? ৩

আমি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকথিত মহাবরাহের চরিত্র যজ্ঞে সমবেত ব্রাহ্মণগণের বাদ-বিবাদকালে শ্রবণ করিয়াছি (কিন্তু তাহার তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারি নাই)। ৪

ব্রহ্মন্! ভগবান্ নারায়ণ যেভাবে বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই শত্রুনাশন ভগবান্ যেভাবে নিজের দন্তের দ্বারা সমুদ্রগর্ভে পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সব আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ৫

আমি শত্রুসংহারক পরম-জ্ঞানী হরি শ্রীকৃষ্ণের (বরাহাদি সকল অবতারে কৃত) সমস্ত চরিত্র বিস্তারে পূর্ণরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬

ব্রহ্মন্! লীলাসমূহের ক্রমানুসারে এই সর্ব্বব্যাপী ভগবানের যত অবতার হইয়াছে, সেই সব এবং সেই অবতারসকলে তাঁহার যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বিশেষ ব্যাখ্যা সহকারে আমায় বলুন। ৭

দেবগণের শত্রুনাশক পরমজ্ঞানী ভগবান্ বিষ্ণু বসুদেবের কুলে উৎপন্ন হইয়া কেন বাসুদেব বলিয়া কথিত হন অর্থাৎ তিনি কর্ম্মবন্ধনরহিত হইয়াও উত্তম স্থান হইতে কেন নিম্নে আসিলেন? ৮

তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও পুণ্যাত্মাদিগের দ্বারা সেবিত পবিত্র দেবলোক ত্যাগ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে কেন আসিয়াছিলেন? ৯

যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণের নেতা এবং যে বিভু পৃথিবীরও উৎপত্তিস্থান, তিনি নিজের দিব্য আত্মাকে কেন মনুষ্যদেহে স্থাপিত করিলেন? ১০

যশ্চক্রং বর্ত্তয়ত্যেকো মানুষাণামনাময়ম্
মানুষ্যে স কথং বুদ্ধিং চক্রে চক্রভৃতাং বরঃ ॥ ১১
গোপায়নং য কুরুতে জগতঃ সার্ব্বলৌকিকম্।
স কথং গাং গতো দেবো বিষ্ণুর্গোপত্বমাগতঃ ॥ ১২
মহাভূতানি ভূতাত্মা যো দধার চকার চ।
শ্রীগর্ভঃ স কথং গর্ভে স্ত্রিয়া ভূচরয়া ধৃতঃ ॥ ১৩
যেন লোকান্ ক্রমৈস্ত্রিভিস্ত্রীংস্ত্রিবর্গেণায়া।
স্থাপিতা জগতো মার্গা স্ত্রিবর্গপ্রভবাত্মনঃ ॥ ১৪
যোঽন্তকালে জগৎ পীত্বা কৃত্বা তোয়ময়ং বপুঃ।
লোকমেবার্ণবং চক্রে দৃশ্যাদৃশ্যেন বর্ত্মনা ॥ ১৫
যঃ পুরাণে পুরাণাত্মা বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
বিষাণাগ্রেণ বসুধামুজ্জহারারিসূদনঃ ॥ ১৬
যঃ পুরা পুরুহূতার্থে ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ঃ।
দদৌ ত্রিবাসুরগণান্ সুরাণাং সুরসত্তমঃ ॥ ১৭

যেন সৈংহং বপুঃ কৃত্বা দ্বিধা কৃত্বা চ তৎ পুনঃ।
পূর্ব্বং দৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ১৮
যঃ পুরা হ্যনলো ভূত্বা ঔর্বঃ সাংবর্ত্তকো বিভুঃ।
পাতালস্থে হর্ষবশতঃ পপৌ তোয়ময়ং হবিঃ ॥ ১৯
সহস্রশিরসং ব্রহ্মন্ সহস্রাক্ষং সহস্রপম্।
সহস্রচরণং দেবং যমাহুর্বৈ যুগে যুগে ॥ ২০
নাভ্যারণ্যাং সমুৎপন্ন যস্য পৈতামহং গৃহম্
একার্ণবজলস্থস্য নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে ॥ ২১
যেন তে নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে।
সর্ব্বদেবময়ং কৃত্বা সর্ব্বায়ুধধরং বপুঃ ॥ ২২
গরুড়স্থেন চোৎসিক্তঃ কালনেমির্নিপাতিতঃ।
নিজিতশ্চ ময়ো দৈত্যস্তারকশ্চ মহাসুরঃ ॥ ২৩
উত্তরান্তে সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্যামৃতোদধেঃ
য শেতে শাশ্বতং যোগমাস্থায় ত্রিমিরং মহৎ ॥ ২৪

যিনি একাকীই মনুষ্যগণের। কর্ম হইতে জন্ম ও জন্ম হইতে কর্মরূপ) চক্রকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করেন, সেই চক্রধারী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মানুষ দেহধারণ করিবার বুদ্ধি কেন করিলেন? ১১

যিনি জগতের সমস্ত লোককেই রক্ষা করেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু পৃথিবীতে আসিয়া কেন গোপজাতি হইলেন? ১২

সমস্ত ভূতগণের অন্তরাত্মা যে প্রভু স্বয়ং মহাভূতসকলকে সৃজন করেন ও ধারণ করেন, সেই শ্রীবৎসকে পৃথিবীতে বিচরণ-কারিণী এক স্ত্রী নিজের গর্ভে কিভাবে ধারণ করিলেন? ১৩

যিনি দেবতাগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিন পদের দ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়া জগতে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের দ্বারা প্রাপ্য তিন মার্গ—তিন গতি স্থাপিত করিয়াছেন (ধর্মের দ্বারা স্বর্গ অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতি, অর্থের দ্বারা মর্ত্যলোক অর্থাৎ মধ্যম গতি এবং কামের দ্বারা নরকাদি অর্থাৎ অধোগতি লাভ হয়)। ১৪

যে ভগবান্ প্রলয়কালে দৃশ্য ও অদৃশ্য রীতিতে কারণসহ সম্পূর্ণ জগৎকে পান অর্থাৎ গ্রাস করিয়া নিজের শরীরকে জলময় করত সম্পূর্ণ জগৎকে জলময়ই করেন। ১৫

পুরাকালে যে পুরাণাত্মা শত্রুনাশন ভগবান্ বরাহ-রূপ নিজের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন। ১৬

পূর্বে যে অবিনাশী সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য অসুরগণকে জয় করিয়া দেবতাদিগকে ত্রিলোক প্রদান করিয়াছিলেন? ১৭

যিনি পূর্বকালে সিংহরূপ ধারণ করত পুনরায় উহাকে দুই প্রকার অর্থাৎ নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া মহাপরাক্রমশালী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ১৮

যে বিভু পূর্বে (প্রলয়কালে) পাতালে যাইয়া ঔর্বনামী সাংবর্তক অগ্নির স্বরূপ ধারণ করত সমুদ্রের তদ্রূপী হবি (ঘৃত) পান করিয়াছিলেন? ১৯

ব্রহ্মন্! প্রত্যেক যুগে যে ভগবানকে সহস্র অর্থাৎ অনন্ত মস্তক, অনন্ত নেত্র, অনন্ত হাত ও অনন্ত চরণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ২০

স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ লীন হইয়া যাইলে পর যে এক সমুদ্রময় জলে স্থিত পুরুষের নাভি হইতে উৎপন্ন কমলনালরূপ অরণি (মন্থন দণ্ড) হইতে পিতামহ ব্রহ্মার ভবন (লোককমল) উদ্ভূত হইয়াছে। ২১

যিনি তারকাময় সংগ্রামে নিজের দেহকে সর্বদেবময় ও সর্বায়ুধধারী করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ২২

যিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া উদ্ধত কালনেমিকে বিনাশ করত পাতিত করিয়াছিলেন এবং দৈত্য ময় ও মহাসুর তারককে বধ করিয়াছিলেন। ২৩

যিনি ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর তীরে স্থিত অমৃত-সমুদ্রে যোগমায়া-রূপ শাশ্বত যোগ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন। ২৪

সুরারণিগর্ভমধত্ত দিব্যং
তপঃপ্রকর্ষাদদিতিঃ পুরাবম্।
শক্রঞ্চ যো দৈত্যগণাবরুদ্ধং
গর্ভাবসানে বিসৃতং চকার ॥ ২৫
পদানি যো লোকনয়ানি কৃত্বা
চকার দৈত্যান্ সলিলেশয়াংস্তান্।
কৃত্বা চ দেবাংস্ত্রিদিবস্থ দেবাং-
শ্চক্রে সুরেশঃ ত্রিদশাধিপতো ॥ ২৬
পাত্রাণি দক্ষিণা দীক্ষা চমসোলূখলানি চ।
গার্হপত্যেন বিধিনা অন্বাহার্যেণ কর্ম্মণা ॥ ২৭
অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদীং চৈব কুশং স্রুবম্।
প্রোক্ষণীয়ং স্রুবং চৈব আবভৃথ্যং তথৈব চ ॥ ২৮
সুধাত্রীণি চ যশ্চক্রে হব্য-কব্যপ্রদান্ দ্বিজান্।
হব্যাদাংশ্চ সুরান্ যজ্ঞে ক্রব্যাদাংস্তু পিতৃনপি ॥ ২৯
ভাগার্থে মন্ত্রবিধিনা যশ্চক্রে যজ্ঞকর্ম্মণি।
যূপান্ সমিধ স্রুচঃ সোমং পবিত্রান্ পরিধীনপি ॥ ৩০
যজ্ঞিয়ানি চ দ্রব্যাণি যজ্ঞাংশ্চ সচয়ানলান্।
সদস্যান্ যজমানাংশ্চ মেধ্যাদীংশ্চ ক্রতূত্তমান্ ॥৩১
বিবভাজ পুরা সর্ব্বং পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা
যুগানুরূপান্ যঃ কৃত্বা লোকানুপরাক্রমৎ ॥ ৩২
ক্ষণা লবাংশ্চ কাষ্ঠাংশ্চ কলাস্ত্রৈকাল্যমেব চ।
মুহূর্ত্তাস্তিথয়ো মাসাঃ পক্ষাঃ সংবৎসরাস্তথা ॥ ৩৩
অতঃ কালযোগাংশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং ত্রিষু।
আয়ুঃ ক্ষেত্রাণ্যুপচয়ো লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ॥ ৩৪
ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রৈবিদ্যং পাকবাস্ত্রয়ঃ।
ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কর্ম্মাণি ত্রয়োঽগ্ন্যাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥৩৫
ত্রয়ো লোকাঃ পুরা সৃষ্টা যেনানন্ত্যেন কর্ম্মণা।
সর্ব্বভূতগণস্রষ্টা সর্ব্বভূতগুণাত্মকঃ ॥ ৩৬

দেবগণের ছলনাকারিণী অরন্ধিকপা অদিতিদেবী কঠোর তপস্যা করিয়া যে পুরাণপুরুষ (বামন)-রূপী দিব্য গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যিনি সেই গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া দৈত্যগণ কর্তৃক রুদ্ধ ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া পূর্ণকাম করিয়াছিলেন ॥২৫

যিনি নিজের পদসমূহকে (তিন পদকে) লোকত্রয় করত অর্থাৎ এক এক পদে এক এক লোক পরিমাপ করিয়া দৈত্যগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন, দেবতাদিগকে স্বর্গবিহারী করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতাসকলের সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৬

যিনি গৃহ্যসূত্রে কথিত বিধি এবং অন্বাহার্য্য (পিতৃগণের উদ্দিষ্ট প্রতি অমাবস্যায় করণীয় মাসিক শ্রাদ্ধ) সহ যজ্ঞের উপযোগী চমস, উলূখলাদি পাত্র, দক্ষিণা ও দীক্ষা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন ॥ ২৭

যিনি আহবনীয় অগ্নি, বেদী, স্রুবা, কুশ, প্রোক্ষণী পাত্র, স্রুব এবং অবভৃথ স্নানোপযোগী সামগ্রী কল্পনা করিয়াছেন ॥ ২৮

যিনি (ঊর্জ্জ, মধু ও অমৃত-রূপ) সুধাদি তিন ভোজ্য পদার্থ রচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে হব্য-কব্যপ্রদানকারী, দেবতাদিগকে হব্য ভক্ষণকারী এবং পিতৃগণকে কব্য (শ্রাদ্ধান্নাদি) ভক্ষণকারী করিয়াছেন ॥ ২৯

যিনি দেবগণের ভাগনির্দ্ধারণের জন্য যজ্ঞের প্রয়োগবিধি সহ যজ্ঞকর্ম্মে যূপ, সমিধ, স্রুবা, সোম, পবিত্র ও পরিধিসমূহ কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৩০

যিনি যজ্ঞোপযোগী দ্রব্য, যজ্ঞ, ইষ্টকনির্ম্মিত [illegible] যজ্ঞপুরুষ [illegible] তাহার মধ্যে রহিয়াছে ॥ ৩১

যিনি পুরাকালে অনন্ত কর্ম্মের কারণ তিন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সমস্ত ভূতগণের স্রষ্টা এবং সকল ভূতের গুণ স্বরূপ ॥ ৩২

যিনি ক্ষণ, কাষ্ঠা, কলা, (প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালরূপ) তিন কাল, মুহূর্ত্ত, তিথি, মাস, পক্ষ, বর্ষ, ঋতু, কালের বিবিধ যোগ, (নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই) তিন প্রকারের কর্ম্মসমূহ (শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টাচাররূপ) তিন প্রকারের প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র (স্থাবর-জঙ্গমময় দেহ), বৃদ্ধি, (দ্বিপদ, চারি পদ প্রভৃতি) লক্ষণ এবং আকৃতির সৌষ্ঠব (সৌন্দর্য্য) রচনা করিয়াছেন ॥ ৩৩-৩৪

যিনি তিন বর্ণ (শূদ্রের যজ্ঞ করিবার অধিকার না থাকায় এস্থলে শূদ্রবর্ণ গৃহীত হয় নাই), (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই) তিন লোক, (ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই) তিন বিদ্যা, (গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই) তিন অগ্নি, (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান —এই) তিন কাল, (সাত্ত্বিক রাজস ও তামস—এই) তিন কর্ম্ম (পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, ও লোকৈষণারূপ) তিন অগ্নি এবং (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই) তিন গুণ রচনা করিয়াছেন ॥ ৩৫

যিনি পুরাকালে অনন্ত কর্ম্মের কারণ তিন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সমস্ত ভূতগণের স্রষ্টা এবং সকল ভূতের গুণ স্বরূপ ॥ ৩৬

নৃণামিন্দ্রিয়পূর্বেণ যোগেন রমতে চ যঃ।
গতাগতাভ্যাং যো নেতা সর্ব্বত্র জগদীশ্বরঃ ॥ ৩৭

যো গতির্ধর্ম্মযুক্তানামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
চাতুর্বর্ণস্য প্রভবশ্চাতুর্হোত্রস্য রক্ষিতা ॥ ৩৮

চাতুবিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ
দিগন্তরো নভোভূতো বায়ুরাপো বিভাবসুঃ ॥ ৩৯

যশ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োর্জ্যোতির্যোগীশঃ ক্ষপদান্তকঃ
যৎ পরং শ্রূয়তে জ্যোতির্যৎ পরং শ্রূয়তে তপঃ ॥৪০

যঃ পরঃ প্রাহুরপরং যঃ পরঃ পরমাত্মবান্।
নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৪১

নারায়ণপরো ধর্ম্মো নারায়ণপরা গতিঃ।
নারায়ণপরং সত্যং নারায়ণপরং তপঃ ॥ ৪২

নারায়ণপরো মোক্ষো নারায়ণপরায়ণম্।
আদিত্যাদিস্থ যো দিব্যো যশ্চ দৈত্যান্তকো বিভুঃ ॥৪৩

যুগান্তেষ্বন্তকো যশ্চ যশ্চ লোকান্তকান্তকঃ।
সেতুর্যো লোকসেতূনাং মেধ্যো যো মেধ্যকর্ম্মণাম্ ॥৪৪

বেদ্যো যো বেদবিদুষাং প্রভুর্যঃ প্রভবাত্মনাম্।
সোমভূতস্য সৌম্যানামগ্নিভূতোঽগ্নিবর্চসাম্ ॥ ৪৫

মনুষ্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্।
বিনয়ো নয়বৃত্তীনাং তেজস্তেজস্বিনামপি ॥
সর্গাণাং সর্গকারশ্চ লোকহেতুরনুত্তমঃ ॥ ৪৬

বিগ্রহো বিগ্রহার্হাণাং গতির্গতিমতামপি।
আকাশপ্রভবো বায়ুর্বায়ুপ্রাণো হুতাশনঃ ॥ ৪৭

দেবা হুতাশনপ্রাণাঃ প্রাণোঽগ্নের্মধুসূদনঃ।
রসাদ্ বৈ শোণিতং জাতং শোণিতাত্মাংসমুচ্যতে ॥৪৮

যে জগদীশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যুদায়ক বলিয়া সকলের নেতা এবং যিনি জীবরূপে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সহিত সংযোগ করিয়া সর্ব্বত্র রমণ করেন। ৩৭

যিনি ধর্ম্মকর্ম্মকারীদিগের গতি (গন্তব্যস্থান) এবং পাপকর্ম্মকারিগণের অগতি অর্থাৎ পাপীরা যাঁহাকে লাভ করিতে পারে না যিনি চারি বর্ণের উৎপত্তিস্থান (এই কথা পুরুষসূক্তের 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে) এবং যিনি চাতুর্হোত্র (যে যজ্ঞের চারিজন ঋত্বিক্ হোম করেন) যজ্ঞের রক্ষক। ৩৮

যিনি আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতিরূপ চারি বিদ্যার প্রবীণ, যিনি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের আশ্রয় অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এই চার আশ্রমের ধর্ম্ম পালন করা, দিক্‌সকল যাঁহার গর্ভে বিদ্যমান এবং যিনি বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি ও পৃথ্বীরূপ। ৩৯

যিনি চন্দ্র ও সূর্য্যকেও জ্যোতি প্রদান করেন, যোগীশ্বর, (মোহরূপী) রাত্রির অন্ত (বিনাশ)-কারী, যিনি পরম জ্যোতি বলিয়া শ্রুত হন অর্থাৎ যাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপ নেত্র সর্ব্বত্র সব কিছুই নিরীক্ষণ করেন এবং যিনি পরম তপঃস্বরূপ বলিয়া শ্রুত হন অর্থাৎ পরম তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হন। ৪০

যাঁহাকে পর (সূত্রাত্মা) ও অপরও (বিরাট্) বলা হয়, যিনি পরাৎপর অর্থাৎ সূত্রাত্মা হইতেও পর মায়াসম্পন্ন মহেশ্বর সগুণ ব্রহ্ম এবং যিনি আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মার তুল্যই মায়ারূপী শরীরবিশিষ্ট। সকল বেদ নারায়ণকেই নিরূপণ করেন। সমস্ত ক্রিয়াসমূহের পর্য্যবসানও নারায়ণেই হইয়া থাকে। ৪১

ধর্ম্মের লক্ষ্যও নারায়ণ, সমস্ত গতিসমূহের পরমগতি নারায়ণ, নারায়ণই সত্যের আধার এবং নারায়ণই তপস্যার দ্বারা প্রাপ্য। ৪২

নারায়ণই মোক্ষের আধার, নারায়ণই পরম আশ্রয়স্বরূপ, যে প্রভু আকাশে বিচরণকারী আদিত্যাদি গ্রহগণের স্বরূপে অবস্থিত এবং দৈত্যগণের সংহারকারী। ৪৩

যিনি প্রলয়ের সময় কালের রূপ ধারণ করেন, যিনি জগৎ-সংসারের অন্তকারী যমেরও যম, মৃত্যুরও মৃত্যু, লোকসকলের মর্য্যাদারক্ষক মনুপ্রভৃতিরও সেতু অর্থাৎ মনু প্রভৃতিকেও মর্য্যাদা-মধ্যে স্থাপনকারী এবং পবিত্রকারক গঙ্গাদি তীর্থসমূহেরও পবিত্রকারী। ৪৪

যিনি বেদবিদ্‌গণের দ্বারা জানিবার যোগ্য, প্রভুর স্বভাবিশিষ্ট মরীচিপ্রভৃতির প্রভু, যিনি সৌম্য পুরুষগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুরুষগণের অগ্নিস্বরূপ। ৪৫

যিনি মনুষ্যগণের মনোরূপী, তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ, যিনি নীতিমান্ পুরুষগণের মধ্যে নম্রতারূপে বিরাজমান থাকেন তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ, যিনি সৃষ্টিসকলের সৃষ্টিকারী এবং সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। ৪৬

যিনি শরীর ধারণ করত অবতারগ্রহণকারী দেবতাগণের বিগ্রহরূপী, গতিমান্‌দিগের গতি, আকাশ হইতে উৎপন্ন বায়ু এবং বায়ুর দ্বারা জীবিত অগ্নিস্বরূপ। ৪৭

অগ্নি দেবতাগণের প্রাণ এবং মধুসূদন অগ্নিরও প্রাণ। (তিনি অগ্নির প্রাণ হইয়া অগ্নির দ্বারা কি করেন, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—অগ্নির দ্বারা পৃথক্ অন্নের সার-স্বরূপ)

মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থীনি চৈব হি।
অস্থ্নো মজ্জা সমভবদ্মজ্জাতঃ শুক্রমেব চ ॥ ৪৯
শুক্রাদ্ গর্ভঃ সমভবদ্ রসমূলেন কর্ম্মণা।
তত্রাপাং প্রথমো ভাগঃ স সৌম্যো রাশিরুচ্যতে ॥ ৫০
গর্ভোঽসম্ভবোঽগ্নির্যো দ্বিতীয়ো রাশিরুচ্যতে।
শুক্রং সোমাত্মকং বিদ্যাদার্ত্তবং বিদ্ধি পাবকম্ ॥ ৫১
ভাগৌ রসাত্মকৌ হ্যেষাং বীর্য্যঞ্চ শশি-পাবকৌ।
কফবর্গে ভবেচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্ ॥ ৫২
কফস্য হৃদয়ং স্থানং নাভ্যাং পিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্।
দেহস্য মধ্যে হৃদয়ং স্থানং তন্মনসঃ স্মৃতম্।
নাভিকোষ্ঠান্তরং যৎ তু তত্র দেবো হুতাশনঃ ॥ ৫৩

মনঃ প্রজাপতির্জ্ঞেয়ঃ কফঃ সোমো বিভাব্যতে।
পিত্তমগ্নিঃ স্মৃতং হ্যেতদগ্নীষোমাত্মকং জগৎ ॥ ৫৪
এবং প্রবর্ত্তিতে গর্ভে বর্দ্ধিতেঽম্বুদসন্নিভে।
বায়ুঃ প্রবেশং সঙ্কুরুতে সঙ্গতঃ পরমাত্মনা ॥ ৫৫
ততোঽঙ্গানি বিসৃজতি বিভর্ত্তি পরিবর্দ্ধয়ন্
স পঞ্চধা শরীরস্থো ভিদ্যতে বর্দ্ধতে পুনঃ ॥ ৫৬
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ
প্রাণঃ স প্রথমং স্থানং বর্দ্ধয়ন্ পরিবর্ত্ততে ॥ ৫৭
অপানঃ পশ্চিমং কায়মুদানোর্দ্ধং শরীরিণঃ।
ব্যানো ব্যায়চ্ছতে যেন সমানঃ সংনিবর্ত্তয়েৎ ॥
ভূতাবাপ্তিস্ততস্তস্য জায়তেন্দ্রিয়গোচরাৎ ॥ ৫৮

রস হইতে রক্ত হয় (এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ বীর্য্য হইয়া গর্ভে থাকেন, এইরূপে তিনি অগ্নির প্রাণ হইয়া অগ্নির দ্বারা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকার্য্য চালনা করেন) এবং রক্ত হইতে মাংস হয় ॥ ৪৮

মাংস হইতে মেদের (চর্বীর) উৎপত্তি হয়, মেদ হইতে অস্থিসমূহের উদ্ভব হয়, অস্থি হইতে মজ্জা হয় এবং মজ্জা হইতে বীর্য্যের উৎপত্তি হয় ॥ ৪৯

রসমূল কর্ম্মের দ্বারা বীর্য্য হইতে গর্ভ হয়। উহাতে প্রথম ভাগ জলের অংশ (বীর্য্য হয় এবং তাহা শ্বেত হওয়ায়) সৌম্য হয়, জল প্রধান সোমের অংশ হয় ও গর্ভের উষ্ণতা হইতে অর্থাৎ অষ্টরাশি হইতে উৎপন্ন (রক্তরূপ) যে দ্বিতীয় ভাগ উহাতে থাকে, সেই রক্তরাশিকে অগ্নির অংশ বলা হয়। এইভাবে বীর্য্যকে সোমের অংশ ও রক্তকে অগ্নির অংশ বলিয়া জানিতে হয় ॥ ৫০-৫১

(পূর্ব্বোক্ত রীতিতে) এই শুক্র ও শোণিত উভয়ই রসের ভাগ ; কারণ, শশী—চন্দ্র ও পাবক—অগ্নি অর্থাৎ শুক্র এবং শোণিত এই রসাদির দ্বার। (এখন জগতের অগ্নীষোমাত্মক রূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন) শুক্র অর্থাৎ বীর্য্য কফবর্গে এবং রক্ত পিত্তবর্গে হয়। (বীর্য্যের আশ্রয়ে স্থিত ও যাহার দেবতা সোম, এরূপ) কফের স্থান হৃদয়। (রক্তের আশ্রয়ে স্থিত ও যাহার দেবতা অগ্নি, এরূপ) পিত্তের স্থান নাভি ॥ ৫২।

দেহের মধ্যে যে হৃদয়, তাহাকেই মনের স্থান বলা হয় এবং নাভি কোষ্ঠের মধ্যে (বাকোর অধিষ্ঠাতা দেবতা) অগ্নি থাকেন ॥ ৫৩

মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রজাপতি বলিয়া মনকে প্রজাপতি জানিতে হইবে, কফকে সোম বলিয়া ভাবিতে হইবে এবং পিত্ত অগ্নি বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎ অগ্নীষোমাত্মক ॥ ৫৪

যেরূপ ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর দ্বারা মেঘ রচিত হয়, সেইরূপ গর্ভও আর, অগ্নি, জল ও প্রাণের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব অচেতন, উহা বর্দ্ধিত হইলে পর (প্রাণ বায়ুর সহচর বলিয়া জীবরূপ) বায়ু ঈশ্বরের সহিত উহাতে প্রবেশ করে (এবং উহার সহিত উৎক্রমণ করে) ॥ ৫৫

দেহে প্রবেশ করিবার পর এই (প্রাণোপাধিক) জীব মস্তকাদি অঙ্গসমূহ সৃজন করে এবং দেহ সকল রচিত করিতে করিতে পুষ্টও করিয়া থাকে। উহা পুনরায় (প্রাণ পঞ্চবিধ বলিয়া বয়ংও) পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয় ॥ ৫৬

পঞ্চবিধ প্রাণ যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহাদের মধ্যে প্রাণ প্রথম স্থান (হৃৎ-পিণ্ড-হৃদয়)-কে পুষ্ট করিতে করিতে চলিতে থাকে ॥ ৫৭

অপান প্রাণীর (নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত) অধোদেহকে ও উদান প্রাণীর (নাভির উপরিভাগ) ঊর্দ্ধ দেহকে রচিত করে এবং ব্যান—ব্যায়াম অর্থাৎ বলদায়ী কর্ম্ম করে (অতএব উহা দেহের সমস্ত সন্ধি স্থানে বর্ত্তমান থাকে)। সমান (নাভিতে থাকিয়া) কৃষ্ণ ও পীত রসদ্বয়কে সমান করে অর্থাৎ যথাস্থানে উপস্থিত করে। এইভাবে প্রাণের কর্ম্মসমূহ বিভক্ত হইলে পর জীবের ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল রূপাদি দ্বারা তাহাদের আশ্রয় অগ্নি প্রকৃতি ভূতবর্গের সাক্ষাৎকার হয় ॥ ৫৮

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বিষ্টানি স্বং স্বং যোগং প্রচক্রিরে ॥ ৫৯
পার্থিবং দেহমাহুস্তং প্রাণাস্থানঞ্চ মারুতম্ ।
ছিদ্রাণ্যাকাশযোনীনি জলাৎ স্রাবঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬০
জ্যোতিশ্চক্ষুশ্চ তেজাস্থা তেষাং যস্ত্বা মনঃ স্মৃতঃ ।
গ্রামাশ্চ বিষয়াস্তৈব যস্য বীর্য্যাৎ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৬১
ইত্যেবং পুরুষঃ সর্ব্বান্ সৃজঁল্লোকান্ সনাতনান্ ।
কথং লোকে মৈথুনেঽস্মিন্ নরত্বং বিষ্ণবো মহান্ ॥ ৬২
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্নেতৎ মে বিস্ময়ো মহান্ ।
কথং গতির্গতিমতামাপন্নো মানুষীং তনুম্ ॥ ৬৩

শ্রুতো মে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বেষাং চৈব সম্ভবঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি বিষ্ণোস্তু বৃষ্ণীনাঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৬৪
আশ্চর্য্যং পরমং বিষ্ণুর্দৈবৈর্দৈত্যৈশ্চ কথ্যতে ।
বিষ্ণোরুৎপত্তিনাশ্চার্য্যং মমাচক্ষ্ব মহামুনে ॥ ৬৫
এতদাশ্চর্য্যমাখ্যানং কথয়স্ব সুখাবহম্ ।
প্রখ্যাতবলবীর্য্যস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥
কর্ম্ম চাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোস্তত্ত্বনিহোচ্যতে ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি
বরাহোৎপত্তিবর্ণনে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

(ইহার কারণ এই যে,) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও পঞ্চমে আকাশ—এই সব ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া দেহের অভ্যন্তরে নিজ নিজ নেত্র গোলকাদি স্থানসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, এইরূপে তাহারা নিজ নিজ সজাতীয়কে গ্রহণ করে অর্থাৎ পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে, জলীয় রসনেন্দ্রিয় জলের গুণ রসকে গ্রহণ করে, তৈজস চক্ষু তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করে, বায়বীয় ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রহণ করে এবং আকাশীয় শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫৯

দেহকে অর্থাৎ একত্রিত কঠিনাংশকে পৃথিবীর বিকার বলে, প্রাণকে বায়ুর, শরীরে স্থিত সব ছিদ্রকে আকাশের বিকার এবং শরীর হইতে নির্গত (মূত্র, ঘর্ম, বীর্য্যাদি) সমস্ত স্রাবকে জলের বিকার বলে ॥ ৬০

চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃস্বরূপ, এই সব পৃথিবী প্রভৃতির (সম্মিলিত) তেজের অংশ মন ; এই মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক—সকলকে বশীভূত রাখে অর্থাৎ মনের মনের সংযোগেই এই সব ইন্দ্রিয়েরা কার্য্যক্ষম হয়। এই মনের শক্তিতেই (রূপাদির আশ্রয়) পৃথিবী প্রভৃতির সমূহ এবং গন্ধাদি বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ হয় অথবা গ্রাম-নগরাদি সব কিছুই মনঃসংযোগেই সৃষ্ট হয় ॥ ৬১

পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু এইভাবে এই সনাতন লোকসকল সৃজন করেন। সেই বিষ্ণু এই মরণশীল সংসারে কেন মানুষ হইলেন ? ॥ ৬২

আমি নিজের বংশ ও নিজের পূর্ব্বজগণের উৎপত্তি শ্রবণ করিয়াছি, এখন আমি বিষ্ণু এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণের উৎপত্তি ক্রমানুসারে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৬৩

মহামুনে ! দেবতা ও দৈত্যগণ বিষ্ণুকে পরম আশ্চর্য্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন ; অতএব আপনি বিষ্ণুর আশ্চর্য্যপূর্ণ উৎপত্তির কথা আমার নিকট বলুন ॥ ৬৪

আপনি বল ও বীর্য্যে প্রসিদ্ধ অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর সুখদায়ক আশ্চর্য্যজনক উপাখ্যান বলুন এবং আশ্চর্য্যস্বরূপ বিষ্ণুর কর্ম্ম ও তত্ত্ব আমাকে বলুন ॥ ৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে বরাহের উৎপত্তি বর্ণনবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়।

[ভগবতো বিষ্ণোর্বারাহ-নৃসিংহ-বামন-দত্তাত্রেয়-পরশুরাম-শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাস-কল্কিপ্রভৃতীনামবতারাণাং সমাসতো বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রশ্নভারো মহাংস্তাত ত্বয়োক্তঃ শার্ঙ্গধন্বনি।
যথাশক্তি তু বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং বৈষ্ণবং যশঃ॥ ১
বিষ্ণোঃ প্রভাবশ্রবণে শ্রদ্ধা তে মতিরুত্থিতা।
হন্ত বিষ্ণোঃ প্রবৃত্তিঞ্চ শৃণু দিব্যাং ময়েরিতাম্॥ ২
সহস্রাক্ষং সহস্রাস্যং সহস্রচরণঞ্চ যম্।
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রকরমব্যয়ম্॥ ৩
সহস্রকিরণং ভাস্বন্তং সহস্রমুকুটং প্রভুম্।
সহস্রদং সহস্রাদিং সহস্রভুজমব্যয়ম্॥ ৪
সবনং হবনং চৈব হব্যং হোতারমেব চ।
পত্নীশ্চ চ পবিত্রাণি বেদিং দীক্ষাং চরুং স্রুবম্॥ ৫
স্রুক্‌সোমং শূর্পমুসলং প্রোক্ষণং দক্ষিণায়নম্।
অধ্বর্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যং সদনং সদঃ॥ ৬
যূপং সমিৎকুশং দর্ভীং চমসোদূখলানি চ।
প্রাগ্বংশং যজ্ঞভূমিঞ্চ হোতারং চয়নঞ্চ যৎ॥ ৭
দুষ্পাপ্যতিপ্রমাণানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি চার্থঞ্চ স্থণ্ডিলানি কুশাংস্তথা॥ ৮
মন্ত্রং যজ্ঞবহং বহ্নিং ভাগং ভাগবহঞ্চ যৎ।
অগ্রেভুজং সোমভুজং ঘৃতাচিষমুদাহুবম্॥ ৯
আহুর্বেদবিদো বিপ্রা যং যজ্ঞে শাশ্বতং বিভুম্।
তস্য বিষ্ণোঃ সুরেশস্য শ্রীবৎসাঙ্কস্য ধীমতঃ॥ ১০
প্রাদুর্ভাবসহস্রাণি অতীতানি ন সংশয়ঃ।
ভূয়শ্চৈব ভবিষ্যন্তীত্যেবমাহ প্রজাপতিঃ॥ ১১
যৎপৃচ্ছসি মহারাজ পুণ্যাং দিব্যাং কথাং শুভাম্।
যদর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সুরেশো রিপুসূদনঃ॥
দেবলোকং সমুৎসৃজ্য বসুদেবকুলেঽভবৎ॥ ১২
তত্ত্বেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বমশেষতঃ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং চরিতঞ্চ মহাত্মতেঃ॥ ১৩

একচত্বারিংশ অধ্যায়

[ভগবান্ বিষ্ণুর বারাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও কল্কি-অবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাত! তুমি শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয়ে যে এই প্রশ্নের বিরাট্ ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ, তাহা আমি যথাশক্তি তোমাকে বলিব। তুমি বিষ্ণুর সেই যশোঘাঃ—লীলাকথা শ্রবণ কর। ১

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রভাব শ্রবণ করিতে তোমার মনের যে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা। অতএব আমি সুচিত্তে বিষ্ণুর দিব্য লীলা-কথা বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সহস্রবদন, সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক, সহস্রকর, অবিনাশীদেব, সহস্রকিরণ, উজ্জ্বল রত্ন মুকুট সুশোভিত, প্রভু, সহস্র দাতা, সহস্র প্রাণিগণের আদি স্রষ্টা সহস্রবাহু, অধিকারী, সবন (যজ্ঞোপযোগী কাল), বন-রূপ কর্ণ, হব্য (হবনীয় পদার্থ), হোতা (যজমান), যজ্ঞপাত্র, পবিত্রক, বেদী, দীক্ষা, চরু, স্রুবা, স্রুক্, সোম, সূর্প, মুসল, প্রোক্ষণীপাত্র, দক্ষিণায়ন, অধ্বর্যু (যজুর্বেদী), সামবেদগায়ক, ব্রাহ্মণ, সদস্য, পত্নীশালা, সভা, যূপ, সমিধ, কুশ, দর্ভী, চমস, উদূখল, প্রাগ্‌বংশ (যজ্ঞমণ্ডপে স্থিত যজমান-গৃহ), যজ্ঞভূমি, হোতা (ঋত্বিক্), চয়ন (ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী), ছোট বড় চরাচর জীব, প্রায়শ্চিত্ত, প্রয়োজন বা ফল, স্থণ্ডিল (বেদী), কুশ, মন্ত্র, যজ্ঞবাহক অগ্নি, দেবগণের ভাগ, ভাগ-বাহক, অগ্রাসনভোজী, সোমভোক্তা, ঘৃতাহুতিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখা, উদাহুব (যজ্ঞসমাপ্তির সময় করণীয় উদ্বহনীয় স্নপক ইষ্টি) এবং যজ্ঞে বিরাজমান সনাতন প্রভু বলেন, সেই শ্রীবৎসচিহ্ন বিভূষিত দেবেশ্বর বুদ্ধিমান্ ভগবান্ বিষ্ণুর সহস্র অবতার হইয়া গিয়াছে ও ভবিষ্যতেও সময়ে সময়ে বারংবার অবতার হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এরূপই প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৩-১১

মহারাজ! তুমি যে পবিত্র, দিব্য ও মঙ্গলময় কথার প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা এবং যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেবেশ্বর শঙ্খচক্রধর ভগবান্ বিষ্ণু দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া বসুদেবের কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার নিকট

হিতার্থং সুরমর্ত্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ।
বহুশঃ সর্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি কার্যবান্॥ ১৪

প্রাদুর্ভাবাংশ্চ বক্ষ্যামি পুণ্যান্ দিব্যগুণৈর্যুতান্
ছান্দসীভিরুদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতান্॥ ১৫

শুচিঃ প্রযতবাক্ ভূত্বা নিবোধ জনমেজয়।
ইদং পুরাণং পরমং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্॥ ১৬
হন্ত তে কথয়িষ্যামি বিষ্ণোর্দিব্যাঃ কথাঃ শৃণু।
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত॥
ধর্মসংস্থাপনার্থায় তদা সম্ভবতি প্রভুঃ॥ ১৭
তস্য হ্যেকা মহারাজ মূর্তির্ভবতি সত্তমা।
নিত্যা দিবিষ্ঠা সা রাজংস্তপশ্চরতি দুশ্চরম্॥ ১৮
দ্বিতীয়া চাস্য শয়নে নিদ্রাযোগমুপাশ্রিতা
প্রজাসংহারসর্গার্থং কিমধ্যাস্তবিচিন্তকম্॥ ১৯
সুপ্ত্বা বর্ষসহস্রং স প্রাদুর্ভবতি কার্যবান্।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু দেবদেবো জগৎপতিঃ॥ ২০

পিতামহো লোকপালাশ্চন্দ্রাদিত্যৌ হুতাশনঃ
ব্রহ্মা চ কপিলশ্চৈব পরমেষ্ঠী তথৈব চ॥
দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব ত্র্যম্বকশ্চ মহাযশাঃ।
বায়ুঃ সমুদ্রাঃ শৈলাশ্চ তস্য দেহং সমাশ্রিতাঃ॥ ২১
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
মনুর্মহাত্মা ভগবান্ প্রজাকরঃ
পুরাণদেবোঽথ পুরাণি চক্রে
প্রদীপ্তবৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ॥ ২২
যেন চার্ণবমধ্যস্থে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে।
নষ্টে দেবাসুরগণে প্রণষ্টোরগ-রাক্ষসে॥ ২৪
যোদ্ধুকামৌ সুদুর্ধর্ষৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
ততো প্রভবতস্তেন তয়োঃ স্বয়ং নিষূদিতং বলম্
পুরা কমলনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি।
পুষ্করে যত্র সম্ভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা॥ ২৬
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
পুরাণে কথ্যতে যত্র বেদঃ শ্রুতিসমাহিতঃ॥ ২৭

বর্ণনা করিব। তুমি এই প্রসঙ্গ পূর্বরূপে শ্রবণ কর এবং মহাতেজস্বী সমুদ্রদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও চরিত্র শ্রবণ কর। ১২-১৩

সমস্ত ভূতগণের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরি দেবতা ও মনুষ্যদিগের কল্যাণ এবং লোকসকলের অভ্যুদয় করিবার জন্য আবশ্যকতা বশে বারংবার অবতীর্ণ হন। ১৪

আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে বৈদিক শ্রুতিসমূহের দ্বারা বর্ণিত দিব্য গুণযুক্ত পবিত্র অবতার সকলের বর্ণনা করিব। ১৫

জনমেজয়! এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ পুরাণ বেদতুল্য সম্মানিত। তুমি পবিত্র ও মৌন হইয়া শ্রবণ কর। আমি অতিশয় হর্ষের সহিত তোমার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর এই দিব্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬।

ভারত! যখন যখন ধর্মের হ্রাস হয়, তখন তখনই প্রভু ধর্মকে দৃঢ় রূপে স্থাপিত করিবার জন্য অবতার গ্রহণ করেন। ১৭

রাজন্! মহারাজ! তাঁহার এক শ্রেষ্ঠতম সাত্ত্বিকী মূর্তি আছেন, যিনি দিব্যলোকে থাকিয়া সদা তপস্যা করেন। ১৮

তাঁহার দ্বিতীয় মূর্তি প্রজাসকলের সংহার ও সৃষ্টিরূপ যোগ-নিদ্রা অবলম্বন করত শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এই যোগনিদ্রা অধ্যাত্মচিন্তকগণের সমাধি হইতেও উৎকৃষ্ট। ১৯

এক সহস্র চতুর্যুগ পর্যন্ত যোগ-নিদ্রায় থাকিয়া তিনি সৃষ্টি-সঞ্চালন কার্যের জন্য পুনরায় বিভিন্ন (দেবতাদি) রূপে প্রাদুর্ভূত হন। সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে পর সেই দেবাধিদেব জগদীশ্বর বিষ্ণুই পিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, কপিল, পরমেষ্ঠী (ব্রহ্ম), দেবতা, সপ্তর্ষি এবং মহাযশস্বী ত্রিলোচন শিবাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বায়ু, সমুদ্র ও পর্বত—এ সমস্তই তাঁহার বিরাট্ রূপের আশ্রয় গ্রহণ করত স্থিত আছে। ২০-২২

মহাতেজস্বী সনৎকুমার ও প্রজাসৃষ্টিকারী ঐশ্বর্যশালী মহাত্মা মনুও তাঁহারই স্বরূপ। প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই পুরাণদেব শ্রীহরিই সমস্ত দেহধারিগণের দেহসমূহ সৃষ্টি করেন। ২৩

মহাপ্রলয়ের সময় যখন দেবতা ও অসুরগণ, নাগ এবং রাক্ষসসহ সমস্ত চরাচর প্রাণীরা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন একার্ণব জলে দুই জন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ দানব উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম মধু ও কৈটভ। এই দুই দানব যুদ্ধার্থী ছিল। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণুই এই দুই জনকে মোক্ষের অনুপম বর দান করত বিনাশ করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

পুরাকালে যখন পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণু সমুদ্রের জলে নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উত্থিত হয়, যাহার মধ্যে পূর্বে ঋষিগণ সহ সমস্ত দেবতারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ২৬

পুরাণে পরমাত্মা বিষ্ণুর এই পৌষ্কর নামক অবতার বা সর্গ

বারাহস্তু শ্রুতিমুখঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
যত্র বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠো বারাহং রূপমাস্থিতঃ॥
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্॥ ২৮
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বোদ্ভর্রোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ॥ ২৯
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গঃ শ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্॥ ৩০
ধর্ম্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ ক্রম-বিক্রমসংকৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তনখো ধীরঃ পশুজানুর্মহাভুজঃ॥ ৩১
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গঃ ফল-বীজ-মহৌষধিঃ।
বায়ু-অন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্ বিকৃতঃ সোমশোণিতঃ॥ ৩২
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্য-কব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরাচিতঃ॥ ৩৩

কথিত আছে। যে পুরাণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের শ্রুতিসমূহ-সম্বলিত সম্পূর্ণ বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে (পুরাণসমূহে বেদার্থেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে)। ২৭

এই পরমাত্মার যে বারাহ-নামক অবতার—উহা শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। সেই অবতারের সময় সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু বারাহরূপ ধারণ করত পর্ব্বত ও বনসহ সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন॥ ২৮

চারি বেদ তাঁহার চার চরণ, যূপ তাঁহার দংষ্ট্র (দাঁত)। যজ্ঞ দন্ত, চেনচিৎ প্রভৃতি চিতি (ইষ্টিকা-চয়ন) মুখ, অগ্নি-জিহ্বা, কুশ রোমাবলি এবং ব্রহ্ম মস্তক। তিনি মহাতপস্বী॥ ২৯

দিন ও রাত্রি তাঁহার দুই চক্ষু, তিনি দিব্য স্বরূপ, বেদ তাঁহার অঙ্গ, শ্রুতি অলঙ্কার, হবিস্ (ঘৃত) নাসিকা, স্রুবা মুখ এবং সামবেদের গম্ভীর ঘোষই তাঁহার স্বর। তিনি মহান্ (বিরাট্)॥ ৩০

ধর্ম্ম ও সত্য তাঁহার স্বরূপ। তিনি শ্রীসম্পন্ন এবং ক্রম (গতি) ও বিক্রমের (পরাক্রমের) দ্বারা সম্মানিত। প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার নখ এবং পশু তাঁহার জানু। তিনি ধীর ও বিশাল বাহু-সুশোভিত॥ ৩১

উদ্গাতা তাঁহার অন্ত্র (নাড়ী), হোম লিঙ্গ এবং মহৌষধি-সকল তাঁহার অণ্ডকোষ ও বীর্য্য। বায়ু অন্তরাত্মা, মন্ত্র নিতম্ব এবং বিকৃত সোমরসই তাঁহার রক্ত॥ ৩২

বেদী স্কন্ধ, হবিস্ গন্ধ এবং হব্য ও কব্য তাঁহার প্রচণ্ড বেগ। প্রাগ্‌বংশ (যজমান-গৃহ) তাঁহার শরীর। তিনি পরম কান্তি-

দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্।
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ॥ ৩৪
নানাছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মেরুশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥ ৩৫
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈল-বন-কাননাম্।
একার্ণবজলে ভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ॥ ৩৬
দংষ্ট্রয়া যঃ সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সহস্রশীর্ষো দেবাদিশ্চকার পৃথিবীং পুনঃ॥ ৩৭
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবী সর্ব্বা সাগরাম্বুধরা পুরা॥ ৩৮
বারাহ এষ কথিতো নারসিংহমতঃ শৃণু।
যত্র ভূত্বা নৃসিংহেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ॥ ৩৯
পুরা কৃতযুগে রাজন্ সুরারির্বলদর্পিতঃ।
দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চচার তপ উত্তমম্॥ ৪০

মান্ ও নানাবিধ দীক্ষাসম্পন্ন॥ ৩৩

দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়, মহাসত্র (দীর্ঘকাল ধরিয়া করণীয় যজ্ঞ) সেই মহাযোগীর স্বরূপ, বেদের দ্বারাই তাঁহার ওষ্ঠের আভরণ এবং প্রবর্গ্যনামক কর্ম্মের আবৃত্তিই তাঁহার ভূষণ॥ ৩৪

নানাপ্রকার ছন্দের গতি তাঁহার পথ এবং তিনি গোপনীয় উপনিষদ্‌রূপ আসনে বিরাজমান। জলে পতিত ছায়াই পত্নী-রূপা সেই সময় তাঁহার সহায়িকা ছিল এবং এবং তিনি মেরু পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় অতিশয় উচ্চ ছিলেন॥ ৩৫

দেবতাগণের অধিকারক সহস্রমস্তক সেই ভগবান্ বারাহ একার্ণব জলে প্রবেশ করত উহার মধ্যে নিমগ্ন পর্বত ও কাননসহ সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে নিজের দংষ্ট্রার দ্বারা উপরে তুলিয়া সম্পূর্ণ লোকসকলের হিতকামনায় পুনরায় তাঁহাকে জলের উপরিভাগে স্থিরভাবে স্থাপিত করিলেন॥ ৩৬-৩৭

এইভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের হিতার্থী যজ্ঞাত্মা ভগবান্ বারাহ সাগরজলধারিণী সম্পূর্ণা পৃথিবীকে পুরাকালে উদ্ধার করিয়াছিলেন॥ ৩৮

এই বারাহ অবতারের কথা বর্ণিত হইল। ইহার পর যে নর-সিংহ অবতার হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা শ্রবণ কর। সেই অবতারে ভগবান্ নরসিংহ রূপ ধারণ করত হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন॥ ৩৯

রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে দেবদ্রুক হিরণ্যকশিপু সমস্ত দৈত্যগণের আদি পুরুষ ছিল। বলগর্ব্বিত এই দৈত্য সাড়ে একা-দশ সহস্র বর্ষ (সাড়ে এগার হাজার বৎসর) পর্য্যন্ত উত্তম তপস্যা

দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জপোপবাসনিরতঃ স্থানমৌনমূচুব্রতঃ ॥ ৪১
ততঃ শম-দমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চানঘ।
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবৎ তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪২
তং বৈ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগত্য ভূপতে।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৪৩
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দেবতৈঃ সহ।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ ॥ ৪৪
দিশাভির্বিদিশাভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা।
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্তৈশ্চ খেচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৪৫
দেবর্ষিভিস্তপোবৃদ্ধৈঃ সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যতমৈর্গন্ধর্বৈশ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৪৬
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্বৈঃ সুরৈস্তথা
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত।
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ৪৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ন দেবাসুর-গন্ধর্বা ন যক্ষোরগ-রাক্ষসাঃ
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ নিহন্যুর্মাং কথঞ্চন ॥ ৪৯
ঋষয়ো বা ন মাং শাপৈঃ ক্রুদ্ধা লোকপিতামহ।
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন বা।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যান্ন চাস্ত্রেণ মে বধঃ ॥ ৫১
পাণিপ্রহারেণৈকেন সভৃত্য-বল-বাহনম্।
যো মাং নাশয়িতুং শক্তঃ স মে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ।
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥ ৫৩
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ ॥ ৫৪
এবমুক্তস্তু দৈত্যেন স্বয়ম্ভূর্ভগবাংস্তদা
উবাচ দৈত্যরাজং তং প্রহসন্ নৃপসত্তম ॥ ৫৫

ব্রহ্মোবাচ।

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ
সর্বান্ কামানিমাংস্তাত প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬

করিয়াছিল। সেই সময় এই দৈত্য সদা জপে ও উপবাসেই নিরত ছিল। আসন স্থাপন করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত সহকারে ব্রতপালন করিতেছিল ॥ ৪০-৪১

নিষ্পাপ নরেশ! তদনন্তর তাহার ইন্দ্রিয়-সংযম, মনোনিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালনে ব্রহ্মা তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪২

ভূপাল! স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা হংসযুক্ত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বিমানের দ্বারা স্বয়ংই সেস্থানে আগমন করিলেন ॥ ৪৩

তাহার সহিত আদিত্য, বসু, সাধ্য, ও মরুদ্গণ, অন্যান্য দেবতারা, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেব, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ, দিক্, বিদিক্, সমুদ্র, নক্ষত্র এবং মুহূর্ত্তসমূহ, আকাশচারী মহাগ্রহসকল তপোবৃদ্ধ দেবর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, পরম পুণ্যাত্মা রাজর্ষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ ছিলেন ॥ ৪৪-৪৬

সমস্ত দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরাচরগুরু শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭

উত্তম ব্রতপালনকারী দৈত্যরাজ! তুমি আমার ভক্ত। তোমার এই তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর ও মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রাপ্ত হও ॥ ৪৮

হিরণ্যকশিপু বলিল—লোকপিতামহ! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ—ইহারা কোনরূপেই যেন আমাকে সংহার করিতে না পারে। তপস্বী, ঋষি, মহর্ষিগণ কুপিত হইয়া আমাকে যেন শাপ দিতে না পারেন, আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৯-৫০

না শস্ত্র, না অস্ত্র, না পর্ব্বত অথবা বৃক্ষ, না শুষ্ক, না আর্দ্র না অন্য কোনও অস্ত্রে আমার বধ হয় ॥ ৫১

যে আমার সেবক, সৈন্য ও বাহনসকল এবং আমাকে একই চপেটাঘাতে বধ করিতে সমর্থ হইবে, সে-ই আমার মৃত্যু হইবে অর্থাৎ তাহারই দ্বারা যেন আমার মৃত্যু হয় ॥ ৫২

আমি সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, নক্ষত্র ও দশ দিক্‌রূপে যেন অবস্থান করিতে পারি ॥ ৫৩

আমিই কাম ও ক্রোধের অধিষ্ঠাতা হই। আমিই বরুণ, ইন্দ্র, যম, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের অধিপতি হই ॥ ৫৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই দৈত্য এই কথা বলিলে পর স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা হাস্যসহকারে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! এই দিব্য ও অদ্ভুত বরসমূহ আমি

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভগবানাকাশমেব হি।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৫৭
ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্বা মুনয়স্তথা।
বরপ্রদানং শ্রুত্বা তে পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৮
বিভুং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৫৯

দেবা ঊচুঃ

বরদানেন ভগবন্ বাধিষ্যতি নোঽসুরঃ।
ততঃ প্রসীদ ভগবন্ বধোঽস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৬০
ভবান্ হি সর্বভূতানাং স্বয়ম্ভূরাদিকৃদ্ বিভুঃ।
স্রষ্টা চ হব্য-কব্যানামব্যক্তপ্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥ ৬১

ততো লোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং সর্বান্ দেবগণাংস্তদা ॥ ৬২

অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তেঽস্য ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥ ৬৩

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্বে বাক্যং পঙ্কজসম্ভবাৎ।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি জগ্মুস্তে বৈ মুদান্বিতাঃ ॥ ৬৪
লব্ধমাত্রে বরে চাপি সর্বাঃ সোঽবাধত প্রজাঃ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥ ৬৫
আশ্রমেষু মহাভাগান্ মুনীন্ বৈ শংসিতব্রতান্।
সত্যধর্মরতান্ দান্তান্ পুরা ধর্ষিতবাংস্তু সঃ ॥ ৬৬
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংস্তু পরাজিত্য মহাসুরঃ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ ॥ ৬৭
যদা বরমদোন্মত্তো হ্যবসদ্ দানবো দিবি।
যজ্ঞিয়ান্ কৃতবান্ দৈত্যান্ দেবাংশ্চৈবাপ্যযজ্ঞিয়ান্ ॥ ৬৮
আদিত্যাশ্চ ততো রুদ্রা বিশ্বে চ মরুতস্তথা।
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপাজগ্মুর্মহাবলম্ ॥ ৬৯
বেদযজ্ঞময়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মদেবং সনাতনম্।
ভূতং ভবাং ভবিষ্যচ্চ প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ॥
নারায়ণং বিভুং দেবাঃ শরণং শরণাগতাঃ ॥ ৭০

তোমাকে প্রদান করিলাম। তাত। তুমি এই সব অভীষ্টপ্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৬

এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত আকাশস্থিত বৈরাজ-পদনামক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ৫৭

অনন্তর দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব এবং মুনিগণ এই বরদান শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

তারপর ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে নিজেদের মানসিক ভয় এইভাবে নিবেদন করিলেন। ৫৯

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বরদানের প্রভাবে অসুর আমাদের সকলকে অত্যন্ত কষ্টদান করিবে। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন এবং তাহার কোনও বধের উপায় চিন্তা করুন; কারণ, আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি স্রষ্টা, স্বয়ম্ভূ, সর্বব্যাপী, হব্য-কব্যের নির্মাতা, অব্যক্ত-প্রকৃতি ও ধ্রুবস্বরূপ। ৬০-৬১

সেই সময় দেবতাগণের এই লোকহিতকারী বাক্য শ্রবণ করত সেই প্রজাপতিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৬২

দেবগণ। সেই অসুরের নিজের তপস্যার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। (ফলভোগের দ্বারা) যখন তপস্যার সমাপ্তি হইবে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ংই ইহাকে বধ করিবেন। ৬৩

পদ্মযোনি ব্রহ্মার মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতাগণ আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ দিব্যস্থানে চলিয়া যাইলেন। ৬৪

সেই বর প্রাপ্ত হইয়াই দৈত্য হিরণ্যকশিপু সমস্ত প্রজাগণকে কষ্ট দিতে লাগিল; কারণ, ব্রহ্মার সেই বরদানে তাহার দর্প বাড়িয়া গিয়াছিল। ৬৫

সর্বপ্রথমে সে আশ্রমবাসী, উত্তম ব্রতপালক, সত্যধর্ম-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও মহাভাগ মুনিগণকে পীড়াদান আরম্ভ করিল। ৬৬

ত্রিভুবনে স্থিত সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের রাজ্য নিজের বশীভূত করত সেই মহাসুর দানব হিরণ্যকশিপু স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। ৬৭

বরের মদে উন্মত্ত হইয়া সেই দানব যখন দেবলোকে বাস করিতেছিল, সেই সময় সে দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগী করিল এবং দেবতাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিল। ৬৮

তখন আদিত্য রুদ্র, বিশ্বেদেব ও মরুদ্গণাদি মিলিত হইয়া শরণাগতবৎসল, বেদ ও যজ্ঞস্বরূপ, ব্রহ্মারও আরাধ্য দেব, সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ এবং মহাবল ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাঁহার স্বরূপ, যিনি সব কিছুই করিতে সমর্থ এবং সমস্ত লোকসমূহের দ্বারা বন্দিত, সেই সর্বব্যাপী নারায়ণের সেই শরণাগত দেবগণ শরণ গ্রহণ করিলেন। ৬৯-৭০

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সর্ব্বথা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে না। ক্রিয়াতে অদ্বৈতবুদ্ধি করিলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে না। ত্রিলোকে অদ্বৈত বুদ্ধি রাখিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈতভাব রাখিবে না। গুরু ও শিষ্য এক হইলে কখনও জ্ঞানলাভ হইবে না।

[২]

সর্গ মর্ত্ত-পাতাল এই ত্রিলোকে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহা জ্ঞানদাতা সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যদি বল স্পর্শমণি পরশ-পাথর তাহার দৃষ্টান্ত হইবে, কারণ স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করে। না—স্পর্শমণিও সদ্‌গুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, কারণ স্পর্শমণি লৌহকে সুবর্ণ করে বটে কিন্তু তাহা স্পর্শমণির সদৃশ আর একটি মণি করিতে পারে না। কিন্তু শিষ্য সদ্‌গুরুর চরণযুগলে শরণাপন্ন হইলে গুরু তাহাকে নিজের সদৃশ করেন। এজন্য সদ্‌গুরুর কোন দৃষ্টান্ত নাই—অথবা তিনি অলৌকিক। গুরু আত্মরূপ বলিয়া সংসারের অতীত।

Regd. No. WB/NC-57

POUSH
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—2
Dec.—Jan. 1975-76

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যথার্থ চন্দনবৃক্ষ হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহারা দ্বারা চারি পার্শ্বস্থিত অন্যবৃক্ষসকল সুগন্ধযুক্ত হয় এবং অনেক লোকের ক্লেশ দূর করে—সেইরূপ কৃতবুদ্ধির শিষ্যগণ সৌভাগ্যবশতঃ আচার্য্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের কথার দ্বারা সমীপবর্ত্তী সকল লোকের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ ও পাপ উন্মূলিত করে।"

[২]

গুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন আত্মজ্ঞানের অন্য সমস্ত সাধন বৃথা। আর গুরুদেবের প্রসন্নতাই একটী এমন সাধনা যে তাহার দ্বারা অন্য সকল-সাধনা সিদ্ধ হয়।

গৃহত্যাগ, ভস্মধারণ, জটাভার রূপ তপ, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান বেদ শাস্ত্রাধ্যয়ন আদি সব সাধন আছে কিন্তু যতদিন না সদ্গুরুর পদ্মহস্ত মস্তকের উপর স্পর্শ হয় ততদিন পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ হয় না।"

—•—

9 DEC 1975

রামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

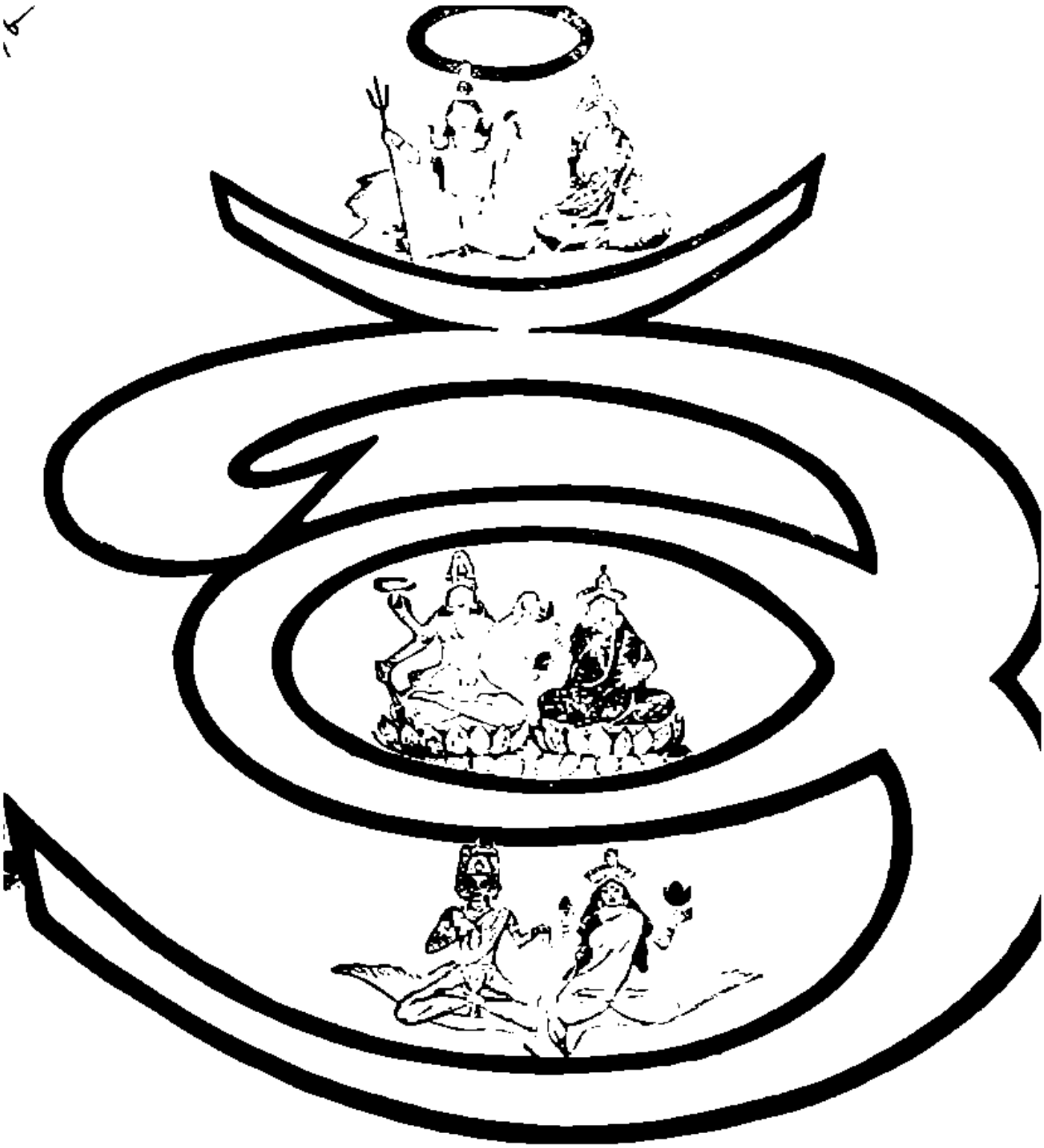

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"যেটুকু সময় তুই আমার নামরূপ অগ্নিতে মনরূপ লৌহকে ফেলে রাখবি ততটুকু সময় সে অগ্নি হয়েই থাকবে. তখন তার বিশ্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস করবার শক্তি আসবে। তারপর তুই যখন নাম ছেড়ে চুপ করে বসে থাকবি, অমনি ভোগের বাতাস লেগে তোর মন শীতল হয়ে গিয়ে যে-লৌহ সেই লৌহই হয়ে যাবে।"

১।

"বিষয় লয়ে উন্মাদ হয়ে থাকলে দুঃখ ভোগ করতেই হবে, নির্জ্জন আমি বড় ভালবাসি তুই নির্জ্জনে বসে বসে নাম কর আর আমি বসে বসে শুনি। দেখতে পাচ্ছিস না বলে অপেক্ষা করিস না, আমি সময়ের অপেক্ষা করছি, সময় হলেই দেখা দিব। নাম কর, শান্তি পাবি—নাম কর অমর হবি, নাম কর, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবি নাম কর, আমি বলছি বলে নাম কর, আমি শুনছি তেনে নাম কর।"

১৪শ বর্ষ, মাঘমাস. অষ্টমসংখ্যা —শল্যোদ্ধনীযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীনারায়ণচন্দ্রন্যায়াচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক বৃন্দ

শ্রীশ্যামাপদর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(মহিলা সঙ্ঘ)

মুদ্রক-কর্ম্মকিতর :—
তা: শ্রীমিত্রেনাথ দে,
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৪৮-২৭৩১)
সিটি অফিস :—৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন: প:; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্ষশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহাবিদ্যালয় মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৪৮-১৭০১। মণি-অর্ডার ফরম ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ত্রুটি থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলেখা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

দেবা ঊচুঃ।

ত্রায়স্ব নোঽদ্য দেবেশ হিরণ্যকশিপোর্ভয়াৎ
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম ॥ ৭১
ত্বং হি নঃ পরমো দেবস্ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
উৎফুল্লাম্বুজপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষভয়ঙ্করঃ ॥
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য শরণাস্ত্বাং ভবস্ব নঃ ॥ ৭২

বিষ্ণুরুবাচ।

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা হ্যভয়ং বো দদাম্যহম্।
তথৈবং ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপৎস্যধ্ব মা চিরম্ ॥ ৭৩
এব তং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৭৪
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেশ্বরান্।
হিরণ্যকশিপো রাজন্নাজগাম হরিঃ সভাম্ ॥ ৭৫
নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং প্রভুঃ।
নারসিংহেন বপুষা পাণিং নিষ্পিষ্য পাণিনা ॥ ৭৬

জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতঘননিঃস্বনঃ।
জীমূতঘনদীপ্তৌজা জীমূত ইব বেগবান্ ॥ ৭৭
দৈত্যং সোঽতিবলং দৃপ্তং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্।
দৃপ্তৈর্দৈত্যগণৈর্গুপ্তং হতবানেকপাণিনা ॥ ৭৮
নৃসিংহ এব ক্ষিতৌ ভূয়োঽন্যং বামনোঽপরঃ।
যত্র বামনমাশ্রিত্য রূপং দৈত্যবিনাশকৃৎ ॥ ৭৯
বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা।
বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যাঃ ক্ষোভিতাস্তে মহাসুরাঃ ॥ ৮০
বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ।
অয়ঃশিরাঃ শঙ্কুশিরা হয়গ্রীবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৮১
বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোমবাগ্রো মহাসুরঃ।
পুষ্করঃ পুষ্কলশ্চৈব বেপনশ্চ মহারথঃ ॥ ৮২
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাজিহ্বঃ সাধ্বোঽশ্বপতিরেব চ।
প্রহ্লাদোঽশ্বশিরাঃ কুম্ভঃ সংহ্লাদো গগনপ্রিয়ঃ ॥
অনুহ্লাদো হরি-হরৌ বরাহঃ শঙ্করো রুজঃ ॥ ৮৩

দেবগণ বলিলেন,—দেবেশ্বর! আপনি হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণ আমাদের সকলের পরম পালক। ৭১

আপনি আমাদের পরম দেবতা ও আপনিই আমাদের পরম গুরু। আপনার নয়ন প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, আপনি শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক! প্রভো! আপনি দিতিবংশজাত হিরণ্যকশিপুর (অথবা দৈত্যগণের) বিনাশের জন্য আমাদের শরণদাতা হউন। ৭২

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমাদের অভয় দান করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৩৩

যে বরদানে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে এবং যে দেবেশ্বরগণের অবধ্য হইয়াছে, সেই দিতিপুত্র দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে আমি তাহার দেবকগণের সহিত বধ করিব। ৭৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া দেবেশ্বরগণকে পরিত্যাগ করত ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং হিরণ্যকশিপুর সভাভবনে আগমন করিলেন। ৭৫

সেই সময় প্রভু বিষ্ণু নিজের অর্দ্ধদেহ মনুষ্যাকৃতি ও অর্দ্ধদেহ সিংহাকৃতি করিয়া লইলেন। এইভাবে নরসিংহরূপ ধারণ করত তিনি এক হস্তের দ্বারা অন্য হস্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে সেস্থানে আসিলেন। ৭৬

তাঁহার সেই দেহের বর্ণ সজল মেঘতুল্য শ্যামল ছিল। তাঁহার শব্দও জলপূর্ণ মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁহার ঊর্জ্জিত তেজ এবং বেগও বর্ষণশীল মেঘের সদৃশ ছিল। ৭৭

যদিও দৈত্য হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত বলবান্, তেজস্বী, দৃপ্ত ব্যাঘ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ও বলাভিমানী দৈত্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তথাপি ভগবান্ নরসিংহ তাহাকে এক চপেটাঘাতেই অর্থাৎ চপেটাঘাতেই বিনষ্ট করিলেন। ৭৮

এই নৃসিংহ অবতারের কথা কথিত হইল। এখন অন্য বামনাবতারের বর্ণনা শ্রবণ কর, যে অবতারে ভগবান্ বামনরূপ ধারণ করত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৭৯

পুরাকালে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণু (বামনরূপ ধারণ করত) বলবান্ বলির যজ্ঞে গিয়াছিলেন এবং সেস্থানে নিজের তিন পদের দ্বারা তিন লোক পরিমাপ করত কাহারও দ্বারা যাহারা কখনও ক্ষুব্ধ হয় না, সেই মহাসুরগণকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। ৮০

যে সময় ভগবান্ হৃষীকেশ নিজের পদ স্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময় বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কুরয়, ও শঙ্কু, অয়ঃশিরাঃ ও শঙ্কুশিরাঃ, পরাক্রমশালী হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, উগ্র, মহাসুর সোমবাগ্র, পুষ্কর এবং পুষ্কল ও মহারথী বেপন, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব ও অশ্বসহ অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, অশ্বশিরা, কুম্ভ, সংহ্লাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্লাদ, হরি, হর, বরাহ, শঙ্কর, রুজ, শম্বর, শলভ,

অরুজ: শলভশ্চৈব কুপন: কোপন: ক্রুধ: ।
বৃহৎকীর্ত্তির্মহাজিহ্ব: শঙ্কুকর্ণো মহাস্বন: ॥ ৮৪
দীর্ঘজিহ্বোঽর্কনয়নো মৃদুচাপো মৃদুপ্রিয়: ।
বাদুর্বিষ্ঠো নমুচি: শম্বরো বিষমরো মহান্ ॥ ৮৫
চক্রহস্তা ক্রোধহন্তা ক্রোধবর্ধন এব চ ।
কালক: কালকেয়শ্চ বৃত: ক্রোধো বিরোচন: ॥৮৬
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলম্ব- নরকাবুভৌ ।
ইন্দ্রতাপন বাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিত: ॥ ৮৭
অসিলোমা পুলোমা চ বাষ্কল: প্রমদো মদ: ।
শম্বর: কালবদন: করাল: কৈশিক: শর: ॥ ৮৮
একাক্ষশ্চন্দ্রহা রাহু: সংহ্লাদ: সুমর: ঘন: ।
শতঘ্নী-চক্রহস্তাশ্চ তথা পরিঘপাণয়: ॥ ৮৯
মহাশিলাপ্রহরণা: শূলহস্তাশ্চ দানবা: ।
অসুরাস্ত্রানুরোপেতা ভিন্দিপালাযুধাস্তথা ॥ ৯০
মূলোলূখলহস্তাশ্চ পরশ্বধধরাস্তথা ।
পাশ-মুদ্গরহস্তা বৈ তথা মুসলপাণয়: ॥ ৯১
নানাপ্রহরণা ঘোরা নানাবেশা মহাজবা: ।
কুর্ম্ম-কুক্কুটবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা ॥ ৯২
খরোষ্ট্রবদনাশ্চৈব বরাহবদনাস্তথা ।
ভীমা মকরবক্ত্রাশ্চ ক্রোষ্টুবক্ত্রাশ্চ দানবা: ।
আখুদষ্ট্রবক্ত্রাশ্চ ঘোরা বৃকমুখাস্তথা ॥ ৯৩
মার্জ্জারগজবক্ত্রাশ্চ মহাবক্ত্রাস্তথাপরে ।
নক্রমেষাননা: শূরা গোঽজাবি-মহিষাননা: ॥ ৯৪
গোধা-শল্যকবক্ত্রাশ্চ ক্রৌঞ্চবক্ত্রাশ্চ দানবা: ।
গরুড়াননা: খড়্গমুখা ময়ূরবদনাস্তথা ॥ ৯৫
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরা: ।
চারুসংবৃতদেহাশ্চ তথা বাষ্কলবাসস: ॥ ৯৬
উষ্ণীষিণো মুকুটিনস্তথাকুণ্ডলিনোঽসুরা: ।
কিরীটিনো লম্বশিখা: কম্বুগ্রীবা: সুবর্চস: ॥
নানাবেশধরা দৈত্যা নানামাল্যানুলেপনা: ৯৭
স্বাস্যায়ুধানি সংগৃহ্য প্রদীপ্তাগ্নিতেজসা ।
ক্রমমাণং হৃষীকেশমুপাবর্ত্তন্ত সর্ব্বশ: ॥ ৯৮
প্রমথ্য সর্ব্বান্ দৈতেয়ান্ পাদ-হস্ততলৈ: প্রভু: ।
রূপং কৃত্বা মহাভীমং জহারাশু স মেদিনীম্ ॥ ৯৯

নন, কোপন, ক্রুধ, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, মহাস্বন, র্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বাদু, বরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, াকায় বিষ্ণর, চক্রহন্তা, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধবর্দ্ধন, কালক ও লকেয়, বৃত, ক্রোধ, বিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্ব ও নরক মক দুই দৈত্য, ইন্দ্রতাপন এবং বাতপি, বলাভিমানী কেতুমান্ সিলোমা ও পুলোমা, বাষ্কল, প্রমদ, মদ, শম্বর, কালবদন, াল, কৈশিক, শর, একাক্ষ, চন্দ্রহা রাহু, সংহ্লাদ, সুমর ও াদি দৈত্যেরা চারিদিকে ভগবান্‌কে পরিবৃত করিয়া অবস্থান রতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে শতঘ্নী (কামান-কোদি) ও কাহারও হস্তে চক্র ছিল। বহু দৈত্য নিজেদের ত পরিঘ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু দানব বিশাল শিলাখণ্ডকেই স্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কত দানবের হস্তে শূল ছিল। ্য দানব প্রস্তর নিক্ষেপকারী যন্ত্রাস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। বহু সব ভিন্দিপাল অস্ত্রধারী ছিল। কত দানব নিজ নিজ হস্তে), উলূখল, পরশু, পাশ, মুদ্গর ও মুসল ধারণ করিয়াছিল। ভাবে তাহারা নানা প্রকার অস্ত্রধারী ছিল। তাহাদের শও নানাবিধ ছিল। ইহারা সকলেই মহাবেগশালী ও ভয়ঙ্কর ল। কাহাদের মুখ কচ্ছপ ও কুক্কুট (মোরগ) এবং হাদের মুখ খরগোস ও পেচকের তুল্য ছিল। বহু দানবের মুখ গর্দভ, উষ্ট্র, শূকর, মকর ও শৃগালের সদৃশ ছিল। ইহারা সকলেই অতিশয় ভয়ানক ছিল। ভয়ঙ্করাকৃতি বহু দানব ইন্দুর ও ব্যাঘ্রমুখ ছিল। কিন্তু দানব বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ) মুখ ছিল। কাহাদের মুখ বিড়াল ও হস্তীর মুখদদৃশ ছিল। কাহাদের মুখ আবার অতিশয় বিশাল ছিল। কাহাদের মুখ নক্র, মেষ, গো, ছাগল, ভেঁড়া, মহিষ, গোসাপ, শ্বাবিধ, ক্রৌঞ্চ, গরুড়, শুওর ও ময়ূরমুখতুল্য ছিল। কিন্তু দৈত্য গজরাজের চর্ম্মকে বস্ত্ররূপে পরিধান করিয়াছিল এবং বহু দৈত্য আবার কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল। কাহাদের দেহ চারু—বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং কাহারা আবার বল্কল বস্ত্র পরিহিত ছিল। কাহাদের মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) শোভিত ছিল ও কাহাদের মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছিল, কত অসুর কিরীট ও কুণ্ডল সুশোভিত ছিল এবং বহু দৈত্যের মস্তকে লম্বা শিখা শোভা বিস্তার করিতেছিল। বহুসংখ্যক দৈত্যের কণ্ঠ শঙ্খের সমান ছিল। অত্যন্ত তেজস্বী এই সব দৈত্যেরা নানা প্রকার বেশ ধারণ করিয়া বিবিধ মাল্যসমূহে ও চন্দনে অলঙ্কৃত ছিল। নিজেদের অতিশয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া দৈত্যগণ সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ৮১-৯৮

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তখন মহাভয়ানক রূপ ধারণ

তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে ।
নভঃ প্রক্রমমাণস্য নাভ্যাং কিল সমাস্থিতৌ
পরং প্রক্রমমাণস্য জানুদেশে স্থিতাবুভৌ ।
বিষ্ণোরতুলাবীর্য্যস্য বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১০১
হত্বা স পৃথিবীং কৃৎস্নাং জিত্বা চাসুরপুঙ্গবান্ ।
দদৌ শক্রায় ত্রিদিবং বিষ্ণুর্বলবতাং বরঃ ॥ ১০২
এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈরেবং কথ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ১০৩
ভূয়ো ভূতাত্মনো বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ ক্ষময়া পরয়া যুতঃ ॥ ১০৪
তেন নষ্টেষু বেদেষু প্রক্রিয়াসু মখেষু চ ।
চাতুর্বর্ণ্যে তু সঙ্কীর্ণে ধর্ম্মে শিথিলতাং গতে ॥১০৫
অভিবর্ত্ততি চাধর্ম্মে সত্যে নষ্টেঽনৃতে স্থিতে ।
প্রজাসু ক্ষীর্য্যমাণাসু ধর্ম্মে চাকুলতাং গতে ॥ ১০৬

সহযজ্ঞক্রিয়া বেদাঃ প্রত্যানীতা হি তেন বৈ
চ তুর্বর্ণ্যমসঙ্কীর্ণং কৃতং তেন মহাত্মনা ॥ ১
তেন হৈহয়রাজস্য কার্ত্তবীর্য্যস্য ধীমতঃ
বরদেন বরো দত্তো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ১০৮
এতদ্ বাহুসহস্রং যদ্ যুধে মম কৃতেঽনঘ ।
শতানি দশ বাহূনাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯
পালয়িষ্যসি কৃৎস্নাঞ্চ বসুধাং বসুধাধিপ
ত্বন্নিরীক্ষ্যোঽরিবৃন্দানাং ধর্ম্মজ্ঞশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ১১০
এষ তে বৈষ্ণবঃ শ্রীমান্ প্রাদুর্ভাবোঽদ্ভুতঃ শুভঃ ।
কথিতো বৈ মহারাজ যথাশ্রুতমরিন্দম ॥ ১১১
ভূয়শ্চ জামদগ্ন্যোঽয়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
যত্র বাহুসহস্রেণ বিমিতঃ দুর্জ্জয়ঃ রণে ॥
রামোঽর্জ্জুনমনীকস্থং জঘান নৃপতিং প্রভুঃ ॥ ১১২

করিয়া সমস্ত দৈত্যদিগকে পাদপ্রহার ও হস্তস্তম্ভন (চপেটাঘাত) প্রহারে ব্যথিত করত সত্বর এই পৃথিবীকে তাহাদের নিকট হইতে সবলে গ্রহণ করিলেন (কাড়িয়া লইলেন) । ১১

কথিত আছে যে, যখন তিনি নিজ পদের দ্বারা এই ভূমি পরিমাপ করিতেছিলেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য্য সেই বিরাটরূপধারী ভগবানের স্তনদ্বয় আসিয়া গিয়াছিলেন এবং যখন স্বর্গ লোক মাপ করিতেছিলেন, সেই সময় চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নাভিদেশে আসিয়া উপস্থিত হন । ১০০

সেই অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণু যখন স্বর্গ হইতেও উপরের (মহঃ, জন, তপঃ সত্য নামক) লোকসকল মাপ করিতেছিলেন, তখন সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার জানুদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলেন—এইরূপই ব্রাহ্মণগণ বলেন । ১০১

এইভাবে বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু সমগ্র পৃথিবীকে হরণ করিয়া মহাসুরদিগকে পরাজিত করত স্বর্গলোকের রাজা ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন । ১০২

জনমেজয় ! এইরূপে আমি তোমাকে পরমাত্মা শ্রীহরির বামনাবতারের কথা বলিলাম । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এইভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর যশ (লীলা-চরিত্র) বর্ণনা করিয়া থাকেন । ১০৩

ইহার পর ভূতাত্মা পরমাত্মা বিষ্ণুর পুনরায় যে অবতার হয়, তাহা দত্তাত্রেয় নামে বিখ্যাত । ভগবান্ দত্তাত্রেয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন । ১০৪

সেই সময় বেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বৈদিক প্রক্রিয়া এবং যজ্ঞও নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, চারি বর্ণের মধ্যে সঙ্করতা আসিয়া পড়িয়াছিল, ধর্ম্ম শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অধর্ম্ম চারিদিকেই বর্দ্ধিত হইতেছিল । সত্য ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনৃত সর্ব্বদিকে বিদ্যমান ছিল । প্রজারা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল ও ধর্ম্ম পাষণ্ডগণের দ্বারা নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছিল অথবা ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । ১০৫-১০৬

এরূপ সময়ে ভগবান্ দত্তাত্রেয় যজ্ঞ ও ক্রিয়াসমূহ সহ বেদকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চার বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ করত ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন । ১০৭

বরদাতৃক ও জ্ঞাননিধি ভগবান দত্তাত্রেয় হৈহয়বংশী বুদ্ধিমান্ রাজা কার্ত্তবীর্য্যকে এই বর দিয়াছিলেন— । ১০৮

নিষ্পাপ ভূপাল ! এই যে তোমার দুই বাহু, আমার বরদানের প্রভাবে যুদ্ধের সময় নিঃসন্দেহে তাহা এক হাজার বাহুতে পরিণত হইবে । ১০৯

পৃথিবীনাথ ! তুমি সমগ্র পৃথিবীকে পালন করিবে; শত্রুবর্গ তোমার দিকে অতিশয় কষ্টসহকারে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে এবং তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইবে । ১১০

শত্রুদমন মহারাজ ! আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর এই অদ্ভুত, মঙ্গলময় ও শ্রীসম্পন্ন অবতারের বর্ণনা করিলাম । ১১১

পুনরায় পরমাত্মা শ্রীহরির জমদগ্নিনন্দন পরশুরামরূপে অবতার হইয়াছিলেন । সেই অবতারে ভগবান্ পরশুরাম সৈন্যদল সমন্বিত রাজা অর্জুনকে (কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে) বধ করিয়াছিলেন ;

রথস্থঃ পার্থিবঃ রামঃ পাতয়িত্বার্জুনং ভুবি ।
ধর্ষয়িত্বা ধর্ষকামঃ ক্রোশমানমকে যথা ॥ ১১৩
কৃৎস্নঃ বাহুসহস্রঞ্চ চিচ্ছেদ ভৃগুনন্দনঃ ।
পরশ্বধেন তীক্ষ্ণেন জ্ঞাতিভিঃ সহিতস্য বৈ ॥ ১১৪
কার্ণ্যং ক্ষত্রিয়কোটীভির্মেকমক্ষরভূষণা ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী তেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥ ১১৫
কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং চৈব ভার্গবঃ শুনহাতপাঃ ।
সর্ব্বপাপবিনাশায় বাজিমেধেন চেষ্টবান্ ॥ ১১৬
তস্মিন্ যজ্ঞে মহাদানে দক্ষিণাং ভৃগুনন্দনঃ ।
মারীচ য় মহৌ প্রীতঃ কশ্যপায় বসুন্ধরাম্ ॥ ১১৭
বাজিগান্ধারগান্ শ্রীমান্ রথঞ্চ হরিনাং বরঃ ।
হিরণ্যমক্ষয়ং ধেনুর্গজেন্দ্রাংশ্চ মহামনাঃ ।
মহে তস্মিন্ মহাযজ্ঞে বাজিমেধে মহাযশাঃ ॥ ১১৮
অদ্যাপি চ হিতার্থায় লোকানাং ভৃগুনন্দনঃ ।
চরমাণস্তপো দীপ্তং জামদগ্ন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥
তিষ্ঠতে দেববদ্ ধীমান্ মহেন্দ্রে পর্ব্বতোপমে ॥ ১১৯
এষ বিষ্ণোঃ সুরেশস্য শাশ্বতস্যাব্যয়স্য চ ।
জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥ ১২০
চতুর্বিংশে যুগে চাপি বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ।
রাজ্ঞো দশরথস্যাথ পুত্রঃ পদ্মায়তেক্ষণঃ ॥ ১২১
কৃত্বাত্মানং মহাবাহুশ্চতুর্ধা প্রভুরীশ্বরঃ ।
লোকে রাম ইতি খ্যাতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ ॥১২২
প্রসাদনার্থং লোকস্য রক্ষসাং নিধনায় চ
ধর্ম্মস্য চ বিবৃদ্ধ্যর্থং জজ্ঞে তত্র মহাযশাঃ ॥ ১২৩
তমপশ্যন্মহাত্মানং সর্ব্বভূতপতেস্তনুম্ ।
যজ্ঞে দত্তানি চাস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ১২৪
বধার্থং দেবশত্রূণাং দুর্জ্জয়ানি সুরৈরপি ।
যজ্ঞবিঘ্নকরো যেন মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২৫

এই রাজা তখন নিজের বাহুসহস্রের গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন এবং সে রাজর্ষে শত্রুবিনের পক্ষে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন । ১১২

রাজা অর্জুন রথের উপর বসিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃগুনন্দন পরশুরাম তাঁহাকে ধরাতলে পাতিত করিয়া ইচ্ছানুসারে তাঁহার বক্ষে আরোহণ করত তীক্ষ্ণ পরশুদ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ বাহু-সহস্র ছেদন করিয়াছিলেন। সেই সময় যদিও তিনি জ্ঞাতি-বৃন্দদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তথাপি তিনি এই দশা প্রাপ্ত হন। এই সময় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আর্ত্ত হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতেছিলেন । ১১৩-১১৪

এই ভগবান্ পরশুরাম মেরু ও মন্দরপর্ব্বতে বিভূষিতা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়া-ছিলেন এবং একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন । ১১৫

পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীনা করিয়া মহাতপস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম নিজের সমস্ত পাপকে নষ্ট করিবার জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ১১৬

যে যজ্ঞে মহাদান (অত্যুত্তম প্রভূত দান) করা হইয়াছিল, সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞে ভৃগুনন্দন পরশুরাম প্রসন্ন হইয়া মরীচিনন্দন কশ্যপকে দক্ষিণারূপে এই সম্পূর্ণা পৃথিবী প্রদান করিলেন । ১১৭

মহাবলশালী, মহামনস্বী ও রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম সেই অশ্বমেধ-নামক মহাযজ্ঞে যজ্ঞের নিকট হইতে প্রাপ্ত শীঘ্র-গামী অশ্ব, রথ, অক্ষয় সুবর্ণরাশি, ধেনু ও গজরাজসকলকে দান করিয়াছিলেন । ১১৮

আজও সমস্ত লোকসকলের হিতের জন্য বারংবার তীব্র তপস্যা করিতে করিতে ভৃগুকুলনন্দন জমদগ্নিপুত্র বুদ্ধিমান্ পরশুরাম উত্তম মহেন্দ্রপর্ব্বতে দেবতার ন্যায় বাস করিতেছেন । ১১৯

জমদগ্নির । সমস্ত দেবতাগণের পতি, সনাতন, অবিনাশী পুরুষ ও পরমাত্মা বিষ্ণুর এই পরশুরাম-নামক অবতার বর্ণিত হইল । ১২০

চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে ভগবান্ বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্র কমল-লোচন শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল বিশ্বামিত্র মুনির অনুগামী ছিলেন । ১২১

সেই সময় সর্ব্বসমর্থ মহাবাহু ভগবান্ নিজেকে চাররূপে প্রকটিত করিয়া স্বয়ং শ্রীরাম-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । এই শ্রীরাম সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন । ১২২

মহাযশস্বী শ্রীরাম সমস্ত লোকসকলকে প্রসন্ন (সুখী) করিবার জন্য, রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার জন্য এবং ধর্ম্মের বৃদ্ধির জন্য সেই সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ১২৩

জ্ঞানী পুরুষ সেই মহেন্দ্র শ্রীরামকে সমস্ত ভূতগণের স্বামী ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারবিগ্রহ বলেন, যাঁহাকে পরম বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র দেবদ্রোহী অসুরদিগকে বধ করিবার জন্য এরূপ দিব্যাস্ত্র-সকল প্রদান করিয়াছিলেন, যে সব অস্ত্র দেবগণও ধারণ করিতে পারিতেন না । ১২৪

মহাত্মা শ্রীরাম পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের যজ্ঞে বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী রাক্ষসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মারীচ ও সুবাহুকে নিরাশা করিয়া বধ করিয়াছিলেন । ১২৫-১২৬

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বলেন বলিনাং বরৌ
নিহতৌ চ নিরাশৌ চ কৃতৌ তেন মহাত্মনা ॥ ১২৬
বর্ত্তমানে মখে যেন জনকস্য মহাত্মনঃ।
ভগ্নং মাহেশ্বরং চাপং ক্রীড়তা লীলয়া পুরা ॥ ১২৭
যঃ সমাঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্দ্দশ বনেঽবসৎ।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১২৮
রূপিণী যস্য পার্শ্বস্থা সীতেতি প্রথিতা ভুবি।
পূর্ব্বোঢ়া তস্য লক্ষ্মীর্ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১২৯
চতুর্দ্দশ তপস্তপ্ত্বা বনে বর্ষাণি রাঘবঃ
জনস্থানে বসন্ কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার হ ॥ ১৩০
সীতয়া সহ পদ্মাক্ষঃ লক্ষ্মণানুচরো বিভুঃ
বিরাধশ্চ কবন্ধশ্চ রাক্ষসৌ ভীমবিক্রমৌ ॥
জঘান পুরুষব্যাঘ্রৌ গন্ধর্ব্বৌ শাপমোক্ষিতৌ ॥ ১৩১
হুতাশন ইবেন্দ্রাভির্ঘনাভৈঃ
প্রভগুজ্জ্বলদচিত্রপুঙ্খৈঃ
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যসারৈঃ
শরৈঃ শরীরেণ বিযোজিতৌ বলাৎ ॥ ১৩২
সুগ্রীবস্য কৃতে যেন বানরেন্দ্রো মহাবলঃ
বালী বিনিহতো যুদ্ধে সুগ্রীবশ্চাভিষেচিতঃ ॥ ১৩৩
দেবাসুরগণানাং হি মধ্যে গন্ধর্ব্ব-ভোগিনাম্
অবধ্যং রাক্ষসেন্দ্রং তং রাবণং যুদ্ধদুর্ম্মদম্
যুযুধে রাক্ষসকোটীভির্নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
ত্রৈলোক্যরাবণং ঘোরং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১৩৪
দুর্জ্জয়ং দুর্দ্ধরং দৃপ্তং শার্দ্দূলসমবিক্রমম্
দুর্নিরীক্ষ্যং সুরগণৈর্বরদানেন দর্পিতম্
জঘান সচিবৈঃ সার্দ্ধং সসৈন্যং রাবণং যুধি
নভোভ্রঘনসঙ্কাশং মহাকায়ং মহাবলম্।
তমাগস্কারিণং ঘোরং পৌলস্ত্যং যুধি দুর্জ্জয়ম্
সভ্রাতৃপুত্রসচিবং সসৈন্যং কুরুনিস্চয়ে ॥ ১৩৮

পুরাকালে যখন মহাত্মা রাজা জনকের ভবনে যজ্ঞ চলিতেছিল, সেই সময় এই শ্রীরাম যেন খেলা করিতে করিতেই মহাদেবের সেই বিখ্যাত ধনু অনায়াসেই ভঙ্গ করিয়াছিলেন ॥১২৭

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শ্রীরাম সমস্ত প্রাণিগণেরই হিতে নিরত ছিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিয়াছিলেন ॥ ১২৮

সেই সময় তাঁহার সহিত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীও ছিলেন, যিনি লোকসমাজে 'সীতা' নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। ইনি শ্রীরামের পূর্ব্বোঢ়া পত্নী ছিলেন এবং পতির পশ্চাতে পশ্চাতে বনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২৯

চতুর্দ্দশ বৎসর মনে তপস্যা করত জনস্থানে বাস করিতে করিতে রঘুনন্দন শ্রীরাম দেবতাগণের অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ১৩০

সেই ভগবান্ শ্রীরাম। রাবণের দ্বারা অপহৃতা সীতার স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত গমন করত তিনি পরাক্রমশালী রাক্ষস বিরাধ ও কবন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। এই দুই রাক্ষস কিন্তু বাস্তবে দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব ছিল, শাপগ্রস্ত হইয়া ইহারা রাক্ষস হইয়াছিল ॥ ১৩১

এই দুই রাক্ষসের উপর শ্রীরাম এরূপ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যাহারা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও মেঘসমূহ তুল্য তেজস্বী ছিল, যাহাদের বিচিত্র পুঙ্খ ভগ্ন হয় না এমন দৃঢ়বর্ষের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল এবং যাহারা ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুতের তুল্য শক্তিশালী ছিল। এই সব বাণের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিরাধ ও কবন্ধকে তাহাদের দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩২

শ্রীরাম নিজের মিত্র সুগ্রীবের (মঙ্গলের) জন্য যুদ্ধে মহাবল বানররাজ বালীকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩

সেই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণের পক্ষে অবধ্য ছিল। বরদানে রাবণ উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিত। কোটি কোটি রাক্ষস তাহার সহায়ক ছিল। তাহার দেহ কৃষ্ণ অঞ্জন (কাজল)-রাশি তুল্য ছিল। ত্রিলোকের আর্ত্তনাদকারক এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ রাবণ দুর্জ্জয় ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। বাস্তুল্য পরাক্রমশালী রাবণ গর্ব্বিত ছিল, বরদানের প্রভাবে তাহার আরও গর্ব্ব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দেবগণও তাহার দিকে অতিশয় কষ্ট সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেন। তাহার শরীরের বর্ণ মহামেঘমণ্ডলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই মহাকায় ও মহাবল রাবণকে যুদ্ধে মন্ত্রী এবং সৈন্যগণের সহিত সংহার করিয়াছিলেন ॥ ১৩৪-১৩৭

পুলস্ত্য-পৌত্র রাবণ ভয়ঙ্কর অপরাধী ছিল এবং তাহার প্রত্যেক কার্য্য ক্রূরতাপূর্ণ ছিল। যুদ্ধে তাহাকে জয় করা কঠিন ছিল, তথাপি সমস্ত ভূতগণের পালক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পুরাকালে ভ্রাতা, পুত্র, মন্ত্রী ও সৈন্যবৃন্দের সহিত তাহাকে সত্বর বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৩৮

রাবণং নিজঘানাশু রামো ভূতপতিঃ পুরা।
মধোশ্চ তনয়ৌ পুত্রৌ লবণো নাম দানবঃ ॥ ১৩৯
হতো মধুবনে বীরো বরদুপ্তো মহাসুরঃ।
সমরে বৃষ্ণিশৌণ্ডেন তথা চান্যেঽপি রাক্ষসাঃ ॥ ১৪০
এতানি কৃত্বা কর্মাণি রামো ধনুর্ভৃতাং বরঃ
দশাশ্বমেধান্ জারূথ্যানাজহার নিরর্গলান্ ॥ ১৪১
নাজ্রাস্তাঃ তত্র বাচো নাকুলাঃ মরুতো ববৌ।
ন বিস্তুহরণং চক্রুঃ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৪২
পর্যাপ্তেব বিধবা নানর্থাশ্চাভবংস্তদা।
সর্বমাসীচ্ছমং রাস্তে রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৪৩
ন প্রাণিনাং ভয়ং চাপি জলানলনিষাতজম্।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ॥ ১৪৪
ব্রহ্ম পর্যচরৎ ক্ষত্রং বিশঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাশ্চৈব হি বর্ণাংস্ত্রীন্ শুশ্রূষন্তানরক্ষতাঃ ॥
নার্যো নাত্যচরন্ ভর্তৄন্ ভার্যাং নাত্যচরৎ পতিঃ ॥১৪৫
সর্বমাসীচ্ছমং রাস্তে নির্দস্যুরভবন্মহী।
রাম একোঽভবদ্ ভর্তা রামঃ পালয়িতাভবৎ ॥ ১৪৬
আয়ুর্বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
অরোগাঃ প্রাণিনশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৪৭
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্বশঃ।
পৃথিব্যাং সমবায়োঽভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৪৮
গাথাঃ অপাত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
রামে নিবদ্ধতত্ত্বার্থা মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৪৯
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দীপ্তাস্যো মিতভাষিতা।
আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ॥ ১৫০
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
অযোধ্যাধিপতির্ভূত্বা রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ১৫১
ঋক্-সাম-যজুষাং ঘোষো জ্যাঘোষশ্চ মহাত্মনঃ
অব্যুচ্ছিন্নোঽভবদ্ রাজ্যে দীয়তাং ভুজ্যতামিতি ॥১৫২

সেই সময় মধুবনে (মথুরায়) লবণ নামে এক দানব ছিল। মধুর পুত্র এই মহাসুর লবণ বীর ছিল, তাহার উপর মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করায় আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই লবণ শ্রীরামের বরপ্রভূত শত্রুঘ্নের দ্বারা নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধ-কুশল শ্রীরাম এবং তাঁহার লক্ষ্মণ ছিল ভ্রাতৃদ্বয়। সমরাঙ্গনে আরও অনেক রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ১৩৯-১৪০

এই সব পরাক্রমপূর্ণ কর্মসমূহ সম্পাদন করত ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম তিনশত দক্ষিণাযুক্ত দশটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪১

শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় কোনরূপ অশুভ কথা শুনা যাইত না, প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হইত না এবং কেহ ক্ষুদ্র বস্তুও বল অপহরণ করিত না ॥ ১৪২

শ্রীরামের রাজ্য শাসনকালে কখনও কোনও বিধবার ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইত না ও কোথাও কোনও অনর্থপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। সম্পূর্ণ জগতের লোক (মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া) বিনীত এবং অনুশাসিত ছিল ॥ ১৪৩

শ্রীরামের রাজত্বকালে প্রাণিগণের জল ও অগ্নি হইতে ভয় ছিল না এবং বৃদ্ধ পুরুষেরা বালকদিগের প্রেতক্রিয়া করিত না ॥ ১৪৪

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিত, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি অনুভাব দোষণ করিয়া তাহার অনুগামী ছিল এবং শূদ্রগণ নিজেদের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিত। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হইত না এবং পতিও নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিত না ॥১৪৫

সেই সময় সম্পূর্ণ জগৎ নিরুপদ্রব ছিল। পৃথিবী দস্যুহীন হইয়া গিয়াছিল। রামই একমাত্র সকলের ভরণকর্তা ছিলেন এবং রামই সকলের পালনকর্তা রক্ষক ছিলেন ॥ ১৪৬

শ্রীরামের রাজ্যশাসনকালে মনুষ্যগণের আয়ু হাজার বৎসর ছিল। তাহারা সহস্র পুত্রের পিতা ছিল এবং সকল প্রাণীই রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৪৭

শ্রীরামের রাজত্বকালে পৃথিবীতে দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণের সর্বত্র সমাগম হইত ॥ ১৪৮

শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে 'ইনিই পরমতত্ত্ব' এরূপ দৃঢ় আস্থা-পোষণকারী পুরাণজ্ঞ পুরুষগণ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাসমূহ গান করিতেন, যে সব গাথা সেই পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীরামের মাহাত্ম্য সূচিত করিত ॥ ১৪৯

শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণ শ্যাম ছিল, তিনি যুবক, লোহিতলোচন, প্রদীপ্তবদন, মিতভাষী, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর মুখশোভিত এবং সিংহের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল স্কন্ধযুক্ত ছিলেন। মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র (এগার হাজার) বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ১৫০-১৫১

মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে সদা ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদের ঘোষ (বেদের সস্বরপাঠধ্বনি) শুনা যাইত এবং ধনুষ্টঙ্কারের টঙ্কারধ্বনিও অভিঘোষের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যাইত ॥ ১৫২

সত্ত্ববান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
অতি চন্দ্রক সূর্যাক্ষ রামো দাশরথির্বভৌ ॥ ১৪৩
ঈজে ক্রতুশতৈঃ পূর্ণৈঃ সমাপ্তবর-দক্ষিণৈঃ
হিত্বায়োধ্যাং দিবং যাতো ব্রহ্মবঃ সমরাবলঃ ॥ ১৪৪
এবমেষ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ,
রাবণং সগণং হত্বা বিবেশাচক্রমে প্রভুঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অপরঃ কেশবস্যায়ং প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
বিখ্যাতো মাথুরে কল্পে সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥ ১৪৬
যত্র শাল্বক দৈল্বক দ্বিবিদং কংসমেব চ
অরিষ্টমসুরং কেশিং পূতনাং দৈত্যদারিকাম্ ॥ ১৪৭
নাগং কুবলয়াপীড়ং চাণূরং মুষ্টিকং তথা।
দৈত্যান্ নানাবলোপেতান্ সূদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ১৪৮
ছিন্নং বাহুসহস্রঞ্চ বাণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
নরকঞ্চ হতং সংখ্যে যবনঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১৪৯
সন্তানি চ মহীপানাং সর্ব্বরত্নানি তেজসা।
চরাচরাংশ্চ নিহতান্ পার্থিবাংশ্চ মহীতলে ॥ ১৫০
নবমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ।
বেদব্যাসস্তথা জজ্ঞে জাতুকর্ণ্যপুরঃসরঃ ॥ ১৫১
একো বেদশ্চতুর্ধা তু কৃতস্তেন মহাত্মনা।
জনিতো ভারতো বংশঃ সত্যবত্যাঃ সুতেন চ ॥ ১৫২
এতে লোকহিতার্থায় প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ
অতীতাঃ কথিতা রাজন্ কথান্তে চাপ্যনাগতাঃ ॥ ১৫৩
কল্কিবিষ্ণুযশা নাম শম্ভলে গ্রামকে দ্বিজঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় ভূয়শ্চোৎপৎস্যতে প্রভুঃ ॥ ১৫৪
দশনে ভাবসম্পন্নো যাজ্ঞবল্ক্যপুরঃসরঃ।
কৃপয়িত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ ভাবিনার্থেন চোদিতান্ ॥ ১৫৫

দশরথনন্দন শ্রীরাম সত্ত্ববান্ (ধৈর্য্য ও স্থায়ীর্য্যশালী) এবং সর্ব্বগুণবান্ ছিলেন বলিয়া স্বীয় তেজে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকিতেন। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতেও তিনি অধিক শোভা পাইতেন। ১৪৩

শ্রীরঘুনাথ পর্য্যন্ত ও উত্তম দক্ষিণাযুক্ত শতসংখ্যক পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অন্তে তিনি অযোধ্যার বিশাল জনসমুদায়ের সহিত নিজের পুরী ত্যাগ করিয়া সাকেত-ধামে গমন করিয়াছিলেন। ১৪৫

এইভাবে ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দবর্দ্ধক মহাবাহু শ্রীরাম বলবল সহ রাবণকে সংহার করিয়া নিজের পরম ধামে গমন করিয়াছেন। ১৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(জনমেজয়!) ইহার পর পরমাত্মা ভগবান্ কেশবের 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক অবতার বিখ্যাত মাথুর-কল্পে (মথুরামণ্ডলে) হইয়াছিল। শ্রীভগবানের এই অবতার সম্পূর্ণ লোকসমূহের হিতের জন্য হইয়াছিল। ১৪৬

এই অবতারে মহাপরাক্রমশালী শ্রীহরি শাল্ব, দ্বৈল্ব, দ্বিবিদ, কংস, অরিষ্ট, অসুর, কেশী, দৈত্যকন্যা পূতনা, কুবলয়াপীড়নামক হস্তী, চাণূর ও মুষ্টিকাদি নানাবলদেবধারী দৈত্যবিগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ১৪৭-১৪৮

ইহার অতিরিক্ত তিনি অদ্ভুতকর্ম্মকারী বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন, যুদ্ধে নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং মহাবল কালযবনকে ভস্মীভূত করাইয়াছিলেন। ১৪৯

কেবল ইহাই নহে, তিনি স্বীয় তেজে সমস্ত ভূপতিগণের সকল রত্ন সবলে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূতলে চরাচর রাজাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ১৫০

(এই অধ্যায়ে সাত অবতারের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে মৎস্য ও বুদ্ধ অবতারকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নবম অবতার বুঝিতে হইবে।) অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর এই শ্রীকৃষ্ণনামক নবম অবতার হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার দশম অবতারও হইয়াছিল, তিনি জাতুকর্ণের সহিত আবির্ভূত হন। এই অবতার 'বেদব্যাস' নামে প্রসিদ্ধ। ১৫১

এই সত্যবতীপুত্র মহাত্মা ব্যাসদেব এক বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং ইনিই ভরতবংশের সূত্র পরম্পরাকে পুনঃ প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১৫২

রাজন্! সমস্ত লোকসকলের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ পরমাত্মা শ্রীহরির যে এই দশ অবতার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা এস্থলে কথিত হইল। এখন তাঁহার ভবিষ্যৎকালে যে সব অবতার হইবে, তাহাদের কথা বলিতেছি। ১৫৩

(ভাবী অবতারসকলের মধ্যে প্রথমে 'বুদ্ধের' আবির্ভাব হইবে।) ইহার পর বিষ্ণুযশা নামে প্রসিদ্ধ কল্কি অবতার হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু শম্ভলনামক গ্রামে সম্পূর্ণ জগতের হিতের জন্য পুনরায় এক ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইবেন। ১৫৪

পূর্ব্বোক্ত দশম অবতারের সময় অতিবাহিত হইলে পর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে সঙ্গে লইয়া এই ভবিষ্যৎকালের অবতার ভাবী প্রয়োজন (দুষ্টগণের সংহার ও ধর্ম্মের স্থাপন) সিদ্ধ করিতে

গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্স্যতি সানুগঃ।
ততঃ কুলে বাভীতে তু সামাত্যো মহসৈনিকে ॥ ১৬৬
নৃপেষ্বথ প্রনষ্টেষু তদা স্বপ্রপ্রয়াঃ প্রজাঃ।
রক্ষণে বিনিবৃত্তে চ হত্বা চান্যোন্যমাহবে ॥ ১৬৭
পরস্পরকৃতত্বাশ্চ নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ।
এবং কষ্টমনুপ্রাপ্তাঃ কলিসন্ধ্যাংশকে তদা ॥
প্রজাঃ ক্ষয়ং প্রযাস্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন হ ॥ ১৬৮
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিংস্ততঃ কৃতযুগং পুনঃ।
প্রপৎস্যতে যথান্যায়ং স্বভাবাদেব নান্যথা ॥ ১৬৯
এতে চান্যে চ বহবো দিব্যা দেবগুণৈর্যুতাঃ।
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৭০
যত্র দেবাশ্চ মুহ্যন্তি প্রাদুর্ভাবানুকীর্তনে।
পুরাণং বর্ত্ততে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্ ॥ ১৭১
এতদ্বৃত্তোদ্দেশমাত্রেণ প্রাদুর্ভাবানুকীর্তনম্।
কীর্ত্তিতং কীর্ত্তনীয়স্য সর্ব্বলোকগুরোঃ প্রভোঃ ॥ ১৭২
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনাৎ।
বিষ্ণোরতুলবীর্য্যস্য যঃ শৃণোতি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭৩
এতাস্তু যোগেশ্বরযোগমায়াঃ
শ্রুত্বা নরো মুচ্যতি সর্ব্বপাপৈঃ।
ভক্তিং সমৃদ্ধিং বিপুলাংশ্চ ভোগান্
প্রাপ্নোতি সর্ব্বং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ১৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি প্রাদুর্ভাবানুসংগ্রহো নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

শক্তিসম্পন্ন হইবে। ভগবান্ কল্কি ভবিতব্যতার প্রেরিত হইয়া অধর্মপরায়ণ সমস্ত পাষণ্ডাচারীকে সংহার করত নিজের অনুগামী মনুষ্যগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশে নিজের অবতার-কার্য্য সমাপ্ত করিবেন। ১৬৫।

তদনন্তর মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সহিত রাজবংশ বিনষ্ট হইয়া যাইলে পর যখন কোনও শাসক নরপতি থাকিবেন না, তখন সমস্ত প্রজারা নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে। ১৬৬।

রক্ষার রাজকীয় ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া যাইলে পর সকল মানুষ পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে পরস্পরকে বিনাশ করিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। পরস্পর পরস্পরের ধন অপহরণ করিতে থাকিয়া সকলেই অসহায় ও অত্যন্ত দুঃখভাগী হইবে। ১৬৭।

সেই সময় কলিযুগের সন্ধ্যাংশ অতীত হইবে; এই সময়ে এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়া সমস্ত প্রজারা কলিযুগের সহিতই নষ্ট হইয়া যাইবে। ১৬৮

কলিযুগ সমাপ্ত হইলে পর পুনরায় স্বভাবতই সত্যযুগের যথোচিতরূপে প্রবৃত্তি হইবে, অন্য কোনও প্রকারে নহে। ১৬৯

রাজন্! এই সব ও আরও শ্রীভগবানের বহু দিব্য অবতার হইয়াছে, যাহা দেবোচিত গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পুরাণসমূহে ইহাদের গান করিয়াছেন। ১৭০

ভগবানের এই সব অবতারের কথা বর্ণনা করিতে দেবগণও মোহিত হইয়া যান—এ বিষয়ে পুরাণই প্রমাণ, যাহাতে বৈদিক শ্রুতিসমূহেরও সমর্থন আছে। ১৭১

সম্পূর্ণ লোকসমূহের গুরু, কীর্তন করিবার যোগ্য এবং সর্ব-শক্তিমান্ শ্রীভগবানের অবতারসকলের এই বর্ণন সংক্ষেপেই করা হইয়াছে। ১৭২

অতুলনীয় শক্তিশালী ভগবান্ বিষ্ণুর অবতারসকলের বারংবার চর্চা করিলে পিতৃগণ প্রসন্ন হন। যে মানুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাদরের সহিত এই সব অবতারের কথা শ্রবণ করে, তাহার পিতৃগণও অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন। ১৭৩

যে মানুষ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত অবতারসকলের এই লীলাকথা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং ভগবানের কৃপায় সে ভক্তি, সমৃদ্ধি ও প্রভূত ভোগরাশি—এ সব কিছুই লাভ করিয়া থাকে। ১৭৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে অবতার-সকলের সংগ্রহনামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ভগবতো বিষ্ণোরীশ্বরত্ববর্ণনম্, অদ্ভুত-তারকাময়সংগ্রামকথনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিশ্বত্বং শৃণু মে বিষ্ণোর্হরিত্বঞ্চ কৃতে যুগে।
বৈকুণ্ঠত্বঞ্চ দেবেষু কৃষ্ণত্বং মানুষেষু চ ॥ ১

ঈশ্বরত্বঞ্চ ভূতানাং গহনাং কর্ম্মণাং গতিম্।
সম্প্রত্যতীতাং ভাব্যাঞ্চ শৃণু রাজন্ যথাতথম্ ॥ ২

অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো যত্রৈব ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হ্যনন্তাত্মা প্রভবোঽব্যয় এব চ ॥ ৩

এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ কৃতে যুগে।
ব্রহ্মা শক্রশ্চ সোমশ্চ ধর্ম্মঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ।
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাত ইন্দ্রাবরজ উচ্যতে ॥ ৫

প্রসাদজং হ্যসা বিভোরদিত্যাঃ পুত্রজন্ম তৎ।
বধার্থং সুরশত্রূণাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ৬

প্রধানাত্মা পুরা হ্যেষ ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ।
সোঽসৃজৎ পূর্ব্বপুরুষঃ পুরা কল্পে প্রজাপতীন্ ॥ ৭

তে তমানম্রুস্তত্র ব্রহ্মবংশানুবর্দ্ধনান্।
তেভ্যোঽভবন্মহাত্মভ্যো বহুধা ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৮

এতদাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্।
কীর্ত্তনীয়স্য লোকেষু কীর্ত্যমানং নিবোধ মে ॥ ৯

বৃত্তে বৃত্রবধে তাত বর্ত্তমানে কৃতে যুগে
আসীৎ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥ ১০

তত্রাসন্ দানবা ঘোরাঃ সর্ব্বে সংগ্রামদর্পিতাঃ।
ঘ্নন্তি দেবগণান্ সর্ব্বান্ সযক্ষোরগ-রাক্ষসান্ ॥ ১১

তে বধ্যমানা বিমুখাঃ ক্ষীণপ্রহরণা রণে।
ত্রাতারং মনসা জগ্মুর্দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ১২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভগবান বিষ্ণুর ঈশ্বরত্ব বর্ণন ও অদ্ভুত তারকাময় সংগ্রাম কথন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এখন তুমি আমার নিকট হইতে সত্যযুগে বিষ্ণুর বিশ্বত্ব (তাঁহার অভয়দায়ক আশ্বাসক রূপ), হরিত্ব (পাপহারী রূপ), দেবগণের মধ্যে ভগবানের বৈকুণ্ঠত্ব (সর্ব্বসামর্থ্য), পুরুষসকলের মধ্যে কৃষ্ণত্ব (সচ্চিদানন্দরূপ), তাঁহার ঈশ্বরত্ব (দণ্ড-দান ও কৃপা করিবার সামর্থ্য) এবং তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কর্ম্মসমূহের (লীলাসমূহের) গহন গতি (দুর্বোধ্য স্বরূপ) যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ১-২

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু অব্যক্ত হইলেও (অবতারবিগ্রহ ধারণ করিবার সময়) নিজের মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। তিনি নারায়ণ, অনন্তস্বরূপ, সকলের উৎপত্তি স্থান এবং অব্যয় (অবিনাশী)। ৩

সত্যযুগে ইনি নারায়ণরূপ হইয়া হরি অর্থাৎ মোক্ষদায়ক হইয়াছেন এবং ইনিই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, ধর্ম্ম, শুক্র ও বৃহস্পতির রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ৪

তাহার পর এই যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানই অদিতির পুত্র হইয়া বিষ্ণুনামে খ্যাত হন। এই জন্যে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন। ৫

দেবতাদিগের শত্রু দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিদেবীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হন; ইহা সেই বিভুর প্রসাদ (বরদান)-রূপ জন্ম ছিল। ৬

সৃষ্টির আদিতে এই প্রধানাত্মা—প্রকৃতির সঞ্চালক প্রভুই ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং এই পুরাণপুরুষই পূর্ব্ব কল্পে (মরীচ্যাদি) প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৭

এই প্রজাপতিগণ (কশ্যপাদি রূপে) নিজেদের স্বরূপ বিস্তার করত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবংশ (ঘোর) সৃষ্টি করেন। এই মহাত্মাগণ হইতে সনাতন বেদ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া যান। ৮

সমস্ত লোকসমূহে কীর্ত্তনীয় আশ্চর্য্যময় বিষ্ণুর এই (বেদরূপ) নামকীর্ত্তনের উল্লেখ আমি এখনে করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৯

তাত! বর্ত্তমান সত্যযুগে বৃত্রাসুরের বধ সংঘটিত হইলে পর ত্রিভুবনের মধ্যে প্রসিদ্ধ তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল। ১০

সেই সময় সকল দানবই সংগ্রামে দর্পপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর ছিল। তাহারা যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পগণের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে অস্ত্রপ্রহার করিতে লাগিল। ১১

প্রহৃত হইতে হইতে যখন তাঁহাদের (দেবতাদের) অস্ত্র ক্ষীণ হইয়া যাইল, তখন তাঁহারা যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন এবং সকলকে রক্ষাকারী নারায়ণ শ্রীহরির মনে মনে শরণ গ্রহণ করিলেন। ১২

এতস্মিন্নন্তরে মেঘা নির্ব্বাপাঙ্গারবর্ষিণঃ।
সার্কচন্দ্রগ্রহগণাঃ ছাদয়ন্তো নভস্তলম্ ॥ ১৩
চঞ্চদ্বিদ্যুদ্গণাবিদ্ধা ঘোরা নির্হ্রাদকারিণঃ।
অন্যোন্যবেগাভিহতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ সপ্ত মারুতাঃ ॥ ১৪
দীপ্ততোয়াশনীপাতৈর্বজ্রবেগানিলাকুলৈঃ।
বরাস ঘোরৈরুৎপাতৈর্হ্লাদমাননিবাহবম্ ॥ ১৫
পেতুরুল্কাসহস্রাণি মুহুরাকাশগাঙ্গপি।
স্থানানি চ বিমানানি প্রপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ১৬
চতুর্যুগান্তপর্য্যায়ে লোকানাং যদ্ ভয়ং ভবেৎ
তাদৃশান্যেব রূপাণি তস্মিন্নুৎপাতলক্ষণে ॥ ১৭
তমসা নিষ্প্রভং সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তা ন রেজুশ্চ দিশো দশ ॥ ১৮
নিশেব রূপিণী কালী কালমেঘাবগুণ্ঠিতা।
স্তৌর্ন ভাত্যভিভূতার্কা ঘোরেণ তমসা বৃতা ॥ ১৯

ইহার মধ্যে মেঘসকল তপ্ত লোহতুল্য নিষ্বাহীন অঙ্গার-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন এই মেঘমণ্ডল চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণসহ সম্পূর্ণ আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল ॥ ১৩

বিস্ফুরিত বিদ্যুৎসমূহে পরিব্যাপ্ত এই ভয়ঙ্কর মেঘমণ্ডল অতি বেগে গর্জ্জন ও পরস্পর পরস্পরকে বেগে আঘাত করিতে লাগিল; কারণ, সেই সময় আবর্ত্ত-প্রবহাদি সপ্তবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ১৪

তপ্ত জল ও বিদ্যুৎপাত এবং বজ্রতুল্য বেগশালী বায়ুর প্রবাহাদি ভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে আকাশ ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১৫

সেই সময় সহস্র উল্কা পতিত হইতেছিল এবং পুনরায় সেই সব উল্কা আকাশে উঠিয়া যাইতেছিল। বিমানসকল নীচের দিকে মুখ করিয়া পতিত হইতেছিল এবং উল্টাইয়া গিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল ॥ ১৬

সহস্র চতুর্যুগের শেষে সম্ভাব্য প্রলয়ের সময় লোকসমূহের যে ভয় উপস্থিত হয়, এই সব উৎপাতের সময়েও সেই ঠিকই দেখা যাইতে লাগিল ॥ ১৭

সব কিছুই (সম্পূর্ণ জগৎ সংসার) অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া আভায় প্রভাহীন হইয়া পড়িল এবং তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। অন্ধকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া দশ দিকের কোন কিছুই জানা যাইতেছিল না ॥ ১৮

যেরূপ কাল-মেঘে আচ্ছাদিতা অমাবস্যার রাত্রি মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রখর অন্ধকারে সূর্য্য তিরোহিত হইয়া

তান্ ঘনৌঘান্ সতিমিরান্ সোর্দ্ধ্বমুৎক্ষিপ্য স প্রভুঃ।
বপুঃ সন্দর্শয়ামাস দিবাং কৃষ্ণবপুর্হরিঃ ॥ ২০
বলাহকাঞ্জনিভং বলাহকতনুরুহম্
তেজসা বপুষা চৈব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণমিবাচলম্ ॥ ২১
পীতপীতাম্বরধরং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
ধূমান্ধকারবপুষা যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥ ২২
চতুর্ব্বিগুণপীনাংসং বলাকাপঙ্‌ক্তিভূষণম্
চামীকর-করাকারৈরায়ুধৈরুপশোভিতম্ ॥ ২৩
চন্দ্রার্কিকরণোদ্যোতং গিরিকূটং শিলোচ্চয়ম্।
নন্দকানন্দিতকরং শরাশীবিষধারিণম্ ॥ ২৪
শক্তিচিত্রং হলোদগ্রং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
বিষ্ণুশৈলং ক্ষমামূলং শ্রীবৃক্ষং শার্ঙ্গধন্বিনম্ ॥ ২৫
হর্য্যশ্বরথসংযুক্তে সুপর্ণধ্বজশোভিতে।
চন্দ্রার্কচক্রুরুচিরে নন্দরাক্ষসুতান্তরে ॥ ২৬

যাইলে পর ঘোর অন্ধকারে আবৃত আকাশ প্রকাশিত রহিল না অর্থাৎ আকাশ আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৯

সেই সময় শ্যামবর্ণ ভগবান শ্রীহরি নিজের দুই বাহুর দ্বারা অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত মেঘমণ্ডলকে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্বীয় দিব্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইলেন ॥ ২০

ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘ ও অঞ্জন (কজ্জল)-তুল্য ছিল। তাঁহার কেশরাশিও মেঘসদৃশ কাল ছিল। তাঁহার শরীর ও কালপর্ব্বতের সমান কৃষ্ণবর্ণই ছিল, পরন্তু তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণের তেজও (জ্যোতিও) নির্গত হইতেছিল। তিনি দেদীপ্যমান পীতবর্ণের বস্ত্র পরিহিত ছিলেন এবং তপ্ত সুবর্ণের আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি এরূপ প্রতীত হইতেছিলেন যে, যেন যুগতুল্য অন্ধকারময় শরীরে আবেষ্টিত হইয়া প্রলয়কালের অগ্নি প্রকটিত হইয়াছে। তিনি সেই সময় (অষ্ট বাহুসমন্বিত থাকায়) মাংসল অষ্টবাহুমূলে সুশোভিত ছিলেন। দীপ্যমান বহুবিধ আভরণে যুক্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহের এরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ বকপঙ্‌ক্তিতে বিভূষিত মেঘ শোভা পায়। তিনি সুবর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তিযুক্ত অস্ত্র-সমূহে সুশোভিত এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণমালিতে উদ্ভাসিত পর্ব্বততুল্য অচল ছিলেন। তাঁহার কটিপ্রদেশে মনঃশিলার সমান পীতবর্ণের নীবীবন্ধ (বা নারা) আবদ্ধ ছিল। তাঁহার এক হস্তে নন্দকনামক খড়্গের শোভিত ছিল এবং অন্য হস্তে দর্পাকার বাণ ধৃত ছিল। শক্তির দ্বারা তাঁহার বিচিত্র শোভা হইতেছিল। তৃতীয় হস্তে হল ধারণ করিয়া থাকায় তিনি

অনন্তরশ্মিসংযুক্তে দদৃশে মেরুকূবরে
তারকাচিত্রকুসুমে গ্রহ-নক্ষত্রবন্ধুরে ॥ ২৭
তয়েদ্যতয়ং ব্যোম্নি দেবা দৈতাপরাজিতাঃ।
সমুপস্তে স্থিতঃ দেবঃ শিবালোকময়ে রথে ॥ ২৮
তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
জয়শব্দং পুরস্কৃত্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥ ২৯
স তেষাং তা গিরঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্দত্তাভয়ঃ সুরঃ।
মনশ্চক্রে বিনাশায় দানবানাং মহাযুধে ॥ ৩০
আকাশে তু স্থিতো বিষ্ণুঃ সোত্তমে পুরুষোত্তমঃ।
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ সপ্রতিজ্ঞমিদং বচঃ ॥ ৩১
শান্তিং ভজত ভদ্রং বো মা ভৈষ্ট মরুতাং গণাঃ।
জিতা বো দানবাঃ সর্বে ত্রৈলোক্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩২
তে তস্য সত্যসঙ্কল্প বিষ্ণোর্বৈ কোনতোষিতাঃ।
দেবাঃ প্রীতিং পরাং জগ্মুঃ প্রাপ্তোবাহুতমুত্তমম ॥ ৩৩
ততস্তনঃ সংস্থিয়তে বিনেদুশ্চ বলাহকাঃ
প্রববুশ্চ শিবা বাতাঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ ॥ ৩৪
সুপ্রভাণি চ জ্যোতীংষি চক্রুঃ চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্
দীপ্তিমন্তি চ সৈন্যানি চক্রুরর্কঃ প্রদক্ষিণম ॥ ৩৫
ন বিগ্রহং গ্রহাশ্চক্রুঃ প্রসন্নাশ্চাপি সিন্ধবঃ
নীরজস্কা বসুর্নাগা নাকমার্গাশ্চয়স্তয়ঃ ॥ ৩৬
যথার্থমূহঃ সরিতো নাপি চুক্ষুভিরেঽর্ণবাঃ।
আদন্ শুভানীন্দ্রিয়াণি নরাণামসুরাস্ত্রয় ॥ ৩৭
মহর্ষয়ো বীতশোকা বেদানুচ্চৈরগায়ন্ত।
যজ্ঞেষু চ হবিঃ স্বাদু শিবমশ্নাতি পাবকঃ ॥ ৩৮

অতিশয় উচ্চ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। অন্য তিন হস্তে তিনি শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য এক হস্তে দৃঢ় নির্মিত শার্ঙ্গধনু ধৃত ছিল। ভগবান্ বিষ্ণু এক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার সকল অঙ্গের যে শ্রী, তাহাই বৃক্ষস্থানীয় ছিল। মেরুপর্ব্বতের মূলভাগ ক্ষমাতে (পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ শ্রীহরিকে প্রাপ্তির মূলও ক্ষমাভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভয়ের সময় অভয়দানকারী পর্ব্বতসদৃশ অটল ভগবান্ বিষ্ণুকে দৈত্যদের দ্বারা পরাজিত দেবগণ আকাশের মধ্যভাগে দিবালোকময় রথে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন। সেই রথে হরিতবর্ণের অশ্ববোজিত ছিল এবং উহা গরুড়-ধ্বজে সুশোভিত ছিল। চন্দ্রসূর্য্যরূপী চক্রে এই রথ সুন্দর দেখাইতেছিল। এই রথের মধ্যভাগের অংশকে মন্দরাচলরূপী ধুর ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভগবান্ নেমিই উহার রশ্মি (লাগাম)-রূপে নির্ম্মিত ছিলেন। মেরুপর্ব্বত এই রথের কূবর (অগ্রভাগ) ছিল। তারাসকল এই রথে নানাবর্ণের পুষ্পরূপে সজ্জিত ছিল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ তাহার বন্ধুর (বন্ধনাংশবিশেষ) ছিল। ২১-২৮

সেই সময় ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার জয়-জয়কার শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই শরণদাতা ভগবান্ শ্রীহরির শরণগ্রহণ করিলেন। ২৯

বিষ্ণুর দেবগণ প্রিয় ছিলেন, সেইজন্য তিনি তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযুদ্ধে দানবদিগকে বধ করিবার জন্য মন স্থির করিলেন। ৩০

উত্তম আকাশে বিরাজমান থাকিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবগণকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ৩১

দেবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। এখন তোমরা শান্ত হইয়া থাক, ভীত হইও না। আমার দ্বারা সমস্ত দানবেরা জিত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর এবং তোমরা এই ত্রিলোকের রাজ্য নিজেদের মোদেই উহা অধিকার কর। ৩২

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুর বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া দেবগণ অত্যধিক তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষীরসাগর হইতে উত্থিত অমৃত যেন লাভ হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ৩৩

সেই সময় অন্ধকার বিলীন হইয়া যাইল, মেঘ ভিরোহিত হইল, সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দশ দিক্ নির্ম্মল হইয়া উঠিল। ৩৪

সুন্দর প্রভামণ্ডিত নক্ষত্রসকল চন্দ্রকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং প্রকাশমান গ্রহসকল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ৩৫

গ্রহগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করা বন্ধ করিয়া দিল। নদীর জল নির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং দেবযান, পিতৃযান ও মোক্ষমার্গ—এই তিন মার্গও রজোহীন (ধূলি বা রজোগুণরহিত) হইয়া যাইল। ৩৬

নদীসকল যথাযথভাবে বহিয়া যাইতে লাগিল, সমুদ্রসকল আর বিক্ষুব্ধ হইল না এবং মনুষ্যগণের মনে ইন্দ্রিয়বর্গকে শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। ৩৭

মহর্ষিগণ শোকরহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অগ্নিদেবও সমস্ত যজ্ঞে পবিত্র ও স্বাদু হবিঃ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৮

প্রবৃত্তধর্ম্মাঃ সংবৃত্তা লোকা মুদিতমানসাঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তা দেবদেবস্য ভূপতে॥
বিষ্ণোঃ সত্যপ্রতিজ্ঞস্য শ্রুত্বারিনিধনে গিরম্॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি আশ্চর্য্যতারকাময়ে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২

ভূপাল জনমেজয়! সত্যপ্রতিজ্ঞ দেবপূজ্য ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা কৃত শত্রুনাশের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করত সমস্ত প্রাণীই নিজ নিজ মনে প্রসন্ন হইয়া পরম প্রীতি সহকারে যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে আশ্চর্য্য তারকাময়-সংগ্রামবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবৈঃ সহ যুদ্ধং কর্ত্তুমুদ্যতানাং দৈত্যসৈন্যানাং বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ভয়ং বিষ্ণুময়ং শ্রুত্বা দৈত্যেন্দ্র-দানবাঃ।
উদ্যোগং বিপুলং চক্রুর্যুদ্ধায় মুদি দুর্জ্জয়াঃ॥ ১
ময়স্তু কাঞ্চনময়ং ত্রিনম্বাস্তরবায়ম্।
চতুশ্চক্রং বিক্রমজ্ঞং শুক্লস্তিতমহায়ুধম্॥ ২
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং দীপিচর্ম্মপরিষ্কৃতম্।
খচিতং রত্নজালৈশ্চ হেমজালৈশ্চ ভূষিতম্॥ ৩
যুক্তং রথবরোদগ্রং সুপস্থানমগোপমম্
ঈহামৃগগণাকীর্ণং পক্ষিভিশ্চ বিরাজিতম্॥
দিব্যাস্ত্রতূণীরবরং পয়োধরনিনাদিতম্॥ ৪
গদা-পরিঘসম্পূর্ণং মূর্ত্তিমন্তমিবার্ণবম্।
হেমকেয়ূরবলয়ং স্বর্ণনিষ্কলকূবরম্॥ ৫
সপতাক-ধ্বজোদগ্রং সাদিতামিব মন্দরম্
গজেন্দ্রাম্বোদসদৃশং লম্বকেসরবর্চসম্॥ ৬
যুক্তমৃক্ষসহস্রেণ সহস্রাস্যমনাদিতম্।
দীপ্তমাকাশগং দিব্যং রথং পরপুরাঞ্জয়ম্॥ ৭
অধ্যতিষ্ঠদ্ রণাকাঙ্ক্ষী মেরুং দীপ্তমিবাংশুমান্
তারস্তু ক্রোশবিস্তারমায়সং বায়সধ্বজম্॥ ৮
শৈলোৎকরসমাকীর্ণং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
কাললোহাষ্টচরণং লোহেষাযুগকূবরম্॥
তিমিরাঙ্গারকিরণং গর্জ্জন্তমিব তোয়দম্
লোহজালেন মহতা সগবাক্ষেণ সংবৃতম্।
আয়ুধৈঃ পরিঘৈঃ কীর্ণং ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ॥ ১০

অক্ষযুক্ত রথশ্রেষ্ঠ উদ্যত, উপবেশনস্থান অতীব সুন্দর, অতুলনীয়, পর্ব্বততুল্য, নানাবিধ জীব জন্তু পক্ষি প্রভৃতির চিত্রযুক্ত, দিব্য অস্ত্র ও তূণীরযুক্ত মেঘতুল্য গম্ভীরধ্বনি, গদা-পরিঘের দ্বারা পরিপূর্ণ মূর্ত্তিমান্ সমুদ্রের ন্যায়, স্বর্ণনির্ম্মিত কেয়ূর বলয় শোভিত, স্বর্ণকূবরবিশিষ্ট, পতাকাধ্বজের দ্বারা উদ্যত, সূর্য্যযুক্ত মন্দর পর্ব্বতসদৃশ, গজেন্দ্র ও মেঘের তুল্য, মনে হয় যেন সহস্র ভল্লুক উপস্থিত হইয়াছে। সহস্র মেঘের মত গর্জ্জনবিশিষ্ট ঐ রথ উজ্জ্বল দিবা আকাশস্থিত। শত্রুরথের বিনাশকারী ঐ রথে সূর্য্যের মত যুদ্ধার্থী মহাদানব উপবিষ্ট হইল। তার নামক দানব লোহনির্ম্মিত, বায়সধ্বজ বিশিষ্ট, একক্রোশ বিস্তৃত, শিলাখণ্ড পরিপূর্ণ, নীল অঞ্জনসমূহতুল্য, কৃষ্ণবর্ণ লোহনির্ম্মিত অষ্ট চক্রযুক্ত, লোহময় ঈষা-যুগ-কূবরবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার-তুল্য গবাক্ষের দ্বারা শোভিত, লোহনির্ম্মিত পরিঘ ও ক্ষেপণযোগ্য প্রস্তরসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বহুসংখ্যক বিস্তৃত প্রাস, পাশ

প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ বিততৈরসংখ্যেশ্চ মুদ্গরৈঃ।
শোভিতং ত্রাসনীয়ৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥ ১১
উত্তস্তং দ্বিষতাং হেতোর্দ্বিতীয়মিব মন্দরম্।
যুক্তং খরসহস্রেণ সোঽধ্যারোহদ্ রথোত্তমম্ ॥ ১২
বিরোচনস্তু সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরবস্থিতঃ
প্রমুখে তস্য দৈত্যস্য দীপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১৩
যুক্তং হয়সহস্রেণ হরগ্রীবস্য দানবঃ।
স্যন্দনং বাহয়ামাস সপক্ষানীকমর্দনঃ
ব্যায়তং বহুসাহস্রং ধনুর্বিস্ফারয়ন্ মহৎ।
বরাহঃ প্রমুখে তস্থৌ সাবরোহ ইবাচলঃ। ১৫
খরস্তু বিক্ষরন্ দর্পান্নেত্রাভ্যাং রোষজং জলম্
স্খলদ্ভস্ত্রৌষ্ঠবদনঃ সংগ্রামং সোঽভ্যকাঙ্ক্ষত। ১৬
ত্বষ্টা ত্বষ্টারশহয়ং যানমাস্থায় দানবঃ।
ব্যূহিতো দানবৈর্ব্যূহৈঃ পরিচক্রাম বীর্যবান্ ॥ ১৭
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ।
শ্বেতশৈলপ্রতীকাশো যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮
অরিষ্টো বলিপুত্রস্তু বরিষ্ঠোঽদ্রি-শিলায়ুধৈঃ।
যুদ্ধায়াতিষ্ঠদায়ত্তো বরাহবর ইবাপরঃ ॥ ১৯
কিশোরস্মৃতিসংহর্ষাৎ কিশোর ইব চোদিতঃ।
অভবদ্ দৈত্যসৈন্যস্য মধ্যে রবিরিবোদিতঃ ॥ ২০
লম্বস্তু লম্বমেঘাভঃ প্রলম্বাহরভূষণঃ
দৈত্যব্যূহগতো ভাতি সমীহার ইবাংশুমান্ ॥ ২১
স্বর্ভানুর্বক্রযোধী তু দশনৌষ্ঠক্ষণায়ুধঃ।
হসংস্তিষ্ঠতি দৈত্যানাং প্রমুখে স মহাগ্রহঃ ॥ ২২
অন্যে হয়গতা ভান্তি ন গজস্কন্ধগতাঃ পরে
সিংহ-ব্যাঘ্রগতা শ্চান্যে বরাহর্ক্ষগতাঃ পরে ॥ ২৩
কেচিৎ খরোষ্ট্রযাতারঃ কেচিৎ ক্রোঞ্চবাহনাঃ
নানাপক্ষিগতাশ্চান্যে কেচিৎ পবনবাহনাঃ ॥ ২৪

যুদ্ধসজ্জা, ভয়জনক তোমর ও পরশুসমূহের দ্বারা শোভিত, শত্রুগণের জন্য উদিত দ্বিতীয় মন্দরসদৃশ, সহস্রগর্দভযোজিত উত্তম রথে আরোহণ করিল। ২-১২

অতীব ক্রুদ্ধ বিরোচন গদাধারণপূর্বক সৈন্যগণের সম্মুখে উন্নতশৃঙ্গ পর্বতের মত অবস্থান করিতে লাগিল। ১৩

শত্রুসৈন্যমর্দনকারী হরগ্রীবনামক দানব সহস্র অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক নিজেকে যুদ্ধস্থলের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। ১৪

বরাহনামক দানব বহু সহস্র হস্তপরিমিত বিশাল ধনুতে টঙ্কার দিতে দিতে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় যুদ্ধস্থলের অগ্রভাগে অবস্থিত রহিল। ১৫

খরনামক দানব দর্পবশতঃ নিজ নয়ন হইতে কোপোৎপন্ন অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ কামনা করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহার ওষ্ঠ, দন্ত ও বদন স্ফুরিত হইতেছিল। ১৬

ত্বষ্টানামক বীর্যবান্ দানব অষ্টাদশ অশ্বযোজিত রথে উপবেশন করিয়া এবং ব্যূহরচনার দ্বারা অবস্থিত দানবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১৭

বিপ্রচিত্তির পুত্র শ্বেত নামক দানব শ্বেতবর্ণ কুণ্ডলের দ্বারা ভূষিত হইয়া কৈলাস পর্বতের ন্যায় যুদ্ধের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইল। ১৮

বলির পুত্র অরিষ্ট দানব অরিষ্ট পর্বতীয় শিলাকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে যুদ্ধের জন্য দাঁড়াইল। ১৯

কিশোর নামক দানব উত্তেজিত কিশোর সিংহের মত অতিগর্ববশতঃ দৈত্যসৈন্যের মধ্যে সূর্যের ন্যায় উদিত হইল। ২০

অমিত মেঘসদৃশ দীর্ঘবসন-কৃষ্ণশোভিত লম্বনামক দানব দৈত্যব্যূহ মধ্যস্থ হইয়া নীহারাবৃত সূর্যের ন্যায় শোভিত হইল। ২১

রক্তকেতু মহাগ্রহ রাহু দানব দন্ত, ওষ্ঠ ও চক্ষুকে অস্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া হাসিতে হাসিতে দৈত্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কতকগুলি দানব অশ্বের উপরে ও কতকগুলি দানব হস্তীর উপরে অন্যান্য দানবগণ সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও ঋক্ষের উপর শোভা পাইতে লাগিল। ২৩

কেহ কেহ গর্দভ উষ্ট্রকে কেহ কেহ বা মেষকে বাহন করিয়া কেহ কেহ পক্ষীকে, কেহ কেহ বা বায়ুকে বাহন করিয়া উপস্থিত হইল। ২৪

পত্তয়শ্চাপরে দৈত্যা ভীষণা বিকৃতাননাঃ।
একপাদা দ্বিপাদাশ্চ নর্দন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৪
প্রক্ষেড়মানা বহবঃ স্ফোটয়ন্তশ্চ তে ভুজান্।
বৃত্তশার্দ্দূলনির্ঘোষা নেদুর্দানবপুঙ্গবাঃ ॥ ২৬
তে গদা-পরিঘৈরুগ্রৈর্ধুর্বায়ামশালিনঃ।
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈস্তর্জয়ন্তি স্ম দেবতাঃ ॥ ২৭
প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ যষ্টীভিশ্চ তোমরাঙ্কুশ-পট্টিশৈঃ।
চিক্রীড়ুস্তে শতঘ্নীভিঃ শতঘ্নৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ২৮
গণ্ডশৈলৈশ্চ শৈলৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়ুধৈঃ।

বিকৃতবদন ভীষণ অনেক দৈত্য পদব্রজে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের একটি মাত্র পদ, অনেকের দুইটি পদ। তাহারা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৫

শ্রেষ্ঠ বহু দানব গর্ব প্রকাশ করিতে করিতে বাহু আস্ফোটিত করিতে করিতে উদ্যত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৬

ধনুর্বাণ প্রয়োগে শ্রমশীল দৈত্যগণ গদা, পরিঘের ন্যায় ও পরিঘতুল্য বাহুর দ্বারা দেবতাগণকে তর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৭

তাহারা প্রাস, পাশ, যষ্টি, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, শতঘ্নী ও তীক্ষ্ণ মুদ্গরের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ২৮

শ্রেষ্ঠ দৈত্য বীরগণ ক্ষুদ্র পর্বত, বিশাল পর্বত, পরিঘ, চক্র ও অন্যান্য উত্তম অস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র সৈন্যকে আনন্দিত করিতে লাগিল ॥ ২৯

যুদ্ধবলে উদ্যত দানব সৈন্যসকল উদ্যত মেঘসমূহের ন্যায় দেবতাগণের সম্মুখে স্থিত রহিল ॥ ৩০

ঐ অদ্ভুত সহস্র দৈত্যপরিপূর্ণ বায়ু, অগ্নি, জল, মেঘ ও পর্বততুল্য যুদ্ধপরস্পর। বৃদ্ধির জন্য প্রসারিত সৈন্যসমূহ যুদ্ধের ইচ্ছায় উন্মত্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অদ্ভুততারকাময়-সংগ্রামে যুদ্ধায় দেবসৈন্যানাং প্রস্থিতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তরস্তাত বিগ্রহে
সুরাণাং সর্বসৈন্যস্য বিস্তরং বৈষ্ণবং শৃণু ॥ ১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মহাবলৌ।
সবলাঃ সানুগাশ্চৈব সংনদ্ধস্তু যথাবলম্ ॥ ২
পুরুহূতস্তু পুরতো লোকপালঃ সহস্রদৃক্।
গ্রামণীঃ সর্বদেবানামারুরোহ সুরাধিপম্ ॥ ৩
তস্য চাস্য রথঃ পার্শ্বে পক্ষিপ্রবরবেগবান্।
সুচারুচক্রচরণো হেমবজ্রপরিষ্কৃতঃ ॥ ৪
দেব-গন্ধর্ব-যক্ষৌঘৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ।
দীপ্তিমদ্ভিঃ সদৈবেন্দ্রং ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতঃ ॥ ৫

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[আদ্ভুততারকাময় সংগ্রামে দেবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাত! ঐ যুদ্ধের সময় দৈত্যসৈন্যের স্তুতি তুমি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে বিষ্ণুর আশ্রিত দেবসৈন্যের বিস্তৃতি শ্রবণ কর ॥ ১

আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ এবং মহাবলবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজ সৈন্য ও অনুগামীদের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিতে সন্নদ্ধ হইতে লাগিলেন ॥ ২

সর্বপ্রথমে সকল দেবতার নেতা সহস্রনেত্র ইন্দ্র দেবহস্তী ঐরাবতের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩

ইন্দ্রের বামপার্শ্বে গরুড়তুল্য বেগবান্ সুন্দর চক্রতুল্য চরণযুক্ত সুবর্ণ হীরক নির্মিত রথ চলিতে লাগিল ॥ ৪

তাঁহার পশ্চাতে সহস্র সহস্র দেবতা গন্ধর্ব ও যক্ষগণ অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র দীপ্তিমান্ ব্রহ্মর্ষি তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫

বজ্রবিস্ফূর্জিতোদ্ভূতৈর্বিদ্যুদ্দিগ্ধায়ুধাঞ্চিতৈঃ।
গুপ্তো বলাহকগণৈঃ কাননৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥ ৬

সমারূঢ়ঃ স ভগবান্ পর্য্যেতি মঘবা গজম্।
হবির্ধানেষু গায়ন্তি বিপ্রাঃ সোমমখে স্থিতাঃ ॥ ৭

স্বর্গে শক্রঃসুযানেষু দেবদুর্য্যানিনাদিষু
ইন্দ্রঃ সমুপনৃত্যন্তি শতশো রূপ্সরোগণাঃ ॥ ৮

কেতুনা বাশজাতেন রাজমানো যথা রবিঃ
যুক্তো হরিসহস্রেণ মনোমারুতরংহসা ॥ ৯

স স্যন্দনবরো ভাতি যুক্তো মাতলিনা তদা
কৃৎস্নঃ পরিবৃতো মেরুর্ভাস্করস্যেব তেজসা

যমস্তু দণ্ডমুদ্যম্য কালযুক্তঞ্চ মুদ্গরম্।
তস্থৌ সুরগণানীকে দৈত্যান্ নাদেন ভীষয়ন্ ॥ ১১

চতুর্ভিঃ দাগৈর্বৃত্তৈর্গুপ্তো লেলিহানৈশ্চ পন্নগৈঃ
শঙ্খ-মুক্তাঞ্জবরো বিভ্রদ্বারুণং বপুঃ ॥ ১২

কালপাশঃ সমাবিধ্য হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ
বায়ব্যৈরিত-জলোদ্গারৈঃ কুর্ব্বাণোলীলাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৩

পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনঃ প্রবালরুচিরাম্বরঃ।
মণিস্যমোত্তমবপুর্হারভারাপিতোদরঃ ॥ ১৪

বরুণঃ পাশভৃদ্ধীমান্ দেবানীকস্য তদ্বিধান্।
যুদ্ধবেলামবিলঙ্ঘন্ ভিন্নবেল ইবার্ণবঃ ॥ ১৫

যক্ষ-রাক্ষসসৈন্যেন গুহ্যকানাং গণৈরপি
মণিস্যমোত্তমবপুঃ কুবেরো নরবাহনঃ ॥ ১৬

যুক্তশ্চ শঙ্খপদ্মাভ্যাং নিধীনামধিপঃ প্রভুঃ
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ গদাপাণিরলঙ্কৃতঃ ॥ ১৭

বিমানমেঘো ধনদো বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ
স রাজরাজঃ শুশুভে যুদ্ধার্থী নরবাহনঃ

প্রেক্ষমাণঃ শিবসখঃ সাক্ষাদিব শিবঃ স্বয়ম্। ১৮

পূর্ব্বং পক্ষং সহস্রাক্ষঃ পিতৃরাজ্যস্য দক্ষিণম্
বরুণঃ পশ্চিমং পক্ষমুত্তরং নরবাহনঃ ॥ ১৯

চতুর্ণাং যুক্তচারো লোকপালা বলোৎকটাঃ
স্বাসু দিক্ষ্বভরক্ষন্ বৈ তদা দেববলং হ ॥ ২০

সূর্য্যঃ সপ্তাশ্ববযুক্তেন রথেনাম্বরগামিনা
প্রিয়া জাজ্বল্যমানেন দীপ্যমানৈশ্চ রশ্মিভিঃ ॥ ২১

বিদ্যুতের প্রকাশে অতি চঞ্চল ইন্দ্রায়ুধবিশিষ্ট মেঘসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র গমন করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যেন কাঞ্চন পর্বতসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যাইতেছেন ॥ ৬

সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ হবির্দ্ধানস্থানে হবির্দ্ধানস্থান সময়ে যাঁহার স্তুতি করেন, স্বর্গে যাঁহার গমন সময়ে দেবতাদের দুর্য্যা ধ্বনি হইয়া থাকে এবং শত শত অপ্সরা নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হয়, সেই ভগবান্ ইন্দ্র হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৭-৮

বাতপ্রতিবিশিষ্ট পতাকাযুক্ত মন ও বায়ুতুল্য বেগবান্ সহস্র সংখ্যক অশ্বের দ্বারা বাহিত ইন্দ্রের রথ সূর্য্যের মত শোভিত হইয়াছিল ॥৯

মাতলির দ্বারা যুক্ত ঐ শ্রেষ্ঠ রথ সূর্য্যতেজঃ পরিবৃত সম্পূর্ণ মেরুপর্বতের মত দৃষ্ট হইতে ছিল ॥ ১০

যমরাজ মৃত্যুপ্রদ দণ্ড ও মুদ্গর উদ্যত করিয়া গর্জনের দ্বারা দৈত্যগণকে ভীত করিতে করিতে দেবসৈন্য-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১১

যুদ্ধসম্ভার-প্রতীক্ষারত পাশধারী বরুণ তটবিদারী সমুদ্রের মত দেবসেনামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি চারটি সমুদ্র ও লেলিহান নাগসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। তিনি শঙ্খ ও মুক্তার অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। জলময় শরীরধারী বরুণ চন্দ্রকিরণ-সমান শুভ্র অশ্বসমূহ ও বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত জলতরঙ্গের সহিত সহস্রপ্রকার লীলা করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ দীপ্ত বপু আন্দোলিত করিতেছিলেন। তাঁহার অধর প্রবালের মত সুন্দর মণির দ্বারা উজ্জ্বল শ্যাম বক্ষ ও উদর পর্য্যন্ত লম্বিত হার ছিল ॥ ১২-১৬

নিধিপতি শক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর পদ্মহস্ত নরবাহন শঙ্খ ও পদ্মশোভিত শ্রীমান্ কুবের মণিস্যমিত শ্যাম-শরীরে যক্ষ, রাক্ষস-সৈন্য ও গুহ্যকগণের সহিত দৃশ্যমান হইলেন ॥ ১৬-১৭

বিমানমেঘকারী কুবের পুষ্পক বিমানে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। নরবাহন রাজাধিরাজ কুবের শিবের সখা। তিনি যুদ্ধার্থী হইয়া সাক্ষাৎ শিবের মত দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ১৮

দেবসেনার পূর্বভাগে ইন্দ্র, দক্ষিণ ভাগে যম, পশ্চিম ভাগে বরুণ ও উত্তর ভাগে কুবের স্থিত হইলেন। প্রচণ্ডবলশালী লোকপাল-চতুষ্টয় চতুর্দিকে অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ দিকে দেববলসেনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বযোজিত আকাশগামী তেজে উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা জাজ্বল্যমান মেরু পর্য্যন্ত গতি বর্ষাকালে চক্রবৎ সদা ভ্রমণশীল

উদয়াস্তময়ং চক্রে মেরুপর্য্যন্তগামিনা।
ত্রিদিবদ্বারচক্রেণ তপতা লোকমব্যয়ম্ ॥ ২২

সহস্ররশ্মিমুক্তেন ভ্রাজমানঃ স্বতেজসা
চচার মধ্যে দেবানাং দ্বাদশাত্মা দিনেশ্বরঃ ॥ ২৩

সোমঃ শ্বেতহয়ৈর্যুক্তঃ সান্দ্রে শীতরশ্মিবান্
হিমতোয়প্রপূর্ণাভির্ভাভিরাহ্লাদয়ন্ জগৎ ॥ ২৪

তমূষুযোগাদুদ্গতং শিশিরাংশুং দ্বিজেশ্বরম্
জগচ্ছায়াঙ্কিততনুঃ নৈশশ্য তমসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৫

জ্যোতিষামীশ্বরং যোনিং রসানাং রসনং প্রভুম্।
ওষধীনাং পরিত্রাণং নিধানমমৃতস্য চ ॥ ২৬

জগতঃ প্রথমং ভাগং সৌম্যং শীতময়ং রসম্।
দদৃশুর্দানবাঃ সোমং হিমপ্রহরণস্থিতম্ ॥ ২৭

যঃ প্রাণঃ সর্ব্বভূতানাং পঞ্চধা বিধীয়তে নৃষু।
সপ্তস্কন্ধবহো লোকাংস্ত্রীন্ দধার চরাচরান্ ॥ ২৮

যমাহুরগ্নের্ধিষ্ণ্যাগ্র্যং সর্ব্বপ্রভবমীশ্বরম্।
সপ্তস্বরগতা যস্য যোনির্গীতিরুদীর্য্যতে ॥ ২৯

যং বদন্ত্যগ্র্যমং ভূতং যং বদন্ত্যশরীরিণম্।
যমাহুরাকাশগমং শীঘ্রগং শব্দযোনিজম্ ॥ ৩০

স বায়ুঃ সর্ব্বভূতাত্মা ক্রুদ্ধস্তঃ স্বেন তেজসা।
ববৌ প্রবাধয়ন্ দৈত্যান্ প্রতিলোমঃ সমোদ্ভবঃ ॥ ৩১

মরুতো দেব-গন্ধর্বা বিদ্যাধরগণৈঃ সহ।
চিক্রীড়ুরসিভিঃ শুভ্রৈর্নিস্ত্রিংশৈরিব পন্নগৈঃ ॥ ৩২

সৃজন্তঃ সর্পপিতরস্তীব্রং রোষময়ং বিষম্।
শরভূতাঃ সুরেন্দ্রাণাং চেরুর্ব্যাপ্তমুখা দিবি ॥ ৩৩

পর্ব্বতাস্তু শিলাশৃঙ্গৈঃ সতরাশ্বৈশ্চ পাদপৈঃ।
উপতস্থুঃ সুরগণান্ প্রহর্ত্তুং দানবং বলম্ ॥ ৩৪

যঃ স দেবো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ত্রিবিক্রমঃ।
কৃষ্ণবর্ত্মা যুগান্তাভো বিশ্বস্য জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫

সমুদ্রযোনির্মধুহা হবাভুক্ ক্রতুসৎকৃতঃ।
ভূরাপো ব্যোমভূতাত্মা সমঃ শান্তিকরোঽরিহা

জগদ্যোনির্জগদ্বীজো জগদ্গুরুরুদারধীঃ।
সোঽর্কমগ্নিমিবোদ্যন্তমুদ্যমোত্তমতেজসম্

লোকসন্তাপক অধিনাশী রথের দ্বারা উদয় ও অস্তসম্পন্ন করেন। এইরূপ দ্বাদশ রূপধারী দিনপতি সূর্য্য সহস্র কিরণযুক্ত স্বীয় তেজের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া দেবগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২১-২৩

শীতকিরণবিশিষ্ট চন্দ্রমা হিম জলপূর্ণ শীতল প্রভার দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে আহ্লাদিত করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ অশ্বযোজিত রথে শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৪

তখন দানবগণ হিমপ্রহরণধারী সৌম্য শীতলরসরূপ চন্দ্রকে দেখিতে পাইল। নক্ষত্র ও যোগ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। চন্দ্র শিশিরকিরণ ও ব্রাহ্মণগণের রাজা। রাত্রির অন্ধকার নাশকারী পৃথিবীর দ্বারার দ্বার। অমিত তেজ আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণের ঈশ্বর চন্দ্র শক্তিমান্ রসের আধার, ঔষধির রক্ষক, অমৃতের নিধি ও জগতের মূল অংশ। ২৫-২৭

যিনি সকল প্রাণীর প্রাণ, মনুষ্যাদি শরীরে যিনি প্রাণাপানাদি পঞ্চ ভাবে বিরাজিত, আবহ-প্রবহ প্রভৃতি সপ্ত স্কন্ধে উক্ত হইয়া যিনি ত্রিলোক ও স্থাবর-জঙ্গম সকলকে ধারণ করিয়া রাখেন, যাঁহাকে অগ্নির সারথি বলা হয়, যিনি সকলের উৎপত্তিস্থান ও ঈশ্বর, যাঁহার কারণভূত আকাশ সপ্তস্বর-বিশিষ্ট গীতির আশ্রয়রূপে কীর্ত্তিত হয়, যাঁহাকে পঞ্চভূতের মধ্যে উত্তম ভূত ও অশরীরী বলা হয়, যিনি আকাশগামী শীঘ্রগতি সকল ভূতের আত্মা ও আকাশ হইতে উৎপন্ন, সেই বায়ু মেঘ সহিত বিপরীতগতি হইয়া স্বীয় তেজে দৈত্যগণকে বাধিত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। ২৮-৩১

ঔলপক্ষাগণ বায়ু দেবতা গন্ধর্ব বিদ্যাধরগণের সহিত নির্মোক-(খোলস)-মুক্ত সর্পের মত শুভ্র নিষ্কাশিত অসির দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৩২

দেবগণের বাণরূপী নাগরাজগণ মুখব্যাদান করিয়া তীব্র ক্রোধময় বিষ বমন করিতে করিতে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৩

পর্বতসমূহ শিলাশৃঙ্গের ও শতশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা দানবসৈন্যকে প্রহার করিবার জন্য দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল। ৩৪

যিনি হৃষীকেশ, ত্রিবিক্রম, পদ্মনাভ, সকল বিশ্বের প্রভু, প্রলয়-কালীন বহ্নিসদৃশ, সমুদ্রমন্থনকারী, মধুহন্তা, হব্যভোজনকারী যজ্ঞেশ্বর, পৃথিবী জলাকাশাদি ভূতাত্মা, সর্বত্র সমভাবে স্থিত, সর্ব-শান্তিদাতা, সজ্জনপালন, জগতের উৎপত্তিস্থান ও আদিকারণ জগদ্-গুরু এবং উদারবুদ্ধি, সেই চক্রগদাধর শ্রীবিষ্ণু অগ্নি ও উদীয়মান

অরিষ্টমনরানীকে চক্রং চক্রগদাধরঃ
সপরিবেষমুদ্যন্তং সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ৩৮
সংযোজয়ন্যা মহতীং সর্বাসুরবিনাশিনীম্।
করেণ কালীং বপুষা শত্রুকালপ্রদাং গদাম্ ॥ ৩৯
শেষৈর্দুর্জৈঃ প্রদীপ্তানি ভুজগারিধ্বজঃ প্রভুঃ
দধারায়ুধজালানি শার্ঙ্গাদীনি মহাবলঃ ॥ ৪০
স কশ্যপস্যাত্মভবঃ দ্বিজঃ ভুজগভোজনঃ
পবনাধিকসম্পাতঃ গগনক্ষোভণঃ স্বনম্ ॥
ভুজগেন্দ্রেণ বলবান্ নিবিষ্টেন বিরাজিতম্ ৪১
অমৃতাহরণনির্মুক্তং মন্দরাদ্রিমিবোচ্ছ্রিতম্।
দেবাসুরবিমর্দেষু শতশো দৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ৪২
মহেন্দ্রেণামৃতস্যার্থে বজ্রেণ কৃতলক্ষণম্।
শিখিনং চূড়িনং চৈব তপ্তকুণ্ডলভূষণম্ ॥
বিচিত্রপক্ষবসনং ধাতুমন্তমিবাচলম্ ॥ ৪৩
স্ফীতবক্ষোঽবলম্বেন শীতাংশুসদৃশেজসা।
ভোগিভোগাবসক্তেন মণিরত্নেন ভাস্বতা ॥ ৪৪
পক্ষাভ্যাং চারুচিত্রাভ্যামাবৃতা নিবি লীলয়া
যুগান্তে সেন্দ্রচাপাভ্যাং তোয়দাভ্যামিবাম্বরম্ ॥ ৪৫
নীল-লোহিত-পীতাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্
কেতুবেশপ্রতিচ্ছন্নং মহাকায়নিকেতনম্ ॥ ৪৬
অরুণাবরজং শ্রীমানারুরুহ সমরে হরিঃ
স দেবঃ স্বেন বপুষা সুবর্ণং খেচরোত্তমম্ ॥ ৪৭
তমন্বয়ুর্দেবগণা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ
গীর্ভিঃ পবনসঙ্কাশৈস্তুষ্টুবুশ্চ গদাধরম্
তদ্বৈশ্রবণসংশ্লিষ্টং বৈষ্ণবস্তপুরঃসরম্।
বাবিরাজপরিক্ষিপ্তং দেবরাজবিরাজিতম্ ॥ ৪৯
চন্দ্রপ্রভাভিবিমলং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্
পবনাবর্তনির্ঘোষং দহন্তীমুদ্ধতাশনম্ ॥ ৫০
বিক্ষোভিক্ষোঃ সহিষ্ণোশ্চ ভ্রাজিষ্ণোস্তেজসাবৃতম্
বলং বলবদুদ্ভূতং যুদ্ধায় সমবর্তত ॥ ৫১
স্বস্ত্যস্তু দেবেভ্য ইতি স্তুত্বা তত্রাঙ্গিরাব্রবীৎ
স্বস্ত্যস্তু দৈত্যেভ্য ইতি উশনা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

সূর্যের মত উগ্রতেজোযুক্ত শত্রুনাশী সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া দেবসেনামধ্যে বিরাজিত হইলেন। মনে হইতেছিল, যেন তিনি পরিধি সহিত সূর্যমণ্ডলকে ধারণ করিয়া আছেন। ৩৬-৩৮

মহাবলী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরি সংগ্রামস্থলে কৃতান্তের ন্যায় সর্বাসুরনাশিনী, শত্রুমৃত্যুকারিণী ও মহতী গদা ধারণ করিয়া। অবশিষ্ট হস্তসমূহে প্রদীপ্ত শার্ঙ্গাদি অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৯-৪০

শ্রীমান্ সকল দুঃখহারী হরি গরুড়ে আরোহণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঐ গরুড় কশ্যপের পুত্র সর্পভক্ষণকারী পবনাধিকগতি, আকাশক্ষোভকারী, যাঁর মুখে স্থিত সর্পশ্রেষ্ঠের দ্বারা শোভিত, অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থনে নিযুক্ত মন্দর পর্বতের মত উন্নত, দেবাসুর যুদ্ধে শত শত বার দৃষ্টপরাক্রম, অমৃতের জন্য ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রের চিহ্নযুক্ত, শিখাযুক্ত চূড়াযুক্ত, তপ্তসুবর্ণকুণ্ডলশোভিত, নানাবর্ণময় পক্ষরূপ বসনধারী নানাবিধ ধাতুচিত্রিত পর্বত-সদৃশ, বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে লম্বমান ইন্দ্রচূড়াতেজস্বী সর্পশরীর সদৃশ উজ্জ্বল মণিরত্নের দ্বারা শোভিত, সুন্দর ও বিচিত্র পক্ষদ্বয়ের দ্বারা অনায়াসে আকাশকে আবৃত করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল যেন প্রলয় কালে ইন্দ্রধনুযুক্ত দুইটি মেঘ আকাশকে আবৃত করিয়াছে। গরুড় নীল রক্ত পীত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট পতাকার দ্বারা অলঙ্কৃত। যাঁর শরীরে সুবর্ণ-সদৃশ সকল পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহার আধাররূপ ধ্বজদণ্ড অতিশয় বিশাল ছিল। ৪১-৪৭

দেবগণ ও তপস্বিগণ মধুর শ্রেষ্ঠ বাক্যের দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে ঐ গদাধরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৪৮

কুবেরের দ্বারা সুশোভিত, যমের দ্বারা পুরস্কৃত বরুণের দ্বারা পরিবাহিত, ইন্দ্রের দ্বারা অভিষ্টুত, চন্দ্রপ্রভার দ্বারা নির্মল, বায়ুবেগযুক্ত শব্দবিশিষ্ট প্রজ্বলিত বহ্নি-সদৃশ দেবসৈন্য যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ৪৯-৫০

সর্বজয়ী সহিষ্ণু সদাপ্রকাশময় শ্রীবিষ্ণুর তেজে উদ্দীপ্ত বলবান্ দেবসৈন্য যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল। ৫১

তখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি স্তুতিপূর্বক বলিলেন—দেবগণের স্বস্তি হউক। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই বাক্য বলিলেন যে, দৈত্যগণের স্বস্তি হউক। ৫২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবাসুর-সংগ্রামস্য ঔর্বাগ্নেশ্চোৎপত্তিবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তাভ্যাং বলাভ্যাং সঙ্ঘর্ষে তুমুলো বিপ্রয়ত্নবান্
সুরাণামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্। ১

দানবা দৈবতৈঃ সার্দ্ধং ন মংপ্রহরণোদ্যতাঃ।
সমীয়ুর্যুধ্যমানা বৈ পর্ব্বতাঃ পর্ব্বতৈরিব ॥ ২

তৎ সুরাসুরসংযুক্তং যুদ্ধমত্যদ্ভুতং বভৌ।
হর্ষাবর্ষসমাযুক্তং দর্পেণ বিনয়েন চ ॥ ৩

ততো রথৈঃ প্রজবিভির্বাহনৈশ্চ প্রচোদিতৈঃ
উৎপতদ্ভিশ্চ গগনং সাদিভিস্তৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪

বিক্ষিপ্যমাণৈর্মুসলৈঃ সম্প্রবাদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ।
চাপৈর্বিস্ফার্য্যমাণৈশ্চ পাত্যমানৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ৫

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্
জগত্ত্রাসজননং যুগসংবর্ত্তকোপমম্ ॥ ৬

স্বরত্নযুক্তৈঃ পরিঘৈঃ ক্ষিপ্যমাণৈশ্চ পর্ব্বতৈঃ।
দানবাঃ সমরে জঘ্নুর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৭

তে বধ্যমানা বলিভির্দানবৈর্দ্বিতকাশিভিঃ।
বিষণ্ণমনসো দেবা জগ্মুরাস্তিং পরাং মৃধে ॥ ৮

তেঽস্ত্রজালৈঃ প্রমথিতাঃ পরিঘৈর্ভিন্নমস্তকাঃ
ভিন্নোরস্কা দিতিসুতৈর্বেমুঃ রক্তং ব্রণৈর্বহু ॥ ৯

স্খলিতাঃ পাশজালৈশ্চ নির্দ্বস্তাশ্চ শরৈঃ কৃতাঃ।
প্রবিষ্টা দানবীং মায়াং ন শেকুস্তে বিচেষ্টিতুম্ ॥ ১০

সংস্তম্ভিতমিবাভাতি নিষ্প্রাণসদৃশাকৃতি।
বলং সুরাণামসুরৈর্নিস্প্রযত্নায়ুধং কৃতম্ ॥ ১১

মায়াপাশান্ বিকর্ষংশ্চ ভিন্দন্ বজ্রেণ তান্ শরান্।
শক্রো দৈত্যবলং ঘোরং বিবেশ বহুলোচনঃ ॥ ১২

স দৈত্যান্ প্রমুখে হত্বা তদ্ দানববলং মহৎ।
তামসেনাস্ত্রজালেন তপোভূতমথাকরোৎ ॥ ১৩

তেঽন্যোন্যং নাবুধাস্তত্র দেবান্ বা দানবানপি।
ঘোরেণ তমসাবিষ্টাঃ পুরুহূতস্য তেজসা ॥ ১৪

মায়াপাশৈর্বিমুক্তাশ্চ যত্নবন্তঃ সুরোত্তমাঃ।
বপূংষি দৈত্যসঙ্ঘানাং তমোভূতান্যপাতয়ন্ ॥ ১৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দেবাসুর-সংগ্রাম এবং ঔর্বনামক অগ্নির উৎপত্তি বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! পরস্পর বিজয়ার্থী দেবগণ ও অসুরগণের সৈন্যসমূহের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ১

নানা প্রহরণ লইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া দৈত্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। যেন পর্বতসমূহ পর্বতসমূহের সহিত সংঘর্ষে উদ্যত হইল। ২

ঐ দেবাসুরসম্বন্ধ যুদ্ধ অত্যদ্ভুত প্রতীত হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধ কখনও হর্ষ ও বিনয়ের সহিত কখনও ধর্মে কখনও অধর্মে পরিচালিত হইতে লাগিল। ৩

বেগবান্ রথ উত্তেজিত অশ্ব, চতুর্দ্দিকে অভিদ্রুত আকাশে উৎক্ষিপ্ত বীরগণ, বিক্ষিপ্ত মুসল, প্রযুক্ত বাণ, আকৃষ্ট ধনু পতনশীল মুদ্গরসমূহের দ্বারা ঐ দেবদানবসঙ্কুল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রলয়কালীন সংবর্ত্তকের মত সকল জগতের ভয়ের কারণ। ৪-৬

যুদ্ধস্থলে দানবগণ বহুরত্নযুক্ত পরিঘ ও নিক্ষিপ্ত পর্বতসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহত করিতে লাগিল। ৭

বিজয়োদ্যুক্ত বলবান্ দানবগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহত হইয়া যুদ্ধস্থলে বিষণ্ণচিত্ত দেবগণ অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। ৮

দৈত্যগণের অস্ত্রসমূহে প্রমথিত পরিঘের দ্বারা ভগ্নশির ভগ্নবক্ষ দেবগণ ক্ষতস্থানের দ্বারা রক্তবমন করিতে লাগিলেন। ৯

অসুরগণের পাশে নিপতিত বাণের দ্বারা নিশ্চেষ্ট আসুরী মায়ার আবদ্ধ দেবগণ চলচ্ছক্তিশূন্য হইয়া পড়িলেন। ১০

অসুরগণ দেবসৈন্যের সকল প্রযত্ন ও অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিল, দেবসৈন্য মন্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া প্রাণহীন ব্যক্তির মত প্রতীত হইতে লাগিল। ১১

তখন সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র বীর বজ্রের দ্বারা দৈত্যগণের মায়াপাশ অপসারিত করিয়া তাহাদের প্রযুক্ত বাণসমূহকে ছিন্ন করিয়া উদ্যত দৈত্যসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১২

তিনি সম্মুখস্থিত দৈত্যগণকে নিহত করিয়া তামস অস্ত্রসমূহের দ্বারা ঐ বিশাল দৈত্যসৈন্যকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলিলেন। ১৩

ইন্দ্রের তেজে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া তাহারা দৈত্য ও দেবগণকে পরস্পর বুঝিতে পারিতেছিল না। ১৪

দৈত্যমায়ামুক্ত যত্নবান্ দেবশ্রেষ্ঠগণ অন্ধকারাবৃত দৈত্যসমূহের শরীরকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। ১৫

অপপ্রস্তা বিসংজ্ঞাশ্চ তমসা নীলবর্চসঃ
পেতুস্তে দানবগণাশ্ছিন্নপক্ষা ইবাচলাঃ ॥ ১৬

দৈত্যানাং তদ্ঘনীভূতমন্ধকারমহার্ণবম্ ।
প্রবিষ্টঃ বলমুৎসৃষ্টং তমোভূতনিবাবৃতৌ ॥ ১৭

তবাস্যজগ্রহানায়াং মায়ন্তাং তামসীং প্রভুম্ ।
যুগান্তাগ্নিমিবোদ্ভাস্যং দগ্ধ্বাসৌর্যেণ বহ্নিনা ॥ ১৮

সা দদাহ তমঃ সর্বং মায়া ময়বিকল্পিতা
দৈত্যাংশ্চ দীপ্তবপুষঃ সদা উত্তপ্তবাহবে ॥ ১৯

মায়ামৌর্বীং সমাদায় দহ্যমানা দিবৌকসঃ
তেজিরে চন্দ্রবিষয়ং শীতাংশুসলিলে শয়াৎ ॥ ২০

তে দহ্যমানা হৌর্বেণ তেজসা ভ্রষ্টতেজসঃ ।
শশংসুর্বজ্রিণে দেবাঃ সন্তপ্তাঃ শরণৈষিণঃ ॥ ২১

সন্তপ্তে মায়য়া সৈন্যে দহ্যমানে চ দানবৈঃ ।
চোদিতো দেবরাজেন বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২

বরুণ উবাচ

পুরা ব্রহ্মর্ষিজঃ শক্র তপস্তেপেঽতিদারুণম্

অন্ধকারের নীলবর্ণ অঙ্গ হত দৈত্যগণ মূর্ছিত হইয়া ছিন্নপক্ষ পর্বতের মত ভূপতিত হইতে লাগিল । ১৬

অন্ধকার মহাসমুদ্রে নিমগ্ন দৈত্যসৈন্য সঙ্কটাপন্ন হইয়া ভীত ও তমোময় প্রতীত হইতে লাগিল । ১৭

তখন ময়নামক দানব চক্রপ্রসারিত ঐ তামসী মায়াকে দগ্ধ করিতে করিতে মহামায়া সৃষ্টি করিল । ঐ মহামায়া প্রলয়-কালীন বড়বানলের মত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল ॥ ১৮

ময়দানবনির্মিত ঐ মায়াসকল অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল । তখন দৈত্যগণ দীপ্তদেহে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া দাঁড়াইল ॥ ১৯

তখন দেবগণ মহাদানবের ঐশী মায়ার দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং শীতল সলিলে শয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন ॥ ২০

সেই দেবগণ সকলে ঔর্বতেজে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন এবং সন্তপ্তচিত্তে শরণার্থী হইয়া বজ্রধারী ইন্দ্রের নিকট দুর্দশার কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২১

যখন এইভাবে মহাদানবের মায়ার ও দানবগণ কর্তৃক দেবসৈন্য সন্তপ্ত ও দগ্ধ হইতেছিল, তখন ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বরুণ বলিলেন ॥ ২২

বরুণ বলিলেন—ইন্দ্র ! প্রাচীনকালে ঊর্ব নামক একজন

ঊর্বো মুনিঃ স তেজস্বী সদৃশো ব্রহ্মণো গুণৈঃ ॥২৩
স তপস্তপ্যতে বালস্তপসা ভুবনত্রয়ম্
উপতস্থুর্মুনিগণা দেবা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ ॥ ২৪

হিরণ্যকশিপুশ্চৈব দানবো দানবেশ্বরঃ
ঋষিং বিজ্ঞাপয়ামাস পূজা পরমতেজসম্ ॥ ২৫

তমুচুর্ঋষয়ো বচনং ব্রহ্মসম্মিতম্
ঋষিবংশেষু ভগবন্ ছিন্নমূলনিভং কুলম্ ॥ ২৬

একস্ত্বমনপত্যশ্চ গোত্রং যন্নাভিবর্ধসে
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ক্লেশমেবানুবর্ধসে ॥ ২৭

বহূনি বিপ্রগোত্রাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
একদেহানি তিষ্ঠন্তি বিভক্তানি বিনা প্রজাঃ ॥ ২৮

কুলেষু ছিন্নমূলেষু তেষু নো নাস্তি কারণম্ ।
ভবাংস্তু তপসা শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥ ২৯

তৎপ্রবর্তস্ব বংশায় বর্ধয়াত্মানমাত্মনা
ত্বমাধৎস্বোর্জিতং তেজো দ্বিতীয়াং বৈ তনুং কুরু ॥৩০

তেজস্বী মুনি ছিলেন, তিনি ব্রহ্মার তুল্য গুণবান্ ও ব্রহ্মর্ষি তুল্য পুত্র । তিনি অতি দারুণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥২৩

তিনি সূর্যের মত স্বীয় তপস্যার দ্বারা প্রবাহরূপে নিত্য এই জগৎকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন, তখন মুনিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪

পূর্বে কোনও এক সময় দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুও পরম তেজস্বী ঐ ঋষিকে নিবেদন করিয়াছিল ॥ ২৫

ব্রহ্মর্ষিগণ ঊর্বকে বেদানুমোদিত বাক্য বলিলেন,—ভগবন্ ! ঋষিবংশের মধ্যে আপনার বংশ ছিন্নমূল হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৬

এই বংশে আপনি একমাত্র রহিয়াছেন এবং আপনি কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করিয়া কষ্টভোগ করিতেছেন ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ ! বিভক্তচিত্ত মুনিগণের বহু বংশ একমাত্র ব্যক্তিতে বিলীন রহিয়াছে ; যেহেতু তাঁহাদের সন্তান নাই । ২৮

মূল উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই বংশের বৃদ্ধিতে কোনও কারণ থাকে না । আপনি কিন্তু প্রজাপতিতুল্য দ্যুতিমান্ ও তপস্যায় শ্রেষ্ঠ । ২৯

অতএব আপনি স্বীয় বংশরক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হউন । আপনি নিজের দ্বারা নিজকে বর্ধিত করুন । আপনি স্বীয় তেজস্বী বীর্য আধান করুন এবং দ্বিতীয় শরীর নির্মাণ করুন ॥ ৩০

স এবমুক্তো মুনিভির্মুনির্মনসি তাড়িতঃ
জগর্হে তানৃষিগণান্ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৩১
বর্ষাণাং শাশ্বতো ধর্ম্মো মুনীনাং বিহিতঃ পুরা।
সদার্থং দেবতাঃ কর্ম্ম বন্যমূল-ফলাশিনাম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মযোনৌ প্রসূতস্য ব্রাহ্মণস্যাস্তবর্ত্তিনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং সুচরিতং ব্রহ্মাণমপি চালয়েৎ ॥ ৩৩
দ্বিজানাং বৃত্তয়স্তিস্রো যে গৃহাশ্রমবাসিনঃ
অস্মাকং তু বনং বৃত্তির্বনাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৩৪
অম্বুভক্ষা বায়ুভক্ষা ধন্তোলূখলিকাস্তথা
অশ্মকুট্টা দশনপাঃ পঞ্চাগ্নিতপসশ্চ যে ॥ ৩৫
এতে তপসি তিষ্ঠন্তো ব্রতৈরপি সুদুষ্করৈঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং পুরস্কৃত্য প্রার্থয়ন্তে পরাং গতিম্ ॥ ৩৬
ব্রহ্মচর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে।
এবমাহুঃ পরে লোকে ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতৈর্বৈশ্যৈর্ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতং তপঃ।
যে স্থিতা ব্রহ্মচর্য্যেষু ব্রাহ্মণাস্তে দিবি স্থিতাঃ ॥ ৩৮
নাস্তি যোগঃ বিনা সিদ্ধির্নাস্তি সিদ্ধির্বিনা যশঃ।
নাস্তি লোকে যশোমূলং ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরং তপঃ ॥ ৩৯
তন্নিগৃহ্যেন্দ্রিয়গ্রামং ভূতগ্রামঞ্চ পঞ্চমম্
ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্ত্তেত কিমতঃ পরমং তপঃ ॥ ৪০
অযোগে কেশহরণমসঙ্কল্পে ব্রতক্রিয়া
অব্রহ্মচর্য্যং চর্য্যা চ ত্রয়ং স্যাদ্ দম্ভসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪১
ক্ব যাত্রা ক্ব চ সংযোগঃ ক্ব চ ভাববিপর্য্যয়ঃ
যদেয়ং ব্রহ্মণা সৃষ্টা মনসা মানসী প্রজা ॥ ৪২
যদ্যস্তি তপসো বীর্য্যং মৃষাকর্মমিতাত্মনাম্।
সৃজন্তঃ মানসান্ পুত্রান্ প্রাজাপত্যেন কর্ম্মণা ॥ ৪৩
মনসা নির্ম্মিতা যোনিরাধাতব্যা তপস্বিনা।
ন দারযোগং বীজং বা ব্রতমুক্তং তপস্বিনাম্ ॥ ৪৪

মুনি ঊর্দ্ধ ঋষিগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আবিষ্ট হইলেন এবং ঋষিগণকে নিন্দ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৩১

মুনিগণ! বন্য মূল-ফলভক্ষণকারী আশ্রমবাসীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে মানুষ মুনিগণের এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যানুযায়ী তপশ্চর্য্যাই সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রাচীন হইতে প্রবর্ত্তিত বা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ৩২

ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণের সুচরিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মাকেও বিচলিত করিয়া থাকে। ৩৩

গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণের তিনটী বৃত্তি (যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ) পরিকল্পিত হইয়াছে। বনাশ্রমনিবাসী মানুষ ব্রহ্মচর্য্যতপশ্চরণের বনই (বন্য মূলফলই) জীবিকার সাধন পরিগণিত হইয়াছে। ৩৪

যাঁহারা কেবল জলপান করিয়া, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া, রুকে উদূখল করিয়া (দন্তের দ্বারা তুষযুক্ত করিয়া যে নিমাণ তণ্ডুল পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া) অথবা প্রস্তরের (দাঁতার) দ্বারা তুষযুক্ত তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া অথবা পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ হইয়া সুদুষ্কর ব্রত ধারণ পূর্বক তপশ্চর্য্যায় রত থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যকেই মুখ্যস্থান দান করিয়া ব্রহ্ম গতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ বলেন—ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন পরলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। ৩৭

ব্রহ্মচর্য্যে ধৈর্য্য অবস্থিত, ব্রহ্মচর্য্যে তপস্যা অবস্থিত, যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করেন, তাঁহারা দিব্যলোকে অবস্থান করেন। ৩৮

যোগ না হইলে সিদ্ধি হয় না, ও সিদ্ধি না থাকিলে যশ হয় না। যশের কারণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। ৩৯

এইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে ও রসরূপাদি বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত থাকা উচিত। ইহা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ তপস্যা আছে? ৪০

পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইবার জন্য ধ্যানাদি না করিয়া মস্তক মুণ্ডন করা, অধ্যাত্মভাবনার দৃঢ় সংকল্প না করিয়া ব্রতচর্য্যা করা, অন্যান্য সদাচার পালন না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা—এই তিনটী ধর্ম্মেরই নামান্তর। ৪১

যখন ব্রহ্মা মনের দ্বারা মানসী প্রজার (সনৎকুমারাদির) সৃষ্টি করিলেন, তখন স্ত্রী কোথায় ছিল? স্ত্রী-পুরুষের সংযোগই বা কোথায় ছিল? চিত্তের বিকারই বা কোথায় ছিল? ৪২

ব্রহ্মর্ষিগণ! অপরিমিতশক্তিশালী আপনাদের তপস্যার বীর্য্য যদি থাকে, তাহা হইলে প্রজাপতির মত কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্বক মানস-পুত্র সৃষ্টি করুন। ৪৩

তপস্বী ব্যক্তি মনের দ্বারা যোনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীর্য্য আধান করিবেন। স্ত্রী-সহবাস কিংবা বীর্য্যাধান তপস্বী ব্যক্তির নিয়মসিদ্ধ নয়। ৪৪

যদিদং লুপ্তধর্মার্থং যুষ্মাভিরিহ নির্ভয়ৈঃ।
ব্যাহৃতং সন্নিরস্তার্থনস্তিরিব মে মতিঃ ॥ ৪৫
বপুর্দীপ্তান্তরাত্মানমেষ কৃত্বা মনোময়ম্।
দারযোগং বিনা ব্রহ্মন্ পুত্রমাত্মতনূরুহম্ ॥ ৪৬
এবমাত্মানমাত্মা মে দ্বিতীয়ং জনয়িষ্যতি।
বন্ধেনানেন বিধিনা দিবঙ্কন্দমিব প্রজাঃ ॥ ৪৭
ঊর্বস্তু তপসাবিষ্টো নিষেদ্ধোরুং হুতাশনে
মমন্থৈকেন দর্ভেণ পুত্রস্য প্রভবারণিম্ ॥ ৪৮
তস্যোরুং সহসা ভিত্ত্বা জ্বালামালী নিরিন্ধনঃ।
জগতো নিধনাকাঙ্ক্ষী পুত্রোঽগ্নিঃ সমপদ্যত ॥ ৪৯
ঊর্বস্যোরুং বিনির্ভিদ্য ঔর্বো নামান্তকোঽনলঃ
দিবঙ্কন্দমিব লোকাংস্ত্রীন্ জগ্রে পরমকোপনঃ ॥ ৫০
উৎপন্নমাত্রস্তোবাচ পিতরং বীক্ষ্য বাগ্মিনম্
ক্ষুধা মে বাধতে তাত জগদ্ ভক্ষে তাজস্ব মাম্ ॥ ৫১
ত্রিদিবারোহিভির্ঘোরৈর্জ্বলদ্ভির্নিশো দশ।

নির্দহন্নিব ভূতানি ববৃধে সোঽন্তকোঽনলঃ ॥ ৫২
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সর্বলোকপতিঃ প্রভুঃ।
আজগাম মুনির্যত্র ব্যসৃজৎ পুত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৩
স দদর্শোরুমূর্বস্য দীপ্যমানং সুতাগ্নিনা
ঔর্বকোপাগ্নিসন্তপ্তাঁল্লোকাংশ্চ ঋষিভিঃ সহ ॥ ৫৪
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা মুনিমূর্বং সভাজয়ন্।
বার্যতাং পুত্রজস্তেজো লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
অস্যাপত্যস্য তে বিপ্র করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্ ॥ ৫৫
বাসঃ চাস্য প্রদাস্যামি প্রাশনং চামৃতোপমম্।
তথ্যমেতন্মম বচঃ শৃণু ত্বং বদতাং বর ॥ ৫৬

ঊর্ব উবাচ :

ধন্যোঽস্মানুগৃহীতোঽস্মি যন্মমাস্য ভবান্ পিতাঃ
মতিরেষা মহাভাগ পরমানুগ্রহায় বৈ ॥ ৫৭
প্রভাবকালে সম্প্রাপ্তে কাঙ্ক্ষিতব্যো সমাগমে
ভগবংস্তর্পিতঃ পুত্রঃ কৈর্ন্যৈঃ প্রাপ্যতে সুখম্ ৫৮

যদিও আপনারা সজ্জন, তথাপি অসৎ সাধারণ লোকের মত নির্ভয় হইয়া আপনারা যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম-অর্থ-শূন্য বলিয়া আমি মনে করি। ৪৫

আমি আপনাদের সমক্ষেই মনোময় শরীর যোনি নির্মাণ করিয়া স্ত্রীসহবাস ব্যতিরেকেই নিজ শরীর হইতে পুত্র সৃষ্টি করিতে পারি, যাহার অন্তরাত্মা অত্যন্ত দীপ্ত হইবে। ৪৬

এই আমার শরীর বনবাসী জনের যোগ্য বিধান অনুসারে নিজেকে পুত্ররূপে জন্মদান করিতে পারে, যে পুত্র সকল প্রজাকে দগ্ধ করিবার যোগ্য হইবে। ৪৭

এইরূপ বলিয়া তপস্যায় আবিষ্ট ঊর্বমুনি নিজ জানুকে অগ্নির উপর স্থাপন করিয়া পুত্রের উৎপত্তির জন্য একটি কুশের দ্বারা ঐ জানুকে মন্থন করিতে লাগিলেন। ৪৮

ঐ সময় হঠাৎ তাঁহার জানু ভেদ করিয়া ইন্ধনহীন শিখা-সমূহ ব্যাপ্ত বিশ্ববিনাশাভিলাষী অগ্নি-স্বরূপ পুত্র উৎপন্ন হইল। ৪৯

ঊর্বমুনির জানু ভেদ করিয়া যম-সদৃশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ত্রিলোক-দাহেচ্ছুক অগ্নি-রূপ যে পুত্র হইল, সে ঔর্ব অগ্নি নামে বিখ্যাত হইল। ৫০

ঐ অগ্নি-স্বরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াই প্রদীপ্ত বাক্যে নিজ পিতাকে বলিল,—তাত! ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতেছে, আমি এই সংসারকে ভক্ষণ করিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও। ৫১

তখন কালরূপী ঐ অনল প্রাণিগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবার জন্যই যেন ঘর্ম পর্যন্তস্পর্শী শিখাসমূহের দ্বারা দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিতে করিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৫২

এমন সময়ে সর্বলোকপতি শক্তিমান্ ব্রহ্মা সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে ঊর্বমুনি ঐ উত্তম পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছেন। ৫৩

ব্রহ্মা দেখিলেন—ঊর্ব মুনির জানুবেদ সুতরূপ অগ্নির দ্বারা দীপ্ত হইয়াছে এবং ঔর্বের ক্রোধাগ্নির দ্বারা ঋষিগণ সহিত সকল লোক সন্তপ্ত হইতেছে। ৫৪

তখন ব্রহ্মা ঊর্বমুনিকে সম্মানিত করিতে করিতে বলিলেন—বিপ্র! তুমি সকল লোকের হিতের জন্য পুত্ররূপী অগ্নিকে নিবারিত কর। আমি তোমার পুত্রের উত্তম সহায়তা করিব। ৫৫

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যথার্থবাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমার পুত্রকে বাসস্থান ও অমৃত সমান ভোজন প্রদান করিব। ৫৬

ঊর্ব বলিলেন—আমি ধন্য হইলাম, আমি অনুগৃহীত হইলাম এইজন্য যে, আপনি অদ্য আমার পুত্রের প্রতি পরম অনুগ্রহের জন্য এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। ৫৭

ভগবন্! যখন এই পুত্রের প্রভাব প্রকাশের সময় উপস্থিত হইবে এবং যখন প্রাপ্তব্য বস্তু পাইবার লালসা হইবে, তখন

কুত্র চাস্য নিবাসো বৈ ভোজনঞ্চ কিমাত্মকম্
বিধাস্যতি ভবানস্মা বীর্য্যতুল্যাং মহৌজসঃ ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ।

বড়বামুখেঽস্য বসতিঃ সমুদ্রান্তে ভবিষ্যতি।
মম যোনির্জলং বিপ্র তচ্চ তোয়ময়ং বপুঃ ॥ ৬০
তদ্ধবিস্তব পুত্রস্য বিদ্যুজ্জ্বালাময়ং তু তৎ
তত্রায়মাত্মাং নিয়তঃ পিবন্ বারিময়ং হবিঃ ॥ ৬১
ততো যুগান্তে ভূতানামেষ চাত্মক সুব্রত
সহিতৌ বিচরিষ্যাবো লোকানিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৬২
এষোঽগ্নিরস্তকালে তু সলিলাশী ময়া কৃতঃ।
বহনঃ সর্ব্বভূতানাং সংবর্ত্তাসুর-রক্ষসাম্ ॥ ৬৩
এবমস্ত্বিতি সোঽপ্যগ্নিঃ সংবৃতজ্বালমণ্ডলঃ।
প্রবিবেশার্ণবমুখং নিক্ষিপ্য পিতরি প্রভাম্ ॥ ৬৪
প্রতিযাতস্ততো ব্রহ্মা তে চ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
ঊর্দ্ধস্রোতঃ প্রভাবজ্ঞাঃ স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতাঃ ॥৬৫

হিরণ্যকশিপুর্দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতমপূজয়ৎ
ঊর্দ্ধং প্রণতসর্ব্বাঙ্গো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৬৬
ভগবন্নদ্ভুতমিদং নির্বৃত্তং লোকসাক্ষিকম্।
তপসা তে মুনিশ্রেষ্ঠ পরিতুষ্টঃ পিতামহঃ ॥ ৬৭
অহং তু তব পুত্রস্য তব চৈব মহাব্রত।
ভৃত্য ইত্যবগন্তব্যঃ শ্লাঘ্যোঽস্মি যদি কর্ম্মণা ॥ ৬৮
তস্মাৎ পশ্য সমাপন্নং তবৈবারাধনে রতম্।
যদি সীদে মুনিশ্রেষ্ঠ তবৈব স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ৬৯

ঊর্দ্ধ উবাচ।

ধন্যোঽস্মানুগৃহীতোঽস্মি যস্য তেঽহং গুরুর্মতঃ।
নাস্তি মে তপসানেন ভয়মদ্যেহ সুব্রত ॥ ৭০
ইমাঞ্চ মায়াং গৃহ্নীষ মম পুত্রেণ নির্ম্মিতাম্।
নিরিন্ধনামগ্নিময়ীং দুঃস্পর্শাং পাবকৈরপি ॥৭১
এষা তে স্বস্য বংশস্য বশগারিবিনিগ্রহে।
রক্ষিষ্যত্যাত্মপক্ষং সা পরাংশ্চ প্রহরিষ্যতি ॥৭২

হে পুত্র কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্রব্যের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হইবে? ইহার বাসস্থান কোথায় হইবে? মহাশক্তিধর এই পুত্রের শক্তির অনুরূপ ভোজনের বিধান আপনি করিবেন? ৫৮-৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন—ব্রাহ্মণ! ঘোটকীর মুখাকৃতি সমুদ্রমুখে তোমার পুত্রের বসতি হইবে। ঐ জলই আমার উৎপত্তিস্থান, মূর্ত্ত জলরূপে আমার শরীর। ৬০

ঐ জলই তোমার পুত্রের ভোজনের হবি হইবে এবং ঐ জলই তোমার পুত্রের বাসস্থান হইবে। সে জলময় হবি পান করিয়া ঐ জলে নিয়মিত ভাবে বাস করিতে থাকুক। ৬১

সুব্রত! অনন্তর যখন প্রলয় কাল উপস্থিত হইবে, তখন ঐ পুত্র ও আমি উভয়ে মিলিত ভাবে সকল লোকে পুনঃ পুনঃ চরণ করিব। ৬২

আমি এই অগ্নিকে জলাহারী করিলাম, কিন্তু প্রলয়কালে এই অগ্নি দেব, অসুর ও রাক্ষস সহিত সকল প্রাণীকে দগ্ধ করিবে। ৬৩

তখন তথাস্তু অস্তু—'এইরূপই হউক' বলিয়া ঐ অগ্নি তাঁহার তেজোমণ্ডল সংবরণ করিলেন এবং তাঁহার পিতার শরীরে তাঁহার প্রভা সঞ্চারিত করিয়া সমুদ্রমুখে প্রবেশ করিলেন। ৬৪

অনন্তর ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহর্ষি সকল এই অগ্নির প্রভাব বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৬৫

তখন হিরণ্যকশিপু এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ঊর্দ্ধকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক পূজা করিল ও তাঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিল। ৬৬

ভগবন্! আপনি সকল লোকের সমক্ষে অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছেন। ৬৭

মহাব্রত! আমি যদি স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা আপনার প্রসন্নতা পাইবার যোগ্য হই, তাহা হইলে আপনি আপনার ও আপনার পুত্রের ভৃত্য বলিয়া আমাকে স্বীকার করুন। ৬৮

মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনার আরাধনায় রত হইয়াছি। আপনি আমার উপর দৃষ্টিপাত করুন। আমি যদি অবসন্ন হইয়া পড়ি, তাহা হইলে তাহা আপনারই পরাজয় হইবে। ৬৯

তখন ঊর্দ্ধ বলিলেন—সুব্রত! তুমি আমাকে নিজের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম, অনুগৃহীত হইলাম। আমার এই তপস্যার প্রভাবে এখন আর তোমার কোনও ভয় নাই। ৭০

তুমি আমার পুত্রের দ্বারা নির্ম্মিত এই মায়াকে গ্রহণ কর। এই মায়া ইন্ধনরহিত হইয়াও অগ্নিময়ী এবং অগ্নিসমূহের দ্বারাও স্পৃষ্ট বা অভিভূত হইবে না। ৭১

এই মায়া তোমার ও তোমার বংশের বশীভূত থাকিবে, শত্রুনিগ্রহ সময়ে আত্মপক্ষকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুপক্ষকে প্রহার করিবে। ৭২

এবমস্ত্বিতি তং গৃহ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টঃ কৃতার্থো দানবেশ্বরঃ ॥ ৭৩

বরুণ উবাচ

সৈষা দুর্বিষহা মায়া দেবৈরপি দুরাসদা
ঊর্ব্বেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং পাবকেনোর্ব্বসূনুনা ॥ ৭৪
তস্মিংস্তু ব্যথিতে দৈত্যে নিরীর্য্যো ন সংশয়ঃ
শাপো হ্যস্যাঃ পুরা দত্তঃ সৃষ্টা যেনৈব তেজসা ॥ ৭৫

সংক্ষেপ প্রতিহন্তব্যা কর্ত্তব্যো ভগবান্ সুখী
দীয়তাং মে সখা শক্র তোয়যোনিনিশাকরঃ ॥ ৭৬
তেনাহং সহ সংগম্য যাদোভিশ্চ সমাবৃতঃ
মায়ামেতাং হনিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ঊর্ব্বাগ্নিসম্ভবো নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ । ৪৫

তখন দানবপতি হিরণ্যকশিপু 'এবমস্তু' বলিয়া—এইরূপই হউক বলিয়া ঐ মায়াকে গ্রহণ করিল এবং মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া হৃষ্ট ও কৃতার্থ হইয়া স্বর্গে গমন করিল । ৭৩

বরুণ বলিলেন—এই সেই দুর্বিসহা মায়া, যে মায়া দেবতাদেরও দুষ্প্রাপ্য । ঊর্ব্বমুনির পুত্র অগ্নিরূপী ঊর্ব এই মায়াকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । ৭৪

ঐ হিরণ্যকশিপুদৈত্য সংসার হইতে চলিয়া যাওয়ায় এই মায়া বলহীন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই । এই মায়াকে যিনি তীব্র তেজের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে ইহাকে শাপও দিয়াছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুর জীবনপর্য্যন্তই এই মায়া বলবতী থাকিবে । ৭৫

ইন্দ্র ! যদি এই মায়াকে আপনি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হন এবং নিজেকে সুখী করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আপনি আমার সাহায্যের জন্য জলের উৎপত্তিস্থান চন্দ্রমাকে আমার সহায়তার জন্য প্রদান করুন । ৭৬

আমি চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া এবং জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া আপনার প্রসাদে এই মায়াকে নষ্ট করিয়া ফেলিব, ইহাতে সন্দেহ নাই । ৭৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ঊর্ব্ব অগ্নির উৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চ-চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ইন্দ্রেণ চন্দ্রমসঃ স্তুতিঃ, চন্দ্রমসা বরুণেন চ দৈত্যসৈন্যানাং সংহারঃ, মহদানবেন মায়ায়াঃ প্রয়োগঃ, পবনস্যাগ্নিদেবস্য চ দৈত্যসৈন্যৈঃ সহ সংগ্রামঃ, কালনেমেঃ রণে আগমনঞ্চেত্যেতেষাং বর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমস্ত্বিতি সংহৃষ্টঃ শক্রস্ত্রিদশবর্দ্ধনঃ ।
সন্দিদেশাগ্রতঃ সোমং যুদ্ধায় শিশিরাংশুমম্ ॥ ১

শক্র উবাচ ।

গচ্ছ সোম সহায়ত্বং কুরু পাশধরস্য বৈ ।
অসুরাণাং বিনাশায় জয়ায় চ দিবৌকসাম্ ॥ ২

ঘনপ্রতিনিধীর্য্যশ্চ জ্যোতিষাং চেশ্বরেশ্বরঃ
রশ্ময়ঃ সর্ব্বলোকানাং রসং রসবিদো বিদুঃ ॥৩
ক্ষয়-বৃদ্ধী তবাব্যক্তে সাগরস্যেব মণ্ডলে ।
পরিবর্ত্তস্যহোরাত্রং কালঃ জগতি যোজয়ন্
লোকচ্ছায়াময়ঃ লক্ষ্ম তবাব্যক্তে সমসংজ্ঞিতম্
ন বিদুঃ সোমদেবাঽপি যে চ নক্ষত্রযোগিনঃ ॥ ৫

ইন্দ্র বলিলেন—সোম ! তুমি যাও, পাশধারী বরুণের সহায়তা কর । ইহাতে অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের বিজয় হইবে । ২

তুমি অতুলনীয় শক্তিবিশিষ্ট ও গ্রহ-নক্ষত্রগণের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর । রসজ্ঞবিদ্‌গণ বলেন—তুমিই সকল লোকের রস-স্বরূপ ।৩

সমুদ্রের সমান তোমার মণ্ডলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি সর্ব্বথা অব্যক্ত থাকে । তুমি কালকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দিন ও রাত্রির পরিবর্ত্তন করিয়া থাক । ৪

তোমার মধ্যে পৃথিবীর ছায়াই শশ নামে অভিহিত হয় । চন্দ্রোপাসক ও নক্ষত্রবিদ্‌গণ তোমাকে জানিতে পারে না । ৫

ত্বমাদিত্যপথাদূর্দ্ধং জ্যোতিষাং চোপরি স্থিতঃ।
তমশ্ছেত্তাসি বপুষা ভাসয়ন্যাখিলং জগৎ ॥ ৬
শ্বেতভানুর্হিমতনুর্জ্যোতিষামধিপঃ শশী।
অকরুৎ কালযোগাত্মা ঈজ্যো যজ্ঞরসোঽব্যয়ঃ ॥ ৭
ওষধীশঃ ক্রিয়াযোনিরম্ভোযোনিরমৃতাত্মক্।
শীতাংশুরমৃতাধারশ্চপলঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮
ত্বং কান্তিঃ কান্তবপুষাং ত্বং সোমঃ সোমবর্চ্চসাম্
সৌম্যস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং তিমিরঘ্নস্ত্বমুক্ষরাট্ ॥ ৯
তদ্ গচ্ছ ত্বং সহানেন বরুণেন বরাঙ্গিনা।
সমরস্থঃসুরীং মায়াং যয়া হন্যাম সঙ্গরে ॥ ১০

সোম উবাচ

যস্যাং বদসি যুদ্ধার্থে দেবরাজ জগৎপতে।
এষ বর্ষামি শিশিরং দৈত্যমায়াপকর্ষণম্ ॥ ১১
এতান্ মচ্ছীতনির্দ্ধান্ পশ্য ত্বং হিমবেষ্টিতান্
বিনায়ান বিমদাংশ্চৈব দানবাংস্ত্বং হনিষ্যসি ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো হিমকরোৎসৃষ্টাঃ সবাষ্পা হিমবৃষ্টয়ঃ।
বেষ্টয়ন্তি স্ম তান্ ঘোরান্ দৈত্যান্ মেঘগণা ইব ॥ ১৩
তৌ পাশ-শুক্লাংশুধরৌ বরুণেন্দূ মহারণে।
জঘ্নতুর্হিমপাতৈশ্চ পাশঘাতৈশ্চ দানবান্ ॥ ১৪
বারুণ্যা সমরে তৌ পাশ-হিমযোধিনৌ
যুধে চরতুরম্ভোভিঃ ক্ষুব্ধাবিব মহার্ণবৌ ॥ ১৫
তাভ্যামাপ্লাবিতং সৈন্যং তদ্ দ নবমদৃশ্যত
জগৎ সংবর্ত্তকাম্ভোদৈঃ প্রবৃষ্টৈরিব সংবৃতম্ ॥ ১৬
তাবুদ্ধতাংশুপাশৌ দ্বৌ শশাঙ্ক-বরুণৌ রণে।
সমরায়াসতুর্মায়াং দেবৌ দৈতেয়নির্ম্মিতাম্ ॥ ১৭
শীতাংশুজলনির্দ্ধাঃ পাশৈশ্চ প্রসিতা রণে।
ন শেকুশ্চলিতুং দৈত্যা বিশিরস্কা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
শীতাংশুনিহতাস্তে তু পেতুর্দৈত্যা হিমার্দ্দিতাঃ।
হিমপ্রাবৃতসর্ব্বাঙ্গা নিরুষ্মাণ ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৯
তেষাং তু দিবি দৈত্যানাং বিপরীতপ্রভাণি চ
বিমানানি বিচিত্রাণি নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ২০

তুমি আদিত্যপথের ঊর্দ্ধে ও সম্পূর্ণ জ্যোতির্মণ্ডলের উপরে অবস্থিত। তুমি তমস্তোমের ঘোর অন্ধকার নষ্ট করিয়া সকল জগৎ প্রকাশিত কর। ৬

তুমি শ্বেতকিরণ, শীতল শরীর, জ্যোতিষ্কগণের অধিপতি, ও শশচিহ্নধারী। তুমি সংবৎসররূপ কালের রচয়িতা, কাল-যোগস্বরূপ, যজ্ঞে আরাধনীয়, যজ্ঞের রস ও অবিনাশী। ৭

তুমি ওষধির স্বামী, ক্রিয়ার কারণ, জলের উৎপত্তিস্থান, শীতলতার আধার, শীতকিরণ, অমৃতের আধার, চপল ও শ্বেত-বাহন। ৮

তুমি কান্তিমান্ শরীরীদের কান্তি, তুমি সোমযুক্তদিগের সোম, তুমি সকল প্রাণীর প্রতি সৌম্য, তুমি অন্ধকারনাশী ও নক্ষত্রগণের রাজা। ৯

এইজন্য তুমি যুদ্ধার্থে সৈন্যগণ-সমন্বিত এই বরুণের সহিত গমন কর। যুদ্ধস্থলে যাহার দ্বারা বদ্ধ হইতেছি, সেই আসুরী মায়াকে প্রশমিত কর। ১০

সোম বলিলেন—জগৎপতে! দেবরাজ! আপনি যুদ্ধের জন্য যাহা বলিতেছেন, আমি তদনুসারে এখনই দৈত্য-মায়াপসারক শিশির বর্ষণ করিতেছি। ১১

এই মহাযুদ্ধে দানবগণকে আমার শীতবর্ষণের দ্বারা পীড়িত, হিমবেষ্টিত, মায়াহীন ও পর্ব্বহীন দর্শন করুন। ১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর চন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাষ্প-সহিত হিমবৃষ্টি মেঘের মত ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল। ১৩

ঐ মহাযুদ্ধে পাশধারী বরুণ ও শ্বেতরশ্মিধারী চন্দ্র হিমপাত ও পাশাঘাতের দ্বারা দানবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। ১৪

পাশ ও হিমের দ্বারা যুদ্ধরত জলাধিপতি বরুণ ও চন্দ্র ঐ যুদ্ধে জলবর্ষণে ক্ষুব্ধ দুই মহাসমুদ্রের মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৫

তাঁহাদের দুইজনের দ্বারা দানব-সৈন্য প্লাবিত হইয়া গেল, নিয়ত বর্ষণরত সংবর্ত্তক মেঘসমূহের দ্বারা সকল জগৎ যেন আবৃত হইয়া যাইল। ১৬

ঐ যুদ্ধে শশাঙ্ক ও বরুণ উভয়ে পাশ ও কিরণ প্রয়োগ করিয়া দৈত্য-নির্ম্মিত আসুরী মায়াকে উপশমিত করিলেন। ১৭

চন্দ্রের জলের দ্বারা পীড়িত ও বরুণের পাশের দ্বারা বদ্ধ দৈত্যগণ শিখরহীন পর্ব্বতের মত চলিতে সমর্থ হইতেছিল না। ১৮

শীতাংশু চন্দ্রের দ্বারা আহত, হিম-পীড়িত ও হিমাবৃতগাত্র দৈত্যগণ উষ্ণতাশূন্য অগ্নির মত নিস্তেজ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। ১৯

তখন স্বর্গে দৈত্যগণের বিচিত্র বিমানসমূহ প্রভাহীন হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ২০

তান্ পাশহস্তগ্রথিতান্ শাপিতান্ হিমরশ্মিনা
ময়ো দদর্শ মায়াবী দানবান্ দিবি দানবঃ ॥ ২১
চ শিলাজালবিতত্যাঃ গণ্ডশৈলাট্টহাসিনীম্
পাদপোৎকটকূটাগ্রাং কন্দরাকীর্ণকাননাম্ ॥২২
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজাকীর্ণাং মদস্রাবিব যূথপৈঃ
ঈহামৃগগণাকীর্ণাং পবনাঘূর্ণিতদ্রুমাম্ ॥ ২৩
নির্মিতাং স্বেন পুত্রেণ ক্রৌঞ্চেন দিবি কামগাম্
প্রস্থতাং পার্ব্বতীং মায়াং সম্মুহে দানবোত্তমঃ ॥ ২৪
সাশ্মশব্দৈঃ শিলাবর্ষৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ
নিজঘ্নে দেবসঙ্ঘাংস্তান্ দানবাংশ্চাপ্যজীবয়ৎ ॥ ২৫
নৈশাকরী বারুণী চ মায়েঽস্তর্দধতুস্ততঃ
অন্যোন্যচ্ছায়সদৃশৈঃ কীর্ণা দেবগণা রণে ॥ ২৬
সাশ্মসঙ্ঘাতবিষমা দ্রুম-পর্বতদঙ্কটা।
অভবদ্ ঘোরসঞ্চারা পৃথিবীব পর্বতৈরিব ॥ ২৭
নানাহতোঽশ্মভিঃ কশ্চিচ্ছিলাভিশ্চাপ্যতাড়িতঃ।
ন নিরুদ্ধো দ্রুমগণৈর্দেবোঽদৃশ্যত সংযুগে ॥ ২৮
তদপত্রষ্টধনুষঃ ভগ্নপ্রহরণাবিলম্।
নিষ্প্রযত্নং সুরানীকং বর্ত্তচিত্রা গদাধরম্ ॥ ২৯
স হি যুদ্ধগতঃ শ্রীমানীশো ন স্ম ব্যকম্পত।
সহিষ্ণুরাত্মগৎস্বামী ন চুক্রোধ গদাধরঃ ॥ ৩০
কালজ্ঞঃ কালমেঘাভঃ প্রমৈক্ষৎ কালনাভবে।
দেবাসুরবিমর্দং স দৃষ্টকামো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩১
ততো ভগবতাদিষ্টৌ রণে পাবক-মারুতৌ
শমনার্থং প্রবৃদ্ধায়া মায়ায়া নরসৃষ্টয়া ॥ ৩২
ততঃ প্রবৃদ্ধবন্যোন্যং প্রবৃদ্ধৌ আলব দিনৌ
চোদিতৌ বিষ্ণুবাক্যেন তাং মায়াং ব্যপকর্ষতাম্ ॥৩৩
তাভ্যামুদ্ভ্রান্তবেগাভ্যাং প্রবৃদ্ধাভ্যাং মহাহবে।
দগ্ধা সা পার্বতী মায়া ভস্মীভূতা বিনাশ হ ॥ ৩৪
সোঽনিলোঽনলসংযুক্তঃ সোঽনলশ্চানিলাকুলঃ।
দৈত্যসেনাং সমস্তাস্তু নাস্তেষিব মুমুচ্ছতুঃ ॥৩৫

তখন মায়াবী ময়দানব দেখিল যে, স্বর্গে অনেক দানবকে পাশধারী করিয়া করিয়াছে এবং অনেককে হিমকিরণ চন্দ্র আচ্ছাদিত করিয়াছে। ২১

ইহা দেখিয়া দানবশ্রেষ্ঠ ময় স্বর্গে নিজ পুত্র ক্রৌঞ্চের দ্বারা নির্মিত পার্ব্বতী মায়া বিস্তার করিল। ঐ মায়া ইচ্ছায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত অট্টহাস্যের মত ঐ মায়ায় প্রকাশিত হয়। তাহার দ্বারা সমস্ত বনভূমি আবৃত হইয়া যায় এবং বৃক্ষের অগ্রভাগ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। সিংহ-ব্যাঘ্র-হস্তীপরিপূর্ণ যূথপগণ কর্ত্তৃক শব্দায়মান, ঈহামৃগ-(নেকড়ে বাঘ) সমাকীর্ণ, বায়ুবেগে কম্পিত বৃক্ষ ঐ মায়া অতীব সুপ্রসিদ্ধ। ২২-২৩

ঐ পার্ব্বতী মায়া শিলাপাতে শব্দ, শিলাবৃষ্টি ও পতমান বৃক্ষের দ্বারা দেবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল এবং দানবগণকে জীবিত করিতে লাগিল। ২৫

ঐ মায়ার দ্বারা চন্দ্রের ও বরুণের মায়া অন্তর্হিত হইল। যুদ্ধে দেবগণের উপর প্রস্তর-লোহবৃষ্টি হইতে লাগিল। ২৬

যেরূপ পর্ব্বতসমূহে আবৃত ভূভাগে গমনাগমন করা কঠিন হইয়া পড়ে, সেইরূপ সেখানে পতিত প্রস্তর-সংঘাতে বিষম, বৃক্ষ ও পর্ব্বতের দ্বারা সঙ্কীর্ণ রণভূমিতে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ২৭

ঐ যুদ্ধে এমন কোনও দেবতা ছিল না, যে প্রস্তরের দ্বারা আহত হয় নাই, শিলার দ্বারা তাড়িত হয় নাই, বৃক্ষসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় নাই। ২৮

ঐ সময় গদাধর শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত সকল দেবসৈন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। তাহাদের ধনু ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িল এবং অস্ত্র-সমূহ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা দের চিত্র ও মুখ আনিল হইয়া গেল। ২৯

ঐ যুদ্ধে বিরাজমান শ্রীমান্ গদাধর অল্পও বিচলিত হন নাই এবং সহনশীল হওয়ায় জগৎপতি গদাধর ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। ৩০

কৃষ্ণমেঘবর্ণ ও উপযুক্ত সময়জ্ঞ জনার্দন ঐ যুদ্ধে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং দেবতা-অসুরের সংঘর্ষ দেখিতে ছিলেন। ৩১

এ দিকে ময় দানব কর্ত্তৃক নির্মিত ঐ পার্ব্বতী মায়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহ দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ঐ মায়ার উপশমের জন্য অগ্নি ও বায়ুকে আদেশ করিলেন। ৩২

তখন বিষ্ণুর বাক্যে প্রেরিত হইয়া জ্বালাময় অগ্নি ও বায়ু পরস্পরের সহযোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঐ মায়াকে দূরীকৃত করিলেন। ৩৩

ঐ মহাযুদ্ধে উৎকটবেগবান্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি ও বায়ু পার্ব্বতী মায়াকে দগ্ধ করায় ঐ মায়া ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল। ৩৪

প্রলয়কালের মত অনলসংযুক্ত অনিল এবং অনিলসংযুক্ত অনল অতীব তীব্র হইয়া দৈত্যসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৫

বায়ুঃ প্রধাবিতস্তত্র পশ্চাদগ্নিশ্চ মারুতাৎ
চেরতুর্দানবানীকে ক্রীড়ন্তাবনলানিলৌ ॥ ৩৬
তস্মাবয়বভূতেষু প্রপতৎসূৎপতৎসু চ।
দানবেষু বিনষ্টেষু কৃতকর্মণি পাবকে ॥ ৩৭
বাতস্কন্ধাপবিদ্ধেষু বিমানেষু সমন্ততঃ।
মায়াবন্ধে বিনির্বৃত্তে দ্রুয়মাণে গদাধরে ॥ ৩৮
নিষ্প্রযত্নেষু দৈত্যেষু ত্রৈলোক্যো মুক্তবন্ধনে
দম্প্রক্ষ্টেষু দেবেষু সাধু সাধিতি সর্বশঃ ॥ ৩৯
জয়ে দশশতাক্ষস্য নমুচেশ্চ পরাজয়ে
দিক্ষু সর্বাসু শুক্লাসু প্রবৃত্তে ধর্মসন্তরে ॥ ৪০
অপাবৃত্তে চন্দ্রপথে অয়নস্থে দিবাকরে।
প্রকৃতিস্থেষু লোকেষু নৃষু চারিত্রবত্সু ॥ ৪১
অভিন্নবন্ধনে মৃত্যৌ হ্রিয়মাণে হুতাশনে।
যজ্ঞভাগিষু দেবেষু স্বর্গিণঃ দর্শয়ৎসু চ ॥ ৪২
লোকপালেষু সর্বেষু দিক্ষু সংযন্নবর্তিষু।

ভাবে তপসি শুদ্ধানামভাবে দুষ্টকর্মিণাম্ ॥ ৪৩
দেবপক্ষে প্রমুদিতে দৈত্যপক্ষে বিষীদতি
ত্রিপাদবিগ্রহে ধর্মে অধর্মে পাদবিগ্রহে ॥ ৪৪
অপাবৃত্তমচাদ্বারে বর্ত্তমানে চ সৎপথে।
স্বধর্মস্থেষু বর্ণেষু লোকেষ্বগ্নিপ্রজাসুচ ॥ ৪৫
প্রজারক্ষণযুক্তেষু ভ্রাজমানেষু রাজসু।
গীয়মানাসু গাথাসু দেবসংস্তবনাদিষু ॥ ৪৬
প্রশান্তকলুষে লোকে শান্তে তপসি দারুণে
অগ্নি-মারুতয়োস্তস্মিন্ বৃত্তে সংগ্রামকর্মণি ॥
তস্মাৎ বিমলা লোকাস্তাভ্যাং জয়কৃতপ্রিয়াঃ ॥ ৪৭
পূর্বদেবভয়ং শ্রুত্বা মারুতাগ্নিকৃতং মহৎ।
কালনেমিরিতি খ্যাতো দানবঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৮
ভাস্করাকারমুকুটঃ সিক্তিতাভরণাঙ্গদঃ।
মন্দরাচলসঙ্কাশো মহারজতসংবৃতঃ ॥ ৪৯
শতপ্রহরণোদগ্রঃ শতবাহুঃ শতাননঃ
শতশীর্ষা স্থিতঃ শ্রীমান্ শতভৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ৫০

রণক্ষেত্রে প্রথমে বায়ু বেগে প্রধাবিত হইলেন, অনন্তর বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি বেগে প্রজ্বলিত হইলেন। অনল ও অনিল ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া দানবসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৬

অগ্নি যখন অকর্মরত হইয়াছিলেন, তখন দানবগণ বিনষ্ট হইল। তাহাদের অবয়ব চর্বীভূত হইল এবং ঐ তপ্ত চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল ॥৩৭

বায়ুর প্রচণ্ডবেগে আহত বিমানসমূহ চারিদিকে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মায়াবন্ধন নষ্ট হওয়ায় দেবগণ কর্তৃক গদাধর শ্রীবিষ্ণু স্তুত হইতে লাগিলেন ॥৩৮

দৈত্যগণ প্রযত্নশূন্য হইল ও ত্রিভুবন বন্ধনহীন হইল, দেবগণ হৃষ্ট হইলেন। তখন চারিদিকে সাধু সাধু ধ্বনি উচ্চারিত হইল ॥৩৯

ইন্দ্রের বিজয় ও নমুচির পরাজয় হওয়ায় সকল দিক্ শুক্ল হইল এবং সর্বত্র ধর্মের বিস্তার হইতে লাগিল ॥৪০

চন্দ্রের পথ প্রশস্ত হইল। সূর্য ঋমার্গে স্থিত হইলেন। সকল লোক প্রকৃতিস্থ হইল। মনুষ্যগণ সদাচারকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল ॥৪১

বন্ধুর মর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল। অগ্নি আহুতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দেবগণ যজ্ঞভাগগ্রহণকারী ও স্বর্গমার্গ-প্রদর্শক হইলেন ॥৪২

লোকপালগণ নিজ নিজ দিকে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদের তপস্যায় প্রবৃত্তি ও ফল লাভ হইতে লাগিল। দুষ্ট কর্মকারী ব্যক্তিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥৪৩

দেবপক্ষ আনন্দিত ও দৈত্যপক্ষ বিষণ্ণ হইল। ধর্ম ত্রিপাদে স্থির হইলেন এবং অধর্ম একপাদে অবস্থিত থাকিল ॥৪৪

সকলের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল, সৎপথ প্রকাশিত হইল, সকল লোক স্বধর্মে স্থিত হইল এবং সকলেই নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিল ॥৪৫

প্রজারক্ষণকারী নৃপতিগণ শোভিত হইলেন। দেবতাদের স্তুতিগাথা সর্বত্র গীত হইতে লাগিল ॥৪৬

লোকের কলুষ শান্ত হইল। উগ্র তপস্যা শান্ত হইল। অগ্নি ও বায়ু ঐ ভাবে সংগ্রামকার্য করায় সকল লোক বিমল হইল। দেবতাদের জয়রূপ প্রিয় কার্য কৃত হইল ॥৪৭

অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা দৈত্যগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া কালনেমি নামে খ্যাত দানব দেবগণের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইল ॥৪৮

সূর্যতুল্য মুকুটধারী, সজ্জাভরণ ভূষণাঙ্গধারী ও রজতকবচাবৃত কালনেমি মন্দরপর্বতের মত প্রতীত হইতেছিল ॥৪৯

শতঘ্নযুক্ত, শতমুখ, শতবাহুক ও শত আয়ুধধারী শ্রীমান্ কালনেমি শতশৃঙ্গ পর্বতের মত সম্মুখে স্থিত হইল ॥৫০

কক্ষে মহতি সংরূঢ়ো দিমান্ত ইব পাবকঃ ॥ ৫১
ধূম্রকেশো হরিশ্মশ্রুর্দংষ্ট্রালোষ্ঠপুটাননঃ
ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তারো ব্যসৃজন্ বিপুলং বপুঃ ॥ ৫২
বাহুভিস্তলয়ন্ ব্যোম ক্ষিপন্ পদভ্যাং মহীধরান্
ঈরয়ন্ মুখনিশ্বাসৈর্বৃষ্টিমন্তো বলাহকান্ ॥ ৫৩
তির্য্যগায়তরক্তাক্ষং মন্দরোদগ্রবর্চসম্ ।
দিবক্ষন্তমিবাক্রান্তুং সর্বান্ দেবগণান্ মৃধে ॥ ৫৪
তর্জয়ন্তং সুরগণাংস্ত্রাসয়ন্তং দিশো দশ
সংবর্ত্তকালে ক্ষুভিতং দৃপ্তং মৃত্যুমিবোদ্যতম্ ॥ ৫৫
সুতলেনোচ্ছ্রিতবতা বিপুলাঙ্গুলিপর্বণা
মাল্যাভরণপূর্ণেন কিঙ্কিণীকলিতবর্মণা ॥ ৫৬
উচ্ছ্রিতেনাগ্রহস্তেন দক্ষিণেন বপুষ্মতা ।
দানবান্ দেবনিহতান্ হুঙ্কৃত্যোত্থাপয়ন্তমিতি ব্রুবন্ ॥ ৫৭

তং কালনেমিং সমরে দ্বিষতাং কালসন্নিভম্
বীক্ষন্তি স্ম সুরাঃ সর্বে ভয়বিক্লবমানসাঃ ॥ ৫৮
তং স্ম বীক্ষন্তি ভূতানি ক্রমন্তং কালবন্নিনম্
ত্রিবিক্রমং বিক্রমন্তং নারায়ণমিবাপরম্ ॥ ৫৯
সোঽচ্ছ্রয়ন্ প্রথমং পাদং মারুতাঘূর্ণিতাম্বরম্
প্রাক্রামদসুরঃ যুদ্ধে ত্রাসয়ন্ সর্বদেবতাঃ ॥ ৬০
স নয়েনাসুরেন্দ্রেণ পরিষক্তঃ ক্রমন্ রণে ।
কালনেমির্বভৌ দৈত্যো বিষ্ণুনেব পুরন্দরঃ
অথ বিব্যথিরে দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ
দৃষ্ট্বা কালনিবায়ান্তং কালনেমিং ভয়াবহম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি কালনেমিপ্রক্রমণে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বনমধ্যে প্রজ্বলিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নির মত কালনেমি প্রদীপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৫১

ধূম্রতুল্য কেশ হরিদ্‌বর্ণ শ্মশ্রু, বিকট দন্তবিশিষ্ট মুখ ও ত্রিলোকব্যাপী বিশাল দেহ ধারণ করিয়া ঐ অসুর নিজ বাহুর দ্বারা আকাশকে উত্তোলিত করিতে লাগিল, পদদ্বয়ের দ্বারা পর্বতসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল এবং মুখ নিঃশ্বাসের দ্বারা বর্ষণরত মেঘসমূহকে অপসারিত করিতে লাগিল ॥ ৫২-৫৩

সে ঐ যুদ্ধে সকল দেবগণকে দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, বিস্তৃত ও বৃহৎ। মন্দরের মত উন্নতদেহী কালনেমি দেবগণকে তর্জন করিতে লাগিল এবং দশদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। প্রলয়কালে ক্ষুব্ধাম্বুর উদ্যত মৃত্যুর মত সে উপস্থিত হইল ॥ ৫৪-৫৫

তাহার হস্তদ্বয়ের তলদেশ সুন্দর ও উন্নত। অঙ্গুলির পর্বগুলি বিপুল। সে মালা ও আভরণে পরিপূর্ণ। তাহার কবচ কিঙ্কিণি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। বিশালদেহ ঐ অসুর দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া দেবগণ কর্তৃক নিহত দানবগণকে বলিল—তোমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াও ॥ ৫৬-৫৭

ঐ কালনেমি যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের নিকট মহাকাল-তুল্য ছিল ভয়বিহ্বলচিত্ত দেবগণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

বিশাল পদক্ষেপে আগমনকারী কালনেমিকে সকল প্রাণী ত্রিবিক্রম অপর নারায়ণের মত মনে করিতে লাগিল ॥ ৫৯

সকল দেবতাকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে ঐ অসুর বায়ুবেগে আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রথম পদক্ষেপ পূর্বক যুদ্ধে অগ্রসর হইল ॥ ৬০

যুদ্ধে বিচরণকারী সেই অসুর কালনেমিকে আলিঙ্গন করিল। তখন কালনেমি বিষ্ণুকর্তৃক আলিঙ্গিত ইন্দ্রের মত শোভিত হইল ॥ ৬১

ভয়াবহ কালনেমিকে মহাকালের মত আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই বড়ই ব্যথিত হইলেন ॥ ৬২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে কালনেমির প্রক্রমণবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

(কালনেমের্বৃদ্ধস্য প্রভাবস্য চ বর্ণনম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দানবাংশ্চাপি পিত্রীষুঃ কালনেমির্মহাসুরঃ
ববর্ধত মহাতেজাস্তপান্তে জলদো যথা ॥ ১

ত্রৈলোক্যাপূরিতং তং তু দৃষ্ট্বা তে দানবেশ্বরাঃ
উত্তরন্তুপবিস্রব্ধাঃ প্রাপোবামৃতমুত্তমম্

তে বীতভয়সন্ত্রাসা মহা-তারপুরোগমাঃ
তারকাময়সংগ্রামে সন্ততং জয়কাঙ্ক্ষিণঃ

বেজুরায়োধনগতা দানবা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ
অব্রমভ্যস্যতাং তেষাং ব্যূহশ্চ পরিধাবতাম্

প্রেক্ষতাং চাভবৎ প্রীতির্দানবং কালনেমিনম্ ॥ ৪

যে তু তত্র মহাস্যাসন্ মুখ্যা যুদ্ধপুরঃসরাঃ ।
তেঽপি সর্বে ভয়ং ত্যক্ত্বা সন্নদ্ধা যোদ্ধুমুপস্থিতাঃ ॥ ৫

মহাস্তারো বরাহশ্চ মহাগ্রীবশ্চ বীর্যবান্
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ খর-লম্বাবুভাবপি ॥ ৬

অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ কিশোরোষ্ট্রৌ তথৈব চ
স্বর্ভানুশ্চামরপ্রখ্যো বজ্রবোধী মহাসুরঃ ॥

এতেঽস্ত্রবিদুষঃ সর্বে সর্বে তপসি সুস্থিতাঃ ।
দানবাঃ কৃতিনো জগ্মুঃ কালনেমিনমুত্তমম্ ॥ ৮

তে গদাভিশ্চ গুর্বীভিশ্চক্রৈশ্চ সপরশ্বধৈঃ ।
অস্ত্রভিশ্চাতিসদৃশৈর্গণ্ডশৈলৈশ্চ সংবৃতৈঃ ॥ ৯

পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়ুধৈঃ ।
ঘাতিনীভিশ্চ গুর্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ ॥১০

কালকূটৈশ্চ মুসলৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ
মুষ্টিভির্মুষ্টিমদ্ভিশ্চ নিমুক্তৈরর্গলৈশ্চাগ্রতাড়িতৈঃ ॥ ১১

দোর্ভিশ্চায়তপীনাংসৈঃ পাশৈঃ প্রাসৈশ্চ মুচ্ছ্রিতৈঃ ।
মর্মৈর্লেলিহ্যমানৈশ্চ বিসর্পদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ ॥ ১২

বজ্রৈঃ প্রহরণীয়ৈশ্চ দীপ্যমানৈশ্চ তোমরৈঃ ।
বিকোশৈশ্চাসিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শূলৈশ্চ শিতনির্মলৈঃ ॥ ১৩

তে বৈ দৃপ্তোত্তমনসঃ প্রগৃহীতোত্তমায়ুধাঃ ।
কালনেমিং পুরস্কৃত্য তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ১৪

সা দীপ্তশস্ত্রপ্রবরা দৈত্যানাং সমুপস্থিতা চমূঃ ।
ছৌর্নিমীলিতনক্ষত্রা সঘনেবাভ্যুদাগমে ॥ ১৫

দেবতানামপি চমূ রুরুচে শক্রপালিতা ।
দীপ্তা শীতোষ্ণ-তেজোভ্যাং চন্দ্র-ভাস্করবর্চসা ॥ ১৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

(কালনেমির বৃদ্ধি ও প্রভাববর্ণন ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে যেমন মেঘ বিস্তার হয়, সেইরূপ মহাতেজস্বী অসুর কালনেমি দানবগণকে হৃষ্ট করিবার জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । ১

দানবশ্রেষ্ঠগণ কালনেমিকে ত্রিলোকব্যাপী দেখিয়া উত্তম অমৃত পাইয়াই যেন সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের বিস্রাব ভাব দূরীভূত হইল । ২

মহ, তার প্রভৃতি দানবগণ ভয়-সন্ত্রাসমুক্ত হইল । তারকাময় যুদ্ধে জয়প্রার্থী হইয়া দানবগণ যুদ্ধলালসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । ৩

ঐ সময় অস্ত্রপ্রয়োগাভ্যাসরত ব্যূহমধ্যে বেগবান্ দানবগণের কালনেমি দানবকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল । ৪

সেইস্থানে মহাদানবের যে সকল মুখ্য মুখ্য সেনাপতি উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলে ভয় ত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল । ৫

মহ, তার, বরাহ, মহাবীর মহাগ্রীব, বিপ্রচিত্তির পুত্র শ্বেত, ও খর এই উভয় দানব, বলিপুত্র অরিষ্ট, কিশোর, উষ্ট্র, দেবতুল্য বজ্রবোধী মহাসুর স্বর্ভানু রাহু), ইহারা সকলেই অস্ত্রবিৎ, সকলেই তপস্যায় দৃঢ়সংকল্প ও কুশল । ঐ সমস্ত শ্রেষ্ঠ দানব কালনেমির নিকট তাহারা গমন করিল ।৬-৮

তাহারা সকলে দীপ্তচিত্তে উত্তম অস্ত্রধারণ করিয়া কালনেমিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রভাগে অবস্থিত হইল । তাহারা বৃহৎ গদা, চক্র, পরশু, প্রস্তর, পর্বততুল্য শিলা, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, শতঘ্নী হত্যাকারী কামান, বজ্রতুল্য মুষল, ক্ষেপনযোগ্য মুদ্গর, মুষ্টিযুক্ত মুষ্টি, মুক্ত অর্গল, তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র, পাশ, প্রাস লেলিহান সর্প তীব্রগতি বাণ, প্রহারযোগ্য বজ্র, তেজস্বী তোমর, নিরাবরণ তীক্ষ্ণ অসি, তেজস্বী উজ্জ্বল শূল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র স্ব স্ব বিশাল ও স্থূল হস্তে ধারণ করিয়াছিল । ৯-১৪

দৈত্যগণের সৈন্যসমূহ উজ্জ্বল শস্ত্রসমূহ হইয়া বর্ষাকালে মেঘাবৃত নক্ষত্রহীন আকাশের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল । ১৫

চন্দ্র ও সূর্যের প্রভায় উদ্ভাসিত শীত ও উষ্ণ তেজের দ্বারা পালিত দেবসৈন্যও ইন্দ্রের দ্বারা শোভান্বিত হইয়াছিল । ১৬

বায়ুবেগবতী সৌম্যা তারাগণপতাকিনী ।
তোয়দাবিদ্ধবসনা গ্রহনক্ষত্রহাসিনী ॥ ১৭
ধনেন্দ্র-ধনদৈর্গুপ্তা বরুণেন চ ধীমতা ।
সম্প্রদীপ্তাগ্নিপবনা নারায়ণপরায়ণা ॥ ১৮
সা সমুদ্রৌঘসদৃশী দিব্যা দেবমহাচমূঃ
রক্ষোগন্ধর্বতী ভীমা যক্ষ-গন্ধর্বশালিনী ॥ ১৯
তয়োশ্চসৈন্যয়োস্তত্র বভূব স সমাগমঃ ।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংযোগো যথা স্যাদ্ যুগপর্যয়ে ॥ ২০
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেব-দানবসঙ্কুলম্
ক্ষয়াপরাক্রমময়ং দর্পস্য বিনয়স্য চ ॥ ২১
নিশ্চক্রমুর্বলাভ্যাং তু তাভ্যাং ভীমাঃ সুরাসুরাঃ ।
পূর্বাপরাভ্যাং সংরব্ধাঃ সাগরাভ্যামিবাম্বুদাঃ ॥ ২২
তাভ্যাং বলাভ্যাং সংহৃষ্টাশ্চেরুস্তে দেব-দানবাঃ ।
বনাভ্যাং পর্বতীয়াভ্যাং পুষ্পিতাভ্যাং যথা গজাঃ ॥ ২৩
সমাজহ্রুস্ততো ভেরীঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ নৈকশঃ ।
স শব্দো দ্যাং ভুবঞ্চৈব দিশশ্চ সমপূরয়ৎ ॥ ২৪

জ্যাঘাততলনির্ঘোষো ধনুষাং কৃষ্টতানি চ
দুন্দুভীনাং নিনদতাং দৈত্যানাং নিঃসৃতঃ স্বনান্
হেহয়োঽস্মভিরস্পেতু পাতয়ন্তঃ পরস্পরম্
বভঞ্জুর্বাহভির্বাহূন্ স্বপন্তঃ যুযুৎসবঃ ॥ ২৬
দেবতাস্তুশনীঘোরাঃ পরিঘাংশ্চোদ্যমাসদান
সদর্জুরাজৌ নিস্ত্রিংশান্ গদা গুর্বীশ্চ দানবাঃ
গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাণৈশ্চ শকলীকৃতাঃ ।
পরিপেতুর্ভুশং কেচিন্নাড্যাঃ কেচিৎ সসর্জিরে
ততো রথৈঃ সতুরগৈর্বিমানৈশ্চাগ্নিগামিভিঃ ।
সমীয়ুস্তে তু সংরব্ধা রোধায়ন্যোন্যমাহবে
সংবর্তমানাঃ সমরে বিবর্তন্তস্তথাপরে
রথা রথৈর্নিরুদ্ধাস্তে পলাতাশ্চ পলাতিভিঃ ॥ ৩০
তেষাং রথানাং তুমুলঃ স শব্দঃ শরবাহিনাম্
বভূবাথ প্রসক্তানাং নভসীব পয়োমুচাম্ ॥ ৩১
বভঞ্জিরে রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সংমুমুহুঃ রথৈঃ
সম্বাধমেকে সম্প্রাপ্য ন শেকুশ্চলিতুং রথাঃ ॥ ৩২

বায়ুর সমান বেগবতী, সৌম্যভাববতী, তারকাসমূহ রূপ পতাকাবতী, মেঘরূপ-বস্ত্রাবৃতা, গ্রহনক্ষত্রহাসিনী, যম ইন্দ্র কুবের ও বরুণের দ্বারা সুরক্ষিত, অগ্নি ও পবনের দ্বারা প্রদীপ্ত নারায়ণপরায়ণা সমুদ্রতরঙ্গ-সদৃশী দিব্যভাববতী যক্ষ-গন্ধর্ব-বিশিষ্টা নানাবিধাস্ত্রসহিতা ভয়ঙ্করী দেবসেনা সোত্তা প্রাপ্ত হইতে লাগিল । ১৭-১৯

প্রলয়কালে যেমন দ্যুলোক ও ভূলোকে সংঘর্ষ হয়, সেইরূপ দেবসেনার ও দৈত্যসেনার ঐ সময় সেইস্থানে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল । ২০

দেবদানব পরিপূর্ণ ঐ যুদ্ধ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়াছিল । ক্ষয় পরাক্রমময় যুদ্ধ দর্প ও বিনয়ের প্রকাশস্থল হইয়াছিল । ২১

ঐ উভয় সেনা হইতে অতি ভয়ঙ্কর দেব ও অসুর আসিতে লাগিল এবং যুদ্ধের জন্য অগ্রবর্তী হইল । মনে হইতে লাগিল যেন পূর্বাপর সমুদ্র হইতে ক্রুদ্ধ মেঘসমূহ নির্গত হইতেছে । ২২

নিজ নিজ সৈন্যের দ্বারা অত্যন্ত হৃষ্ট দেবদানবগণ পর্বতস্থ পুষ্পিত বন হইতে নির্গত হস্তিসমূহের মত বিচরণ করিতে লাগিল । ২৩

ঐ সময় উভয় পক্ষের সৈন্য পুনঃ পুনঃ ভেরী শঙ্খ করিতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল । ঐ শব্দ আকাশ পৃথিবী ও সকলদিক্‌কে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল । ২৪

ধনুতে বাণযোজনার শব্দ, ধনুর টঙ্কার, দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি দৈত্যগণের গর্জনের শব্দকে আবৃত করিয়াছিল । ২৫

তাহারা নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করিতে করিতে পরস্পর অগ্রসর হইতে লাগিল । অনেকে বাহুযুদ্ধে উদ্যুক্ত হইয়া বাহুর দ্বারা শত্রুর বাহু ভগ্ন করিতে লাগিল । ২৬

যুদ্ধের সময় দেবগণ ভয়ঙ্কর বজ্র ও উল্কালৌহনির্মিত পরিঘ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং দানবগণ অসি ও বিশাল গদা প্রয়োগ করিতে লাগিল । ২৭

গদাপ্রহারে ভগ্নদেহ ও বাণাঘাতে ছিন্ন-ভিন্নদেহ কেহ কেহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । ২৮

অনন্তর ঐ সমরক্ষেত্র রোষপূর্ণ হইয়া দৈত্যগণ অশ্বযোজিত রথের দ্বারা ও শীঘ্রগামী বিমানের দ্বারা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল । ২৯

ঐ যুদ্ধে অনেকে শত্রুর সম্মুখে আসিতে লাগিল । অনেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল । রথসমূহের দ্বারা পদাতিগণ পদাতিগণকে অবরুদ্ধ করিতে লাগিল । ৩০

সঞ্চারমান রথসমূহের তুমুলশব্দ আকাশে পরস্পর সংঘর্ষপ্রাপ্ত মেঘসমূহের শব্দের ন্যায় উত্থিত হইতে লাগিল । ৩১

কেহ কেহ রথসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল । কেহ কেহ শত্রুর রথের দ্বারা মর্দিত হইল । কোনও কোনও রথ অবরোধপ্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইল । ৩২

অন্যোন্যস্যাভিসমরে দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য দর্পিতাঃ
সংত্রাসমানাভরণা জম্নুস্তত্রাসিচক্ষিপুঃ ॥ ৩৩
অস্ত্রৈরন্যে বিনির্ভিন্না রক্তং বেমুর্ইতা ভৃশম্ ।
ক্ষরজ্জলানাং সদৃশা জলদানাং সমাগমে ॥ ৩৪
তদস্ত্রজন্ত্রপ্রহিতৈঃ ক্ষিপ্তোৎক্ষিপ্তগদাবিলম্ ।
দেব-দানবসংক্ষুব্ধং সঙ্কুলং যুদ্ধমাবভৌ ॥ ৩৫
তন্ দানবমহানেঘং দেবাম্বুধরবিদ্যুৎপ্রভম্ ।
অস্ত্রোক্ষবাণবর্ষং তদ্ যুদ্ধং তুমুলমাবভৌ ॥ ৩৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ কালনেমির্মহাসুরঃ ।
ব্যবর্ধত সমুদ্রৌঘৈঃ পূর্যমাণ ইবার্ণবঃ ॥ ৩৭
তস্য বিদ্যুচ্চলচ্চীড়াঃ প্রদীপ্তাশনিবর্ষিণঃ ।
গাত্রে নগশিরঃপ্রখ্যা বিনিষ্পেতুর্বলাহকাঃ ॥ ৩৮
ক্রোধাগ্নিঃশ্বসতস্তস্য জ্রূভেদস্বেদবর্ষিণঃ
মারুতিশ্বেষপবনা মুখান্নিশ্চেরুরর্চিষঃ ॥ ৩৯
তির্যগূর্ধ্বঞ্চ গগনে বহুধুস্তস্য বাহবঃ ।
পঞ্চাস্যাঃ কৃষ্ণবপুষো লেলিহানা ইবোরগাঃ ॥ ৪০
দোঃশতৈর্ভাসিতৈর্বহ্নিবিধৈর্ধৃষ্টিঃ পরিঘৈরপি
গিরেরাকাশনাবত্রে পর্বতৈরুচ্ছ্রিতৈরিব ॥ ৪১
সোঽনিলোদ্ধূতবসনস্তস্থৌ সংগ্রামমূর্ধনি ।
সন্ধ্যাতপপ্রস্তশিখঃ সার্চির্মেরুরিবাপরঃ ॥ ৪২
উরুবেগপ্রতিক্ষিপ্তৈঃ শৈলশৃঙ্গাগ্রপাদপৈঃ
অপাতয়ন্ দেবগণান্ বজ্রেণেব মহাগিরীন্ ॥ ৪৩
বাহুভিঃ শস্ত্রনির্ভিন্নৈশ্ছিন্ন-ভিন্নশিরোরসঃ ।
ন শেকুশ্চলিতুং দেবাঃ কালনেমিহতা যুধি ॥ ৪৪
মুষ্টিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ বিদলীকৃতাঃ
যক্ষ-গন্ধর্বপতয়ঃ পেতুঃ সহ মহোরগৈঃ ॥ ৪৫
তেন বিত্রাসিতা দেবাঃ সমরে কালনেমিনা ।
ন শেকুর্যত্নবন্তোঽপি প্রতিকর্তুং বিচেতসঃ ॥
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষঃ স্তম্ভিতঃ শরবর্ষিণা
ঐরাবতগতঃ সংখ্যে চলিতুং ন শশাক হ ॥ ৪৭

কোনও কোনও পণ্ডিত বোদ্ধা যুবকের নিজ বাহুর দ্বারা প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে অপসারিত করিতে লাগিল। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট বীরগণ অসি ও চর্ম (ঢাল তলোয়ার) বিশিষ্ট হইয়া পক্ষকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩৩

যুদ্ধে বহু সৈন্য অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। বর্ষাকালে বর্ষণরত মেঘের মত তাহাদের দশা হইল ॥ ৩৪

ঐ যুদ্ধ অস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রহিত, নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত গদাসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভয়ানক দেবদানবের ক্ষোভকারক হইয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৫

ঐ যুদ্ধ দুর্দিনের মত প্রতীত হইতেছিল। ঐ দুর্দিনে দানবগণ জলদ-সদৃশ, দেবগণের অস্ত্রই বিদ্যুতের প্রভাসদৃশ, পরস্পরের শস্ত্রবর্ষণই বর্ষাসদৃশ হইয়াছিল ॥ ৩৬

এই সময়ে ক্রুদ্ধ মহাসুর কালনেমি সমুদ্র জলরাশি পরিপূর্ণ হওয়ার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৭

বিদ্যুতই তাহার চঞ্চল মস্তকভূষণ হইয়াছিল। সে প্রদীপ্ত বজ্র বর্ষণ করিতেছিল। পর্বতশিখর সদৃশ বিশাল মেঘসমূহ দ্বারা শরীরদেশে নিষ্পেষিত হইতেছিল ॥ ৩৮

সে ক্রোধবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। ভ্রূভঙ্গের ফলে ঘর্মবর্ষণ হইতেছিল। তাহার মুখ হইতে অগ্নিসংযুক্ত পবনের সদৃশ জ্বালা নির্গত হইতেছিল ॥ ৩৯

তাহার বাহুসমূহ আকাশে ঊর্ধ্বে ও বহুভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনে হইতেছিল যেন, কৃষ্ণবর্ণদেহ পঞ্চমুখ সর্পসমূহ লেলিহান হইয়া উঠিল ॥ ৪০

উন্নত পর্বত যেমন আকাশকে আবৃত করে, সেইরূপ কালনেমি বহুবিধ অস্ত্রসমূহ, বহু পরিঘ প্রভৃতি দিয়া প্রহরণের দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৪১

সংগ্রামের সম্মুখে যখন কালনেমি স্থিত হইল, তখন তাহার পরিধেয় বস্ত্র বায়ুবেগে উড্ডীন হইতেছিল, সন্ধ্যাকালীন আতপযুক্ত শিখরবিশিষ্ট শিখাযুক্ত দ্বিতীয়মেরু পর্বতের মত প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪২

প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহের দ্বারা বজ্রের দ্বারা মহাগিরির ন্যায় দেবগণকে ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ৪৩

বাহু, শস্ত্র ও অসির দ্বারা ছিন্ন-ভিন্নমস্তক বক্ষঃস্থল দেবগণ কালনেমির দ্বারা আহত হইয়া চলিতে অসমর্থ হইলেন ॥ ৪৪

যক্ষ গন্ধর্বপতিগণ ও বহু বহু নাগগণ কালনেমির মুষ্টির আঘাতে নিহত হইল, অনেকে বিদীর্ণ হইয়া গেল ॥ ৪৫

সেই কালনেমির দ্বারা সন্ত্রস্ত দেবগণ যুদ্ধে যত্নবান্ হইয়াও প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না, যেহেতু তাঁহারা বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৪৬

ঐরাবতস্থিত সহস্রনেত্র ইন্দ্র কালনেমির বাণবর্ষণে স্তম্ভিত হইয়া একপদও চলিতে সমর্থ হইতে ছিলেন না ॥ ৪৭

নির্জলাম্ভোদসদৃশো নির্জলার্ণবসপ্রভঃ।
নির্বাপায়ঃ কৃতস্তেন বিপাশো বরুণো যুধে ॥ ৪৮
রথে বৈশ্রবণস্তেন পরিঘৈঃ কালরূপিভিঃ।
ব্যরূপয়ল্লোকপালেশস্ত্যাজিতো ধনরক্ষিতাম্ ॥ ৪৯
যমঃ সর্বহরস্তেন দণ্ডপ্রহরণো রণে।
যাম্যামবস্থাং সমরে নীতঃ স্বাং দিশমাবিশৎ ॥ ৫০
স লোকপালানুৎসাদ্য কৃত্বা তেষাঞ্চ কর্ম্ম তৎ।
বিষ্ণু সর্বাসু দেহং স্বং চতুর্ধা বিদধে তদা ॥ ৫১
স নক্ষত্রপথং গত্বা দিব্যং স্বর্ভানুলক্ষিতম্।
জহার লক্ষ্মীং সোমস্য তাং চাস্য বিষয়ং মহৎ ॥ ৫২
চালয়ামাস দীপ্তাংশুং স্বর্ভানুস্তাৎ স ভাস্করম্।
সায়নং চাস্য বিষয়ং জহার দিনকর্ম চ ॥ ৫৩
সোঽগ্নিং দেবমুখে দৃষ্ট্বা চকারাস্যমুখে স্বয়ম্।
বায়ুঞ্চ ভরসা জিত্বা চকারাস্যবশানুগম্ ॥ ৫৪
সদসদ্ভূতাং সমানীয় সর্বাংশ্চ সরিতো বলাৎ।
চকারাস্যবশে বীর্য্যাদ্ দেহভূতাংশ্চ সিন্ধবঃ ॥ ৫৫
অপঃ স্ববশগাঃ কৃত্বা নিবিড়া বাংশ্চ ভূমিজাঃ।
স্থাপয়ামাস জগতীং সুগুপ্তাং ধরণীধরৈঃ ॥ ৫৬
স স্বয়ম্ভূরিবাভাতি মহাভূতপতির্মহান্
সর্বলোকময়ো দৈত্যঃ সর্বলোকভয়াবহঃ ॥ ৫৭
স লোকপালৈকবপুশ্চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাত্মবান্।
পাবকানিলসঙ্ঘাতো বরাজ যুধি দানবঃ ॥ ৫৮
পারমেষ্ঠ্যে স্থিতঃ স্থানে লোকানাং প্রভবাপ্যয়ে।
তুষ্টুবুস্তং দৈত্যগণা দেবা ইব পিতামহম্ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি আশ্চর্য্যতারকানয়ে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

ঐ যুদ্ধে কালনেমি বরুণকে জলহীন মেঘের মত জলহীন সমুদ্রের মত পানীয়হীন করিয়াছিল, তাহার ফলে বরুণের সমস্ত চেষ্টা লুপ্ত হইয়া গেল। ৪৮

ঐ রণক্ষেত্রে কালনেমির মৃত্যুকারী পরিঘের দ্বারা আহত হইয়া কুবের বিলাপ করিতে লাগিলেন, লোকপালেশ্বর কুবেরের সকল কার্য্য ত্যাগ করিতে কালনেমি বাধ্য করিয়াছিল। ৪৯

সকলের প্রাণহর দণ্ডধারী যম রণক্ষেত্রে আহত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিলেন, এইজন্য তিনি দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন। ৫০

এইভাবে সে লোকপালগণকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া তাহাদের কার্য্য স্বয়ং করিতে লাগিল এবং সকল দিকে নিজেকে স্থাপিত করিবার জন্য নিজ শরীরকে চারিপ্রকারে প্রকাশিত করিল। ৫১

সে রাহুগ্রসিত দিবা নক্ষত্র পথে গমন করিয়া চন্দ্রের লক্ষ্মী ও বিশাল রাজ্য অপহরণ করিল। ৫২

সে উজ্জ্বলকিরণ সূর্যকে স্বর্ভানুর হইতে অপসারিত করিল। ভবনসহিত সূর্যের রাজ্য ও দিনকৃত্য অধিকার করিল। ৫৩

সে দেবগণের মুখে অগ্নিকে স্থিত দেখিয়া তাহাকে স্বমুখে স্থাপিত করিল। বায়ুকে পরাজিত করিয়া নিজ আজ্ঞাধীন করিল। ৫৪

সমুদ্রসহিত সকল নদীকে আনয়ন করিয়া কালনেমি বল পূর্বক সকলকে নিজ-বশে রাখিল। তাহার বলের জন্য সকল সমুদ্র তাহার শরীরভূত হইল। ৫৫

আকাশস্থ ও ভূতলস্থ সকল জলকে নিজ বশীভূত করিয়া তাহার উপর পর্বতসমূহ সুরক্ষিত পৃথিবীকে স্থাপিত করিল। ৫৬

সকল লোকতন্ত্রের দৈত্য কালনেমি পঞ্চমহাভূতের অধিপতি ও সর্বলোকময় হইয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মত শোভা পাইতে লাগিল। ৫৭

নিজে সকল লোকপালের শরীর ধারণ করিয়া চন্দ্র সূর্যগ্রহ অগ্নি ও বায়ুর শরীর ধারণ করিয়া ঐ দানব কালনেমি বিরাজিত হইল। ৫৮

দেবগণ যেমন ব্রহ্মাকে স্তুতি করেন, সেইরূপে সকল লোকের উৎপত্তি বিনাশের কর্তা ব্রহ্মলোকে স্থিত কালনেমিকে দৈত্যগণ স্তুতি করিতে লাগিল। ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে আশ্চর্য্যতারকানয়ের সংগ্রামবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কালনেমিনো ভগবতো বিষ্ণোশ্চ সম্বোধঃ, শ্রীবিষ্ণুনা কালনেমের্বধঃ, দেবেভ্য আশ্বাসঃ ব্রহ্মায় ব্রহ্মলোকে প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পক্ষ তং নাভ্যবর্ত্তন্ত বিপরীতেন কর্ম্মণা।
বেদো ধর্ম্মঃ ক্ষমা সত্যং শ্রীশ্চ নারায়ণাশ্রয়া ॥ ১

স তেষামনুপস্থানাৎ সক্রোধো দানবেশ্বরঃ
বৈষ্ণবং পদমন্বিচ্ছন্ যযৌ নারায়ণান্তিকম্ ॥ ২

স দদর্শ সুপর্ণস্থং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
দানবানাং বিনাশায় ভ্রাময়ন্তং গদাং শুভাম্ ॥ ৩

নবজলাম্বোদসদৃশং বিদ্যুৎসদৃশবাসসম্।
স্বাস্তৃচং স্বর্ণপত্রাভ্যাং শিখিনং কাঞ্চনপ্রভম্ ॥

দৃষ্ট্বা দৈত্যবিনাশায় রণে স্বস্থনবস্থিতম্।
দানবো বিষ্ণুমক্ষোভ্যং বভাষে যুদ্ধনানসঃ ॥ ৫

অয়ং স রিপুরস্মাকং পূর্ব্বেষাং দানবদ্বিষাম্।
অর্ণবাবাসিনশ্চৈব মধোর্বৈ কৈটভস্য চ ॥ ৬

অয়ং স বিগ্রহোঽস্মাকমশ্মাঃ কিল কথ্যতে।
যেন নঃ সংযুগেষ্বাত্তা বহবো দানবা হতাঃ ॥ ৭

অয়ং স নির্ঘৃণো যুদ্ধেঽস্ত্রী বালনিরপত্রপঃ।
যেন দানবধীরাণাং সীমন্তোদ্ধরণং কৃতম্ ॥ ৮

অয়ং স বিষ্ণুর্দেবানাং বৈকুণ্ঠশ্চ দিবৌকসাম্
অনন্তো ভোগিনামপ্সু স্বয়ম্ভূশ্চ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৯

অয়ং স নাথো দেবানামস্মাকং বিপ্রিয়ে স্থিতঃ।
অস্য ক্রোধেন মহতা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ১০

অস্যচ্ছায়াং সমাসাদ্য দেবা মখমুখে স্থিতাঃ
আজ্যাং মন্ত্রবিদিস্তমন্ত্রবন্তি ত্রিধা হুতম্ ॥ ১১

অয়ং স নিধনে হেতুঃ সর্ব্বেষাং দেববিদ্বিষাম্।
যস্য তেজঃপ্রবিষ্টানি কুলান্যস্মাকমাহবে ॥ ১২

অয়ং স কিল যুদ্ধেষু সুরার্থে ত্যক্তজীবিতঃ
সবিতুস্তেজসা তুল্যং চক্রং ক্ষিপতি শত্রুষু ॥ ১৩

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কালনেমি ও ভগবান্ বিষ্ণুর সংবাদ শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক কালনেমির বধ এবং দেবগণকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কালনেমি শাস্ত্রবিপরীত কর্ম্ম করিতেছিল বলিয়া বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণাশ্রিতা লক্ষ্মী এই পাঁচটী তাহাকে অনুগমন করে নাই। ১

ঐ পাঁচটী তাহার অধীন না হওয়ায় দানবপতি কালনেমি অতীব কুপিত হইল এবং বিষ্ণুর স্থান বৈকুণ্ঠধামকে অধীন করিবার জন্য শ্রীনারায়ণের নিকট গমন করিল। ২

সে দেখিতে পাইল যে, শঙ্খ চক্র-গদাধর শ্রীনারায়ণ গরুড়ের উপর বিরাজিত রহিয়াছেন এবং দানবগণের বিনাশের জন্য নিজ গদাকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ৩

তিনি জলপূর্ণ মেঘের মত শ্যামল। তাঁহার বস্ত্র বিদ্যুৎ-সদৃশ পীত। তিনি সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত শিখাসমন্বিত কাঞ্চনপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া আছেন। ৪

ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বথা ক্ষোভশূন্য। তাঁহাকে যুদ্ধে দৈত্যবিনাশের জন্য সুস্থভাবে অবস্থিত দেখিয়া দানব কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল। ৫

এই সেই বিষ্ণু, যিনি আমাদের পূর্ব্বজ দানববিপক্ষগণের ও একার্ণবনিবাসী মধু ও কৈটভের প্রসিদ্ধ শত্রু ॥ ৬

এই সেই বিষ্ণু, যিনি আমাদের মূর্ত্তিমান্ দুঃখ। যাঁহাকে অনুপশমনীয় বলা হয়। যিনি যুদ্ধে আমাদের বহু পূর্ব্বপুরুষ দানবকে নিহত করিয়াছেন। ৭

এই সেই বিষ্ণু, যিনি যুদ্ধস্থলে বালকের মত লজ্জাশূন্য হন এবং যিনি দানবনারীগণের সীমন্তের সৌভাগ্যচিহ্ন অপসারিত করিয়াছেন। ৮

এই সেই বিষ্ণু, যিনি স্বর্গবাসী দেবগণের নিকট বৈকুণ্ঠ, জলনিবাসী সর্পগণের অনন্ত ও স্বয়ম্ভু ব্রহ্মারও ব্রহ্মা। ৯

এই সেই দেবগণের নাথ ও আমাদের অপ্রিয় কার্য্যে নিরত। ইঁহারই মহাক্রোধের ফলেই হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছিল। ১০

ইঁহার ছায়ায় থাকিয়া দেবগণ যজ্ঞের অগ্রভাগে অবস্থিত হন এবং মন্ত্রবিদ্‌গণের প্রদত্ত তিন প্রকারে অর্পিত হুত (অন্ন হোম, মুখ্য হোম, প্রায়শ্চিত্ত হোম) ঘৃতাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। ১১

এই সেই বিষ্ণু দেবদ্রোহী সকল দানবের বিনাশের হেতু। যুদ্ধে আমাদের বলে যাহার তেজে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ১২

এই সেই বিষ্ণু, যিনি যুদ্ধে দেবতাদের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া থাকেন। যিনি সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী চক্র শত্রুর উপর নিক্ষেপ করেন। ১৩

অয়ং স কালো দৈত্যানাং কালভূতে ময়ি স্থিতে
অতিক্রান্তস্য কালস্য ফলং প্রাপ্নোতি দুর্মতিঃ ॥১৬

দিষ্ট্যোদ্যানাং সনকং মে বিষ্ণুরেষ সমাগতঃ।
অদ্য মদ্বাণনিষ্পিষ্টো মামেব প্রণমিষ্যতি ॥ ১৭

যাস্যামাপচিতিং দিষ্ট্যা পূর্বেষামদ্য সংযুগে।
ইমং নারায়ণং হত্বা দানবানাং ভয়াবহম্ ॥ ১৮

ক্ষিপ্রমেব বধিষ্যামি রণে নারায়ণাশ্রিতান্।
জ্ঞাত্বান্তরগতোঽপ্যেষ মুধে বাধতি দানবান্ ॥ ১৯

এষোঽনন্তঃ পুরা ভূত্বা পদ্মনাভ ইতি স্মৃতঃ
জঘানৈকার্ণবে ঘোরে তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ ॥
বিনিবেশ্য স্বকে ঊরৌ নিহতৌ দানবেশ্বরৌ ॥ ১৮

দ্বিধাভূতং বপুঃ কৃত্বা সিংহার্দ্ধং নরসংস্থিতম্।
পিতরং মে জঘানৈকো হিরণ্যকশিপুং পুরা ॥ ১৯

শুভং গর্ভমধত্তেমমদিতির্দেবতারণিঃ
যজ্ঞকালে বলোদ্যো বৈ কৃত্বা বামনরূপতাম্ ॥

স্ত্রীলোকানাজহারৈকঃ ক্রমনাপক্রিভিঃ ক্রমৈঃ ॥ ২০

দুরন্বিতানীং সময়ে সম্প্রাপ্তে তারকাময়ে।
ময়া সহ সমাগম্য সহ দেবৈর্বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২১

স এবমুক্ত্বা বহুধা ক্ষিপ্যমাণস্তথা রণে।
বাগ্ভিরপ্রতিরূপাভির্মুঞ্চন্নেবাভ্যরোচয়ৎ ॥ ২২

ক্ষিপ্যমাণোঽসুরেন্দ্রেণ ন চুক্রোধ
ক্ষমাবলেন মহতা সমন্বিতঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩

অন্তর্গর্ববলো দৈত্য স্থিতঃ ক্রোধাদসম্ভবন্
হতস্ত্বমাত্মনো দোষৈঃ ক্ষমাং যোঽভীতা ভাষসে ॥২৪

অবমন্যে মম মতো দিগেতৎ তব বাগ্বলম্
ন তত্র পুরুষাঃ সন্তি যত্র গর্জন্তি যোষিতঃ ॥ ২৫

অহং ত্বাং দৈত্য পশ্যামি পূর্বেষাং মার্গগামিনম্।
প্রজাপতিকৃতং সেতুং কো ভিত্ত্বা স্বস্তিমান্ ভবেৎ ॥২৬

অদ্য ত্বাং নাশয়িষ্যামি দেবব্যাপারকারকম্।
স্বেষু স্বেষু চ স্থানেষু স্থাপয়িষ্যামি দেবতাঃ ॥ ২৭

এই বিষ্ণু দৈত্যগণের কাল, কিন্তু অদ্য আমি ইহার কাল হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই দুর্মতি বিষ্ণু অদ্য পূর্বকৃত সকল কর্মের ফলপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬

সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য বিষ্ণু আমার সমক্ষে সমাগত হইয়াছে। অদ্য সে আমার বাণে পিষ্ট হইয়া আমাকেই প্রণাম করিবে ॥ ১৭

অদ্য সমরক্ষেত্রে আমি পূর্বপুরুষগণের নিকট ঋণমুক্ত হইব, ইহাই সৌভাগ্য। দানবগণের শত্রুভূত নারায়ণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে নারায়ণাশ্রিত দেবগণকে অতিসত্বর নিহত করিব। এই বিষ্ণু অন্ত অন্ত অন্তেও যুদ্ধে দানবকে বাধিত করিয়া থাকে। এই বিষ্ণু অনন্ত হইয়াও পূর্বে পদ্মনাভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তদনন্তর একার্ণবে বিচরণরত দানবশ্রেষ্ঠ মধু ও কৈটভ এই উভয়কে এই বিষ্ণু স্বীয় জানুর উপর স্থাপিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৮

এই বিষ্ণু পূর্বে অর্ধাংশে সিংহের ও অর্ধাংশে নরের এই দ্বিধাকৃত শরীর ধারণ করিয়া একাকীই আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৯

অরণিরূপা অদিতি ইহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ গর্ভই বলির যজ্ঞের সময় বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটী পদ বিক্ষেপের দ্বারা ত্রিলোক গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ২০

এখন এই তারকাময় সময়ে পুনর্বার উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু এখন আমার সহিত সংযুদ্ধে তিনি দেবগণের সহিত বিনষ্ট হইয়া যাইবেন ॥ ২১

এইপ্রকারে নানা কথা বলিয়া কালনেমি নারায়ণকে যুদ্ধস্থলে অযুক্তযুক্ত বাক্যের দ্বারা বাধিত করিতে করিতে যুদ্ধ করাই যুক্তি যুক্ত মনে করিল ॥ ২২

অসুররাজ কালনেমির দ্বারা বাধিত হইয়াও গদাধর নারায়ণ কুপিত হইলেন না। তিনি অতিশয় ক্ষমাবলের জন্য ক্রোধ না করিয়া ঈষৎ হাস্যসহিত বলিলেন ॥ ২৩

দৈত্য! তোমার বল ও দর্প অত্যন্ত, তুমি ক্রোধবশতঃ অসম্বাক্য উচ্চারণ করিতেছ। তুমি ক্ষমা বা সহনশীলতাকে অতিক্রম করিয়া কথা বলিতেছ, এইজন্য নিজের দোষেই নিহত হইয়াছ ॥২৪

আমার মতে তুমি অধম। তোমার বাক্যবলকে আমি ধিক্কার দিতেছি। যেখানে পুরুষ থাকে না, সেইখানেই স্ত্রীলোক গর্জন করিয়া থাকে ॥ ২৫

দৈত্য! আমি দেখিতেছি যে, তুমি পূর্ব পুরুষগণের মার্গে অনুগমন করিতেছ। প্রজাপতি-কৃত সেতুকে ভেদন করিয়া কোন্ ব্যক্তি কল্যাণভাজন হয় ?২৬

তুমি দানব হইয়া দেবতার কার্য করিতেছ, এইজন্য অদ্য আমি তোমাকে বিনষ্ট করিব এবং দেবতাগণকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিব ॥ ২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবতি তদ্ বাক্যং যুধে শ্রীবৎসধারিণি।
জঘান দানবঃ ক্রোধাত্তস্তাংশ্চক্রে চ সাধুবান্ ॥ ২৮
স বাহুশতমুদ্যম্য সর্বাস্ত্রগ্রহণং রণে।
ক্রোধাদ্ বিঘূর্ণরক্তাক্ষো বিষ্ণুং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ২৯
দানবাশ্চাপি সমরে ময়-তারপুরোগমাঃ
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমবাদ্রবন্ ॥ ৩০
স তাড্যমানোঽতিবলৈর্দৈত্যৈঃ সর্বায়ুধোদ্যতৈঃ।
ন চচাল হরির্মেরুরকম্প্যমান ইবাচলঃ ॥ ৩১
সংসক্তশ্চ সুপর্ণেন কালনেমী মহাসুরঃ।
সর্বপ্রাণেন মহতীং গদামুদ্যম্য বাহুভিঃ ॥ ৩২
মুমোচ অলিতাং ঘোরাং সংরব্ধো গরুড়োপরি।
কর্মণা তেন দৈত্যস্য বিষ্ণুর্বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৩৩
যদা তস্য সুপর্ণস্য পতিতা মূর্ধ্নি সা গদা।
তদাগমৎ পদা ভূমিং পক্ষী ব্যথিতবিগ্রহঃ ॥ ৩৪
সুপর্ণং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা ক্ষতজং বপুরাত্মনঃ।
ক্রোধাৎ সংরক্তনয়নো বৈকুণ্ঠশ্চক্রমাদদে ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন— যুদ্ধস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নধারী নারায়ণ এই বলিতে থাকিলে দানব কালনেমি হাস্য করিতে লাগিল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে অস্ত্রধারণ করিল। ২৮

সে যুদ্ধে সকল প্রকার অস্ত্রযুক্ত শতবাহু উদ্যত করিয়া এবং ক্রোধে বিঘূর্ণ রক্তচক্ষু হইয়া ভগবান্ নারায়ণের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। ২৯

ময়-তার প্রভৃতি দানবগণ রণস্থলে বিষ্ণুকে দেখিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইল। ৩০

সকল প্রকার অস্ত্র প্রয়োগরত অতিবলবান্ দৈত্যগণের দ্বারা তাড়িত হইয়াও শ্রীহরি কম্পরহিত পর্বতের মত যুদ্ধে একটুও বিচলিত হইলেন না। ৩১

ইত্যবসরে মহাসুর কালনেমি গরুড়ের সহিত সংঘর্ষরত হইয়াছে যে সকল শক্তি প্রয়োগ পূর্বক বাহুর দ্বারা বৃহৎ গদা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে ঐ প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর গদা গরুড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। দৈত্যের এইরূপ কর্মে ভগবান্ বিষ্ণু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৩২-৩৩

যখন গরুড়ের মস্তকে ঐ গদা পতিত হইল, তখন ঐ পক্ষী গরুড় ব্যথিতদেহে পদের সাহায্যে পৃথিবীতে গমন করিল। ৩৪

গরুড়কে ব্যথিত ও স্বীয় দেহ ক্ষতযুক্ত দেখিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। ৩৫

ব্যবর্তত চ বেগেন সুপর্ণেন সমং প্রভুঃ।
ভুজাশ্চাস্য ব্যবর্তন্ত ব্যাপ্নুবন্তো দিশো দশ ॥ ৩৬
স দিশঃ প্রদিশশ্চৈব খঞ্চ গাঞ্চৈব পূরয়ন্।
ববৃধে স পুনর্লোকান্ ক্রান্তুকাম ইবৌজসা ॥ ৩৭
তং জয়ায় সুরেন্দ্রাণাং বর্ধমানং নভস্তলে।
ঋষয়ঃ সহ গন্ধর্বৈস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩৮
স দ্যাং কিরীটেন লিখন্ মাত্রমম্বরমম্বরৈঃ
পদ্ভ্যামাক্রম্য বসুধাং দিশঃ প্রচ্ছাদ্য বাহুভিঃ ॥ ৩৯
সূর্যস্য রশ্মিতুল্যাভং সহস্রারমরিন্দমম্।
দীপ্তাগ্নিসদৃশং ঘোরং দর্শনীয়ং সুদর্শনম্ ॥ ৪০
সুবর্ণনেমিপর্যন্তং বজ্রনাভং ভয়াবহম্।
মেদোমজ্জাস্থিরুধিরৈর্দিগ্ধং দানবদন্তবৈঃ ॥ ৪১
অধিতীয়ং প্রহারেষু ক্ষুরপর্যন্তমণ্ডলম্।
স্রগ্দামমালাবিততং কামগং কামরূপিণম্ ॥ ৪২
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা সৃষ্টং ভয়দং সর্ববিদ্বিষাম্
মহর্ষিরোষৈরাবিষ্টং নিত্যমাহবকর্পিতম্ ॥ ৪৩

শক্তিমান্ বিষ্ণু গরুড়ের সহিত বেগে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চারিটি হস্ত দশদিক্ ব্যাপ্ত করিতে করিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৩৬

তিনি সকল দিক্ আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ করিতে করিতে এমন ভাবে বর্ধিত হইতে লাগিলেন, যেন বলপূর্বক পুনর্বার ত্রিলোককে আক্রান্ত করিবেন। ৩৭

দেবেন্দ্রগণের বিজয়ের জন্য আকাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মধুসূদনের গন্ধর্বসহিত ঋষিগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩৮

ভগবান্ মধুসূদন নিজ মস্তকস্থ কিরীটের দ্বারা স্বর্গকে রেখাঙ্কিত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা মেঘসহিত আকাশকে আবৃত করিয়া পদদ্বয়ের দ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া এবং বাহুর দ্বারা দিক্‌সমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত হইলেন। ৩৯

যে সুদর্শন চক্র সূর্যের রশ্মির তুল্য উদ্ভাসিত, যাহার সহস্র-সংখ্যক অর (তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ) আছে। যাহা শত্রুসংহারকারী দীপ্তাগ্নি-সদৃশ ভয়ঙ্কর ও দর্শনীয়, যাহার নেমি (প্রান্তভাগ) সুবর্ণময় যাহার মধ্যভাগ বজ্রের সমান ও ভয়ঙ্কর। দানবগণের রক্ত মেদ মজ্জা অস্থি রুধিরের দ্বারা লিপ্ত,সকল অস্ত্রের মধ্যে অদ্বিতীয়, যাহার চারিপার্শ্ব ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ পুষ্পমালাদ্বারা বেষ্টিত, ইচ্ছানুসারে গমনসমর্থ ও ইচ্ছানুরূপ রূপধারণকারী, যে চক্রকে স্বয়ং ব্রহ্মা নির্মাণ করিয়াছেন, সকল শত্রুর ভয়প্রদ চক্র মহর্ষিগণের ক্রোধে

ক্ষেপণাদ্ যস্য মুহ্যন্তি লোকাঃ সস্থাণু-জঙ্গমাঃ।
ক্রব্যাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিং যান্তি মহাহবে ॥ ৪৪
তমপ্রতিমকর্মাণং সমানং সূর্যবর্চসা
চক্রমুদ্যম্য সমরে ক্রোধদীপ্তো গদাধরঃ ॥ ৪৫
সম্মুক্ষন দানবং তেজঃ সমরে স্বেন তেজসা
চিচ্ছেদ বাহুং চক্রেণ ভৈরবঃ কালনেমিনঃ ॥ ৪৬
তচ্চ বক্ত্রশতং ঘোরং সাস্রিচূর্ণাট্টহাসিনম্
তস্য দৈত্যস্য চক্রেণ প্রণনাশ বলাদ্ধরিঃ ॥ ৪৭
স ছিন্নবাহুশিরা ন প্রাকম্পত দানবঃ
কবন্ধোঽবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ ॥ ৪৮
তং বিতত্য মহাপক্ষী বায়োঃ কৃত্বা সমং জবম্
উরসা পাতয়ামাস সকৃদ্ভূঃ কালনেমিনম্ ॥ ৪৯
স তস্য দেহো বিমুখো বিশাখঃ খাৎ পরিভ্রমন্।
নিপপাত দিবং ত্যক্ত্বা ক্ষোভয়ন্ ধরণীতলম্ ॥ ৫০
তস্মিন্নিপতিতে দৈত্যে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা
সাধু সাধ্বিতি বৈকুণ্ঠং সমেতাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৫১

অপরে যে তু দৈত্যা বৈ যুদ্ধে দুষ্টপরাক্রমাঃ।
তে সর্বে বাহুভির্ব্যগ্রা ন শেকুশ্চলিতুং রণে ॥ ৫২
কাংশ্চিৎ কেশেষু জগ্রাহ কাংশ্চিৎ কণ্ঠেঽপীড়য়ৎ
পাটয়ং কস্যচিদ্ বক্ত্রং দরো কাংশ্চিন্যপাতয়ৎ ॥ ৫৩
তে গদাচক্রনির্ভিন্না গতসত্ত্বা গতাসবঃ
গগনাদ ভ্রষ্টসর্বাঙ্গা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৫৪
তেষু সর্বেষু দৈত্যেষু হতেষু পুরুষোত্তমঃ
হৃষ্টো শক্রপ্রিয়ং কৃত্বা কৃতকর্মা গদাধরঃ ॥ ৫৫
তস্মিন বিনর্দে নির্বৃত্তে সংগ্রামে তারকাময়ে
তং দেবনাজগামাশু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৫৬
সর্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্দ্ধং গন্ধর্বৈঃ সাপ্সরোগণৈঃ।
দেবদেবো হরিং দেবঃ পূজয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ

কৃতং দেব মহৎ কর্ম সুরাণাং শল্যমুদ্ধৃতম্
বধেনানেন দৈত্যানাং বয়ং চ পরিতোষিতাঃ ॥ ৫৮

পরিপূর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা দর্পযুক্ত। যে চক্রের নিক্ষেপে স্থাবর-জঙ্গম সহিত সকল লোক মোহগ্রস্ত হইয়া যায়। মহাযুদ্ধে যাহার প্রভাবে মাংসভোজী রাক্ষসাদি প্রাণী তৃপ্তিলাভ করে। সেই অতুলনীয় কর্মকারী সূর্যসম তেজস্বী চক্রকে উদ্যত করিয়া গদাধর শ্রীহরি ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৪৩-৪৪

শ্রীধর নারায়ণ সমরাঙ্গণে নিজ তেজের দ্বারা দানবগণের তেজকে অপহরণ করিয়া চক্রের দ্বারা কালনেমির বাহু ছেদন করিলেন। ৪৫

সেই সময়েই অগ্নিচূর্ণপ্রকাশক, অট্টহাস্যযুক্ত, ভয়ঙ্কর ও শত-সংখ্যক কালনেমির মুখগুলিকে শ্রীহরি চক্রের দ্বারা বলপূর্বক মথিত করিলেন। ৪৬

ছিন্নহস্ত মস্তকহীন ঐ দানব বিন্দুমাত্র কম্পিত হইল না। কবন্ধ অবস্থায় সে যুদ্ধস্থলে শাখাহীন বৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ৪৮

তখন মহাপক্ষী গরুড় পক্ষ বিস্তার পূর্বক বায়ুর সমান বেগ প্রকাশ করিয়া বক্ষঃস্থলের সাহায্যে কালনেমিকে ভূপাতিত করিলেন। ৪৯

কালনেমির মস্তকযুক্ত এবং হস্তযুক্ত দেহ আকাশ ত্যাগ করিয়া ও ভূতলকে ক্ষুব্ধ করিয়া পতিত হইল। ৫০

কালনেমি দৈত্য ভূতলে পতিত হইলে ঋষিগণ সহিত দেবগণ তখন মিলিতভাবে সাধু সাধু বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠ ভগবানের পূজা করিতে লাগিলেন। ৫১

অন্যান্য যে সকল দৈত্য যুদ্ধে দুষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিত, তাহারা সকলে শ্রীবিষ্ণুর বাহুর দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া রণস্থলে চলিতেও অক্ষম হইয়া পড়িল। ৫২

ভগবান্ কতিপয় দানবের কেশ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কতিপয়ের কণ্ঠে চরণ পীড়া দিতে লাগিলেন। কাহারও মুখ বিদীর্ণ করিলেন, কাহারও মস্তিষ্ক বাহির করিয়া ভগ্ন করিলেন। ৫৩

তাহারা ভগবানের গদা ও চক্রের দ্বারা বধ হইয়া বলহীন ও প্রাণহীন হইল এবং আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। ৫৪

এইভাবে সেই সকল দৈত্য নিহত হইলে পর ইন্দ্রের প্রিয়-কার্যানুষ্ঠানে কৃতকৃত্য গদাধারী ভগবান্ পুরুষোত্তম স্থির হইলেন। ৫৫

সেই তারকাময় সংগ্রামে সমাপ্তি নিবৃত্ত হইলে পর সেইস্থানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা আগমন করিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সকল ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনারায়ণ-দেবের পূজাপূর্বক বলিলেন। ৫৬-৫৭

ব্রহ্মা বলিলেন—দেব! আপনি মহৎ কার্য করিয়াছেন।

যোঽয়ং ত্বয়ৈতয়া বিষ্ণো কালনেমী মহাসুরঃ।
ত্বমেকোঽস্য মৃধে হন্তা নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥ ৫৯
এষ দেবান্ পরিক্লিশ্নোঽকাংশ্চ সচরাচরান্।
অবীর্যাঃ কদনং কৃত্বা নামাপি প্রতিগর্জতি ॥ ৬০
তদনেন ত্বয়োগ্রেণ পরিতুষ্টোঽস্মি কর্মণা।
ধন্যঃ কালসমাভঃ কালনেমী নিপাতিতঃ ॥ ৬১
ভগবংস্ত্বথ ভদ্রং তে গচ্ছাম বিবুধালয়ম্
ব্রহ্মর্ষয়স্ত্বাং তত্রস্থাঃ প্রতীক্ষন্তে সদোগতাঃ ॥ ৬২
অহং মহর্ষয়শ্চৈব তত্র স্থাঃ বদতাং বর
বিবিধচ্ছন্দচরিত্যামো কীর্তিদিব্যাভিরচ্যুত ॥ ৬৩
কিমাহং তব দাস্যামি বরং বরকৃতাং বর।
সুরেষ্বপি সদৈত্যেষু বরাণাং বরদো ভবান্ ॥ ৬৪
নির্ব্যাতয়েতৎ ত্রৈলোক্যং স্ফীতং নিহতকণ্টকম্
অস্মিন্নেব মৃধে বিষ্ণো শত্রূণাং সুমহাত্মনে ॥ ৬৫
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণা হরিরব্রবীৎ।

দেবান্ শক্রমুখান সর্বানুবাচ গুরুতয়া গিরা ॥৬৬

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্রূয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ
শ্রবণাবহিতৈর্দেবৈঃ পুরস্কৃত্য পুরন্দরম্ ॥ ৬৭
অস্থিরঃ সমরে সর্বে কালনেমিমুখা হতাঃ।
দানবা বিক্রমোপেতাঃ শক্র দপি মহত্তরাঃ ॥ ৬৮
তস্মিন্ মহতি সংক্রন্দে ঘাবেব তু বিনিঃসৃতৌ
বৈরোচনশ্চ দৈতেয়ঃ স্বর্ভানুশ্চ মহাগ্রহঃ ॥৬৯
তদিষ্টাং ভজতাং শক্রো দিশং বরুণ এব চ
যাম্যাং যমঃ পালয়তামুত্তরাঞ্চ ধনাধিপঃ ॥ ৭০
ভৈঃ সহ যথাযোগং কালে চরতু চন্দ্রমাঃ।
অন্যং চতুর্মুখাঃ সূর্য্যো ভজতাময়নৈঃ সহ ॥ ৭১
আজ্ঞাভাগাঃ প্রবর্ত্তন্তাং সদস্যৈরভিপূজিতাঃ।
হুতহব্যময়ো বিপ্রৈর্বেদদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৭২
দেবাংশ্চ বলিহোমেন স্বাধাকারেণ মহর্ষয়ঃ।
শ্রাদ্ধেন পিতরশ্চৈব তৃপ্তিং যান্তু যথা পুরা ॥ ৭৩

দেবগণের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। দৈত্যগণের এইরূপ বরের দ্বারা আমরা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। ৫৮

বিষ্ণো! আপনি যে কালনেমি নাম মহাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তাহাকে আপনিই একমাত্র নিহত করিতে সক্ষম, অন্য কেহ তাহার হত্যাকারী নাই। ৫৯

এই কালনেমি দেবগণকে ও স্থাবরজঙ্গম সকল লোককে সন্ত্রাসিত করিয়া এবং ঋষিগণের দুর্গতিসাধন করিয়া আমার প্রতিও তর্জন গর্জন প্রকাশ করিত। ৬০

আপনি এই কালতুল্য কালনেমিকে যে নিহত করিয়াছেন, আপনার এই উগ্র কর্মের দ্বারা আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। ৬১

আপনার মঙ্গল হউক, আসুন, আমরা উত্তম দিব্য লোকে গমন করি। সেখানে সত্বর ব্রহ্মর্ষিগণ আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৬২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অচ্যুত। সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণ ও আমি দিব্য বাণীর দ্বারা বিধিপূর্বক আপনার অর্চনা করিব। ৬৩

বরদাতৃশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে কি বর প্রদান করিব? দেবগণকে ও দৈত্যগণকে যা' শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বর আপনিই দান করেন। ৬৪

বিষ্ণো! এই যুদ্ধস্থলেই আপনি মহাত্মা ইন্দ্রকে সমস্ত নিষ্কণ্টক ত্রিলোকের রাজা প্রত্যর্পণ করুন। ৬৫

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর অবিনাশী শ্রীহরি কল্যাণময়ী বাণীর দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলিলেন। ৬৬

বিষ্ণু বলিলেন—দেবগণ! তোমরা যাহারা এখানে সমাগত হইয়াছ, সকলে শ্রবণ ও মনকে একাগ্র করিয়া ইন্দ্রকে সম্মুখে স্থাপন পূর্বক শ্রবণ কর। ৬৭

এই যুদ্ধে আমি ইন্দ্রাদিক বিক্রমশালী মহাসুর কালনেমিপ্রমুখ দানবগণকে নিহত করিয়াছি। ৬৮

এই মহাযুদ্ধে বিরোচনপুত্র দৈত্যরাজ বলি ও মহান্ গ্রহ রাহু এই দুইজন দৈত্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। ৬৯

সেইজন্য ইন্দ্র ও বরুণ নিজ নিজ ইষ্ট দিগ্‌কে গ্রহণ করুক এবং যম দক্ষিণ দিক্ ও ধনপতি কুবের উত্তর দিক্ পালন করুক। ৭০

চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত সময়ানুসারে যথাযোগ্য বিহার করুক। সূর্য্য অয়নের সহিত অন্যপ্রধান বৎসরকে ভজন করুক। ৭১

যজ্ঞে সদস্যগণকর্তৃক সর্বতোভাবে সম্মানিত আজ্যভাগ (দেবগণের উদ্দেশে ঘৃতদ্রব্য প্রদান) প্রবৃত্ত হউক। বেদবিহিত বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুক। ৭২

এখন পুনশ্চ পূর্ববৎ বলি ও হোমের দ্বারা দেবগণ, স্বাধাকারের দ্বারা মহর্ষিগণ ও শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করুক। ৭৩

বায়ুশ্চরতু মার্গস্থস্ত্রিধা সোপাতু পাবকঃ
ত্রয়ো বর্ণাশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ বর্দ্ধয়ন্ত্বাত্মজৈর্গুণৈঃ ॥ ৭৪
ক্রতবঃ সম্প্রবর্ত্তন্তাং দীক্ষণীয়ৈরিজাতিভিঃ
দক্ষিণাভোপবর্ত্তন্তাং যথার্হে সর্বসন্নিধাম ॥ ৭৫
গাশ্চ সূর্য্যো রসান্ সোমো বায়ুঃ প্রাণাংশ্চ প্রাণিষু
তর্পয়ন্তঃ প্রবর্ত্তন্তাং শিবৈঃ সোমৈশ্চ কর্ম্মভিঃ ॥ ৭৬
যথাবদনুপূর্ব্যেণ মহেন্দ্রসলিলোদ্ভবাঃ
ত্রৈলোক্যান্তরঃ সর্বাঃ সাগরং যান্তু নিম্নগাঃ ॥ ৭৭
দৈত্যোদ্যোগাজ্জাতাং ভীতিং শান্তিং ব্রজত দেবতাঃ
যাস্যথ যোঽস্ত গমিষ্যামি ব্রহ্মলোকং সনাতনম ॥ ৭৮
স্বগৃহে সর্বলোকে বা সংগ্রামে বা বিশেষতঃ।
বিশ্রম্ভো বো ন মন্তব্যো নিত্যং ক্ষুদ্রা হি দানবাঃ ॥ ৭৯
ছিদ্রেষু প্রহরন্তোতে ন চৈষাং সংস্থিতির্ধ্রুবা।
সৌম্যানামৃজুভাবানাং ভবতাং চার্জবে মতিঃ ॥ ৮০
অহন্তু দুষ্টভাবানাং যুষ্মাসু দুষ্টবর্ত্মনাম্।
অসম্যক্প্রবর্ত্তমানানাং মোহং যাস্যামি দেবতাঃ ॥ ৮১
যদা চ সুমহাবীর্যং দানবেভ্যো ভয়ং ভবেৎ।
তদা সমুপগম্যাশু বিধৎস্থে বস্ততোঽভয়ম ॥ ৮২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুরগণান্ বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ
জগাম ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং মহাযশাঃ ॥ ৮৩
এতদাশ্চর্যমভবৎ সংগ্রামে তারকাময়ে
দানবানাঞ্চ বিষ্ণোশ্চ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি কালনেমিবধেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

বায়ু বীথিমার্গে বিচরণ করুক। অগ্নি তিনভাবে (আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি) স্থিত হউক। তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি নিজ নিজ তপঃ সৌচাদি স্বকীয় গুণের দ্বারা ত্রিলোকের বৃদ্ধি-সম্পাদন করুক ॥ ৭৪

যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান প্রচলিত হউক। সকল যজমানের যজ্ঞে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদত্ত হউক ॥ ৭৫

সূর্য্য ইন্দ্রিয়সমূহকে, চন্দ্র সকল রসকে, বায়ু সকল প্রাণীর প্রাণকে তৃপ্ত করিয়া কল্যাণময় সৌম্য কর্মের দ্বারা প্রবৃত্ত হউক ॥ ৭৬

ইন্দ্রকর্তৃক বর্ষিত জল হইতে উৎপন্ন ত্রিলোকের মাতৃস্থানীয় নদীসমূহ যথারীতি পূর্ববৎ সমুদ্রে গমন করুক ॥ ৭৭

দেবগণ! তোমরা দৈত্য হইতে ভয় ত্যাগ কর, শান্তি লাভ কর। তোমাদের কল্যাণ হউক, আমি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি ॥ ৭৮

নিজ গৃহে সম্পূর্ণ বিশ্বে বিশেষতঃ যুদ্ধস্থলে দৈত্যগণকে তোমরা বিশ্বাস করিও না। যেহেতু তাহারা অতিশয় ক্ষুদ্র বা অতি নীচ প্রকৃতি ॥ ৭৯

উহারা ছিদ্র পাইলেই প্রহার করিতে আরম্ভ করে। উহাদের সিদ্ধান্ত স্থায়ী হয় না। তোমরা সৌম্য ও সরলস্বভাব, তোমাদের বুদ্ধি সরল ব্যবহারে অভ্যস্ত ॥ ৮০

দেবগণ! তোমাদের প্রতি দুষ্টভাব পোষণকারী অনুচিত ব্যবহারপরায়ণ অত্যন্ত দুরাত্মা দৈত্যগণকে আমি মোহ প্রদান করিব। যখনই দানবগণ হইতে তোমার দুর্নিবার্য ভয় উপস্থিত হইবে, তখনই সত্বর আসিয়া আমি তোমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে অভয় বিধান করিব ॥ ৮১-৮২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যপরাক্রম মহাযশস্বী বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৮৩

মহারাজ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি তারকাময় সংগ্রামে দানবগণের ও বিষ্ণুর যে আশ্চর্যজনক পরাক্রম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বলিলাম ॥ ৮৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে কালনেমিবধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মলোকে ভগবতো বিষ্ণোঃ সমাদরঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

ব্রহ্মণা দেবদেবেন সার্দ্ধং সলিলযোনিনা।
ব্রহ্মলোকগতো ব্রহ্মন্ বৈকুণ্ঠঃ কিং চকার হ ॥ ১
কিমর্থং চ দিবং দেবেন নীতঃ কমলযোনিনা।
বিষ্ণুর্দৈত্যবধে বৃত্তে দেবৈশ্চ কৃতসংক্রিয়ঃ ॥ ২
ব্রহ্মলোকে চ কিং স্থানং কা বা যোগমুপাগত সঃ।
কং বা দধার নিয়মং স বিষ্ণুর্দ্যুতভাবনঃ ॥ ৩
কথং তস্যাসতস্তত্র বিশ্বঃ জগদিদং মহৎ
শ্রিয়মাপ্নোতি বিপুলাং সুরাসুরনরার্চিতাম্ ॥৪
কথং স্বপিতি ঘর্মান্তে বুধ্যতে চাপুনর্ভবে
কথঞ্চ ব্রহ্মলোকস্থো ধুরং বহতি লৌকিকীম ॥ ৫
চরিতং তস্য বিপেন্দ্র দিব্যং ভগবতো দিবি।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং সর্বমিচ্ছামি বেদিতুম ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু নরাধিপশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ প্রবৃত্তয়ঃ
ব্রহ্মলোকং যথারূঢ়ো ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ৭
কামং তস্য গতিঃ সূক্ষ্মা দেবৈরপি দুরাসদা।
যৎ তু বক্ষ্যামাহং রাজংস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৮
এষ লোকনয়ো দেবো লোকাশ্চৈতন্ময়াত্মকঃ।
এষ দেবময়শ্চৈব দেবাশ্চৈতন্ময়া দিবি ॥ ৯
তস্য পারং ন পশ্যন্তি বহবঃ পারদর্শিনঃ
এষ পারঃ পরশ্চৈব লোকানাং বেদ মাধবঃ ॥ ১০
অস্য দেবাদিকারস্য মাগিতব্যশ্চ দৈবতৈঃ।
শৃণু বৈ যৎ তদা বৃত্তং ব্রহ্মলোকে পুরাতনম্ ॥ ১১
স গত্বা ব্রহ্মণো লোকং দৃষ্ট্বা পৈতামহং পদম্
ববন্দে তানৃষীন্ সর্বান্ বিষ্ণুরার্ধেন কর্মণা ॥ ১২
সোঽগ্নিং প্রাক্প্রবণে দৃষ্ট্বা দুধ্যমানং মহর্ষিভিঃ।
অবন্দত মহাতেজাঃ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ১৩
স দদর্শ মখেষ্বাজ্যৈরিজ্যমানং মহর্ষিভিঃ।
তপসং যজ্ঞিয়মগ্র্যং স্বদেহমপরং স্থিতম্ ॥ ১৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ব্রহ্মলোকে ভগবান্ বিষ্ণুর সমাদর।]

জনমেজয় বলিলেন—ব্রহ্মন্! কমলযোনি দেবদেব ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু কি করিলেন ? ১

দৈত্যগণ নিহত হইলে দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত বিষ্ণু কমলযোনি ব্রহ্মার সহিত কি জন্য ব্রহ্মলোকে নীত হইয়াছিলেন ? ২

ব্রহ্মলোকে তাঁহার স্থান কোথায় ? তিনি সেখানে কোন্ ভাবের আশ্রয় লইয়াছিলেন ? কৃতভাবন বিষ্ণু বিষ্ণু কোন্ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন ? ৩

সেখানে স্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর সুরাসুর-নরবন্দিতা বিপুলা শ্রীকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে প্রাপ্ত হয় ? ৪

প্রলয়কালে তিনি কিভাবে শয়ন করেন ? সর্গকালের পর তিনি কিভাবে জাগ্রত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া তিনি লোকপালন-ভার কিভাবে বহন করেন ? ৫

দ্বিজেন্দ্র ! দিবাধামে অবস্থিত ভগবানের দিব্য চরিত সম্পূর্ণ কৃতভাবে যথাযথরূপে আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! প্রথমে ভগবান্ নারায়ণের নিগূঢ় বিস্তৃতভাবে শ্রবণ কর। কি ভাবে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার সহিত আনন্দানুভব করেন ॥ ৭

রাজন্! তাঁহার লীলা অতিসূক্ষ্ম একথা নিশ্চিত। ঐ লীলা দেবগণেরও দুর্বোধ্য। আমি তোমার নিকট যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৮

এই ভগবান্ সর্বলোকময় এবং ত্রিলোকও তাঁহার স্বরূপ বিষ্ণুময়। ইনি দেবময় এবং দেবগণ এতন্ময়। ৯

সকল বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ বহু বিবেচক ব্যক্তি এই ভগবানের পার দেখিতে পান না। এই মাধব সকল লোকের পরম পার অবগত আছেন ॥ ১০

ইন্দ্রিয়ের অবিষয় দেবগণের অন্বেষণীয়, এই ভগবানে ঐ সময় ব্রহ্মলোকে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেই পুরাতন বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১১

সেই ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক পিতামহের স্থান দর্শন করিয়া বেদ বিধানানুসারে অগ্রজ সকল ঋষিগণকে বন্দনা করিলেন ॥ ১২

মহাতেজস্বী বিষ্ণু পূর্বাহ্ণকালের ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃসবনে মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত আহুতি গ্রহণকারী অগ্নিকে দেখিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ॥ ১৩

তিনি যেখানে যজ্ঞ দ্বিতীয়রূপে স্থিত যজ্ঞে মহর্ষিগণকর্তৃক ঘৃতাদি হব্যের দ্বারা পূজিত যজ্ঞভাগ গ্রহণকারী নিজেকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪

অভিবাদ্যাভিবাদ্যানাংস্তুষ্টীমাং ব্রহ্মবর্চসাম্ ।
পরিচক্রাম সোঽচিন্ত্যো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ১৫
স দদর্শোচ্ছ্রিতান্ যূপাংশ্চষালাগ্রবিভূষিতান্ ।
মখেষু চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ শতশঃ কৃতলক্ষণান্ ॥ ১৬
আজ্যাধূমং সমাঘ্রায় শৃণ্বন্ বেদান্ বিজৈরিতান্
যজ্ঞৈরিজ্যাস্তমাত্মানং পশ্যংস্তত্র চচার হ
উচুস্তমৃষয়ো দেবাঃ সদস্যাঃ সদসি স্থিতাঃ ।
অর্ঘোদ্যতভুজাঃ সর্বে পবিত্রান্তরপাণয়ঃ ॥ ১৮
দেবেষু বর্ততে যদ্ বৈ তদ্ধি সর্বং জনার্দনাৎ
যৎ প্রবৃত্তঞ্চ দেবেভ্যস্তদ্ বিদ্ধি মধুসূদনাৎ ॥ ১৯
অগ্নীষোমময়ং লোকং যং বিদুর্বিদুষো জনাঃ
তং সোমমগ্নিং লোকঞ্চ বেদ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ২০
ক্ষীরাদ্ দধ্না ঘৃতং ভবেদ্ দধ্নঃ সর্পির্ভবেদ্ যথা ।
তথ্যানামেষু ভূতেষু তথা লোকো জনার্দনাৎ ॥ ২১

যজ্ঞেশ্চৈশ্চ ভূতৈশ্চ পরমাত্মা বিধীয়তে ।
তথা দেবৈশ্চ বৈশ্চ লোকৈশ্চ বিহিতো হরিঃ ॥ ২২
যথা ভূতেন্দ্রিয়ৈরাপ্যবিহিতা ভুবি দেহিনাম্ ।
তথা প্রাপ্যেশ্বরাপ্যর্থৈর্বিনা নিধিং বৈষ্ণবী ॥ ২৩
সত্রিণাং সত্রফলদঃ পবিত্রং পরমাদ্ভুতম্ ।
লোকভূতধরো হ্যেষ মধুসূদন ইষ্যতে ॥ ২৪

ঋষয় ঊচুঃ

স্বাগতং তে সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ মহাদ্যুতে
ইদং যজ্ঞিয়মাতিথ্যং মন্ত্রতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্
ত্বমস্য যজ্ঞপুরুষস্য পাত্রং পাত্রস্য পাবনঃ
অতিথিস্ত্বং হি মন্ত্রোক্তঃ স দৃষ্টঃ সন্তুতং নতঃ ॥ ২৬
যদি লোকান্ গতে বিষ্ণৌ ন প্রাবর্তন্ত নঃ ক্রিয়াঃ ।
অবৈষ্ণবস্য যজ্ঞস্য ন হি কর্ম্ম বিধীয়তে ॥ ২৭

অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মতেজযুক্ত বন্দনীয় ঋষিগণকে অভিবাদন করিয়া ঐ সনাতন ব্রহ্মলোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ১৫

তিনি সেখানে যজ্ঞস্থলে স্থাপিত অনেক উচ্চ উচ্চ যূপ (যজ্ঞস্তম্ভ) দেখিতে পাইলেন। ঐ যূপগুলির অগ্রভাগ বলয়াকৃতি কাষ্ঠের দ্বারা সুশোভিত এবং ঐ যূপে ব্রহ্মর্ষিগণ শত শত প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন । ১৬

আহুতিপ্রদত্ত আজ্যের গন্ধ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচ্চারিত বেদ শ্রবণ করিতে করিতে এবং যজ্ঞের দ্বারা নিজেকে পূজিত দেখিতে দেখিতে তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন । ১৭

যজ্ঞমণ্ডপস্থিত সদস্য ঋষি ও দেবগণ হস্তমধ্যে পবিত্র (কুশ) ধারণ পূর্বক অর্ঘদানের জন্য হস্ত উত্তত করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন । ১৮

দেবগণের মধ্যে যাহা যাহা আছে, সেই সকলই জনার্দন হইতে প্রাপ্ত। দেবগণ হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ভগবান্ মধুসূদন হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া জানিও । ১৯

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যে জগৎকে অগ্নীষোমময় বলিয়া জানেন, সেই জগৎ, অগ্নি ও সোম যে ভগবান্ সনাতন বিষ্ণুই, একথাও তাঁহারা জানেন । ২০

দুগ্ধ হইতে যেমন দধি হয় এবং দধি হইতে ঘৃত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত মথিত হইলে (একাগ্রচিত্তে তাহাদের স্বরূপ চিন্তা করিলে) অবশ্যই বুঝা যায় যে, সকল লোক জনার্দন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । ২১

যেমন ইন্দ্রিয় ও ভৌতিক দেহের দ্বারা দেহস্থ আত্মা বোধিত হন, সেইরূপ দেব, বেদ ও লোকসমূহের দ্বারা শ্রীহরি বোধিত হইয়া থাকেন । ২২

যেমন ভূতলে দেহধারী প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ স্বর্গে দেবগণের প্রাণ ও ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে হয় । ২৩

এই বিষ্ণু পরম পবিত্র ও অদ্ভুত। যজ্ঞানুষ্ঠানরতজনকে ইনি যজ্ঞের ফল দান করেন। সকল লোকের নিয়ন্তৃত্বসূত্রধারী শ্রীবিষ্ণু। বাক্যের মাহাত্ম্য যেমন বাক্যের দ্বারাই কথিত হয় তেমনি শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য তাঁহার দ্বারাই প্রকাশিত হয় । ২৪

অনন্তর ঋষিগণ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ ! জ্যোতির্ময় ! আপনার স্বাগত হউক। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রদত্ত এই যজ্ঞিয় আতিথ্য আপনি গ্রহণ করুন । ২৫

এই যজ্ঞপূত পাত্রের আপনি একমাত্র পাত্র বা গ্রহীতা। আপনি অদ্য আমাদের পরমপাবন অতিথি, আপনি মন্ত্রের দ্বারা কীর্তিত হইয়া থাকেন। আপনি সর্বদা আমাদের অভিবন্দ্য। অদ্য আমরা আপনাকে দেখিতে পাইলাম । ২৬

আপনি দূরে করিতে চলিয়া যাওয়ায় আমাদের কর্মানুষ্ঠানে সমুচিতরীতিতে হইতেছিল না। বিষ্ণুরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয় না ॥ ২৭

সদক্ষিণস্য যজ্ঞস্য ত্বৎপ্রসূতিঃ ফলং লভেৎ।
অদ্যাত্মানমিহাস্মাভিরিজ্যমানং নিরীক্ষসে ॥ ২৮
এবমস্ত্বিতি তান্ সর্বান্ ভগবান্ প্রত্যপূজয়ৎ।

দক্ষিণাসহিত অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে আপনার আবির্ভাব হয়, অদ্য আপনি এখানে নিজেকে আমাদের দ্বারা পূজিত দেখিতে পাইবেন। ২৮

মুমুদে ব্রহ্মলোকস্থো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি
লোকবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

তখন ভগবান্ বিষ্ণু 'এবম্ অস্তু' এই রূপই হউক বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মলোকস্থিত লোকপিতামহ ব্রহ্মা মুদিত হইলেন। ২৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে লোকবর্ণনাত্মক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নারায়ণাশ্রমে ভগবতো বিষ্ণোঃ শয়নমুত্থানঞ্চ, পার্শ্বে সমাগতানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং সমীপে তেষামাগমনকারণজিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ঋষিভিঃ পূজিতস্তৈস্তু বিবেশ হরিরীশ্বরঃ।
পৌরাণং ব্রহ্মসদনং দিব্যং নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ১
স তদ্ বিবেশ দৃষ্ট্বাত্মা তানানম্য সদোগতান।
প্রণম্য চাদিদেবায় ব্রহ্মণে পদ্মযোনয়ে ॥ ২
স্বেন নাম্না পরিজ্ঞাতং স তং নারায়ণাশ্রমম্
প্রবিশদ্ভিব ভগবানায়ুধানি ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৩
স তত্রানুপ্রতিপ্রখ্যং দদর্শালয়মাত্মনঃ।
স্বধিষ্ঠিতং দেবগণৈঃ সাধ্যৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৪
সাবর্তকাম্বুদোপেতং নক্ষত্রস্থানসঙ্কুলম্।
তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তং প্রধৃষ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৫

ন তত্র বিষ্ণোর্বায়োর্নেন্দোর্ন চ বিবস্বতঃ।
বপুষঃ পদ্মনাভস্য স দেশস্তেজসাবৃতঃ ॥৬
স তত্র প্রবিশন্নেব জটাভারং সমুদ্বহন্।
সহস্রশীর্ষো ভূত্বা তু শয়নায়োপচক্রমে ॥ ৭
লোকানামন্তকালজ্ঞা কালী নয়নশালিনী।
উপতস্থে মহাত্মানং নিদ্রা তং কালরূপিণী ॥ ৮
স সিন্ধ্বে শয়নে দিব্যে সমুদ্রাম্ভোদশীতলে।
হরিরেকার্ণবীকেন ব্রতেন ব্রতিনাং বরঃ ॥ ৯
তং শয়ানং মহাত্মানং ভবায় জগতঃ প্রভুম্।
উপাসাঞ্চক্রিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥ ১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[নারায়ণাশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর শয়ন ও উত্থান এবং পার্শ্বে সমাগত ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন— হে সকল ঋষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীহরি পুরাণকীর্তিত দিব্য ব্রহ্মধাম নারায়ণাশ্রমে (বৈকুণ্ঠে) প্রবেশ করিলেন। ১

যজ্ঞস্থলস্থিত ঋষিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া (বিদায় লইয়া) এবং পদ্মসম্ভব আদিদেব ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া নিজনামে পরিচিত সেই নারায়ণাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই নিজ চক্র-গদাদি অস্ত্র অপসারিত করিলেন। ২-৩

সেখানে তিনি নিজতুল্য নিজ বাসগৃহ দেখিতে পাইলেন। ঐ বাসগৃহ অপ্রাকৃত দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক সুন্দরভাবে অধিষ্ঠিত। ৪

সাবর্তক মেঘসহিত নক্ষত্রমণ্ডলপূর্ণ দেব ও অসুর কেহই সেইস্থানে যাইতে পারে না। ঐ দিব্যধাম যেন তিমিরসমূহে সমাবৃত। ৫

ঐ স্থান বায়ু, চন্দ্রমা ও সূর্যের স্থান নয়। ভগবান্ পদ্মনাভের দেহের তেজের দ্বারা আবৃত হইয়া ঐ স্থান প্রকাশিত। ৬

সহস্রশীর্ষ ও জটাভার মস্তকে ধারণকারী শ্রীহরি সেখানে প্রবেশ করিয়াই শয়ন করিতে উদ্যত হইলেন। ৭

তখন সকল লোকের অন্তকালজ্ঞা নয়নশালিনী কৃষ্ণবর্ণা কালরূপিণী নিদ্রা মহাত্মা শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন। ৮

সমুদ্র ও মেঘের জলের দ্বারা শীতল দিব্য শয্যায় ব্রতধারিশ্রেষ্ঠ শ্রীহরি প্রলয়কালে একার্ণবে যে নিয়মে শয়ন করেন, সেই নিয়মে শয়ন করিলেন। ৯

দিব্য শয্যায় শায়িত মহাত্মা সর্বশক্তিমান্ শ্রীহরিকে জগতের অভ্যুদয়ের জন্য ঋষিগণসহিত দেবগণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। ১০

তস্য সুপ্তস্য শুশ্রুবে নাভিমধ্যাৎ সমুত্থিতম্ ।
আদ্যং তস্যাসনং পদ্মং ব্রহ্মণঃ সূর্য্যবর্চসম্ ॥
সহস্রপত্রং বর্ণাঢ্যং সুকুমারং সুপুষ্পিতম্ ॥ ১১
ব্রহ্মসূত্রোদ্ভবকরঃ স্বপদ্মেব মহামুনিঃ ।
আবর্ত্তয়তি লোকানাং সর্গেষাং কালপর্য্যয়ম্ ॥১২
বিবৃতাৎ তস্য বদনান্নিঃশ্বাসপবনেরিতাঃ ।
প্রজানাং পঙ্‌ক্তয়ো হ্যাসংশ্চৈনিষ্পতন্ত্যাৎপতন্তি চ ॥ ১৩
তে সৃষ্টাঃ প্রাণিনো মেধ্যা বিভক্তা ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ।
চতুর্ধা স্বাং গতিং জগ্মুঃ কৃতান্তোক্তেন কর্ম্মণা ॥ ১৪
ন তং বেদ স্বয়ং ব্রহ্মা নাপি ব্রহ্মর্ষয়োঽব্যয়াঃ ।
বিষ্ণোর্নিদ্রাময়ং যোগং প্রবিষ্টং তমসাবৃতম্ ॥ ১৫
তে তু ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে পিতামহপুরোগমাঃ ।
ন বিদুস্তং কচিৎ সুপ্তং কচিদাসীনমাসনে ॥ ১৬
জাগর্ত্তি কোঽত্র কঃ শেতে কশ্চ শক্তশ্চ নেঙ্গতে ।
কো ভোগবান্ কো দ্যুতিমান্ কৃশাৎ কৃশতরশ্চ কঃ ॥১৭
বিমৃশন্তি স্ম তং দেবা নিবাদাভিরূপপত্তিভিঃ ।
ন চৈনং শেকুরন্বেষ্টুং কর্ম্মতো জন্মতোঽপি বা ॥ ১৮
গাথাভিস্তৎপ্রবিষ্টাভির্যে তস্য চরিতং বিদুঃ ।
পুরাণান্তং পুরাণেষু ঋষয়ঃ মন্ত্রচক্ষতে
জ্ঞায়তে চাস্য চরিতং দেবেষ্বপি পুরাতনম্ ।
মহাপুরাণাৎ প্রভৃতি পরং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ২০
যচ্চাস্য দেবদেবস্য চরিতং স্বপ্রভাবজম্ ।
তেনেমাঃ শ্রুতয়ো বাপ্তা বৈদিক্যো লৌকিক্যা
ভবকালে ভবন্ত্যেব লোকানাং লোকভাবনঃ
দানবানামভাবায় জাগর্ত্তি মধুসূদনঃ ॥ ২১
যত্নেন বীক্ষিতুং দেবা ন শেকুঃ সুপ্তমব্যয়ম্ ।
ততঃ স্বপিতি ধর্ম্মান্তে জাগর্ত্তি জলদক্ষয়ে ॥ ২২
স হি বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ ।
যা তু যজ্ঞগতিঃ প্রোক্তা স এষ পুরুষোত্তমঃ ॥২৩

নিদ্রিত ভগবানের নাভিমধ্য হইতে সূর্য্যাসন কান্তিমান্ একটি কমল উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ কমলই ব্রহ্মার আদিম আসন। সহস্র পত্রবিশিষ্ট কমলটি নানা বর্ণান্বিত অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিকসিত। ১১

ব্রহ্মার কর্মসংস্কার সূত্রস্বরূপ হস্ত উদ্যত করিয়া মহামুনি শ্রীহরি শয়ান থাকিয়াই সকল লোকের কালানুযায়ী সৃষ্টি-সংহারাদি করিয়া থাকেন। ১২

তাঁহার বিবৃত বদন হইতে নির্গত নিশ্বাস বায়ুর প্রেরণায় প্রজাগণের নানাবিধ শ্রেণী দ্রুতগতিতে নিঃসৃত ও উৎপন্ন হয়। ১৩

ঐ উৎপন্ন পবিত্র প্রাণিসমূহ স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা চারিভাগে (ব্রাহ্মণাদি) বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথোচিত গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৪

বিষ্ণুর যোগমায়ায় প্রবিষ্ট, নিদ্রিত ও তমসাবৃত রূপকে ব্রহ্মা স্বয়ং এবং ব্রহ্মলোকবাসী অবিনাশী ব্রহ্মর্ষিগণও জানিতে পারেন না। ১৫

সেই সকল ব্রহ্মর্ষি ও পিতামহ প্রভৃতি কোনও সময়ে সুপ্ত ও কোনও সময়ে আসনে উপবিষ্ট ভগবানের স্বরূপ যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। ১৬

তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, কে জাগরিত আছেন? কে শয়ানে আছেন? কে শক্তিমান্ হইয়াও কোনও চেষ্টা করেন না? কে ভোগবান্? কে দ্যুতিমান্? সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর কে? ১৭

দেবগণ দিব্য যুক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম কর্মরহস্য অন্বেষণ করিতে তাঁহারা সক্ষম হন না। ১৮

তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত বৈদিক গাথা বা মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার চরিত্র জানা যায়। পুরাতন ঋষিগণ পুরাণসমূহে তাঁহার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯

দেবতাগণমধ্যে মহাপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাঁহার পুরাতন চরিত্র শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার কখনও অন্ত হয় না। ২০

সেই দেবেশ্বর পরমাত্মা শ্রীহরির স্বীয় প্রভাব হইতে প্রকাশিত চরিত্রের দ্বারা বৈদিক ও লৌকিক শ্রুতিসমূহ পরিপূর্ণ বা পরিব্যাপ্ত আছে। ২১

সকল লোকের সৃষ্টির সময় মধুসূদন লোকগণের উৎপাদক হন এবং দানবগণের বিনাশের জন্য সদা জাগরূক থাকেন। ২২

এই অবস্থায় প্রভু শয়ান থাকিলে দেবগণও তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। প্রভু শ্রীহরি গ্রীষ্মান্তে শয়ন করেন এবং বর্ষান্তে জাগরিত হইয়া থাকেন (আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এই চারি মাস শ্রীভগবান্ শয়নে থাকেন।)। ২৩

ভগবান্ শ্রীহরিই বেদ, যজ্ঞ ও সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ। যজ্ঞের দ্বারা যে পরমগতি কথিত হইয়াছে, তাহাও ভগবান্ পুরুষোত্তমই। ২৪

তস্মিন্ সুপ্তে ন বর্ত্তন্তে মন্ত্রপূতাঃ ক্রতুক্রিয়াঃ।
শরৎপ্রবৃত্তযজ্ঞোঽয়ং জাগর্ত্তি মধুসূদনঃ ॥ ১৫
তদিদং ব বিধিং চক্রুঃ কারয়ত্যাত্মদেহরঃ।
বৈষ্ণবং কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সুপ্তে বিষ্ণৌ পুরন্দরঃ ॥ ১৬
যা হ্যেষা গহনা মায়া নিদ্রেতি জগতি স্থিতা।
সাকস্মাদ্ ঘোষিণী ঘোরা কালরাত্রির্নগীক্ষিতাম্ ॥ ১৭
তস্যাস্তদুত্তমে রাত্রে নিশা দিবসনাশিনী।
জীবিতার্দ্ধহরা ঘোরা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং ভুবি ॥ ১৮
নৈতস্যা কশ্চিদাবিষ্টো জন্তুনাশো মুহুর্মুহুঃ।
শক্তঃ প্রসহিতুং বেগং মজ্জন্নিব মহার্ণবে ॥ ১৯
অন্যত্র ভুবি মর্ত্ত্যানাং শ্রমজা বা কথঞ্চন।
সৈষা ভবতি লোকস্য নিদ্রা সর্ব্বস্য লৌকিকী ॥ ৩০
স্বপ্নান্তে জীর্য্যতে হ্যেষা প্রায়শো ভুবি দেহিনাম্।
মৃত্যুকালে চ ভূতানাং প্রাণান্ নাশয়তে ভৃশম্ ॥ ৩১
দেবেষ্বপি দধাত্যেনাং নান্যো নারায়ণাদৃতে।
সখী সর্ব্বহরস্যৈষা মায়া বিষ্ণুশরীরজা ॥ ৩২
সৈষা নারায়ণমুখে দৃষ্টা কমললোচনা।
লোকানন্নেন কালেন গ্রসতে লোকমোহিনী ॥ ৩৩
এবমেষা হিতার্থায় লোকানাং কৃষ্ণবর্ত্মনা।
ধ্রিয়তে সেবনীয়া হি পতেব চ পতিব্রতা ॥ ৩৪
স তয়া নিদ্রয়াচ্ছন্নস্তস্মিন্ নারায়ণাশ্রমে।
স্বপিতি স্ম তদা বিষ্ণুর্মোহয়ন্ জগদব্যয়ঃ ॥ ৩৫
তস্য বর্ষসহস্রাণি শয়ানস্য মহাত্মনঃ
জগ্মুঃ কৃতযুগং চৈব ত্রেতা চৈব যুগোত্তমম্ ॥ ৩৬
স তু দ্বাপরপর্য্যন্তে জ্ঞাত্বা লোকান্ সুদুঃখিতান্।
প্রাবুধ্যত মহাতেজাঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৭

ঋষয় ঊচুঃ।

জহীহি নিদ্রাং সহজাং ভূতপূর্ব্বামিব প্রভো।
ইমে ত্বে ব্রহ্মণা সার্দ্ধং দেবা দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৮
ইমে ত্বাং ব্রহ্মবিদ্বাংসো ব্রহ্মসংস্তববাদিনঃ।
বর্দ্ধয়ন্তি হৃষীকেশ ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩৯

তিনি শয়ান থাকাকালে মন্ত্রপূত যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। যখন মধুসূদন জাগ্রত হন, তখনই অর্থাৎ শরৎকালে সাঙ্গযজ্ঞের আদি যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ১৫

ভগবান্ বিষ্ণু সুপ্ত হইলে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণুর প্রজাপালনরূপ কর্ম সম্পাদন করেন এবং তিনিই বর্ষাকালীন কর্মচক্রের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। ১৬

এই যে গহন তমোময়ী মায়া জগতে নিদ্রানামে পরিচিত আছে, সে বিনা কারণে সকলের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত নৃপতিগণের কালরাত্রি হয়। ১৭

উহার তামসী তনু রাত্রি। ঐ রাত্রি দিবসনাশিনী ভূতলে প্রাণিগণের জীবনের অর্দ্ধাংশ অপহরণকারিণী ও ভয়ঙ্করী। ১৮

এই রাত্রিরূপিণী নিদ্রার দ্বারা আক্রান্ত পুনঃ পুনঃ জন্তুনাশ কোনও প্রাণী মহার্ণবে মজ্জমান মনুষ্যের মত উহার বেগকে সহন করিতে পারে না। ১৯

পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের নিদ্রা ভোজন কিংবা পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই লৌকিকী নিদ্রা সকল লোকেরই হইয়া থাকে। ৩০

পৃথিবীতে প্রায় সকল দেহধারীর নিদ্রা স্বপ্নের শেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এই নিদ্রা প্রাণিগণের প্রাণকে সত্বর বিনাশ করিয়া থাকে। ৩১

নারায়ণ ব্যতীত কোনও দেবতাই এই নিদ্রাকে ধারণ করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুর শরীর হইতে উৎপন্না মায়ারূপিণী এই নিদ্রা সর্বসংহারকারী কালের সখী বা সহায়িকা। ৩২

এই মায়া নারায়ণের মুখে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কমলনয়না লোকমোহিনী নিদ্রারূপিণী মায়া অল্পসময়েই সকল লোককে গ্রাস করিয়া থাকে। ৩৩

সূক্ষ্মগতি পরমাত্মা শ্রীহরি সকল লোকের হিতের জন্য এই নিদ্রাকে ধারণ করেন। পতি যেমন পতিব্রতা স্ত্রীকে ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণী যথারীতি নিদ্রাকে ভোগ করে। ৩৪

অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণু ঐ যোগনিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া সমস্ত সংসারকে মুগ্ধ করিতে করিতে ঐ সময় নারায়ণাশ্রমে শয়ন করিতে লাগিলেন। ৩৫

মহাত্মা শ্রীবিষ্ণু এইভাবে শয়ান থাকাতে সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া সত্য এবং সত্যযুগ ও উত্তম ত্রেতাযুগ অতীত হইয়া যাইল। ৩৬

দ্বাপর যুগের শেষে সকল লোককে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া মহর্ষিগণ কর্তৃক স্তূত হইয়া মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু জাগরিত হইলেন। ৩৭

ঋষিগণ বলিলেন—ভগবন্! পূর্বভুক্ত মালার ন্যায় আপনি নিদ্রাকে ত্যাগ করুন। ব্রহ্মার সহিত এই দেবগণ আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিয়াছেন। ৩৮

হৃষীকেশ! ব্রহ্মচারী বেদবিৎ ঋষিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আপনার উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। ৩৯

এতেষামাত্মভূতানাং ভূতানাং ভূতভাবন।
শৃণু বিশ্বো শুভা বাচো ভূ-বোনাগ্নানিলাম্বরাম্ ॥ ৪০
ইমে ত্বাং সপ্ত মুনয়ঃ সহিতা মুনিভির্বৃতাঃ
স্তবন্তি দেব দিব্যাভির্গেয়াভির্গীর্ভিরঞ্জসা ॥ ৪১
উত্তিষ্ঠ নলপত্রাক্ষ পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে
কারণং কিঞ্চিদুৎপন্নং দেবানাং কার্যগৌরবাৎ ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ

স সংক্ষিপ্য জলং সর্বং তিমিরৌঘং বিদারয়ন্
উদতিষ্ঠদ্ধৃষীকেশঃ শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ৪৩
স দদর্শ সুরান্ সর্বান্ সমেতান্ সপিতামহান্।
বিবৃদ্ধতঃ প্রহৃষ্টাত্মান্ জগদর্থে সমাগতান্ ॥৪৪

তানুবাচ হরির্দেবো নিদ্রাবিশ্রান্তলোচনঃ।
তত্ত্বদৃষ্টার্থযুক্তা বাচো ধর্মহেতুর্থসংযুতা ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ

কুতো বো বিগ্রহো দেবাঃ কুতো বা ভয়মাগতম্।
কস্য বা কেন বা কার্যং কিং বা ময়ি ন বর্ত্ততে ॥ ৪৬
কিং বঃ কুশলং লোকে বর্ত্ততে মানবোচিতম্
নৃণামায়াসজননং শীঘ্রমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৪৭
এষ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বিহায় শয়নোত্তমম্।
শিবায় ভবতামর্থে স্থিতঃ কিং করবাণি বঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি বিষ্ণুর্যোগশয়নোত্থানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

সকল প্রাণিপালক! ভগবন্! আপনার স্বরূপভূত এই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই মহাভূতগণের অর্থাৎ তৎ-তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার শুভ বচন আপনি শ্রবণ করুন ॥৩৯

দেব! মুনিমণ্ডলসহিত সপ্তর্ষিগণ জ্ঞানযোগা দিব্য বাণীর দ্বারা আপনার স্তুতি করিতেছেন ॥ ৪১

কমলনয়ন! পদ্মনাভ! মহাবাহো! আপনি গাত্রোত্থান করুন, দেবগণের গুরুতর কার্যের জন্য আপনার জাগরণের কারণ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তখন ভগবান্ হৃষীকেশ সমস্ত জলকে অপসারিত করিয়া যোগনিদ্রাকৃত তিমিরাবরণ বিদীর্ণ করিয়া পরম শোভায় উজ্জ্বল হইয়া উত্থান করিলেন ॥ ৪৩

তিনি পিতামহের সহিত সমবেত সকল দেবগণকে দর্শন করিলেন। তখন তাঁহাদের সকলের অন্তরে ক্ষোভ হইয়াছে এবং তাঁহারা জগতের হিতের জন্য সমাগত হইয়া কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ॥ ৪৪

নিদ্রার দ্বারা শ্রমহীননেত্র ভগবান্ শ্রীহরি তাত্ত্বিক, অর্থযুক্ত, ধর্মসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৪৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—দেবগণ! তোমাদের কি কারণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে? কোথা হইতে ভয় আসিয়াছে? কোন্ দেবতার কোন্ বস্তুর প্রয়োজন? কোন্ বস্তু আমাতে নাই? ৪৬

সংসারে মানবগণ হইতে সকল লোকের দুঃখজনক কোন্ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি শীঘ্রই জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৭

এই আমি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে উত্তম শয্যা ত্যাগ করিয়া তোমাদের কল্যাণসাধনের জন্য উত্থিত হইয়াছি। বল, আমি তোমাদের কোন্ কার্য করিব? ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে শ্রীবিষ্ণুর যোগশয্যা হইতে উত্থানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণা ভগবতো বিষ্ণোঃ সবিধে জগতো বর্ত্তমানাবস্থাং বর্ণয়িত্বা পৃথিব্যা ভারলাঘবায় মন্ত্রয়িতুমনুরোধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুগদিতং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ পরমং বাক্যং হিতং সর্ব্বদিবৌকসাম ॥ ১

নাস্তি কিঞ্চিদ্ ভয়ং বিষ্ণো সুরাণামসুরান্তক
যেষাং ভবানভয়দঃ কর্ণধারো রণে রণে ॥ ২

শক্রে জয়তি দেবেশে ত্বয়ি চাসুরসূদনে
ধর্ম্মে প্রযতমানানাং মানবানাং কুতো ভয়ম্ ॥ ৩

সত্যে ধর্ম্মে চ নিরতান্ মানবান্ বিগতজ্বরান্
নাকালে ধর্ষিণো মৃত্যুঃ শক্নোতি প্রসমীক্ষিতুম্ ॥ ৪

মানবানাঞ্চ পতয়ঃ পার্থিবাশ্চ পরস্পরম্।
ষড়্ভাগমুপভুঞ্জানা ন ভয়ং কুর্ব্বতে নিধঃ ॥ ৫

তে প্রজানাং শুভকরাঃ কল্পৈরবিগর্হিতাঃ।
সুকৃতৈরবিপ্রযুক্তার্থাঃ কোষনাপূরয়ন্ত্যুত ॥ ৬

ক্ষীতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ পালয়ন্তঃ ক্ষমাপরাঃ।
অতীক্ষ্ণদণ্ডাশ্চতুরো বর্ণান্ গুপ্তপুজসা ॥ ৭

নোদ্বেজনীয়া ভূতানাং সচিবৈঃ সাধুপূজিতাঃ।
চতুরঙ্গবলৈর্গুপ্তাঃ ষড়্গুণানুপযুঞ্জতে ॥ ৮

ধনুর্ব্বেদপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে বেদেষু নিষ্ঠিতাঃ।
যজন্তে চ যথাকালং যজ্ঞৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ৯

বেদানধীত্য দীক্ষাভির্মহর্ষীন্ ব্রহ্মচর্য্যয়া
শ্রাদ্ধৈশ্চ নেত্রৈঃ সততং তর্পয়ন্তি পিতামহান্ ॥ ১০

নৈষামবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং ভুবি দৃশ্যতে।
বৈদিকং লৌকিকং চৈব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তমেব চ ॥ ১১

তে পরাবরদৃষ্টার্থা মহর্ষিসমতেজসঃ।
ভূয়ঃ কৃতযুগং কর্ত্তুমুৎসহন্তে নরাধিপাঃ ॥ ১২

তেষামেব প্রভাবেণ শিবং বর্ষতি বাসবঃ।
যথার্থঞ্চ ববুর্বাতা বিরজস্কা দিশো দশ ॥ ১৩

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট জগতের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য মন্ত্রণা করিতে অনুরোধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার হিতকারক উত্তম বাক্য বলিলেন। ১

অসুরনাশন! বিষ্ণো! দেবগণের কোনও ভয় নাই, যেহেতু আপনি তাহাদের প্রত্যেকটি যুদ্ধে কর্ণধার ও অভয়দাতা। ২

ইন্দ্র বিজয়ী থাকিলে, আপনি অসুরনাশরত থাকিলে এবং মানবগণ ধর্ম্মে প্রযত্নশীল থাকিলে ভয় কোথ হইতে আসিবে? ৩

যাহারা সত্যে ও ধর্ম্মে নিরত, চিত্তাত্তাপশূন্য, ধর্ম্মাচরণরত, তাহাদিগকে অকালে মৃত্যু দেখিতে পারে না। ৪

মনুষ্যগণের অধিপতি রাজন্যগণ প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া পরস্পরকে ভয় করে না। ৫

ঐ সকল নরপতিরা প্রজাগণের সর্ব্বদা মঙ্গল করিয়া থাকে। তাহারা প্রজাগণ তাহাদিগকে নিন্দা করে না। তাহারা অর্থাভাবে পড়িলে সুকর উপায়ে অর্থাভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকে। ৬

ক্ষমাপরায়ণ নৃপতিগণ সমৃদ্ধ সমস্ত জনপদকে পালন করিয়া থাকে, মৃদুদণ্ড দান করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণকে অনায়াসে রক্ষা করিয়া থাকে। ৭

তাহারা প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন করে না বলিয়া তাহারাও উদ্বিগ্ন হয় না, মন্ত্রিগণের দ্বারা সুন্দররূপে পূজিত হয়। চতুরঙ্গিনী সেনার দ্বারা রক্ষিত থাকিয়া ষাড়্গুণ্যের (সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধীভাব-সমাশ্রয়) যথারীতি উপযোগ করিয়া থাকে। ৮

সকল নরপতিই ধনুর্ব্বেদানুশীলনরত, সকলেই বিদ্বান্ বেদবাক্যে পরিনিষ্ঠিত এবং সকলেই যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করে। ৯

তাহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মহর্ষিগণকে এবং পবিত্র শ্রদ্ধ শ্রাদ্ধকর্ম্মের দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে তৃপ্ত করিয়া থাকে। ১০

বৈদিক, লৌকিক ও ধর্ম্মশাস্ত্র-কথিত এই তিন প্রকার কর্ম্ম পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই সকল রাজাদের ঐ তিন প্রকারের কর্ম্মের কিছুই অবিদিত থাকে না। ১১

তাহারা পরাবরতত্ত্বদর্শী ও মহর্ষিসম তেজস্বী। সেই নরপতিগণ এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়া থাকে। ১২

ঐ সকল নরপতির প্রভাবে ইন্দ্র মঙ্গলজনকরূপে বর্ষা করিয়া থাকেন। বায়ু যথোচিতরীতিতে দশদিক্ নির্ম্মল করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৩

নিরুৎপাতা চ বসুধা সুপ্রচারাশ্চ খে গ্রহাঃ
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রঃ সৌম্যাং চরতি যোগতঃ ॥ ১৪
অনুলোমকরঃ সূর্যাস্ত্বয়নে দ্বে চচার হ
হবৈশ্চ বিবিধৈস্তৃপ্তঃ শুভগন্ধো হুতাশনঃ ॥ ১৫
এবং সম্যক্ প্রবৃত্তেষু বিবৃদ্ধেষু সখাদিষু।
তর্পয়ৎসু মহীং কৃৎস্নাং নৃণাং কালভয়ং কুতঃ ॥ ১৬
তেষাং স্ফীতকীর্তীনামন্যোন্যাভ্যবমর্দিনাম্
রাজ্ঞাং বলৈর্বলবতাং পীড্যতে বসুধাতলম্ ॥ ১৭
সেয়ং ভারপরিশ্রান্তা পীড্যমানা নরাধিপৈঃ।
পৃথিবী সমনুপ্রাপ্তা নৌরিবাসন্নবিপ্লবা ॥ ১৮
যুগান্তসদৃশৈ রূপৈঃ শৈলোচ্চলিতবন্ধনা।
ক্লেদোৎপীড়াকুলা স্বেদং বারয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৯
ক্ষত্রিয়াণাং বপুর্ভিশ্চ তেজসা চ বলেন চ।
নৃণাঞ্চ রাষ্ট্রৈর্বিস্তীর্ণৈঃ গ্রাম্যাতীব বসুন্ধরা ॥ ২০
পুরে পুরে নরপতিঃ কোটিসংখ্যৈর্বলৈর্বৃতঃ।
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চ বহবো গ্রামাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২১
ভূমিপানাং সহস্রৈশ্চ তেজসা বলিনাং বলৈঃ
গ্রামাবৃতাশ্চ রাষ্ট্রৈশ্চ ভূমির্নিবিবরাকৃতা ॥ ২২
দেয়ং নিরাময়ং কৃত্বা নিশ্চেষ্টা কালমগ্নতঃ
প্রাপ্তা মমালয়ং বিদ্ধো ভবাংস্ত্রাস্যা পরা গতিঃ ॥ ২৩
কর্ষ্যভূমির্মধুঘ্নানাং ভূমিরেষা বাধাং গতা।
যথা ন সীদেৎ তৎ কার্যং জগতোমা হি শাশ্বতী ॥ ২৪
অস্যা হি পীড়নে দোষো মহান্ স্যান্মধুসূদন
ক্রিয়ালোপশ্চ লোকানাং পীড়িতঞ্চ জগদ্ ভবেৎ ॥ ২৫
শ্রান্তাতে বাক্যনেবেয়ং পার্থিবৌঘপ্রপীড়িতা
সহস্রাং যা ক্ষমাং তাক্ত্বা চলন্বচলা গতা ॥২৬
তদস্যাঃ শ্রুতবস্তুং স্ব তচ্চাপি ভবতা শ্রুতম্।
ভারাবতরণার্থং হি মনুষ্যং ন সহ হরা ॥ ২৭
সংপথে হি স্থিতাঃ সর্বে প্রজানো রাষ্ট্রবর্ধনাঃ।
নরাণাঞ্চ ত্রয়ো বর্ণা ব্রাহ্মণানুযায়িনঃ ॥২৮

পৃথিবী উৎপাতশূন্য রহিয়াছে। আকাশে গ্রহগণ সুন্দরভাবে অবস্থান করিতেছে। নক্ষত্রগণসহ চন্দ্রমা যোগানুসারে সৌম্যভাবে বিচরণ করিতেছে ॥ ১৪

সূর্য্য অনুকূল কিরণযুক্ত হইয়া দুই অয়নে বিচরণ করিতেছে। অগ্নি শুভগন্ধযুক্ত ও নানাবিধ হবোর দ্বারা তৃপ্ত রহিয়াছে ॥১৫

এইভাবে সমুচিতরীতিতে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে থাকিলে ও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং নরপতিগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ পৃথিবী তৃপ্ত হইতে থাকিলে মনুষ্যগণের কালভয় কিরূপে থাকিবে ? ১৬

কিন্তু উজ্জ্বলকীর্তি ও পরস্পর বলবতী সেই সকল প্রবল নরপতিগণের সৈন্যের দ্বারা এখন বসুধাতল অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে ॥১৭

এই ভারক্লান্তা নরপতিগণ কর্তৃক পীড়িতা পৃথিবী আসন্নবিপর্য্যয়া নৌকার মত আপনার নিকটে আসিয়াছে ॥ ১৮

প্রলয়কালীন অগ্নির মত তেজস্বী নরপতিগণ কর্তৃক পীড়িত হওয়ায় পর্বতরূপ বন্ধন শিথিল হইলে জলোচ্ছ্বাস দ্বারা আকুল হইয়া পৃথিবী পুনঃ পুনঃ ঘর্মাক্ত হইতেছে ॥ ১৯

ক্ষত্রিয়গণের শরীর, তেজ ও বলের দ্বারা এবং মনুষ্যগণের বিস্তীর্ণ রাজ্যের দ্বারা এই বসুন্ধরা যেন অতিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২০

প্রতিনগরে উদ্যত নরপতি কোটি কোটি সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। প্রতি রাজ্যে শত সহস্র গ্রাম রহিয়াছে ॥২১

সহস্র পৃথিবীপতি এবং ঐ সকল বলবান্ নরপতিদের সৈন্যসকলের দ্বারা ও দলবদ্ধভাবে গ্রামবিশিষ্ট রাজ্যসমূহের দ্বারা এই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটুও শূন্যস্থান নাই ॥২২

বিষ্ণো ! এই পৃথিবী আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিরাময় সময়ের প্রতীক্ষায় আমারগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আপনিই ইহার একমাত্র অবলম্বন ॥ ২৩

বিষ্ণো ! সকলের আধারভূতা সর্বংসহিতশীলা মধুসূদনের কর্ষণভূমি এই পৃথিবী বাধিত হইতেছে। এই পৃথিবী যাহাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া না যায়, সেইরূপ কার্য্য করুন ॥ ২৪

মধুসূদন ! এই পৃথিবী পীড়িত হইতে থাকিলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। সকল লোকের সকল প্রকার ক্রিয়া লুপ্ত হইবে এবং সম্পূর্ণ জগৎ পীড়িত হইবে ॥ ২৫

স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী নরপতিসমূহের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এই পৃথিবী পরিত্রাণ চাহিয়া পড়িয়াছে। এই অচলা পৃথিবী স্বাভাবিক ক্ষমা পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২৬

আমরা এই পৃথিবীর সকল কথা শুনিয়াছি। আপনিও তাহা শুনিলেন। পৃথিবীর ভার দূর করিবার জন্য আপনার সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছুক ॥ ২৭

সকল প্রজা যেন সৎপথে থাকিয়া নিজ রাষ্ট্রের বৃদ্ধি করে, মনুষ্যগণের তিন বর্ণ যেন ব্রাহ্মণগণের অনুগামী হয় ॥ ২৮

সর্ব্বং সত্যপরং বাক্যং বর্ণা ধর্ম্মপরাস্তথা।
সর্ব্বে বেদপরা বিপ্রাঃ সর্ব্বে বিপ্রপরা নরাঃ ॥ ২৯
এবং ভবতি বর্ত্তন্তে মনুষ্যা ধর্ম্মকারণাৎ
যথা ধর্ম্মবধো ন স্যাৎ তথা মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥ ৩০
সত্যাং গতিরিয়ং নাস্যা ধর্ম্মশ্চাস্যাঃ সুসাধনম্
রাজ্ঞাং চৈব বধঃ কার্য্যো ধরণ্যা ভারনির্ণয়ে ॥ ৩১

সকল বাক্য যেন সত্যাশ্রয়ী হয়, সকল বর্ণ যেন ধর্ম্মাচারপরায়ণ হয়, সকল ব্রাহ্মণ যেন বেদাধ্যয়নকারী হন, সকল মনুষ্য যেন ব্রাহ্মণানুগ হয়। ২৯

এইভাবে ধর্ম্মের জন্য মনুষ্যগণ জগতে বাস করিবে। সুতরাং যাহাতে ধর্ম্মের বিনাশ না হয়, সেইরূপ মন্ত্রণা করুন। ৩০

ইহাই সৎপুরুষের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই ইহার উত্তম উপায়। ধরণীর ভার নির্ণয়ে রাজগণের বধ কার্য্য করা যায়। ৩১

তদাগচ্ছ মহাভাগ সহ বৈ মনুকারণাৎ।
ব্রজাম্যো মেরুশিখরং পুরস্কৃত্য বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২
এতাবদুক্ত্বা রাজেন্দ্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পৃথিব্যা সহ বিশ্বাত্মা বিবরাম মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ভারাবতরণে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

ভার দূরীকরণের জন্য নৃপতিগণের বিনাশ করিতে হইবে। ৩১

মহাভাগ! অতএব আসুন, আমরা সকলে পরামর্শ করিবার জন্য পৃথিবীকে সম্মুখে লইয়া মেরুশিখরে গমন করি। ৩২

রাজেন্দ্র! বিশ্বাত্মা লোকপিতামহ তেজস্বী ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া পৃথিবীসহিত বিবর হইলেন। ৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ভারাবতরণবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষাং দেবতানাঞ্চ মেরুপর্ব্বতস্য দিব্য-সভায়ামুপস্থিতিঃ, তত্র পৃথিব্যা ভারাবতরণায় ভগবৎসমীপে তেষাং প্রার্থনা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বাচয়িত্বেব সহ তৈর্দ্বিজৈর্দিনান্তোদনিঃস্বনঃ।
প্রতস্থে দুর্দিনাকারঃ সদুর্দিন ইবাচলঃ ॥ ১
স মুক্তামণিবিস্তীর্ণঃ সচন্দ্রাম্ভোদবর্চসম্।
সকটামণ্ডলঃ কৃৎস্নং স বিভ্রচ্ছীধরো হরিঃ ॥ ২
স চাস্যোরসি বিস্তীর্ণে রোমাক্ষোদ্গতরাজিমান্।
শ্রীবৎসো রাজতে শ্রীমাংস্তনদ্বয়মুপাশ্রিতঃ ॥ ৩
পীতে বসানো বসনে লোকানাং গুরুরব্যয়ঃ।
হরিঃ সোঽভবদালক্ষ্যঃ স সন্ধ্যাভ্র ইবাচলঃ ॥ ৪
তং ব্রজন্তং সুপর্ণেন পদ্মযোনিগতানুগম্।
অনুজগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তদ্গতাসক্তচক্ষুষঃ ॥ ৫
নাতিদীর্ঘেণ কালেন সম্প্রাপ্তা রত্নপর্ব্বতম্
দদৃশুর্দেবতাস্তত্র তাং সভাং কামরূপিণীম্ ॥ ৬
মেরোঃ শিখরবিন্যস্তাং সাংবৃক্তাং সূর্য্যবর্চসা।
কাঞ্চনস্তম্ভরচিতাং বস্ত্রসঙ্কানতোরণাম্ ॥ ৭

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতাগণের মেরুপর্ব্বতের দিব্যসভায় উপস্থিতি ও সেখানে পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য ভগবানের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বর্ষাকালীন মেঘের সমান কণ্ঠস্বরধ্বনিকারী শ্রীহরি বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শ্যাম মেঘযুক্ত পর্বতের ন্যায় 'বাঢ়ম্' এই বলিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুমোদন পূর্বক যাহাদের সহিত সেই স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

শ্রীবৎস শ্রীহরি কটীমণ্ডলসহিত সম্পূর্ণ মুকুটমণ্ডিত মস্তক ধারণ করিয়া আছেন। তাহা মুক্তা মণি থাকায় উজ্জ্বল হইয়াছে এবং রশ্মি সহিত চন্দ্রের তুল্য কান্তিমান্ হইয়াছে। ২

তাঁহার বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে উদ্গত লোমসমূহ শোভান্বিত শ্রীবৎসচিহ্ন স্তনদ্বয়ের মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। ৩

সকল লোকগুরু অবিনাশী শ্রীহরি পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘযুক্ত পর্বতের মত দৃষ্ট হইতেছিলেন। ৪

ব্রহ্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে তাঁহার গমনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৫

অল্প সময়েই তাঁহারা সকলে রত্নময় মেরুপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবতাগণ কামরূপিণী সেই সভাকে দেখিতে পাইলেন। ৬

মেরুশিখরে স্থাপিত ঐ সভা সূর্য্যকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত সুবর্ণস্তম্ভের দ্বারা রচিত। সভার তোরণ রত্নমণ্ডিত। ৭

মনোনির্ম্মাণচিত্রাভাং বিমানশতমালিনীম্
রত্নজালান্তরবতীং কামগাং রত্নভূষিতাম্ ॥ ৮
কাঞ্চনদ্রুমসমাকীর্ণাং সর্ব্বর্তুকুসুমোৎকটাম্।
দেবনায়াধরাং দিব্যাং বিহিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৯
তাং হৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে যথাস্থানং যথাবিধি
যথানিয়মনির্দ্দেশা বিবিশুস্তে সভাং শুভাম্ ॥ ১০
তে নিষেদুর্যথোদ্দেশেষু বিমানেষাসনেষু চ
ভদ্রাসনেষু পীঠেষু কুশাস্তরণেষু চ ॥ ১১
ততঃ প্রভঞ্জনো বায়ুর্ব্রহ্মণা সাধু চোদিতঃ।
মা শব্দমিতি সর্ব্বত্র প্রচক্রামাথ তাং সভাম্ ॥১২
নিঃশব্দস্তিমিতে তস্মিন্ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্
বভাষে ধরণী বাক্যং খেদাৎ করুণভাষিণী ॥ ১৩
ত্বয়া ধার্য্যা ইমং দেব ত্বয়া বৈ ধার্য্যতে জগৎ।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনানি বিভর্ষি চ ॥ ১৪
যৎ ত্বয়া ধার্য্যতে কিঞ্চিৎ তেজসা চ বলেন চ
ততস্তব প্রসাদেন ময়া যত্নাচ্চ ধার্য্যতে ॥ ১৫

ত্বয়া ধৃতং ধারয়ামি নাধৃতং ধারয়াম্যহম্
ন হি তদ্ বিদ্যতে ভূতং যৎ ত্বয়া নাধ্যধার্য্যতে ॥১৬
ত্বমেব কুরুষে দেব নারায়ণ যুগে যুগে।
মম ভারাবতরণং জগতো হিতকাম্যয়া ॥ ১৭
তবৈব তেজসাক্রান্তা রসাতলতলং গতাম্।
ত্রাহি মাং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বামেব শরণং গতাম্ ॥ ১৮
দানবৈঃ পীড্যমানাহং রাক্ষসৈশ্চ দুরাত্মভিঃ
ত্বামেব শরণং নিত্যমুপযাস্যে সনাতনম্ ॥ ১৯
তাবদ্যেহস্তি ভয়ং ভূয়ো ন যন্ন ত্বাং কদুত্থিনম্
শরণং যামি মনসা শত্রূণোদ্ধাপলব্ধয়ে ॥ ২০
অহমাদৌ পুরাণস্য সংক্ষিপ্তা পদ্মযোনিনা।
মাঞ্চ বসুধাং কৃত্বা পূর্ব্বং মধুকৈটভৌ বৌ মহাসুরৌ ॥ ২১
কর্ণস্রোতোঽভবে তৌ হি বিষ্ণোরস্য মহাত্মনঃ।
মহার্ণবে প্রধাবন্তঃ কাষ্ঠকুড্যসমৌ স্থিতৌ ॥ ২২
তৌ বিবেশ স্বয়ং বায়ুর্ব্রহ্মণা সাধু চোদিতঃ
দিবং প্রচ্ছাদয়ন্তৌ তু ববৃধাতে মহাসুরৌ ॥ ২৩

মনোনির্ম্মিত চিত্রশোভিত, শত শত বিমানের মালাবিশিষ্ট মধ্যস্থলে রত্নমালা বিরাজিত, ইচ্ছানুসারে গতিশীল, নানারত্নভূষিত সকল ঋতুর নানাবিধ পুষ্পে পরিব্যাপ্ত, দেবতাগণের মায়াধারণসমর্থ ও বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত ঐ দিব্য সভাগৃহে সকলে যথানিয়মে নির্দ্দেশানুসারে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ৮-১০

তাঁহারা সকলে যোগ্যতানুসারে নির্দ্দিষ্ট বিমানে, আসনে ভদ্রাসনে (রাজার আসনে), পীঠে (পিঁড়িতে), কুশাসনে ও বস্ত্রাসনে উপবেশন করিলেন। ১১

তখন ব্রহ্মার সঙ্গত প্রেরণানুসারে প্রভঞ্জন নামক বায়ু সভার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সকলকে নির্দ্দেশ দিলেন—কেহ যেন কোনও শব্দ না করে। ১২

দেবতাগণের সমাজ যখন সম্পূর্ণ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল, তখন করুণভাষিণী ধরণী খেদবশতঃ বলিতে লাগিলেন। ১৩

ধরণী বলিলেন—দেব! তুমি আমাকে ধারণ কর, তুমিই জগৎকে ধারণ করিয়া থাক। তুমি সকল প্রাণীকে ধারণ করিয়া আছ এবং সকল ভুবনের ধারণ পোষণ কর। ১৪

তুমি স্বীয় তেজ ও বলের দ্বারা যাহা কিছু ধারণ কর, তোমার প্রসাদে আমি যত্নের সহিত তাহাই ধারণ করিয়া থাকি। ১৫

তোমার দ্বারা অধৃত বস্তুকে আমি ধারণ করি, তোমার অধৃত বস্তুকে আমি ধারণ করিতে পারি না। এমন কোনও ভূত নাই যাহাকে তুমি সর্ব্বদা ধারণ করিতেছ না। ১৬

দেব! নারায়ণ! তুমিই যুগে যুগে জগতের হিতের ইচ্ছায় আমার ভার অপসারিত করিয়া থাক। ১৭

সুরশ্রেষ্ঠ! আমি এখন রসাতলের তলদেশে গমন করিয়াছি, আমি তোমার শরণ লইতেছি। তুমি স্বীয় তেজের সংস্পর্শের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। ১৮

দানব ও দুরাত্মা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছি। তুমি সনাতন পুরুষ। আমি নিরন্তর তোমার শরণ লইয়া আছি। ১৯

আমি শত শত লক্ষ করিয়াছি যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ভয় থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল ভারহারী তোমার মনে মনে আমি শরণ গ্রহণ না করি। ২০

পুরাকালে আমি প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক জলের উপর স্থাপিত হইয়াছিলাম। আমার মৃত্তিকাকে পিণ্ড করিয়া দুইটি দুর্দ্ধর্ষ মহাসুর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২১

মহাসমুদ্রে শয়ান মহাত্মা বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভব সেই অসুরদ্বয় কাষ্ঠ ও ভিত্তির সমান অবস্থিত ছিল। ২২

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উপযুক্তভাবে প্রেরিত হইয়া বায়ু তাহাদের

বাহু-প্রাণৌ তু তৌ গৃহ্য ব্রহ্মা পর্য্যমৃশচ্ছনৈঃ।
একং মৃদুতরং মেনে কঠিনং বেদ চাপরম্ ॥ ২৪
নামনী তু তয়োশ্চক্রে স বিভুঃ সলিলোদ্ভবঃ।
মৃদুত্বাৎ মধুনামা কঠিনঃ কৈটভোঽভবৎ ॥ ২৫
তৌ দৈত্যৌ কৃতনামানৌ চেরতুর্বলদর্পিতৌ
সর্ব্বমেকার্ণবং লোকং যোদ্ধুকামৌ সুদুর্জ্জয়ৌ ॥ ২৬
তাবাগতৌ সমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
একার্ণবাম্বুনিচয়ে তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৭
স পদ্মে পদ্মনাভস্য নাভিমধ্যে সমুত্থিতে।
রোচমানাস বসতিং গুহ্যাং ব্রহ্মা চতুর্মুখঃ ॥ ২৮
তাবুভৌ জলগর্ভস্থৌ নারায়ণ-পিতামহৌ
বহূন্ বর্ষগণানপ্সু শয়ানৌ ন চকম্পতুঃ ॥ ২৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ।
আজগ্মতুস্তমুদ্দেশং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ ঘোরৌ মহাকায়ৌ দুরাসদৌ।

ব্রহ্মণা তাড়িতৌ বিষ্ণুঃ পদ্মনালেন বৈ তদা।
উৎপপাতাথ সহসা পদ্মনাভো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩১
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং তয়োস্তস্য চ বৈ তদা।
একার্ণবে তদা লোকে ত্রৈলোক্যে জলতাং গতে ॥ ৩২
তদাতুলং তুমুলং যুদ্ধং বর্ষসহস্রকম্।
ন চ তাবসুরৌ যুদ্ধে তদা শ্রমমবাপতুঃ ॥ ৩৩
অথাতো দীর্ঘকালস্য তৌ দৈত্যৌ যুদ্ধদুর্ম্মদৌ।
ঊচতুঃ প্রীতমনসৌ দেবং নারায়ণং হরিম্ ॥ ৩৪
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৩৫
হতৌ চ তব পুত্রত্বং প্রাপ্নুয়াবঃ সুরোত্তম
যো শ্লাঘ্যো যুধি নির্জ্জেতা তস্যাবাং বিহিতৌ সুতৌ ॥ ৩৬
স তু গৃহ্য যুধে দোর্ভ্যাং দৈত্যৌ তাবভ্যপীড়য়ৎ।
জঘ্নতুর্নিধনং চাপি তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ ॥ ৩৭
তৌ হতৌ চাম্বুতৌ ভোয়ে বপুর্ভ্যাকেতাং গতৌ।
মেদো মুমুচতুর্দৈত্যৌ মথ্যমানৌ জলোর্ম্মিভিঃ ॥ ৩৮

মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ঐ অসুরদ্বয় আকাশকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২৩

বাহুরূপ প্রাণযুক্ত তাহাদের উভয়কে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা ধীরে ধীরে তাহাদের শরীরে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তিনি একজনকে অতি মৃদু ও অপরজনকে কঠিন বুঝিলেন ॥ ২৪

জলোদ্ভব ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদের নামকরণ করিলেন। এই মৃদু মধুনামে ও কঠিন কৈটভ নামে কথিত হইল ॥ ২৫

নামকরণের পর ঐ বলদর্পিত দুর্জ্জয় দৈত্যদ্বয় একার্ণবে যুদ্ধার্থী হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৬

যুদ্ধার্থী ঐ দুই অসুরকে উপস্থিত দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা একার্ণবের জলরাশিমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৭

চতুর্মুখ ব্রহ্মা পদ্মনাভ ভগবানের নাভিমধ্য হইতে উৎপন্ন পদ্মে গোপনে নিবাস করা সঙ্গত মনে করিলেন ॥ ২৮

ভগবান্ নারায়ণ ও পিতামহ ব্রহ্মা জলপ্লাবিত হইয়া বহু বর্ষ পর্যন্ত শয়ান রহিলেন। একটুও স্পন্দিত হইলেন না ॥ ২৯

অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে ব্রহ্মা যেখানে বিরাজিত ছিলেন, মধু ও কৈটভ উভয়ে সেই স্থানে আসিয়া পড়িল ॥ ৩০

তখন দুর্জ্জয় বিশালকায় ভয়ঙ্কর দুই অসুরকে উপস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মা কমলনালের দ্বারা বিষ্ণুকে স্পর্শ করিলেন। তাহার ফলে মহাদ্যুতি পদ্মনাভ ভগবান্ শয়ন হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন ॥ ৩১

তখন একার্ণবে ত্রিলোক জলাকার ধারণ করিয়াছে, এই অবস্থায় ঐ দুই অসুরের ও ভগবান্ বিষ্ণুর মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩২

সহস্রবর্ষ পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ অসুরদ্বয় যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইল না ॥ ৩৩

দীর্ঘকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রীতচিত্ত যুদ্ধদুর্মদ অসুরদ্বয় ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরিকে বলিল ॥ ৩৪

তোমার যুদ্ধে আমরা দুই ভ্রাতা প্রীত হইয়াছি। তুমি আমাদের শ্লাঘনীয় মৃত্যু। যেখানটি জলের দ্বারা পরিপ্লুত হয় নাই, সেই স্থানে তুমি আমাদিগকে নিহত কর ॥ ৩৫

সুরশ্রেষ্ঠ। তোমার দ্বারা নিহত হইলে আমরা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব। ব্রহ্মা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, যে আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, আমরা তাহার পুত্র হইব ॥ ৩৬

অসুরদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধস্থলে বাহুর দ্বারা দুই দৈত্যকে গ্রহণ করিলেন এবং পীড়িত করিলেন। তাহাতে মধু ও কৈটভ উভয়ে নিধন প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭

মৃত্যুর পর তাহাদের মৃত শরীর জলাপ্লুত হইয়া এক হইল। জলতরঙ্গের দ্বারা মথিত দৈত্যদ্বয় মেদ পরিত্যাগ করিল। ঐ মেদের দ্বারা জল ব্যাপ্ত হওয়ায় সেখানে জল রহিল না। ঐ

মেদসা তজ্জলং ব্যাপ্তং তাভ্যামম্ভর্দধে ততঃ।
নারায়ণশ্চ ভগবানসৃজৎ স পুনঃ প্রজাঃ ॥ ৩৯
দৈত্যায়োর্মেদসাচ্ছন্না মেদিনীতি ততঃ স্মৃতা
প্রভাবাৎ পদ্মনাভস্য শাশ্বতী জগতী কৃতা ॥৪০
বরাহেণ পুরা ভূত্বা মার্কণ্ডেয়স্য পশ্যতঃ।
বিষাণেনাহমেকেন তোয়মধ্যাৎ সমুদ্ধৃতা ॥ ৪১
স্নাতাহং ক্রমতা ভূস্তদা যুষ্মাকমগ্রতঃ।
বলেঃ সকাশাদ্ দৈত্যস্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৪২
সাম্প্রতং খিন্নমানাহমেনমেব গদাধরম্।
অনাথা জগতো নাথং শরণ্যং শরণং গতা ॥ ৪৩
অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যো গুরুঃ স্মৃতঃ।
নক্ষত্রাণাং গুরুঃ সোমো মম নারায়ণো গুরুঃ ॥৪৪
যদহং ধারয়াম্যেকা জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
ময়া ধৃতং ধারয়েত সর্ব্বমেতদ্ গদাধরঃ ॥ ৪৫
জামদগ্ন্যেন রামেণ ভারাবতরণেচ্ছয়া।
রোষাৎ ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽহং ক্ষত্রিয়ৈর্বিপ্রযোজিতা ॥ ৪৬
সাস্মি বেদ্যাং সমারোপ্য তর্পিতা নৃপশোণিতৈঃ।
ভার্গবেণ পিতৃঃ শ্রাদ্ধে কশ্যপায় নিবেদিতা ॥ ৪৭
মাংস-মেদোঽস্থিপঙ্কা স্নিগ্ধা ক্ষত্রিয়শোণিতৈঃ।
রজস্বলেব যুবতিঃ কশ্যপং সমুপস্থিতা ॥ ৪৮
স মাং ব্রহ্মর্ষিরপ্যাহ কিমুর্বি ভ্রমবাঙ্মুখী।
বীরপত্নীব্রতমিদং ধারয়ন্তী বিষীদসি ॥ ৪৯
নাহং বিজ্ঞাপিতবতা কশ্যপং লোকভাবনম্।
পত্যয়ো মে হতা ব্রহ্মন্ ভার্গবেণ মহাত্মনা ॥ ৫০
সাহং বিহীনা বিক্রান্তৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শস্ত্রবৃত্তিভিঃ।
বিধবা শূন্যনগরা ন ধারয়িতুমুৎসহে ॥ ৫১
তদস্মদ্ধীয়তাং ভর্ত্তা ভগবংস্ত্বৎসমো নৃপঃ।
রক্ষেৎ সগ্রাম-নগরাং যো মাং সাগরমালিনীম্ ॥ ৫২
স শ্রুত্বা ভগবান্ বাক্যং বাঢ়মিত্যব্রবীৎ প্রভুঃ
ততো মাং মানবেন্দ্রায় মনবে স প্রদত্তবান্ ॥ ৫৩

মেদের উপর ভগবান্ নারায়ণ পুনর্বার প্রজাসৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

ঐ দৈত্যদ্বয়ের মেদের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় আমি মেদিনী নামে তখন হইতে পরিচিত। পদ্মনাভ ভগবানের প্রভাবে এই জগৎ সদা স্থিতিশীল হইয়াছে ॥ ৪০

পূর্ব্বকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ভগবান্ নারায়ণই মার্কণ্ডেয় ঋষির সমক্ষে একটি বিষাণের (দন্তের) দ্বারা জলমধ্য হইতে আমাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ॥ ৪১

পরবর্ত্তী কালে পুনর্বার তোমাদের সমক্ষেই প্রভাববান্ ভগবান্ বিষ্ণু বলিদৈত্যের নিকট পদ বিস্তারের দ্বারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৪২

সম্প্রতি আমি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া অনাথা হইয়াছি এবং জগতের নাথ সকলের আশ্রয় গদাধরের শরণাগত হইয়াছি ॥ ৪৩

অগ্নি সুবর্ণের গুরু, সমস্ত কিরণের গুরু সূর্য্য, নক্ষত্রসমূহের গুরু চন্দ্রমা এবং আমার গুরু ভগবান্ নারায়ণ ॥ ৪৪

আমি একাকিনী যে স্থাবর-জঙ্গম জগৎকে ধারণ করিয়া আছি, আমার দ্বারা ধৃত সকল বস্তুকে গদাধর ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৪৫

এই ভগবান্ নারায়ণ জমদগ্নিতনয় পরশুরামরূপে আমার ভার লাঘব করার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া একুশ বার আমাকে ক্ষত্রিয়-রহিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

সেই আমি বেদীতে স্থাপিত হইয়া নৃপশোণিতের দ্বারা তর্পিত হইয়াছি এবং পরশুরাম কর্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে কশ্যপের নিকট নিবেদিত হইয়াছি ॥ ৪৭

আমি ক্ষত্রিয়-শোণিতে আপ্লুত মাংস-মেদ-অস্থির জন্য দুর্গন্ধ-যুক্ত হইয়া রজস্বলা যুবতীর মত কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম ॥ ৪৮

সেই ব্রহ্মর্ষি তখন আমাকে বলিলেন—পৃথিবি! তুমি নত-মুখে রহিয়াছ কেন? তুমি বীরপত্নীর ব্রত ধারণ করিয়া বিষণ্ণ হইতেছ কেন? ৪৯

লোকধিত্রী কশ্যপকে তখন আমি বলিয়াছিলাম—ব্রাহ্মন্! মহাত্মা ভৃগুনন্দন রাম আমার পতিগণকে নিহত করিয়াছেন ॥৫০

শস্ত্রজীবী বিক্রমী ক্ষত্রিয়গণ না থাকায় আমি বিধবা হইয়াছি। নগরসমূহ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে, এইজন্য আমি জীবন ধারণ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না ॥ ৫১

ভগবন্! এইজন্য আপনি আপনার সদৃশ কোনও নরপতিকে আমার পতিরূপে প্রদান করুন। সাগররূপ মালাবতী গ্রামনগর-সহিতা আমাকে যে রক্ষা করিবে ॥ ৫২

ভগবান্ শক্তিমান্ কশ্যপ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "বাঢ়ম্" তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি মন্বন্তরের মনুর হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫৩

সা মনুপ্রভবং দিব্যং প্রাপ্যোক্ষাকুকুলং নৃপম্
বিপুলেনাপি কালেন পার্থিবাৎ পার্থিবং গতা
এবং দত্তাস্মি মনবে মানবেন্দ্রায় ধীমতে।
ভুক্তা রাজসহস্রৈশ্চ মহর্ষিকুলসম্মিতৈঃ ॥ ৫৫
বহবঃ ক্ষত্রিয়াঃ শূরা মাং জিত্বা নিধনাশ্রিতাঃ।
তে চ কালবশং প্রাপ্য ময্যেব প্রলয়ং গতাঃ
মৎকৃতে বিগ্রহা লোকে বৃত্তা বর্ত্তন্ত এব চ।
ক্ষত্রিয়াণাং বলবতাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৫৭

এইভাবে সেই আমি মনুপ্রসূত দিব্য ইক্ষ্বাকুবংশকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক রাজা হইতে অন্য রাজার অধিকারে আসিতে লাগিলাম। ৫৫

এইভাবে আমি বুদ্ধিমান্ নরশ্রেষ্ঠ মনুর হস্তে সমর্পিত হইয়া মহর্ষিকল্পানুমোদিত সহস্র সহস্র নরপতির দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছি। ৫৬

বহু ক্ষত্রিয় বীর আমাকে জয় করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। যাহারা কালের বশীভূত হইয়া আমাতেই লীন হইয়া গিয়াছে। ৫৭

এই সংসারে আমার জন্য যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ বলবান্ ক্ষত্রিয়গণের বহু যুদ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে। ৫৭

এতদ্ যুষ্মৎপ্রবৃত্তেন দৈবেন পরিপাল্যতে।
জগদ্ধিতার্থং কুরুত রাজ্ঞাং হেতুং ক্ষয়ে ॥ ৫৮
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং ভারশৈথিল্যকারণাৎ।
একশ্চক্রধরঃ শ্রীমানভয়ং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৫৯
যমহং ভারসন্তপ্তা সম্প্রাপ্তা শরণৈষিণী।
ভারো যদ্ভবরোপ্যো বিষ্ণুরেষ ত্রবীতু মাম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি ধরণীবাক্যে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

তোমাদের দ্বারা পরিচালিত দৈব জগতের পরিপালন করে। এক্ষণে তোমরা জগতের হিতের জন্য এমন উপায় চিন্তা কর, যাহা যুদ্ধে রাজগণের বিনাশের হেতু হয়। ৫৮

আমার ভার লাঘব করিবার জন্য যদি আমার প্রতি করুণা হয়, তাহা হইলে চক্রধারী অদ্বিতীয় ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে অভয় প্রদান করুন। ৫৯

আমি ভারপীড়িতা শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছি। যদি আমার এই ভার অপসারণ করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণুই সেকথা আমাকে বলুন। ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে ধরণীর বাক্যবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণ আজ্ঞয়া দেবাংশানামবতরণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে শ্রুত্বা পৃথিবীবাক্যং সর্ব এব দিবৌকসঃ
তদর্থকৃত্যং সঞ্চিন্ত্য পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ১
ভগবন্ ক্রিয়তামস্যা ধরণ্যা ভারসন্ততিঃ
শরীরকর্ত্তা লোকানাং ত্বং হি লোকস্য চেশ্বরঃ ॥ ২
যৎ কর্ত্তব্যং মহেন্দ্রেণ যমেন বরুণেন চ।
যদ্ বা কার্য্যং ধনেশেন স্বয়ং নারায়ণেন বা ॥ ৩
যদ্ বা চন্দ্রমসা কার্য্যং ভাস্করেণানিলেন বা।
আদিত্যৈর্বসুভির্বাপি রুদ্রৈর্বা লোকভাবনৈঃ ॥ ৪
অশ্বিভ্যাং দেববৈদ্যাভ্যাং সাধ্যৈর্বা ত্রিদশালয়ৈঃ।
বৃহস্পত্যোশনোভ্যাং বা কালেন কলিনাপি বা ॥ ৫
মহেশ্বরেণ বা ব্রহ্মন্ বিশাখেন গুহেন বা।
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্বৈশ্চারণৈর্বা মহোরগৈঃ ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার আজ্ঞায় দেবাংশসকলের অবতরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই সকল দেবগণ পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য চিন্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন। ১

ভগবন্! এই ধরণীর ভারসমূহ হরণ করুন। আপনি সকল লোকের শরীরের স্রষ্টা এবং সকল সংসারের ঈশ্বর। ২

ব্রহ্মন্! এই বিষয়ে মহেন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, নারায়ণ, চন্দ্রমা, ভাস্কর, অনিল, আদিত্য, বসু, লোকহিতকারী রুদ্র, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গবাসী সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, কলিকাল, মহেশ্বর, বিশাখ, কার্তিকেয়, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, চারণ, মহানাগ, পতঙ্গ, পর্বত, বৃহৎ তরঙ্গময় সমুদ্র ও গঙ্গাদি দিব্য নদীর কি করণীয় আছে, দেবশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! তাহা আপনি শীঘ্র আদেশ করুন। কিভাবে আমরা ইহার আদেশ প্রয়োগ

পতত্ত্বৈঃ পর্ব্বতৈশ্চাপি সাগরৈর্বা মহোর্মিভিঃ
গঙ্গামুখাভিদিব্যাভিঃ সরিদ্ভির্বা সুরেশ্বর ॥ ৭
শীঘ্রমাজ্ঞাপয় বিভো কথমংশঃ প্রযুজ্যতাম্।
যদি তে পার্থিবং কার্য্যং কার্য্যা পার্থিববিগ্রহে ॥ ৮
কথমংশাবতরণং কুর্য্যঃ সর্ব্বে পিতামহ
অন্তরিক্ষগতা যে চ পৃথিব্যাং পার্থিবাশ্চ যে ॥ ৯
সরদ্যানাঞ্চ বিপ্রাণাং পার্থিবানাং কুলেষু চ
অযোনিজাশ্চৈব তনূঃ সৃজানো জগতীতলে ॥ ১০
সুরাণামেককার্য্যাণাং শ্রুত্বৈতন্নিশ্চিতং মতম্।
দেবৈঃ পরিবৃতঃ প্রাহ বাক্যং লোকপিতামহঃ ॥ ১১
তোষিতে যে সুরশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকমপি নিশ্চয়ঃ।
সৃজধ্বং স্বশরীরাংশাংস্তেজসাত্মসমান ভুবি ॥ ১২
সর্ব এব সুরশ্রেষ্ঠাস্তেজোভিরবরোহত।
ভাবয়ন্তো ভুবং দেবীং লব্ধ্বা ত্রিভুবনশ্রিয়ম্ ॥১৩
পার্থিবে ভারতে বংশে পূর্বমেব বিজানতা।
পৃথিব্যাং সম্ভবিষ্যামি ক্রিয়তাং যন্ময়া কৃতম্ ॥ ১৪
অমুত্রেঽহং পুরা পূর্বে বেলায়াশ্চ পশ্চিমাম্।
আসং সার্দ্ধং তনূজেন কশ্যপেন মহাত্মনা ॥১৫
কথাভিঃ পূর্ববৃত্তাভির্দেবেদানুগামিভিঃ
ইতিবৃত্তৈশ্চ বহুভিঃ পুরাণপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৬
কুর্বতস্তু কথাস্তাস্তাঃ সমুদ্রঃ সহ গঙ্গয়া
সমীপমাজগামাশু যুক্তস্তোয়মরূক্ষতৈঃ
স বীচিবিষমাং কুর্বন্ গতিং বেগতরঙ্গিণীম্
সাদোগণবিচিত্রেণ সংচ্ছন্নস্তোয়রাশিনা ॥ ১৮
শঙ্খমুক্তাফলতনুঃ প্রবালমণিভূষণঃ।
যুক্তশ্চন্দ্রমসা পূর্ণঃ সাভ্রগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ১৯
স মাং পরিভবন্নেব স্বাং বেলাং সমতিক্রমন্
ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরম্বুবিস্রবৈঃ ॥ ২০
তস্য দেহং ব্যবসিতঃ সমুদ্রোঽদ্ভির্বিমর্দিতুম্।
উক্তঃ সংরম্ভয়া বাচা শান্তোঽসীতি ময়া তদা ॥২১
শান্তোঽসীত্যুক্তমাত্রস্তু তদুদ্ভূতঃ সাগরো গতঃ।
সংহতোর্মিতরঙ্গৌঘঃ স্থিতো রাজশ্রিয়া জলম্ ॥ ২২
ভূয়শ্চৈব ময়া শপ্তঃ সমুদ্রঃ সহ গঙ্গয়া।
সকারণাং মতিং কৃত্বা যুষ্মাকং হিতকাম্যয়া ॥ ২৩

করিব। যদি পৃথিবীর নিমিত্ত আপনি কর্তব্য করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে পৃথিবীপতিগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎপাদনবিষয়ে আমরা কি করিব? ৩-

পিতামহ! আমরা সকলে কিভাবে অংশাবতরণ করিব? অন্তরিক্ষে যে দেবগণ আছেন, পৃথিবীতে পার্থিবরূপে যাঁহারা আছেন, সেই আমরা ঋষিক্ ব্রাহ্মণগণের ও রাজন্যদের বংশে এই জগতে অযোনিজ শরীর সৃষ্টি করিব। ৯-১০

একই কার্য্যে সমুদ্যত দেবগণের এই নিশ্চিত মত শ্রবণ করিয়া দেবপরিবৃত লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন। ১১

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের এইরূপ নিশ্চয় আমার অভিপ্রেত মনে হইতেছে। ভূতলে তোমরা সকলেরই দ্বারা নিজ নিজ শরীরের অংশ সৃষ্টি কর। ১২

দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ধীর ভেজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যলাভ করিয়া পৃথিবীদেবীকে রক্ষা করিতে করিতে সেখানে অবস্থান কর। ১৩

আমি পৃথিবীর এইরূপ ভর পূর্বেই জানিতাম। অতএব পৃথিবীতে স্থিত ভারতবর্ষের আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ১৪

পুরাকালে আমি পূর্বসমুদ্রের পশ্চিমতটে আমার পুত্র মহাত্মা কশ্যপের সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। তখন আমি প্রাচীনকালে সংঘটিত কথা ও লোকমাহাত্ম্যসূচক উত্তম গুণবিশিষ্ট বহু ইতিবৃত্তের দ্বারা কথা বলিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম। এমন সময় গঙ্গার সহিত এবং মেঘ ও বায়ুর সহিত সমুদ্র সত্বর আমার নিকট আগমন করিল। ১৫-১৭

সমুদ্র বেগের দ্বারা বিশাল তরঙ্গমালা ও তরঙ্গের দ্বারা বিষম গতি প্রকাশ করিয়া জলজন্তুসমূহের দ্বারা বিচিত্র জলরূপ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত, শঙ্খমুক্তার দ্বারা নির্মিতদেহ, প্রবাল মণি প্রভৃতি ভূষণধারী, পূর্ণচন্দ্রসমন্বিত হওয়ায় উদ্বেলিত, মেঘের সদৃশ গর্জনরত হইল এবং ধীর মর্যাদা রূপ বেলাভূমি লঙ্ঘন করিয়া আমাকে পরাভূত করিবার জন্যই যেন লবণাক্ত চঞ্চল জলবিন্দু বিক্ষেপের দ্বারা আমাকে সিক্ত করিয়া দিল। ১৮-২০

যখন সমুদ্র সেই স্থানটিকে উচ্ছ্বসিত জলের দ্বারা প্লাবিত করিতে উদ্যত হইল, তখন আমি রোষান্বিত বাক্যের দ্বারা বলিলাম—শান্ত হও। ২১

'শান্ত হও' এই বাক্য বলামাত্র সাগর ক্ষুব্ধ হইয়া গেল। তাহার তরঙ্গসমূহ মিলিত হইল, সে রাজলক্ষ্মীর দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্থির হইল। ২২

অনন্তর আমি পৃথিবীর ভার হরণরূপ কারণ বিচার করিয়া তোমাদের হিতকামনায় গঙ্গাসহিত সমুদ্রকে শাপ দিতে গিয়া বলিলাম। ২৩

যস্মাৎ ত্বং রাজতুল্যেন বপুষা সমুপস্থিতঃ।
গন্ধর্ব মহীপালো রাজৈব ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৪
তত্রাপি সহজাং লীলাং ধারয়ন্ স্বেন তেজসা।
ভবিষ্যসি নৃণাং ভর্তা ভারতানাং কুলোদ্বহঃ ॥ ২৫
শান্তোঽনীতি ময়োক্তস্ত্বং যস্মাদি তস্মাত্তাং গতঃ।
সুতনুর্নামদা লোকে শান্তনুস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৬
ইয়মপ্যায়তাপাঙ্গী গঙ্গা সর্বাঙ্গশোভনা।
রূপিণী চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তত্র ত্বামুপবাস্যতি ॥ ২৭
এবমুক্তস্তু মাং ক্ষুব্ধঃ সোঽভিবীক্ষ্যার্ণবোঽব্রবীৎ।
মাং প্রভো দেবদেবানাং কিমর্থং শপ্তবানসি ॥ ২৮
অহং তব বিধেয়াত্মা ত্বৎকৃতত্বৎপরায়ণঃ।
অশপোঽসদৃশৈর্বাক্যৈরাত্মজং মাং কিমাত্মনা ॥ ২৯
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন বেগাৎ পর্বণি বর্ধিতঃ।
যস্মাৎ চলিতো ব্রহ্মন্ কোঽত্র দোষো মমাত্মনঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্তাভিঃ পবনৈরদ্ভিঃ স্পৃষ্টো বস্তসি পর্বণি।
অত্র মে কিং নু ভগবন্ বিদ্যতে শাপকারণম্ ॥ ৩১
উদ্ধতৈস্তু মহাবাতৈঃ প্রবৃদ্ধৈস্তু বলাহকৈঃ।
পর্বণা চেন্দুযুক্তেন ত্রিভিঃ ক্ষুব্ধোঽস্মি কারণৈঃ ॥ ৩২
এবং যদপরাদ্ধোঽহং কারণৈস্ত্বৎপ্রকল্পিতৈঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি মে ব্রহ্মন্ শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্যতাম্ ॥ ৩৩
এবং ময়ি নিরালম্বে শাপাচ্ছিথিলিতাং গতে।
কারুণ্যং কুরু দেবেশ প্রণাশং যন্ত্বমেষ্যসি ॥ ৩৪
অন্যাস্তু দেবগঙ্গায়া গাং গতায়াস্তু রাজ্ঞয়া।
মম দোষাৎ সদোষায়াঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৩৫
তমহং ব্রহ্মকল্পা বাচা মহার্ণবমথাব্রবম্।
অকারণজ্ঞং দেবানাং ত্রস্তঃ শাপানলেন তম্ ॥ ৩৬
শান্তিং ব্রজ ন ভেতব্যং প্রসন্নোঽস্মি মহোদধে।
শাপেঽস্মিন্ সমিতাং নাথ ভবিষ্যং শৃণু কারণম্ ॥ ৩৭
ত্বং গচ্ছ ভারতে বংশে ত্বং দেহং স্বেন তেজসা।
আধৎস্ব সমিতাং নাথ তাবন্তং মাং সাগরীং তনুম্ ॥৩৮

সমুদ্র! যেহেতু তুমি রাজার তুল্য শরীরে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সেইজন্য তুমি যাও, তুমি পৃথিবীপালনকারী রাজা হইবে। ২৪

সেখানে নিজ তেজে তীব্র সহজ লীলা ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের কর্তা ও ভরতবংশীয়গণের বংশরক্ষক হইবে। ২৫

আমি 'শান্ত হও' এইরূপ বলাতেই তুমি শান্ত হইয়া জীবতা প্রাপ্ত হইলে, এইজন্য তুমি সুন্দরদেহযুক্ত ও সংসারে যশস্বী হইয়া শান্তনু নামে বিখ্যাত হইবে। ২৬

এই দীর্ঘনেত্রা সর্বাঙ্গসুন্দরী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা মূর্তিমতী হইয়া তোমার অনুগমন করিবে। ২৭

আমি এইরূপ বলিলে ক্ষুব্ধ সমুদ্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—দেবদেবেশ্বর! তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে কেন? ২৮

আমি তোমার আজ্ঞাপালক, আমি তোমার দ্বারাই নির্মিত ও তোমার অনুগত। তুমি স্বয়ং আমাকে অনুচিত বাক্যের দ্বারা অভিশাপ দিলে কেন? ২৯

ভগবন্! তোমার কৃপায় আমি পূর্ণিমার দিন বেগে বর্ধিত হইয়া থাকি। ব্রহ্মন্! এইজন্য যদি আমি চঞ্চল হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইহাতে আমার নিজের কি দোষ? ৩০

ভগবন্! অদ্য পূর্ণিমার বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত জলের দ্বারা যদি তুমি স্পৃষ্ট হইয়া থাক, ইহাতে আমার প্রতি শাপের কারণ কি? ৩১

উদ্ধত প্রচণ্ড বায়ু, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মেঘ ও পূর্ণচন্দ্র-যুক্ত পর্বদিন এই তিনটি কারণের দ্বারা আমি ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। ৩২

ব্রহ্মন্! এইভাবে তোমার নির্মিত কারণসমূহের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং এই শাপ নিবৃত্ত কর। ৩৩

দেবেশ! আমি অবলম্বনহীন ও শাপবশতঃ শিথিল হইয়া যাইতেছি। যদি তুমি শরণাগত রক্ষার প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে আমার উপর করুণা প্রকাশ কর। ৩৪

এই দেবনদী গঙ্গা তোমার আজ্ঞানুসারেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমার দোষের জন্য গঙ্গা দোষযুক্ত হইয়াছে, ইহার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর। ৩৫

মহাসাগর ক্ষুভার-হরণরূপ কারণ জানিত না, সে শাপ-বহ্নির দ্বারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, এইজন্য তখন আমি তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলাম। ৩৬

মহাসাগর! শান্ত হও। ভয় করিও না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্নই আছি। নদীনাথ! এই শাপের ভবিষ্যৎ কারণ বা উদ্দেশ্য শ্রবণ কর। ৩৭

নদীনাথ! তুমি নিজ তেজের দ্বারা এই সাগর-শরীর ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যোগবলে নিজেকে বিনা করিয়া (একরূপে সমুদ্র রূপে থাকিয়া) অপর রূপে ভারতবর্ষে নিজ শরীরকে গর্ভে স্থাপন কর। ৩৮

মহোদধে মহীপালস্তত্র রাজশ্রিয়া বৃতঃ।
পালয়ংশ্চতুরো বর্ণান্ রংস্যসে চলিলেশ্বর ॥ ৩৯
ইয়ঞ্চ তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।
তৎকালং রমণীয়াঙ্গী গঙ্গা পরিচরিষ্যতি ॥ ৪০
অনয়া সহ জাহ্নব্যা মোদমানো মমাজ্ঞয়া
ইমং সলিলসংক্লেদং বিশ্মরিষ্যসি সাগর ॥ ৪১
ত্বরতা চৈব কর্ত্তব্যা ত্বয়েদং মম শাসনম্।
প্রাজাপত্যেন বিধিনা গঙ্গয়া সহ সাগর ॥ ৪২
বসবঃ প্রচ্যুতাঃ স্বর্গাৎ প্রবিষ্টাশ্চ রসাতলম্
তেষামুৎপাদনার্থায় ত্বং ময়া বিনিযোজিতঃ ॥ ৪৩
অষ্টৌ তান্ জাহ্নবী গর্ভানপত্যার্থং দধাষ্যিয়ম্।
বিভাবসোস্তলাগুণান্ সুরাণাং প্রীতিবর্দ্ধনান ॥ ৪৪
উৎপাদ্য ত্বং বসূন্ শীঘ্রং কৃত্বা কুরুকুলং মহৎ
প্রবেষ্টাসি তপঃ তপ্ত্বা পুনঃ সাগর সাগরম্ ॥ ৪৫
এবমেতন্ময়া পূর্বং হিতার্থং বঃ সুরোত্তমাঃ
ভবিষ্যং পশ্যতা ভারং পৃথিব্যাঃ পার্থিবাত্মকম্ ॥ ৪৬

জলাধিপতে! মহাসমুদ্র! তুমি পৃথিবীপালক ও রাজলক্ষ্মী-যুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে (ব্রাহ্মণ দিকে) পালন করিতে করিতে আনন্দে থাকিবে। ৩৯

এই তোমার প্রেয়সী নদীশ্রেষ্ঠা, রূপ-শোভাশালী গঙ্গা উত্তমরূপ ধারণ করিয়া সেই সময় তোমার পরিচর্য্যা করিবে। ৪০

সাগর! তুমি আমার আদেশে সেখানে এই গঙ্গার সহিত আনন্দ লাভ করিয়া এই সলিল-সংক্লেদ বিস্মৃত হইবে। ৪১

সাগর! তুমি অতি সত্বর আমার আদেশ পালন কর এবং প্রাজাপত্যবিধানে গঙ্গার সহিত মিলিত হও। ৪২

অষ্টবসু স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণের জন্য আমি তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি। ৪৩

এই গঙ্গা অনিন্দ্যা গুণবান্ দেবগণের প্রীতিবর্ধনকারী ঐ অষ্ট বসুকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করিবার জন্য তোমা হইতে গর্ভ ধারণ করুক। ৪৪

সাগর! তুমি বসুগণকে উৎপন্ন করিয়া এবং শীঘ্রই কুরু-বংশকে বিশাল করিয়া, শরীর ত্যাগ পূর্বক পুনর্বার এই সাগর রূপে প্রবিষ্ট হইবে। ৪৫

সুরশ্রেষ্ঠগণ! এইভাবে আমি পৃথিবীর ভাবী দুঃসহরূপ দুষ্ট নৃপতিরূপ ভার বুঝিয়া তোমাদের হিতের জন্য পূর্বেই এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। ৪৬

ভবেম শান্তনোর্বংশঃ পৃথিব্যাং রোপিতো ময়া।
বসবো যে চ গঙ্গায়ামুৎপন্নাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৪৭
অদ্যাপি ভুবি গাঙ্গেয়স্তত্রৈব বসুরষ্টমঃ
দক্ষেনে বসবঃ প্রাপ্তাঃ স একঃ পরিলম্বতে ॥ ৪৮
দ্বিতীয়ায়াং স সৃষ্টায়াং দ্বিতীয়ো শান্তনোস্তনুঃ।
বিচিত্রবীর্য্যো ধাতিমানাসীদ্ রাজা প্রতাপবান্ ॥ ৪৯
বৈচিত্রবীর্য্যো দ্বাবেব পার্থিবৌ ভুবি সাম্প্রতম্
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ বিখ্যাতৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৫০
তত্র পাণ্ডোঃ শ্রিয়া জুষ্টে দ্বে ভার্য্যে সম্বভূবতুঃ
শুভে কুন্তী চ মাদ্রী চ দেবযোষোপমে তু তে ॥ ৫১
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞস্তু ভার্য্যৈকা কুলাচারিণী।
গান্ধারী ভুবি বিখ্যাতা ভর্তুর্নিত্যং হিতে স্থিতা ॥ ৫২
তত্র বংশা বিভজ্যন্তাং বিপক্ষাঃ পক্ষ এব চ
পুত্রাণাং হি তয়ো রাজ্যে ভবিতা বিগ্রহো মহান্ ॥ ৫৩
তেষাং বিনষ্টে দায়াদ্যে নৃপাণাং ভবিতা ক্ষয়ঃ
যুগান্তপ্রতিমশ্চৈব ভবিষ্যতি নরক্ষয়ঃ ॥ ৫৪

এইভাবে আমি পৃথিবীতে শান্তনুর বংশের বীজ রোপণ করিয়াছি। স্বর্গবাসী অষ্টবসু গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দাক্ষায়ণী কন্যা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। কেবল গঙ্গাপুত্র অষ্টম বসু অদ্যাপি পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে। ৪৭-৪৮

শান্তনুর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দ্যুতিমান্ বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে শান্তনুর দ্বিতীয় শরীর-স্বরূপ ও প্রতাপশালী রাজা ছিল। ৪৯

বিচিত্রবীর্য্যের দুইটি পুত্র এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। তাহারা উভয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত রাজা। ৫০

তাহাদের মধ্যে পাণ্ডুর শ্রীসম্পন্না দুইটি পত্নী আছে। তাহাদের নাম কুন্তী ও মাদ্রী। উভয়েই মঙ্গলময়ী ও দেব-রমণী-সদৃশী। ৫১

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এক পত্নী গান্ধারী নামে ভূতলে বিখ্যাত। গান্ধারী ভর্ত্তার সমান আচারপরায়ণা ও সর্ব্বদা পতিব্রতা ব্রতে স্থিতা। ৫২

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এই দুই রাজার পুত্রগণের পরস্পর মহাযুদ্ধ হইবে। এইজন্য তোমরা তাহাদের পক্ষে ও বিপক্ষে পৃথক্ পৃথক্ বংশ উৎপন্ন কর। ৫৩

পৈতৃক রাজ্যের বিভাগ-বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বহু

সবলেষু নরেন্দ্রেষু শান্তায়ংবিতরেতরম্ ।
বিবিক্তপুররাষ্ট্রৌঘা ক্ষিতিঃ শৈথিল্যমেষ্যতি ॥ ৫৫
দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে ময়া দৃষ্টং পুরাতনম্
ক্ষয়ং য স্যন্তি শস্ত্রেণ মানবৈঃ সহ পার্থিবাঃ ॥ ৫৬
তত্রাবশিষ্টান্ মনুজান্ সুপ্তান্ নিশি বিচেতসঃ ।
হত্বাত্তে শস্ত্রসম্ভারাঃ পাবকেনাস্ত্রতেজসা ॥ ৫৭
অন্তকপ্রতিমে তস্মিন্ নিবৃত্তে ক্রূরকর্মণি
সমাপ্তমিতমাখ্যাস্যে তৃতীয়ং দ্বাপরং যুগম্ ॥ ৫৮
মহেশ্বরাংশেঽপসৃতে ততো মাহেশ্বরং যুগম্ ।
শিষ্যঃ প্রবর্ততে পশ্চাদ্ যুগঃ দারুণদর্শনম্ ॥ ৫৯
অধর্মপ্রায়পুরুষং স্বল্পধর্মপ্রতিগ্রহম্
উৎসন্নসত্যসাংযোগং বন্ধিতানৃতসঞ্চয়ম্ ॥ ৬০
মহেশ্বরং কুমারঞ্চ যৌ চ দেবৌ সমাশ্রিতাঃ
ভবিষ্যন্তি নরাঃ সর্বে লোকে ন স্থবিরায়ুষঃ ॥ ৬১

তদেষ নির্ণয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ পৃথিব্যাং পার্থিবান্তকঃ ।
অংশাবতরণং সর্বে সুরাঃ কুরুত মা চিরম্ ॥ ৬২
ধর্মস্যাংশস্তু কুন্ত্যাং বৈ মাদ্র্যাঞ্চ বিনিযুজ্যতাম্ ।
বিপ্রহস্য কলিমূলং গান্ধার্যাং বিনিযুজ্যতাম্ ॥ ৬৩
এতৌ পক্ষৌ ভবিষ্যন্তি রাজ্ঞাং কালচোদিতাঃ
জ্ঞাতয়শ্চ পৃথিব্যর্থে সর্বে সংগ্রামলালসাঃ ॥ ৬৪
গচ্ছন্ত্বিয়ং বসুমতী যা যোনিঃ লোকধারিণী ।
সৃষ্টোঽয়ং নৈষ্টিকো রাজ্ঞামুপায়ো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৬৫
শ্রুত্বা পিতামহবচঃ সা জগাম যথাগতম্ ।
পৃথিবী সহ কালেন বধায় পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ৬৬
দেবানচোদয়দ্ ব্রহ্মা নিগ্রহার্থে সুরদ্বিষাম্ ।
নরঞ্চৈব পুরাণর্ষিং শেষঞ্চ ধরণীধরম্ ॥ ৬৭
সনৎকুমারং সাধ্যাংশ্চ সুরাংশ্চাগ্নিপুরোগমান্ ।
বরুণঞ্চ যমঞ্চৈব সূর্যাচন্দ্রমসৌ তদা ॥ ৬৮

নরপতির বিনাশ হইবে। প্রলয়কাল-সদৃশ মহৎ ভয় উপস্থিত হইবে। ৫৪

সৈন্যসহিত নরপতিগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া চিরনাস্তিলাভ করিলে পৃথিবীর সমস্ত নগর ও রাষ্ট্র নির্জন হইয়া গেলে এই পৃথিবী শৈথিল্য প্রাপ্ত হইবে। ৫৫

দ্বাপর যুগের অন্তে যাহা হইবে, সেই ঐ ঘটনা আমি জানিয়াছি। ঐ সময় সৈনিক মানবগণের সহিত নরপতিগণ শস্ত্রের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ৫৬

ঐ যুদ্ধে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে রাত্রিতে অচেতনাবস্থায় শয়ান থাকাকালে শস্ত্রের অগ্নি অশ্বত্থামা অস্ত্রিতুল্য অস্ত্রতেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ৫৭

যমতুল্য ক্রূরকর্ম এইভাবে নিবৃত্ত হইলে আমি বলিব যে তৃতীয় দ্বাপর যুগ সমাপ্ত হইল। ৫৮

পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমধামে গমন করিলে অবশিষ্ট মাহেশ্বর যুগ প্রবৃত্ত হইবে। এই অবশিষ্ট যুগ কলি দেখিতে বড়ই দারুণ। ৫৯

এই কলিযুগে প্রায় সকল পুরুষই অধর্মপ্রায় হইবে। অল্প লোকই ধর্মকে গ্রহণ করিবে। সত্যের সহিত সম্বন্ধ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। অসত্যের সঞ্চয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৬০

মহেশ্বর ও কার্ত্তিকেয় এই দুই দেবতাকে প্রায় সকল লোক আশ্রয় করিবে। সংসারে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আয়ুষ্মান্ অধিক লোক থাকিবে না। ৬১

দেবগণ! অতএব এই নির্ণয়ই শ্রেষ্ঠ যে, পৃথিবীতে নরপতিগণের বিনাশ হউক। এইজন্য তোমরা সকলে স্ব স্ব অংশে অবিলম্বে অবতরণ কর। ৬২

ধর্মপক্ষ সমর্থনকারী দেবগণকে কুন্তী ও মাদ্রীতে উৎপন্ন হইবার জন্য নিয়োগ কর। কলহই যুদ্ধের মূল। সুতরাং কলহরূপ কলির সহায়কগণকে গান্ধারীতে উৎপন্ন হইবার জন্য নিয়োগ কর। ৬৩

কালপ্রেরিত রাজগণ এই দুই পক্ষে অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা সকলেই পৃথিবীর জন্য লোভান্বিত ও যুদ্ধলালসান্বিত হইবে। ৬৪

সকল লোকধারিণী পৃথিবী এখন নিজ স্থানে যাউক। তাহার ভারভূত রাজগণের বিনাশের জন্য লোকপ্রসিদ্ধ উপায় উচিত রীতিতে আরম্ভ হইল। ৬৫

ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া পৃথিবী রাজগণের বধের জন্য কালের সহিত যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবেই গমন করিল। ৬৬

তখন ব্রহ্মা দেবদ্রোহী মানবগণের নিগ্রহের জন্য দেবগণকে প্রেরিত করিলেন। তিনি পুরাতন ঋষি নর, ধরণীধর শেষ, সনৎকুমার, সাধ্যগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, বরুণ, যম, সূর্য, চন্দ্রমা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অন্যান্য দেবগণকে প্রেরিত করিয়া স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইলেন। ৬৭-৬৯

গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব রুদ্রাদিত্যাস্তথাশ্বিনৌ
ততোঽংশাবতরন্তি স্ম দেবাঃ সর্ব এবাবতারয়ন্ ॥ ৬৯
যথা তে কথিতঃ পূর্বমংশাবতরণং ময়া
অযোনিজা যে নিত্যাশ্চ তে দেবাঃ পৃথিবীতলে
দৈত্য-দানবহন্তারঃ সম্ভূতাঃ পুরুষেশ্বরাঃ।
ক্ষৌরিকাবৃক্ষসঙ্কাশা বজ্রসংহননাস্তথা ॥ ৭১
নাগাযুতবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দোযুতবলান্বিতাঃ।
গদা-পরিঘ-শক্তীনাং সহাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৭২
গিরিশৃঙ্গপ্রহর্তারঃ সর্বে পরিঘযোধিনঃ।
বৃষ্ণিবংশসমুৎপন্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৩
কুরুবংশে চ তে দেবাঃ পঞ্চালেষু চ পার্থিবাঃ।
যাজ্ঞিকানাং সমৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যোনিষু ॥ ৭৪
সর্বাস্ত্রজ্ঞা মহেষ্বাসা বেদব্রতপরায়ণাঃ
সর্বক্রিয়গুণসম্পন্না যজ্বানঃ পুণ্যকর্মিণঃ ॥ ৭৫
আচালয়েয়ুর্যে শৈলান্ ক্রুদ্ধা ভিন্দুর্মহার্ণবান্
উৎপতেয়ুরধাকাশং ক্ষোভয়েয়ুর্মহোদধিম্
এবমাদিস্তু তান্ সর্বান্ ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ
নারায়ণে সমাবেশ্য লোকান্ শান্তিমুপাগমৎ ॥ ৭৭
ভূয়ঃ শৃণু যথা বিষ্ণুরবতীর্ণো মহীতলে।
প্রজানাং বৈ হিতার্থায় প্রভুঃ প্রাণিহিতেশ্বরঃ ॥ ৭৮
যযাতিবংশজস্যাথ বসুদেবস্য ধীমতঃ
কুলে পুণ্যে যশস্কর্মা জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বণি দেবানামংশাবতরণে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

৬৯-৭৪। আমি তোমাকে পূর্বে (আদিপর্বে) অংশাবতরণের কথা বলিয়াছি। তদনুসারে দৈত্য-দানবগণের বিনাশকারী দেবগণ যোনিজ ও অযোনিজরূপে পৃথিবীতে রাজা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ বানরগণ ক্ষৌরিকাবৃক্ষসদৃশপুষ্ট বজ্রসদৃশ সুদৃঢ় শরীরবিশিষ্ট, দশসহস্র হস্তীর সমান বলবান্, কেহ কেহ প্রচণ্ড জলপ্রবাহতুল্য বলশালী, গদা, পরিঘ ও শক্তির আঘাত সহনে সমর্থ, পরিঘসদৃশ বাহুবিশিষ্ট, সকলেই পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা প্রহারকারী ও পরিঘের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ। তাঁহারা শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় বৃষ্ণিবংশে সমুৎপন্ন হইলেন। দেবগণ কুরুবংশে ও পাঞ্চাল-বংশে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনেকে যাজ্ঞিক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৭০-৭৪

তাঁহারা সকল অস্ত্রের জ্ঞাতা, মহাধনুর্ধর, বেদব্রতপরায়ণ, সকল ঐশ্বর্যগুণসম্পন্ন যজ্ঞকারী ও পুণ্যকর্মানুষ্ঠানরত ॥ ৭৫

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শৈলসমূহকে বিচলিত করেন, পৃথিবীকে বিদীর্ণ করেন, আকাশে উড়িতে পারেন এবং মহাসমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করেন ॥ ৭৬

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের প্রভু ব্রহ্মা সেই সকল দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া সকল লোকরক্ষার ভার নারায়ণে সমর্পণ করিয়া শান্ত হইলেন ॥ ৭৭

সকল প্রাণীর হিতসাধনসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাগণের হিতের জন্য এই ভূতলে যেভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কথা পুনরায় শ্রবণ কর ॥ ৭৮

রাজা যযাতির বংশে জাত বৃষ্ণিবান্ বসুদেবের পূজনীয় কুলে যশোবর্ধক প্রভু নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্বে দেবগণের অংশাবতরণবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবন্তং বিষ্ণুং প্রতি দেবর্ষি-নারদস্য বাক্যম্— ভূলোকস্য বর্ত্তমানাবস্থাং বর্ণয়িত্বা অবতারগ্রহণায় ভগবতে প্রেরণাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃতকার্য্যো গতে কালে জগত্যাঞ্চ যথাবয়ম্
অংশাবতরণে বৃত্তে সুরাণাং ভারতে কুলে ॥ ১
ভাগেঽবতীর্ণে ধর্মস্য শক্রস্য পবনস্য চ।
অশ্বিনোর্দেবভিষজোর্ভাগে বৈ ভাস্করস্য চ ॥ ২
পূর্বমেব বনিগতে ভাগে দেবপুরোধসঃ।
বসূনামষ্টমে ভাগে প্রাগেব ধরণীং গতে ॥ ৩
মৃত্যোর্ভাগে ক্ষিতিগতে কলের্ভাগে তথৈব চ
ভাগে শুক্রস্য সোমস্য বরুণস্য চ গাং গতে ॥ ৪
শঙ্করস্য গতে ভাগে মিত্রস্য ধনদস্য চ।
গন্ধর্ব রক্ষ-যক্ষাণাং ভাগাংশেষু গতেষু চ ॥ ৫
ভাগেষ্বেতেষু গগনাদবতীর্ণেষু মেদিনীম্।
তিষ্ঠন্নারায়ণস্যাংশে নারদঃ সমদৃশ্যত ॥ ৬
অলিতাস্থিপ্রতীকাশো বালার্কসদৃশেক্ষণঃ।
সব্যাপবৃত্তং বিপুলং জটামণ্ডলমুদ্বহন্ ॥ ৭
চন্দ্রাংশুশুক্লে বসনে বসানো রুক্মভূষিতঃ
বীণাং গৃহীত্বা মহতীং কক্ষাদেশাং সধীমিব ॥ ৮
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গো মেখলাজ্ঞোপবীতবান্।
দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ সাক্ষাচ্ছক্র ইবাপরঃ ॥ ৯
ভেত্তা জগতি গুহ্যানাং বিগ্রহাণাং প্রয়োপমঃ
গাতা চতুর্ণাং বেদানামুদ্গাতা প্রথমদ্বিজাম্।
মহর্ষিবিগ্রহরুচির্বিদ্বান্ গান্ধর্বকোবিদঃ ॥ ১০
বৈরিকেলিকিলো বিপ্রো ব্রাহ্মঃ কলিরিবাপরঃ।
দেব-গন্ধর্বলোকানামাদিবক্তা মহামুনিঃ ॥ ১১
স নারদোঽথ ব্রহ্মর্ষির্ব্রহ্মলোকচরোঽব্যয়ঃ।
স্থিতো দেবসভামধ্যে সংরব্ধো বিষ্ণুমব্রবীৎ ॥ ১২
অংশাবতরণং বিষ্ণো যদিদং ত্রিদশৈঃ কৃতম্
ক্ষয়ার্থে পৃথিবীভ্রাণাং সর্বমেতদকারণম্ ॥ ১৩
যদেতৎ পার্থিবং ক্ষত্রং স্থিতং ত্বয়ি যদীশ্বর।
নর-নারায়ণযুক্তেঽয়ং কার্য্যার্থঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্য—ভূলোকের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া অবতার গ্রহণের জন্য ভগবান্‌কে প্রেরণ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যখন পৃথিবী ও কাল উভয়ে যথোচিত রূপে কৃতকৃত্য হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং দেবগণের ভারতবর্ষে যথোচিতভাবে অংশে অংশে অবতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইল, ধর্ম, ইন্দ্র, বায়ু, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সূর্য্য স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার পূর্বে দেবপুরোহিত বৃহস্পতি স্বাংশে পৃথিবীতে গিয়াছেন। বসুগণের অষ্টম বসু পূর্বেই পৃথিবীতে গিয়াছেন, যম ও কলির অংশ পৃথিবীতে গিয়াছে, শুক্র, সোম, বরুণ, শঙ্কর, মিত্র কুবের, গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষগণ সকলেরই অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন নারায়ণের সমুখস্থ নারদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ১-৬

প্রজ্বলিতাস্থিসদৃশ তেজস্বী ও ভাস্করসম নয়নবিশিষ্ট নারদ বিপুল জটাভার মস্তকের সব্যদিকে ধারণ করিয়া চন্দ্র কিরণতুল্য শুভ্র বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কারভূষিত নারদ মহতী বীণাকে সখীর মত কক্ষদেশে পরিবিষ্ট করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্ররূপে কৃষ্ণমৃগচর্ম শরীরসংযুক্ত হইয়া আছে। তিনি সূত্রনির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। দণ্ড-কমণ্ডলুধারী নারদ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৭-৯

সংসারে নারদ সকল গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশক, যুদ্ধকারী গ্রহের সমান, চারিবেদের পারগ, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসমূহের উদ্গাতা, মহর্ষি হইয়াও যুদ্ধে রুচিবান্, বিদ্বান্ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ। একের সহিত অপরের বৈরিতাকে খেলা মনে করেন। তিনি ব্রহ্মার পুত্র ও ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় কলির মত কলহপ্রিয় মহামুনি নারদ দেবগন্ধর্বলোকের আদিবক্তা। ১০-১১

ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী মৃত্যুহীন ব্রহ্মর্ষি নারদ দেবসভামধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিলেন। ১২

বিষ্ণো! ভগবন্! পৃথিবীপতিগণের বিনাশের জন্য দেবগণ যে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে। ১৩

পরমেশ্বর! পৃথিবীতে যত ক্ষত্রিয় আছে, সকলই যদিও তোমাতে অবস্থিত, তাহা হইলে আমার নিকট ইহাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়গণের বিনাশরূপ কার্য্য নর-নারায়ণের সহযোগেই সম্ভব হইবে। ১৪

ন যুক্তং জ্ঞানতা দেব ত্বয়া তত্ত্বার্থদর্শিনা।
দেবদেব পৃথিব্যর্থে প্রযোক্তুং কার্যানীদৃশম্ ॥

ত্বং হি চক্ষুষ্মতাং চক্ষুঃ শ্লাঘ্যঃ প্রভবতাং প্রভুঃ।
শ্রেষ্ঠো যোগবতাং যোগী গতির্গতিমতামপি ॥ ১৬

দেবভাগান্ গতান্ দৃষ্ট্বা কিং ত্বং সর্বাশ্রয়ো বিভুঃ।
বসুন্ধরায়াঃ সাহায্যমংশং স্বং নানুষুঞ্জসে ॥ ১৭

ত্বয়া সনাথা দেবাংশাস্ত্বন্ময়াস্ত্বৎপরায়ণাঃ।
জগত্যাং সঙ্করিষ্যন্তি কার্যাৎ কার্যান্তরং গতাঃ ॥১৮

ত্বদ্গতং ত্বরয়া বিষ্ণো প্রাপ্তঃ সুরসভামিমাম্।
তব সঙ্ক্ষোভনার্থং বৈ শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ॥ ১৯

যে ত্বয়া নিহতা দৈত্যাঃ সংগ্রামে তারকাময়ে।
তেষাং শৃণু গতিং বিষ্ণো যে গতাঃ পৃথিবীতলম্ ॥ ২০

পুরী পৃথিব্যাং মুদিতা মধুরানামতঃ শ্রুতা।
নিবিষ্টা যমুনাতীরে স্ফীতা জনপদাবৃতা ॥ ২১

দেব! হে দেবদেব! তুমি তত্ত্বার্থদর্শী, সকল বিষয় জানিয়াও পৃথিবীর ভারহরণের জন্য এইরূপ কার্যানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমার যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে না ॥ ১৫

তুমি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের চক্ষু, প্রভাবশালী পুরুষগণের প্রশংসনীয় প্রভু, যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী এবং গতিশীল প্রাণীদের গতি ॥ ১৬

তুমি সকলের আশ্রয় ও সর্বব্যাপী। দেবগণের অংশ পৃথিবীতে গমন করিয়াছে দেখিয়াও পৃথিবীর সাহায্যের জন্য নিজের অংশকে কেন নিযুক্ত করিতেছ না? ১৭

দেবগণের অংশ তোমারই আশ্রিত ও অনুগত। তুমি সঙ্গে থাকিলেই তাহারা ভূতলে এক কার্য্য হইতে কার্যান্তর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে ॥ ১৮

বিষ্ণো! আমি যে দ্রুত গমনে এই দেবসভায় আসিয়া তোমাকে প্রেরিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ১৯

বিষ্ণো! তারকাময় সংগ্রামে যে সকল দৈত্যকে তুমি নিহত করিয়াছিলে, তাহারা পৃথিবীতে গমন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা এখন শ্রবণ কর ॥ ২০

পৃথিবীতে আনন্দপূর্ণা মধুরানামে এক প্রসিদ্ধা নগরী আছে। সমৃদ্ধিশালিনী বহুজনপদযুতা ঐ নগরী যমুনাতীরে অবস্থিত আছে। পূর্বে সেইস্থানে যুদ্ধে দুর্জয় মধু নামক এক মহাদানব থাকিত। অতিশয় বলযুক্ত ঐ দানব সকল প্রাণীর ত্রাসজনক ছিল ॥ ২১-২২

তখন সেই স্থানে তাহার বৃহদ্বৃক্ষপরিপূর্ণ বিশাল ও ভয়ঙ্কর মধুবন ছিল, সেই মধুবনে ঐ দানব বাস করিত ॥ ২৩

লবণনামক মহাদানব তাহার পুত্র ছিল, পরাক্রমী লবণ সকল প্রাণীর ভয়ের কারণ ছিল ॥ ২৪

সেই দানব বহুবর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে ক্রীড়া করিতে করিতে গর্বিত হইয়া দেবগণের সহিত সকল লোককে উৎখাত করিতে লাগিল ॥ ২৫

যেখানে কোনও যোদ্ধা প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অযোধ্যা পুরীতে রাক্ষসগণের ভীতিপ্রদ ধর্মজ্ঞ দশরথনন্দন শ্রীরাম যখন রাজ্য শাসন করিতেন, সেই সময় বলশক্তির শ্লাঘাকারী লবণদানব মধুবনকে আশ্রয় করিয়া শ্রীরামের নিকট কটুভাষী এক দূত প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ২৬-২৭

(দূত আসিয়া লবণের বক্তব্য বলিল—) রাম! আমি তোমার রাজ্যের নিকটে বাস করি। আমি তোমার শত্রু। নরপতিগণ বলদর্পিত সামন্তকে জীবিত রাখিতে চাহেন না ॥ ২৮

রাজ্ঞা রাজব্রতস্থেন প্রজানাং হিতকাম্যয়া
জেতব্যা বিপদঃ সর্বে স্ফীতং বিষয়মিচ্ছতা ॥ ২৯
অভিষেকার্দ্রকেনেন রাজ্ঞা রঞ্জনকাম্যয়া।
জেতব্যানীন্দ্রিয়াণ্যাশু তজ্জয়ে হি ধ্রুবো জয়ঃ ॥ ৩০
সমাগ্ বর্ত্তিতুকামস্য বিশেষেণ মহীপতেঃ
নয়ানামুপদেশেন নাস্তি লোকসমো গুরুঃ ॥ ৩১
বাসনেষু ভয়স্থস্য ধর্মধ্বংসে চ ভীষতঃ।
বলজ্যেষ্ঠস্য নৃপতের্নাস্তি সামন্তজং ভয়ম্ ॥ ৩২
সহজৈর্বাধ্যতে সর্বঃ প্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ।
অনিত্যাণাং প্রিয়কৈর্মোহৈরপ্রবৃত্তিশ্চ তীশ্বরঃ ॥ ৩৩
যৎ ত্বয়া স্ত্রীকৃতে মোহাৎ সমরে রাবণো হতঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে মহদ্ বৈ কর্ম কুৎসিতম্ ॥ ৩৪
বনবাসপ্রবৃত্তেন যৎ ত্বয়া ব্রতশালিনা
প্রহৃতং রাক্ষসানীকে নৈব দৃষ্টং সতাং বিদুঃ ॥ ৩৫
সতামক্রোধজো ধর্মঃ শুভাং নয়তি সদ্গতিম্।

রাজ্যপালন ব্রতে স্থিত বীর রাজাকে সমৃদ্ধ করিতে ইচ্ছুক রাজার প্রজাগণের হিতকামনায় সকল শত্রুকে পরাজিত করা উচিত। ২৯

প্রজারঞ্জন কামনায় অভিষেক জলের দ্বারা কেন আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই প্রথমেই রাজার উচিত বীর ইন্দ্রিয় জয় করা; কারণ, ইন্দ্রিয় জয় হইলে শত্রুজয় অবশ্যম্ভাবী। ৩০

যথাযথ ব্যবহারেচ্ছু পুরুষের বিশেষতঃ রাজার নীতিশাস্ত্র উপদেশে লোকের সমান গুরু নাই। ৩১

যে রাজা দ্যূত মৃগয়াদি ব্যসনে অবশ্য বা অনায়ত্ত, ধর্মে যাহার সম্যক স্থান নাই যে সকলের জ্যেষ্ঠ, এমন বুদ্ধিমান্ রাজার সামন্তজনিত ভয় হয় না। ৩২

ইন্দ্রিয়গুলি শরীরের সহজাত, এইগুলি যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যখন মোহজনক হইয়া শত্রুর প্রিয় কার্য্য করে, তখন কখন বা রাজা ধৈর্যহীন হইয়া বাধা প্রাপ্ত হয়। ৩৩

তুমি যে মোহবশতঃ একটী নারীর জন্য সমরে রাবণকে নিহত করিয়াছ, ইহা আমি তোমার সঙ্গত মহৎকার্য্য মনে করি না এই কার্য্য অতীব কুৎসিত। ৩৪

তুমি বনবাসে প্রবৃত্ত ও ব্রতপালনরত। তুমি যে রাক্ষসসৈন্যের উপর প্রহার করিয়াছিলে, আমি কোনও সজ্জনের এইরূপ আচরণ দেখি নাই। ৩৫

যৎ ত্বয়া নিহতো মোহাদ্ দূষিতশ্চাশ্রমৌকসঃ ॥ ৩৬
স এষ রাবণো হন্তা মন্যুস্তা ব্রতচারিণা
স্ত্রীনিমিত্তে হতো যুদ্ধে গ্রামণ্যা ধর্মমপশ্যতা ॥ ৩৭
যদি তে নিহতঃ সাধ্বো দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্দ্ধং যুধে যদ্যসি বীর্যবান্ ॥ ৩৮
তস্য দূতস্য তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং রাক্ষসাধিপঃ
ধৈর্যাদসম্ভ্রান্তবপুঃ সস্মিতঃ রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ৩৯
অসদেতৎ ত্বয়া দূত ভাষিতং তস্য গৌরবাৎ
যস্মাৎ ক্ষিপসি দোষেণ বেদাস্ত্রানঞ্চ সুস্থিরম্
যদ্যহং সৎপথে মূঢ়ো যদি বা রাবণো হতঃ।
যদি বা মে হৃতা ভার্যা কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৪১
ন বাঙ্মাত্রেণ দুষ্যন্তি সাধবঃ সৎপথে স্থিতাঃ
জাগর্ত্তি চ যথা দেবঃ সদা সৎস্থিতরেষু চ ॥ ৪২
কৃতং দূতেন যৎ কার্য্যং গচ্ছ ত্বং দূত মা চিরম্।
নাস্মদ্বাধিষু নীচেষু প্রভবন্তীহ মদ্বিধাঃ ॥ ৪৩

ক্রোধ পরিত্যাগের দ্বারা সজ্জনের যে ধর্ম হয়, তাহা শুভময়ী সদ্গতি প্রদান করে। তুমি মোহবশতঃ যে হত্যা কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে সকল আশ্রমবাসী দূষিত হইয়া গিয়াছে। ৩৬

সেই রাবণ হত, যাহাকে গ্রাম্য ধর্মদর্শী ও ব্রতচারী তুমি স্ত্রীর নিমিত্ত যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। ৩৭

তুমি দুর্বুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর। ৩৮

কটুভাষী ঐ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্যবশতঃ অচঞ্চলদেহ শ্রীরাম স্মিতমুখে বলিলেন। ৩৯

দূত! তুমি ঐ দানবের প্রতি গৌরববশতঃ যাহা বলিয়াছ, তাহা অতীব অসৎ। তুমি আমাতে দোষারোপ করিয়া আক্ষেপ করিতেছ এবং নিজেকে জ্ঞানমার্গে স্থির বলিয়া বুঝিয়াছ। ৪০

যদি আমি সৎপথে চলিতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকি, যদি আমি রাবণকে নিহত করিয়া থাকি, যদি আমার ভার্যা অপহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে তোমার বিলাপের কি আছে? ৪১

সৎপথে স্থিত সাধুব্যক্তিগণ কাহারও বাক্যমাত্রের দ্বারা দূষিত হন না। ভগবান্ সর্বদা সৎ ও অসৎ বিষয়ে অবহিত থাকেন। ৪২

দূত! দূতের যাহা কার্য্য, তাহা তুমি করিয়াছ, এক্ষণে

অয়ং মমানুজো ভ্রাতা শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ
তস্য দৈত্যস্য দুর্বুদ্ধের্বধে প্রতিকরিষ্যতি ॥ ৪৪
এবমুক্তঃ স দূতস্তু যযৌ সৌমিত্রিণা সহ
অনুজ্ঞাতো নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ৪৫
স শীঘ্রযানঃ সম্প্রাপ্তস্তদ্ দানবপুরং মহৎ।
চক্রে নিবেশং সৌমিত্রির্বনান্তে বৃক্ষলালসঃ। ৪৬
ততো দূতস্য বচনাৎ স দৈত্যঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ।
পৃষ্ঠতস্তদ্ বনং কৃত্বা যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৪৭
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং সৌমিত্রের্দানবস্য চ
উভয়োরেব বলিনোঃ শূরয়োঃ রণমূর্ধনি । ৪৮
তৌ শরৈঃ সাধু নির্ভিন্নৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যং ভ্রমং বাপ্যুপজগ্মতুঃ ॥ ৪৯
অথ সৌমিত্রিণা বাণৈঃ পীড়িতো দানবো যুধি।
ততঃ স শূলরহিতঃ পর্য্যাহীয়ত দানবঃ ॥ ৫০
স গৃহীত্বাঙ্কুশঞ্চৈব দেবৈর্দত্তবরঃ রণে।

অবিলম্বে চলিয়া যাও। মদমত্ত ব্যক্তি আত্মশ্লাঘাপরায়ণ নীচ ব্যক্তিকে প্রহার করে না। ৪৩

এই আমার অনুজ ভ্রাতা শত্রুসন্তাপন শত্রুঘ্ন যুদ্ধে ঐ দুর্বুদ্ধি দৈত্যের প্রতীকার করিবে। ৪৪

নরপতিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রঘুনন্দন শ্রীরাম এইরূপ বলিয়া দূতকে যাইতে আদেশ করিলে দূত সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিল। ৪৫

সুমিত্রানন্দন শীঘ্রগতি রথে বিশাল সেই দানবপুরে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া বনের সমীপে নিবাসস্থান স্থাপন করিলেন। ৪৬

অনন্তর দূতের বচনানুসারে ক্রোধে জ্ঞানশূন্যের মত হইয়া বনকে পশ্চাতে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য দৈত্যাধম শত্রুঘ্নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৪৭

তখন সুমিত্রাকুমার ও দানবের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহারা উভয়েই বলবান্ এবং রণক্ষেত্রে মহাবীর। ৪৮

তাহারা দুইজনেই পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে আহত করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে বিমুখতা দেখাইল না এবং শ্রমও অনুভব করিল না। ৪৯

অনন্তর যুদ্ধস্থলে ঐ দানব শত্রুঘ্নের বাণের দ্বারা পীড়িত হইল। তাহার শূল নষ্ট হইয়া গেল, তখন দানব ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ৫০

কর্ষণঃ সর্বভূতানাং লবণো বিররাস হ ৫১
শিরোধরায়াং জগ্রাহ সোঽক্ষেণেন চকর্ষ চ
প্রবেশয়িতুমারব্ধো লবণো রাঘবাত্মজম ৫২
স কৃত্বৎসরুমুদ্যম্য শত্রুঘ্নঃ খড়্গমুত্তমম্
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন লবণস্য মহামৃধে ৫৩
স হত্বা দানবং সংখ্যে সৌমিত্রির্মিত্রবৎসলঃ
তদ্ বনং তস্য দৈত্যস্য চিচ্ছেদাস্ত্রেণ বুদ্ধিমান ॥ ৫৪
ছিত্ত্বা বনং তৎ সৌমিত্রির্নিবেশং সোঽভ্যরোচয়ৎ।
তস্যাস্ত তস্য দেশস্য পুর্য্যাঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ৫৫
তস্মিন্ মধুবনস্থানে মথুরা নাম সা পুরী
শত্রুঘ্নেন পুরা সৃষ্টা হত্বা তং দানবং রণে ॥ ৫৬
সা পুরী পরমোদারা সাট্টপ্রাকারতোরণা।
স্ফীতা রাষ্ট্রসমাকীর্ণা সমুদ্ধবল-বাহনা ॥ ৫৭
উদ্যানবনসম্পন্না সুসীমা সুপ্রতিষ্ঠিতা।
প্রাংশুপ্রাকারবসনা পরিখা কুলমেখলা ॥ ৫৮

এই অবস্থায় সে অঙ্কুশ লইয়া গর্জন করিতে লাগিল। ঐ অঙ্কুশটি দেবতাগণ বরূপে তাহাকে দিয়াছিলেন এবং ঐ অঙ্কুশ সকল প্রাণীর প্রাণ-আকর্ষক ছিল। ৫১

সেই লবণ দৈত্য অঙ্কুশের দ্বারা শত্রুঘ্নের গলদেশ গ্রহণ করিল এবং আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরে রামানুজ শত্রুঘ্নের গলদেশে তাহা প্রবেশ করাইতে উদ্যত হইল। ৫২

তখন শত্রুঘ্ন স্বর্গনির্মিত মুষ্টিযুক্ত উত্তম খড়্গ উদ্যত করিলেন এবং ঐ খড়্গের দ্বারা মহাযুদ্ধে লবণের শিরশ্ছেদ করিলেন। ৫৩

মিত্রবৎসল বুদ্ধিমান্ সৌমিত্রি যুদ্ধে ঐ দানবকে নিহত করিয়া অস্ত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের ঐ বনকে ছেদন করিলেন। ৫৪

পরমধর্মজ্ঞ শত্রুঘ্ন বনকে ছেদন করিয়া ঐ দেশের অভ্যন্তরের জন্য ঐ স্থানে একটি নগর স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ৫৫

পূর্বকালে লবণদানবকে যুদ্ধে নিহত করিয়া মধুবনস্থ শত্রুঘ্ন মথুরানামক নগর নির্মাণ করিয়াছেন। ৫৬

ঐ মথুরাপুরী অতিবিস্তৃত। উচ্চ অট্টালিকা, চারি পার্শ্বে প্রাচীর ও প্রবেশদ্বারবিশিষ্টা, সমৃদ্ধিশালিনী, নানাদেশীয় লোকপূর্ণা, সৈন্য ও বাহনে সমৃদ্ধা ঐ পুরী বহু উদ্যান বনশোভিতা সুন্দর সীমাসমন্বিতা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা। উচ্চ প্রাচীরাবৃতা ঐ পুরীর চারিদিকে নির্মিত পরিখা মেখলার মত প্রতীত হয়। ৫৭-৫৮

চরাট্টালককেয়ূরা প্রাসাদবরকুণ্ডলা
সুসংবৃতদ্বারমুখী চন্দ্রারোদ্গারহাসিনী ॥ ৫৯
অরোগবীরপুরুষা হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলা
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা ॥ ৬০
পুণ্যাপণবতী দুর্গা রত্নসঞ্চয়সংবিতা
ক্ষেত্রাণি শস্যবন্ত্যস্যাঃ কালে দেবশ্চ বর্ষতি ॥ ৬১
নর-নারীপ্রমুদিতা সা পুরী স্ম প্রকাশতে।
নিবিষ্টবিষয়শ্চৈব শূরসেনস্ততোঽভবৎ ॥ ৬২
তস্ত পুর্য্যাং মহাবীর্য্যো রাজা ভোজকুলোদ্বহঃ।
উগ্রসেন ইতি খ্যাতো মহাসেনপরাক্রমঃ ॥ ৬৩
তস্য পুত্রত্বমাপন্নো যোঽসৌ বিক্রো ত্বয়া হতঃ।
কালনেমির্মহাদৈত্যঃ সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ৬৪
কংসো নাম বিশালাক্ষো ভোজবংশবিবর্দ্ধনঃ।
রাজা পৃথিব্যাং বিখ্যাতঃ সিংহবিস্পষ্টবিক্রমঃ ॥ ৬৫
রাজ্ঞাং ভয়করো ঘোরঃ শঙ্কনীয়ো মহীক্ষিতাম্
ভয়দঃ সর্বভূতানাং সৎপথাদ্ বাহ্যতাং গতঃ ॥ ৬৬
দারুণাভিনিবেশেন দারুণেনান্তরাত্মনা।
যুক্তস্তেনৈব দর্পেণ প্রজানাং রোমহর্ষণঃ ॥ ৬৭
ন রাজধর্মাভিরতো নাত্মপক্ষসুখাবহঃ
নাস্যরাজ্যে স্ত্রিয়ঃ কশ্চিৎ করকৃচ্ছিঃ সদা ॥ ৬৮
স কংসস্তত্র সম্ভূতস্ত্বয়া যুদ্ধে পরাজিতঃ
ক্রব্যাদো বাধতে লোকানাসুরেণান্তরাত্মনা ॥ ৬৯
যোঽপ্যসৌ হয়বিক্রান্তো হয়গ্রীব ইতি স্মৃতঃ।
কেশী নাম হয়ো জাতঃ স তস্যৈব জঘন্যজঃ ॥ ৭০
স দুষ্টো ক্ষেলিতপটুঃ কেশরী নিরবগ্রহঃ।
বৃন্দাবনে বসত্যেকো নৃণাং মাংসানি ভক্ষয়ন্ ॥ ৭১
অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ ককুদ্মী বৃষরূপধৃক্।
গবামরিত্বমাপন্নঃ কামরূপী মহাসুরঃ ॥ ৭২
রিষ্টো নাম দিতেঃ পুত্রো বরিষ্ঠো দানবেষু যঃ।
স কুঞ্জরত্বমাপন্নো দৈত্যঃ কংসস্য বাহনঃ ॥ ৭৩

উচ্চ অট্টালিকা ঐ পুরীর কেয়ূর-সদৃশ ও প্রাসাদগুলি শ্রেষ্ঠ কুণ্ডলের সদৃশ। সুসংবৃত দ্বার মুখসদৃশ ও চত্বরগুলি হাস্য-সদৃশ। ঐ পুরী রোগহীন বীরপুরুষের বাসস্থান। হস্তী, অশ্ব ও রথের দ্বারা পরিপূর্ণ। যমুনাতীরে থাকায় শোভাশালিনী ঐ পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের মত প্রতীত হয়। ৫৯-৬০

ঐ পুরী পণ্যপূর্ণ-আপণ (বাজার)-যুক্তা, দুর্গমা ও রত্ন সঞ্চয়ে পরিপূর্ণা। ঐ পুরীর পার্শ্ববর্তী সকল ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ এবং সেই স্থানে পর্জন্যদেব যথা সময়ে বর্ষণ করিয়া থাকে। ৬১

নরনারীগণের আনন্দে পরিপূর্ণ মথুরাপুরী সর্বদা শোভান্বিত থাকে। ঐ পুরীতে শূরসেন বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন ৬২

তখন ঐ মথুরাপুরীতে ভোজবংশের ভারবহনকর্তা মহাবলবান্ দ্বিতীয় রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী উগ্রসেন নামক রাজা ছিলেন ৬৩

বিক্রো! তারকাময় সংগ্রামে কালনেমিনামক যে মহাদৈত্যকে তুমি নিহত করিয়াছিলে, সে ঐ উগ্রসেনের পুত্রত্ব লাভ করিয়াছে। ৬৪

বিশালনেত্র ভোজবংশবর্দ্ধক ঐ পুত্রের নাম কংস। সিংহতুল্য উগ্রবিক্রম ঐ কংস পৃথিবীতে রাজা হইয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ৬৫

সে অন্যান্য রাজগণের ভয়ঙ্কর, পৃথিবীপতিগণের শঙ্কার কারণ এবং সকল প্রাণীর ভয়প্রদ হইয়া সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ৬৬

ঐ কংস দারুণ অভিনিবেশ ও দারুণ অন্তঃকরণের দ্বারা যুক্ত হইয়া পূর্বজন্মানুরূপ দর্পের দ্বারা প্রজাগণের রোমহর্ষণকারী হইয়াছে। ৬৭

সে রাজধর্মে অনুরক্ত নয়, আত্মপক্ষীয় জনগণের সুখপ্রদ নয় ও নিজরাজ্যের সে হিতকার্য্য করে না। অতীব ক্রোধী কংস সর্বদা প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণেই আগ্রহশীল। ৬৮

তুমি যাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলে, সেই কালনেমিই কংস হইয়াছে। অসুর-ভাবসিদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা মাংসভক্ষী রাক্ষসের মত সে সকল লোককে পীড়িত করিতেছে। ৬৯

ঐ যে অশ্বতুল্য বিক্রমশালী হয়গ্রীব নামক অসুর ছিল, সে 'কেশী' নামক অশ্বের রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ কেশী এই কংসেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৭০

ঐ দুষ্ট কেশী ক্রীড়াজনিতে পটু, কেশবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল। মনুষ্যগণের মাংসভক্ষণ করিতে করিতে সে একাকী বৃন্দাবনে বাস করে। ৭১

বলির পুত্র অরিষ্ট ককুদ্মিবিশিষ্ট বৃষরূপধারী। মহাসুর সো-সমূহের শত্রু হইয়াছে। ৭২

দিতির যে পুত্র দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই রিষ্টনামক দৈত্য হস্তী হইয়া কংসের বাহন হইয়াছে। ৭৩

লম্বো নামেতি বিখ্যাতো যোঽসৌ দৈত্যেষু দর্পিতঃ
প্রলম্বো নাম দৈত্যোঽসৌ বটঃ তাণ্ডীরমাশ্রিতঃ ॥ ৭৪
খর ইত্যুচ্যতে দৈত্যো ধেনুকঃ যোঽসুরোত্তমঃ ।
ঘোরঃ তালবনং দৈত্যশ্চরত্যুদ্বাধয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৭৫
বারাহশ্চ কিশোরশ্চ দানবৌ যৌ মহাবলৌ ।
মল্লৌ রঙ্গগতৌ তৌ তু জাতৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ ॥ ৭৬
যৌ তৌ নয়শ্চ তারশ্চ দানবৌ দানবান্তক ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষে তৌ ভৌমস্য নরকস্য পুরে রতৌ ॥ ৭৭
এতে দৈত্যা বিনিহতাস্ত্বয়া বিষ্ণো নিরাকৃতাঃ ।
মানুষং বপুরাস্থায় বাধন্তে ভুবি মানুষান্ ॥ ৭৮
ত্বৎকথাদ্বেষিণঃ সর্বে দ্বদ্ভক্তান্ ঘ্নন্তি মানুষান্ ।
তব প্রসাদাৎ তেষাং বৈ দানবানাং ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৯
ত্বত্তস্তে বিভ্যতি দিবি ত্বত্তো বিভ্যতি সাগরে ।
পৃথিব্যাং তব বিভ্যন্তি নান্তস্তস্য কদাচন ॥ ৮০
দুর্বৃত্তস্য হতস্যাপি ত্বয়া নাম্নেহ শ্রীধর
দিবশ্চ্যুতস্য দৈত্যস্য গতির্ভবতি মেদিনী ॥ ৮১
ব্যাবিদ্ধস্য চ মেদিন্যাং হতস্য নৃপরূপিণঃ ।
দুর্লভং স্বর্গগমনং ত্বয়ি জাগ্রতি কেশব ৮২
তদাগচ্ছ স্বয়ং বিষ্ণো গচ্ছাবঃ পৃথিবীতলম্
দানবানাং বিনাশায় বিদ্ধ্যাত্মানমাত্মনা ৮৩
মূর্ত্তয়ো হি তবাব্যক্তা দৃশ্যাদৃশ্যাঃ সুরোত্তমৈঃ ।
তাসু সৃষ্টাস্ত্বয়া দেবাঃ সম্ভবিষ্যন্তি ভূতলে ॥ ৮৪
তবাবতরণে বিষ্ণো কংসঃ স বিনশিষ্যতি
সেৎস্যতে চ দ কার্য্যার্থো যস্যার্থে ভুবিরাগতা ॥ ৮৫
ত্বং ভারতে কার্য্যগুরুস্ত্বং চক্ষুস্ত্বং পরায়ণম্ ।
তদাগচ্ছ হৃষীকেশ ক্ষিপ্রো তান্ ঘ্নহি দানবান্ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি নারদবাক্যো চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

দৈত্যশ্রেষ্ঠ দর্পবিশিষ্ট লম্ব নামক যে দৈত্য ছিল, সে প্রলম্ব নামে পরিচিত হইয়া তাণ্ডীর বটকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ৭৪

যে দৈত্য খর নামে কথিত হইত, সে ধেনুক নামক অসুরোত্তম হইয়াছে। ঐ দৈত্য প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়া ভয়ানক তালবনে বিচরণ করিতেছে। ৭৫

বারাহ ও কিশোর নামে যে মহাবলবান্ দৈত্যদ্বয় ছিল, তাহারা কংসের রঙ্গস্থলে চাণূর মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় হইয়াছে। ৭৬

দানবনাশন! নারায়ণ! নয় ও তার নামে যে দুইজন দানব ছিল, তাহারা ভূমিপুত্র নরকাসুরের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নিবাস করিতেছে। ৭৭

বিষ্ণো! এই সকল দৈত্য তোমাকর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া বর্ত্তমানে মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে মনুষ্যগণকে পীড়া দিতেছে। ৭৮

তাহারা সকলে তোমার কথায় বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তোমার ভক্ত মনুষ্যগণকে নিহত করে, তোমার কৃপাতেই সেই সকল দানবের ক্ষয় হইতে পারে। ৭৯

তাহারা আকাশে থাকিলেও তোমা হইতে ভীত হয়, সাগরে থাকিলেও তোমা হইতে ভীত হয় এবং পৃথিবীতে থাকিলেও তোমা হইতেই ভীত হয়। অন্য হইতে কখনও ভীত হয় না। ৮০

শ্রীধর! যে দৈত্য অস্ত্রের দ্বারা হত হয় না, তোমার দ্বারাই হত হয়, সে দুরাচার হইলেও তোমাকেই প্রাপ্ত হয়। অস্ত্রের দ্বারা হত হইলে দৈত্য স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ৮১

কেশব! তুমি জাগরিত থাকিলে পৃথিবীতে নিহত মনুষ্যের স্বর্গগমন দুর্লভ হয়। ৮২

বিষ্ণো! অতএব তুমি স্বয়ং আগমন কর। চল, আমরা পৃথিবীতে গমন করি। দানবগণের বিনাশের জন্য নিজের দ্বারা নিজেকে প্রকটিত কর। ৮৩

তোমার বহু অব্যক্ত মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিসমূহ সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক কখনও দৃষ্ট হয়, কখনও দৃষ্ট হয় না। তোমার সৃষ্ট দেবগণ ঐ মূর্ত্তিতে ভূতলে প্রকটিত হইবে। ৮৪

বিষ্ণো! তুমি অবতরণ করিলে সেই কংস বিনষ্ট হইবে। যে প্রয়োজনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিল, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। ৮৫

হৃষীকেশ! তুমি ভারতবর্ষে কার্য্যানুষ্ঠানের গুরু। তুমি চক্ষু (সন্মার্গপ্রদর্শক), তুমি সকলের আশ্রয়। অতএব তুমি আগমন কর, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল দানবকে নিহত কর। ৮৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে নারদের বাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবত্তা বিষ্ণুনা নারদবাক্যোত্তরদানম্, ব্রহ্মণা ভগবতে বিষ্ণবে তদীয়াবতারগ্রহণযোগস্থানস্য তথা পিতা মাত্রাদীনাং পরিচয়দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ মধুসূদনঃ
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং বরেণ্যঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ১
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় যস্মাং বদসি নারদ।
তস্মা সমক্ষেপ্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তামুত্তরং বচঃ ॥ ২
বিদিতা মেহিনো জাতা ময়ৈতে ভুবি মানবাঃ।
যাঞ্চ বস্তুমুমালায় দৈত্যাঃ পুত্ত্বাভি বিগ্রহম ॥ ৩
জানামি কংসং সম্ভূতমুগ্রসেনসুতং ভুবি।
কেশিনং চাপি জানামি দৈত্যং তুরগবিগ্রহম ॥ ৪
নাগং কুবলয়াপীড়ং মল্লৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ
অরিষ্টং চাপি জানামি দৈত্যং বৃষভরূপিণম ॥ ৫
বিদিতো মে খরশ্চৈব প্রলম্বশ্চ মহাসুরঃ
সা চ মে বিদিতা বিপ্র পূতনা দুহিতা বলেঃ ॥ ৬
কালিয়ং চাপি জানামি যমুনাহ্রদগোচরম্।
বৈনতেয়ভয়াদ্ যস্তু যমুনাহ্রদমাবিশৎ ॥ ৭
বিদিতো মে জরাসন্ধঃ স্থিতো মূর্ধ্নি মহীক্ষিতাম্
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে বাপি নরকং সাধু তর্কয়ে ॥ ৮
মানুষে পার্থিবে লোকে মানুষত্বমুপাগতম্
বাণঞ্চ শোণিতপুরে গুহপ্রতিমতেজসম ॥ ৯
দৃপ্তং বাহুসহস্রেণ দেবৈরপি সুদুর্জয়ম্
মহাসক্তঞ্চ জানামি ভারতীং মহতীং ধুরম্ ॥ ১০
সর্বং তচ্চ বিজানামি যথা যোৎস্যন্তি তে নৃপাঃ
কথো ভুবি ময়া দৃষ্টঃ শক্রলোকে চ সংক্রিয়া ॥
এষ : পুরুষদেহোঽয়মপর বৃত্তদেহিন ম ॥ ১১
সম্প্রবেক্ষ্যামাহং যোগমাস্থায় পরম্ভ চ
সম্প্রাপ্য পার্থিবং লোকং মানুষত্বমুপাগতঃ ১২
কংসপালাংশ্চাপি তান্ সর্বান্ বধিষ্যামি মহাসুরান্।
তেন তেন বিধানেন যেন যঃ শান্তিমেষ্যতি ॥ ১৩
অনুপ্রবিশ্য যোগেন তাস্তা হি গতয়ো মম।
অমীষাং হি সুরেন্দ্রাণাং হন্তব্যা রিপবো মৃধি ॥ ১৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক নারদবাক্যের উত্তরদান, ব্রহ্ম কর্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুকে তাঁহার অবতার গ্রহণের যোগাস্থান এবং পিতা-মাতা প্রভৃতির পরিচয় প্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সর্বজনবরেণ্য সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর মধুসূদন নারদের বচন শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং শুভ বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন। ১

নারদ! তুমি ত্রিলোকের হিতের জন্য আমাকে যাহা বলিতেছ, তোমার ঐ সুন্দরভাবে প্রবৃত্তির কারণভূত বাক্যের উত্তর যাহা প্রদান করি। ২

ভূতলে এই মানবগণ মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যে দৈত্য যে শরীর ধারণ করিয়া বৈরিভাবে পুষ্ট করিতেছে, তাহা আমি জানি। ৩

আমি জানি যে, পৃথিবীতে কালনেমি উগ্রসেনসুত কংস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অশ্বশরীরধারী দৈত্য কেশীকেও জানি

কুবলয়াপীড় হস্তীকে, চাণূর-মুষ্টিক মল্লদ্বয়কে, বৃষভরূপধারী দৈত্য অরিষ্টকেও জানি। ৪

ব্রাহ্মণ! খর ও মহাসুর প্রলম্বকে আমি জানি। বলির কন্যা পূতনাও আমার বিদিতই আছে। ৬

যমুনার হ্রদে স্থিত কালিয়কে আমি জানি। যে কালিয় গরুড়ের ভয়ে যমুনার হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ৭

সকল নরপতির মস্তকে স্থিত জরাসন্ধকে আমি জানি। প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে আমি ভালভাবে জানি। ৮

পৃথিবীতে মনুষ্য-সমাজে যে মানুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কার্তিকেয়-সম তেজস্বী শোণিতপুরবাসী সহস্র বাহুর দ্বারা গর্বিত দেবগণেরও অপরাজেয় বাণাসুরকে আমি জানি এবং মহান্ ভারতীসেনার ভার যে ভাবে আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাও জানি। ৯-১০

সেই সকল নরপতি যে ভাবে যুদ্ধ করিবে, পৃথিবীতে কি ভাবে সংস্কার হইবে, এই সকল ঘটনা আমার বিশেষভাবে জানা আছে। ১১

আমি ভূলোকে গমন করিয়া মনুষ্য-শরীর ধারণ করিব এবং আমি স্বয়ং উদ্যোগকে আশ্রয় করিব ও অন্যকে উদ্যোগী করিব। ১২

আমি সেই সেই বিধানে কংসাদি সকল মহাসুরকে বধ করিব, যে বিধানে সে শান্তিলাভ করিবে। ১৩

আমি ঐ সকল অসুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগবলে তাহাদের সকল শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিব এবং যুদ্ধে ঐ দেবেন্দ্র-গণকে সংহার করিব। ১৪

জগত্যর্থে কৃতো যোঽয়মংশোৎসর্গো দিবৌকসৈঃ
সুর-দেবর্ষি-গন্ধর্বৈর্বিজ্ঞাপ্তস্তদনুমতে ময় ॥ ১৫
বিনিশ্চয়ো প্রাগেব নারদায়ং কৃতো ময়া।
নিবাসং তু মে ব্রহ্মন্ বিদধাতু পিতামহঃ
যত্র দেশে যথা জাতো যেন বেশেন বা বপুঃ
তানহং সমরে হত্বা তবেয়ং ত্বরিতঃ পিতামহ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ

নারায়ণেমং সিদ্ধার্থমুপায়ং শৃণু মে বিভো
ত্বমি সন্তে জনয়িতা জননী চ ভবিষ্যতি ॥ ১৮
যত্র ত্বয়া মহাবাহো জাতঃ কুলকরো ভুবি।
যাদবানাং মহৎ বংশমখিলং ধারয়িষ্যসি ॥ ১৯
তাংশ্চাসুরান সমুৎপাট্য বংশং কৃত্বাত্মনো মহৎ
স্থাপয়িষ্যসি মর্যাদাং নৃণাং তত্র নিবাসয়
পুরা হি কশ্যপো বিষ্ণো বরুণস্য মহামখে ॥ ২১
জহার যজ্ঞিয়া গা বৈ পয়োদাস্তু মহামখে ॥ ২১

অদিতিঃ সুরভিশ্চৈতে যে ভার্যে কশ্যপস্য তু
প্রদীয়মানা গা স্তাস্তু নৈচ্ছতাং বরুণস্য বৈ ॥ ২২
ততো মাং বরুণোঽভ্যেত্য প্রণম্য শিরসা ততঃ
উবাচ ভগবন গাবো গুরুণা মে হৃতা ইতি ॥ ২৩
কৃতকার্যো হি গাস্তাস্তু নানুজানাতি মে গুরুঃ।
অন্ববর্তত ভার্যৌ যে অদিতিঃ সুরভিঃ তথা ॥ ২৪
নম তা গুরুণা গাবো দিব্যাঃ কামদুঘাঃ প্রভো
চরন্তি সাগরান্ সর্বান রক্ষিতাঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৫
কস্তা ধর্ষয়িতুং শক্তো মম গাঃ কশ্যপাদৃতে।
অক্ষয়ং বা জলস্যাগ্র্যং পয়ো দেবামৃতোপমম ॥ ২৬
প্রভুর্বা যাচিতো ব্রহ্মন্ গুরুর্বা যদি বেতরঃ।
হৃতা নিয়ম্যাঃ সর্বে বৈ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২৭
যদি প্রভবতাং দণ্ডো লোকে কাণ্যনজানতাম।
ন বিদ্যতে লোকগুরো ন স্যুর্বৈ লোকসেতবঃ ॥২৮

নারদ! পৃথিবীর হিতের জন্য স্বর্গবাসী দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও গন্ধর্বগণ যে নিজ নিজ অংশ উৎসর্গ করিয়াছে, তাহা আমার অনুমতি-অনুসারেই করিয়াছে; যেহেতু আমি পূর্বেই এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মা আমার জন্য নিবাসস্থানের ব্যবস্থা করুন। পিতামহ! আমি যে দেশে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া যে বেশে থাকিয়া যুদ্ধে সেই অসুরগণকে নিহত করিব, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দাও ॥ ১৬-১৭

ব্রহ্মা বলিলেন—নারায়ণ! বিভো! আপনি স্বীয় প্রয়োজন-সাধক উপায় আমার নিকট শ্রবণ করুন। ভূতলে যিনি আপনার পিতা ও যিনি আপনার মাতা হইবেন। মহাবাহো! পৃথিবীতে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনি স্বীয় বংশকে কৃতার্থ করিবেন! আপনি যাদবগণের মহান্ বংশকে সম্পূর্ণ ধারণ করিবেন। সেই অসুরগণকে উৎপাটিত করিয়া এবং নিজ বংশকে মহৎ করিয়া নরগণের জীবনের মর্যাদা স্থাপন করিবেন, সেই সকল কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ১৮-২০

বিষ্ণো! পুরাকালে কোনও এক সময় কশ্যপ নিজ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহাত্মা বরুণের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী লইয়া আসিয়াছিল। ঐ সকল গাভী দুগ্ধদান করিয়া যজ্ঞের উপকার করিত ॥ ২১

যজ্ঞ সমাপ্তির পর কশ্যপ গাভীগুলি ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও ও কশ্যপের দুই পত্নী অদিতি ও সুরভি বরুণের গাভী প্রদান করিতে ইচ্ছা করিল না ॥ ২২

তখন বরুণ আমার নিকট আগমন করিল এবং অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিল,—ভগবন্! আমার পিতা আমার গাভীগুলি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন ॥ ২৩

গাভীগুলির দ্বারা যজ্ঞ কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি পিতা আমাকে গাভীগুলি গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা দিতেছেন না। এ বিষয়ে তিনি স্বীয় পত্নীদ্বয় অদিতি ও সুরভির অনুসরণ করিতেছেন ॥ ২৪

আমার সেই গাভীগুলি কামধেনু ও দিব্যা। উহাদের বিনাশ নাই। নিজ নিজ তেজের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া তাহারা সমস্ত সমুদ্রে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৫

আমার গাভীগুলিকে কশ্যপ ব্যতীত অন্য কেহ বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই গাভীগুলি অমৃততুল্য উত্তম দুগ্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করে ॥ ২৬

ব্রহ্মন্! শক্তিমান্ হউন, গুরুই হউন বা অন্য কেহই হউন, তিনি যদি মর্যাদা অতিক্রম করেন, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাক, কারণ, তুমিই আমাদের আশ্রয় ॥ ২৭

লোকগুরো! সংসারে প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তব্যবুদ্ধি-রহিত হইলে যদি দণ্ডের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে লোক-সকলের মধ্যে মর্যাদা থাকিতে পারে না ॥ ২৮

যথা যাস্ত্ব তথা যাস্ত্ব কর্তব্যো ভগবান্ প্রভুঃ।
নয় গাবঃ প্রদীয়ন্তাং ত্বতো গন্তাস্মি সাগরম্ ॥২৯
যা আত্মদেবতা গাবো যা গাবঃ সত্যমব্যয়ম্।
লোকানাং ত্বৎপ্রবৃত্তানামেকং গো-ব্রাহ্মণং স্মৃতম্ ॥৩০
ত্রাতব্যাঃ প্রথমং গাবস্ত্রাতাস্ত্বয়ি তা দ্বিজান্
গো-ব্রাহ্মণপরিত্রাণে পরিত্রাতং জগদ্ ভবেৎ
ইত্যুপতিনা প্রোক্তো বরুণেনামুচ্যুত
গবাং কারণতত্ত্বজ্ঞঃ কশ্যপে শাপমুৎসৃজম্ ॥ ৩১
যেনাংশেন হৃতা গাবঃ কশ্যপেন মহর্ষিণা
স তেনাংশেন জগতীং গত্বা গোপত্বমেষ্যতি ॥ ৩২
যা চ সা সুরভির্নাম অদিতিশ্চ সুরারণিঃ।
তেঽপ্যাভ্যে তস্য ভার্যে বৈ তেনৈব সহ যাস্যতঃ ॥ ৩৪
তাভ্যাঞ্চ সহ গোপত্বে কশ্যপো ভুবি রংস্যতে।
স তস্য কশ্যপস্যাংশস্তেজসা কশ্যপোপমঃ ॥ ৩৫
বসুদেব ইতি খ্যাতো গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে।
গিরির্গোবর্ধনো নাম মথুরায়াস্ত্বদূরতঃ ॥ ৩৬

তত্রাসৌ গোষু নিরতঃ কংসস্য করদায়কঃ
তস্য ভার্যাদ্বয়ং জাতমদিতিঃ সুরভিশ্চ যে
দেবকী রোহিণী চেমে বসুদেবস্য ধীমতঃ
সুরভী রোহিণী দেবী চাদিতির্দেবকী ত্বভূৎ ॥ ৩৮
তত্র ত্বং শিশুরেবাদৌ গোপালকৃতলক্ষণঃ।
বর্ধস্ব মহাবাহো পুরা ত্রৈবিক্রমে যথা ॥ ৩৯
ছাদয়িত্বাত্মনাত্মানং মায়য়া যোগরূপয়া
তত্র যত্নঃ লোকানাং ভব্যায় মধুসূদন ॥ ৪০
জয়াশীর্বচনৈস্ত্বেতে বর্ধয়ন্তি দিবৌকসঃ
আত্মানমাত্মনা হি ত্বমবতার্য মহীতলে ॥ ৪১
দেবকীং রোহিণীঞ্চৈব গর্ভাভ্যাং পরিতোষয়।
গোপকন্যাসহস্রাণি রময়ংশ্চর মেদিনীম্ ॥ ৪২
গাশ্চ তে রক্ষতো বিষ্ণো বনানি পরিধাবতঃ
বনমালাপরিক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বা রূপাণ্যি তে বপুঃ ॥ ৪৩
বিষ্ণো পল্লপলাশাক্ষ গোপালবসতিং গতে
বালে ত্বয়ি মহাবাহো লোকো বালত্বমেষ্যতি ॥ ৪৪

যাহা হইবার তাহাই হইবে, আমাদের কর্তব্যবিষয়ে আপনি সর্বশক্তিমান্ প্রভু। আমার গাভীগুলি আমাকে ফিরাইয়া দিলে আমি তখনই সমুদ্রে চলিয়া যাইব। ২৯

ঐ গাভীগুলির দেবতা-সাক্ষাৎ পরমাত্মা এবং এই গাভীরাই অবিনাশী সত্য-স্বরূপ। আপনার সৃষ্ট লোকসকলের নিকট গো ও ব্রাহ্মণ সমান বলিয়া স্বীকৃত। ৩০

প্রথমে গোসমূহকে রক্ষা করা কর্তব্য; কারণ, সেই সুরক্ষিত গোসমূহ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করে। গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা হইলে সম্পূর্ণ জগৎ রক্ষিত হয়। ৩১

অচ্যুত। জলাধিপতি বরুণ আমাকে এইরূপ বলিলে পর গোসমূহের কারণতত্ত্বের জ্ঞাতা আমি কশ্যপকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলাম। ৩২

মহর্ষি কশ্যপ যে অংশের দ্বারা গোসমূহকে হরণ করিয়াছে, সেই অংশের দ্বারা সে পৃথিবীতে যাইয়া গোপত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৩৩

আর সেই সুরভি নাম্নী ও দেবমাতৃরূপী অদিতিকে উৎপন্ন করিতে বরনিস্বরূপা অদিতি—এই উভয় কশ্যপপত্নী কশ্যপের সহিত ভূতলে যাইবে। ৩৪

পৃথিবীতে কশ্যপ গোপত্বপ্রাপ্ত হইয়া ঐ দুই পত্নীর সহিত আনন্দে থাকিবে। ঐ কশ্যপের অংশ ভেজে কশ্যপের সমান হইয়াও বসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া ভূতলে গোসমূহের অধিপতিরূপে বর্তমান রহিয়াছে। মথুরা হইতে অদূরে গোবর্ধননামক পর্বত আছে। সেইস্থানে গোসমূহের রক্ষায় রত হইয়া সে কংসকে কর দান করে। অদিতি ও সুরভি এই দুইজন তাহার ভার্যা হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ বসুদেবের সেই দুই পত্নী দেবকী ও রোহিণী। সুরভি রোহিণী হইয়াছে এবং অদিতি দেবকী হইয়াছে। ৩৫-৩৮

মহাবাহো! নারায়ণ! সেই স্থানে আপনি শিশু হইয়া গোপবালকের চিহ্নধারণ করিয়া সেইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকুন, যেভাবে বামন হইয়া ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন। ৩৯

মধুসূদন! আপনি স্বয়ং যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া লোককল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হউন। ৪০

এই সকল দেবগণ 'জয় জয়' এইরূপ আশীর্বাণীর দ্বারা আপনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতেছেন। আপনি স্বয়ং নিজেকে অবতারিত করিয়া দুইটি গর্ভরূপে দেবকী ও রোহিণীকে পরিতুষ্ট করুন। সহস্র গোপকন্যাকে আনন্দপ্রদান করিতে করিতে ব্রজভূমিতে বিহার করুন। ৪১-৪২

বিষ্ণো! তখন আপনি গোধনকে রক্ষা করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিবেন। ভাগ্যবান্ বহু ব্যক্তিগণ বনমালাবিভূষিত আপনার শ্রীমূর্তি দর্শন করিবে। ৪৩

মহাবাহো! কমলপত্রনেত্র সর্বব্যাপী আপনি বালকরূপে গোপবসতি ব্রজধামে নিবাস করিতে থাকিলে (আপনাকে দর্শন

ত্বদ্ভক্তাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তব চিত্তবশানুগাঃ।
গোষু গোপা ভবিষ্যন্তি সহায়াঃ সততং তব ॥ ৪৫
বনে চারয়তো গাশ্চ গোষ্ঠেষু পরিধাবতঃ।
মজ্জতো যমুনায়াঞ্চ রতিঃ প্রাপ্স্যন্তি তে ত্বয়ি ॥ ৪৬
জীবিতং বসুদেবস্য ভবিষ্যতি সুজীবিতম্।
যত্ত্বয়া তাত ইত্যুক্তঃ স পুত্র ইতি বক্ষ্যতি ॥ ৪৭
অথবা কস্য পুত্রত্বং গচ্ছেথাঃ কস্যুপাদৃতে।
কা চ ধারয়িতুং শক্তা ত্বাং বিষ্ণো অদিতিং বিনা ॥৪৮
যোগেনাত্মসমুত্থেন গচ্ছ ত্বং বিষ্ণুতায় বৈ।
বয়মপ্যালয়ান্ স্বান্ স্বান্ গচ্ছামো মধুসূদন ॥ ৪৯

করিয়া বাল্যলীলায় তন্ময় হইয়া। সকল লোক বালক হইয়া যাইবে। ৪৪

কমলনয়ন! আপনার চিত্তানুবর্তী আপনার ভক্তগণ সেই ব্রজধামে গোসমূহের সেবার জন্য গোপ হইয়া সর্ব্বদা আপনার সহায়ক হইবে। ৪৫

আপনি বনে গোচারণ করিলে, ব্রজে ইতস্ততঃ ধাবিত হইলে ও যমুনায় অবগাহন করিলে আপনার ঐ ভক্তজনগণ উত্তরোত্তর অনুরাগ প্রাপ্ত হইবে। ৪৬

বসুদেবের জীবন উত্তম জীবন হইবে। আপনি তাঁহাকে তাত বলিলে তিনি আপনাকে 'পুত্র' বলিবেন। ৪৭

বিষ্ণো! অথবা আপনি কস্যপ ব্যতীত অন্য কাহার পুত্র হইবেন? অদিতি ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী আপনাকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? ৪৮

মধুসূদন! আপনি স্বীয় সহজ স্বাভাবিক যোগবলে অসুর বিজয় করিবার জন্য গমন করুন এবং আমরাও নিজ নিজ আলয়ে গমন করি। ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদিবালয়ে
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরং দিশম্ ॥ ৫০
তত্র বৈ পার্ব্বতী নাম গুহা মেরোঃ সুদুর্গমা
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা ॥ ৫১
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি পিতামহবাক্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবলোকে ঐ নির্জ্জন পুণ্যময় স্থানে অবস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে স্ব স্ব গৃহগমনে আজ্ঞা প্রদান করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তর দিকে নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন। ৫০

সেই স্থানে মেরুপর্ব্বতের অতি দুর্গম 'পার্ব্বতী' নামক একটি গুহা আছে। সেই গুহায় ভগবান্ বিষ্ণুর তিনটি পদচিহ্ন আছে। প্রত্যেক পর্ব্বদিনে তাহার পূজা হইয়া থাকে। ৫১

উদারবুদ্ধি ভগবান্ শ্রীহরি নিজ পুরাতন দেহ সেই গুহায় স্থাপিত করিয়া নিজেকে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবার কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। ৫২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মার বাক্যবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

হরিবংশপর্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণগীতিঃ

বন্দে কৃষ্ণং করুণানিলয়ম্ ।
ঘৃণ-ঘৃণ-দলিতনিরুপমবিভবম্ ।
ব্রজলীলাপর-
যমুনাতটচর-
বংশীধ্বনিকর
সুমধুরবেশম্ ॥
গোচারণরত-
গো-গোপাবৃত-
(ভাণ্ডীর-) বটমূলাশ্রিতং
নবঘন-কায়ম্ ॥
লোকবিমোহন-
দুঃখবিনাশন-
পতিতোদ্ধারণ-
মানসরমণম্ ॥
প্রাণপ্রিয়তম-
সুন্দররসতম-
নাথ-যদূত্তম-
ভূরিভয়হরণম্ ॥
বৃন্দাবন-বন-
বিচরণকারী,
ত্রিভুবনপাবন-
নরতনুধারী,
তং তৎ সদসৎ সর্ব্বকারণম্ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"হৃদয়ের মালিন্য চোখের জল ভিন্ন আর কিছুতে নষ্ট হয় না। ভক্ত প্রথমে চোখের জলের দ্বারা হৃদয় কোমল করে তারপর আমার আসন বিছিয়ে দেয়। দেখ, আমার অন্তর ও বাহ্যপূজার প্রধান উপাচার চোখের জল। ঐ উপাচারের দ্বারা যে আমার পূজা করতে পারে তার পূজার ফল শান্তি আমি তৎক্ষণাৎ দিই। কাঁদ—কাঁদ খুব কাঁদ, হরি হরি বলে কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে ফেল, আমি চোখের জল বড় ভালবাসি। আমার নাম করে যে কাঁদে আমি তার দ্বারা ক্রীত হই।"

—:•:—

"দেখ, ভক্তদের চিরদুঃখনিবারণ করব ব'লে তাদের সংসারের মতই নষ্ট করবার জন্য বাহিরে দুঃখের আগুন জ্বেলে—কোলে নিয়ে বসি। লোকে দেখে, তারা দুঃখ পাচ্ছে কিন্তু দুঃখের উত্তাপ ভক্তগণের গাত্র স্পর্শ করতে পারে না, ভক্ত আমার কোলে নিরাতঙ্কে নিদ্রা যায়। তাদের ক্ষণিক সুখের আবাসে আগুন না জ্বললে, তারাও শান্তির পথে যেতে চায় না। তাই যাকে অনুগ্রহ করি তার সর্ব্বনাশ করি, তার ধনাদি কেড়ে নিই।

—:•:—

Regd. No. WB/NC-57

MAGH
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—3
Jan.—Febr. 1976

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"—রাম রাম করবি আর প্রণাম করবি। যা দেখবি, যা শুনবি, যাতে আকৃষ্ট হবি বা যাতে বিরক্ত হবি—অবিচারে রাম রাম জপে দিবি, আর জপতে জপতে প্রণাম করবি।"

—•—

"আমাতে সম্ভব-অসম্ভব কিছু কল্পনা করিস না। আমি মৃণালতন্তুতে হস্তিবন্ধন করতে পারি, গোষ্পদে পর্ব্বত নিমজ্জিত করতে পারি আমার গতি নির্ণয় করে এমন শক্তি কারও নেই।"

—•—

রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভবন প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

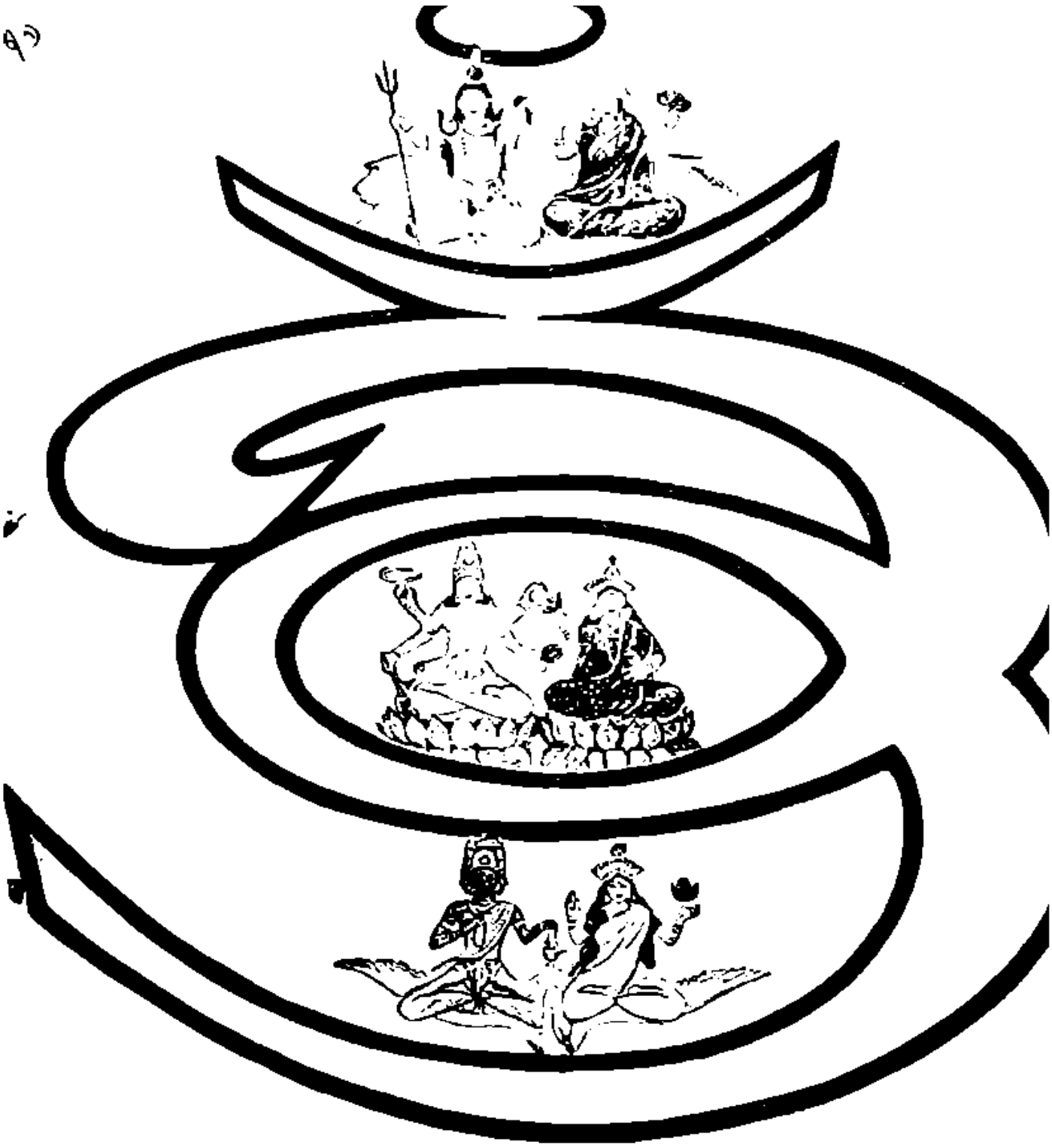

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

অদ্বৈতবাদীর উপাসনা ত্রিবিধ। অপ্রতীক, প্রতীক ও অহংগ্রহ। 'ইয়ত্তাদর্শিত ব্রহ্ম উপাসীত', ইহা অপ্রতীক উপাসনা। 'আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত' ইহা প্রতীক উপাসনা। সোঽহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি অহং গ্রহ উপাসনা। এই ত্রিবিধ উপাসক যে গতি লাভ করবে কলিযুগে হরিনাম করলে এই ত্রিবিধ উপাসনার ফলে উপস্থিত হতে পারবে।

ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ে প্রাণবায়ু অহোরাত্র সঞ্চরণ করছে। স্মরোদয়ে শাস্ত্রে ইড়ার উদয়ে শুভ কর্ম, পিঙ্গলার উদয়ে ক্রূর কর্ম এবং সুষুম্নার উদয়ে মোক্ষ প্রাপক কর্ম করা কর্তব্য—এইরূপ কথিত হয়েছে। যে নাড়ীতেই প্রাণসঞ্চরণ করুক না কেন সর্বদা হরি চিন্তা করবার বাধা নাই।

১৪শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৮২] [নবম সংখ্যা—ষোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রণীত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক বৃন্দ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারত সরকার)

মুদ্রক-কর্ম্মিবর :—
ডাঃ শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ঘে,
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪ (ফোন : ৪৮-২৭৩১)
লিটি আফিস :—৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৭-৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সকালক-'আর্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৫৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সকালক আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৫৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ত্রুটি থাকিলে "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৫৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা স্বীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৫৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৮·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

শ্রীমহাভারতম্

তস্য খিলভাগো হরিবংশঃ

(তত্র বিষ্ণুপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[মথুরামাগত্য নারদেন কংসায় ভাবি-ভয়স্য বৃত্তান্তজ্ঞাপনম্, স্ব-সেবকানাং সমীপে কংসস্যাত্মশ্লাঘা চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং ক্ষিতিগতং ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্।
বিনাশশংসী কংসস্য নারদো মথুরাং যযৌ ॥ ১
ত্রিবিষ্টপাদাপতিতো মথুরোপবনে স্থিতঃ।
প্রেষয়ামাস কংসস্য দূতং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২
স দূতঃ কথয়ামাস মুনেরাগমনং বনে।
স নারদস্যাগমনং শ্রুত্বা হরিতবিক্রমঃ ॥ ৩
নির্জগামাসুরঃ কংসঃ সপুর্য্যাঃ পদ্মলোচনঃ
স দদর্শাতিথিং শ্লাঘ্যং দেবর্ষিং বীতকল্মষম্ ॥ ৪
তেজসা জ্বলনাকারং বপুষা সূর্য্যবর্চসম্
সোঽভিবাদ্যর্ষয়ে তস্মৈ পূজাং চক্রে যথাবিধি ॥ ৫
আসনঞ্চাগ্নিবর্ণাভং বিশ্বকর্মোপকল্পিতম্
নিষসাদাসনে তস্মিন্ স বৈ শক্রসখো মুনিঃ ॥ ৬
উবাচ চোগ্রসেনস্য সুতং পরমকোপনম্।
পূজিতোঽহং ত্বয়া বীর বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৭
শৃণ্বতে ত্বেব মম বচঃ ক্রিয়তাং পৃথুতাং ত্বয়া।
অনুস্মৃত্য দিবোলোকানহং ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥ ৮
গতঃ সূর্য্যপথং তাত বিপুলং মেরুপর্বতম্।
সনন্দনবনঞ্চৈব দৃষ্ট্বা চৈত্ররথং বনম্ ॥ ৯
আপ্লুতঃ সর্বতীর্থেষু সরিৎসু সহ দৈবতৈঃ
দিব্যা ত্রিপথগা দৃষ্টা মে পুণ্যা ত্রিপথগা নদী ॥ ১০

প্রথম অধ্যায়।

[মথুরায় আসিয়া নারদ কর্তৃক কংসকে ভাবী ভয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং নিজের সেবকগণের নিকট কংসের আত্মশ্লাঘা।]

(বদরিকা আশ্রমবাসী প্রসিদ্ধ ঋষি নারায়ণ [অথবা সর্বান্তর্যামী নারায়ণ] ও নর (নারায়ণসখা অর্জুন অথবা আদি জীব হিরণ্যগর্ভ), নরোত্তম (এই হিরণ্যগর্ভ ও অন্তর্যামী নারায়ণ হইতেও শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ), দেবী (ইঁহাদের লীলার প্রধান সহায়িকা মহামায়া) দুর্গা, সরস্বতী (ইঁহাদের লীলা প্রকাশকারিণী বাগ্‌দেবী) এবং বেদব্যাসকে (ইঁহাদের লীলা সঙ্কলনকারী মহামতি বাসুদেবকে) প্রণাম করিয়া অবিদ্যারূপী অজ্ঞানান্ধকারবিনাশকারী জয়নামক পুরাণাদি পাঠ করিতে হয়।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কৃষ্ণরূপে বসুদেবের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং স্বর্গবাসী দেবগণের অংশ ভূতলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ কংসকে তাহার নিকটবর্তী বিনাশের কথা বলিবার জন্য মথুরাতে গমন করিলেন। ১

স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিয়া তিনি মথুরার উপবনে অবস্থান করিলেন এবং সেই স্থান হইতে এই মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কংসের নিকট একজন দূতকে পাঠাইলেন। ২

সেই দূত কংসের নিকট যাইয়া বলিল যে, নগরের উপবনে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়াছেন। নারদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া পদ্মলোচন অসুর কংস স্বরা সহকারে পদক্ষেপ করিতে করিতে নিজ নগর হইতে বহির্গত হইল। ৩।

উপবনে উপস্থিত হইয়া সেখানে তিনি স্পৃহণীয় অতিথি নিষ্পাপ দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিল। দেবর্ষি নারদ তখন নিজ তেজে প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিলেন এবং স্বীয় দেহে সূর্য্যের কান্তির ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিলেন। কংস দেবর্ষিকে প্রণাম করত তাঁহাকে বিধি অনুসারে পূজা করিল। ৪-৫

কংস তাঁহার জন্য অগ্নিতুল্য কান্তিমান্ সুবর্ণময় আসন প্রদান করিয়া ক্রমশঃ পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি উপহার প্রদান করিল। তাহার পর ইন্দ্রের সখা মুনি নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৬

তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রোধী উগ্রসেন-পুত্র কংসকে বলিলেন বীর! তুমি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমার পূজা করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমাকে এক আবশ্যক কথা বলিতেছি, তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর এবং গ্রহণ কর। ৭।

তাত! আমি ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত স্বর্গীয় লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যের পথ সেই বিশাল মেরুপর্বতে যাইয়া উপস্থিত হই। তারপর নন্দনবন ও চৈত্ররথ বন দর্শন করিয়া আমি দেবগণের সমস্ত তীর্থ এবং নদীসমূহে স্নান করি। তাহার পর তিন ধারায় বিভক্ত দিব্য ত্রিপথগা পুণ্যসলিলা সেই গঙ্গানদী দর্শন করি, যিনি স্মরণমাত্রেই সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন। ৮-১০।

স্মরণাদেব সর্বেষামংহসা যা বিভেদিনী।
উপস্পৃষ্টৈক তীর্থেষু দিবোষু চ যথাক্রমম্ ॥ ১১
দৃষ্টং মে ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্।
দেব-গন্ধর্বনির্ঘোষৈরপ্সরোভিশ্চ নাদিতম্ ॥ ১২
সোঽহং কদাচিদ্দেবানাং সমাজে মেরুমূর্ধনি।
সংগৃহ্য বীণাং সংসক্তামগচ্ছং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ১৩
সোঽহং তত্র সিতোষ্ণীষান্নানারত্নবিভূষিতান্।
দিব্যাসনসমস্থান্ দেবানপশ্যং সপিতামহান্ ॥ ১৪
তত্র মন্ত্রমতামেকং দেবতানাং ময়া শ্রুতঃ।
ভবতঃ সানুগস্যৈব বধোপায়ঃ সুদারুণঃ ॥ ১৫
তত্রৈষা দেবকী যা তে মথুরায়াং লঘুষসা।
যোঽস্যাং গর্ভোঽষ্টমঃ কংসঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৬
দেবানাং স তু সর্বস্বং ত্রিদিবস্য গতিশ্চ সঃ।
পরং রহস্যং দেবানাং স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৭
পরস্যৈবাপরস্যেষাং ক্ষয়ভূশ্চ দিবৌকসাম্।
ততস্তে তস্যয়দ্ভূতং দিব্যঞ্চ কথয়াম্যহম্ ॥ ১৮
শ্রাব্যঞ্চ ন হি তে মৃত্যুর্ভূতপূর্বশ্চ তং শৃণু।
যদুশ্চ ত্রিস্রতাং কংস দেবক্যা গর্ভকৃন্তনে ॥ ১৯
এষা মে তদ্গতা প্রীতির্যদর্থঞ্চাহমাগতঃ।
ভুঙ্ক্ষ্বাতাং সর্বকামার্থাঃ সন্তি তেঽন্যে ব্রজাম্যহম্ ॥২০
ইত্যুক্ত্বা নারদে যাতে তস্য বাক্যং বিচিন্তয়ন্।
জহাসোচ্চৈস্ততঃ কংসঃ প্রকাশদশনশ্চিরম্ ॥ ২১
প্রোবাচ সস্মিতশ্চৈব ভৃত্যানামগ্রতঃ স্থিতঃ।
হাস্যঃ খলু স সর্বেষু নারদো ন বিশারদঃ ॥ ২২
নাহং ভীষয়িতুং শক্যো দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
আসনস্থঃ শয়ানো বা প্রমত্তো মত্ত এব চ ॥ ২৩
যোঽহং দোর্ভ্যামুদারাভ্যাং ক্ষোভয়েয়ং ধরামিমাম্।
কোঽস্তি মাং মানুষে লোকে যঃ ক্ষোভয়িতুমুৎসহেৎ ॥
অদ্যপ্রভৃতি দেবানামেব দেবানুবর্তিনাম্।
নৃ-পক্ষি-পশুসঙ্ঘানাং করোমি কদনং মহৎ ॥২৫

তাহার পর ক্রমশঃ দিব্য তীর্থসমূহে স্নান ও আচমন করত আমি ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মার ভবন দর্শন করি। এই ভবন দেব-গন্ধর্বগণের নাদধ্বনি ও অপ্সরাদিগের মধুর গীত-ধ্বনিতে সর্বদা মুখরিত আছে। ১১-১২

সেই স্থান হইতে আমি কোনও একদিন হস্তে বীণা লইয়া মেরুপর্বতের শিখরে বিরাজমান ব্রহ্মার সভায় গমন করি। সে স্থানে তখন দেবগণের এক সমাজ সমবেত হইয়াছে। ১৩

সেই আমি দেখিলাম যে, মস্তকে শুভ্র-বর্ণের উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ী) ধারণ করিয়া নানা রত্নে বিভূষিত ব্রহ্মাদি সকল দেবতারা দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ১৪

সেই সভায় দেবগণের যে গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতেছিল, তাহাতে আমি শুনিয়াছি—দেবকদিগের সহিত তোমার বধের অত্যন্ত দারুণ উপায় স্থির হইয়াছে। ১৫

কংস! সেখানে আমি যাহা কিছু শুনিয়াছি, তদনুসারে মথুরায় যে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকী দেবী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১৬

সেই গর্ভ দেবগণের সর্বস্ব ও স্বর্গলোকে আশ্রয় হইবে। ইহাই দেবগণের পরম গোপনীয় রহস্য। সেই গর্ভই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১৭

তিনি সেই দেবগণের পর ও অপর অর্থাৎ মোক্ষ ও স্বর্গস্বরূপ, তিনি স্বর্গবাসিগণের আদি ব্রহ্মা। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, তিনি দিব্য মহাভূতস্বরূপ। ১৮

কংস! তিনি পূর্বেও তোমার মৃত্যু ছিলেন এবং এই সময়েও তোমার পক্ষে প্রশংসনীয় মৃত্যু হইবেন। অতএব তুমি দেবকীর গর্ভকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা কর। ১৯

ইহাই আমার তোমার প্রতি প্রীতি, যাহার জন্য আমি এখানে পর্যন্ত আসিয়াছি। আচ্ছা, এখন তুমি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ উপভোগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি এখন যাইতেছি। ২০

এই কথা বলিয়া যখন নারদ চলিয়া গেলেন, তখন কংস তাঁহার কথার উপর বিশেষভাবে চিন্তা করিল; তারপর সে দন্ত প্রদর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিতে লাগিল। ২১

অনন্তর নিজের সেবকদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—এই নারদ মুনি সর্বসাধারণের নিকট উপহাসেরই পাত্র; কারণ, ইনি বিশেষ চতুর নন। ২২

আমি বসিয়া থাকি বা শুইয়া থাকি, অসাবধান বা মত্ত অবস্থায় থাকি, কোন অবস্থাতেই ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারাও আমাকে ভীত করিতে পারিবে না। ২৩

আমি নিজের দুই বিশাল বাহুর দ্বারা এই পৃথিবীকে ক্ষুব্ধ করিতে পারি। মনুষ্যলোকে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে আমাকে ক্ষুব্ধ করিবার সাহস করিতে পারে? ২৪

আজ হইতেই আমি দেবগণের ও তাহাদের অনুগমনকারী মনুষ্য, পক্ষী ও পশুদিগেরও গুরুতর পীড়ন আরম্ভ করিব। ২৫

আজ্ঞাপ্যতাং হয়ঃ কেশী প্রলম্বো ধেনুকস্তথা।
অরিষ্টো বৃষভশ্চৈব পূতনা কালিয়স্তথা ॥ ২৬
অটধ্বং পৃথিবীং কৃৎস্নাং যথেষ্টং কামরূপিণঃ
প্রহরধ্বঞ্চ সর্বেষু যেঽস্মাকং পক্ষদূষকাঃ ॥ ২৭
গর্ভস্থানামপি গতির্বিজ্ঞেয়া চৈব যোষিতাম্।
নারদেন হি গর্ভেভ্যো ভয়ং নঃ সমুপাহৃতম্ ॥ ২৮
ভবন্তো হি যথাকামং মোদন্তাং বিগতজ্বরাঃ।
নাঙ্গ বো নাথনাস্ত্রিতা নাস্তি দেবকৃতং ভয়ম্ ॥২৯

অশ্বরূপধারী কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, বৃষরূপধারী অরিষ্ট, পূতনা ও কালিয় নাগকে আজ্ঞা দান কর যে, তোমরা সকলে ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করত সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং যাহারা আমাদের পক্ষের নিন্দাকারী তাহাদের সকলকে প্রহার কর ॥ ২৬-২৭

যে সব প্রাণী গর্ভে বাস করিতেছে, তাহাদের পরিচয় অন্বেষণ কর ; কারণ, নারদ বলিয়াছেন যে, গর্ভসকল হইতেই আমার ভয় আছে ॥ ২৮

তোমরা নির্ভিত হইয়া ইচ্ছানুসারে আনন্দ উপভোগ কর। আমি তোমাদের পতি—সংরক্ষক। আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমাদের দেবগণের নিকট হইতেও কোনও ভয় নাই ॥ ২৯

স তু কেলিকিলো বিপ্রো ভেদশীলশ্চ নারদঃ
সুস্নিষ্টানপি লোকেঽস্মিন্ ভেদয়ঁল্লভতে রতিম্ ॥ ৩০
কণ্ডূয়মানঃ সততং লোকানটতি চঞ্চলঃ
ঘটমানো নরেন্দ্রাণাং ভেদৈর্বৈরাণি চৈব হি ॥ ৩১
এবং স বিলপন্নেব বাঙ্মাত্রেণৈব কেবলম্
বিবেশ কংসো ভবনং দহ্যমানেন চেতসা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি নারদাগমনে কংসবাক্যে নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

নারদ ও' বৃষ্ণ করাইবারই বেলা খেলা খেলিতেছেন কারণ, তাঁহার স্বভাব হইল—লোকসকলের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করা। এ সংসারে যে সব মানুষ সম্মিলিত ভাবে বসবাস করে, তাহাদের মধ্যেও ভেদ উৎপাদন করিয়া এই নারদ আনন্দলাভ করেন ॥ ৩০

তিনি অত্যন্ত চঞ্চল এবং লোকসকলের মধ্যে সদা সর্বদা সৃষ্টি করিতে করিতে পরিভ্রমণ করেন। বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা রাজাদের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করিতে সচেষ্ট থাকেন ॥ ৩১

এই প্রকারে কেবল বাগাড়ম্বরের দ্বারা কংস বিলাপ করিয়া অর্থাৎ বাগাড়ম্বর করিয়া কংস নিজ ভবনে গমন করিল সেই সময় তাহার চিত্ত চিন্তারূপী অগ্নিতে জ্বলিতেছিল ॥ ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে নারদের আগমন ও কংসের বাক্যবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[কংসকর্তৃক দেবকীর গর্ভবিনাশের চেষ্টা, ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক পাতালবাসী দিতি 'যত্ন্গর্ভ' নামক দৈত্যগণের জীবন আকর্ষণ করিয়া সেই সব নিদ্রাদেবীর হস্তে সমর্পণ ও দেবকীর গর্ভে ক্রমশঃ স্থাপিত করিতে আদেশ দান করিয়া অন্য কর্তব্য কথন এবং কার্যসাধনের পর বর্ধিতা সেই দেবীর মহিমা উল্লেখ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কংস নিজের হিতৈষী মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা সকলে দেবকীর গর্ভ উচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ হও ॥ ১

প্রথম গর্ভ হইতেই আরম্ভ করিয়া তাহার সপ্ত গর্ভই নষ্ট করিয়া দিবে ; কারণ যেহেতু সংশয় আছে, সেই অনর্থের মূল হইতেই বিনাশ করা আবশ্যক ॥ ২

দেবকী নিজের ভবনে গুপ্ত রক্ষকগণের দ্বারা সুরক্ষিতা থাকিয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করুক, কিন্তু যখনই সে গর্ভবতী হইবে, সেই সময়েই তাহাকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণে রাখিবে ॥ ৩

আমার স্ত্রীগণ যখনই অসন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার

বসুদেবস্য সংরক্ষাঃ স্ত্রীসনাথাসু ভূমিষু।
অপ্রমত্তৈর্মম হিতে রাত্র্যাবয়নি চৈব হি
স্ত্রীভির্বর্ষবরৈশ্চৈব বক্তব্যাঃ ন তু কারণম্ ॥ ৪

এষ মানুষকো যত্নো মানুষৈরেব সাধ্যতে
ত্রয়তাং যেন দৈবং হি মদ্বিধৈঃ প্রতিহন্যতে ॥ ৬

মন্ত্রগ্রামৈঃ সুবিহিতৈরৌষধৈশ্চ সুযোজিতৈঃ
যত্নেন চানুকূলেন দৈবমপ্যনুলোম্যতে ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স যত্নবান্ কংসো দেবকীগর্ভকৃন্তনে
ভয়েন মন্ত্রয়ামাস শ্রুতার্থো নারদাৎ স বৈ ॥ ৮

এবং শ্রুত্বা প্রবক্তৃং বৈ কংসস্যারিষ্টসংজ্ঞিতম্।
অন্তর্ধানং গতো বিষ্ণুশ্চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৯

সপ্তেমান্ দেবকীগর্ভান্ ভোজপুত্রো বধিষ্যতি।
অষ্টমে চ ময়া গর্ভে কার্য্যমাধানমাত্মনঃ ॥ ১০

ঊনবারের মাস গণনা করিয়া থাকে। যখন গর্ভ পরিণত হইয়া প্রসবের সময় আসিবে, তখন সে বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হইবে, তাহা আমরা স্থানেই জানিয়া লইব। (মন্ত্রণা শুনিবার জন্য এখন আর স্থির করিলাম না)। ৪

আমার হিতৈষী সেবকগণ দিন-রাত্রি সাবধানে থাকিয়া স্ত্রীগণের দ্বারা রক্ষিত অন্তঃপুরে বসুদেবকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুক। স্ত্রীগণ ও নপুংসকগণ তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুক, কিন্তু ইহার কারণ যেন তাহাকে বলা না হয়। ৫

মনুষ্যগণের দ্বারা সম্ভাব্য এই উপায় মনুষ্যগণেরই দ্বারা বিহিত হইতে পারে। কিন্তু আমার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ যে দৈবকেও প্রতিহত করিতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। ৬

সুষ্ঠুভাবে বিহিত মন্ত্রসমূহের জপ, উত্তমরূপে প্রযুক্ত ঔষধসমূহের ব্যবহার এবং অনুকূল প্রযত্নের দ্বারা দৈবকেও নিজের অনুকূলে আনিতে পারা যায়। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! এইরূপে কংস দেবকীর গর্ভ বিনাশ করিবার কার্য্যে যত্নবান্ হইল। নারদের নিকট হইতে সে সমস্ত বিষয়ই শুনিয়াছিল; সেইজন্য ভয়ে প্রেরিত হইয়া নিজের রক্ষার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ৮

কংসের সকল প্রযত্নই জগতের পক্ষে উৎপাত-স্বরূপ ছিল। ইহা শ্রবণ করিয়া অনুদ্বিগ্নভাবে সেস্থানে স্থিত পরম পরাক্রমশালী ভগবান্ বিষ্ণু এরূপ চিন্তা করিলেন। ৯

ভোজকুমার কংস দেবকীর এই সাত গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবে। তস্য চিন্তয়তস্ত্বেবং পাতালমগমন্মনঃ
যত্র তে গর্ভশয়নাঃ ষট্‌গর্ভা নাম দানবাঃ ॥ ১১

বিক্রান্তবপুষো দীপ্তাস্তেঽমৃতপ্রাশনোপমাঃ
অমরপ্রতিমা যুদ্ধে পুত্রা বৈ কালনেমিনঃ ॥ ১২

তে তাততাতং সন্তুজ্য হিরণ্যকশিপুং পুরা
উপাসাঞ্চক্রিরে দৈত্যাঃ পুরা লোকপিতামহম্ ॥ ১৩

তপ্যমানস্তপস্তীব্রং জটামণ্ডলধারিণঃ
তেষাং প্রীতোঽভবদ্ ব্রহ্মা ষড়্‌গর্ভাণাং বরং দদৌ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ।

ভো ভো দানবশার্দ্দূলাস্তপসাহং সুতোষিতঃ
ব্রূত বো যস্য যঃ কামস্তস্য তং তং করোম্যহম্ ॥ ১৫

তে তু সর্বে সমানার্থা দৈত্যা ব্রহ্মাণমব্রুবন্
যদি নো ভগবান্ প্রীতো দীয়তাং নো বরো বরঃ ॥ ১৬

অবধ্যাঃ স্যাম ভগবন্ দৈবতৈঃ সমরোরগৈঃ।
শাপপ্রহরণৈশ্চৈব ঋতে নোঽস্তু মহর্ষিভিঃ ॥ ১৭

অষ্টম গর্ভে আমাকে আমার স্বরূপ আধান করিতে হইবে। ১০

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মন সহসা পাতালের দিকে ধাবিত হইল, যে স্থানে গর্ভে শয়নকারী সেই ষড়্‌গর্ভনামক দানবেরা বিদ্যমান ছিল। ১১

তাহাদের সকলেরই দেহ বল-বিক্রমসম্পন্ন ছিল, তাহারা অমৃতভোজী দেবগণের তুল্য তেজস্বী ছিল এবং যুদ্ধে দেবতাদের সমূহ পরাক্রম প্রকাশ করে। ইহারা সকলেই কালনেমিনামক দৈত্যের পুত্র। ১২

পুরাকালের কথা, এই দৈত্যগণ নিজের পিতারও পিতা হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিল। ১৩

তাহারা তখন মস্তকে জটাধারণ করিয়া তীব্র তপস্যায় নিরত ছিল। ইহাতে ব্রহ্মা সেই 'ষড়্‌গর্ভ' নামক দৈত্যগণের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাদিগকে বর দান করিলেন। ১৪

ব্রহ্মা বলিলেন—দানবকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণ! আমি তোমাদের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে যাহার যে বর কামনা আছে, তাহা বল, আমি সেই সব পূর্ণ করিব। ১৫

সেই সব দৈত্যদের প্রয়োজন বা মনোরথ একই ছিল। তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল—ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করুন। ১৬

ভগবন্! আমরা সকলে দেবতা ও মহাসর্পগণের দ্বারা যেন

যক্ষ-গন্ধর্বপতিভিঃ সিদ্ধ-চারণ-মানবৈঃ
না ভূন্ নো বধো নো ভগবন্ দদাসি যদি নো বরম্ ॥ ১৮
তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
ভবদ্ভির্যদিদং প্রোক্তং সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ষড়্গর্ভাণাং বরং দত্ত্বা স্বয়ম্ভূস্ত্রিদিবং গতঃ।
ততো হিরণ্যকশিপুঃ সরোষো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
মামুৎসৃজ্য বরো যস্মাদ্ ধৃতো বঃ পদ্মসম্ভবাৎ।
তস্মান্ ব্যর্থাঞ্জিতঃ স্নেহঃ শত্রুভূতাংস্তজাম্যহম্ ॥ ২১
ষড়্গর্ভা ইতি যোঽয়ং বঃ শব্দঃ পিত্রাভিবর্দ্ধিতঃ।
স এব বো গর্ভগতান্ পিতা সর্বান্ বধিষ্যতি ॥ ২২
ষড়েব দেবকীগর্ভে ষড়্গর্ভো বৈ মহাসুরাঃ।
ভবিষ্যথ ততঃ কংসো গর্ভস্থান্ বো ভবিষ্যতি ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জগামাথ ততো বিষ্ণুঃ পাতালং যত্র তেঽসুরাঃ।
ষড়্গর্ভাঃ সংযতাঃ সন্তি জলে গর্ভগৃহেশয়াঃ ॥ ২৪
সম্প্রধর্ষ্য জলে গুপ্তান্ ষড়্গর্ভান্ গর্ভসংস্থিতান্
নিদ্রয়া কালরূপিণ্যা সর্বানন্তর্হিতান্ স বৈ ॥ ২৫
স্বয়ন্তেজসেণ তেষাং বৈ বিষ্ণুর্দেহানধাবিশৎ।
প্রাণেশ্বরাংশ্চ নিষ্কৃষ্য নিদ্রায়ৈ প্রণতো তদা ॥ ২৬
তাং চোবাচ ততো নিদ্রাং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ
গচ্ছ নিদ্রে ময়োৎসৃষ্টা দেবকীভবনান্তিকম্ ॥ ২৭
ইমান্ প্রাণেশ্বরান্ গৃহ্য ষড়্গর্ভান্ দানবোত্তমান্।
ষড়্গর্ভান্ দেবকীগর্ভে যোজয়স্ব যথাক্রমম্ ॥ ২৮
জাতেষ্বেতেষু গর্ভেষু নীতেষু চ যমক্ষয়ম্
কংসস্য বিফলে যত্নে দেবক্যাঃ সফলে শ্রমে ॥ ২৯
প্রসাদং তে করিষ্যামি মৎপ্রভাবসমং ভুবি।
যেন সর্বস্য লোকস্য দেবি দেবী ভবিষ্যসি ॥ ৩০
সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশঃ সৌম্যো মমাগ্রজঃ।
স সংক্রাময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীম্ ॥৩১

অবধ্য হই। যাঁহারা সর্বদা শাপের দ্বারা প্রহার করেন, সেই মহর্ষিগণও যেন সতত আমাদের কল্যাণকারী হন ॥ ১৭

ভগবন্! যদি আপনি আমাদের বরদান করেন, তবে যক্ষ, গন্ধর্বপতি, সিদ্ধ, চারণ ও মনুষ্যগণের দ্বারা যেন আমাদের বধ না হয় ॥ ১৮

তখন ব্রহ্মা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—তোমরা এই যে কথা বলিলে, তৎ সমস্তই তোমাদের পূর্ণ হইবে ॥ ১৯

সেই ষড়্গর্ভ নামক দৈত্যদিগকে এইরূপ বর দান করিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অন্য দিকে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত রোষ সহকারে তাহাদের বলিল ॥ ২০

অরে! তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিয়াছ: সেইজন্য তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ ত্যাগ করাইয়া দিয়াছ। এখন তোমরা আমার শত্রু হইয়া গিয়াছ, এই কারণে এখন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি ॥ ২১

যে পিতা তোমাদিগকে 'ষড়্গর্ভ' নাম দিয়াছেন এবং পালন-পোষণ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তিনিই গর্ভে অবস্থান কালে তোমাদের সকলকে বধ করিবেন ॥ ২২

তোমরা এই ষড়্গর্ভ নামক ছয় মহাসুর যখন দেবকীর গর্ভে অবস্থান করিবে, তখন কংস (তোমাদের পিতা কালনেমিরই অবতার) গর্ভস্থ বালক তোমাদের সকলকে বধ করিবে ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জন্! তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াই ভগবান্ বিষ্ণু পাতাললোকে গমন করিলেন, যেখানে সেই ষড়্গর্ভ নামক অসুরগণ সংযতপরাণ হইয়া জলের মধ্যে গর্ভগৃহে শয়ন করিয়া আছে ॥ ২৪

তিনি দেখিলেন—ষড়্গর্ভ নামক সমস্ত দৈত্যগণ কালরূপিণী নিদ্রার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জলের মধ্যে গর্ভগৃহে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৫

তখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ংরূপে (মায়াবলে) তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাহাদের সকল জীবনকে আকর্ষণ করিয়া নিদ্রাদেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ২৬

তারপর সত্যপরাক্রমী ভগবান্ বিষ্ণু সেই নিদ্রাকে বলিলেন—নিদ্রে! তুমি আমার প্রেরণায় দেবকীর গৃহের নিকটে গমন কর ॥ ২৭

এই সকল জীবন হইল—ষড়্গর্ভ নামক শ্রেষ্ঠ দানব। তুমি ইহাদের লইয়া গিয়া ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপিত কর ॥ ২৮

এই সব গর্ভ জন্মগ্রহণ করিলে পর এবং কংসের দ্বারা যমগৃহে নীত হইলে পর যখন কংসের প্রযত্ন নিষ্ফল হইবে ও দেবকীর পরিশ্রম সফল হইবে, তখন আমি তোমার উপর বিশেষ কৃপা করিব। দেবী! সেই সময় হইতেই ভূতলে তোমার প্রভাব আমার প্রভাবের সমানই হইয়া যাইবে, যাহার দ্বারা তুমি সম্পূর্ণ জগতের আরাধ্যা দেবী হইবে ॥ ২৯-৩০

দেবকীর যে সপ্তম গর্ভ হইবে, তাহা আমারই সৌম্য অংশে

সঙ্কর্ষণাত্তু গর্ভস্য স তু সঙ্কর্ষণো যুবা
ভবিষ্যত্যগ্রজো ভ্রাতা মম সীতাংশুদর্শনঃ ॥ ৩১
পতিতো দেবকীগর্ভঃ সপ্তমোঽয়ং ভয়াদিতি।
অষ্টমে ময়ি গর্ভস্থে কংসো যত্নং করিষ্যতি ॥ ৩২
যা তু সা নন্দগোপস্য পত্নিতা ভুবি বিশ্রুতা
যশোদা নাম ভদ্রং তে ভার্যা গোপকুলোদ্বহা ॥৩৩
তস্যাস্ত্বং নবমো গর্ভঃ কুলেঽস্মাকং ভবিষ্যসি
নবম্যামেব সঞ্জাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ ॥ ৩৪
অহং ত্বভিজিতো যোগে নিশায়াং যৌবনে স্থিতে
অর্দ্ধরাত্রে করিষ্যামি গর্ভমোক্ষং যথাসুখম ॥ ৩৫
অষ্টমস্য তু মাসস্য ভ্রাতাবাবাং ততঃ সমম্।
প্রাপ্স্যাবো গর্ভবাত্যাসং প্রাপ্তে কংসস্য নাশনে ॥ ৩৬

অহং যশোদাং যাস্যামি ত্বং দেবি ভব দেবকী।
আবয়োর্গর্ভসংযোগে কংসো গচ্ছতু মূঢ়তাম্ ॥ ৩৮
ততস্ত্বাং গৃহ্য চরণে শিলায়াং পাতয়িষ্যতি।
নিরস্যমানা গগনে স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৩৯
মচ্ছরীরসদৃশী কৃষ্ণা সঙ্কর্ষণসমাননা
বিভ্রতী বিপুলৌ বাহু মম বাহূপমৌ দিবি ॥ ৪০
ত্রিশিখঃ শূলমুত্তমা খড়্গঞ্চ কনকৎসরুম্।
পাত্রীঞ্চ পূর্ণাং মধুনা পঙ্কজঞ্চ সুনির্মলম্ ॥ ৪১
নীলকৌশেয়সংবীতা পীতেনোত্তরবাসসা।
শক্তিরশ্মিপ্রকাশেন হারেণোরসি রাজতা ॥ ৪২
দিব্যকুণ্ডলপূর্ণাভ্যাং শ্রবণাভ্যাং বিভূষিতা।
চন্দ্রসাপত্নচুতেন মুখেন ত্বং বিরাজিতা ॥ ৪৩

সঙ্কর্ষণ করিবে এবং আমার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইবে। সেই গর্ভ যখন সাত মাস পূর্ণ হইবে, তখন আমি সেই সপ্তম মাসেই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া নিয়া রোহিণী দেবীর গর্ভে স্থাপিত করিয়া দিব। ৩১

গর্ভের সঙ্কর্ষণ হওয়ায় সেই শুভ্রবর্ণ বীর 'সঙ্কর্ষণ' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। চন্দ্রের কিরণতুল্য গৌরবর্ণ রূপে দর্শনীয় সেই ভ্রাতা আমার অগ্রজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইবে।৩২

সেই সময় সকল মানুষ এই কথা বলিবে যে, দেবকীর সপ্তম গর্ভ কংসের ভয়ে পতিত হইয়া গিয়াছে। অষ্টম পুত্ররূপে যখন আমি গর্ভে থাকিব, তখন কংস আমাকেও বধ করিবার জন্য যত্ন করিবে। ৩৩

দেবি। তোমার কল্যাণ হউক। সেই সময় কৃষ্ণকুলে 'যশোদা' নামে বিখ্যাত নন্দগোপের যে প্রিয়া পত্নী থাকিবে, সে গোপকুলের বংশধারা রক্ষা করিবে। ৩৪

তুমি তাহারই নবম গর্ভরূপে আমাদের কুলে উৎপন্না হইবে। এই নবম সংখ্যা দেবকী দেবীর অষ্টম পুত্র হইতে অধিক নিতে হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যোগনিদ্রাদেবীও কিছু কালের জন্য দেবকীদেবীর উদরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতেই তোমার জন্ম হইবে। (এই বাক্যে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ রাত্রিতে অষ্টমী তিথির পর নবমী তিথি হইলে যশোদার গর্ভ হইতে যোগনিদ্রাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল)। ৩৫

যখন রাত্রি দুইযাম অর্থাৎ অর্দ্ধভাগে উপনীত হইবে, সেই রাত্রের সময় অভিজিৎ মুহূর্তযোগে আমি সুখপূর্বক গর্ভবাস ত্যাগ করিব অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইব। ৩৬

আমরা দুই ভ্রাতা, ভগিনী গর্ভের অষ্টম মাসেই জন্ম গ্রহণ করিব। তারপর কংসের ভাগ্য বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে পর আমরা উভয়ে একসঙ্গে গর্ভব্যত্যাস প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ আমাদের উভয়ের স্থান পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ৩৭

দেবি! সেই পরিবর্তনে আমি মাতা যশোদার নিকটে যাইব এবং তুমি মাতা দেবকীর নিকটে আসিও। আমাদের উভয়ের এই পরিবর্তিত গর্ভসংযোগ-বিষয়ে কংস মূঢ়তাম প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ সে এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিবে না। ৩৮

তারপর কংস তোমার দুই পদ ধারণ করিয়া তোমাকে শিলার উপরে পাতিত করিবে, কিন্তু তুমি তাহার হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৩৯

তোমার অঙ্গকান্তি আমারই সমান শ্যামবর্ণ হইবে, কিন্তু তোমার মুখ ভ্রাতা সঙ্কর্ষণের ন্যায় গৌরবর্ণ হইবে। তুমি আকাশেই আমার দুই বাহুর তুল্য আরও দুইটি হৃষ্ট-পুষ্ট বিশাল বাহু ধারণ করিবে।৪০

তোমার চার বাহুর মধ্যে এক বাহুতে তিনশিখাযুক্ত শূল (ত্রিশূল) থাকিবে, অন্য বাহুতে স্বর্ণমূষ্টিযুক্ত তরবারি থাকিবে, তৃতীয় হস্তে মধুপূর্ণ পাত্র (পানপাত্র) থাকিবে এবং চতুর্থ হস্তে সুনির্মল পদ্ম থাকিবে। ৪১

তোমার শ্রীঅঙ্গে নীলবর্ণের রেশমী শাড়ী শোভা পাইবে এবং তুমি পীতবর্ণের রেশমী চাদর গাত্রে ধারণ করিবে। তোমার বক্ষঃস্থলে চন্দ্রের কিরণতুল্য প্রকাশমান শ্বেত হার শোভিত থাকিবে। ৪২

দিব্য দুই কুণ্ডলের দ্বারা মণ্ডিত কর্ণযুগল তোমাকে বিভূষিত করিবে। চন্দ্রের সপত্নরূপ অর্থাৎ তাহার শোভাকেও অপহরণকারী নিজের মনোরম মুখের দ্বারা তুমি অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত হইবে। ৪৩

মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা।
ভুজগাভৈর্ভুজৈর্ভীমৈর্ভূষয়ন্তী দিশো দশ ॥ ৪৪
ধ্বজেন শিখিবর্হেণ উচ্ছ্রিতেন বিরাজতা।
অঙ্গদেন মযূরাণামঙ্গদেন চ ভাস্বতা ॥ ৪৫
কীর্ণা ভূতগণৈর্ঘোরৈর্নিয়োগাদুপবর্ত্তিনী।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং ত্বং গমিষ্যসি ॥ ৪৬
তত্র ত্বাং শতধৃক্ শক্রো মৎপ্রদিষ্টেন কর্ম্মণা।
অভিষেকেণ দিব্যেন দৈবতৈঃ সহ যোক্ষ্যসে ॥ ৪৭
তত্রৈব ত্বাং ভগিন্যর্থে গ্রহীষ্যন্তি স বাসবঃ।
কুশিকস্য তু গোত্রেণ কৌশিকী ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৪৮
স তে বিন্ধ্যো নগশ্রেষ্ঠে স্থানং দাস্যতি শাশ্বতম্।
ততঃ স্থানসহস্রৈস্ত্বং পৃথিবীং শোভয়িষ্যসি ॥ ৪৯
ত্রৈলোক্যচারিণী সা ত্বং ভুবি সত্যোপযাচনা।
চরিষ্যতি মহাভাগে বরদা কামরূপিণী ॥ ৫০
তত্র শুম্ভ-নিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিণৌ।
তৌ চ কৃত্বা মনসি মাং দাস্যুগৌ নাশয়িষ্যসি ॥ ৫১
কৃত্বানুযাত্রাং ভূতৈস্ত্বং সুরামাংসবলিপ্রিয়া।
ভিত্বৌ নবম্যাং পূজাং ত্বং প্রাপ্স্যসে সপশুক্রিয়াম্ ॥ ৫২
যে চ ত্বাং মৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণমিষ্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং ন দুর্লভঃ কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা ॥ ৫৩
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে।
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্ ॥ ৫৪
ত্বাং তু স্তোষ্যন্তি যে ভক্ত্যা স্তবেনানেন বৈ শুভে।
তথাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি ভারাবতরণে নিদ্রাসংবিজ্ঞানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তোমার মস্তকে বিচিত্র মুকুট ও শোভাপূর্ণ কেশবন্ধ থাকিবে। সর্পগণের প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত নিজের ভয়ানক বাহুসকলের দ্বারা তুমি দশদিকের শোভাবর্দ্ধন করিবে। ৪৪

ময়ূরপক্ষবিভূষিত উচ্চ ধ্বজ ও ময়ূর-পুচ্ছদ্বারা নির্ম্মিত প্রকাশমান অঙ্গদে বাহুভূষণ-বলয়ে তুমি প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ৪৫

ভয়ঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ও আমার আদেশের বশীভূতা হইয়া তুমি সদা কুমারী থাকিবার ব্রত গ্রহণ করত স্বর্গলোকে গমন করিবে। ৪৬

সেস্থানে দেবগণের সহিত সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য সম্প্রদান করিবার জন্য দিব্য বিধিসহকারে তোমার অভিষেক করিবে। ৪৭

সেস্থানেই ইন্দ্র নিজের ভগিনীরূপে তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। কুশিক-গোত্রের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকায় তুমি 'কৌশিকী' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। ৪৮

সেই দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্ব্বতে তোমাকে শাশ্বত স্থান প্রদান করিবে। তাহারপর তুমি নিজের সহস্র স্থানসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সুশোভিত করিবে। ৪৯

মহাভাগে! তুমি ইচ্ছানুসারে রূপধারিণী ও বরদায়িনী হইয়া তিন লোকে বিচরণ করিবে। তোমার নিকটে কৃত উপযাচনা (মানত—মানসিক) অবশ্য সফল হইবে। ৫০

সেস্থানে আমাকে মনে করিয়া অর্থাৎ আমার ধ্যান করিয়া তুমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিচরণকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দানবকে তাহাদের অনুগামীর সহিত বিনাশ করিবে। ৫১

সে স্থানে তোমার মদ্যযুক্ত ও মাংসমিশ্রিত বলি (উপহার-সামগ্রী) প্রিয় হইবে এবং সকল লোক বারংবার তোমার তীর্থ-যাত্রা করিয়া নবমী তিথিতে পশুপূজন কর্ম্মের সহিত তোমার পূজা করিবে এবং তুমি সেই পূজা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবে। ৫২

যাহারা আমার প্রভাব জানে, সেই সব মানুষ যদি তোমাকে প্রণাম করে, তবে তাহাদের পক্ষে পুত্র অথবা ধনাদি কোনও বস্তুই দুর্লভ হইবে না। ৫৩

দুর্গম স্থানসমূহে পতিত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত, মহাসাগরের জলে নিমজ্জিত এবং দস্যুগণের দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সঙ্কটাপন্ন মনুষ্যগণের তুমিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইবে। ৫৪

মঙ্গলময়ী দেবি! যে মানুষ ভক্তি সহকারে এই স্তোত্রের দ্বারা (তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণিত) তোমার স্তব করিবে, তাহার নিকট আমি অদৃশ্য থাকি না এবং সেই মানুষও আমার দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকে না অর্থাৎ সেই মানুষ আমার কৃপা দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় ॥৫৫

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পৃথিবীর ভার অবতরণ-প্রসঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিদ্রাদেবীকে কর্ত্তব্য-জ্ঞাপন-বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[আর্যা-স্তুতিঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আর্য্যাস্তবং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা।
নারায়ণীং নমস্যামি দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১
ত্বং হি সিদ্ধির্ধৃতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বিদ্যা সন্নতির্মতিঃ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা কালরাত্রিস্তথৈব চ ॥ ২
আর্য্যা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্মচারিণী।
জননী সিন্ধুসেনস্য উগ্রচারী মহাবলা ॥ ৩
জয়া চ বিজয়া চৈব পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্ষমা দয়া।
জ্যেষ্ঠা যমস্য ভগিনী নীল-কৌশেয়বাসিনী ॥৪
বহুরূপা বিরূপা চ অনেকবিধিচারিণী।
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিরক্ষিণী ॥ ৫
পর্ব্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ
বাসস্তব মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ ॥ ৬
শবরৈর্বর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছবলিনী লোকান্ ক্রমসি সর্ব্বদঃ ॥ ৭
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা
ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যাবাসিভিরুদ্ধতা ॥ ৮
ত্রিশূল-পট্টিশধরা সূর্য্যচন্দ্রপতাকিনী।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী তথা ॥ ৯
ভগিনী বলদেবস্য রজনী কলহপ্রিয়া
আবাসঃ সর্ব্বভূতানাং নিষ্ঠা চ পরমা গতিঃ ॥ ১০
নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা।
চীরবাসাঃ সুবাসাশ্চ রৌদ্রী সন্ধ্যাচরী নিশা ॥ ১১
প্রকীর্ণকেশী মৃত্যুশ্চ সুরামাংসবলিপ্রিয়া।
লক্ষ্মীরলক্ষ্মীরূপেণ দানবানাং বধায় চ ॥ ১২
সাবিত্রী চাপি দেবানাং মাতা ভূতগণস্য চ
কন্যানাং ব্রহ্মচর্য্যত্বং সৌভাগ্যং প্রমদাসু চ ॥ ১৩

তৃতীয় অধ্যায়।

[আর্য্যার স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! পুরাকালে যেরূপ ঋষিগণ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি আর্য্যাদেবীর স্তুতি বর্ণনা করিব। আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বরী নারায়ণী দেবীকে নমস্কার করিতেছি। ১

দেবি! তুমি সিদ্ধি, ধৃতি, কীর্ত্তি, শ্রী, বিদ্যা, সন্নতি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা ও কালরাত্রিস্বরূপা। ২

আর্য্যা, কাত্যায়নী, দেবী, কৌশিকী, ব্রহ্মচারিণী, সিন্ধুসেনের (কুমার কার্ত্তিকেয়ের) জননী, উগ্রচারিণী এবং মহাবলশালিনী। ৩

জয়া, বিজয়া, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষমা, দয়া, যমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং নীলবর্ণের রেশমী শাড়ী-পরিহিতা। ৪

তোমার বহু রূপ আছে বলিয়া তুমি বহুরূপী। বিকরাল রূপ ধারণ করায় তুমি বিরূপা। অনেক প্রকার বিধিনিষেধের আচরণকারিণী। তিনটি নয়ন থাকায় নয়ন বিরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইজন্য তুমি বিরূপাক্ষী। তোমার নয়নত্রয় অতি বিশাল বলিয়া তুমি বিশালাক্ষী। তুমি সর্ব্বদা নিজের ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাক। ৫

মহাদেবি! পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর শিখরে, নদীসমূহে, গুহাসমূহে এবং বন-উপবনসমূহে তোমার নিবাস। ৬

শবর, বর্ব্বর এবং পুলিন্দগণও তোমার উত্তমরূপে পূজা করিয়াছে, তুমি ময়ূর-পুচ্ছের অলঙ্কার সুশোভিত ও ক্রমশঃ সকল লোকে বিচরণ কর। ৭

কুক্কুর, ছাগল, মেষ, সিংহ ও বাঘ্রাদি পশু-পক্ষীরা সর্ব্বদা তোমাকে পরিবৃত করিয়া রাখে। তোমার নিকট ঘণ্টার ধ্বনি অধিক হয়। তুমি বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাত। ৮

দেবি! তুমি ত্রিশূল ও পট্টিশ ধারণ করিয়া থাক। তোমার পতাকার উপর সূর্য্য ও চন্দ্রের চিহ্ন আছে। তুমি প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের নবমী ও শুক্লপক্ষের একাদশী। ৯

তুমি বলরামের ভগিনী। রাত্রি তোমার স্বরূপ, কলহ তোমার অতিশয় প্রিয়। তুমি সমস্ত ভূতগণের আবাসস্থান, নিষ্ঠা ও পরমগতি। ১০

তুমি নন্দগোপের কন্যা, দেবগণের বিজয়সম্পাদিকা, চীর বস্ত্রধারিণী (সুবাসিনী), রৌদ্রী, সন্ধ্যাকালে বিচরণকারিণী ও রাত্রিস্বরূপা। ১১

তোমার কেশগুচ্ছ চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। তুমি প্রাণিগণের মৃত্যু। মদ্য ও মাংসযুক্ত বলি (উপহার) তোমাদের প্রিয়। তুমি লক্ষ্মী, কিন্তু দানবগণের বধের জন্য অলক্ষ্মী হইয়া যাও। ১২

তুমি সাবিত্রী, দেবগণের মাতা, অদিতি ও সমস্ত ভূতবৃন্দের জননী। কন্যাদিগের ব্রহ্মচর্য্য তুমিই এবং বিবাহিতা যুবতীগণের সৌভাগ্যও তুমিই। ১৩

অন্তর্বেদী চ যজ্ঞানামৃত্বিজাং চৈব দক্ষিণা।
কর্ষকাণাঞ্চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ ॥ ১৪
সিদ্ধিঃ সাংযাত্রিকাণাং ত্বং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
যক্ষাণাং প্রথমা যক্ষী নাগানাং সুরসেতি চ ॥ ১৫
ব্রহ্মবাদিন্যথো দীক্ষা শোভা চ পরমা তথা
জ্যোতিষাং ত্বং প্রভা দেবি নক্ষত্রাণাঞ্চ রোহিণী ॥ ১৬
রাজদ্বারেষু তীর্থেষু নদীনাং সঙ্গমেষু চ
পূর্ণা চ পূর্ণিমা চন্দ্রে কৃত্তিবাসা ইতি স্মৃতা ॥ ১৭
সরস্বতী চ বাল্মীকে স্মৃতির্দ্বৈপায়নে তথা।
ঋষীণাং ধর্মবুদ্ধিস্ত্বং দেবানাং মানসী তথা ॥ ১৮
সুরা দেবী তু ভূতেষু ভূয়সে ত্বং স্বকর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রস্য চারুদৃষ্টিত্বং সহস্রনয়নেতি চ ॥ ১৯
তাপসানাঞ্চ দেবী ত্বমরণী চাগ্নিহোত্রিণাম্।
ক্ষুধা চ সর্বভূতানাং তৃপ্তিত্বং দৈবতেষু চ ॥ ২০
স্বাহা তৃপ্তির্ধৃতির্মেধা বসূনাং ত্বং বসুমতী।
আশা ত্বং মানুষাণাঞ্চ পুষ্টিস্ত্বং কৃতকর্ম্মণাম্ ॥ ২১
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব তথা ত্বমসি প্রভা।
শকুনী পূতনা ত্বঞ্চ রেবতী চ সুদারুণা ॥ ২২
নিদ্রাপি সর্বভূতানাং মোহিনী ক্ষত্রিয়া তথা।
বিদ্যানাং ব্রহ্মবিদ্যা ত্বমোঙ্কারোঽথ বষট্ তথা ॥ ২৩
নারীণাং পার্বতীঞ্চ ত্বাং পৌরাণীমৃষয়ো বিদুঃ।
অরুন্ধতী চ সাধ্বীনাং প্রজাপতিবচো যথা ॥ ২৪
পর্য্যায়নামভির্দিবৌরিন্দ্রাণী চেতি বিশ্রুতা।
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৫
সংগ্রামেষু চ সর্বেষু অগ্নিপ্রজ্বলিতেষু চ।
নদীতীরেষু চৌরেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ ॥ ২৬
প্রবাসে রাজবন্ধে চ শত্রূণাঞ্চ প্রমর্দ্দনে।
প্রাণাত্যয়েষু সর্বেষু ত্বং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনস্ত্বয়ি।
রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৮

তুমি যজ্ঞসমূহের অন্তর্বেদী এবং ঋত্বিগ্‌গণের দক্ষিণা। কৃষক-গণের সীতা (হলচালনায় উৎপন্ন রেখা) এবং সমস্ত প্রাণিগণকে ধারণকারিণী ধরণীও তুমিই ॥ ১৪

নৌকা ও অর্ণবপোতের (জাহাজের) সাহায্যে বাণিজ্যাদির জন্য যাত্রাকারী বণিগ্‌দিগের সিদ্ধি তুমি, তুমি সমুদ্রের বেলা (তীরভূমি), যক্ষগণের প্রথমা যক্ষী (কুবেরের মাতা) এবং নাগ-সকলের জননী সুরসা ॥ ১৫

দেবি! তুমি ব্রহ্মবাদিনী দীক্ষা ও পরম শোভা, জ্যোতিষ্ক-সকলের তুমি প্রভা এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে তুমি রোহিণী ॥ ১৬

রাজদ্বার, তীর্থ ও নদীসকলের সঙ্গমসমূহে তুমি পূর্ণ লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা; চন্দ্রে পূর্ণিমারূপে অবস্থিতা এবং তুমি কৃত্তিবাসা (ব্যাঘ্রচর্মকে বস্ত্ররূপে পরিধানকারিণী)। ১৭

তুমি মহর্ষি বাল্মীকিতে সরস্বতীরূপে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসে স্মৃতিরূপে এবং ঋষি-মুনিগণে ধর্মবুদ্ধিরূপে নিত্য অবস্থিতা। দেবতাদিগের সত্তাসদ্ভবরূপী চিত্তবৃত্তিও তুমিই ॥ ১৮

তুমি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সুরা দেবী এবং স্বীয় কর্মের দ্বারা সদা প্রশংসিত। ইন্দ্রের মনোহর দৃষ্টিও তুমিই; সহস্রনয়নে যুক্ত থাকায় তুমি সহস্রনয়না নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৯

তুমি তপস্বী মুনিগণের দেবী, অগ্নিহোত্রপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের অরণী, তুমি সমস্ত ভূতগণের ক্ষুধা এবং দেবতাসকলের মধ্যে সতত অবস্থিত তৃপ্তি তুমিই ॥ ২০

তুমি স্বাহা, তৃপ্তি, ধৃতি ও মেধা। বসুগণের তুমি বসুমতী, তুমি মনুষ্যগণের আশা এবং কৃতকর্মা পুরুষগণের পুষ্টি ॥ ২১

তুমি দিক্ (পূর্বাদি চারি), বিদিক্ (ঈশানাদি চারি কোণ), অগ্নিশিখা, প্রভা, শকুনী, পূতনা ও অত্যন্ত দারুণা রেবতী ॥ ২২

সমস্ত ভূতগণের মোহকারিকা নিদ্রাও তুমি। তুমি ক্ষত্রিয়া (পালনী শক্তি), তুমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি ওঙ্কার ও বষট্‌কার-স্বরূপ ॥ ২৩

ঋষিগণ তোমাকে নারীদিগের মধ্যে পুরাণপ্রসিদ্ধ পার্বতী-দেবী রূপে জানেন। তুমি সাধ্বী স্ত্রীদিগের মধ্যে অরুন্ধতী—যেরূপ প্রজাপতি বলিয়াছেন ॥ ২৪

তুমি নিজের পর্য্যায়বাচী দিবৌ নামসমূহের দ্বারা ইন্দ্রাণী—এই নামে বিখ্যাত! তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমময় জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ ॥ ২৫

সর্ববিধ সংগ্রামস্থলে, অগ্নিপ্রজ্বলিত গৃহে, নদীর তীরে, চৌরমধ্যে, দুর্গম স্থানে, ভয়সমূহে, প্রবাসে, রাজার দ্বারা বন্ধন-গ্রস্ত হইলে, শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করিবার সময় এবং সর্বপ্রকার প্রাণসঙ্কটকালে তুমিই সকলের রক্ষাকারিণী—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৬-২৭

ইমং যঃ স্তুতবং দিব্যমিতি ব্যাসপ্রকল্পিতম্ ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ২৯
ত্রিভির্মাসৈঃ কাঙ্ক্ষিতঞ্চ ফলং বৈ সম্প্রযচ্ছসি ।
ষড়্ভির্মাসৈর্বরিষ্ঠঞ্চ বরমেকং প্রযচ্ছসি ॥ ৩০
অর্চ্চিতা তু ত্রিভির্মাসৈর্দিব্যং চক্ষুঃ প্রযচ্ছসি
সংবৎসরেণ সিদ্ধিঞ্চ যথাকামং প্রযচ্ছসি ॥ ৩১
সত্যং ব্রহ্ম চ দিব্যঞ্চ দ্বৈপায়নবচো যথা
নৃণাং বধ্বং বধং ঘোরং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥ ৩২
ব্যাধিমৃত্যুভয়ঞ্চৈব পূজিতা শময়িষ্যসি
ভবিষ্যসি মহাভাগে বরদা কামরূপিণী ॥ ৩৩

মোহয়িত্বা চ তং কংসমেকা ত্বং ত্রৈলোক্যমে জগৎ
অহমপ্যাত্মনো বৃত্তিং বিধাস্যে গোষু গোপবৎ ॥৩৪
স্বয়ঞ্চার্থমহঞ্চৈব করিষ্যে কংসগোপতাম্
এবং তাং স সমাদিশ্য গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ।৩৫
সা চাপি তং নমস্কৃত্য তথাস্ত্বিতি চ নিশ্চিতা ॥ ৩৬
যশ্চৈতৎ পঠতে স্তোত্রং শৃণুয়াদ্বাপ্যতন্দ্রিতঃ ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিং লভতে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
স্বপ্নগর্ভবিধানে আর্য্যাস্তুতৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

দেবি ! আমার হৃদয় তোমাতে আসক্ত, আমার চিত্ত ও মন তোমারই চিন্তায় ও মননে নিরত আছে। তুমি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং কৃপা কর ॥ ২৮

যে মানুষ আমার (বিষ্ণুর) দ্বারা কৃত এবং ব্যাসদেব কর্তৃক পদ্যাকারে আবদ্ধ এই দিব্য সুন্দর স্তোত্র প্রাতঃকালে উঠিয়া শুদ্ধ ভাবে সংযত চিত্ত হইয়া পাঠ করে, তাহাকে তুমি তিন মাসের মধ্যেই মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান কর এবং যে ব্যক্তি ছয় মাস যাবৎ প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তিকে কোনও এক বিশিষ্ট বর দান করিয়া থাক ॥ ২৯-৩০

তিন মাস পর্য্যন্ত পূজিতা হইলে পর তুমি উপাসককে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাক এবং এক বর্ষ পর্য্যন্ত আরাধনা করিলে তাহাকে তুমি তাহার ইচ্ছানুসারে সিদ্ধি দান কর ॥ ৩১

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে তুমি সত্য ও দিব্য ব্রহ্মস্বরূপা। মহাভাগে ! তুমি পূজিতা হইলে পর মনুষ্যগণের বন্ধন, ভয়ানক বধ, পুত্র ও ধননাশ এবং রোগ ও মৃত্যু-ভয় দূর করিয়া থাক এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিয়া উপাসকের জন্য বরদায়িনী হও ॥ ৩২-৩৩

কেবল ইহাই নহে, তুমি সেই কংসকে মোহগ্রস্ত করিয়া একাকিনীই এই সম্পূর্ণ জগৎকে উপভোগ করিবে। আমি ব্রজভূমিতে গোপগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া গোপের ন্যায় নিজের বৃত্তি পালন করিয়া যাইব ॥ ৩৪

আমি নিজের পুষ্টির জন্য কংসের গোচারণ করিব। সেই যোগনিদ্রাকে এই আদেশ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৫

সেই সময় এই দেবীও তাঁহাকে নমস্কার করত 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে নিশ্চিত করিলেন ॥ ৩৬

যে মানুষ বারংবার এই স্তোত্র পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সেই মানুষ নিজের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে স্বপ্নগর্ভবিধান এবং আর্য্যাদেবীর স্তুতিবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[কংসেন দেবক্যা নবজাতানাং শিশূনাং হত্যা, যোগ-মায়য়া সপ্তমগর্ভস্য সঙ্কর্ষণম, শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাবঃ, নন্দভবনে প্রবেশশ্চ, কংসেন নন্দকন্যায়া বিনাশে চেষ্টা, তস্মৈ দিব্যরূপেণ দেব্যা দর্শনদানম, দেবকীসমীপে কংসস্য ক্ষমা-প্রার্থনা, দেবক্যা তস্য ক্ষমা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃতে গর্ভবিধানে তু দেবকী দেবতোপমা।
জগ্রাহ সপ্ত তান্ গর্ভান্ যথাবৎ সমুদাহৃতান্ ॥ ১

ষড়্‌গর্ভান্নিঃসৃতান্ কংসস্তান্ জঘান শিলাতলে।
আপন্নঃ সপ্তমং গর্ভং সা নিনায়াপ রোহিণীম্ ॥ ২

অর্দ্ধরাত্রে স্থিতং গর্ভং পাতয়ন্তী রজস্বলা।
নিদ্রয়া সহসাবিষ্টা পপাত ধরণীতলে ॥ ৩

সা স্বপ্নমিব তং দৃষ্ট্বা স্বে গর্ভং নিঃসৃতমাত্মনঃ।
অপশ্যন্তী চ তং গর্ভং মুহূর্ত্তং ব্যথিতাভবৎ ॥ ৪

তামাহ নিদ্রা সংবিগ্নাং নৈশে তমসি রোহিণীম্।
রোহিণীমিব সোমস্য বসুদেবস্য ধীমতঃ ॥ ৫

কর্ষণেনাস্য গর্ভস্য স্বগর্ভে চাহিতস্য বৈ।
সঙ্কর্ষণো নাম সুতঃ শুভে তব ভবিষ্যতি ॥ ৬

সা তং পুত্রমবাপ্যৈবং হৃষ্টা কিঞ্চিদবাঙ্মুখী
বিবেশ রোহিণী বেশ্ম সুপ্রভা রোহিণী যথা ॥ ৭

তস্য গর্ভস্য মার্গেণ গর্ভমাধত্ত দেবকী।
যদর্থং সপ্ত তে গর্ভাঃ কংসেন বিনিপাতিতাঃ ॥ ৮

তং তু গর্ভং প্রযত্নেন রক্ষতস্তস্য মন্থিনঃ
সোঽপাত্রে গর্ভবসতৌ বসত্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ ॥ ৯

যশোদাপি সমাধত্ত গর্ভং তদ্বদ্ধরেরেব তু
বিষ্ণোঃ শক্তীরজাঃ নিদ্রাং বিষ্ণুনির্দ্দেশকারিণীম্ ॥ ১০

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥ ১১

যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
তামেব রজনীং কন্যাং যশোদাপি ব্যজায়ত ॥ ১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[কংস কর্ত্তৃক দেবকীর নবজাত শিশুসমূহকে হত্যা, যোগমায়া দ্বারা সপ্তম গর্ভের সঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও নন্দভবনে প্রবেশ, কংস কর্ত্তৃক নন্দকন্যাকে বধ করিবার চেষ্টা, তাহাকে দিব্যরূপে দেবীর দর্শনদান, দেবকীনিকটে কংসের ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেবকী কর্ত্তৃক তাহাকে ক্ষমা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। অনন্তর পতিকর্ত্তৃক গর্ভাধান কার্য্য বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইলে পর দেবতাতুল্য তেজস্বিনী দেবকী পূর্ব্বকথিত সেই সপ্তম গর্ভ ক্রমশঃ যথাযথ ভাবে ধারণ করিলেন। ১

প্রথমে যে ছয়টি গর্ভ ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কংস তাহাদের সকলকেই প্রস্তরের উপরে আঘাত করিয়া বিনাশ করে। যখন সপ্তম গর্ভ উপস্থিত হইল, তখন যোগমায়া তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করিয়া দিলেন। ২

রজস্বলা রোহিণী অর্দ্ধরাত্রের সময় সেই নিজের মধ্যে স্থাপিত গর্ভকে পাতিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সহসা নিদ্রায় আবিষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন। ৩

তিনি নিজের উদর হইতে নির্গত গর্ভকে স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়া পুনরায় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া (কারণ, যোগমায়া দেবী উহাকে তখন অদৃশ্য করিয়া দিয়াছিলেন) মুহূর্ত্তকাল ব্যথিত হইলেন ॥ ৪

রাত্রির অন্ধকারে বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পত্নী রোহিণী নিদ্রার দ্বারা অভিভূতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। তিনি তখন সেই গর্ভের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্না ছিলেন, সেইজন্য নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বলিলেন। ৫

শুভে! তোমার উদরমধ্যে স্থাপিত এই যে গর্ভ, উহা আকর্ষণ করিয়া আনীত হওয়ায় তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ৬

এইভাবে সেই পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে প্রসন্না হইলেন, কিন্তু লজ্জায় তাঁহার মুখ কিছু অধোগামী হইল। তারপর রোহিণীদেবী উত্তম প্রভায় উদ্ভাসিতা রোহিণীর ন্যায় নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৭

অন্যদিকে দেবকীদেবীর সেই সপ্তম গর্ভের অন্বেষণ আরম্ভ হইল, এই সময়েই তিনি অষ্টম গর্ভ ধারণ করিলেন, যাহার জন্য কংস তাহার পূর্বের ছয়টি গর্ভই নষ্ট করিয়া পাতিত করিয়াছিল। ৮

কংসের মন্ত্রীরা অত্যন্ত যত্নসহকারে সেই অষ্টম গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ভগবান্ বিষ্ণুও স্বেচ্ছায় সেই গর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। ৯

সেই সময় যশোদাও (গোকুলে) ভগবান্ বিষ্ণুর আজ্ঞাপালন-কারিণী ও বিষ্ণুরই শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্না যোগনিদ্রা দেবীকে নিজের গর্ভে ধারণ করিলেন। ১০

গর্ভের সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই অষ্টম মাসে সেই দুই স্ত্রী—যশোদা ও রোহিণী দেবী প্রায়শঃ একই সঙ্গে প্রসব করিলেন ॥ ১১

বৃষ্ণিবংশের ত্রাণ বিধানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রাত্রিতে

নন্দগোপস্য ভার্যৈকা বসুদেবস্য চাপরা।
তুল্যকালঞ্চ গর্ভিণ্যৌ যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৩
দেবকাজনয়দ্ বিষ্ণুং যশোদা তাং তু দারিকাম্
মুহূর্তেঽভিজিতি প্রাপ্তে সার্দ্ধরাত্রে বিভূষিতে ॥ ১৪
সাগরাঃ সমকম্পন্ত চেলুশ্চ ধরণীধরাঃ।
জজ্বলুশ্চ প্রয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ১৫
শিবাশ্চ প্রববুর্বাতাঃ প্রশান্তমভবদ্ভুজঃ।
জ্যোতীংষ্যভিবাকাশন্ত জায়মানে জনার্দ্দনে ॥ ১৬
অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭
অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ
জায়মানো হি ভগবান্নয়নৈর্মোহয়ন্ প্রভুঃ ॥ ১৮
অনাহতো দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদন্ দিবি।
আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ ববর্ষ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ১৯

গীর্ভির্মঙ্গলযুক্তাভিঃ স্তবন্তো মধুসূদনম্
মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্বা উপতস্থুঃ সহাপ্সরাঃ ॥ ২০
জায়মানে হৃষীকেশে প্রজহৃষ্টুর্ভুবজ্জগৎ
ইন্দ্রশ্চ ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টাব মধুসূদনম্
বসুদেবশ্চ তং রাত্রৌ জাতং পুত্রমধোক্ষজম্
শ্রীবৎসলক্ষণং দৃষ্ট্বা যুতং দিব্যৈশ্চ লক্ষণৈঃ।
উবাচ বসুদেবস্তু রূপং সংহর বৈ প্রভো ॥ ২১
ভীতোঽহং দেব কংসস্য তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্
মম পুত্রা হতাস্তেন তব জ্যেষ্ঠাসুতেঽক্ষণে ॥ ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং চাচিন্ত্যমচ্যুতঃ
অনুজ্ঞাপ্য পিতুস্তেন নন্দগোপগৃহং নয় ॥ ২৩
বসুদেবস্তু সংগৃহ্য দারকং ক্ষিপ্রমেব চ।
যশোদায়া গৃহং রাত্রৌ বিবেশ সুতবৎসলঃ ॥ ২৪

আবির্ভূত হইলেন, সেই রাত্রিতেই যশোদাও একটি কন্যা প্রসব করিলেন। ১২

এক যশোদা নন্দগোপের ভার্যা ছিলেন এবং দ্বিতীয়া দেবকী বসুদেবের ভার্যা ছিলেন; ইঁহারা উভয়েই প্রায় একই সময়ে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ১৩

(অষ্টমমাসে) অর্দ্ধরাত্রের সময় সুন্দর অভিজিৎ মুহূর্তের যোগ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর দেবকীদেবী ভগবান্ বিষ্ণুকে পুত্ররূপে জন্মদান করিলেন এবং যশোদাদেবী ভগবতী যোগমায়াকে নিজের কন্যারূপে প্রসব করিলেন। ১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণকালীন সমস্ত নাগর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পৃথিবীধারণকারী শেষাদি নাগগণ বিচলিত হইলেন এবং নির্বাপিত অগ্নিসমূহ যতই জ্বলিয়া উঠিল। ১৫

শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণের সময় শীতল, অনুকূল ও সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধূলিজাল শান্ত হইয়া যাইল এবং গ্রহ ও নক্ষত্রসকল অতিশয় প্রকাশিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, সেই সময় অভিজিৎ নামক মুহূর্ত্ত ছিল, রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকায় অষ্টমীর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর (সেই রাত্রি 'জয়ন্তী' বলিয়া অভিহিত হইল। ১৭

অব্যক্ত, সনাতন, সূক্ষ্মরূপ, পাপহারী ও সর্বসমর্থ ভগবান্ নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়াই নিজের নয়নবায়ু সকলকে মোহিত করিয়া দিলেন। ১৮

স্বর্গলোকে বাদিত না হইলেও দেবগণের দুন্দুভিসকল স্বতই বাদিত হইয়া উঠিল। দেবেশ্বর ইন্দ্র আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৯

গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দের সহিত মহর্ষিগণ নিজেদের মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ২০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ হর্ষোল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবগণের সহিত ইন্দ্র ভগবান্ মধুসূদনের স্তব করিলেন। ২১

বসুদেবও রাত্রিকালে আবির্ভূত নিজের পুত্ররূপী ভগবান্ অধোক্ষজের স্তব করিলেন। তাঁহাকে শ্রীবৎসচিহ্ন ও দিব্য লক্ষণসমূহে সম্পন্ন দেখিয়া বসুদেব বলিলেন—প্রভো! আপনি নিজের স্বরূপকে সংবৃত করুন। ২২

দেব! আমি কংসের ভয়ে ভীত, সেইজন্য এই কথা বলিতেছি। কমললোচন! সে আমার বহু পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে, যাহারা তোমার অগ্রজ ভ্রাতা ছিল। ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! বসুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অচ্যুত পিতা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত তাঁহাকে বলিলেন—আপনি আমাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া চলুন (এবং তাহার নবজাত কন্যাকে এই স্থানে লইয়া আসুন)। এই কথা বলিয়া তিনি নিজের রূপ উপসংহার করিয়া লইলেন ॥২৩

তখন পুত্রবৎসল বসুদেব অতিসত্বর সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাত্রিকালে যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ২৪

যশোদায়াস্ত্বভিজাতস্তত্র নিক্ষিপ্য দারকম্
প্রগৃহ্য দারিকাঞ্চৈব দেবকীশয়নে স্থিতঃ ॥ ২৬
পরিবর্ত্তে কৃতে তাভ্যাং গর্ভাভ্যাং ভয়বিক্লবঃ।
বসুদেবঃ কৃতার্থো বৈ নির্জগাম নিবেশনাৎ ॥ ২৭
উগ্রসেনসুতায়াথ কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
নিবেদয়ামাস তদা তাং কন্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতঃ কংসো রক্ষিভিঃ সহবেগিভিঃ
আজগাম গৃহদ্বারং বসুদেবস্য বীর্য্যবান্ ॥ ২৯
স তত্র স্থিতঃ দ্বারি কিং জাতমিতি চাব্রবীৎ
দীয়তাং শীঘ্রমিত্যেবং বাগ্ভিঃ সমভিতর্জ্জয়ৎ ॥ ৩০
ততো হাহাকৃতাঃ সর্বা দেবকীভবনে স্ত্রিয়ঃ
উবাচ দেবকী দীনা বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৩১
দারিকা তু প্রজাতেতি কংসং সমভিযাচতী
শ্রীমন্তো মে হতাঃ সপ্ত পুত্রগর্ভাস্ত্বয়া বিভো ॥ ৩২

দারিকেয়ং হতৈবৈষা পশ্যস্ব যদি মন্যসে
দৃষ্ট্বা কংসস্তু তাং কন্যামাকৃষ্যত মুদা যতঃ ॥ ৩৩
হতৈবৈষা মম কন্যা ভাতেত্যুক্ত্বা বৃথামতিঃ
সা গর্ভশয়নে ক্ষিপ্তা গর্ভাস্ত্বদ্রিরমূর্দ্ধজা ॥ ৩৪
কংসস্য পুরতো হ্যস্তা পৃথিব্যাং পৃথিবীসমা
স চৈনাং গৃহ্য পুরুষঃ সমাবিধ্যাবধূয় চ ॥ ৩৫
উদ্যচ্ছন্নেব সহসা শিলায়াং সমপোথয়ৎ
সাবধূতা শিলাপৃষ্ঠেঽনিষ্পিষ্টা দিবমুৎপতৎ ॥ ৩৬
ত্যক্ত্বা গর্ভতনুং সা তু সহসা মুক্তমূর্দ্ধজা
জগাম কংসমাদিশ্য দিব্যস্রগনুলেপনা ॥ ৩৭
হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বলভূষিতা
কণ্ঠৈশ্চ সাঙ্গদৈর্দিব্যা দেবৈরভিষ্টুতা
নীলপীতাম্বরধরা গজকুম্ভোপমস্তনী।
রথবিস্তীর্ণজঘনা চন্দ্রবক্ত্রা চতুর্ভুজা ॥ ৩৯

কিন্তু যশোদাদেবী তাঁহার আগমনের কোন কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেখানে তিনি নিজের শিশুপুত্রকে রাখিয়া দিয়া তাঁহার নবজাত কন্যাকে লইয়া আগমন করত দেবকী দেবীর শয্যায় শুয়াইয়া দিলেন ॥ ২৬

এইভাবে সেই দুই নবজাত বালক-বালিকাকে পরিবর্তন করিয়া কৃতার্থ বসুদেব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ২৭

আনকদুন্দুভি নামে প্রসিদ্ধ সেই বসুদেব উগ্রসেনপুত্র কংসের নিকট গমন করত তাহাকে নিজের সুন্দরী কন্যার জন্মগ্রহণের সংবাদ জানাইলেন ॥ ২৮

ইহা শ্রবণ করত পরাক্রমশালী কংস ত্বরা সহকারে বেগগামী রক্ষিগণের সহিত বসুদেবের গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৯

সেই স্থানে দ্বারদেশে থাকিয়াই সত্বর জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ শিশু জন্মিয়াছে, ? তাহাকে শীঘ্র প্রদান কর, এই কথা বলিয়াই কংস বাক্যের দ্বারা তর্জন গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৩০

তখন দেবকীর গৃহে সমবেত সমস্ত স্ত্রীগণ হাহাকার করিতে লাগিল। দেবকীদেবী দীনভাবে অশ্রুগদ্গদ বাক্যে বলিলেন ॥৩১

প্রভো। এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা বলিয়া কংসের নিকট তাহার জন্য যাচ্ঞা করিতে করিতে বলিলেন—তুমি আমার গর্ভজাত সাতটি সুন্দর ও তেজস্বী পুত্রকে বধ করিয়াছ ॥ ৩২

আর এই শিশু কন্যা, এত নিজেই মরিয়া গিয়াছে। দেখ, যদি তুমি আমার কথা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে এই কন্যাকে তুমি আমায় প্রদান কর। কংস সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং মনে মনে আনন্দিত হইল ॥ ৩৩

সে বলিল—যখন এই কন্যা স্বয়ং মৃতাই হইয়াছে, তখন এই কন্যা তুমিয়াছে বলিয়া তাহার দিকে মন আকর্ষণ বৃথা এই কন্যা এখনও গর্ভশয়নের ক্লেশে পীড়িতা, ইহার কেশ এখন পর্যন্ত জলে আর্দ্র। সেই অবস্থায় কন্যা পৃথিবীরই ন্যায় নিশ্চল মনে হইতেছিল। সেই দুরাত্মা কংস তাহাকে ধরিয়া ঘুরাইয়া তুচ্ছ মনে করত উপর হইতেই সহসা প্রস্তরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৪-৩৫

সেই কন্যা প্রস্তরের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেও চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার পূর্বেই আকাশে উঠিয়া যাইলেন। সেই গর্ভ দেহ ত্যাগ করিয়া কংসকে তিরস্কার করিতে করিতে দেবী যোগমায়া সহসা আকাশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার কেশ-গুচ্ছ বাঁধা ছিল না। দিব্য পুষ্পের মালা ও অনুলেপন তিনি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬-৩৭

হারের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ সুশোভিত ছিল। মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট ভূষিত ছিল। তিনি তখনই চিরকালের জন্যই কন্যা (কুমারী) হইয়া যাইলেন। তাঁহার আকৃতি দিব্য ছিল এবং সমস্ত দেবগণ তখন তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ৩৮

তিনি নিজের দেহে তখন নীল ও পীতবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উন্নত স্তনদ্বয় তখন হস্তীর কুম্ভস্থলের ন্যায়

বিদ্যুদ্বিস্পষ্টবর্ণাভা বালার্কসদৃশেক্ষণা
পয়োধরস্তনবতী সন্ধ্যেব সপয়োধরা ॥ ৪০
সা বৈ নিশি তমোগ্রস্তে বভৌ ভূতগণাকুলে
নৃত্যতী হসতী চৈব বিপরীতেন ভাস্বতী ॥ ৪১
বিহায়সি গতা রৌদ্রা পপৌ পানমনুত্তমম্
জহাস চ মহাহাসং কংসঞ্চ ক্রুষিতোব্রবীৎ ॥ ৪২
কংস কংসাস্ত্বনাশায় ত্বদ্বধঃ ঘোষিতো ময়া
সহসা চ সমুৎক্ষিপ্য শিলায়ামভিপোথিতা ॥ ৪৩
তস্মাত্ত্ববান্তকালেঽহং কৃষ্ণমাণস্য শত্রুণা।
পাটয়িত্বা করৈর্দেহমুষ্ণং পাস্যামি শোণিতম্ ॥ ৪৪
এবমুক্ত্বা বচো ঘোরং সা ঘণ্টেষ্টেন কর্মণা
যং সা দেবালয়ং দেবী সগণা বিচচার হ ॥ ৪৫

সা কন্যা বসুদেবে তত্র বৃষ্ণিসদ্মন্যুপস্থিতা
পুত্রবৎ পাল্যমানা সা বসুদেবাজ্ঞয়া তদা ॥ ৪৬
বিদ্ধি চৈনামযোৎপন্নামংশাদ্দেবীং প্রজাপতেঃ।
একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু ॥ ৪৭
তাং বৈ সর্বে সুমনসঃ পূজয়ন্তি স্ম যাদবাঃ।
দেববদ্দিবাবপুষা কৃষ্ণঃ সংরক্ষিতো যয়া ॥ ৪৮
তস্যাং গতায়াং কংসস্তু তাং মেনে মৃত্যুমাত্মনঃ।
বিবিক্তে দেবকীং চৈব রাঢ়িতঃ সমভাষত ॥ ৪৯

কংস উবাচ।

মৃত্যোঃ স্বসঃ কৃতো যত্নস্তব গর্ভা ময়া হতাঃ।
অন্য এবাদ্ভুতো দেবি মম মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ৫০

প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহার জঘনপ্রদেশ রম্ভের তুল্য বিস্তৃত ছিল, মুখচন্দ্র পূর্ণ মনোরম ছিল এবং চারিটি হস্ত ছিল ॥ ৩৯

তাঁহার অঙ্গকান্তি বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল, দুই নয়ন প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল এবং মেঘতুল্য উন্নত জঘনস্থ শোভা বিস্তার করিতেছিল। সেই দেবী তখন মেঘমণ্ডিত সন্ধ্যার ন্যায় শোভিত ছিলেন ॥ ৪০

অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রিকালে যখন ভূতগণ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তখন দীপ্তিমতী সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে, হাস্য করিতে করিতে ও উচ্চস্বরে সহকারে ক্রীড়া করিতে করিতে অদ্ভুত শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৪১

রৌদ্ররূপা (ঘোররূপা) দেবী আকাশে থাকিয়া অত্যুত্তম মধু পান করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। তারপর রোষভরে কংসকে বলিলেন ॥ ৪২

কংস। অরে কংস! তুই নিজেরই বিনাশের জন্য আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলি এবং সহসা আমাকে ধরিয়া পরে তুলিয়া প্রস্তরে আঘাত করিয়াছিলি, সেইজন্য আমিও তার বিনাশকালে যে সময় শত্রুর দ্বারা তুই আকৃষ্ট হইতে থাকিবি, সেই সময় আমি স্বীয় হস্তের দ্বারা তোর দেহ বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ (গরম গরম) রক্ত পান করিব ॥ ৪৩-৪৪

এরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য বলিয়া সেই দেবী নিজের অভীষ্ট পথে গেলেন (স্বীয় সখীগণের সহিত আকাশে ও দেবলোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

সেখানে বৃষ্ণিবংশীয় মনুষ্যগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া সেই কন্যা বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন এবং বসুদেবের আজ্ঞায় সেই সময় তিনি পুত্রের ন্যায় পালিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৬ *

জনমেজয়। তুমি এই দেবীকে প্রজাপালক ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও। ইনি এক হইয়া অনংশা—অংশরহিত অর্থাৎ অবিভক্ত ছিলেন, সেইজন্য ইহাকে একানংশা বলা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য যোগবলে কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ ৪৭

যদুকুলে উৎপন্ন সমস্ত দেবতাগণই এই দেবীকে আরাধ্যা দেবীর ন্যায় পূজা করিতেন; কারণ, ইনি স্বীয় দিব্য দেহে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

তিনি চলিয়া যাইলে পর কংস তাঁহাকেই নিজের মৃত্যু বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং একান্তে দেবকীর নিকট গিয়া লজ্জিত হইয়া এই কথা বলিল ॥ ৪৯

কংস বলিল—ভগিনি! আমি মৃত্যুকে জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সেইজন্য তোমার সকল শিশুকে হত্যা করিয়াছি কিন্তু দেবি! কোনও অদ্ভুতরূপে অন্য স্থান হইতে আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫০

---

* যেরূপ বাৎসল্যভাবাপন্ন কোনও উপাসক ভগবানের বিগ্রহকে পূজা করিবার সময় পুত্রতুল্য স্নেহ করে, তাঁহার লালন পালন করে ও তাঁহার সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে, সেইরূপ সেই চিদানন্দময়ী দেবীকে কন্যারূপে যাদবগণ পূজা করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি সেই সময় আকাশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি যাদবগণ আবাহন করিলে তিনি আসিতেন এবং বাৎসল্য ভাবে কৃত পূজা গ্রহণ করিতেন।

নৈরাশ্যেন কৃতো যত্নঃ স্বজনে প্রক্ষতং ময়া
দৈবং পুরুষকারেণ ন চাতিক্রান্তবানহম ॥ ৫১
তাজ গর্ভকৃতাং চিন্তাং সন্তাপং পুত্রজং তাজ
হেতুভূতস্ত্বহং তেষাং মতি ক লিপশ্যসে ॥ ৫২
কাল এব নৃণাং শত্রুঃ কালশ্চ পরিণামকৃৎ।
কালো নয়তি সর্ব্বং বৈ হেতুভূতস্তু মদ্বিধঃ ॥ ৫৩
আগমিষ্যন্তি বৈ দেবি যথাভাগমুপদ্রবাঃ
ইদন্তু কষ্টং যদ্ভক্তঃ কর্ত্তারমিতি মন্যতে ॥ ৫৪
মা কার্ষীঃ পুত্রজং চিন্তাং বিলাপং শোকজং তাজ।
এবং প্রায়ো নৃণাং যোনির্নাস্তি কালস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৫৫
এষ তে পাদয়োর্ম্মূর্দ্ধা পুত্রবত্তব দেবকি।
মদ্গাত্রসম্ভবাতো যো জানামাপকৃতং ময়ি ॥ ৫৬
ইত্যুক্তবন্তং কংসং সা দেবকী বাক্যমব্রবীৎ।

আমি দুরন্ত সহকারে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যে আমার জীবন হনন আমি তাহারই উপর প্রহার করিয়াছি। আমি দৈবের বিধানকে নিজের পুরুষকারের দ্বারা লঙ্ঘন করিতে পারি নাই ॥ ৫১

ভগিনি! তুমি নিজের গর্ভজাত সন্তানগণের চিন্তা ত্যাগ কর। পুত্রগণের মৃত্যুর কারণে উৎপন্ন শোক-সন্তাপ পরিহার কর। কালই তাহাদের বিপরীত হইয়া গিয়াছিল, আমি ত' তাহাদের বধে কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াছি ॥ ৫২

কালই মনুষ্যগণের শত্রু, কালই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় লইয়া যায় এবং কালই সকল প্রাণীকে সংসার হইতে লইয়া যায়। আমার ন্যায় ব্যক্তি ত' সেস্থলে কেবল নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ৫৩

দেবি! নিজের ভাগ্য ও কর্মানুসারে উপদ্রব ত' জীবনে আসিবেই, কিন্তু কষ্টের কথা হইল এই যে, জীব নিজেকে উহাতে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে ॥ ৫৪

পুত্রগণের বিয়োগজনিত চিন্তা করিও না, শোকজনিত বিলাপ পরিত্যাগ কর। মনুষ্যগণের জন্মে প্রায়ই এরূপ অবস্থা দেখা যায়। কালের সর্ব্বত্র একই রূপে অবস্থিতি হয় না অথবা কালকে অতিক্রম করা বা অন্যথা করা যায় না ॥ ৫৫

দেবকি! এই আমি তোমার পদতলে পুত্রের ন্যায় নিজের মস্তক রাখিয়া বিলাপ। জানি, আমি তোমার অপরাধ করিয়াছি, তথাপি তুমি আমার প্রতি তোমার রোষ পরিত্যাগ কর (আমার এই প্রার্থনা) ॥ ৫৬

যখন কংস এই সব কথা বলিতেছিল, তখন দেবকীদেবীর

সাশ্রুপূর্ণমুখী দীনা ভর্ত্তারমুপবাক্যকৃৎ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসেতি কংসং মাতেব জল্পতী ॥ ৫৭

দেবক্যুবাচ

মমাগ্রতো হতা গর্ভা যে ত্বয়া কামরূপিণা।
কারণং ত্বং ন বৈ পুত্র কৃতান্তোঽপাত্র কারণম্ ॥ ৫৮
গর্ভকর্ত্তনমেতত্তে সহনীয়ং ত্বয়া কৃতম্।
পাদয়োঃ পততা মূর্দ্ধ্না স্বকং কর্ম্ম জুগুপ্সতা ॥ ৫৯
গর্ভে তু নিয়তো মৃত্যুর্বাল্যেঽপি ন নিবর্ত্ততে
যুবাপি মৃত্যোর্বশগঃ স্থবিরো মৃত এব তু ॥ ৬০
কালপক্কমিদং সর্ব্বং হেতুভূতস্তু স্থবিরঃ।
অজাতে দর্শনং নাস্তি যথা বায়ুস্তথৈব চ ॥ ৬১
জাতোঽপ্যজাততাং যাতি বিধাত্রা যত্র নীয়তে
তদগচ্ছ পুত্র মা তে ভূন্মদ্বপস্তং মৃত্যুকারণম্ ॥ ৬২

মুখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি নিজের পতি বসুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অত্যন্ত দীনভাবে কংসকে মাতার ন্যায় বলিলেন—বৎস! উঠ, উঠ ॥ ৫৭

দেবকীদেবী পুনরায় বলিলেন,—বৎস! তুমি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পার। তুমি আমার সম্মুখেই যে সব গর্ভজাত শিশুকে হত্যা করিয়াছ, উহাতে কেবল তুমিই যে কারণ, ইহা নহে; কালও এ বিষয়ে কারণ ॥ ৫৮

কিন্তু আজ তুমি নিজের কর্ম্মের নিন্দা করিতে করিতে যে আমার পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া পতিত হইয়াছ, ইহাতে তোমার দ্বারা কৃত এই সব গর্ভের উচ্ছেদরূপ অসহ্য কষ্টকে আমি কোন রূপে সহ্য করিয়া লইব ॥ ৫৯

গর্ভেও মৃত্যু নিশ্চিত হইতে পারে। বাল্যাবস্থাতেও তাহা নিবর্ত্তিত হয় না। যুবক মানুষও মৃত্যুর বশীভূত হয় এবং বৃদ্ধ মানুষ ত' মৃতই ॥ ৬০

এই সম্পূর্ণ জগৎকে কালই পাক (বিনাশ) করিয়া থাকে। তোমার ন্যায় মানুষ ত, কেবল নিমিত্তমাত্র হয়। যাহার জন্ম হয় না, তাহাকে দেখা যায় না। যেরূপ বায়ুর সত্তা থাকিলেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ জীবের সত্তা থাকিলেও জন্মাইবার পূর্ব্বে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ৬১

যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে-ও মৃত্যুর পর অজাতভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাকেও দেখা যায় না। বিধাতা তাহাকে যেখানে পাঠান, সেখানে সে চলিয়া যায়; অতএব পুত্র! তুমি যাও, আমার যে পুত্রগণের মৃত্যুর জন্য দুঃখ হইতেছে, উহার জন্য তোমার হৃদয়ে যেন অন্য কোন বিচার উপস্থিত না হয় ॥ ৬২

মৃত্যুনা প্রস্থতে পূর্ব্বং শেষো হেতুঃ প্রবর্ত্ততে
বিধিনা পূর্ব্বদৃষ্টেন প্রজাসর্গেণ তত্ত্বতঃ ॥ ৬৩
মাতাপিত্রোস্তু কার্য্যেণ তুল্যতত্ত্বোপপাদনে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিশম্য দেবকীবাক্যং স কংসঃ স্বং নিবেশনম্ ॥ ৬৪

প্রথমে হত্যা প্রহার করে, তাহার পর হত্যার শেষ হেতুর প্রবৃত্তি হয়। বিধি (সংস্কার), পূর্ব্বদৃষ্ট কর্ম্ম (জন্মান্তরীয় কর্ম্ম বা প্রারব্ধ), প্রজাসৃষ্টিকারী কাল, বাস্তবে ঘটিত তাৎকালিক কারণ, মাতা-পিতার দূষিত অন্ন-উদকাদি কার্য্য ও জাতিগত স্বভাবের দ্বারাও হত্যা সম্ভব হয়। এই সব কারণেই আমার শিশুপুত্রেরা বিনষ্ট হইয়াছে এবং তুমি ইহাতে নিমিত্ত হইয়াছ, প্রবিবেশ সসংরম্ভো দহ্যমানেন চেতসা।
কৃতো প্রতিহতে দীনে জগাম বিমনা ভৃশম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শ্রীকৃষ্ণজন্মনি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

অতএব ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই ॥ ৬৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবকীদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া অমঙ্গলভয়ে ভীত হইয়া মনে মনেই জ্বালা ভোগ করিতে করিতে নিজ ভবনে চলিয়া গেল। নিজের কৃত প্রয়ত্ন প্রতিহত (বিফল) হইয়া যাওয়ায় সে মনে অত্যন্ত খিন্ন ও দীন হইয়া পড়িল, সেইজন্য সে নিঃশব্দে চলিয়া গেল ॥ ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[বসুদেবেন নন্দায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনস্য সম্মতিদানম্, গোব্রজস্য শোভাং দর্শয়ন্তস্তত্র নন্দস্য প্রত্যাগমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রাগেব বসুদেবস্তু ব্রজে তুষ্টাব রোহিণীম্
প্রজাতাং পুত্রমেবাগ্রে চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্ ॥ ১

স নন্দগোপং ত্বরিতঃ প্রোবাচ শুভয়া গিরা।
গচ্ছানয়া সহৈব ত্বং ব্রজমেব যশোদয়া ॥ ২

তত্র তৌ দারকৌ গত্বা জাতকর্ম্মাদিভির্গুণৈঃ
যোজয়িত্বা ব্রজে তাত সংবর্দ্ধয় যথাসুখম্ ॥ ৩

রৌহিণেয়শ্চ পুত্রং মে পরিরক্ষ শিশুং ব্রজে।
অহং বাচ্যো ভবিষ্যামি পিতৃপক্ষেষু পুত্রিণাম্ ॥ ৪
যোঽহমেকস্য পুত্রস্য ন পশ্যামি শিশোর্মুখম্।
ভ্রিয়তে হি বলাৎ প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞস্যাপি সতো মম ॥ ৫
অস্মাদ্ধি মে ভয়ং কংসান্নির্ঘৃণাদ্বৈ শিশোর্বধে।
তদ্ যথা রৌহিণেয়ং ত্বং নন্দগোপ মমাত্মজম্ ॥ ৬
গোপায়সি যথা তাত তত্ত্বাপেক্ষী তথা কুরু।
বিঘ্না হি বহবো লোকে বালানুদ্রাসয়ন্তি হি ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায়।

[বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দকে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্মতিদান এবং গো-ব্রজের শোভা দর্শন করিতে করিতে সেস্থানে নন্দের প্রত্যাগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বসুদেব প্রসবের পূর্ব্বেই রোহিণীকে ব্রজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, রোহিণী পূর্ব্বেই এক এইরূপ পুত্র প্রসব করিয়াছেন, যাহার মুখ চন্দ্র হইতেও অধিক কান্তিমান্, তখন তিনি অভিরক্ষক কংসকে কর দিবার জন্য পত্নীসহ মথুরায় আগত নন্দগোপের নিকট যাইয়া শুভময় বাক্যে বলিলেন—মিত্র! তুমি শীঘ্র এই রোহিণীর সহিত ব্রজে গমন কর ॥ ১-২

তাত! সেস্থানে যাইয়া সেই দুই বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসমূহ সম্পন্ন করাইয়া ব্রজেতেই সুখের সহিত তাহাদের পালন-পোষণ ও সংবর্দ্ধন কর ॥ ৩

ব্রজে রোহিণীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন আমার যে শিশুপুত্র আছে, তাহাকেও তুমি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। ভ্রাতঃ! আমি ত' পিতৃপক্ষসমূহে পুত্রবান্‌গণের দ্বারা নিশ্চনীয়ই হইব; কারণ, আমি এরূপ ভাগ্যহীন যে, আমি একমাত্র শিশুপুত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইতেছি না ॥ ৪।

যদিও আমার এবিষয়ে জ্ঞান আছে যে, সুখ-দুঃখ ও সংযোগ-বিয়োগাদি সবই প্রারব্ধের অধীন; তথাপি নিরন্তর স্থিত ভয় বুদ্ধিমান্ আমারও বুদ্ধিকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে। এই নির্ঘৃণ কংস হইতে আমার সর্ব্বদা ভয় হইতেছে যে, সে আমার এই শিশুপুত্রকেও কখন বধ করিয়া ফেলিবে ॥ ৫।

অতঃ তাত! নন্দগোপ! তুমি আমার পুত্র রোহিণী-নন্দনকে যে কোনও উপায়ে পার, রক্ষা কর। শিশুঘাতীদিগের এরূপ যথাযথরূপে বিচার করিয়া যেরূপ ভালই হউক, তাহার জীবন রক্ষা কর; কারণ, জগতে বহু এরূপ বিঘ্ন আছে, যাহারা বালকগণের ত্রাস উৎপাদন করে ॥ ৬-৭

স চ পুত্রো মম জ্যায়ান্ কনীয়াংশ্চ তবাপ্যয়ম্ ।
উভাবপি সমং রাত্রা নিরীক্ষস্ব যথাসুখম্ ॥ ৮

বর্দ্ধমানাবুভাবেতৌ সমানবয়সৌ যথা ।
শোভেতাং গোব্রজে তস্মিন্নন্যগোপ তথা কুরু ॥ ৯

বাল্যে কেলিকিলঃ সর্ব্বো বাল্যে মুহ্যন্তি মানবঃ ।
বাল্যে চ ততমঃ সর্ব্বস্তত্র যত্নপরো ভব ॥ ১০

ন চ বৃন্দাবনে কার্য্যো গবাং ঘোষঃ কথঞ্চন ।
ভেতব্যং তত্র বসতঃ কেশিনঃ পাপদর্শিনঃ ॥ ১১

সর্পীস্থপেভ্যঃ কীটেভ্যঃ শকুনিভ্যস্তথৈব চ
গোষ্ঠেষু গোভ্যো বৎসেভ্যো
রক্ষ্যৌ তে ঘাবিমৌ শিশূ ॥ ১২

নন্দগোপ গতা রাত্রিঃ শীঘ্রযানো ব্রজাগুগঃ
ইমে ত্বাং ব্যাহরন্তীব পক্ষিণঃ সব্যদক্ষিণাঃ ॥ ১৩

রহস্যং বসুদেবেন সোঽনুজ্ঞাতো মহাত্মনা ।
যানং সশোদয়া সার্দ্ধমারুরোহ মুদান্বিতঃ ॥১৪

কুমারস্কন্ধবাহ্যায়াং শিবিকায়াং সমাহিতঃ ।
সংবেশয়ামাস শিশুঃ শয়নীয়ং মহামতিঃ ॥ ১৫

জগাম চ বিবিক্তেন শীতলানিলসপিণা ।
বহুদকেন মার্গেণ যমুনাতীরগামিনা ॥ ১৬

স দদর্শ শুভে দেশে গোবর্দ্ধনসমীপগে
যমুনাতীরসম্বদ্ধং শীতমারুতসেবিতম্ ॥ ১৭

বিরুতস্থাপদৈ রম্যং লতাবল্লীসমাকুলম্ ।
গোভিস্তৃণবিলগ্নাভিঃ সান্দ্রস্তোভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৮

সমপ্রচারক্ষ্ণগবং সমতীর্থজলাশয়ম্
বৃষাণাং স্কন্ধঘাতৈশ্চ বিষাণোদ্ঘট্টপাদপম্ ॥ ১৯

ভাসামিষাদাসুলুটৈঃ শ্যেনৈশ্চামিষগৃধ্নুভিঃ ।
শৃগাল-মৃগ-সিংহৈশ্চ বসামেদঃশিভির্বৃতম্ ॥২০

আমার এই পুত্র জ্যেষ্ঠ (বড়) এবং তোমার এই পুত্র কনিষ্ঠ (ছোট) তুমি এই দুই জনকে দুধের সহিত (কর্ত্তব্যবোধে বা বাধ্য হইয়া নহে—সহজভাবে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে। যেরূপ ইহাদের উভয়ের নামের মধ্যে সমান অর্থ আছে। কৃষ্ণ নামের অর্থ—আকর্ষণ করা এবং সঙ্কর্ষণ নামের অর্থও হইল—আকর্ষণ করা), সেইরূপ তোমার বাৎসল্যভাবও ইহাদের উভয়ের প্রতি সমান হওয়া আবশ্যক ॥ ৮

নন্দগোপ। ইহাদের উভয়ের বয়স সমান। ইহারা উভয়ে যেভাবে একসঙ্গে থাকিয়া সেই ব্রজে বর্দ্ধিত হইতে হইতে শোভা পাইতে থাকে, সেরূপ যত্ন কর ॥ ৯

বাল্যাবস্থায় সকল মানুষ খেলাধূলায় মনোনিবেশ করে। বাল্যকালে প্রায় সকল মানুষ মোহগ্রস্ত থাকে। এই অবস্থায় বালকদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ থাকে না এবং সকল কথায় তাহাদের কৃষ্ণভাব প্রকাশ পায় ; অতএব এই দুই বালককে ঐ সব অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহাদের লালনপালনে যত্নবান্ থাকিবে ॥ ১০

দেখ, বৃন্দাবনে কোনরূপেই গোপকুলের থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করিবে না। সেস্থানে বসবাসকারী পাপদর্শী কেশী হইতে তোমার সদা ভয় করা কর্ত্তব্য ॥ ১১

বনমধ্যে সর্প-বিছা, পোকা-মাকড় ও পক্ষিগণ হইতে এবং গোব্রজে গো-সকল ও বৎসসকল হইতে এই দুই শিশুকে তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিবে ॥ ১২

নন্দগোপ। রাত্রি অতিবাহিত হইল। তুমি দ্রুতগামী যানে আরোহণ করত অতি সত্বর এস্থান হইতে গমন কর। এই সব বাম ও দক্ষিণ ভাগে স্থিত পক্ষীরা যেন তোমাকে শীঘ্র যাইবার জন্য বলিতেছে ॥ ১৩

মহাত্মা বসুদেব কর্ত্তৃক কোনও গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নন্দরাজ যশোদার সহিত আনন্দিত মনে যানে আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

তদনন্তর মহা সাবধান পরম বুদ্ধিমান্ নন্দরাজ কুমারগণ স্কন্ধে করিয়া যে শিবিকা বহন করিতে পারে, এরূপ শিবিকায় শয়নযোগ্য শিশুকে শয়ন করাইয়া দিলেন ॥ ১৫

তারপর যমুনার তীরগামী এরূপ নির্জ্জন পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, যেস্থানে জল বহু বিস্তৃত বা গভীর ছিল এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ১৬

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী শুভ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি গোব্রজ দেখিলেন, যাহা যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল এবং শীতল বায়ু তাহার সেবা করিতেছিল ॥ ১৭

বিশেষ প্রকারের রবকারী হিংস্র পশু বাদ করায় সেই প্রদেশের রমণীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশে লতা ও বল্লীতে জড়ান বড় বড় বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। তৃণ ভক্ষণরতা দুগ্ধ-ক্ষরণপরা গোগণের দ্বারা এই স্থান সুশোভিত ছিল ॥ ১৮

সেস্থানে গোগণের বিচরণের জন্য সমতল ভূমি ছিল এবং জলাশয়ে নামিবার সুগম ঘাট ছিল। কোন কোন স্থানে বৃষভগণের স্কন্ধের আঘাতে ও শৃঙ্গের দ্বারা বৃক্ষসকল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥১৯

গৃধ্র ও মাংসভক্ষী বনবিড়ালাদির পশ্চাতে মাংসকামী

শার্দ্দূলশল্যাভিকৃত্তং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ।
ঘাতনক্ষমলং রম্যং পর্য্যাপ্তগুরুপল্বীকৃতম্ ॥ ২১
গোব্রজং গোকৃতং রম্যং গোপনারীভিরাবৃতম্ ।
হম্বারবৈশ্চ বৎসানাং সর্ব্বতঃ কৃতনিঃস্বনম্ ॥ ২২
শকটাবর্ত্তবিপুলং কণ্টকীবাটসঙ্কুলম্ ।
পর্য্যন্তেষ্বাবৃতং বন্যৈর্বৃহদ্ভিঃ পতিতৈর্দ্রুমৈঃ ॥ ২৩
বৎসানাং রোপিতৈঃ কীলৈর্দামভিশ্চ বিভূষিতম্ ।
করীষাকীর্ণবসুধং কটচ্ছন্নকুটীমঠম্ ॥ ২৪
ক্ষেমাপ্রচারবহুলং স্রষ্টপুষ্টজনাবৃতম্ ।
দামনীপাশবহুলং গর্গরোদ্গারনিঃস্বনম্ ॥ ২৫
তক্রনিঃস্রাববহুলং দধিমণ্ডার্দ্রভূস্তিকম্ ।
মন্থানবলরোদ্গারৈর্গোপীনাং ক্বণিতস্বনম্
কাকপক্ষধরৈর্বালৈর্গোপালক্রীড়নাকুলম্ ।
সার্গলদ্বারগোবাটং মধ্যে গোস্থানসঙ্কুলম্ ॥ ২৭
সর্পিষা পচ্যমানেন সুরভীকৃতমারুতম্ ।
নীলপীতাম্বরাভিশ্চ তরুণীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৮
বন্যপুষ্পাবতংসাভির্গোপকন্যাভিরাবৃতম্ ।
শিরোভির্ভক্তুস্তাভির্দ্ধৈরগ্রন্তনাম্বরৈঃ ॥২৯
যমুনাতীরমার্গেণ জলহারীভিরাবৃতম্ ।
স তত্র প্রবিশন্ স্রষ্টো গোব্রজং গোপনাদিতম্ ॥ ৩০
প্রত্যুদ্গতো গোপবৃদ্ধৈঃ স্ত্রীভির্দ্ধাভিরেব চ ।
নিবেশং রোচয়ামাস পরিবর্ত্তে সুখাশ্রয়ে ॥ ৩১

বাজপাখী এবং বসা ও মেদভক্ষণকারী শৃগাল, বাঘ্র সিংহাদির দ্বারা সেস্থান পূর্ণ ছিল । ২০

সিংহ-ব্যাঘ্রাদির গর্জনে সেস্থানের বনপ্রান্ত মুখরিত ছিল। নানাবিধ পক্ষীর দ্বারা সে স্থানের চারিদিক্ পূর্ণ ছিল। এই ব্রজের যে সব বৃক্ষ ছিল, প্রতি বৃক্ষেই রাশিকৃত ফল সংলগ্ন ছিল, এই সব ও বীজবপনে ঐ স্থান রমণীয় ছিল । ২১

এইভাবে গোব্রজ গোগণের শব্দে মুখরিত ছিল। গোপ-রমণীদিগের দ্বারা পরিবৃত সেই ভূভাগ অতিশয় রমণীয় ছিল। বৎসগণের হাম্বারবে সে স্থানের চারিদিক্ শব্দপূর্ণ ছিল । ২২

শকটবাহী বলদ-গোগণের ঘোলাকার শ্রেণীতে সেস্থানের ভাগ বিশাল প্রতীত হইতেছিল, সেস্থানে চারিদিক্ কণ্টকের বেড়ার পূর্ণ ছিল। সীমাভাগে বনজাত বহু বড় বড় পতিত বৃক্ষে আবৃত ছিল । ২৩

বৎসগণের জন্য পোতা-খুঁটি ও বন্ধনরজ্জুসমূহের দ্বারা সেই স্থানের অতিশয় শোভা হইতেছিল। সেস্থানে ভূতলে গোময়ের (ঘুঁটের) রাশি পতিত ছিল। কুটীর ও মঠসমূহ ঘটের (মাদুর, চাটাইয়ের) দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল । ২৪

কুশলতার সহিত পরিব্রজনের জন্য বহু স্থান ছিল (মহামতি কাকার নীলকণ্ঠ এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উত্তম লক্ষণযুক্ত বৃষ ও ঔষধের প্রভাবে এই ব্রজ সমৃদ্ধিশালী প্রতীত হইতেছিল)। এই ব্রজভূমি তৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যগণে পূর্ণ ছিল। সেস্থান মন্থনী (বোটা দড়ি) ও পাশে (পাতলা দড়ি) পরিব্যাপ্ত ছিল। দুগ্ধ-দধি মন্থনের জন্য যে বড় বড় কলস (ঘোড়া বা বড়না) ছিল, উহাতে মন্থনের সময় যে শব্দ উত্থিত হইত, তাহার দ্বারা ঐ স্থান নিনাদিত ছিল । ২৫

সেস্থানে তক্র (ঘোল) প্রবাহের জন্য বহু নালি নির্ম্মিত ছিল, ধরির উপরে যে সার ভাগ, তাহার দ্বারা সেস্থানের ভূমিকা সিক্ত ছিল। মন্থনদণ্ড চালনার সময় গোপীগণের হস্তের কঙ্কণসমূহ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছিল। এই সবের মধুর ঝঙ্কার-ধ্বনিতে সর্ব্বদিক্ পূর্ণ ছিল । ২৬

এই ব্রজে ক ক-পক্ষ (ঝুলপী)-ধারী বালকগণ খেলা করিতেছিল। গোপালদিগের ক্রীড়াঙ্গনে সেই ব্রজভূমি পূর্ণ ছিল। গোষ্ঠ (গোবাট-স্থান)-সমূহের দরজায় কাঠের অর্গল (খিল) যোজিত ছিল। সেই গোগণের বাসের ও বিশ্রাম করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান ছিল। এরূপ বহু গোপালায় এই ব্রজভূমি পরিপূর্ণ ছিল । ২৭

অগ্নিতে আরোপিত করিয়া পক্ক ঘৃতের মনোরম গন্ধে সে স্থানের বায়ু সুবাসিত ছিল। নীলবর্ণের ও পীতবর্ণের শাড়ীতে সুশোভিতা তরুণী স্ত্রীগণ এই ব্রজকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল । ২৮

বনজাত পুষ্পের কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া বহু গোপকন্যা মস্তকে কুম্ভ লইয়া যাতায়াত করিতেছিল। তাহাদের স্তনের অগ্রভাগ বস্ত্রের দ্বারা ঢাকা ছিল এবং তাহার উপর বস্ত্রাঞ্চল পতিত ছিল। যমুনার তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া জল আহরণকারিণী এই গোপ-কন্যাদিগের দ্বারা ব্রজ আবৃত ছিল । ২৯

গোপগণের শব্দে নিনাদিত গোব্রজে প্রবেশ করিবার সময় নন্দরাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ গোপগণ ও বৃদ্ধা গোপীরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। তারপর তিনি চারিদিকে পরিবৃত ও সুখদায়ক আবাসস্থানে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । ৩০-৩১

সা যত্র রোহিণী দেবী বসুদেবসুখাবহা
তত্র তঃ বালসূর্য্যাভঃ কৃষ্ণঃ গূঢ়ঃ জবেশয়ৎ ॥ ৩১

বসুদেবের সুখপ্রদা রোহিণীদেবী যেখানে বাস করিতেছিলেন, সেখানেই তিনি গুপ্তরূপে বাসকারী সদ্য উদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিলেন। ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি গোব্রজগমনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে নন্দব্রজের গোব্রজে গমননামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

(শকটভঞ্জনস্য পূতনাবধস্য চ বর্ণনম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্র তস্যাসতঃ কালঃ সুমহানতাবর্ত্তত
গোব্রজে নন্দগোপস্য বল্লবত্বং প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ১

দ্বারকৌ কৃতনামানৌ বরধাতে সুখক্ষ তৌ।
জ্যেষ্ঠঃ সঙ্কর্ষণো নাম কনীয়ান্ কৃষ্ণ এব তু ॥ ২

মেঘকৃষ্ণস্তু কৃষ্ণোঽভূদ্দেহান্তরগতো হরিঃ।
বাবর্দ্ধত গবাং মধ্যে সাগরস্য ইবাম্বুদঃ ॥ ৩

শকটস্য তলঃ সুপ্তং কদাচিৎ পুত্রগৃদ্ধিনী।
যশোদা তঃ সমুৎসৃজ্য জগাম যমুনাং নদীম্ ॥ ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শকটভঞ্জন ও পূতনাবধ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! সেই গোব্রজে থাকিয়া গোপকর্ম্ম করিতে করিতে নন্দগোপের বহুদিন অতিবাহিত হইল। ১

সেই স্থানে তিনি তখন দুই বালকের নামকরণ-সংস্কার করিলেন। তারপর সেই দুই ভ্রাতা সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলেন. তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'সঙ্কর্ষণ' ও কনিষ্ঠভ্রাতার নাম 'কৃষ্ণ'। ২

অন্য দেহে উপস্থিত ভগবান্ শ্রীহরিই 'কৃষ্ণ' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল। যেরূপ সমুদ্রে মেঘের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ গোপগণের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ৩

একদিনের ঘটনা—পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ যশোদা শিশু কৃষ্ণকে শকটের নীচেতে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করত যমুনা নদীতে স্নান করিতে যাইলেন। ৪

তারপর অন্যদিকে ভগবান্ শিশুলীলা করিতে করিতে নিজের দুই হস্ত-পদ ক্ষেপণ করিতে (ছুঁড়িতে) লাগিলেন এবং পদদ্বয় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া মধুর স্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। ৫

শিশুলীলাঃ ততঃ কুর্ব্বন্ স হস্ত-চরণৌ ক্ষিপন্
রুরোদ মধুরং কৃষ্ণঃ পাদাবূর্দ্ধং প্রসারয়ন্ ॥ ৬

সতোয়েনেব পাদেন শকটং পর্য্যবর্ত্তয়ৎ
স্ফুরন্তং পয়োধরাকাঙ্ক্ষী চকার চ রুরোদ চ ॥ ৬

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা যশোদা ভয়বিক্লবা
স্নাতা প্রস্রবদিদ্ধাঙ্গী বন্ধবৎসেব সৌরভী ॥ ৭

সা দদর্শ বিপর্য্যস্তং শকটং বায়ুনা বিনা
হাহেতি কৃত্বা ত্বরিতা দারকং জগৃহে তদা ॥ ৮

ন সা বুবোধ তত্রেদং শকটং পরিবর্ত্তিতম্
স্বস্তি মে দারকায়েতি প্রীতা ভীতা চ সাভবৎ ॥ ৯

(অনন্তর তাঁহার মনে মাতৃস্তন পানের বাসনা হইল, উহা পূর্ণ না হওয়ায় ক্রোধ লীলাপূর্ব্বক তিনি সে স্থানে এক পদের তাড়নায় (আঘাত) শকটকে উল্টাইয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলেন। এ সবই মাতৃস্তনপানের ইচ্ছায় করিলেন এবং এই অদ্ভুত লীলা করিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। ৬

ইহার মধ্যে যশোদা মাতা স্নান করত ঘরে ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্তন্যনিঃসৃত দুগ্ধে সিক্ত হইয়া যাইল। যাহার বৎস (বাছুর) বাঁধা আছে, এরূপ গাভীর ন্যায় তিনি নিজের পুত্রকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। ৭

তিনি দেখিলেন—বায়ুপ্রবাহ বিনাই সেই শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া (উল্টাইয়া) গিয়াছে। তারপর তিনি 'হায় হায়' করিয়া ত্বরিতগতিতে শিশুপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ৮

তখন তিনি কোনরূপেই বুঝিতে পারিলেন না যে, শকট উল্টাইয়া যাইবার প্রকৃত কারণ কি? 'ভগবান্ আমার শিশুপুত্রের কল্যাণ করুন'—এই কথা বলিয়া যশোদামাতা পুত্রস্নেহে মত্ত হইয়া যাইলেন এবং পুত্রের কোথাও কোনরূপ আঘাত লাগে নাই ত'—এই আশঙ্কায় ভীতাও হইলেন। ৯

কিং নু বক্ষ্যতি তে পুত্র পিতা পরমকোপনঃ
রথ্যাঃশকটে সুপ্তে অকস্মাচ্চ বিলোড়িতে ॥ ১০
কিং মে স্নানেন দুঃস্নানং কিঞ্চ মে গমনে নদীম্ ।
পর্য্যস্তে শকটে পুত্র যা ত্বাং পশ্যামাপাবৃতম ॥ ১১
এতস্মিন্নন্তরে গোভিরাজগাম বনেচরঃ ।
কাষায়বাসসী বিভ্রন্নন্দগোপো ব্রজান্তিকম ॥ ১২
স দদর্শ বিপর্য্যস্তং ভিন্নভাণ্ডঘটীঘটম্ ।
অপাস্তদুর্বিভিন্নাক্ষং শকটং চক্রমৌলিনম্ ॥ ১৩
ভীতস্ত্বরিতমাগম্য সহসা সাশ্রুলোচনঃ
অপি মে অস্তি পুত্রায়েত্যসকৃদ্বচনং বদন্ ॥ ১৪
পিবন্তং স্তনমালক্ষ্য পুত্রং স্বস্থোঽব্রবীৎ পুনঃ ।
বৃষবৃদ্ধং বিনা কেন পর্য্যস্তং শকটং মম ॥ ১৫
প্রত্যুবাচ যশোদা তং ভীতা গদ্গদভাষিণী ।
ন বিজানাম্যহং কেন শকটং পরিবর্ত্তিতম ॥ ১৬

অতঃ নদ্যাঃ গতা সৌম্য তৈলপ্রক্ষালনার্থিনী ।
আগতা চ বিপর্য্যস্তমপশ্যং শকটং ভুবি ॥ ১৭
তথোঃ কথয়তোরেবমব্রুবংস্তত্র দারকাঃ
অনেন শিশুনা যানমেতৎ পাদেন লোড়িতম্ ॥ ১৮
অস্মাভিঃ সম্পতদ্ভিশ্চ দৃষ্টমেতদ্ যদৃচ্ছয়া ।
নন্দগোপস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১৯
প্রহৃষ্টশ্চৈব ভীতশ্চ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্
ন চ তে শ্রদ্দধুর্গোপাঃ সর্ব্বে নাগ্নয়বৃদ্ধয়ঃ
আশ্চর্য্যমিতি তে সর্ব্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ।
যে স্থানে শকটং স্থাপ্য চক্রবন্ধনকারয়ন্ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শকুনীবেশধারিণী ।
ধাত্রী কংসস্য ভোজস্য পূতনেতি পরিশ্রুতা ॥ ২২

(তারপর তিনি পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—) পুত্র ! তোমার পিতা অত্যন্ত ক্রোধী । তুমি শকটের নীচেতে শুইয়া ছিলে, অকস্মাৎ উহা উল্টাইয়া দিয়াছে । এই কথা শুনিয়া জানি না তিনি আমায় কি বলিবেন ? ১০

স্নানের দ্বারা আমার কি লাভ হইবে ? যদি তোমার কিছু হইত, তাহা হইলে ত'এই স্নান আমার জীবনের দুঃস্নান হইয়া যাইত । আমার নদীর তীরে যাইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল ? সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখিতেছি যে, শকট উল্টাইয়া দিয়াছে, আর তুমি উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুইয়া রহিয়াছ । (হায় ! হায় ! এই সব কিভাবে হইল) ? ১১

এই সময় গোরক্ষা বহুধারী নন্দগোপ গোগণের সহিত বনে বিচরণ করত ব্রজের নিকটে আসিলেন । ১২

তিনি দেখিলেন—শকটটি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে । তাহার মধ্যে ঘিও বর্ত্তন, ঘড়া, ঘটী ও কলসাদি সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পতিত আছে । বৃষটি নির্গত হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে । অক্ষ ভগ্ন হইয়াছে । চক্র মুকুটের ন্যায় উপরে উঠিয়া রহিয়াছে । ১৩

ইহা দেখিয়া নন্দরাজ ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দ্রুতগতিতে ত্বরা গৃহে আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন —আমার পুত্র কুশলে আছে ত' ? ১৪

তারপর পুত্রকে স্তনপান করিতে দেখিয়া ধন্য হইলেন । তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, বৃষযুদ্ধের কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না, তবে কে আমার এই শকটটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে ? ১৫

তখন যশোদাদেবী ভীত হইয়া গদ্গদ বাক্যে বলিলেন—নাথ ! আমি কিছুই জানি না যে, কে এই শকটটিকে উল্টাইয়া দিয়াছে ? সৌম্য ! আমি বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য যমুনানদীতে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, ভূতলে শকটটি বিপর্য্যস্ত হইয়া পতিত আছে । ১৬-১৭

তাঁহারা উভয়ে যখন এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, তখন বালকগণ আসিয়া বলিল—তোমাদের এই শিশুই পদপ্রহার করিয়া এই শকটটিকে উল্টাইয়া দিয়াছে । আমরা অকস্মাৎ এই দিকে ধাবিত হইয়া আসিবার সময় এঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ১৮

সেই বালকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । ইহাতে তিনি প্রথমে অতিশয় আনন্দিত হইলেও 'একি ব্যাপার' ইহা চিন্তা করিতে করিতে ভীত হইয়া পড়িলেন । ১৯

সেস্থানে অন্যান্য যে সব গোপ ছিলেন, তাঁহারা এই কথা বিশ্বাস করিলেন না ; কারণ, তাঁহারা সকলে সেই শিশুকে সাধারণ মানুষ সন্তান বলিয়াই বোধ করিতেন । তারপর তাঁহারা সকলেই এই ঘটনাতে 'আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য' এই কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নয়ন তখন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । অনন্তর সকলে মিলিয়া সেই শকটটিকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া চক্রাদি যোজনা করিলেন । ২০-২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! কিছুকাল পরে ব্রজে অন্ধকারের সময় ক্রোধের সহিত নিজের দুই পক্ষ আন্দোলিত করিতে

পূতনা নাম শকুনী ঘোরা প্রাণিভয়ঙ্করী
আজগামার্দ্ধরাত্রে বৈ পক্ষৌ ক্রোধাধিধূন্বতী ॥ ১৩
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে পূতনা প্রত্যদৃশ্যত।
বা ব্রজন্তীরনির্ঘোষঃ ব্যাহরন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪
নিলিল্যে শকটস্যাধঃ প্রস্রবোৎপীড়বদ্দিণী
সদৌ স্তনঞ্চ কৃষ্ণায় তস্মিন্ সুপ্তে জনে নিশি ॥ ১৫
তস্যাঃ স্তনং পপৌ কৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ বিনন্ত চ
ছিন্নস্তনী তু সহসা পপাত শকুনী ভুবি ॥ ১৬
তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্ততো বুবুধিরে ভয়াৎ
স নন্দগোপো গোপা বৈ যশোদা চ সুবিস্মিতা ॥১৭
তে তামপশ্যন্ পতিতাং বিসংজ্ঞাং বিপয়োধরাম্
পূতনাং পতিতাং ভূমৌ বজ্রেণেব বিদারিতাম্ ॥ ১৮
ইদং কিং ইতি সন্ত্রস্তাঃ কস্যেবং কর্ম্ম চেত্যপি
নন্দগোপঃ পুরস্কৃত্য গোপান্তে পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৯
নাধ্যগচ্ছন্ত চ তদা হেতুং তত্র কদাচন
অহ্নানাশ্চর্য্যমিতি ব্রুবন্তোঽনুযযুর্গৃহান্ ॥ ২০
গতেষু তেষু গোপেষু বিস্মিতেষু যথাগৃহম
যশোদাং নন্দগোপস্তু পপ্রচ্ছ গতসম্ভ্রমঃ ॥ ২১
কোঽয়ং বিধির্ন জানামি বিস্ময়ো মে মহানয়ম
পুত্রস্য মে ভয়ং তীব্রং ভীরুত্বং সমুপাগতম্ ॥ ২২
যশোদাঃ হ্রস্ববীড়াতা নার্য্য জানামি কিং ত্বিহ
সারক্তেণ সহানেন সুপ্তা শব্দেন বোধিতা ॥ ২৩
যশোদায়ামজানন্ত্যাং নন্দগোপঃ সবান্ধবঃ
কংসাদ্ভয়ং চকারোগ্রং বিস্ময়শ্চ জগাম হ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শিশুচর্য্যায়াং শকট-ভঙ্গ-পূতনাবধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

করিতে পক্ষিণীর বেশধারিণী এক রাক্ষসী আসিল। সে ভোজরাজ কংসের ধাত্রী ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'পূতনা'। পূতনা নাম্নী সেই পক্ষিণী ঘোরাকৃতি ও সকল প্রাণীরই ভয়ঙ্করী ছিল। ২২-২৩

তারপর অর্দ্ধরাত্রের সময় যখন পূতনা দেখা দিল, সেই সময় সে বাজের ন্যায় গম্ভীর শব্দে বারংবার গর্জন করিতেছিল। ২৪

সে মানবী স্ত্রীবেশ ধারণ করত শকটের অঙ্কের নীচে আত্মগোপন করিল। সেই সময় তাহারও স্তনদ্বয়ে এরূপ দুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া আসিল যে, উহাতে তাহার পীড়া হইতে লাগিল, সেইজন্য সে দুগ্ধবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই নিশীথ রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত ছিল, তখন সে নিজের স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান করিল। ২৫

সেই সময় শিশু কৃষ্ণ সেই স্তনকে তাহার প্রাণের সহিতই পান করিলেন। ইহাতে তাহার স্তন ছিন্ন হইয়া যাইল এবং সেই পক্ষিণী ঘোর চীৎকার করিতে করিতে সহসা ভূতলে পতিত হইল। ২৬

তাহার সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ এবং অন্যান্য ব্যাকুলা যশোদাদেবী—ইহারা সকলেই ভয়ে জাগিয়া উঠিলেন। ২৭

তাঁহারা দেখিলেন, পূতনা ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার স্তন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে দেখিতে একরূপ মনে হইতেছিল, যেন তাহাকে কেহ বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। ২৮

ইহা কি? কাহার এই কর্ম? এরূপ বলিতে বলিতে সেই গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং নন্দকে অগ্রে রাখিয়া তাঁহারা পূতনাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ২৯

সেই সময় তাঁহারা এই ঘটনার কোনও কারণ জানিতে পারিলেন না এবং 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৩০

বিস্মিত গোপগণ সকলে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইলে পর সম্ভ্রমান্বিত নন্দগোপ যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: ৩১

বিধাতার এ যে কি বিধান, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই ঘটনায় আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে। বর্ত্তমানে আমার এই পুত্রের পক্ষে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্য আমাদের মধ্যেও ভীরুতা আসিয়াছে। ৩২

ইহা শ্রবণ করত যশোদাও ভীতা হইয়া বলিলেন আর্য্য! আমিও বুঝিতে পারিতেছি না, ইহা কি ব্যাপার? আমি ত' এই শিশুর সহিতই নিদ্রিতা ছিলাম এবং এই রাক্ষসীর চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়াছি। ৩৩

যখন যশোদাও নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তখন বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নন্দগোপ কংস হইতে অত্যন্ত ভয় মনে করিতে লাগিলেন এবং সকলেই বিস্মিত হইলেন। ৩৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে শকট-ভঙ্গ পূতনার বধবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামযোর্জানু-চঙ্ক্রমণক্রীড়া, উলূখলে বদ্ধস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যমলার্জুনভঞ্জনলীলা চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কালে গচ্ছতি তৌ সৌম্যৌ দারকৌ কৃতনামকৌ
কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণৌ চোভৌ রিঙ্গিণৌ সমপদ্যতাম্ ॥ ১
তাবন্যোন্যগতৌ বালৌ বাল্যাদেবৈকতাং গতৌ।
একমূর্তিধরৌ কান্তৌ বালচন্দ্রার্কবর্চসৌ ॥২
একনির্ম্মাপনিষ্ক্রান্তাবেকশয্যাসনাশনৌ
একবেশধরাবেকং পুষ্যমাণৌ পিতুর্ব্রতম্ ॥৩
এককার্য্যান্তরগতাবেকদেহৌ দ্বিধাকৃতৌ।
একচর্য্যৌ মহাবীর্য্যাবেকস্য পিতুতাং গতৌ ॥ ৪
একপ্রমাণৌ লোকানাং দেবরূপান্তনাশ্রয়ৌ।
কৃৎস্নস্য জগতো গোপ্তৌ সাংবর্ত্তৌ গোপদারকৌ ॥৫
অন্যোন্যব্যতিষক্তাভিঃ ক্রীড়াভিরভিশোভিতৌ
অন্যোন্যকিরণগ্রস্তৌ চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে ॥৬
বিসর্পন্তৌ তু সর্ব্বত্র সর্পভোগভুজাবুভৌ।
রেজতুঃ পাংশু-দিগ্ধাঙ্গৌ দৃপ্তৌ কলভকাবিব ॥ ৭
কচিদ্ভস্মপ্রদীপ্তাঙ্গৌ করীষ-প্রোক্ষিতৌ কচিৎ।
তৌ তত্র পর্য্যধাবেতাং কুমারাবিব পাবকৌ ॥ ৮
কচিজ্জানুভিরুদ্ঘৃষ্টৈঃ সর্পমাণৌ বিরেজতুঃ।
ক্রীড়ন্তৌ বৎসশালাসু শকৃদ্দিগ্ধাঙ্গমূর্দ্ধজৌ ॥ ৯
শুশুভাতে শ্রিয়া জুষ্টাবানন্দজননৌ পিতুঃ।
জনক বিপ্রকুর্ব্বাণৌ বিহসন্তৌ কচিৎ কচিৎ ॥ ১০
তৌ তত্র কৌতুহলিনৌ মুদ্গরব্যাকুলেক্ষণৌ।
রেজতুশ্চন্দ্রবদনৌ দারকৌ সুকুমারকৌ ॥ ১১

সপ্তম অধ্যায়।

[ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের হামাগুড়ি খেলা এবং শ্রীকৃষ্ণের উলূখলে বদ্ধ থাকিয়া যমলার্জুন-ভঞ্জন লীলা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর সেই দুই পরম সুন্দর বালক জানুদ্বয়ের দ্বারা গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের তখন নামকরণ-সংস্কার হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ নামে দুইজনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১

এই দুই বালক উভয়ে শৈশবকাল হইতেই পরস্পর পরস্পরে সমভূত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন ইঁহাই মনে হইত, ইঁহারা উভয়ে যেন একই দেহ ধারণ করিয়াছেন। এই দুই ভ্রাতা নবোদিতচন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় কান্তিমান্ ছিলেন। ২

ইঁহারা উভয়ে অভিন্ন ও ভেদরহিত ছিলেন (অথবা ইঁহারা যেন একই ছাঁচে ঢালা ছিলেন), ইঁহাদের শয্যা, আসন ও ভোজন একই প্রকার ছিল, ইঁহারা একরূপই বেশ ধারণ করিতেন ও একপ্রকার নিয়মই (বাল্যলীলাই) পালন করিতেন ৩

ইঁহারা একই কার্য্যে সংলগ্ন ছিলেন এবং একই শরীরের দুই অংশ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যনিষ্ঠা একই প্রকার ছিল এবং এই মহাপরাক্রমশালী বালক একই পিতার পুত্র ছিলেন। ৪

সকল লোকের সৃষ্টিতে ইঁহারা একই প্রমাণ (লম্বায় গঠন হিসাবে একই প্রকার) ছিলেন। ইঁহারা দেবগণের দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন এবং ধর্ম্ম স্থাপন রূপ পিতার পালনের জন্য দেবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ জগতের রক্ষক হইয়াও গোপবালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৫

এই দুই ভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রীড়াসমূহের দ্বারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরের কিরণসমূহে আবদ্ধ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন। ৬

ইঁহাদের উভয়ের দুই বাহু সর্প-শরীরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহারা এই দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বদিকে ঘাতায়াত করিতে ও খেলা করিতে ছিলেন। এই সময় ধূলিতে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত ছিল এবং উভয় ভ্রাতাই দর্পপূর্ণ দুইটি হস্তি-শাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭

কখনও তাঁহাদের দীপ্তিমান্ অঙ্গসমূহ ভস্মলিপ্ত থাকিত এবং কখনও বা তাঁহারা করীষের (শুষ্ক গোময়চূর্ণের) দ্বারা লিপ্ত থাকিতেন। ইঁহারা ব্রজে তখন অগ্নির দুই পুত্র স্কন্দ ও বিশাখের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ৮

কখনও মাটীতে জানু ঘর্ষণ করিতে করিতে ঘাতায়াত করত শোভা পাইতে লাগিলেন। কখনও বৎসশালসমূহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম খেলা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে ও কেশসমূহে গোময় লিপ্ত হইয়া যাইত। ৯

কান্তিরূপিণী শ্রীর দ্বারা সেবিত হইতে হইতে দুই ভ্রাতা সুশোভিত ছিলেন এবং পিতা নন্দের আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও শিশুসুলভ স্বভাববশতঃ কোনও মানুষের বিপরীত কার্য্য করিয়া ফেলিতেন এবং কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। ১০

ইঁহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া-কৌতূহলেই আসক্ত থাকিতেন।

অতিপ্রসক্তৌ তৌ দৃষ্ট্বা সর্ব্বত্রকবিচারিণৌ।
নাশকৎ তৌ বারয়িতুং নন্দগোপঃ গুরুর্নরৌ ॥ ১২
ততো যশোদা সংক্রুদ্ধা কৃষ্ণং কমললোচনম্
আনায্য শকটীমূলে ভর্ৎসয়ন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩
দাম্না চৈবোদরে বদ্ধ্বা প্রভাবজ্ঞমলূখলে
যদি শক্তে ঽসি গচ্ছেতি তমুক্ত্বা কর্ম্ম সাকরোৎ ॥১৪
বাত্রায়াং তু যশোদায়াং নির্জ্জগাম ততোঽঙ্গনাৎ।
শিশুলীলাং ততঃ কুর্ব্বন্ কৃষ্ণো বিস্মাপয়ন্ ব্রজম্ ॥ ১৫
সোঽঙ্গনান্নিঃসৃতঃ কৃষ্ণঃ কর্ষমাণ উলূখলম্।
যমলার্জ্জুনয়োর্মধ্যান্নির্জ্জগাম চরন্ বনে।
মধ্যান্নিষ্ক্রাম তয়োঃ কর্ষমাণ উলূখলম্ ॥ ১৬
তৎ তস্য কর্ষতো বদ্ধং তির্য্যগ্গতমুলূখলম্।
লগ্নং তাভ্যাং সমূলং ত্যামর্জ্জুনাভ্যাং চকর্ষ চ ॥ ১৭

তাবর্জ্জুনৌ কৃষ্ণনাগৌ তেন বালেন রংহসা।
সমূলবিটপৌ ভগ্নৌ স তু মধ্যে জহাস বৈ ॥ ১৮
নিদর্শনার্থং গোপানাং দিব্যং স্ববলমাশ্রিতঃ
তদ্ধানং তস্য বালস্য প্রভাবাদভবদ্ দৃঢ়ম্ ॥১৯
যমুনাতীরমার্গস্থা গোপাস্তং দদৃশুঃ শিশুম্
ক্রন্দন্তো বিস্ময়ন্ত্যশ্চ যশোদায়াং যযুরঙ্গনাঃ ॥ ২০
তাস্তু সম্ভ্রান্তবদনা যশোদামুচুরঙ্গনাঃ।
ত্বরাস্মচ্ছ যশোদে ত্বং সম্ভ্রমাৎ কিং বিলম্বসে ॥২১
যৌ তাবর্জ্জুনবৃক্ষৌ তু ব্রজে সততপূজনৌ।
পুত্রস্যোপরি তাবেতৌ পতিতৌ তে মহীরুহৌ ॥ ২২
দৃঢ়েন দাম্না তত্রৈব বদ্ধো বৎস ইবোদরে।
জহাস বৃক্ষয়োর্মধ্যে তব পুত্রঃ স বালকঃ ॥ ২৩

তাঁহাদের মস্তকের কেশরাজি (দু'ধারে চুলগুলি) নয়নের উপর ঝুলিয়া আসিলে তাঁহারা ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। ইঁহাদের উভয়েরই বদন চন্দ্রতুল্য (নিশ্চয়ই জনক) সুন্দর ছিল, অতএব এই দুই সুকুমার বালক সেই সময় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১১

ইঁহারা ক্রীড়াতেই অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়া সমস্ত ব্রজেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতিশয় ক্রীড়াসক্ত এই দুই বালককে সর্ব্বত্র যাইতে দেখিয়া নন্দগোপ তাঁহাদের বারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না ॥ ১২

সেই সময় একদিন যশোদামাতা অত্যন্ত কুপিত হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে একটী শকটের (গাড়ীর) পার্শ্বে লইয়া বারংবার ভর্ৎসনা করিলেন। কোন উপায় নাহি, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদরেও রজ্জু বাঁধিয়া সেই রজ্জুকে উদূখলের মধ্যে বন্ধন করিলেন এবং বলিলেন—অতঃপর যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে যাও। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন ॥ ১৩-১৪

যশোদামাতা কার্য্যে তৎপর হইতেই শিশু-কৃষ্ণ শিশুলীলা করিতে করিতে ব্রজের মানুষকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করত গৃহাঙ্গণ হইতে নির্গত হইলেন। কৃষ্ণ অঙ্গন হইতে নির্গত হইয়া সেই উদূখলকে টানিতে টানিতে বনের দিকে চলিলেন। পথের মধ্যে একসঙ্গে উৎপন্ন দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল। এই বৃক্ষ দুইটী তখন অতিশয় বৃহদাকার হইয়াছিল। কৃষ্ণ সেই উদূখলকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই দুইটী বৃক্ষের মধ্যভাগ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ১৫-১৬

নিজের উদরে বদ্ধ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ সেই উদূখলটিকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় উহা বাঁকিয়া গিয়া সেই দুই অর্জ্জুন-বৃক্ষের মূলে সংলগ্ন হইল অর্থাৎ আ টকাইয়া গেল। তখন তিনি বৃক্ষদুইটি সহ সেই উদূখলটিকে সবলে টানিতে লাগিলেন ॥ ১৭

শিশু কৃষ্ণ তখন সবেগে পুনঃ পুনঃ টানিতে থাকিলে সেই দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ মূল ও শাখাসমূহসহ ভগ্ন হইয়া পতিত হইল এবং তিনি নিজের দিব্য বল অবলম্বন করত গোপগণকে দেখাইবার জন্য সেই দুই বৃক্ষের মধ্যভাগে থাকিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

এই বালকের প্রভাবে সেই রজ্জু তখন অতিশয় দৃঢ় হইয়া গেল। যমুনাতীরের মধ্যবর্ত্তী পথে শিশু কৃষ্ণকে সেই অবস্থায় দেখিয়া গোপীগণ তখন বিস্ময়াভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে যশোদার নিকটে যাইলেন ॥ ১৯-২০

সেই গোপরমণীগণ তখন সম্ভ্রান্ত-বদনে যশোদাকে বলিলেন—যশোদে। সত্বর এস, সত্বর এস। সম্ভ্রমবশতঃ তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন? ব্রজে যে সেই দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, যাহাদের পূজা করিয়া ও মানসিক করিয়া আমাদের সকলের প্রার্থনা সফল হইত, সেই দুই বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া তোমার পুত্রের উপর পতিত হইয়াছে ॥ ২১-২২

যেরূপ বৎসকে বদ্ধ করা হয়, সেইরূপ উদরে দৃঢ়ভাবে রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ তোমার এই বালক পুত্র সেই দুই বৃক্ষমধ্যে থাকিয়া হাস্য করিতেছে ॥ ২৩

উত্তিষ্ঠ গচ্ছ দুর্মেধে মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি।
পুত্রমানয় জীবন্তং মৃত্যুমুখাদিব ॥ ২৪
সা ভীতা সহসোত্থায় হাহাকারং প্রকুর্বতী।
তং দেশমগমদ্ যত্র পতিতৌ তরুভৌ দ্রুমৌ ॥২৫
সা দদর্শ ভয়োর্মধ্যে দ্রুময়োরন্তকং শিশুম্
দামা নিবদ্ধমুদরে কর্ষমাণমুলূখলম্
স-গোপী-গোপবৃদ্ধাশ্চ সমুবাচ ব্রজস্ত্রিয়ঃ
পর্য্যাগচ্ছন্ত যে দ্রষ্টুং গোপেষু মহদদ্ভুতম্ ॥ ২৭
জজল্পুস্তে যথাকামং গোপা বনবিচারিণঃ
কেনেমৌ পাতিতৌ বৃক্ষৌ ঘোষস্যায়তনোপরৌ ॥২৮
বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎপ্রপতনং বিনা।
বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ ॥২৯
অহো বত ন শোভেতাং বিমলে বর্ত্তনাবিমৌ।

দ্রুমৌ নিপতিতৌ বৃক্ষৌ বিত্তেশৌ ধনদাবিব ॥ ৩০
যদীমৌ ঘোষবসতিং ঘোষকল্যাণকারিণৌ।
নন্দগোপস্য প্রদ্বারে তে দ্রুমাবেব পততাম্
যচ্ছন্তু তে বারকো মুক্তো বিপুলাভ্যামপি ক্ষিতৌ ॥ ৩১
ঔৎপাতিকমিদং ঘোষে তৃতীয়ং বর্ত্ততে দ্বিজ
পূতনায়া বিনাশশ্চ দ্রুময়োঃ শকটস্য চ ॥ ৩২
অস্মিন্ স্থানে চ বাসোঽয়ং ঘোষস্যাস্য ন যুজ্যতে।
ঔৎপাতা হ্যত্র দৃশ্যন্তে কথয়ন্তো ন শোভনম্ ॥ ৩৩
নন্দগোপস্তু সহসা মুক্ত্বা কৃষ্ণমুলূখলাৎ
নিবেশ্য চাঙ্কে সুচিরং মুমুদে পুনরাগতম্ ॥ ৩৪
মাতৃপার্শ্বং প্রেক্ষমাণো বৈ কৃষ্ণঃ কমললোচনম্
ততো যশোদাং গর্হন্ বৈ নন্দগোপো বিবেশ হ ॥ ৩৫

নিজেকে তা' পণ্ডিত বলিয়া তুমি মনে কর, এখন দেখিতেছি তুমি মূর্খ এবং তোমার বুদ্ধিও পরিষ্কার নয়। যশোদে! তুমি উঠ, আমাদের সহিত গমন কর এবং যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ হইতে জীবন রক্ষা পাইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে, সেই জীবিত পুত্রকে তুমি আনয়ন কর ॥ ২৪

তখন যশোদামাতা ভীত হইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং হাহাকার করিতে করিতে সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে তাঁহার শিশু-পুত্র কৃষ্ণ সেই দুই অর্জুন বৃক্ষকে ভূপতিত করিয়াছেন ॥ ২৫

তিনি সেখানে নিজের পুত্রকে সেই দুই বৃক্ষের মধ্যে অবস্থিত দেখিলেন এবং তাঁহার সেই পুত্র উদরে বদ্ধ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ উলূখলকে তখন টানিতে ছিলেন ॥ ২৬

ঘোপী ও বৃদ্ধ গোপগণের সহিত সম্পূর্ণ ব্রজবাসীরা তখন এই ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিলেন। গোপগণের মধ্যে যে এই অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল, উহা দেখিবার জন্য তখন চারিদিক দিয়া বহু লোক আসিতে লাগিল ॥ ২৭

বনে বিচরণকারী গোপগণ যেজন্য সেখানে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—অহো! ব্রজের এই দুই বৃক্ষ দেবমন্দিরের সদৃশ ছিল, কে ইহাদের ভূপাতিত করিল ? ২৮

কোনও ঝঞ্ঝাবাত হয় নাই, বর্ষা হয় নাই ও বিদ্যুৎপতনও হয় নাই এবং কোনও হাতী আসিয়াও ইহাদের আঘাত করে নাই; এই সব দোষ বাতীতই এই দুইটি বৃক্ষকে কে পাতিত করিল ? ২৯

অহো! মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধনেশ্বর কুবেরের ন্যায় শোভাহীন হইয়া গিয়াছে ॥ ৩০

নন্দগোপ! যদি এই দুই বৃক্ষ এই গোষ্ঠে রোপিত হইয়া থাকে এবং সমস্ত গোষবাসিগণের কল্যাণ করিতে থাকে, তবে আজ এই অবস্থায় পতিত হইয়াও এই দুই বৃক্ষ আপনার উপর প্রসন্নই রহিয়াছে; সেইজন্য বিশাল হইলেও এই দুই বৃক্ষ পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় তোমার বালককে জীবিত ছাড়িয়া দিয়াছে ॥ ৩১

এই ব্রজে উহা লইয়া তিন বার উৎপাতসূচক ঘটনা সংঘটিত হইল। পূতনা-বিনাশ, শকটভঞ্জন ও যমলার্জুনভঙ্গ—এই তিনটি উপদ্রব দেখা যাইল ॥ ৩২

এই স্থানে আমাদের এই ব্রজে অতঃপর বাস করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না; কারণ, এখানে অশুভ পরিণামসূচক এই সব উৎপাত দেখা যাইতেছে ॥ ৩৩

এই সময় নন্দগোপ সহসা বন্ধন মোচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উলূখল হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন—এই বালক মৃত হইয়া পুনরায় জীবন লাভ করিয়াছে। এরূপ মনে করিয়া তিনি বহুকাল নিজের ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া রাখিলেন। সেই সময় তিনি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না ॥ ৩৪?

তদনন্তর নন্দগোপ যশোদার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অন্যান্য সকল গোপগণও নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৫]

৯৬ গোপজনঃ সর্বো ব্রজমেব জগাম হ
৯৮ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ রামবর্ধনঃ।
গোষ্ঠে রামোদর ইতি যে গীতিঃ পরিগীয়তে ॥ ৩৬
এতন্নামর্ষিভিঃ প্রোক্তং কি নাম্নস্য নাদৃ বিচেষ্টিতম্।

কৃষ্ণস্য ভরতশ্রেষ্ঠ ঘোষে নিবসতস্তদা ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি শিশুচর্যায়াং যমলার্জুনভঙ্গো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

সেই 'দাম' অর্থাৎ রজ্জুর জন্য উদরে বন্ধন হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নাম 'দামোদর' হইল। ব্রজে গোপীগণ এই দামোদর নামেই তাঁহার লীলাগান করেন। ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রজে বাস করিবার সময় বালক শ্রীকৃষ্ণের এইরূপই আশ্চর্য্যময়ী লীলাসকল সংঘটিত হইতে লাগিল। ৩৭

হরিবংশে খিলভাগে হরিবংশে 'বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলা-প্রসঙ্গে যমলার্জুনভঙ্গবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণস্য চেষ্টা, স্বদেহতো বহূন্ বৃকাদুৎপাদ্য তৈর্ব্রজস্য ভয়োৎপাদনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তৌ বালমুত্তীর্ণৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ
তস্মিন্নেব ব্রজস্থানে সম্ভবর্ষৌ বভূবতুঃ ॥ ১
নীলপীতাম্বরধরৌ পীতশ্বেতানুলেপনৌ।
বভূবতুর্বৎসপালৌ কাকপক্ষধরাবুভৌ ॥ ২
পর্ণবাদ্যঃ শ্রুতিসুখং বাদয়ন্তৌ বরাননৌ
শুশুভাতে বনগতৌ ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥ ৩
মযূরাঙ্গদকর্ণৌ তু পল্লবপীড়ধারিণৌ।
বনমালাকুলোরস্কৌ ক্রমপোতাবিবোদ্গতৌ ॥ ৪

অরবিন্দকৃতাপীড়ৌ রজ্জুযজ্ঞোপবীতিনৌ।
শৃঙ্গিকাতুম্বকরকৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥ ৫
কচিদ্বৎসান্তরস্থৌনাং ক্রীড়মানৌ কচিৎ কচিৎ।
পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ কচিদ্বিশ্রান্তবেক্ষণৌ ॥ ৬
এবং বৎসান্ পালয়ন্তৌ শ্রেয়ন্তৌ মহাবনম্।
চক্রুর্যান্তৌ রমন্তৌ চ কিশোরাবিব চঞ্চলৌ ॥ ৭
অথ দামোদরঃ শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণমুবাচ হ।
আর্য্য নাস্মিন্ বনে শক্যা গোপালৈঃ সহ ক্রীড়িতুম্ ॥ ৮

অষ্টম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজকে অসুর লইয়া যাইবার চেষ্টা এবং নিজের দেহ হইতে বহু বৃক উৎপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্রজের ভয়োৎপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভ্রাতা সেই ব্রজে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সাত বর্ষ বয়সে উপনীত হইলেন। ১

ইঁহাদের মধ্যে এক ভ্রাতা (বলরাম) নীল বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা (শ্রীকৃষ্ণ) পীত-বস্ত্র পরিধান করিতেন। উভয়ের চন্দন ও অঙ্গরাগও যথাক্রমে পীত এবং শ্বেতবর্ণের ছিল। উভয়েই কাকপক্ষ (ঝুলপী বা সিঁথা) ধারণ করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতাই বনবেশধারণ করিতেন। ২

এই উভয়েই মুখ অতিশয় সুন্দর ছিল। ইঁহারা বনে গিয়া কর্ণের সুখপ্রদ পর্ণবাদ্য (পত্রনির্ম্মিত বংশী বাদ্য) বাজাইতে থাকিলে তিনটি মস্তকবিশিষ্ট সর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

ইঁহারা ময়ূরপক্ষের অঙ্গদ ও কর্ণভূষণ ধারণ করিতেন এবং পত্রনির্ম্মিত মুকুট ধারণ করিতেন। এইভাবে বিভূষিত হইয়া দুইভ্রাতা বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত নবোদ্গত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ইঁহাদের বক্ষঃস্থল বনমালায় ব্যাপ্ত ছিল। ৪

পদ্মপুষ্পের শিরোভূষণ ও রজ্জুকে যজ্ঞোপবীত করিয়া ধারণকারী এই দুই ভ্রাতা গোপবালকগণের ন্যায় মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট শিঙ্গা, তুম্বী (লাউখোলনির্ম্মিত একতারা বাদ্য বা বীণা) ও করক (কমণ্ডলু) ছিল। ৫

কোনও কোনও সময়ে পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া হাস্য করিতেছিলেন, কোথাও কোথাও নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং কখনও পত্রসমূহের দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া নিদ্রাবিজড়িত নয়নে তথায় শয়ন করত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ৬

এইরূপে বৎসচারণ করিতে করিতে তাঁহারা মহাবনের শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে বারংবার চারিদিকে এদিক ওদিক করিতে লাগিলেন এবং চঞ্চল কিশোরবালকগণের ন্যায় বনে বিহার করিতে লাগিলেন। ৭

তদনন্তর একদিন শোভাসম্পন্ন রামোদর শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণকে বলিলেন—আর্য্য! এখন এই বনে গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করা সম্ভব নয়। আমরা সকলে এই সম্পূর্ণ বনকে নিজেদের উপভোগে ব্যবহার করিয়া ইহার শোভাসম্পদ নষ্ট

অবশীতমিদং সর্ব্বমাবাভ্যাং ভুক্তকাননম্
প্রক্ষীণতৃণকাষ্ঠঞ্চ গোপৈর্ম্মথিতপাদপম্ ॥ ৯
ঘনীভূতানি যান্যাসন্ কাননানি বনানি চ।
তস্যাকাশনিকাশানি দৃশ্যন্তেঽদ্য যথাসুখম্ ॥ ১০
গোষ্ঠেষ্বপি যে বৃক্ষাঃ পরিক্ষুত্তাগলেষু চ
সর্ব্বে গোষ্ঠাগ্নিষু গতাঃ ক্ষয়মক্ষবর্চ্চসঃ ॥ ১১
সন্নিকৃষ্টানি যান্যাসন্ কাষ্ঠানি চ তৃণানি চ।
তানি দূরাবকৃষ্টানি মার্গিতব্যানি ভূমিষু ॥ ১২
অরণ্যানিদমস্মাভির্দমন্তকক্ষং নিরাশ্রয়ম্।
অন্বেষিতব্যবিশ্রামং দারুণং বিরলদ্রুমম্ ॥ ১৩
অকর্ম্মণ্যেষু বৃক্ষেষু স্থিতবিপ্র-স্থিতদ্বিজম্।
সংবাসস্যান্ত মহতো জননেঽস্মাদিবজ্জনম্ ॥১৪
নিরানন্দং নিরাস্বাদং নিষ্প্রয়োজনমাকৃতম্।
নিবিহঙ্গনিদং শূন্যং নির্ব্যঞ্জনমিবাশনম্ ॥ ১৫
বিক্রীতমাশৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ শাকৈশ্চ বনসম্ভবৈঃ।
উচ্ছ্রিতসঙ্কটতৃণৈর্ঘোষোঽয়ং নগরায়তে ॥ ১৬
শৈলানাং ভূষণং ঘোষো ঘোষাণাং ভূষণং বনম্।
বনানাং ভূষণং গাবস্তাশ্চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥ ১৭
তস্মাদদ্য বনং যামঃ প্রত্যগ্রতৃণবৎকৃতম্।
ইচ্ছন্ত্যুপভুক্তানি গাবো ভোক্তুং তৃণানি চ ॥ ১৮
তস্মাদ্ বনং নবতৃণং গচ্ছন্তু ধনিনো ব্রজাঃ।
ন দ্বারবন্ত বরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা।
প্রশস্তা বৈ ব্রজা লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ ॥ ১৯
শকৃন্মূত্রেষু তেষ্বেব জাতক্ষারতৃণাশনম্।
ন তৃণং ভুঙ্ক্তে গাবো নাপি তৎ পয়সে হিতম্ ॥ ২০

করিয়া দিয়াছি। গোচারণ করায় এখানের তৃণ কমিয়া গিয়াছে এবং কাষ্ঠসমূহ সংগ্রহ করিয়া লওয়ায় তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। গোপগণ এখানের প্রতিটি বৃক্ষকে মথিত করিয়াছে ॥ ৮-৯

যে বন ও কানন অত্যন্ত ঘন ছিল, তাহা এখন আকাশের ন্যায় শূন্য হইয়া গিয়াছে—ইহা দেখা যাইতেছে। এই সব দেখিয়া আর সুখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১০

যাহাদের দ্বারে গোশালার অর্গল (খিল) শোভিত ছিল, সেই গোশালাসমূহেও অক্ষয় গোচারণসম্পন্ন যে সব বৃক্ষ ছিল, তৎসমস্তই গোষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১১

অতি নিকটেই যে তৃণ ও যে সকল কাষ্ঠ ছিল, তাহা এখন বহুদূরবর্ত্ত ভূমিতে অন্বেষণযোগ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ১২

এই বনে জল কমিয়া গিয়াছে, শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, এইজন্য আশ্রয়গ্রহণযোগ্য কোনও স্থান নাই, বিশ্রামের জন্য ভূমিও এখানে অন্বেষণ করিতে হয় এবং বৃক্ষও বিরল হইয়া গিয়াছে ; অতএব ইহা এক নিদারুণ অবস্থা দেখা দিয়াছে ॥ ১৩

এখানের বৃক্ষসকল কোনও কার্য্যেরই উপযোগী নয় অর্থাৎ এই সব বৃক্ষে ফল-পুষ্পের অভাব হইয়াছে। ইহাদের যত যে সব পক্ষী বাস করিত, তাহারা এখন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এই বিশাল বাসভূমির সকল মানুষ এখানের বৃক্ষসমূহকে উদ্বেলিত করিয়াছে ॥ ১৪

এখানে কোথাও আর আনন্দ নাই, ফল-মূলাদির আস্বাদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বায়ুর প্রবাহও নিষ্ফল হইয়াছে অর্থাৎ বায়ু আর সুখস্পর্শ বহন করে না এবং বৃক্ষ হইতে ফলও পাতিত করে না ; সুতরাং পক্ষিহীন এই শূন্য বন ব্যঞ্জন (তরকারী)-রহিত ভোজনের ন্যায় অসুখভোগ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ১৫

এখানের শুষ্ক-কাষ্ঠ ও বনজাত শাকসমূহ প্রতিদিন বিক্রীত হইতেছে। এখানে যে রাশি রাশি তৃণ ছিল, সে সমস্তই উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাতে এই ঘোষ (ব্রজ) নগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১৬

পর্ব্বতসকলের ভূষণ এই ঘোষ (গোষ্ঠ), ঘোষসমূহের ভূষণ বন এবং বনের ভূষণ গোধন। এই গোধনই আমাদের পরম গতি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥ ১৭

অতএব আমরা অন্য বনে যাইব, যেখানে নব নব তৃণ ও কাষ্ঠের অধিকতা আছে। আমাদের গোধন সেই নব নব তৃণ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, যাহা এখনও উপভুক্ত হয় নাই ॥ ১৮

অতএব যে সব ব্রজ ধনসম্পন্ন, তাহারা সেই বনে গমন করুক, যেখানে নব নব তৃণ উপলব্ধ হইবে। যাহাদের দ্বার বদ্ধ আছে এবং চারিদিক্ আবৃত আছে, যেখানে চারিদিকে গৃহনির্ম্মিত হইয়াছে এবং শস্যোৎপাদনযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, এরূপ ব্রজভূমি আর আমাদের বাস করিবার উপযুক্ত নহে। উন্মুক্ত হইয়া বিচরণকারী হংসগণের ন্যায় বন্ধনরহিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিচরণপরায়ণ ব্রজই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯

তাহাদের গোবর-মূত্ররাশির উপর যে তৃণ উৎপন্ন হয় অথবা অন্যত্র উৎপন্ন তৃণের মধ্যে বনে গোবর গোমূত্র পতিত হয়, তখন উহাতে ক্ষার ও রসায়নের গুণ আসিয়া উপস্থিত হয় ; অতএব গোধন সেই তৃণ ভক্ষণ করে না এবং সেই তৃণও দুগ্ধের পক্ষে হিতকারী হয় না ॥ ২০

স্থলীপ্রায়াসু সর্ব্বাসু নদ্যাসু বনরাজিষু
চরাবঃ সহিতৌ গোভিঃ ক্ষিপ্রং সংবাহুতাং
শ্রূয়তে হি বনং রম্যং পর্য্যাপ্ততৃণসঞ্চয়ম্
নাম্না বৃন্দাবনং নাম স্বাদুফলজলোদকম্ ॥ ২১
অবিদ্ধিকণ্টকবনং সর্ব্বর্তুফলসংযুতম্ ।
কদম্বপাদপপ্রায়ং যমুনাতীরমাশ্রিতম্ ॥ ২৩
স্নিগ্ধশীতলিলবনং সর্ব্বর্তুনিলয়ং শুভম্
গোপীনাং সুখসঞ্চারং চারুচিত্রবনান্তরম্ ॥ ২৪
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম নাতিদূরে গিরির্মহান্
ভ্রাজতে দীপ্তশিখরো নন্দনস্যেব মন্দরঃ ॥ ২৫
মধ্যে চাস্য মহাশাখো ন্যগ্রোধো যোজনোচ্ছ্রিতঃ ।
ভাণ্ডীরো নাম শুশুভে নীলমেঘ ইবাম্বরে ॥ ২৬
মধ্যেন চাস্য কালিন্দী সীমন্তমিব কুর্ব্বতী ।
প্রত্যাতা নন্দনস্যেব নলিনী সরিতাং বরা ॥ ২৭
তত্র গোবর্দ্ধনং চৈব ভাণ্ডীরঞ্চ বনস্পতিম্
কালিন্দীঞ্চ নদীং রম্যাং দ্রক্ষ্যাবস্তত্রতঃ সুখম্ ॥ ২৮
তত্রাযাং কথ্যতাং ঘোষস্তাজ্যতাং নির্গুণং বনম্
সম্ভাষয়াবো ভদ্রং বো বিধিমুৎপাদ্য কারণম্ ॥ ২৯
এবং কথয়তস্তস্য বাসুদেবস্য ধীমতঃ ।
প্র পুপূর্ভূবুঃ শতশো দ্রুমেভ্যোঽবয়বাস্তনুঃ
ঘোরশ্চিন্তয়তস্তস্য স্বতনূরুহজাতয়া ।
বিনিষ্পেতুর্ভয়করাঃ সর্ব্বশঃ শতশো বৃকাঃ ॥
নিষ্পতন্তি স্ম বহবো ব্রজস্যোৎসাদনায় বৈ ।
বৃকান্নিষ্পতিতান্ দৃষ্ট্বা গোষু বৎসেষথো নৃষু ॥ ৩২
গোপীষু চ যথাকামং ব্রজে ত্রাসোঽভবন্মহান্ ।
তে বৃকাঃ পঞ্চবর্দ্ধাশ্চ দশবর্দ্ধ স্তথা পরে ॥ ৩৩

বর্ত্তমানে এই বনের সমস্ত অভ্যন্তর পঙ্কী স্থলপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সে সব স্থানে অল্পমাত্রও তৃণ নাই; অতএব চলুন, আমরা উভয়ে এই গোগণের সহিত নূতন বনশ্রেণীতে যাইয়া বিচরণ করিব। এখন শীঘ্রই এস্থান হইতে ব্রজকে অন্যত্র লইয়া চলুন ॥ ২১

শুনা যায় যে, বৃন্দাবননামক বন অতিশয় রমণীয়। সেখানে পর্য্যাপ্ত ঘাস বিস্তৃত আছে। সেখানের বৃক্ষসমূহে স্বাদিষ্ট ফল আছে এবং সেখানের জলও সুস্বাদু ॥ ২২

এই বনে ছিদ্রি নাই এবং কণ্টকও নাই। এই বন সমস্ত বন-সম্পত্তি গুণসমূহে যুক্ত। সেখানে অধিকতর কদম্বতরু আছে এবং এই বন যমুনার তীরে অবস্থিত ॥ ২৩

এই বনে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে সকল ঋতুরই নিবাস। এই বন অতিশয় সুন্দর ও সুখদ। সেখানে গোপীগণ সুখের সহিত সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে পারিবে। বৃন্দাবনের অভ্যন্তরভাগে আরও বহু বিচিত্র ও মনোহর বন আছে ॥ ২৪

সেখানে গোবর্দ্ধন নামে এক বিশাল পর্ব্বত আছে, যাহা বৃন্দাবন হইতে বহুদূরে নহে। এই পর্ব্বতের শিখর দীপ্ত। যেরূপ নন্দনবনের পার্শ্বে মন্দরাচলের শোভা হয়, সেইরূপ বৃন্দাবনের নিকটে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত সুশোভিত আছে ॥ ২৫

সেই বনের মধ্যভাগে বিশাল শাখাসমূহে পূর্ণ এক বট বৃক্ষ আছে, তাহা এক যোজন উচ্চ। ইহার নাম ভাণ্ডীর বট। উহা আকাশে নীল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২৬

যেরূপ নন্দনবনের মধ্যে নদীশ্রেষ্ঠ নলিনী প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ বৃন্দাবনের মধ্যভাগে সীমন্তের ন্যায় কালিন্দী নদী প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৭

আমরা সেখানে গেলে পর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, ভাণ্ডীর বট এবং রমণীয় কালিন্দী নদীকে সুখের সহিত দর্শন করিতে পারিব ॥ ২৮

সেখানে যাইয়া এই ব্রজকে বসাইবার ব্যবস্থা করুন এবং গুণহীন বনকে পরিত্যাগ করুন। ভ্রাতঃ! আপনার কল্যাণ হউক, কোনও এক নূতন কারণ উৎপাদন করিয়া এই ব্রজবাসী-দিগকে আমরা সন্ত্রস্ত করিব ॥ ২৯

বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রতি রোমকূপ হইতে ভয়ানক বৃকসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল, যাহারা রক্ত, মাংস ও বসা আহার করিত। তাঁহার চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বদিক্ হইতে স্বরোমকূপজাত শত শত ভয়ঙ্কর বৃক নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৩০-৩১

ব্রজকে সেখান হইতে অপসারিত করিবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বহু বৃক (নেকড়ে বাঘ) প্রকটিত হইতে লাগিল, তখন সেই সব বৃককে দেখিয়া গো, গো-বৎস, মনুষ্য ও গোপী গণের মধ্যে, এমন কি সম্পূর্ণ ব্রজের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হইল ॥ ৩২

এই সব বৃক পাঁচটি করিয়া দলবদ্ধ হইয়া এইরূপ দশ, কি ত্রিশ এবং শতসংখ্যক বৃক একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে

ত্রিংশদ্ বিংশতিবর্ষাংশ্চ শতবর্ষাংস্তথ পরে
নিশ্চেরুস্তস্য গাত্রেভ্যঃ শ্রীবৎসকৃতলক্ষণাঃ। ৩৪
কৃষ্ণস্য কৃষ্ণবদনা গোপানাং ভয়বর্ধনাঃ
ভক্ষয়ন্তশ্চ তৈর্বৎসান ত্রাসয়ন্তশ্চ গোব্রজান্
নিশি বালান্ হরন্তশ্চ বৃকৈঃ সংস্তূয়তে ব্রজঃ
ন বনে সকৃতে গন্তুং ন চাস্ত পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩৫

ব্রহ্মদেহ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ইহা ও শ্রীবৎসের চিহ্নে সুশোভিত ছিল। ৩৩-৩৪

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে নির্গত কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট বৃকগণ গোপদিগের ভয়বর্ধন করিল। তাহারা বৎসসকলকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, গোপদের মনের মধ্যে ভয় উৎপাদন করিল এবং রাত্রিতে বালকদিগকে অপহরণ করিতে লাগিল। এইভাবে বৃকগণের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রজ উৎপীড়িত হইল। ৩৫।

সেই সময় ব্রজে থাকিয়া, গোধনকে রক্ষা করা, বন হইতে কোনও বস্তু আনয়ন করা এবং নদী পার হওয়া সম্ভব হইতেছিল না। ৩৬।

এবং বৃকৈরুদীর্ণেষু ব্যাকুলাপরাক্রমৈঃ।
ব্রজো নিস্পন্দচেষ্টঃ স একস্থানচরঃ কৃতঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি শিশুচর্যায়াং বৃকদর্শনেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

ঠাহারা সকলেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা কেহই কোথাও যাইতে পারিলেন না। ভয়ে কেবল বনেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ধিত ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী বৃকগণের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্রজ নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট ও একস্থানেই সীমিত হইয়া রহিল। ৩৭-৩৮।

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি বাললীলাপ্রসঙ্গে বৃকদর্শনবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃকাণামুৎপাতেন ব্রজবাসিনাং তৎ স্থানং ত্যক্ত্বা শ্রীবৃন্দাবনে গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং বৃকাংশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা বর্ধমানান্ দুরাসদান্
সস্ত্রীপুমান্ স ঘোষো বৈ সমন্তোঽমন্ত্রয়ৎ তদা ॥ ১
স্থানেনেহ ন নঃ কার্যং ব্রজামোঽন্যমহং বনম্
যচ্ছিবঞ্চ সুখোষাঞ্চ গবাং চৈব সুখাবহম্ ॥ ২
অন্যেব কিং চিরেণ স্ম ব্রজামঃ সহ গোধনৈঃ
যাবদ্বৃকৈর্বধঃ ঘোরং ন নঃ সর্বো ব্রজো ব্রজেৎ ॥ ৩

এষাং ধূম্রারুণাঙ্গানাং দংষ্ট্রিণাং নখকর্ষিণাম্।
বৃকাণাং কৃষ্ণবক্ত্রাণাং বিভীমো নিশি গর্জতাম্ ॥ ৪
মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম বৎসোঽথ গৌর্মম।
বৃকৈর্ব্যাপাদিতা হ্যেবং ক্রন্দন্তি স্ম গৃহে গৃহে ॥ ৫
তাসাং রুদিতশব্দেন গবাং হম্ভারবেণ চ।
ব্রজস্যোত্থাপনং চক্রুর্ঘোষবৃদ্ধাঃ সমাগতাঃ ॥ ৬

নবম অধ্যায়।

[বৃকগণের উৎপাতে ব্রজবাসীদিগের সেস্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে সেই দুর্ধর্ষ গণকে বর্ধিত হইতে দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসী স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া সেই সময় এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ১

এখন আমাদের এস্থানে বাস করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা অন্য কোনও বিশাল বনে চলিয়া যাইব, যাহা গোধনের পক্ষে কল্যাণকর, সুখে বাস করিবার উপযোগী এবং গমনেরও সুবিধা হইবে। ২

বিলম্ব করিয়া কি হইবে? আজই আমরা নিজ নিজ ধনের সহিত এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। বৃকগণের দ্বারা সমস্ত ব্রজ যাহাতে সর্বতোভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাহার পূর্বেই আমাদের এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্তব্য। ৩

এই বৃকগণের সর্বাঙ্গ ধূম্র ও রক্তবর্ণ, ইহাদের দন্তগুলি বড় বড়, ইহারা নখের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং রাত্রিকালে ইহারা ভীষণ গর্জন করে। আমরা ইহাদের দ্বারা ভীত হইয়া পড়িয়াছি। ৪

গৃহে গৃহে স্ত্রীগণ এইভাবে করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছে—হায়! বৃকগণের দ্বারা আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার বৎস ও আমার গোধন নিহত হইয়াছে। ৫

তাহাদের রোদন শব্দ ও গোগণের হাম্বারবের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া একত্রে সমবেত ব্রজের বৃদ্ধ পুরুষবৃন্দ ব্রজকে সেস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে সিদ্ধান্ত করিলেন। ৬

তেষাং মতমথাজ্ঞায় গন্তুং বৃন্দাবনং প্রতি।
ব্রজস্য বিনিবেশায় গবাং চৈব হিতায় চ ॥ ৭
বৃন্দাবননিবাসায় তান্ জ্ঞাত্বা কৃতনিশ্চয়ান্।
নন্দগোপো বৃহদ্বাক্যং বৃহস্পতিরিবাদধে ॥ ৮
অদ্যৈব নিশ্চয়প্রাপ্তির্যদি গন্তব্যমেব নঃ
শীঘ্রমাজ্ঞাপ্যতাং ঘোষঃ সজ্জীভবত মা চিরম্ ॥ ৯
ততোঽবঘুষ্যত তদা ঘোষে তৎ প্রাকৃতৈর্জনৈঃ।
শীঘ্রং গাবঃ প্রকল্প্যন্তাং ভাণ্ডং সমভিরোপ্যতাম্ ॥ ১০
বৎসযূথানি কাল্যন্তাং যুজ্যন্তাং শকটানি চ
বৃন্দাবননিতঃ স্থানান্নিবেশায় চ গম্যতাম্ ॥ ১১
তচ্ছ্রুত্বা নন্দগোপস্য বচনং সাধু তদ্ধিতম্
উত্তিষ্ঠন্ ব্রজঃ সর্বঃ শীঘ্রং গমনলালসঃ ॥ ১২
প্রবাহাদ্বিষ্ঠ গচ্ছামঃ কিং শেষে যাহি ঘোষয়।

উত্তিষ্ঠতি ব্রজে তস্মিন্ গোপকোলাহলো মহান্ ॥ ১৩
উত্তিষ্ঠমানঃ স্তুতে শকটীশকটস্থ সঃ।
ব্যাব্রঘোষমহাঘোষো ঘোষঃ সাগরঘোষবান্ ॥ ১৪
গোপীনাং গর্গরীভিশ্চ মুদ্রি চোত্তম্ভিতৈর্ঘটৈঃ
নিষ্পপাত ব্রজাৎ পঙ্‌ক্তিস্তারাপঙ্‌ক্তিরিবাম্বরাৎ ॥ ১৫
নীলশীতারুণৈস্তাসাং বস্ত্রৈঃপ্রান্তপ্রোক্ষিতৈঃ
শক্রচাপায়তে পঙ্‌ক্তির্গোপীনাং মার্গগামিনী ॥ ১৬
পানদীপান্তরৈশ্চ কেচিৎ কাংস্যবলদ্বিভিঃ
গোপা মার্গগতা ভান্তি সাবরোধা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১৭
স ব্রজো ব্রজতা ভাতি শকটৌঘেন ভাস্বতা।
পোতৈঃ পবনবিক্ষিপ্তৈর্নিষ্পতদ্ভিরিবার্ণবঃ ॥ ১৮
ক্ষণেন তদ্ ব্রজস্থানমীরিণং সমপদ্যত।
প্রবাহাবরবনির্মুক্তং কীর্ণং বাসসমণ্ডলৈঃ ॥ ১৯

যখন নন্দরাজ বৃন্দাবনে যাইবার জন্য তাঁহাদের মত জানিতে পারিলেন এবং ব্রজকে নূতন স্থানে বসাইবার ও গোগণের হিতের জন্য বৃন্দাবনে নিবাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সকলের দৃঢ় নিশ্চয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বৃহস্পতির ন্যায় এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন। ৭-৮

যদি এই সিদ্ধান্তই করা হয় এবং আমাদের যাইতেই হয়, তবে আজই আমাদের যাত্রা করা উচিত। শীঘ্রই ব্রজে এই আদেশ ঘোষণা করাইয়া দাও যে, তোমরা সকলেই এস্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও, বিলম্ব করিও না। ৯

তারপর প্রাকৃত মনুষ্যগণের দ্বারা ব্রজে এই ঘোষণা করাইয়া দেওয়া হইল যে, ব্রজবাসিগণ! শীঘ্র গো-সকলকে যাইবার জন্য প্রস্তুত করাইয়া লও। নিজ নিজ বর্তন ভাণ্ডাদি যানসমূহাদির যানের উপর আরোপিত কর। বৎসযূথকে এখনই আহ্বান কর, যানসকল যোজিত কর এবং এস্থান হইতে বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য প্রস্থান কর। ১০-১১

নন্দগোপের দ্বারা কথিত এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত ব্রজের মানুষ যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া শীঘ্র চলিতে লাগিলেন। ১২

এইরূপে সেই ব্রজ যখন সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইতে লাগিল, তখন গোপগণের কোলাহল এইভাবে শুনা যাইতে লাগিল—অরে! চল, উঠ, আমরা সকলেই যাইতেছি; কেন এখন শুইয়া আছ, যাও যান যোজনা কর। ১৩

সাধারণ ক্ষুদ্র শকট ও শকটে যুক্ত সেই ব্রজ যখন সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল, তখন তাহার শব্দের এইরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ বায়ুর গর্জনে মহাশব্দ হয় ও সমুদ্রের গর্জনের শব্দ উত্থিত হয়। ১৪

মস্তকে গর্গরী ও ঘট ধারণ করিয়া গমনকারিণী গোপীদিগের পঙ্‌ক্তি যখন ব্রজ হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছিল, তখন এইরূপ মনে হইতেছিল যে, আকাশ হইতে তারকাপঙ্‌ক্তি নিপতিত হইতেছে। ১৫

তাহাদের নীল, শীত ও রক্তবর্ণের বস্ত্র স্তনের অগ্রভাগে উচ্চ দেখাইতেছিল। এই সব বস্ত্রে সুশোভিতা হইয়া পথে গমনরতা গোপীদিগের পঙ্‌ক্তি ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৬

কিছু গোপ মোটা ও পাতলা রজ্জুর ভার লইয়া পথে চলিতে ছিলেন। সেই সব রজ্জু তাঁহাদের অঙ্গে কুলিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে সেই সকল গোপ অবরোহ (শাখা) হইতে নির্গত শিরত (বৃক্ষ বটবৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ১৭

অগ্রসরমাণ গাড়িসমূহ ও শকটসমূহের দ্বারা সেই ব্রজ এইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেইরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া আকাশে ভাসমান জলপোত (জাহাজ) সমূহের দ্বারা মহাসাগর সুশোভিত হইয়া থাকে। ১৮

ক্ষণকালের মধ্যেই ব্রজের সেই স্থান উষরভূমির ন্যায় শূন্য হইয়া যাইল। সেখানে যে সমস্ত অন্নাদি দ্রব্যসমূহের কণা বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইয়াছিল, তাহা ভক্ষণের জন্য সেইখানে কাকদিগের বল পরিবৃত হইয়া শূন্য হইয়া গিয়াছিল

ততঃ ক্রমেণ যোধঃ স প্রাপ্তো বৃন্দাবনং বনম্
নিবেশঃ বিপুলঃ চক্রে গবাং চৈব হিতায় চ ॥ ১৮
শকটাবর্তপর্যন্তঃ সপ্রাকারঃ সমন্ততঃ
মধ্যে যোজনবিস্তীর্ণ স বভূব গুণসংযুতম ॥ ১৯
কণ্টকৈঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকিতদ্রুমৈঃ
নিষাতোদ্ধ্রিতশাখাগ্রৈরভিগুপ্তঃ সমন্ততঃ ॥ ২০
মন্থৈরারোপিতৈশ্চ মন্থবন্ধানুকর্ষণৈঃ।
অদ্ভিঃ প্রক্ষালিতান ভির্গর্গরীভিরিতস্ততঃ ॥ ২১
কীলৈরারোপিতৈশ্চ রামনীপাশপাশিতৈঃ।
তন্তুনীভির্বৃতাভিশ্চ শকটৈঃ পরিবর্ত্তিতৈঃ ॥ ২২
নিয়োগপাশৈরাসক্তৈর্গর্গরীতন্তুমূর্দ্ধসু।
ছাদনার্থং প্রকীর্ণৈশ্চ কটকৈস্তৃণসঙ্কটৈঃ ॥ ২৩
শাখাবিটৈর্বৃতা দ্বারাঃ ক্রিয়ন্তে বৈরিতস্ততঃ
শোধনার্থৈর্গবাং স্থানৈঃ স্থাপ্যন্তে চৈকমূধবৈঃ ॥ ২৪

গ্রাম্যৈঃ সিচামাত্রৈশ্চ সন্দোহান্বিতৈশ্চ পাবকৈঃ।
সবৎসচর্ম্মান্তরণৈঃ পয়ঃপৈশ্চাবরে সিতৈঃ ॥ ২৫
তোয়মুত্তারয়ন্তীভিঃ প্রেক্ষন্তীভিশ্চ তদ্বনম
শাখাশ্চ কর্ষমাণা ভির্গোপীভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৬
যুবভিঃ স্থবিরৈশ্চৈব গোপৈর্বাগ্রকরৈর্ভৃশম্
বিশসদ্ভিঃ কুঠারৈশ্চ কাষ্ঠান্যপি তরূনপি ॥ ২৭
তদ্ ব্রহ্মস্থানমধিকং শুশুভে কাননাবৃতম্।
রম্যং বননিবেশঃ বৈ স্বাদুমূলফলোদকম্ ॥ ৩০
তাস্তু কামদুঘা গাবঃ সর্ব্বপক্ষিকৃতং বনম্।
বৃন্দাবনমুপ্রাপ্য নন্দনোপমকাননম্ ॥ ৩১
পূর্ব্বমেব তু কৃষ্ণেন গবাং বৈ হিতকারিণা।
শিবেন মনসা দৃষ্টং তদ্ বনং বনচারিণা ॥৩২
পশ্চিমে তু ততো ব্রহ্মে ঘর্ম্মে মাসে নিরাময়ে
বর্ষতীবামৃতং দেবে তৃণং তত্র ববর্দ্ধত ॥ ৩৩

তদনন্তর ক্রমশঃ অগ্রসরমাণ সেই ব্রজ বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং গোগণের হিতের জন্য বহুদূর ব্যাপিয়া বিশাল স্থান অধিকার করত বসতি স্থাপন করিল। ২০

বাসস্থানের সীমাদেশের চারিদিকে শকটসমূহের দ্বারা বেড়া দেওয়া হইল। তখন সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডলের স্থিতি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া ছিল। এই ব্রজমণ্ডলের মধ্যভাগের বিস্তৃতি এক যোজন এবং লম্বায় দুই যোজন ছিল। ২১

বর্দ্ধিত কণ্টকী (নাগদন্তী প্রভৃতি) এবং উন্নতশাখ কণ্টকময় বৃক্ষাদির রোপণ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই ব্রজ চারিদিকে সুরক্ষিত ছিল। ২২

এই ব্রজের কোথাও তখন মাথনতাতে মন্থদণ্ড আরোপিত করা হইতেছিল, কোথাও মন্থদণ্ডে বদ্ধ রজ্জু আকর্ষণ করা হইতেছিল, কোথাও এদিক্ ওদিক্ গর্গরী ও ঘটসমূহকে জলের দ্বারা প্রক্ষালিত করা হইতেছিল, কোথাও কীলক (খুঁটা প্রভৃতি) প্রোথিত করা হইতেছিল, ইহার মধ্যে তখন মোটা পাতলা রজ্জু ছিল, কোথাও তন্তু টানিয়া করা হইতেছিল, কোথাও শকট (গাড়ি) ঘুরান হইতেছিল, কোথাও মন্থনপাত্র ও তাহার মধ্যে স্থাপিত তন্তুর উপরে রজ্জু বন্ধন করা হইতেছিল, কোথাও গৃহে ছাদনের জন্য সঞ্চিত কট (মাদুর) ও তৃণসমূহ চারিদিকে ব্যাপিত ছিল, কোথাও বহু তরু বৃক্ষসকলের শাখাসমূহের উপর পক্ষিগণের বাসস্থান নির্ম্মাণ করা হইতেছিল, কোথাও গোগণের বাসস্থান শোধন করা হইতেছিল, কোথাও উদূখলসমূহ স্থাপন করা হইতেছিল এবং সেই সমস্ত পূর্ব্বমত করিয়া রোত করা হইতেছিল, কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইতেছিল, কোথাও শকটের উপর হইতে বৎসচর্ম্মনির্ম্মিত আস্তরণসমূহ নামান হইতেছিল, কোথাও গোপীগণ নিজ নিজ মস্তক হইতে জলের কলস নামাইতে থাকিয়া সেই বনের শোভা বর্দ্ধন করিতে ছিলেন, কিন্তু গোপীগণ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃক্ষসমূহের শাখা (ডাল) আকর্ষণ করিতেছিলেন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক সকল গোপের হস্ত এই সময় কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, তাঁহারা কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ও বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন। এইসবের জন্য ব্রজের সেই বনপরিবৃত স্থান অতিশয় শোভা পাইতেছিল। বৃন্দাবনের এই রমণীয় প্রদেশ স্বাদিষ্ট ফল, মূল ও জলে পূর্ণ ছিল। ২৩-৩০

ব্রজের সেই কামদোহা গোগণ সর্ব্বপ্রকার পক্ষীর রবে মুখরিত এবং নন্দনসদৃশ কাননসমূহে যুক্ত বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৩১

বনে বিচরণকারী ও গোগণের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই নিজ মনের দ্বারা কল্যাণচিন্তাপূর্ব্বক এই বনকে দর্শন করিয়াছিলেন। ৩২

অতএব যদিও সেই সময় অতিশয় কষ্ট গ্রীষ্ম মাসের অন্তিমভাগ (আষাঢ়) মাস অতিবাহিত হইতেছিল, তথাপি সেখানে তৃণাদি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; যেন সেখানে ইন্দ্রদেব বৃষ্টি বরষণ করিতেছেন। ৩৩

১১৪৩
২৫০

ন তত্র বৎসাঃ সীদন্তি ন গাবো নেতরে জনাঃ।
যত্র তিষ্ঠতি লোকানাং ভবায় মধুসূদনঃ॥ ৩৪
তাশ্চ গাবঃ স ঘোষশ্চ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা।
কৃষ্ণেন বিহিতং বাসং তমধ্যাসত নির্বৃতাঃ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বৃন্দাবনপ্রবেশো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

যেখানে ভগবান্ মধুসূদন সম্পূর্ণ বিশ্বের হিতের জন্য বিরাজমান ছিলেন, সেই বৃন্দাবনে বৎসগণ কখনও অবসন্ন হয় না, লোকসকল কষ্টভোগ করে না এবং অন্যান্য মনুষ্যগণও কোনরূপ দুঃখ অনুভব করে না। ৩৪

সেই সব গো, সেই ব্রজ ও সেই যুবক বীর বলরাম—ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিহিত সেই নিবাসস্থানে অতিশয় আনন্দের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বৃন্দাবনে প্রবেশনামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ষা-ঋতোর্বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তৌ তু বৃন্দাবনং প্রাপ্তৌ বসুদেবসুতাবুভৌ।
চেরতুর্বৎসযূথানি চারয়ন্তৌ সুরূপিণৌ॥ ১
পূর্ণন্তু ঘর্ম্মসময়স্তয়োস্তত্র বনে সুখম্।
ক্রীড়তোঃ সহ গোপালৈর্যমুনাং চাবগাহতোঃ॥ ২
ততঃ প্রাবৃড়নুপ্রাপ্তা মনসঃ কামদীপিনী।
প্রববর্ষুর্মহামেঘাঃ শক্রচাপাঙ্কিতোদরাঃ॥ ৩
বভূবাদর্শনঃ সূর্য্যো ভূমিশ্চাদর্শনা তৃণৈঃ।
পততা মেঘবাতেন নবতোয়ানুকর্ষিণা॥ ৪
সম্বাধিততলা ভূমির্যৌবনস্থেব লক্ষ্যতে।
নববর্ষাবসিক্তানি শক্রগোপকুলানি চ।
নষ্টদাবাগ্নিধূমানি বনানি প্রচকাশিরে॥ ৬
নৃত্যব্যাপারকালশ্চ ময়ূরাণাং কলাপিনাম্।
মদরক্তাঃ প্রবৃত্তাশ্চ কেকাঃ পটুরবাস্তথা॥ ৭
নবপ্রাবৃষি কান্তানাং ষট্পদাহারবারিণাম্।
যৌবনস্থকদম্বানাং নবৈর্ভৈর্ভ্রাজতে বপুঃ॥ ৮
হাসিতং কুটজৈর্বৃক্ষৈঃ কদম্বৈর্ব্বাসিতং বনম্।
নাশিতং জলবৈরুক্ষং তোষিতা বসুধা জলৈঃ॥ ৯
সন্তপ্তা ভাস্করকরৈরভিপ্তা নবাম্বুভিঃ।

দশম অধ্যায়।

[বর্ষা ঋতুর বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া বসুদেবের এই দুই অতিশয় রূপবান্ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বৎসদলকে চরাইতে থাকিয়া সেখানে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

বৃন্দাবনে থাকিয়া গোপবালকদিগের সহিত ক্রীড়া এবং যমুনায় স্নান করিতে করিতে এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গ্রীষ্ম কাল সুখে অতিক্রান্ত হইয়া গেল। ২

অনন্তর মনের কামনার উদ্দীপক বর্ষা ঋতু আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘমণ্ডলের ঘনঘটা ঘিরিয়া আসিল এবং প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল। এই মেঘমণ্ডলের মধ্যভাগ ইন্দ্রধনুর দ্বারা অঙ্কিত ছিল। ৩

মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যকে দেখা যাইতেছিল না। ঘাসসমূহ এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, উহাতে আবৃত থাকায় ভূমি (মাটি) দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। নূতন জলরাশি আকর্ষণকারী মেঘরূপী বায়ু তৃণসকলকে আন্দোলিত-বৃদ্ধিত ও পৌষ্ট করিয়া সমস্ত চিত্ত করিল। ইহাতে সেই ভূমি যৌবনবতী বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিল। ৪-৫

ইন্দ্রগোপ নামক কীটসকল নূতন বর্ষার জলে সিক্ত হইয়া যাইল। বনের দাবানল ও ধূম জলবর্ষণে নষ্ট হইয়া যাইল, ইহাতে সেই বনের শোভা অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। ৬

যত যত পক্ষ বিকসিত ময়ূরগণের নৃত্যব্যাপারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল; অতএব মদমত্ত অবস্থায় নিপুণভাবে কৃত সেই সব ময়ূরের সুমধুর বাণী চারিদিকে উত্থিত হইল। ৭

নূতন বর্ষার যাহাদের কমনীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহারা ভ্রমরদিগকে আহার প্রদান করে এবং যাহারা যৌবন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই সব কদম্ব বৃক্ষের আকার নব মেঘ মণ্ডলের দ্বারা অধিক শোভা পাইতে লাগিল। ৮

কুটজ (বিরিঞ্জিকা) বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্পসমূহের দ্বারা যেন হাস্যযুক্ত বিস্তার করিয়াছে। কদম্ব বৃক্ষসমূহ সেই বনকে সুগন্ধে

জলৈর্বলাহকোৎসৃষ্টৈরুদ্ধসন্তীব পর্ব্বতাঃ। ১০
মহাবাতসমুদ্ধূতং মহামেঘগণাপিতম্।
মহী মহারাজপুরৈস্তুল্যমাপদ্যতে নভঃ॥ ১১
ক্বচিৎ কদম্বহাসাঢ্যং শিলীন্ধ্রাভরণং ক্বচিৎ।
সম্প্রদীপ্তমিবাভাতি ফুল্লনীপদ্রুমং বনম্॥ ১২
ঐন্দ্রেণ পয়সা সিক্তং মারুতেন চ বিস্তৃতম্।
পার্থিবং গন্ধমাদায় লোকঃ স্ফুরিতমানসঃ॥ ১৩
দৃপ্তসারঙ্গনাদেন দর্দ্দুরব্যাহৃতেন চ
নবৈশ্চ শিখিবিক্রুষ্টৈরবকীর্ণা বসুন্ধরা॥ ১৪
ভ্রমদ্ভূর্ণমহাবর্ত্তা বর্ষপ্রাপ্তমহারয়াঃ।
হরন্ত্যস্তীরজান্ বৃক্ষান্ বিস্তারং যান্তি নিম্নগাঃ॥ ১৫
দন্ততাসাহনির্ঘৃষ্টাঃ স্নিগ্ধবক্ত্রোত্তরচ্ছদাঃ।
ন ত্যজন্তি নগাগ্রাণি শ্রান্তা ইব পতত্রিণঃ॥ ১৬

পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মেঘমণ্ডল উষ্ণতাকে শান্ত করিয়াছে এবং জলধারা বসুধাকে পূর্ণভাবে তৃপ্ত করিয়াছে। ৯

যাহারা সূর্য্যের কিরণে সন্তপ্ত ও দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেই সব পর্ব্বত মেঘবর্ষিত জলের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় যেন শ্বাস গ্রহণ করিতেছে। ১০

উদ্ভূত প্রচণ্ড বায়ু পতাকার ন্যায় উড়িতেছে। বড় বড় মেঘমালা প্রাসাদসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এইরূপে আকাশ স্থলের মহারাজের নগরের সমান সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। ১১

কোথাও কদম্বের বিকাশ হাস্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও ন্যূইকেতু বা গোকর্ণ ফুল আভরণের সমান শোভিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কদম্ব বৃক্ষ পুষ্পে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সবের জন্য বৃন্দাবন যেন দেবীপ্যমান মনে হইতেছিল। ১২

ইন্দ্রদেব কর্তৃক বর্ষিত জলে অভিষিক্ত ও বায়ুর দ্বারা বিস্তৃত পৃথিবীজাত (সোঁদা সোঁদা) সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মানুষের মন ক্ষুব্ধ (কামবিকারগ্রস্ত) হইয়া উঠিল। ১৩

মদমত্ত ভ্রমরগণের গুঞ্জরণ, সারঙ্গের ধ্বনি এবং ময়ূরের নূতন ককাধ্বনীর দ্বারা সেখানের ভূমি গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৪

নদীসমূহের তীব্র গতিবেগে বড় বড় ঘূর্ণী উঠিতেছিল। যাহার জন্য ইহাদের বেগ অতিশয় তীব্র ছিল, সেই জন্য তীরজাত বৃক্ষকলকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে ছিল এবং ক্রমশঃ সকল নদী চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৫

তোয়গম্ভীরনাদেষু স্রবৎসু চ মদৎসু চ
উদরেষু নব ভাণাং মজ্জতীব দিবাকরঃ॥ ১৭
শ্বভীরুভৈরুৎপতিতৈঃ শিলীন্ধ্রৈঃ পীড়সঙ্কুলা।
অধিরুদ্ধমার্গা বসুধা ভাতি আকুলমালিনী॥ ১৮
বজ্রেণেবাবকৃত্তানাং নগানাং নগশালিনাম্।
স্রোতোভিঃ পরিকৃত্তানি পতন্তি শিখরাণ্যধঃ॥ ১৯
পততা মেঘবর্ষেণ যথা নিম্নানুসারিণঃ।
পল্বলোৎকীর্ণমুক্তেন পূর্য্যন্তে বনরাজয়ঃ॥ ২০
হস্তোদ্ধ্রিতমুখা বন্যা মেঘনাদানুসারিণঃ।
ভ্রান্তাভিবৃষ্টা মাতঙ্গা গাং গতা ইব তোয়দাঃ॥ ২১
প্রাবৃট্প্রবৃত্তিং সংদৃশ্য দৃষ্ট্বা চাম্বুধরান্ ঘনান্।
রৌহিণেয়ো মিথঃ কালে কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ॥ ২২

নিরন্তর জলধারা বর্ষিত হইতে থাকায় যাহাদের উড়িবার চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছিল, যাহাদের উপরস্থিত পক্ষগুলি জলের শীতলতায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই সব পক্ষীরা যেন শ্রান্ত হইয়াই বৃক্ষের শাখা পরিত্যাগ করিয়া যাইল না। ১৬

যাহারা জলধারণ করিয়া থাকায় সঘন ও বিস্তৃত ছিল এবং বর্ষণের সহিত গর্জনও করিতেছিল, এরূপ মেঘসকলের গর্ভে সূর্য্যদেব যেন নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ১৭

ভূমি নব নব তৃণে আবৃতা ছিল, জলের প্রভাবে উহা পিচ্ছিল ছিল, পথে গমনাগমন করা কঠিন ছিল, পথের পার্শ্বে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দ্বারাই পথ অন্বেষণ করা বা পথ লাভ করা যাইতেছিল। ১৮

বজ্র বৃক্ষে সুশোভিত পর্ব্বতের শিখরসমূহ জলের স্রোতের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছিল, ইহাতে মনে হইতেছিল—পর্ব্বত বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৯

মেঘবর্ষিত বর্ষার জল নিম্নে পতিত হইয়া নিম্ন ভূমির অনুসরণ করিতে করিতে গর্ত্তে বা পুষ্করিণীতে উপনীত হইল এবং উহা পূর্ণ হইয়া যাইলে পর তাহা হইতে নির্গত হইয়া চারিদিকে বিস্তার প্রাপ্ত হইল ও সম্পূর্ণ বন শ্রেণীকে আপ্লাবিত করিয়া দিল। ২০

অত্যন্ত বর্ষায় ভ্রান্ত হইয়া বনজাত হস্তীরা শুণ্ড ও মুখ উপরে উত্তোলিত করিয়া মেঘের গর্জনের অনুকরণ করিতেছিল। সেই সময় এই সব হস্তী পৃথিবীতে অবতীর্ণ মূর্ত্তিমান্ মেঘের সমান মনে হইতেছিল। ২১

পশ্য কৃষ্ণ ঘনান্ কৃষ্ণান্ বলাকোজ্জ্বলতুঙ্গগান্।
গগনে তব গাত্রস্য বর্ণচৌরান্ সমুচ্ছ্রিতান্ ॥ ২৩
তব নিদ্রাকরঃ কালস্তব গাত্রোপনং নভঃ।
ধ্বনিব্যাজ্ঞাতবসতিং চন্দ্রো বদতি বাসিকীম্ ॥ ২৪
এতন্নীলাম্বুদশ্যামং নীলোৎপলদলপ্রভম্।
সংপ্রাপ্তে দুর্দ্দিনে কালে দুর্দ্দিনং ভাতি বৈ নভঃ ॥ ২৫
পশ্য কৃষ্ণ জলোদগ্রৈঃ কৃষ্ণৈরুদ্গ্রথিতৈর্ঘনৈঃ।
গোবর্দ্ধনো যথা রম্যো ভাতি গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ২৬
পতিতেনাম্ভসা ক্লেদে সমন্তাদ্রমদর্পিতাঃ।
ভ্রাজন্তে কৃষ্ণসারঙ্গাঃ কাননেষু মুদান্বিতাঃ ॥ ২৭
এতান্যম্বুপ্রসৃষ্টানি হরিতানি মৃদূনি চ।
তৃণানি শতপত্রাক্ষ পত্রৈর্গৃহ্ণন্তি মেদিনীম্ ॥ ২৮
ক্ষরজ্জলানাং শৈলানাং বনানাং জলদাগমে।
সদস্থানাঞ্চ সীমানাং ন লক্ষ্মীর্ব্যতিরিচ্যতে ॥ ২৯
শীঘ্রবাতসমুদ্ভূতাঃ প্রোন্নিতৌৎসুক্যকারিণঃ।
দামোদরোদ্ধানরবাঃ প্রাগল্ভ্যং যান্তি তোয়দাঃ ॥৩০
হরে হর্য্যশ্বচাপেন ত্রিবর্ণেন ত্রিবিক্রম।
বিবাণজ্যেন রচিতং তবেদং মধ্যমং পদম্ ॥ ৩১
নভস্যেব নভশ্চক্রং ভাত্যেষ চরন্প্রভঃ।
মেঘৈঃ শীতাতপকরো বিরশ্মিরিব রশ্মিমান্ ॥ ৩২
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংসর্গঃ সততং বিততৈঃ কৃতঃ।
অব্যবচ্ছিন্নধারৌঘৈঃ সমুদ্রৌঘদমেঘনৈঃ ॥ ৩৩
নীপার্জ্জুনকদম্বানাং পৃথিব্যাঃ চাতিবৃষ্টিভিঃ।
গন্ধৈঃ কোলাহলা বান্তি বাতা মদনদীপনাঃ ॥ ৩৪
সম্প্রবৃত্তমহাবর্ষং লম্বমানমহাম্বুদম্।
ভাত্যগাধমপর্য্যন্তং সসাগরমিবাম্বরম্ ॥ ৩৫

বর্ষাঋতু আসিয়াছে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহা দেখিয়া রোহিণীনন্দন বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে এই সাময়িক কথা বলিলেন ॥ ২২

শ্রীকৃষ্ণ। আকাশের উপরে উত্থিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহা বকপঙ্‌ক্তিরূপী উজ্জ্বল হারে বিভূষিত এবং তোমার অঙ্গকান্তি যেন চুরি করিয়াছে ॥ ২৩

ইহাই তোমার নিদ্রা যাইবার কাল (বর্ষাদি চারি মাস ধরিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন—ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। এই হরিবংশে তাহারই উল্লেখ করিলেন বলরাম।) মেঘমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় আকাশ তোমার অঙ্গকান্তি হরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আর এই চন্দ্র বর্ষা ঋতুতে তোমারই সমান অজ্ঞাতবাস করিতেছে ॥ ২৪

যাহা কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত থাকায় শ্যামবর্ণ দেখাইতেছে এবং যাহার আভা নীল পদ্মের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশ দুর্দিন (বর্ষার সময়) আসিলে পর বরং ও দুর্দিন (মেঘাচ্ছন্ন-দিবস) বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ২৫

কৃষ্ণ! দেখ, জলে পূর্ণ হইয়া পরস্পর গ্রথিত এই কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলের দ্বারা গোসকলের বৃদ্ধিকারী গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কিরূপ রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২৬

এই কৃষ্ণসার মৃগগণ চারিদিকে জল পতিত হওয়ায় মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং আনন্দমগ্ন হইয়া বনে বনে বিচরণ করত শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ২৭

কমললোচন কৃষ্ণ। জলে অতিসিক্ত হইয়া হর্ষোল্লাসে পূর্ণ এই কোমল হরিতবর্ণ তৃণদল নিজেদের পত্রসমূহের দ্বারা পৃথিবীকে যেন লুকাইয়া রাখিয়াছে ॥ ২৮

মেঘ উদিত হইলে জলের ক্ষরণ প্রবাহিতকারী পর্ব্বত-সমূহের, বনসকলের এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র (জমী)-সমূহের লক্ষ্মী (শোভা) যেন সমান হইয়াগিয়াছে। কোথাও ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। (অথবা এই তিনটির শোভা ইহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া যায় নাই।) ॥ ২৯

দামোদর! দ্রুতগামী বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া উপরে উত্থিত ও প্রবাসে স্থিত মানুষগণকে গৃহে আনিবার জন্য এই জলবর্ষণকারী মেঘ গর্জন করিতে করিতে নিজের প্রগল্‌ভতার পরিচয় দান করিতেছে ॥৩০

ত্রিবিক্রম! ত্রিপথগামী হরে। বাণ ও ছটা (গুণ)-রহিত ত্রিবর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রধনুর দ্বারা তোমার এই মধ্যম পদ (অন্তরিক্ষ) যেন শোভা রচনা করিয়াছে ॥ ৩১

শ্রাবণ মাসে আকাশের নেত্ররূপ এই অংশুমালী সূর্য্য যেন প্রভাহীন হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অধিক শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইয়া থাকায় ইহার তাপকারী কিরণ শীতল হইয়া গিয়াছে ॥ ৩২

আকাশে বিস্তৃত হইয়া সমুদ্রের জলপ্রবাহের ন্যায় প্রতীয়-মান এই মেঘমণ্ডল অবিচ্ছিন্নরূপে জলধারা বর্ষণ করত আকাশ ও পৃথিবীকে যেন অনন্তকালের জন্য পরস্পরের সহিত সংযোগ স্থাপিত করিয়া দিয়াছে ॥ ৩৩

পৃথিবীতে অত্যন্ত বর্ষা হওয়ায় নীপ, অর্জুন ও কদম্বের গন্ধে সুবাসিত হইয়া কোলাহল পূর্ণ বায়ু কামী ব্যক্তিদিগের কাম উদ্দীপিত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

ধারানির্ম্মলনারাচং বিদ্যুৎকবচবন্মিনম্
শক্রচাপায়ুধবরং যুদ্ধসজ্জমিবাম্বরম্ ॥ ৩৬

শৈলানাঞ্চ বনানাঞ্চ দ্রুমাণাঞ্চ বরাননে।
প্রতিচ্ছন্নানি ভাসন্তে শিখরাণি ঘনৈর্ঘনৈঃ ॥৩৭

গজানীকৈরিবাকীর্ণং সালিলোদ্গারিভির্ঘনৈঃ।
বর্ষমারুণ্যতাং যাতি গগনং সাগরস্য চ ॥ ৩৮

সমুদ্রোদ্ধূতজনিতা লোলশাবলকল্পিনঃ
শীতাঃ সপৃষতোদ্গারাঃ কর্ষন্তো যান্তি মারুতাঃ ॥ ৩৯

নিশাসু সুপ্তচন্দ্রাসু মুক্ততোয়াসু তোয়দৈঃ।
মহাসূর্য্যাস্ত নভসো ন বিভান্তি দিশো দশ ॥ ৪০

চেতনং পুষ্করং কৌশৈঃ কুর্ব্বদ্ভিরতিতঃ সমন্ততঃ।
ন তৃণীনাং ন রম্যাণাং বিবেকং যান্তি কৃষ্টয়ঃ ॥ ৪১

ঘর্মদোষপরিত্যক্তং মেঘতোয়বিধূষিতম্।
পশ্য বৃন্দাবনং কৃষ্ণ বনং চৈত্ররথং যথা ॥ ৪২

এবং প্রাবৃড়্গুণান্ সর্ব্বান্ শ্রীমান্ কৃষ্ণস্য পূর্বজঃ।
কথয়ন্নেব বলবান্ ব্রজমেব জগাম হ ॥ ৪৩

অন্যোন্যং রময়ন্তৌ তু কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ।
তৎকালজ্ঞাস্তিভিঃ সার্দ্ধং চেরতুস্তদ্বনং মহৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
প্রাবৃড়্বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

প্রবলবেগে জল বর্ষণ আরম্ভ হইল। মেঘমণ্ডল জলবর্ষণের জন্য নীচের দিকে নামিয়া আসিল, তাহার ফলে এই আকাশ জলধি অনন্ত মহাসাগরের সহিত যেন একাকার হইয়া গেল ॥ ৩৫

জলের ধারারূপী নির্ম্মল নারাচ, বিদ্যুৎরূপী কবচ এবং ইন্দ্রধনুরূপী অস্ত্র ধারণ করিয়া এই আকাশ যেন যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৬

সুন্দর কৃষ্ণ। পর্ব্বত, শিখর, বন ও বৃক্ষের শাখাসমূহ ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে ॥ ৩৭

ভীম শব্দের দ্বারা জল ক্ষেপণকারী গজগণের ন্যায় এই কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইয়া আকাশ রঙ্গে রূপে ঘন সমুদ্রের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৮

সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে উৎপন্ন চঞ্চল নূতন ঘাসসমূহকে কম্পিত করিতে করিতে জল বিন্দুসহ শীতল ও কর্কশ বায়ু উদ্দাম গতিতে বাহিত হইতেছে ॥ ৩৯

যে সময়ে চন্দ্রও নিদ্রিতের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, এরূপ বর্ষাকালের রাত্রিতে দশ দিকের কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৪০

সর্ব্বদিকে বায়ুচেষ্টিত মেঘমণ্ডলের দ্বারা উপলক্ষিত আকাশ চেতনযুক্তা প্রতীত হইতেছে অর্থাৎ আকাশই জানিয়া আছে, আর সব কিছুই নিদ্রিত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই সময় কৃষকগণের না সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল দিবসের এবং না রমণীয় চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত রাত্রির জ্ঞান ছিল ॥৪১

শ্রীকৃষ্ণ। মেঘ, ঘর্মরূপী দোষরহিত এবং মেঘবর্ষিত জলে বিধূষিত এই বৃন্দাবন চৈত্ররথ-বনের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৪২

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল শ্রীমান্ বলবান্ বর্ষা কালের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার সহিত ব্রজে গমন করিলেন ॥ ৪৩

পরস্পরের সহিত পরস্পর খেলা করিতে করিতে ও পরিশ্রম করিতে করিতে দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ সেই সময়ের জ্ঞাতি-বন্ধুগণের সহিত সেই বিশাল বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বর্ষাবর্ণনবিষয়ক নামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গকান্তেঃ, ভাণ্ডীর-বটস্য, যমুনায়াঃ, কালিয় দহস্য চ বর্ণনম্, কালিয়-নাগং দময়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিলাষশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কদাচিত্তু তদা কৃষ্ণো বিনা সঙ্কর্ষণেন বৈ ।
চচার তদ্বনং রম্যং কামরূপী বরাননঃ ॥ ১

কাকপক্ষধরঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষণা ॥ ২

সাঙ্গদেনাগ্রহস্তেন পঙ্কজোদ্ভিদবর্চসা
সুকুমারাভিতাম্রেণ ক্রান্ত-বিক্রান্তগামিনা ॥৩

পীতে প্রীতিকরে নৃণাং পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভে ।
সূক্ষ্মে বসানো বসনে সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ ॥ ৪

বৎসব্যাপারযুক্তাভ্যাং বাহ্যাভ্যাং গণ্ডরজ্জুভিঃ ।
ভুজ্যাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পূজিতাভ্যাং দিবৌকসৈঃ ॥৫

সদৃশং পুণ্ডরীকস্য গন্ধেন কমলস্য চ
বভ্রাজ চাস্য তদ্বাক্যং রুচিরৌষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ৬

শিখাভিস্তস্য মুক্তাভী রেজে মুখপঙ্কজম্ ।
বৃতং ষট্পদপংক্তীভির্বিধা স্যাৎ পদ্মমণ্ডলম্ ॥ ৭

তস্যার্জুনকদম্বাভা নীপকন্দলমালিনী ।
বভ্রাজ মালা শিরসি নক্ষত্রাণাং যথা দিবি ॥ ৮

স তয়া মালয়া বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া
মেঘমালাবৃতস্যেব নভস্য ইব মূর্তিমান্ ॥ ৯

একেনাবলপত্রেণ কণ্ঠসূত্রাবলম্বিনা ।
বভ্রাজ বর্হিপত্রেণ মন্দমারুতকম্পিনা ॥ ১০

ক্বচিদ্গায়ন্ ক্বচিৎ ক্রীড়ংশ্চঙ্ক্রম্যাংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।
পর্ণবাদ্যং প্রবিশ্বনং বাদয়ংশ্চ ক্বচিদ্ বনে ॥১১

একাদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, ভাণ্ডীর বট, যমুনা ও কালিয়হ্রদ বর্ণন এবং কালিয় নাগকে দমন করিতে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! একদিন ইচ্ছানুসারে রূপধারী যুবক শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ ব্যতীতই একাকী সেই রমণীয় বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১

কাকপক্ষ (চূলপী বা পশ্চাদ্ ভাগে চুলের লম্বা লম্বা কেশ গুচ্ছ)-ধারী শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করত শশচিহ্ন যুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দর ও বিশাল ছিল, তিনি শ্রীসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ছিল ॥ ২

অঙ্গদে বিভূষিত তাঁহার বাহুযুগলের অগ্রভাগ বিকসিত কমলের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল ; তাঁহার চরণযুগল সুকুমার রক্তবর্ণ ও ক্রান্তবিক্রান্ত গতিসম্পন্ন ছিল। ইহার দ্বারা তাঁহার অনুপম শোভা হইতেছিল ॥ ৩

তিনি পদ্মের কিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবর্ণের মসৃণ দুইটি বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, যাহা সকল মানুষেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই দুই অতি মসৃণ বস্ত্র ধারণকারী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাকালের অরুণরাগরঞ্জিত সূর্যমণ্ডল মেঘমালা সুশোভিত হইতে ছিলেন ॥ ৪

তাঁহার দুই বাহু সুন্দর, গোল ও দেবগণের দ্বারা পূজিত ছিল। এই দুই বাহু বৎসপালন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল এবং বৎসগণের কণ্ঠে মুঁজ নির্ম্মিত রজ্জু ধারণে ব্যগ্র ছিল। এরূপ বাহুযুগলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ৫

বাল্যকালে সুন্দর ওষ্ঠে সুশোভিত তাঁহার মুখ কমলতুল্য ও কমলগন্ধে সুবাসিত হইয়া নিজের অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিতেছিল ॥ ৬

তাঁহার মুখারবিন্দ বিকসিত অলকসমূহে এরূপ শোভিত ছিল, যেন ভ্রমরাবলি যুক্ত পদ্মমণ্ডল সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭

তাহার মস্তকে অর্জুন ও কদম্ব পুষ্পসমূহে যুক্ত এক মালা শোভা পাইতেছিল, যাহা নীপ পুষ্প ও নূতন অঙ্কুরসমূহে সুশোভিত ছিল। উহা আকাশে নক্ষত্রমালার ন্যায় নিজের ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছিল ॥ ৮

এইরূপ মালা তাঁহার কণ্ঠে সংলগ্ন ছিল, যাহার দ্বারা বীরবর বনমালী শ্রীকৃষ্ণ মেঘমালার শ্যামকান্তিসম্পন্ন মূর্তিমান্ ভাদ্র মাসের ন্যায় শোভা পাইতে ছিলেন ॥ ৯

তাঁহার কণ্ঠস্থিত সূত্রে একটি নির্ম্মল ময়ূর পক্ষ লম্বিত ছিল, যাহা মন্দগতিতে প্রবাহিত বায়ুর দ্বারা তাহার আন্দোলিত হইতে ছিল। এই ময়ূর পক্ষের দ্বারাও তাহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বৃদ্ধি হইতেছিল ॥ ১০

তিনি কোথাও গান করিতে, কোথাও ক্রীড়া করিতে, কোথাও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কোথাও কর্ণের সুখকর পর্ণবাদ্য (তাল পাতার বাঁশী নির্ম্মাণ করিয়া) বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১১

গোপবেণুং সুমধুরং কামাৎ তমপি বাদয়ন্
প্রহ্লাদনার্থং গবাং কচিদ্ বনগতো যুবা ॥ ১২
গোকুলেঽম্বুধরশ্যামশ্চচার দ্যুতিমান্ প্রভুঃ
রেমে চ তত্র রম্যাসু চিত্রাসু বনরাজিষু ॥ ১৩
মধুরৈরবঘুষ্টাসু মদনোদ্দীপনীষু চ
মেঘনাদপ্রতিরুতৈর্নর্দিতাসু সমন্ততঃ ॥ ১৪
শাদ্বলচ্ছন্নমার্গাসু শিলোচ্চাভরণাসু চ
কন্দলামলপত্রাসু প্রবন্তীষু নবং জলম্ ॥ ১৫
কেসরাণাং নবৈর্গন্ধৈর্মদনিঃশ্বসিতোপমৈঃ।
অভীক্ষ্ণং নিঃশ্বসন্তীষু কামিনীষিব নিত্যশঃ ॥ ১৬
সেব্যমানো নবৈর্বাতৈর্দ্রুমসঞ্জাতনিঃসৃতৈঃ।
তাসু কৃষ্ণো মুদং লেভে সৌম্যাসু বনরাজিষু ॥ ১৭
স কদাচিদ্ বনে তস্মিন্ গোভিঃ সহ পরিভ্রমন্

দদর্শ বিপুলোদগ্রং শাখিনং শাখিনাং বরম্ ॥ ১৮
স্থিতং ধরণ্যাং মেঘাভং নিবিড়ং পত্রসঞ্চয়ৈঃ।
গগনার্দ্ধোচ্ছ্রিতাকারং পর্বতাভোগধারিণম্ ॥ ১৯
নীলচিত্রাঙ্গবর্ণৈশ্চ সেবিতং বহুভিঃ খগৈঃ।
ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘনৈঃ সেন্দ্রচাপঘনোপমম্ ॥ ২০
ভবনাকারবিটপং লতাপুষ্পসুনির্বৃতম্।
বিশালমূলাবনতং পবনাম্বুদবারিণম্ ॥ ২১
আধিপত্যমিবাস্যেষাং তস্য দেশস্য শাখিনাম্।
কুর্বাণং শুভকর্মাণং নিবারয়মনাতপম্ ॥ ২২
স্ফুগ্রোধং পর্বতাগ্রাভং ভাণ্ডীরং নাম নামতঃ।
দৃষ্ট্বা তত্র মতিং চক্রে নিবাসায় ততঃ প্রভুঃ ॥ ২৩
স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘ।
রেমে বৈ বাসরং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥ ২৪

কোন সময়ে বনে যাইয়া তরুণরূপ ধারণ করত গোসকলকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছায় অতিশয় মধুর স্বরে মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে এই বেণু গোপদিগের প্রধান বাদ্য ছিল ॥১২

নূতন জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ ও কান্তিমান্ প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বিচরণ করিতে এবং রমণীয় ও বিচিত্র বনশ্রেণীতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

সেখানে মধুরেয় কেকাধ্বনি শুনিতে হইতেছিল। এই সব বনভূমি কামী পুরুষগণের কামভাব উদ্দীপিত করিতেছিল। মেঘগর্জনের প্রতি ধ্বনিতে সেখান সর্বদিকে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৪

সেই সব বনভূমির পথ নবজাত তৃণসমূহে আবৃত হইয়া ছিয়াছিল। স্থানে স্থানে উত্থিত ক্ষুদ্রাক্ত ইহাদের আভরণ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এইসব বনে নব নব পল্লব অঙ্কুরিত হইতেছিল এবং তাহারা জলবিন্দু উপকারিতেছিল ॥ ১৫

মদজনিত নিঃশ্বাসসদৃশ কেশরসমূহের নূতন গন্ধের দ্বারা এই বনশ্রেণী কামিনীদিগের ন্যায় প্রতিদিন বারংবার উচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল ॥ ১৬

বৃক্ষসমূহ হইতে নির্গত নূতন বায়ুর দ্বারা সেবিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেই সৌম্য বনশ্রেণীতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

একদিন সেই বনে গোগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এক বৃক্ষ দেখিলেন, যাহা বহু উচ্চ ও মহত্ত বৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল ॥ ১৮

নিজের পত্রসমূহের সঞ্চয়ে অত্যন্ত ঘন এই বৃক্ষ পৃথিবীতে মূর্তিমান্ মেঘের ন্যায় অবস্থিত ছিল। নিজের উচ্চতায় এই বৃক্ষ আকাশের অর্দ্ধভাগ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং পর্বতের ন্যায় নিজের বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৯

নীল ও বিচিত্রবর্ণ বিশিষ্ট বহু মধুর পক্ষী এই বৃক্ষের সেবা করিত। এই বৃক্ষ প্রবালতুল্য রক্তবর্ণ ফলসমূহের দ্বারা ইন্দ্রধনু সহ মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ২০

ইহার এক এক শাখা বিশাল গৃহের তুল্য ছিল। লতা ও পুষ্পসমূহের দ্বারা এই বৃক্ষ বিভূষিত ছিল। ইহার বিশাল মূল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে নিজের উপর বায়ু ও মেঘকেও ধারণ করিত ॥ ২১

তাহাকে দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছিল যে, এই বৃক্ষ সেই প্রদেশের সকল বৃক্ষের উপর যেন আধিপত্য করিতেছে। কেবল শুভকর্মকারী এই বৃক্ষ বর্ষা ও আতপ (রৌদ্র) নিবারণ করিয়া অবস্থিত ছিল ॥ ২২

এই বট বৃক্ষ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বিশাল ছিল। ইহার নাম ছিল—ভাণ্ডীর বট। তাহাকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় বাস করিতে মনস্থির করিলেন ॥ ২৩

নিষ্পাপ জনমেজয়! সেই বট বৃক্ষের তলায় সমবয়স্ক বৎসপালক মিত্রগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সারাদিন সানন্দে অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বে বীরধামে অবস্থান করিবার সময় তাঁহার যেরূপ সুখ অনুভব হইত, সেরূপ সুখই তিনি এখানে অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্।
রময়ন্তি স্ম বহবো বয়স্যাঃ ক্রীড়নৈকতঃ ॥ ২৫
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপা মুদিতমানসাঃ
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবাগ্রে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়াঃ ॥ ২৬
তেষাং স গায়তামেব বাদয়ামাস বীর্যবান্।
পর্ববাদ্যান্তরে বেণুং তূর্যং বীণাঞ্চ তত্র হ ॥ ২৭

কদাচিচ্চারয়ন্নেব গাঃ স গোবৃষভেক্ষণঃ
জগাম যমুনাতীরং লতালঙ্কৃতপাদপম্ ॥ ২৮

তরঙ্গাপাঙ্গকুটিলাং বারিস্পর্শসুখানিলাম্
তাঞ্চ পদ্মোৎপলবতীং দদর্শ যমুনাং নদীম্ ॥ ২৯

সুতীর্থাং স্বাদুসলিলাং হৃদিনীং বেগগামিনীম্
তোয়বাতোদ্ধতৈর্বেগৈরবনামিতপাদপাম্ ॥ ৩০

হংস-কারণ্ডবোদ্ঘুষ্টাং সারসৈশ্চ নিনাদিতাম্
অন্যোন্যনিপুনৈর্নৈকৈশ্চেষ্টিতাং নিপুনেচরৈঃ ॥ ৩১
জলজৈঃ প্রাণিভিঃ কীর্ণাং জলজৈর্ভূষিতাং গুণৈঃ।
জলজৈঃ কুসুমৈশ্চিত্রাং জলজৈর্ভূষিতোদ্ভবম্ ॥ ৩২

প্রসৃতস্রোতচরণাং পুলিনশ্রোণিমণ্ডলাম্
আবর্তনাভিসুভগাং পত্ররোমাতুরঞ্জিতাম্ ॥ ৩৩
তটচ্ছেদোদরাং কান্তাং ত্রিতরঙ্গবলীধরাম্
ফেনপ্রহৃষ্টবদনাং প্রসন্নাং হংসহাসিনীম্ ॥ ৩৪

রুচিরোৎপলবক্ত্রোষ্ঠীং নতশ্রুং জলজেক্ষণাম্
হৃদ্যদীর্ঘলসদ্বাহুং কান্তাং শৈবলমূর্ধজাম্ ॥ ৩৫

সক্রবাকস্তনতটীং তীরপার্শ্বায়তাননাম্
দীর্ঘস্রোতোহতভুজগাং গম্ভীরবলয়াম্ ॥ ৩৬

সেস্থানে ক্রীড়ারত ভাণ্ডীরবাসী শ্রীকৃষ্ণকে সেই সময় বহু গোপাল বনজাত ক্রীড়নক (খেলার দ্রব্য)-সমূহের দ্বারা প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ২৫

অন্য বহু গোপাল আনন্দিত মনে সেস্থানে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া অতিশয় প্রিয় ছিল অথবা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগকেই নিজেদের প্রিয় বলিয়া মনে করিতেন, এরূপ অপর গোপালগণ শ্রীকৃষ্ণেরই গুণোগান করিতে লাগিলেন। ২৬

সেই গোপালগণের গানের সময় বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ পত্রনির্মিত বংশীবাদ্যের মধ্যে মধ্যে মুরলী, তূর্য (তানপুরা) ও বীণা বাজাইতে লাগিলেন। ২৭

গো-বৃষের তুল্য বিশাল নেত্রশালী শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে নিজের গোধনকে চরাইতে চরাইতে যমুনার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানের তীরজাত সকল বৃক্ষই লতাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ২৮

যে নদী চঞ্চল তরঙ্গরূপী কুটিল কটাক্ষের দ্বারা ঈষৎ বক্রগতি দেখাইতেছিল, যাহার জল স্পর্শ করিয়া সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং যাহাতে বহু কমল ও উৎপল বিকসিত ছিল, সেই যমুনা নদীকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। ২৯

এই নদীতে নামিবার জন্য সুন্দর ঘাট ছিল, ইহার জল স্বাদিষ্ট ছিল, ইহার মধ্যে হ্রদ ছিল এবং এই নদী তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। জল ও বায়ুর তাড়নায় উত্থিত বেগের দ্বারা এই নদী তীরজাত বৃক্ষসকলকে অবনমিত করিয়া দিয়াছিল। ৩০

হংস ও কারণ্ডবগণের কলধ্বনি এবং সারসদিগের কলনাদে সেই স্থান সদা মুখরিত ছিল। নিজ নিজ ক্রোড়ের সহিত বিচরণপরায়ণ চক্রবাকাদি পক্ষীরা পরস্পর মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া যমুনাতীরের সেবা করিতেছিল। ৩১

জলে জাত প্রাণীদের (মৎস্যাদির) দ্বারা যমুনা নদী পূর্ণ ছিল, জলজনিত শৈত্যাদি গুণসমূহে বিভূষিত ছিল, জলে উৎপন্ন কমলাদি পুষ্পসমূহ ইহার বিচিত্র শোভার আধান করিতেছিল এবং জলজাত সেওলা প্রভৃতির জন্য ইহার জল হরিতবর্ণ দেখাইতেছিল। ৩২

বিস্তৃত স্রোতই ইহার চরণ ছিল, দুই তীরভাগ ইহার নিতম্ব মণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছিল, উত্থিত জলের আবর্ত (ভ্রমি) ইহার গভীর নাভি ছিল এবং এই যমুনা পত্ররূপী রোমাবলিতে অনুরঞ্জিত ছিল। ৩৩

তীরের নিকটে যে প্রবাহের কৃশতা ছিল, উহাই তাহার উদর বা কৃশ কটিভাগ ছিল। এই যমুনা নিজের মনোহর কান্তিতে কমনীয় প্রতীত হইতেছিল, তরঙ্গরূপী ত্রিবলি ধারণ করিয়াছিল এবং ফেনই ইহার হর্ষে পুলকিত মুখ ছিল। এই নদী সদা প্রসন্ন (স্বচ্ছ) ছিল ও হংসই তাহার হাসি ছিল। ৩৪

সুন্দর রক্ত পদ্মই তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ছিল, জলের নিম্নমুখে গমনকারী প্রবাহই ইহার আনত ভ্রূ ছিল, নীলপদ্মই তাহার নেত্র ছিল, জলের ভ্রমই (ঘূর্ণই) তাহার বিস্তৃত ললাটপ্রান্ত ছিল এবং সেওলাই তাহার সুন্দর কেশরাশি ছিল। ইহার কান্তি অতিশয় কমনীয় ছিল অথবা এই নদী সকলেরই প্রিয় ছিল। ৩৫

চক্রবাক পক্ষিযুগল ইহার স্তনদ্বয় ছিল, দুই তীরপার্শ্ব ইহার

কাঞ্চনবাকুলিনীং শ্রীমৎপঙ্কজলোচনাম্ ।
তটজাঘরশোপেতাং মীননির্ম্মলমেখলাম্ ॥ ৩৭
বারিস্রবস্রবন্তোয়াং সারসারাবনূপুরাম্ ।
কাশচামীকরং বাসো বসানাং হংসলক্ষণম্ ॥ ৩৮
ভীমনক্রতুলিপ্তাঙ্গীং কূর্ম্মলক্ষণভূষিতাম্ ।
নিপানস্থপদপীড়াং নৃভিঃ পীতপয়োধরাম্ ॥ ৩৯
শ্বাপরোচ্ছিষ্টসলিলাশ্রমস্থানসকুলাম্
তাং সমুদ্রস্য মহিষীমৌক্ষ্ণাৎ মনস্ততঃ ॥ ৪০
চচার রুচিরং কৃষ্ণো যমুনামুপশোভয়ন্
তাং চরন্ স নদীং শ্রেষ্ঠাং দদর্শ হ্রদমুত্তমম্ ॥ ৪১
দীর্ঘং যোজনবিস্তীর্ণং হ্রস্তরং ত্রিদশৈরপি ।
গম্ভীরনক্রোদ্ভাজলং নিষ্কম্পমিব সাগরম্ ॥ ৪২

তোয়জৈঃ শ্বাপদৈস্তাক্তং শূন্যং তোয়চরৈঃ খগৈঃ ।
অগাধেনাম্ভসা পূর্ণং মেঘপূর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ৪৩
দুঃখোপসর্পাং তীরেষু সসর্পৈর্বিপুলৈর্বিলৈঃ ।
বিষাগ্নিভবস্যাগ্নের্ধূমেন পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৪৪
অন্তেগ্যং তৎ পশূনাং হি অপেয়ং জলমিত্যপি
উপভোগৈঃ পরিত্যক্তং স্বৈরৈস্ত্রিদশবন্দিভিঃ ॥ ৪৫
আকাশাদপ্যসঙ্কীর্ণং খগৈরাকাশগোচরৈঃ
তৃণেষ্বপি পতৎস্বল্পং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ৪৬
সমন্তাদ্ যোজনং সাগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ।
বিষানলেন ঘোরেণ জ্বালাপ্রজ্বলিতদ্রুমম্ ॥ ৪৭
ব্রহ্মণ্যোত্তরতস্তস্য ক্রোশমাত্রে নিরাময়ে
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণো বৈ বিপুলং হ্রদম্ ॥ ৪৮

আয়ত মুখ, দীর্ঘ শ্রোণি ইহার বিশাল বাহু এবং বিস্তৃত জলভাগ যেন দুই তীরের পূর্ণতাই ইহার আয়ত বর্ণ ছিল ॥ ৩৫

এই যমুনা কাঞ্চনরূপী কুসুম পরিধান করিয়াছিল, নীল পদ্মরূপী নয়নে অনুপম শোভাসম্পন্না ছিল, তীররূপে উৎপন্ন বৃক্ষশ্রেণী ইহার আভরণ ছিল, মৎস্যশ্রেণীই ইহার উজ্জ্বল মেখলা ছিল, জলের উপর বিস্তৃত পাটই পাটবস্ত্র ছিল, সারস পক্ষিগণের মধুর রবই তাহার নূপুরের মধুর ধ্বনি ছিল এবং কাশ পুষ্প, হংস ও সুবর্ণসদৃশ পদ্মপলাশাদি দুকূল যমুনা বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩৭-৩৮

তরঙ্গের নক্রসকল তাহার দর্বাঙ্গে চন্দনের অনুলেপন ছিল, কমলরূপী লক্ষণসমূহে (হস্ত-পদাদির রেখাসমূহে) বিভূষিত ছিল, পক্ষিগণের কলরব নেত্র ঘাটে উপস্থিত শ্বাপদসকলই (হিংস্র জন্তুসকলই) তাহার দূষণ ছিল এবং মনুষ্যগণ তাহার পয়োধর জলপূর্ণ স্তন) পান করিতেছিল ॥ ৩৯

হিংস্র জন্তুগণ তাহার জল পান করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছিল এবং ইহার দুই তীর বিভিন্ন আশ্রমে পূর্ণ ছিল। এইরূপে সমুদ্রের মহিষী (পাটরাণী) যমুনার শোভা বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোহর গতিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

নদীশ্রেষ্ঠ যমুনার তীরে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এক উত্তম ও বিশাল হ্রদ (জলকুণ্ড) দর্শন করিলেন। এই হ্রদ এক যোজন বিস্তৃত ছিল। দেবগণের পক্ষেও ইহা পার হওয়া কঠিন ছিল। এই হ্রদ অতিশয় গভীর জোয়ারহিত জলে পরিপূর্ণ এবং প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় নিষ্কম্প ছিল ॥ ৪১-৪২

জলে উৎপন্ন মকরাদি হিংস্র জন্তুগণও এই হ্রদে পরিত্যাগ করিয়াছিল, জলচর পক্ষিগণও এই হ্রদে বাস করিত না এবং মেঘে আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় এই হ্রদ অগাধ জলে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৪৩

ইহার তীরে বড় বড় বিল (গর্ত) ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্পগণ বাস করিত। এই সর্পের জন্য হ্রদের নিকটে যাওয়া অতিশয় কষ্টদায়ক ছিল। সর্পগণের বিষরূপী অগ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নির ধূমে এই সম্পূর্ণ কূল ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৪

বিষে পূর্ণ থাকায় ইহা পশুগণের ভোগের অযোগ্য ছিল; এমনকী প্রাণিগণের পক্ষে ইহার জল অপেয় ছিল, ত্রিকালে স্নান করিতে ইচ্ছুক দেবতারাও ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই হ্রদ ইহাদেরও উপভোগে আসিত না ॥ ৪৫

এই কূলের উপর দিয়া আকাশচারী পক্ষিগণের পক্ষেও আকাশ পথে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এই হ্রদের জলে যদি তৃণও পতিত হইত, তবে এই কূল নিজের বিষাগ্নির তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত ॥ ৪৬

এই হ্রদের চারিদিকে এক এক যোজন হইতেও অধিক ভূভাগ এরূপ ছিল, যাহার মধ্যে দেবগণের গমন করা দুঃসাধ্য ছিল। এইস্থানে বিস্তৃত ভয়ানক বিষাগ্নি হইতে শিখা উত্থিত হইতেছিল। এই বিষাগ্নি তীরস্থিত বৃক্ষসমূহকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিল ॥ ৪৭

হ্রদের উত্তরভাগে কেবল এক ক্রোশ ভূমি এরূপ ছিল, যাহা ইহার বিষাগ্নির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকায় রোগ-শোকহীন ছিল। তীর হইতে দেখিতে মনোরম এই বিশাল ও অগাধ হ্রদকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন—কোন্ মহাত্মাদীর এই হ্রদ ॥ ৪৮ ॥

অগাধং স্রোতমানঞ্চ কৃত্বায়ং নহুতো হ্রদঃ।
অস্মিন্ স কালিয়ো নাম কালাঞ্জনচয়োপমঃ ॥ ৪৯
উরগাধিপতিঃ সাক্ষ হ্রদে বসতি দারুণঃ।
উৎসৃজ্য সাগরাবাসং যো নয়া বিদিতঃ পুরা ॥ ৫০
ভয়াৎ পতগরাজস্য সুপর্ণস্যোরগাশিনঃ।
ভেনেয়ং দূষিতা সর্বা যমুনা সাগরঙ্গমা ॥ ৫১
ভয়াত্তস্যোরগপতের্নায়ং সেবো নিষেবতে।
তদিদং দারুণারণ্যং রূঢ়শাদ্বলম্ ॥ ৫২
সাবরোহক্রমং ঘোরং কীর্ণং নানালতাদ্রুমৈঃ।
রক্ষিতং সর্পরাজস্য সচিবৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ৫৩
বনং নির্বিষয়াকারং বিষাগ্নেরিব দুঃস্পৃশম্।
তৈরাপ্তকারিভির্নিত্যং সর্বতঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ৫৪
শৈবালনলিনৈশ্চাপি বৃক্ষৈঃ ক্ষুদ্রলতাকুলৈঃ।
কণ্টকিনাগৈশ্চ ভ্রাজেতে হ্রদস্যাস্য তটাবুভৌ ॥ ৫৫
তদস্য সর্পরাজস্য কর্তব্যো নিগ্রহো ময়া।
যথেয়ং সরিদম্ভোগা ভবেজ্জীবজলাশয়া ॥ ৫৬
ব্রজোপভোগ্যা চ যথা নাগে চ দমিতে ময়া।
সর্বত্র সুখসঞ্চারা সর্বতীর্থসুখাশ্রয়া ॥ ৫৭
এতদর্থঞ্চ বাসোঽয়ং ব্রজেঽস্মিন্ গোপজন্ম চ।
অনীষদুৎপথস্থানাং নিগ্রহার্থং দুরাত্মনাম্ ॥ ৫৮
এবং কদম্বমারুহ্য তবৈব শিশুশীলয়া।
বিনিপত্য হ্রদে ঘোরে দমিষ্যামি কালিয়ম্ ॥ ৫৯
এবং কৃতে ব্রহ্মবীর্যং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্বণি বালচরিতে যমুনাবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এই হ্রদে কাল অঞ্জনরাশির তুল্য কালবর্ণ ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সেই সাক্ষাৎ নাগরাজ কালিয় বাস করে। সর্পভোজী পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে বহু পূর্বে সমুদ্রবাস ত্যাগ করিয়া এই হ্রদে কালিয় চলিয়া আসিয়াছে, ইহা আমি জানি। ৪৯-৫০।

সেই কালিয়ই এই সমুদ্রগামিনী সম্পূর্ণ যমুনাকে বিষে দূষিত করিয়া দিয়াছে। সেই নাগরাজের ভয়েই কোনও প্রাণী এই দেশের সেবা করে না। ৫১।

সেই জন্য বড় বড় ঘাসে পূর্ণ হইয়া এই বন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। ছোট ছোট আগাছা ও বড় বড় বৃক্ষসহ এই ঘোর বন নানা প্রকার লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সর্পরাজ কালিয়ের বিশ্বাসী মন্ত্রীরা এই বন রক্ষা করে। ৫২-৫৩

এই বন আকাশের ন্যায় আলম্বন শূন্য হইয়া গিয়াছে। বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহার স্পর্শও দুঃখদায়ক। কালিয়ের সেই বিশ্বাসযোগ্য মন্ত্রিবর্গের দ্বারা এই বন সর্বদা সর্বদিকে সুরক্ষিত আছে। ৫৪

এই হ্রদের উভয় তীর শৈবাল (শেওলা), পদ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাসমূহে পূর্ণ বৃক্ষসকলে সুশোভিত রহিয়াছে। এই স্থান কণ্টকিনাগেও ভ্রাজেতে হ্রদস্যাস্য তটাবুভৌ ॥ ৫৫

তদস্য সর্পরাজস্য কর্তব্যো নিগ্রহো ময়া।
যথেয়ং সরিদম্ভোগা ভবেজ্জীবজলাশয়া ॥ ৫৬

ব্রজোপভোগ্যা চ যথা নাগে চ দমিতে ময়া।
সর্বত্র সুখসঞ্চারা সর্বতীর্থসুখাশ্রয়া ॥ ৫৭

এতদর্থঞ্চ বাসোঽয়ং ব্রজেঽস্মিন্ গোপজন্ম চ।
অনীষদুৎপথস্থানাং নিগ্রহার্থং দুরাত্মনাম্ ॥ ৫৮

এবং কদম্বমারুহ্য তবৈব শিশুশীলয়া।
বিনিপত্য হ্রদে ঘোরে দমিষ্যামি কালিয়ম্ ॥ ৫৯

এবং কৃতে ব্রহ্মবীর্যং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্বণি বালচরিতে যমুনাবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

পর্যন্ত আসিবার উপযোগী আমাকে এখন পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ৫৫

সেই হেতু আমার এই নাগরাজকে দমন করা কর্তব্য, যাহাতে এই জলবাহিনী নদী কল্যাণকারী জলের আশ্রয় হইতে পারে। ৫৬

আমি যদি এই নাগকে দমন করি, তবে এই নদীর জল ব্রজের উপভোগযোগ্য হইয়া যাইবে। এখানে সর্বদিকে সুখে সকলে বিচরণ করিতে পারিবে এবং এই নদীর সমস্ত তীর্থ (ঘাট) সুখের আশ্রয় হইয়া উঠিবে। ৫৭

ইহার জন্যই হ্রদে আমার বাস এবং ইহার জন্য আমি গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই সব উৎপথগামী দুরাত্মাদিগকে দমন করিবার জন্যই আমার এই অবতারগ্রহণ। ৫৮

আমি বালকদলের সহিত বৈষব লীলা অর্থাৎ বালকোচিত খেলা করিতে করিতে কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই ভয়ঙ্কর হ্রদে লম্ফ প্রদান করত পতিত হইয়া এই কালিয়নাগকে দমন করিব। ৫৯

এরূপ করিলে পর আমার বাহুবল জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে যমুনাবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য কালিয়নাগদমনম্, কালিয়স্য সমুদ্রে প্রস্থানম্, গোপানাং শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যানুভবশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সোপসৃত্য নদীতীরং বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্
আরোহচ্চপলঃ কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরং মুদা ॥ ১

কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরাল্লম্বমানো ঘনাকৃতিঃ
দুদনাদোঽকরোচ্ছব্দং নিপতন্নম্বুজেক্ষণঃ ॥ ২

কৃষ্ণেন তত্র পততা ক্ষুভিতো যমুনাহ্রদঃ
সংপ্রাবিচাত বেগেন ভিদ্যমান ইবার্ণবঃ ॥ ৩

তেন শব্দেন সংক্ষুব্ধঃ সর্পস্য ভবনং মহৎ
উদতিষ্ঠজ্জলাৎ সর্পো রোষপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥ ৪

স চোরগপতিঃ ক্রুদ্ধো মেঘরাশিমপ্রভঃ
ততো রক্তস্তনয়নঃ কালিয়ঃ সমদৃশ্যত ॥ ৫

পঞ্চাস্যঃ পাবকোদ্গারঃ সশ্চলজ্জিহ্বোঽনলাননঃ
পৃথুভিঃ পঞ্চভির্ঘোরৈঃ শিরোভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৬

পূরয়িত্বা হ্রদং সর্বং ভোগেনানলবর্চ্চসা
স্ফুরন্নিব চ রোষেণ জ্বলন্নিব চ তেজসা ॥ ৭

ক্রোধেন জ্বলতস্তস্য জ্বলং ঘৃতমিবাভবৎ।
প্রতিস্রোতশ্চ ভীতেব জগাম যমুনা নদী ॥ ৮

তস্য ক্রোধাগ্নিপূর্ণেভ্যো বক্ত্রেভ্যোঽচ্ছ নারুতঃ
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং হ্রদগতং ক্রীড়ন্তং শিশুলীলয়া ॥ ৯

সধূমাঃ পন্নগেন্দ্রস্য মুখান্নিশ্চেরুরচ্ছিখাঃ
দৃষ্ট্বা তেন রোষাগ্নিঃ সমীপে তীরজা দ্রুমাঃ ॥ ১০

ক্ষণেন ভস্মসাদ্ভূতা যুগান্তপ্রতিমেন বৈ
তস্য পুত্রাশ্চ দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চাপ্তে মহোরগাঃ ॥ ১১

বমন্তঃ পাবকং ঘোরং বক্ত্রেভ্যো বিষদন্তবম্
সধূমং পন্নগেন্দ্রান্তে নিপেতুরমিতৌজসঃ ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-নাগ দমন, কালিয়ের সমুদ্রে প্রস্থান এবং গোপগণের শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনুভব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ নদীর তীরের নিকট গমন করত দৃঢ় করিয়া নিজের কমর বন্ধ করত অত্যন্ত সহকারে কদম্বশাখায় আরোহণ করিলেন। ১

মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ কদম্বের শাখায় ঝুলিয়া তাহা হইতে কালিয় হ্রদের মধ্যে পতিত হইবার সময় তাঁর শব্দ করিলেন। ২

শ্রীকৃষ্ণ সেখানে লম্ফ প্রদান করত পতিত হইলে যমুনাহ্রদ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং বেগে জল তুলিয়া তীরভূমিকে সিক্ত করিল। তখন এরূপ মনে হইল জলপূর্ণ মেঘ সেখানে বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইয়াছে। ৩

সেই শব্দে নাগরাজের বিশাল ভবন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সর্প কালিয় ক্রোধপূর্ণ নয়নে জল হইতে উপরে উঠিয়া আসিল। ৪

মেঘমণ্ডলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই নাগরাজ কালিয় যখন ফুলিত হইয়া উঠিল, সেই সময় তাহার নেত্রপ্রান্ত রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ৫

এই নাগরাজের পাঁচটি মুখ ছিল এবং তাহার উচ্ছ্বাসের সহিত অগ্নি নির্গত হইতেছিল। তাহার জিহ্বা চঞ্চল গতিতে লকলক করিতেছিল এবং মুখ অগ্নিতে পূর্ণ ছিল। এই সর্প পাঁচটি ভয়ঙ্কর ও বিশাল মস্তকে আবৃত ছিল। ৬

অগ্নিতুল্য তেজস্বী নিজের বিশাল শরীরের দ্বারা সম্পূর্ণ হ্রদকে পূর্ণ করত এই সর্প ক্রোধে ফাঁসিতেছিল এবং তেজে যেন জ্বলিতেছিল। ৭

ক্রোধে প্রজ্বলিত সেই সর্পের বিষাগ্নিতে কালিয় হ্রদের জল যেন পাক হইতেছিল এবং যমুনার প্রবাহ পশ্চাদ্‌গামী হইয়া গেল। ইহাতে মনে হইতেছিল—যমুনা ভয়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে পলায়ন করিতেছে। ৮

শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হ্রদে আসিয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতে দেখিয়া কালিয়নাগের ক্রোধাগ্নিপূর্ণ পঞ্চমুখ হইতে উচ্ছ্বাসে বায়ু উত্থিত হইতে লাগিল এবং সেই নাগরাজের মুখ হইতে ধূমপূর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকিল। ৯

নিজের ক্রোধাগ্নি উদ্গম করিতে করিতে ঘূর্ণায়মানকারী প্রলয়ঙ্করের ন্যায় সেই সর্প হ্রদের নিকটে তীরজাত বৃক্ষসকলকে অল্পকালের মধ্যে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিল। ১০

তাহার স্ত্রী, পুত্র, সেবক ও অন্যান্য মহাসর্পগণ এবং অন্যান্য বলশালী নাগরাজ সকলে নিজ নিজ মুখ হইতে বিষসহিত, ধূম-মিশ্রিত ও ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিল। ১১-১২

প্রবেশিতস্তু তৈঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনম্
নির্ধূয়চরণাকারস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৩
অদশন্ দশনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষোৎপীড়চলদ্বিলৈঃ।
তে কৃষ্ণং সর্পপতয়ো ন মমার চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে ভীতা গোপালাঃ সর্ব এব তে।
ক্রন্দমানা রুদন্তঃ স্ম বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৫

গোপা ঊচুঃ।

এষ নোঽদ্য সুতঃ কৃষ্ণো মগ্নো বৈ কালিয়ে হ্রদে
ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত মা চিরম্ ॥ ১৬
নন্দগোপায় বৈ ক্ষিপ্রং সবলায় নিবেদ্যতাম্
এষ তে কৃষ্যতে কৃষ্ণঃ সর্পেণেতি মহাহ্রদে ॥ ১৭
নন্দগোপস্তু তচ্ছ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং বচঃ।
আর্তঃ স্খলিতবিক্রান্তস্তং জগাম হ্রদোত্তমম্ ॥ ১৮

সবালযুবতীবৃদ্ধঃ স চ সম্ভ্রমগো যুবা
আক্রীড়ং পন্নগেন্দ্রস্য জলস্থং সমুপাগমৎ ॥ ১৯
নন্দগোপমুখা গোপাস্তে সর্বে সাশ্রুলোচনাঃ
হাহাকারং প্রকুর্বন্তস্তস্তীরে হ্রদস্য বৈ ॥ ২০
ব্রীড়িতা বিস্মিতাশ্চৈব শোকার্তাশ্চ পুনঃ পুনঃ
কেচিত্তু পুত্র হা হেতি হা হিমিত্যপরে পুনঃ ॥ ২১
অপরে হা হতাঃ স্মেতি ক্রুরুর্দুঃশ্রুদ্বিতাঃ।
স্ত্রিয়শ্চৈব যশোদাং তাং হা হতাসীতি চুক্রুশুঃ ॥ ২২
যা পশ্যসি প্রিয়ং পুত্রং সর্পরাজবশং গতম্।
স্পন্দিতং সর্পভোগেন কৃষ্ণমাপং যথা নৃতম্ ॥ ২৩
অস্মদ্ধারবরং নূনং হৃদয়ং তে বিলক্ষ্যতে।
পুত্রং কথমিমং দৃষ্ট্বা যন্নাশং নাবদীর্য্যসে ॥ ২৪
দুঃখিতং বত পশ্যামো নন্দগোপং হ্রদান্তিকে
স্বস্য পুত্রমুখে দৃষ্টিং নিশ্চেতনমবস্থিতম্ ॥ ২৫

এই সব সর্পগণ নিজ নিজ দেহের বন্ধনে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিল। তখন তাঁহার হস্ত-পদ ও সর্ব্বাঙ্গ নিষ্কম্প হইয়া গেল এবং তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

সেই সর্পরাজগণ বিষের প্রবাহমিশ্রিত জলের দ্বারা মলিন নিজ নিজ তীক্ষ্ণ দন্তসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহাতে শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইলেন না। ১৪

ইহার মধ্যে গোপবালকগণ ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন এবং অশ্রুগদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলেন। ১৫

গোপগণ বলিলেন,—এই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে নিমগ্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন এবং নাগরাজ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতেছে, অতএব শীঘ্র সকলে আগমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। ১৬

বলরামসহ নন্দগোপকে কেহ শীঘ্র যাইয়া নিবেদন করুক যে, আপনার কৃষ্ণকে সর্প মহাহ্রদে কালিয় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ১৭

বজ্রপাত সমান নিদারুণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দগোপ শোকে ব্যাকুল হইয়া স্খলিতপদে পাদক্ষেপ করিতে করিতে সেই বিশাল হ্রদের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮

তাঁহার সহিত ব্রজের বহু বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণও ছিলেন। রোহিণীদেবীর যুবকপুত্র সভ্রমগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা সকলে নাগরাজের অলঙ্কিত ক্রীড়াভূমির নিকট আসিলেন। ১৯

নন্দগোপাদি সকল গোপগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাহাকার করিতে করিতে কালিয় হ্রদের তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

ইহারা সেই সময় নিজেদের বিবশতার জন্য লজ্জিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার জীবনাশঙ্কা করত বারংবার শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ 'হায় পুত্র! হায়!' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং অন্যেরা 'হায়! আমাদের বিভু' এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। ২১

অপর যত মানুষ 'হা হতাঃ স্ম—হায়! আমরা মরিয়া যাইলাম' এই কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রজের স্ত্রীগণ হ্রদে দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বলিলেন—'হায় যশোদে! তুমি মৃতা হইলে; কারণ, নিজের প্রিয় পুত্রকে আজ এই নাগরাজের বশীভূত হইয়া থাকিতে দেখিতেছ! হায়! সে সর্পের শরীরে আবদ্ধ হইয়া ভূতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইতেছে। ২২-২৩

যশোদে! নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত দেখিতেছি; অন্যথা পুত্রকে এই অবস্থায় দেখিয়া তুমি বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না কেন? ২৪

হায়! আমরা দেখিতেছি যে, নন্দগোপ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কালিয়হ্রদের নিকট পুত্রের মুখে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অচৈতন্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। ২৫

যশোদামনুগচ্ছন্ত্যঃ সর্পাবাসমিমং দ্রুতম্ ।
প্রবিশামো ন যাস্যামো বিনা দামোদরং ব্রজম্ ॥ ২৬
দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যাৎ বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা ।
বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ
বিনা কৃষ্ণং ন যাস্যামো বিবৎসা ইব ধেনবঃ ॥২৭
তাসাং বিলপিতং শ্রুত্বা গোপ্যশ্চ ব্রজব নিনাম্ ।
বিলাপং নন্দগোপস্য স্বশোদারুদিতং তথা ॥ ২৮
একভাবশরীরস্য একদেহো দ্বিধা কৃতঃ ।
সঙ্কর্ষণস্য সংক্রুদ্ধো বভাষে কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥ ২৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো গোপানাং নন্দবর্দ্ধন ।
ধন্যতামেষ বৈ ক্ষিপ্রং সর্পরাজো বিষ যুধঃ ॥ ৩০
ইমে নো বান্ধব,স্তাত ত্বাং মত্বা মানুষং বিভো ।
পরিদেবন্তি করুণং সর্বে মানুষবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩১
শ্রুত্বা রৌহিণেয়স্য বাক্যং সংজ্ঞাসমীরিতম্ ।

আমরা সকলেই যদি আর পশ্চাতে পশ্চাতে সর্পগণের নিবাসস্থান এই হ্রদে প্রবেশ করিব, কিন্তু দামোদর শ্রীকৃষ্ণকে না লইয়া কখনও ফিরিয়া যাইব না ॥ ২৬

সূর্য্য বিনা দিন কিরূপ ? চন্দ্র বিনা রাত্রি কিরূপ ? বৃষ বিনা গোধন কিরূপ ? এবং শ্রীকৃষ্ণ বিনা ব্রজ কিরূপ ? বৎসহীন না হইলে ধেনুগণের ন্যায় আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণ বিনা ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না ॥ ২৭

সেই গোপীগণের, ব্রজবাসীদিগের ও নন্দযশোদার বিলাপ এবং যশোদামাতার করুণাপূর্ণ রোদন শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের এক ভাব ও এক শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞানবান্, কৃত পক্ষে যিনি একই দেহের দুইভাগের মধ্যেও এক ছিলেন, সেই সঙ্কর্ষণ দুঃখিত হইয়া অনিন্দ্য শ্রী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ২৮-২৯

গোপগণের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! বিভো ! যাহার ইচ্ছা, সেই সর্পরাজকে এখন শীঘ্র দমন কর ॥ ৩০

তাত ! দেখ ! এই আমাদের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ তোমার প্রতি মানুষবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তোমাকে মানুষ মনে করিয়াই করুণজনক বিলাপ করিতেছে ॥ ৩১

রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণের এই সাঙ্কেতিক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্পগণের সেই বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে নিজের বাহুদ্বয়ের আস্ফোটন শব্দ অর্থাৎ বীরত্ব-সূচক আস্ফালন শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

তারপর জলের উপর উত্থিত সর্পের ভারী শরীরকে নিজের

বিক্রম্যাস্ফোটয়ন্ বাহূ ভিত্ত্বা তন্নাগবন্ধনম্ ॥৩২
তস্য পন্নাগমখাক্রম্য ভোগরাশিং জলে স্থিতম্ ।
শিরস্তস্য কৃষ্ণো জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্য চ ॥ ৩৩
তস্যারুরোহ সহসা মধ্যমং তদ্মহচ্ছিরঃ ।
সোঽস্য মূর্দ্ধি স্থিতঃ কৃষ্ণো ননর্ত্ত রুচিরাঙ্গদঃ ॥ ৩৪
মুমুচানঃ স কৃষ্ণেন শান্তমূর্দ্ধা ভুজঙ্গমঃ ।
অ ঐঃ সরুধিরোদ্গারৈঃ কাতরো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৫
অবিজ্ঞানাদ্যা কৃষ্ণ রোষোঽয়ং সম্প্রদর্শিতঃ ।
ক্ষমিতোঽহং হতবিষো বলগর্ব্বো বরানন ॥ ৩৬
তদাজ্ঞাপয় কিং কুর্য্যাং সদা সাপত্যবান্ধবঃ ।
কস্য বা বশতাং যামি জীবিতং মে প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৭
পঙ্কমূর্দ্ধানতং দৃষ্ট্বা সর্পং সর্প নিকেতনঃ ।
অক্রুদ্ধ এব ভগবান্ প্রত্যুবাচোরগেশ্বরম্ ॥ ৩৮
ভবস্থিন্ যমুনাতোয়ে নৈব স্থানং যদাস্যসে ।
গচ্ছ সর্পসহস্রং সর্প সভার্য্যঃ সহবান্ধবঃ ॥ ৩৯

দুই পদের দ্বারা আবাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তের দ্বারা তাহার মস্তককে অবনমিত করিয়া ধারণ করিলেন ॥ ৩৩

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহসা তাহার পঞ্চ মস্তকের মধ্যে মধ্যম মস্তকে আরোহণ করিলেন এবং তাহার সেই মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার বাহুদ্বয়ে সুন্দর অঙ্গদ শোভা পাইতেছিল ॥ ৩৪

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা মস্তক মর্দ্দিত হইলে পর সেই সর্পের মস্তক শান্ত হইল—তাহার মস্তকের উদ্ধতভাব শান্ত হইয়া গেল। সেই সর্প নিজের পঞ্চ মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে কাতর ভাবে এই কথা বলিল ॥ ৩৫

সুমুখ শ্রীকৃষ্ণ ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার সম্মুখে এই ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছি। আপনি আমাকে দমন করিয়াছেন। আমার সমস্ত বিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমি আপনার বশীভূত হইয়াছি ॥ ৩৬

অতএব আমাকে আজ্ঞাদান করুন যে, আমি সর্ব্বদা নিজের পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত আপনার কি সেবা করিব ? অথবা কাহার বশীভূত হইব। আপনি আমাকে জীবনদান করুন ॥ ৩৭

সেই সর্পকে নিজের পঞ্চ মস্তকের দ্বারা প্রণত দেখিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধ না করিয়া নাগরাজ কালিয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৮

সর্প ! আমি তোমাকে এই যমুনার জলে বাস করিবার স্থান

যস্যেহ ভূত্যো দৃশ্যেত স্থানে বা যদি বা জলে।
তব ভৃত্যস্তনূজো বা ক্ষিপ্রং বধ্যঃ স মে ভবেৎ ॥৪০

শিবঞ্চাস্তু জলস্যাস্য ত্বঞ্চ গচ্ছ মহার্ণবম্।
স্থানে হ্যিহ ভবেদ্দোষস্তবাস্তুকরণো মহান্ ॥৪১

মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধসু সাগরে
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্ত্বয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥ ৪২

গৃহ্য মূর্দ্ধ্না তু চরণৌ কৃষ্ণস্যোরগপুঙ্গবঃ।
পশ্যতামেব গোপানাং জগামাদর্শনং দ্রুতম্ ॥ ৪৩

নির্জিতে তু গতে সর্পে কৃষ্ণমুদ্বীর্য্য বিষ্ঠিতম্।
বিস্মিতাস্তুষ্টুবুর্গোপাশ্চক্রুশ্চৈব প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৪

ঊচুঃ সর্ব্বে চ সম্প্রীতা নন্দগোপং বনেচরাঃ।
যস্যোঽস্যনুগৃহীতোঽসি যস্য তে পুত্র ঈদৃশঃ ॥ ৪৫

অস্মৎপ্রভৃতি গোপানাং গবাং গোষ্ঠস্য চানঘ।
আপৎসু শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়ত্তলে চলঃ ॥ ৪৬

জাতা শিবজলা সর্ব্বা যমুনা মুনিসেবিতা।
তীরে চাস্যাঃ সুখং গোষ্ঠো বিচরিষ্যতি নঃ সদা ॥৪৭

ব্যক্তমেব বয়ং গোপা বনে যৎ কৃষ্ণমীদৃশম্।
মহদ্ভূতং ন জানীমশ্ছন্নমগ্নিমিব ব্রজে ॥ ৪৮

এবং তে বিস্মিতাঃ সর্বে স্তুবন্তঃ কৃষ্ণমব্যয়ম্।
জগ্মুর্গোপগণা ঘোষং দেবাশ্চৈত্ররথং যথা ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
শিশুচর্য্যায়াং কালিয়দমনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

প্রস্থান করিব না। তুমি নিজের পত্নী ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমুদ্রের জলে চলিয়া যাও ॥ ৩৯

এখন পুনরায় এই স্থানে বা জলে যদি কোনও সর্পকে দেখিতে পাই, তবে সে তোমার পুত্র হউক বা তোমার ভৃত্য হউক, সে সদ্য আমার বধ্য হইবে ॥ ৪০

এই জলের শান্তি হউক—ইহা সকল প্রাণীর মঙ্গলকারী হউক ; সেইজন্য তুমি মহাসাগরে গমন কর। এখানে থাকিলে পর তোমার প্রাণনাশকর মহাদোষ উপস্থিত হইবে ॥ ৪১

সর্প। সমুদ্রে বাস করিবার সময়েও তোমার পক্ষ মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া সর্পগণের শত্রু গরুড় তোমাকে প্রহার করিবে না ॥ ৪২

তখন নাগপ্রবর কালিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত গোপদিগের সাক্ষাতেই হ্রদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইল ॥ ৪৩

যখন সেই সর্প পরাজিত হইয়া চলিয়া যাইল এবং শ্রীকৃষ্ণ জল হইতে উঠিয়া তীরে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন সমস্ত গোপগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

সমস্ত বনচারী গোপগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া নন্দগোপকে বলিলেন,—গোপরাজ ! আপনি ধন্য, আপনার প্রতি ভগবানের অশেষ করুণা আছে, যাহার ফলে আপনি এরূপ পুত্র লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৫

নিষ্পাপ নন্দ ! আজ হইতে সকল আপৎকালে গোপগণ গোধন ও গোষ্ঠের (ব্রজের) পক্ষে বিশালবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শরণদাতা ও স্বামী ॥ ৪৬

মুনিগণসেবিত সম্পূর্ণ যমুনার জল এখন সকলের পক্ষেই সুখপ্রদ ও মঙ্গলময় হইয়া যাইল। এখন আমাদের গোধন সর্ব্বদা এই যমুনার তীরে বিচরণ করিতে থাকিবে ॥ ৪৭

আমরা বনে বিচরণকারী গ্রাম্য গোপ,—এই কথা আজ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; কারণ, এরূপ মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ব্রজে বিদ্যমান আছেন, অথচ আমরা ইঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই ॥ ৪৮

এইভাবে বিস্মিত হইয়া সমস্ত গোপগণ অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে গোষ্ঠে গমন করিলেন ; ইহাতে মনে হইল—দেবগণ যেন চৈত্ররথ বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বালক-লীলা প্রসঙ্গে কালিয়দমনবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামেণ ধেনুকাসুরস্য বধঃ, ভয়রহিত-তালবনে গো-গোপান্যাং বিচরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দমিতে সর্পরাজে তু কৃষ্ণেন যমুনাহ্রদে
তনেব চেরতুর্দেশং সহিতৌ রাম-কেশবৌ ॥ ১
আজন্মদুষ্টৌ সহিতৌ গোবনৈঃ সহ গামিনৌ।
গিরিং গোবর্দ্ধনং রম্যং বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২
গোবর্দ্ধনস্যোত্তরতো যমুনাতীরমাশ্রিতম্
দদৃশাতে চ তৌ বত্সৌ রম্যং তালবনং মহৎ ॥ ৩
তৌ তালপর্ণপ্রতত্তে রম্যে তালবনে রতৌ
চেরতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃষভৌ তাবিবে দ্ধতৌ ॥ ৪
স তু দেশঃ সদা স্নিগ্ধো লোষ্টপাষাণবর্জ্জিতঃ।
দর্ভপ্রায়স্থলীভূতঃ সুনয়ান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ ॥ ৫
তালৈস্তৈর্বিপুলস্কন্ধৈরুচ্ছ্রিতৈঃ শ্যামপর্ব্বভিঃ
ফলাগ্রশাখিভির্ভাতি নাগহস্তৈরিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৬

তত্র দামোদরো বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ।
অহো তালফলৈঃ পক্কৈর্বাসিতেয়ং বনস্থলী ॥ ৭
স্বাদুন্যার্দ্র্য সুগন্ধীনি শ্যামানি রসবন্তি চ।
পক্কতালানি সহিতৌ পাতয়াবো লঘুক্রমৌ ॥ ৮
অস্মেষামীদৃশো গন্ধো মাধুর্য্যাঘ্রাণতর্পণঃ
রসেনামৃতকল্পেন ভবিতব্যঞ্চ মে মতিঃ ॥ ৯
দামোদরবচঃ শ্রুত্বা রোহিণেয়ো হসন্নিব।
পাতয়ন্ পক্কতালানি চালয়ামাস তাংস্তরূন্ ॥ ১০
তত্তু তালবনং নৃণামসেব্যং দুরতিক্রমম্।
নির্ম্মানভূতমিরিণং পুরুষাদনয়োপমম্ ॥ ১১
দারুণো ধেনুকো নাম দৈত্যো গর্দ্দভরূপধৃক্।
বরবৃথেন মহতা বৃতঃ সমনুসেবতে ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[বলরাম কর্তৃক ধেনুকাসুর বধ এবং ভয়রহিত তালবনে গো ও গোপগণের বিচরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ যমুনাহ্রদে স্থিত সর্পরাজ কালিয়কে দমন করিলে পর দুই ভ্রাতা বলরাম ও কৃষ্ণ সেই দেশে একত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

একদিন বসুদেবের এই দুই পুত্র গোধনের সহিত বিচরণ করিতে করিতে পরম রমণীয় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিকটে গিয়াছিলেন। ২

সে স্থানে এই দুই বীর দেখিলেন—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উত্তরে যমুনার তীর আশ্রয় করিয়া এক বিশাল ও রমণীয় তালবন হইয়াছে। ৩

তালপরিবৃত সেই রমণীয় তালবনে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া দুই ভ্রাতা বৃষভদ্বয়ের ন্যায় অতিশয় প্রীতিসহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪

এই বিশাল তালের সমস্ত স্নিগ্ধ (চিক্কণ) ছিল এবং এ স্থানে ছিল প্রস্তর ছিল না। এই স্থানে প্রায়শঃ দর্ভ (কুশ-দুর্ব্বাদি) ভূত ছিল, এ স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ৫

এ স্থানে যে সব তালবৃক্ষ ছিল, তাহাদের স্কন্ধদেশ বিপুল (মোটা) ছিল। এই সব বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ ছিল। ইহাদের বিমান (শীর্ষ) কৃষ্ণবর্ণ ছিল এবং ইহাদের শাখাসকল ফল-সমূহে পূর্ণ ছিল। এই সব তালবৃক্ষের দ্বারা সেই স্থান এরূপ শোভা পাইতে ছিল, যেন সেখানে নিজ নিজ শুণ্ড উপরে উত্তোলিত করিয়া বহু হাতী দাঁড়াইয়া আছে। ৬

সেখানে বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দামোদর শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষকে বলিলেন—অহো! এই বনস্থলী এই পক্ক তালফলের গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে। এই সব পক্ক ও সুগন্ধপূর্ণ তালফল অবশ্যই স্বাদিষ্ট এবং রসাল হইবে। আমরা দুই ভ্রাতা একত্রে থাকিয়া লঘু পাদক্ষেপ করিতে করিতে এই সব পক্কতালফল পাতিত করিব। ৭-৮

যদি ইহাদের গন্ধ এরূপই হয়, যাহা হউক সুমধুরতায় আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিতেছে, তবে আমার বিশ্বাস যে, এই সব ফল অমৃততুল্য রসে পরিপূর্ণ হইবে। ৯

দামোদর শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোহিণীনন্দন বলরাম হাস্য করিতে করিতে পক্ক তালফলসমূহ পাতিত করিবার জন্যই সেই সব বৃক্ষ চিত করিতে লাগিলেন। ১০

সেই তালবনের সেবন মনুষ্যগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া রহিয়াছিল। সেই বনের এই পার হইতে পরপার পর্য্যন্ত নিবিড়ে অতিক্রম করিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। যদিও এই স্থান সারভূত ছিল, তথাপি রাক্ষসগৃহের ন্যায় অনুভূত হইতেছিল। ১১

গর্দ্দভরূপধারী ধেনুক নামক এক দারুণ দৈত্য বিশাল গর্দ্দভদলে পরিবৃত হইয়া সেই বনে বাস করিতেছিল। ১২

স তু তালবনং ঘোরং গর্দ্দভঃ পরিরক্ষতি ।
নৃ-পক্ষি-শ্বাপদগণাংস্ত্রাসয়ানঃ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৩
তালশব্দং স তং শ্রুত্বা সংদুষ্টঃ ফলপাতনাৎ ।
নামর্ষয়ৎ স সংক্রুদ্ধস্তালস্বনমিব দ্বিপঃ ॥ ১৪
শব্দানুসারী সংক্রুদ্ধো দর্প-বিদ্ধসটাননঃ ।
তস্কাক্ষো হেষিতপটুঃ খুরৈর্নির্দ্দারয়ন্মহীম্ ॥ ১৫
আবিদ্ধপুচ্ছো হ্রসিতো ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ ।
আপতদ্বেব দদৃশে রৌহিণেয়মুপস্থিতম্ ॥ ১৬
তালানাং তমধো দৃষ্ট্বা স ধ্বজাকারমব্যয়ম্ ।
রৌহিণেয়ং খরো দৃষ্টঃ সোঽবশব্দশনায়ুধঃ ॥ ১৭
পদ্ভ্যামুভাভ্যাঞ্চ পুনঃ পশ্চিমাভ্যাং পরাঙ্মুখঃ ।
জঘানোরসি দৈত্যেন্দ্রো রৌহিণেয়ং নিরায়ুধম্ ॥ ১৮
তাভ্যামেব স জগ্রাহ পদ্ভ্যাং তং দৈত্যগর্দ্দভম্ ।
আবর্জ্জিতমুখস্কন্ধং প্রেরয়ংস্তালমূর্দ্ধনি ॥ ১৯
সন্ত্যক্তকটিগ্রীবো ভগ্নপৃষ্ঠো দুরাকৃতিঃ ।
ধরস্তালফলৈঃ সার্দ্ধং পপাত ধরণীতলে ॥ ২০
তং গতাসুং গতশ্রীকং পতিতং বীক্ষ্য গর্দ্দভম্ ।
জ্ঞাতীংস্তথাপরাংস্তস্য তুরাজনি সোঽক্ষিপৎ ॥ ২১
সা দুর্দ্দভদৈত্যেন্দ্র তালৈঃ পক্কৈশ্চ পাতিতৈঃ ।
বভাসে ছন্নজলদা দ্যৌরিবাকুলতারকা ॥ ২২
তস্মিন্ গর্দ্দভদৈত্যে তু সানুগে বিনিপাতিতে
রমাং তালবনঃ তস্মিন্ ভূয়ো রমাতরং বভৌ
বিপ্রমুক্তভয়ং শুভ্রং বিবিক্তাকারদর্শনম্ ।
চরন্তি স্ম সুখং যাবত্তত্তালবনমুত্তমম্ ॥ ২৪
ততঃ প্রবিষ্টাস্তে সর্বে গোপা বনবিচারিণঃ
বীতশোকভয়ায়াসাশ্চক্রুশ্চাথান্তে মনস্তুতঃ ॥ ১৫

এই গর্দভ ধেনুকই সেই তালবনকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছিল। এই ধেনুক অত্যন্ত দুর্মতি ছিল এবং মনুষ্য, পক্ষী ও হিংস্রজন্তুগণকে ভীত করিতে করিতে সেই স্থানে বাস করিত ॥ ১৩

সেই তালফল পাতিত করিলে যে শব্দ হইত, উহা শ্রবণ করিয়া ধেনুকাসুর সহ্য করিতে পারিত না। যেরূপ হস্তে তাল-প্রদানের শব্দ শুনিয়া হস্তী কুপিত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই দৈত্যও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত ॥ ১৪

এই ধেনুকাসুর বলরাম কর্ত্তৃক পাতিত তালের শব্দ শ্রবণ করত তাহার অনুসরণ করিয়া রোষে গমন করিতে লাগিল। সে সদর্পে নিজের কটি, (মস্তক হইতে স্কন্ধস্থিত লম্বা লম্বা লোম) ও মস্তক ঘুর হইতে ঘুরাইতে আসিতে লাগিল। তখন তাহার চক্ষু রক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সে নিষ্ঠুরতার সহিত হ্রেষারব করিতেছিল। নিজের খুরসকলের আঘাতে যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতেছিল, তাহার পুচ্ছ ঘুরিতেছিল, লোমসমূহ খাড়া হইয়া গিয়াছিল এবং মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের ন্যায় মনে হইতেছিল। সে আসিয়াই সেস্থানে রৌহিণীনন্দন বলরামকে উপস্থিত থাকিতে দেখিল ॥ ১৫-১৬

ধ্বজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অবিনাশী রোহিণীপুত্র বলরামকে তালবৃক্ষসমূহের নিম্নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গর্দ্দভরূপ অসুরধারী সেই দুষ্ট গর্দ্দভ তাঁহাকে দন্তসমূহের দ্বারা দংশন করিতে লাগিল ॥ ১৭

তারপর মুখ ফিরাইয়া সেই দৈত্যরাজ ধেনুক অস্ত্রহীন রোহিণীনন্দন বলরামের বক্ষে নিজের পশ্চাদ্ভাগস্থিত দুই পদের দ্বারা আঘাত করিল ॥ ১৮

তখন বলরাম সেই গর্দভরূপধারী দৈত্যের সেই পদদুইটি ধরিয়া ফেলিলেন এবং মুখ ও স্কন্ধকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাল-বৃক্ষের উপর সবলে প্রেরণ করিলেন অর্থাৎ তালবৃক্ষের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন ॥ ১৯

ইহাতে তাহার দুই চক্ষু, কন্ধর ও গ্রীবা গর্দ্দন , ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল এবং আকৃতি বিকৃত হইয়া গেল। সেই গর্দভাসুর তখন তালফলসমূহের সহিত ভূতলে পতিত হইল ॥ ২০

ধেনুকাসুরকে প্রাণশূন্য ও শ্রীহীন করিয়া বলরাম তাহার অন্য জ্ঞাতিদিগকেও সেইভাবে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১

তখন সেই স্থানের ভূমি গর্দভদিগের মৃতদেহ ও পতিত পক্ক তালফলসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া শরদ্ঋতুর অভ্রকালিত গগন ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ২২

সেবকগণের সহিত সেই গর্দভরূপধারী দৈত্য নিহত হইলে পর সেই ধূসর তালবন আরও অধিক রমণীয় আকার ধারণ করিল ॥ ২৩

সেই শুভ্র তালবনের সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল। তাহা নির্জ্জন একান্ত প্রদেশের ও সকলের দর্শনযোগ্য হইল এবং সেই উত্তম বনে গোপগণ সুখে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৪

তদনন্তর বনে বিচরণকারী সমস্ত গোপগণ সেই তালবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের শোক, ভয় ও আয়াস দূর হইয়া গেল, অতএব তাঁহারা সেস্থানে সর্ব্বদিকে বারংবার বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

ততঃ সুখং প্রকীর্ণাসু গোষু নাগেন্দ্রবিক্রমৌ
দ্রুমপর্ণাসনং কৃত্বা তৌ যথার্হং নিষীদতুঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
ধেনুকবধো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

তদনন্তর বদন ঘোষণ সুখের সহিত সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া চরিতে লাগিল, তখন গজরাজের ন্যায় পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বৃক্ষপত্রের দ্বারা আসন রচনা করিয়া যথোচিত রীতিতে উপবেশন করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে ধেনুকাসুর-বধনামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামেণ প্রলম্বাসুরস্য বধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথ তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ।
তত্তালবনমুৎসৃজ্য দূরং ভাণ্ডীরমাগতৌ ॥ ১
চারয়ন্তৌ বিবৃদ্ধান্ গোধনানি শুভানি চ।
স্ফীতশষ্পপ্ররূঢ়ানি বীক্ষমাণৌ বনানি চ ॥ ২
ক্ষেড়য়ন্তৌ প্রগায়ন্তৌ প্রবিশন্তৌ চ পাদপান্।
নামভির্ব্যাহরন্তৌ চ সবৎসা গাঃ পরন্তপৌ ॥ ৩
নির্ঘোষেণ বৈরাসীকৈঃ স্কন্ধাভ্যাং শুভলক্ষণৌ।
বনমালে কৃতোরস্কৌ বলশৃঙ্গ বিবর্হতৌ ॥ ৪
সুবর্ণ জনচূর্ণ ভাবস্যোজ্জ্বলরূপ ধরৌ।
মহেন্দ্রায়ুধসংসক্তৌ শুক্লকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥ ৫
কুসুমপ্রসূনানাঞ্চ কর্ণপূরৌ মনোরমৌ।
বনমার্গেষু কুর্বাণৌ বসুবেশধরাবুভৌ ॥ ৬
গোবর্ধনস্যানুচরৌ বনে সানুচরৌ তু তৌ।
চেরতুর্মুদিতৌ কৃষ্ণ স্ত্রিঃ ক্রীড়াভিরপরাজিতৌ ॥ ৭
তাবেবং মানুষীং বীক্ষ্য বয়স্যৌ সুখপূজিতৌ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্ ॥ ৮
তৌ তু ভাণ্ডীরমাশ্রিত্য বালক্রীড়ানুবর্তিনৌ।
প্রাপ্তৌ পরমশাখাঢ্যং ন্যগ্রোধং শাখিনাং বরম্ ॥ ৯

চতুর্দশ অধ্যায়।

[বলরামে কর্তৃক প্রলম্ব বধ-বর্ণন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর হর্ষে উৎফুল্ল সেই দুই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই তালবন পরিত্যাগ করিয়া সুদূরস্থ ভাণ্ডীর বটের নিকট আসিলেন ॥ ১

সেস্থানে উহারা হৃষ্ট-পুষ্ট ও সুন্দর শোভন সকল চারাইতে চরিতে এবং সমৃদ্ধ সস্যসম্পন্ন বনস্থলীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

সময়ে সময়ে সেই দুই ভ্রাতা কখনও তালবনে (বা গীতবাদ্যাদিক সিংহধ্বনি), কখনও গান, কখনও বৃক্ষের ফল-পুষ্প ও পত্র পাতন এবং কখনও বয়স্যগণ গাভীসকলের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

স্কন্ধের উপর গোবন্ধনের রজ্জু রাখিয়া সুন্দর লক্ষণসম্পন্ন ও বনমালাবিভূষিত বক্ষঃস্থলবিনিবিষ্ট সেই দুই বীর মদমত্তযুগল বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪

এই দুই জনের মধ্যে একজনের শরীরকান্তি সুবর্ণচূর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ এবং অন্যজনের মেঘকান্তি কাজলচূর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের গাত্রবর্ণের অনুরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ গৌরবর্ণ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির অনুরূপ নীলবস্ত্র এবং শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অঙ্গকান্তির অনুরূপ সুবর্ণ তুল্য পীতবস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন।) এই দুই ভ্রাতা তখন ইন্দ্রধনুঃসংযুক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫

ইহারা উভয়ে বৃক্ষের অগ্রভাগ ও পুষ্পসমূহের মনোরম কর্ণপূর নির্মাণ করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন এবং মনোরম বেশ ধারণ করিয়া সুশোভিত ছিলেন ॥ ৬

বনে ইঁহাদের অনুগমনকারী বহু গোপবালক ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে লইয়া এই দুই ভ্রাতা গোবর্ধন-পর্বতের নিকট বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই অপরাজিত বীর ছিলেন। ভাণ্ডীরবটের পার্শ্বে লোকচরিত বালক্রীড়ানসমূহের দ্বারা (মনোরঞ্জন করিতে করিতে) শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

ইঁহারা দেবগণের দ্বারা পূজিত হইলেও এই দুই ভ্রাতা মানবোচিত লীলা (ব্রত) গ্রহণ করত মনুষ্যজাতির গুণাবলিতে যুক্ত ক্রীড়া করিতে করিতে সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভাণ্ডীরের নিকট আসিয়া বালকোচিত ক্রীড়ারত এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই উত্তম শাখা-সমূহে যুক্ত ও বৃক্ষসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

তত্র হ্যাস্ফোলিকাভিশ্চ যুদ্ধমার্গবিশারদৌ।
অশ্মভিঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ তৌ ব্যায়ামমকুর্বতাম্ ॥ ১০
যুদ্ধমার্গৈশ্চ বিবিধৈর্গোপালৈঃ সহিতাবুভৌ
মুদিতৌ সিংহবিক্রান্তৌ যথাকামং বিচেরতুঃ ॥ ১১
তয়োরেবমভিপ্রেত্য তল্লিপ্সুরসুরোত্তমঃ।
প্রলম্বোঽভ্যাগমত্তত্র ছিদ্রান্বেষী তয়োস্তদা ॥ ১২
গোপালবেশমাস্থায় বন্যপুষ্পবিভূষিতঃ।
লোভয়ানঃ স তৌ বীরৌ হার্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তথা ॥ ১৩
সোঽবগাহত নিঃশঙ্কস্তেষাং মধ্যমনাদৃতঃ।
মানুষং বপুরাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥ ১৪
প্রক্রীড়িতাশ্চ তে সর্বে সহ তেনামরারিণা।
গোপালবপুষং গোপা মন্যমানাঃ স্ববান্ধবম্ ॥ ১৫
স তু ছিদ্রান্তরপ্রেপ্সুঃ প্রলম্বো গোপতাং গতঃ।
বৃষ্টিঃ প্রণিদধে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে চ দারুণাম্ ॥ ১৬
অবিষহ্যং ততো মত্বা কৃষ্ণমদ্ভুতবিক্রমম্।
রৌহিণেয়বধে যত্নমকরোদ্দানবোত্তমঃ ॥ ১৭
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ।
প্রক্রীড়িতাস্তু তে সর্বে দ্বৌ দ্বৌ যূথপতূৎপতন্ ॥ ১৮
কৃষ্ণঃ শ্রীদামসহিতঃ পুপ্লুবে গোপসূনুনা
সমর্ষণস্তু পুতবান্ প্রলম্বেন সহানঘ ॥ ১৯
গোপালাস্ত্বপরে ঘন্বং গোপালৈরপরৈঃ সহ
প্রক্রুতা লঙ্ঘয়ন্তো বৈ তেঽন্যোন্যাঞ্জ লঘুবিক্রমাঃ ॥ ২০
শ্রীদামনমজয়ৎ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রৌহিণীসুতঃ।
গোপালৈঃ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপালাস্ত্বপরে জিতাঃ ॥ ২১
তে বালস্তম্ভস্কন্ধোষ্ণাঃ সংহর্ষাৎ সহসা দ্রুতাঃ।
ভাণ্ডীরস্কন্ধমুদ্দিশ্য হর্ষাদ্বাঃ পুনরাগমন্ ॥ ২২

যুদ্ধের প্রণালীবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এই দুই ভ্রাতা সেস্থানে কখনও হিন্দোলখেলা এবং কখনও ক্ষেপণযোগ্য প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। ১০

নানাপ্রকার যুদ্ধের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে এই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীর গোপবালকগণের সহিত থাকিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১

এইভাবে যখন ইঁহারা উভয়ে খেলায় আনন্দে মগ্ন ছিলেন, সেই সময় ইঁহাদের দুইজনকে তুলিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রলম্ব এক গোপবালকের বেশ ধারণ করত সেস্থানে আসিল। সে নিজেকে বনজাত পুষ্পসমূহে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে তখন ইঁহাদের উভয়ের ছিদ্র (তুলিয়া লইবার সুযোগ) অন্বেষণ করিতেছিল এবং দুই বীরকে নিজেদের হাস্য-পরিহাস ক্রীড়ায় লুব্ধ করিতেছিল। ১১-১৩

দানবপ্রবর প্রলম্ব মনুষ্য না হইলেও মনুষ্যের শরীর ধারণ করত নিঃশঙ্কভাবে সেই গোপবালকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১৪

সেই সব বালকগণ তখন এই দেবশত্রু প্রলম্বের সহিত খেলা করিতে লাগিলেন। এই গোপবালকের বেশধারী অসুরকে তখন সে সকল নিজেদের বন্ধু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু গোপবেশ ধরিয়া আগত প্রলম্ব সেই দুই ভ্রাতার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিল, সেইজন্য সে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপর ক্রূর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। ১৬

শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত পরাক্রম ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে অজেয় মনে করিয়া সেই দানবরাজ রৌহিণীনন্দন বলরামকেই বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭

তদনন্তর সেই সব গোপবালকগণ হরিণাক্রীড়ন নামক এক লক্ষোচিত খেলা আরম্ভ করিল। ইহাতে দুই দুই জন করিয়া বালক এক সঙ্গে লম্ফ প্রদান করিয়া খেলা করিতে লাগিল। ১৮

নিষ্পাপ জনমেজয়! শ্রীদামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ লম্ফ-প্রদানে খেলা করিতে লাগিলেন এবং গোপবালক বেশে আগত প্রলম্বের সহিত সমর্ষণ লাফালাফি খেলা করিতেছিলেন। ১৯

এই ভাবে অন্য গোপালগণ অপর গোপালদিগের সহিত দুই দুই জন করিয়া যুগলভাবে পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে তাহারা ক্ষিপ্রগতিতে উল্লম্ফন পূর্বক যাইতে লাগিলেন। ২০

এই খেলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে জয় করিলেন, রৌহিণীনন্দন বলরাম প্রলম্বকে জয় করিলেন এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপালগণ অন্য গোপালদিগকে পরাজিত করিলেন। ২১

যে সব বালক পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা বিজয়ী বালকদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে করিতে অতিশয় হর্ষনাদকারে সহসা দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহারা বৃক্ষের স্কন্ধ

---

* কোন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নিকট একসঙ্গে দুই দুই জন বালক হরিণের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতে করিতে যাইতে থাকিবে। যে উভয়ের মধ্যে প্রথমে যাইবে, সে জয়ী হইবে। পরাজিত বালক জয়ী বালককে পৃষ্ঠে করিয়া প্রথম স্থানে লইয়া আসিবে ইহাই হইল 'হরিণাক্রীড়ন' খেলা।

সঙ্কর্ষণঃ ; স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ
দ্রুতঃ জগাম বিমুখঃ শচীন্দ্র ইব তে ভয়াৎ ॥ ১৩
স ভারেণসহসাক্রান্তো রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
বভূবে স্তনয়ন্নাকৃষ্টঃ শক্রনির্ম্মুক্ত ইবাম্বুদঃ ॥ ১৪
স তালীবনটপ্রখ্যঃ সঙ্কর্ষণগিরিপ্রভঃ
ঘনঃ বপুর্দর্শয়ামাস প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥
পঙ্কজস্তবকযুক্তেন মুকুটেনার্কবর্চ্চসা।
দীপ্যমানাননো দৈত্যঃ সূর্য্যাক্রান্ত ইবাম্বুদঃ ॥ ১৬
মহাননো মহাগ্রীবঃ সুমহান্নিস্তকোপমঃ।
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো নদন্নাম্বরমৈরবীম্ ॥ ১৭
স্রগ্বলস্বাভরণঃ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ।
বীরঃ প্রলম্বঃ প্রবয়ো লম্বতোয় ইবাম্বুদঃ ॥ ১৮
স কক্ষারাশ্ব বেগেন রৌহিণেয়ং মহাসুরঃ
সাগরোপপ্লবগতঃ কৃৎস্নং লোকমিবান্তকঃ ॥ ১৯
হিয়মাণঃ প্রলম্বেন স তু সঙ্কর্ষণো বভৌ
উদ্যমান ইবাকাশে কালমেঘেন চন্দ্রমাঃ ॥ ২০
স সন্দিগ্ধমিবাত্মানং মেনে সঙ্কর্ষণস্তদা
দৈত্যান্ধকারগতঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণং হেদমুবাচ হ ॥ ২১
দ্বিবিদেহয়ং কৃষ্ণ দৈত্যোন পর্ব্বতো গ্রহবর্ষ্মণা
প্রদর্শয়িত্বা মহতীং মায়াং মানুষরূপিণীম্ ॥ ২২
কথমস্য বয়া কার্য্যঃ শাসনং দুষ্টচেতসঃ
প্রলম্বস্য প্রবৃদ্ধস্য দর্পাদ্ বিগুণবর্চ্চসঃ ॥২৩
তমাহ সস্মিতঃ কৃষ্ণঃ সাম্না হর্ষাকুলেন বৈ।
অভিজ্ঞো রৌহিণেয়স্য বৃত্তস্য চ বলস্য চ ॥ ২৪
অহোহয়ং মানুষো ভাবো বাক্যমেবানুপশ্যতে
যস্যঃ জগন্ময়ং দেবং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং গতঃ ॥২৫

ছায়া পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইলেন। ২২

কিন্তু দানব প্রলম্ব বলরামকে শীঘ্র নিজ স্কন্ধে তুলিয়া সেখান হইতে পশ্চাদ্‌দিকে ভীতমতিতে আকাশের দিকে যাইতে লাগিল। সেই সময় এই দানব উপরি ভাগে চন্দ্রকে ধারণ করিয়া অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২৩

বৃদ্ধিমান্ রোহিণীনন্দন বলরামের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই দানব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বর্দ্ধিত হইতে হইতে বিদ্যুদ্দেহ হইয়া ইন্দ্রের বাহনরূপে স্থিত মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ২৪

দানবরাজ প্রলম্ব সেখানে নিজের শরীরকে তালীর বট এবং প্রফুল্লিত কজ্জল গিরির ন্যায় বর্ণন করাইল। ২৫

এই দানবের মুখ পদ্ম পুষ্পস্তবকে যুক্ত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মুকুটের দ্বারা দেদীপ্যমান ছিল এবং সেই মুকুট ধারণ করিয়া দৈত্য সূর্য্যের দ্বারা আক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সদৃশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ২৬

তাহার মুখ বিশাল ছিল এবং গ্রীবাও (গর্দ্দানও) বিশাল ছিল। এই বিরাট মেঘবারী দৈত্য যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। তাহার চক্ষু তখন গাড়ীর চাকার ন্যায় ছিলেছিল এবং নিজের পদের চাপে পৃথিবীকে যেন নত করিয়া রাখিছিল। ২৭

তাহার কণ্ঠে পুষ্পের লম্বা মালা শোভা পাইতেছিল। তাহার বস্ত্র ও আভরণসকলও প্রতিনয় লম্বা ছিল। এই বীর

প্রলম্ব নিঃসন্দেহ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ভীষণবেগে সেইরূপে বলরামকে হরণ করিয়া লইয়া যাইল, যেরূপ প্রলয়কর কাল একার্ণবে মগ্ন সম্পূর্ণ জগৎকে অপহরণ করিয়া থাকে। ২৮-২৯

প্রলম্বাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে থাকিয়া সঙ্কর্ষণ আকাশপথে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ কাল মেঘের দ্বারা বাহিত হইতে হইতে আকাশে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকে। ৩০

সেই সময় বলরাম নিজেকে প্রাণসংশয় অবস্থায় পতিত বলিয়া মনে করিলেন। তখন দৈত্যের স্কন্ধে স্থিত শ্রীমান্ বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৩১

কৃষ্ণ! এই দেখ, আমাকে পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ কোনও এক দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে মনুষ্য রূপধারিণী বিদ্যুতী মায়া দেখাইয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। ৩২

এই দুষ্টাত্মা দৈত্য বর্দ্ধিত হইয়া অতিশয় দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। শক্তির গর্ব্বে ইহার কান্তি বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আমি কিরূপে ইহাকে দমন করিব? ৩৩

তখন রোহিণীনন্দন বলরামের চরিত্র ও বলসম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে হর্ষপূর্ণ ও সান্ত্বনাযুক্ত বাক্যে এই কথা বলিলেন। ৩৪

অহো। আপনি যে স্পষ্টই মানব ভাব অবলম্বন ও পালন করিয়া যাইতেছেন। আপনার স্বরূপ ত' অখিল বিশ্বময়। আপনি দিব্য স্বরূপ এবং গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। আপনিই সমস্ত লোকসমূহের সংহার হইলে পর নারায়ণরূপে বিরাজমান থাকেন। আপনি আপনার সেই স্বরূপ স্মরণ করুন। প্রলয়-

স্মর নারায়ণাত্মানং লোকানাং ত্বং বিপর্যয়ে
অবগচ্ছাত্মনাত্মানং সমুত্থানং সমাগমে ॥ ৩৬
পুরাতনানাং দেবানাং ব্রহ্মণঃ সলিলস্য চ।
আত্মনশ্চপ্রভাবানাং সংস্মরাদ্য বৈ বপুঃ ॥ ৩৭
শিরঃ খং তে জলং মূর্তিঃ ক্ষমা দুর্দর্শনো মুখম্।
বায়ুর্লোকায়ুরুচ্ছ্বাসো মনঃ স্রষ্টা ধ্রুবস্তব ॥ ৩৮
সহস্রাস্যঃ সহস্রাঙ্গঃ সহস্রচরণেক্ষণঃ।
সহস্রপদ্মনাভস্ত্বং সহস্রোদ্ভবরোঽবিভো ॥ ৩৯
যত্ত্বয়া দর্শিতং লোকে তৎ পশ্যন্তি দিবৌকসঃ।
যত্ত্বয়া নোক্তপূর্বং হি কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি ॥ ৪০
যদ্বেদিতব্যং লোকেঽস্মিন্ যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্।
বিদিতং যত্তবৈকস্য দেবা অপি ন তদ্বিদুঃ ॥ ৪১
আত্মজং তে বপুর্যোনি ন পশ্যন্ত্যাত্মসম্ভবম্
যত্তু তে কৃত্রিমং রূপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৪২
দেবৈর্নৃ পৃষ্টশ্চাস্তত্তে তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ।
ত্বং হি সূক্ষ্মো মহানেকঃ সূক্ষ্মৈরপি দুরাসদঃ ॥ ৪৩
ত্বয়েদং জগতঃ স্তম্ভে শাশ্বতী জগতী স্থিতা।
অচলা প্রাণিনাং যোনির্ধারয়ন্তাখিলং জগৎ ॥ ৪৪
চতুঃসাগরভোগস্ত্বং চাতুর্বর্ণ্যবিভাগবিৎ
চতুর্যুগেষু লোকানাং চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ॥ ৪৫
যথাহমপি লোকানাং তথা ত্বং তচ্চ মে মতম্।
উভাবেকশরীরৌ স্বো জগদর্থে বিধা কৃতৌ
অহং বা শাশ্বতঃ কৃষ্ণস্ত্বং বা শেষঃ পুরাতনঃ ॥ ৪৬
(স বভূব ভবান্ পূর্বস্ত্রৈলোক্যান্তরদর্শনঃ।)
লোকানাং শাশ্বতো দেবস্ত্বং হি শেষঃ সনাতনঃ
আবয়োর্দেহমাত্রেণ বিভেদঃ ধার্যতে জগৎ ॥ ৪৭

কালে যখন সব সমুদ্র মিলিত হইয়া একাকার হইয়া যায়, সেই সময় আপনি যে দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণরূপে বিরাজমান হন, এখন স্বয়ংই তাহা অনুভব করুন ॥ ৩৫-৩৬

পুরাতন দেবগণ, ব্রহ্মা, জল এবং নিজের চরিত্র ও প্রভাব —এই সবের আদি কারণ এবং নিজের যে শাশ্বত স্বরূপ, তাহা আপনি স্মরণ করুন ॥ ৩৭

আকাশ আপনার মস্তক, জল মূর্তি, পৃথিবী পদ, অগ্নি মুখ, লোকসকলের জীবনদাতা বায়ু আপনার উচ্ছ্বাস এবং চন্দ্র আপনার মন ॥ ৩৮

আপনার সহস্র মুখ, সহস্র দেহ, সহস্র হস্ত-পদ এবং সহস্র নয়ন। আপনার নাভি হইতে সহস্র কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আপনি সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্যকে চক্ররূপে ধারণ করত অসুরগণকে সংহার করেন ॥ ৩৯

আপনি পুরাকালে যাহা কিছু দেখাইয়াছেন, সংসারে স্বর্গবাসী দেবগণ তাহাই দর্শন করেন। আপনি পূর্বে যাহা বলেন নাই, তাহার অনুসন্ধান কে করিতে পারে ? ৪০

জগতে যাহা কিছু জানিবার যোগ্য বিষয় আছে, তৎসমস্তই আপনি পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। একমাত্র আপনি যে তত্ত্ব অবগত আছেন, তাহা দেবগণও জানিতে পারেন না ॥ ৪১

আপনার যে সহজ, আকাশেও ব্যাপক এবং স্বয়ম্ভূরূপ আছে, সেই (বিশুদ্ধ সনাতন ও নির্গুণ নিরাকার রূপ) রূপ দেবগণও দেখিতে বা বুঝিতে পারেন না। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য আপনি যে সগুণ সাকার রূপে অবতার গ্রহণ করেন, তাহাই স্বর্গবাসী দেবগণ পূজা ও আরাধনা করেন ॥ ৪২

দেবগণও আপনার অন্ত দেখিতে পান না, সেইজন্য আপনি 'অনন্ত' বলিয়া অভিহিত হন। আপনি সূক্ষ্ম, মহান্ ও এক। সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও আপনাকে জানা বা প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ॥ ৪৩

আপনিই এই জগতের আধারস্তম্ভ। আপনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সনাতন পৃথিবী অবিচলভাবে সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির স্থান হইয়াছে ॥ ৪৪

চার সমুদ্র আপনার স্বরূপ। আপনি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বিভাগ জানেন। সত্যাদি চারি যুগে চাতুর্হোত্র-যজ্ঞের যে ফল, তাহার উপভোগকারীও আপনিই ॥ ৪৫

যেরূপ আমি সমস্ত লোকসমূহের অন্তর্যামী আত্মা, সেইরূপ আপনিও—ইহাই আমার অভিমত। আমরা উভয়েই একশরীর-বিশিষ্ট, কেবল জগতের হিতের জন্যই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছি ॥ ৪৬

আমি সনাতন বিষ্ণু এবং আপনি পুরাতন শেষ ; লোক-সমূহের সনাতন দেব ও সনাতন শেষ আপনিই ; আমাদের চিরন্তন দেহমাত্রই (বিষ্ণু বা অনন্তরূপে) এই জড় এবং চেতনময় বিবিধ জগৎকে ধারণ করে ॥ ৪৭

অহং যঃ স ভবানেব যত্ত্বং সোঽহং সনাতনঃ।
আবেব বিহিতৌ স্রষ্টারাবেকদেহৌ মহাবলৌ ॥ ৪৮
তদাসুরে মূঢ়বত্ত্বং কিং প্রাণেন জহি দানবম্।
মুদ্ধি দেবরিপুং দেব কৃষ্ণেন বজ্রমুষ্টিনা ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সংস্মারিতস্তু কৃষ্ণেন রৌহিণেয়ঃ পুরাতনম্।
বলেনাপূর্যত তদা ত্রৈলোক্যান্তরচারিণা ॥ ৫০
ততঃ প্রলম্বং দুর্বৃত্তং স বভ্রেন মহাভুজঃ।
মুষ্টিনা বজ্রকল্পেন মুদ্ধি চৈনং সমাহনৎ ॥ ৫১
তস্যোত্তমাঙ্গং স্বে কায়ে বিকপালং বিবেশ হ।
জানুভ্যাং চাহতঃ শেতে গতাসুর্দানবোত্তমঃ ॥ ৫২
জগত্যাং বিপ্রকীর্ণস্য তস্য রূপমভূত্তদা।
প্রলম্বস্যাম্বরস্থস্য মেঘস্যেব বিদীর্যতঃ ॥ ৫৩

তস্য তত্রোত্তমাঙ্গস্য দেহাৎ স্রস্রাব শোণিতম্।
বহুগৈরিকসংযুক্তং শৈলশৃঙ্গাদিবোদকম্ ॥ ৫৪
তং নিহত্য প্রলম্বং তু সংস্মৃত্য বলমাত্মনঃ।
পর্যাপদ্যত বৈ কৃষ্ণং রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৫
তং তু কৃষ্ণশ্চ গোপাশ্চ দিবিস্থাশ্চ দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুর্নিহতে দৈত্যে জয়াশীর্ভির্মহাবলম্ ॥ ৫৬
বলেনায়ং হতো দৈত্যো বালেনাক্লিষ্টকর্মণা।
বিবদন্ত্যাশরীরিণ্যো বাচঃ সুরসমীরিতাঃ ॥ ৫৭
বলদেবেতি নামাস্য দেবৈরুক্তং দিবি স্থিতৈঃ।
বলং তু বলদেবস্য তদা ভুবি জনা বিদুঃ ॥ ৫৮
কর্মজং নিহতে দৈত্যে দৈবৈরপি দুরাসদে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি শিশু-চর্য্যায়াং প্রলম্ববধো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যাহা আমি, তাহাই আপনি। যাহা আপনি, সেই সনাতন পুরুষ আমিই। আমরা উভয়েই এক আত্মা, কিন্তু এই সময়ে দুই মহাবল স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছি ॥ ৪৮

দেব! আপনি কি-কর্তব্যবিমূঢ়বৎ হইয়া কেন নীরব রহিয়াছেন? বলপূর্বক এই দানবকে সংহার করুন। আপনি বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা এই দেবদ্রোহী দানবের মস্তকে প্রহার করুন ॥৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে পুরাতন স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন রোহিণী-নন্দন বলরাম ত্রিলোকের মধ্যে ব্যাপ্ত অমিত বলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫০

তখন মহাবাহু বীর বলরাম দুরাচার প্রলম্বাসুরের মস্তকে বজ্রতুল্য নিজের বজ্র মুষ্টি প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিলেন ॥ ৫১

ইহাতে তাহার কপাল উড়িয়া যাইল এবং অবশিষ্ট মস্তক নিজের দেহে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে আহত দানবরাজ প্রলম্ব দুই জানুদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করত পতিত হইল এবং প্রাণহীন হইয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিল ॥ ৫২

আকাশে স্থিত মেঘের যেরূপ ঘটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে তাহার যেরূপ রূপ দেখা যায়, সেইরূপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পতিত প্রলম্বাসুরের রূপও দেখা যাইতে লাগিল ॥৫৩

তখন মস্তক সেই অসুরের দেহ হইতে তখন রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইতেছিল,—পর্বতের শিখর হইতে গেরুমাটিমিশ্রিত জল প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৫৪

এইভাবে প্রলম্বাসুরকে নিহত করিয়া নিজের বলকে পুনরায় সংহত করিয়া লইবার পর প্রতাপশালী রোহিণীনন্দন বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫৫

সেই সময় দৈত্য নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণ ও আকাশে স্থিত দেবতারা বিজয়সূচক আশীর্বাদ দান করিতে করিতে মহাবল বলরামের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

'অনায়াসে মহৎ কর্মকারী এই বালক এরূপ দৈত্যকে বল-পূর্বক বধ করিয়াছে' এই প্রকার দেবগণের কথিত আকাশবাণী বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল ॥ ৫৭

সেই সময় অবস্থিত দেবগণ তাঁহার 'বলদেব' এই নাম রাখিলেন। এই সময় হইতেই ভূতলে সকল মানুষ বলদেবের বল জানিতে পারিল ॥ ৫৮

যে দেবগণেরও দুর্জয় ছিল, সেই প্রলম্বাসুর নিহত হইলে পর বলরাম তাঁহার পরাক্রম অনুসারে এই 'বলদেব' নাম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৯

শ্রী-হরিবংশে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শিশুলীলালাপ্রসঙ্গে প্রলম্বাসুরের বধবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রোৎসববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য জিজ্ঞাসা, কেনচিদ্ বৃদ্ধেন গোপেন তস্যাবশ্যকর্তব্যতায়াঃ প্রতিপাদনম্

বৈশম্পায়ন উবাচ

তয়োঃ প্রবৃত্তয়োরেবং কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
বলে বিচরতোর্মাসৌ বাতিক্রান্তৌ শ বার্ষিকৌ ॥ ১

ব্রজমাজগ্মতুস্তৌ তু ব্রজে শুশ্রুবতুস্তদা
প্রাপ্তং শক্রমহং বীরৌ গোপাশ্চোৎসবলালসান ॥ ২

কৌতূহলাদিদং বাক্যং কৃষ্ণঃ প্রোবাচ তত্র তান্।
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ ॥ ৩

তত্র বৃদ্ধতমস্ত্বেকো গোপো বাক্যমুবাচ হ
শ্রূয়তাং তাত শক্রস্য যদর্থং ধ্বজ ইজ্যতে ॥ ৪

দেবানামীশ্বরঃ শক্রো মেঘানাং চাপি সূদন।
তস্য চায়ং মখঃ কৃষ্ণ লোকনাথস্য শাশ্বতঃ ॥৫

তেন সন্তোষিতঃ মেঘাস্তস্য চাম্বুবভূষিতাঃ।
তর্পয়ন্তি নরাঃ শস্যৈঃ জনয়ন্তি নবাম্বুভিঃ ॥ ৬

মেঘস্য পয়সো দাতা পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ
সম্প্রহৃষ্টঃ স ভগবান্ শ্রীমতস্ত্রিদিবাদ্ ভুবং ॥ ৭

তেন সম্পাদিতঃ শস্যৈঃ বয়মন্যে চ মানবাঃ
বর্ত্তয়ামোপযুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ দেবতাঃ ॥ ৮

দেবে বর্ষতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ শস্যঃ প্রবর্হতে
পৃথিব্যাং তর্পিতায়াং তু সামৃতং লভ্যতে জগৎ ॥ ৯

ক্ষীরবত্যস্ত্বিনা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ
তেন সংবর্দ্ধিতাস্তাত তৃণৈঃ পুষ্টাঃ সপুত্রবাঃ

নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দ্দিতো জনঃ।
দৃশ্যন্তে যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥ ১১

হৃদোহ সবিতুর্গা বৈ শক্রো দিব্যাঃ পয়স্বিনীঃ
তাঃ ক্ষরন্তি নবং ক্ষীরং মেঘাঃ মেঘোঘধারিতম্ ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[ইন্দ্রোৎসব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা এবং এক বৃদ্ধ গোপ-কর্তৃক তাহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ের এইরূপে নিত্যলীলায় প্রবৃত্ত থাকিয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে বর্ষার দুই মাস অতিবাহিত হইল। ১

একদিন যখন সেই দুই বীর ব্রজে আসিলেন, তখন তাঁহারা শ্রবণ করিলেন যে, ইন্দ্রমহের উৎসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত গোপগণ সেই উৎসব দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। ২

তখন শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহলবশতঃ তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ইন্দ্রযাগ উৎসব কি? যাহার জন্য তোমাদের এরূপ হর্ষ হইতেছে। ৩

তিনি এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই গোপগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ এক গোপ এই কথা বলিলেন—তাত! তুমি শ্রবণ কর। আমাদের এস্থানে যে জন্য ইন্দ্রের ধ্বজ পূজিত হইয়া থাকে (তাহা বলিতেছি)। ৪

শক্রসূদন কৃষ্ণ! দেবগণ ও মেঘমণ্ডলের ঈশ্বর হইলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনিই জগতের সনাতন রক্ষক। তাঁহারই (উদ্দেশে) এই উৎসব পালিত হইয়া থাকে। ৫

তাঁহারই দ্বারা তোষিত হইয়া তাঁহার আদেশে (ইন্দ্রধনুতে) বিভূষিত হইয়া মেঘ তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতে করিতে নূতন জল বর্ষণ করিয়া মাঠে মাঠে শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

অনেক নামে বিকৃষিত ভগবান্ পুরন্দর ইন্দ্র মেঘ ও জলের দাতা। তিনি প্রসন্ন হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎকে তৃপ্ত করেন। ৭

তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ক্ষেত্র হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই আমরা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ ভক্ষণ করি এবং তাহাই দ্বারা কার্য্যেও উপযোগ করিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞাদির দ্বারা তৃপ্ত করি। ৮

এ জগতে ইন্দ্রদেব জলবর্ষণ করিলে পর তাহা হইতে ক্ষেত্রে শস্য বর্দ্ধিত হয়। বর্ষার দ্বারা পৃথিবী তৃপ্ত হইলে সম্পূর্ণ জগৎ সফল দেখা যায়। ৯

তাত! এই বর্ষার দ্বারা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হ সমস্যের দ্বারা বৃষসহ এই গোগণ হৃষ্ট হইয়া বৎস প্রসব করে ও শান্ত সহকারে দুগ্ধ প্রদান করে। ১০

যে স্থানে বর্ষণশীল মেঘ দেখা যায়, সেই ভূমিতে কখনও শস্যের অভাব হয় না, তৃণহীন থাকে না ও সেখানের মানুষকে কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হইতে দেখা যায় না। ১১

সূর্য্যদেবের দিবা কিরণসমূহ পৃথিবীর জল শোষণ করিয়া পয়স্বিনী (গো অথবা জলবতী) হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রদেব তাহাকে দোহন করেন। তাঁহার দোহনের পর সেই কিরণময়ী গোসকল নূতন এবং পবিত্র জলরূপী দুগ্ধ নিঃসারণ করে, যাহাকে মেঘমণ্ডল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ১২

বায়ুরীরিতঃ তু মেঘেষু করোতি নিনদং মহৎ
স্তনেনাবর্তিতঃ চৈব গর্জ্জতীতি জনা বিদুঃ ॥ ১৩
তস্য চৈবোহমানস্য বায়ুরূপৈর্বলাহকৈঃ
বজ্রাশনিসমাঃ শব্দাঃ শ্রূয়ন্তে নগভেদিনঃ ॥ ১৪
তজ্জলৈঃ বহুনিঃস্পন্দৈর্বিমুঞ্চতি নভোগতৈঃ।
বহুভিঃ কামগৈর্মেঘৈঃ শক্রো বৃষ্টোরিবেশ্বরঃ ॥ ১৫
কচিৎস্থূলসমাকারৈঃ কচিচ্ছিন্নৈঃ প্রসর্পিভিঃ।
কচিদ্বিদ্রাজনাকারৈঃ কচিচ্ছীকরবর্ষিভিঃ ॥ ১৬
মণ্ডয়ন্তীব দেবেন্দ্রো বিশ্বমেবং নভো ঘনৈঃ।
কচিচ্ছীকরমুক্তাভং কুরুতে গগনং ঘনঃ ॥ ১৭
এবমেতৎ পয়ো তুঙ্কং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদঃ।
পর্জন্যঃ সর্বভূতানাং ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥ ১৮
যস্মাৎ প্রাবৃড়িয়ং কৃষ্ণ শক্রস্য ভুবি ভাবিনী
তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ পূর্বে শক্রং মুদা যুতাঃ
মহৈঃ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়ং তে চ মমা নরাঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
শিশুচর্য্যায়াং গোপবাক্যং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

এই জলই বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘে আবর্তিত হইলে পর মেঘের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গম্ভীর শব্দ করিতে থাকে, যাহাকে সকল মানুষ মনে করে যে, মেঘ গর্জন করিতেছে। ১৩

বায়ুরূপ মেঘের দ্বারা বাহিত সেই জলরাশির পর্ব্বতভেদী অতি বজ্র এবং বিদ্যুতের ঘর্ঘর-শব্দের ন্যায় শুনা যায়। ১৪

যেরূপ রাজা নিজের ভৃত্যগণের দ্বারা ভীষ্ম কর্ম করাইয়া থাকে, সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্র আকাশে বিস্তৃত ও ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ বহুসংখ্যক মেঘের দ্বারা পর্ব্বতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত জলকে ভূতলে বর্ষণ করেন। ১৫

কোথাও এই মেঘ চাদরের ন্যায় হইয়া সম্পূর্ণ আকাশকে আচ্ছন্ন করে। কোথাও ছিন্ন ভিন্ন মেঘাকারে লক্ষিত হয়। কোথাও যত যত কজ্জলতুল্য কালরূপে সৃষ্ট হয় এবং কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের বিন্দু বর্ষণ করিতেছে দেখা যায়। এই ভাবে বিভিন্ন প্রকারের মেঘমণ্ডলের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র আকাশ ও বিশ্বকে যেন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও মেঘ বর্ষণ করিয়া জলবিন্দুরূপী মুক্তাসমূহে শোভিত করিয়া থাকে। ১৬-১৭

এইরূপে পর্জন্যদেব (ইন্দ্র) এই পৃথিবীর জলকে সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের বৃদ্ধির জন্য উহাকে মেঘ দ্বারা ভূতলে বর্ষণ করেন। ১৮

শ্রীকৃষ্ণ! সেইজন্য এই বর্ষাঋতু পৃথিবীতে ইন্দ্রদেবের পূজার সময়; অতএব সমস্ত রাজারা আনন্দিত হইয়া বর্ষাঋতুতে নানা প্রকার উৎসবের দ্বারা ইন্দ্রদেবের পূজা করেন। আমরা ও অন্যান্য মনুষ্যগণও এইভাবে তাহার উৎসব পালন করি। ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শিশুলীলাপ্রসঙ্গে গোপের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন গিরিযজ্ঞস্য গোপূজায়াশ্চ প্রস্তাবং কুর্বতা শরদৃতুবর্ণনম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গোপবৃদ্ধস্য বচনং শ্রুত্বা শক্রপরিগ্রহে
প্রভাবজ্ঞোঽপি শক্রস্য বাক্যং দামোদরোঽব্রবীৎ ॥১
বয়ং বনচরা গোপাঃ সদা গোধনজীবিনঃ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং বিদ্ধি গিরয়শ্চ বনানি চ ॥ ২
কর্ষুকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্।
গাবোঽস্মাকং পরা বৃত্তিরেতৎ ত্রৈবিদ্যমুচ্যতে ॥৩
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং পরম্।
সৈব পূজার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিণী ॥ ৪
যোঽস্যস্য ফলমন্নানঃ করোত্যস্যস্য সৎক্রিয়াম্।

ষোড়শ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গিরিযজ্ঞ ও গোপূজনের প্রস্তাব করিতে করিতে শরদ্ ঋতুর বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইন্দ্র-যজ্ঞোৎসব পালন-বিষয়ে সেই বৃদ্ধ গোপের বাক্য শ্রবণ করত ইন্দ্রের প্রভাব জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন? ১

আর্য্য! আমরা বনে বিচরণকারী গোপ এবং সদা গোধনের দ্বারা নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করি; অতএব আপনার ইহা জানা আবশ্যক যে, গো, পর্ব্বত ও বন—ইহারাই আমাদের দেবতা। ২

কৃষকদের জীবিকা কৃষি, বণিজ্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহকারী বৈশ্যদের জীবিকা ক্রয়-বিক্রয় এবং আমাদের সকলের সর্ব্বোত্তম বৃত্তি গোধন অর্থাৎ গো-পালন। এই বার্ত্তারূপা বিদ্যার তিন প্রকার ভেদ কথিত আছে। ৩

যে ব্যক্তি যে বিদ্যার দ্বারা যুক্ত, তাহার পক্ষে সেই বিদ্যাই সর্ব্বোত্তম দেবতা, উহাই পূজা-অর্চনার যোগ্য এবং উহাই তাহার উপকারিণী। ৪

যাবন্নার্থো মনুষ্যাণাং নোপৈতি পুরুষং ক্বচিৎ।
তাবদ্ধি লভতে প্রেত্য ফলং দাতুরমানবঃ ॥ ৫

কুশলৈরবধিস্তত্র পুরা ভিন্নো মহাত্মভিঃ।
কৃষ্ণস্য প্রথিতা সীমা সীমান্তঃ শ্রূয়তে বনম্।
বনান্তা গিরয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ভবা ॥ ৬

শ্রূয়ন্তে গিরয়শ্চাপি বনেঽস্মিন্ কামরূপিণঃ।
প্রবিশ্য তান্তানবয়ো বনান্তে ঘ্নন্তি মানুষান্ ॥ ৭

ভূত্বা কেশরিণঃ সিংহা বা শ্বাপ্যথ নখিনাং বরাঃ।
বনানি স্বানি রক্ষন্তি ত্রাসয়ন্তো বনচ্ছিদঃ ॥ ৮

যদা চৈষাং বিকুর্বন্তি তে বনালয়জীবিনঃ।
ঘ্নন্তি তানেব তুর্বস্তান্ পৌরুষাদেন কর্মণা ॥ ৯

মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রা সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ।
গিরিযজ্ঞস্তথা গোপা ইজ্যোঽস্মাভির্গিরির্বনে ॥ ১০

তন্মদ্যং রোচতে গোপা গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্।
কর্ম কৃত্বা সুখস্থানে পাদপেষ্বথ বা গিরৌ ॥ ১১

যে মানুষ এক জনের নিকট হইতে জল প্রাপ্ত হইয়া উহা ভোগ করে, অথচ অন্য জনের পূজা (আহার-সংকার) করে, সেই মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে উভয় অনর্থই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫

যে পর্যন্ত কৃষি জমী আছে, সেই পর্যন্তই ব্রজের সীমা বলিয়া বিখ্যাত। সীমার শেষে বন আছে শুনা যায় এবং সেই বনের শেষে সমস্ত পর্বত বিদ্যমান। সেই পর্বতই আমাদের অধিবাস আশ্রয় ॥ ৬

শুনা যায়, এই বনে স্থিত সমস্ত পর্বতও ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবেশ করত নিজ নিজ নিবরসমূহে সানন্দে বিচরণ করে ॥ ৭

ইহারাই কেশরশোভিত সিংহ ও নখধারী জন্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করিয়া বনচ্ছেদনকারী মনুষ্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে নিজ নিজ বনকে রক্ষা করে ॥ ৮

যখন বনের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্বাহকারী মনুষ্যগণ এই সব বনের হানি করে, তখন ইহারাই। কামরূপী বলিয়া। রাক্ষসোচিত হিংসাকর্মের দ্বারা সেই দুরাচার মনুষ্যদিগকে অবশ্যই বিনাশ করে ॥ ৯

ব্রহ্মণগণ মন্ত্রযজ্ঞে তৎপর থাকেন, কৃষকেরা সীতাযজ্ঞ করে অর্থাৎ জমীকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে যে বেশ উৎপন্ন হয়, তাহাকে এবং হলকে পূজা করে এবং গোপগণ গিরিযজ্ঞ করে, অতএব আমাদেরও এই বনে গিরিযজ্ঞ করা কর্তব্য ॥ ১০

গোপগণ! আমার ত' ইহাই অত্যন্ত প্রিয় লাগিতেছে যে, গিরিযজ্ঞ আরম্ভ হউক। যজ্ঞিয়বাচনাদি কর্ম করত বৃক্ষসমূহের

তত্র হত্বা পশূন্ মেধ্যান্ বিতানোত্তমে শুভে
সর্ষপোলস্য সম্ভোজ্যাং কিং বিচার্যতে ॥ ১২

তং শরৎকুসুমৈঃ পীতাঃ পরিবার্য প্রদক্ষিণম্
গাবো গিরিবরং সর্বে স্তুত্বা সংস্থ পুনর্ব্রজম ॥ ১৩

প্রাপ্তা কিলেদং হি গবাং স্বাদুতোয়তৃণা শুভৈঃ
শরৎ প্রমুদিতা বনা গতসেবজলা শয়া ॥ ১৪

প্রিয়ৈঃ পুষ্পিতৈর্গৌরা শ্যামা রাগোদয়ৈঃ ক্বচিৎ
কণ্ঠৈ রক্তনবাভাশ্চ নির্মুক্তরুতা বনম্ ॥ ১৫

বিতলা বিমলা যোনি বিবলাকা বিবিক্ষাতঃ।
বিবর্ধন্তে জলধরা বিনষ্টা ইব কুপ্তরাঃ ॥ ১৬

পটুনা গেহনাদেন নবতোয় কৃতশ্রিয়া
পর্যেৎকরঘনাঃ সর্বে প্রমাদং যান্তি পাদপ :

নিম্নে অথবা পর্বতের নিকটে কোন সুন্দর ও পবিত্র পশুদিগকে একত্র করিয়া উহাদের নিকট গমন পূর্বক তাহাদের সন্নিধানে পূজা করা হউক এবং এক শুভ দিনে সম্পূর্ণ ব্রজের দুগ্ধ সংগ্রহ করা হউক।০ এ বিষয়ে আপনারা কি বিচার করিয়াছেন? ১১-১১

তারপর শরদ্ ঋতুর পুষ্পসমূহে যাহাদের মস্তককে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, এরূপ সমস্ত গোধন গিরিবর গোবর্ধনকে দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করত পুনরায় ব্রজে গমন করুক ॥ ১৩

এই সময় প্রমোদপূর্ণ রমণীয় শরদ্ ঋতু আসিয়াছে, যে সময়ের জল ও ঘাস গোসকলের পক্ষে স্বাদুতার গুণসমূহে সম্পন্ন হইয়া উঠে। এখন জলাশয়ের জল বর্ষণকারী মেঘ অপসৃত হইয়াছে ॥ ১৪

কদম্ব পুষ্পসমূহ বিকসিত হওয়ায় বন গৌরবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কোথাও কোথাও রাগোদয়সমূহ—বিভিন্ন-পুষ্পসমূহ থাকায় উহা আবার শ্যাম বর্ণ দেখাইতেছে। এখন আর তৃণসমূহ কোমল নাই—কিন্তু কঠোর হইয়াছে। বনে মযূরগণের মধুর রব এখন আর শুনা যাইতেছে না ॥১৫

আকাশে জলহীন, নির্মল, বলাকাশূন্য বিবাদরহিত জলধর মেঘ পরাজিত হস্তীর ন্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৬

* হন্ হিংসায়াং-গত্যোঃ—হন্ ধাতুর অর্থ হিংসা করা ও গমন করা। এস্থলে 'হত্বা' এই ক্রিয়ার অর্থ করা হইয়াছে—'গত্বা'। অথবা কোন শুভ আলয়ে পবিত্র পশুবলি প্রদান করা হউক—এরূপ অর্থও হইতে পারে।

সিতবর্ণ মুদোজ্জ্বাসং হংসচামরবীজিতম্ ।
পূর্ণচন্দ্রানলঙ্কারং সাভিষেকমিবাম্বরম্ ॥ ১৮
হংসৈঃ প্রহসিতানীব সমুৎক্রোশানি সারসৈঃ
সর্বাণি তপ্ততাং য ন্তি জলানি জলদক্ষয়ে ॥ ১৯
চক্রবাকস্তনতটাঃ পুলিনশ্রোণিমণ্ডলাঃ
হংসলক্ষণহাসিন্যঃ পতিং যান্তি সমুদ্রগাঃ ॥ ২০
কুমুদোৎপুল্লমুকুলা তারাভিশ্চিত্রমম্বরম্
সমমভ্যুৎসহন্তীব শর্বরীষ্বিতরেতরম্ ॥ ২১
মত্তক্রৌঞ্চাবঘুষ্টেষু কলনাপকপাণ্ডুষু ।
নিবিষ্টহংসতীরেষু বনেষু র মতে মনঃ ॥ ২২
পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপাশ্চ বিকচোৎপলাঃ ।
কেদারাঃ সরিতশ্চৈব সরাংসি চ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ২৩

পঙ্কজানি চ ভাস্বন্তি তথাণ্যানি সিতান্যপি ।
উৎপলানি চ নীলানি ভেজিরে বারিজাঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২৪
মদঃ জহুঃ সিতাপাঙ্গা মন্দং ববৃধিরেঽনিলাঃ ।
অভবদ্বাত্রমাকাশমচ্ছ নিভৃতোঽর্ণবঃ ॥ ২৫
মধুপর্যাবশিথিলৈর্বিস্তৃতাসমুজ্জ্বিতৈঃ ।
মদূরাঙ্কুরৈর্ভূমির্বপুনেত্রেব লক্ষ্যতে ॥ ২৬
স্বপক্ষমলিনৈস্তীরৈঃ কাশপুষ্পলতাকুলৈঃ ।
হংস-সারসবিন্যাসৈর্যমুনা ভাতি শোভনা ॥ ২৭
কলনাপাকরম্যেষু কেদারেষু বনেষু চ
শস্যাদা জলজাদাশ্চ নন্দা বিরুরুবুঃ খগাঃ ॥ ২৮
সিধিচুর্যানি জলদা জলেন জলদাগমে
তানি শস্যানি বালানি কঠিনত্বং গতানি বৈ ॥ ২৯

(বর্ষা ঋতুতে) নূতন জল আকর্ষণকারী মেঘযুক্ত বায়ুর দ্বারা অতিরিক্ত উত্তরীয় দ্বারা পত্রসমূহের বাহুল্যে জল দেখাইতেছিল, সেই সব বৃক্ষ এখন পত্রসকল বিরল হইয়া যাওয়ায় প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ বর্ষাকালে পত্রাদিতে পূর্ণ থাকায় বৃক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিন্তু এখন পত্রাদির বাহুল্য না থাকায় প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে । ১৭

এই সময় আকাশ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার ন্যায় মনে হইতেছে : কারণ, শ্বেতবর্ণ মেঘ তাহার উজ্জ্বল (শারদীয়) বা উজ্জ্বল মুকুট হিয়াছে, হংসরূপী শ্বেত চামরের দ্বারা যেন তাহাকে বাতাস করা হইতেছে এবং পূর্ণ চন্দ্রই তাহার নির্মল বস্ত্র হইয়া শোভা পাইতেছে । ১৮

বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত জলাশয়ের জল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—হংসগণ হাসিতেছে আর সারসগণ ইহাদের নিন্দা করিতেছে (সেইজন্যই এই ক্ষয়ে হাসের কৃশতা আসিয়াছে । ১৯

সমুদ্রগামিনী নদীরা হংসরূপী হাসের দ্বারা সুশোভিতা হইয়া জলের পতির (সমুদ্রের) পার্শ্বে যাইতেছে । এই সব চক্রবাকযুগল ইহাদের স্তনদ্বয় বলিয়া মনে হইতেছে এবং উহার নিতম্বমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে । ২০

রাত্রিকালে জলাশয়সমূহের জলে অর্পিত কুমুদ (শালুক) প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এবং আকাশ অসংখ্য তারকায় চিত্রিত হয়া ওঠে । ইহারা উভয়ে যেন পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ গর্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—আমার শোভা তোমা অপেক্ষা ন্যূন য় নহে । ২১

যেখানে মদমত্ত পুরুষগণের ন্যায় ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা, মধুর গুঞ্জন করে, যেখানে পক্ক ধানের শীষসমূহ পীত শাটীতে লজ্জিতা সুন্দরী বালিকাদিগের ন্যায় নিজেদের শ্বেত-পীত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে এবং এইরূপ যাহারা বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের কৌতুকাগারসদৃশ রমণীয়তা ধারণ করিতেছে, সেই বনসমূহেই মনের অধিক আনন্দ অনুভব হয় । ২২

পুষ্করিণী, বৃহৎ পুষ্করিণী, বিকসিত পদ্মপূর্ণ বাপী (দীর্ঘী), কেদার (জমীর পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়), নদী ও সরোবর—এ-সবই অনুপম শোভা-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইতেছে । ২৩

রক্ত পদ্ম, অত্যন্ত শ্বেত-পীতাদি পদ্ম এবং নীল উৎপল (শালুক বা পদ্ম)—ইহারাও জলজনিত শোভাভাগী হইয়াছে । ২৪

মধুরগণ মদ পরিত্যাগ করিয়াছে (অথবা বায়ু স্বীয় উষ্ণতা বর্জন করিয়াছে) এবং মন্দগতিতে বায়ুপ্রবাহিত হইতেছে । আকাশ মেঘশূন্য হইয়াছে ও সমুদ্র পরিপূর্ণ হইয়াছে । ২৫

বর্ষা ঋতু অতিবাহিত হইলে পর যাহারা মদ ভঙ্গ শিথিল হইয়া বিকীর্ণ আছে এবং নৃত্যের কার্য্য ও উৎসাহ সমাপ্ত হইলে পর যে সকলকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সেই সব ময়ূরপক্ষের দ্বারা ভূমি বহুনেত্রসম্পন্না বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । ২৬

যে স্থান নিজেরই পঙ্কে মলিন রহিয়াছে, যে স্থান বিকসিত কাশপুষ্প ও লতাসমূহে বিস্তৃত আছে এবং যে সব স্থানে হংস ও সারসগণের বসিবার স্থান রহিয়াছে, এরূপ তীরভূমির দ্বারা যমুনার অতিশয় শোভা পাইতেছে । ২৭

ধানের শীষ পাকিয়া উঠায় রমণীয় দেখাইতেছে, কৃষি কার্যের কর্ষণে উৎপন্ন রেখা মধ্যস্থিত শস্য ভক্ষণকারী সারসাদি পক্ষী এবং জলাশয়ের জলে মৎস্যাদি জলজন্তুভক্ষী বকাদি পক্ষীরা আনন্দে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে । ২৮

ত্যক্ত্বা মেঘময়ং বপুঃ শরদৃতুবিবর্ধিতঃ।
এষ বৈ বিমলে ব্যোম্নি হৃষ্টো বসতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৩০
ক্ষীরিণ্যো দ্বিগুণং গাবঃ প্রমত্তা দ্বিগুণং বৃষাঃ।
বনানাং দ্বিগুণা লক্ষ্মীঃ শস্যৈর্গুর্ভবতী মহী ॥ ৩১
জ্যোতীংষি ঘনমুক্তানি পল্লবন্তি জলানি চ
মনাংসি চ মনুষ্যাণাং প্রসাদমুপযান্তি বৈ ॥ ৩২
অম্বুভৃৎ দবিতা ব্যোম্নি নির্ধূকো জলবৈর্ভৃশম্।
শরৎপ্রমথিতং তেজস্তীক্ষ্ণরশ্মির্বিশোষয়ন ॥ ৩৩
নীরাজয়িত্বা সৈন্যানি প্রযান্তি বিজিগীষবঃ।
অন্যোন্যরাষ্ট্রাভিমুখাঃ পার্থিবাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ ॥ ৩৪
বন্ধুজীবাভিতাম্রাসু বন্ধপঙ্কবতীষু চ।
মনস্তিষ্ঠতি কাম্যাসু চিত্রাসু বনরাজিষু ॥ ৩৫
বনেষু চ বিরাজন্তে পাদপা বনশোভিনঃ
অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥ ৩৬
ইঙ্গুদাশ্চা নিকুম্ভাশ্চ প্রিয়কাঃ স্বর্ণকাস্তথা।
শুনয়াঃ পেচকাশ্চৈব কেতকাশ্চ সনন্তঃ ॥ ৩৭
ব্রজেষু চ বিশেষেণ গর্গরোদ্গারহাসিষু।
শরৎ প্রকাশয়োমেব গোষ্ঠেষ্বটতি রূপিণী ॥ ৩৮
নূনং ত্রিদশভৃদ্বিষ্ঠঃ মেঘকালসুখোষিতম্।
পতৎত্রিকেতনঃ দেবঃ বোধয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৩৯
শরদ্যেবং সুশস্যায়াং প্রাপ্তায়াং প্রাবৃষঃ ক্ষয়ে।
নীলচন্দ্রার্কবর্ণৈশ্চ রচিতং ব্রহ্মভিদ্বিজৈঃ ॥ ৪০
ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘননিশ্চ্ছায়পল্লবোপমম্।
ভবনাকারবিটপং লতাপরনমণ্ডিতম্ ॥ ৪১
বিশালমূলবলতং পবনাভোগমণ্ডিতম্।
অর্চ্চয়ামো গিরিং দেবং গাশ্চৈব চ বিশেষতঃ ॥ ৪২
সাবতংসৈর্বিমানৈশ্চ বর্হিপীড়ৈশ্চ বাসিতৈঃ।
ঘণ্টাভিশ্চ প্রলম্বাভিঃ পুষ্পৈঃ শারদিকৈস্তথা ॥ ৪৩

বর্ষাকালে মেঘ নিজের জলে যাহাদিগকে সিঞ্চন করিয়াছিল, সেই সব শস্য নিজ নিজ বাল্যাবস্থার কোমলতা ত্যাগ করিয়া পরিপক্ক অবস্থার কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৯

এই চন্দ্র মেঘরূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শরদৃতুর গুণসমূহে অধিক প্রকাশিত হইয়া এই নির্মল আকাশে হর্ষোল্লাসের সহিত বাস করিতেছে। ৩০

শরদ্ ঋতুতে গোধন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। বৃষসকল দ্বিগুণ মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বনভূমির শোভা-সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে এই পৃথিবী অনন্ত গুণসম্পন্না হইয়া উঠিয়াছে। ৩১

মেঘের আবরণ-মুক্ত হইয়া এই গ্রহ-নক্ষত্রসকল, শস্যপূর্ণ জল এবং মনুষ্যগণের মন প্রসাদ (স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতা) প্রাপ্ত হইতেছে। ৩২

আকাশে মেঘমুক্ত সূর্য্য শরদ্ ঋতুর প্রভাবে অধিক প্রজ্বলিত তেজ (তাপ) সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজের কিরণকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া বসুধার রস শোষণ করিতেছে। ৩৩

ভূতলের নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদিগের দ্বারা তাহাদের অস্ত্রসকল মার্জিত করাইয়া (তাহাদের সঙ্গে লইয়া) বিজয়-বাসনায় পরস্পরের রাষ্ট্রের দিকে গমন করিতেছেন। ৩৪

বন্ধুজীবের (বন্ধুকের) রক্তবর্ণ পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইয়া যাহারা সর্ব্বদিকেই রক্তবর্ণ লক্ষিত হইতেছে এবং যাহাদের পঙ্ক শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ বিচিত্র ও কমনীয় বনশ্রেণীতে (তাহাদের শোভা দর্শনের জন্য) মন আসক্ত হইয়া উঠিতেছে। ৩৫

বনের শোভাবর্দ্ধন অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বাণাসন, নিকুম্ভ, প্রিয়ক ও স্বর্ণকনামক বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইয়া বনসমূহে অধিক শোভা পাইতেছে। কেতকী বৃক্ষ সকলও সর্ব্বদিকে বিকসিত রহিয়াছে। শুনয় (এক প্রকার মৃগ বিশেষ) ও পেচকগণ সর্ব্বত্র সানন্দে বিচরণ করিতেছে। ৩৬-৩৭

দুগ্ধ ও দধির গন্ধযুক্ত (ঘন) হইতে যে মাখনাদি ঢালা হইতেছে, ও হাই যাহার হাসি, সেই ব্রজে ও গোষ্ঠেতে এই শরৎ যেন মূর্ত্তিমতী সুন্দরী যুবতীর ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। ৩৮

নিশ্চয়ই দেবগণ এই সময়ে যিনি বর্ষাকালে সুখে শয়ন করিয়াছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর শোধন করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছেন। ৩৯

বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় এরূপ সুন্দর শস্যসমূহে সুশোভিত শরদ্ ঋতুর আগমন হইয়াছে। এই সময় (মেঘের সদৃশ) নীল, চন্দ্রতুল্য শ্বেত ও সূর্য্যসদৃশ স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট বহু সংখ্যক পক্ষী যাহাকে বহুবর্ণ করিয়া দিয়াছে, যে নানাপ্রকার ফল ও নূতন পল্লবসমূহে ঘনাকার হইয়া গিয়াছে এবং এই কারণে যে ইন্দ্রধনু বৃক্ষ শ্যামবর্ণ মেঘের শোভা ধারণ করিতেছে, যাহার বৃক্ষসমূহের এক একটি শাখা গৃহের সমান মনে হইতেছিল, যে লতা ও বল্লীসকলে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত, যাহার বিশাল মূলভাগ বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং যে বায়ুর বিস্তারে সুশোভিত রহিয়াছে, সেই গোবর্দ্ধনই আমাদের দেবতা।

শিবং গাবঃ পূজ্যাস্তাঃ গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্যতাম্
পূজাতাঃ ত্রিদশৈঃ শক্রো গিরিরস্মাভিরিজ্যতাম্ ॥৪৪
কারয়িষ্যামি গোযজ্ঞং বলাদপি ন সংশয়ঃ।
যদ্যস্তি ময়ি বঃ প্রীতির্যদি বা সুহৃদো বয়ম্।
গাবো হি পূজ্যাঃ সততং সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৫

আমরা তাহার এবং এই গোগণের বিশেষভাবে পূজা-অর্চনা করিব। ৪০-৪২

গোগণের মুখে মুকুন্দ ও নন্দ-পক্ষনিশ্চিত অভয়বাণী শুনিতে হইবে, তাহাদের গলদেশে বড় বড় ঘণ্টা দুলাইয়া দিতে হইবে এবং ব্রজের কল্যাণের জন্য সদ্য প্রসূতে সুলভ পুষ্প-সমূহের দ্বারা তাহাদের পূজা করুন। এই সঙ্গে গিরিযজ্ঞও আরম্ভ করা হউক। দেবগণ ইন্দ্রের পূজা করুন এবং আমরা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিব। ৪৩-৪৪

যদি আপনাদের আমার উপর প্রেম থাকে এবং আমরা যদি পরস্পরের হিতৈষী সুহৃদ্ হই, তবে এ সকলের দ্বারা আমি বলপূর্ব্বক। জোর করিয়া। গো-যজ্ঞ করাইব কারণ, গো-সকল সতত সকলের পূজ্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৫

আমার এই জ্ঞানগর্ভ সারযুক্তপূর্ণ বাক্যে যদি আপনাদের প্রীতি হয়, তবে আপনারা নিজেদের শৈশবের জন্য আমার এই তথ্যপূর্ণ বাক্য বিনা বিচারে গ্রহণ করুন এবং এতদনুসারে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি শরদ্বর্ণনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ। ১৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শরদ্বর্ণন-বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[গিরিযজ্ঞানুষ্ঠানম্, দিব্যরূপধারিণা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন পূজাগ্রহণং তেভ্যো বরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নামোদরবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টাস্তে গোষু জীবিনঃ।
তদ্বাগমৃতমাসাদ্য প্রত্যূচুরবিশঙ্কয়া ॥ ১
তবৈষা বাল মহতী গোপানাং হিতবর্দ্ধিনী।
প্রীণয়ত্যেব নঃ সর্বান্ বুদ্ধির্বৃদ্ধিকরী গবাম্ ॥ ২
ত্বং গতিস্ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং বেত্তা ত্বং পরায়ণম্।
ভয়েষ্বভয়দস্ত্বং নস্ত্বমেব সুহৃদাং সুহৃৎ ॥ ৩

ত্বৎকৃতে কৃষ্ণ গোষোঽয়ং ক্ষেমী মুদিতগোকুলঃ।
কৃৎস্নো বসতি শাস্ত্রার্থিবা স্বর্গং গতস্তথা ॥ ৪
জন্মপ্রভৃতি কর্ম্মেতদ্দেবৈরপ্যুপকরং ভুবি।
বোদ্ধব্যাচ্চাভিমানাচ্চ বিস্মিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৫
বলেন চ পরার্দ্ধ্যেন যশসা বিক্রমেণ চ।
উত্তমস্ত্বং মনুষ্যেষু দেবেষ্বিব পুরন্দরঃ ॥ ৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

[গোপগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করত গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং বিরাটরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ কর্তৃক তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিবার পর তাঁহাদিগকে বর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দামোদর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া গো-সকলের উপর নিজেদের জীবিকা-নির্ভরকারী সেই গোপগণ প্রসন্নতা পূর্ব্বক তাঁহার বচনামৃত সাদরে গ্রহণ করত নিঃসঙ্কোচ হইয়া বলিলেন। ১

হে বাল-গোপাল! তোমার এই বুদ্ধি—এই বিচারধারা অভিনব মঙ্গলপূর্ণ, গোপগণের হিতকারিণী এবং গো-সকলের বৃদ্ধিকারিণী। তোমার এই হিতকথা আমাদের সকলকেই প্রসন্ন করিতেছে। ২

তুমি আমাদের গতি, তুমি রতি (আনন্দ), তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং তুমি আমাদের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। সর্ব্বপ্রকার ভয়ের সময় তুমিই আমাদের অভয়দাতা এবং তুমি আমাদের সুহৃদ্-গণেরও সুহৃৎ। ৩

কৃষ্ণ! তোমার জন্যই এই গোষ্ঠ কুশলে ও নিরুপদ্রবে আছে। এই গোসমূহ আনন্দে আছে। সমস্ত শত্রুরা (ভয়ে) শান্ত হইয়া গিয়াছে এবং সম্পূর্ণ ব্রজ যেরূপ স্বর্গে যাইয়া বাস করে, সেরূপ এখানেও সুখে বাস করিতেছে। ৪

জন্মকাল হইতেই তুমি যে এই সকট-ভঞ্জ ও পূতনাবধাদি দেবগণেরও দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ, এই সব দেখিয়া জ্ঞাতব্য যে তোমার অভিমানপূর্ণ বাক্য। (আমি বলপূর্ব্বক আপনাদের দিয়া গোযজ্ঞাদি করাইব,) তৎ সমস্ত চিন্তা করিয়া আমাদের মন বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। ৫

তুমি নিজের পরম উৎকৃষ্ট বল, সুযশ ও পরাক্রম দ্বারা মনুষ্য-

প্রতাপেন চ তীক্ষ্ণেন দীপ্ত্যা পূর্ণতয়াপি চ।
উত্তমস্ত্বঞ্চ মর্ত্ত্যেষু দেবেষ্বিব দিবাকরঃ ॥ ৭

কান্ত্যা লক্ষ্ম্যা প্রসাদেন বদনেন স্মিতেন চ
উত্তমস্ত্বঞ্চ মর্ত্ত্যেষু দেবেষ্বিব নিশাকরঃ ॥ ৮

বলেন বপুষা চৈব বাল্যেন চরিতেন চ।
ন্যায়তে শক্তিসম্পন্নো ন ত্বং কশ্চন মানুষঃ ॥ ৯

যৎ ত্বয়াভিহিতং বাক্যং গিরিযজ্ঞং প্রতি প্রভো
কস্তল্লঙ্ঘয়িতুং শক্তো বেলামিব মহোদধিঃ ॥১০

স্থিতঃ শক্রসহস্রাত্ত শ্রীমান্ গিরিসহস্রয়ন্।
ত্বৎপ্রণীতোঽয়ং গোপানাং সর্বাং হেতোঃ প্রবর্ত্ততাম্ ॥১১

ভাজনান্যুপকল্প্যন্তাং পয়সঃ পেশলানি চ।
কুম্ভাশ্চ বিনিবেশ্যন্তামুপানেষু শোভনাঃ ॥ ১২

পূর্য্যন্তাং পয়সা নদ্যো দ্রোণ্যশ্চ বিপুলাবৃতাঃ।
ভক্ষ্যাঃ ভোজ্যাশ্চ পেয়শ্চ তৎ সর্বমুপনীয়তাম্ ॥১৩

ভাজনানি চ মাংসস্য শুষ্কস্যামোদনস্য চ।
ত্রিরাত্রস্যৈব সর্বেষাং সর্বযোষস্য গৃহ্যতাম্ ॥ ১৪

বিশস্যন্তাঞ্চ পশবো ভোজ্যা যে মহিষাদয়ঃ
প্রবর্ত্ত্যতাঞ্চ যজ্ঞোঽয়ং সর্বগোপসুমঙ্গলঃ ॥ ১৫

আনন্দজননো ঘোষো মহান্ মুদিতগোকুলঃ।
তূর্যাপ্রণাদঘোষৈশ্চ বৃষভাণাঞ্চ গর্জিতৈঃ ॥ ১৬

হুম্বারবৈশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বভ্রুঃ হ্রদো ঘৃতাবর্ত্তঃ পয়ঃকুল্যাসমাকুলঃ
মাংসরাশিঃ প্রভূতাদ্যঃ প্রকাশৌদনপর্বতঃ
সম্প্রাবর্ত্তত যজ্ঞোঽয়ং গিরের্গোভিঃ সমাকুলঃ।
তুষ্টগোপজনাকীর্ণো গোপনারীমনোহরঃ ॥ ১৮
ভক্ষ্যাণাং রাশয়স্তত্র শতশঙ্কোপকল্পিতাঃ।
গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধূপৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥ ১৯
অথাধিশ্রিতপর্য্যন্তে সম্প্রাপ্তে যজ্ঞসংবিধৌ
যজ্ঞঃ গিরেস্তিদিবে সৌম্যে চক্রুর্গোপা বিধেঃ সহ ॥ ২০

গণের মধ্যে এইরূপ সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, যেরূপ ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৬

তুমি নিজের উগ্র প্রতাপ, অনুপম দীপ্তি ও পূর্ণতার দৃষ্টিতেও মনুষ্যগণের মধ্যে সেইরূপ সর্বোত্তম, যেরূপ দেবগণের মধ্যে দিবাকর (সূর্য্য) ॥ ৭

মনোরম কান্তি, শোভা-সম্পত্তি, প্রসাদ, সুন্দর মুখ এবং ঈষৎ হাসিতেও তুমি দেবগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় মনুষ্যদিগের মধ্যে সর্বোত্তম ॥ ৮

বল, শরীর, শিশুসুলভ সরলভাব ও চরিত্রের দ্বারাও তোমার সমান শক্তিশালী পুরুষ অন্য কেহ নাই ॥ ৯

প্রভো ! তুমি গিরিযজ্ঞসম্বন্ধে যে কথা বলিলে, তাহা লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হইবে ? মহাসাগর কি কখনও নিজের তীর-ভূমি লঙ্ঘন করিতে পারে ? ১০

তাত ! আজ হইতে ইন্দ্রযাগ উৎসব স্থগিত হইল এবং তুমি যাহার প্রবর্তন করিলে, সেই সৌন্দর্য্যশালী এই গিরিযজ্ঞ গো ও গোপগণের হিতের জন্য সম্পাদিত হউক ॥ ১১

দুগ্ধপূর্ণ সুন্দর সুন্দর পাত্র একত্রে সংগ্রহ করা হউক। কৃশাদি অন্নাদনের উপর মনোহর কুম্ভ স্থাপিত করা হউক। বিপুল আয়তনবিশিষ্ট কল্পিত নদী ও কুণ্ডাদি দুগ্ধে পরিপূর্ণ করা যাউক। ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়াদি সর্বপ্রকার খাদ্য বস্তু আনীত হউক। মাংস ও অন্নের পাত্রসকল সংগৃহীত হউক। সমগ্র ব্রজের তিন দিনের সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করা হউক। ভোজন করাইবার জন্য যে সব যে-মহিষাদি পশু বলে আছে, তাহাদিগকে অতিশয় সমাদরের সহিত ভোজন করান হউক (অথবা মহিষাদি যে সকল মাংস আমাদের ভোজনের যোগ্য, সেই সব পশু বলিদান করা হউক) এবং সমস্ত গোপগণের সহযোগে সম্পাদনীয় এই যজ্ঞ আরম্ভ হউক ॥ ১২-১৩

ইহার পর ব্রজে আনন্দজনক মহাকোলাহল হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ গোকুল আনন্দিত হইয়া উঠিল। তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনির শব্দ, বৃষগণের গর্জন এবং বৎসকুলের হাম্বারব—এই সবের যে সম্মিলিত শব্দ হইতে লাগিল, তাহা গোপগণের হর্ষবর্দ্ধন করিল ॥ ১৪

দধির হ্রদ, ঘৃতের আবর্ত্ত (ঘৃতাপ্লাবিত দীর্ঘী,) দুগ্ধের বহু কুল্যা (নালা), মাংসরাশি, প্রভূত অন্নাদি দ্রব্যসম্ভার এবং উজ্জ্বল অন্নের (ভাতের) পর্ব্বতাকার পুঞ্জ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপে গোধনে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গিরিযজ্ঞ আরম্ভ হইল। সন্তুষ্ট গোপগণ এই যজ্ঞে সম্মিলিতভাবে আবশ্যক কার্য্য করিতে লাগিল এবং গোপ-রমণীগণ নিজেদের উপস্থিতিতে সেই মহোৎসবকে মনোহর করিয়াছিল ॥ ১৫-১৮

সেখানে ভক্ষ্য দ্রব্যের শত শত রাশি স্থাপিত হইল। নানা প্রকারের গন্ধ, মালা ও বিবিধ ধূপসমূহের দ্বারা এই যজ্ঞ সু-শোভিত হইতে লাগিল ॥ ১৯

অগ্নির নিকটে যে আজ্যস্থালী ও চরুস্থালী প্রভৃতি রাখা হইয়াছিল, সেই সব যজ্ঞের বিধান অর্থাৎ বিহিত কার্য্য আরম্ভ

যজ্ঞনান্তে তদন্নন্তু তৎ পয়ো দধি চোত্তমম্
মাংসঞ্চ মায়য়া কৃষ্ণো গিরির্ভূত্বা সমশ্নুতে ॥ ২১
তর্পিতাশ্চাপি বিপ্রাগ্র্যাস্তুষ্টাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ।
উত্তস্থুঃ প্রীতমনসঃ স্বস্তি বাচ্য যথাসুখম্ ॥ ২২
ভুক্ত্বা চাবভৃথে কৃষ্ণঃ পয়ঃ পীত্বা চ কামতঃ।
সন্তুষ্টোঽস্মীতি দিব্যেন রূপেণ প্রজহাস বৈ ॥২৩
তং গোপাঃ পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগনুলেপনম্।
গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং তুষ্টুবুঃ প্রধানতঃ ॥ ২৪
ভগবানপি তেনৈব রূপেণাচ্ছাদিতঃ প্রভুঃ।
সহিতৈঃ প্রণতো গোপৈর্ব্বন্দ্যমানোঽনমাত্মনা ॥ ২৫
তমূচুর্বিস্মিতা গোপা দেবং গিরিবরে স্থিতম্।
ভগবংস্তদ্বশে যুক্তা দাসাঃ কিং কুর্ম্ম কিঙ্করাঃ ॥ ২৬

স উবাচ ততো গোপান্ গিরিপ্রভবয়া গিরা
অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোঽহং গোষু যজ্ঞস্য বো দয়া ॥ ২৭
অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ।
মম প্রভাবাচ্চ গবামমৃতান্নেব ভোক্ষ্যথ ॥ ২৮
শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে।
রংস্যে চ সহ যুষ্মাভির্যথা নিবিগতস্তথা ॥ ২৯
যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ।
এষাং প্রীতঃ প্রদাস্যামি গোপানাং বিপুলং ধনম্ ॥ ৩০
পর্য্যাপ্তবন্ত ক্ষিপ্রং মাং গাবো বৎসসমাকুলাঃ।
এবং মম পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
ততো নীরাজনার্থং হি কৃষ্ণশ্চো গোকুলানি তম্।
পরিবব্রুগিরিবরং সমুষাণি সমন্ততঃ ॥ ৩২

হইতেই অগ্নিতে স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মণসহ গোপসকল কোন এক শুভ তিথিতে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ২০

যজ্ঞের শেষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই মায়ার দ্বারা পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা হইয়া সেই সব অন্ন, দুগ্ধ, দধি ও মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন পানের দ্বারা তৃপ্ত ও দক্ষিণার দ্বারা সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সুখপূর্ব্বক অস্তিবাচন করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া উত্থিত হইলেন ॥ ২২

যজ্ঞান্তে অবভৃথস্নানের সময় গিরিদেবরূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত ভোজ্য পদার্থসমূহ ভক্ষণ করিয়া এবং নিজের ইচ্ছানুসারে দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন—আমি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি সেই দিব্যরূপের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

দিব্য মালা ও অনুলেপন ধারণ করত সেই পর্ব্বতাকার দেবতাকে পর্ব্বতের শিখরে অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই গোপগণ তাঁহাকে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই বুঝিয়া তাঁহার স্তবগ্রহণ করিলেন ॥ ২৪

প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপে নিজেকে আচ্ছাদিত রাখিয়া সেখানে সমবেত গোপগণের সহিত নতমস্তক হইয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে প্রণাম করিলেন ॥ ২৫

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিখরে অবস্থিত সেই পর্ব্বতদেবকে সমস্ত গোপগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ভগবন্! আমরা আপনার বশীভূত দাস ও সেবক, এখন বলুন, আমরা আপনার কি সেবা করিব? ২৬

তখন গিরিদেব গিরি হইতে উদ্ভূত বাক্যের দ্বারা সেই গোপগণকে বলিলেন—যদি তোমাদের মধ্যে দয়াভাব থাকে, তবে আজ হইতেই তোমরা গোসকলের মধ্যে আমার পূজা করিবে ॥ ২৭

আমি তোমাদের সকলের প্রথম দেবতা, তোমাদের সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং শুভচিন্তক। তোমরা আমারই প্রভাবে দশ হাজার গোধনের অধিকারী হইবে এবং তাহাদের দুগ্ধাদি উপভোগ করিতে থাকিবে ॥ ২৮

আমার প্রতি ভক্তিমান্ গোপগণ তোমাদের সকলের জন্যই প্রত্যেক বনে আমি কল্যাণকারী হইব এবং তোমাদের সকলের সহিত সেইরূপে আনন্দে থাকিব, যেরূপ আমি নিবাসে অবস্থান করি ॥ ২৯

এই নন্দগোপাদি যে সব বিখ্যাত গোপগণ আছে, আমি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের সকলকে প্রভূত ধনসম্পত্তি প্রদান করিব ॥৩০

এখন বৎসকলের সহিত গোধন শীঘ্র আমার পরিক্রমা করুক। ইহার দ্বারা আমার পরম প্রীতিলাভ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩১

তারপর দলে দলে গোপগণ বৃষসকলের সহিত আসিয়া পরিক্রমা করিবার জন্য সেই গিরিরাজকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩২

তা গাবঃ প্রদ্রুতা হৃষ্টাঃ সাধীড়ত্ত্ববকান্দদঃ।
সপ্রস্কন্দীড়শৃঙ্গাগ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৩
অনুজগ্মুশ্চ গোপাল্যঃ কালহস্তো ঘনানি চ
ভক্তিচ্ছেদাদুলিপ্তাঙ্গা রক্তপীতসিতাম্বরাঃ ॥ ৩৪
নবপুষ্পচিত্রাঙ্গদিনো ভুজৈঃ প্রহরণাবৃতৈঃ।
নবপুষ্পপ্রবস্তান্ত কেশবর্হৈঃ স্বয়ং জিতৈঃ ॥ ৩৫
বস্ত্রাসুরধিকং গোপাঃ সমবায়ে তদাদ্রুতে
অন্যে বৃষানারুরুহুর্ত্বান্যে স্ম পরে মুদা ॥ ৩৬

তখন তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পের আভূষণ বাঁধা ছিল, চারি পদে পুষ্পগুচ্ছ নিশ্চিত অঙ্গদ (বলয়) ভূষিত ছিল, শৃঙ্গের অগ্রভাগে পুষ্পের মালা ও শিরোভূষণ শোভা পাইতেছিল, এরূপ শত শত ও হাজার হাজার গো হৃষ্ট হইয়া একসঙ্গে পরিক্রমার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩

গোপগণ নিজেদের সেই গোধনসকলকে হর্ষধ্বনি সহকারে চালনা করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এই সব গোপগণের বিভিন্ন অঙ্গে বিভাগপূর্ব্বক নানা বর্ণের অনুলেপন কৃত ছিল এবং ইহারা রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের বস্ত্রে সুশোভিত ছিলেন। ৩৪

ইহাদের মাথাতে ময়ূরপক্ষের বিচিত্র অঙ্গদ বাঁধা ছিল এবং ইহাদের হস্তে প্রহরণ (অস্ত্র)-ও ছিল। তাঁহাদের সুন্দরভাবে বদ্ধ কেশমধ্যে ময়ূরপক্ষের গুচ্ছ সংযোজিত ছিল। এই সব

গোপাল্যস্তপরে গাশ্চ জগ্মুর্বেগগামিনঃ
তস্মিন্ পর্য্যায়নির্বৃত্তে গবাং নীরাজনোৎসবে ॥ ৩৭
অনুদ্ধানং জগামাশু তেন বেগেন সোঽচলঃ।
কৃষ্ণোঽপি গোপসহিতো বিবেশ ব্রজমেব হ ॥ ৩৮
গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তেন তেনাশ্চর্য্যেণ বিস্মিতাঃ।
গোপাঃ সবালবৃদ্ধা বৈ তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি গিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

কারণে সেই অদ্ভুত সমুদায়ে (দলে) গোপগণ অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৭

অপর বহু গোপ বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্য গোপগণ আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বহু গোপ যে সকল গরু বেগে দৌড়াইয়া পল রন করিতেছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। ৩৮

গোপগণের নীরাজনের (পরিক্রমার) এই উৎসব পর্য্যায়ক্রমে সম্পন্ন হইলে পর সেই পর্ব্বতের দীপ্ত দিব্য শরীরে সকল অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণও গোপগণের সহিত ব্রজেই প্রবিষ্ট হইলেন। ৩৯-৩৮

গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদ্ভূত এই আশ্চর্য্যে বিস্মিত হইয়া বালক ও বৃদ্ধগণ সহ সমস্ত গোপেরা মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে গিরিযজ্ঞের প্রবর্ত্তন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ সংবর্ত্তকমেঘমণ্ডলদ্বারা জলবর্ষণং কারয়িত্বা গোভ্যো গোপেভ্যশ্চ কষ্টপ্রদানং, শ্রীকৃষ্ণেন গোবর্দ্ধনপর্ব্বতস্য ধারণম্, তস্য তলদেশে গো-গোপগণৈঃ সহ ব্রজবাসিনাং গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

মহে প্রতিহতে শক্রঃ সক্রোধস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
সংবর্ত্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥ ১

ভো বলাহকনাতঙ্গাঃ শ্রূয়তাং মম ভাষিতম্।
যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যং রাজভক্তিপুরস্কৃতম্ ॥ ২
এতে বৃন্দাবনগতা দামোদরপরাভবাঃ।
নন্দগোপাদয়ো গোপা বিঘ্নিষন্তি মমোৎসবম্ ॥ ৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ইন্দ্র কর্ত্তৃক সংবর্ত্তকমেঘমণ্ডলের দ্বারা জল বর্ষণ করাইয়া গো ও গোপগণকে কষ্টপ্রদান, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতধারণ এবং তাহার নিম্নে গো ও গোপগণসহ ব্রজবাসীদিগের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের উৎসব প্রতিহত (বন্ধ) হইয়া যাইলে পর দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মেঘ-মণ্ডলের মধ্যে সংবর্ত্তকনামক গণকে তখন বলিলেন। ১

মদমত্ত হস্তিতুল্য শ্রেষ্ঠ মেঘগণ! যদি তোমরা রাজভক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া আমার প্রিয় কার্য্য করাকে উচিত বলিয়া মনে কর, তবে আমার এই কথা তোমরা শ্রবণ কর। ২

এই বৃন্দাবনে স্থিত যে নন্দগোপাদি গোপগণ আছে, তাহারা দামোদর শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় মনে করিয়া আমার উৎসবকে ভেঙ্গ করিতেছে। ৩

আজ্ঞাবো যঃ পরস্তেষাং গোপরক্ষ যতঃ স্মৃতম্
তা গাবঃ সপুরাত্রেণ পীড়ান্তাং বর্ষমারুতৈঃ ॥৪
ঐরাবতগতশ্চাহং স্বয়মেবাদ্য বাসবম্।
প্রক্ষ্যামি বৃষ্টিং বাতঞ্চ বজ্রাশনিসমপ্রভম্ ॥ ৫
ভবদ্ভিশ্চণ্ডবর্ষেণ চরতা মারুতেন চ।
হতাস্তাঃ সবৎসা গাবস্ত্রাক্ষ্যন্তি ভুবি জীবিতম্ ॥ ৬
এবমাজ্ঞাপয়ামাস সর্ব্বান্ জলধরান্ প্রভুঃ
প্রত্যাহৃতে বৈ কৃষ্ণেন শাসনে পাকশে সনঃ ॥ ৭

ততস্তে জলদাঃ কৃষ্ণা ঘোরনাদা ভয়াবহাঃ।
আকাশং ছাদয়ামাসুঃ সর্ব্বতঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৮
বিদ্যুৎসম্পাতজননাঃ শক্রচাপবিভূষিতাঃ।
তিমিরাবৃতনাকাশাঃ চক্রুস্তে জলদাস্তদা ॥ ৯
গঙ্গা ইবাম্বসাযুক্তাঃ কেচিন্মকরবর্চ্চসঃ।
নাগা ইবাম্বরে গগনে চেরুর্জলদপুঙ্গবাঃ ॥ ১০
তেঽঞ্জোকাং বপুষা বক্রা নাগহস্ত্যাহুতোপমাঃ।
ছাদিনঃ বিপুলং চক্রুশ্ছাদয়ন্তো নভস্তলম্ ॥ ১১
নৃহস্তনাগহস্তাভ্যাং বেগুনাঞ্চৈব সর্ব্বতঃ।
ধারাভিস্তলারূপাভির্বর্ষমুস্তে বলাহকাঃ ॥ ১২
সমুদ্রং মেনিরে তং হি খমারূঢ়ং নৃচক্ষুষঃ।
তুল্যবিগ্রহমপর্য্যন্তনগাহং তুদিনং মহৎ ॥ ১৩
নৈবাপতন্ন বৈ খগমা গুরুবুর্ণাভ্রজাতয়ঃ।
পর্ব্বতাভেষু মেঘেষু খে নদৎসু সমন্ততঃ ॥ ১৪
নষ্টসূর্য্যেন্দুসদৃশৈর্মেঘৈর্ঘনভসি দারুণৈঃ।
অতিবৃষ্টেন লোকস্য বিরূপমভবদ্ বপুঃ ॥১৫
মেঘৌঘৈর্নিষ্প্রভাকারমদৃশ্যগ্রহতারকম্
চন্দ্রসূর্য্যাংশুরহিতং খং বভূবাতিনিষ্প্রভম্ ॥ ১৬

অতএব আমি আদেশ করিতেছি যে, সেই গোপদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অলৌকিক এবং যাহারা পালন করিয়া তাহাদের গোপত্ব সার্থক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেই গোধনকে তোমরা সাত রাত্রি ধরিয়া ব্যাপক জলবর্ষণ ও প্রবল বায়ুর তাড়না করিয়া পীড়িত কর। ৪

আমিও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া যখন করিতেছি এবং বজ্র ও বিদ্যুতের সহিত প্রকাশমান ভয়ানক জলবর্ষণ এবং বায়ুর সৃষ্টি করিব। ৫

তোমরা প্রচণ্ড বায়ুর সহিত বিচরণ করিতে করিতে যখন ঘোর বর্ষণ করিতে থাকিবে, তখন তাহার দ্বারা আহত ও পীড়িত হইয়া গোধন ভূতলে ব্রজবাসীদিগের সহিত নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ৬

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজের উৎসব ও শাসন প্রতিহত হইলে পর প্রভাবশালী পাকশাসক অসুরনাশী ইন্দ্র সমস্ত জলধর মেঘমণ্ডলকে নিজের এরূপ আজ্ঞা জানাইয়া দিলেন। ৭

তখন সেই সব ঘোর গর্জ্জনকারী পর্ব্বতাকার ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডল আকাশকে সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ৮

সেই সময় ইন্দ্রধনু বিভূষিত হইয়া বিদ্যুৎপাত করিতে করিতে সেই মেঘসকল আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল। ৯

কিছু কিছু মেঘ অল্প হাতীর দ্বারা যুক্ত হইয়া গমনকারী হাতীদিগের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। অন্য মেঘসকল মকরের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং বহু বিশালাকৃতি মেঘ আবার আকাশে হস্তীদিগের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ১০

হাজার হাজার হাতীর বল যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ দেহে আবদ্ধ করিয়া চলিতে থাকে, সেইরূপই প্রভাবমান এই জলধরসকল আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া সেই স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্দিন উপস্থিত করিল। ১১

মনুষ্যহস্ত, হস্তিশুণ্ড ও বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল (মোটা, মোটা) অজস্র জলের ধারা প্রকটিত করিয়া সেই সব মেঘ চারিদিকে বর্ষণ করিতে লাগিল। ১২

মনুষ্যগণের চক্ষু তখন সেই দুর্বগাহ, অনন্ত, অপার ও ভয়ঙ্কর দুর্দিনকে সমুদ্রের সমান মনে করিল। ১৩

আকাশের চারিদিকে পর্ব্বতাকার মেঘসকল গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই সময় পক্ষীরা উড়া বন্ধ করিয়া দিল এবং বিভিন্ন জাতির পশুগণ এদিক ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ১৪

চন্দ্র ও সূর্য্যকেও নষ্ট করিতে সমর্থ প্রলয়কালতুল্য আকাশকে আচ্ছাদনকারী সেই ভয়ঙ্কর মেঘসকল নিজেদের অতিবৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পার্থিব জগতের রূপকে বিকৃত করিয়া দিল। ১৫

মেঘসকলের ঘনঘটায় আবৃত হইয়া ব্যোম-মণ্ডল প্রভাশূন্য হইয়া গেল, গ্রহ ও তারাসকল অদৃশ্য হইয়া গেল। চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ নষ্ট হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণ আকাশ সর্ব্বতোভাবে প্রভাহীন হইয়া পড়িল। ১৬

বারিণা মেঘমুক্তেন মুচ্যমানেন চাসকৃৎ ।
আবভৌ সর্ব্বতস্তত্র ভূমিস্তোয়ময়ী যথা ॥ ১৭
বিনেদুর্বর্হিণস্তত্র তোককল্পকৃতাঃ খগাঃ ।
বিবৃদ্ধিং নিম্নগা যাতাঃ প্লবগাঃ সংপ্লবং গতাঃ ॥ ১৮
গর্জ্জিতেন চ মেঘানাং পর্জ্জন্যনিনদেন চ
তর্জ্জিতানীব কম্পন্তে তৃণানি তরুভিঃ সহ ॥ ১৯
প্রাপ্তোঽন্তকালো লোকানাং ব্যাকুলেকার্ণবা মহী
ইতি গোপগণা বাক্যং ব্যাহরন্তি ভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ২০
তেনোৎপাতাম্বুবর্ষেণ গাবো বিপ্রহতা ভৃশম্
হম্ভারবৈঃ ক্রন্দমানা ন চেলুঃ স্তম্ভিতোপমাঃ ॥ ২১
নিষ্কম্পসক্থিচরণা নিষ্প্রযত্নপুরাননাঃ ।
ক্লিষ্টরোমার্দ্রতনবঃ ক্ষামকুক্ষিপয়োধরাঃ ॥ ২২
কাশ্চিৎ প্রাণান্ জহুঃ শ্রান্তাঃ নিপেতুঃ কাশ্চিদাতুরাঃ
কাশ্চিৎ সবৎসাঃ পতিতা গাবঃ শীকরবেষ্টিতাঃ ॥ ২৩

কাশ্চিদ্ধেনা ক্রোড়েন বৎসানাস্থিষ্ঠন্তি মাতরঃ ।
বিমুখাঃ শ্রান্তসক্থাশ্চ নিরাহারাঃ কৃশোদরাঃ ।
পেতুরার্ত্তা বেপমানা গাবো বর্ষপরাজিতাঃ ॥২৪
বৎসাস্তোয়মুখকা বালা দামোদরমুখাঃ স্থিতাঃ
ত্রাহীতি বদনৈর্দীনৈঃ কৃষ্ণমুচুরিবার্দ্দিতাঃ ॥ ২৫
গবাং তৎ ক্রন্দনং দৃষ্ট্বা দুর্দ্দিনাগমজং মহৎ ।
গোপাংশ্চাসন্নিধনান্ কৃষ্ণঃ কোপং সমাদধে ॥ ২৬
স চিন্তয়িত্বা সংবন্ধো দৃষ্টো যোগো ময়েতি চ
আত্মাননাত্মনা বাক্যমিদমূচে শ্রিয়ংবদঃ ॥ ২৭
অদ্যাহমিমমুৎপাট্য সকানন-বনং গিরিম্ ।
কল্পয়েয়ং গবাং স্থানং বর্ষত্রাণায় দুর্দ্ধরম্ ॥ ২৮
অয়ং ধৃতো ময়া শৈলঃ পৃথ্বীগৃহনিভোপমঃ
ত্রাস্যতে সত্রজা গা বৈ মদ্বশ্যশ্চ ভবিষ্যতি ॥২৯

মেঘমুক্ত ও পুনঃ পুনঃ বর্ষিত জলের দ্বারা আবৃত হইয়া সেখানে সর্ব্বদিকের ভূমি জলময়ী হইয়া যাইল ॥ ১৭

সে স্থানে ময়ূরগণ তারস্বরে রব করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীদিগের শব্দ অতিশয় হ্রাস হইয়া যাইল। নদীসকল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল এবং তীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ সমূল জলস্রোতে ভাসিয়া গেল ॥ ১৮

মেঘসকলের গর্জ্জন ও পর্জ্জন্যদেবের গম্ভীর নাদে যেন তর্জ্জিত হইয়া বৃক্ষসমূহের সহিত তৃণদল কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৯

সেই সময় গোপগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া পরস্পর আলাপ করিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই সমস্ত লোকসমূহের অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পৃথিবী একার্ণবে নিমগ্না হইতেছে ॥ ২০

সেই উৎপাতজনক জলের প্রবল বর্ষণে অত্যন্ত তাড়িত ও পীড়িত হইয়া গোগণ হাম্ভারবের দ্বারা করুণ ক্রন্দন করিতে করিতে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া গিয়াছে, যেন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২১

তাহাদের জঙ্ঘা-পদ সঞ্চালন করিবার সামর্থ্য চলিয়া গিয়াছে, পুচ্ছ ও মুখ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ জলে আর্দ্র হইয়া (ভিজিয়া) যাওয়ায় রোমাবলি উদ্গত হইয়া (খাড়া হইয়া) গিয়াছে। তাহাকে উদর (পেট) ও স্তন শীতকৃশ হীন হইয়া গিয়াছে ॥ ২২

এই সময় কিছু গরু পীড়ায় ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিছু গরু অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পতিত হইল এবং কতক গরু জলের ঝাপটায় ব্যথিত হইয়া বসিয়া রহিল ॥ ২৩

কিছু গোমাতা নিজ নিজ বৎসকে অঙ্কে আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অনেকে আবার বৎসের প্রতি বিমুখ হইয়া যাইল ; কারণ, তাহাদের জঙ্ঘা শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই সময় কোনও খাদ্য না পাওয়ায় গোসকলের উদর কৃশ হইয়া গিয়াছিল। বর্ষায় পরাজিত হইয়া পীড়িত গোগণ কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪

শিশু বৎসগণ মুখ তুলিয়া দামোদর শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ করত অবস্থান করিতে লাগিল ইহাতে মনে হইতেছিল, সেই সব পীড়িত বৎস নিজ নিজ দীন মুখের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—প্রভো! আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৫

এই দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গোগণের সেই অত্যন্ত উৎপীড়ন দেখিয়া এবং গোপগণের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের প্রতি অতিশয় ক্রোধ ধারণ করিলেন ॥ ২৬

চিরভাষী শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎকাল চিন্তা করত রোষাবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে এই কথা বলিলেন—এই বর্ষা হইতে রক্ষার উপায় আমি দেখিতে পাইয়াছি ॥ ২৭

আজ আমি এই বন ও কানন সহ দুর্ধর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া বর্ষার জল হইতে গোগণকে রক্ষা করিবার জন্য সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাণ করিব ॥ ২৮

আমার দ্বারা ধৃত এই পর্ব্বত পৃথিবীতে নির্ম্মিত গৃহের সদৃশ হইয়া বন্ধুসহ সমস্ত গোগণকে পরিত্রাণ করিবে এবং তাহারা আমার বশীভূত হইবে ॥ ২৯

এবং স চিন্তয়িত্বা তু কৃষ্ণঃ সত্যাপরাক্রমঃ।
বাহ্বোর্বলং দর্শয়িত্বন্ সমীপং তং মহীধরম্।
দোর্ভ্যামুৎপাটয়ামাস কৃষ্ণো গিরিরিবাপরঃ॥ ৩০
স নুতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সবেগেন পাণিনা।
গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা॥ ৩১
ভূমেরুৎপাট্যমানস্য তস্য শৈলস্য সানুষু
শিলাঃ প্রশিথিলাশ্চেলুর্বিনিষ্পেতুশ্চ পাদপাঃ॥ ৩২
শিখরৈর্ঘূর্ণমানৈশ্চ সীদমানৈশ্চ পাদপৈঃ
বিধূতৈশ্চোচ্ছ্রিতৈঃ শৃঙ্গৈরগমঃ খগমোঽভবৎ॥ ৩৩
চলৎপ্রস্রবণৈঃ পার্শ্বৈর্নেঘৈরেকতাং গতৈঃ।
ভিদ্যমানাশ্মনিচয়শ্চাচাল ধরণীধরঃ॥ ৩৪
ন মেঘানাং প্রবৃত্তানাং ন শৈলস্যাস্রবিষ্যতঃ।
বিবিদুস্তে তদা রূপং বায়োস্তস্য চ গর্জিতঃ॥ ৩৫

মেঘৈঃ সশৈলসংস্থানৈর্নীলৈঃ প্রস্রবণার্পিতৈঃ।
নিশ্রীকৃত ইবাভাতি গিরিরুদ্ধামবর্হবান্॥ ৩৬
আপ্লুতোঽয়ং গিরিঃ পক্ষৈরিতি বিদ্যাধরোরগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব বচো মুমুচুরি সর্বশঃ॥ ৩৭
সহস্তত্তলবিন্যস্তো মুক্তমূলঃ ক্ষিতেস্তলাৎ
প্রীতীনির্বর্তয়ামাস কাঞ্চনাচলরাজতীঃ॥ ৩৮
কানিচিচ্ছিখিলানীব সাচ্ছিন্নাঙ্গানি কানিচিৎ।
গিরের্মেঘপ্রবৃত্তানি তস্য শৃঙ্গাণি চাভবন্॥ ৩৯
গিরিণা কম্পমানেন কম্পিতানাং তু সানিনাম্
পুষ্পমুচ্চাবচং ভূমৌ বার্ষীর্যাত সমন্ততঃ॥ ৪০
নিঃসৃতাঃ পৃথুমূর্ধানঃ স্বস্তিকাঙ্কবিভূষিতাঃ।
বিজিহ্মপততঃ ক্রুদ্ধাঃ খেচরাঃ খে সমন্ততঃ॥ ৪১
আবিঃ কৃত্স্নাঃ খগগণা বর্ষেণ চ ভয়েন চ।
উৎপত্যোৎপত্য গগনাৎ পুনঃ পেতুরবাঙ্মুখাঃ॥ ৪২

এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্যপরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই হস্তের বল দর্শন করাইতে করাইতে সেই নিকটবর্তী পর্বতকে দুই হাতে উৎপাটিত করিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন॥ ৩০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তের দ্বারা ধৃত হইয়া ও মেঘমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়া সেই পর্বত তাঁহার গৃহাকারক তেজ বা সহজে সেখানে গৃহভাব প্রাপ্ত হইল॥ ৩১

যে সময় এই পর্বত পৃথিবী হইতে উৎপাটিত হইতেছিল, সেই সময় তাহার উপরে যে সব শিলা ইতস্ততঃ খণ্ড খণ্ডাকারে স্থিত ছিল, সেই সব শিলা চারিদিকে পতিত হইল এবং বহু বৃক্ষও পতিত হইল॥ ৩২

সেই সময় পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে শিখরসমূহ, খণ্ডিত হইয়া অবসন্ন বৃক্ষসকল এবং উচ্চাকার ও কম্পিত বহু পৃষ্ঠের শিখরবিশেষ দ্বারা সেই পর্বত আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় যাইতে লাগিল॥ ৩৩

পার্শ্ববর্তী চঞ্চল প্রস্রবণ (ঝরণা) মেঘমালার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইল। সেই পর্বত আন্দোলিত হইল এবং প্রস্তররাশি দীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল॥ ৩৪

সেই পর্বতের নিম্নে গর্তগৃহে উপবিষ্ট সকল মানুষ না প্রবল শিলাবৃষ্টি মেঘ, না প্রস্তরনিক্ষেপকারী পর্বত এবং না গর্জনরত বায়ুর স্বরূপ জানিতে পারিল॥ ৩৫

প্রস্রবণের সহিত মিলিত হইয়া পর্বতাকার নীল মেঘের ন্যায় মিশ্রিত এই পর্বত পক্ষ উত্তোলনকারী ময়ূরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল॥ ৩৬

বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সর্বদিকে এই চর্চা করিতে লাগিল যে, এই পর্বত নিজের মেঘরূপী পক্ষের দ্বারা যেন উপরের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে॥ ৩৭

এই পর্বত শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তের তলের উপর স্থাপিত ছিল। ভূতল হইতে তাহার মূলভাগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় সে স্বর্ণ, কজ্জল, রৌপ্য ও গেরুয়াদি ধাতু প্রকটিত করিতে লাগিল॥ ৩৮

সেই পর্বতের তখন কিছু কিছু শিখর যেন লিখিল হইয়া গিয়াছিল, কিছু শিখরের অর্ধাংশ খণ্ডিত হইয়াছিল এবং কিছু শিখর মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল॥ ৩৯

পর্বত কম্পিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপরি ভাগের বৃক্ষসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের নানাপ্রকার পুষ্পসকল ভূতলে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইল॥ ৪০

এই সময় দীর্ঘ মস্তকবিশিষ্ট ও আকাশে উড়িয়া যাইতে সমর্থ সর্পরাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আকাশে সর্বদিকে নির্গত হইল। এই সব সর্পরাজগণের শরীর অর্ধভাগে স্বস্তিকের দ্বারা বিভূষিত ছিল॥ ৪১

পক্ষিগণ বর্ষা ও ভয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া আকাশে যাইতে লাগিল এবং সেখান হইতে পুনরায় নীচের দিকে মুখ করিয়া পতিত হইতে লাগিল॥ ৪২

রেমুরারোপিতাঃ শিলাঃ সজলা ইব তোয়দাঃ
গর্জন্তা ইব মদ্যান্তো নেদুঃ সার্দ্ধুলপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৩
বিষমৈশ্চ সমীভূতৈঃ সমৈশ্চাভাস্তরগৈঃ।
ব্যাবৃত্তদেহঃ স গিরিরন্ত্র এবোপলক্ষ্যতে ॥ ৪৪
অতিবৃষ্টস্য তৈর্মেঘৈস্তস্য রূপং বভূব হ।
স্তম্ভিতস্যেব রুদ্রেণ ত্রিপুরস্য বিহায়সি ॥ ৪৫
বাহুদণ্ডেন কৃষ্ণস্য বিধৃতং সুমহত্তদা
লীলাভপটলচ্ছত্রং তদ্গিরিচ্ছত্রমাবভৌ ॥ ৪৬
স্বস্থায়মানো জলদৈর্নিমীলিতগুহামুখঃ
বাতৃপধানে কৃষ্ণস্য প্রসুপ্ত ইব সে গিরিঃ ॥ ৪৭
নিবিষ্টঙ্কুটৈর্বৃক্ষৈর্নির্মযূরকুটৈর্বনৈঃ।
নিরালম্ব ইবাভাতি গিরিঃ সশিখরৈর্বৃতঃ ॥ ৪৮
পর্য্যন্তৈর্পূর্ণনাদৈশ্চ প্রচলদ্ভিশ্চ সানুভিঃ।
সমন্তরাণীব শৈলস্য বনানি শিখরাণি চ ॥ ৪৯
উত্তমাঙ্গগতাস্তস্য মেঘাঃ পবনবাহনাঃ।
ঘর্ষমাণা মহেন্দ্রেণ তোয়ং মুমুচুরক্ষয়ম্ ॥ ৫০
স লম্বনাভঃ কৃষ্ণস্য ভুজাগ্রে সম্বনো গিরিঃ।
চক্রাক্রূঢ় ইবাভাতি দেশো নৃপতিপীড়িতঃ ॥ ৫১
স মেঘনিচয়স্তস্থৌ গিরিঃ তং পরিবার্য্য চ।
পুনঃ পুরস্কৃতা সর্বা স্ফীতো জনপদো যথা ॥ ৫২
নিবেশ্য তং করৈঃ শৈলং তোলয়িত্বা চ সস্মিতম্।
প্রোবাচ গোপ্তা গোপানাং প্রভুঃপতিরিব স্থিতঃ ॥ ৫৩
এতদ্দেবৈরসম্ভাব্যং দিব্যেন বিধিনা ময়া।
কৃতং গিরিগৃহং গোপা নির্বাতং সুখমুত্তমম্ ॥ ৫৪
ক্ষিপ্রং বিশন্তু যূথানি গবামিহ হি শান্তয়ে।
নির্বাতেষু চ দেশেষু নিবসন্তু যথাসুখম্ ॥ ৫৫
যথাশ্রেষ্ঠং যথাসূখং যথাসারং যথাসুখম্।

বহু সিংহ রোষাবিষ্ট হইয়া সজল জলধরের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল। সেই ব্যাঘ্রগণ মদ্যপানকালীন কলহ হইতে উত্থিত শব্দের সদৃশ গম্ভীর শব্দ করিতে লাগিল। ৪৩

সেই পর্ব্বতের বিষম ভূমি সম হইয়া যাইল এবং সমভূমি বিষম হইয়া অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। ইহাতে তাহার প্রকৃত রূপের এতাদৃশ বৈপরীত্য (উলট পালট) হইল যে, সেই পর্ব্বত যেন অন্য এক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪৪

সেই মেঘসকলের দ্বারা অতিবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পর সেই পর্ব্বতের রূপ আকাশে ভগবান্ রুদ্র কর্তৃক স্তম্ভিত ত্রিপুরাসুরের রূপের ন্যায় হইয়া যাইল। ৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাহুদণ্ডের দ্বারা ধৃত ও নীলবর্ণ মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া এই পর্ব্বতরূপী ছত্র অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৬

নিদ্রা যাইবার ইচ্ছায় সেই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে উপধান (বালিশ) করিয়া যেন নিদ্রিত আছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই সময় তাহার গুহারূপী মুখ মেঘরূপ আস্তরণে (চাদরে) যেন আচ্ছাদিত ছিল। ৪৭

এই পর্ব্বতে যে সব বৃক্ষ ছিল, উহাদের মধ্যে পক্ষিগণের কোনরূপ রব শুনা যাইতেছিল না। সেখানের সকল বনই ময়ূরের কেকাধ্বনি শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এরূপ বৃক্ষ এবং বনসমূহে পরিবৃত সেই পর্ব্বত নিজের শিখরসমূহের সহিত যেন নিরালম্ব বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ৪৮

তাহার পৃষ্ঠসকল অন্ত-ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল এবং সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল,—সেই পর্ব্বতের বন ও শিখরসমূহ ঘুরে পড়িয়া যাইতেছে। ৪৯

সেই পর্ব্বতের মস্তকে (শিখরে) উপস্থিত হইয়া বায়ুবাহন মেঘসকল দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ত্বরাসহকারে প্রেরিত হইলে পর অবিরত ধারায় জল বর্ষণ করিতে লাগিল। ৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুর অগ্রভাগে লম্বমান হইয়া মেঘসহ সেই পর্ব্বত কোনও শত্রু রাজার দ্বারা পীড়িত দেশের ন্যায় চক্রে আরূঢ় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল*। ৫১

সেই মেঘমণ্ডল এই পর্ব্বতের চারিদিক্ পরিবৃত করিয়া সেইরূপে অবস্থান করিতে লাগিল, যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বিশাল জনপদ নগর বা রাজধানীকে অগ্রে রাখিয়া অবস্থান করে। ৫২

সেই পর্ব্বতকে নিজের হস্তের উপরে স্থাপন করত তুলিয়া ধরিয়া প্রজাপতিতুল্য বর্তমান গোপরক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন। ৫৩

গোপগণ! আমি দিব্য বিধির দ্বারা এই পর্ব্বতের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহা নির্ম্মাণ করা মেঘগণের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। ইহার মধ্যে বর্ষার জল ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা গো-সকলের উত্তম আশ্রয়। ৫৪

গবাদি লাভের জন্য গোপগণ দলে দলে ইহার মধ্যে সত্বর প্রবিষ্ট হউক এবং এই বায়ুরহিত স্থানসমূহে সুখে বাস করুক। ৫৫

* শত্রু রাজা কর্তৃক আক্রান্ত দেশের মনুষ্যগণ রথ, শকট ও অন্যান্য বাহনে আরোহণ করত যখন দ্রুত পলায়ন করিতে থাকে, তখন সেই আক্রান্ত দেশকে 'চক্রারূঢ়' বলা হয়। সেইরূপ ইন্দ্র কর্তৃক পীড়িত পর্ব্বত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপী চক্রে আরূঢ় হইয়াছে বলিয়া বুদ্ধিগোচর হইতে লাগিল।

বিভজ্যতাময়ং দেশঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥ ৫৬
শৈলোৎপাটনভূয়েষা মহতী মিমিতা ময়া।
পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্রোশৈকবিস্তরো মহান্ ॥
ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্ ॥ ৫৭
ততঃ কিলকিলাশব্দো গবাং হম্বারবৈঃ সহ
গোপানাং তুমুলো জজ্ঞে মেঘনাদশ্চ বহ্নতঃ ॥ ৫৮
প্রাবিশন্ত ততো গাবো গোপৈর্যূথপ্রকল্পিতাঃ
তস্য শৈলস্য বিপুলং প্রদরং গহ্বরোদরম্ ॥ ৫৯
কৃষ্ণোঽপি মূলে শৈলস্য শৈলস্তম্ভ ইবোচ্ছ্রিতঃ।
দধারৈকেন হস্তেন শৈলং প্রিয়নিবাতিথিম্ ॥ ৬০
ততো ব্রজস্য ভাণ্ডানি যুক্তানি শকটানি চ।
বিবিশুর্বর্ষভীতানি তদ্গৃহং গিরিনির্মিতম্ ॥ ৬১

অতিদৈবং তু কৃষ্ণস্য দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম বজ্রভৃৎ।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো জলদান্ বারয়ামাস বৈ বিভুঃ ॥ ৬২
সপ্তরাত্রে তু নির্বৃত্তে ধরণ্যাং বিগতোৎসবঃ
জগাম সংহৃতো মেঘৈর্ব্রহ্মা স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ৬৩
নির্বৃত্তে সপ্তরাত্রে তু নিষ্প্রপঞ্চে শতক্রতৌ
গতাভ্রে বিমলে ব্যোম্নি বিসর্পে দীপ্তভাস্করে ॥ ৬৪
গাবস্তেনৈব মার্গেণ পরিজগ্মুর্যথাগতম্
স্বকং স্থানং ততো ঘোষঃ প্রত্যয়াৎ পুনরেব সঃ ॥ ৬৫
কৃষ্ণোঽপি তং গিরিশ্রেষ্ঠং স্বস্থানে স্থাবরাস্থবান্।
প্রীতো নিবেশয়ামাস শিবায় বরদো বিভুঃ ॥ ৬৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

যাহারা যেরূপ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, যাহাদের যেরূপ বল এবং যাহাদের নিকট যেরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে, তদনুসারে তোমরা সকলে সুখপূর্ব্বক এই স্থানকে বিভক্ত কর। আমি বর্ষাকে সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিয়াছি ॥ ৫৫

আমি পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া এখানে বাস করিবার উপযোগী বিশাল ভূমি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। ইহা লম্বায় পাঁচ ক্রোশ এবং চওড়ায় একক্রোশ পরিমাণ। এই বিশাল ভূভাগ ত্রিভুবনকেও বর্ষা ও বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে; সে স্থলে এই ব্রজকে রক্ষা করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৫৭

ইহা শ্রবণ করিয়া অভ্যন্তর ভাগ হইতে গোপদের হম্বারব সহ গোপদিগের আনন্দসূচক তুমুল কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইল এবং বহির্ভাগ হইতে মেঘমণ্ডলের গম্ভীর গর্জ্জন হইতে লাগিল ॥ ৫৮

অনন্তর গোপগণের দ্বারা এক এক যূথ (দল)-রূপে বিভক্ত হইয়া গো-সকল সেই পর্ব্বতের বিশাল ও বিস্তৃত অভ্যন্তরস্থ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ৫৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেই পর্ব্বতের মূলভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি এই পর্ব্বতকে নিজের প্রিয় অতিথির ন্যায় এক হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৬০

তাহার পর বর্ষাভীত ব্রজের গোপগণ নিজ নিজ বর্ষভীতাণ্ডানি (বাসন-পত্র) এবং সংযোজিত শকটসমূহ লইয়া সেই পর্ব্বতনির্ম্মিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৬১

দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম দেখিয়া বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্র সেই মেঘসমূহকে নিবারিত করিলেন। ইহাতে তিনি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইলেন অর্থাৎ ব্রজকে নষ্ট করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৬২

সপ্ত রাত্রি ধরিয়া পৃথিবীতে বর্ষণ করা হইবার পর মেঘমণ্ডলে পরিবৃত বৃত্রনাশক ইন্দ্র উৎসবহীন (আনন্দশূন্য) হইয়া (অথবা ব্রজে পালিত উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া) উত্তম স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৬৩

সপ্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর যখন ইন্দ্রের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল, মেঘ অপসৃত হইল, আকাশ নির্ম্মল হইল এবং দিবাভাগে সূর্য্যদেব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন, সেই সময় সমস্ত গোপগণ যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া গেল। সম্পূর্ণ ব্রজ পুনরায় নিজের নিবাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ ৬৪-৬৫

স্থিরভাবে দণ্ডায়মান বরদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া দিলেন ॥ ৬৬

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারণনামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবরাজস্যেন্দ্রস্যাগমনম্, গোবিন্দপদে শ্রীকৃষ্ণস্যাভিষেকঃ, শ্রীকৃষ্ণায় ভবিষ্যতি কর্ত্তব্যকার্য্যমুপদিশ্য অর্জুনস্য রক্ষণাবেক্ষণকরণায় ইন্দ্রেণ শ্রীকৃষ্ণায়ানুরোধঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য তত্র সম্মতিশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুতঃ গোবর্দ্ধনং দৃষ্ট্বা পরিত্রাতঞ্চ গোকুলম্ ।
কৃষ্ণস্য দর্শনং শক্রো রোচয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ১
স নির্জ্জলাম্বুদাকারঃ মত্তঃ মদকলোক্ষিতম্ ।
আরুহ্যৈরাবতং নাগমাজগাম মহীতলম্ ॥ ২
স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতলে
কৃষ্ণমরিষ্টকর্ম্মাণং পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ ॥ ৩
তং বীক্ষ্য বালং মহতা তেজসা দীপ্তমব্যয়ম্ ।
গোপবেশধরং বিষ্ণুং প্রীতিং লেভে পুরন্দরঃ ॥ ৪
তং সোঽম্বুজদলশ্যামং কৃষ্ণং শ্রীবৎসলক্ষণম্ ।
পর্য্যাপ্তনয়নঃ শক্রঃ সর্ব্বৈর্নেত্রৈরুপৈক্ষত ॥ ৫
দৃষ্ট্বা চৈনং শ্রিয়া জুষ্টং মর্ত্ত্যলোকেঽমরোপমম্ ।
সুপবিষ্টং শিলাপৃষ্ঠে শক্রঃ স ব্রীড়িতোঽভবৎ ॥ ৬

একোনবিংশ অধ্যায়।

[দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন, গোবিন্দপদে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, শ্রীকৃষ্ণকে ভবিষ্যতে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া অর্জুনকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের উহাতে সম্মতি দান]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন ইন্দ্র দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন, তখন তিনি (বিস্মিত হইলেন এবং) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।১

তিনি জলহীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও মদজলে আপ্লুত ঐরাবত নামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া ভূতলে আগমন করিলেন। ২

অনেক নামসমূহের দ্বারা আহ্বানযোগ্য ও শত্রুনগর বিদীর্ণকারী ইন্দ্র সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে, অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এক শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। ৩

মহাতেজে উদ্দীপ্ত গোপবেশধারী বিষ্ণুস্বরূপ সেই অবিনাশী বালকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতিলাভ করিলেন। ৪

নীলকমলদলতুল্য শ্যামসুন্দর ও শ্রীবৎসচিহ্ন-বিভূষিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত ইন্দ্র নিজ নয়নে যথার্থ ফলপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার নেত্রসমূহের দ্বারা তাঁহাকে পান করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।৫

তস্যোপবিষ্টস্য মুখং পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতশ্ছায়াং চকারোরগভোজনঃ ॥ ৭
তং বিবিক্তে বনগতং লোকবৃত্তান্ততৎপরম্।
উপতস্থে গজং হিত্বা কৃষ্ণং বলনিষূদনঃ ॥ ৮
স মনীষগতস্তস্য দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
ররাজ দেবরাজো বৈ বস্তুপূর্ণকরঃ প্রভুঃ ॥ ৯
কিরীটেনার্কতুল্যেন বিদ্যুদ্ভাস্বোতকারিণা।
কুণ্ডলাভ্যাং স দিব্যাভ্যাং সততং শোভিতাননঃ ॥ ১০
পঙ্কজস্তবকলম্বেন হারেণোরসি ভূষিতঃ।
সহস্রপত্রকান্তেন দেহভূষণকারিণা।
ঈক্ষণানাং সহস্রেণ নেত্রাণাং কামরূপিণাম্ ॥১১
ত্রিদশাস্ত্রাপনার্থেন মেঘনির্ঘোষকারিণা।
অথ দিব্যেন মধুরং ব্যাজহার স্বরেণ তম্ ॥ ১২

মর্ত্ত্যলোকে বিরাজমান থাকিয়াও দেবোপম সৌন্দর্য্যশালী ও তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে শিলাপৃষ্ঠে সুখে উপবিষ্ট দেখিয়া ইন্দ্র লজ্জিত হইলেন। ৬

সে স্থানে উপবিষ্ট শ্রীহরির মুখের উপর সর্পভোজী পক্ষিরাজ গরুড় অদৃশ্য থাকিয়া নিজের দুই পক্ষের দ্বারা ছায়া করিয়া বিদ্যমান ছিলেন। ৭

বলাসুরনাশী ইন্দ্র হস্তীকে ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিলেন এবং নির্জ্জন প্রদেশে বনের মধ্যে অবস্থান করত লোকব্যবহারে তৎপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৮

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করত দিব্য পুষ্পমালা ও অনুলেপন ধারণকারী প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার হস্ত বজ্রে পরিপূর্ণ ছিল। ৯

বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাবিকীরণকারী ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী কিরীট এবং দুইটি দিব্য কুণ্ডলের দ্বারা তাঁহার শ্রীমুখ নিরন্তর শোভা পাইতেছিল। ১০

তিনি নিজ বক্ষে এরূপ একটি হারের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন, যাহার মধ্যে পুষ্পের পাঁচটি গুচ্ছ লম্বমান ছিল। সহস্রদল-কমলতুল্য কান্তিমান্, সম্পূর্ণ দেহকে বিভূষিতকারী ও ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে সমর্থ এক হাজার নেত্রের দ্বারা ইন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। ১১

তিনি দেবগণকে আহ্লাদান করিতে অভ্রান্ত ও মেঘ গর্জ্জন-

ইন্দ্র উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্দ্ধন।
অতিদিষ্যা কৃতং কর্ম ত্বয়া প্রীতিমতা গবাম্ ॥ ১৩
মহোৎসৃষ্টেষু মেঘেষু যুগান্তাবর্ত্তকাদিষু।
যৎ ত্বয়া রক্ষিতা গাবস্তেনাস্মি পরিতোষিতঃ ॥ ১৪
যদায়ম্ভুবেন যোগেন বদ্ধায়ঃ পর্বতোত্তমঃ।
ধৃতো বেশ্মবদাকাশে কো দ্বেষেন ন বিস্ময়েৎ ॥ ১৫
প্রতিষিদ্ধে মম মহে মহেয়ং কৃবিতেন বৈ।
অতিবৃষ্টিঃ কৃতা কৃষ্ণ গবাং বৈ সাপ্তরাত্রিকী ॥ ১৬
সা ত্বয়া প্রতিষিদ্ধেয়ং মেঘবৃষ্টির্ভয়াবহা।
দেবৈঃ সদানবগণৈর্নিবার্য্যা ময়ি স্থিতে ॥ ১৭
অহো মে সুপ্রিয়ং কৃষ্ণ যৎ ত্বং মানুষদেহবান্।
সমগ্রং বৈষ্ণবং তেজো বিনিগূহসি রোষিতঃ ॥ ১৮
সাধিতং দেবতানাং হি মন্যেঽহং কার্য্যমব্যয়ম্
ত্বয়ি মানুষমাপন্নে যুক্তে চৈব স্বতেজসা ॥ ১৯
সেৎস্যতে সর্বকার্য্যাণো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।
দেবানাং যজ্ঞবাহেতা সর্বকার্য্যাপুরোগমঃ ॥ ২০
একস্ত্বমসি দেবানাং লোকানাঞ্চ সনাতনঃ।
দ্বিতীয়ং নাত্র পশ্যামি যস্ত্বেষাঞ্চ ধ্রুবং বহেৎ ॥ ২১
যথা হি পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠো ধুরি ধুরি নিযোজ্যতে
এবং ত্বমসি দেবানাং মহানাং দ্বিজবাহনঃ ॥ ২২
স্বচ্ছরীরগতং কৃষ্ণ জগৎপ্রকরণং দ্বিদম্।
ব্রহ্মণা সাধু নির্দ্দিষ্টং ধাতূনাং ইব কাঞ্চনম্ ॥২৩

সমৃদ্ধ গম্ভীর শব্দকারী নিবাদের মধুর বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১২

ইন্দ্র বলিলেন—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!! মহাবাহো!!! তুমি জ্ঞাতিগণের আনন্দ বর্দ্ধনকারী। তুমি গোগণের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যে কর্ম করিয়াছ, তাহা অতি দিষ্যা—এই কর্ম দেবগণের পক্ষেও করা সম্ভব ছিল না ॥ ১৩

আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রলয়ের পুনরাবৃত্তিকারী মেঘমণ্ডল জলবর্ষণ করিলেও তুমি যে গোগণকে রক্ষা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৪

এই যে উত্তম পর্বত, ইহাকে তুমি যে যায়ম্ভুব যোগের* দ্বারা আকাশে (শূন্যে) গৃহের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলে। তোমার এই (অতিমানবিক ও অতিদৈবিক) কর্মের দ্বারা কে না বিস্মিত হইবে? ১৫

শ্রীকৃষ্ণ! যখন আমার প্রচলিত উৎসব নিষিদ্ধ করা হইল, তখন আমি রোষাবিষ্ট হইয়া গোগণের উপর নিজের ক্রোধ প্রকাশের জন্য সাত রাত্রি অতিবৃষ্টি করি ॥ ১৬

সেই সময় অতিবৃষ্টিকে তুমি নিবারণ করিয়াছ। আমি বর্তমান থাকিতে দানবগণের সহিত দেবতাদিগের পক্ষেও সেই বর্ষাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল ॥ ১৭

হে কৃষ্ণ! ইহা এক আশ্চর্যময়ী ঘটনা সংঘটিত হইল। আমার ইহা অতিশয় প্রিয় হইয়াছে; কারণ, আমি তোমার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিলেও তুমি মানুষ দেহ ধারণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-তেজকে গোপন করিয়া রাখিয়াছ ॥ ১৮

তুমি মানুষ দেহ প্রাপ্ত হইয়াও নিজের বৈষ্ণব তেজে সম্পন্ন রহিয়াছ, সেইজন্য আমি মনে করিতেছি যে, দেবগণের সমস্ত কার্য্য অব্যাহত গতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাহার আর কোনও অংশ সম্পন্ন হইতে অবিশিষ্ট থাকিবে না ॥ ১৯

যখন তুমি দেবগণের নেতা ও সকল কার্যে অগ্রগামী হইয়া অবস্থান করিতেছ, তখন আমাদের সব কার্য্য ও সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, কোনও কিছুই তুমি পরিত্যক্ত করিয়া রাখিবে না ॥ ২০

প্রভো! একমাত্র তুমিই সমস্ত দেবগণের ও লোকসমূহের সনাতন রক্ষক। আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য আর এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে এই লোকসমূহের এবং দেবগণের রক্ষার ভার বহন করিতে পারে ॥ ২১

যেরূপ শ্রেষ্ঠ বৃষকে ভারবহনের জন্য সর্বাগ্রে নিয়োজিত করা হয়, সেইরূপ পক্ষিরাজ গরুড়বাহন তুমি সঙ্কটে নিমগ্ন দেবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্বাগ্রে নিজেকে নিজেই নিয়োগ করিয়া থাক ॥ ২২

হে কৃষ্ণ! এই যে জগৎ-সংসারের সৃষ্টি, তাহা তোমার শরীরের মধ্যেই অবস্থিত। বিধাতা ব্রহ্মা ইহা সুষ্ঠুভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেরূপ ধাতুসমূহের মধ্যে স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমিই সমস্ত দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ॥ ২৩

---

* যায়ম্ভুব যোগ বলা হয়—হৈরণ্যগর্ভী (ব্রহ্মসম্বন্ধিনী) ধারণাকে। এই যোগ অবলম্বন করিলে অতিবড় ভারবহ বস্তুও লঘুযোগ্য (হাল্কা) হইয়া যায়। যেরূপ যায়ম্ভুব-যোগ অবলম্বন করিয়া সমুদ্রপানের সময় অগস্ত্যের নিকট সম্পূর্ণ সমুদ্র উদরি আচমন-প্রমাণে সীমিত হইয়া গিয়াছিল।

স্বয়ং স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ বৃদ্ধ্যাপি বয়সাপি বা।
ন ত্বানুগন্তুং শক্নোতি পঙ্গুর্দুর্গতিগো যথা ॥২৪
স্থাণুভ্যো হিমবান্ শ্রেষ্ঠো হ্রদানাং বরুণালয়ঃ।
গরুত্মান্ পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠো দেবানাঞ্চ ভবান্ বরঃ ॥২৫
অপামধস্তাল্লোকো বৈ তস্যোপরি মহীধরাঃ।
নগানামুপরিষ্টাদ্ ভূঃ পৃথিব্যাপরি মানুষাঃ ॥ ২৬
মনুষ্যলোকাদূর্দ্ধন্তু খগানাং গতিরুচ্যতে।
আকাশস্যোপরি রবির্দ্ধ্রুবং স্বর্গস্য ভানুমান্ ॥ ২৭
দেবলোকঃ পরস্তস্মাদ্ বিমানগমনো মহান্।
যত্রাহং কৃষ্ণ দেবানামৈন্দ্রে বিনিহতঃ পদে ॥ ২৮
স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ২৯
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্ ॥ ৩০
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী

মাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্ ॥৩১
লোকস্বধঃ দুষ্কৃতিনাং নাগলোকস্তু দারুণঃ।
পৃথিবী কর্মশীলানাং ক্ষেত্রং সর্বস্য কর্মণঃ ॥ ৩২
খনস্থিরাণাং বিদ্বাংসো বায়ুনা তুল্যবৃত্তিনাম্
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্মণাম্ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ ॥ ৩৪
স ত্বং লোকস্বধা কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা।
হতো বৃত্রিমতা বীর নিম্নগেঽপরবান্ গবাম ॥ ৩৫
তদহং সমনুপ্রাপ্তো গবাং বাক্যেন চোদিতঃ।
ব্রহ্মণশ্চ মহাভাগ গৌরবাত্তব চাগতঃ ॥ ৩৬
অহং ভূতপতিঃ কৃষ্ণ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
অদিতের্গর্ভপর্য্যায়ে পূর্বজস্তে পুরাকৃতঃ ॥ ৩৭
স্বতেজস্তেজসা চৈব যত্তে দর্শিতবানহম্।
দেবরূপেণ তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো ॥ ৩৮

যেরূপ পঙ্গু (গমনশক্তিহীন) মানুষ দ্রুতগামী মানুষের অনুধাবন করিতে পারে না, সেইরূপ স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাও নিজের বুদ্ধি বা বয়সের দ্বারা তোমাকে অনুসরণ করিতে পারেন না। ২৪

যেরূপ সমস্ত পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, হ্রদসকলের মধ্যে সমুদ্র শ্রেষ্ঠ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমি দেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। ২৫

সর্বনিম্নে রহিল জললোক, তাহার উপরে পর্বতসমূহ। এই পৃথিবী নাগগণের উপরে অবস্থিত এবং এই পৃথিবীতেই মনুষ্যগণ বাস করে। ২৬

মনুষ্যলোকের উপর আকাশে পক্ষিগণের গতি বলিয়া কথিত হয়। আকাশে উপরে অংশুমালী (কিরণমালা-পরিবৃত) সূর্য এবং সূর্যই স্বর্গলোকের ধ্রুব বলিয়া অভিহিত হয়। ২৭

সূর্যলোকের উপরে দেবগণের মহান্ লোক বিদ্যমান আছে, যে লোকে বিমানের দ্বারা গমন করা যায়। কৃষ্ণ! এই দেবলোকে আমি দেবেন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। ২৮

স্বর্গলোক হইতেও উপরে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মলোক, এই লোক পর্যন্তই চন্দ্র ও মহাত্মা গ্রহনক্ষত্রসকলের গতি আছে। ২৯

ব্রহ্মলোকের উপরে গোলোক। এই গোলোককে সাধ্যগণ পালন করেন। হে কৃষ্ণ! এই মহান্ লোক সর্বব্যাপী ও মহাকাশে ব্যাপকরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ৩০

সেস্থানেও তোমার তপোময়ী গতি সর্বোপরি বিদ্যমান। এ বিষয়ে আমরা সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া আজ পর্যন্ত সেই গতিকে জানিতে পারি নাই। ৩১

তদুপরি নাগলোক সর্বনিম্নে অবস্থিত। ইহাই দুষ্কর্মকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্য লোক বা স্থান। যাহারা অতি বড়ই কর্মঠ, তাহাদের জন্য এই ভূলোক, ইহাই সমস্ত কর্মের ক্ষেত্র। ৩২

যাহারা অস্থির ও যাহাদের বৃত্তি বায়ুর সমান, তাহাদের আশ্রয় আকাশ বা অন্তরিক্ষলোক। যাহারা শমদমগুণসমূহে সম্পন্ন হইয়া পুণ্যকর্মে রত থাকে, সেই মনুষ্যগণের গতি স্বর্গলোক। ৩৩

যাঁহারা ব্রাহ্ম তপস্যায় নিরত থাকেন, তাঁহাদের পরম গতি ব্রহ্মলোক। গোলোক যোগিগণের পক্ষেই সুলভ। সেই গতি অন্যদের পক্ষে দুরারোহ (দুর্লভ)। ৩৪

বীর কৃষ্ণ! এই সময় আমার আদেশে প্রবল জলবর্ষণে সেই গোলোক সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল, যাহাকে তোমার ন্যায় বৈর্য্যশালী পুণ্যাত্মা পুরুষ সেই গোগণের উপর পতিত উপদ্রব-সমূহকে নাশ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিয়াছে। ৩৫

মহাভাগ! অতএব আমি (দিব্য কামধেনু প্রভৃতি) গোগণের ও ব্রহ্মার বাক্যে প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তোমার প্রতি আমার মনে যে গৌরব আছে, তাহার দ্বারাও আমি এখানে আসিবার প্রেরণা পাইয়াছি। ৩৬

হে কৃষ্ণ! সমস্ত ভূতগণের অধিপতি আমি সেই দেবরাজ ইন্দ্র, যাহাকে তুমি পূর্বকালে মাতা অদিতিদেবীর গর্ভে আসিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করিয়াছিলে। ৩৭

প্রভো! আমি যে দেবরূপে উপস্থিত হইয়া তেজের দ্বারা

এবং ক্ষান্তমনাঃ কৃষ্ণ স্বেন সৌম্যেন তেজসা।
ব্রহ্মণঃ শৃণু মে বাক্যং গব্যঞ্চ গজবিক্রম ॥ ৩৯
আহ ত্বাং ভগবান্ ব্রহ্মা গাবশ্চাকাশগা দিবি।
কর্মভিস্তোষিতা দিব্যৈস্তব সংরক্ষণাদিভিঃ ॥ ৪০
ভবতা রক্ষিতা গাবো গোলোকশ্চ মহানয়ম্।
বয়ং বয়ং পুঙ্গবৈঃ সার্দ্ধং বর্দ্ধামঃ প্রজবৈস্তথা ॥৪১
কর্ষকান্ পুঙ্গবৈর্বাহৈর্মেধ্যেন হবিষা সুরান্
শ্রিয়ঃ শক্রংপ্রবৃত্তেন তর্পয়িষ্যাম কামদাঃ ॥ ৪২
তদস্মাকং গুরুস্ত্বং হি প্রাণদশ্চ মহাবলঃ।
অদ্য প্রভৃতি নো রাজা ত্বমিন্দ্রো বৈ ভব প্রভো ॥৪৩
তস্মাত্বং কাঞ্চনৈঃ পূর্ণৈর্দিব্যস্য পয়সো ঘটৈঃ।
এভিরস্মাভিরিক্তস্ত্ব ময়া চস্তাবনামিতৈঃ ॥ ৪৪
অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গব্যমিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্ ॥৪৫

নিজের তেজ প্রকাশ করিয়া তোমাকে দেখাইয়াছিলাম, আমার সেই সব অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। ৩৮

হস্তিযূথ্য পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ! এইরূপ তুমি নিজের সৌম্য তেজে মনে ক্ষমাভাব ধারণ করত ব্রহ্মা ও গোগণের কথিত বাক্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩৯

ভগবান্ ব্রহ্মা ও দ্যুলোকে অবস্থিত আকাশগামিনী গোগণ বলিয়াছেন যে, আমরা সকলে তোমার গো-সংরক্ষণাদি দিব্য কর্মসমূহের দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ৪০

তুমি যে গো'গণকে রক্ষা করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই মহান্ গোলোক সংরক্ষিত হইয়াছেন; কারণ, এখন আমরা বৃষগণ ও বলবানগণ সহ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছি। ৪১

গোগণ আমরা সকলেই সমস্ত কামনা প্রদান করিয়া থাকি। এখন জল ও ঘাসে (গাভীতে) সংযোজিত করিবার যোগ্য বলিষ্ঠ বলদ গরু দান করত আমরা কৃষকদিগকে সন্তুষ্ট করিব। হব্য-দ্রব্যের দ্বারা পবিত্র হবিঃ প্রস্তুত করত দেবগণকে তৃপ্ত করিব এবং গোময় দান করত সাক্ষাৎ শ্রীদেবীকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিব। ৪২

প্রভো! মহাবলশালী তুমি আমাদের পরিত্রাণ করিয়া প্রাণ দান করায় তুমিই আমাদের পরম পূজ্য গুরু, অতএব আজ হইতে তুমি গোগণ আমাদের রাজা ইন্দ্র হও। ৪৩

অতএব (গোগণের এই অনুরোধ অনুসারে) আমার দ্বারা স্তুত রাখিয়া প্রস্তুত এই দিব্য জলে পূর্ণ স্বর্ণকলসসমূহের দ্বারা তুমি নিজেকে নিজে অভিষিক্ত কর। ৪৪

মনোপরি বয়েন্দ্রত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ ॥ ৪৬
যে চেমে বার্ষিকা মাসাশ্চত্বারো বিহিতা মম।
এষামর্দ্ধং প্রযচ্ছামি শরৎকালং তু পশ্চিমম্ ॥ ৪৭
অদ্যপ্রভৃতি মাসৌ দ্বৌ জ্ঞাস্যন্তি মম মানবাঃ।
বর্ষার্দ্ধে চ ব্রজো মহ্যং ততঃ পূজামবাপ্স্যসি।
মমাম্বুপ্রভবং দর্পং তদা ত্যক্ষ্যন্তি বহ্নিবঃ ॥ ৪৮
অম্বুবাহো গতমদা যে চান্যে মেঘনাদিনঃ।
শান্তিং সর্বে গমিষ্যন্তি মম কালবিচারিণঃ ॥ ৪৯
ত্রিশঙ্কুর্গস্ত্যচরিতামাশাঞ্চ প্রচরিষ্যতি।
সহস্ররশ্মিরাদিত্যস্তাপয়ন্ স্বেন তেজসা ॥ ৫০
ততঃ শরদি যুক্তায়াং মৌনক্কামেষু বহ্নিষু।
যাচমানে খগে তোয়ং বিদ্যুৎসু প্রবেষু চ ॥ ৫১

আমি দেবগণের ইন্দ্র হইয়াছি এবং তুমি গোগণের ইন্দ্র হইয়া যাইলে আজ হইতে পৃথিবীতে সকল মানুষই তোমাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া তোমার স্তব করিবে। ৪৫

কৃষ্ণ! গোগণ পরমেশ্বর তোমাকে যে আমার উপরে ইন্দ্র করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তদনুসারে দেবগণ তোমাকে 'উপেন্দ্র' নাম দিয়া দ্যুলোকে তোমার কীর্ত্তি গান করিতে থাকিবে। ৪৬

আমার আরাধনার জন্য বর্ষার যে চারি মাস বিহিত আছে, তাহার পরবর্তী অর্দ্ধভাগ শরৎকাল (আশ্বিন-কার্ত্তিক দুই মাস) আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। ৪৭

সকল মানুষ আজ হইতে 'শ্রাবণ ও ভাদ্র' এই দুই মাস আমার আরাধনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার সহিত বর্ষার অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইয়া যাইলে পর ইন্দ্রব্রতের চিহ্নস্বরূপ আমার ধ্বজ স্থাপিত হইবে। ইহার পর তোমার আরাধনা আরম্ভ হইবে। সেই সময় মেঘগণ আমার জল-বর্ষণ হইতে উৎপন্ন মদ পরিত্যাগ করিবে। ৪৮

তাহাদের রবের তেজ কমিয়া যাইবে এবং সমস্ত মদ নষ্ট হইয়া যাইবে। মেঘ দেখিয়া যে সব অন্য প্রাণী গর্জ্জন করে, তাহারা সকলেও আমার সময়ের বিচার করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিবে। ৪৯

বর্ষাকালেই সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেব নিজ তেজে জগৎকে তাপ দান করিতে করিতে 'ত্রিশঙ্কু' ও 'অগস্ত্যমুনি' কর্তৃক উপভুক্ত দক্ষিণ দিকে বিচরণ করিবে। ৫০

তদনন্তর যখন শরদ্ ঋতুর যোগ প্রাপ্ত হইবে, মেঘগণ মৌন

হংসসারসপূর্ণেষু নদীনাং পুলিনেষু চ।
নন্দক্রৌঞ্চপ্রণাদেষু প্রমত্তবৃষভেষু চ ॥ ৫১
গোষু চৈব প্রসৃষ্টাসু ভরন্তীষু পয়ো বহু
নিষ্পন্নেষু চ মেঘেষু নির্য্যাতা জগতো জলম্ ॥ ৫২
আকাশে শস্ত্রসঙ্কাশে হংসেষু চ চরৎসু চ।
জাতপদ্মেষু তোয়েষু বাপীষু চ সরঃসু চ ॥ ৫৪
তড়াগেষু চ কাণ্ডেষু তোয়েষু বিমলেষু চ।
কলমাবনতাগ্রাসু কৃষ্ণকেদারপঙ্‌ক্তিষু ॥ ৫৫
নদ্যস্থং সলিলারম্ভং কুর্ব্বন্তীষু নদীষু চ।
সুশস্যায়াঞ্চ সীমায়াং মনোহর্য্যাং মুনেরপি ॥ ৫৬
পৃথিব্যাং পৃথুরাষ্ট্রায়াং রম্যায়াং বর্ষসংক্ষয়ে।
শ্রীমৎসু পঙ্‌ক্তিমার্গেষু ফলবৎসু তৃণেষু চ ॥
ইক্ষুমৎসু চ দেশেষু প্রবৃত্তেষু মখেষু চ ॥ ৫৭

হইয়া বাস করিবে, চাতক জল কামনা করিতে থাকিবে, নদী-সমূহে নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে অর্থাৎ সকল নদীতে জলের বৃদ্ধি আর হইবে না, নদীসকলের তীর হংস ও সারসে পূর্ণ থাকিবে, মদমত্ত ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা সেস্থানে কলরব করিতে থাকিবে, বৃষগণ মত্ত হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিবে, অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া গোগণ যখন প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করিবে, জগতের প্রয়োজনে জল বর্ষণ করিয়া মেঘমণ্ডল বিলীন হইয়া যাইবে, আকাশ অস্ত্রের ন্যায় চকচকে হইয়া উঠিবে, হংসগণ চারিদিকে বিচরণ করিতে থাকিবে, দীঘী ও সরোবরের জলে পদ্ম উৎপন্ন হইতে থাকিবে, পদ্মের নিকাশে তড়াগসমূহ রমণীয় হইয়া উঠিবে, প্রতি জলাশয়ের জল নির্ম্মল হইবে, ক্ষেত্রসমূহে (জমিতে) শ্রেণীবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণের ফলকর্ষণোৎপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলিকাতে ধান্যসমূহের পক্ক অগ্রভাগসকল চারিদিকে ঝুলিতে থাকিবে, নদীসমূহ নিজেদের জলপ্রবাহ মধ্যভাগে লইয়া যাইবে, ব্রজ অথবা গ্রামসমূহের সীমা (কৃষি ভূমি) সুন্দর শস্যে পরিপূর্ণ থাকিয়া মুনিদিগের মনকেও মুগ্ধ করিবে, বর্ষা অতিক্রান্ত হওয়ায় যখন বহু রাষ্ট্রে যুক্ত পৃথিবী রমণীয় হইবে, শ্রেণীবদ্ধ পথসমূহ সৌন্দর্য্যময় হইবে, তৃণ—ওষধিসমূহে ফল ধরিবে, স্থানে স্থানে ইক্ষু (আখ) পরিপূর্ণ ভূমি দৃষ্টিগোচর হইবে, (আগ্রায়ণ ও বাজপেয়াদি) যজ্ঞ আরম্ভ হইবে এবং তুমি যখন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবে, সেই সময় পুণ্যময়ী শরৎ ঋতু প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৫১-৫৭॥

ততঃ প্রবৃত্তে পুণ্যা শরৎ সুপ্তোত্থিতে ত্বয়ি।
সে কেহস্মিন্ কৃষ্ণ নিখিলে ঘথৈব ত্রিদিবে তথা ॥৫৮
নরাস্ত্বাঞ্চৈব মাং চৈব দেবাকারাসু যষ্টিষু
মহেন্দ্রং চাপ্যুপেন্দ্রঞ্চ মহয়ন্তি মহীতলে ॥ ৫৯
যে চাবয়োঃ স্থিরে বৃত্তে মহেন্দ্রোপেন্দ্রসংজ্ঞিতে।
মানবাঃ প্রণমিষ্যন্তি তেষাং নাস্ত্যনয়াগমঃ ॥ ৬০
ততঃ শক্রস্তু তান্ গৃহ্য ঘটান্ দিব্যপয়োধরান্।
অভিষেকেণ গোবিন্দং যোজয়ামাস যোগবিৎ ॥ ৬১
দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং তু গাবস্তাঃ সহ বৃষভৈঃ।
স্তনৈঃ প্রস্রবমুক্তৈশ্চ সিষিচুঃ কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥ ৬২
মেঘাশ্চ দিবি ঘুক্তাভিঃ সামৃতাভিঃ সমন্ততঃ।
সিষিচুস্তোয়ধারাভিরভিষিচ্য তমব্যয়ম্ ॥ ৬৩
বনস্পতীনাং সর্ব্বেষাং সুস্রাবেন্দুনিভং পয়ঃ।
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ দেবদুর্য্যাণি চাম্বরে ॥ ৬৪

শ্রীকৃষ্ণ। এই শরৎকাল আসিলে পর স্বর্গলোকের ন্যায় এই অখিল জগতে মনুষ্যগণও ভূতলে রাজধানীর পথসমূহে মহেন্দ্র আমাকে ও উপেন্দ্র তোমাকে পূজা করিবে ॥ ৫৮-৫৯

যে সব মানব আমাদের উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই সনাতন মহেন্দ্রোপেন্দ্রনামক উৎসবে আমাদের প্রণাম করিবে, তাহাদের কোনও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে না ॥ ৬০

তদনন্তর যোগবিৎ ইন্দ্র দিব্য (মন্দাকিনীর) জলপূর্ণ কলস হস্তে লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' (গোগণের ইন্দ্র)-পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬১

ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহাকে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া বৃষগণসহ (বৃষগণ) সহ দিব্য গোসকলও স্তনদ্বারা প্রবাহিত করিতে করিতে নিজ নিজ স্তনসমূহের দ্বারা অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২

ইহার পর মেঘমণ্ডলও আকাশে নিক্ষিপ্ত অমৃতযুক্ত জলধারা-সমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিকে অভিষিক্ত করিয়া সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিল ॥ ৬৩

তদনন্তর সমস্ত বনস্পতিসকলও নিজ নিজ আবাসসমূহ হইতে চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত করিতে (টপকাইতে) লাগিল অর্থাৎ বনস্পতিসকল এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং আকাশে দিব্য বাদ্য-সমূহ বাজিতে লাগিল ॥ ৬৪

অস্তুবন্ মুনয়ঃ সর্বে বাগ্‌ভির্মধুপরায়ণাঃ।
একার্ণবে বিবিক্তেঽপি দদৃশে বসুধা বপুঃ ॥ ৬৫
প্রসাদং সাগরা জগ্মুর্বিবুর্বাতা জগদ্ধিতাঃ।
মার্গস্থোঽপি বভৌ ভানুশ্চন্দ্রো নক্ষত্রসংবৃতঃ ॥ ৬৬
ইত্যুতঃ প্রশমং জগ্মুর্নির্বৈররচনা নৃপাঃ।
প্রবালপত্রশবলাঃ পুষ্পবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥ ৬৭
মদং প্রমুক্তবুর্নাগা যাতাস্তোষং বনে মৃগাঃ।
অলঙ্কৃতা গাত্ররুহৈর্ধাতুভির্ভূমি পর্বতাঃ ॥ ৬৮
দেবলোকোপমো লোকস্তুষ্টোঽমৃতরসৈরিব
আসীৎ কৃষ্ণাভিষেকো হি দিব্যস্বর্গরসোক্ষিতঃ ॥ ৬৯
অভিষিক্তং তু তং গোভিঃ শক্রো গোবিন্দমব্যয়ম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দেবদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৭০
এষ তে প্রথমঃ কৃষ্ণ নিয়োগো গোষু যঃ কৃতঃ।
শ্রুতস্তামপরং কৃষ্ণ মমাগমনকারণম্ ॥ ৭১
ক্ষিপ্রং প্রসাধ্যতাং কংসঃ কেশী চ তুরগাধমঃ।
অরিষ্টশ্চ মদাবিষ্টো রাজরাজ্যং ততঃ কুরু ॥ ৭২
পিতৃষসরি জাতস্তে মমাংশোঽহমিব স্থিতঃ।
স তে রক্ষ্যশ্চ মান্যশ্চ সখা চ বিনিযুজ্যতাম্ ॥ ৭৩
ত্বয়া হ্যনুগৃহীতঃ স তব বৃত্তানুবর্তকঃ।
ত্বয়ৈব বর্ত্তমানশ্চ প্রাপ্স্যতে বিপুলং যশঃ ॥ ৭৪
ভারতস্য চ বংশস্য স বরিষ্ঠো ধনুর্ধরঃ।
ভবিষ্যত্যনুরূপশ্চ ত্বদৃতে ন চ সংশ্যতে ॥৭৫
ভারতঃ ভ্রাতৃ চায়ত্তঃ তস্মিংশ্চ পুরুষোত্তমে।
উভয়োরপি সংযোগে যাস্যন্তি নিধনং নৃপাঃ ॥৭৬
প্রতিজ্ঞাতং ময়া কৃষ্ণ ঋষিমধ্যে সুরেষু চ।
ময়া পুত্রোঽর্জুনো নাম সৃষ্টঃ কুন্ত্যাং কুলে'ঘহঃ ॥ ৭৭

তাহার পর মহর্ষিগণ সমস্ত মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন। পৃথিবীদেবী নিজের সেই স্বরূপ ধারণ করিলেন, যাহা তিনি একার্ণব হইতে পৃথক্ হইলে পর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৫

সমস্ত সমুদ্রের জল প্রসন্ন (স্বচ্ছ-নির্মল) হইয়া উঠিল। বায়ু জগতের পক্ষে হিতকর হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, সূর্যদেব নীচ পথে অবস্থান করত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ও চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬৬

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ (ফড়িং), মূষিক, পক্ষী ও রাজাদের পরস্পরের জন্য আগমন—এই ছয় প্রকার ঈতি শান্ত হইয়া যাইল। রাজাদের সকল কার্য শত্রুভাবরহিত হইল। বৃক্ষসকল পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং নব নব পল্লব, পত্র ও মঞ্জরে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল ॥ ৬৭

হস্তিগণ মদধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। বনে মৃগাদি গণ সন্তোষ প্রাপ্ত হইল। সকল পর্বত নিজ নিজ দেহ হইতে পুষ্প বৃক্ষ ও বিভিন্ন ধাতুসমূহে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬৮

সম্পূর্ণ জগৎ দেবলোকের ন্যায় সুখী হইয়া যাইল, যেন ইহাকে অমৃতরসের দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছে। এইভাবে দিব্য দীপ্ত রসের (জলের) দ্বারা সিক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই অভিষেক কার্য সম্পূর্ণ হইল ॥ ৬৯

গোগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণকারী অবিনাশী গোবিন্দকে দেবদেব ইন্দ্র এই কথা বলিলেন ॥ ৭০

শ্রীকৃষ্ণ! এই আমি তোমাকে নিজের আগমনের প্রথম হেতু বলিলাম, যদনুসারে গোগণের রক্ষা পালিত হইয়াছে। এখন আমার আগমনের যে দ্বিতীয় কারণ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭১

তুমি সত্বর কংস ও অশ্বাধম কেশীকে বধ কর। মদমত্ত অরিষ্টকেও বিনাশ কর। তাহার পর রাজাদের তুমি শাসন কর ॥ ৭২

তোমার পিতৃষসা (পিসিমা) কুন্তীর গর্ভ হইতে আমারই তুল্য আমার অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাকে রক্ষা ও আদর করিও এবং তাহাকে তুমি নিজের সখা করিয়া লইও ॥ ৭৩

তোমার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে তোমা কর্তৃক কথিত আচার পালন করিবে এবং সর্বদা তোমার বশীভূত থাকিয়া সে প্রভূত যশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭৪

সে ভরতবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হইবে ও তোমাকে বিনা তাহার কোনও কিছুতেই প্রীতি লাভ হইবে না ॥ ৭৫

তোমাতে ও সেই পুরুষপ্রবর কুন্তীনন্দনেই মহাভারত যুদ্ধ অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। তোমাদের উভয়ের সংযোগ প্রাপ্ত হইলে পর রাজারা যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ! আমি ঋষিগণ ও দেবগণের মধ্যে এই কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া দিলাম যে, কুন্তীগর্ভ হইতে আমার দ্বারা যে কুলগৌরব পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম হইল অর্জুন ॥ ৭৭

সোঽস্ত্রাণাং পারগতস্তৃতীয়ঃ শ্রেষ্ঠশ্চাপবিকর্ষণে।
তং প্রবেক্ষ্যন্তি বৈ সর্বে রাজানঃ শস্ত্রযোধিনঃ ॥ ৭৮
অক্ষৌহিণীস্তু শূরাণাং রাজ্ঞাং সংগ্রামশালিনাম্।
স একঃ ক্ষত্রধর্মেণ যোজয়িষ্যতি মৃত্যুনা ॥ ৭৯
তস্যাস্ত্রচরিতং মার্গং ধনুষো লাঘবেন চ।
নানুযাস্যন্তি রাজানো দেবা বা ত্বাং বিনা প্রভো ॥ ৮০
স তে বন্ধুঃ সহায়শ্চ সংগ্রামেষু ভবিষ্যতি
তস্য যোগো বিধাতব্যস্ত্বয়া গোবিন্দ নৎকৃতে ॥ ৮১
দ্রষ্টব্যাশ্চ সখায়ঃ বৈ ত্বয়া মাঞ্চশ্চ নিত্যশঃ।
জ্ঞাতা ত্বমেব লোকানামর্জুনস্য চ নিত্যশঃ ॥ ৮২
ত্বয়া চ নিত্যং সংরক্ষ্য আহবেষু মহৎসু সঃ।
রক্ষিতস্য ত্বয়া তস্য ন মৃত্যুঃ প্রভবিষ্যতি ॥ ৮৩
অর্জুনং বিদ্ধি মাং কৃষ্ণ মাং চৈবাত্মানমাত্মনা।
আত্মা তেঽয়ং যথা শশ্বত্তথৈব তব সোঽর্জুনঃ ॥ ৮৪
ত্বয়া লোকানিমান্ জিত্বা বলেনৈস্তাং ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ।
দেবতানাং কৃতো রাজা পূরা জ্যেষ্ঠক্রমাদহম্ ॥ ৮৫
ত্বাঞ্চ সত্যময়ং জ্ঞাত্বা সত্যেষ্টং সত্যবিক্রমম্।
সত্যেনোপেত্য দেবা বৈ যোজয়ন্তি রিপুক্ষয়ে ॥ ৮৬
সোঽর্জুনো নাম মে পুত্রঃ পিতুস্তে ভগিনীসুতঃ।
ইহ সৌহার্দ্দমায়াতু ভূত্বা সচ্চরস্তব ॥ ৮৭
তস্য তে যুধ্যতঃ কৃষ্ণ স্বস্থানেঽপি পুরেঽপি বা।
রোচয়া পুঙ্খয়েনেব ধুরং সদা রথমূর্দ্ধনি ॥ ৮৮
কাংক্ষে বিনিহতে কৃষ্ণ ত্বয়া ভারার্থদর্শিনা।
অভিতস্তদ্ভবদ্ যুদ্ধং ভবিষ্যতি মহীক্ষিতাম্ ॥ ৮৯
তত্র তেষাং নৃবীরাণামতিমানুষকর্ম্মণাম্।
বিজয়স্যার্জুনো ভোক্তা যশসা ত্বঞ্চ যোক্ষ্যসে ॥ ৯০

সে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী হইয়া বিশেষজ্ঞ হইবে, ধনু আকর্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে এবং অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধকারী সমস্ত রাজারা তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। ৭৮

সংগ্রামের শোভাবর্দ্ধক বীরবর রাজপথের কয়েক অক্ষৌহিণী সৈন্যকে একাকীই ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ করত মৃত্যুমুখে করিয়া দিবে। ৭৯

প্রভো! তুমি ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা অথবা রাজারা অর্জুনের অস্ত্রপথের অনুসরণ করিতে পারিবে না। তাহার মধ্যে ধনুচালনার যে নৈপুণ্য আছে, তাহারও সমানতাকারী কোনও ব্যক্তি নাই। ৮০

গোবিন্দ! যুদ্ধের সময়ে অর্জুন তোমার প্রকৃত বন্ধু ও সহায়ক হইবে। আমার জন্য অথবা আমার কথায় তুমি তাহাকে অবশ্যই অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ করিবে। ৮১

তুমি আমাকে যেরূপ স্বকীয় দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, সেইরূপ অর্জুনকেও আত্মীয় দৃষ্টিতে দেখিবে এবং সর্ব্বদা তাহাকে সমাদর করিবে। তুমি সমস্ত লোকসমূহের জ্ঞাতা, অতএব সতত অর্জুনের কথা মনে রাখিবে। ৮২

মহারণসমূহে তুমি সর্ব্বদা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। তোমার দ্বারা রক্ষিত হইলে পর অর্জুনের উপর মৃত্যুর কোনও প্রভাব থাকিবে না। ৮৩

শ্রীকৃষ্ণ! তুমি অর্জুনকে আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিও এবং আমাকে তুমি সর্ব্বাত্মকরূপে তোমার আত্মা (প্রাণস্বরূপ) বলিয়া মনে করিও। যেরূপ আমি তোমার আত্মা, সেইরূপ অর্জুনও তোমার আত্মা। ৮৪

পূর্ব্বকালে তুমি নিজের তিন পদের দ্বারা তিন লোককে পরিমাপ পূর্ব্বক বলির নিকট হইতে নিজের অধিকারে আনিয়া ছিলে এবং আমাকেই নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মানিয়া দেবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। ৮৫

তুমি সত্যময়, সত্যরূপা যজ্ঞের দ্বারা তোমার যজন করা হয় এবং তুমি সত্যপরাক্রমশালী, ইহা জানিয়া দেবগণ সত্যভাবেই তোমার শরণগ্রহণ করত তোমাকে তাহাদের শত্রুনাশ কার্য্যে নিযুক্ত করে। ৮৬

অর্জুন নামে প্রসিদ্ধ আমার পুত্র তোমার পিতার ভগিনী কুন্তীদেবীর পুত্র। সে এ জগতে তোমার সহচর হইয়া তোমার সহিত পূর্ণ সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিবে। ৮৭

হে কৃষ্ণ! সে যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করুক কিংবা নিজ গৃহে স্বস্থানে অবস্থান করুক, সব সময়েই তুমি বলিষ্ঠ বৃষের ন্যায় সদা তাহার ভার বহন করিও অর্থাৎ সর্ব্বকালে সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। যুদ্ধের সম্মুখভাগে সর্ব্বদাই তুমি তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিও। ৮৮

হে কৃষ্ণ! তুমি ত' ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ (অতএব তোমার কোনও কিছুই অজ্ঞাত নাই)। যখন কাংস তোমার দ্বারা নিহত হইবে, তখন সর্ব্বদিক্ হইতে আগত রাজাদিগের সেই মহাযুদ্ধ (মহাভারত যুদ্ধ) আরম্ভ হইবে। ৮৯

সেই যুদ্ধে অতিমানব (অলৌকিক) কর্মকারী সেই নরবীর রাজাদিগকে জয় করিয়া অর্জুন বিজয়-যশ উপভোগ করিবে এবং তুমি মহাযশোভাগী হইবে। ৯০

এতন্মে কৃষ্ণ কার্ৎস্নেন কর্ত্তুমর্হসি ভাষিতম্ ।
বজ্রহস্তে সুরাশ্চৈব সত্যঞ্চ প্রিয়মচ্যুত ॥ ৯১
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণো গোবিন্দতাং গতঃ ।
প্রীতেন মনসা যুক্তঃ প্রতিবাক্যং জগাদ হ ॥ ৯২
প্রীতোঽস্মি দর্শনাদ্দেব তব শক্র শচীপতে ।
যদ্বয়াভিহিতঞ্চেদং ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে ॥ ৯৩
জানামি ভবতো ভাবং জানাম্যর্জ্জুনসম্ভবম্ ।
জানে পিতৃষসারঞ্চ পাণ্ডোর্দত্তাং মহাত্মনঃ ॥ ৯৪
যুধিষ্ঠিরঞ্চ জানামি কুমারং ধর্ম্মনির্ম্মিতম্ ।
ভীমসেনঞ্চ জানামি বায়োঃ সন্তানজং সুতম্ ॥ ৯৫
অশ্বিভ্যাং সাধু জানামি সৃষ্টং পুত্রদ্বয়ং শুভম্ ।
নকুলং সহদেবঞ্চ মাদ্রীকুক্ষিগতাবুভৌ ॥ ৯৬
কানীনকাপি জানামি সবিতুঃ প্রথমং সুতম্ ।
পিতৃষসরি কর্ণং বৈ প্রসূতং সূততাং গতম্ ॥ ৯৭
ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ যে সর্ব্বে বিদিতা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
পাণ্ডোঃ কপরমঞ্চৈব শাপাশনিনিপাতজম্ ॥ ৯৮
তদগচ্ছ ত্রিদিবং শক্র সুখায় ত্রিদিবৌকসাম্ ।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥ ৯৯
অর্জ্জুনার্থে চ তান্ সর্ব্বান্ পাণ্ডবানক্ষতান্ যুধি ।
কৃত্ত্যা নির্য্যাতয়িষ্যামি নিবৃত্তে ভারতে যুধে ॥ ১০০
যচ্চ বক্ষ্যতি মাং শক্র তনূজস্তব সোঽর্জ্জুনঃ ।
ভৃত্যবত্তৎ করিষ্যামি তব স্নেহেন যন্ত্রিতঃ ॥১০১
সত্যসন্ধস্য তচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং প্রীতস্য ভাষিতম্ ।
কৃষ্ণস্য সাক্ষাৎ ত্রিদিবং জগাম ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ১০২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি গোবিন্দাভিষেকে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত কৃষ্ণ। যদি আমি, সমস্ত দেবগণ এবং সত্য তোমার প্রিয় হয়, তবে আমি যাহা কিছু বলিলাম, সেই সব কার্য্যই তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। ৯১

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া 'গোবিন্দ' ভাব প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নমনে প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন। ৯২

দেব! শচীপতে শক্র! আমি আপনার দর্শনেই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমস্তই আমি পূর্ণ করিব, কোনও কিছুই পরিত্যাগ করিব না। ৯৩

আমার প্রতি আপনার যে ভাব আছে, তাহা আমি জানি। অর্জ্জুনের জন্মেরও সংবাদ আমি জানি। মহাত্মা পাণ্ডুর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছে, সেই আমার পিতৃভগিনী পিসিমাতা কুন্তীদেবীকেও আমি জানি। ৯৪

ধর্ম্মকর্ত্তৃক উৎপাদিত কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের পরিচয়ও আমার জানা আছে। বায়ুর পুত্র হইয়াও উৎপন্ন নিজের পিসিমাতা কুন্তীদেবীর পুত্র ভীমসেনকেও আমি জানি। ৯৫

দুই অশ্বিনীকুমার যে দুই শুভলক্ষণসম্পন্ন পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহারা মাদ্রীদেবীর গর্ভে অবস্থান করিয়াছিল, সেই দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেবকেও ভালভাবে আমি জানি। ৯৬

সূর্য্যদেবের সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া কন্যাবস্থায় যে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং জন্মের পর যে সূতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কর্ণের সহিতও আমি পরিচিত আছি। ৯৭

যুদ্ধাভিলাষী সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেও আমি জানি। শাপরূপী বজ্রের পতনজনিত রাজা পাণ্ডুর নিধনসংবাদও আমার জানা আছে। ৯৮

দেবরাজ ইন্দ্র! অতএব আপনি দেবতাদিগকে সুখদানের জন্য স্বর্গলোকে গমন করুন। আমার সম্মুখে অর্জ্জুনের কোনও শত্রু অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। ৯৯

অর্জ্জুনের জন্যই আমি মহাভারতযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর সেই যুদ্ধে অক্ষত সমস্ত পাণ্ডবগণকে কুন্তীদেবীর সমীপে (বা তাঁহার সেবায়) কুশলের সহিত প্রত্যর্পণ করিব। ১০০

দেবেন্দ্র! আপনার পুত্র অর্জ্জুন আমাকে যাহা কিছু বলিবে, তৎসমস্তই আমি আপনার স্নেহশাসনে আবদ্ধ হইয়া আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যের ন্যায় পূর্ণ করিব। ১০১

সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রীতিসহকারে কথিত এই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সাক্ষাতে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ১০২

অভিষেকবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্যালৌকিকচরিত্রং দৃষ্ট্বা বিস্মিতানাং গোপানাং তং প্রতি প্রশ্নঃ, শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরদানম্, তস্য রাসলীলায়াঃ সমাসতো বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতে শক্রে ততঃ কৃষ্ণঃ পূজ্যমানো ব্রজালয়ৈঃ।
গোবর্ধনধরঃ শ্রীমান্ বিবেশ ব্রজমেব হ ॥ ১

তস্য বৃদ্ধাভিনন্দন্তি জ্ঞাতয়শ্চ সহোষিতাঃ
ধন্যাঃ স্মোঽনুগৃহীতাঃ স্মস্বদ্ভুতেন নয়েন চ ॥২

গাবো নর্দভয়াৎ তীর্ণা বয়ং তীর্ণা মহাভয়াৎ।
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ দেবচুলাপরাক্রম ॥ ৩

অনানুষাণি কর্মাণি তব পশ্যাম গোপতে।
ধারণেনাস্য শৈলস্য বিদ্মস্ত্বাং কৃষ্ণ দৈবতম্ ॥ ৪

কস্ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাঞ্চ মহাবলঃ।
বসূনাং বা কিমর্থঞ্চ বসুদেবঃ পিতা তব ॥ ৫

বলঞ্চ বালো ক্রীড়া চ ভবান্ চাস্মাসু গর্হিতম্।
কৃষ্ণ দিব্যা চ তে চেষ্টা শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥ ৬

কিমর্থং গোপবেষেণ রমসেঽস্মাসু গর্হিতম্।
লোকপালোপমশ্চৈব গাস্ত্বং কিং পরিরক্ষসি ॥ ৭

দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব এব বা
অস্মাকং বান্ধবো জাতো নোঽসি সোঽসি
নমোঽস্তু তে ॥ ৮

কেনচিদ্ যদি কার্যেণ বয়সাঽঽ যদৃচ্ছয়া
বয়ং ভবানুগাঃ সর্বে ভবন্তং শরণং গতাঃ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গোপানাং বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
প্রত্যুবাচ স্মিতং কৃত্বা জ্ঞাতীন্ সর্বান্ সমাগতান্ ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত গোপগণের তাঁহার প্রতি প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের উত্তরদান এবং তাঁহার রাসলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবরাজ ইন্দ্র গমন করিলে পর ব্রজবাসীদিগের দ্বারা পূজিত ও প্রশংসিত হইতে হইতে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীমান্ কৃষ্ণ ব্রজেই প্রবিষ্ট হইলেন। ১

সেখানে বৃদ্ধ গোপগণ এবং এক সঙ্গে বসবাসকারী জ্ঞাতিরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন—দেবতুল্য পরাক্রমশালী গোবিন্দ! আমরা ধন্য। তুমি নিজের ব্যবহার ও নীতির দ্বারা আমাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই গোসকল বর্ষার ভয় হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমরাও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। ২-৩

গোপতে! আমরা তোমার সমস্ত কর্মই অলৌকিক দেখিতেছি। কৃষ্ণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে নিজের হস্তে ধারণ করায় আমরা ভালভাবেই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি মানুষ নও, দেবতা। ৪

তুমি মহাবলশালী। বল, তুমি রুদ্র, মরুৎ ও বসুগণের মধ্যে কোন্ জন? এই নন্দ * তোমার পিতা কিভাবে হইলেন? ৫

কৃষ্ণ! বাল্যকালেই তোমার এরূপ অলৌকিক বল রহিয়াছে, তোমার ক্রীড়াও অলৌকিক এবং তোমার সব চেষ্টাই দিব্য (দেবজনোচিত)। অথচ আমাদের মধ্যে যে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহা নিন্দিত অর্থাৎ গোপগৃহে জন্মরূপ এই নিন্দিত জন্ম কিরূপে হইল? এই সব কথা চিন্তা করিয়া আমাদের হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। ৬

তুমি কিজন্য গোপবেষ ধারণ করত আমাদের মধ্যে রমণ করিতেছ? এই কার্য্য ত' তোমার পক্ষে নিন্দিত। তুমি লোকপালগণের তুল্য শক্তিশালী হইয়াও এখানে কেন গোচারণ ও গোরক্ষণ করিতেছ? ৭

তুমি দেবতা কিংবা দানব? তুমি যক্ষ অথবা গন্ধর্ব? যে তুমি আমাদের বান্ধবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? কৃষ্ণ! তুমি যে হও, সে হও, তোমাকে নমস্কার। ৮

যদি কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য তুমি স্বেচ্ছায় এখানে বাস কর, তবে তাহাই কর; আমরা সকলে কিন্তু তোমার অনুগামী সেবক এবং তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—গোপগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমাগত সেই সব জ্ঞাতি-বন্ধুগণকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন। ১০

* এস্থলে বসুদেব শব্দের অর্থ নন্দ করিতে হইল এইজন্য যে, বসুদেবের পুত্র বলিয়া এই গোপগণ তখন জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা নন্দের পুত্র বলিয়াই তখন কৃষ্ণকে জানিতেন। আর হরিবংশেরই ৩৩ অধ্যায়ে বসুদেব ও নন্দকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কারণ, একই কশ্যপের দুইরূপ নন্দ ও বসুদেব। অতএব কোনও কোনও স্থলে নন্দের জন্যও বসুদেব নাম প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেইজন্য এস্থলেও 'বসুদেব' পদের অর্থ নন্দ করা হইল।

মন্যন্তে মাং যথা সর্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমম্।
তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজাতীয়োঽস্মি বান্ধবঃ ॥ ১১
যদি ত্ববজ্ঞা শ্রোতব্যা কালঃ সম্প্রতিপাল্যতাম্।
ততো ভবন্তঃ শ্রোষ্যন্তি মাঞ্চ দ্রক্ষ্যন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১২
যদ্বয়ং ভবতাং শ্লাঘ্যো বান্ধবো দেবসপ্রভঃ।
পরিজ্ঞানেন কিং কার্য্যং যদ্যেষোঽনুগ্রহো মম ॥ ১৩
এবমুক্তাস্তু তে গোপা বসুদেবসুতেন বৈ।
বদ্ধমৌনা দিশঃ সর্বে ভেজিরে পিহিতাননাঃ ॥ ১৪
কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসো বনম্।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫
স কর্ত্তীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান্।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমরোজয়ৎ ॥ ১৬
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধয়ামাস বীর্য্যবান্।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ বিভুঃ ॥১৭
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ ॥ ১৮
তাসস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাং গতং শশিনং যথা ॥ ১৯
হরিতালার্দ্রপীতেন স কৌশেয়েন বাসসা।
বসানো শুভ্রবসনঃ কৃষ্ণঃ কান্ততরোঽভবৎ ॥ ২০
স বদ্ধাঙ্গদনির্ব্যূহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তদ্ ব্রজম্ ॥২১
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাব্রুবন্।
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্ট্বা তৎ তস্য তাবতঃ ॥ ২২
তাসাং পয়োধরোত্তুঙ্গকুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।
ভ্রামিতাশ্চৈব বদনৈর্নিরীক্ষন্তে বরাঙ্গনাঃ ॥ ২৩

আপনারা সকলে আমাকে যেরূপ ভয়ানক পরাক্রমশালী মনে করিতেছেন, সেরূপ মনে করিয়া যেন আমাকে অনাদর করিবেন না; আমি ত' আপনাদের সজাতীয় এক বান্ধব-বিশেষ ॥ ১১

যদি আমার বিষয়ে আপনাদের যথার্থ কথা অবশ্যই শুনিতে হয়, তবে তাহার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করুন। তারপর আপনারা আমার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য শুনিবেন ও বাস্তবে আমি কিরূপ, তাহা দেখিতে এবং বুঝিতে পারিবেন ॥ ১২

যদি দেবোপম কান্তিমান্ এই বালক আপনাদের স্পৃহণীয় হইল হয়, তবে তাহার বিষয়ে বিশেষ পরিচয়ে কি আবশ্যকতা আছে? যদি আপনারা এ বিষয়ে নীরব (মৌন) থাকেন, তবেই আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ১৩

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে পর সেই গোপগণ নিজ নিজ মুখ বন্ধ করিয়া লইলেন অর্থাৎ নীরব হইয়া যাইলেন এবং মৌন থাকিয়াই তাঁহারা সকলে বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেলেন ॥ ১৪

অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রের যৌবন (অধিক কান্তিমান্ রূপ), রমণীয় বন এবং শরৎকালের সুরম্য রজনীকে দেখিয়া মনে রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৫

শক্তিশালী কৃষ্ণ শুভ্র গোবরের চূর্ণকে অঙ্গরাগের ন্যায় রঞ্জনকারী ব্রজের পথে পথে বলোদ্ধত বৃষগণের যুদ্ধের আয়োজন করিলেন ॥ ১৬

বলশালী বীর ভগবান্ গোবিন্দ বলবান্ গোপদিগের মধ্যে পরস্পর মল্ল যুদ্ধও আরম্ভ করাইলেন এবং বনে বিচরণকারী গোপগণকে গ্রাহবৎ (হিংস্র পশুবৎ) ধরিবার লীলাও করিলেন ॥ ১৭

সমস্তসদ্গুণে বিশেষজ্ঞ এই শ্রীহরি নিজের কিশোর বয়সের সমাদর করিতে করিতে যুবতী গোপকন্যাদিগকে রাত্রিকালে বনমধ্যে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

রাত্রিকালে সেই কান্তিমতী গোপাঙ্গনাগণ ভূতলস্থিত দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় বদন নিজ নিজ নয়নদ্বারা কটাক্ষপাত পূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন ॥১৯

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণের অত্যুজ্জ্বল মাঙ্গলিক পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া অধিকতর মনোহারিণী শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০

এই সময় বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ ও মস্তকে মুকুট ধারণকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বনমালায় সুশোভিত হইয়া সেই ব্রজের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥ ২১

গোপে সেই বীররূপে ভাবর শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দর্শন করিয়া গোপকন্যাগণ সেই সময় তাঁহাকে 'দামোদর' বলিয়া আখ্যান করিলেন ॥ ২২

এই সুন্দরী গোপীগণ তাঁহাদের স্থূল পয়োধরযুক্ত উচ্চ বক্ষঃস্থলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বারংবার চক্ষু ঘুরাইয়া তাঁহার দিকে মুখ করত তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়া ॥ ১৪
তাস্তু পঙ্‌ক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তী মনোরমম্।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং ধন্যশো গোপকন্যকাঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগানিষ্ঠস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ১৬
বনেষু তালহস্তাগ্রৈঃ কৃজয়ন্ত্যস্তথাপরাঃ।
চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ ॥ ১৭
তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষিতম্।
মুদ্রিতাশ্চানুকুর্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্তি ব্রজযোষিতঃ ॥ ১৮
ভাবনিস্পন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদরপরায়ণাঃ ॥ ১৯
করীষপাংশুমিশ্রাঙ্গ্যস্তাঃ কৃষ্ণমথুব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্ভ্রমন্তং করেণবঃ ॥ ৩০
তমন্যা ভাববিকৃতৈর্নেত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ।
পিবন্ত্যস্তৃপ্তবদ্যোষাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণানুগেক্ষণাঃ ॥ ৩১
মুখমস্যাম্বুজপ্রখ্যং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রসলালসাঃ ॥ ৩২
হা রাধে কৃষ্ণভক্তস্য প্রদুষ্টাস্তা বরাঙ্গনাঃ।
জগৃহুর্নিঃসৃতাং বাণীং নাম্না দামোদরেরিতাম্ ॥ ৩৩
তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিং নীবীকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্ ॥ ৩৪
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি রাসক্রীড়ায়াং বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

পতি, পিতা, মাতা ও ভ্রাতারা নিবারণ করিলেও সেই গোপাঙ্গনাগণ রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় ছিল ॥ ২৪

সেই সমস্ত গোপকন্যাগণ সমভাবে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক গোপীর দুই দিকে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। এইরূপ গোপী-কৃষ্ণের মণ্ডল জোট বদ্ধ করিয়া সেই যুবতীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিতে করিতে তাঁহাকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তাঁহাদের সকলের চক্ষু শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। সেই তরুণী যুবতীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিতেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণেরই সমান গতিভঙ্গীতে চলিতে লাগিলেন ॥ ২৬

ব্রজের অন্যান্য গোপীগণ হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা তাল প্রদান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতে থাকিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

এই ব্রজ-রমণীগণ অতিশয় আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রা, গীত, বিলাস, ঈষৎ হাস্য ও চঞ্চল কটাক্ষপাতের অনুকরণ করিতে করিতে নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

এই গোপ-সুন্দরীগণ ব্রজমণ্ডলে বনস্থলীতে যাইয়া এরূপ গান করিতেছিলেন, যাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রগাঢ় অনুরাগ স্পষ্টই প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ইহার দ্বারা তাঁহাদের গানের মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইল। এই দামোদর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তৎপর হইয়া সেই গোপীগণ সেস্থানে সুখে বিহরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

এই গোপীগণ নিজ নিজ অঙ্গে তখন গজ গোময়ের চূর্ণ অঙ্গরাগরূপে লেপন করিয়াছিলেন। যেরূপ হস্তিনীসকল মদমত্ত গজরাজকে চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ ইহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করিতে করিতে তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া রহিলেন ॥ ৩০

কৃষ্ণসার মৃগসদৃশ নয়নসম্পন্না ও মহাস্তবদনা অন্য গোপ-বনিতাগণ অনুরাগে উৎফুল্ল নিজ নিজ নেত্রদ্বারা প্রিয় শ্যাম-সুন্দরের রূপ সুধা পান করিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হইতেছিল না ॥ ৩১

এই সব গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণরসের পিপাসু ছিলেন। তাঁহাদের মনে সেই রসের আস্বাদনের জন্য নিরন্তর লালসা বিদ্যমান ছিল ; অতএব ইহারা রাত্রিতে রাসলীলায় সম্মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের মকরন্দসুধা পান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

যখন তিনি 'হা রাধে ! হা ব্রজগোপীগণ !' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করত গোপসুন্দরীগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দামোদর শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত সেই মধুর বাণী তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৩

তাঁহাদের গ্রথিত সীমন্তস্থিত কেশগুচ্ছ রাসলীলায় আকুলতা প্রাপ্ত হইয়া খুলিয়া যাইল এবং কুচাগ্রভাগের উপর সেই সব সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৩৪

এইরূপে শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের রাত্রিতে গোপীমণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখের সহিত রাসক্রীড়া করত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রাসক্রীড়াবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অরিষ্টাসুরস্য বধবর্ণনম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রদোষার্দ্ধে কদাচিৎ তু কৃষ্ণো রতিপরায়ণে
ব্রাময়ন সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমভাদ্যত ॥ ১

নির্ঘাতাঞ্জনমেঘাভস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো হরেক্ষণঃ
ক্ষুরতীক্ষ্ণাগ্রচরণঃ কালঃ কাল ইবাপরঃ ॥ ২

লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়োষ্ঠৌ পুনঃ পুনঃ
গবিতাবিদ্ধলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ ॥ ৩

ককুদোন্নতনির্মাণঃ প্রনাণাদ্ দুরতিক্রমঃ।
শকৃন্মূত্রোপলিপ্তাঙ্গো গবামুদ্বেজনো ভৃশম্ ॥ ৪

মহাকটিঃ স্থূলমুখো দৃঢ়জানুর্মহোদরঃ।
বিষাণাবলিতগতির্দৃপ্তো কণ্ঠচর্মণা ॥ ৫

গবারোহেষু চপলস্তরুঘাতান্বিতাননঃ।
যুদ্ধসজ্জবিষাণাগ্রো দ্বিষদ্বৃষভসূদনঃ ॥ ৬

অরিষ্টো নাম হি গবামরিষ্টো দারুণাকৃতিঃ
দৈত্যো বৃষভরূপেণ গোষ্ঠানং বিপরিধাবতি ॥ ৭

পাতয়ানো গবাং গর্ভান্ দৃপ্তো গচ্ছতানার্তবম্।
ভঞ্জনানশ্চ চপলো গৃষ্টীঃ সম্প্রচচার হ ॥ ৮

শৃঙ্গপ্রহরণো রৌদ্রঃ প্রহরন্ গোষু দুর্মদঃ।
গোষ্ঠেষু ন রতিং লেভে বিনা যুদ্ধেন গোবৃষঃ ॥ ৯

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য স বৃষঃ কেশবাগ্রতঃ।
আজগান বলোদগ্রো বৈবস্বতবশে স্থিতঃ ॥ ১০

একবিংশ অধ্যায়।

[অরিষ্টাসুরবধ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! একদিন অর্দ্ধপ্রদোষ সময়। দেড় ঘণ্টা রাত্রি। অতিবাহিত হইলে পর যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়ায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় সম্পূর্ণ ব্রজকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে মদমত্ত অরিষ্টাসুর সেস্থানে সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ১

সে নির্ঝরাপিত অঞ্জন (কজ্জল) ও মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ এবং নয়নদ্বয় সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিল। তাহার চরণের অগ্রভাগ অথবা ক্ষুর ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। এই কাল যেন দ্বিতীয় কালের সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ২

সে দন্তের দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পেষণ করিতেছিল এবং জিহ্বার দ্বারা বারংবার উহা লেহন করিতেছিল অর্থাৎ চাটিতেছিল। সে বলের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নিজের পুচ্ছকে উপরে উত্থিত করিয়া রাখিতেছিল এবং তাহার স্কন্ধের ককুদ অতিশয় কঠোর ছিল। ৩

এই ককুদ অত্যুন্নতাকারে নির্ম্মিত ছিল অথবা সে নিজের ককুদের আঘাতে প্রাসাদোপম নির্ম্মিত গৃহাদি ভূপাতিত করিত। সে এতদূর প্রমাণ উচ্চ ছিল যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তাহার দেহের পশ্চাদ্ভাগ (অথবা সর্ব্বাঙ্গ) গোময় ও মূত্রে লিপ্ত ছিল এবং সে গোগণকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিত। ৪

তাহার কটিভাগ বিশাল, মুখ স্থূল (অতিশয় মোটা), দুই জানু দৃঢ় ও উদর বৃহৎ ছিল। তাহার গলকম্বল লম্বিত ছিল অর্থাৎ ঝুলিতেছিল এবং বৃষকে নিয়ে করিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিতেছিল। ৫

সে গোগণের পশ্চাদ্ভাগে উঠিবার জন্য চঞ্চল হইয়া থাকিত। বৃক্ষাদিতে আঘাত করিতে থাকায় তাহার মুখের উপরিভাগে চিহ্ন (কড়া দাগ) হইয়া গিয়াছিল। সে নিজের শৃঙ্গের অগ্রভাগকে সদা যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত করিয়া রাখিত এবং বিপক্ষ বৃষকে বধ করিত। ৬

ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট এই অরিষ্টাসুর গোগণের জন্য অরিষ্টকারক গ্রহরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই দৈত্য বৃষরূপে আসিয়া সমস্ত গোষ্ঠে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। ৭

সে গাভীদিগের গর্ভ পাতিত করিতে লাগিল এবং মদমত্ত হইয়া বিনা ঋতুতেই তাহাদের সহিত সমাগম আরম্ভ করিল। এই চঞ্চল দৈত্য সদ্যঃপ্রসূতা গাভীদিগকে উপভোগ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করিতে লাগিল। ৮

শৃঙ্গই তাহার অস্ত্র ছিল। সে অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং দুর্মদরূপে প্রতীত হইতেছিল। সকল গোকে সে সর্ব্বদা প্রহার করিতে লাগিল। এই বৃষরূপধারী দৈত্য গোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ বিনা গোবৃষ থাকিতে পারিতেছিল না। ৯

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন এক সময় যেন যমরাজের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই উৎকট বলশালী বৃষরূপধারী সেই অসুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১০

স তত্র গাস্তু প্রদহন্ বাহুনানো মহোৎকটঃ।
চকার নির্বৃষং গোষ্ঠং নির্বৎসশিশুপুঙ্গবম্ ॥ ১১
এতস্মিন্নেব কালে তু গাবঃ কৃষ্ণসমীপগাঃ
ত্রাসয়ামাস দুষ্টাত্মা বৈবস্বতবশে স্থিতঃ ॥ ১২
মেঘস্বনমিবাকাশে গো নর্দমানো মহাসুরঃ
তালশব্দেন তং কৃষ্ণঃ সিংহনাদৈশ্চ মোহয়ন্ ॥ ১৩
অভ্যধাবত গোবিন্দো দৈত্যং বৃষভরূপিণম্।
স কৃষ্ণং গোবৃষো দৃষ্ট্বা দুষ্টলাঙ্গূললোচনঃ ॥ ১৪
রোষিতস্তালশব্দেন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ননর্দ চ।
তমাপতন্তং দুর্বৃত্তং দৃষ্ট্বা বৃষভরূপিণম্।
তস্মাৎ স্থানান্ন বিচলৎ কৃষ্ণো গিরিরিবাচলঃ ॥১৫
স কৃষ্ণো বৃষভো দৃষ্টিং প্রণিধায় ধৃতাননঃ
কৃষ্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী তূর্ণমভ্যুৎপপাত হ ॥ ১৬

তমাপতন্তং বেগেন প্রতিজগ্রাহ দুর্ধরম্।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাঞ্জননিভো বৃষং প্রতি বৃষোপমঃ ॥ ১৭
স সংসক্তস্তু কৃষ্ণো বৈ বৃন্দেনেব মহাবৃষঃ।
মুমোচ বক্ত্রজং ফেনং নস্তশ্চাথ সলদ্ভবৎ ॥ ১৮
তাবন্যোন্যাবরুদ্ধাঙ্গৌ যুদ্ধে কৃষ্ণবৃষাবুভৌ।
রেজতুর্মেঘসময়ে সংসক্তাবিব তোয়দৌ ॥ ১৯
তস্য দর্পবলং হত্বা কৃত্বা শৃঙ্গান্তরে পদম্।
আপীড়্যদক্ষিণেষ্টস্য কণ্ঠং ক্লিশ্নন্নিবাম্বরম্ ॥ ২০
শৃঙ্গং চাস্য পুনঃ সব্যাদুৎপাট্য যমদণ্ডবৎ
তেনৈব প্রাহরদ্ বক্ত্রে স মমার ভৃশং হতঃ ॥ ২১
স ভিন্নশৃঙ্গো ভগ্নাস্যো ভগ্নস্কন্ধশ্চ দানবঃ
পপাত রুধিরোদ্গারী সাম্বুধার ইবাম্বুদঃ ॥ ২২
গোবিন্দেন হতং দৃষ্ট্বা দৃপ্তং বৃষভদানবম্
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি তৎকর্মাস্যাভিতুষ্টুবুঃ ॥ ২৩

মহাসুর অরিষ্টাসুর সেখানে আসিয়াই বলপূর্বক গোগণকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিল। সে তখন সেই গোষ্ঠকে বৃষ, বৎস ও শিশু-পুঙ্গব (বলদ শূন্য)-হীন করিয়া দিল। ১১

এই সময় কালের বশীভূত হইয়া সেই দুষ্টাত্মা অসুর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্থিত গোগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিল। ১২

সেই সময় তর্জন-গর্জনকারী এই মহাসুর অরিষ্ট ইন্দ্রের বজ্রের গর্জনযুক্ত আকাশে আচ্ছাদিত মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তখন শ্রীকৃষ্ণ তালি দিয়া শব্দ করিলেন এবং সিংহনাদ করিলেন। ১৩

তারপর ভগবান্ গোবিন্দ সেই বৃষভরূপধারী দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই সেই গোবৃষ অরিষ্ট দুষ্টচিত্তে নিজের পুচ্ছ উত্তোলিত করিল এবং তাহার চক্ষুদ্বয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। ১৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম তালিদানের শব্দে সে রুষ্ট হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধের ইচ্ছায় গর্জন করিতে লাগিল। বৃষরূপধারণ পূর্বক নিজের দিকে সেই দুরাচারী দৈত্যকে আসিতে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেস্থান হইতে অল্পও বিচলিত হইলেন না; বরং পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১৫

সেই বৃষভরূপী দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের উদরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সেই দিকেই নিজের বৃষভাননকেও নিবিষ্ট রাখিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনায় দ্রুতগতিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ১৬

কৃষ্ণ কজ্জলতুল্য শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃষের প্রতি বৃষের ন্যায় বিপক্ষ বৃষের ন্যায় তখন প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি সবেগে নিজের দিকে ধাবিত হইয়া উপস্থিত সেই দুষ্ট দৈত্যকে ধরিয়া ফেলিলেন। ১৭

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত সেইভাবে যুদ্ধে আসক্ত হইলেন, যেরূপ কোনও এক বৃষের সহিত অন্য মহাবৃষ যুদ্ধরত হয়। এই সময় অরিষ্টাসুর শব্দসহকারে নিজের নাসিকা ও মুখ দিয়া ফেন নির্গত করিতে লাগিল। ১৮

শ্রীকৃষ্ণ ও অরিষ্টাসুর উভয়ে সেই যুদ্ধে পরস্পরের দেহকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় ইহারা উভয়ে বর্ষাকালে পরস্পর সংলগ্ন দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৯

এইরূপে তাহার বলকে ক্ষীণ করিয়া দিয়া দর্প চূর্ণ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুই শৃঙ্গে মধ্যভাগে এক চরণ রাখিয়া যেরূপ অর্দ্রবস্ত্রকে (ভিজা কাপড়কে) নিষ্পীড়ন হয়, সেইরূপ অরিষ্টাসুরের কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিয়া নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। ২০

তারপর তাহার দক্ষিণভাগের যমদণ্ডতুল্য শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া তাহারই দ্বারা সেই অসুরের মুখে প্রহার করিলেন। এই প্রহার আঘাতে সে নিহত হইল। ২১

তাহার শৃঙ্গ উৎপাটিত হইল, মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল এবং স্কন্ধ ভগ্ন হইয়াছিল। এই অবস্থায় সেই দানব জলধারাবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় রক্ত উদ্গীরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ২২

স চোপেন্দ্রো বৃষং হত্বা কান্তচন্দ্রে নিশামুখে।
অস্ত্রবিস্পাভনয়নঃ পুনরেব ব্রজাস হ ॥ ২৪
তেঽপি গোবৃত্তয়ঃ সর্বে কৃষ্ণং কমললোচনম্।
উপাসাঞ্চক্রিরে হৃষ্টাঃ সর্বে শক্রমিবামরাঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বৃষভাসুরবধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

এই বৃষভরূপধারী উদ্ধত দানবকে গোবিন্দকর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া সকল প্রাণী সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার সেই কর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ২৩

সেই প্রদোষকালে যখন চন্দ্রের কমনীয় কান্তি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, তখন কমললোচন ভগবান্ উপেন্দ্র গোসুরকে বধ করত পুনরায় রাসক্রীড়ার রত হইলেন ॥ ২৪

গোপগণ যাঁহাদের জীবিকার উপায়, সেই সব গোপেরাও হৃষ্ট হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সেইভাবে উপাসনা করিতে লাগিলেন, যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের আরাধনা করেন ॥ ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বৃষভাসুর অরিষ্টের বধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কংসসমীপস্থা রাত্রৌ যাদবান্ সমানায্য তেষাং সমীপে শ্রীকৃষ্ণস্য বিষ্ণোশ্চ প্রভাববর্ণনম্, বসুদেবস্য হৃদয়ং নিন্দা শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনানেতুং ব্রজে সমনায্যাক্রূরায়াজ্ঞাপনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃষ্ণং ব্রজগতং শ্রুত্বা বর্দ্ধমানমিবানলম্
উদ্বেগবগমৎ কংসঃ শঙ্কমানস্ততো ভয়ম্ ॥ ১
পূতনায়াং হতায়াঞ্চ কালিয়ে চ পরাজিতে
ধেনুকে প্রলয়ে নীতে প্রলম্বে চ নিপাতিতে ॥ ২
বৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে বিফলে শক্রশাসনে।
গোষু ত্রাতাসু চ তথা স্পৃহণীয়েন কর্ম্মণা ॥ ৩
কক্ষুস্থিনি হতেঽরিষ্টে গোপেষু বৃষ্টিতেষু চ।
দুষ্কালনে বিনাশে চ সন্নিকৃষ্টে মহাভয়ে ॥ ৪
কর্ম্মণে বৃক্ষয়োশ্চৈব শকটস্য তথৈব চ।
অচিন্ত্যং কর্ম্ম তচ্ছ্রুত্বা বর্দ্ধমানেষু শক্রষু ॥ ৫
প্রাপ্তারিষ্টমিবাত্মানং মেনে স মথুরেশ্বরঃ।
বিমনাশ্চেন্দ্রিয়ভৃতাত্মা গতাসুপ্রতিমো বভৌ ॥ ৬
ততো জ্ঞাতীন্ সমানায্য পিতরং চোগ্রশাসনঃ।
নিশি স্তিমিতমুক্তায়াং মথুরায়াং জনাধিপঃ ॥ ৭
বসুদেবঞ্চ দেবাভং কৃষ্ণং চাদ্ভুত বাদবম্।
সত্যকং দারুকং চৈব কন্যাবরচমেব চ ॥ ৮

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[কংসের আদেশে, রাত্রিকালে সমস্ত যাদবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণুপ্রভাব বর্ণন, বসুদেবের নিন্দা এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে আনয়ন করিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে যাইবার আজ্ঞাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যাইয়া অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছেন, ইহা শুনিয়া কংস উদ্বেগ প্রাপ্ত হইল; কারণ, তাঁহার নিকট হইতে কংস মৃত্যুর আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিল। ১

পূতনা নিহতা হইয়াছে, কালিয় নাগ পরাজিত হইয়াছে, ধেনুকাসুর কালকবলিত হইয়াছে, প্রলম্বাসুর ভূপাতিত হইয়াছে, গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে উত্তোলিত করিয়াছেন, ইন্দ্রের শাসন নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, তাদৃশ স্পৃহণীয় কর্ম্মের দ্বারা গোধন রক্ষিত হইয়াছে, অত্যদ্ভুত কক্ষুস্থিনিহন্তা অরিষ্টাসুর নিহত হইয়াছে, গোপকুল আনন্দে মগ্ন হইয়াছে, নিজের (বধের) মহাভয়ের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী দেখা যাইতেছে, যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া উদূখল টানিয়া লইয়া যাইবার সময় ভগ্ন হওয়া এবং শকট বিপর্য্যস্ত হওয়া—এই সব অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইয়াছে, শত্রু নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে ও তাহার দ্বারা অচিন্তনীয় কার্য্যসকল সম্পাদিত হইতেছে, এ সমস্ত শ্রবণ করিয়া মথুরাপতি কংস মনে করিতে লাগিল যে, আমার উপর অরিষ্ট (অমঙ্গল) আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয়গণ, দেহ ও মন-বুদ্ধি সবই যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িল এবং সে যেন প্রাণহীন প্রতীত হইতে লাগিল। ২-৬

অনন্তর উগ্রশাসক রাজা কংস রাত্রির নীরব ও নিস্তব্ধ সময়ে মথুরা পুরীতে নিজে জ্ঞাতি-বন্ধুগণকে ও পিতা উগ্রসেনকে আহ্বান করিয়া আনাইল। ৭

দেবতুল্য তেজস্বী বসুদেব, বন্ধুকুলনন্দন রুক্ষ, সত্যক, দারুক, কন্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,ভোজ,বৈতরণ,মহাবল বিকল্প, বর্দ্ধন ভগদত্ত,

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

নামই একমাত্র গতি। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের হাত হতে নাম ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করতে পারে না। যখন তুই তমোগুণে থাকবি আলস্য, তন্দ্রা ভ্রম তোকে অভিভূত করে রাখবে, তখন তুই নাম করলে তমোগুণকে জয় করে ধ্যান-লাভে সমর্থ হবি। যখন তুই রজোগুণে থাকবি—বিক্ষেপ লোক চেষ্টা, ভোগ, আরোগ, যশঃ প্রভৃতি তোকে গ্রাস করবে, তখন তুই নাম করিস রজোগুণ কেটে যাবে—তুই মানস পূজার অধিকার পাবি। যখন তুই শুদ্ধাচরণ জপ, পূজা, পাঠরূপ সত্ত্বগুণে থাকবি সে সময়েও নাম করবি গুণাতীত হয়ে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভে কৃতার্থ হবি।

এই যে তুই একভাবে থাকতে পারিস না, শত চঞ্চলতা তোকে আকুল করে, এ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষ। আমার নাম কর, সে কর্ম্মদোষ থাকবে না। ইহ জন্মকৃত তোর যে কুকর্ম্ম আছে সে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যাবে তুই কেবল আমার নাম কর—ইহ জন্ম জয় করতে পারবি—সর্ব্বদা আমার নাম লয়ে থাকলে আগামী জন্ম আর হবে না। আমার নাম করলে তিন জন্ম জয় করতে পারবি।

—•—

Regd. No. WB/NC-57

FALGUN
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—4
Feb.—Mar. 1976

2 5 JUL 1977

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

'মাভৈঃ কীর্ত্তে কথ কল্পকোটিশতৈরপি'. এ কথা শুনে ভয় হতাশ হোস্ না। তোর কোটি জন্মের সঞ্চিত এবং বর্ত্তমান জন্মের ক্রিয়মান ও আগামী জন্মের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করে দিব। নাম, আমার নাম, কেবল আমার নাম

তুই কেবল নাম করলে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তীকে অতিক্রম করে পরায় চিরস্থিতি লাভ করতে পারবি। বিশ্বের আদি-স্পন্দন 'প্রণব'। এই প্রণবই আমার প্রিয় নাম। সুষুম্না পথে প্রণব ধ্বনি উত্থিত হয় না। অ উ ম এই অক্ষরত্রয় গঠিত প্রণবে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন ভাবই আছে এই সৃষ্টি স্থিতি-লয় আমার তটস্থ লক্ষণ।

রামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস. মহামিলন ষ্ট্রী. পি. ডব্লিউ ডি রোড. কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

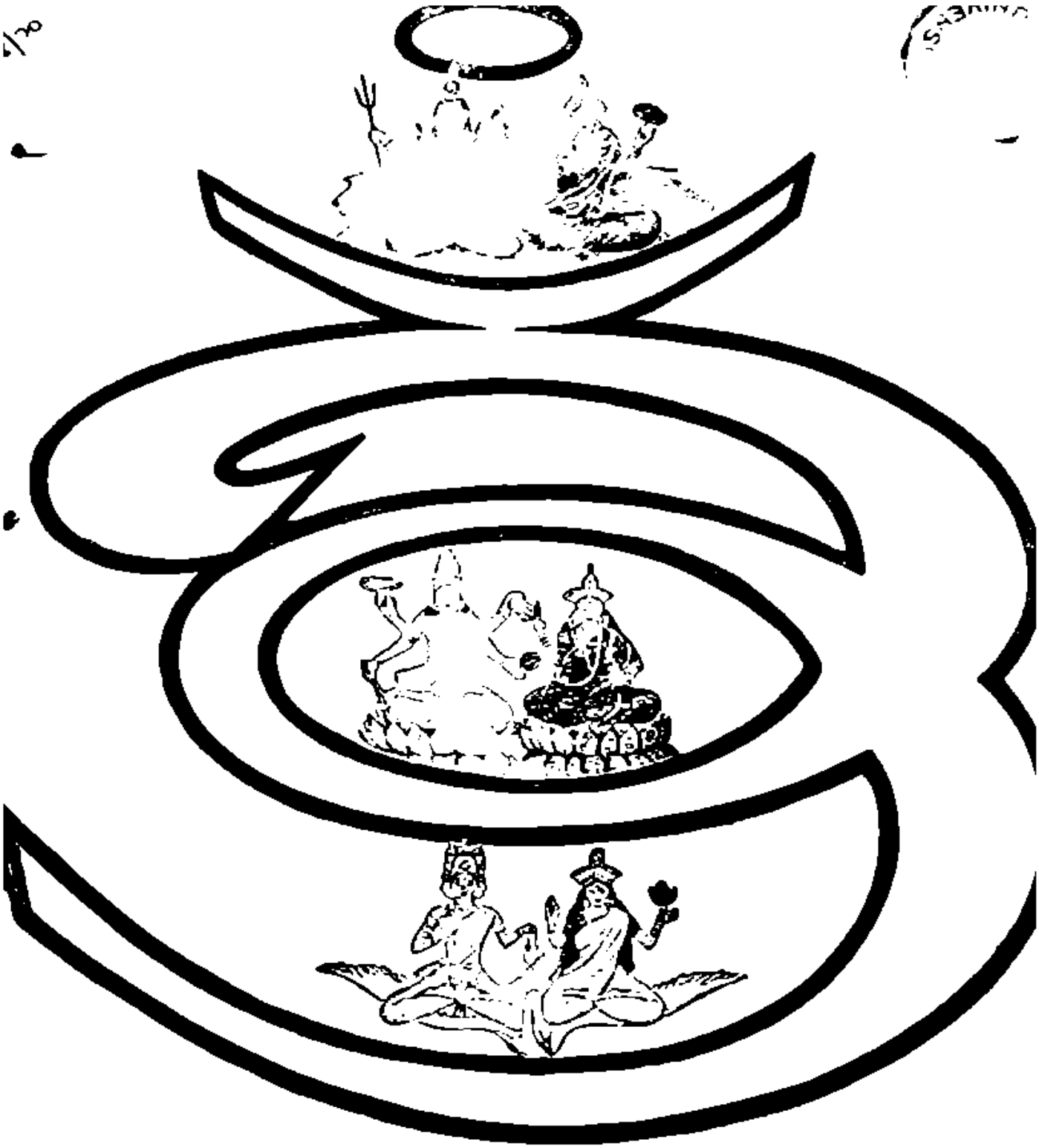

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শিষ্য গুরুকে শিব মনে করিয়া সাধনা করে, কাজে কাজেই তাহার সিদ্ধলাভ হইয়া থাকে। "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।" তৈলঙ্গস্বামী বলিয়াছেন—সৎ শিষ্য না হইলে সদ্‌গুরু কখনও পাওয়া যায় না। যেমন শিষ্য তেমনই গুরু সকলের ঠিক তাহাই মিলিবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয় দীক্ষা, মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাঁচা হইলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

[২]

প্রেমী ভক্তের জগৎ আনন্দময় হইয়া যায়। সেই আনন্দ-সাগরে জলবিন্দুর মত তিনি সতত আনন্দে ক্রীড়া করেন। উর্দ্ধে-অধে, সম্মুখে-পশ্চাতে যে দিকে দেখেন সেই দিকেই হৃদয়রমণের সত্তা উপলব্ধি হয়, তদিতর আর কিছু দেখিতে পান না। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ তিনি: ভূ. ভূঃ স্বঃ, সমুদ্র তিনি, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য-বিদ্যুৎ তিনি; প্রাণ চক্ষু মন শ্রোত্র তিনি। প্রেমীভক্ত আত্মময় ইষ্টদেবতার মধ্যেই হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া বেড়ান।

ভক্তের চতুর্দ্দিকে আনন্দের উচ্চ প্রাচীর উঠে। শুধু আনন্দ—কেবল আনন্দ। পরমানন্দময় প্রাণরমণকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমানন্দময় হইয়া যান। কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন বা জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন।

১৪শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৮২ (দশম সংখ্যা —মদনভঞ্জিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মূল-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম. এ, ডি. লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ভত্ত্বাবিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(ভক্তগণ সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকার :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় : —মহামিলন মঠ ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৫৫ ফোন : ৫৮-২৭৩১)

সিটি —৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭২ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১৭৫ ন. প:। অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ১ ৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র ৭।২, পিব্রিডি, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্ষশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লুউ, ডি, রোড, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লুউ ডি, রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্রলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ, ডি রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—২৭··
২। শ্রীবাল্মিকীরামায়ণ— ৪০··
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯··
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬··

ভোজঃ বৈতরণঃ চৈব বিকল্পশ্চ মহাবলম
ভরদ্বাজঞ্চ ধর্মজ্ঞং বিপৃথুঞ্চ পৃথুশ্রিয়ম্ ॥ ৯
বভ্রুং দানপতিং চৈব কৃতবর্মাণমেব চ।
দুরিতেজমনক্ষোভ্যং দুরিশ্রবসমেব চ ॥ ১০
এতান্ স যাদবান্ সর্বানাভাষ্য শ্রূয়তেতি চ।
উগ্রসেনসুতো রাজা প্রোবাচ মধুরেশ্বরঃ ॥ ১১
ভবন্তঃ সর্বকার্যাজ্ঞা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতাঃ
ন্যায়বৃত্তাস্তকুশলাস্ত্রিবর্গস্য প্রবর্তকাঃ ॥ ১২
কর্তব্যানাঞ্চ কর্তারো লোকস্য বিবুধোপমাঃ।
তস্থিবাংসো মহাবৃত্তে নিষ্কম্পা ইব পর্বতাঃ ॥ ১৩
অদস্যবৃত্তয়ঃ সর্বে সর্বে গুরুকুলোষিতাঃ।
রাজন্যবৃত্তয়ঃ সর্বে সর্বে ধনুষি পারগাঃ ॥ ১৪
যশঃপ্রদীপা লোকানাং বেদার্থানাং বিবক্ষবঃ।
আশ্রমাণাং নিসর্গজ্ঞা বর্ণানাং ক্রমপারগাঃ ॥ ১৫
প্রবক্তারঃ শুনিয়তাং নেতারো নয়দর্শিনাম্।
নেতারঃ পররাষ্ট্রাণাং ত্রাতারঃ শরণার্থিনাম্ ॥ ১৬
এবমুক্তচরিত্রৈঃ শ্রীমদ্ভিরুদিতোদিতৈঃ
গৌরপাসুগৃহীতা স্যাদ্ ভবদ্ভিঃ কিং পুনর্মহী ॥ ১৭
অগ্নীনামিব বো বৃত্তঃ প্রভাবো মরুতামিব।
রুদ্রাণামিব বঃ ক্রোধো দীপ্তিরঙ্গিরসামিব ॥ ১৮
ব্যাবর্তনানং সুমহদ্ ভবদ্ভিঃ খ্যাতকীর্তিভিঃ।
ধৃতং যদুকুলং বীরৈর্ভূতলং পর্বতৈরিব ॥ ১৯
এবং ভবৎসু বৃত্তেষু মম চিন্তানুবর্তিষু
বর্দ্ধমানো মমানর্থো ভবদ্ভিঃ কিমুপেক্ষিতঃ ॥ ২০
অয়ং কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো নন্দগোপসুতো ব্রজে।
বর্দ্ধমান ইবাম্ভোধির্মূলং নঃ পরিকৃন্ততি ॥ ২১
অনমাত্যস্য শূন্যস্য চারন্ধ্রস্য নৃপৈব তু।
কারণাদ্রন্দগোপস্য স সুতো গোপিতো গৃহে ॥ ২২

অতুল রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন বিপৃথু, দানপতি বভ্রু (অক্রূর), কৃতবর্মা, অক্ষোভ্য দুরিতেজা ও দুরিশ্রবা—এই সব যাদবগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সকলকে সম্বোধন করত মথুরাপতি উগ্রসেনপুত্র রাজা কংস বলিল—আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ৮-১১

আপনারা সমস্ত কার্যবিষয়ে অভিজ্ঞ, সকল বেদের পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্, ন্যায়োচিত ব্যবহারে কুশল, ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রবর্তক, কর্তব্যসমূহের পালক, জগতের পক্ষে (কিংবা সকল মানুষের পক্ষে) দেবতাদিগের ন্যায় মাননীয়, মহত্পূর্ণ আচার-বিচারে দৃঢ়তাপূর্বক স্থিরভাবে অবস্থানকারী এবং পর্বতসদৃশ অবিচল। ১১-১৩

আপনারা সকলে পাষণ্ডগণের নিন্দিত বৃত্তি সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন, সকলে গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সকলে রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া সযত্নে রক্ষা করেন এবং সকলে ধনুর্বেদে পারঙ্গত মহাধনুর্দ্ধর। ১৪

আপনাদের যশরূপী প্রদীপ সম্পূর্ণ জগৎকে আলোকিত করিতেছে। আপনারা বেদের তাৎপর্য অভিলাষন করিতে সমর্থ। সকল আশ্রমের যে সব স্বাভাবিক কর্ম, তৎ সমস্তই আপনারা জানেন এবং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের যে ক্রমিক ধর্ম, তাহারও আপনারা পারঙ্গত বিদ্বান্। ১৫

আপনারা উত্তম বিধিসমূহের বক্তা, নীতিজ্ঞ পুরুষগণেরও নেতা, শত্রুরাষ্ট্রসমূহের গুপ্ত রহস্যভেদকারী এবং শরণার্থী দিগের পরিত্রাতা। ১৬

আপনাদের সদাচারে কোনরূপ ত্রুটি নাই। আপনারা শ্রীসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের আলোচনার সময় বারংবার আপনাদের নাম উল্লিখিত হয়। আপনাদের দ্বারা স্বর্গলোকও অনুগৃহীত হইয়া থাকে, সে স্থলে এ পৃথিবীর কথা আর কি বলিবার আছে? ১৭

আপনাদের আচার-ব্যবহার অগ্নিগণের ন্যায়, প্রভাব মরুদ্গণের ন্যায়, ক্রোধ রুদ্রসকলের সদৃশ এবং তেজ বা দীপ্তি অঙ্গিরসকলের তুল্য। ১৮

এই মহান্ যদুকুল যখন নিজের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তখন প্রখ্যাত কীর্তিমান্ আপনাদের ন্যায় বীরগণই তাহাকে পুনরায় স্বীয় মর্যাদায় স্থাপিত করিয়া পর্বতসমূহের দ্বারা ভূতলের দৃঢ়তাসহকারে ধারণের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন। ১৯

আপনারা সকলেই এরূপ সুযোগ্য পুরুষ এবং সর্বদা আমার মনের অনুকূল আচরণ করেন; কিন্তু এই সময় আপনারা বিদ্যমান থাকিতেই আমার (অনর্থ সদৃশ) বর্দ্ধিত হইতেছে, অথচ জানি না, আপনারা তাহা কেন উপেক্ষা করিয়াছেন। ২০

ব্রজে এই কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত নন্দগোপের যে পুত্র আছে, সে সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া আমার মূল ছেদন করিতেছে। ২১

আমার নিকট কোনও সুযোগ্য মন্ত্রী নাই, আমি আজ নৃপ এবং গুপ্তচররূপী নয়ন না থাকায় আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি।

উপেক্ষিত ইব ব্যাধিঃ পূর্যমাণ ইবার্ণবঃ।
নদন্নেব ইবোকান্তে স দুরাত্মা বিবর্দ্ধতে ॥ ২৩
তস্য নাহং গতিং জ্ঞানে ন যোগং ন পরাক্রমম্।
নন্দগোপস্য ভবনে জাতস্যাদ্ভুতকর্মণঃ ॥ ২৪
কিং তদ্ভূতং সমুদ্ভূতং দেবাপত্যং ন বিদ্মহে।
অতিদেবৈরমানুষৈঃ কর্মভিঃ যোঽনুমীয়তে ॥ ২৫
পূতনা শকুনী ঘ লো শিশুনোস্তানশায়িনা।
স্তনপানেপ্সুনা পীতা প্রাণৈঃ সহ দুরাসদা ॥ ২৬
যমুনায়া হ্রদে নাগঃ কালিয়ো দমিতস্তথা।
রসাতলচরো নীতঃ ক্ষণেনাদর্শনং হ্রদাৎ ॥ ২৭
নন্দগোপসুতো যোগং কৃত্বা স পুনরুত্থিতঃ।
বেণুকস্তালশিখরাৎ পাতিতো জীবিতং বিনা ॥ ২৮
প্রলম্বং যং যুধে দেবা ন শেকুরতিবর্ত্তিতুম্।
বালেন মুষ্টিনৈকেন স হতঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ২৯
বাসবস্যোৎসবং ভঙ্ক্ত্বা বর্ষং বাসবরোষকৃৎ।
নিক্ষিপ্তো গোগৃহার্থায় ধৃতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৩০
হতস্ত্বরিষ্টো বলবান্নিঃশৃঙ্গশ্চ কৃতো ব্রজে।
অবালো বালমাস্থায় রমতে শিশুলীলয়া ॥ ৩১
প্রবন্ধঃ কর্মণামেষং তস্য গোব্রজবাসিনঃ।
সন্নিকৃষ্টং ভয়ঞ্চৈব কেশিনো মম চ ধ্রুবম্ ॥ ৩২
দৃতপূর্বশ্চ মে মৃত্যুঃ সততং পূর্বদৈহিকঃ।
বুদ্ধ্যাকাঙ্ক্ষী চ স যথা তিষ্ঠতীহ মমাগ্রতঃ ॥ ৩৩
ক চ গোপত্বমশুভং মানুষ্যং মৃত্যুদুর্বলম্।
ক চ দেবপ্রভাবেণ ক্রীড়িতব্যং ব্রজে ময় ॥ ৩৪
অহো নীচেন বপুষা জ্ঞাদয়িত্বাত্মনো বপুঃ।
কোঽপ্যেষ রমতে দেবঃ শ্মশানস্থ ইবানলঃ ॥ ৩৫

আমার এই দোষের জন্যই নন্দগোপের এই পুত্র নিজ গৃহে সুরক্ষিত রহিয়াছে। ২২

সেই দুরাত্মা কৃষ্ণ উপেক্ষিত রোগ এবং গ্রীষ্মদগ্ধে বর্ষাকালে নিরন্তর জলের দ্বারা পূর্ণ গর্জনরত মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতেছে। ২৩

নন্দের গৃহে উৎপন্ন সেই অদ্ভুতকর্মা বালকের আশ্রয় কি? তাহা আমি জানি না। তাহাকে বশ করিবার উপায়ই বা কি, ইহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না এবং তাহার কিরূপ পরাক্রম আছে, তাহাও আমি জানি না। ২৪

জানি না, কোন্ কৃত এই বালকের রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। সে কোন্ দেবতার সন্তান, ইহাও আমি জানি না। তাহার যে কর্ম, উহাও দেবতা ও মনুষ্যগণের পক্ষে অসাধ্য। তাহার কর্মসমূহের দ্বারাই ইহা অনুমান করা যায় যে, সে দেবগণ অপেক্ষাও শক্তিশালী। ২৫

পূতনা নামে পক্ষিণী এক দুর্জয় রাক্ষসী ছিল। সে যখন ইহাকে বাল্যকালে দুগ্ধ পান করাইতে ছিল, সে তখন শয্যায় উত্তানভাবে শয়নকারী শিশুমাত্র ছিল, কিন্তু সে যখন তাহার দুগ্ধ পান করিবার ইচ্ছায় তাহার স্তনে মুখ সংযোগ করিল, সেই সময় সে পূতনার প্রাণসহ তাহাকে পান করিয়া ফেলিল। ২৬

যমুনার হ্রদে যে কালিয় বাস করিতেছিল, তাহাকেও সে দমন করিয়াছে এবং ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাকে হ্রদ হইতে অদৃশ্য করিয়া দিয়া রসাতলচারী করিয়াছে। ২৭

সেই নাগকে চলিয়া যাইবার উচিত উপায় স্থির করিয়া নন্দগোপের এই পুত্র পুনরায় জল হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। বেণুকাসুরকে তালের শিখর হইতে পাতিত করিয়া তাহাকে প্রাণহীন করিয়া দিয়াছে। ২৮

যুদ্ধে দেবগণও যে প্রলম্বাসুরকে অতিক্রম করিতে কিংবা পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, তাহাকে এই বালক কেবল এক মুষ্টির আঘাতেই সাধারণ মানুষের ন্যায় বধ করিয়াছে। ২৯

ইন্দ্রের উৎসবকে ভঙ্গ (বন্ধ) করিয়া তাঁহার রোষে উৎপন্ন প্রবল জলবর্ষণকেও সে ভঙ্গ করিয়া গোগণের জন্য সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে নিজের হাতে ধারণ করিয়াছিল। ৩০

ব্রজে বলবান্ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছে এবং তাহার মুখ উৎপাটিত করিয়াছে। বাস্তবে কিন্তু সে বালক নয়, কেবল বাল্যাবস্থার আশ্রয় লইয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতেছে। ৩১

গোব্রজে বাসকারী এই বালকের যে এরূপ কর্মপরম্পরা বর্ণিতেছি, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে, অতঃপর আমার উপর ও কেশীর উপরও নিশ্চয়ই ভয় উপস্থিত হইবে এবং এই ভয় অতি নিকটেই, দূরে নহে। ৩২

পূর্বজন্মে এই দেহের জন্য যে দূতপূর্ব মৃত্যু ছিল, সে-ই এ সময়েও যুদ্ধ কামনা করিয়া সর্বদা আমার সম্মুখে বর্তমান রহিয়াছে। ৩৩

কোথায় অশুভ গোপত্ব ও মনুষ্যের দুর্বলতাবাহী এই মানব শরীর এবং কোথায় আমার ব্রজে থাকিয়া তাহার দেবতুল্য প্রভাবে ক্রীড়া করা। ৩৪

অহো! কিরূপ আশ্চর্যের কথা, এই কোনও দেবতা নিজের

শ্রূয়তে হি পুরা বিষ্ণুঃ সুরার্থাং কারণান্তরে।
বামনেন তু রূপেণ জহার পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৬
কৃত্বা কেশরিণো রূপং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
হতো হিরণ্যকশিপুর্দানবানাং পিতামহঃ ॥ ৩৭
অচিন্ত্যরূপমাস্থায় শ্বেতশৈলস্য মূর্দ্ধনি।
তপসা চ্যাবিতা দৈত্যাঃ পুরা তৎত্রিপুরং স্মৃতা ॥ ৩৮
চালিতো গুরুপুত্রেণ ভার্গবোঽঙ্গিরসেন বৈ
প্রবিশ্য পার্থিবীং মায়ামনাবৃষ্টিং চকার হ ॥ ৩৯
অনন্তঃ শাশ্বতো দেবঃ সহস্রশিরসোঽব্যয়ঃ।
বারাহং রূপমাস্থায় প্রোজ্জহারার্ণবাম্ভসঃ ॥ ৪০
অমৃতে নির্ম্মিতে পূর্বং বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ মুগ্ধং চক্রে সুদারুণম্ ॥ ৪১
অমৃতার্থে পুরা চাপি দেব-দৈত্যসমাগমে।
মথ্যমানে মন্দরঃ বিষ্ণুরকূপার ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৪২
বপুর্বামনমাস্থায় নিম্নলীয়ঃ পুরা বলেঃ
ত্রিভিঃ ক্রমৈস্তু ত্রীল্লোকান্ জহার ত্রিদিবং নরম্ ॥ ৪৩
চতুর্থো তেজসো ভাগঃ কৃত্বা দাশরথে গৃহে
স এব রামসংজ্ঞো বৈ রাবণঃ রাক্ষসান্তকৃৎ ॥ ৪৪
এবমেষ নিকৃত্যা বৈ তত্তত্রূপমুপাগতঃ।
সাধয়ত্যা স্থনঃ কার্যাং সুরাণামর্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫
তথৈষ নূনং বিষ্ণুর্বা শক্রো বা মরুতাং পতিঃ
মৎসাধনেচ্ছয়া প্রাপ্তো নারদো মাং প্রবুদ্ধবান ॥ ৪৬
অত্র মে লক্ষতে বুদ্ধির্বসুদেবং প্রতি ধ্রুবা।
অস্য বুদ্ধিবিশেষেণ বয়ং কাতরতাং গতাঃ ॥ ৪৭
অহং হি ষষ্ঠ্যাঞ্চবনে নারদেন সমাগতঃ
দ্বিতীয়ং স হি মাং বিপ্র পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৪৮

ধরণীকে নীচ গোপবেশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অদৃশ্যভাবে অগ্নির ন্যায় এখানে সানন্দে বিচরণ করিতেছে। ৩৫

শুনা যায়, পুরাকালে বিষ্ণু দেবগণের কার্য্যসাধনের জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির নিকট হইতে এই পৃথিবীকে অপহরণ করিয়াছিলেন। ৩৬

সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুই নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া দানবগণের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। ৩৭

এইরূপ পুরাকালে তপঃ (তপস্বী বা বিষ্ণু) অচিন্তনীয় রূপ অবলম্বন করিয়া শ্বেতপর্ব্বতের শিখরে অবস্থান করত ত্রিপুরকে নাশপূর্বক দৈত্যগণকে দেবস্থান হইতে চ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৮

বৃহস্পতির পুত্র কচ দারুণী মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রাচার্য্যকে নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই দৈত্যলোকে অনাবৃষ্টি উৎপন্ন করিয়াছিলেন। (এই

---

* যেরূপ দারুণী (বা ক্রূর) পুনঃ পুনঃ মরিয়া আবার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কচও দৈত্যগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিহত হইয়াও পুনরায় জীবিত হইতেন। ইহাই হইল তাঁহার দারুণী মায়ায় প্রবেশ। একবার দানবগণ কচকে বধ করিয়া কৌশলে শুক্রাচার্য্যের উদরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তখন তাঁহার জীবন-রক্ষার বিষয় হইয়া 'কাহাকেও সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিব না' শুক্রাচার্য্যকে নিজের এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রভাবে কচ শুক্র শুক্রাচার্য্যের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসেন এবং পুনরায় তাহাকে জীবিত করিয়া দেন। দৈত্যগণ কচকে বধ করিয়া যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল, তাহারই পাপে তাহাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়।

অনাবৃষ্টির ফলে দৈত্যগণের প্রভূত হানি হইয়া ছিল। এই কচও বিষ্ণুরই বিভূতি ছিলেন। ৩৯

এই বিষ্ণু অনন্ত, সনাতন দেব, সহস্র মস্তকবিভূষিত ও অবিনাশী। তিনি বরাহরূপ ধারণ করত এই পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৪০

পুরাকালে যখন অমৃত উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন বিষ্ণুই মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করাইয়াছিলেন। ৪১

অমৃতের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রযত্ন করিবার উদ্দেশে যখন দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সময় এই শ্রীবিষ্ণুই কচ্ছপরূপ ধারণ করত সমুদ্রের মধ্যে মন্দরপর্ব্বতকে নিজের পৃষ্ঠের উপর ধারণ করিয়াছিলেন—ইহা শুনা যায়। ৪২

ইনিই পুরাকালে অভিনন্দনীয় বামনরূপ ধারণ করত তিন পদের তিন লোককে মাপ করিয়া বলির নিকট হইতে স্বর্গলোকের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। ৪৩

ইনিই রাজা দশরথের গৃহে নীয় তেজকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 'রাম' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই রামই রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। ৪৪

এইভাবে এই বিষ্ণু নানা ছলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করত দেবতাদিগের মনোরথ সিদ্ধির জন্য নিজের কার্য্য সম্পন্ন করেন। ৪৫

অতএব এই কৃষ্ণ নিশ্চয়ই বিষ্ণু অথবা দেবরাজ ইন্দ্র। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যিনিই হউন, তিনিই বর্ত্তমানে আমাকে

যত্নয়া হি কৃতো যত্নঃ কংস গর্ভকৃতে মহান্
বসুদেবেন তে রাত্রৌ তৎকর্ম্ম বিফলীকৃতম্ ॥ ৪৯
দারিকা যা ত্বয়া রাত্রৌ শিলায়াং কংস পাতিতা।
তাং যশোদা সুতাং বিদ্ধি কৃষ্ণঞ্চ বসুদেবজম্ ॥ ৫০
রাত্রৌ ব্যাবর্ত্তিতাবেতৌ গর্ভৌ তব বধায় বৈ
বসুদেবেন সঙ্কায় মিত্ররূপেণ শত্রুণা ॥ ৫১
সা তু কন্যা যশোদায়া বিন্ধ্যো পর্ব্বতমস্তকে।
হত্বা শুম্ভ-নিশুম্ভৌ দ্বৌ দানবৌ নগচারিণৌ ॥ ৫২
কৃতাভিষেকা বরদা ভূতসঙ্ঘনিষেবিতা।
অর্চ্চ্যতে দস্যুভির্ঘোরৈর্নগাবলিপশুপ্রিয়া ॥ ৫৩
সুরা-পিশিতপূর্ণাভ্যাং কুম্ভাভ্যামুপশোভিতা
মযূরাঙ্গরুচিত্রৈশ্চ বর্হভারৈর্বিভূষিতা ॥ ৫৪
সপ্তকুক্কুটসন্নাদং বনং বাহনবাদিতম্
মৃগসঙ্ঘৈশ্চ সম্পূর্ণমবিরুদ্ধৈশ্চ পক্ষিভিঃ ॥ ৫৫
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং নাদেন প্রতিনাদিতম্।
বৃক্ষগুল্মৌষধিনিবিড়ং কান্তারৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ৫৬
দিব্যাভূঙ্গারচমরৈরাদর্শৈরুপশোভিতম্।
দেবতূর্য্যনিনাদৈশ্চ সততঃ প্রতিনাদিতম্ ॥ ৫৭
স্থানং তস্যা নগে বিন্ধ্যে নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
রিপূণাং ত্রাসজননী নিত্যং তত্র মনোরমে ॥ ৫৮
বসতে পরমপ্রীতা দৈবতৈরপি পূজিতা।
সম্ভূয় নন্দগোপস্য কৃষ্ণ ইত্যুচ্যতে সুতঃ ॥ ৫৯
অত্র মে নারদঃ প্রাহ সুমহৎকর্ম্মকারণম্।
দ্বিতীয়ো বসুদেবাদ্ বৈ বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥ ৬০

বধ করিবার ইচ্ছায় ব্রজভূমিতে আসিয়াছেন, যে কথা নারদ আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছেন। ৪৮

এই বিষয়ে আমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই বসুদেবের প্রতি সন্দেহ করিতেছে। এই বসুদেবের বিশিষ্ট বুদ্ধির কার্য্যই আমরা সকলে কাতর হইয়া উঠিয়াছি। ৪৯

আমি যখন ষষ্ঠ জন্মে দ্বিতীয় বার নারদের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৫৮

কংস! তুমি যে দেবকীর গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবার জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলে, তোমার সেই কর্ম্মকে রাত্রিকালে বসুদেব নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে। ৫১

কংস! তুমি রাত্রিকালে যে কন্যাকে বধ করিবার উদ্দেশে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহাকে যশোদার কন্যা বলিয়া জানিবে এবং যশোদার গৃহে যে কৃষ্ণ আছেন, তিনিই বসুদেবের ও দেবকীর পুত্র। ৫০

তোমার মিত্ররূপধারী শত্রু বসুদেব রাত্রিকালে ছল পূর্ব্বক তোমার বধের জন্য এই দুই শিশুকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। ৫১

যশোদার সেই কন্যা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতেছেন। সেখানে এই পর্ব্বতের উপর বিচরণকারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামক যে দুই দানব ছিল, তাহাদের বধ করিয়া এই দেবী সেখানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ৫২

প্রাণিবর্গের দ্বারা সেবিতা এই দেবী উপাসকগণকে অভীষ্ট দান করেন। বহুতর পূজাদ্রব্যই ও পশু ইহার প্রিয়। সেখানে ভয়ানক দস্যুগণ এই দেবীর অভিষেক করিয়া পূজা করিতেছে। ৫৩

তিনি সুরা ও মাংস-পূর্ণ দুই কুম্ভের দ্বারা সুশোভিতা আছেন। ময়ূর-পক্ষ নির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ও ময়ূর-পক্ষ নির্ম্মিত অন্যান্য আভরণই এই দেবীর অলঙ্কার। ৫৪

সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিশ্চেষ্টই তেজে নির্ম্মিত স্থান এক সুন্দর বন আছে। যেখানে সপ্ত কুক্কুট (মোরগ)-গণ সতত কলনাদ করে, বায়সেরা (কাকেরা) কা কা শব্দ করে, বহু মৃগদল সর্ব্বত্র বিচরণ করে, মনের অনুকূল পক্ষীদের দ্বারা সেখান পরিপূর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণের গর্জ্জনের ধ্বনিতে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বৃক্ষসকলের ঝাড়ে এই স্থান গম্ভীর ও গহন হইয়া রহিয়াছে, গুল্ম স্থানসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে পরিবৃত আছে, দিব্য ভৃঙ্গার (পাত্র), চামর ও দর্পণ দেবীর এই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে এবং সতত দেববাদ্যসমূহের ধ্বনিতে এই স্থান মুখরিত আছে। শত্রুগণের ভয়প্রদা এই দেবী সর্ব্বদা সেই মনোরম বনে অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত বাস করিতেছেন। সেখানে দেবগণও এই দেবীর পূজা করেন। ৫৫-৫৮।

এই কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ ও নন্দগোপের পুত্র বলিয়া যিনি কথিত হন, তাঁহার বিষয়ে নারদ আমাকে বলিয়াছেন,—ব্রজে যে পূতনাবধাদি মহত্তম কার্য্যসকল সংঘটিত হইয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ হইলেন—এই কৃষ্ণ। বসুদেব হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এই দ্বিতীয় পুত্র বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। তিনিই তোমার সহজ মৃত্যু ও বান্ধব হইবেন। ৫৯-৬০।

স হি তে সহজো মৃত্যুর্বান্ধবশ্চ ভবিষ্যতি।
স এব বাসুদেবো বৈ বসুদেবসুতো বলী
বান্ধবো ধর্ষতো মহ্যং হৃদয়েনান্তকো রিপুঃ ॥ ৬১
যথা হি বায়সো মূর্ধ্নি পদ্ভ্যাং যস্যাবতিষ্ঠতি
নেত্রে তুদতি তস্যৈব বক্ত্রেণামিষগৃদ্ধিনা ॥ ৬২
বসুদেবস্তথৈবায়ং সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবঃ
ছিনত্তি মম মূলানি ভুঙ্‌ক্তে চ মম পার্শ্বতঃ ॥ ৬৩
ভ্রূণহত্যাপি সন্তার্যা গোবধঃ স্ত্রীবধোঽপি বা
ন কৃতঘ্নস্য লোকোঽস্তি বান্ধবস্য বিশেষতঃ ॥ ৬৪
পতিতানুগতঃ মার্গং নিত্যব্রতাচিরেণ সঃ।
যঃ কৃতঘ্নোঽনুবন্ধেন প্রীতিং বহতি দারুণাম্ ॥ ৬৫
নরকাধ্যুষিতঃ পন্থা গন্তব্যস্তেন দারুণঃ
অপাপে পাপসঙ্কল্পো যঃ পাপমনুতিষ্ঠতি ॥ ৬৬
অহং বা স্বজনশ্লাঘ্যঃ স বা শ্লাঘ্যতরঃ সুতঃ
নিয়মৈর্গুণযুক্তেন ত্বয়া বান্ধবকাম্যয়া ॥ ৬৭

হস্তিনাং কলহে ঘোরে বধ্যন্তিচ্ছন্তি বীরুধঃ
মুচ্যন্তাপরণে তে তু মহাশ্রুতি মহাবনে ॥ ৬৮
বান্ধবানামপি তথা ভেদকালে সমুত্থিতে।
বধ্যতে সোঽন্তরপ্রেপ্সুঃ স্বজনো যদি বেতরঃ ॥ ৬৯
কালস্ত্বং হি বিনাশায় মম পুষ্টো বিজানতা
বসুদেব কুলস্যাস্য যদ্বিরোধায় ভূশম্ ॥ ৭০
অনর্থী বৈরশীলশ্চ সদা পাপমতিঃ শঠঃ
স্থানে যদ্‌কুলঃ মূঢ় শোচনীয়ঃ কৃতো ত্বয়া ॥ ৭১
বসুদেব বৃথা বৃদ্ধ যন্ময়া ত্বৎপুরস্কৃতঃ
শ্বেতেন শিরসা বৃদ্ধো নৈব বৃদ্ধতরো নৃণাম্ ॥ ৭২
যস্য বুদ্ধিঃ পরিগতা স বৈ বৃদ্ধতরো নৃণাম্ ॥
(ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ)
যুবা কর্কশশীলশ্চ বৃদ্ধো চ ন বহুশ্রুতঃ
কেবলং বয়সা বৃদ্ধো যথা শরদি তোয়দঃ ॥ ৭৩

বসুদেবের এই স্বজনরূপ পুত্র বাসুদেবই ঘটতঃ আমার বান্ধব; কিন্তু হৃদয়ে আমার বিনাশকারী শত্রু। ৬১

যেরূপ কাক যাহার মস্তকে নিজের দুই পদের দ্বারা অবস্থান করে, তাহারই দুই নয়নে নিজের তীক্ষ্ণলোলুপ দুই চঞ্চুর দ্বারা পীড়াদান করে, সেইরূপ এই বসুদেবও নিজের পুত্র ও জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত আমারই পার্শ্বে থাকিয়া অর্থাৎ আমারই ভোজন করে এবং আমারই মূল ছেদন করে। ৬২-৬৩

ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে, গো-বধ অথবা স্ত্রী-বধ পাপ হইতেও প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে কৃতঘ্ন, বিশেষতঃ নিজের বান্ধবের প্রতি কৃতঘ্নতা করে, তাহার কোনও লোকই নাই অর্থাৎ তাহার আর উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। ৬৪

যে ব্যক্তি অন্তরে অন্তরে কৃতঘ্ন থাকিয়া নিজের কার্য নিষ্পাদনের জন্য উপরে উপরে নিদারুণ প্রীতির ভার বহন করে, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই পতিতগণের পথকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৬৫

যে ব্যক্তি নিষ্পাপ মানুষের প্রতি নিজের হৃদয়ে পরিপূর্ণ পাপ লইয়া পাপই আচরণ করে, তাহাকে নরকের ভয়ঙ্কর পথে গমন করিতে হয়। ৬৬

নিজের গুণ ও আচার—এই সব লক্ষ্য রাখিয়া তোমার কোনও ব্যক্তিকে মিত্র করিবার বাসনা করা উচিত। এখন বল, তুমি স্বজন আমাকে শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে কর অথবা নিজের সেই পুত্রকে আমা অপেক্ষাও অধিক শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে কর? ৬৭

হস্তীদের মধ্যে যদি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে লতাগাছা তৃণ সহই নষ্ট হইয়া যায়, তারপর যুদ্ধ শেষ হইলে হস্তীরা মহাবনে এক সঙ্গে আবার যে যেরূপ ছাড়িয়া ছড়িয়া চরে সেইরূপ বন্ধুগণের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইলে পর যে ব্যক্তি ছিদ্র অন্বেষণ করে, সে-ই নষ্ট হয়, তাহাতে সে স্বজনই হউক বা অন্য কেহই হউক। ৬৮-৬৯

বসুদেব! তুমি এই কুলের কাল। আমি নিজের বিনাশের জন্যই তোমাকে জানিয়া বুঝিয়া পালন-পোষণ করিয়াছি, তথাপি তুমি আমার সহিত গুরুতর বিরোধ বর্ধিত করিতেছ। ৭০

মূঢ়! তুমি অমর্ষশীল (অসহিষ্ণু) ও স্বভাবতই শত্রুভাবাপন্ন। তোমার বুদ্ধি পাপে পরিপূর্ণ এবং তুমি শঠ। তুমি যে এই যদুকুলের শোচনীয় অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তাহা তোমার উচিত হয় নাই অথবা যথাকালে তুমি এই যদুকুলকে শোচনীয় করিয়া দিয়াছ। ৭১

বৃদ্ধ বসুদেব! আমি যে তোমাকে পুরস্কৃত করিয়াছি অর্থাৎ সদা অগ্রগামী করিয়া রাখিয়াছি, তাহা বৃথা হইয়া গিয়াছে। মস্তকে কেশ সাদা হইলে অর্থাৎ পাকিয়া গেলে এবং শতবর্ষ আয়ু হইলেই কেহ বৃদ্ধ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা) হয় না, যাহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যগণের মধ্যে বৃদ্ধতর (শ্রেষ্ঠতম বা অধিক বৃদ্ধ) হইয়া থাকে। ৭২-৭৩

তোমার স্বভাব কর্কশ (রূক্ষ)। তুমি বুদ্ধিতেও বহুশ্রুত

কিন্তু ত্বং সাধু জানীষে বসুদেব বৃথামতে।
হতে কংসে মম সুতো মথুরাং পালয়িষ্যতি ॥ ৭৫
দ্বিয়াশস্ত্বং বৃথাবুদ্ধো নিষ্ফলা সেবা বিচারিতম্
চিকীর্ষিষুর্ন সোঽপাস্তি যো বৈ তিষ্ঠেন্মমাগ্রতঃ ৭৬
প্রহর্তুকামো বিশ্বস্তে ন্যস্তঃ দৃষ্টেন চেতসা
তস্তে প্রতিকরিষ্যেঽহং পুত্রয়োস্তব পশ্যতঃ ॥৭৭
ন মে বৃষ্ণ্যন্ধকঃ কশ্চিদ্দ্বিষন্নীবৈব এব চ
কৃতপূর্বং করিষ্যে বা বিশেষেণ তু বান্ধবে ॥ ৭৮
ইহ বা জ্ঞাতিসংবুদ্ধো মম পিত্রা বিবর্দ্ধিতঃ
পিতৃষ্বসুশ্চ মে ভর্ত্তা যদূনাং প্রথমো গুরুঃ ॥ ৭৯
কুলে মহতি বিখ্যাতঃ প্রথিতে চক্রবর্ত্তিনাম্।

(অধিক বিষয়ে জানবার নেই। সহংকংসের মেরের নাম কেবল পদ্মাতেই দেওয়া আছে অন্যত্র নাই।) ৭৪

কেবল ইহাই নহে, হে বুদ্ধিসম্পন্ন বসুদেব! তুমি ইহা ভালভাবে জানিয়া রাখ যে, আমি মরিয়া গেলেও আমার পুত্রই মথুরাকে পালন করিবে—মথুরার রাজা হইবে। ৭৫

আর তোমার জ্ঞাতি ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে। তুমি বৃথাই বৃদ্ধ হইয়াছ এবং তুমি মিথ্যা এরূপ বিচার করিয়াছ; কারণ, যে আমার সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিবে, তাহার বিষয়ে ইহা মনে করা উচিত যে, সে আর জীবিত থাকিবার বাসনা করে না। ৭৬

আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং তুমি আমার উপর প্রহার করিবার অভিলাষ করিয়াছ। ইহার প্রতিশোধ আমি তোমার দুই পুত্রের উপরই লইব, আর তাহা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিবে। ৭৭

আমি পূর্ব্বে কখনও কোনও বৃষ্ণিকে, ভোজকে অথবা স্ত্রীকে দ্বেষ করি নাই এবং পরেও এরূপ করিব না; বিশেষতঃ নিজের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কখনও এরূপ কার্য্য করিব না। ৭৮

বসুদেব! তুমি এখানে জন্মিয়াছ, এখানে সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছ এবং আমার পিতাই তোমাকে পালন-পোষণ

* যদিও যযাতির শাপে যদুবংশের কেহই চক্রবর্ত্তীর রাজা হইতে পারে নাই, তথাপি এস্থলে চক্রবর্ত্তী বিশেষ লক্ষণ-যুক্ত পুরুষকেই চক্রবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই লক্ষণ এরূপ—"যস্য মূর্দ্ধনি দৃক্তের বিনা ভরেণ ভূপতেঃ। সাম্রাজ্যকারিণী ছায়া তমাহুশ্চক্রবর্ত্তিনম্"। যে রাজার মস্তকে ন বিনাই পদ্মের ন্যায় ছায়া দেখা যায়, তাঁহাকে চক্রবর্ত্তী বা হয়।

সর্ব্বার্থং পূজিতঃ সদ্ভির্মহদ্ভির্ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৮০
কিং করিষ্যামহে সর্ব্বে সৎসু বক্তব্যতাং গতাঃ
যদূনাং মৃত্যুমুখাস্ত যস্য তে বৃত্তমীদৃশম্ ॥ ৮১
মদ্বধো বা জয়ো বাথ বসুদেবস্য দুর্নয়ৈঃ।
সৎসু বাস্যন্তি পুরুষা যদূনামবগুণ্ঠিতাঃ ॥ ৮২
ত্বয়া হি মদ্বধোপায়ঃ তর্কয়ানেন বৈ মৃধে।
অবিশ্বাস্যঃ কৃতঃ কর্ম্ম বাচাশ্চ যদবঃ কৃতাঃ ॥ ৮৩
অশান্যাং বৈরমুৎপন্নং মম কৃষ্ণস্য চোভয়োঃ।
শান্তিরেকতরে শান্তিং গতে যাস্যন্তি যাদবাঃ ॥ ৮৪
গচ্ছ দানপতে ক্ষিপ্রং তাবিহানয়িতুং ব্রজাৎ।
নন্দগোপঞ্চ গোপাংশ্চ করদানম্য শাসনাৎ ॥ ৮৫

করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তুমি আমার পিতৃব্যজায়ার (খুল্লতাতপত্নীর) পতি এবং যদুবংশীয়গণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে স্বীকৃত। ৭৯

চক্রবর্ত্তিগণের* সুবিখ্যাত ও মহান্ কুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, তুমি স্বয়ংও বিখ্যাত হইয়াছ এবং বয়োবৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ সেই গৌরবের জন্য তোমার বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। ৮০

তুমি যদুবংশীয়গণের সমূহমধ্যের মধ্যে মুখ্য। তোমার আচার-ব্যবহার যদি এরূপ হয়, (অন্যের সম্বন্ধে কি বলিবার আছে?) তাহা হইলে কি করিবার আছে? এখন আমরা সকলেই কেবল তোমারই জন্য সৎপুরুষগণের মধ্যে নিন্দার পাত্র হইয়া গিয়াছি। ৮১

বসুদেবের দুর্নীতিতে আমার বধ বা জয় হউক, তাহা হইতে যদুকুলের পুরুষগণ সৎপুরুষদিগের মধ্যে নিজের মুখ আবৃত করিয়া যাইবে। ৮২

বসুদেব! তুমি যুদ্ধে আমার বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে এরূপ কার্য্য করিয়াছ, যাহার জন্য যাদবগণের উপর হইতে সকলের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে এবং তুমি যদুবংশীয়গণকে কলঙ্কিত করিয়া নিন্দার যোগ্য করিয়া দিয়াছ। ৮৩

এখন ত' আমাদের উভয়ের—কংস আমার ও কৃষ্ণের মধ্যে শান্ত না হইবার যোগ্য শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও একজন শান্ত হইলে—নিহত হইলে পরই যাদবগণের শান্তি লাভ হইবে। ৮৪

'দানপতে অক্রূর! তুমি আমার আদেশে বসুদেবের সেই দুই পুত্রকে, নন্দগোপকে এবং আমাকে যাহারা কর দেয়, এই এরূপ গোপগণকে ব্রজ হইতে এখানে আনিবার জন্য সত্বর গমন কর। ৮৫

বাচ্যশ্চ নন্দগোপো বৈ করমাদায় বার্ষিকম্ ।
শীঘ্রমাগচ্ছ নগরং গোপৈঃ সহ সমন্বিতঃ ॥ ৮৬
কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণৌ চৈব বসুদেবসুতাবুভৌ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি বৈ কংসঃ সকৃত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥ ৮৭
এতৌ যুদ্ধবিদৌ ব্রজে কালনিত্যবয়োধিনৌ ।
দৃঢ়ৌ চ কৃতিনৌ চৈব শ্রুতোমি ব্যায়তোত্তমৌ ॥ ৮৮
অস্মাকমপি মল্লৌ দ্বৌ সজ্জৌ যুদ্ধকৃতোৎসবৌ ।
তাভ্যাং সহ নিযোৎস্যেতে তৌ যুদ্ধকুশলাবুভৌ ॥৮৯
দ্রষ্টব্যৌ চ নয়াবস্মাং বালৌ তাবমরোপমৌ ।
পিতৃষ্বসুঃ সুতৌ মুখ্যৌ ব্রজবাসৌ বনেচরৌ ॥ ৯০
বক্তব্যশ্চ ব্রজে তস্মিন্ সনীপে ব্রজবাসিনাম্ ।
রাজা বহুমখং নাম কারয়িষ্যতি বৈ সুখী ॥ ৯১
সন্নিকৃষ্টে বনে তে তু নিবসন্তু যথাসুখম্ ।
জনস্যানন্বিতস্যার্থে যথা স্যাৎ সর্বমব্যয়ম্ ॥ ৯২
পয়সঃ সর্পিষশ্চৈব দধ্নো দধ্যুত্তরস্য চ ।
যথাকামপ্রদানায় ভোজ্যাদিপ্রক্রিয়ায় চ ॥ ৯৩
অক্রূর গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং তাবানয় মমাজ্ঞয়া ।
সঙ্কর্ষণঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ দ্রষ্টুং কৌতূহলং হি মে ॥ ৯৪
তয়োরাগমনে প্রীতিঃ পরমা মৎকৃতা ভবেৎ
দৃষ্ট্বা তু তৌ মহাবীর্যৌ তদ্বিধাস্যামি যদ্ধিতম্ ॥ ৯৫
শ্রাসনং যদি বা ক্রত্বা মম তৌ পরিভাষিতম্
নাগচ্ছেতাং যথাকালং নিগ্রাহ্যাবপি তৌ মম ॥ ৯৬
সান্ত্বমেব তু বালেষু প্রধানং প্রথমো নয়
মধুরৈরেব তৌ মন্দৌ স্বয়মেবানয়াশু বৈ ॥ ৯৭
অক্রূর কুরু মে প্রীতিমেতাং পরমদুর্লভাম্
যদি বা নোপজল্পোঽপি বসুদেবেন সুব্রত ॥

নন্দগোপকে বলিবে যে, তুমি আমাদের দেয় বার্ষিক কর লইয়া গোপগণের সহিত সত্বর মথুরা নগরীতে গমন কর ॥ ৮৬

বসুদেবের এই দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণকে, সেবক এবং পুরোহিতগণ সহ (মহারাজ) কংস দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন ॥ ৮৭

শুনিতেছি যে, ইহারা দুই জনে রঙ্গে যুদ্ধ করিতে জানে, এবং সাময়িক যুদ্ধবিদ্যাতেও নিপুণ। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছে এবং দুই ভ্রাতাই সমৃদ্ধ ও কৃতী (চতুর) ॥ ৮৮

আমাদেরও পক্ষে দুই জন মল্ল যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। তাহারা যুদ্ধ করিতে পাইলে আনন্দ লাভ করে। এই দুই যোদ্ধাই যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ এবং ইহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিবে ॥ ৮৯

এই দুই দেবোপম বালক আমার যুদ্ধকুশলা ভগিনীর প্রধান পুত্র এবং তাহারা বর্তমানে ব্রজে বাস করিতেছে ও বনে বনে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের দুই জনকে আমার অবশ্যই দর্শন করা উচিত ॥ ৯০

সেই ব্রজে যাইয়া ব্রজবাসিগণের নিকটে তুমি এই কথা বলিবে যে, সুখী রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞের উৎসব করাইবেন ॥ ৯১

এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আগত সকল মানুষই যাহাতে সর্বদা আরাম উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য ব্রজবাসী তোমরা সকলে মথুরার নিকটবর্তী বনে আসিয়া সুখে অবস্থান কর। ৯২

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও তক্র ঘোল) প্রভৃতি যাহাতে অতিথিদিগের ইচ্ছানুসারে সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং ক্ষীরাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যত দুগ্ধ আহিতে আরোপিত করিয়া রাখিবার আবশ্যক হইবে, তত তত দুগ্ধ প্রয়োজনানুসারে সংগৃহীত রাখিবে অর্থাৎ এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই তোমাদিগকে নগরের নিকটে বাস করিতে হইবে ॥ ৯৩

অক্রূর ! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং আমার আদেশানুসারে সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণকে এখানে আনয়ন কর কারণ, তাহাদের দুই জনকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে ॥ ৯৪

তাহাদের দুই জনের আগমনে আমার অতিশয় প্রীতি লাভ হইবে। সেই দুই মহাশক্তিধর বালককে দেখিয়া আমি তাহাই করিব, যাহাতে আমার হিত সাধিত হইবে ॥ ৯৫

আমার এই আদেশ বা কথা শুনিয়া যদি তাহারা দুইজনে যথাসময়ে এখানে না আসে, তাহা হইলে আমার মতে তাহারা বন্দী হইবার যোগ্য হইবে অর্থাৎ তুমি তাহাদের দুই জনকে বন্দী করিয়াও আনিবে ॥ ৯৬

শান্তভাবে বুঝাইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করাই হইল বালকদের প্রতি প্রধান ও উত্তম নীতি, সেইজন্য তুমি সেই দুই মূর্খকে মধুর বাক্যের দ্বারা স্বয়ংই সন্তুষ্ট করাইয়া সত্বর এখানে আনয়ন কর ॥ ৯৭

উত্তম ব্রতপালনকারী অক্রূর ! যদি বসুদেব তোমার কথে কোনও মন্ত্রণা না দিয়া থাকে, তবে তুমি আমার এই পরম দুর্লভ প্রীতি সম্পাদন কর। তোমার সেরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য, যাহাতে তাহারা দুই জনে মথুরায় আগমন করে ॥ ৯৮

তথা কর্তব্যমেতদ্ধি যথা ভাবাগমিষ্যতঃ ॥ ৯৮
এবমাক্ষিপ্যমাণোঽপি বসুদেবো বসূপমঃ।
সাগরাকারমাত্মানং নিষ্প্রকম্পমধারয়ৎ ॥ ৯৯
বাক্‌শল্যৈস্তাড্যমানস্তু কংসেনাদীর্ঘদর্শিনা
ক্ষমং মনসি সঙ্কায় নোত্তরং প্রত্যভাষত ॥ ১০০
যে তু তং তত্রশুস্তত্র ক্ষিপ্যমাণমনেকধা
বিষ্টিগিত্যসকৃত্তে বৈ শনৈরূচুরবাঙ্‌মুখাঃ ॥ ১০১

কংস এইরূপে নিন্দা করিতে থাকিলেও বসুসদৃশ সহিষ্ণুশালী বসুদেব নিজের সমুদ্র-তুল্য হৃদয়কে ক্ষুব্ধ ও কম্পিত করিলেন না। তাঁহাকে ধৈর্য্যসহকারে সংযত করিয়া রাখিলেন ॥ ৯৯

অদূরদর্শী কংস তাঁহাকে বাক্যবাণে পুনঃ পুনঃ জর্জরিত করিল, কিন্তু ইহাতেও তিনি মনে ক্ষমাভাব রাখিয়া তাহার কথার কোনও উত্তর দিলেন না ॥ ১০০

যে সব মানুষ সেখানে বসুদেবকে পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইতে দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ মুখ অধোগামী করিয়া বার বার ধীরে ধীরে বিকৃতার দান করিতে লাগিলেন ॥ ১০১

অক্রূরস্তু মহাতেজা জ্ঞানদিব্যেন চক্ষুষা
জ্ঞাত্বা দৃষ্ট্বৈব তৃপ্তিতঃ প্রেষিতঃ প্রীতিমানভূৎ ॥ ১০২
তস্মিন্নেব মুহূর্তে তু মথুরায়াঃ স নির্যযৌ।
প্রীতিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষং দ্রষ্টুং দানপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
অক্রূরপ্রস্থানং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

মহাতেজস্বী অক্রূর দীপ্ত দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুই জানিতে পারিয়াছিলেন। যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে এবং কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন); সেইজন্য বিশাল মানুষ যেরূপ জল দেখিয়াই প্রসন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি কংস কর্তৃক প্রেরিত হওয়ায় অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১০২

দানপতি অক্রূর মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং যাইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য সেই মুহূর্তেই মথুরা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১০৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অক্রূরের প্রস্থানবিষয়ক বাইশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কংসায়াহুকেনোক্তস্বিন্যা ভাষয়োত্তরপ্রদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ক্ষিপ্রং যত্নবরং দৃষ্ট্বা সর্বে তে যদুপুঙ্গবাঃ।
নিশীড্য শ্রবণান্ হস্তৈর্মেনিরে তং গতায়ুষম্ ॥ ১
অন্ধকোঽনুদ্বিগ্ননসা ধৈর্য্যাদবিকৃতং বচঃ।
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠঃ সমাজে কংসমোজসা ॥ ২
অল্পাঘো মে মতঃ পুত্র তবায়ং বাক্‌পরিশ্রমঃ।
অসূক্তো গর্হিতঃ সদ্ভির্বান্ধবেষু বিশেষতঃ ॥ ৩
অথাদরো যদি ভবান্ শৃণু তাবদ্ যদুচ্যতে।
ন হি ত্বাং যাদবং বীর বলাৎ কুর্বন্তি যাদবাঃ ॥ ৪
অল্পাঘা বৃষ্ণয়ঃ পুত্র যেষাং ত্বমনুশাসিতা
ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা বিনিবৃত্তঃ স্বয়ং সকৃৎ ॥ ৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কংসকে অন্ধক কর্তৃক ওজস্বিনী ভাষায় উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যদুকুলের সেই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যদুকুলতিলক বসুদেবকে এইভাবে নিন্দিত হইতে দেখিয়া সত্বর নিজ নিজ হস্তের দ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া মনে করিতে লাগিলেন— এই কংসের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে ॥ ১

সেই সমাজের মধ্যে বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অন্ধকও ছিলেন। তাঁর মনে কংস হইতে অল্প ভয়ও ছিল না। তিনি ধৈর্য্যসহকারে নিজের বাক্যকে অবিকৃত রাখিয়াই ওজস্বী ভাষায় এই রূপ বলিলেন ॥ ২

পুত্র! তুমি যে এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবযাদবের কষ্ট করিলে, তোমার এই পরিশ্রম আমার মতে আদর বা প্রশংসা পাইবার যোগ্য নহে। ইহা সর্বথা অনুচিত। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এরূপ নিন্দা করাকেই নিন্দা করেন। বিশেষতঃ নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি এরূপ আচরণ সর্বথা নিন্দনীয় ॥ ৩

বীর! আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। যদি তুমি যাদব না হও কিংবা নিজেকে যদি যাদব বলিয়া মনে না কর, তবে যদুবংশী মানুষগণ তোমাকে বলপূর্বক যাদব করিতে চান না ॥ ৪

বৎস! তুমি যাহাদের শাসক, সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ আদর ও প্রশংসার যোগ্য নহে। ইক্ষ্বাকুবংশে এক প্রজাপীড়ক রাজা

ভোজো বা যাদবো বাপি কংসো বাপি যথা ভবা।
মস্তকং তে শিরস্তাত কৃতা মুণ্ডোঽপি বা ভব ॥ ৬
উগ্রসেনস্ত্বয়ং শোচ্যো যোঽস্মাকং কুলপাংসনঃ
দুর্জাতীয়েন যেন ত্বমাত্মজো জনিতঃ সুতঃ ॥ ৭
ন চাত্মনো গুণাংস্তাত প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
পরোক্তা গুণা গৌণাঃ যান্তি বেদার্থসম্মিতাঃ ॥ ৮
পৃথিব্যাং যদুবংশোঽয়ং নিন্দনীয়ো মহীক্ষিতাম্।
বালঃ কুলান্তকৃন্মূঢ়ো যেষাং ত্বমনুশাসিতা ॥ ৯
অসাধুনির্দ্বিজৈঃ কাংশ্চ ত্বয়া দাধিষিতি ভাষিতৈঃ।
ন চাপ্যাসাদিতং কার্য্যমাত্মা চ বিবৃতঃ কৃতঃ ॥ ১০
গুরোরনবলিপ্তস্য মান্যস্য মহতামপি
ক্ষেপণং কঃ শুভং নস্যে দ্বিজস্যেব বধে কৃতে ॥ ১১

উৎপন্ন হইয়াছিল, যে যদুই কোন সময়ে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় অথবা রাজ্যচ্যুত হয়। (এই বংশকুলে তুমিও সেইরূপ মনে হইতেছে, তোমারও অবস্থা তাহারই অনুরূপ হইবে) ॥৫

তাত! তুমি ভোজ হও, যাদব হও অথবা কংস হও বা যে কেহ হও না কেন, তোমার মস্তক তোমার সহিতই উৎপন্ন হইয়াছে (এবং তাহা এখনও রহিয়াছে)। তুমি সেই মস্তকে জটা রাখ বা সেই মস্তক মুণ্ডিত কর অর্থাৎ যদি যাদব হইতে চাও, তাহা হইলে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর ॥ ৬

আমার বুদ্ধিতে ত' এই উগ্রসেনই শোচনীয়, সে আমাদের মধ্যে কুলাঙ্গার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে: কারণ, যে দুর্জাতীয় মানুষ তোমার ন্যায় এক পুত্রকে জন্মদান করিয়াছে ॥ ৭

তাত! মনীষী পুরুষগণ নিজ মুখে নিজের গুণ বর্ণনা করেন না। অন্যের দ্বারা বর্ণিত বা প্রশংসিত গুণই সফল হয় এবং বেদার্থের তুল্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয় ॥ ৮

এই পৃথিবীতে এই যদুবংশ সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে নিন্দনীয় হইয়া গিয়াছে; কারণ, তোমার ন্যায় কুলনাশক, মূর্খ ও অবিবেকী বালক এই যাদবগণের শাসক হইয়াছে ॥ ৯

তুমি নিন্দাযুক্ত যে বাক্যসমূহকে উত্তম মনে করিয়া এখানে বলিলে, তাহার দ্বারা কোনও কার্য্য সাধিত হয় নাই; কেবল তোমার স্বরূপই উদ্ঘোষিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই বাক্যের দ্বারা সকল মানুষ ইহাই জানিতে পারিল যে, তুমি কিরূপ মানুষ ॥ ১০

যিনি অহঙ্কার-রহিত এবং মহাপুরুষগণেরও মাননীয় গুরুজন, তাহার নিন্দা করা ব্রহ্মহত্যার সমান। সেই ব্রহ্মহত্যা করিয়া কে নিজের কল্যাণ আশা করিতে পারে? ॥ ১১

মান্যৈশ্চৈবাভিগম্যাশ্চ বৃদ্ধাস্তাত যথাপ্লয়ঃ।
ক্রোধো হি তেষাং প্রদহেল্লোকানপ্যুগ্রতানপি ॥ ১২
বৃদ্ধেন তাত দান্তেন নিত্যমভ্যুচ্ছ্রিতাত্মনা
ধর্ম্মস্য গতিরন্বেষ্যা মৎস্যানাং গতিরপ্সিব ॥ ১৩
কেবলং ত্বং তু দর্পেণ বৃদ্ধানস্মিন্নমানিহ
বাচা দুরুক্তয়া মর্ম্মঘ্না অনয়োক্তা যথাছবিঃ ॥১৪
বসুদেবশ্চ পুত্রার্থে যদিদং পরিগৃহ্যসি।
তত্র মিথ্যা প্রলাপস্তে নিন্দাস্মি কৃপণং বচঃ ॥ ১৫
দারুণে চ পিতা পুত্রে নৈব দারুণতাং ব্রজেৎ।
পুত্রার্থে স্থাপনঃ কষ্টাঃ পিতরঃ প্রাপ্নুবন্তি হি ॥১৬
ক্ষাদিতো বসুদেবেন যদি পুত্রঃ শিশুস্তদা।
মন্যসে যদকর্ত্তব্যং তৎ পৃচ্ছ পিতরং স্বকম্ ॥ ১৭

তাত! বৃদ্ধ পুরুষগণ অগ্নিতুল্য মাননীয় ও সেব্য, তাঁহাদের ক্রোধে আন্তরিক সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত লোকসমূহকেও দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতে পারে ॥ ১১

তাত! যিনি আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর, জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকশীল বিদ্বান, সেই পুরুষের ধর্ম্মের গতি সর্ব্বদা অন্বেষণ করা উচিত: কারণ, যেরূপ জলে মৎস্যের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা অলক্ষ্য, সেইরূপ ধর্ম্মেরও গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ॥ ১৩

তুমি ত' কেবল অহঙ্কারবশতঃ এখানে বসিয়া থাকিয়াই তেজস্বী বৃদ্ধ পুরুষগণকে নিজের মর্ম্মভেদিনী বাণীর দ্বারা পীড়াদান করিতেছ। যেরূপ মন্ত্রের উচ্চারণ না করিয়া আহুতি-দান করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ তোমার এই আক্ষেপ পূর্ণ উক্তিও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে ॥ ১৪

বসুদেব নিজের পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্য তুমি তাঁহাকে নিন্দা করিতেছ, তাহা তোমার মিথ্যা প্রলাপমাত্র। এ বিষয়ে তোমার দ্বারা কথিত কাতরতাপূর্ণ বাক্যকেই আমি নিন্দা করিতেছি ॥ ১৫

পুত্র যদি ক্রূরস্বভাবেরও হয়, তবে পিতা তাহার প্রতি কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, বরং পুত্রের জন্যই পিতারা অনেক কষ্ট-দায়ক বিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬

যদি বসুদেব সেই সময় নিজের পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে গোপন করিয়া থাকেন, তবে তাহা কোনও অনুচিত কর্ম করা হয় নাই। যদি তুমি ইহাকে অকরণীয় কুকর্ম বলিয়া মনে কর, তবে তুমি এ বিষয়ে তোমার নিজের পিতাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পার ॥ ১৭

গর্হয়িত্বা বসুদেবঞ্চ যদুবংশঞ্চ নিন্দতা
ত্বয়া যাদবপুত্রাণাং বৈরজং বিষমর্জিতম্ ॥ ১৮
অকর্তব্যং যদি কৃতং বসুদেবেন পুত্রজম্।
কিমর্থমুগ্রসেনেন শিশুত্বং ন বিনাশিতঃ ॥ ১৯
পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রো যস্মাৎ ত্রাতা পিতুঃসুতা :
তস্মাদ্ ব্রুবন্তি পুত্রেতি পুত্রং ধর্মবিদো জনাঃ ॥ ২০
জ্ঞাত্যাং হি যাদবঃ কৃষ্ণঃ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা
ত্বং চাপি বিদিতস্তাভ্যাং জ্ঞাতিবৈরেণ চেতসা ॥ ২১
উদ্ধৃতানীহ সর্বেষাং যদূনাং হৃদয়ানি বৈ।
বসুদেবে ত্বয়াক্ষিপ্তে বাসুদেবে চ কোপিতে ॥ ২২
কৃষ্ণে চ ভবতো দ্বেষো বসুদেববিগর্হণাৎ।
শংসন্তি চেষ্টানি ভয়ং নিমিত্তান্যশুভানি তে ॥ ২৩

বসুদেবকে নিন্দা করিয়া ও যদুবংশকে নিন্দা করিয়া তুমি এখন বৈরজনিত বিষেরই উপার্জন করিয়াছ ॥ ১৮

যদি বসুদেব নিজের পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া অনুচিত কর্ম করিয়া থাকেন, তবে উগ্রসেন তোমাকে শৈশব অবস্থায় কেন বিনাশ করান নাই ॥ ১৯

পুত্র। 'পুং' নামক নরক হইতে পুত্র যেহেতু পিতৃগণকে রক্ষা করে, সেইহেতু ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ পুত্রকে পুত্র বলিয়া থাকেন ॥ ২০

সেই শ্রীকৃষ্ণ ও নবযুবক সঙ্কর্ষণও জ্ঞাতিত্বে যাদব ; কিন্তু তুমি ইহাঁরা উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছ : সেইজন্য তাহারা উভয়েও মনে মনে শত্রুতা পোষণ করত তোমার সহিত শত্রুতা করিতেছে। (অতএব এই শত্রুতা-বন্ধ বিষয়ে প্রথম অপরাধ তোমার) ॥ ২১-২২

একে ত' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার দ্বেষ আছে, দ্বিতীয়তঃ বসুদেবেরও তুমি যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছ, ইহার দ্বারা এই সব অশুভসূচক দুর্লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া তোমার ভয়প্রাপ্তির কথাই জানাইতেছে ॥ ২৩

যখন রাত্রি শেষ হইয়া যায়, সেই সময় সর্প ও দুঃস্বপ্নদর্শন মৃত্যুর জ্ঞাপকরূপে হইয়া থাকে। এই যে দুর্নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে, ইহাতে এই নগরীর ভাবী বৈধব্যই সূচিত হইতেছে। আজ পর্যন্ত আমরা যে সব কারণ দেখিতেছি, তাহাতে ইহাই আমাদের অনুমান হইতেছে ॥ ২৪

এই ভয়ঙ্কর গ্রহ রাহু আকাশে নিজ কিরণসমূহের দ্বারা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে বিদ্ধ করিতে এবং ভীষণদর্শন মঙ্গলগ্রহ সর্বতোভদ্রচক্রে বক্রীভূত হইয়া চিত্রানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৫

সর্পাণাং দর্শনং তীব্রং দুঃস্বপ্নানাং নিশাসু চ।
পূর্ণায়া বৈধব্যশংসীনি কারয়ৈরগুমীয়তে ॥ ২৬
এষ ঘোরো গ্রহঃ স্বাতিমুল্লিখন্ বৈ গভস্তিভিঃ
বক্রমঙ্গারকশ্চক্রে চিত্রাদ্যাং ঘোরদর্শনঃ ॥ ২৭
বৃষেন পশ্চিমা সন্ধ্যা ব্যাপ্তা ঘোরেণ চেতসা।
বৈশ্বানরপথে শুক্রো গতিমার্যং চচার হ ॥ ২৮
কেতুনা ধূমকেতোস্তু নক্ষত্রাণি ত্রয়োদশ
ভরণ্যাদীনি ভিন্নানি নানুযান্তি নিশাকরম্ ॥ ২৯
প্রাক্সন্ধ্যা পরিঘগ্রস্তা ভাভির্বাধতি ভাস্করম্।
প্রতিলোমঞ্চ বাস্তোব ব্যাহরন্তো মৃগ দ্বিজাঃ ॥ ৩০
শিবা শ্মশানাদ্বিক্রম্য নিঃশ্বাসাজ্জ্বালবহ্নিনী।
উভে সন্ধ্যে পুরীং ঘোরা পর্যেতি বহু বাশতী ॥ ৩১

বৃষ ভয়ানক তেজে পশ্চিম সন্ধ্যাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ বৃষ পশ্চিম দিকে উদিত হইয়াছে। এই উদয় রাজ্যনাশের সূচক। শুক্র বৈশ্বানর পথে (সূর্যমার্গে) অতিচার গতিতে গমন করিতেছে। (সূর্যকে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়াকে বলে অতিচার গতি ॥) ২৮

ধূমকেতু নামক উৎপাতগ্রহের পুচ্ছচ্ছটে ভরণী প্রভৃতি তেরটি নক্ষত্র বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য উহারা আর চন্দ্রের অনুসরণ করিতে পারিতেছে না ॥ ২৯

পূর্বকালের সন্ধ্যা পরিঘের দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে (সূর্যমণ্ডলে উদিত ত্রিবক্রাকার পশুকে পরিঘ বলে।) সে নিজের প্রভাব-সমূহের দ্বারা সূর্যদেবের বাধা সৃষ্টি করিতেছে। পশু ও পক্ষীরা নিজ নিজ রব করিতে করিতে প্রতিকূল দিকে গমন করিতেছে ॥ ৩০

উভয় সন্ধ্যার সময় এক ভয়ানক শিবা শ্মশানভূমি হইতে নির্গত হইয়া নিজের নিঃশ্বাসের দ্বারা অঙ্গার বর্ষণ করিতে

* জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সর্বতোভদ্র নামক চক্র বুঝাইয়া হইল কংসের জন্মনক্ষত্র, উহা হইতে দশম নক্ষত্র চিত্রা, যাহা কংসের কর্মনক্ষত্র। এই নক্ষত্রেই ভয়ঙ্কর ও ক্রূর গ্রহ রাহু অবস্থিত। মঙ্গলও বক্রগতিতে এই নক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা উভয়ে কর্মনক্ষত্রকে ব্যাপ্ত করত জন্ম নক্ষত্রকে বিদ্ধ করিয়াছে। ইহারই ফল বর্ণনা করিতে করিতে অক্রূর বলিতেছেন—কংস। তোমার জীবিত থাকিবার যে এই সব চেষ্টা, তৎ সমস্তই নিষ্ফল হইবে এবং তোমার এই দেহও নষ্ট হইয়া যাইবে।—ইহাই টিকাকার মহামতি নীলকণ্ঠের অভিমত।

উক্তা নির্ঘাতনাদেন পপাত ধরণীতলে
চলতাপর্ব্বণি চলী গিরীণাং শিখরাণি চ ॥ ৩০
গ্রস্তঃ স্বর্ভানুনা সূর্য্যো দিবা নক্তমজায়ত
ধূমোৎপাতৈর্দিশো ব্যাপ্তাঃ উল্কাশনিসমাহতাঃ ॥ ৩১
প্রস্রবন্তি ঘনা রক্তং সাশনিস্তনয়িত্নবঃ।
চলিতা দেবতাঃ স্থানাত্ত্যজন্তি বিহগা নগান্ ॥ ৩২
যানি রাজবিনাশায় দৈবজ্ঞাঃ কথয়ন্তি চ
তানি সর্ব্বাণি পশ্যামো নিমিত্তান্যুদ্ভবানি বৈ ॥ ৩৩
ত্বং চাপি স্বজনদ্বেষী রাজধর্মপরাঙ্মুখঃ
অনিমিত্তাগতক্রোধঃ সন্নিকৃষ্টভয়ো ভবসি ॥ ৩৪
যস্ত্বং দেবোপমং বৃদ্ধং বসুদেবং বসূপমম্
মোহাৎ ক্ষিপসি দুর্ব্বুদ্ধে কৃতান্তে শান্তিরাত্মনঃ ॥ ৩৫
হৃদয়ন্তো যো হি নঃ স্নেহস্তং ত্যক্তামোঽদ্য বৈ বয়ম্
অহিতং স্বস্য বংশস্য ন ত্বাং ক্ষণমুপাস্মহে ॥ ৩৬
সন্নি ধানপতির্যচ্ছো যো ত্রক্ষ্যতি বনে গতম্
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষং কৃষ্ণমস্মিষ্টকারিণম্
ছিন্নমূলো ধ্রুবং বংশো যদূনাং বৃষ্ণতে কৃতঃ
কৃষ্ণো জ্ঞাতীন্ সমানায্য স সঙ্কানং করিষ্যতি ॥ ৩৮
ক্ষান্তমেব ভবানেন বসুদেবেন ধীমতা
কালঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতো ত্রুটি ত্বং যদ্ যদিচ্ছসি ॥৩৯
নস্ত্বং তু রোচতে কংস বসুদেবসহায়বান্।
গচ্ছ কৃষ্ণস্য নিলয়ং প্রীতিস্তে তেন রোচতাম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি অন্ধকবচনং
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

করিতে ও বহুভাবে রব করিতে করিতে মথুরাপুরীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। ২৯

কিছুকাল পূর্ব্বে বজ্রপাতের ন্যায় সশব্দসহকারে পৃথিবীতে উল্কাপাত হইয়াছিল। এই পৃথিবী ও পর্ব্বতের শিখরসমূহ অকস্মাৎ কম্পিত হইতেছে। ৩০

এখন রাহু কর্ত্তৃক সূর্য্য গ্রস্ত হওয়ায় দিবসই রাত্রিতুল্য হইয়া গিয়াছে। ধূম ও উৎপাত উপদ্রবে সমস্ত দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং বর্ষাহীন কাল সময়েই বজ্রপাত হইতেছে। ৩১

মেঘমণ্ডল বিদ্যুৎ ও বজ্রের ধ্বনির সহিত রক্ত বর্ষণ করিতেছে। দেব-প্রতিমাসকল নিজ নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছেন এবং পক্ষীরা বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ৩২

দৈবজ্ঞগণ (জ্যোতির্বিদ্‌গণ) রাজার বিনাশসূচক যে সব অশুভ নিমিত্ত (অপশকুন) বর্ণনা করেন, সেই সমস্ত নিমিত্তই আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ৩৩

তুমিও স্বজনদিগের প্রতি দ্বেষ করিতেছ, রাজধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়াছ এবং অকারণেই তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—অদূর ভবিষ্যতে তোমার ভয় প্রাপ্তি হইবে। ৩৪

দুর্ম্মতি কংস! তুমি যে দেবতা ও বসুদেবের ন্যায় তেজস্বী বসুদেবের উপর মোহবশতঃ আক্ষেপ করিতেছ, ইহার দ্বারা তোমার আত্মার শান্তি কিভাবে লাভ হইবে? ৩৫

তোমার প্রতি আমাদের যে স্নেহ ছিল, আজ তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম। তুমি নিজের বংশের অহিতকারী, সেইজন্য আর একক্ষণও তোমার নিকটে আমরা থাকিব না। ৩৬

এই দানপতি অক্রূর বন, সে আজ বনে গিয়া ও অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী কমলদলতুল্য আয়তলোচন শ্রীকৃষ্ণকে নিজ চক্ষে দর্শন করিতে পাইবে। ৩৭

তোমার জন্যই আজ এই যদুবংশের মূল ছিন্ন হইয়া যাইবে। এখন শ্রীকৃষ্ণই আসিয়া সমস্ত জ্ঞাতিগণকে আনয়ন করত তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবে। ৩৮

এই পরম জ্ঞানী বসুদেব ত' তোমার অপরাধ ক্ষমাই করিয়াছেন। কাল তোমার বিবেক শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিয়া যাও। ৩৯

কংস! আমার ত' ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি বসুদেবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্থানে গমন কর এবং তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন স্বীকার করিয়া লও। ৪০

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অন্ধকের বচনবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কেশিনোঽত্যাচারঃ. শ্রীকৃষ্ণেন তস্য বধশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অক্রূরস্য বচঃ শ্রুত্বা কংসঃ সংরক্তলোচনঃ।
ন কিঞ্চিদব্রবীৎ ক্রোধাদ্ বিবেশ স্বং নিকেতনম্ ॥ ১

তে চ সর্বে যথাবেশ্ম যাদবাঃ ক্রূরবিস্তরাঃ
জগ্মুর্বিসৃতসঙ্কল্পাঃ কংসবৈকৃতশংসিনঃ ॥ ২

অক্রূরোঽপি যথাজ্ঞপ্তঃ কৃষ্ণদর্শনলালসঃ।
জগাম রথমুখ্যেন মনসা তুল্যগামিনা ॥ ৩

কৃষ্ণস্যাপি নিমিত্তানি শুভাঙ্গানি গতানি বৈ।
পিতৃতুল্যেন শংসন্তি বান্ধবেন সমাগমম্ ॥ ৪

প্রাগেব চ নরেন্দ্রেণ মাথুরেণৌগ্রসেনিনা।
কেশিনঃ প্রেষিতো দূতো বধায়োপেন্দ্রকারণাৎ ॥ ৫

স চ দূতবচঃ শ্রুত্বা কেশী ক্লেশকরো নৃণাম্।
বৃন্দাবনগতো গোপান্ বাধতে স্ম দুরাসদঃ ॥ ৬

মানুষং মাংসমশ্নানঃ ক্রুদ্ধো দুষ্টপরাক্রমঃ।
দুর্দান্তো বাজিদৈত্যোঽসাবকরোৎ কদনং মহৎ ॥ ৭

নিঘ্নন্ গা বৈ সগোপালা গবাং পিশিতভোজনঃ
দুর্মদঃ কামচারী চ স কেশী নিরবগ্রহঃ। ৮

তদরণ্যং শ্মশানাভং নৃণাং মাংসাস্থিভির্বৃতম্
যত্রাস্তে স হি দুষ্টাত্মা কেশী তুরগদানবঃ ॥ ৯

খুরৈর্দারয়তে ভূমিং বেগেনাক্রন্দতে ক্রমান্
ঘেষিতৈঃ স্পর্দ্ধতে বায়ুং পুচ্ছৈর্নভয়তে নভঃ ॥ ১০

অতিপ্রবৃদ্ধো মত্তশ্চ দুষ্টোঽশ্বো বনগোচরঃ।
আকম্পিতসটো রৌদ্রঃ কংসস্য চরিতানুগঃ ॥ ১১

ঈরিণং তদ্বনং সর্বং তেনাদীর্ণং পাপকর্মণা।
কৃতং তুরগদৈত্যেন সর্বান্ গোপান্ জিঘাংসতা ॥ ১২

চতুর্বিংশ অধ্যায়

[কেশীর অত্যাচার এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাকে বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অক্রূরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে আর কিছুই বলিল না এবং ক্রোধবশতঃ উঠিয়া নিজ ভবনে গিয়া যাইল। ১

তারপর সে স্থানে যে সব যাদব ছিলেন এবং যাঁহারা পূর্বাপর সমস্ত কথাই সবিস্তরে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কংসে নিরাশ হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, কংসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ২

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য লালসান্বিত অক্রূরও কংসের আজ্ঞানুসারে উত্থিত হইলেন এবং মনের ন্যায় বেগশালী শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করত সেস্থান হইতে গমন করিলেন। ৩

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণও নিজের শ্রীঅঙ্গসমূহে এরূপ কিছু শুভ লক্ষণ দর্শন করিলেন, যাহারা পিতৃতুল্য বান্ধবের সহিত মিলনের সূচনা জিজ্ঞাপিত করিতেছিল। ৪

অক্রূরকে প্রেরণ করিবার পূর্বেই মথুরার রাজা উগ্রসেন-পুত্র কংস কেশীর নিকট এক দূত পাঠাইয়াছিল। এই দূতকে দ্বারা কংস জানাইল যে, কেশী যেন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে। ৫

দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণের ক্লেশদায়ক দুর্জয় দৈত্য কেশী বৃন্দাবনে গমন করত গোপগণকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগিল। ৬

কেশী অশ্বরূপ ধারণ করিয়া থাকিত। এই দুর্দান্ত দৈত্য মনুষ্যগণের মাংস ভক্ষণ করিত। এই দুষ্ট পরাক্রমশালী অসুর ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থানে ভয়ঙ্কর তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিল। ৭

সে গোপাগণের সহিত গোপিগকে বধ করিতে করিতে গো-সকলের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। মদমত্ত স্বেচ্ছাচারী কেশী অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। ৮

অশ্বরূপধারী দুষ্টাত্মা দানব কেশী যেস্থানে বাস করে, সেই স্থান মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থিতে ব্যাপ্ত হইয়া শ্মশানভূমির ন্যায় প্রতীত হয়। ৯

সে নিজের খুরসমূহের দ্বারা সে স্থানের ভূমিকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া থাকে, নিজের বেগে পার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করে, হ্রেষা রব করিতে করিতে সে বায়ুর সহিত স্পর্দ্ধা করে এবং উড়িয়া গমন করিতে করিতে আকাশকেও লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে। ১০

সেই বনে বিচরণকারী দুষ্ট অশ্ব অতি বৃহদাকার ও মদমত্ত ছিল, তাহার স্কন্ধদেশস্থিত দীর্ঘ লোমগুলি তখন কিছু আন্দোলিত হইতেছিল। এই ভয়ঙ্কর দৈত্য কংসের চরিত্রের অনুকরণ করিত। ১১

সমস্ত গোপগণকে বধ করিবার ইচ্ছায় সেই পাপাচারী অশ্ব-রূপধারী দৈত্য সেই সম্পূর্ণ বনকে মনুষ্য-শূন্য করিয়া দিল। ১২

তেন দুষ্টপ্রচারেণ দূষিতং তদ্বনং মহৎ।
ন মৃত্তির্গোধনৈর্বাপি সেব্যতে বনবৃত্তিভিঃ ॥ ১৩
নিঃসম্পাতঃ কৃতঃ পন্থাস্তেন তস্মিন্নয়ঃ ক্ষয়ঃ।
মদাচ্চলিতবৃত্তেন নৃনাংসাদ্যস্তদা কৃশম্ ॥ ১৪
নৃশব্দানুসরঃ ক্রুদ্ধঃ স কদাচিদ্ বনাগমে।
জগাম ঘোষসংবাসং চোদিতঃ কালধর্ম্মণা ॥ ১৫
তং দৃষ্ট্বা দুরুবুর্গোপাঃ স্ত্রিয়শ্চ শিশুভিঃ সহ।
ক্রন্দমানা জগন্নাথং কৃষ্ণং নাথমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১৬
তাসাং রুদিতশব্দেন গোপানাং ক্রন্দিতেন চ।
দত্ত্বাভয়ং তু তুষ্টো বৈ কেশিনং সোঽভিদুদ্রুবে ॥ ১৭
কেশী চাপ্যুন্নতগ্রীবঃ প্রকাশদশনেক্ষণঃ
হেষমাণো জবোদগ্রো গোবিন্দাভিমুখো যযৌ ॥ ১৮
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কেশিনং হয়দানবম্
প্রত্যুজ্জগাম গোবিন্দস্তোয়দঃ শশিনং যথা ॥ ১৯

সেই দুরাচারী দানব এই বিশাল বনকে দূষিত করিয়া দিল। বন অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জনকারী মনুষ্যগণ ও গোধনসকলও এই বনের সেবা করিতে না ॥ ১৩

মদমত্ততাবশতঃ এই দৈত্য সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিচরণ করিত এবং অধিক পরিমাণে মানুষেরই মাংস ভক্ষণ করিত। তাহার বাসভূমি দিয়া যে পথ গিয়াছিল, সে এই পথকে অপথা করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৪

এক সময়ে মনুষ্যগণের শব্দের অনুসরণ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ কেশী যেন কাল-প্রেরিত হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যে গোপগণের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৫

তাহাকে দেখিয়াই গোপগণ স্ত্রী ও শিশুদিগের সহিত পলায়ন করিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে নিজেদের রক্ষক জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৬

গোপাঙ্গনাদিগের ক্রন্দন শব্দ ও গোপগণের ক্রন্দনে দ্রবীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অভয়দান করিলেন এবং তিনি কেশীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

কেশীও নিজের গ্রীবাকে উন্নত করিয়া তীব্রবেগে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিল। এই সময় সে ঘোরা ধ্বনি করিতে করিতে এবং দন্তসমূহ প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল ॥ ১৮

সেই অশ্বরূপধারী দানব কেশীকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহাতে মনে হইল—শ্যামবর্ণ মেঘ যেন চন্দ্রের দিকে গমন করিতেছে ॥ ১৯

কেশিনন্তু তমভ্যাসে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমবস্থিতম্।
মনুষ্যবুদ্ধয়ো গোপাঃ কৃষ্ণমূচুর্হিতৈষিণঃ ॥ ২০
কৃষ্ণ তাত ন ধর্ষেষ মহসা তে হয়াধমঃ
উপসর্পেণ্ড ভবান্ বালঃ পাপাশ্চেষ দুরাসদঃ ॥ ২১
এষ কংসস্য সহজঃ প্রাণস্তাত বহিশ্চরঃ
উত্তমশ্চ চরেন্দ্রাণাং দানবোঽপ্রতিমো যুধি ॥ ২২
ত্রাসনঃ সর্ব্বভূতানাং তুরগাণাং মহাবলঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রথমঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ২৩
গোপানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা বদতাং মধুসূদনঃ।
কেশিনা সহ যুদ্ধায় মতিং চক্রেঽভিসূদনঃ ॥ ২৪
ততঃ সব্যং দক্ষিণঞ্চ মণ্ডলং স পরিভ্রমন্
পদ্ভ্যামুভাভ্যাং স ভয়ঃ ক্রোধেনাকুলতে ক্রমান ॥ ২৫
বৃত্তে লম্বসটে চাস্য স্কন্ধে কেশঘনাবৃতে
বলয়োঽভ্রতরঙ্গাভাঃ পুপ্লুবুঃ ক্রোধজং জলম্ ॥ ২৬

কেশী ঘোড়ার মত মুখ ব্যাদান করিয়া ভীষণ দাঁত ও চক্ষু প্রকাশ করিয়া ঘোর শব্দ করিতে করিতে অত্যন্ত বেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণকে কেশীর নিকট অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি মানুষ-বুদ্ধিসম্পন্ন হিতৈষী গোপগণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২০

তাত শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সহসা এই নীচ অশ্বের নিকট যাইও না; কারণ, তুমি এখনও বালক, আর এই পাপাত্মা এক দুর্জ্জয় দৈত্য ॥২১

তাত! এই দৈত্য কংসের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ, অশ্বগণমধ্যের মধ্যে প্রধান এবং যুদ্ধে এই দানবের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই ॥২২

সমস্ত প্রাণিগণের ত্রাসদায়ক এই দৈত্য সকল অশ্বের মধ্যে অধিক বলবান্। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কাহারও পক্ষে সে বধ্য নয় এবং পাপাচারীদিগের মধ্যে সে সর্ব্বাগ্রগণ্য ॥ ২৩

পূর্ব্বোক্ত বাক্যধারী গোপগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্রুনাশন ভগবান্ মধুসূদন কেশীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥ ২৪

তদনন্তর এই অশ্ব দক্ষিণে বামে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের দুই পদের দ্বারা ক্রোধের সহিত বৃক্ষসকলকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ২৫

তাহার দীর্ঘরোমরাজিযুক্ত মুখে ও ঘন কেশসমূহে আবৃত স্কন্ধে মেঘমণ্ডলের তরঙ্গমালার ন্যায় যে সব বলি (চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া উঠিত রেখাসমূহ। ছিল, তাহারা ক্রোধজনিত জল (ঘর্ম্ম) নিঃসারণ করিতে লাগিল ॥ ২৬

স ফেনং বক্ত্রজং চৈব ববর্ষ রুজসা বৃতম্ ।
হিমকালেঽথবা ব্যোম্নি নীহারমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ২৭
গোবিন্দমরবিন্দাক্ষং দেবিতোদ্গারশীকরৈঃ ।
সফেনৈর্বক্ত্রনির্গীর্ণৈঃ প্রোক্ষয়ামাস ভারত ॥ ২৮
ঘূর্ণোদ্ভ্রান্তাবনিক্ষেন মধুকক্ষোদপাণ্ডুনা
রজসা স হরিঃ কৃষ্ণং চকারারুণমুদ্ধতম্ ॥ ২৯
মুহুর্বল্গিতপাদস্তু তস্যমাণো ধরাং খুরৈঃ ।
দদ্ভ্যাদ্রিশকলানস্তু কেশী কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৩০
স সংসক্তস্তু কৃষ্ণেন কেশী তুরগসত্তমঃ ।
পূর্বাভ্যাং চরণাভ্যাং বৈ কৃষ্ণং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৩১
পুনঃ পুনঃ স চ বলী প্রাহিণোৎ পার্শ্বতঃ খুরান্ ।
কৃষ্ণস্য দানবো ঘোরঃ প্রহারমভিতোরুসঃ ॥ ৩২
বক্ত্রেণ চাস্য ঘোরেণ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাযুধেন বৈ ।
অদশদ্ বাহুশিখরং কৃষ্ণস্য রুধিরোক্ষণঃ ॥ ৩৩

স লম্বকেসরসটঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতঃ
ররাজ কেশী মেঘেন সংসক্তঃ খ ইবাংশুমান্ ॥ ৩৪
উরস্তস্তোরসা হস্তমিষেণ বলবান্ হরিঃ ।
বেগেন বাসুদেবস্য ক্রোধাদ্ দ্বিগুণবিক্রমঃ ॥ ৩৫
তস্যোৎসিক্তস্য বলবান্ কৃষ্ণোঽপানিতবিক্রমঃ
বাহুমাভোগিনঃ কৃত্বা মুখে ক্রুদ্ধঃ সমাদধৎ ॥ ৩৬
স তং বাহুনশক্তো বৈ খাদিতুং ভেত্তুমেব চ
দশনৈর্মূলনির্মুক্তৈঃ সফেনং রুধিরং বমন্ ॥ ৩৭
বিপাটিতাভ্যামোষ্ঠাভ্যাং কটাভ্যাং বিদলীকৃতঃ ।
অক্ষিণী বিকৃতে চক্রে বিকৃতে মুক্তবন্ধনে ॥ ৩৮
নিরন্তরহনুব্যাবিদ্ধঃ শোণিতক্লিন্নলোচনঃ
উৎকর্ণো নষ্টচেতাস্তু স কেশী বভ্রমেষ্টত ॥ ৩৯
উৎপতন্নপতৎ পার্শ্বৈঃ সকৃদূর্ধ্বং সমুৎসৃজন্
বিস্রাঙ্গরোমা শ্রান্তস্তু নির্বিক্লবরণোঽভবৎ ॥ ৪০

সে নিজের মুখ হইতে উৎসৃষ্ট ফেনমিশ্রিত ফেন বর্ষণ আরম্ভ করিল। ইহাতে মনে হইল—হেমন্ত ঋতুতে চন্দ্র আকাশে নীহার (কুয়াশা) বৃষ্টি করিতেছে ॥ ২৭

ওরতলক্ষণ জনমেজয়। সে নিজের ঘ্রেষাধ্বনির সহিত নির্গত লালা ও মুখ হইতে নিঃসৃত ফেনসমূহের দ্বারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইয়া দিল ॥ ২৮

সেই অশ্ব নিজের ঘূর্ণায়িত বিস্তৃত মধুচক্রের ন্যায় উদর ও মুখ ধূলিরাশির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকস্থিত কেশগুচ্ছকে উদর ও অরুণ করিয়া দিল ॥ ২৯

কেশীর পদচতুষ্টয় তখন উল্লম্ফ-প্লবন করিতেছিল। সে নিজের খুরসমূহের দ্বারা ভূমিকে খনন করিতেছিল এবং নিজের রসকল লেহন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩০

অশ্বশ্রেষ্ঠ কেশী তারপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে আসক্ত হইল। নিজের দুই অগ্রস্থিত পদের দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিল ॥ ৩১

সেই বলবান্ দানব পার্শ্বভাগ দিয়াও পুনঃ পুনঃ খুরসকলকে ক্ষেপ করিতে লাগিল এবং অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের উপর ঘোর প্রহার করিল ॥ ৩২

তীক্ষ্ণ দন্তরূপ অস্ত্রযুক্ত ভয়ঙ্কর মুখের দ্বারা রোষাবিষ্ট সেই দানব শ্রীকৃষ্ণের বাহুর অগ্রভাগে দংশন করিল ॥ ৩৩

পরে লম্বা কেশরযুক্ত সেই কেশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধরত হইয়া মেঘাবৃত অংশুমালী সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৪

সেই বলবান্ অশ্বের পরাক্রমে তাহার ক্রোধ আরও দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। সে তখন নিজের বক্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সবেগে আঘাত করিবার জন্য ইচ্ছা করিল ॥ ৩৫

তখন অমিত পরাক্রমশালী বলবান্ শ্রীকৃষ্ণও কুপিত হইয়া সেই পর্বতিত দৈত্যের মুখে নিজের এক বাহুকে বহু দীর্ঘ করিয়া (অথবা সর্পাকারে বক্র করিয়া) প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৩৬

সেই অশ্ব তাঁহার এই বাহুকে চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে ও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইল না, ইহাতে বরং তাহার দন্তসমূহ মূলসহ উৎপাটিত হইয়া আসিল এবং সেই সঙ্গে ফেনসহ রক্ত বমন করিতে লাগিল ॥ ৩৭

তাহার দুই ওষ্ঠ ও কণ্ঠ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যাইল এবং মুখবন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়ায় কেশীর দুই চক্ষু বিকৃত হইয়া বাহির হইয়া আসিল ॥ ৩৮

তাহার জানুর নিম্নভাগ বিদীর্ণ হইয়া যাইল। সেই বাহুর দ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় তাহার বিকৃত নেত্রদ্বয় হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার দুই কর্ণও উৎপাটিত হইয়াছিল এবং চেতনাও নষ্ট হইয়া যাইল। এই অবস্থায় কেশী বারংবার ছটফট করিতে লাগিল ॥ ৩৯

সে পুনঃ পুনঃ পদসমূহ উত্তোলিত অবনমিত করিতে লাগিল এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকিল। তাহার প্রতি অঙ্গ ও রোমসকল বিন্ন (ঘর্মাক্ত) হইয়া উঠিল। শেষে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং পদসমূহ নিষ্কেষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৪০

কেশিবক্ত্রবিলগ্নস্তু কৃষ্ণবাহুরশোভত।
ব্যাভুগ্ন ইব ঘর্মান্তে চন্দ্রার্কিরণৈর্ঘনঃ ॥ ৪১
কেশী চ কৃষ্ণসংসক্তঃ শাস্ত্রসাত্ত্বো ব্যরোচত
প্রভাতাবনতশ্চন্দ্রঃ শ্রান্তো মেরুমিবাশ্রিতঃ ॥ ৪২
তস্য কৃষ্ণভুজোৎক্ষুণ্ণাঃ কেশিনো দশনা মুখাৎ
পেতুঃ শরদি নিস্তোয়াঃ সিতাভ্রাবয়বা ইব ॥ ৪৩
স তু কেশী ভৃশং শ্রান্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা
স্বভুজং স্বায়তং কৃত্বা পাটিতো বলবদ্বলা ॥ ৪৪
স পাটিতো ভুজেনাজৌ কৃষ্ণেন বিকৃতাননঃ।
কেশী নদন্ মহানাদং দানবো ব্যসিতস্তদা ॥ ৪৫
বিঘূর্ণমানঃ প্রস্রাবী মুখাদ্ রুধিরমুদ্বমন্।
ভৃশং ব্যঙ্গীকৃতবপুর্নিকৃত্তার্ধ ইবাচলঃ ॥ ৪৬
ব্যাদিতাস্যো মহারৌদ্রঃ সোঽসুরঃ কৃষ্ণবাহুনা
নিপপাত যথা কৃত্তো নাগো হি বিপুলীকৃতঃ ॥ ৪৭

কেশীর মুখে সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহু মুখমণ্ডলে অর্দ্ধ-বেষ্টিত হইয়া বর্ষাকালে অর্দ্ধচন্দ্রের কিরণে পরিবৃত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪১

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা আবেষ্টিত হইয়া কেশীর শরীর শ্রান্ত হইয়া যাইল। সেই সময় সে প্রভাতকালে অস্তাচলের শিখরে যাইয়া মেরুপর্ব্বত আশ্রয় করত স্থিত শ্রান্ত চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। ৪২

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কেশীর দন্তসমূহ মুখ হইতে বাহিরে পতিত হইল। ইহাতে মনে হইল—শরৎকালে জলশূন্য শ্বেত বর্ণ মেঘসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইয়াছে। ৪৩

যখন কেশী সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়া গেল, তখন অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাহুকে আরও বৃহৎ করিয়া সেই দৈত্যের শরীরকে সবলে মধ্যভাগ দিয়া বিপাটিত করিয়া দিলেন (চিরিয়া ফেলিলেন)। ৪৪

সেই যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাহু দ্বারা বিপাটিত হইয়া কেশীর মুখ বিকৃত হইয়া যাইল। সেই দানব কেশী তখন ব্যথিত হইয়া তীব্রস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ৪৫

তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল। সে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। তাহার দেহ হইতে এই সময় কোনও কোনও অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহাকে এইরূপ দেখাইতেছিল, যেন কোনও পর্ব্বত অর্দ্ধভাগে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ৪৬

বাহুনা কৃষ্ণদেহস্য কেশিনো রূপমাবভৌ।
পশোরিব মহাযজ্ঞে নিহতস্য পিনাকিনা ॥৪৮
দ্বিপাদপৃষ্ঠপুচ্ছার্দ্ধে শ্রবণৈক বিনাসিকে।
কেশিনস্ত্বিধাভূতে দ্বে চার্দ্ধে প্রেক্ষতুঃ ক্ষিতৌ ॥ ৪৯
কেশিনস্তুকৃতস্যাপি কৃষ্ণস্য শুশুভে ভুজঃ।
বৃদ্ধঃ সাল ইবারণ্যে গজেন্দ্রদলনান্বিতঃ ॥ ৫০
তং হত্বা কেশিনং যুদ্ধে কৃত্বা চ ভগবঃ।
কৃষ্ণঃ পদ্মপলাশাক্ষো ঽবসংস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ৫১
তং হতং কেশিনং দৃষ্ট্বা গোপা গোপস্ত্রিয়স্তথা
বভূবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে হতবিঘ্না গতক্লমাঃ ॥ ৫২
দামোদরং তু শ্রীমন্তং ধর্মাত্মানং যশাবরঃ।
অভ্যানন্দন্ প্রিয়ৈর্বাক্যৈঃ পূজয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩

গোপা উচুঃ।

অহো ত্বয়া কৃতং কর্ম্ম হতোঽয়ং লোককণ্টকঃ
দৈত্যঃ ক্ষিতিধরঃ কৃষ্ণ হয়রূপঃ সমাস্থিতঃ ॥ ৫৪

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা যাহার মুখ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই দুইভাগে বিভক্ত মহাযজ্ঞের অসুর হইলেও ছিন্ন হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ৪৭

শ্রীকৃষ্ণের বাহুর দ্বারা ছিন্নদেহ কেশীর রূপ পিনাকপাণি ভগবান্ রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত পশুর (মহিষাসুরের) তুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে লাগিল। ৪৮

কেশীর দেহের সেই দুই খণ্ড দুই পদ, অর্দ্ধ পৃষ্ঠ, পুচ্ছ এবং এক এক কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকার দ্বারা যুক্ত হইয়া ভূতলে পতিত অবস্থায় অনুপম শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯

কেশীর দন্তসমূহের দংশনজাত ক্ষতচিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহু বনমধ্যে গজরাজের দন্তসমূহের আঘাতচিহ্নযুক্ত শালবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৫০

এইভাবে যুদ্ধে কেশীকে বধ করিয়া তাহার দেহকে ভাগে ভাগে খণ্ডিত করত কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই স্থান করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সেই কেশীকে নিহত হইতে দেখিয়া গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন সকলেরই বিঘ্ন নষ্ট হইয়া যাইল ও কষ্ট দূর হইল। ৫২

স্থান ও বয়সানুসারে সমস্ত গোপগণ বারংবার শ্রীমান্ দামোদরের পূজা করিতে করিতে প্রিয় বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। ৫৩

গোপগণ বলিলেন,—তুমি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছ। সমস্ত জগতের কণ্টকস্বরূপ এই দৈত্য আজ তোমার দ্বারা নিহত

কৃতং বৃন্দাবনং ক্ষেমং সেব্যং নৃ-মৃগ-পক্ষিণাম্ ।
হত্বা পাপমিমং তাত কেশিনং হয়দানবম্ ॥ ৫৫
হতা নো বহবো গোপা গাবো বৎসেষু বৎসলাঃ
নৈকে চাত্মে জনপদা হতানেন দুরাত্মনা ॥ ৫৬
এষ সংবর্ত্তকং কর্ত্তুমুদ্যতঃ খলু পাপকৃৎ
নূলোকং নিরয়ং কৃত্বা চর্ত্তুকামো যথাসুখম্ ॥ ৫৭
নৈতস্য প্রমুখে স্থাতুং কশ্চিচ্ছক্তো ভিক্ষীবিষুঃ
অপি দেবগণেষ্বেষু কিং পুনঃ পৃথিবীতলে ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথাহান্তর্হিতো বিপ্রো নারদঃ খগমো মুনিঃ
প্রীতোঽস্মি বিষ্ণো দেবেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চাব্রবীৎ ॥৫৯

নারদ উবাচ ।

যদিদং দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং কেশিজিঘাংসয়া ।
ত্বয়োব কেবলং যুক্তং ত্রিদিবে ত্র্যম্বকেঽপি বা ॥ ৬০

অহং যুদ্ধোৎসুকস্তাত ত্বদ্দর্শনোন্তরাত্মনা ।
ইহং নরহয়ং যুদ্ধং দ্রষ্টুং স্বর্গ নিরাগতঃ ॥ ৬১
পূতনানিধনাদীনি কর্ম্মাণি তব দৃষ্টবান্
অতঃ ত্বয়েন গোবিন্দ কর্ম্মণা পরিতোষিতঃ ॥ ৬২
ত্বয়াদিশ্যাস্মহেন্দ্রোঽপি বিশ্রুতি বলসূদনঃ
কুর্বাণাচ্চ বপুষোরঃ কেশিনো দুষ্টচেতসঃ ॥ ৬৩
দত্ত্বা পাটিতো দেহো ভুজেনাহতপর্ব্বণা ।
এষোঽস্য মৃত্যুরাখ্যাত বিহিতো বিশ্বসে নিনা ॥ ৬৪
যস্মাদ্ধত্বা হতঃ কেশী তস্মান্নচ্ছ্রবনং শৃণু
কেশবো নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি ॥ ৬৫
স্বস্ত্যস্তু ভবতো লোকে সাধু সাম্যমমাগুগঃ
কৃতাশেষঞ্চ তে কার্য্যং শক্তত্বমসি যা চিরম্ ॥ ৬৬
ত্বয়ি কার্য্যান্তরগতে নরা ইব দিবৌকসঃ
বিড়ম্বয়ন্তঃ ক্রীড়ন্তি লীলাঃ ত্বদ্বলমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৭

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ! এই দৈত্য বর্ত্তমানে অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিত। ৫৪

তাত! এই অশ্বরূপধারী পাপী দানব কেশীকে বধ করত তুমি বৃন্দাবনকে মনুষ্য ও পশু-পক্ষীদিগের পক্ষে সেব্য ও ক্ষেমকারক করিয়া দিয়াছ। ৫৫

এই দুরাত্মা আমাদের বহু গোপকে বিনাশ করিয়াছে। বৎসগণের প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ বহু গোরুকেও সে হত্যা করিয়াছে এবং বহু প্রধান প্রধান জনপদও সে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ৫৬

এই পাপকর্মকারী দানব নিশ্চয়ই জগতের প্রলয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। মনুষ্যলোককে মনুষ্য-শূন্য করিয়া দিয়া সুখে বিচরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। ৫৭

জীবিত থাকিতে ইহাকে কোনও মানুষই ইহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিত না। দেবগণের মধ্যেও কেহ ইহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, সেস্থলে পুনঃ ভূতলবাসীদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর আকাশচারী মুনি বিপ্রবর নারদ আকাশে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বলিলেন,—দেবেশ্বর বিষ্ণো! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি আপনার এই কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ৫৯

নারদ বলিলেন,—প্রভো! আপনি কেশীকে বধ করিবার ইচ্ছায় এই যে দুষ্কর কর্ম করিলেন, ইহা কেবল আপনারই যোগ্য অথবা দেবলোকে ত্রিলোচন রুদ্রই এরূপ করিতে পারেন। ৬০

তাত! আমি যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকি। অতএব আমি নিজ অশ্বরূপধারণ দ্বারা আপনারই চিত্ত আকর্ষণ করিতে করিতে এই মনুষ্য ও অশ্বের সংগ্রাম দর্শন করিবার জন্য স্বর্গলোক হইতে এখানে আসিয়াছিলাম। ৬১

গোবিন্দ! আপনার 'পূতনা-বধ' আদি কার্য্যসকলও দর্শন করিয়াছি এবং সেই সব কর্ম্মে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ৬২

এজন্যই রূপধারণকারী এই ঘোড়া অশ্ব কেশী হইতে বলাসূদনাদি দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া থাকেন। ৬৩

আপনি আপনার বাহুর একভাগকে দূরং করিয়া তাহার দ্বারা এই কেশীর দেহকে যে বিদীর্ণ করিয়াছেন, বিশ্বযোনি ব্রহ্মা ইহার মৃত্যুর জন্য এরূপ বিধানই করিয়াছিলেন। ৬৪

আপনি আমার এখন এই অনুশাসন শ্রবণ করুন—আপনি কেশীকে বধ করিয়াছেন, সেইজন্য ত্বরং সংসারে আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। ৬৫

জগতে আপনার কল্যাণ হউক। (অথবা আপনার দ্বারা জগতের কল্যাণ হউক।) আপনাকে সাধুবাদ প্রদান করত আমি সত্বর গমন করিতেছি। এখন যে কোন কার্য্যসমূহ অবশিষ্ট আছে, আপনি তৎসমস্তই পূর্ণ করুন। আপনি সেই সব কার্য্য করিতে সমর্থ, সুতরাং সত্বর সম্পাদন করুন, বিলম্ব করিবেন না। ৬৬

যখন আপনি কুচার-চরণ প্রভৃতি অন্য কার্য্যসমূহের জন্য এই মর্ত্যলোকে (অবতাররূপের জন্য) চলিয়া আসেন, তখন

অভ্যাসে বর্ত্ততে কালো ভারতস্যাহবোদয়ে:
হস্তপ্রাপ্তানি যুদ্ধানি রাজ্ঞাং ত্রিদিবগামিনাম্ ॥ ৬৮
পন্থান: শোধিতা যোগ্যা বিমানারোহলোভগা:
অবকাশা বিভক্তাস্তে শক্রলোকে মহাত্মিতাম্ ॥ ৬৯
উগ্রসেনসুতে শান্তে পরস্তে ত্বয়ি কেশব
অভিতস্তত্ত্বলব্ধঃ ভবিষ্যতি মহাত্মিতাম্ ॥ ৭০
ত্বাং চাপ্রতিমকর্ম্মাণং সংশ্রয়িষ্যন্তি পাণ্ডবা:
ভেদকালে নরেন্দ্রাণাং পক্ষগ্রাহো ভবিষ্যসি ॥ ৭১
ত্বয়ি রাজাসনস্থে হি রাজশ্রিয়মনুত্তমাম্ ।
ততাং তাক্ষ্যন্তি রাজানস্বৎপ্রভাবান্ন সংশয়: ॥ ৭২

এষ মে কৃষ্ণ সন্দেশ: শ্রুতিভিঃ খ্যাতিমেষ্যতি ।
দেবতানাং দিবিস্থানাং ভূগতশ্চ জগৎপতে ॥ ৭৩
দৃষ্টং মে ভবত: কর্ম্ম পৃষ্টশ্চাসি ময়া প্রভো
কংসে ভূয়: মনেস্তস্মিন্ সাধিতে সাধু যাম্যহম্ ॥ ৭৪
এবমুক্ত্বা তু স তদা নারদ: খং জগাম হ ।
নারদস্য বচ: শ্রুত্বা দেবসঙ্গীতযোনিন: ॥ ৭৫
তথেতি স সমাভাষ্য পুনর্গোপান্ সমাসদৎ
গোপা: কৃষ্ণং সমাসাদ্য বিবিশুর্ব্রজমেব হ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কেশিবধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়: ॥ ২৪

আপনারই বল অবলম্বনকারী দেবলোকবাসী দেবগণও মনুষ্যদিগের ন্যায় আপনার লীলার অনুকরণ (অভিনয়) করিতে করিতে (নাটকাদি ক্রীড়া করিতে থাকেন । ৬৭

সম্প্রতি মহাভারত যুদ্ধের সময় এখন নিকট হইয়া আসিতেছে । যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমনকারী রাজাদের জন্য যুদ্ধের সুযোগ যেন হস্তগতই হইয়া গিয়াছে । ৬৮

বিমানসমূহে আরোহণের জন্য আকাশে উর্দ্ধগামী পথসকল আছে । সেই সব শোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইন্দ্রলোকে গমনকারী রাজাদের জন্য পৃথক পৃথক অবকাশ (নিবাসস্থান) নির্ম্মাণ করা হইতেছে । ৬৯

কেশব ! উগ্রসেন-পুত্র কংস নিহত হইলে পর যখন আপনি যাদবগণের সংরক্ষকরূপে মুখ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন সর্ব্বদিকে রাজাদের মধ্যে সেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে । ৭০

আপনার কর্ম্মের (বা পরাক্রমের) কোনও তুলনা নাই, অতএব পাণ্ডবগণ আপনারই শরণাপন্ন হইবে । রাজাদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির ফলে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন আপনি পাণ্ডব-গণের পক্ষ গ্রহণ করিবেন । ৭১

যখন আপনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন আপনারই প্রভাবে সকল রাজা নিজ নিজ উত্তম ও তত রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৭২

জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ ! ইহাই হইল আমার ও স্বর্গবাসী দেবগণের সমাচার, যাহা শ্রুতিসমূহের দ্বারা গূঢ়ভাবে প্রতিপাদিত আছে :* অতঃপর জগতেও উহা বিখ্যাত হইবে । ৭৩

প্রভো ! আমি আপনার পরাক্রম দেখিতেছি, আপনারও দর্শনলাভ করিয়াছি । আপনাকে সাধুবাদ ! আমি এখন যাইতেছি, কংস নিহত হইলে পর আমি আপনার সহিত পুনরায় মিলিত হইব । ৭৪

এইরূপ বলিয়া নারদ সে সময়ে আকাশে চলিয়া যাইলেন । দেবসঙ্গীতের উৎপত্তি স্থান নারদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তারপর গোপগোপের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন গোপগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত ব্রজেই প্রবেশ করিলেন । ৭৫-৭৬

---

* সেই সমাচারপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের মধ্যে এক শ্রুতি, যাহা মহাভারত যুদ্ধের প্রকাশক, তাহা হইল—"অহশ্চ কৃষ্ণ-মহরর্জুনঞ্চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ । বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরোচ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি ।" অর্থাৎ এক যুদ্ধ-যজ্ঞের সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ও অন্য যুদ্ধ-যজ্ঞের সম্বন্ধ অর্জুনের সহিত । ইঁহারা উভয়ে যখন একসঙ্গে থাকিয়া কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের দ্বারা দুইটি যুদ্ধ-যজ্ঞ সম্পাদিত হয় । এই দুইটি যুদ্ধ-যজ্ঞই রজোগুণময় ছিল ; কারণ, পৈতৃক সম্পত্তিকে নিমিত্ত করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । বৈশ্বানর অর্থাৎ ধর্ম্ম সংসারে জন্মগ্রহণ করত (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায়) নিশ্চয়ই রাজা হইয়াছিলেন । তিনি প্রকাশমান অগ্নির সহায়তায় অসুরগণের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদাহের সময় অগ্নি কর্তৃক প্রদত্ত চক্র ও গাণ্ডীবের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরাক্রমের দ্বারা অসুরগণের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন । (নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা)

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কেশিবধ-বিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রজনাগম্যাক্রূরেণ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনম্, তদ্‌বিষয়ে বহুশশ্চিন্তা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাস্তং গচ্ছতি তদা মন্দরশ্মৌ দিবাকরে।
সন্ধ্যারক্ততলে ব্যোম্নি শশাঙ্কে পাণ্ডুমণ্ডলে ॥ ১

নীড়স্থেষু বিহঙ্গেষু সংসু প্রাচ্যুক্তরাশিষু।
ঈষত্তমঃসংবৃতাসু দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বশঃ ॥ ২

ঘোষবাসিষু সুপ্তেষু বাসন্তীষু শিবাসু চ।
নক্তঞ্চরেষু শ্রুষ্টেষু পিশিতাশনকাঙ্ক্ষিষু ॥ ৩

শত্রুগোপাহ্বয়ারাবোদ্রেকেষ্বভাসতস্করে।
সন্ধ্যাময়ীমিব গুর্ব্বাং সম্প্রতিষ্ঠে দিবাকরে ॥ ৪

অগ্নিপ্রয়ণবেলায়াং প্রাপ্তায়াং গৃহমেধিনাম্।
বন্যৈর্বৈখানসৈর্মন্ত্রৈর্হূয়মানে হুতাশনে ॥ ৫

উপাবৃত্তাসু বৈ গোষু দুহ্যমানাসু চ ব্রজে।
অসকৃদ্ব্যাহরন্তীষু বদ্ধবৎসাসু ধেনুষু ॥ ৬

প্রকীর্ণদামনীকেষু গাস্তবৈধাহ্বয়ৎসু চ।
সনিনাদেষু গোপেষু কালামানে চ গোধনে ॥ ৭

করীষেষু প্রকৃষ্টেষু দীপ্যমানেষু সর্ব্বশঃ
কাষ্ঠভারানতস্কন্ধৈর্গোপৈরভ্যাগতৈস্তথা ॥ ৮

কিঞ্চিদভ্যুদ্গতে সোমে মন্দরশ্মৌ বিরাজতি।
ঈষদ্বিগাহমানায়াং রজন্যাং দিবসে গতে ॥ ৯

প্রাপ্তে দিনব্যুপরমে প্রবৃত্তে ক্ষণদামুখে।
ভাস্করে তেজসি গতে সৌম্যে তেজস্ব্যুপস্থিতে ॥ ১০

অগ্নিহোত্রাকুলে কালে সৌম্যোদ্যৌ সমুপস্থিতে।
অগ্নীষোমাত্মকে সন্ধৌ বর্ত্তমানে জগত্ত্রয়ে ॥ ১১

পশ্চিমেনাগ্নিদীপ্তেন পূর্ব্বেণোৎপলবর্চ্চসা।
দন্তাভ্রিসদৃশে ব্যোম্নি কিঞ্চিত্তারাগণাকুলে ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[ব্রজে আসিয়া অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার বিষয়ে বহু প্রকারের কথা চিন্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই দিন যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, তাঁহার কিরণ মন্দ হইয়া যাইল, পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যার লালিমা প্রকাশিত হইল, চন্দ্রের শ্বেত-পীত মণ্ডল উদিত হইল, পক্ষীরা নিজ নিজ নীড়ে (বাসায়) বিশ্রাম করিতেছিল, শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলগণ যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন, সমস্ত দিকেই যখন কিছু কিছু অন্ধকার আবৃত হইয়া যাইল, ব্রজবাসীর নিদ্রার জন্য প্রবৃত্ত হইতে হইলেন, শিবাগণ রব করিতে লাগিল, মাংস ভোজনকামী নৈশাচরগণ তুষ্ট হইয়া উঠিল, রৌদ্র তাপে তাপিত ইন্দ্রগোপ-নামক কীটগণের আনন্দপ্রদ ও বেগসমূহের আঘাতের প্রতি-ষেধক প্রদোষ কাল যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলগিরির গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন, যখন গৃহস্থগণের পক্ষে অনীয় হুত বা হুত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, বনবাসী বৈখানসগণ (বানপ্রস্থগণ) যখন মন্ত্র-সমূহের দ্বারা অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিলেন, যখন গোসকল বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত ব্রজে আগমন করিল এবং তাহাদের দুগ্ধদোহন করা কার্য্য সম্পন্ন হইল, যাহাদের বৎস-গণকে বন্ধন করা হইয়াছে ও যাহারা নিজেরাই বৃহৎ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ ছিল, সেই ধেনুগণ যখন বারংবার হাম্বারব করিতে ছিল, গোপগণকে আহ্বান করিতে করিতে গোপসকল যখন চারিদিকে কোলাহল করিতে লাগিলেন, যখন বন্ধন করিবার জন্য গো-দিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, কাষ্ঠভারে ঈষৎ আনত স্কন্ধযুক্ত গোপগণ যখন গৃহে আসিয়া চারিদিকে বিস্তৃত শুষ্ক গোময়সমূহ প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ উদিত চন্দ্রদেব যখন নিজের মন্দ কিরণসমূহে প্রকাশিত হইতে-ছিলেন, দিন চলিয়া যাওয়ার যখন অল্প রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, দিনের পূর্ণ সমাপ্তি হইবার পর যখন রাত্রির প্রথম প্রহর আরম্ভ হইল, সূর্য্যের উষ্ণ প্রকাশ অস্তমিত হইলে ও চন্দ্রের শীতল প্রকাশ উপস্থিত হইলে, যে সময় অগ্নিহোত্রের সুবৃদ্ধি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল, বস্তুতঃ সৌম্য চন্দ্রদেব যখন উদিত হইলেন, যখন সম্পূর্ণ জগতে অগ্নীষোমাত্মক সন্ধির কাল বর্ত্তমান ছিল, যখন পশ্চিমদিকে অগ্নির ন্যায় সন্ধ্যাকালের অরুণ প্রকাশ বিস্তৃত হইল এবং পূর্ব্ব দিকেও রক্তপদ্ম সদৃশকান্তিমান্ চন্দ্রের কুমুদতুল্য প্রভা বিস্তার লাভ করিল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেরই অরুণ প্রকাশের দ্বারা যখন আকাশ উভয় পার্শ্বে দন্ত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং আকাশে কিছু কিছু নক্ষত্রও উদিত হইল, এরূপ সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে

বরোভির্বাসযুক্তাভিঃ বন্ধুভিশ্চ সমাগমম্
সংসক্তিঃ স্যন্দনেনাশু প্রাপ্তো দানপতির্ব্রজম্ ॥ ১৩
প্রবিশন্নেব পপ্রচ্ছ সান্নিধ্যং কেশবস্য সঃ।
রৌহিণেয়স্য চাক্রূরো নন্দগোপস্য চাসকৃৎ ॥ ১৪
স নন্দগোপস্য গৃহং বাসায় বিবুধোপমঃ।
অবতীর্য্য ততো যানাৎ প্রবিবেশ মহাবলঃ ॥ ১৫
হর্ষপূর্ণেন বক্ত্রেণ সাশ্রুনেত্রেণ চৈব হি।
প্রবিশন্নেব চ দ্বারি দদর্শাদোহনে গবাম্ ॥ ১৬
বৎসমধ্যে স্থিতং কৃষ্ণং সবৎসমিব গোবৃষম্
সন্তং হর্ষপরীতেন বচসা গদগদেন বৈ ॥ ১৭
এহি কেশব তাতেতি প্রবাহরত ধর্ম্মবিৎ।
উত্তানশায়িনং দৃষ্ট্বা পুনর্দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়া বৃতম্ ॥ ১৮
অব্যক্তযৌবনং কৃষ্ণমক্রূরঃ প্রশশংস হ।
অয়ং স পুণ্ডরীকাক্ষঃ সিংহশার্দ্দূলবিক্রমঃ।

সম্পূর্ণচন্দ্রনেধাভঃ পর্ব্বতপ্রবরাকৃতিঃ
মৃদ্বেষবর্ষীয়সেন স শ্রীবৎসেন বক্ষসা।
স্নিগ্ধনিবনদক্ষাভ্যাং ভুজাভ্যাং সাধু ভূষিতঃ ॥ ১০
মূর্ত্তিমান্ স মহস্যাস্য জগতোঽগ্র্যস্য ভাজনম্
গোপবেশধরো বিষ্ণুরুরুশ্রাতনুরুহঃ ॥ ১১
কিরীটলাঞ্ছনেনাপি শিরসা ছত্রবর্চ্চসা
কৃষ্ণলোত্তমযোগাভ্যাং শ্রবণাভ্যাং বিভূষিতঃ ॥ ১২
হারার্দ্ধেন চ পীনেন সুবিস্তীর্ণেন বক্ষসা
বাহুভ্যাং ভুজাভ্যাং প্রস্তাভ্যাং পীনাভ্যামুপশোভিতঃ ॥১৩
স্ত্রীসহস্রোপচর্য্যেণ বপুষা মধুগন্ধিনা।
পীতে বসানো বসনে সোঽয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ১৪
চরণাগ্রপ্রভূতাভ্যাং চরণাভ্যামবিক্রমঃ
ত্রৈলোক্যাক্রান্তিভূতাভ্যাং ভুবি পদ্ভ্যাং ব্যবস্থিতঃ ॥১৫

ইচ্ছুক পথিকগণের বন্ধুদের সহিত যেন মিলনের সূচনা দানকারী পক্ষিকুলের সহিতই দানপতি অক্রূর নিজ রথের দ্বারা শীঘ্রই ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১-১৩

ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতেই অক্রূর সেখানের মনুষ্যগণকে বারংবার শ্রীকৃষ্ণ, রোহিণীনন্দন বলরাম এবং নন্দগোপের নিবাস স্থান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ১৪

তাহার পর দেবোপম কান্তিযুক্ত মহাবল অক্রূর সেই রথ হইতে নামিয়া বাস করিবার জন্য নন্দগোপের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১৫

হর্ষপূর্ণ মুখে ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে অক্রূর নন্দগোপের গৃহের দ্বারে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন যে, গোষ্ঠকলের মোহনস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বহু সংখ্যক বৎসের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি মনে করিলেন—বৎসগণের মধ্যে এক বৃষ দাঁড়াইয়া আছে। ১৬;

তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ধর্ম্মজ্ঞ অক্রূর হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন—তাত কেশব। এদিকে এস। ১৭;

(কিছুকাল পূর্ব্বে) যাঁহাকে পূর্ব্বে শৈশবাবস্থায় উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ১৮;

এই সেই সিংহ ও ব্যাঘ্রসদৃশ পরাক্রমশালী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ। ইহার অঙ্গকান্তি জলপূর্ণ জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ। ইহার দেহের উচ্চতা শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় মনে হইতেছে। ১৯

ইহার শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত বক্ষঃস্থল মৃদু অথচ দৃঢ় এবং ইহার বাহুযুগল সজ্জনগণকে সংসার করিতে সমর্থ। এই বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থলের দ্বারা ইহার শ্রীবিগ্রহের অতিশয় শোভা হইতেছে। ২০

ইনিই সেই মূর্ত্তিমান্ রহস্য ও উপনিষৎপ্রতিপাদিত পুরুষোত্তম। যিনি এই জগৎসংসারের অগ্রপূজা পাইবার প্রথম অধিকারী। এই ভগবান্ বিষ্ণুই এখানে গোপবেশধারণ করত আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার রোমাবলি উপরের দিকে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে এবং পরম পবিত্র অর্থাৎ এই রোমাবলি প্রেমী ভক্তজনকে দেখিয়াই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ২১

যাহার উপর কিরীট ধারণ করিবার চিহ্ন ও যে স্থানে ছত্রাকার কান্তি প্রকাশিত হইতেছে, সেই মস্তকের দ্বারা এবং উত্তম কুণ্ডল ধারণযোগ্য কর্ণযুগলের দ্বারা ইনি বিভূষিত রহিয়াছেন। ২২

হারধারণের যোগ্য উচ্চ ও আয়ত বক্ষ এবং গোলাকার দুই বিশাল বাহুর দ্বারা ইহার অতিশয় শোভা হইতেছে। ২৩

ইহার শ্রীবিগ্রহ সেই যৌবন ও পৌগণ্ড বয়সের সন্ধিতে উপনীত হইয়াছে, যাহাতে কামদেবের আশ্রয় লাভ হইয়াছে। এই বিগ্রহ সহস্র স্ত্রীগণের দ্বারা পরিচর্য্যালাভের যোগ্য। এরূপ দিব্য শরীরে দুইটি পীত বস্ত্র ধারণ করত সেই সনাতন বিষ্ণুই এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। ২৪

যিনি পৃথিবীর আশ্রয়কৃত এবং তিন লোককে আক্রান্ত করিতে সমর্থ, এরূপ সঞ্চরণশীল যুগল চরণের দ্বারা এই ভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন। ২৫

রুচিরাগ্রকরস্থাস্য চক্রাঙ্কিত ইবেক্ষতে।
দ্বিতীয় উন্নতস্থাপি গদাসংযোগমিচ্ছতি ॥ ২৬

অবতীর্ণো ভবায়েহ প্রথমঃ পদমাত্মনঃ।
শোভতেঽস্য ভুবি শ্রেষ্ঠত্রিদশানাং ধুরন্ধরঃ ॥ ২৭

অয়ং ভবিষ্যে কথিতো ভবিষ্যকুশলৈর্নরৈঃ।
গোপালো যদবং বংশং ক্ষীণং বিস্তারয়িষ্যতি ॥ ২৮

হেতুনা যাদবাশ্চাস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বংশমাপূরয়িষ্যন্তি স্রোতো ইব মহার্ণবম্ ॥ ২৯

অস্যেদং শাসনে সর্বং জগৎ স্থাস্যতি শাশ্বতম্।
নিহতামিত্রসামন্তং স্ফীতং কৃতযুগে তথা ॥ ৩০

অয়নায়ায় বসুধাং স্থাপয়িত্বা জগদ্ বশে।
রাজ্ঞাং ভবিষ্যত্যুপরি ন চ রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩১

নূনং ত্রিভিঃ ক্রমৈর্জিত্বা যথাবেন প্রভুঃ কৃতঃ।
পুরা পুরন্দরো রাজা দেবতানাং ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩২

তথৈব বসুধাং ভিত্বা জিতপূর্বাং ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ।
স্থাপয়িষ্যতি রাজানমুগ্রসেনং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩

প্রসৃষ্টবৈরগাধোঽয়ং প্রশ্নৈশ্চ বহুভিঃ কৃতঃ।
ব্রাহ্মণৈর্ঋষিবাদৈশ্চ পুরাণোঽয়ং হি গীয়তে ॥ ৩৪

স্পৃহণীয়ো হি লোকস্য ভবিষ্যতি চ কেশবঃ।
তথা হ্যস্যোচিতা বুদ্ধির্মানুষ্যামুপজীবিতুম্ ॥ ৩৫

অহং স্বস্যান্ত বসতিং পূজয়িষ্যে যথাবিধি।
বিষ্ণুত্বং মনসা চৈব পূজয়িষ্যামি মন্ত্রবৎ ॥ ৩৬

যচ্চ জ্ঞাতিপরিজ্ঞানং প্রাদুর্ভূতং চ বৈ নৃষু।
অমানুষং বেদ্মি চৈনং যে চান্যে দিব্যচক্ষুষঃ ॥ ৩৭

সুন্দর অগ্রভাগযুক্ত ইঁহার এক হস্ত চক্রের দ্বারা চিহ্নিত বলিয়া দেখা যাইতেছে এবং দ্বিতীয় উন্নত হস্ত গদার দ্বারা সংযুক্ত হইবার জন্য যেন ইচ্ছা করিতেছে ।২৬

ইনিই পরংব্রহ্ম পরমাত্মার প্রথম পদ • তুরীয় ব্রহ্ম, যিনি জগতের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবতাগণের রক্ষার ভারবহনকারী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আজ কৃতলে অবতীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন ।২৭

ইঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ মনুজগণ বলেন যে, গোপাল শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যতে ক্ষীণ যাদববংশের বিস্তার করিবেন ।২৮

যেরূপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ মহাসাগরকে পূর্ণ করিতে থাকে, সেইরূপ শত শত ও সহস্র সহস্র যাদব ইঁহার প্রভাবে নিজ নিজ বংশের বৃদ্ধি করিবে ।২৯

এই সম্পূর্ণ জগৎ, যাহা সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইঁহারই শাসনে অবস্থিত থাকিবে। এই সময় ইঁহার শত্রু ও সামন্তগণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এই বিশ্ব সত্যযুগের ন্যায় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন হইবে ।৩০

ইনি বসুধায় বিরাজমান থাকিয়া জগৎকে নিজ বশে স্থাপিত করত সমস্ত রাজাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবেন, কিন্তু স্বয়ং রাজা হইবেন না ।৩১

নিশ্চয়ই পুরাকালে যেরূপ ইনি নিজের তিন পদের দ্বারা ত্রিলোককে জয় করত স্বর্গে পুরন্দর ইন্দ্রকে দেবতাগণের রাজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্বে তিন পদের দ্বারা জিত এই বসুধাকে পুনরায় জয় করিয়া ইনি উগ্রসেনকে রাজাসনে স্থাপিত করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।৩২-৩৩

ইনি বিস্তৃত প্রবল শত্রুতার অন্তকারী প্রশ্নোপনিষদে বহু (বহু) প্রশ্নের দ্বারা ইঁহার তত্ত্বের প্রতিপাদন শুনা গিয়াছে। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকে পুরাণপুরুষ বলিয়া থাকেন ।৩৪

এই ভগবান্ কেশব সমস্ত জগতের পক্ষেই স্পৃহণীয় হইবেন, কারণ, ইঁহার বুদ্ধিতে মানবতার নব জীবনযাপনের বিচার (চেষ্টা) উচিত হইয়াছে ।৩৫

আজ আমি ইঁহার নিবাসস্থানকে বিধি অনুসারে পূজা করিব এবং মনে মনেই ইঁহার বিষ্ণুরূপের ভাবনা করত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ইঁহার অর্চনা করিব ।৩৬

ইঁহার মধ্যে যে নিজের বন্ধু-বান্ধব জ্ঞাতিগণের পরিচয় জানিবার শক্তি রহিয়াছে এবং ইঁহার যে মনুষ্যগণের মধ্যে অবতার হইয়াছে, এই সমস্তই আমার পক্ষে আদরণীয়। আমি ত' ইঁহাকে অমানব (অলৌকিক পরমাত্মা) বলিয়াই মনে করি, দিব্য নেত্রধারী অন্য মহাপুরুষগণও ইঁহাকে এইরূপই মনে করেন ।৩৭

• মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রণবের মাত্রার উপর বিচার করিতে গিয়া ব্রহ্মের চারি পাদ বর্ণিত হইয়াছে—১। বিশ্ব, ২। তৈজস ৩। প্রাজ্ঞ ও ৪। তুরীয়। ইহাদের মধ্যে তুরীয় সাক্ষাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের বোধক। উৎপত্তিক্রমে গণনা করিলে পর এই তুরীয়ই প্রথম পাদ হইয়া থাকে। সেইজন্য এই শ্লোকে প্রথম পদের অর্থ তুরীয় ব্রহ্ম করা হইল।

সোঽহং কৃষ্ণেন বৈ রাত্রৌ সংমন্ত্র্য বিদিতাত্মনা
সহানেন গমিষ্যামি সত্রজো যদি মংস্যতে ॥ ৩৮
এবং বহুবিধং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা হেত্বর্থকারণৈঃ।
বিবেশ নন্দগোপস্য কৃষ্ণেন সহ মংসদম্ ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
অক্রূরাগমনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

অতএব আমি এই আজন্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রিকালে তাল-ভাবে পরামর্শ করত ব্রজবাসিগণের সহিত ইনি যদি আমার কথা গ্রহণ করেন, তবে ইহার সহিতই কাল মথুরায় যাত্রা করিব ॥ ৩৮

এইরূপ যুক্তিযুক্ত কার্য-কারণ বিচার করিতে করিতে অক্রূর বারং বার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত নন্দগোপের ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে অক্রূরের আগমনবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের প্রমুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অক্রূরেণ গোপানাং সমীপে কংসস্যাদেশকথনম্, বসুদেব-দেবকীর্দয়নীয়াবস্থামুপবর্ণ্য শ্রীকৃষ্ণায় বলরামায় চ মথুরাং গন্তুং প্রেরণাদানম্, মার্গমধ্যে অক্রূরেণাশ্চর্যময়নাগলোকস্য, ভগবতোঽনন্তস্য তদীয়-ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণস্য চ দর্শনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স নন্দগোপস্য গৃহং প্রবিষ্টঃ সহকেশবঃ
গোপবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রোবাচামিতদক্ষিণঃ ॥ ১
কৃষ্ণং চৈবাব্রবীৎ প্রীত্যা রৌহিণেয়েন সঙ্গতম্।
যূয়ং পুরীং মথুরাং তাত গমিষ্যামঃ সুখায় বৈ ॥ ২
যাস্যন্তি চ ব্রজাঃ সর্বে গোপালাঃ সপরিগ্রহাঃ।
কংসাজ্ঞয়া সমুচিতং কলমায়ায় বার্ষিকম্ ॥ ৩
সমৃদ্ধস্তত্র কংসস্য ভবিষ্যতি মহুর্মহঃ।
তং দ্রক্ষ্যথ সমৃদ্ধঞ্চ যজ্ঞনৈশ্চ সমেষ্যথ ॥ ৪

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

[অক্রূর কর্তৃক গোপগণের নিকট কংসের আদেশ কথন এবং বসুদেব-দেবকীর করুণাজনক অবস্থার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় যাইবার জন্য প্রেরণা দান, পথিমধ্যে যমুনার জলে অক্রূরের আশ্চর্যময় নাগলোক, ভগবান্ অনন্ত ও তাঁহার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দের গৃহে প্রবেশ করত অমিত দান-দক্ষিণাদাতা অক্রূর বৃদ্ধ গোপ-গণকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে ও বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিপূর্ণ চিত্তে বলিলেন,—তাত! আমরা আগামী কাল মথুরাপুরী যাইব, ইহাতে তোমরা সুখলাভ করিবে ॥ ১-২

সমস্ত ব্রজবাসী গোপগণ কংসের আজ্ঞায় সমুচিত বার্ষিক কর লইয়া সপরিবারে মথুরায় যাইবেন ॥ ৩

সেখানে কংসের মহর্ষিতুল্য মহা'ড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। সেই সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞ তোমরা সকলে দর্শন করিবে এবং যজ্ঞনগরের সহিতও মিলিত হইবে ॥ ৪

তোমরা দুই ভ্রাতা পুত্রগণের বধে অত্যন্ত দীন দুর্বল হইয়া দদা দুঃখভোগকারী নিজেদের পিতা বসুদেবের সহিতও মিলিত হইবে ॥ ৫

অতএব বুদ্ধিযুক্ত কংস সর্বদাই তাঁহাকে পীড়াদান করিতেছে। এই বার্দ্ধক্য অবস্থায় তাঁহার দেহের রক্ত-মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধ বসুদেব নানাপ্রকার দুঃখেও অত্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছেন ॥ ৬

একে ত' কংসের ভয় তাঁহাকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তোমরা দুইজনেও তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছ, সেইজন্য তোমাদের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি চিন্তা-অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন ॥ ৭

গোবিন্দ! তুমি সেখানে যাইয়া নিজের মাতা দেবকীকেও

পুত্রশোকেন তপ্তাং তু দুর্দর্শনপরাং সদা
বিয়োগশোকসন্তপ্তাং বিবৎসামিব সৌরভীম্ ॥ ৯
উপপ্লুতেক্ষণাং দীনাং নিত্যং মলিনবাসসম্।
ভর্তাদুবদনগ্রস্তাং শশাঙ্কস্য প্রভামিব ॥ ১০
দুর্দর্শনপরাং নিত্যং তবাগমনকাঙ্ক্ষিণীম্
ত্বৎপ্রসূতেন শোকেন সন্তপ্তাং বৈ তপস্বিনীম্ ॥ ১১
ত্বৎপ্রলাপেষ্বকুশলাং ত্বয়া বালেন বিপ্রকীর্তিতাম্।
অরূপজ্ঞাং তব বিভো বক্তুস্যাম্বেন্দুবর্চসঃ ॥ ১২
যদি ত্বাং জনয়িত্বা সা দেবকী তাত তপ্যতে
অপত্যার্থে তু কস্তস্যা বরং ক্লৈব্যমনপত্যতা ॥ ১৩
অপুত্রাণাং হি নারীণামেকঃ শোকো বিধীয়তে।
সপুত্রা দুষ্কুলে পুত্রে ভৃশং প্রত্যুপতপ্যতে ॥ ১৪
ত্বং তু শক্রসমঃ পুত্রো যস্যাস্ত্বদ্বৃশো গুণৈঃ।
পত্রেষ্বপ্যতয়দো ন সা শোচিতুমর্হতি ॥ ১৫
বৃদ্ধৌ তবাপ্যপিতরৌ পরভৃত্যত্বমাগতৌ।
তৎপিতৌ ত্বৎকৃতে নিত্যং কংসেনাশুভবুদ্ধিনা ॥ ১৬
যদি তে দেবকী মান্যা পৃথিবীবাপ্যধারিণী।
তাং শোকসলিলে মগ্নামুত্তারয়িতুমর্হসি ॥ ১৭
তথ্য বৃদ্ধং প্রিয়সুতং বসুদেবং সুখোচিতম্।
পুত্রযোগেন সংযোজ্য কৃষ্ণ ধর্মমবাপ্স্যসি ॥ ১৮
যথা নাগঃ সুতর্ষার্তো দমিতো যমুনাহ্রদে।
বিমূলঃ স কৃতঃ শৈলো যথা বৈ ভূধরত্বয়া ॥ ১৯
সর্পোৎসিক্তশ্চ বলবানরিষ্টো বিনিপাতিতঃ।
পরপ্রাণহরঃ কেশী দুষ্টাশ্বো চ হয়ো হতঃ ॥ ২০
এতেনৈব প্রযত্নেন বৃদ্ধাবুদ্ধত্য দুঃখিতৌ।
যথা ধর্মমবাপ্নোষি তৎ কৃষ্ণ পরিচিন্ত্যতাম্ ॥ ২১

দর্শন করিবে, যাঁহার স্তনদ্বয়ে তাঁহার পুত্রগণ কখনও মুখ দিয়া স্পর্শ করে নাই। এই দেবীতুল্যা রমণী বর্তমানে প্রভাহীনা হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তোমাদের দর্শনের আশায় আশায় থাকিয়া পুত্রশোকে তিনি অন্ধ হইয়া যাইতেছেন। বৎসহীনা গাভীর ন্যায় তিনি পুত্রবিয়োগের শোকে সন্তপ্ত হইতেছেন। ৮-৯

সেই দীনা দেবকীর নেত্রদ্বয় নিরন্তর অশ্রুপূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে। তিনি রাহুমুখগ্রস্ত চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। ১০

তিনি সর্বদা এই চিন্তাই করিতেছেন যে, কবে তোমার দর্শন লাভ হইবে। তিনি প্রতিদিন তোমার শুভাগমনের আশঙ্কা করিতেছেন এবং এই তপস্বিনী দেবী তোমার শোকে শিথিল হইয়া পড়িয়াছেন। ১১

প্রভো! তোমার বাল্যাবস্থাতেই তিনি তোমার সহিত বিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব তোমার বালকোচিত বাক্যে তাঁহার নিপুণতা জন্মে নাই অর্থাৎ তোমার আধ আধ মিষ্টি মধুর বাক্যে কি রস আছে, তাহা ভালভাবে জানিবারও সুযোগ তিনি পান নাই। তিনি তোমারও রূপও জানিতে পারেন নাই। চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এই মুখের দর্শন হইতেও তিনি বঞ্চিত রহিয়াছেন। ১২

তাত! যদি তোমাকে অসমান করিয়া দেবকী এরূপ সন্তাপ ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তান লাভের কি ফল হইল? ইহা হইতে ত' তাঁহার সন্তানহীন থাকায় বরং ভাল ছিল। ১৩

যে সব নারীর পুত্র হয় নাই, তাহাদের মাত্র একটী শোকই হয়। কিন্তু যে নারী পুত্রবতী হইয়াও পুত্রফল লাভ করিতে পারে না, সেই নারী তাদৃশ বিকৃতকারযোগ্য পুত্রের দ্বারা সর্বদাই সন্তাপ ভোগ করিতে থাকে। ১৪

যাঁহার তোমার ন্যায় গুণবান্, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ও অস্ত্র বাক্তিদেরও অভয়দাতা পুত্র বিদ্যমান, সেই দেবকীর শোক-ভোগ করা উচিত নয়। ১৫

কৃষ্ণ! তোমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা অপরের ভৃত্য হইয়া রহিয়াছেন। পাপমতি কংস তোমার জন্য সর্বদাই তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে। ১৬

তোমার স্নেহকে নিজের গর্ভে ধারণকারিণী মাতা দেবকী যদি লোকধারিণী পৃথিবী তুল্য মাননীয়া হন, তবে তুমি যেরূপ পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, সেইরূপ শোক-সাগরের জলে নিমগ্ন সেই দেবকীকেও তোমার উদ্ধার করা উচিত। ১৭

কৃষ্ণ! যাঁহার নিজ পুত্র অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি সুখ-ভোগের যোগ্য, সেই বৃদ্ধ বসুদেবকে পুত্রসংযোগের সুখ দান করিয়া তুমি ধর্মভাগী হইবে। ১৮

হে কৃষ্ণ! যেরূপ তুমি যমুনার হ্রদে স্থিত সেই অত্যন্ত দুরাচার কালিয় নাগকে দমন করিয়াছ, যেরূপ গোবর্ধন পর্বতকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছ, যেরূপ অপরের প্রাণ-হরণকারী অশ্বরূপধারী দুরাত্মা কেশীকে বধ করিয়াছ, সেইরূপ প্রযত্নের দ্বারা সেই দুঃখী ও বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে উদ্ধার করত যাহাতে তুমি ধর্মলাভ করিতে পার, সেইরূপ কোনও উপায় চিন্তা কর। ১৯-২১

নির্ভর্ৎসনানো বৈরূপ্যৈঃ পিতা তে কংসসংসদি ।
তে সর্বে চক্রুরগ্রাণি নেত্রৈর্দুঃখান্বিতা ভৃশম্ ॥ ২২
গর্ভাবকর্ত্তনাদীনি দুঃখানি সুবহূন্যপি
মাতা তে দেবকী কৃষ্ণ কংসস্য সহতেঽবশা ॥ ২৩
মাতাপিতৃভ্যাং সর্বেণ জাতেন তনয়েন বৈ ।
ঋণং বৈ প্রতিকর্ত্তব্যং যথাযোগমুদাহৃতম্ ॥ ২৪
এবং তে কুর্বতঃ কৃষ্ণ মাতাপিত্রোরনুগ্রহম্
পরিতাপ্স্যেতাং তৌ শোকং স্যাচ্চ ধর্মস্তবানঘ ॥ ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কৃষ্ণঃ সুবিদিতার্থো বৈ তমাহামিতবিক্রমম্ ;
বাঢ়মিত্যেব তেজস্বী ন চ ক্রোধবশং গতঃ ॥ ২৬
তে চ গোপাঃ সমাগম্য নন্দগোপপুরঃসরাঃ ।
অক্রূরবচনং শ্রুত্বা চেলুঃ কংসস্য শাসনাৎ ॥ ২৭
গমনায় চ তে সজ্জা বভূবুর্ব্রজবাসিনঃ ।
সজ্জং চোপায়নং কৃত্বা গোপবৃদ্ধাঃ প্রতস্থিরে ॥ ২৮
করং চাদুদুহুঃ সর্পির্বহির্যাংশ্চৌপনায়িকান্ ।
ঘনাসারং ঘনাবৃষমুপানীয় পয়ো ঘৃষি ॥ ২৯
তং সজ্জয়িত্বা কংসস্য করং চোপায়নানি চ ।
তে সর্বে গোপপতয়ো গমনায়োপতস্থিরে ॥ ৩০
অক্রূরস্য কথাভিশ্চ সহ কৃষ্ণেন জাগ্রতঃ ।
রোহিণেয়স্তৃতীয়স্য সা নিশা ব্যত্যবর্ত্তত ॥ ৩১
ততঃ প্রভাতে বিমলে পক্ষিব্যাহারসঙ্কুলে ।
নৈশাকরে রশ্মিজালে ক্ষপরাক্ষয়সংস্থিতে ॥ ৩২
নভস্যরুণসংস্তীর্ণে পর্য্যস্তে জ্যোতিষাং গণে ।
প্রত্যূষপবনাসারৈঃ ক্লেদিতে ধরণীতলে ॥ ৩৩
ক্ষীণাকারাসু তারাসু সুপ্তনিষ্প্রতিভাসু চ ।
নৈশনস্তর্দ্ধধে রূপমুদগচ্ছতি দিবাকরে ॥ ৩৪
শীতাংশুঃ শান্তকিরণো নিষ্প্রভঃ সমপদ্যত ।
একো নাশয়তে রূপমেকো বর্দ্ধয়তে বপুঃ ॥ ৩৫

যে সব মানুষ কংসের সভায় তোমার পিতাকে ভর্ৎসিত হইতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নেত্র দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে । ২২

কৃষ্ণ ! তোমার মাতা দেবকী অবশ হইয়া কংসের দ্বারা সম্পাদিত গর্ভোচ্ছেদাদি বহু দুঃখই আজ পর্যন্ত সহ্য করিয়া আসিতেছেন । ২৩

মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন সকল পুত্রেরই যথাযোগ্য তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য—ইহাই শাস্ত্রে কথিত আছে । ২৪

নিষ্পাপ কৃষ্ণ ! যদি এইভাবে তুমি মাতা-পিতার প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ে শোক পরিত্যাগ করিবেন এবং তোমারও ধর্মপ্রাপ্তি হইবে । ২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! এই সব কথা ভাল ভাবে জানিয়া তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ অমিত পরাক্রমশালী অক্রূরকে বলিলেন—আচ্ছা, তাহা হইবে, আমরা আপনার সহিত যাইব । এই সময় শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইলেন না । ২৬

নন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণও সেস্থানে সমবেত হইয়া অক্রূরের কথা শ্রবণ করত কংসের আদেশে মথুরায় যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন । ২৭

সেই ব্রজবাসী গোপগণ যাত্রার জন্য সুসজ্জিত হইলেন এবং উপায়নের সামগ্রী সজ্জিত করিয়া বৃদ্ধ গোপসকল সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । ২৮

বার্ষিক কর, ভারবহনকারী বৃষ, মহিষ, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি উপহার-সামগ্রীসমূহ নিজ নিজ সামর্থ্য ও বুধ অনুসারে লইয়া একত্রিত করিলেন, তারপর কংসের সেই সব উপহার-সামগ্রী ও বার্ষিক কর যানে সজ্জিত করিয়া সেই গোপশ্রেষ্ঠগণ যাত্রা করিবার জন্য নন্দের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ২৯-৩০

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে অক্রূরের সেই সারারাত্রি জাগিয়াই অতিবাহিত হইয়া গেল । এই সময় তৃতীয় ব্যক্তিরূপে ইঁহাদের নিকট রোহিণীনন্দন বলরাম উপস্থিত ছিলেন । ৩১

অনন্তর পক্ষিগণের কলরবমুখর নির্মল প্রভাত কাল উপস্থিত হইল । রাত্রির সমাপ্তির সহিত চন্দ্রদেব নিজের কিরণ-জাল সংযত করিয়া লইলেন । আকাশে অরুণোদয়ের লালিমা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । নক্ষত্রমণ্ডল অস্তমিত হইল । প্রাতঃকালের বায়ুর সহিত নীহারকণাসমূহে পৃথিবীতল আর্দ্র হইয়া গেল । তারাসমূহের আকৃতি ক্ষীণ হইল । ইহারা যেন নিদ্রিত হওয়ায় নিজেদের প্রভা হইতে চ্যুত হইয়া গেল এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির রূপ অদৃশ্য হইয়া গেল । ৩২-৩৪

শীতরশ্মি চন্দ্রের কিরণ শান্ত হইয়া যাওয়ায় চন্দ্র যেন প্রভাহীন হইয়া পড়িল । এক (চন্দ্র) নিজের রূপকে অদৃশ্য করিতে লাগিল এবং অন্য (সূর্য) নিজের তেজকে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল । ৩৫

গোভিশ্চ সমকীর্ণাসু ব্রজনির্য্যাণভূমিষু ।
মন্থনাবর্ত্তপূর্ণেষু গর্গরেষু নদৎসু চ ॥ ৩৬
দামভির্দীয়মানেষু বৎসেষু তরুণেষু চ ।
গোপীপরাপূর্য্যমাণাসু ঘোষবধ্বাসু সর্ব্বশঃ ॥ ৩৭
তত্রৈব সক্তুকং ভাণ্ডং শকটারোপিতং বহু ।
ত্বরিতাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা জগ্মুঃ স্কন্দনবাহনাঃ ॥ ৩৮
কৃষ্ণোঽথ রৌহিণেয়শ্চ স চৈবামিতদক্ষিণঃ ।
ত্রয়ো রথগতা জগ্মুস্ত্রিলোকপতয়ো যথা ॥ ৩৯
অথাহ কৃষ্ণমক্রূরো যমুনাতীরমাশ্রিতঃ ।
স্কন্দনং চাত্র রক্ষস্ব যাবৎ কৃত্যং করোম্যহম্ ॥ ৪০
হয়েভ্যো যবসং দত্ত্বা হয়ভাণ্ডে রথে তথা ।
প্রগাঢ়ং যত্নমাস্থায় ক্ষণং তাত প্রতীক্ষতাম্ ॥ ৪১
যমুনায়া হ্রদে মগ্নিস্তোষ্যামি ভুজগেশ্বরম্ ।
দিবৌকোভির্নতৈর্নিত্যং সর্বলোকপ্রভুর্যতঃ ॥ ৪২

গুহ্যং ভাগবতং দেবং সর্বলোকস্য ভাবনম্ ।
শ্রীমৎস্বস্তিকমূর্দ্ধানং প্রণমিষ্যামি ভোগিনম্ ।
সহস্রশিরসং দেবমনন্তং নীলবাসসম্ ॥ ৪৩
ধর্মদেবস্য তস্যাথ যদ্বিষং প্রভবিষ্যতি ।
সর্বং তদমৃতপ্রখ্যমিষ্যাম্যমরো যথা ॥ ৪৪
স্বস্তিকাগ্রতনং দৃষ্ট্বা বিজিহ্মং শ্রীবিভূষিতম্
সমাজস্তত্র সর্পাণাং শান্তার্থং বৈ ভবিষ্যতি ॥ ৪৫
আত্তাং মাং সমুদীক্ষন্তৌ ভবন্তৌ সঙ্গতাবুভৌ
নিবৃত্তৌ ভুজগেন্দ্রস্য যাবদস্মি হ্রদোত্তমাৎ ॥ ৪৬
তমাহ কৃষ্ণঃ সংহৃষ্টো গচ্ছ বশ্মিষ্ঠ মা চিরম্ ।
আবাং বলু ন শক্তৌ স্বস্ত্বয়া হীনাবুপাসিতুম্ ॥ ৪৭
স হ্রদে যমুনায়াস্তু মমজ্জাভিমুখক্ষিপঃ ।
রসাতলে দদর্শাথ নাগলোকমিমং যথা ॥ ৪৮
তস্য মধ্যে সহস্রাস্যং হেমতালোচ্ছ্রিতধ্বজম্ ।
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রং মুসলোপাশ্রিতোদরম্ ॥ ৪৯

ব্রজের বাহিরে যাইবার সকল পথের ভূমিতেই গোগণ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যাইল। মন্থন দণ্ড ঘুরাইতে থাকিলে ঘনিপূর্ণ কলসসমূহে ঘর্ঘর ধ্বনি হইতে লাগিল। নব-যুবক বৎসসকল রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংযত হইল। ব্রজের সকল পথই সর্ব্বদিকে গোপগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইল। এরূপ সময়ে যানে স্থাপিত রশ্মি হস্তের বহু বহু ভাণ্ডসমূহ পশ্চাৎ ভাগে রাখিয়া যানচালক গোপগণ তীব্র গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৫-৩৮

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও অমিত দক্ষিণদাতা যানপতি অক্রূর—এই তিনজন ত্রিলোকপতির ন্যায় রথে বসিয়া যাইতে লাগিলেন। ৩৯

যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—কৃষ্ণ! রথকে এখানে রাখ এবং অশ্বগণকে বশীভূত রাখিতে চেষ্টা কর। ৪০

তাত! অশ্বগণকে ঘাস-জল দান করিয়া, ইহাদের আরোহণ। রথের বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে তুমি সেকাল আমার জন্য এখানে প্রতীক্ষা কর। ৪১

যেহেতু আমি যমুনার এই হ্রদে প্রবেশ করত দিব্য ভাগবত স্তবসমূহের দ্বারা সর্ব্বলোক প্রভু নাগরাজ অনন্তের স্তব করিব। ৪২

ইনি গুহ্যরূপ ভাগবত দেবতা, সমস্ত লোকের উৎপাদক ও উদ্ধারক। ইহার মস্তক কান্তিমান্ স্বস্তিকচিহ্নে বিভূষিত আছে। এই সর্পবিগ্রহধারী ভগবান অনন্তদেব সহস্র মস্তকে সুশোভিত আছেন এবং ইনি নীল বস্ত্র ধারণ করেন। আমি ইহাকে প্রণাম করিব। ৪৩

স্বস্তিকের আশ্রয়ভূত শ্রীবিভূষিত নাগরাজ শেষকে দর্শন করত সেই ধর্মদেবের যে বিষ উৎপন্ন হইবে, তাহাকে অমৃত মনে করিয়া দেবতারা যেরূপ পান করেন, সেইরূপ উহা আমি পান করিব। সেখানে ভগবান্ শেষের নিকটে সর্পগণের সমবায় শান্তির জন্য উপস্থিত হইবে। ৪৪-৪৫

আমি নাগরাজের এই উত্তম হ্রদ হইতে যতক্ষণ না প্রত্যাবর্ত্তন করি, ততকাল তোমরা দুই ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাক। ৪৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বশ্মিষ্ঠ মহাপুরুষ! তুমি সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না। আমরা দুই জনে তোমাকে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল এখানে বসিয়া থাকিতে পারিব না। ৪৭

তখন অপরিমিত দক্ষিণদাতা অক্রূর যমুনার হ্রদে নিমজ্জিত হইলেন। সেখানে তিনি এই লোকেরই ন্যায় রসাতলবর্ত্তী নাগলোককে স্পষ্ট দর্শন করিলেন। ৪৮

সেই লোকের মধ্যভাগে সহস্রমস্তক-শোভিত নাগরাজ শেষকে দর্শন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে সুবর্ণময় তালচিহ্নযুক্ত

অসিতাম্বরসংবীতং পাণ্ডুরং পাণ্ডুরাসনম্ ।
কৃতৈকবরং মত্তং সুপ্তমম্বুরুহেক্ষণম্ ॥ ৫০

ভোগোৎকরাসনে শুভ্রে স্বেন দেহেন কল্পিতে
স্বাসীনং স্বস্তিকাভ্যাঞ্চ বরাহাভ্যাং মহীধরম্ ॥ ৫১

কিঞ্চিৎ সব্যাপবৃত্তেন মৌলিনা হেমচূলিনা ।
জাতরূপময়ৈঃ পদ্মৈর্মালয়া চ্ছন্নবক্ষসম্ ॥ ৫২

রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গং দীর্ঘবাহুমরিন্দমম্ ।
পদ্মনাভসিতাভ্রাভং ভাভির্ম্মিতমতেজসম্ ॥ ৫৩

দদর্শ ভোগিনাং নাথং স্থিতমেকার্ণবেশ্বরম্ ।
পূজ্যমানং দ্বিজিহ্বৈস্তৈর্বাসুকিপ্রমুখৈঃ প্রভুম্ ॥ ৫৪

কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ তৌ চামরকরাবুভৌ ।
অবীজয়েতাং তং দেবং ধর্ম্মাসনগতং প্রভুম্ ॥ ৫৫

তস্যাভ্যাসগতো ভাতি বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ ।
বৃতোঽষ্টৌ সচিবৈঃ সর্পৈঃ কর্কোটকপুরঃসরৈঃ ॥ ৫৬

তং ঘটৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈঃ পঙ্কজচ্ছন্নবক্ত্রকৈঃ ।
রাজানং স্নাপয়ামাসুঃ স্নাতমেকার্ণবাম্বুভিঃ ॥ ৫৭

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং শ্রীবৎসাঙ্কনিতোরসম্
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং সুখবিষ্টং দদর্শ হ ॥ ৫৮

অপরং চৈব সোমেন তুল্যসংজননং প্রভুম্
সঙ্কর্ষণমিবাসীনং তং দিব্যং বিষ্টরং বিনা ॥ ৫৯

স কৃষ্ণং তত্র সহসা ব্যাহর্তুমুপচক্রমে
তস্য সংস্তম্ভয়ামাস বাচং কৃষ্ণঃ স্বতেজসা ॥ ৬০

সোঽনুভূয় তুজঙ্গানাং তং ভাগবতমব্যয়ম্
উদতিষ্ঠৎ পুনস্তোয়াদ্ বিস্মিতোঽমিতদক্ষিণঃ ॥ ৬১

স তৌ রথস্থাবাসীনৌ তত্রৈব বল-কেশবৌ
নিরীক্ষমাণাবন্যোন্যং দদর্শাদ্ভুতরূপিণৌ ॥ ৬২

উচ্চ ধ্বজ উত্তিতেছে। তাঁহার এক হস্তের অস্ত্রভাগ হলে যুক্ত ছিল এবং উহার মুসলের দ্বারা সৃষ্টি ছিল ॥ ৪৯

তাঁহার শরীর গৌরবর্ণ ও আসন শ্বেত বর্ণের ছিল। তিনি এক কর্ণে একটি কুণ্ডলই ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন মদমত্ত হইয়া সুপ্ত ছিলেন এবং তাঁহার নয়ন বিকসিত কমলদলের ন্যায় মনোহর ছিল ॥ ৫০

তিনি নিজেরই দেহের দ্বারা কল্পিত সর্পশরীরময় বিস্তৃত ও উচ্চ আসনে সুন্দর ভাবে বিরাজমান আছেন। পৃথিবীধারণকারী ভগবান্ অনন্ত দুইটি স্বস্তিক ও বরাহ চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত আছেন ॥ ৫১

তাঁহার মস্তকে স্বর্ণনির্ম্মিত চূলির দ্বারা ভূষিত মুকুট ঈষৎ বাম দিকে আনত হইয়া শোভা পাইতেছে এবং বক্ষঃস্থল সুবর্ণময় পদ্মসমূহের মালায় আচ্ছাদিত আছে ॥ ৫২

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ত চন্দনের দ্বারা লিপ্ত আছে। তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও শত্রুদমন করিতে সমর্থ। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বিষ্ণুর শুভ্র-প্রভা ও শ্বেতবর্ণ মেঘের প্রভার ন্যায় ছিল। নিজেরই প্রকাশে তাঁহার তেজ যেন প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ৫৩

অক্রূর দেখিলেন,—একার্ণবের অধিপতি ও সর্পগণের রক্ষক ভগবান্ শেষ বিরাজমান রহিয়াছেন এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ এই প্রভুর পূজা করিতেছেন ॥ ৫৪

কম্বল ও অশ্বতর এই দুই নাগ হস্তে চামর লইয়া ধর্ম্মাসনে বিরাজমান ভগবান্ অনন্তদেবকে বাতাস করিতেছেন ॥ ৫৫

তাঁহার নিকটে কর্কোটকাদি অন্য সর্পজাতীয় মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নাগরাজ বাসুকি শোভা পাইতেছেন ॥ ৫৬

তিনি ক্রমশঃ আরও দেখিতে পাইলেন যে, সেবকগণ কমলের দ্বারা আবৃত সুবর্ণময় ঘটসমূহের দ্বারা একার্ণবের জলে স্নাত নাগরাজ শেষকে পুনরায় স্নান করাইতেছে ॥ ৫৭

সেই শেষনাগের ক্রোড়ে পীতাম্বরধারী ভগবান্ বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) সুখের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে আচ্ছাদিত আছে ॥ ৫৮

সেখানেই চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ দেহধারী অন্য এক প্রভাবশালী দেবতা ছিলেন। ইঁহার সঙ্কর্ষণের (বলরামের) সহিত অবিকল মিল রহিয়াছে। তিনি সেই দিব্য বিষ্টর (আসন) বিনাই বসিয়া ছিলেন ॥ ৫৯

অক্রূর সহসা সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ তেজে তাঁহার বাক্য স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৬০

সর্পগণের অধিপতি সেই অবিনাশী ভাগবত দেবের মহিমা অনুভব করত অপরিমিত দক্ষিণাদাতা দানপতি অক্রূর বিস্মিত হইয়া পুনরায় জল হইতে উপরে উত্থিত হইলেন ॥ ৬১

উপরে উঠিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, বলরাম ও কেশব উভয়েই রথে বসিয়া আছেন এবং পরস্পর পরস্পরের মুখ অবলোকন করিতেছেন। এই সময় ইঁহাদের উভয়েরই রূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৬২

অথাসসাদ পুনস্তত্র তদাক্রূরঃ কুতূহলাৎ।
ইজ্যাতে যত্র দেবোঽসৌ নীলবাসাঃ সিতাননঃ ॥ ৬৩
তথৈবাসীনমুৎসঙ্গে সহস্রাস্যধরস্য বৈ।
দদর্শ কৃষ্ণমক্রূরঃ পূজ্যমানং তদা প্রভুম্ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বা চ সহসোত্থায় তং মন্ত্রং মনসা জপন্।
স্বয়ং তেনৈব মার্গেণ জগামাভিমুখঃ ॥ ৬৫
তমাহ কেশবো দৃষ্ট্বা স্থিতমক্রূরমাগতম্।
কীদৃশং নাগলোকস্য রত্নং ভাগবতে হ্রদে ॥ ৬৬
চিরঞ্চ ভবতা কালো ব্যাক্ষেপেণ বিলম্বিতঃ।
মন্যে দৃষ্ট্বং ত্বয়াশ্চর্য্যং হৃদয়ং তে যথাচলম্ ॥ ৬৭

প্রত্যুবাচ স তং কৃষ্ণমাশ্চর্য্যং ভবতা বিনা
কিং ভবিষ্যতি লোকেষু স্থাবরেষু চরেষু চ ॥ ৬৮
তত্রাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং কৃষ্ণ যদ্যপি দুর্লভম্
তদিহাপি যথা তত্র পশ্যামি চ রমামি চ ॥ ৬৯
সন্তুষ্টশ্চাপি লোকানামাশ্চর্য্যেণেহ রূপিণা।
অতঃ পরতরং কৃষ্ণ নাশ্চর্য্যং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥ ৭০
তদাগচ্ছ গমিষ্যামঃ কংসরাজপুরীং প্রভো।
যাবদ্গতং ব্রজত্যেষ দিবসান্তে দিবাকরঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্বণি অক্রূরকৃত-
নাগলোকদর্শনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

তখন অক্রূর পুনরায় কৌতূহলবশতঃ সেস্থানে জলে পুনরায় নিমজ্জিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার সেস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সেস্থানে উজ্জ্বল (গৌর) মুখবিশিষ্ট নীলাম্বরধারী ভগবান্ অনন্তদেব পূজিত হইতেছেন। ৬৩

সেইভাবে সেই সহস্র মুখধারী শেষনাগের ক্রোড়ে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও অক্রূর দর্শন করিলেন, যিনি সেই সময় পূজিত হইতেছিলেন। ৬৪

তখন মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে পুনরায় হ্রদ জল হইতে উঠিয়া অভিমুখ দক্ষিণাভিমুখ অক্রূর সেই পথ দিয়াই রথের নিকট গমন করিলেন। ৬৫

তখন আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে অবস্থিত অক্রূরের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন, সেই ভাগবত-হ্রদে নাগলোকের বৃত্তান্ত কিরূপ রহিয়াছে? ৬৬

আপনি ত' ধ্যানের সময়ে বহু কাল বিলম্বিত করিলেন। তাতে আমি মনে করি, আপনি সেস্থানে কোনও আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন করিয়াছেন; কারণ, এখনও আপনার হৃদয় স্থিরভাবে ধ্যানে আসক্ত রহিয়াছে। ৬৭

তখন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে বলিলেন,—এই চরাচর জগতে আপনি ব্যতীত অন্য আর কি আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে? ৬৮

হে কৃষ্ণ! আমি সেস্থানে যে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা ভূতলে দুর্লভ। যেরূপ সেস্থানে দেখিয়াছিলাম, সেরূপ আশ্চর্য্যই এস্থানেও আমি দেখিতেছি ও তাহাতেই স্বয়ং—প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছি। ৬৯

শ্রীকৃষ্ণ! এস্থানে তিন লোকের মূর্ত্তিমান্ আশ্চর্য্য আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও আশ্চর্য্য দর্শন করিবার উৎসাহ আমার নাই। ৭০

প্রভো! অতএব এখন আগমন করুন, কংসরাজের মথুরা পুরীতে আমরা সকলে মিলিয়া গমন করিব। দিনের শেষে এই সূর্য্যদেব যতক্ষণ না অস্তমিত হন, তাহার পূর্ব্বেই আমাদের সেস্থানে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৭১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে অক্রূর কর্তৃক নাগলোকের বৃত্তান্ত-কথনবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্মথুরাপুর্যাঃ প্রবেশঃ, তাভ্যাং রজকস্য বধঃ, মালাকারায় বরদানম্, কুব্জায়াঃ প্রতি কৃপা, কংসস্য ধনুর্ভঙ্গশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তে তু যুঙ্ক্ত্বা রথবরং সর্ব এবানিতৌজসঃ
কৃষ্ণেন সহিতাঃ প্রায়স্তথা সঙ্কর্ষণেন চ ॥ ১

আসেদুস্তে পুরীং রম্যাং মথুরাং কংসপালিতাম্
বিবিক্ষন্তে পুরীং রম্যাং কালে রক্তদিবাকরে ॥ ২

তৌ তু স্বভবনং বীরৌ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ
প্রবেশিতৌ বুদ্ধিমতা ক্রুরেণার্কবর্চসৌ ॥ ৩

তাবাহ বরবর্ণাভৌ ভীতো দানপতিস্তদা।
ভাক্তব্যা তাত গমনে বসুদেবগৃহে স্পৃহা ॥ ৪

যুবয়োর্হি কৃতে বৃদ্ধঃ কংসেন স নিরস্যতে।
ভর্ৎস্যতে চ দিবা রাত্রৌ নেহ স্থাতব্যমিত্যপি ॥ ৫

তদ্ যুবাভ্যাং হি কর্ত্তব্যং পিতুরর্থং সুখমুত্তমম্।
যথা সুখমবাপ্নোতি তদ্ বৈ কার্য্যং হিতৈষিণম্ ॥ ৬

তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণো যাস্যাবোবানতকিতৌ
প্রেক্ষন্তৌ মথুরাং বীর রাজমার্গঞ্চ ধার্ম্মিক
তস্যৈব তু গৃহং সাধো গচ্ছাবো যদি মন্যসে ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অক্রূরোঽপি ননস্কৃত্য মনসা কৃষ্ণমব্যয়ম্।
জগাম কংসপার্শ্বং তু প্রচ্ছাদ্যৈনাস্তরাত্মনা ॥ ৮

অনুশিষ্টৌ চ তৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ প্রেক্ষকাবুভৌ
আত্মানাভ্যামিবোদ্যুক্তৌ কৃষ্ণৌ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৯

তৌ তু মার্গগতং দৃষ্ট্বা রজকং রজকারকম্
অযাচেতাং ততস্তৌ তু বাসাংসি রুচিরাণি বৈ ॥ ১০

রজকঃ স তু তৌ প্রাহ যুবাং কস্য বনেচরৌ।
রাজবাসাংসি যৌ মৌঢ্যাদ্ যাচেতাং নির্ভয়াবুভৌ ॥ ১১

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরানগরীতে প্রবেশ। তাঁহাদের দ্বারা রজকের বধ, মালাকারকে বরদান, কুব্জার প্রতি কৃপা এবং কংসের ধনুর্ভঙ্গন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সব অমিততেজস্বী ব্যক্তিগণ নিজেদের রথে যোজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণের সহিত রাজা কংসের দ্বারা সুরক্ষিত রমণীয় মথুরাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ১।

সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, তখন ইঁহারা সকলে সেই রমণীয় মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধিমান্ অক্রূর সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই দুই বীরকে প্রথমে নিজের গৃহে লইয়া যাইলেন। ২-৩

এই দুই ভ্রাতাই উত্তম কান্তিতে শোভমান ছিলেন। সেই সময় দানপতি অক্রূর কংস হইতে ভীত হইয়া তাঁহাদের বলিলেন —ভাত! তোমরা দুইজনে এখন বসুদেবের গৃহে যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া দাও। ৪

কারণ, তোমাদের জন্যই কংস বৃদ্ধ বসুদেবকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিতে থাকে এবং 'এখানে তোমাদের বাস করিতে হইবে না' এই কথা বলিয়া উঁহাদের দিবারাত্রি ভর্ৎসনা করিতেছে। ৫

অতএব তোমাদের দুইজনের পিতার জন্য উত্তম সুখের ব্যবস্থা করা উচিত। যেভাবে তাঁহার সুখলাভ হইবে, যাহাতে তাঁহার হিত হইবে, এরূপ কার্য্যই তোমাদের করিতে হইবে। ৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—ধর্মনিষ্ঠ বীর! সাধো! যদি আপনি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমরা দুই ভ্রাতা মথুরা নগর ও উহার রাজপথ দেখিতে দেখিতে এখান হইতে গমন করি এবং অতর্কিতে কংসের নিকট উপস্থিত হইব। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অক্রূরও মনে মনে অবিনাশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করত প্রসন্নচিত্তে কংসের নিকটে গমন করিলেন। ৮

অক্রূরের আজ্ঞা লইয়া সেই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নগর দর্শন করিবার জন্য সেখান হইতে সেইরূপে প্রস্থিত হইলেন, যেরূপ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি গজরাজ আসান (হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিবার উপযোগী অস্ত্রবিশেষ) হইতে মুক্ত হইয়া গমন করে। ৯

তাঁহারা উভয়ে পথে এক রজককে (ধোপাকে) দেখিলেন, যে তখন বস্ত্রে রঙ্গ (রং) করিতেছিল। ইহাকে দেখিয়া সেই দুই ভ্রাতা তাহার নিকট সুন্দর কয়েকটি বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। ১০

তখন রজক ইঁহাদের দুইজনকে বলিল—আরে! তোমরা দুইজনে কাহার (ও কোথাকার) বনেচর? যে তোমরা মূর্খতা-বশতঃ নির্ভয় হইয়া রাজার বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছ! ১১

অহং কংসস্য বাসাংসি নানাদেশোদ্ভবানি বৈ
কামযাগানি শুভ্রাণি রঞ্জয়ামি বিশেষতঃ ॥ ১২
যুবাং কস্য বনে জাতৌ মৃগৈঃ সহ বিবর্দ্ধিতৌ
জাতরাগাবিদং দৃষ্ট্বা রক্তমাচ্ছাদনং বহু ॥ ১৩
অহো বাং জীবিতং ত্যক্তং যৌ ভবদ্ভ্যামিহাগতৌ।
মূর্খৌ প্রাকৃতবিজ্ঞানৌ বাসো যাচিতুমিচ্ছথঃ ॥ ১৪
তস্মৈ চুকোপ বৈ কৃষ্ণো রজকায়াল্পমেধসে
প্রাপ্তায়ারিষ্টায় মূর্খায় পশুতে বাধ্যয়ং বিধম্ ॥ ১৫
তলেনাশনিকল্পেন স তং মূর্দ্ধন্যতাড়য়ৎ
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্যাং রজকো ব্যস্তমস্তকঃ ॥ ১৬
তং হতং পরিদেবন্ত্যো ভার্য্যাস্তস্য বিচুক্রুশুঃ।
ত্বরিতং মুক্তকেশাশ্চ জগ্মুঃ কংসনিবেশনম্ ॥ ১৭
তাবপ্যুভৌ সুবসনৌ জগৃহুর্মাল্যকারণাৎ।
বীথীং মাল্যাপণানাং বৈ গন্ধ আঘ্রাতৌ যিপাবিব ॥১৮
গুণকো নাম তত্রাসীন্মাল্যবৃত্তিঃ প্রিয়ংবদঃ।
প্রভূতমাল্যাপণবান্ শ্রীমান্ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৯
তং কৃষ্ণঃ প্রহ্বয়া বাচা মাল্যার্থমভিসৃষ্টয়া।
স্নেহাদ্ভাবাচ্চ তৎকালে মাল্যাকারমকাতরম্ ॥ ২০
তাভ্যাং প্রীতো দদৌ মাল্যং প্রভূতং মাল্যজীবনঃ।
ভবতোঃ স্বমিদং চেতি প্রোবাচ প্রিয়দর্শনৌ ॥ ২১
প্রীতঃ সুমনসা কৃষ্ণো গুণকায় বরং দদৌ
শ্রীত্বাং মৎসম্ভবা সৌম্য ধনৈর্ধরভিপৎস্যতে ॥ ২২
স লব্ধ্বা বরমব্যগ্রো মাল্যবৃত্তিরধোমুখঃ
কৃষ্ণস্য পতিতো মূর্দ্ধ্না প্রতিজগ্রাহ তং বরম্ ॥ ২৩
যক্ষ্যাবিমাবিতি তদা স নেমে মাল্যজীবকঃ।
স কৃশং ভয়সংবিগ্নো নোত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥২৪

আমি তাঁ রাজা কংসের বিভিন্ন দেশজাত শত শত বস্ত্রকে রঞ্জ করিতেছি এবং এই সব বস্ত্রে বিশেষভাবে তাঁহার ইচ্ছানুসারেই রঞ্জ করিয়া থাকি। ১২

তোমরা দুই জনে কাহার পুত্র? তোমরা বনে জন্মিয়া বনের পশুগণের সহিত বনেই বড় হইয়াছ, সেইজন্য এই রঙ্গীন বহু বস্ত্র দেখিয়াই তোমাদের মনে এই সব গ্রহণ করিবার লোভ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৩

অহো! ইহা আশ্চর্য্যের কথা। মনে হইতেছে, তোমরা নিজেদের জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া দিয়াছ, সেইজন্যই তোমরা এখানে আসিয়াছ। তোমরা দুই জনেই মূর্খ, তোমাদের বুদ্ধিও গ্রাম্যজনোচিত অপরিণত, সেই হেতু বস্ত্র ভিক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। ১৪

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই মন্দবুদ্ধি, অভদ্রপ্রভ, মূর্খ ও বিষপূর্ণ বাক্যভাষী রজকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ১৫

তিনি তখন ইন্দ্র-তুল্য স্বীয় হস্ততলের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন, ইহাতে সেই রজকের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইল এবং সে প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১৬

তাহাকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার স্ত্রীগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তারপর নিজেদের কেশ উন্মুক্ত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে সত্বর কংসের ভবনে গমন করিল। ১৭

অন্যদিকে দুই ভ্রাতা সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া মালা ধারণ করিবার জন্য সেই পথ দিয়া গমন করিলেন, যেখানে মালা বিক্রয় হইতেছিল। এই সময় তাঁহারা উভয়ে এরূপ প্রতীত হইতেছিলেন, যেন দুইটি গজরাজ পুষ্পের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে আসিতেছে। ১৮

সেই পথে গুণক নামে প্রসিদ্ধ এক মালী ছিল, যে মালা বিক্রয় করিয়া নিজের জীবিকা অর্জন করিত। এই গুণক প্রিয়ভাষী ছিল, তাহার আপণে অর্থাৎ দোকানে বহু মালা সজ্জিত ছিল, সে ধনবান ছিল এবং দেখিতেও সুন্দর ছিল। ১৯

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মালার জন্যই নিজের মুখনির্গত মধুর বাক্যে সেই নির্ভয় মালাকারকে বলিলেন, আমাদের উভয়কে মালা দাও। ২০

মালার দ্বারা জীবননির্বাহকারী সেই মালাকার প্রসন্ন হইয়া দুই ভ্রাতাকে বহু মালা প্রদান করিল এবং সেই দুই প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বলিল—এ সবই আপনাদের সম্পত্তি। ২১

তাহার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে মালাকার গুণককে এই বরদান করিলেন—সৌম্য! আমার প্রসন্নতার উৎপন্না লক্ষ্মী তোমাকে ধনরাশিতে সম্পন্ন করিবে। ২২

মালার দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী সেই মালাকার গুণক বর প্রাপ্ত হইয়া শান্তভাবে নতমস্তক হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করত প্রণাম পূর্বক সেই বর সাদরে গ্রহণ করিল। ২৩

সেই সময় মালাজীবী গুণক ইহাই বুঝিল যে, ইহারা উভয়ে যক্ষ; সে কংস হইতে অত্যন্ত ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাদের কোনও কিছুই উত্তর দিল না। ২৪

বসুদেবসুতৌ তৌ চ রাজমার্গগতাবুভৌ ।
কুব্জাং দদৃশতুর্হৃষ্টৌ সাধুলেপনভাজনাম্ ॥ ২৫
তামাহ কৃষ্ণঃ কুব্জেতি কস্যেদমনুলেপনম্
নয়স্তনুজপত্রাক্ষি ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৬
সস্মিতা সম্মুখী ভূত্বা প্রত্যুবাচাম্বুজেক্ষণম্ ।
কৃষ্ণং জলদগম্ভীরং বিহ্বংকুটিলগামিনী ॥ ২৭
রাজ্ঞঃ স্নানগৃহং যামি তদ্গৃহাণানুলেপনম্ ।
দৃষ্টৈব ত্বারবিন্দাক্ষ বিস্মিতাস্মি বরানন ॥ ২৮
যদ্যমিচ্ছসি মে বীর তদ্গৃহাণানুলেপনম্ ।
স্বিতাস্যাগচ্ছ ভদ্রং তে হৃদয়স্থাসি মে প্রিয়ঃ ॥ ২৯
কুতস্ত্বাগম্যতে সৌম্য যস্যাং ত্বং নাববুধ্যসে ।
মহারাজস্য দয়িতাং নিযুক্তামনুলেপনে ॥ ৩০
তামুবাচ হসন্নীষদ্ধৃষ্টঃ কৃব্জামবস্থিতাম্ ।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্ ॥ ৩১

তদনন্তর রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে সেই দুই বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হস্তে অনুলেপনের (অঙ্গরাগের) পাত্রধারিণী কুব্জাকে দর্শন করিলেন । ২৫

তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কমলনয়নে কুব্জে । তুমি কাহার জন্য এই অনুলেপন লইয়া যাইতেছ, তাহা আমাকে শীঘ্র বল । ইহা শুনিয়া কুব্জা ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার সম্মুখে গমন করিল । কুব্জা বিড়ালের ন্যায় কুটিল গতিতে গমন করিত । সে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে মেঘসদৃশ গম্ভীর বাক্যে বলিল ।২৬-২৭

পদ্মলোচন ! দুর্যজন বীর ! আমি রাজার স্নানগৃহে যাইতেছি । তোমার যদি অঙ্গরাগের প্রয়োজন হয়, তবে গ্রহণ কর ; কারণ, তোমাকে দেখিয়াই আমি বিস্মিত হইয়াছি । তুমি যে পরিমাণে ইচ্ছা কর, সেই পরিমাণেই অঙ্গরাগ গ্রহণ কর । আমি তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছি । তোমার কল্যাণ হউক । তুমি আমার গৃহে এস, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয় (প্রাণ-বল্লভ) হইয়াছ । ২৮-২৯

সৌম্য ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, তাহা আমি জানি না । আমি মহারাজ কংসের প্রিয় দাসী । তিনি আমাকে তাঁহার অঙ্গরাগকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । ৩০

সেস্থানে অবস্থিতা হাস্যবদনা সেই কুব্জাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, —সুমুখি । তুমি আমাদের দুই ভ্রাতার শরীরের অনুরূপ অঙ্গরাগ প্রদান কর । আমরা দুইজনে মল্লযোদ্ধা বীর ও এই দেশে অতিথিরূপে আসিয়াছি । এই রাজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও বিশাল যে দিব্য ধনু আছে, তাহা দেখিবার জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি । ৩১-৩২

তখন কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে বলিল—আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার পরম প্রিয়, অতএব সাদরভাবে এই রাজোচিত অঙ্গরাগ গ্রহণ কর । ৩৩

অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করিলে পর তাঁহাদের উভয়েরই দেহ মনোহর হইয়া উঠিল তখন তাঁহারা উভয়ে যমুনার ঘাটে নামিয়া তাহার জলে নিমজ্জিত হইয়া অঙ্গে পল্লবিত দুইটি বৃক্ষের ন্যায় অনুপম শোভা পাইতে লাগিল । ৩৪

তদনন্তর লীলাবিনিবিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তের দুই আঙ্গুলির দ্বারা কুব্জার মধ্যভাগে কুব্জের মধ্যে ধীরে ধীরে চাপ দিলেন (ইহাতে তাহার কুব্জ সোজা হইয়া যাইল) । ৩৫

আমার কুব্জ বলিয়া বিখ্যাত, ইহা মনে করিয়া সুন্দর ও উন্নত দেহধারিণী কুব্জা পবিত্র হাস্যের দ্বারা শুশোভিতা হইয়া হাস্য করিতে লাগিল । তাহার স্তনপ্রান্ত উচ্চ হইয়া উঠিল এবং সে তখন সরল কাষ্ঠে আরোহিত লতার ন্যায় শোভাধারণ করিল । ৩৬

তারপর যেন মত্তা হইয়া সেই কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমপূর্ব্বক বলিল—প্রিয়তম ! তুমি কোথায় যাইবে ? আমি ত' তোমাকে রুদ্ধ করিয়াছি, তুমি এই স্থানেই থাক এবং আমাকে গ্রহণ কর । ৩৭

ইহা শুনিয়া তাঁহাদের হাসি উপস্থিত হইল । তারপর সেই দুই অবিনাশী ভ্রাতা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাততালি দিতে

কৃষ্ণস্তু কৃষ্ণয়া কামার্ত্যা সস্মিতং বিসসর্জ হ।
ততস্তৌ কৃষ্ণয়া মুক্তৌ প্রবিষ্টৌ রাজসংসদম্ ॥ ৩৯
তাবুভৌ ব্রজসংবৃদ্ধৌ গোপবেশবিভূষিতৌ।
গূঢ়চেষ্টাননৌ ভূত্বা প্রবিষ্টৌ নৃপবেশ্ম তৎ ॥ ৪০
ধনুঃশালাং গতৌ তত্র বালাবপরিতর্কিতৌ
হিমবদ্ বনসম্ভূতৌ সিংহাবিব মদোৎকটৌ ॥ ৪১
দিদৃক্ষন্তৌ মহত্তত্র ধনুরাযোগভূষিতম্।
পপ্রচ্ছতুস্তৌ বীরাবায়ুধাগারিকং তদা ॥ ৪২
ভোঃ কংসধনুষাং পাল শ্রূয়তামাবয়োর্বচঃ।
কতরদ্ধনুঃসৌম্য মহোৎসবঃ যস্য বর্ত্ততে ॥ ৪৩
আযোগভূতং কংসস্য দর্শয়স্ব যদীচ্ছসি।
স তয়োর্দর্শয়ামাস ধনুঃ গুরুসন্নিভম্ ॥ ৪৪
অনারোপ্যানসম্ভেদ্যং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
তদ্গৃহীত্বা তদা কৃষ্ণস্তোলয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৪৫

দোর্ভ্যাং কমলপত্রাক্ষঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা
তোলয়িত্বা যথাকামং তদ্ধনুর্দ্বৈতাপূজিতম্ ॥ ৪৬
আরোপয়ামাস বলী নাময়ামাস চাদরুৎ।
আনাম্যমানং কৃষ্ণেন প্রকর্ষাদ্ধরগোপমম্ ॥
দ্বিধাভূতমভূন্মধ্যে ধনুরাযোগভূষিতম্ ।৪৭
তদ্ভক্ত্বা তু তদ্ধনুঃশ্রেষ্ঠং কৃষ্ণস্ত্বরিতবিক্রমঃ ॥
নিষ্ক্রান্ত মহাবেগঃ স চ সঙ্কর্ষণো যুবা ॥ ৪৮
ধনুষো ভঞ্জনাদেন বায়ুনির্ঘোষকারিণা।
চচালান্তঃপুরং সর্ব্বং দিশশ্চৈব পুপূরিরে ॥ ৪৯
নির্গম্য ত্বায়ুধাগারাদ্রক্ষন্তৌ গোপসন্নিধৌ।
বেগেনায়ুধপালস্তু গচ্ছন্ সম্ভ্রান্তমানসঃ ॥ ৫০
সমীপং নৃপতের্গত্বা কাকোল্কাসোঽভ্যভাষত।
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যমাশ্চর্য্যং ধনুষো গৃহে ॥ ৫১

দিতে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার কর্ণরন্ধ্র এই দুই ভ্রাতার গুণ পূর্ব্বেই সবিস্ময়ে শ্রবণ করিয়াছিল। সেইজন্য ইহাতে তাহার মনে কোনও সম্ভ্রম আসিল না। ॥ ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ চুম্বন হাস্য করিতে করিতে কামপীড়িতা কৃষ্ণাকে সেস্থানে পরিত্যাগ করিলেন এবং কৃষ্ণা হইতে মুক্তি পাইয়া সেই দুই ভ্রাতা রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩৯

ব্রজে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়া গোপবেশে বিভূষিত এই দুই বীর যখন সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাদের প্রতি চেষ্টাই গুপ্ত ছিল এবং তাঁহাদের মুখের ভাব এরূপ গোপন ছিল যে, তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা বুঝাই যাইতেছিল না। ৪০

হিমালয়ের বনে উৎপন্ন দুইটি মদমত্ত সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী সেই দুই বালক সেস্থানে ধনুঃশালায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় সেস্থানে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার কোনও ভাবনাই কাহারও মনে ছিল না। ৪১

ইঁহারা সেস্থানে পুষ্পমালায় বিভূষিত ও স্থাপিত বিশাল ধনু দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন, সেইজন্য এই দুই বীর তখন আয়ুধাগার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪২

রাজা কংসের ধনুরক্ষক! তুমি আমাদের উভয়ের কথা শ্রবণ কর। সৌম্য! যাহার জন্য এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, সেই ধনু কোনটি? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে কংসের এই উৎসবের কারণ-স্বরূপ সেই ধনু আমাদের দেখাও। তখন সেই রক্ষক দুই ভ্রাতাকে গুরু-সদৃশ বিশাল ও স্থূল (মোটা) সেই প্রসিদ্ধ ধনু দেখাইল। ৪৩-৪৪

এই ধনুতে গুণ আরোপণ করা ও তাহাকে বিদীর্ণ করা ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় এই ধনুটিকে ধরিয়া উত্তোলিত করিলেন। ৪৫

কমললোচন বলশালী শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দুই হস্তের দ্বারা দৈত্যপূজিত সেই বিশাল ধনুকে ইচ্ছানুসারে উত্তোলন পূর্ব্বক গুণ আরোপণ করিলেন এবং বারংবার আনত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তাহা বলপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আনত হইতে থাকায় সেই পুষ্পালঙ্কারবিভূষিত দর্পাকার ধনু মধ্যভাগে খণ্ডিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ৪৬-৪৭

সেই শ্রেষ্ঠ ধনুটিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তখন সঙ্কর্ষণ ত্বরিতগতিতে পাদ সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহার বেগে সেই ভবন হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। ৪৮

সেই ধনুর ভঙ্গে যে শব্দ হইল, তাহা বজ্রাঘাতের প্রচণ্ড শব্দের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ইহাতে সম্পূর্ণ অন্তঃপুর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সর্ব্ব দিককে উহা মুখরিত করিয়া তুলিল। ৪৯

অস্ত্রাগার হইতে নির্গত হইয়া সেই দুই ভ্রাতা ব্রজে আগত গোপগণের নিকট চলিয়া যাইলেন। অন্যদিকে অস্ত্ররক্ষক সেই রক্ষী মনে মনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং দ্রুতবেগে রাজভবনের দিকে যাইল। রাজার নিকটে যাইয়া কাকের ন্যায় চকিতগতিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত এই কথা বলিল ঃ ৫০।

মহারাজ! আমি আমি যে কথা জানাইবার জন্য আসিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। এই সময় ধনু ভঙ্গে

নির্গতমস্মিন্ কালে যজ্ঞগতঃ সন্ত্বনো পরম্
নরৌ কন্যাপাসদৃশৌ শিখাবিততমূর্দ্ধজৌ ॥ ৫১
নীলপীতাম্বরধরৌ পীতশ্বেতানুলেপনৌ
তাবন্তঃপুরমজ্ঞাতৌ প্রবিষ্টৌ কামবেশিনৌ ॥ ৫২
দেবপুত্রোপমৌ বীরৌ বালাবিব হুতাশনৌ।
স্থিতৌ ধনুর্গৃহে সৌম্যৌ সহসা খাদিবাগতৌ।
ময়া দৃষ্টৌ পরিবাক্যং ক্রুদ্ধিতাচ্ছাদনত্রস্তৌ ॥ ৫৪
তয়োরেকস্য পদ্মাক্ষঃ শ্যামপীতাম্বরস্রজঃ।
জগ্রাহ তদ্ধনুরত্নং দুর্গ্রাহ্যং দৈবতৈরপি ॥ ৫৫
তৎ স বালো মহচ্চাপং বলাদ্ যত্নবিবাসনম্
আরোপয়িত্বা বেগেন নাময়ামাস লীলয়া ॥ ৫৬
আকৃষ্যমাণং তৎ তেন বিবাদং বাহুশালিনা
মুষ্টিদেশে বিকুব্জিত্বা দ্বিধাভূতমভজ্যত ॥ ৫৭

এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ জগতের পক্ষে প্রলয়তুল্য প্রতীত হইতেছে ॥ ৫১

সেখানে দুইটি মনুষ্য আসিয়াছিল, যাহাদের তুলনা কাহারও সহিতই হইতে পারে না। তাহাদের মস্তকে সমস্ত কেশই শিখাসদৃশ বড় বড় ছিল। একজন নীল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল এবং অন্য জন পীতবস্ত্রধারী ছিল। একজনের অঙ্গে পীতবর্ণের অনুরাগ লিপ্ত ছিল ও অন্যের অঙ্গে শ্বেতবর্ণের অনুলেপন ছিল। তাহারা উভয়েই ইচ্ছানুসারে বেশ ধারণ করিতে নিপুণ ছিল, সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের পরিচয় কেহই জানিতে পারে নাই ॥ ৫২-৫৩

সেই দুই বীর দেবকুমারের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। তাহাদের আকৃতি সৌম্য ছিল। তাহাদের দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন বালক রূপধারী অগ্নি সহসা আকাশ হইতে আসিয়া ধনুগৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের উভয়েরই বস্ত্র ও পুষ্পহার অতিশয় সুন্দর ছিল। আমি তাহাদের স্পষ্ট-ভাবেই দর্শন করিয়াছি ॥ ৫৪

তাহাদের মধ্যে একজনের চক্ষু পদ্মতুল্য মনোহর ছিল ও শরীর শ্যামবর্ণ ছিল। তাহার বস্ত্র এবং হার পীতবর্ণের ছিল যাহাকে হস্তে ধারণ করা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর ছিল, সেই ধনুরত্নকে এই শ্যামসুন্দরই অনায়াসে তুলিয়া লইল ॥ ৫৫

এই বালক সেই বিশাল ধনুটিকে লৌহযন্ত্রের ন্যায় বলপূর্ব্বক হস্তে লইয়া তাহাতে গুণ আরোপণ করত যেন খেলাচ্ছলেই সেই ধনুটিকে নত করিতে লাগিল ॥ ৫৬

সেই বাহুশালী বীর আকর্ষণ করিলে পর সেই সুদৃঢ় ধনুটি মুষ্টিদেশ স্থানে প্রচণ্ড শব্দের সহিত দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইল ॥ ৫৭

ধনুর্ভঙ্গের শব্দে ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইল এবং আকাশ যেন ঘুরিতে লাগিল ॥ ৫৮

সেই অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলাম এবং ভয়দায়ক শত্রুগণের নিকট হইতে ভয়প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় আপনাকে এই বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৯

মহারাজ! আমি জানি না, এই দুই অমিতপরাক্রমশালী বীর কে? কেবল ইহাই জানিতে পারিলাম যে, তাহাদের মধ্যে একজন কৈলাসপর্ব্বততুল্য শ্বেতবর্ণ ছিল এবং অন্য জন অঞ্জনগিরিসদৃশ শ্যামবর্ণ ছিল ॥ ৬০

হস্তিকর্ত্তৃক হস্তিবন্ধনের স্তম্ভতুল্যসদৃশ অত্যন্ত সুদৃঢ় সেই ধনুরত্নকে ভাঙ্গিয়া সেই অমিতপরাক্রমশালী বীর নিজের সহায়কের সহিতই সাধুর ন্যায় তীব্র গতি অবলম্বন করত সেখান হইতে নির্গত হইয়া গিয়াছে। হে নৃপ! আমি না, সে কোন্ ব্যক্তি ছিল, যে ধনুটিকে দুইখণ্ড করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে ॥ ৬১

কংস বিস্তৃতভাবে সব কথাই জানিতে পারিয়াছিল। সে ধনুর্ভঙ্গের সংবাদ শুনিয়াই অস্ত্ররক্ষককে ত্যাগ করিয়া নিজের উত্তম ভবনে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কংসধনুর্ভঙ্গে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কংসের ধনুর্ভঙ্গবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কংসস্য চিন্তা, তস্য রঙ্গশালাদর্শনম্, তাং সুসজ্জিতাং কর্ত্তুমাদেশদানম্, চাণূর-মুষ্টিক-কুবলয়াপীড়-মল্লামাত্রেভ্যঃ কৃষ্ণ-বলরামৌ হন্তুমাজ্ঞাদানম্, মহামাত্রসমীপে ক্রমিলেন স্বস্যোৎপত্তিবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্,—তস্য বাক্যং শ্রুত্বামুনপর্ব্বতে ক্রমিলেন সহ সমাগমঃ, তয়োরুভয়োঃ পরস্পরাভ্যাং বরদানং স্বাপদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স চিন্তয়িত্বা ধনুষো ভঙ্গং ভোজবিবর্দ্ধনঃ
বভূব বিমনা রাজা চিন্তয়ন্ কৃষ্ণতোষিতঃ।
কথং বালো বিগতভীস্তরুণস্তু মহাবলম্
প্রেক্ষন্ত্যশ্চ পুরুষৈর্বহুভির্ভঙ্ক্ত্বা বিনির্গতঃ ॥ ১
যস্যার্থে দারুণং কর্ম্ম কৃতং লোকবিগর্হিতম্।
পিতৃষস্রাত্মজান্ বীরান্ ষড়্বৈরাংস্তুপোধনম্ ॥ ২
দৈবং পুরুষকারেণ ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্
নারদোক্তং বচনং নূনং মন্থমুপস্থিতম্ ॥ ৪
এবং রাজা বিচিন্ত্যাথ নিক্রমায় মনশ্চক্রে
প্রেক্ষাগারং জগামাশু পঙ্কজেনাবলোককঃ ॥ ৫

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[কংসের চিন্তা, তাঁহার রঙ্গশালা দর্শন, উহা কে সুসজ্জিত করিবার জন্য আদেশ দান, চাণূর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় ও মহামাত্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞাদান, মহামাত্রের নিকট ক্রমিলের দ্বারা নিজের উৎপত্তির কথাবর্ণন—তাঁহার দ্বারার সুধামুন-পর্ব্বতে ক্রমিলের সহিত সমাগম এবং তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরকে বরদান ও শাপপ্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভোজবংশের বৃদ্ধিকারী রাজা কংস ধনুর্ভঙ্গের কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে খিন্ন হইয়া উঠিল। সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে লাগিল। ১

সে চিন্তা করিল—অহো! এই বালক কিভাবে নির্ভয় হইয়া মহাবল রক্ষককে অবহেলা করিয়া অত্র বহু মানুষের সাক্ষাতেই ধনু ভঙ্গ করত নির্গত হইয়া গেল? ২

এই সেই বালক, যাহাকে বিনাশ করিবার জন্য আমি লোকনিন্দিত ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করিয়াছি। নিজের মৃত্যুর জিজ্ঞাসার জন্য বীর পুত্রকে শিলাতে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিয়াছি। ৩

সত্যই পুরুষার্থের দ্বারা দৈবের বিধানকে উল্লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। নারদ আমাকে পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই আজ নিশ্চিতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৪

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা কংস নিজের উত্তম ভবন হইতে নির্গত হইয়া সত্বর প্রেক্ষাগৃহে (রঙ্গশালায়—যেখানে ধনুর্ভঙ্গের উৎসব দেখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশাল স্থানে) রচিত মঞ্চসমূহ দর্শন করিবার জন্য গমন করিল। ৫

সেই শ্রেষ্ঠ নরপতি প্রেক্ষাগৃহকে সর্ব্বপ্রকার শিল্পসম্ভারে সুসজ্জিত দেখিল। সেখানে একমাত্র শিল্পের দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহকারী শিল্পিগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে সুন্দর ও সুশ্লক্ষ্ণ বহু মঞ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সব উত্তম গৃহ উচ্চ, উহাদের নত চালযুক্ত, কোনও কোনও মঞ্চগৃহে দুইটি তল থাকায় বৃহদাকার এবং কোনও কোনও মঞ্চগৃহে একটি করিয়া তলের দ্বারা বিভূষিত ছিল। ৬—৭

সেখানে চারিদিকের বেড়াস্থলে সাজসজ্জাযুক্ত বহু খুঁটি সংযোজিত ছিল। এই সব ভবন অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পরিপাটি সহকারে স্থাপিত ছিল। ইহার অভ্যন্তরস্থিত মঞ্চের উপর আরোহণ করিবার জন্য উচ্চ, অপকর্ষে (ছোট) ও পরস্পর সংলগ্ন সোপানশ্রেণী (সিঁড়ি) নির্ম্মিত ছিল। এই সবের দ্বারা সেই রঙ্গভবন অতিশয় উত্তম দেখাইতেছিল। ৮

সেখানে চারিদিকে রাজাদের উপবেশনের জন্য সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এবং রঙ্গশালায় সর্ব্বদিকে যাতায়াতের জন্য বহু পথ ছিল। এই রঙ্গভবন বহুসংখ্যক শ্রেণীর দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। ইহার মধ্যে মনুষ্যগণের বিশাল জনতাকে নিজের মধ্যে ভরিয়া রাখিবার ক্ষমতা ছিল। ৯

বুদ্ধিমান্ কংস সেই রঙ্গভবনকে সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত দেখিয়া কর্ম্মচারীদিগকে এই আজ্ঞা করিল,—আগামী কাল এখানের মঞ্চ গৃহ, বলভী (উত্তরপক্ষনত চাল) ও পথসমূহ প্রতিকৃতি, মালা এবং পতাকাসকলে সজ্জিত করিবে। সুসজ্জিত জনসেক করিয়া এই সবকে

সুবাসিতা বপুষ্মন্ত উপনীতোত্তরচ্ছদাঃ।
ক্রিয়ন্তাং মঞ্চবাটাশ্চ বলভ্যো বাপ্যস্তথা ॥ ১১
রঙ্গবাটে কর্তব্যস্য কল্পান্তাং বাশয়োঽধ্যায়াঃ।
পটান্তরণশোভাশ্চ বলয়শ্চাতরূপতঃ ॥ ১২
স্থাপান্তাং সুনিষণ্ণাশ্চ পানকুম্ভা যথাক্রমম্।
উদকভারসহাঃ সর্বে সকাঞ্চন-ঘটোত্তমাঃ ॥ ১৩
বলয়শ্চোপকল্পান্তাং কবায়ৈশ্চৈব কুম্ভশঃ
প্রাশ্নিকাশ্চ নিযন্ত্রান্তাং স্রেপাশ্চ সপুরোগমাঃ ॥ ১৪
আজ্ঞা চ দেয়া মল্লানাং প্রেক্ষকাণাং তথৈব চ।
সমাজে মঞ্চবাটাশ্চ কল্পান্তাং সুপকল্পিতাঃ ॥ ১৫
এবমাজ্ঞাপ্য রাজা স সমাজবিধিমুত্তমম্।
সমাজবাটাদ্বিক্রম্য বিবেশ স্বং নিবেশনম্ ॥ ১৬

সুবাসিত করিবে, মনোহর বস্ত্র পরিধান করিবে (অথবা বিভিন্ন আকারের বহু পুত্তলিকা রাখিবে) এবং মঞ্চের উপরিভাগ সুন্দর চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) দ্বারা অচ্ছাদিত করিবে ॥ ১০—১১

রঙ্গশালায় মল্লদের মঙ্গলের জন্য রাশি রাশি খোসাযুক্ত রাখিবে, কোন সংযোই যেন ইহার অভাব না হয়। স্থানে স্থানে শোভার জন্য সুন্দর পটান্তরণ (পর্দা) সংযোজিত করিবে। খোসা উপহারসামগ্রী সজ্জিত রাখিবে (অথবা যোদ্ধা বহু স্তম্ভ রচনা করিবে, যাহারা মাটির অধিক গভীরে প্রবিষ্ট থাকিবে। বিশেষভাবে মৃত্তিকা করিয়া সেখানে যথাক্রমে জলের ভার ধারণ করিতে সমর্থ কুম্ভসমূহ স্থাপিত করিবে এবং সেই সবের মধ্যে পানীয় শীতল জল পূর্ণ করিয়া রাখিবে। (অথবা ক্রমশঃ পানকুম্ভ স্থাপিত করিবে, এই সব কুম্ভই যেন জলভার সহ্য করিতে পারে।) ইহাদের উপর স্বর্ণনির্মিত ঘট রাখিয়া দিবে ॥ ১২-১৩

উপহারের বস্তুসকল সংগ্রহ করিবে, কুম্ভসমূহে রস পূর্ণ করিয়া রাখিবে, (অথবা কুম্ভে গন্ধদ্রব্য ভরিয়া রাখিবে), মল্লযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিগণ, ব্যবসায়ী ও শিল্পী (কারীগর)—ইহাদের সকলকে নিজ নিজ অগ্রগামী পুরুষদের সহিত নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৪

মল্লগণ ও প্রেক্ষকগণকে (যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয়কারীদিগকে) যথাসময়ে আসিবার আজ্ঞাপন করিবে। রঙ্গশালায় জলপূর্ণ কলস বা মদি-সুরাদি পূর্ণ ঘড়া রাখিবার জন্য কাঠ নির্মিত চারিটি অথবা ছয়টি পায়াযুক্ত চৌকাকার পাত্রবিশেষ (জলচৌকী)। এই জলচৌকীরই নাম হইল—পানকুম্ভ। মহামতি নীলকণ্ঠ ইহার পর্যায়বাচী শব্দ 'ঘটোত্তারিকা' বলিয়াছেন।

আজ্ঞান তত্র সঙ্কল্পে তস্য মল্লদ্বয়স্য বৈ।
চাণূরস্যাপ্রমেয়স্য মুষ্টিকস্য তথৈব চ ॥ ১৭
তৌ তু মল্লৌ নরাবীর্যৌ বলিনৌ বাহুশালিনৌ
কংসস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হৃষ্টৌ বিবিশতুস্তদা ॥ ১৮
তৌ সমীপগতৌ দৃষ্ট্বা মল্লৌ জগতি বিশ্রুতৌ।
উবাচ কংসো নৃপতিঃ সোপচ্ছাসমিদং বচঃ ॥ ১৯
ভবন্তৌ মম বিখ্যাতৌ মল্লৌ বীরধ্বজোচ্ছ্রিতৌ।
পূজিতৌ চ যথাক্যায়ং সৎকারার্হৌ বিশেষতঃ ॥ ২০
তস্মত্তো যদি সৎকারঃ স্মর্যতে সুকৃতানি চ
কর্তব্যং মে মহৎ কর্ম্ম ভবদ্ভ্যাং স্বেন তেজসা ॥ ২১
যাবেতৌ মম সংবৃদ্ধৌ ব্রজে গোপালকাবুভৌ।
সঙ্কর্ষণশ্চ কৃষ্ণশ্চ বালাবপি জিতশ্রমৌ ॥ ২২

স্থাপিত মঞ্চসমূহের শোভাবর্ধনের জন্য উত্তমরূপে সেই সবকে সুসজ্জিত কর ॥ ১৫

এইভাবে রঙ্গশালাকে উত্তম রূপে সাজাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আজ্ঞাদান করত রাজা কংস সেখান হইতে নির্গত হইয়া নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৬

সেই দিন কংস তাহার দুই মল্লবীরকে আহ্বান করিল। উভয় মল্লের মধ্যে একজনের নাম অতুলনীয় বলশালী চাণূর এবং অন্যের নাম মুষ্টিক ॥ ১৭

নিজ বাহুবলের দ্বারা সুশোভিত সেই দুই মহাপরাক্রমশালী ও বলশালী মল্ল কংসের আজ্ঞা শিরোধার্য করত অতিশয় হর্ষের সহিত তাহার ভবনে প্রবেশ করিল ॥ ১৮

এই দুই বিশ্ববিখ্যাত মল্লকে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া রাজা কংস তাহাদের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল ॥ ১৯

তোমরা দুইজনে আমার বিখ্যাত মল্ল ও বীরধ্বজ (শৌর্যসূচক সম্মান চিহ্ন) লাভ করিয়া মল্লগণের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। তোমরা দুই জনেই আমার বিশেষ সমাদর পাইবার যোগ্য এবং সেইজন্যই তোমাদের মধ্যে চিত্ত সন্ধান করিয়াছি ॥ ২০

অতএব যদি আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত সৎকার তোমরা স্মরণ কর এবং আমার দ্বারা কৃত উপকার ও সদ্ব্যবহারসমূহ যদি তোমরা ভুলিয়া না যাও, তবে আজ তোমাদের দুই জনকে নিজ নিজ তেজের (বলপরাক্রমের) দ্বারা আমার এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে ॥ ২১

এই যে দুই সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ নামে গোপ-বালক আছে, যাহারা আমার ব্রজে থাকিয়া লালন-পালনে বর্দ্ধিত হইয়াছে,

এতৌ রঙ্গগতৌ যুদ্ধে যুধ্যমানৌ বনেচরৌ
নিপাত্যানন্তরং শীঘ্রং হন্তব্যৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩
বালাবিমৌ সুচপলাবকিয়াবিতি সর্ব্বথা।
নাবজ্ঞা তত্র কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো যত্ন এব হি ॥ ১৪
তাভ্যাং যুধি নিরস্তাভ্যাং গোপাভ্যাং রঙ্গসন্নিধৌ
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ শ্রেয়ো মম ভবিষ্যতি ॥ ২৫
নৃপতেঃ স্নেহসংযুক্তৈর্বচোভিস্তৈর্মনাংসি চ।
উচতুর্মুষ্টমল্লৌ মল্লৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ ॥ ২৬
যদ্যাবয়োস্তৌ প্রমুখে স্থাস্যেতে গোপকিল্বিষৌ
হতাবিতোব মন্তব্যৌ প্রেতরূপৌ তপস্বিনৌ ॥ ২৭
বয়ঞ্চাবাং প্রতিযোৎস্যেতে তাবরিষ্টপরিপ্লুতৌ
আবাভ্যাং রোষযুক্তাভ্যাং প্রমুখে তৌ বনেচরৌ ॥২৮
এবং বাহ্বিষমুৎসৃজ্য তাবুভৌ মল্লপুঙ্গবৌ।
অযুধ্যতাং নরেন্দ্রেণ যে গৃহে তৌ প্রজজ্ঞতুঃ ॥ ২৯

তাহারা বালক হইলেও পরিশ্রমকে জয় করিয়াছে (অর্থাৎ ইহারা কখনও পরিশ্রান্ত হয় না) ॥ ২২

এই দুই বনচর যখন রঙ্গশালায় যাইয়া যুদ্ধের সময় তোমাদের দুইজনের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন তোমরা দুইজনে এই দুই বালককে সত্বর ভূতলে পাতিত করিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় করিবে না ॥ ২৩

ইহারা দুই জনে অত্যন্ত চঞ্চল বালক, ইহারা যুদ্ধবিদ্যাও ভাল রূপ জানে না—সর্ব্বথা এরূপ বুঝিয়া তাহাদের দুইজনকে যেন অবহেলা করিও না। তোমরা তাহাদের বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাই করিবে ॥ ২৪

যদি রঙ্গস্থলের নিকটে এই দুই গোপবালক যুদ্ধে নিহত হয়, তবে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমার কল্যাণ হইবে ॥ ২৫

রাজা কংসের এই সব স্নেহযুক্ত বাক্যে সেই দুই মল্লের হৃদয়ে হর্ষ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের জন্য সদা উদ্যত এই দুই মল্লবীর চাণূর ও মুষ্টিক রাজা কংসকে এই কথা বলিল ॥ ২৬

যদি এই দুই গোপকুলকলঙ্ক বালক আমাদের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করে, তবে তাহাদিগকে মৃত বলিয়াই আপনি মনে করুন এবং তাহারা প্রেতরূপী—ইহাই মনে করুন ॥ ২৭

যদি কোন অরিষ্ট গ্রহে গ্রস্ত হইয়া তাহারা উদ্যমে আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে আমরা দুইজনে রোষাবিষ্ট হইয়া সেই দুই বনেচরকে সকলের সম্মুখে বধ করিব ॥ ২৮

এইরূপে বাক্যবিষ উদ্গীরণ করিয়া সেই দুই মল্লশ্রেষ্ঠ রাজা কংসের আজ্ঞা লইয়া নিজ গৃহে যখন করিল ॥ ২৯

তাহার পর কংস হস্তীর পরিচর্য্যা করিয়া জীবিকা অর্জ্জনকারী মহামাত্রকে (মাহুতকে) বলিল—কুবলয়াপীড় নামক হস্তী রঙ্গশালার দ্বারে অবস্থান করুক অর্থাৎ তুমি ঐ হস্তীকে রঙ্গশালার দ্বারে নিযুক্ত করিয়া রাখ ॥ ৩০

এই হস্তী বলবান্, মদের মত্তে চঞ্চলনেত্র, অধীর এবং মনুষ্যগণের উপর অতিশয় ক্রোধপরায়ণ। তাহার গণ্ডস্থল মদের ধারায় উৎকট হইয়া রহিয়াছে, সে কোনও বিপক্ষীয় হস্তীকে দেখিলেই রোষাবিষ্ট হইয়া উঠে ও স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রোধী ॥ ৩১

বসুদেবের বনে বাসকারী যে দুই বীর পুত্র আছে, তাহারা যদি এই দ্বারে আসে, তাহা হইলে তুমি এই হস্তীকে তাহাদের দিকে প্রেরিত করিবে, যাহাতে তাহারা এই হস্তীর দ্বারা প্রাণহীন হইয়া পড়ে ॥ ৩২

গোষ্ঠে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহকারী সেই দুই মদমত্ত বালককে তোমার দ্বারা ও সেই গজশ্রেষ্ঠ কুবলয়াপীড়ের দ্বারা রঙ্গশালার দ্বারে আমি ভূপাতিত হইতে দেখিতে চাই ॥ ৩৩

তারপর এই দুই বালককে পতিত দেখিয়া বসুদেব ছিন্নমূল হইয়া যাইবে এবং ভার্য্যা ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিরাশ্রয় হইয়া ধরাই নষ্ট হইবে ॥ ৩৪

সেই সঙ্গে এই যে সব মূর্খ যাদব শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে ধরাশায়ী দেখিয়া হতাশ হইয়া বিনষ্ট হইবে ॥ ৩৫

পিতা হি মে পরিত্যক্তো যাদবানাং কুলোদ্বহ:।
শেষাশ্চ মে পরিত্যক্তা যাদবা: কৃষ্ণপক্ষিণ:॥ ৩৭
ন চাহমুগ্রসেনেন জাত: কিল সুতাধিনা
মানুষেণাত্মবীর্যেণ যথা মামাহ নারদ:॥ ৩৮

মহামাত্র উবাচ

কথমুক্তং নারদেন রাজন্ দেবর্ষিণা পুরা
আশ্চর্যমেতৎ কথিতং ত্বত্ত: শ্রুতমরিন্দম॥ ৩৯
কথমস্যেন জাতস্ত্বমুগ্রসেনাৎ পিতুর্বিনা।
তব মাত্রা কথং রাজন্ কৃতং কর্ম্মেদমীদৃশম্॥ ৪০
অন্যাপি প্রাকৃতা নারী ন কুর্য্যাচ্চ জুগুপ্সিতম্
বিস্তর: শ্রোতুমিচ্ছামি হ্যেতৎ কৌতূহলং হি মে॥ ৪১

কংস উবাচ

যথা কথিতবান্ বিপ্রো মহর্ষির্নারদ: প্রভু:।
তথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি যদি তে শ্রবণে মতি:॥ ৪২

আগত: শক্রসদনাৎ স বৈ শক্রসখো মুনি:
চন্দ্রাংশুশুভ্রবসনো জটামণ্ডলমুদ্বহন্॥ ৪৩
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ কৃতযজ্ঞোপবীতবান
দণ্ডী কমণ্ডলুধর: প্রজাপতিরিবাপর:॥ ৪৪
গীতা চতুর্ণাং বেদানাং বিদ্বান্ গান্ধর্ব্ববেদবিৎ
স নারদোঽথ দেবর্ষির্ব্রহ্মলোকচরোঽব্যয়:॥ ৪৫
তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি
পাদ্যার্ঘ্যাসনং দত্ত্বা সম্প্রবেক্ষ্যোপবিষ্ট হ॥ ৪৬
সুখোপবিষ্টোঽথ মুনি: পৃষ্ট্বা চ কুশলং মম
উবাচ চ প্রীতমনা দেবর্ষির্ভাবিতাত্মবান॥ ৪৭

নারদ উবাচ

পূজিতোঽহং ত্বয়া বীর বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা
ইদমেকং মম বচ: শ্রূয়তাং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ এই দুই জনকে নরশ্রেষ্ঠ কুবলয়াপীড় অথবা মল্লগণের দ্বারা বিনাশ করাইয়া কিংবা স্বয়ংই তাহাদের বধ করিয়া এই মথুরাপুরীতে যদুবংশ রক্ষা করত আমি সুখে বিচরণ করিব॥ ৩৬

আমি যাদবকুলের সংরক্ষণকারী নিজের পিতাকেই পরিত্যাগ করিয়াছি। কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বনকারী অবশিষ্ট যাদবগণও আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে॥ ৩৭

যথার্থ কথা হইল যে, নারদ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে পুত্রকামী এই অল্পপরাক্রম মানুষ উগ্রসেনের দ্বারা আমার জন্ম হয় নাই॥ ৩৮

মহামাত্র বলিল—রাজন্! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ আপনাকে কিরূপ জন্মের কথা বলিয়াছেন? শত্রুদমন! আজ আপনার নিকট হইতে ইহা যে এক আশ্চর্য্যকর কথা শুনিলাম॥ ৩৯

যদি আপনার পিতা উগ্রসেন হইতে আপনার জন্ম না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে বিনা জন্মের দ্বারা কিভাবে আপনার জন্ম হইয়াছে? মহারাজ! আপনার মাতা এরূপ কুৎসিত কার্য্য কিভাবে করিলেন?॥ ৪০

অন্য সাধারণ স্ত্রীও যে ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারে না, সেরূপ কার্য্য তিনি কিভাবে করিলেন? আমি সবিস্তরে এই প্রসঙ্গ শুনিতে বাসনা করি। ইহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে॥ ৪১

কংস বলিল—মহামাত্র! যদি তোমার মনে ইহা শুনিবার ইচ্ছা হয়, তবে সেই প্রভাবশালী মহর্ষি নারদ আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই কথা আমি তোমাকে বলিব॥ ৪২

এই মুনি নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের সখা ছিলেন। একদিন চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বস্ত্র পরিধানকারী ও মস্তকে জটামণ্ডলধারণকারী এই নারদ ইন্দ্রভবন হইতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন॥ ৪৩

তাঁহার গায়ে তখন কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় (চাদর) ছিল। তিনি সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন এবং দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় মনে হইতেছিলেন॥ ৪৪

নারদ সকল বেদেরই বিদ্বান্ ছিলেন, গান্ধর্ব্ববেদেও সঙ্গীতবিদ্যাতেও) বিশেষজ্ঞ ছিলেন; সেইজন্য তিনি চার বেদেরই গান করিতে (সরব বেদপাঠ করিতে) পারিতেন। সেই অবিনাশী (অথবা অমর মহিমান্বিত) দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী ছিলেন॥ ৪৫

নিকটে আগত সেই মহর্ষিকে দেখিয়া আমি পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দান করত তাঁহার যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলাম॥ ৪৬

অনন্তর সুখে উপবেশন পূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মুনি মনে মনে প্রসন্ন হইলেন এবং সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দেবর্ষি নারদ আমাকে বলিলেন॥ ৪৭

নারদ বলিলেন,—বীর! তুমি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমার পূজা করিয়াছ; অতএব আমার এক কথা শ্রবণ কর এবং তাহা গ্রহণ কর॥ ৪৮

গন্ধোদ্ভবঃ দেবসদনঃ সৌবর্ণ মেরুপর্বতম্
সোঽহং কদাচিদ্দেবানাং সমাজে মেরুমূর্দ্ধনি ॥ ৪৯
তত্র মন্ত্রয়তামেব দেবতানাং ময়া শ্রুতঃ
ভবতঃ মাতুশ্চৈব বধোপায়ঃ সুদারুণঃ ॥ ৫০
তত্র যো দেবকীগর্ভো বিষ্ণুর্যোক্ষনমস্কৃতঃ।
যোঽস্যা গর্ভে ভবেন্নঃ কংস স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫১
দেবানাং স তু সর্ব্বস্বং ত্রিদিবস্য গতিশ্চ সঃ
পরং রহস্যং দেবানাং স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
যত্নশ্চ ক্রিয়তাং কংস গর্ভাণাং পাতনং প্রতি
নাবজ্ঞা রিপবে কার্য্যা তু র্বলে স্বজনেঽপি বা ॥ ৫৩
ন চায়মুগ্রসেনঃ স পিতা তব মহাবলঃ।
দ্রুমিলো নাম তেজস্বী সৌভস্থ পতিরুচ্যিতঃ ॥ ৫৪
শ্রুত্বাহং তদ্বচস্তস্য কিঞ্চিদ্রোষসমন্বিতঃ।
তূষ্ণীঽস্থাং কথং ব্রহ্মন্ দ্রুমিলো নাম দানবঃ ॥৫৫
মম মাতা কথং তস্য জ্ঞাতি বিপ্র সমাগমঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ॥ ৫৬

নারদ উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যথার্থতঃ।
দ্রুমিলস্য চ মাত্রা তে সংবাদস্য সমাগমম ॥ ৫৭
সুগাম্বুনঃ নাম নগঃ তব মাতা রজস্বলা।
প্রেক্ষিতুং সহিতা স্ত্রীভির্গতা বৈ সা কুতূহলাৎ ॥৫৮
সা তত্র রমণীয়েষু রুচিরদ্রুমসানুষু
চচার নগশৃঙ্গেষু কন্দরেষু নদীষু চ ॥ ৫৯
কিন্নরোদ্গীতমধুরাঃ প্রতিশ্রুতাভিনাদিতাঃ।
শৃণ্বন্তী কামজননীর্বাচঃ শ্রোত্রসুখাবহাঃ ॥ ৬০
বহিণাঞ্চৈব বিরুতং খগানাঞ্চ বিকূজিতম্।
অভীক্ষ্ণমভিশৃণ্বন্তী স্ত্রীধর্ম্মনভিরোচয়ৎ ॥ ৬১
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্বনরাজিবিনিঃসৃতঃ।
স্পৃষ্টঃ কুসুমগন্ধাঢ্যো ববৌ মন্মথবোধনঃ ॥৬২

সুবর্ণময় মেরুপর্বত দেবগণের নিবাস স্থান। সেই পর্ব্বতের শিখরে একদিন দেবতাগণের সমাজ সমবেত হয়। সেই সভায় আমি গিয়াছিলাম ॥ ৪৯

সেখানে দেবগণ অনুচরবর্গের সহিত তোমার বধের অত্যন্ত দারুণ উপায়ের উপর মন্ত্রণা করিতেছিলেন। সেখানেই তাঁহাদের মুখ হইতে আমি এই কথা শুনিয়াছি ॥ ৫০

কংস! এই দেবকীর যে অষ্টম গর্ভ হইবে, তাহাতে বিষ্ণুসংজ্ঞিত ভগবান্ বিষ্ণু নিবাস করিবেন; অতএব সেই গর্ভটী তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে ॥ ৫১

এই বিষ্ণুই দেবতাগণের সর্ব্বস্ব। ত্রিদিবই স্বর্গলোকের গতি ও দেবগণের পরম রহস্যও তিনিই। সেই বিষ্ণুই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবেন ॥ ৫২

কংস! তুমি দেবকীর গর্ভসমূহ পাত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাও। শত্রু যদি দুর্বল কিম্বা স্বজনও হয়, তবে তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় ॥ ৫৩

এই উগ্রসেন তোমার পিতা নয়। সৌভবিমানের পতি দানবেন্দ্র), তেজস্বী ও ওজস্বী মহাবল দ্রুমিল তোমার পিতা ॥ ৫৪

নারদের এই কথা শুনিয়া আমার মধ্যে কিছু ক্রোধের উদ্রেক হয়। আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রহ্মন্! দ্রুমিল নামক দানব কিভাবে আমার পিতা হইলেন? অনুগ্রহ বিপ্র! বলুন—আমার মাতার সহিত তাঁহার সমাগম কিরূপে হইয়াছিল? আমি এই বৃত্তান্ত সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৫-৫৬

নারদ বলিলেন,—রাজন্! আচ্ছা, তোমার মাতার সহিত দ্রুমিলের যে সংবাদ ও সমাগম হইয়াছিল, তাহা সমস্তই আমি যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫৭

এক সময়ের কথা, তোমার মাতা যখন রজস্বলা হইবার পর স্নান করিয়াছিল। ছিল, তখন কৌতূহলবশতঃ অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত সুগাম্বুন নামক পর্ব্বত দর্শন করিবার জন্য গমন করে ॥ ৫৮

সেখানে সে মনোহর বৃক্ষসমূহে সুশোভিত পর্ব্বতের রমণীয় শিখরসকলে বিচরণ করিতে লাগিল। সে সেখানের বহু কন্দরে (গুহায়) ও নদীর তীরেও ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫৯

সেখানে সে কর্ণের সুখদায়ক ও কামোদ্দীপক বহু কথা শ্রবণ করিল। এই সব কথা কিন্নরগণের দ্বারা গীত হওয়ায় অতিশয় মধুর ছিল এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত ছিল ॥ ৬০

ময়ূরগণের মধুর কেকাধ্বনি ও আকাশচারী পক্ষিদকলের কলরব নিরন্তর শ্রবণ করিতে করিতে তোমার মাতার মনে স্ত্রী-ধর্ম্মের (পুরুষ-সহবাসের) রুচি জাগিয়া উঠিল ॥ ৬১

ইহার মধ্যে বনরাজী হইতে নির্গত হইয়া পুষ্পসমূহের সুগন্ধে

ক্ষীরেক্ষুভরণাশ্চৈব দ্রব্যা বাসুঘট্টিতাঃ।
মুমুচুর্গন্ধমধিকং সন্ততাসারমুচ্ছ্রিতাঃ ॥ ৬৩
কেসরাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বরসুরভিযোধনাঃ
নীপা দীপা ইবাভান্তি পুষ্পকণ্টকধারিণঃ ॥ ৬৪
নদী নবতৃণচ্ছন্না শক্রগোপবিভূষিতা।
যৌবনস্থেব বনিতা স্বং দধারার্দ্রবং বপুঃ ॥ ৬৫
অথ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ ক্রমিলো নাম দানবঃ
ভবিষ্যদ্দৈবযোগেন বিধাত্রা তত্র নীয়তে ॥ ৬৬
কামগেন রথেনাশু তরুণার্কবিভাবর্চসা।
যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র সুষেণমুনিরুক্ষয়া ॥ ৬৭
বিহায়সা কানরমো মনসোঽপ্যাশুগামিনা।
স তৎ প্রাপ্য পর্ব্বতেন্দ্রমবতীর্য্য রথোত্তমাৎ ॥ ৬৮
পর্ব্বতোপবনে রম্যে দদর্শ পরমর্ষাশ্রমম্।
অথাসৌ সুতসহিতশ্চচার নগমূর্দ্ধনি ॥ ৬৯

পরিপূর্ণ মনোরম বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, যাহা তখন কামভাব উদ্দীপিত করিতেছিল। ৬১

বিকসিত কদম্ব-বৃক্ষসমূহ ভ্রমরগণের দ্বারা পূর্ণ থাকায় এই সব তরুর তাহা যেন আভরণ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। বায়ুর তাড়নায় আন্দোলিত হইয়া নিরন্তর পতিত জলধারাসমূহে (অথবা পুষ্পমকরন্দের আসারে) যেন মূর্চ্ছিত হইয়া এই সব কদম্ব বৃক্ষ অধিক গন্ধ নিঃসারণ করিতে লাগিল। ৬৩

মদনোদ্দীপনকারী নাগকেশর বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্প-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। পুষ্পযুক্ত কণ্টকধারণকারী নীপবৃক্ষসমূহ দীপাবলির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৬৪

নব নব তৃণসমূহে আচ্ছন্না ও ইন্দ্রগোপ নামক কীটসকলে বিভূষিতা বসুধা নব-যুবতীর ন্যায় রজস্বলাবেশ ধারণ করিয়াছিল। ৬৫

এরূপ সময়ে সৌভবিমানের অধিপতি ক্রমিল নামক দানব ভাবী দৈবযোগে বিধাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬৬

ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমনকারী এই বিমান প্রভাতকালের সূর্য্যের সদৃশ তেজঃপুঞ্জে প্রকাশিত ছিল। এরূপ বিমানে করিয়া সেই দানব সহসা সেখানে সুবাহুন পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিবার ইচ্ছায় সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬৭

মন হইতেও দ্রুতগামী সেই বিমানের দ্বারা আকাশপথে ইচ্ছানুসারে গমনকারী সেই দানব পর্ব্বতরাজ সুবাহুনের উপর আসিয়া সেই শ্রেষ্ঠ রথ হইতে নীচে অবতরণ করিল। ৬৮

ততো বহুবিধাকীর্ণাঃ কাননানি বনানি চ
সর্ব্বর্তুগুণসম্পন্নং নন্দনস্যেব কাননম্ ॥ ৭০
চেরতুর্নগশৃঙ্গেষু কন্দরেষু নদীষু চ
নানাধাতুপিনদ্ধেষু শৃঙ্গৈর্বহুবিকল্পিতৈঃ ॥ ৭১
নানারত্নবিচিত্রেষু কাঞ্চনাঞ্জনরাজতান্
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যান্নানাসত্ত্বগণৈর্যুতান্ ॥ ৭২
নানাদ্বিজগণৈস্তুষ্টান্নানাপুষ্পফলদ্রুমান্।
নানৌষধিসমাযুক্তানৃষিসিদ্ধানুসেবিতান্ ॥ ৭৩
বিদ্যাধরান্ কিম্পুরুষান্নক্ত-যানর-রাক্ষসান্।
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ মহিষানৃক্ষতরক্ষূন্ ॥ ৭৪
সুমরাংশ্চমরান্নাগ্রহূন্ শরভান্ যক্ষ-রাক্ষসান্
এবং বহুবিধান্ পশ্যন্ চরনাগো নগোত্তমম্ ॥ ৭৫
দূরাদ্দদর্শ নৃপতিশ্রেষ্ঠো দেবসুতোপমম্
ক্রীড়মানাং সখীভিশ্চ পুষ্পকৈব বিচিত্রতাম্ ॥ ৭৬

শত্রুবধ-উদ্যতকারী সেই রথকে (বিমানকে) পর্ব্বতের উপবনে রাখিয়া ক্রমিল নিজ সারথি-চালকের সহিত পর্ব্বতশিখরে বিচরণ করিতে লাগিল। ৬৯

তারপর তাহারা উভয়ে সেখানে বহু বন ও কানন দর্শন করিল। ৭০ স্থানের বনগুলি নন্দনবনের সদৃশ সমস্ত ঋতুসকলের গুণসমূহে যুক্ত ছিল। ৭০

উহারা উভয়ে সেই পর্ব্বতের নানা শিখরে, বহু গুহায় এবং বিভিন্ন নদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই পর্ব্বতের বহু উচ্চ উচ্চ শিখর নানাপ্রকার ধাতুসমূহে আবৃত ছিল। বিবিধ রচনাভঙ্গিতে তাহাদের বিচিত্র শোভা হইতেছিল। উহারা উভয়ে দেখিল যে, পর্ব্বতের বিভিন্ন শিখর সুবর্ণময়, রজতময় ও অঞ্জনময় রহিয়াছে। নানাপ্রকার পুষ্পসমূহের সুগন্ধ সেখানে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। নানাবিধ জীব-জন্তুগণের দল সেখানে বাস করিতেছে। অনেক প্রকারের পক্ষী নিজ নিজ কলরবের দ্বারা সেই সব শিখরকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে এবং নানাবিধ পুষ্প ও ফলসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই সব শিখরে ঋষি ও সিদ্ধপুরুষগণ বাস করিতেছেন। ৭১-৭৩

বিদ্যাধর, কিন্নর, ভল্লুক, বানর, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, ঋক্ষ, বরপোশ, সুমর (মৃগবিশেষ), চমর, নাকু (পশু-বিশেষ), হস্তী, যক্ষ, নিশাচর এবং এরূপই নানা জাতীয় প্রাণিসমূহকে দেখিতে দেখিতে সেই দানব ক্রমিল সেই উত্তম পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছিল। ৭৪-৭৫

এই সময় সেই দানবরাজ দূর হইতে উগ্রসেন-পুত্রীকে দেখিতে

তত্তশ্চরন্তীং সুশ্রোণীং সখীভিঃ সহ সংবৃতাম্ ।
দৃষ্ট্বা সৌভপতির্মুগ্ধস্তিষ্ঠন্ সূতমব্রবীৎ ॥ ৭৭
কস্যেয়ং মৃগশাবাক্ষী বনান্তরবিচারিণী
রূপৌদার্য্যগুণোপেতা মন্মথস্য রতির্যথা ॥ ৭৮
শচীব পুরুহূতস্য উতাহো বা তিলোত্তমা ।
নারায়ণোরুং নিভিন্ন সম্ভূতা বরবর্ণিনী ।
ঐলস্য দয়িতা দেবী যোষিদ্রত্নং কিমুর্ব্বশী ॥ ৭৯
ক্ষীরার্ণবে মথ্যমানে সুরাসুরগণৈঃ সহ ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বামৃতার্থমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৮০
ততোঽমৃতাৎ সমুদ্ভূতা দেবী শ্রীর্লোকভাবিনী
নারায়ণাঙ্কমূলিতা কিং শ্রীরেষা বরাঙ্গনা ॥ ৮১
নীলমেঘান্তরগতা জ্যোতিষস্যাচিরপ্রভা ।
তথা যোষিদ্গণাশ্চায়ং রূপং প্রদ্যোতয়দ্ বনম্ ॥ ৮২

পাইল, যে তখন সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল ও পুষ্প চয়ন করিতে করিতে দেবকন্যার ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৭৬

সখীগণে পরিবৃতা ও সুন্দর কটিদেশ সুশোভিতা এই রমণীকে দূর হইতেই সেস্থানে বিচরণ করিতে দেখিয়া সৌভপতি ক্রমিল বিস্মিত হইল এবং নিজের বিমান-চালককে বলিল ॥ ৭৭

সূত ! এই বনের মধ্যে বিচরণকারিণী ও মৃগশিশুতুল্য চঞ্চল-নয়না রমণী কাহার স্ত্রী ? এই রমণী রূপ ও উদারতাদি গুণ-সমূহে সম্পন্না হইয়া কামপত্নী রতির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৭৮

অহো ! এই রমণী কি দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচী কিংবা তিলোত্তমা ? অথবা ভগবান্ নারায়ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া উৎপন্না ও ইলাপুত্র পুরূরবার প্রিয়া মহারাণী সুন্দর কান্তিমতী রমণীরত্ন উর্ব্বশী ? ৭৯

আমরা শুনিয়াছি, দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া অমৃত প্রাপ্তির জন্য মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড করিয়া ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিয়াছিল। তখন সেই অমৃতময় দুগ্ধ হইতে লোকভাবিনী লক্ষ্মীদেবীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, যিনি ভগবান্ নারায়ণের অঙ্কে সুশোভিতা আছেন, এই সুন্দরী অঙ্গনা সেই লক্ষ্মীদেবী নন্ ত ? ৮০-৮১

যেরূপ অল্প অল্প বিলম্বে প্রকাশমান বিদ্যুৎ নীলমেঘমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া নিজের প্রকাশ প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই রমণী স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া নিজের রূপ ও বনকে প্রকাশিত করিতে করিতে এস্থানে বিচরণ করিতেছে ॥ ৮২

ইহার অঙ্গ অতিশয় সুকুমার, মুখ চন্দ্রতুল্য সুন্দর কান্তিতে

মতীব সুকুমারাঙ্গী সুপ্রভেন্দুনিভাননা
দৃষ্ট্বা রূপমনিন্দ্যাঙ্গ্যা বিভ্রান্তো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৩
কামস্য বশমাপন্নো মনো বিহ্বলতীব মে ।
তূণং কৃন্ততি মেঽঙ্গানি সায়কৈঃ কুসুমায়ুধঃ ॥
ভিত্ত্বা হৃদি শরান্ পঞ্চ নির্দ্দয়ং হন্তি মে মনঃ ॥৮৪
হৃদয়াগ্নির্বর্দ্ধয়তি আজ্যসিক্ত ইবানলঃ
কথমস্তু ভবেৎ কার্য্যঃ সমার্থং মন্মথাগ্নিনা ॥ ৮৫
কেনোপায়েন কিং কুর্য্যো ভজেন্মাং মত্তগামিনী
এবং বহু চিন্তয়ানো নোপলভা চ দানবঃ ॥৮৬
সূতমাহ মুহূর্ত্তং তু তিষ্ঠস্ব ত্বমিহানঘ
অহং যাস্যামি তাং দ্রষ্টুং কস্যেয়মিতি যে.ম্বিতম্ ॥৮৭
প্রতীক্ষমাণস্তিষ্ঠস্ব যাবদাগমনং মম ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য তথাস্ত্বিতি বচোঽব্রবীৎ ॥৮৮

উদ্ভাসিতে হইতেছে। এই অনিন্দনীয় অঙ্গশোভিতা রমণীর রূপ বর্ণন করত আমি বিভ্রান্ত (পাগল) হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৮৩

আমি কামের বশীভূত হইয়াছি। আমার মন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। পুষ্পধনু কামদেব নিজের বাণসমূহে আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরাকরণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। আমার হৃদয়ে নিজের পাঁচটী বাণকে প্রহার করত নির্দয়তার সহিত তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ॥ ৮৪

আমার হৃদয়ে কামাগ্নি বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অগ্নি ঘৃতাহুতি পাইয়া অধিক প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যেন আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কামাগ্নি কর্ত্তৃক বদ্ধ হৃদয়ের শান্তির জন্য আজ আমাকে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে ? ৮৫

কোন্ উপায়ে এখন আমি কি করিব, যাহাতে এই মত্ত-গামিনী রমণী আমার কথা অঙ্গীকার করিবে। এইভাবে বহু চিন্তা করিয়াও সেই দানব যখন কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না, তখন সে নিজের সারথিকে বলিল,—অনঘ ! তুমি মুহূর্ত্তকাল এস্থানে অবস্থান কর, আমি স্বয়ংই ইহাকে দেখিবার জন্য এবং সে কাহার স্ত্রী ইহা জানিবার জন্য গমন করিব ॥৮৬-৮৭

যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া আসি, তুমি ততক্ষণ এস্থানে আমার প্রতীক্ষা করিতে করিতে অবস্থান কর। ক্রমিলের এই বচন শ্রবণ করিয়া তাহার সারথি বলিল—তাহা, তাহাই হউক ॥ ৮৮

এবমুক্ত্বা দানবেন্দ্রো গমনায় মনো দধে।
বার্যুপস্পৃশ্য বলবান্ ধ্যানমেবাথচিন্তয়ৎ ॥ ৮৯
মুহূর্ত্তং ধ্যানমাত্রেণ দৃষ্টঃ জ্ঞানবলাত্ততঃ।
উগ্রসেনস্য পত্নীতি জ্ঞাত্বা হর্ষমুপাগতঃ ॥ ৯০
উগ্রসেনস্য রূপং বৈ কৃত্বা স্বং পরিবর্ত্ত্য সঃ
উপাসর্পন্মহাবাহুঃ প্রহসন্ দানবেশ্বরঃ ॥ ৯১
স্মরমানস্তু শনকৈর্জগ্রাহামিতবীর্য্যবান্।
উগ্রসেনস্য রূপেণ মাতরং তে বাধর্ষরৎ ॥ ৯২
সা পতিস্নিগ্ধহৃদয়া তং ভাবেনোপসর্পতী
শঙ্কিতা চাভবৎ পশ্চাত্তস্য গৌরবদর্শনাৎ ॥ ৯৩
সা তমাহোত্থিতা ভীতা ন ত্বং মম পতির্ভবম্
কস্ত্বং বিকৃতাচারো যেনাস্মি মলিনীকৃতা ॥ ৯৪
একভর্ত্তৃব্রতমিদং মম সংদূষিতং ত্বয়া।
পত্যুর্মে রূপমাস্থায় নীচ নীচেন কর্ম্মণা ॥ ৯৫

দারধিকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া বলবান্ দানবরাজ ক্রমিল তাহার নিকটে যাইতে মন স্থির করিল। তারপর সে জলের দ্বারা আচমন করিয়া ধ্যান করত তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৮৯

মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিবামাত্রই সে জ্ঞানবলে দেখিতে পাইল যে, সে রাজা উগ্রসেনের পত্নী। ইহা জানিয়া তাহার হর্ষ হইল ॥ ৯০

তারপর সে নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিল। অনন্তর সেই অমিতপরাক্রমী মহাবাহু দানবরাজ হাস্য করিতে করিতে তাহার পার্শ্বে যাইল এবং ধীরে ধীরে ঈষৎ হাস্য সহকারে তাহাকে নিজের বাহুদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিল। এইভাবে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া সেই দানব তোমার মাতার সতীত্ব ভঙ্গ করিল ॥ ৯১-৯২

পতির প্রতি নিজের হৃদয়ে অত্যন্ত স্নেহ থাকায় সে প্রেমভাবে তাহার সেবায় উপস্থিত হইল। কিন্তু পরে তাহার দেহের ভার অধিক অনুভব করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল ॥ ৯৩

তারপর উত্থিত হইয়া ভীতচিত্তে সে তাহাকে বলিল—তুমি নিশ্চয়ই আমার পতি নও : তুমি কাহার দুরাচারী পুত্র ? যে তুমি আজ আমাকে কলঙ্কিতা করিয়া দিলে ? ৯৪

নীচ ! তুমি আমার পতির রূপ ধারণ করত নিজের নীচ কর্ম্মের দ্বারা আমার পাতিব্রত্যকে দূষিত করিয়া দিলায় ॥৯৫

এখন রোষান্বিত আমার বন্ধু-বান্ধবগণ কুলকলঙ্কিনী কিং মাং বক্ষ্যন্তি কুপিতা বান্ধবাঃ কুলপাংসনীম্ ।
সুগুপ্তিতা চ বৎস্যামি পতিপক্ষৈর্নিরাকৃতা ॥ ৯৬
ধিক্ ত্বামীদৃশমক্ষান্তং দুষ্কুলং বৃষ্ণিভেন্দ্রিয়ম্ ।
অবিধাস্যমনার্য্যাক্তং পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ৯৭
স তামাহ প্রসজ্জন্তীং ক্ষিপ্তঃ ক্রোধেন দানবঃ ।
অহং বৈ ক্রমিলো নাম সৌভস্য পতিরুজ্জিতঃ ॥ ৯৮
কিং মাং ক্ষিপসি রোষেণ মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি ।
মানুষং পতিমাশ্রিত্য নীচং মৃত্যুবশে স্থিতম্ ॥ ৯৯
ব্যভিচারং হি দুষ্যন্তি স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীমানগর্ব্বিতে
ন হ্যাসাং নিয়তা বুদ্ধির্নানুষীণাং বিশেষতঃ ॥ ১০০
শ্রূয়ন্তে হি স্ত্রিয়ো বহ্ব্যো ব্যভিচারব্যতিক্রমৈঃ ।
প্রসূতা দেবসঙ্কাশান্ পুত্রানিন্দ্রসবিক্রমান্ ॥ ১০১
অতীব হি ত্বং স্ত্রীলোকে পতিধর্ম্মবতী সতী
শুদ্ধা কেশান্ বিধূয়ন্তী ভাসসে যদ্বরিচ্ছসি ॥ ১০২

আমাকে কি বলিবে ? অতঃপর আমাকে পতিপক্ষের লোকজনের দ্বারা নিশ্চিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকিতে হইবে ॥ ৯৬

তুমি এরূপ অসহনশীল, দূষিত কুলে উৎপন্ন, অজিতেন্দ্রিয়, অবিশ্বসনীয়, অনার্য্য ও পরস্ত্রীকে কলঙ্কিতকারী, অতএব তোমাকে ধিক্ ॥ ৯৭

যখন এইভাবে ধিক্কার দিতে দিতে সে উদ্যুমিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার আক্ষেপ শ্রবণ করত সেই দানব ক্রোধসহকারে বলিল—মূঢ়ে ! তুমি নিজেকে অতিশয় বিদুষী বলিয়া মনে করিতেছ ! আমি সৌভবিমানের অধিপতি এরূপ দানব ক্রমিল, আর তুমি মৃত্যুর বশীভূত তুচ্ছ মানবপতির আশ্রয় লইয়া রোষপূর্ব্বক কেন আমার নিন্দা করিতেছ ? ৯৮-৯৯

স্ত্রীর সম্মানের উপর গর্ব্বকারিণী নারী ! দেবতা ও দানবগণের সহিত ব্যভিচার সংঘটিত হইলে পর স্ত্রীগণ দূষিত হয় না। এই স্ত্রীদিগের বিশেষতঃ মানবী স্ত্রীসকলের বুদ্ধি নিষ্ফল হয় না ॥ ১০০

শুনিতে পাওয়া যায়, বহু স্ত্রী ব্যভিচাররূপ দোষে দূষিত হইলেও অধিকন্তু পর ক্রমশালী দেবোপম অনেক পুত্রের জননী হইয়াছে ॥ ১০১

স্ত্রীজগতে একমাত্র তুমিই দেখিতেছি অতীব পতিধর্ম্মপরায়ণা ও শুদ্ধ-মতে যৌতা শুদ্ধা সতী ; সেইজন্য নিজের কেশকলাপ কম্পিত করিতে করিতে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বক্ বক্ করিয়া বলিয়া যাইতেছ ॥ ১০২

কস্য ত্বমিতি যচ্চাহং ত্বয়োক্তো মত্তকাশিনি।
কংসস্তস্মাদ্ রিপুধ্বংসী তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ১০৩
সা দরোষা পুনর্ভূত্বা নিন্দন্তী তস্য তং বরম্।
উবাচ বাধিতা দেবী দানবং দুষ্টবাদিনম্ ॥ ১০৪
ধিক্ তে বৃত্তং দুষ্টবৃত্ত যঃ সর্ব্বা নিন্দসি স্ত্রিয়ঃ।
সন্তি স্ত্রিয়ো নীচবৃত্তাঃ সন্তি চৈব পতিব্রতাঃ ॥ ১০৫
যাস্বেকপত্ন্যঃ শ্রূয়ন্তেঽরুন্ধতীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ধৃতা যাভিঃ প্রজাঃ সর্ব্বা লোকাশ্চৈব কৃতা
ধৃতা যাভিঃ প্রজাঃ সর্ব্বা লোকাশ্চৈব কৃতা
ত্বত্তস্তয়া মম পুত্রো বৈ দত্তো বৃত্তবিনাশনঃ।
ন মে বহুমতস্ত্বেষ শৃণু চাপি বচশ্চাতে ॥ ১০৭
উৎপৎস্যতি পুমাংশ্চাপি পতিরংশে মমাস্য বঃ।
ভবিষ্যতি স তে মৃত্যুর্যশ্চ দত্তস্ত্বয়া সুতঃ ॥ ১০৮
ক্রমিলস্ত্বেবমুক্তস্তু জগামাকাশমেব তু।
তেনৈব রথমুখ্যেন দিব্যেনাপ্রতিগামিনা ॥ ১০৯

মদমত্তা স্ত্রী! তুমি যে আমাকে বলিলে 'কস্য ত্বং'—তুমি কাহার পুত্র, ইহাতে তোমার 'কংস' নামে শত্রুনাশক এক পুত্র হইবে ॥ ১০৩

ইহা শুনিয়া সেই দেবী পুনরায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাহার দত্ত বরের নিন্দা করিতে লাগিল এবং দুষ্টতাপূর্ণ বাক্যভাষী সেই দানবকে বাধিত হইয়া বলিল ॥ ১০৪

অতিশয় দুরাচারী দানব! তোমার এই দূষিত আচারকে ধিক্, যে তুমি জগতের সমস্ত স্ত্রীকেই নিন্দা করিতেছ সত্য বটে, জগতে নীচ আচার-বিচারপরায়ণা বহু স্ত্রী আছে, কিন্তু জগতে পতিব্রতা সতী রমণীও সংখ্যায় অনেক আছেন ॥ ১০৫

কুলাধম! অরুন্ধতী প্রভৃতি যে সব পতিব্রতা স্ত্রীগণের কথা শুনা যায়, তুমি তাঁহাদের কথা স্মরণ কর। যাঁহারা তেজঃ-বলে সমস্ত প্রজাগণ এবং সম্পূর্ণ লোকসকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১০৬

তুমি যে আমাকে সদাচারবিনাশক পুত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার প্রতি আমার মনে অধিক আদর নাই; এবিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১০৭

নীচ! এখন আমার পতির কুলে পরম পুরুষ পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইবেন, তিনি তোমার ও তুমি যে পুত্র দিয়াছ, তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে ॥ ১০৮

সেই স্ত্রী এই কথা বলিলে পর ক্রমিল নিজের সেই অনুপম

জগাম চ পুরীং দীনা ঘাতা তদ্বরেণ তে
নামেবমুক্ত্বা ভগবান্নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১১০
লোপামানস্তপোবীর্য্যাৎ সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন।
বল্লকীং বাদয়ন্নেব হি সপ্তস্বরবিমূর্চ্ছিতাম্ ॥ ১১১
গায়নো লক্ষ্যবীথীং স জগাম ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
শৃণুষ্বেদং মহাভাগ নিবোধ বচনং মম ॥ ১১২
তথ্যং চোক্তং নারদেন ত্রৈলোক্যজ্ঞেন ধীমতা।
অলং বলেন বীর্য্যেণ নয়েন বিনয়েন চ ॥ ১১৩
প্রমাণৈর্বাপি বীর্য্যেণ তেজসা বিক্রমেণ চ।
সত্যেন চৈব দানেন নান্যোঽস্তি সদৃশঃ পুমান্ ॥ ১১৪
বিদিত্বা সর্ব্বমাত্মানং বচনং শ্রদ্দধামাহম্।
ক্ষেত্রজ্ঞোঽহং সুতস্তস্য উগ্রসেনস্য ভূপতি ॥ ১১৫
মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ স্থাপিতঃ স্বেন তেজসা
উভাভ্যামপি বিধিবৎ বান্ধবৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১৬

গতিসম্পন্ন বিমানের দ্বারা পুনরায় আকাশেই চলিয়া যাইল ॥ ১০৯

তোমার মাতা অত্যন্ত দীন হইয়া সেই দিনেই মথুরা পুরীতে চলিয়া যাইল। যাদব! আমাকে এইরূপ কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ নিজের তপোবলে প্রকাশিত ও সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সপ্ত স্বরের মূর্চ্ছনা বিস্তার-কারিণী বীণা বাজাইতে বাজাইতে এবং গান করিতে করিতে লক্ষ্যবীথী (অথবা অলক্ষ্য বীথী) দেবযান মার্গে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ॥ ১১০-১১১॥

মহামতি! আমার এই কথা শ্রবণ কর এবং তাহা ভাল-ভাবে জ্ঞাত হও। তিন লোকের সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমান্ নারদ এই প্রকৃত কথা আমার নিকট বলিয়াছিলেন ॥ ১১২॥

অধিক বলিবার আর কি আবশ্যকতা আছে, বল, বীর্য্য, নয়, বিনয়, প্রমাণ, শক্তি, তেজ, পরাক্রম, সত্য ও দানের দ্বারা আমার সদৃশ অন্য কোনও পুরুষ নাই ॥১১৩-১১৪

মহামতে! নিজেকে সর্ব্বথা এই সব গুণে সংযুক্ত মনে করিয়া আমি নারদের কথা বিশ্বাস করি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র ॥ ১১৫

মাতা-পিতা ত' আমাকে পরিত্যাগই করিয়াছে। আমি কেবল নিজের তেজেই এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমার মাতা-পিতা এবং বিশেষতঃ সকল বন্ধু-বান্ধবগণ আমার প্রতি স্নেহ করে ॥ ১১৬

এতানপি হনিষ্যামি যাদবান্ কৃষ্ণপক্ষিণঃ
তদিমৌ ঘাতয়িত্বা তু হস্তিনা গোপকিল্বিষৌ ॥ ১১৭
তূর্ণমচ্ছ গজমারুহ্য সাঙ্কুশ-প্রাস-তোমরঃ
স্থিরো ভব মহামাত্র সমাজদ্বারি মা চিরম্ ॥ ১১৮

এই সব যাদবই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মিলিত হইয়াছে, অতএব আমি এই দুই গোপকুলকলঙ্ক কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণকে এই হাতীর দ্বারা বধ করাইয়া এই যাদবগণকেও বধ করিব। ১১৭

মহামাত্র! অতএব তুমি গমন কর। কুবলয়াপীড় হাতীর উপর আরোহণ করিয়া অঙ্কুশ, প্রাস ও তোমর গ্রহণ করত রঙ্গশালার দ্বারে স্থিরভাবে অবস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না॥ ১১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি কংসবাক্যোঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে কংসের বাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নাগরিকগণপূর্ণায়াঃ রঙ্গশালায়াঃ মঞ্চানাং প্রেক্ষাগৃহাণাঞ্চ শোভাবর্ণনম্, কংসস্য মল্লানাঞ্চাগমনম্, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়ো রঙ্গদ্বারে পদার্পণম্, কুবলয়াপীড়-মহামাত্র-পাদরক্ষকাণাং বধসম্পাদনম্, দ্বয়োর্ভ্রাত্রো রঙ্গস্থলে প্রবেশশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্মিন্নহনি নির্বৃত্তে দ্বিতীয়ে সমুপস্থিতে
আপূর্য্যত মহারঙ্গঃ পৌরৈর্বুদ্ধিদৃক্ষুভিঃ ॥১
সচিত্রাষ্টাস্রিচরণাঃ সার্গলদ্বারবেদিকাঃ।
সগবাক্ষার্দ্ধচন্দ্রাশ্চ সুতন্ত্রোত্তনভূষিতাঃ ॥ ২
প্রাঙ্মুখৈশ্চারুনির্যূহৈর্মঞ্চালামাবতংসিতৈঃ।
অলঙ্কৃতৈর্বিরাজদ্ভিঃ শারদৈরিব তোয়দৈঃ ॥ ৩
মঞ্চাগারৈঃ সুনির্যূহৈর্যুক্তায় সুবিভূষিতৈঃ
সমাজবাটঃ শুশুভে দমেঘৌঘ ইবার্ণবঃ ॥ ৪
স্বকর্ম্মভিরবাপ্তাভিঃ পতাকাভিরনিরন্তরম্।
শ্রেণীনাঞ্চ গণানাঞ্চ মঞ্চা ভান্ত্যাচলোপমাঃ ॥ ৫
অন্তঃপুরচরাণাঞ্চ প্রেক্ষাগারাণ্যনেকশঃ।
বেজুঃ কাঞ্চনচিত্রাণি রত্নজালাকুলানি চ ॥ ৬
তানি রত্নৌঘকল্পানি দদৃশুঃ প্রেক্ষমাণানি চ
রেজুর্ভবনিকাক্ষেপৈঃ সপক্ষা ইব বে নগাঃ ॥৭

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[নাগরিকগণে পরিপূর্ণ রঙ্গশালার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহসমূহের শোভা বর্ণন, কংস ও মল্লগণের আগমন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের রঙ্গদ্বারে পদার্পণ, কুবলয়াপীড়, মহামাত্র ও হাতীর পাদরক্ষক-গণের বধ সম্পাদন এবং দুই ভ্রাতার রঙ্গস্থলে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেইদিন সমাপ্ত হইয়া যখন দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইল, তখন যুদ্ধ দর্শন করিতে ইচ্ছুক পুরবাসিগণের দ্বারা সেই বিশাল রঙ্গস্থল পূর্ণ হইয়া যাইল। ১

সেখানে যে সব মঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই নানা চিত্রে বিভূষিত ও আটটি কোণযুক্ত পদের (পায়ার) দ্বারা সুশোভিত ছিল। যে সব গৃহে এই সমস্ত মঞ্চ ছিল, তাহাদের দ্বারে বেদি নির্ম্মিত ছিল ও প্রতিদ্বারে খিল ছিল। এই সব গৃহে জানালা ছিল ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছিদ্র ছিল। এই সব মঞ্চ ও মঞ্চাগারসমূহ উত্তম বিতানের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ২

মঞ্চাগারের সকল দ্বারই পূর্বমুখে ছিল। এ সমস্তই সুন্দর এবং উন্মুক্ত ছিল। অথবা প্রতি দ্বারেই মনোহর পরদা যোজিত ছিল)। পুষ্পমালা ও মুক্তাপ্রভৃতির মালো সব কিছু সাজান ছিল। এই সব শোভা সম্পন্ন ও অলঙ্কৃত মঞ্চাগার শরৎ ঋতুর মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, যাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য ভালভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সেই সব মঞ্চাদি শোভাদ্বারা ইহাতে যথাস্থানে উপবিষ্ট ছিল। এই দৃশ্যের দ্বারা সেই সমাজবাট বা রঙ্গস্থল মেঘমণ্ডলযুক্ত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩-৪

যেখানে একই শিল্পের দ্বারা জীবননির্ব্বাহকারী শ্রেণী নামক শিল্পীদের (কারিগরগণের) ও এক জাতির সমূহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মঞ্চ ছিল। এই সব মঞ্চের উপর যে সমস্ত পতাকা উড়িতেছিল, তাহাদের সকলের দ্বারা শিল্পীদের উপকরণ-দ্রব্যের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এই সব পতাকার দ্বারা সমস্ত মঞ্চই পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৫

অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের জন্য অনেক প্রেক্ষাগৃহ সুশোভিত ছিল। এই সব গৃহই সুবর্ণের দ্বারা চিত্রিত ও রত্নসমূহের প্রভায় পরিব্যাপ্ত ছিল। ৬

তত্র চামরহারৈশ্চ ভূষণানাঞ্চ নিস্বিতৈঃ
মণীনাঞ্চ বিচিত্রাণাং বিচিত্রাংশুকরশ্মিভিঃ ॥ ৮
গবিক্ষানাং পৃথঙ্মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরণাম্বরৈঃ
শোভিতা বরমুখ্যাভিবিমানপ্রতিমৌজসঃ ॥ ৯
তত্রাসনানি খ্যাতানি পর্য্যন্তাশ্চ হিরণ্ময়াঃ।
প্রকীর্ণাশ্চ কৃথাশ্চিত্রাঃ সপুষ্পস্তবকৈর্বৃতাঃ ॥ ১০
সৌবর্ণাঃ পানকুম্ভাশ্চ পানভূম্যশ্চ শোভিতাঃ
ফলাবদংশপূর্ণাশ্চ চারুর্ণ্যাঃ পানযোজিতাঃ ॥ ১১
অন্যে চ মঞ্চা বহবঃ কাষ্ঠসঙ্ঘবন্ধনাঃ
রেজুঃ প্রস্তরণাস্তত্র শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১২
উত্তমাগারিকাশ্চৈব সূক্ষ্মজালাবলোকিনঃ
স্ত্রীণাং প্রেক্ষাগৃহা ভান্তি রাজহংসা ইবাম্বরে ॥ ১৩

রত্নরাশির দ্বারা নির্ম্মিত সেই সব প্রেক্ষাগৃহের উপরিভাগে পতাকা উড়িতেছিল এবং উহাদের নিম্নভাগে নানা আস্তরণ (পরদা প্রভৃতি) পাতা ছিল। ইহাতে সেই সব প্রেক্ষাগৃহ আকাশে পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৭

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহেই চামর, হার, বলয় সমুজ্জ্বল ভূষণ ও বিচিত্র মণিসমূহের চিত্র বিচিত্র প্রভাপুঞ্জ সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হইতেছিল ॥ ৮

গবিক্ষদের জন্য পৃথক্ মঞ্চ নির্ম্মিত ছিল, এই সব মঞ্চই সুন্দর আস্তরণ ও বস্ত্রসমূহে আবৃত ছিল। সমস্ত মঞ্চই বিমানতুল্য কান্তিমান্ ছিল এবং মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিগণ উহাদের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৯

সেস্থানে বিখ্যাত আসন, স্বর্ণ পালঙ্ক ও বিকীর্ণ বিচিত্র এবং পুষ্পস্তবকে পূর্ণ কুথা (ফুল-কাঁথার) সুশোভিত ছিল ॥ ১০

সেস্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত কলসে পানীয় জল রাখা ছিল। জলপানের যে সব স্থান ছিল, তৎসমস্তই নানাভাবে সুশোভিত করা হইয়াছিল। সেস্থানে ফলের খণ্ড খণ্ড অংশে পূর্ণ বহু চারুদর্শী ঝুড়ী রাখা হইয়াছিল। এই সমস্ত জলপান বা সাধারণ পিপাসা নিবারণ উপযোগী কার্য্যে ব্যবহারের জন্য রাখিত ছিল ॥ ১১

আরও বহু মঞ্চ ছিল, যে সমস্ত মঞ্চ কাষ্ঠসমূহের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এই সব মঞ্চের উপর সুন্দর আস্তরণ পাতা ছিল। এইভাবে শত শত ও সহস্র সহস্র মঞ্চ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১২

গৃহসমূহের উপরে যে সব গৃহ ছিল, সেই সব স্ত্রীগণের প্রেক্ষাগৃহ হইয়াছিল। ইহাদের প্রতি দ্বারে মনোজ্ঞ জালযুক্ত পরদা লাগান

প্রাঙ্মুখশ্চারুনির্য্যূহো মেরুশৃঙ্গসমপ্রভঃ
কনকপ্রতিনিস্তন্তশ্চিত্রনির্য্যোগশোভিতঃ ॥ ১৪
প্রেক্ষাগারঃ স কংসস্য প্রচকাশেঽধিকং শ্রিয়া
শোভিতো মাল্যদামৈশ্চ নিবাসকৃতলক্ষণঃ ॥ ১৫
তস্মিন্নাজ্ঞাকরাকীর্ণে জনৌঘপ্রতিনাদিতে।
সমাজবাটে সংহৃষ্টে কম্পমানার্ণবপ্রভে ॥ ১৬
রাজা কুবলয়াপীড়ঃ সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ।
তিষ্ঠত্বিতি সমাজ্ঞাপ্য প্রেক্ষাগারমুপাযযৌ ॥ ১৭
স তত্রে বাসসী বিভ্রচ্ছ্বেতব্যজনচামরঃ
শুশুভে শ্বেতমুকুটঃ শ্বেতাভ্র ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৮
তস্য সিংহাসনস্থস্য সুখাসীনস্য ধীমতঃ।
রূপমপ্রতিমং দৃষ্ট্বা পৌরাঃ প্রোচুর্জয়াশিষঃ ॥ ১৯

ছিল, যাহাতে গৃহে বসিয়া বসিয়াই বাহিরের সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব প্রেক্ষাগৃহ আকাশে রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৩

কংসের জন্য যে প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা অধিক শোভায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং উহার দ্বার পূর্ব্বমুখে ছিল ও ইহাতে মনোহর জালযুক্ত পরদা লাগান ছিল। এই গৃহ মেরুপর্ব্বতের শিখরের ন্যায় সুবর্ণ প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল। উহার স্তম্ভে স্বর্ণের পাত সংযুক্ত থাকায় বিশেষ শোভা হইতেছিল এবং এই ভবন চারুচিত্রসমূহের সন্নিবেশে অধিক শোভা বিস্তার করিতেছিল। মালাসমূহের দ্বারাও ইহাকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজার উপবেশনের জন্য বা বাসের জন্য যে সব লক্ষণ করা আবশ্যক, তৎসমস্তই এই ভবনে ছিল ॥ ১৪-১৫

নানাবিধ মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ ও জনসমূহের কলরবে প্রতিধ্বনিত সেই সমাজবাট চঞ্চল তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। কিছুকাল পরে সেস্থান নিস্তব্ধ হইয়া-ছিল; কারণ, সেই সমাজগৃহের দ্বারে 'কুবলয়াপীড় নামক হাতী অবস্থান করুক' এই আদেশদান করিয়া রাজা কংস স্বীয় প্রেক্ষাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৬-১৭

এই সময় কংস দুইটি শুভ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। তাহার উপরে শ্বেত চামর ও ব্যজন আন্দোলিত করা হইতেছিল। তাহার মস্তকে শ্বেতবর্ণের মুকুট শোভা পাইতেছিল। অতএব কংস শ্বেতমেঘের দ্বারা আবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ১৮

যখন এই কংস সিংহাসনে সুখে উপবেশন করত বিরাজমান

ততঃ প্রবিবিশুর্হৃষ্টা রঙ্গমাবলিতাম্বরাঃ
ত্রিস্রশ্চ ভাগশঃ কক্ষাঃ প্রাবিশন্ বলশালিনঃ ॥ ১০
ততস্তূর্যনিনাদেন ক্ষেড়িতাস্ফোটিতেন চ
বসুদেববসুতৌ হৃষ্টৌ রঙ্গদ্বারমুপস্থিতৌ ॥ ১১
বল্গবৌ বল্গদংবীতৌ সুরবন্দনভূষিতৌ
ঊর্জপীড়ৌ প্রগাপীড়ৌ বাহুশব্দকরৌ মনৌ
আস্ফোটয়ন্তাবন্যোঽন্যং বাহূ চৈবার্গলোপমৌ ॥ ১২
তাবাপতন্তৌ ত্বরিতৌ প্রতিষিদ্ধৌ বরাননৌ
তেন মত্তেন নাগেন চোদ্যমানেন বৈ ভৃশম্ ॥ ১৩
স মত্তহস্তী হৃষ্টাত্মা কৃত্বা কুণ্ডলিনঃ করম্।
চকার চোদিতো সঙ্ঘং নিহন্তুং বল-কেশবৌ ॥১৪
ততঃ প্রহসিতঃ কৃষ্ণস্ত্রাস্যমানো গজেন বৈ
কংসস্য তস্যতঃ চৈব জগাই স ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৫

হইল, তখন এই বুদ্ধিমান্ বলভদ্রের অনুপম রূপ দেখিয়া সমস্ত পুরবাসীরা 'জয় হউক' 'জয় হউক' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল ॥ ১১

তদনন্তর মল্লগণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। তখন তাহাদের বস্ত্র ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। এই সব বলশালী মল্ল পৃথক্ পৃথক্ তিনটি কক্ষে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১০

তাহার পর বাদ্যের তুমুল ধ্বনির সহিত মল্লগণের গর্জন ও বাহুর আস্ফোটন শব্দ উত্থিত হইল। এই সময় হৃষ্টচিত্ত দুই বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ রঙ্গশালার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

এই দুই ভ্রাতা গোপাল বেশ ধারণ করিয়াই আসিলেন। ইঁহাদের অঙ্গ সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুশোভিত ছিল। ইঁহারা দিব্য চন্দনে (অঙ্গরাগে) বিভূষিত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে যমজ বলিয়া মনে হইতেছিলেন এবং পরস্পর অর্গলতুল্য দৃঢ় ও মোটা বাহুর দ্বারা আস্ফোটন শব্দ (বাহুদ্বয়ের তালধ্বনি) করিতেছিলেন ॥ ১২

সুন্দরবদন এই দুই ভ্রাতা ত্বরিতগতিতে রঙ্গশালার দিকে আসিতেছিলেন, কিন্তু মাহুতের দ্বারা অতিক্রুদ্ধ প্রেরিত হইয়া সেই কুবলয়াপীড় নামক মদমত্ত গজরাজ তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিল ॥ ১৩

এই মদমত্ত হস্তী অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। সে মাহুতের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজের শুণ্ডকে কুণ্ডলাকৃতি করত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার চেষ্টা করিল ॥ ১৪

সেই হাতী এইভাবে তাঁহাদের সংহার করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ

ত্বরতে খলু কংসোঽয়ং গন্তুং বৈবস্বতক্ষয়ম্
যো মামনেন নাগেন প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥ ১৬
সন্নিকৃষ্টে ততো নাগে গর্জমানে তথা বনে
সহসোৎপত্য গোবিন্দশ্চক্রে তালস্বনং প্রভুঃ
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতরবং কৃত্বা নাগস্য চাগ্রতঃ
করং সমীকরং তস্য প্রতিকুর্বাণ বলম্বা ॥ ১৮
বিষাণান্তরগো ভূত্বা পুনশ্চরণবন্ধগঃ
ববাধে তং গজং কৃষ্ণঃ পবনস্তোয়দং যথা ॥ ১৯
স হস্তাগ্রাদ্ বিনিষ্ক্রান্তো বিষাণাগ্রাচ্চ দন্তিনঃ
বিমুক্তঃ পদমধ্যাচ্চ কৃষ্ণো দ্বিপমপোথয়ৎ ॥ ৩০
সোঽভিকায়ন্ত সম্ভ্রান্তো হন্তুং কৃষ্ণমশঙ্কয়ন
গজঃ খেষেব গোত্রেষু মধ্যমানো বরাস হ ॥৩১

হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ইহারা কংসের এরূপ অভিসন্ধিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তিনি বলিলেন—মনে হইতেছে, এই কংস যমসদনে যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য এই হাতীর দ্বারা আমাকে বিধ্বস্ত করিতে বাসনা করিয়াছে ॥ ১১

তদনন্তর মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করিতে করিতে সেই হাতী যখন অতিশয় নিকটে আসিয়া পড়িল, তখন ভগবান্ গোবিন্দ সহসা লম্ফপ্রদান পূর্বক তালধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

হস্তীরই সদৃশ গর্জন ও তালদানের শব্দ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ জলকণাবর্ষণকারী হস্তীর সেই শুণ্ডকে নিজের বশে চাপিয়া ধরিলেন ॥ ১৮

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাহার দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ দিয়া দুই পদের মধ্যভাগে আসিলেন এবং যেরূপ বায়ু মেঘকে চতুর্দিকে বাধা দিয়া এদিক্ ওদিক্ উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তিনি সেই হস্তীকে বাধা দান করিয়া তাহাকে চালিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

তিনি হস্তি-শুণ্ডের অগ্রভাগ হইতে নির্গত হইয়া, দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া এবং পদদ্বয়ের মধ্যস্থান হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই হস্তীর পশ্চাদ্ভাগকে উপরের দিকে তুলিয়া হস্তীকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই বিশালদেহ হস্তী তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে সমর্থ না হইয়া নিজেরই গাত্রসমূহে মথিত হইতে থাকায় ভীষণরবে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৩১

পপাত ভুবো জানুভ্যাং দশনাভ্যাং ভুতোদ চ।
মদং মুমোচ রোষাচ্চ ঘর্মাপাপে যথা ঘনঃ ॥ ৩২
কৃষ্ণস্তু তেন নাগেন ক্রীড়িত্বা শিশুলীলয়া
নিধনায় মতিং চক্রে কংসবিদ্বেষচেতসা ॥ ৩৩
স তস্য প্রমুখে পাদং কৃত্বা কৃষ্ণাদনন্তরম্।
দোর্ভ্যাং বিষাণমুৎপাট্য তেনৈব প্রাহরত্তদা ॥ ৩৪
স তেন বজ্রকল্পেন ঘেন দন্তেন কুঞ্জরঃ
হন্যমানঃ শতকৃত্বঃ ঘুমোচার্তো রবং ভৃশ
কৃষ্ণজর্জরিতাঙ্গস্য কুঞ্জরস্যার্তচেতসঃ
কটাভ্যামতিমুস্রাব বেগবদ্ভূরি শোণিতম্ ॥ ৩৬
লাঙ্গুলং চাস্য বেগেন নিষ্কর্ষ বলাযুধঃ।
শৈলপৃষ্ঠার্দ্ধসংলীনঃ বৈনতেয় ইবোরগম্ ॥ ৩৭

তারপর সে নিজের দুই জানুর সাহায্যে ভূমিতে পতিত হইল এবং দুই দন্তের দ্বারা ভূমিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তীব্র ব্যথা পাইল। তখন রোষভরে সে সেইভাবে মদধারা প্রবাহিত করিল, যেরূপ গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে মেঘ জলধারা বর্ষণ করে ॥ ৩২

শ্রীকৃষ্ণ সেই হস্তীর সহিত শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া কংসের প্রতি নিজের মনে দ্বেষভাব গোপন করত কুবলয়াপীড়কে বধ করিতে মতিস্থির করিলেন ॥ ৩৩

তারপর তিনি সেই হাতীর ললাটে কৃষ্ণস্থলের নিম্নে চরণ রাখিয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার একটি দন্তকে উৎপাটিত করিলেন এবং তাহারই দ্বারা সেই হস্তীকে প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৪

সেই বজ্রতুল্য দন্তের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিয়া সেই হস্তী মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল এবং আর্তভাবে চীৎকার করিতে থাকিল ॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ যাহার অঙ্গসমূহকে প্রহার করিয়া জর্জরিত করিয়া ছাড়িলেন, সেই আর্তচিত্ত হস্তী দুই পথ দিয়া বেগে প্রভূত ধারায় প্রবাহিত করিতে লাগিল ॥ ৩৬

অন্য দিকে বলরাম তাহার পুচ্ছ ধরিয়া সবেগে টানিতে লাগিলেন, ইহাতে মনে হইল—শিলাপৃষ্ঠে অর্দ্ধশরীর সংলগ্ন করা অবস্থায় গরুড় কোন সর্পকে টানিতেছে ॥ ৩৭

তেনৈব গজদন্তেন কৃষ্ণো হত্বা তু দন্তিনম্।
জঘানৈকপ্রহারেণ গজারোহণমুদ্ধতম্ ॥ ৩৮
সোঽথার্তনাদং মহৎ কৃত্বা বিদন্তো দন্তিনাং বরঃ।
পপাত সমদামাত্রো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ ॥ ৩৯
ততস্তৌ তোরণাঙ্গানি প্রগৃহ্য রণকর্কশৌ।
গজস্য পাদরক্ষাংশ্চ জঘ্নতুঃ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪০
তাংশ্চ হত্বা বিবিশতুর্মধ্যং রঙ্গস্য তাবুভৌ
নাসত্যাবিব দিব্যৌ স্বর্গাদবতীর্ণৌ বিবেচ্ছয়া ॥ ৪১
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চ ভোজাশ্চ দদৃশুর্বনমালিনৌ।
ক্ষেড়িতোৎক্রুষ্টনাদেন বাহ্বোরাস্ফোটিতেন চ।
সিংহনাদৈশ্চ তালৈশ্চ হর্ষয়ামাসতুর্জনম্ ॥ ৪২
তৌ দৃষ্ট্বা ভোজরাজস্তু বিষসাদ বৃথামতিঃ।
পৌরাণামনুরাগঞ্চ হর্ষং চালক্ষ্য ভারত ॥ ৪৩

হাতীকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহারই সেই দন্তের দ্বারা একবার প্রহার করত গজারোহী উগ্র মাহুতকেও বধ করিলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর মহাবাহী হস্তীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই কুবলয়াপীড় হস্তীও মহান্ আর্তনাদ করিয়া বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় মাহুত সহ পতিত হইল ॥ ৩৯

তারপর সেই রণকর্কশ পুরুষপ্রবর দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তোরণের স্তম্ভাদি লইয়া সেই হস্তীর পাদরক্ষকগণকে বধ করিলেন ॥ ৪০

এই সকলকে সংহার করিয়া দুই ভ্রাতা রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে মনে হইল—দুই অশ্বিনীকুমার ইচ্ছানুসারে স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিয়া আসিলেন ॥ ৪১

সেই সময় বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজকুলের যাদবগণ বনমালা-ধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দর্শন করিলেন। এই দুই বীর তখন গর্জন, উচ্চৈঃস্বরে অন্যান্য শব্দ, বাহুদ্বয়ের আস্ফোটন, সিংহনাদ ও হস্ততালের দ্বারা সেস্থানের জনসমুদায়কে হর্ষে উৎফুল্ল করিয়া দিলেন ॥ ৪২

ভারত! বৃথা বুদ্ধিসম্পন্ন ভোজরাজ কংস সেই দুই ভ্রাতাকে দেখিয়া এবং তাহাদের প্রতি পুরবাসিগণের অনুরাগ ও হর্ষ লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িল ॥ ৪৩

এইরূপে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ গর্বকারী গজরাজ

তং হত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো নদন্তং দন্তিনাং বরম্ ।
অবতীর্ণোঽপরাকারং সমাজং সহপূর্ব্বজঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে বিষ্ণুপর্ব্বণি কুবলয়া-
পীড়বধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

কুবলয়াপীড়কে বধ করিয়া নিজের পূর্ব্বজাত বলরামের সহিত সেই সমুদ্র-সদৃশ বিশাল জনসমূহের প্রবেশ করিলেন ॥৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর সংবিধায়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[রঙ্গশালায়াং মল্লযুদ্ধবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য বিচারঃ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামাভ্যাং চাণূর-মুষ্টিকাদীনাং বধঃ, কংসস্য বিনাশঃ, মাতাপিত্রোশ্চরণেষু প্রণম্য ঘষোর্দ্ধ্বাক্রোস্তরোর্গৃহে প্রবেশশ্চ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রবিশন্তং তু বেগেন মারুতঃবল্গিতাম্বরম্
পূর্ব্বজং পুরতঃ কৃত্বা কৃষ্ণঃ কমললোচনম্ ॥ ১

গজদন্তকৃতোল্লেখং সুভুজং দেবকীসুতম্ ।
লীলাকৃতাঙ্গনং বীরং মদেন রুধিরেণ চ ॥ ২

বল্গমানং যথা সিংহং ব্যূহমানং যথা ঘনম্ ।
বাহুশব্দপ্রহারেণ চালয়ন্তং বসুন্ধরাম্ ॥ ৩

ঔগ্রসেনিঃ সমালোক্য দন্তিদন্তোল্লতাযুধম্ ।
কৃষ্ণং ভৃশায়স্তমুখঃ সরোষং সমুদৈক্ষত ॥ ৪

ভুজাসক্তেন শুণ্ডেন গজবন্ধেন কেশবঃ ।
চন্দ্রার্দ্ধবিম্বসংকাশো যথৈকশিখরো গিরিঃ ॥ ৫

বল্গমানে তু গোবিন্দে স কৃৎস্নো রঙ্গসাগরঃ
ক্ষুব্ধৌঘপ্রতিনাদেন পূর্য্যমাণ ইবাবভৌ ॥ ৬

ততঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষঃ কংসঃ পরমকোপনঃ
চাণূরমাদিশদ্ যুদ্ধে কৃষ্ণস্য সমমাহবম্ ॥ ৭

আক্রং বল্লক নিকৃতিং মুষ্টিকঞ্চ মহাবলম্
বলদেবায় সক্রোধো বিদেশাভিচরোপমম্ ॥ ৮

কংসেনাপি সমাজ্ঞপ্তশ্চাণূরঃ পূর্ব্বমেব তু
যোদ্ধব্যং সহ কৃষ্ণেন ত্বয়া বত্সবতেতি বৈ ॥ ৯

ত্রিংশ অধ্যায়।

রঙ্গশালায় মল্লযুদ্ধবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিচার, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক চাণূর ও মুষ্টিকাদির বধ, কংসকে বিনাশ এবং পিতা-মাতার চরণে প্রণাম করত দুই ভ্রাতার তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে অগ্রে করত সবেগে রঙ্গশালায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময় তাঁহার বস্ত্র বায়ুর বেগে আন্দোলিত হইতেছিল। হস্তীর দন্ত তাঁহার পরিচয়ের পক্ষে চিহ্ন বা উপলক্ষণ হইয়াছিল। ইহার বাহুযুগ সুন্দর ছিল। দেবকীনন্দন বীর শ্রীকৃষ্ণের দুই বাহুতে হস্তীর মদ ও রুধির সেই-ভাবে লিপ্ত হইয়া ছিল, যেন উহাতে লীলাপূর্ব্বক অঙ্গরাগ রচিত হইয়াছিল। তিনি সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন করিতেছিলেন এবং কংসকে বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আকাশে মেঘের ন্যায় রঙ্গশালায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বাহুযুগের আস্ফোটন পূর্ব্বক যখন তিনি তাহার শব্দ করিতেছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীকেও যেন চালিত করিতে লাগিলেন। হস্তীর দন্তকে অস্ত্ররূপে ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণকে যখন উগ্রসেনপুত্র কংস দর্শন করিল, তখন তাহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল এবং সরোষে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল ॥ ১-৪

নিজের হস্তে স্থিত সেই গজদন্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রের বিম্বে সংযুক্ত একশিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনাদির দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর সমুদ্র-তুল্য সেই রঙ্গস্থলে জনসমূহের হর্ষনাদে যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৬

অনন্তর ক্রোধে রক্তচক্ষু অত্যন্ত কোপনস্বভাব কংস কপট যুদ্ধকারী অসমসাহসী চাণূরকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিল এবং প্রস্তরতুল্য সুদৃঢ় দেহধারী, কপটী ও মহাবল মুষ্টিককে বলরামের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রুদ্ধ কংস আদেশ দান করিল ॥ ৭-৮

কংস চাণূরকে পূর্ব্বেই এই আজ্ঞা দিয়াছিল যে, তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৯

স রোষেণ তু চাণূরঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ।
অভ্যাবর্ত্তত যুদ্ধার্থমপাং পূর্ণো যথা ঘনঃ ॥ ১০
অবঘুষ্টে সমাজে তু নিঃশব্দস্তিমিতে জনে।
বাহবঃ সহিতাস্তত্র ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ১১
বাহুযুদ্ধমিদং রঙ্গে সপ্রাস্ত্রিকমকাতরম্
ক্রিয়াবলসমাজ্ঞাতমশস্ত্রং নির্দ্দিতং পুরা ॥ ১২
অস্তিস্ত্যাত্রিভ্রমো নিত্যং বিনেয়ঃ কালদর্শিভিঃ।
করীষেণ চ মল্লস্য সততং সংক্রিয়া স্মৃতা ॥ ১৩
স্থিতো ভূমিগতেনৈব যো যথা মার্গতঃ স্থিতঃ
সংযুক্তস্তেন পর্য্যায়ঃ প্রাস্ত্রিকৈঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১৪
বালো বা যদি বা বৃদ্ধো মধ্যো বাপি কৃশোঽপি বা।
বলস্থো বা স্থিতো রঙ্গে জ্ঞেয়ঃ কক্ষান্তরেণ বৈ ॥ ১৫
বলতশ্চ ক্রিয়াতশ্চ বাহুযুদ্ধবিধির্যুধি।
নিপাত্যানন্তরং কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং বিজানতা ॥ ১৬
তদিদং প্রস্তুতং রঙ্গে যুদ্ধং কৃষ্ণাক্রূরয়োঃ।
বালঃ কৃষ্ণো মহানক্রূঃ কথং নঃ স্যাদ্ বিচারণা ॥ ১৭
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ সমাজে সমবর্ত্তত
প্রাবর্ত্তত চ গোবিন্দো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ১৮
অহং বালো মহানক্রূো বপুষা পর্ব্বতোপমঃ
যুদ্ধং মমানেন সহ রোচতে বাহুশালিনা ॥ ১৯
যুদ্ধব্যতিক্রমঃ কশ্চিন্ন ভবিষ্যতি সংকৃতঃ
ন হ্যহং বাহুযোধানাং দূষয়িষ্যামি যদ্ধতম্ ॥ ২০
গোহরং করীষধর্ম্মশ্চ তোয়ধর্ম্মশ্চ রঙ্গজঃ
কষায়স্য চ সংসর্গঃ সময়ো হ্যেষ কল্পিতঃ ॥ ২১

অতএব ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চাণূর যুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিল। এই সময় সে জলে পরিপূর্ণ মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ১০

বাক্যের পক্ষ হইতে সাত্ত থাকিবার ঘোষণা করা হইতেই সেখানের সম্পূর্ণ জনসমুদায় নীরব ও নিশ্চল হইয়া যাইল। তখন সেখানে একত্রে উপবিষ্ট যাদবগণ এই কথা বলিল ॥ ১১

পুরাকালে বিজ্ঞ মল্লযুদ্ধ বিষয়ে এই নিয়ম স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ রঙ্গস্থলে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ স্থানেই কেবল বাহুদ্বয়ের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে কোনও প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ হইবে না। ইহার মধ্যে (দুই ব্যক্তির যোদ্ধা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য) কোনও পরীক্ষক থাকিবে। ইহাতে ক্লীবপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে না। ইহাতে ক্রিয়া (প্রমাথ-উল্লম্বনাদি) ও বলের (শারীরিক শক্তির) দ্বারাই বিপক্ষকে পরাজিত করিবার আজ্ঞা দেওয়া আছে ॥ ১২

সময়োচিত কর্ত্তব্য জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ পুরুষগণের কর্ত্তব্য হইল যে, তাহারা সদা যোদ্ধাগণের জন্য জল প্রস্তুত রাখিবে এবং তাহাদের ক্লান্তি অপনোদন করিবে এবং গোময়-চূর্ণ সুলভ রাখিয়া মল্লগণকে সর্ব্বদা সংস্কার করিতে হইবে ॥ ১৩

যুদ্ধ-পরীক্ষকগণ এই নিয়মের কথা বলিয়াছেন যে, যে মল্ল যে মার্গে (প্রমাথাদি) যুদ্ধ করিবে, তাহার সহিত তদনুরূপ মার্গ অবলম্বন করত ভূমিতে অবস্থানকারীর সহিত ভূমিতে অবস্থান করিয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে এবং এক এক যোদ্ধাকে ক্রমশঃ এক এক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ১৪

যদি কোন বালক হউক বা বৃদ্ধ হউক, মধ্য বয়স্ক হউক বা দুর্ব্বল হউক অথবা বলবান্ হউক, সে যদি যুদ্ধের জন্য যুদ্ধকক্ষে উপস্থিত হয়, তবে রঙ্গস্থলে তাহার প্রতি যোদ্ধার বিচার সেই কক্ষেই বিচারকগণ করিবে ॥ ১৫

শারীরিক বল ও ক্রিয়ার (প্রমাথ-উল্লম্বনাদি) দ্বারাই বাহু যুদ্ধ করিবার বিধান আছে। বিজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাতিত করিলে পর তাহার সহিত আর কিছু করিবে না ॥ ১৬

এই সময় রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও অক্রূরের চাণূরের যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব্ব শেষ হইল; কিন্তু ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ত' এখনও বালক এবং এই চাণূর বিশালকায় মল্লযোদ্ধা, এই বিষমতার উপর কেন বিচার করা হইল না? ১৭

ইহা শুনিয়া সেই জনতার মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লাফাইয়া উত্থিত হইলেন এবং সকলকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

আমি বালক এবং এই মহামল্ল অতি শরীরে পর্ব্বততুল্য; তথাপি এই বাহুশালী বীরের সহিত আমার এই যুদ্ধ হউক —ইহা আমার অভিপ্রেত ॥ ১৯

আমার দিক্ হইতে যুদ্ধসম্বন্ধী নিয়ম কোনরূপে উল্লঙ্ঘিত হইবে না। বাহুযুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের যে মত, আমি তাহা কলঙ্কিত করিব না ॥ ২০

গোময়ের (গোবরের) চূর্ণ অনুলেপনের ন্যায় শরীরে লেপন করা, জলের দ্বারা ধৌত করা এবং গেরুয়া রংকে লেপন করা রঙ্গস্থলের (মল্লযুদ্ধের বিহিত) ধর্ম্ম; ইহা হইল মল্লবিদ্যারদগণের কথিত আচার ॥ ২১

সংযমঃ স্থিরতা শৌর্য্যং ব্যায়ামঃ সংক্রিয়া বলম্ ।
রঙ্গে চ নিয়তা সিদ্ধিরেতদ্ যুদ্ধবিদাং মতম্ ॥ ২২
অবৈরমেব যদয়ং সবৈরং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ।
অত্র বৈ নিগ্রহঃ কার্য্যস্তোষয়িষ্যাম্যহং জগৎ ॥ ২৩
কল্পবেষু প্রসুপ্তোঽয়ং চাণূরো নাম নামতঃ ।
বাহুযোধী শরীরেণ কর্মভিশ্চারু চিন্ত্যতাম্ ॥ ২৪
এতেন বহবো মল্লা নিপাতানন্তরং হতাঃ ।
রঙ্গপ্রতাপকামেন মল্লমার্গশ্চ দূষিতঃ ॥ ২৫
শস্ত্রসিদ্ধিস্তু যোধানাং সংগ্রামে শস্ত্রযোধিনাম্ ।
রঙ্গসিদ্ধিস্তু মল্লানাং প্রতিমল্লনিপাতজা ॥ ২৬
রণে বিজয়মানস্তু কীর্ত্তির্ভবতি শাশ্বতী ।
হতস্যাপি রণে শস্ত্রৈর্নাকপৃষ্ঠং বিধীয়তে ॥ ২৭
রণে হ্যভয়তঃ সিদ্ধির্হতস্যেহ মৃতোঽপি বা ।
সা হি প্রাণান্তিকী যাত্রা মহদ্ভিঃ সাধু পূজিতা ॥ ২৮
অয়ং তু মার্গো বলতঃ ক্রিয়াতশ্চ বিনিঃসৃতঃ ।
মৃতস্য রঙ্গে কঃ স্বর্গঃ জয়তো বা কুতো রতিঃ ॥ ২৯
যে তু কেচিৎ স্বদোষেণ রাজ্ঞঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
প্রতাপার্থে হতা মল্লা মল্লহন্তুর্বধো হি সঃ ॥ ৩০
এবং সংজল্পতামেব তাভ্যাং যুদ্ধং সুদারুণম্
উভাভ্যামভবদ্ ঘোরং বারণাভ্যাং যথা বনে ॥ ৩১
কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকণ্টকৈঃ ।
সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মথনৈস্তথা (১) ॥ ৩২

অস্ত্রযুদ্ধে নিহত ও জননকারী উভয়েরই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ; কারণ, উহা প্রাণান্তিকী যাত্রা। এই যাত্রাকে মহাপুরুষগণও সর্ব্বতোভাবে পূজা (প্রশংসা) করে ॥ ২৮

কিন্তু এই মল্লযুদ্ধের মার্গ শারীরিক বল ও ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। রঙ্গভূমিতে নিহত যোদ্ধার কিভাবে স্বর্গলাভ হইবে ? অথবা জয়ী যোদ্ধার কোথা হইতে সুখলাভ হইবে ? ২৯

কোনও পণ্ডিতাভিমানী রাজার প্রতাপ বৃদ্ধির জন্য যে কোনও মল্ল অন্য কোনও মল্লের দ্বারা নিজের অপরাধের জন্য নিহত হয়, তবে সেখানে উহার মল্ল-হত্যাজনিত পাপই হইয়া থাকে ॥ ৩০

যখন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কথা বলিতেছেন, সেই সময়েই তাঁহা ও চাণূরের—এই উভয়েরই মধ্যে দুই হস্তীর যুদ্ধের ন্যা অত্যন্ত দারুণ এবং ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ৩১

ইহাদের মধ্যে যখন পরস্পর পরস্পরের কোনও অঙ্গ সবে দাবাইতে ছিলেন, তখন পরস্পরেই ক্রুদ্ধ তাহার প্রতীকা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ নিজ নিজ অঙ্গকে তখন মুক্ত করিতে লাগিলেন। উভয়েই একে অপরকে হস্তের মুষ্টির দ্বারা সহকারে ধারণ করত বিবশ করিতেছিলেন এবং বিচিত্র পদ্ধতি পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন। উভয়েই নিজ নি বাহুযুগলের দ্বারা বদ্ধ করত কখনও রুদ্ধ করিয়া রাখিলে কখনও উভয়েই কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ পরস্প জড়াইয়া যেন একাকৃতি হইয়া যাইলেন এবং কখনও এ অপরকে বাহু দিয়া ঘুরে ঠেলিয়া দিলেন। কখনও এ অপরকে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া যখন টানিতে ছিলেন, ত অন্য জন নিম্ন ভাগে থাকিয়াই কৌশলে আঘাত করি

তাবুভাবপি সংশ্লিষ্টৌ যথা শৈলময়ৌ তথা।
(১)ক্ষেপৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব(২) বরাহোদ্ধূতনিস্বনৈঃ(৪) ॥ ৩০
কীলবজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ(৫)।
শলাকানখপাতৈশ্চ পাদোদ্ধূতৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ৩৪
জানুভিশ্চাপ্যনিঘোষৈঃ শিরোভাশ্চ চাবঘট্টিতৈঃ
তদযুদ্ধমভবদ্ ঘোরমশস্ত্রং বাহুতেজসা ॥ ৩৫
বাহুস্ফোটেন শূরাণাং মনাজ্ঞোৎসবসন্নিধৌ।
অবজ্ঞাত জনঃ সর্বঃ লোৎকৃষ্টনিনদোত্থিতঃ ॥ ৩৬
সাধুবাদাংশ্চ মঞ্চেষু ঘোষয়ন্ত্যাপরে জনাঃ।

উপস্থিত অপর ব্যক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তারপর দাঁড়াইয়াই নিজের দেহের দ্বারা দাবাইয়া তাহার অঙ্গকেও মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২০

ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে জড়াইয়া দুইটি পর্বতের পরস্পরের সংমিশ্রণের ন্যায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যাইলেন। কখনও কখনও উভয়ে উভয়কে বলপূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মুষ্টির দ্বারা বক্ষে আঘাত করিয়া বিমর্দ করিয়া দিলেন। আবার কখনও একে অপরকে ছেড়ে তুলিয়া লইলেন ও তাঁহারা মুখ নীচের দিকে করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে এরূপ শব্দ উত্থিত হইল যে, কোনও শূকর যেন আঘাত করিয়াছে ॥ ৩৩

কখনও দুই যোদ্ধা পরস্পরকে কনুই ও জানুর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। কখনও হস্তের অঙ্গুলিসকল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে চপেটাঘাত করিলেন। কখনও পরস্পরকে ধরিয়া বলপ্রকাশ (পাঞ্জা লড়াই) করিতে লাগিলেন। কখনও রোষে অঙ্গুলি-নখসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ছিন্ন করিতে থাকিলেন। কখনও পদের দ্বারা অথবা পদে ধরিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। এইভাবে উভয়েই তুমুল যুদ্ধ-

* প্রমাথ ও উন্নথনাদি মল্লযুদ্ধের কৌশলের নাম। মল্লশাস্ত্রানুসারে ইহাদের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—নিপাত্য পেষণং যৌ প্রমাথ ইতি কথ্যতে। যং তূত্থাপ্যাক্ষমবনং তদুন্নথনমাহুঃ ॥ ১ ক্ষেপণং কথ্যতে যং তু স্থানাৎ প্রচ্যাবনং ভবেৎ ॥ ২ উরোভুজশিরোমুষ্টিজানুভিরবপোথনং নিপাত্যতে। মুষ্টিরিত্যুচ্যতে ভূমৌ মৈর্মল্লবিদ্যাবিশারদৈঃ ॥ ৩ অবাঙ্মুখং ভ্রমণতঃ ভ্রামণং বিদুঃ বুধাঃ। ক্ষিপ্তস্য শব্দঃ স ভবেদ্ বরাহোদ্ধূতনিস্বনঃ ॥ ৪ ক্ষেপ্যঃ প্রসৃতাস্যাস্তু তাঃ প্রসৃষ্টা উদীরিতাঃ ॥ ৫

তত্তঃ প্রস্বিন্নবদনঃ রুষ্টপ্রনিহিতেক্ষণঃ।
স্তবারয়ত তূর্যাণি কংসঃ সব্যেন পাণিনা ॥ ৩৭
প্রতিষিদ্ধেষু তূর্যেষু মৃদঙ্গাদিষু তেষু বৈ
খে সংগতাস্ত্রবাহস্তু দেবতূর্যাণ্যনেকশঃ ॥ ৩৮
বুধ্যমানে স্বয়ীকেশে পুণ্ডরীকনিভেক্ষণে।
স্বয়মেব প্রবাদন্ত তূর্যাঘোষান্ত সর্বশঃ ॥ ৩৯
অন্তর্ধানগতা দেবা বিমানৈঃ কামরূপিভিঃ।
চেরুর্বিদ্যাধরৈঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণস্য জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪০
জয়স্ব কৃষ্ণ চাণূরং দানবং মল্লরূপিণম্।
ইতি সপ্তর্ষয়ঃ সর্বে উচুশ্চৈব নভোগতাঃ ॥ ৪১

যুদ্ধের কৌশল সহকারে পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া যাইলেন ॥ ৩৪

কখনও জানু ও মস্তকের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিলেন, ইহাতে মনে হইল প্রস্তরের সহিত প্রস্তরের ঠোক্কর আঘাত লক্ষ হইতেছে। জনসমুদায়ের সমক্ষে অনুষ্ঠিত সেই উৎসবে বীরবর পুরুষগণের নিকট ইঁহাদের উভয়ের কেবল বাহুবল, শারীরিক বল ও প্রাণবলের দ্বারা অস্ত্রবর্জিতই অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সকল মানুষই অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে হর্ষনাদ করিতে লাগিল ॥ ৩৫-৩৮

অন্য মনুষ্যগণ মঞ্চসমূহের উপর বসিয়া থাকিয়াই 'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ ঘোষণা করিল। এই সব দেখিয়া কংসের মুখ ঘর্ম (ঘামে) পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের উপর নিবদ্ধ ছিল। এই সময় কংস বাম হস্তের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বাদ্য বাদন নিষেধ করিয়া দিল ॥ ৩৭

কংস যখন মৃদঙ্গাদি বাদ্যসমূহের বাদন নিষেধ করিল, তখন আকাশে দেবগণের অনেক প্রকার বাদ্য যন্ত্রই এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল ॥ ৩৮

কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সর্বপ্রকার বাদ্য-সমূহ যন্ত্রই বাদিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৯

দেবগণ অদৃশ্য থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের জয় কামনা করিতে করিতে কামরূপী বিমানসমূহের দ্বারা বিদ্যাধরগণের সহিত সেখানে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

সমস্ত সপ্তর্ষিগণ সেখানের আকাশে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ। তুমি এই মল্লরূপধারী দানব চাণূরকে জয় কর ॥ ৪১

চাণূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা দেবকীসুতঃ
বলনাহারয়ামাস কংসস্যাবদশিবান্ ॥ ৪১
ততশ্চচাল বসুধা মঞ্চাশ্চৈব জুঘূর্ণিরে।
মুকুটাচ্চাপি কংসস্য পপাত মণিরুত্তমঃ ॥ ৪২
সোর্ভ্যামানস্য কৃষ্ণস্য চাণূরঃ শীর্ণজীবিতম্
প্রাহরন্মুষ্টিনা মূর্ধ্নি বজ্রস্যাহতো জানুনা ॥ ৪৪
নিঃসৃতে সাস্রুরুধিরে তস্য নেত্রে সবন্ধনে ;
তাঁপনীয়ে যথা ঘণ্টে কক্ষোপরি বিলম্বিতে ॥ ৪৫
পপাত স তু রঙ্গস্য মধ্যে নিঃসৃতলোচনঃ
চাণূরো বিগতপ্রাণো জীবিতান্তে মহীতলে ॥ ৪৬
দেহেন তস্য মল্লস্য চাণূরস্য গতাসুনঃ।
সন্নিরুদ্ধো মহারঙ্গঃ স শৈলেনেব লক্ষ্যতে ॥ ৪৭
রৌহিণেয়ো হতে তস্মিংশ্চাণূরে বলদর্পিতে।

কংসের বন্ধুকে নিকটে বর্ধনকারী দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধের লীলা করত নিজের মধ্যে অনন্ত বলের সমাবেশ করিলেন ॥ ৪১

তখন বসুধা দুলিতে লাগিল, সকল মঞ্চই ঘুরিতে লাগিল এবং কংসের মুকুট হইতে উত্তম মণি খসিয়া পড়িল ॥ ৪৩

চাণূরের জীবনীশক্তি বা আয়ু ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুর দ্বারা চাণূরকে আনত করিয়া তাহার বক্ষে জানুর দ্বারা আঘাত করত তাহার মস্তকে মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৪৪

এই প্রহারে তাহার আস্যবন্ধনসহ অক্ষি ও রক্তের সহিত নেত্রদ্বয় বাহির হইয়া আসিল। ইহাতে মনে হইল—হস্তীকে বন্ধনকারী রজ্জু বা শিকলে কক্ষের উপরে স্বর্ণনির্মিত দুইটি ঘণ্টা দুলিতেছে ॥ ৪৫

নেত্রদ্বয় বাহির হইয়া যাওয়ায় জীবনের অন্তে চাণূর প্রাণহীন হইয়া রঙ্গস্থলের মধ্যে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৬

যাহার আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই চাণূর মল্লের শরীরের দ্বারা সেই বিশাল রঙ্গস্থল এরূপ অবরুদ্ধ হইতে দেখা যাইল, যেন কোনও পর্বতের দ্বারা সেস্থল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৭

বলদর্পে গর্বিত চাণূর নিহত হইলে পর রোহিণীনন্দন বলরাম সেই রঙ্গভূমিতে মুষ্টিককে এবং শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তোশলক নামক মল্লকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৮

গৃহ্ণাহ মুষ্টিকং রঙ্গে কৃষ্ণস্তোশলকং পুনঃ ॥৪৮
সন্নিপাতে তু তৌ মল্লৌ প্রথমে ক্রোধমূর্ছিতৌ।
সমেয়াতাং রাম-কৃষ্ণৌ কালসা বশবর্তিনৌ।
নির্ঘাতাবনতৌ ভূত্বা রঙ্গমধ্যে বরাঙ্গনৌ ॥ ৪৯
কৃষ্ণস্তোশলমুদ্ধূয় গিরিশৃঙ্গোপমং বলী।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥ ৫০
তস্য কৃষ্ণাভিপন্নস্য পীড়িতস্য বলীয়সঃ।
মুখাদ্ রুধিরমত্যর্থমুচ্ছ্বসাম মুহুর্মুহুঃ ॥৫১
সঙ্কর্ষণস্তু সুচিরং যোধয়িত্বা মহাবলঃ
অক্রমল্লং মহামল্লো মণ্ডলানি বাসর্শয়ৎ ॥ ৫২
মুষ্টিনৈকেন তেজস্বী সাশনিস্তনয়িত্নুনা
শিরস্যাভাহনদ্ বীরো বজ্রেণেব মহ গিরিম্ ॥ ৫৩
স নিষ্পতিতমস্তিষ্কো বিপ্রস্তনয়নো ভুবি।
পপাত নিহতস্তেন তদা নাদো মহানভূৎ ॥ ৫৪

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে কংসের বশীভূত সেই দুই অসুর মল্ল ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধরত হইল। কিন্তু যখন ইহাদের উপর নির্ঘাত বজ্রতুল্য প্রচণ্ড প্রহার হইতে লাগিল, তখন তাহারা মস্তক অবনত করিয়া রঙ্গস্থলের এদিক্ ওদিকে লাফালাফি আরম্ভ করিল ॥ ৪৯

কিন্তু বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্বতশিখর-তুল্য বিশাল দেহ তোশলককে নিজের দুই বাহুর দ্বারা তুলিয়া লইয়া শতবার ঘুরাইবার পর ভূতলে নিক্ষেপ করত পিষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া মরণাপন্ন সেই মহাবল তোশলকের মুখ হইতে অত্যন্ত রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৫১

অন্যদিকে মহাশক্তিধর মহামল্ল সঙ্কর্ষণ অক্রূরদেবের মল্ল মুষ্টিকের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করত তাহাকে মল্লযুদ্ধের বহু পদ্ধতি দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৫২

তারপর সেই তেজস্বী বীর বলরাম তাহার মস্তকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। তখন এই মুষ্টি-প্রহারে বিদ্যুৎসহ বজ্রপতনের শব্দের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইল এবং মনে হইল—কোনও বিশাল পর্বতে বজ্রের দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে ॥ ৫৩

এই আঘাতে মুষ্টিকের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল নেত্রদ্বয় বাহির হইয়া আসিল এবং বলরামের দ্বারা নিহত সেই মল্ল ভূতলে পতিত হইল। তাহার সেই বিশাল দেহের পতনে প্রচণ্ড শব্দ হইল ॥ ৫৪

অক্ষ-তোশলকৌ হত্বা কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ।
ক্রোধসংরক্তনয়নৌ রঙ্গমধ্যে ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫৫
সমাজঘাটো নির্ম্মগ্নঃ সোঽভবদ্ভীমদর্শনঃ।
অস্ত্রে তদা মহামল্লে মুষ্টিকে চ নিপাতিতে ॥ ৫৬
যে চ সংপ্রেক্ষকা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ
ভয়ক্ষোভিতসর্ব্বাঙ্গাঃ সর্ব্বে তত্রাবতস্থিরে ॥ ৫৭
হর্ষজং বারি নেত্রাভ্যাং বর্ষমাণা প্রবেপতী
প্রস্রবোৎপীড়িতা কৃষ্ণং দেবকী সমুপৈক্ষত ॥ ৫৮
কৃষ্ণদর্শনজাতেন বাষ্পেণাকুলিতেক্ষণঃ।
বসুদেবো ভ্রুবাং ত্যক্ত্বা স্নেহেন তরুণায়তে ॥ ৫৯
বারমুখ্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণস্য মুখপঙ্কজম্।
পপুর্হি নেত্রৈর্ভ্রমরৈর্নিমেষান্তরগামিভিঃ ॥ ৬০
কংসস্যাথ মুখে স্বেদো ভ্রুভেদান্তরগোচরঃ।
অভবদ্রোষনির্য্যাসঃ কৃষ্ণসন্দর্শনেরিতঃ ॥ ৬১

অক্ষ-প্রদেশের মল্ল মুষ্টিক ও তোশলককে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়ে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত রঙ্গস্থলের চারিদিকে লাফালাফি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

সেই সময় মহামল্ল চাণুর ও মুষ্টিক নিহত হইলে পর সেই মাজঘাট (রঙ্গভবন) মগ্নপ্রায় হইয়া যাইল এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৫৬

নন্দপ্রভৃতি যে যে গোপগণ এই সব দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্ব অঙ্গ ভয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই তখন নীরবে সরিয়া রহিলেন ॥ ৫৭

অন্য দিকে দেবকীমাতা কাঁপিতে লাগিলেন এবং দুই নেত্র দ্বারা হর্ষজনিত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার স্তনমণ্ডল দুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া আসার পীড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অবলোকন করিয়া রহিলেন ॥ ৫৮

শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নয়নযুক্ত বসুদেব যেন জরা বার্দ্ধক্য ত্যাগ করত বাৎসল্যস্নেহে পরিপুষ্ট হইয়া তরুণতা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৯

সেখানে যে সমস্ত মুখ্য মুখ্য বারাঙ্গনা উপস্থিত ছিল, তাহারা পলে নিমেষের মধ্যস্থিত নেত্ররূপী ভ্রমরগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের রস পান করিতে লাগিল ॥ ৬০

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উদ্ভূত কংসের মুখে দুই ভ্রূভাগে রোষবশতঃ ঘর্ম্ম নির্গত হইল ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংস যে কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিল, উহাই তার ঘুম ছিল এবং রোষরূপী উচ্ছ্বাস বায়ু যাহাকে প্রজ্বলিত

কেশবায় সধূমেন রোষনিশ্বাসবায়ুনা।
দীপ্তমন্তর্গতং তস্য হৃদয়ং মানসাগ্নিনা ॥ ৬২
তস্য প্রস্ফুরিতৌষ্ঠস্য বিস্রালিকতলস্য বৈ।
কংসবক্ত্রস্য রোষেণ রক্তসূর্য্যায়তে বপুঃ ॥ ৬৩
ক্রোধরক্তাম্বুখাত্তস্য নিঃসৃতাঃ স্বেদবিন্দবঃ।
যদা রবিকরস্পৃষ্টা বৃক্ষাবস্থাস্তরবিন্দবঃ ॥ ৬৪
সোঽব্রবীপরুষং সংক্রুদ্ধঃ পুরুষান্ ব্যায়তান্ বহূন্।
গোপাবেতৌ সমাক্রোষান্নিষ্ক্রামেতাং বনেচরৌ ॥ ৬৫
ন চৈতৌ দ্রষ্টুমিচ্ছামি বিকৃতৌ পাপদর্শনৌ।
গোপানামপি মে রাজ্যে ন কশ্চিৎ স্থাতুমর্হসি ॥ ৬৬
নন্দগোপশ্চ দুর্ম্মেধাঃ পাপেষ্বভিরতো মম।
আয়ুষৈনিগড়াকারৈর্শোহপাশৈনিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৭
বসুদেবশ্চ দুর্বৃত্তো নিত্যং দ্বেষকরো মম।
অবৃদ্ধার্হেণ দণ্ডেন ক্ষিপ্রমেবৈব শাস্যতাম্ ॥ ৬৮

করিতেছিল, সেই মানসিক চিন্তারূপী অগ্নি কংসের আন্তরিক হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬২

যাহার ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছিল এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ছিল, কংসের সেই মুখমণ্ডলের বপুঃ রোষবশতঃ রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৬৩

ক্রোধে রক্তবর্ণ কংসের মুখ হইতে যে সব ঘর্মবিন্দু নির্গত হইতেছিল, তাহারই বৃক্ষের পত্রসমূহের উপর পতিত হইয়া সূর্য্য-কিরণস্পৃষ্ট নীহারকণার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬৪

এই সময় কংস অত্যন্ত কুপিত হইয়া ব্যায়ামকারী (ব্যায়াম করিয়া সুদৃঢ় দেহধারী) বহুসংখ্যক পুরুষকে আজ্ঞাদান করিল যে, এই দুই বনেচর গোপকে এই জনসমূহের হইতে বাহির করিয়া দাও ॥ ৬৫

ইহারা দুইজনে বিকৃত (ক্লিষ্ট) হইয়া বিরাজে। ইহাদের দেখাই পাপ। আমি এখন আর ইহাদের দেখিতে ইচ্ছা করি না। আর এই গোপগণের মধ্যেও কেহই আমার রাজ্যে অতঃপর থাকিতে পারিবে না ॥ ৬৬

নীচমতি নন্দগোপ সর্ব্বদা আমার প্রতি পাপপূর্ণ ব্যবহার করিয়া যাইতেছে। তোমরা ইহাকে বেড়ী ও লোহার শিকলে ধরিয়া বন্দী কর ॥ ৬৭

আর এই দুরাচারী বসুদেব সদা আমাকে দ্বেষ করে। ইহাকে আজই অতি সত্বর এরূপ কঠোর দণ্ড প্রদান কর, যাহা অবৃদ্ধ (নবযুবক) পুরুষের যোগ্য ॥ ৬৮

যে চেমে প্রাকৃতা গোপা দামোদরপরাযণাঃ।
ত্রিয়ন্তাং গাব এতেষাং যচ্চান্যি বসু কিঞ্চন ॥ ৬৯
এবমাজ্ঞাপয়ানং তং কংসং পরুষভাষিণম্
দদর্শারক্তনয়নঃ কৃষ্ণঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭০
ক্ষিপ্তে পিতরি চুক্রোধ নন্দগোপে চ কেশবঃ।
জ্ঞাতীনাঞ্চ ব্যথাং দৃষ্ট্বা বিংসন্ত্যাঞ্চৈব দেবকীম্
স সিংহ ইব বেগেন কেশবো জাতবিক্রমঃ
আরুরুক্ষুর্মহাবাহুঃ কংসনাশার্থমচ্যুতঃ ॥ ৭১
রঙ্গমধ্যাদুৎপপাত কৃষ্ণঃ কংসাসনান্তিকম্।
অসজ্জদ্ বায়ুনাক্ষিপ্তো যথা খস্থো ঘনাঘনঃ ॥ ৭৩
দদৃশুর্ন হি তং সর্বে রঙ্গমধ্যাদবপ্লুতম্
কেবলং কংসপার্শ্বস্থাঃ দদৃশুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৭৪
সোঽপি কংসস্তথায়ন্তঃ পরীতঃ কালধর্মণা
আকাশাদিব গোবিন্দং নেনে তত্রাগতং প্রভুম্ ॥

এই যে সব দামোদর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত গ্রামীণ গোপগণ আছে, ইহাদের নিকট যে সমস্ত গো ও অন্যান্য ধনরত্ন আছে, সে সবই তোমরা অপহরণ কর ॥ ৬৯

এরূপ আজ্ঞাদানকারী ও কর্কশভাষী সেই কংসের দিকে সত্যপরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিলেন ॥ ৭০

পিতা বসুদেব ও নন্দগোপ নিন্দিত হইতে থাকায় কেশব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণের ব্যথা এবং মাতা দেবকীর অচেতন অবস্থা দেখিয়া কংসকে বিনাশ করিবার জন্য মঞ্চে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই সময় কেশবের পরাক্রম জানিয়া উঠিল এবং বীর মহিমা হইতে অবিচ্যুত মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই রঙ্গস্থল হইতে সিংহের ন্যায় সবেগে লম্ফপ্রদান করিলেন। যেরূপ আকাশস্থিত মেঘমণ্ডল বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া দ্রুত বেগে চলিয়া যায়, সেইরূপ নিজের বেগে চালিত হইয়া সত্বর কংসের সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৭১-৭৩

তিনি যখন রঙ্গস্থলের মধ্যভাগ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন, তাহা সকল মানুষই দেখিতে পাইল না। পুরবাসীরা কেবল দেখিল যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭৪

কালধর্মের (মৃত্যুর) দ্বারা আবৃত কংসও তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সে তখন মনে করিল যে, ভগবান্ গোবিন্দ আকাশ হইতেই আমার পাশে আসিয়াছেন ॥ ৭৫

স কৃষ্ণেনাহৃতং কৃত্বা বাহুং পরিঘসন্নিভম্
মূর্ধ্নেষু পরামৃষ্টঃ কংসো বৈ রঙ্গসংসদি
মুকুটশ্চাপতত্তস্য কাঞ্চনো বজ্রভূষিতঃ।
শিরসস্তস্য কৃষ্ণেন পরামৃষ্টস্য পাণিনা ॥ ৭৭
স গ্রহগ্রস্তকেশশ্চ কংসো নির্যত্নতাং গতঃ
তথৈব চ বিদম্ভূতো বৈকল্যং সমপদ্যত ॥ ৭৮
নিগৃহীতশ্চ কেশেষু গতাসুরিব নিশ্বসন্
ন শশাক মুখং দ্রষ্টুং কংসঃ কৃষ্ণস্য বৈ তদা ॥ ৭৯
বিকুণ্ডলাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছিন্নহারেণ বক্ষসা
প্রলম্বাভ্যাঞ্চ বাহুভ্যাং গাত্রৈর্বিস্রস্তভূষণৈঃ ॥ ৮০
ভ্রংশিতেনোত্তরীয়েণ সহসাবলিতাননঃ
চেষ্টমানঃ সমাক্ষিপ্তঃ কংসঃ কার্ষ্ণেন তেজসা ॥ ৮১
চকর্ষ চ মহারঙ্গে মঞ্চাদ্বিক্রম্য কেশবঃ।
কেশেষু তং বলাদ্ গৃহ্য কংসং ক্লেশার্হতাং গতম্ ॥ ৮২

তারপর শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিঘতুল্য সুদৃঢ় এক বাহুকে অগ্রে বাড়াইয়া রঙ্গশালামধ্যেই কংসের কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন ॥৭৬

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের হস্তের দ্বারা ধৃত হইয়া কংসের মস্তক হইতে তাহার রত্নমণিবিভূষিত সুবর্ণময় মুকুট নিম্নে পতিত হইল ॥ ৭৭

যেন কোনও গ্রহ তাহার কেশ ধারণ করিয়াছে, সেই অবস্থায় পতিত কংস নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৭৮

কেশধারণ করায় কংস যেন নিস্তাপ হইয়া যাইল এবং সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না ॥ ৭৯

তাহার দুই কর্ণ হইতে কুণ্ডল খসিয়া পড়িয়াছিল, বক্ষঃস্থলের হার ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল, বাহু শিথিল হইয়া ঝুলিতে লাগিল, সকল অঙ্গের আভরণ বিচ্যুত হইয়া পড়িল, চাদর পতিত হইল এবং সহসা শ্রীকৃষ্ণ তাহার কণ্ঠকে আবেষ্টিত করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুপম তেজে আকৃষ্ট হইয়া নিম্নে পতিত কংস ইতস্তত করিতে লাগিল ॥ ৮০-৮১

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চ হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া মঞ্চ হইতে বাহিরে আসিলেন। ক্লেশমুক্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত কংসের কেশগুচ্ছকে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ সবলে ধারণ পূর্বক সেই বিশাল রঙ্গভবনে তাহাকে আকর্ষণ করিতে অর্থাৎ ঘসটাইতে লাগিলেন ॥ ৮২

কৃষ্যমাণঃ স কৃষ্ণেন ভোজরাজো মহাদ্যুতিঃ
সমাজবাটে পরিখাং দেহকৃষ্ট্যাং চকার হ ॥ ৮৩
সমাজবাটে ক্রীড়িত্বা বিকৃষ্য চ গতায়ুষম্
কৃষ্ণো বিসর্জয়ামাস কংসদেহমধূরতঃ ॥ ৮৪
ধরণ্যাং দুষিতঃ শিল্পে তস্য দেহঃ সুখোচিতঃ
ক্রমেণ বিপরীতেন পাংশুভিঃ পরুষীকৃতঃ ॥ ৮৫
তস্য তদ্ বদনং শ্যামং সুপ্তাক্ষং মুকুটং বিনা
ন বিভাতি বিপর্যস্তং বিপলাশং যথাম্বুজম্ ॥ ৮৬
অসংগ্রামহতঃ কংসঃ স বাণৈরপরিক্ষতঃ
কেশগ্রাহাদ্বিরক্তাস্যবীরমার্গাদ্বিরাকৃতঃ ॥ ৮৭
তস্য দেহে প্রকাশন্তে সহসা কেশবাপিতাঃ
মাংসচ্ছেদঘনাঃ সর্বে নখাগ্রা জীবিতচ্ছিদঃ ॥ ৮৮

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে হইতে মহাতেজস্বী ভোজরাজ কংস সেই রঙ্গশালায় নিজের দেহের কর্ষণে যেন এক পরিখা সৃষ্টি করিয়া দিল ॥ ৮৩

রঙ্গশালায় এইভাবে ক্রীড়া করিয়া ও কংসের দেহকে কর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে প্রাণহীন করিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুরোধে কংসের দেহকে ত্যাগ করিলেন ॥ ৮৪

কংসের সুখভোগের যোগ্য সেই দেহ তখন মর্দিত হইয়া ভূতলে পতিত রহিল। বীরগণের অযোগ্য বিপরীত বিধিতে ধূলিসমূহের দ্বারা ছাত হইয়া সেই কোমল অঙ্গ কঠোর হইয়া যাইল ॥ ৮৫

ইহার শরীর তখন বিপর্যস্ত হইয়া যাইল, নেত্রদ্বয় বন্ধ হইয়া গেল এবং তাহার সেই শ্যামবর্ণ মুখ মুকুটরহিত পতনশীল পদ্মপুষ্পের ন্যায় আর শোভা পাইল না ॥ ৮৬

কংস বিনা যুদ্ধেই নিহত হইল। তাহার দেহ বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। তাহার কেশ ধারণ করিয়া মর্দিত করা হইয়াছিল, এই অবস্থায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইল এবং সে বীরোচিত মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইল অর্থাৎ বীরোচিত মার্গে দেহ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন লাভ করিতে পারিল না ॥ ৮৭

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সহসা মর্দিত হইতে থাকায় তাহার দেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত নখাগ্রসমূহ কংসের জীবন উচ্ছেদ করিয়া

তং হত্বা পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহর্ষাদ্বিগুণপ্রভঃ
ববন্দে বসুদেবস্য পাদৌ নিহতকণ্টকঃ ॥ ৮৯
মাতুশ্চ শিরসা পাদৌ নিপীড্য যদুনন্দনঃ
সাশ্রিকং প্রস্রবোৎপীড়ৈঃ কৃষ্ণমানন্দনিঃস্বনৈঃ ॥ ৯০
যাদবাংশ্চৈব তাঃ সর্বান্ যথাস্থানং যথাবয়ঃ
পপ্রচ্ছ কুশলং কৃষ্ণো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ৯১
বলদেবোঽপি ধর্মাত্মা কংসভ্রাতরমুর্জিতম্
বাহুভ্যামেব তরসা সুনামানমপোথয়ৎ ॥ ৯২
তৌ জিতারী জিতক্রোধৌ চিরবিপ্রোষিতৌ ব্রজে
স্বপিতুর্ভবনং বীরৌ জগ্মতুর্দৃষ্টমানসৌ ॥ ৯৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কংসবধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সব নখাগ্র কংসের দেহের মাংস ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সঘনরূপে সেস্থানে অঙ্কিত হইয়া যাইল ॥ ৮৮

সেই কংসকে বধ করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অপার আনন্দ লাভ করিলেন যে, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রভা দ্বিগুণ দীপ্তিতে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি জগতের কণ্টকস্বরূপ কংসকে বিনাশ করিয়া পিতা বসুদেবের দুই চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৯

তারপর যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকীর দুই চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। সেই সময় মাতা দেবকী আনন্দাতিশয্যে নির্গত বীর স্তনদ্বয়ের দুগ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে সিঞ্চিত করিয়া দিলেন ॥ ৯০

তদনন্তর স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান শ্রীকৃষ্ণ বয়স অনুসারে তথা যথাযোগ্য স্থানানুসারে সেই সমস্ত যাদবগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯১

অন্যদিকে ধর্মাত্মা বলদেবও কংসের ওজস্বী ভ্রাতা সুনামাকে নিজের দুই বাহুর দ্বারা সবেগে বধ করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ৯২

শত্রু ও ক্রোধ উভয়কেই জয় করিয়া ব্রজে দীর্ঘকাল বাসকারী সেই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত আনন্দিত মনে নিজের পিতার ভবনে গমন করিলেন ॥ ৯৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে কংসের বধবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কংসস্য ভার্য্যাণাং মাতুশ্চ বিলাপবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভর্ত্তারং পতিতং দৃষ্ট্বা ক্ষীণপুণ্যমিব গ্রহম্ ।
কংসপত্ন্যো হতং কংসং সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন ॥ ১

তাং মহীশয়নে সুপ্তং ক্ষিতিনাথং গতাসুম্
ভার্য্যাঃ স্ম দৃষ্ট্বা শোচন্তি মৃগ্যো মৃগপতিং যথা ॥ ২

বা হতাঃ স্ম মহাবাহো ত্বতাশা হতবান্ধবাঃ
বীরপত্ন্যো হতে বীরে ত্বয়ি বীরব্রতপ্রিয়ে ॥ ৩

ইমামবস্থাং পশ্চস্থাঃ পশ্চিমাং তব নৈষ্টিকীম্ ।
কৃপণং রাজশার্দ্দূল বিলপাম্যঃ সবান্ধবাঃ ॥ ৪

ছিন্নমূলাঃ স্ম সংবৃত্তাঃ পরিত্রাতুস্ত্বয়া বিভো ।
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে নাথেঽস্মাকং মহাবলে ॥ ৫

কো নঃ কোপপরীতাঙ্গী রতিসংদর্শলালসাঃ
লতা ইব বিচেষ্টন্ত্যঃ শয়নীয়ানি নেষ্যতি ॥ ৬

ইদং তেঽমদৃশং সৌম্য হৃত্তনিঃশ্বাসমারুতম্
সন্তাপ্তং মুখং কান্তং নিস্তোয়মিব পঙ্কজম্ ॥ ৭

ইমে তে শ্রবণে শূন্যে ন শোভেতে বিকুণ্ডলে
শিরোধরায়াঃ সংলীনে সন্ততং কুণ্ডলশ্রিয়ে ॥ ৮

ক তে স মুকুটো বীর সর্ব্বরত্নবিভূষিতঃ
অস্তার্থং শিরসো লক্ষ্মীং সো দধারার্কসপ্রভাম্ ॥ ৯

অনেন হি কলত্রেণ তবান্তঃপুরশোভিনা
কথং হীনেন কর্ত্তব্যা ত্বয়ি লোকান্তরং গতে ॥ ১০

নন্বু নাম স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যঃ প্রিয়ভোগেষ্ববঞ্চিতাঃ
পতীনামপরিত্যাজ্যা ন ত্বং নস্ত্যক্তা গচ্ছসি ॥ ১১

একত্রিংশ অধ্যায় ।

(কংসের স্ত্রীগণের ও মাতার বিলাপবর্ণন ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! যাহার পুণ্য ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই গ্রহতুল্য ভূমিতে পতিত পতিকে দেখিয়া রাজা কংসের পত্নীগণ তাহার মৃত দেহকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১

যে পূর্ব্বে পৃথিবীর পতি ও সংরক্ষক ছিল, সেই পতি আজ সমাপ্ত হওয়ায় ভূতলে শয়ন করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে, ইহা দেখিয়া কংসের পত্নীগণ সেইভাবে শোক করিতে লাগিল, যেরূপ হরিণীগণ যূথপতি (দলপতি) হরিণের জন্য শোক করিয়া থাকে ॥ ২

(তাহারা বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—) হায় ! মহাবাহু বীর ! আপনার বীরব্রত প্রিয় ছিল । আপনি নিহত হওয়ায় বীরপত্নী আমরাও সকলে হত হইলাম । আমাদের সকল আশাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমরা অনাথ হইয়া যাওয়ায় আমাদের বন্ধু-বান্ধবও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৩

রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার মৃত্যুজনিত এই অন্তিম অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিলাপ করিতেছি ॥ ৪

প্রভো ! আপনি আমাদের মহাবল প্রাণনাথ ছিলেন, আপনি নিহত হওয়ায় আমাদের মূলই ছিন্ন হইয়া যাইল । হায় ! আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৫

হে প্রিয়তম ! আমরা মনে রতি-সংদর্শের লালসা রাখিয়াও প্রলয়কোপে যুক্ত হইয়া যখন পৃথিবীতে লতাসমূহের ন্যায় পতিত হইয়া বিপরীত চেষ্টা করিতাম, সেই সময় আপনি আমাদের প্রেমপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া শয্যাসমূহে শয়ন করাইতেন । এখন আমাদের আর কে সেইভাবে তুলিয়া শয্যায় লইয়া যাইবে ?

সৌম্য ! যাহা হইতে মনোরম নিঃশ্বাস বায়ু নির্গত হইত, আপনার সেই কান্তিমান্ মুখকে সূর্য্য জলরহিত পুষ্করিণীতে উদিত পদ্মের ন্যায় নিজের দুঃসহ কিরণসমূহে দগ্ধ করিতেছে । এই দুরবস্থা আপনার যোগ্য নহে ॥ ৭

সতত কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকায় যাহাদের প্রিয় ছিল, এই আপনার কুণ্ডলরহিত শূন্য কর্ণদ্বয় এই সময় কণ্ঠে বিলীন হইয়া শোভা পাইতেছে না ॥ ৮

বীর ! সমস্ত রত্নসমূহে বিভূষিত আপনার এই মুকুট কোথায়, যে আপনার মস্তকের উপর সূর্য্যের প্রভার ন্যায় অতিশয় শোভার আধান করিত ?১

আপনার এই ভার্য্যাগণ অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিত । আপনি লোকান্তরে গমন করায় আমরা সকলে হীন ও অনাথ হইয়া কিভাবে জীবননির্ব্বাহ করিব ? ১০

জানা যায়, সাধ্বী স্ত্রীগণ কখনও প্রিয় ভোগসমূহ হইতে বঞ্চিত হয় না এবং তাহাদের পতিরাও কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান না ; কিন্তু আপনি ত' আমাদের পরিত্যাগ করিয়া

অহো কালো মহাবীর্য্যো যেন পর্য্যায়কর্মণা।
কালতুল্যাঃ সপত্নানাং ত্বং ক্ষিপ্রমপনীয়সে ॥ ১১
বয়ং দুঃখেষ্বনুচিতাঃ সুখেষেব ত্বয়েধিতাঃ।
কথং বৎস্যাম বিধবা নাথ কার্পণ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩
স্ত্রীণাং চরিত্রমুদ্ধানাং পতিরেকঃ পরা গতিঃ
ত্বং হি নঃ সা গতিশ্ছিন্না কৃতান্তেন বলীয়সা ॥ ১৪
বৈধব্যেনাভিভূতাঃ স্ম শোকসন্তপ্তমানসাঃ।
রোদিতব্যাতুরে মগ্নাঃ ক গচ্ছামস্ত্বয়া বিনা ॥ ১৫
সহ ত্বয়া গতঃ কালস্ত্বদন্তে ক্রীড়িতং কৃতম্।
ক্ষণেন ত্বদ্বিহীনাঃ স্ম অনিত্যা হি নৃণাং গতিঃ ॥ ১৬
অহো বলবিহীনাঃ স্ম বিপন্নে ত্বয়ি মানদ।
একদুষ্কৃতকারিণ্যঃ সর্ব্বা বৈধব্যলক্ষণাঃ ॥ ১৭
ত্বয়া স্বর্গপ্রতিচ্ছন্দৈর্ললিতাঃ স্ম রতিপ্রিয়াঃ।
ত্বয়ি কামবশাঃ সর্ব্বাঃ স নস্ত্যক্ত্বা ক গচ্ছসি ॥ ১৮
অস্মাকং ত্বমনাথানাং নাথো হ্যসি সুরোপম।
আসাং বিলপনানানাং কুররীণামিব প্রভো।
প্রতিবাক্যং জগন্নাথ দাতুমর্হসি মানদ ॥ ১৯
এবমার্ত্তকলত্রস্য শাম্যমানেষু বন্ধুষু।
গমনং তে মহাভাগ দারুণঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ২০
নূনং কান্ততরাঃ কান্ত পরলোকে বরস্ত্রিয়ঃ
যতস্ত্বং প্রস্থিতো বীর বিহায়েমং গৃহে জনম্ ॥ ২১
কিং নু তে কারণং বীর ভার্য্যাস্বেতাসু ভূরিদ।
আর্ত্তনাদং রুদন্তীষু যন্মোহান্নাববুধ্যসে ॥ ২২
অহো নিষ্করুণা যাত্রা নরাণামৌর্দ্ধদেহিকী।
যৎপরিত্যজ্য দারান্ স্বান্নিরপেক্ষা ব্রজন্তি হি ॥ ২৩

চলিয়া যাইতেছেন। (হায়! আমরা কিভাবে আর এই জীবনধারণ করিব!) ॥ ১১

অহো! কাল মহাবলশালী, নিজের বিপরীত ক্রিয়াসমূহের দ্বারা শত্রুদলের পক্ষে কালস্বরূপ আপনাকেও সে সত্বর ইহলোক হইতে লইয়া যাইল ॥ ১২

নাথ! আপনি সর্ব্বদা আমাদের সুখে রাখিয়াই পালন-পোষণ করিয়াছেন। আমরা দুঃখভোগের যোগ্য নহি; কিন্তু আজ আপনার দ্বারা বঞ্চিত বিধবা হইয়া দুঃখনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এখন আমরা কিভাবে বাস করিব? ॥ ১৩

যাহাদের মনে সদাচারপরায়ণতাই লোভ আছে, সেই সাধ্বী স্ত্রীগণের পক্ষে পতিই পরম গতি—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, কিন্তু মহাবল কাল আমাদের সেই আশ্রয়কে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ॥ ১৪

আমরা সকলে এখন বৈধব্যের দ্বারা অভিভূতা হইয়াছি। আমাদের মন শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ত' বিপত্তির সেই হ্রদে পতিত হইয়াছি, যেখানে কেবল রোদনই রহিয়াছে। আপনাকে বিনা আমরা এখন কোথায় যাইব? ॥ ১৫

আমরা আপনার সহিত সমস্ত অভিবাঞ্ছিত করিয়াছি এবং আপনারই ক্রোড়ে কত ক্রীড়া করিয়াছি; কিন্তু আজ এক ক্ষণের মধ্যেই আমরা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইলাম। সত্য কথা বলিতে কি, মনুষ্যগণের গতি অনিত্য—ক্ষণভঙ্গুর ॥ ১৬

মানদ মহারাজ! আপনার বিরহে আমরা সকলে বলহীন হইয়া গিয়াছি। মনে হইতেছে, আমরা সকলে সমানভাবে একই পাপ করিয়াছি, সেইজন্য আমাদের সকলকেই বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিতে হইল ॥ ১৭

আপনি রতিপ্রিয়া রমণী আমাদের সকলকেই স্বর্গের সমান সুখভোগ দান করত সর্ব্বদা লালন-পালন করিয়াছেন। আমরা সকলেই আপনার প্রতি কামাসক্তা আছি, সুতরাং আমাদের ত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন? ॥ ১৮

দেবোপম প্রভো! আপনিই অনাথা আমাদের নাথ। জগন্নাথ! মানদ! কুররীর সমান বিলাপকারিণী আপনার এই পত্নীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া প্রত্যুত্তর দান করুন ॥ ১৯

মহাভাগ! যখন আপনার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইতেছে এবং আপনার স্ত্রীগণ শোকে পীড়িত রহিয়াছে, এরূপ সময়ে আপনার পরলোক গমন আমাদের নিকট অত্যন্ত দারুণ বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২০

প্রিয়তম! বীর! নিশ্চয়ই পরলোকের সুন্দরীগণ অতিশয় কমনীয়, যাহার জন্য আপনি নিজের গৃহের এই পত্নীগণকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট প্রস্থিত হইয়াছেন ॥ ২১

অধিক হইতে অধিক ভোগ-সুখ সুবিধা প্রদানকারী মহারাজ! কি কারণ আছে যে, এই নিজের পত্নীরা রোদন ও আর্ত্তনাদ করিলে পরও আপনি মোহবশতঃ তাহাদের দুঃখ বুঝিতে পারিতেছেন না এবং এই মোহনিদ্রা হইতেও জাগিয়া উঠিতেছেন না? ॥ ২২

অহো! পুরুষগণের এই পারলৌকিকী যাত্রা অতিশয় নির্দয়; কারণ, তাঁহারা নিজেদের পত্নীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের কোনও অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যান ॥ ২৩

অপতিত্বং স্ত্রিয়াঃ শ্রেয়ো ন তু শূরঃ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্বর্গস্ত্রীণাং প্রিয়াঃ শূরাস্তেষামপি চ তাঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৪

অহো কিপ্রমদৃষ্টেন নয়তা ত্বাং বশপ্রিয়ম্।
প্রসহ্যতং নঃ কৃতান্তেন সর্ব্বাসামন্তরাত্মসু ॥ ২৫

হত্বা জরাসন্ধবলং জিত্বা যক্ষাংশ্চ সংযুগে।
কথং মানুষমাত্রেণ হতত্বং জগতীতলে ॥ ২৬

ইন্দ্রেণ সহ সংগ্রামং কৃত্বা সায়কবিগ্রহম্
অমর্ত্যৈরজিতো যুদ্ধে মর্ত্যোনাসি কথং হতঃ ॥ ২৭

ত্বয়া সাগরসংক্ষোভাৎ বিক্ষোভা শরবৃষ্টিভিঃ
রত্নসর্ব্বস্বহরণং জিত্বা পাশধরঃ কৃতম্ ॥ ২৮

ত্বয়া গৌরবনস্যার্থে মন্দা বর্ষতি বাসবে
সায়কৈর্জলদান্ জিত্বা বলাদ্ বর্ষং প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ২৯

প্রতাপাবনতাঃ সর্ব্বে তব তিষ্ঠন্তি পার্থিবাঃ।
প্রেষয়ন্তো বরাংশ্চাপি রত্নান্যাচ্ছাদনানি চ ॥ ৩০

এবমেবং দেবকল্পস্য পৃষ্টবীর্য্যস্য শত্রুভিঃ।
কথং প্রাপ্তান্তকং ঘোরমীদৃশং ভয়মাগতম্ ॥ ৩১

প্রাপ্তাঃ স্মো বিধবাশব্দং ত্বয়ি নাথে নিপাতিতে
অপ্রমত্তাঃ প্রমত্তেন কৃতান্তেন নিরাকৃতাঃ ॥ ৩২

যদ্যেবং নাথ গন্তব্যং যদি বা বিধৃতা বয়ম্।
বাঙ্মাত্রেণাপি যামীতি বক্তব্যে কঃ পরিশ্রমঃ ॥ ৩৩

প্রসীদ নাথ ভীতাঃ স্ম পাদৌ তে ধাম মূর্দ্ধভিঃ।
অলং দূরপ্রবাসেন নিবর্ত্তস্ব নরাধিপ ॥ ৩৪

অহো বীর কথং শেষে নিষ্প্রভস্তৃণপাংসুষু।
শয়ানস্য হি তে ভূমৌ কথারোহিজতে বপুঃ ॥ ৩৫

কেন সুপ্তপ্রহারোঽয়ং ত্বয়োঽস্মাকমতর্কিতঃ।
প্রহৃতং কেন সর্ব্বাসু নারীষেবং সুদারুণম্ ॥ ৩৬

রুদিতাকুলয়ো নার্য্যো জীবন্ত্যাঃ পরিদেবনম্
কিং বয়ং সতি গন্তব্যো সহ ভর্ত্রা রুদামহে ॥ ৩৭

স্ত্রীর পতি বিনাই থাকা বরং ভাল, কিন্তু স্ত্রীর বীর পতি লাভ হওয়া ভাল নয়। কারণ, সেই বীরগণ স্বর্গলোকের সুন্দরীদিগের প্রিয় হন এবং সেই সুন্দরীরাও এই বীরগণের প্রিয় হয়। ২৪

অহো! যাঁহার দৃষ্টই প্রিয় ছিল, সেই আপনাকে অদৃষ্ট ভাবে সহসা লইয়া গমনকারী কাল আমাদের সকলের অন্তরাত্মার উপর এক সঙ্গে প্রহার করিয়াছে। ২৫

বীরবর! আপনি যুদ্ধে জরাসন্ধের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া যক্ষগণকেও পরাজিত করিয়া এই ভূতলে এক মানুষ মাত্রের দ্বারা কিভাবে নিহত হইলেন? ২৬

ইন্দ্রের সহিত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া যিনি অমরগণের দ্বারাও পরাজিত হন নাই, সে-ই আপনি মরণধর্ম্মা এক মানুষের দ্বারা কি প্রকারে নিহত হইলেন? ২৭

আপনি নিজের বাণসমূহের বর্ষণে পাশধারী বরুণকে পরাজিত করিয়া অক্ষোভ্য মহাসাগরকেও ক্ষুব্ধ করিতে করিতে তাঁহার রত্নরূপী সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। ২৮

একবার ইন্দ্র যখন জল বর্ষণ মন্দ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন আপনি নিজের বাণসমূহের দ্বারা মেঘমণ্ডলকে জয় করিয়া পুরবাসীদিগের হিতের জন্য বলপূর্ব্বক বর্ষা করাইয়াছিলেন। ২৯

ভূমণ্ডলের সমস্ত ভূপালগণ আপনার প্রতাপে নতমস্তক হইয়া থাকিতেন এবং উপহারস্বরূপ আপনার নিকটে বহু মূল্য রত্ন ও বস্ত্র প্রেরণ করিতেন। ৩০

এইভাবে আপনি দেবগণের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন এবং শত্রুরা আপনার বল-পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আপনার উপর এরূপ প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর ভয় কিভাবে আসিল? ৩১

হা নাথ! আপনি নিহত হওয়ায় আমরা 'বিধবা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সর্ব্বদা প্রমাদকে বর্জন করিয়া থাকিতাম, তথাপি মদমত্ত কৃতান্ত আমাদিগকেও ধূলিসাৎ করিয়া দিল। ৩২

নাথ! যদি এইরূপে আপনাকে গমন করিতেই হইবে অথবা আমাদিকে বিধৃত করিতেই হইবে, তবে কেবলমাত্র 'আমি যাইতেছি' এই একটি কথা বলিয়া যাইতে আপনার কি পরিশ্রম হইত? ৩৩

নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন। আমরা ভীতা হইয়া পড়িয়াছি। আপনার চরণদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, নরনাথ! দূর দেশে যাইয়া বা বাস করিয়া কোন লাভ হইবে না। আপনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসুন। ৩৪

বীর! আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি যে, আপনি তৃণ ও ধূলিসমূহের উপর শুইয়া শুইয়া আছেন! এইভাবে শয়ন করিয়া থাকায় আপনার দেহ কেন ব্যথিত হইতেছে না? ৩৫

যেরূপ কেহ নিদ্রিত থাকিবার সময়ে তাহার উপর আঘাত করা হয়, সেইরূপ কে আমাদের উপর এই অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড প্রহার করিল? কোন্ নিষ্ঠুর নারীসকল আমাদের এরূপ নিদারুণ প্রহার করিল? ৩৬

হায়! বিধবা নারী যতকাল জীবিত থাকে, ততকাল

এতস্মিন্নন্তরে দীনা কংসমাতা প্রবেপতী
"ক মে বৎসঃ ক মে পুত্র" ইতি রোরূয়তী ভৃশম্ ॥ ৩৮
সাপশ্যন্নিহতং পুত্রং নিপ্রভং শশিনং যথা।
হৃদয়েন বিদীর্ণেন ভ্রাম্যমাণা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯
পুত্রং সমভিবীক্ষন্তী 'হা হতাস্মী'তি বাশতী।
মুখাদামার্ত্তনাদেন বিললাপ রুরোদ চ ॥ ৪০
সা তস্য বদনং দীনমুৎসঙ্গে পুত্রগৃদ্ধিনী।
কৃত্বা পুত্রেতি কারুণ্যং বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥ ৪১
পুত্র শূরব্রতে যুক্ত জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্দ্ধন
কিমিদং ত্বরিতঃ বৎস প্রস্থানং কৃতবানসি ॥ ৪২
প্রশ্নুতশ্চাতিবিস্তৃতে কিং পুত্র নিলয়ং বিনা
বৎস নৈবংবিধা ভূমৌ শেরতে কৃতলক্ষণাঃ ॥ ৪৩
রাবণেন পুরা গীতঃ শ্লোকোঽয়ং সাধুসম্মতঃ।
বলজ্যেষ্ঠেন লোকেষু রাক্ষসানাং সমাগমে ॥ ৪৪
"এবমুজ্জিতবীর্য্যস্য মম দেবনিঘ তিনঃ।
বান্ধবেভ্যো ভয়ং ঘোরং দুর্নিবার্য্যং ভবিষ্যতি" ॥ ৪৫
তথৈব ত্বং তিলক্ষস্য মম পুত্রস্য ধীমতঃ
ত্বং তিভ্যো ভয়মুৎপন্নং শরীরান্তকরং মহৎ ॥ ৪৬
সা পতিং ভূপতিং বৃদ্ধমুগ্রসেনং বিচেতসম্
উবাচ রুদতী বাক্যং বিবৎসা হরিণী যথা ॥ ৪৭
"এহেহি রাজন্ কুরুষ্বাদ্য পশ্য পুত্রং জনেশ্বরম্।
শয়ানং বীরশয়নে বজ্রাহতমিবাচলম্ ॥ ৪৮
অস্য কুর্ম্মো মহারাজ নির্য্যাণসদৃশীং ক্রিয়াম্।
প্রেতত্বমুপপন্নস্য গতস্য যমসাদনম্ ॥ ৪৯
বীরভোগ্যানি রাজ্যানি বয়ং চাপি পরাজিতাঃ
যচ্ছ বিজ্ঞাপ্যতাং কৃষ্ণঃ কংসসৎকারকারণাৎ ॥ ৫০

তাহাকে বিলাপই করিতে হয়। তাহার অন্তঃকরণ রোদন করিতে থাকে। আমাদের সকলকে ত' পতির সহিত যাইতে হইবে, তবে কেন আমরা রোদন করিতেছি ? ৩৭

এই সময়ের মধ্যে কংসের দুঃখিনী মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থানে আসিলেন এবং 'কোথায় আমার বৎস, কোথায় আমার পুত্র' এরূপ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৮

তিনি প্রভাহীন চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মৃত পুত্রকে এই সময় দেখিলেন। তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া মাতার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ যেন ঘুরিতে লাগিলেন। ৩৯

তিনি তখন পুত্রের মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—হা হতাস্মি—হায়! আমি মরিয়া যাইলাম। তারপর পুত্রবধূগণের আর্ত্তনাদের সহিত নিজেও বিলাপ করিতে ও রোদন করিতে লাগিলেন। ৪০

পুত্রের জীবনকাঙ্ক্ষিণী রাজমাতা কংসের দীন মুখকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তস্বরে 'হা পুত্র' বলিয়া করুণাজনক বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪১

পুত্র! তুমি ত' বীরব্রতধারী ছিলে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে। বৎস! তুমি এত দ্রুত কেন এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে ? ৪২

পুত্র! তুমি কোনও নিলয় (নিবাসস্থান) ব্যতীতই সর্ব্বত্র। ভাবে অনাবৃত স্থানে কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ ? বৎস! তোমার ন্যায় শুভ লক্ষণসম্পন্ন নরপতিগণ ত' এইভাবে ভূমিতে শয়ন করে না। ৪৩

তিন লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই রাবণ প্রাচীনকালে রাক্ষসগণের সমুদায়ের মধ্যে এই সৎপুরুষদিগের দ্বারা সম্মানিত শ্লোক গান করিয়াছিল। ৪৪

আমি এইভাবে বল ও পরাক্রমে বিশেষ ভাবে মণ্ডিত হইয়াছি এবং দেবগণকেও বধ করিতে সমর্থ, তথাপি আমার নিজেরই বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে ঘোর ও অনিবার্য্য ভয় উপস্থিত হইবে। ৪৫

সেইরূপ আমার বুদ্ধিমান্ পুত্র নিজের সজাতীয় বন্ধুগণের উপর দ্রুদ্ধ ছিল, তথাপি তাহার এই বন্ধুগণ হইতেই দেহবিনাশের ভয়ঙ্কর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ৪৬

তিনি নিজের অচেতন বৃদ্ধ পতি উগ্রসেনকে বৎসহীনা হরিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন—ভূপতি মহারাজ! আসুন, আসুন। নিজের পুত্র রাজা কংসকে দেখুন, যে বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতের সদৃশ বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৪৭-৪৮

মহারাজ! এখন আমরা ইহার জন্য মৃত্যুকালোচিত কর্ম্ম করিব; কারণ, সে যমলোকে যাইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪৯

রাজ্যের উপভোগ ত' বীর পুরুষই করিয়া থাকে। আমরা ত' এখন পরাজিত হইয়াছি; অতএব আপনি যাইয়া কৃষ্ণকে জানান যে, কংসের অন্ত্যেষ্টিকার্য্যের ব্যবস্থা করুন। ৫০

মরণান্তানি বৈরাণি নীয়ন্তে প্রেতসংস্থিতিম্ ।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ ৫১
এবমুক্ত্বা পতিং ভোজং কেশানাকৃষ্য দুঃখিতা ।
পুত্রস্য মুখমীক্ষন্তী বিললাপৈব সা ভৃশম্ ॥ ৫২
"ইমাস্তে কিং করিষ্যন্তি ভার্যা রাজন্ সুখোষিতাঃ
যাঃ পতিং সুপতিং প্রাপ্য যা বিপ্রমনোরথাঃ ॥ ৫৩
ইমং তে পিতরং বৃদ্ধং কৃষ্ণস্য বশবর্তিনম্ ।
কথং দ্রক্ষ্যামি শুষ্যন্তং কাসারসলিলং যথা ॥ ৫৪
অহং তে জননী পুত্র কিমর্থং নাভিভাষসে ।
প্রস্থিতো দীর্ঘমধ্বানং পরিত্যজ্য প্রিয়ং জনম্ ॥ ৫৫

শত্রুর মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা থাকে। শত্রু নিহত হইলে পর শত্রুতাও শান্ত হইয়া যাইবে। এখন ইহার প্রেতকার্য্য করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তি আর কি অপরাধ করিতে পারে ? ৫১

নিজের পতি ভোজরাজকে এইরূপ কথা বলিয়া দুঃখিনী রাজমাতা নিজের কেশ টানিতে টানিতে নিম্নরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

রাজন্। সুখে পালিতা তোমার এই ভার্য্যাগণ এখন কি করিবে ? তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পতিপ্রাপ্ত হইয়াও এই বধূগণের সমস্ত মনোরথ নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৫৩

এই তোমার বৃদ্ধ পিতা এখন শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত হইয়া যাইলেন। শুষ্ক পুষ্করিণীর জলের ন্যায় এখন আমি ইঁহাকে পরতন্ত্র অবস্থায় থাকিতে কিরূপে দেখিব ? ৫৪

পুত্র। আমি তোমার জননী। আমার সহিত কেন কথা বলিতেছ না ? আজ নিজের প্রিয়জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি পরলোকের বিশাল পথে কেন প্রস্থান করিলে ? ৫৫

অহো বীরাল্পভাগ্যায়াঃ কৃতান্তেনাভিবর্ত্তিনী ।
আসীচ্ছিন্ন মম সম্পাতো নীয়সে নয়কোবিদঃ ॥ ৫৬
দানমানগৃহীতানি তৃপ্তাস্তেভ্যানি তৈস্তৈঃ ।
রুদন্তি তব ভৃত্যানাং কুলানি কুলসূদন ॥ ৫৭
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল দীর্ঘবাহো মহাবল ।
ত্রাহি দীনং জনং সর্ব্বং পুরমন্তঃপুরং যথা" ॥ ৫৮
রুদতীনাং তৃশার্ত্তানাং কংসস্ত্রীণাং সুবিস্তরম্
জগামাস্তং দিনকরঃ সন্ধ্যারাগেণ রঞ্জিতঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে কংসস্ত্রীবিলাপে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

অহো ! বীর। নীতিকুশল নরপতি তুমি আমার সম্পত্তি ছিলে : কিন্তু সখা সমীপবর্ত্তী কাল আজ তোমাকে অভাগিনী আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইল ॥ ৫৬

কুল (পরিবার)-সমৃদ্ধানের পালক বীর পুত্র। তুমি যাহাদিগকে দান ও মানের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলে, যাহারা তোমার গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, সেই তোমার ভৃত্য-বর্গের কুলস্ত্রীগণ (অথবা ভৃত্যবর্গ সকলে) আজ তোমার জন্য রোদন করিতেছে ॥ ৫৭

নরশ্রেষ্ঠ ! উঠ ! মহাবাহো ! মহাবল বীর। এই দীন ভয়ী লোকসকলকে ও সম্পূর্ণ নগরীকে অন্তঃপুরের সমান রক্ষা কর ॥ ৫৮

অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া কংসের গুণসমূহ স্মরণ করিতে করিতে কংসের স্ত্রীগণ ও মাতার রোদন করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইল এবং সন্ধ্যাকালীন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন ॥ ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কংস-স্ত্রীগণের বিলাপবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন কংসবধায়ানুতাপং কুর্ব্বতা তস্যৌচিত্যস্য সমর্থনম্, শ্রীকৃষ্ণায় সর্ব্বস্বং সমর্প্য কংসস্যান্ত্যেষ্টিসংস্কারং কর্ত্তুং তং প্রতি উগ্রসেনস্যানুরোধঃ, শ্রীকৃষ্ণেনোগ্রসেনায় প্রবোধং প্রদায় রাজ্যে তস্যাভিষেককরণম্, সর্ব্বযাদবৈঃ সহ গত্বা কংসপ্রভৃতীনাম্ অন্ত্যেষ্টিসংস্কারসম্পাদনঞ্চ ;]

বৈশম্পায়ন উবাচ

উগ্রসেনস্তু কৃষ্ণস্য সমীপং দুঃখিতো যযৌ
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তো বিষপীত ইব দ্বিপঃ ॥ ১

স দদর্শ গৃহে কৃষ্ণং যাদবৈঃ পরিবারিতম্
পশ্চাদুত্তাপবান্ভ্রাতুঃ কংসস্য নিধনং বিদন্ ॥ ২

কংসনারীবিলাপাংশ্চ শ্রুত্বা স করুণান্ বহূন্।
গর্হয়ামাস তদ্বাত্মানং তস্মিন্ যাদবসংসদি ॥ ৩

"অহো ময়াতিবালেন রোষান্ধেনানুবর্ত্তিনা।
বৈধব্যং স্ত্রীসহস্রাণাং কংসস্যাস্য বধে কৃতম্ ॥ ৪

কারুণ্যং খলু নারীষু প্রাকৃতস্যাপি জায়তে।
এবমার্ত্তং রুদন্তীষু ময়া ভর্ত্তরি পাতিতে ॥ ৫

পরিদেবিতমাত্রেণ শোকঃ খলু বিধীয়তে
কৃতাস্তস্যানভিজ্ঞানাং স্ত্রীণাং কারুণ্যসম্ভবঃ ॥ ৬

কংসস্য হি বধঃ শ্রেয়ান্ প্রাগেবাভিমতো মম
সত্যানুদ্বেজনীয়স্য পাপেষভিরতস্য চ ॥ ৭

লোকে পতিতবৃত্তস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
অশ্লিষ্টং মরণং শ্রেয়ো ন বিদ্বিষ্টস্য জীবিতম্ ॥ ৮

কংসঃ পাপপরশ্চৈব সাধূনামপ্যসম্মতঃ
ধিক্কৃতপতিতশ্চৈব জীবিতে চাস্য কা দয়া ॥ ৯

স্বর্গে তপোভৃতাং বাসঃ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।
ইহাপি যশসা যুক্তঃ স্বর্গস্থৈরবধার্য্যতে ॥ ১০

যদি স্যুর্নির্বৃতা লোকাঃ স্যাচ্চ ধর্ম্মপরা প্রজাঃ।
নরা ধর্মপ্রবৃত্তাশ্চ ন রাজ্ঞামনয়ঃ স্পৃশেৎ ॥ ১১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে তাহার ঔচিত্য সমর্থন, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কংসের অন্ত্যেষ্টি সংস্কার করিবার জন্য তাঁহার প্রতি উগ্রসেনের অনুরোধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনকে প্রবোধ দানপূর্বক রাজ্যে তাঁহার অভিষেককরণ এবং সমস্ত যাদবগণের সহিত যাইয়া কংস প্রভৃতির অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সম্পাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা উগ্রসেন পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। সেই সময় তিনি এরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন যে, মনে হইতেছিল—তিনি বিষ পান করিয়াছেন। ১

তিনি দেখিলেন—পিতা বসুদেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন এবং কংসের নিধনে মলিনমুখ হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন। ২

তিনি কংসের পত্নীগণের বহুতর করুণাপূর্ণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া সেই যাদবগণের সভায় নিজের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন। ৩

অহো! আমি অত্যন্ত অবিবেকের জন্য রোষবশতঃ কেবল পাপের অনুবর্তন করিয়াছি এবং এই কংসকে বধ করিয়া হাজার স্ত্রীকে বিধবা করিয়া দিয়াছি। ৪

সাধারণ মানুষেরও স্ত্রীগণের উপর দয়াই হয়, কিন্তু আমার দ্বারা নিজেদের পতি নিহত হইলে পর তাহারা যে আর্ত্ত হইয়া রোদন করিতেছে, সেই কংসপত্নীগণের প্রতি কেবল অনুতাপ প্রকাশ করত আমি আমার শোক প্রকাশিত করিতেছি। এই শিশুমতি সরলা স্ত্রীগণের বিলাপ শ্রবণ করিয়া যমরাজেরও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। ৫৬

আমি ত' পূর্ব্বেই এই স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, কংসকে বধ করাই শ্রেষ্ঠ। সে সর্ব্বদা পাপকার্য্যে তৎপর থাকায় সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতেও উদ্বেজনীয় হইয়া গিয়াছিল, সংসারে সদাচার হইতে পতিত হইয়াছিল এবং সকল লোক যাহার প্রতি বিদ্বেষ করিত, এরূপ মন্দবুদ্ধি পুরুষের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। এই মৃত্যুই তাহাকে সকল ক্লেশ হইতে মুক্তি দিতে পারে, জীবিত থাকা নহে। ৭-৮

কংস সর্ব্বদা পাপেই আসক্ত ছিল, সৎপুরুষগণও (তাহাকে দুষ্ট মনে করিয়া) তাহাকে সমাদর করিতেন না এবং সে সকলের ধিক্কার পাইতে পাইতে পতিত হইয়া গিয়াছিল, অতএব তাহার জীবনের উপর আর কি দয়া হইবে? ৯

তপস্বী পুরুষগণের যে স্বর্গলোকে বাস হয়, তাহা তাহাদের পুণ্য কর্ম্মেরই ফল। পুণ্যাত্মা মানুষ এ জগতেও যশস্বী হন এবং স্বর্গবাসী দেবগণও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ১০

যদি সকল লোক সন্তুষ্ট থাকে, সমস্ত প্রজাই ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং সকল মানুষের কেবল ধর্ম্মেই প্রবৃত্তি থাকে, তবে রাজাদিগকে অন্যায় স্পর্শ করিতেও পারে না। ১১

নিগ্রহে দুষ্টবৃত্তীনাং কৃতান্তঃ কুরুতে ফলম্ ।
ইষ্টধর্মেষু লোকেষু কর্ত্তব্যঃ পারলৌকিকম্ ॥ ১১
অতীব দেবা রক্ষন্তি নরং ধর্মপরায়ণম্ ।
কর্ত্তারঃ সুলভা লোকে দুষ্কৃতস্য হি কর্মণঃ ॥ ১২
হতঃ সোঽয়ং ময়া কংসঃ সাধ্বেতদবগম্যতাম্ ।
মূলচ্ছেদঃ কৃতস্তস্য বিপরীতস্য কর্মণঃ ॥ ১৩
তদেষ সান্ত্বাতাং সর্বঃ শোকার্ত্তঃ প্রমদাজনঃ
পৌরাংশ্চ পুর্য্যাং শ্রেণ্যশ্চ সান্ত্বাতাং সর্ব এব হি ॥১৪
এবং ব্রুবতি গোবিন্দে বিবেশাবনতাননঃ ।
উগ্রসেনো যদূন্ গৃহ্য পুত্রবিষয়শঙ্কিতঃ ॥ ১৫
স কৃষ্ণং পুণ্ডরীকাক্ষমুবাচ যদুসংসদি ।
বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা দীনয়া সজ্জমানয়া ॥ ১৭
"পুত্রো নির্যাপিতঃ ক্রোধাত্তীতো যামাং দিশং রিপুঃ ।
স্বধর্ম্মাধিগতা কীর্ত্তির্নাম বিস্রাবিতঃ ভুবি ॥১৮

স্থাপিতঃ সংসু মাহাত্ম্যাং শঙ্কিতা রিপবঃ কৃতাঃ
স্থাপিতো যাদবো বংশো গর্হিতাঃ সুহৃদঃ কৃতাঃ ॥১৯
সামন্তেষু নরেন্দ্রেষু প্রতাপস্তে প্রকাশিতঃ
মিত্রাণি ত্বাং ভজিষ্যন্তি সংশ্রয়িষ্যন্তি পার্থিবাঃ ॥ ২০
প্রকৃতয়োঽনুযাস্যন্তি স্তোষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ ।
সন্ধিবিগ্রহমুখ্যাস্ত্বাং প্রণমিষ্যন্তি মন্ত্রিণঃ ॥ ২১
হস্ত্যশ্বরথসম্পূর্ণং পদাতিগণসঙ্কুলম্
প্রতিগৃহ্যাশ কৃষ্ণেদং কংসস্য বলমব্যয়ম্ ॥ ২২
ধনং ধান্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ বস্ত্রাদ্যাচ্ছাদনানি চ ।
প্রতীচ্ছন্তু নিযুক্তা বৈ ভবীয়াঃ কৃষ্ণ পুরুষাঃ ॥ ২৩
স্ত্রিয়ো হিরণ্যং যানানি যদন্যদ্ বসু কিঞ্চন ।
এবং হি বিধিবদ্ যোগে পর্য্যাপ্তে কৃষ্ণ বিগ্রহে ॥ ২৪
প্রতিষ্ঠিতায়াং মেদিন্যাং যদূনাং শত্রুসূদন
ত্বং গতিশ্চাগতিশ্চৈব যদূনাং যদুনন্দন ॥ ২৫

যদি রাজা এ জগতে দুষ্ট বৃত্তিধারী মনুষ্যগণকে দমন করেন, তবে পরলোকে ধর্মরাজ তাঁহাকে তাঁহারই ফল দান করিয়া থাকেন। সমস্ত লোকগণের মধ্যে ধর্মই (তাহার ফলস্বরূপ সুখ প্রাপ্তিই) অতীষ্ট, সেইজন্য সকল মানুষেরই পরলোকে সুখদায়ক পুণ্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । ১১

দেবগণ ধর্মপরায়ণ মানুষকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন, কারণ, জগতে অধিকতর পাপ কর্মকারীরাই সুলভ হয় । ১২

অতএব আমি যে কংসকে বধ করিয়াছি, তাহা আপনার ভালই হইয়াছে বলিয়া জানিবেন ; কারণ, এরূপ করিয়া আমি তাহার পাপকর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছি । ১৩

সেইজন্য আপনারা এই সব শোকাকুল রমণীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং মথুরাপুরীর নাগরিক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সকল মানুষকেই সান্ত্বনা দান করুন । ১৪

যখন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় রাজা উগ্রসেন অবনত মুখে যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি এই সময় নিজের পুত্র কংসের অপরাধে ভীত ছিলেন । ১৫

তিনি যাদবগণের সেই সভায় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুপূর্ণ দীন, গদ্গদ ও অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিলেন । ১৭

শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি আমার পুত্রের অপরাধের প্রতিশোধ লইয়াছ, নিজের সেই শত্রুকে ক্রোধের সহিত যমলোকে প্রেরিত করিয়াছ, ধর্মানুসারে কীর্তিলাভ করিয়াছ এবং ভূমণ্ডলে নিজের নাম প্রথিত করিয়াছ । ১৮

সৎপুরুষগণের সমক্ষে নিজের মহত্ত্ব স্থাপিত করিয়াছ, শত্রুদিগকে ভীত করিয়াছ, যদুবংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ এবং সুহৃদ্‌বর্গকে হর্ষান্বিত করিয়া তুলিয়াছ । ১৯

সামন্ত রাজাদের মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রকাশিত হইয়াছে, মিত্রগণ তোমার সেবায় উপস্থিত হইবে এবং ভূমণ্ডলের সকল রাজাই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । ২০

প্রকৃতিবর্গ (প্রজা, মন্ত্রী প্রভৃতি) তোমার অনুসরণ করিবে, ব্রাহ্মণগণ তোমার স্তুতি করিবেন এবং সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কার্যে অংশ গ্রহণকারী মন্ত্রিমণ্ডলী তোমাকে প্রণাম করিবেন । ২১

শ্রীকৃষ্ণ ! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যে পরিপূর্ণ কংসের এই অক্ষয় সৈন্যবাহিনী তুমি গ্রহণ কর । ২২

শ্রীকৃষ্ণ ! যাহা কিছু ধন, ধান্য, বস্ত্র ও বস্ত্রাদি কংসের অধিকারে ছিল, তৎসমস্তই তোমার পক্ষের পুরুষগণ নিযুক্ত হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করুক । স্ত্রী, সুবর্ণ, বাহন ও অন্য যাহা কিছু ধন-রত্নাদি আছে, তৎসমস্তও তুমি অধিকার কর ।২৩।

যদুবংশের পক্ষে শাসন যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ! যখন এইভাবে অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিরূপ যোগ সম্পন্ন হইয়াছে, বিগ্রহ (যুদ্ধ-বিবাদ) সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই পৃথিবীর উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এই যাদব আমাদের সকলেরই গতি ও অগতি একমাত্র তুমিই হইয়াছ । ২৪-২৫

শৃণুষ বদতাং বীর কৃপণানামিদং বচঃ
অস্য ত্বৎকোপদগ্ধস্য কংসস্যাশুভকর্ম্মণঃ ॥ ২৬
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ প্রেতকার্য্যং ক্রিয়েত হ
তস্য কৃত্বা নরেন্দ্রস্য বিপরস্যৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ২৭
সমুদ্বোঢ়ঞ্চ সভার্য্যঞ্চ চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ
প্রেতসংকারমাত্রেণ কৃতে বান্ধবকর্ম্মণি ॥
মানুষ্যং লৌকিকং কৃষ্ণ গতাঃ কিল ভবন্তি হি
তস্যাগ্নিং পশ্চিমং কৃত্বা চিতিস্থানে বিধানতঃ
তোয়প্রদানমাত্রেণ কংসস্যানৃণতাং গুরুম্ ॥ ২৯
এতত্তে কৃষ্ণ বিজ্ঞাপ্যং স্নেহোঽত্র ময়ি যুজ্যতাম্
প্রাপ্নোতি সুমহাভীতিং তত্র কৃপণঃ পশ্চিমাং ক্রিয়াম্ "॥ ৩০
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কৃষ্ণ পরমবিস্মিতঃ
প্রত্যুবাচোগ্রসেনং বৈ সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩১
"কালমৃত্যুমিমং তাত তবৈতদ্ যৎ প্রভাষিতম্ ।

বীর! দীনজন আমরা তোমার সম্মুখে যাহা কিছু বলিতেছি,—আমাদের সেই প্রার্থনা তুমি স্বীকার কর। গোবিন্দ! এই পাপকর্ম্মকারী কংস তোমার কোপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ইচ্ছা—তোমারই কৃপাপ্রসাদে ইহার প্রেতকার্য্য আমরা সম্পন্ন করি ॥ ২৬।

এই মৃত নরপতির ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কার পূর্ণ করত আমি নরের পত্নী ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া বনে মৃগদলের সহিত বিচরণ করিব ॥ ২৭।

শ্রীকৃষ্ণ! কথিত আছে যে, মৃত মানুষের প্রেত সংস্কারমাত্র করিলেই তাহার বান্ধবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাতে তাহারা মৃতের লৌকিক ঋণ হইতেও মুক্ত হয় ॥ ২৮

অতএব আমি চিতাস্থানে বিধিপূর্ব্বক কংসের অন্তিম অগ্নি-সংস্কার করত তাহাকে জলাঞ্জলি মাত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি—ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ২৯

হে কৃষ্ণ! ইহাই আমার তোমার নিকট নিবেদন, এ বিষয়ে যদি আমার উপর তোমার স্নেহ প্রকাশ কর। তবে যায়, তাহার উপর অন্তিম সংস্কার করিলে পরই হতভাগ্য মৃত প্রাণী ঋণ গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০

উগ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক উগ্রসেনকে বুঝাইতে বুঝাইতে এই কথা প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ৩১

তাত! আপনি এই যাহা কিছু বলিলেন, তাহাই সময়োচিত হইয়াছে। রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার এই কথা আপনার উত্তম

মনুষ্যং রাজশার্দ্দূল বৃত্তস্য চ কুলস্য চ ॥ ৩২
যৎ ত্বমেবং বিধো ব্রূষে গতেঽর্থে দুরতিক্রমে
প্রাপ্যতে নৃপসৎকারং কংসঃ প্রেতগতোঽপি সন্ ॥ ৩৩
কুলে মহতি তে জন্ম বেদান্ বিদিতবানসি
কথং ন জ্ঞায়তে তাত নিঃস্থিতিস্থিতিক্রমা ॥ ৩৪
স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমানাঞ্চ পার্থিব ।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম কালেন পরিপচ্যতে ॥ ৩৫
ক্রতবস্তোঽর্থবন্তশ্চ দাতারঃ প্রিয়দর্শনাঃ
ব্রহ্মণ্যা নয়সম্পন্না দীনানুগ্রহকারিণঃ ॥ ৩৬
লোকপালসমাস্তে তু মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ ।
ক্ষিতিপালাঃ কৃতান্তেন নীয়ন্তে নৃপসত্তম ॥ ৩৭
ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বভাবজ্ঞাঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ ।
ক্ষত্রধর্ম্মপরা দান্তাঃ কালেন নিধনং গতাঃ ॥ ৩৮
স্বয়মাত্মকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্ ।
প্রাপ্তে কালে তু তৎকর্ম্ম দৃশ্যতে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৩৯

আচার-বিচার ও শ্রেষ্ঠ কুলেরই অনুরূপ হইয়াছে ॥ ৩২

যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এইরূপই হইবার ছিল। দৈবের বিধানকে লঙ্ঘন করা সকলের পক্ষেই দুষ্কর; তথাপি উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন (ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে)। কংস নিহত হইলেও সে আমার দ্বারা রাজোচিত সংকার প্রাপ্ত হইবে (আমি আপনাকে এই কথা প্রত্যয়সহকারেই বলিলাম) ॥ ৩৩

তাত! আপনার মহৎ কুলে জন্ম হইয়াছে, আপনি সকল বেদই জানেন, তথাপি আপনি কেন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, নিয়তিকে (দৈবের বিধানকে) উল্লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য ॥ ৩৪

কৃপাল! স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণিগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্ম কালের দ্বারা পরিপক্ক হয় অর্থাৎ তাহাদিগকে তত্তাত্তৎ ফল প্রাপ্তি করায় ॥ ৩৫

তাত! নৃপশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা বেদযজ্ঞে বিদ্বান্, ধনবান্, দাতা, প্রিয়দর্শন (সুন্দর), ব্রাহ্মণভক্ত নীতিমান্, দীনজনের উপর অনুগ্রহকারী, লোকপালদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজা, তাঁহাদিগকেও কাল লইয়া যায় ॥ ৩৬-৩৭

যাঁহারা ধার্ম্মিক, সর্ব্ববিধ ভাবজ্ঞদিগের জ্ঞাতা, প্রজাপালনে তৎপর, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তাঁহারাও কালের দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৮

স্বয়ং নিজ কৃত যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম, তাহাই সময় আসিলে পর সমস্ত দেহধারিগণের সম্মুখে সুখ-দুঃখ রূপে দৃষ্ট হয় ॥ ৩৯

এষা হ্যন্তর্হিতা মায়া দুর্বিজ্ঞেয়া সুরৈরপি।
যয়ায়ং মুহ্যতে লোকো হ্যত্র কর্ম্মৈব কারণম্ ॥ ৪০
কালেনাভিহতঃ কংসঃ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রচোদিতঃ।
ন ত্বহং কারণং তত্র কালঃ কর্ম্ম চ কারণম্ ॥ ৪১
সূর্য্য-সোমময়ং তাত কৃৎস্নং স্থাবর-জঙ্গমম্।
কালেন নিধনং গত্বা কালেনৈব চ জায়তে ॥ ৪২
স কালঃ সর্ব্বভূতানাং নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি কালস্য বশগানি বৈ ॥ ৪৩
স্বদোষেণৈব দগ্ধস্ত্বং নৃনোত্তব নরাধিপ
নাহং বৈ কারণং তত্র কালস্তত্র চ কারণম্ ॥ ৪৪
অথবাহং ভবিষ্যামি কারণং নাত্র সংশয়ঃ।
পরায়ণপরঃ কালঃ কিং করিষ্যত্যকারণঃ ॥ ৪৫
কালস্তু বলবান্ রাজন্ দুর্বিজ্ঞেয়া হি সা গতিঃ
পরাবরবিশেষজ্ঞা যাং যান্তি সমদর্শিনঃ ॥ ৪৬

গতিঃ কালস্য সা যেন সর্ব্বং কালস্য গোচরম্
ব্রবীমি যদহং তাত তদনুষ্ঠীয়তাং বচঃ ॥ ৪৭
ন হি রাজ্যেন মে কার্য্যং নাপ্যহং নৃপ কাঙ্ক্ষিতঃ
ন চাপি বাক্যানুরোধেন ময়া কংসো নিপাতিতঃ ॥ ৪৮
কিন্তু লোকহিতার্থায় কীর্ত্ত্যর্থঞ্চ সুতস্তব
বান্ধবৈঃ কুলসান্ত্যর্থং সানুজো বিনিপাতিতঃ ॥ ৪৯
অহং স এব গোমধ্যে গোপৈঃ সহ বনেচরঃ
প্রীতিমান্ বিচরিষ্যামি কামচারী যথা সুখঃ ॥ ৫০
এতাবচ্ছ্রুতশোঽপোবং মতোনৈতদ্ ব্রবীমি তে।
ন মে কার্য্যং নৃপত্বেন বিজ্ঞাপ্যং ক্রিয়তামিদম্ ॥ ৫১
ভবান্ রাজ্যায় মান্যো মে যদূনামগ্রণীঃ প্রভুঃ
বিজ্ঞাপ্যাভিষিচ্যাশু স্বরাজ্যে নৃপসত্তম ॥ ৫২
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্য্যং যদি বা নাস্তি তে ব্যথা
নয়া নিসৃষ্টং রাজ্যং স্বং চিরায় প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৩

ইহা শ্রীভগবানের অনুগতরূপে স্থিতা মায়া, যাহার দ্বারা জগৎ মোহিত হইয়া যায় এবং এই মায়ার রহস্য জানা দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। বাস্তবে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিতে কর্ম্মই কারণ মানুষ যে ইহাতে চিন্তিত ও ব্যথিত হয়, তাহা মায়াজনিত মোহই)। ৪০

কংস নিজের পূর্ব কর্মসমূহে প্রেরিত হইয়াই কালের দ্বারা নিহত হইয়াছে। আমি উহাতে কারণ নহি; পরন্তু কাল ও কর্ম্মই কারণ ॥ ৪১

তাত! এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সূর্য্য ও সোমময় (অন্ন-ভোজ্যাত্মক)। উহা কালের দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কালেরই দ্বারা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪২

সেই কালই সমস্তপ্রাণিগণের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে তৎপর আছে। অতএব সমস্ত ভূতই কালের বশীভূত ॥৪৩

নরনাথ! আপনার পুত্র নিজেরই দোষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর কারণ আমি নই, কাল। ৪৪

অথবা আমি ইহাতে নিমিত্ত কারণ হইতে পারি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই; যেহেতু অন্য নিমিত্তসমূহের আশ্রয় গ্রহণকারী কাল একাকীই বা কি করিতে পারে? ৪৫

রাজন! কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। কাল হইতে পরে যে মোক্ষরূপা গতি, তাহা দুর্বিজ্ঞেয়া, পর ও অপরের (পুরুষ ও প্রকৃতির) পার্থক্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ সমদর্শী পুরুষগণই সেই গতি প্রাপ্ত হন। ইহাই কালের পরমগতি, যাহার দ্বারা সব কিছুই কালের অধীন বলিয়া প্রতীত হয়। ৪৬-৪৭

তাত! এখন আমি যাহা কিছু বলিতেছি, আমার কথিত সেই কার্য্য আপনি পালন করুন। হে নৃপ! আমার রাজ্যে কোনও প্রয়োজন নাই। আমি রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করি নাই এবং রাজ্যের লোভে আমি কংসকে বিনাশও করি নাই। ৪৮-৪৯

আমি তা কেবল লোকহিতের জন্য এবং কীর্ত্তির জন্যই ভ্রাতার সহিত আপনার পুত্রকে বিনাশ করত নৃপাস্তিত করিয়াছি, যে এই কুলের বিকৃত অঙ্গ ছিল। ৪৯

আমি সে-ই বনেচর হইয়াই গোগণের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ মনে সেইভাবে বিচরণ করিব, যেরূপ ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী সুখী জন স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করে। ৫০

আমি সত্যের শপথ লইয়া এই কথা শত শত বার এইরূপ বলিতেছি যে, আমার রাজ্যে কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি এই কথা সকলের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিন। ৫১

আপনি যদুবংশীয়গণের অগ্রগণ্য প্রভু এবং আমারও পক্ষে মাননীয়, অতএব আপনিই রাজা হউন। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার রাজ্যে নিজেকে অভিষেক করান, আপনার জয় হউক। ৫২

যদি আপনি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চান অথবা যদি আপনার মনে আমার প্রতি কোনও ব্যথা না থাকে, তবে আমার দ্বারা প্রত্যর্পিত এই রাজ্যকে আপনি দীর্ঘকালের জন্য গ্রহণ করুন। ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নোত্তরং প্রত্যভাষত।
ব্রীড়িতাধোমুখং তং তু রাজানং যদুসংসদি
অভিষেকেন গোবিন্দো যোজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৫৪
স বদ্ধমুকুটঃ শ্রীমানুগ্রসেনো মহাদ্যুতিঃ।
চকার সহ কৃষ্ণেন কংসস্য নিধনক্রিয়াম্ ॥ ৫৫
তং সর্বে যাদবা মুখ্যা রাজানং কৃষ্ণশাসনাৎ।
অনুজগ্মুঃ পুরীমার্গে দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥ ৫৬
রক্তস্যাং তু নিবৃত্তায়াং ততঃ সূর্যো বিরাজিতে।
পশ্চিমং কংসসংস্কারং চক্রুস্তে যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ৫৭
শিবিকায়ামথারোপ্য কংসদেহং যথাক্রমম্।
নৈষ্টিকেন বিধানেন চক্রুস্তে কংসসংক্রিয়াম্ ॥ ৫৮
স নীতো যমুনাতীরমুত্তমং নৃপতেঃ সুতঃ।
সংকৃতশ্চ যথান্যায়ং নৈষ্টনেন চিতাগ্নিনা ॥ ৫৯
তথৈব ভ্রাতরং চাস্য সুনামানং মহাদ্যুতিম্।
সংস্কারং লম্ভয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেন যাদবাঃ ॥ ৬০
তাভ্যাং তে সলিলাং চক্রুর্বৃষ্ণ্যন্ধকপুরোগমাঃ।
"অক্ষয়্যং চাস্তু প্রেতেভ্যো" ভাষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬১
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য দশ কোটীস্তথা হরিঃ
গাবো বস্ত্রাণি বাসাংসি গ্রামান্নগরসন্নিভান্ ॥ ৬২
দদৌ কংসং সমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণেভ্যো নৃপোত্তমঃ।
"অক্ষয়ং চাপি বিপ্রেভ্যো" ভাষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩
তয়োস্তে সলিলং দত্ত্বা যাদবা দীনমানসাঃ।
পুরস্কৃত্যোগ্রসেনং বৈ বিবিশুর্মথুরাং পুরীম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি উগ্রসেনাভিষেক-কংসসংস্কারকথনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করত উগ্রসেন কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি লজ্জিত হইয়া সেই যাদবসদনের সভায় অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময় ধর্মজ্ঞ গোবিন্দ রাজা উগ্রসেনকে যাদবগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ৫৪

মস্তকে মুকুট ধারণ করত মহাতেজস্বী শ্রীমান্ রাজা উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসের অন্ত্যেষ্টি সংস্কার করিলেন। ৫৫

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সমস্ত মুখ্য মুখ্য যাদবগণ মথুরাপুরীর রাজপথে রাজা উগ্রসেনের সেইভাবে অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ৫৬

যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া সূর্যদেব উদিত হইলেন, সেই সময় শ্রেষ্ঠ যাদবগণ মিলিত হইয়া কংসের অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারের উদ্যোগ করিলেন। ৫৭

তাঁহারা সকলে কংসের দেহকে শিবিকায় রাখিয়া ক্রমশঃ অন্ত্যেষ্টি-কর্মের বিধানানুসারে তাহার দাহসংস্কার করিলেন। ৫৮

রাজকুমার কংসের শবদেহ প্রথমে যমুনার উত্তম তীরে লইয়া যাওয়া হইল, তারপর যথোচিত রীতিতে মৃত্যুকালিক চিতাগ্নির দ্বারা সাদরে তাহার অন্ত্যেষ্টি-সংস্কার করা হইল। ৫৯

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত যাদবগণ কংসের ভ্রাতা মহাবাহু সুনামারও দাহসংস্কার করিলেন। ৬০

বৃষ্ণি ও অন্ধকাদি কুলজাত ব্যক্তিগণ সকলে এই দুই ভ্রাতা কংস ও সুনামার উদ্দেশে জলদান (তর্পণ) করিলেন এবং বারংবার বলিতে লাগিলেন—এই জল প্রেতগণের পক্ষে অক্ষয় হউক। ৬১

শ্রীহরি ও নৃপশ্রেষ্ঠ উগ্রসেন শ্রাদ্ধে কংসের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা, বহু সংখ্যক গো, বস্ত্র, বস্ত্র ও নগরতুল্য বহু গ্রাম দান করিলেন এবং বারংবার ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিলেন—ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত আমাদের এই দান স্বর্গস্থ আত্মার পক্ষে অক্ষয় হউক। ৬২-৬৩

এইভাবে কংস ও সুনামার উদ্দেশে জলদান করত যাদবগণ দীনচিত্তে রাজা উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া মথুরানগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে উগ্রসেনের অভিষেক ও কংসের অন্ত্যেষ্টিসংস্কার-কথনবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[গুরু সান্দীপনি-মুনিসকাশং গত্বা শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বিদ্যাধ্যয়নম্, গুরুদক্ষিণারূপেণ গুরোর্মৃত-পুত্রং গুরবে প্রদায় মথুরাপুর্যাং প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

সঙ্কর্ষণস্তত্র বলবান্ রৌহিণেয়েন সঙ্গতঃ
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥ ১

প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া বলম্।
চচার মথুরাং বীরঃ স রত্নাকরভূষণাম্ ॥ ২

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মতিমন্তৌ নরেশ্বরৌ।
গুরুং সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তিপুরবাসিনম্ ॥ ৩

ধনুর্বেদচিকীর্ষার্থমুভৌ তাবভিজগ্মতুঃ
নিবেদ্য গোত্রং স্বাধ্যায়মাচারেণাভালঙ্কৃতৌ ॥ ৪

তত্রস্থৌ নিয়তাহারাবুভৌ রাম-জনার্দ্দনৌ
প্রতিজগ্রাহতুর্বিদ্যাঃ প্রাপ্যাচ্ছ কেবলাঃ ॥ ৫

তৌ চ শ্রুতিধরৌ বীরৌ যদ্যদ্যৎ প্রতিপদ্যতাম্
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সাঙ্গবেদমধীয়তাম্ ॥ ৬

চতুষ্পাদং ধনুর্বেদং শস্ত্রগ্রামং সসংগ্রহম্।
অচিরেণৈব কালেন গুরুস্তাবভ্যশিক্ষয়ৎ ॥ ৭

অতীবমানুষীং মেধাং চিন্তয়িত্বা তয়োর্গুরুঃ।
মেনে তাবাগতৌ বালৌ দেবৌ ভ্রুব-দিবাকরৌ ॥ ৮

দদর্শ চ মহাত্মানাবুভৌ তাবপি পর্ব্বসু।
পূজয়ন্তৌ মহাদেবং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৯

গুরুঃ সান্দীপনিং কৃষ্ণঃ কৃতকৃত্যোঽভ্যভাষত।
গুরবেঽর্থং বিধৎস্বেতি রামেণ সহ ভারত ॥ ১০

তয়োঃ প্রভাবং স জ্ঞাত্বা গুরুঃ প্রোবাচ হৃষ্টবান্।
পুত্রমিচ্ছামহং বব্রুং যো মৃতো লবণাম্ভসি ॥ ১১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

গুরু সান্দীপনি-মুনির নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাধ্যয়ন এবং গুরুদক্ষিণারূপে গুরুর মৃত পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রদান করতে মথুরাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত যাদবগণে পরিপূর্ণ সেই মথুরা পুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ১

তাঁহার দেহ যৌবনপ্রাপ্ত হইল। এই বীর শ্রীকৃষ্ণ রাজ-শ্রীতে দেবোপমান হইয়া রত্নরাশিময় আভরণে বিভূষিত মথুরাপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে অবন্তিপুর (উজ্জয়িনী)-নিবাসী কাশ্যদেশজাত গুরু সান্দীপনির নিকট গমন করিলেন ॥৩

এই দুই ভ্রাতা সেস্থানে ধনুর্বেদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য গিয়াছিলেন। ইঁহারা নিজেদের গোত্রের পরিচয় দান করত গুরুকুলের আচারের দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করিয়া স্বাধ্যায় করিতে লাগিলেন ॥৪

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই গুরুসেবায় নিরত ছিলেন এবং নিজেদের অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্রভাব করিয়াছিলেন। কাশ্যদেশজাত গুরু সান্দীপনি ইঁহাদের দুইজনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৫

এই দুই বীর শ্রুতিধর ছিলেন—কোনও বিষয় একবার শ্রবণ করিবামাত্রই তাহা গ্রহণ করিতেন, অতএব ইঁহারা যথাযথ ভাবে বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। চৌষট্টি দিন-রাত্রিতে তাঁহারা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ সহ সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিয়া লইলেন ॥ ৬

গুরুদেব অল্পকালের মধ্যেই দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ —এই চারি পাদযুক্ত ধনুর্বেদ এবং রহস্যসহ সমস্ত অস্ত্রসমূহের শিক্ষা তাঁহাদের প্রদান করিলেন ॥ ৭

ইঁহাদের অত্যন্ত অলৌকিক বুদ্ধির বিচার করত গুরু সান্দীপনি ইহা মনে করিলেন যে, সাক্ষাৎ চন্দ্রদেব ও সূর্য্যদেব এই দুই বীরের রূপে আমার নিকট আসিয়াছেন। ৮

তিনি পূর্ব্বকালসমূহে এই দুই মহাত্মাকে অর্ক্ষাবিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত দেবশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক পূজা করিতে দেখিলেন। ৯

ভরতবংশধর জনমেজয়! বিদ্যাশিক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গুরু সান্দীপনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবন্! আপনার গুরুদক্ষিণারূপে আমরা কি প্রদান করিব? ১০

ইঁহাদের উভয়ের প্রভাব জানিয়া সান্দীপনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—আমার যে পুত্র লবণসমুদ্রের জলে ডুবিয়া নিহত হইয়াছে, তাহাকে আনিয়া তোমরা প্রদান কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। ১১

পুত্র একোঽপি মে জাতঃ স চাপি ত্রিদিনা হৃতঃ।
প্রভাসে তীর্থযাত্রায়াং তং মে ক্ষিপ্রং পুনরানয়” ॥ ১২
তথেত্যুবাচ তং কৃষ্ণো রামস্যানুমতে স্থিতঃ।
গত্বা সমুদ্রং তেজস্বী বিবেশাম্ভর্জলং হরিঃ ॥ ১৩
সমুদ্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দর্শয়ামাস তং তদা
তমাহ কৃষ্ণঃ ‘কাসৌ ভোঃ পুত্রঃ সান্দীপনেরিতি ॥ ১৪
সমুদ্রঃ প্রত্যুবাচেনং দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্
ত্রিদিংরূপেণ তং বালং গ্রস্তবানিতি মাধব ॥ ১৫
স পঞ্চজনমাসাদ্য জঘান পুরুষোত্তমঃ
ন চাসসাদ তং বালং গুরুপুত্রং তদাচ্যুতঃ ॥১৬
স তু পঞ্চজনং হত্বা শঙ্খং লেভে জনার্দনঃ।
যস্তু দেবমনুষ্যেষু পাঞ্চজন্য ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৭
ততো বৈবস্বতপুরং জগাম পুরুষোত্তমঃ।
ততো যমোঽভ্যুপাগম্য ববন্দে তং গদাগ্রজম্ ॥ ১৮

আমার একটি পুত্রই জন্মিয়াছিল। সেও তীর্থযাত্রার সময় প্রভাসক্ষেত্রে তিমি মৎস্যের দ্বারা জলে বিনষ্ট হইয়া নিহত হয়। সেই পুত্রকে তোমরা পুনরায় আনিয়া দাও ॥ ১২

তখন বলরামের অনুমতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ উহাকে বলিলেন —তাহাই হইবে। তারপর সেই তেজস্বী শ্রীহরি সমুদ্রের তীরে যাইয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৩

সেই সময় সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিজের রূপ দর্শন করাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন—হে সমুদ্র! সান্দীপনি মুনির পুত্র কোথায় আছে? ১৪

সমুদ্র উত্তরে বলিলেন—মাধব। পঞ্চজন নামক এক মহাদৈত্য তিমি রূপ ধারণ করত তাহাকে গ্রাস করিয়াছে ॥ ১৫

তখন স্ব-মহিমা হইতে অবিচ্যুত ভগবান্ পুরুষোত্তম পঞ্চজনের নিকট গমন করত তাহাকে বধ করিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে সেই বালক গুরুপুত্রকে পাইলেন না ॥ ১৬

পঞ্চজনকে বধ করিয়া ভগবান্ জনার্দন এক শঙ্খ লাভ করিলেন, যাহা দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত ॥ ১৭

তদনন্তর ভগবান্ পুরুষোত্তম সূর্যপুত্র যমের পুরীতে গমন করিলেন। তখন যম আসিয়া অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৮

তমুবাচাথ বৈ কৃষ্ণো ‘গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্’
তয়োস্তত্র তদা যুদ্ধমাসীদ্ ঘোরতরং মহৎ ॥ ১৯
ততো বৈবস্বতং ঘোরং নির্জিত্য পুরুষোত্তমঃ।
আদদাদ চ তং বালং গুরুপুত্রং তদাচ্যুতঃ ॥ ২০
আনিনায় গুরোঃ পুত্রং চিরং নষ্টং যমক্ষয়াৎ।
ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ প্রভাবাদমিতৌজসঃ ॥ ২১
দীর্ঘকালগতঃ প্রেতঃ পুনরাসীচ্ছরীরবান্
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা সুমহদদ্ভুতম্ ॥ ২২
সর্বেষামেব ভূতানাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত।
স গুরোঃ পুত্রমাদায় পাঞ্চজন্যশ্চ মাধবঃ।
রত্নানি চ মহার্হাণি পুনরাদায়াগমৎ প্রভুঃ ॥ ২৩
রাক্ষসৈস্তস্য রত্নানি মহার্হাণি বসূনি চ
আনায্যাবেদয়ামাস গুরবে বাসবানুজঃ
গদাপরিঘযুদ্ধেষু সর্বাস্ত্রেষু চ তাবুভৌ
অচিরাদ্ভ্রাতরৌ প্রাপ্তৌ সর্বলোকে ধনুর্ধরৌ ॥ ২৪

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—গুরুপুত্রকে প্রদান কর। (কিন্তু যম তাহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না)। তখন সেখানে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মহা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১৯

তারপর ভয়ানক যমরাজকে পরাজিত করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম অচ্যুত সেই বালক গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন ॥২০

যে বহুকাল পূর্বে নিহত হইয়াছিল, সেই গুরুপুত্রকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমলোক হইতে লইয়া আসিলেন। এই অমিততেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে দীর্ঘকাল যাবিয়া মৃত সান্দীপনি মুনির পুত্র পুনরায় শরীর ধারণ করত জীবিত হইয়া উঠিল ॥ ২১?

যে কার্য করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে, সেই অচিন্তনীয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যেই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল ॥ ২২?

জগৎপতি মাধব (মা-লক্ষ্মী ও ধব-স্বামী অতএব মাধব পদের দ্বারা লক্ষ্মীপতি বুঝায়)। শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও বহুমূল্য অন্যান্য রত্নরাশি লইয়া পুনরায় সেখানে (গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন) ॥ ২৩

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বহুসংখ্যক বহুমূল্য রত্নরাশি যমকিঙ্কর রাক্ষসগণের দ্বারা আনাইয়া গুরু সান্দীপনি মুনিকে নিবেদন করিলেন ॥ ২৪

দুই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ গদা এবং পরিঘের যুদ্ধে ও

ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ তত্রপঞ্চজনং তদা।
প্রাদাৎ কৃষ্ণঃ প্রতীতাত্মা সহ রত্নৈরুদারধীঃ ॥ ২৬
চিরনষ্টেন পুত্রেণ কাল্যঃ স সান্দীপিস্তদা।
সমেতো মুমুদে রাজন্ পূজয়ন্ রাম-কেশবৌ ॥ ২৭
কৃতাস্ত্রৌ তাবুভৌ বীরৌ গুরুনামন্ত্র্য সুব্রতৌ।
আয়াতৌ মথুরাং তূর্ণো বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২৮
ততঃ প্রত্যুদযুঃ সর্বে যাদবা যত্নসঙ্গতৌ
সবলা হৃষ্টমনস উগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ২৯
শ্রেণ্যঃ প্রকৃতয়শ্চৈব মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ
সবাল-বৃদ্ধা সা চৈব পুরী সমভিবর্ত্তত ॥ ৩০
নন্দিতূর্যাণ্যবাদ্যন্ত তুষ্টুবুশ্চ জনার্দ্দনম্
রথ্যা পতাকামালিন্যো ভ্রাজন্তে স্ম সমন্ততঃ ॥ ৩১
প্রহৃষ্টমুদিতঃ সর্ব্বমন্তঃপুরমশোভত
গোবিন্দাগমনেঽত্যর্থং যথৈবেন্দ্রমহে তথা ॥ ৩২

সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় সত্বর প্রাধান্য লাভ করিলেন। সম্পূর্ণ লোক-সকলের মধ্যে, ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইলেন। ২৫

উদারবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সান্দীপনি মুনির পুত্রকে সেই রূপ ও বয়সেই রত্নরাশি সহ তাঁহার নিকট প্রদান করিলেন। ২৬

রাজন্! কাশীদেশজাত সান্দীপনি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে হৃত নিজের পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ২৭

উত্তম ব্রতপালনকারী সেই দুই বীর বসুদেবপুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা লাভ করত গুরুদেবের আজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মথুরাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ২৮

সেই সময় উগ্রসেনাদি সমস্ত যাদবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া সৈন্যসহ সেই দুই যদুনন্দন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ২৯

ব্যবসায়ীরা, প্রজাবর্গ, মন্ত্রিমণ্ডল, পুরোহিতবৃন্দ, বালক ও বৃদ্ধগণসহ সম্পূর্ণ নগরীই (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিবার জন্য) সমবেত হইল। ৩০

আনন্দসূচক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সকল মানুষই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিল এবং মথুরাপুরীর সকল পথই ধ্বজ-পতাকাসমূহে চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল। ৩১

গোবিন্দের শুভাগমনে ইন্দ্রোৎসবের ন্যায় সম্পূর্ণ নগর ও অন্তঃপুর অত্যন্ত হর্ষ এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে এই সবের শোভা বর্দ্ধিত হইল। ৩২

মুদিতাশ্চাথ গায়ন্তি রাজমার্গেষু গায়কাঃ
তত্রাসীৎ প্রথিতা গাথা যাদবানাং প্রিয়ঙ্করা ॥ ৩৩
গোবিন্দ-রামৌ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ লোকবিশ্রুতৌ
যে পুরে নির্ভয়াঃ সর্ব্বে ক্রীড়ধ্বং সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৩৪
ন তত্র কশ্চিদ্দীনো বা মলিনো বা বিচেতনঃ।
মথুরায়ানভূদ্ রাজন্ গোবিন্দে সমুপস্থিতে ॥ ৩৫
বয়াংসি সাধুবাক্যানি প্রহৃষ্টা গো-হয়-দ্বিপাঃ
নরনারীগণাঃ সর্ব্বে তেজিরে মনসঃ সুখম্ ॥ ৩৬
শিবশ্চ বাতাঃ প্রববুর্বিরজস্কা দিশো দশ
দৈবতানি চ হৃষ্টানি সর্ব্বেষ্বায়তনেষু চ ॥ ৩৭
যানি লিঙ্গানি লোকস্য চাসন্ কৃতযুগে পুরা
তানি সর্ব্বাণ্যদৃশ্যন্ত পুরীং প্রাপ্তে জনার্দ্দনে ॥ ৩৮
ততঃ কালে শিবে পুণ্যে সুলগ্নেনারিমর্দ্দনঃ
হরিযুক্তেন গোবিন্দো বিবেশ মথুরাং পুরীম্ ॥ ৩৯

রাজপথসমূহে বহু গায়ক আনন্দিত হইয়া গান করিতে লাগিল। সেই সময় যাদবগণের প্রিয়কারক এই প্রসিদ্ধ গাথা সর্ব্বদিকে শুনা যাইল—নাগরিকগণ! বিশ্ববিশ্রুত বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভ্রাতা মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন তোমরা সকলে নির্ভয় হইয়া নিজ নগরে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ক্রীড়া কর। ৩৩-৩৫

রাজন্! গোবিন্দ মথুরায় উপস্থিত হইলে পর সেখানে না কেহ দীন ছিল, না মলিন ছিল এবং না কেহ চেতনাশূন্য (জ্ঞানহীন—মূর্খ) ছিল। ৩৫

পক্ষিগণ সুমধুর কলরব করিতেছিল। গো, অশ্ব ও হস্তীরা হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল এবং নর-নারীগণ সকলেই মনে মনে সুখ অনুভব করিতে লাগিল। ৩৬

শীতল সুরভি বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দশ দিক্ ধূলিহীন হইল এবং সকল মন্দিরেই দেবগণ আনন্দিত হইলেন। ৩৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর সেখানে সেই সব চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, যে সব চিহ্ন পুরাকালে সত্যযুগে প্রকটিত হইয়াছিল। ৩৮

তদনন্তর মঙ্গলময় পুণ্যকালে শুভলগ্নে ভগবান্ গোবিন্দ অশ্বযোজিত রথে উপবেশন করত তাহার দ্বারা মথুরাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩৯

বিশন্তঃ মথুরাং রম্যাং তমুপেন্দ্রমরিন্দমম্
অনুজগ্মুর্বৃষ্ণিগণাঃ শক্রং দেবগণা ইব ॥ ৪০
বসুদেবস্য ভবনং তত্তস্তৌ যদুনন্দনৌ
প্রবিষ্টৌ শুষ্টবদনৌ চন্দ্রাদিত্যাবিবাচলম্ ॥ ৪১
পরেণ তেজসোপেতৌ সুরেন্দ্রাবিব রূপিণৌ
তাবাযুধানি বিন্যস্য গৃহে স্বে স্বৈরচারিণৌ ॥ ৪২
মুমুদাতে যদুবরৌ বসুদেবসুতাবুভৌ
উদ্যানেষু বিচিত্রেষু ফলপুষ্পাবনামিষু ॥ ৪৩

চেরতুঃ সুমহাস্থানৌ যাদবৈঃ পরিবারিতৌ
রৈবতস্য সমীপেষু সরিৎসু বিমলাসু চ ॥৪৪
পদ্মপত্রবিশুদ্ধাসু কারণ্ডবযুতাসু চ
এবং ভাবৈকনির্ম্মাংসৌ মথুরায়াং তদানয়ৌ
উগ্রসেনানুগৌ ভূত্বা কঞ্চিৎ কালং মুমোদতুঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রামকৃষ্ণ-প্রত্যাগমনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

রমণীয় মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় সমস্ত যাদবগণ সেই শক্রসদৃশ উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন। ৪০

তদনন্তর যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন সেই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় ইঁহাদের মুখ হর্ষোল্লাসে পূর্ণ ছিল এবং ইঁহারা মেরুপর্ব্বতে গমনকারী চন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। এই মহাতেজোযুক্ত ও দেবেন্দ্রতুল্য মনোহর রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অস্ত্রসমূহকে নিজ গৃহে রাখিয়া সেই পুরীতে যেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

বসুদেবের এই দুই পুত্র যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ফল এবং পুষ্পসমূহের ভারে অবনত বিচিত্র উদ্যানসকলে সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৩

যাদবগণে পরিবৃত এই দুই মহাত্মা রৈবতক পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী প্রদেশসমূহে এবং বর্দ্ধিত পদ্মপত্রসকলে পরিপূর্ণ ও কারণ্ডব পক্ষিগণের কলরবে মুখরিত নির্ম্মল নদীসমূহের তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৪৪

এই দুই ভ্রাতা একই তত্ত্বে নির্ম্মিত ছিলেন অর্থাৎ একই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা এই দুইরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই মুখ অতিশয় সুন্দর ও মঙ্গলকারী ছিল। ইঁহারা কিছুকাল পর্য্যন্ত উগ্রসেনের অনুসরণ করিতে করিতে মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিলেন। ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিশালসৈন্যবাহিনীদ্বারা জরাসন্ধেন মথুরাপুর্য্যা অবরোধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স কৃষ্ণস্তত্র সম্বিতো রৌহিণেয়েন সঙ্গতঃ।
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥ ১
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া বিভুঃ।
চচার মথুরাং প্রীতঃ স বনাকরভূষণাম্ ॥ ২

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা রাজগৃহেশ্বরঃ।
শুশ্রাব নিহতং কংসং দুহিতৃভ্যাং মহীপতিঃ ॥ ৩
ততো নাতিচিরাৎ কালাজ্জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
আজগাম মহতা বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরাপুরী অবরোধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণে পরিপূর্ণ সেই মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার শ্রীবিগ্রহ তখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রভাবান্ রাজোচিত শোভায় সুশোভিত হইয়া বনপ্রান্তে বিচরিত মথুরাপুরীতে প্রসন্নভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ১-২

কিছুকাল পরে রাজগৃহের অধিপতি ভূপতি রাজা জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যার নিকট হইতে শুনিলেন যে, কংস নিহত হইয়াছে। ৩

এই দুঃখদায়ক সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী জরাসন্ধ অল্পকালের মধ্যেই রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি, পণ্য-প্রাপ্ত (বিক্রয়-যোগ্য অন্ন) ও আপণিক (বিক্রেতা ব্যবসায়ী)—এই ছয় অঙ্গ

জিঘাংসুর্হি যদূন্ ক্রুদ্ধঃ কংসস্যাশ্চিন্তিং স্মরন্
অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে ভার্যে ভরতসত্তম ॥ ৫
জরাসন্ধস্য কাল্যাণ্যৌ শীনশ্রোণি-পয়োধরে
উভে কংসস্য তে ভার্যে প্রাদাদ্ বার্হদ্রথো নৃপঃ ॥ ৬
স তাভ্যাং মুমুদে রাজা বন্ধুভিঃ পিতরমাহবম্
সমাশ্রিত্য জরাসন্ধমনাদৃত্য চ যাদবান্
শূরসেনেশ্বরো রাজা যদা তে বহবঃ শ্রুতাঃ
জ্ঞাতিকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমুগ্রসেনহিতে রতঃ
বসুদেবোঽভবদ্বিত্যঃ কংসো ন মনুষে চ তম্ ॥ ৮
তাভ্যাং-কৃষ্ণৌ সমাশ্রিত্য হতে কংসে দুরাত্মনি
উগ্রসেনোঽভবদ্রাজা ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকৈর্বৃতঃ ॥ ৯
দ্বিতীয়াভ্যাং জরাসন্ধঃ প্রিয়াভ্যাং বলবান্ নৃপঃ
নোদিতো বীরপত্নীভ্যামুপায়াদ্ মথুরাং ততঃ ॥ ১০

সহ নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মথুরা-পুরীতে আসিলেন অর্থাৎ মথুরাপুরী আক্রমণ করিলেন। তিনি কংসের সম্মানের কথা মনে রাখিয়া তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের জন্য কুপিত হইয়া সমস্ত যাদবগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ৪।

নৃপ জনমেজয়! মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা ছিল। তাহাদের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। এই দুই কন্যারই কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ ও স্তনযুগল স্থূল ছিল। বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ নিজের এই দুই কন্যাকে কংসের ভার্য্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ৫-৬

শূরসেনদেশের পতি কাল জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করত যাদবগণকে অনাদর করিয়া নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিল এবং নিজের এই দুই পত্নীর সহিত আনন্দ ভোগ করিতেছিল; যে বৃত্তান্ত তুমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছ। ৭

জ্ঞাতি-বন্ধুগণের কার্য্য ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য বসুদেব সর্ব্বদা উগ্রসেনের হিতে তৎপর ছিলেন, কিন্তু কংস এই আচরণকে সহ্য করিতে পারিত না। ৮

দুরাত্মা কংস (শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা) নিহত হইলে পর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় অবলম্বন করত ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধক-বংশজাত যাদবগণে পরিবৃত হইয়া উগ্রসেন পুনঃ রাজা হইয়াছিলেন। ৯

কৃত্বা সর্ব্বং সমুদ্যোগং ক্রোধাদগ্নিসমো মহান্
প্রস্থাপয়ন্নভূ যে চ জরাসন্ধস্য পার্শ্বিবাঃ ॥ ১১
মিত্রাণি জ্ঞাতয়শ্চৈব সংবৃক্তাঃ সুহৃদস্তথা
তমেবানুযযুঃ সর্ব্বে সৈন্যৈঃ সমুদিতৈর্বৃতাঃ ॥ ১২
মহেষ্বাসো মহাবীর্য্যো জরাসন্ধপ্রিয়ৈষিণঃ
কারূষো দন্তবক্রশ্চ চেদিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৩
কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব পৌণ্ড্রশ্চ বলিনাং বরঃ
সাঙ্কৃতিঃ কৈশিকশ্চৈব ভীষ্মকশ্চ নরাধিপঃ ॥ ১৪
পুত্রশ্চ ভীষ্মকস্যাপি রুক্মী যুদ্ধ্যো দুরুত্তমম্
বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং যঃ স্পর্দ্ধতে স মহাহবে ॥ ১৫
বেণুদারিঃ শ্রুতর্ব্বা চ ক্রথশ্চৈবাংশুমানপি
অঙ্গরাজশ্চ বলবান্ বঙ্গানামধিপস্তথা ॥ ১৬
কৌশলাঃ কাশিরাজশ্চ দশার্ণাধিপতিস্তথা
সুখেষুরশ্চ বিক্রান্তো বিদেহাধিপতিস্তথা ॥ ১৭

তদনন্তর নিজের দুই প্রিয় কন্যা ও কংসের ভার্য্যা অস্তি এবং প্রাপ্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া বলবান্ রাজা জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করিলেন। ১০

তিনি ক্রোধে যেন অগ্নির তুল্য জ্বলিতেছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ উদ্যোগ করিয়াই আক্রমণ করিলেন। জরাসন্ধের প্রতাপে যে সব রাজা নতমস্তক হইয়াছিল, তাঁহারা এবং তাঁহাদের নিজ নিজ মিত্র, জ্ঞাতি, সংযোগ রক্ষাকারী ও সুহৃদ্বর্গ ছিলেন, ইহারা সকলেই সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর সহিত জরাসন্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন। ১১-১২

এই মহাধনুর্দ্ধর ও মহাপরাক্রমশালী নরপতিগণ জরাসন্ধের প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহাদের সকলের নাম হইল —করূষদেশের রাজা দন্তবক্র, পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল, কলিঙ্গদেশের রাজা জ্ঞাতারি, বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক (বাসুদেব), সাঙ্কৃতি, কৈশিক, রাজা ভীষ্মক ও ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকপুত্র রুক্মী। এই রুক্মী মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা করে। ১৩-১৫

বেণুদারি, শ্রুতর্ব্বা, ক্রথ, অংশুমান্, অঙ্গরাজ, বঙ্গদেশের অধিপতি, কোশলরাজ, কাশিরাজ, দশার্ণদেশের অধিপতি, পরাক্রমশালী সুখেষুর,বিদেহরাজ, বলবান্, মদ্ররাজ শল্য, ত্রিগর্ত-দেশের শাসক সুশর্মা, পরাক্রমশালী শাল্বরাজ, মহাবল সুব্রত, যবনগণের রাজা পরাক্রমশালী ভগদত্ত, সৌবীরদেশের রাজা,

মত্তরাজ্ঞশ্চ বলবাংস্ত্রিগর্ত্তানামধেশ্বরঃ
শ শ্বশ্রাজশ্চ বিক্রান্তো দরদশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৮
যবনাধিপতিশ্চৈব ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌবীররাজঃ শৈব্যশ্চ পাণ্ড্যশ্চ বলিনাং বরঃ ॥ ১৯
গান্ধাররাজঃ সুবলো নগ্নজিচ্চ মহাবলঃ ।
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দো দরদাধিপতির্নৃপঃ ॥
দুর্য্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ॥ ২০

শৈব্য, বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল নগ্নজিৎ, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, দরদদেশের অধিপতি, ধৃতরাষ্ট্রের মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনাদি—ইহারা সকলে এবং আরও বলবান্ মহারথী বহু রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়া জরাসন্ধের

এতে চান্যে চ রাজানো বলবন্তো মহারথাঃ
তমন্বযুর্জরাসন্ধং বিষিষন্তো জনার্দ্দনম্ ॥ ২১
তে শূরসেনানাবিশ্য প্রভূতবলবাহনাঃ ।
ঊষুঃ সংরুধ্য মথুরাং পুরস্কৃত্য বলং তদা ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
মথুরোপরোধো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

সহিত আসিয়াছিলেন ॥ ১৮-২১

ইহারা সকলে যেখানে প্রভূত ধন ও কাঞ্চনরাশি আছে, সেই পূরসেন দেশে আসিয়া নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীকে অগ্রে করত মথুরাপুরীকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরাপুরী অবরোধবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধস্য সৈন্যানাং বর্ণনম্, তৈঃ সমন্তান্মথুরাপুর্য্যা আক্রমণম্, যাদবৈঃ সহ জরাসন্ধসৈন্যানাং যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামযোঃ পরাক্রমেণ জরাসন্ধসৈন্যানাং পলায়নম্, জরাসন্ধেন পলায়মানেভ্যঃ সৈন্যেভ্য উৎসাহদানম্, উভয়পক্ষয়োর্বীরাণাং মধ্যে তুমুলযুদ্ধকথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ
মথুরোপবনে গত্বা নিবিষ্টাংস্তান্নরাধিপান্
অপশ্যন্ বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ॥ ১
ততো হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণো রামং বচনমব্রবীৎ
ভরতে খলু কার্য্যার্থো দেবতানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২
যথায়ং সন্নিকৃষ্টো হি জরাসন্ধো নরাধিপঃ
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাগ্রাণি রথানাং বাতরংহসাম্ ॥ ৩

এতানি শশিকল্পানি নৃপাণাং বিজিগীষতাম্
ছত্রাণ্যার্য্য বিরাজন্তে প্রোচ্ছ্রিতানি সিতানি চ ॥ ৪
অধো নৃপরথোদগ্রা বিমলাশ্ছত্রপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
অভিবর্ত্তন্তি নঃ শুভ্রা বলা বে হংসপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ৫
কালে খলু নৃপঃ প্রাপ্তো জরাসন্ধো মহীপতিঃ ।
আবয়োর্যুদ্ধনিকষঃ প্রথমঃ সমরাতিথিঃ ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[জরাসন্ধের সৈন্যগণের বর্ণনা, তাহার দ্বারা চারিদিক্ দিয়া মথুরাপুরী আক্রমণ, যাদবগণের সহিত জরাসন্ধের সৈন্যগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পরাক্রমে জরাসন্ধ সৈন্যগণের পলায়ন, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পলায়মান সৈন্যদিগকে উৎসাহদান এবং উভয় পক্ষের বীরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সব নরপতিগণ মথুরায় উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। সেখানে সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া ইহা নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১

তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইয়া বলরামকে এই কথা বলিলেন,—আর্য্য! দেবগণের কার্য্য ও প্রয়োজন সত্বর সম্পন্ন হইতে যাইতেছে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২

যেহেতু এই রাজা জরাসন্ধ আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বায়ুতুল্য বেগগামী রথসমূহের অথবা বায়ুতুল্য বেগগামী রথী যোদ্ধাগণের রথসমূহের অগ্রের অগ্রভাগ সকল দেখা যাইতেছে ॥ ৩

আর্য্য! বিজয়লাভের ইচ্ছায় আগত নৃপগণের এই চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ ও অত্যুন্নত ছত্রসমূহ শোভা পাইতেছে ॥ ৪

অহো! রাজাদের রথের উপরে উন্নত, নির্ম্মল ও শুভ্র ছত্র-শ্রেণী আকাশে বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় শোভিত হইতে হইতে আমাদের নিকটে আসিতেছে ॥ ৫

নৃপতি নরনাথ জরাসন্ধ যথার্থ সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই জরাসন্ধই আমাদের যুদ্ধের নিকষপ্রস্তর ও সমরাজ্ঞণের প্রথম অতিথি ॥ ৬

আর্ধা তিষ্ঠাব সহিতাবনুপ্রাপ্তে মহীপতৌ।
যুদ্ধারম্ভঃ প্রয়োক্তব্যো বলং তাবদ্ বিমুঞ্চতাম্ ॥ ৭
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণঃ স্বস্থঃ সংগ্রামলালসঃ।
জরাসন্ধবলং প্রেক্ষ্য হৃষ্টকায় বলদর্শনম্ ॥ ৮
বীক্ষমাণশ্চ তান্ সর্ব্বান্ নৃপান্ বহুবরোঽব্যয়ঃ।
আত্মনৈবাত্মনো বাক্যমুবাচ স্মৃতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৯
ইমে তে পৃথিবীপালাঃ পার্থিবে বর্ত্মনি স্থিতাঃ।
যে বিনাশং গমিষ্যন্তি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১০
প্রোক্ষিতান্ খলু মাঙ্গল্যে মৃত্যুনা নৃপপুঙ্গবান্
স্বর্গগামীনি চাপোষ্য বপূংসি প্রচকাশিরে ॥ ১১
স্বানে ভারপরিশ্রান্তা বসুধেয়ং দিবং গতা
এষাং নৃপাণাং মুখ্যানাং বলৌঘৈরভিপীড়িতা ॥ ১২
মহী নিরন্তরা চেয়ং বলবদ্ভিরভিসংবৃতা
স্বয়েন খলু কালেন বিবিক্তং পৃথিবীতলম্ ॥ ১৩

ভবিষ্যতি নরেন্দ্রৌঘৈঃ শতশো বিনিপাতিতৈঃ
বৈশম্পায়ন উবাচ।
জরাসন্ধস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রভুঃ সর্বমহীক্ষিতাম্ ॥ ১৪
নরাধিপসহস্রৌঘৈরনুযাতো মহাদ্যুতিঃ।
ব্যায়তোদগ্রতুরগৈঃ সুধান্যৈঃ সুসমাহিতৈঃ ॥ ১৫
রথৈঃ সাংগ্রামিকৈর্মুক্তৈরসঙ্গগতিভিঃ ক্বচিৎ।
হেমকক্ষৈর্মহাঘণ্টৈর্ব্বারণৈর্ব্বারিবোপমৈঃ ॥ ১৬
নরমাত্রোত্তমাক্রান্তৈঃ কল্পিতৈ রণকোবিদৈঃ
স্বারূঢ়ৈঃ সাদিভির্যুক্তৈঃ প্রেষ্যমাণৈঃ প্রবল্গিতৈঃ
বাজিভির্মেঘসঙ্কাশৈঃ প্লবদ্ভিরিব পক্ষিভিঃ
খড়্গচর্ম্মধরৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ পত্তিভির্বলিনাং বরৈঃ
সহস্রশঃ শতাসংবৃতৈরুৎপতদ্ভিরিবোরগৈঃ
এবং চতুর্বিধৈঃ সৈন্যৈঃ কল্পমানৈরিবাসুরৈঃ

আর্য্য! ভূপতি জরাসন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর আমরা দুইজনে একসঙ্গেই যুঝিব। যুদ্ধারম্ভ পরে হইবে এখন তাহার কত সৈন্য আছে, তাহারই পরামর্শ করুন। ৭

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুচিত্তে সংগ্রামের লালসা করিয়া জরাসন্ধের শক্তির পরিচয় জানিবার জন্য তাহার সৈন্যদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ৮

অবিনাশী বহুকুলতিলক মন্ত্রবিৎ শ্রীকৃষ্ণ সেই সব রাজাদিগকে দেখিয়া নিজেকে নিজেই মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৯

ইহারা সেই সব ভূপাল, যাহারা রাজোচিতে পথে অবস্থিত এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ১০

আমি মনে করি, মৃত্যু রণ-যজ্ঞের অবভৃতিস্নানের জন্য এই শ্রেষ্ঠ নরপতিগণকে প্রোক্ষণ করিয়াছে। ইহাদের স্বর্গগামী দেহসমূহও প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে। ১১

এই পৃথিবী এই সব মুখ্য মুখ্য নরপতিগণের সৈন্যসমূহে পীড়িতা হইয়া ও তাহাদের ভারে পরিশ্রান্তা হইয়া স্বর্গলোকে গিয়াছিল, তাহার সেই সময় উচিত কার্য্যই হইয়াছে। ১২

এই রাজাদের সৈন্যসমূহারে আবৃত হইয়া এখানের ভূমি সমস্তাদিতে ঘন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও অল্পও আর স্থান নাই; কিন্তু যখন অল্প সময়ের মধ্যেই এই সব শত শত নরপতি সৈন্য সহ বিনষ্ট হইয়া ভূপাতিত হইবে, তখন এই ভূতল নির্জ্জন হইয়া যাইবে। ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সমস্ত ভূপতিগণের প্রভু মহাতেজস্বী জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র নরপতিসমূহ সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইলেন। ১৪-১৫

কোন স্থলে উত্তম রীতিতে সুসজ্জিত সুন্দর পতাকা ও ধ্বজ যুদ্ধোপযোগী সাংগ্রামিকগণে পূর্ণ ছিল। এই সব রথে ও রথে বিশাল এবং শুভ্র বেগসম্পন্ন অশ্বযোজিত ছিল। এই সব রথের গতি কোথাও অবরুদ্ধ হইত না। ১৬

কোনও স্থানে মহাকায় হাতী একত্রে যাইতেছিল। এই সব হস্তী স্বর্ণময় শিকলে কক্ষে বদ্ধ ছিল এবং দুই দিকে বড় বড় ঘণ্টা দুলিতেছিল। এই হাতীরা মেঘতুল্য প্রতীত হইতেছিল এবং তাহাদের উপরে উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত মাহুত বসিয়াছিল ও রণনিপুণ যোদ্ধাগণের দ্বারা উহাদিগকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৭

কিন্তু অশ্বারোহী যোদ্ধা অশ্বের উপর যুদ্ধোপযোগী রীতিতে আরূঢ় ছিল। ইহাদের সেই সব অশ্ব বায়ুসদৃশ বেগশালী ছিল এবং উহারা সহকারে পবন করিবার সময় আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ১৮

বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খ্যাতি সৈন্যরাও ঢাল এবং তরবারি লইয়া প্রচণ্ড রূপ ধারণ করত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা হাজার হাজার সংখ্যায় একত্রে বলবদ্ধ হইয়া যখন যাইতেছিল, সেই সময় ইহাদের উড্ডয়নশীল সর্পগণের ন্যায় দেখাইতেছিল। ১৯

এইরূপ চলমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীর সহিত বীর অস্ত্রধারণকারী বলবান্ রাজা জরাসন্ধ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২০

নৃপঃ প্রয়াতো বলবান্ জরাসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ।
স রথৈর্মেঘনির্ঘোষৈর্গজৈশ্চ মদসংযুতৈঃ ॥ ১০
হেষমাণৈশ্চ তুরগৈঃ ক্ষেড়দ্ভিশ্চ পত্তিভিঃ
নাদয়ানো দিশঃ সর্ব্বাস্তস্থাঃ পূর্ণা বনানি চ ॥ ১১
স রাজঃ সাগরাকারঃ সসৈন্যঃ প্রত্যদৃশ্যত।
তদ্বলং পৃথিবীপানাং স্ফুটবেলমিবাকুলম্ ॥ ১২
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতরবং মেঘসৈন্যমিবাবভৌ
তুরগৈশ্চ জবোপেতৈঃ পত্তিভিঃ খগমোপমৈঃ ॥ ১৩
বিনিগ্রঃ সর্ব্বতো ভাতি নক্তঞ্চিপসমাকুলম্।
ঘর্মান্তে সাগরগতং ঘনাভ্রপটলং তথা ॥ ১৪
সবলাস্তে মহীপালা জরাসন্ধপুরোগমাঃ।
পরিবার্য্য পুরীং সর্ব্বে নিবেশায়োপচক্রিরে ॥ ১৫
বভৌ তস্য নিবিষ্টস্য বলশ্রীঃ শিবিরস্য চ
শুক্লপর্য্যন্তপূর্ণস্য যথা রূপং মহোদধেঃ ॥ ১৬

তিনি মেঘতুল্য গম্ভীর গর্জন সহকারে রথসমূহ, চীৎকারী মদমত্ত হস্তিগণ, ক্ষেপণকারী অশ্বদল এবং পদাতিকারী সৈন্যদিগের দ্বারা সেই মথুরাপুরীর সকল দিক্ ও বনসমূহকে কোলাহলপূর্ণ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ১০-১১

সৈন্যবাহিনীর সহিত আগমনকারী রাজা জরাসন্ধ বিশাল সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। নৃপতিগণের এই সৈন্যরা স্ফুট-পুষ্ট যোদ্ধাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ১২

গর্জন ও রবের আস্ফোটনের গম্ভীর ধ্বনির দ্বারা সেই সৈন্যরা মেঘমণ্ডলের ঘনঘটার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সম্মুখে দ্রুতগামী রথ, মেঘসদৃশ বৃহদাকার হস্তী, বেগবান্ অশ্ব এবং আকাশচারী পক্ষিগণের ন্যায় প্রতীয়মান পদাতি সৈন্যসকলের দ্বারা নিশ্চিত এই সৈন্যবাহিনী সর্ব্ব দিক্ দিয়াই শোভা পাইতে লাগিল। মদমত্ত হস্তিগণে পরিব্যাপ্ত সেই বিশাল বাহিনী চীৎকারে সর্ব্বাভ্যুদিত সমুদ্রের মধ্যে আবর্তিত মেঘসমূহের শোভা ধারণ করিয়াছিল। ১৩-১৫

সেই জরাসন্ধাদি সমস্ত নৃপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদের সহিত মথুরাপুরীর চারিদিক্ আবৃত করিয়া শিবির (নিবাস) স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১৫

সেস্থানে নিবাস স্থাপনকারী জরাসন্ধের সৈন্যশিবিরের শোভা সেইরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেরূপ শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায় তীর উত্তাল তরঙ্গমালাপরিপূর্ণ মহাসাগরের রূপ দেখা যায়। ১৬

তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর প্রাতঃকালে সমস্ত রাজা চিন্তিত হইলেন এবং যুদ্ধের পরামর্শের জন্য মথুরাপুরীর

বীতরাত্রে ততঃ কালে শম্ভুস্তুর্মরীক্ষিতঃ।
আরোহণার্থং পূর্ব্যান্তে সমীয়ুর্যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২৭
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে যমুনামনু তে নৃপাঃ।
নিবিষ্টা মন্ত্রয়ামাসুর্যুদ্ধকালকুতূহলাঃ ॥ ২৮
তেষাং মুহুর্মুহুঃ শব্দঃ শুশ্রুবে পৃথিবীক্ষিতাম্
যুগান্তে ভিন্দতামাশাং সাগরাণামিব স্বনঃ ॥ ২৯
তেষাং সকঞ্চুকোষ্ণীষাঃ স্থবিরা বেত্রপাণয়ঃ
চেরুর্মা শব্দ ইত্যেবং বদন্তো রাজশাসনাৎ ॥ ৩০
তস্য রূপং বলস্যাসীন্নিঃশব্দস্তিমিতস্য চ।
লীনমীনগ্রহস্যেব নিঃশব্দস্য যথোদধেঃ ॥ ৩১
নিঃশব্দস্তিমিতে তস্মিন্ যোগানিব মহার্ণবে।
জরাসন্ধো বৃহদ্ বাক্যং বৃহস্পতিরিবাদদে ॥ ৩২
"শীঘ্রং সমভিবর্ত্তন্তাং বলানি পৃথিবীক্ষিতাম্।
সর্ব্বতো নগরীং চেয়ুর্জনোঘৈঃ পরিবার্য্যতাম্ ॥ ৩৩

আক্রমণের জন্য একত্র হইতে লাগিলেন। ২৭

যমুনার তীরে একত্র হইয়া সেই সমস্ত নরপতিগণ উপবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের ওই মুহূর্তের জন্য উৎসুক হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ২৮

সৈন্য সহ সেই নরপতিগণের তুমুল ধ্বনি প্রলয়কালে মর্য্যাদা ভেদ করিয়া প্রবাহিত সমুদ্রসকলের তরঙ্গের গর্জনের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল। ২৯

সেই সব রাজাদের বেত্রপাণি বৃদ্ধ রক্ষীরা বর্ম্ম ও পাগড়ী ধারণ করিয়া রাজার আদেশে এই কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিল যে, সকলেই মৌন থাকিবেন, কেহ কোন্ কথা বলিবেন না। ৩০

সেই সময় নীরব ও নিশ্চল সেই সৈন্যগণের রূপ যাহার মৎস্য ও গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) বিলীন হইয়া গিয়াছে, সেই শব্দহীন শান্ত মহাসাগরসদৃশ প্রতীত হইতেছিল। ৩১

সেই সৈন্যসমুদ্র যেন যোগবলে সহসা নীরব ও নিশ্চল হইয়া যাইলে পর বৃহস্পতি-সদৃশ নীতিবান্ জরাসন্ধ এই মহত্বপূর্ণ কথা বলিলেন। ৩২

পৃথিবীপতিগণের সকল সৈন্যই সত্বর আক্রমণ করুক এবং এই মথুরা নগরীর সর্ব্বদিক্ সৈন্যসমূহের দ্বারা পরিবৃত করুক। ৩৩

প্রস্তরের মোলাবর্ষণকারী যন্ত্রসমূহ (কামানাদি) যোজিত কর। ক্ষেপণীয় (ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র) ও যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত কর। সমস্ত ভূমি সমতল কর এবং তাহা জলরাশির দ্বারা

অন্যদ্বারাণি যুক্তাস্তাঃ ক্ষেপণীয়াশ্চ মুদ্গরাঃ।
কার্ষ্ণা ভূমিঃ সনা দর্ভা জলৌঘৈশ্চ পরিপ্লুতা।
ঊর্দ্ধং চাপা নিবাজ্যন্তাঃ প্রাদা বৈ তোমরাস্তথা ॥ ৩৪
যন্ত্রাণাং চৈব টঙ্কাদ্যৈঃ খনিত্রৈশ্চ পুরী ক্রতম্
নৃপাশ্চ যুদ্ধমার্গজ্ঞা বিনাস্যন্তামনুব্রতাঃ ॥ ৩৫
অস্ত্রপ্রভৃতি সৈন্যৈর্মে পুরীরোধঃ প্রবর্ত্যতাম্।
যাবদেতৌ রণে গোপৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ৩৬
সঙ্কর্ষণশ্চ কৃষ্ণশ্চ যাতয়ামি শিতৈঃ শরৈঃ
আকাশমপি বাণৌঘৈর্নিঃসম্পাতং যথা ভবেৎ ॥ ৩৭
ন্যস্যানুশিষ্টাস্তিষ্ঠন্তু পুরীভূমিষু ভূমিপাঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু শীঘ্রমারুন্ধতাং পুরী ॥ ৩৮
মদ্রঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানঃ সবাহ্লিকঃ
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা ॥ ৩৯
ক্রমঃ কিম্পুরুষশ্চৈব পর্ব্বতীয়ো গুনাময়ঃ।
নগর্য্যাঃ পশ্চিমং দ্বারং শীঘ্রমারোধয়ন্ত্বিতি ॥ ৪০

আচ্ছাদিত করিয়া রাখ। সমস্ত ধনু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত কর। এইরূপ প্রাস এবং তোমরসকলও হস্তে ধারণ করিয়া রাখ ॥ ৩৩

টঙ্কাদি ও খনিত্র প্রভৃতির দ্বারা এই পুরীকে সত্বর বিদীর্ণ কর। যুদ্ধের প্রণালীবিষয়ে অভিজ্ঞ নরপতিগণকে উহার সমীপেই সন্নিবেশিত কর ॥ ৩৫

আজ হইতে আমার সৈন্যদের দ্বারা মথুরাপুরীকে অবরুদ্ধ কর এবং সেই পর্য্যন্ত উহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ, যতক্ষণ না আমি সেই দুই গোপবালক বসুদেবপুত্র সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে পারি, সেই পর্য্যন্ত আকাশকেও বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে রুদ্ধ কর, যাহাতে আকাশপথে কোন পক্ষীও উড়িয়া গিয়া বাহির হইতে না পারে ॥ ৩৬-৩৭

আমার অনুশাসন অনুসারে সমস্ত নৃপতিগণ মথুরা-পুরীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থান করুক এবং যখন যেখানে যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইবে, তদনুসারে এই নগরী আক্রমণ করুক ॥ ৩৮

মদ্ররাজ শল্য, কলিঙ্গরাজ ক্রতাগ্নি, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ, করূষরাজ দন্তবক্র এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের রোমহর্ষিত কিম্পুরুষরাজ ক্রম—ইহারা সকলে সত্বর মথুরাপুরীর পশ্চিম দ্বার অবরোধ করুক ॥ ৩৯-৪০

পৌরবো বেণুদারিশ্চ বৈদর্ভঃ সোমকস্তথা
কুন্তী চ ভোজাধিপতিঃ সূর্য্যাক্ষশ্চৈব মালবঃ ॥ ৪১
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
ছাগলিঃ পুরমিত্রশ্চ বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ॥ ৪২
কৌরবো মালবশ্চৈব শতধন্বা বিদূরথঃ
ভূরিশ্রবাস্ত্রিগর্ত্তশ্চ বাণঃ পঞ্চনদস্তথা ॥ ৪৩
উত্তরং নগরদ্বারমেতে দুর্গসহা নৃপাঃ।
আরুহ্য চাভিনর্দ্দন্তাঃ বজ্রপ্রতিমগৌরবাঃ ॥ ৪৪
উলূকঃ কৈতবশ্চৈব বীরশ্চাংশুমতঃ সুতঃ।
একলব্যো বৃহৎক্ষত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথঃ ॥ ৪৫
উত্তমৌজাশ্চ শল্যশ্চ কৌরবাঃ কৈকয়াস্তথা
বৈদিশো বামদেবশ্চ শাকুনিশ্চ সিনীপতিঃ ॥ ৪৬
পূর্ব্বং নগরনির্য্যূহমেতেষায়ন্তনস্তু নঃ।
কারয়ন্তো বিধাবন্তু বাতা ইব বলাহকান্ ॥ ৪৭
অহঞ্চ বলদৈশ্চৈব চেদিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
রক্ষিণং নগরদ্বারং পালয়ামঃ সুসংশিতাঃ ॥ ৪৮
এবমেষা পুরী ক্ষিপ্তঃ সমন্তাদ্ বেষ্টিতা বলৈঃ
বজ্রাবপাতবিষমং প্রাপ্নোতু তুমুলং ভয়ম্ ॥ ৪৯

পুরুবংশীয় বেণুদারি, বিদর্ভদেশীয় সোমক, ভোজাধিপতি কুন্তী, মালবরাজ সূর্য্যাক্ষ, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, দন্তবক্রশালী দন্তবক্র, ছাগলি, পুরমিত্র, রাজা বিরাট, কুরুবংশী মালব, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ ও পঞ্চনদ—এই সব দুর্গ আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ নরপতিগণ মথুরা নগরীর উত্তর দ্বার আক্রমণ করত শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করুক ; কারণ, ইহাদের গৌরব বজ্রতুল্য ॥ ৪১-৪৭

শকুনি-পুত্র উলূক, অংশুমানের বীর পুত্র একলব্য, বৃহৎক্ষত্র, ক্ষত্রধর্ম্মা, জয়দ্রথ,উত্তমৌজা, শল্য, কুরুবংশীয়গণ, কৈকয়রাজ কুমারগণ, বিদিশার রাজা বামদেব এবং সিনীপতি সাত্যকি—ইহাদের সকলের আয়ত্তে মথুরাপুরীর পূর্ব্ব দ্বার থাকুক। বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ইহারা সকলে শত্রুপক্ষকে বিদীর্ণ করিবার জন্য তাহাদের প্রতি ধাবিত হউক ॥ ৪৮-৪৭

আমি, দন্তবক্র ও শক্তিশালী চেদিরাজ শিশুপাল—এই আমরা সকলে কবচ ধারণ করত নগরের দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিব ॥ ৪৮

এইভাবে আমাদের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চারিদিক্ পরিবেষ্টিত হইয়া এই নগরী যেন বজ্রপাতের ন্যায় বিষম এবং নিদারুণ ভয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৪৯

গদিনো যে গদাভিস্তে পরিঘৈঃ পরিঘায়ুধাঃ।
অপরে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যোধয়ন্ত পুরীমিমাম্ ॥ ৫০

অস্মৈব নগরী ক্ষেপ্যা বিনাশোঽস্তসঙ্কটা।
কার্য্যা ভূমিসমা সর্ব্বা ভবদ্ভির্বিশ্বহ দ্বিষৈঃ ॥ ৫১

চতুরঙ্গবলৈর্যুক্ত জরাসন্ধো ব্যবস্থিতঃ
অথাভ্যাহন্ত যদূন্ ক্রুদ্ধঃ সহ সর্ব্বৈর্নরাধিপৈঃ ॥ ৫২

প্রতিজগ্মুর্দশার্হাস্তু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ঘোরং তেষাং দেবাসুরোপমম্।
অস্ত্রানাং বহুভিঃ সার্দ্ধং বাতিষক্তরথদ্বিপম্ ॥ ৫৩

নগরাদ্রিঃসৃতৌ দৃষ্ট্বা বসুদেবসুতাবুভৌ
ক্ষুভিতঃ নৃবরানীকঃ ত্রস্তসম্মূঢ়বাহনম্ ॥ ৫৪

রথস্থৌ দংশিতৌচৈব চেরতুস্তত্র যাদবৌ।
মকরাবিব সংরব্ধৌ সমুদ্রক্ষোভণাবুভৌ ॥ ৫৫

তয়োঃ প্রযুধ্যতোঃ সাধ্বো মহিরাসীন্মহাত্মনোঃ
আযুধানাং পুরাণানামাদানকৃতলক্ষণা ॥ ৫৬

ততঃ খাদ্বিপতন্তি স্ম দিব্যান্যাহবসাধনে।
লেলিহান নি শীঘ্রানি মহান্তি সুদৃঢ় নি চ ॥ ৫৭

ক্রব্যাদৈরনুযাতানি মূর্ত্তিমন্তি বৃহন্তি চ।
তৃপ্তিমাগ্নেয়ে ভোক্তুং নৃপমাংসানি বৈ ভৃশম্ ॥ ৫৮

দিব্যাস্ত্রগ্রহমোক্ষাণি ত্রাসয়ন্তি চ খেচরান্।
প্রভয়া ভাসমানানি পতমানানি চাম্বরাৎ ॥ ৫৯

গুলং সংবর্ত্তকং নাম সৌনন্দং মুসলং তথা
ধনুষাং প্রবরং শার্ঙ্গং গদা কৌমোদকী তথা ॥ ৬০

চত্বার্যেতানি তেজাংসি বিষ্ণুপ্রহরণ নি চ।
তাভ্যাং সমবতীর্ণ নি যাদবাভ্যাং মহামৃধে ॥ ৬১

হইতেছিল—ক্রুদ্ধ দুইটি মকর সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিতেছে ॥ ৫৫

সেই সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দুই মহাত্মা বীরের মনে এই সঙ্কল্প উঠিল যে, যদি আমাদের সেই সব পুরাতন অস্ত্র আসিত, তাহা হইলে আমরা সেই সব অস্ত্র লইয়াই এখন যুদ্ধ করিতাম ॥ ৫৬

তাঁহারা একপ চিন্তা করিতেই সেই যুদ্ধে আকাশ হইতে দিব্য অস্ত্রসকল নিম্নে পতিত হইতে লাগিল। এই সব অস্ত্রই সুদৃঢ়, মহান্ ও দেদীপ্যমান ছিল এবং শত্রুদিগকে লেহন করিতে (চাটিতে) উদ্যত ছিল ॥ ৫৭

ইহাদের সঙ্গেতে মাংসভক্ষী ক্রব্য-প্রেতাদিও আসিতেছিল। এই সব দিব্য অস্ত্র মূর্ত্তিমান্ ও বিশাল ছিল এবং যুদ্ধে উপস্থিত রাজাদের রক্ত-মাংস উপভোগ করিবার জন্য অত্যন্ত তৃষিত ছিল ॥ ৫৮

ইহারা দিব্য পুষ্পসমূহের হার ধারণ করিয়াছিল। নিজেদের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া আকাশ হইতে পতিত সেই দিব্য অস্ত্রসমূহ আকাশচারী প্রাণিগণের মনে ভয় উৎপন্ন করিতেছিল ॥ ৫৯

সংবর্ত্তকনামক গুল, সৌনন্দনামক মুসল ধনুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গধনু এবং কৌমোদকী গদা:—ভগবান্ বিষ্ণুর এই চারটি তেজস্বী অস্ত্র দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্য যাদবগণের সেই মহাসমরে নামিয়া আসিল ॥ ৬০-৬১

জগ্রাহ প্রথমং রামো লাঙ্গলপ্রহরং হলম্
সর্পশত্রুনিব সর্পেন্দ্রঃ দিব্যালঙ্কারভূষণঃ যুধে ॥ ৬১
সৌনন্দঞ্চ ততঃ শ্রীমান্নিনন্দকরং দ্বিষাম্
সর্বেষাং সাত্বতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহ মুষলোত্তমম্ ॥ ৬৩
দর্শনীয়ঞ্চ লোকেষু বহুর্জলদনিঃস্বনম্
ন হ্যা শার্ঙ্গমিতি খ্যাতং কৃষ্ণো জগ্রাহ বীর্যবান্ ॥৬৪
দেবৈর্নিগদিতার্থস্য গদা তস্যাপরে করে
নিক্ষিপ্তা কুমুদাক্ষস্য ভাস্বা কৌমোদকীতি সা ॥ ৬৫
তৌ সম্প্রহরণৌ বীরৌ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুতনূপমৌ
সমরে রাম-গোবিন্দৌ রিপূংস্তান্ প্রত্যযুধ্যতাম্ ॥ ৬৬
সায়ুধপ্রগ্রহৌ বীরৌ তাবস্ত্রোজ্ঞাস্ত্রযুযুধুতৌ
পূর্বজাগ্রজসংজ্ঞৌ তৌ রাম-গোবিন্দলক্ষণৌ ॥ ৬৭
দ্বিষংস্থ প্রতিযুধ্যাণৌ পরাক্রান্তৌ রথেশ্বরৌ
বিচেরতুর্যথা দেবৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ৬৮

হলমুদ্যম্য রামস্তু সর্পেন্দ্রমিব কোপিতঃ।
চচার সমরে বীরো বিদ্বিষামন্তকো যথা ॥ ৬৯
বিকর্ষন্ রথবৃন্দানি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্
চকার রোষং সকলং নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ৭০
কুম্ভহস্তাঙ্গলক্ষিপ্তান্মুষলাক্ষেপতাড়িতান্
রামো বিরাজন্ সমরে নির্মন্থন্ মথাচলান্ ॥ ৭১
তে বধ্যমানা রামেণ রণে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ
জরাসন্ধান্তিকং ভীতাঃ সমবৎ প্রতিজগ্মিরে ॥৭২
তানুবাচ জরাসন্ধঃ ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ
ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিং বঃ সমরে কাতরাত্মনাম্ ॥ ৭৩
পরাবৃত্তস্য সমরে বিরথস্য পলায়তঃ
ভ্রূণহত্যেব বামাস্যাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৪
ভীতাঃ কস্মাদ্বিবর্তধ্বং ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিতাম্
ক্ষিপ্রং সর্বে নিবর্তধ্বং মম বাক্যেন চোদিতাঃ ॥ ৭৫

বলরাম সেই যুদ্ধস্থলে প্রথমে সর্পরাজের ন্যায় সর্পশীল (অস্ত্রিমান্ এবং দিব্য অলঙ্কার ও ভূষণে অলঙ্কৃত সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট হলকে (অস্ত্রবিশেষ) গ্রহণ করিলেন ॥ ৬১

তদনন্তর রাজবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ সমরদক্ষ শত্রুগণের আনন্দহরণকারী সৌনন্দনামক শ্রেষ্ঠ মুষলকে বাম হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৩

ইহার পর পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী শার্ঙ্গ নামক ধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা সমস্ত লোকেই দর্শনীয় ছিল ॥ ৬৪

দেবগণ যাঁহাকে নিজের প্রয়োজন বলিয়াছিলেন এবং যাঁহার নেত্র বিকসিত কুমুদ-তুল্য শোভা পাইতেছিল, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর হস্তে সেই সুপ্রসিদ্ধ কৌমোদকী গদা স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৫

এই সব অস্ত্রে যুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুবিগ্রহতুল্য শরীরধারী দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গণে সেই শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

সেই দিব্য অস্ত্রসকল গ্রহণ করত পরস্পরের আক্রমণ গ্রহণ পূর্বক অগ্রজ শ্রীবলরাম ও অনুজ শ্রীকৃষ্ণ এই দুই বীর ভ্রাতা শত্রুদিগের সম্মুখীন হইয়া ঈশ্বরকোটির মহাপুরুষের ন্যায় পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। বসুদেবের এই দুই পুত্র রণভূমিতে দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭-৬৮

বীর বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পরাজের তুল্য হল উত্তোলিত করিয়া শত্রুদিগের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৬৯

সেই মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের রথসমূহকে আকর্ষণ করিতে করিতে অর্থাৎ পশ্চাদ্ ভাগে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে যাইতে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিজের রোষ সফল করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

বলরাম গজরাজগণকে হলের দ্বারা তুলিয়া নিক্ষেপ করিয়া মুষলের আঘাতে বিদীর্ণ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি পর্বততুল্য বিশালদেহ হস্তীদিগকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭১

রণাঙ্গনে বলরাম কর্তৃক প্রহৃত হইতে সেই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ ভীত হইয়া যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করত জরাসন্ধের নিকট পলায়ন করিলেন ॥ ৭২

সেই সময় ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিরভাবে অবস্থিত জরাসন্ধ সেই ক্ষত্রিয়গণকে বলিলেন—অহো! সমরাঙ্গণে কাতরচিত্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করত পলায়নকারী তোমাদের সকলের এই ক্ষত্রিয়-বৃত্তিকে ধিক্ ॥ ৭৩

যে ক্ষত্রিয় রণাঙ্গনে রথহীন হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করে, তাহার এই ভীরুতাকে মনীষী পুরুষগণ ভ্রূণহত্যার সমান অসহ্য বলিয়া থাকেন ॥ ৭৪

যোদ্ধাগণ! তোমরা ভীত হইয়া কি হেতু যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ? তোমাদের এরূপ ক্ষত্রিয়বৃত্তিকে ধিক্। আমার

অথবা তিষ্ঠত রথৈঃ প্রেক্ষকাঃ সমবস্থিতাঃ
যাবদেতৌ রণে গোপৌ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৭৬

ততস্তে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে জরাসন্ধেন নোদিতাঃ।
মুমুচুঃ শরজালানি হন্তুং যোদ্ধুং ব্যবস্থিতাঃ

তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈ রথৈশ্চাদ্ভুতদর্শনৈঃ
নাদৈশ্চাদ্ভুতসঙ্কাশৈর্মহামেঘপ্রচোদিতৈঃ ৭৮

সতূণীরাঃ সনিস্ত্রিংশা সপতাকাঃ সুধ্বজাঃ
স্বারোপিতধনুষ্মন্তঃ সতূণীরাঃ সতোমরাঃ ॥ ৭৯

সচর্মাণঃ সাদিনশ্চৈব চারুচামরবীজিতাঃ
রণে তেঽভিগতা রেজুঃ সুসজ্জন্তা মহৌজসঃ ॥ ৮০

তে যুদ্ধরাগা রথিনো বাগাহন্ত যুধাং বরাঃ।
গদাভিশ্চৈব শুব্রাভিঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥ ৮১

এতস্মিন্নন্তরে তত্র দেবানাং নন্দিবর্ধনঃ।
সুপর্ণধ্বজমাস্থায় কৃষ্ণস্তু রথমুত্তমম্ ॥ ৮২

সমভ্যয়াজ্জরাসন্ধং শরৈর্বিব্যাধ চাষ্টভিঃ
সারথিং চাস্য বিব্যাধ পঞ্চভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৮৩

জঘান তুরগাংশ্চাস্যো যতমস্য বীর্যবান্
তং কৃচ্ছ্রগতমাজ্ঞায় চিত্রসেনো মহারথঃ ॥ ৮৪

সেনানীঃ কৈশিকশ্চৈব কৃষ্ণং বিব্যধতুঃ শরৈঃ
ত্রিভির্বিব্যাধ সংরব্ধং বলদেবঞ্চ কৈশিকঃ ॥ ৮৫

বলদেবো ধনুশ্ছিত্ত্বা ভল্লেনাস্যো দ্বিধাকরোৎ
জ্যেনাভ্যর্দয়চ্চাপি তানরীঞ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৮৬

বহুভির্বহুধা বীরান্ সমন্তাৎ স্বর্ণভূষণৈঃ
তং চিত্রসেনঃ সংরব্ধো বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৮৭

কৈশিকঃ পঞ্চভিশ্চাপি জরাসন্ধশ্চ সপ্তভিঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভিশ্চ নারাচৈস্তান্ বিভেদ জনার্দনঃ ॥৮৮

যাকো প্রেরিত হইয়া তোমরা সকলে সত্বর পলায়ন হইতে নিবৃত্ত হও অর্থাৎ পুনরায় যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া যাও ॥ ৭৫

অথবা তোমরা দর্শক হইয়া রথসমূহের দ্বারা সেই সময় পর্যন্ত অবস্থান কর, যতক্ষণ না আমি এই দুই গোপবালককে যমালয়ে প্রেরণ করি ॥ ৭৬

তখন জরাসন্ধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেইসব ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অভিমান ও দর্পের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যথাযথভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

তাঁহারা স্বর্ণের অলঙ্করণসমূহে বিভূষিত অশ্বগণের দ্বারা, মেঘতুল্য ভীষণ শব্দকারী রথসমূহের দ্বারা এবং মাহুত কর্তৃক পরিচালিত মদমত্ত কৃষ্ণবর্ণ গজরাজসকলের দ্বারা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

তখন তাঁহাদের সকলেরই দেহে কবচ বদ্ধ ছিল, সকলের হস্তে অস্ত্রধারি ছিল, সকলেই ধ্বজ-পতাকা ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইলেন, সকলেরই ধনুতে গুণ আরোপিত ছিল এবং তূণীর ও তাম্বর সকলেই ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

রথে উপবিষ্ট এই সব ক্ষত্রিয়গণের উপর ছত্র ধৃত ছিল এবং মনোহর চামরের দ্বারা বীজন করা হইতেছিল। ইঁহাদের সহিত অস্ত্রারোহী যোদ্ধারা ছিলেন। এইরূপে যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত সৈন্যগণ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮০

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রথী বীরসমূহের যুদ্ধে অনুরাগ হইল, সেইজন্য ইঁহারা তাড়বহা গদা, ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র ও মুদ্গর-সমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৮১

এই সময়ের মধ্যে দেবগণের আনন্দবর্ধনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তম গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করত জরাসন্ধের উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি আটটি বাণে জরাসন্ধকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮২-৮৩

জরাসন্ধ এই সময় অশ্বগণকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতে থাকিলেও পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গনে অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। জরাসন্ধকে এরূপ সঙ্কটাপন্ন জানিয়া মহারথী চিত্রসেন এবং সেনাপতি কৈশিক উভয়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৪]

এই সময় কৈশিক যুদ্ধাসক্ত বলরামকে তিনটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল। তখন বলরাম যুদ্ধস্থলে একটি ভল্লের দ্বারা তাহার ধনুটিকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন এবং সবেগে বহু বাণ বর্ষণ করিয়া সেই তিন শত্রু জরাসন্ধ, চিত্রসেন ও কৈশিককে পীড়িত করিলেন ॥ ৮৫-৮৬

তিনি বহুসংখ্যক স্বর্ণভূষিত বাণের দ্বারা এই বীরগণকে সর্বদিকে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ চিত্রসেন নয়, কৈশিক পাঁচ ও জরাসন্ধ সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৭]

ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনটি তিনটি করিয়া নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তারপর বলরাম পুনরায় পাঁচটি পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহাদের বিদ্ধ করিলেন ॥৮৮]

পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব বলদেবঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
রথং চৈবাস্য চিচ্ছেদ চিত্রসেনস্য বীর্যবান্ ॥ ৮৯
বলদেবো ধনুশ্চাস্য ভল্লেনাচ্ছৌ দ্বিধাকরোৎ
স ছিন্নধন্বা বিরথো গদামাদায় বীর্যবান্ ॥ ৯০
অভ্যধাবৎ মুসলধরং ক্রিয়াসুর্মুলায়ুধম্
সিস্পৃক্ষতস্তু নারাচাংশ্চিত্রসেনবধৈষিণঃ
ধনুশ্চিচ্ছেদ রামস্য জরাসন্ধো মহাবলঃ ॥৯১
গদয়া চ জঘানাশ্বান্ ক্রোধাৎ স নগরেশ্বরঃ
রামঃ চাভ্যদ্রবদ্ বীরো জরাসন্ধো মহাবলঃ ॥ ৯২
আদায় মুসলং রামো জরাসন্ধমুপাদ্রবৎ
তয়োস্তদ্ যুদ্ধমভবৎ পরস্পরবধৈষিণোঃ ॥৯৩
চিত্রসেনস্তু সংসক্তং দৃষ্ট্বা রামেণ মাগধম্
রথমস্য সমারুহ্য জরাসন্ধমবারয়ৎ ॥ ৯৪
ততো বলেন মহতা গজানীকেন চাপাথ।
উভয়োরন্তরে ভাভ্যাং সঙ্কুলং সমপদ্যত ॥ ৯৫

অনন্তর পরাক্রমশালী বলরাম চিত্রসেনের রথকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা যুদ্ধস্থলে তাঁহার ধনুটিকেও দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৮৯।

ধনু ও রথ নষ্ট হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত রোষান্বিত পরাক্রমশালী চিত্রসেন মুসলধারী বলরামকে বধ করিবার ইচ্ছায় হস্তে গদা লইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ৯০।

ইহা দেখিয়া বলরাম চিত্রসেনকে বধ করিবার বাসনায় তাহার উপর নারাচসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবল জরাসন্ধ বলরামের ধনু ছেদন করিলেন। ৯১

সেই সঙ্গে ক্রোধবশতঃ গদা প্রহার করত মগধরাজ মহাবল বীর জরাসন্ধ তাঁহার অশ্বগণকে বধ করিলেন এবং বলরামের দিকে ধাবিত হইলেন। ৯২

বলরামও মুসল লইয়া জরাসন্ধের উপর আক্রমণ করিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় সেই দুই বীর্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৯৩

অন্যদিকে চিত্রসেন মগধরাজকে বলরামের সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণ করত উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। ৯৪

অনন্তর তিনি বিশাল গজসৈন্যের সহিত জরাসন্ধ ও বলরামের মধ্যভাগে আসিয়া সেই দুই ভ্রাতার সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৯৫

ততঃ সৈন্যেন মহতা জরাসন্ধোঽভিসংবৃতঃ
রামকৃষ্ণাগ্রগান্ ভোজানাসসাদ মহাবলঃ ॥ ৯৬
তত্র প্রক্ষুভিতস্যেব সাগরস্য মহাস্বনঃ
প্রাদুর্বভূব তুমুলঃ সেনয়োরুভয়োরপি ॥৯৭
বেণু-ভেরী-মৃদঙ্গানাং শঙ্খানাঞ্চ সহস্রশঃ
উভয়োঃ সেনয়োঃ রাজন্ প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥ ৯৮
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতোৎকৃষ্টস্তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ
উৎপপাত রজশ্চাপি খুরনেমিসমুদ্ধতম্ ॥৯৯
সমুদ্যতমহাশস্ত্রাঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ
অন্যোন্যমভিগর্জন্তঃ শূরাস্তত্রাবতস্থিরে ॥ ১০০
রথিনঃ সাদিনশ্চৈব পত্তয়শ্চ সহস্রশঃ
গজাশ্চাতিবলাস্তত্র সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ ॥১০১
ন সন্নিপাতস্তুমুলস্তাভ্যাং প্রাণানবর্তত
বৃষ্ণিভিঃ সহ যোধানাং জরাসন্ধস্য দারুণঃ ॥ ১০২

তারপর বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহাবল জরাসন্ধ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্রগামী ভোজগণের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯৬

তখন সেখানে উভয় পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৯৭

রাজন্! উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই বেণু, ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খাদি সহস্র সহস্র বাদ্যসমূহের তুমুল ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ৯৮

যোদ্ধাগণের গর্জন, বাহুর আস্ফোটন ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার প্রভৃতিতে সেস্থানেই সর্বত্র তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরসমূহের ও রথসকলের চক্রসমূহে উত্থিত ধূলি চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ৯৯

উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ বিশাল বিশাল অস্ত্রসমূহ উত্তোলিত করিয়া ও ধনু লইয়া পরস্পরের সম্মুখে গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন। ১০০

এই যুদ্ধে সর্বদিকে রথী, অশ্বারোহী, সহস্র সহস্র পদাতি ও বলশালী গজরাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ১০১

বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত জরাসন্ধের যোদ্ধাদিগের এই তুমুল যুদ্ধ প্রাণের মোহ ত্যাগ করিয়া হইতেছিল এবং ইহাতে সেই যুদ্ধ ভয়ানক রূপ ধারণ করিল। ১০২

ততঃ শিনিরনাধৃষ্টির্বভ্রুবিশ্বপৃথুরাহুকঃ
বলদেবঃ পুরস্কৃত্য সৈন্যস্যার্দ্ধেন সংশ্রিতাঃ ॥ ১০৩
দক্ষিণঃ পক্ষমাসেদুঃ শত্রুসৈন্যস্য ভারত
পালিতাঃ চেদিরাজেন জরাসন্ধেন বা বিভো ॥ ১০৪
উদীচ্যৈশ্চ মহাবীর্যৈঃ শল্য-শাল্বাদিভির্নৃপৈঃ
সুরক্ষ্যমাণাঃ শরবর্ষাণি সমভিতাক্রুজীবিতাঃ ॥ ১০৫
অবগ্রহঃ পৃথুঃ কঙ্কঃ শতদ্যুম্নো বিদূরথঃ
হৃষীকেশঃ পুরস্কৃত্য সৈন্যস্যার্দ্ধেন সংশ্রিতাঃ ॥ ১০৬
ভীষ্মকেণাভিগুপ্তশ্চ রুক্মিণা চ মহাত্মনা
দেবকেনাপি রাজেন্দ্র তথা মন্ত্রেশ্বরেণ চ ॥ ১০৭
প্রাচ্যৈশ্চ দাক্ষিণাত্যৈশ্চ গুপ্তবীর্যবলাদ্বিতৈঃ ।
তেষাঞ্চ যুদ্ধমভবৎ সমভিতাক্রুজীবিতম্
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসবাণৌঘান্ সৃজতাং শনিঘ্নান্ ॥ ১০৮
সাত্যকিশ্চিত্রকঃ শ্যামো যুযুধানশ্চ বীর্যবান্
রাজাধিদেবো মৃদুরঃ কঙ্কশ্চ মহারথঃ ॥ ১০৯
সত্রাজিচ্চ প্রসেনশ্চ বলেন মহতাবৃতাঃ
ব্যূহস্য পুচ্ছং তে সর্বে প্রত্যযুদ্ধিরতং যুধে ॥১১০
ব্যূহস্যার্দ্ধং সমাসেদুর্ভরেণাভিরক্ষিতম্ ।
রাজভিশ্চাপি বহুভির্বেণুদারিমুখৈঃ সহ ॥ ১১১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি মথুরোপরোধো নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

জনমেজয়! তদনন্তর শিনি, অনাধৃষ্টি, বভ্রু (অক্রূর), বিশ্বপৃথু আহুক (উগ্রসেন)—ইহারা সকলে বলরামকে অগ্রে করত সৈন্যের অর্দ্ধ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুসৈন্যের দক্ষিণ ভাগ বিদারণ করিলেন ॥ ১০৩॥

প্রভো! চেদিরাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ ও উত্তরদিকের মহাবীর্যশালী যোদ্ধ শল্য ও শাল্বাদি নরপতিগণ এই ভাগের রক্ষা বিধান করিতেছিলেন। যাদবগণ জীবনের মোহ ত্যাগ করত শত্রুদিগের সহ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০৪-১০৬

অবশিষ্ট সৈন্যের অর্দ্ধভাগে পরিবৃত হইয়া অবগ্রহ, পৃথু, কঙ্ক, শতদ্যুম্ন ও বিদূরথাদি বীরবর্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে রাখিয়া সৈন্যের বামভাগে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০৭

রাজেন্দ্র! ভীষ্মক, মহাত্মা রুক্মী, মন্ত্ররাজ শল্য এবং গুপ্ত বলপরাক্রমসম্পন্ন পূর্ব ও দক্ষিণদিকের বীরগণের দ্বারা এই ভাগ সুরক্ষিত ছিল। ইহাদের সকলের মধ্যেও প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইহারা সকলে বিদ্যুৎপাতের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দকারী শক্তি, যষ্টি, প্রাস ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ১০৭-১০৮

সাত্যকি, চিত্রক, শ্যাম, পরাক্রমশালী যুযুধান, রাজাধিদেব, মৃদুর, মহারথী কঙ্কশ্চ, সত্রাজিৎ ও প্রসেন—ইহারা সকলে বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের ব্যূহের পুচ্ছভাগে আক্রমণ করিলেন। ভরের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ইহারা ব্যূহের অর্দ্ধভাগ পর্যন্ত আক্রমণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই সময় ইহাদের বেণুদারি প্রভৃতি বহু রাজার সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১০৯-১১১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা অবরোধ ও উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণের যুদ্ধবর্ণনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

षट्त्रिंशोऽध्यायः ।

[वृष्णिवंशीयैः सह जरासन्धस्य सैन्यानां युद्धवर्णनम्, बलरामस्य जरासन्धस्य च गदायुद्धकथनम्, पराजितस्य जरासन्धस्य पलायनञ्च]

वैशम्पायन उवाच ।

ततो युद्धानि वृष्णीनां बभूवुः सुमहान्ति च
मागधस्य महामात्रैर्नृपैश्चैवानुयायिभिः ॥ १
रुक्मिणा वासुदेवस्य भीष्मकेणाहुकस्य च
क्रूरेण वसुदेवस्य कैशिकस्य तु वज्रणा ॥ २
गदेन चेदिराजस्य दन्तवक्त्रस्य शत्रुणा ।
तथान्यैर्वृष्णिवीराणां नृपाणाञ्च महात्मनाम् ॥ ३
युद्धमासीद्धि सैन्यानां सैनिकैर्ऊरुतर्षभ
अहानि पञ्च चैकञ्च षट् सप्ताष्टौ च भारत ॥४
गजैर्गजा हयैरश्वाः पदात्यश्च पदातिभिः
रथैश्च रथा विनिघ्नन्तः सेनाः सुमुदिरे नृप ॥ ५
जरासन्धस्य नृपतेः रामस्यासीत् समागमः
महेन्द्रस्येव वृत्रेण दारुणो लोमहर्षणः ॥ ६

षट्त्रिंश अध्याय ।

[वृष्णिवंशीयगणের সহিত জরাসন্ধের সৈন্যদের যুদ্ধবর্ণন। বলরাম ও জরাসন্ধের গদাযুদ্ধকথন এবং পরাজিত হইয়া জরাসন্ধের পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর জরাসন্ধের মাহুত ও অনুগামী নরপতিগণের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের কয়েকবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! রুক্মীর সহিত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের, ভীষ্মকের সহিত আহুকের (উগ্রসেনের), ক্রূরের সহিত বসুদেবের, বজ্রের (অক্রূরের) সহিত কৈশিকের, গদের সহিত চেদিরাজ শিশুপালের, শত্রুর সহিত দন্তবক্রের এবং অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত বৃষ্ণিবংশের মহাত্মা বীর নরপতিদিগের, ইহার সংক্ষেপ হইল যে, উভয় পক্ষের সৈন্যগণের প্রতিযোদ্ধা সৈন্যদের সহিত ভীষণ অস্ত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং এই যুদ্ধ সপ্তবিংশতি (২৭) দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ২-৪

হে নৃপ! হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ, অশ্বদের সহিত অশ্বেরা, পদাতিদিগের সহিত পদাতিবৃন্দ এবং রথসমূহের সহিত রথসকল মিলিত হইয়া গিয়াছিল এবং এইভাবে সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া সকল যোদ্ধাই বিপক্ষী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫

যেরূপ বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বলরামের সহিত জরাসন্ধের ভীষণ ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৬

রুক্মিণীর সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধের কথা মনে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বধ করিলেন না; বরং তাহার দিক্ হইতে আগত অগ্নি ও সূর্যাংশুর তেজস্বী এবং বিষধর সর্পসদৃশ নিষ্কাক্ত বাণসমূহকে তিনি শিক্ষার ছলে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৭

রাজন্! এইভাবে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে সৈন্যসমূহের প্রভূত অস্ত্র-ক্ষতি হইল এবং যুদ্ধভূমিতে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইয়া যাইল। ৮

যোদ্ধাগণের এই পতিত অঙ্গসমূহ হইতে চ বিশিষ্টেই মহা কবন্ধ (মুণ্ডহীন দেহ) উত্থিত হইতে লাগিল, যাহা যায় সংখ্যা গণনা করাই যায় না। ৯

যখনই বীর বলরাম বিষধর সর্পসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা জরাসন্ধকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং মগধরাজও নিজের শীঘ্রগামী রথের দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০-১১

সেই সময় উঁহার উভয়েই নানাপ্রকার অস্ত্র দ্বারা পরস্পর বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই অস্ত্রসমূহ ক্ষীণ হইয়া যাইল, উভয়েই রথহীন হইয়া পড়িলেন এবং উভয়েরই অশ্ব ও সারথি নিহত হইল। এই অবস্থায় পরাক্রমশালী উভয় যোদ্ধাই হস্তে গদা লইয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১২

গদে গৃহীত্বা বিক্রান্তাবন্যোন্যমভিধাবতাম্
কম্পয়ন্তৌ ভুবং বীরৌ তাবুদ্যতগদাবুভৌ ॥ ১৫
দদৃশাতে মহাস্থানৌ গিরী সশিখরাবিব।
ব্যূঢ়াবমন্ত যুদ্ধানি পশ্যতাং তৌ মহাভুজৌ
সংরব্ধাবভিধাবন্তৌ গদাযুদ্ধেষু বিশ্রুতৌ ॥ ১৪
উভৌ তৌ পরমাচার্যৌ লোকে খ্যাতৌ মহাবলৌ।
মত্তাবিব গজৌ যুদ্ধে তাবন্যোন্যমযুধ্যতাম্ ॥ ১৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সমহর্ষয়ঃ।
সমন্ততশ্চাপ্সরসঃ সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
তদ্দেবযক্ষগন্ধর্বমহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্
শুশুভেঽহ্যধিকং রাজন্ দিবং জ্যোতির্গণৈরিব ॥ ১৭
অভিদুদ্রাব রামং তু জরাসন্ধো মহাবলঃ।
সর্বাং মণ্ডলমাশ্রিত্য বলদেবস্তু দক্ষিণম্ ॥ ১৮
প্রহরন্তৌ ততোঽন্যোন্যং গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
রন্ধ্রাণ্যন্যোন্যতো নেদুরন্তরন্তৌ দিশো দশ ॥ ১৯

গদানিপাতো রামস্য শুশ্রুবেঽশনিনিঃস্বনঃ
জরাসন্ধস্য চ রণে পর্বভেদ্যেব দীর্যতঃ ॥ ১০
ন স্ম কম্পয়তে রামঃ জরাসন্ধকরচ্যুতা
গদা গদাভৃতাং শ্রেষ্ঠং বিদ্ধাং গিরিমিবানিলঃ ॥ ১১
রামস্য তু গদাবেগং বীর্যাৎ স মগধেশ্বরঃ।
সেহে ধৈর্যেণ মহতা শিক্ষয়া চ বাপোহয়ৎ ॥ ১২
এবং তৌ তত্র সংগ্রামে বিচরন্তৌ মহাবলৌ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি বিচেরতুররিন্দমৌ ॥১৩
ব্যায়চ্ছন্তৌ চিরং কালং পরিশ্রান্তৌ চ তস্থতুঃ।
সমাশ্বস্য মুহূর্তং তু পুনরন্যোন্যমাহতাম্ ॥ ১৪
এবং তৌ যোধমুখ্যৌ তু সমং যুযুধতুশ্চিরম্
ন চ তৌ যুদ্ধবৈমুখ্যমুভাবেব প্রজগ্মতুঃ ॥ ১৫
অথাপশ্যদ্ গদাযুদ্ধে বিশেষং তস্য বীর্যবান্
রামঃ ক্রুদ্ধো গদাং ত্যক্ত্বা জগ্রাহ মুষলোত্তমম্ ॥ ১৬

ভগবান্ ব্যাস উল্লেখ করিয়াছেন এই দুই মহাবীর যখন পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে সেখানে একশিখরবিশিষ্ট দুইটি পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১৩

এই দুই মহাবীরকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া অন্যান্য যোদ্ধাগণের যুদ্ধ করা হইল না। ইহারা উভয়েই গদাযুদ্ধে খ্যাতিমান্ ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৪

এই দুই মহাবল বীর জগতে গদাযুদ্ধের উত্তম আচার্যরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং যেরূপ মদমত্ত দুইটি হস্তী পরস্পর সঙ্ঘর্ষে আসক্ত হয়, সেইরূপ ইহারা উভয়েও যুদ্ধস্থলে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

সেই সময় গন্ধর্বগণের সহিত দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এবং সহস্র সহস্র অপ্সরা সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৬

রাজন্! দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত আকাশের সেই ভাগ তখন নক্ষত্রমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া যেন অধিক শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল জরাসন্ধ সাবধান হইয়া গুলাকারে বলরামের দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলরাম দক্ষিণ ভাগ দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ১৭-১৮

গদাযুদ্ধে নিপুণ এই দুই বীর গদাদ্বারা পরস্পরকে নিবারিত করিতে করিতে পরস্পরকে সেইভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুইটি মদমত্ত হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে। যখন বলরাম গদার আঘাত করিতেছিলেন, তখন বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল এবং রণাঙ্গনে জরাসন্ধের গদাঘাতে সেইরূপ শব্দ হইতেছিল, যেন কোন পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে। ১৯-১০

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু বিন্ধ্য পর্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ জরাসন্ধের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত গদা গদাধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরামকে কম্পিত করিতে পারিল না। আবার বলরামের গদার বেগকে জরাসন্ধ নিজের বলের আধিক্যবশতঃ মহাধৈর্য সহকারে সহ্য করিতে লাগিলেন এবং নিজের শিক্ষার দ্বারা তাহার প্রহার ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ১১-১২

এইরূপ সঙ্ক্রমণকারী সেই দুই মহাবল যোদ্ধা এই সংগ্রামে বিচিত্র নানাপ্রকার গদাযুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৩

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিশ্রম করিবার পর উভয়ে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্তকাল বিশ্রামের দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ১৪

এইভাবে সেই দুই প্রধান যোদ্ধা দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই যোদ্ধাই কোনরূপে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না। ১৫

তদনন্তর পরাক্রমশালী বলরাম যখন গদাযুদ্ধে জয়ের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গদা পরিত্যাগ করত উত্তম মুষল গ্রহণ করিলেন। ১৬

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

প্রেমী ভক্তের আকুল আহ্বানে প্রেমময় ঠাকুর ইষ্ট-মূর্তিতে দর্শন দিলেন সে দর্শন স্বপ্নের মত, দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হন। সে দর্শনে ভগবানকে স্বরূপতঃ জানা হয় না তাহাতে বিরহ আছে। ভগবান্ সেই দেহমাত্র পরিচিত—এই জ্ঞানলাভে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতাকে নর-নারীতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গে, বৃক্ষ-লতায়, সূর্য্যে-চন্দ্রে, আকাশে-বাতাসে নক্ষত্রে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক কথায় সর্ব্বত্র, অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত দর্শন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়। তাহাতে দুঃখ শান্তি হয় না। 'যত যত নেত্র পড়ে তত তত কৃষ্ণ স্ফুরে।'

[২]

কোনও ব্যক্তি সাধুসঙ্গের কাছে শুনে এলো যে নাম করলে ব্রহ্মহত্যা, পরদার, মদ্যপান, মিথ্যা কথা ইত্যাদি মহাপাপও নষ্ট হয়ে যায়। পরদার, মদ্যপান করি—দু'ঘণ্টা নাম করবো; বাস্ একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যাবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিই—পরে ঘণ্টা-খানেক নাম ক'রে সে পাপ দূর করে দেবো। এরূপ যারা মনে করে তারা অতিবড় মহাপাপী। নামরূপী শ্রীভগবান্‌কে তাহাদের পাপ-কর্ম্মের সহায় করত পাপ অনুষ্ঠান করতে চায়। তার ফলে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

—:০:—

Regd. No. WB/NC-57

CHAITRA
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—94
Mar.—April. 1976

25 JUL 19

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

শ্রীভগবান জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। মানবের তাঁহার চিন্তা করা শিষ্যের কর্তব্য হওয়ে পড়িয়াছে অর্থাৎ মরিয়াছেন একথা বলা উচিত নহে। তাহা হইলে গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করিবার জন্য নরকে গমন করিতে হয়। প্রকট-অপ্রকটরূপে গুরু নিয়ত বর্তমান—এইরূপ চিন্তা করাই মোক্ষকামি শিষ্যগণের বিধেয়।

জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা না থাকিলে গুরুকে ভাল বলিয়া বোধ এবং তাঁহার আত্যন্তিক নিষ্ঠার জন্য কামনা হয় না। অধুনা অধিকাংশ স্থলে পারত্রিক উন্নতির কথা, ঐহিক সুখের জন্যই মানুষ গুরু আশ্রয় করে এবং তাহাই লাভ করিয়া থাকে এ যুগে কেবল সন্তাপহারক গুরু দুর্লভ নহেন সন্তাপকারক শিষ্যও দুর্লভ।

—)০(—

রামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২ পি ভদ্রিউ ডি রোড কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ভদ্রিউ ডি রোড, কলিকাতা ৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

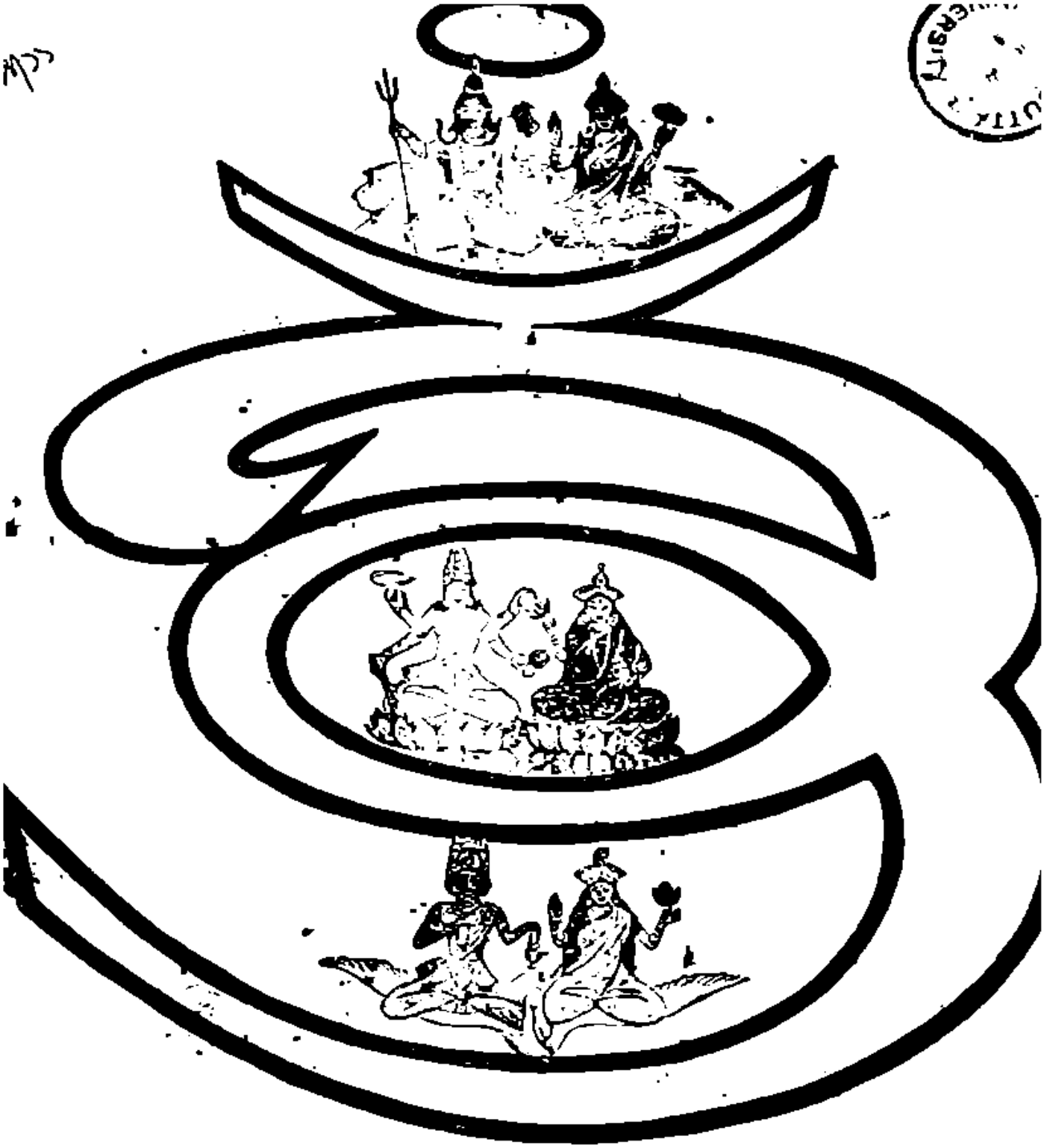

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

যখন নাদ ও জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের ভগবৎ-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তিনি সর্ব্বত্যাগ করে দেন। অনন্য-ভাবে শ্রীভগবানকে চিন্তা করতে থাকলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না, ভক্তকে তার প্রাপ্তিতরূপে দর্শনদান করেন, বর দেন, ইষ্ট-অঙ্গে মনের লয় হয়ে যায়, তিনি জীবন্মুক্ত হ'য়ে যান। যতদিন জীবিত থাকেন গুরুদত্ত নামময় হয়ে ওঙ্কার খেলা করতে থাকেন। তিনি জগৎকল্যাণব্রত গ্রহণ ক'রে আনন্দে প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রে পরমানন্দধামে উপস্থিত হন। তিনি জল-স্থল আকাশ মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যা কিছু দেখেন সর্ব্বত্রই ভগবৎস্ফূর্ত্তি হতে থাকে, "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে," জগৎ বাসুদেবময় হয়ে যায়।

এস পাপী-তাপী রোগী-শোকী—এস কামিনীকাঞ্চনদুষ্ট—এস দীন-হীন অন্ধ-আতুর এস বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—তোমরা নাম কর—নাম কর—পাপ-তাপ রোগ-শোক জ্বালা-যন্ত্রণা সব অবসান হবে। নামসঙ্কীর্ত্তনে শ্রীভগবান্ স্থির থাকতে পারবেন না, তিনি দর্শন দান ক'রবেন ক'রবেনই ক'রবেন।

—:০:—

১৪শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮৩] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রণীত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যব্যাসরত্নাথ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকদ্বয়

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্য করণতীর্থ

শ্রীমধুসূদন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় : —মহামিলন মঠ, ৭৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫৮-২৭৩১)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন পঃ অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয় নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি রোড, কলি-৩

১। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি ৬৩ খণ্ড স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-বিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, মহামিলন মঠ ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি ৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূরক আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূরক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি. ডব্লিউ. ডি. রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—২৭··
২। শ্রীবাল্মীকীয় রামায়ণ— ৪০··
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯··
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৭··

তমুল্লসন্তং তদা দৃষ্ট্বা মুসলং ঘোরদর্শনম্
অমোঘং বলদেবেন ক্রুদ্ধেন তু মহারণে ॥ ২৭

ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুস্বরা লোকসাক্ষিণী
উবাচ বলদেবং তং সমুল্লঙ্ঘ্যলাঙ্গুলম্ ॥ ২৮

ন ত্বয়া রাম বধোঽয়মলং খেদেন মানদ
বিদিতোঽস্য ময়া মৃত্যুস্তদ্ধি সাধু বিচারয়
অতিবেলেব কালেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি মাগধঃ ॥ ২৯

জরাসন্ধস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিমনাঃ সমপদ্যত
ন প্রজহ্রে ততস্তস্মৈ পুনরেব হলায়ুধঃ ॥ ৩০

তৌ ব্যাপারমতাং যুদ্ধে বৃষ্ণ্যন্ধকে চ পার্থিবাঃ
অসক্তমভবদ্ যুদ্ধং তেষামেবং সুদারুণম্ ॥ ৩১

দীর্ঘকালং মহারাজ নিয়তামিতরেতরম্
পরাজিতে স্বপক্রান্তে জরাসন্ধে মহীপতৌ ॥ ৩২

অস্তং যাতে দিনকরে নাযুধ্যন্তত্র নিশি
সমানীয় স্বকং সৈন্যং লব্ধলক্ষ্যো মহাবলঃ ॥ ৩৩
পুরীং প্রবিবিশুর্হৃষ্টাঃ কেশবেনাভিপালিতাঃ
খাচ্ছাতাস্ত্বায়ুধাস্তেষাং তান্যেবাস্তর্দধুস্তদা ॥ ৩৪
জরাসন্ধোঽপি নৃপতির্বিমনাঃ স্বপুরীং যযৌ
রাজানশ্চানুগা যেঽস্য স্বরাষ্ট্রাণ্যেব তে যযুঃ ॥ ৩৫
জরাসন্ধস্তু তে জিত্বা মেনিরে নৈব নির্জিতম্
বৃষ্ণয়ঃ কুরুশার্দূল রাজা হ্যতিবলঃ স বৈ ॥ ৩৬
দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামান্ জরাসন্ধস্য যাদবৈঃ
বহুভির্নৈব সমরে হন্তুং শেকুর্মহাবলাঃ ॥ ৩৭
অক্ষৌহিণ্যশ্চ তস্যাসন্ বিংশতিশ্চ মহামতে
জরাসন্ধস্য নৃপতেস্তদর্থং যাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩৮
শস্ত্রবদ্ভিরভিত্রাস্তা বৃষ্ণয়ো ভরতর্ষভ
যাদবৈস্তেন রাজেন্দ্র রাজভিঃ সহিতেন বৈ ॥ ৩৯

সেই মহাসমরে কুপিত হইয়া বলরাম কর্তৃক সেই ভয়ানক ও অমোঘ মুসলকে উত্তোলিত হইতে দেখিয়া আকাশে সকল লোকের সমুখে স্পষ্টরূপে এই দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণী হল-মুসল উত্তোলিত করিয়া ধারণকারী বলরামকে বলিলেন। ২৭-২৮

মানদাতা বলরাম। জরাসন্ধের বধ আপনার দ্বারা হইবে না; অতএব ইহাতে খেদ করিবার কিছু নাই। ইহার মৃত্যুর হেতু আমি জানিতে পারিয়াছি, সেইহেতু আপনি ইহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন। মগধরাজ জরাসন্ধ অল্পকাল মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিবে। ২৯

ইহা শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ মনে মনে বিমর্ষ হইয়া উঠিলেন এবং বলরাম পুনরায় তাহার উপর অস্ত্র প্রহার করিলেন না। ৩০

তখন ইহারা উভয়েই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং বৃষ্ণি-বংশীয় যোদ্ধারা ও অন্যান্য নৃপতিগণও যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। মহারাজ! এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরের প্রহার করিতে করিতে সেই যোদ্ধাগণের যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবিরাম গতিতে চলিতেছিল, তাহা শান্ত হইয়া যাইল। ৩১½

রাজা জরাসন্ধ যখন পরাজিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া চলিয়া যাইলেন এবং সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, তখন রাত্রির সময় যাদবগণ পুনরায় তাঁহাদের পক্ষাক্রমণ করিলেন না। ৩২½

জগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত মহাবল যাদবগণ নিজেদের লক্ষ্যে সফল হইলেন, অতএব তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সহিত মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ৩৩½

এইরূপ আকাশ ও দিব্য লোক হইতে যে সব অস্ত্র আসিয়াছিল, সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যাইল। অন্যদিকে রাজা জরাসন্ধও বিমনা হইয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত যে সব রাজারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজ নিজ রাজ্যে চলিয়া যাইলেন। ৩৪-৩৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ জরাসন্ধকে জয় করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত বলিয়া মনে করিলেন না; কারণ, সেই রাজার পার্শ্বে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তিনি নিজেও অতিশয় বলশালী ছিলেন। ৩৬

মহাবল যাদবগণ জরাসন্ধকে আঠার বার যুদ্ধের সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন যুদ্ধেই জরাসন্ধকে বধ করিতে সমর্থ হন নাই। ৩৭

মহামতে! রাজা জরাসন্ধের নিকট বিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, যাহারা তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে সমবেত হইয়াছিল। ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজেন্দ্র! বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা রাজগণ সহ জরাসন্ধের দ্বারা অভিদ্রুত হইয়া যাইতেন ॥ ৩৯

জিত্বা তু মাগধং সংখ্যে জরাসন্ধং মহীপতিম্
বিহরন্তি স্ম সুখিনো বৃষ্ণিসিংহা মহারথাঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
জরাসন্ধাপযানং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

মগধরাজ নৃপতি জরাসন্ধকে এইরূপে যুদ্ধে জয় করিয়া বৃষ্ণিবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী মহারথী যাদবগণ সুখে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে জরাসন্ধের যুদ্ধযাপূর্বক পলায়ন নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধস্য পুনরাক্রমণশঙ্কিতঃ যাদবানাং সভায়াং বিকল্পোদ্ভাবনম্ রাজ্ঞো হর্যশ্বস্য চরিত্রম্, ততো মৌর্যাদবানাঞ্চোৎপত্তিবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স কৃষ্ণস্তত্র বলবান্ রৌহিণেয়েন সঙ্গতঃ।
মথুরাং যাদবাকীর্ণাং পুরীং তাং সুখমাবসৎ ॥ ১
প্রাপ্তযৌবনদেহস্তু যুক্তো রাজশ্রিয়া বিভুঃ
চচার মথুরাং প্রীতঃ সর্বকামগুণান্বিতাম্ ॥ ২
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা রাজগৃহেশ্বরঃ
সম্মানং নিহতং কংসং জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩
যুদ্ধায় যোজিতো ভূয়ো দুহিতৃভ্যাং মহীপতিঃ
স সপ্ত চ সংগ্রামান্ জরাসন্ধস্য যাদবাঃ।
দদুর্ন চৈনং সমরে হন্তুং শেকুর্মহারথাঃ ॥ ৪
ততো মাগধরাট্ শ্রীমাংশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
ভূয়োঽপ্যষ্টাদশং কর্তুং সংগ্রামং স সমারভৎ ॥ ৫
বৈলক্ষ্যাৎ পুনরেবাসৌ রাজা রাজগৃহেশ্বরঃ।
জরাসন্ধো বলী শ্রীমান্ পাকশাসনবিক্রমঃ ॥ ৬
স সাধনেন মহতা বৃহদ্রথসুতো বলী।
কৃষ্ণস্য বধমন্বিচ্ছন্ ভূয়ো বৈ সংস্থবর্ত্তত ॥ ৭
তং শ্রুত্বা সহিতাঃ সর্বে নিবৃত্তং মগধেশ্বরম্।
যাদবা মন্ত্রয়ামাসুর্জরাসন্ধভয়ার্দিতাঃ ॥ ৮
ততঃ প্রাহ মহাতেজা বিকল্পর্নয়কোবিদঃ।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষমুগ্রসেনস্য শৃণ্বতঃ ॥ ৯
শ্রূয়তাং তাত গোবিন্দ কুলস্যাস্য সমুদ্ভবঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি প্রাপ্তকালমহং ততঃ।
যুক্তং চেন্মন্যসে সাধো করিষ্যসি বচো মম ॥ ১০

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[জরাসন্ধের পুনরাক্রমণে শঙ্কিত যাদবগণের সভায় বিকল্পের ভাষণ—রাজা হর্যশ্বের চরিত্র এবং তাঁহা হইতে মৌর্য ও যাদবগণের উৎপত্তি বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত মিলিত হইয়া যাদবগণে পরিপূর্ণ সেই মথুরাপুরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

তাঁহার শ্রীবিগ্রহ এই সময় যৌবনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজোচিত শোভায় সম্পন্ন হইয়া ধনপ্রাপ্তবিভূষিত মথুরায় প্রসন্নচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

কিছুকাল পর রাজগৃহের অধিপতি প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ কংসের নিহত হইবার ঘটনা স্মরণ করিলেন ॥ ৩

তাঁহার দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তি পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিল। যাদবগণ জরাসন্ধকে ক্রমশঃ সতের বার যুদ্ধের অবকাশ দিয়াছিলেন; কিন্তু মহারথী যাদবগণ সমরাঙ্গণে তাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই ॥ ৪

তদনন্তর শ্রীমান্ মগধরাজ জয় লাভ চতুরঙ্গিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া পুনরায় অষ্টাদশ বার যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিলেন ॥ ৫

রাজগৃহপতি বলবান্ রাজা শ্রীমান্ জরাসন্ধ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি পূর্ব পরাজয়ে লজ্জা অনুভব করায় পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন ॥ ৬

বৃহদ্রথের এই বলবান্ পুত্র জরাসন্ধ বিশাল যুদ্ধসামগ্রীতে সুসম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বধ কামনা করত পুনরায় মথুরাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭

মগধরাজের পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসিবার সংবাদ শ্রবণ করত সমস্ত যাদবগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া একত্রে সমবেত হইলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৮

সেই সময় নীতিকুশল মহাতেজস্বী বিকল্প উগ্রসেনকে শুনাইতে থাকিয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৯

তাত! গোবিন্দ! এই কুলের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ শ্রবণ কর। ইহা শুনিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে বলিয়াই আমি বলিতেছি;

যাদবস্যাস্য বংশস্য সমুদ্ভবমশেষতঃ।
যথা মে কথিতঃ পূর্ব্বং ব্যাসেন বিদিতাত্মনা ॥ ১১
আসীদ্ রাজা মনোর্বংশে শ্রীমানিক্ষ্বাকুসম্ভবঃ
হর্য্যশ্ব ইতি বিখ্যাতো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ১২
তস্যাসীদ্দয়িতা ভার্য্যা মধোর্দৈত্যস্য বৈ সুতা।
দেবী মধুমতী নাম ধর্ষেণস্য শচী যথা ॥ ১৩
সা যৌবনগুণোপেতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি
মনোরথকরী রাজ্ঞঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ১৪
সানবেন্দ্রকুলে জাতা সুশ্রোণী কামরূপিণী
একপত্নীব্রতধরা খেঽচরা রোহিণী যথা ॥ ১৫
সা তমিক্ষ্বাকুশার্দ্দূলং কাময়ামাস কামিনী
স কদাচিন্নরশ্রেষ্ঠো ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন মাধব ॥ ১৬
রাজ্যান্নিরস্তো বিশ্বস্তঃ সোঽযোধ্যাং সম্পরিত্যজৎ।
স তদাত্মপরীবারঃ প্রিয়য়া সহিতো বনে ॥ ১৭

হে মাধব! তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সজ্জনপ্রিয় মাধব! ইহা শুনিয়া যদি উচিত মনে কর, তবে আমার কথানুসারে কার্য্য করিও ॥ ১০

যাদবগণের এই উৎপত্তির সংবাদ প্রসঙ্গ আমাকে ব্যাসদেব পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই আমি তোমাকে শুনাইব ॥ ১১

বৈবস্বত মনুর বংশে ইক্ষ্বাকুর পুত্র হর্য্যশ্বনামে বিখ্যাত এক শ্রীসম্পন্ন রাজা ছিলেন। ইনি মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন ॥১২

মধুনামক দৈত্যের কন্যা মধুমতী দেবী তাঁহার প্রিয়া ভার্য্যা ছিলেন। যেরূপ শচী ইন্দ্রের প্রিয়া ছিলেন, সেইরূপ মধুমতী হর্য্যশ্বের প্রিয়া হইয়াছিলেন ॥ ১৩

তিনি যৌবনোচিত সমস্ত গুণে ভূষিতা ছিলেন। এই ভূতলে তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য্যের কোনও তুলনা ছিল না। ইনি রাজা হর্য্যশ্বের মনোরথসিদ্ধিকারিণী হওয়ায় রাজার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মাননীয়া ছিলেন ॥ ১৪

মানবরাজ মনুর কুলে উৎপন্না এই সুন্দর কটিদেশ-সুশোভিতা কামরূপিণী (ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে সমর্থা) দেবী মধুমতী রোহিণী (চন্দ্রপত্নী)-তুল্যা একপত্নী ব্রতপালনকারিণী ও আকাশে বিচরণকারিণী ছিলেন ॥ ১৫

ইনি কামিনী (কামবশীভূতা) হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশের শ্রেষ্ঠ বীর হর্য্যশ্বকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন। মাধব! তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজেরই একান্ত বিশ্বস্ত নরশ্রেষ্ঠ হর্য্যশ্বকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন এবং অন্য পরিবার (পরিজন) সহ নিজের প্রিয়া ভার্য্যা মধুমতীকে সঙ্গে লইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

কালের মহিমা-বিষয়ে অভিজ্ঞ কমলনয়ন হর্য্যশ্ব নিজের প্রিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সেখানে আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন পদ্মনয়না মধুমতী ভর্ত্তা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত নিজের পতিকে বলিলেন ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ বীর! তুমি অযোধ্যার রাজ্যশাসন পরিত্যাগ কর, এবং এস, আমার সহিত গমন কর। আমরা দুইজনে আমার পিতা মধুর গৃহে গমন করিব ॥ ১৯

সুরম্য মধুবন নামক বনই আমার পিতার নিবাস স্থান। সেখানের বৃক্ষ ইচ্ছানুসারে পুষ্প ও ফল প্রদান করে। আমরা দুই জনে একত্রে থাকিয়া স্বর্গবাসীদিগের ন্যায় সে স্থানে সকল সুখ উপভোগ করিব ॥ ২০

কৃপাল! তুমি আমার পিতা ও মাতা উভয়েরই অত্যন্ত প্রিয় এবং আমার প্রিয় করিবার জন্য আমার ভ্রাতা লবণাসুরও তোমাকে অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করিবে ॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া আমরা উভয়ে একসঙ্গে থাকিয়া রাজার্হিত দুই সম্পত্তীর ন্যায় ইচ্ছানুসারে সমস্ত বস্তু উপভোগ করিতে করিতে আনন্দে বিহার করিব। যেরূপ দেবপুরে নন্দনবনে দেবাঙ্গনা ও দেবতা বিহার করেন, সেইরূপ আমরাও উভয়ে সেই মধুবনে বিহার করিব। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ২২

দিগিনঃ গর্হিতং বাসং ভৃত্যবচ্চ পরাশ্রয়ম্
গচ্ছাবঃ সহিতৌ বীর পিতুর্মে ভবনান্তিকম্ ॥ ২৪
তস্য সম্যক্ প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বজং ভ্রাতরং প্রতি
কামার্ত্তস্য নরেন্দ্রস্য পত্ন্যাস্তদ্রুরুচে বচঃ ॥ ২৫
ততো মধুপুরং রাজা হর্য্যশ্বঃ স জগাম হ
ভার্য্যয়া সহ কামিন্যা কামী পুরুষপুঙ্গবঃ ॥ ২৬
মধুনা দানবেন্দ্রেণ স মাত্রা সমুপাগতঃ
স্বাগতং বৎস হর্য্যশ্ব প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ ॥ ২৭
যদেতৎ মম রাজ্যং বৈ সর্ব্বং মধুবনং বিনা
দদামি তব রাজেন্দ্র বাসঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৮
বনেঽস্মিন্ লবণশ্চায়ং সহায়স্তে ভবিষ্যতি ।
অমিত্রনিগ্রহে চৈব কর্ণধারস্তবেত্যুত ॥ ২৯
পালয়ৈনং শুভং রাষ্ট্রং সমুদ্রানূপভূষিতম্
গোসমৃদ্ধং শ্রিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষম্ ॥ ৩০

মহারাজ ! তোমার ভ্রাতা রাজ্যের মনে সদা উদ্যত থাকিয়া অভিমানে পূর্ণ রহিয়াছেন এবং আমাদের উভয়ের উপর সতত দ্বেষ করেন, অতএব আমরাই উহাকে ত্যাগ করিব ॥ ২৩

কৃত্যের ন্যায় অন্যের আশ্রিত হইয়া থাকা ভাল নয় ; অতএব এই নিন্দিত নিবাসকে ধিক্‌কার বীর ! চল, আমরা উভয়ে পিতার নিকটে গমন করিব ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণ ! অধিক নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি হর্য্যশ্বের উত্তম আচার ব্যবহার ছিল অর্থাৎ কোনও প্রতিলোমপ্রস্তাবের স্পৃহা ছিল না তথাপি কানে পীড়িত থাকায় সেই নরেন্দ্রের পত্নীর কথাই ভাল লাগিল ॥ ২৫

তখন কামবশীভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা হর্য্যশ্ব নিজের কামবতী ভার্য্যার সহিত মধুপুরের দিকে গমন করিলেন ॥ ২৬

সেস্থানে দানবরাজ মধু তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, —বৎস হর্য্যশ্ব ! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত ? আমি তোমার দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ২৭

রাজেন্দ্র ! এই যে আমার সম্পূর্ণ রাজ্য আছে, তাহা আমি কেবল মধুবন বাদ দিয়া তোমাকে প্রদান করিলাম। তুমি উহা গ্রহণ কর এবং এস্থানেই বাস কর ॥ ২৮

এই বনে এই আমার পুত্র লবণও তোমার সহায়ক হইবে যে শত্রুদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ এই লবণ তোমার পক্ষে কর্ণধার-স্বরূপ হইবে ॥ ২৯

তুমি সমুদ্রের জলপ্রায়দেশে বিভূষিত এই শুভ রাষ্ট্র পালন

অত্র তে বসতস্তাত দুর্গং গিরিপুরং মহৎ
ভবিতা পার্থিবাবাসঃ সুরাষ্ট্রবিষয়ে মহান্ ॥ ৩১
অনূপবিষয়শ্চৈব সমুদ্রান্তে নিরাময়ঃ
আনর্ত্তং নাম তে রাষ্ট্রং ভবিষ্যত্যায়তং মহৎ ॥ ৩২
তদ্ধ্রুবিষ্ণুনয়ং মন্যে কালযোগেন পার্থিব
অধ্যাস্যতাং যথাকালং পার্থিবং বৃত্তমুত্তমম্ ॥ ৩৩
যযাতেরপি বংশস্তে সমেষ্যতি চ যাদবম্
অনুবংশঞ্চ বংশস্তে সোমস্য ভবিতা কিল ॥ ৩৪
এষ মে বিভবস্তাত তবেমং বিষয়োত্তমম্
দত্ত্বা যাস্যামি তপসে সাগরং লবণালয়ম্ ॥ ৩৫
লবণেন সমাযুক্তমিমং বিষয়োত্তমম্
পালয়স্বাখিলং তাত স্বস্য বংশস্য বৃদ্ধয়ে ॥ ৩৬
ব্যাদিদেশেব হর্য্যশ্বঃ প্রতিজগ্রাহ তৎপুরম্
স চ দৈত্যস্তপোবাসং জগাম বরুণালয়ম্ ॥ ৩৭

কর। এই রাষ্ট্র গোসমৃদ্ধে সমৃদ্ধ এবং লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত। এই রাষ্ট্রে অধিক সংখ্যায় আভীরজাতির মানুষ বাস করে ॥ ৩০

তাত ! এস্থানে বাস করিলে তব মহান্ ও দুর্গম গিরিপুর (গিরিনার বা রৈবতক পর্ব্বতের দ্বারা মিলিত নগর) তোমার রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিশাল সুরাষ্ট্র রাজ্য সমুদ্রের নিকট ও জলপ্রায়প্রদেশে সংযুক্ত হইবে। এস্থানে কোনও প্রকার রোগ হয় না ॥ ৩১

তোমার এই বিশাল ও বিপুল রাজ্য আনর্ত্তনামে বিখ্যাত হইবে। কৃপাল ! আমি মনে করি, কালযোগে ইহা অবশ্য-স্থায়ী হইবে। তুমি সময়ানুসারে উত্তম রাজোচিত আচরণ অবলম্বন করত এই স্থানে বাস কর ॥ ৩২-৩৩

তোমার এই বংশ যযাতি ও যদুর বংশে মিলিয়া যাইবে। চন্দ্রবংশের মধ্যেই তোমার বংশ চলিতে থাকিবে (সূর্য্যবংশের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না।) ॥ ৩৪

তাত ! এই আমার বিভব (রাজ্যসম্পদ্)। আমি তোমাকে এই উত্তম রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যার জন্য লবণ-সমুদ্রে গমন করিব ॥ ৩৫

তাত ! তুমি আমার পুত্র লবণের সহিত থাকিয়া নিজের বংশের বৃদ্ধির জন্য এই সমগ্র উত্তম রাজ্য পালন কর ॥ ৩৬

তখন 'আজ্ঞা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া হর্য্যশ্ব সেই পুরকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সেই দৈত্য মধু তপস্যার জন্য সত্বর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৭

হর্যাশ্বশ্চ মহাতেজা দিব্যে গিরিবরোত্তমে
নিবেশয়ামাস পুরং বাসার্থমমরোপমঃ ॥ ২৮
আনর্ত্তং নাম তদ্রাষ্ট্রং সুরাষ্ট্রং গোধনাবৃতম্
তস্মিন্নেব কালেন সমৃদ্ধং প্রত্যপদ্যত ॥ ২৯
অনূপবিষয়ে চৈব বেল বনবিভূষিতম্
বিচিত্রং ক্ষেত্রশস্যাঢ্যং প্রাকারগ্রামসঙ্কুলম্ ॥ ৪০
শশাস নৃপতিঃ স্ফীতং তদ্ রাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
রাজধর্ম্মেণ যশসা প্রজানাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪১
তস্য সম্যক্প্রচারেণ হর্যাশ্বস্য মহাত্মনঃ।
ব্যবর্দ্ধত তদক্ষোভ্যং রাষ্ট্রং রাষ্ট্রগুণৈর্যুতম্ ॥ ৪২
স হি রাজা স্থিতো রাজ্যে রাজবৃত্তেন শোভিতঃ।
প্রাপ্তঃ কুলোচিতাং লক্ষ্মীং বৃত্তেন চ নয়েন চ ॥ ৪৩
তস্যৈব চ সুবৃত্তস্য পুত্রকামস্য ধীমতঃ

মধুমত্যাং সুতো জজ্ঞে মধুরাম মহাবলঃ ॥ ৪৪
সোঽবর্দ্ধত মহাতেজা ধনুর্ব্বেদবিনিঃস্বনঃ
রাজলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বশত্রুনিবর্হিকঃ ॥ ৪৫
মধুর্নামাভবৎ পুত্রো রাজলক্ষণপূজিতঃ
যস্মাত্ত্ব পূর্ব্বজো রাজা পুরুঃ স মধুরাবসাৎ ॥ ৪৬
স এক এব তস্যাসীৎ পুত্রঃ পরমশোভনঃ
উর্জ্জিতঃ পৃথিবীভর্ত্তা হর্যাশ্বস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৭
দশ বর্ষসহস্রাণি স কৃত্বা রাজ্যমব্যয়ম্
জগাম ত্রিদিবং রাজা হর্য্যশ্বঃ প্রতিমো ভুবি ॥ ৪৮
ততো মধুরসীনাম্না প্রজাভিস্তুষ্টচেতসা
পিতর্য্যুপরতে শ্রীমান্ ক্রমেণার্কে ইবোদিতঃ ॥ ৪৯
শশাস মেদিনীং বসুধাং প্রশাস্তরিপুতস্করাম্
মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রখ্যো নৃপো যেনাস্য যাদবাঃ ॥ ৫০

দেবতুল্য মহাতেজস্বী হর্যাশ্ব পিতা ও সেই গিরিবরের (রৈবতকের) নিকটে নগর স্থাপনার জন্য এক নগর স্থাপিত করিলেন ॥ ৩৮

আনর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ এই গোধন-সম্পন্ন রাষ্ট্রকে সুরাষ্ট্র বলা হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই উহা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল ॥ ৩৯

জলপ্রায়দেশে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বনরেখাতে বিভূষিত বিচিত্র, ক্ষেত্র (ক্ষেত) ও নানা অস্ত্রে সুশোভিত, প্রাকার ও গ্রামসমূহে যুক্ত এবং ধন-ধান্যে সম্পন্ন সেই রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রবৃদ্ধি-কারী রাজা হর্যাশ্ব শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজধর্ম্ম ও যশের দ্বারা প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া যাইলেন ॥ ৪০-৪১

মহাত্মা হর্যাশ্বের উত্তম আচার-ব্যবহারের জন্য এই অক্ষোভ্য রাষ্ট্র উত্তম রাষ্ট্রের গুণসমূহে সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর উন্নতি করিতে লাগিল ॥ ৪২

রাজ্যে স্থিত হইয়া রাজোচিত ব্যবহারে সুশোভিত এই রাজা হর্যাশ্ব সদাচার ও উত্তম নীতির দ্বারা নিজের কুলের পক্ষে উচিত লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৩

* কথিত আছে যে,—যেরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠ কোনও বিশেষ কারণবশতঃ মিত্রাবরুণের অংশ হইতে নূতন শরীর ধারণ করত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই বসিষ্ঠ নামেই অভিহিত হইতেন, সেইরূপ যযাতির পুত্র যদুও যোগবলে হর্যাশ্বের পুত্র-রূপে উৎপন্ন হন এবং সেই পূর্ব্ব নাম 'যদু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পুত্রকামী সদাচারী ও বুদ্ধিমান্ হর্যাশ্বের মধুমতীর গর্ভ হইতে মহাবলী মধুর জন্ম হইল ॥ ৪৪

মহাতেজস্বী মধুর বল ইন্দ্রদুন্দুভিনাদের সমান গম্ভীর ছিল। তিনি রাজোচিত লক্ষণসমূহে সম্পন্ন হইয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি শত্রুগণের পক্ষে সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর ছিলেন ॥ ৪৫

হর্যাশ্বের এই পুত্র মধু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মধু রাজোচিত লক্ষণসমূহে সেইরূপ সম্মানিত হইলেন, যেরূপ তাঁহার পূর্ব্বজ রাজা মহাবলী পুরু সকলের সম্মানিত ছিলেন ॥ ৪৬

মহাত্মা হর্যাশ্বের মধুই একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি পরম সুন্দর, বলবান্ ও পৃথিবীকে ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ৪৭

রাজা হর্যাশ্ব দশ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত অক্ষয় রাজ্য উপভোগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তিনি ভূতলে অনুপম হর্য্যাশ্ব ছিলেন ॥ ৪৮

পিতার মৃত্যুর পর প্রজাগণ উদারচেতা শ্রীমান্ মধুকে তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইনি ক্রমশঃ এক সূর্য্যের পর দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৯

যাঁহার জন্য আমরা সকলে 'যাদব' বলিয়া অভিহিত হই, সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী মধু যখন এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন, তখন এখানকার সমস্ত ভয় শান্ত হইয়া যাইল এবং দস্যু-তস্করগণ দূর হইয়া গেল ॥ ৫০

স কদাচিন্মহাশক্রে জলক্রীড়াং মহোদধৌ
দারৈঃ সহ গুণোদারৈঃ সতার ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ৫১
স তত্র সহসা ক্ষিপ্তস্তিতীর্ষুঃ সাগরাম্ভসি
ধূম্রবর্ণেন নৃপতিঃ সর্পরাজেন বীর্যবান ॥ ৫২
সোঽপাকৃষ্টস্ত বেগেন জলে সর্পপুরং মহৎ।
মণিস্তম্ভগৃহদ্বারং মুক্তাদামবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
কীর্ণং শঙ্খকুলৈঃ শুভ্রৈ রত্নরাশিবিভূষিতম্
প্রবালাঙ্কুরপত্রাঢ্যৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪
কীর্ণং পন্নগনার্যোঘৈঃ সমুদ্রোদরবাসিভিঃ।
স্বর্ণবর্ণেন ভাস্বন্তং স্বস্তিকেনেন্দুবর্চসা ॥ ৫৫
স তং দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্রো বিমলে সাগরাম্ভসি
পন্নগেন্দ্রপুরং তোয়ে জগত্যামিব নির্মিতম্ ॥ ৫৬
যত্নং চৈব পুরং তত্র প্রবিবেশ নৃপো বলাৎ
অগাধং তোয়মাকারাৎ পূর্ণং সর্ববসুসৈনঃ ॥ ৫৭
তস্য দত্তং মণিময়ং কমলং পরমাসনম্

স্বাস্তীর্ণং পদ্মপত্রৈশ্চ পদ্মসূত্রোত্তরচ্ছদম্ ॥ ৫৮
তমাসীনং নৃপং তত্র পন্নগে পন্নগাসনে
বিজিজ্ঞপতিরব্যগ্রো ধূম্রবর্ণোঽভ্যভাষত ঃ ৫৯
পিতা তে স্বর্গতিং প্রাপ্তঃ কৃত্বা বংশমিমং মহৎ
ভবন্তং তেজসা যুক্তমুৎপাদ্য বসুধাধিপম্ ॥ ৬০
যদুবংশময়ং বংশস্ত্বন্নাম্না যদুপুঙ্গব।
পিত্রা তে মঙ্গলার্থায় স্থাপিতঃ পার্থিবাকরঃ ॥ ৬১
বংশে চাস্মিংস্তব বিভো দেবানাং তনয়াবয়াঃ।
ঋষীণামুরগাণাঞ্চ উৎপৎস্যন্তে নৃযোনিজাঃ ॥ ৬২
তস্মন্নেনাঃ সুতাঃ পঞ্চ কুমার্যো বৃত্তসম্মতাঃ।
উৎপন্না যৌবনাশ্বস্য ভগিন্যাং নৃপসত্তম ॥ ৬৩
প্রতীচ্ছেমাঃ স্বধর্মেণ প্রাজাপত্যেন কর্মণা
বরঞ্চ তে প্রযাস্যামি বরার্হস্ত্বং মতো মম ॥ ৬৪
তৈমাংশ্চ কুকুরাংশ্চৈব ভোজান্ধকযদূন্-যাদবাঃ
দশ হ্যী বৃষ্ণয়শ্চেতি খ্যাতিং যাস্যন্তি সপ্ত তে ॥ ৬৫

সেই রাজা যখন একদিন নিজের উদার গুণসমূহে সুশোভিতা পত্নীগণের সহিত তারাসকলের সহিত চন্দ্রের ন্যায় সাগরের জলে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। ৫১

এই পরাক্রমশালী রাজা যখন জল পার হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, সেই সময় সহসা কেহ তাঁহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে নিমগ্ন করিয়া দিল। কথা হইল যে, সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ তীব্রবেগে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবেন এবং জলের মধ্যে তাঁহাকে সর্পশ্রেষ্ঠের এক বিশাল নগরে উপস্থিত করিয়া দিলেন। ৫২-৫৪

এই নগরের গৃহ, গৃহ ও দ্বার সব কিছুই মণিময়ের নির্মিত ছিল এবং এই সমস্তকে মুক্তার মালা ও জালসকলে সাজান হইয়াছিল। সেখানে রাশি রাশি শ্বেতশঙ্খসমূহ পতিত ছিল। রত্নরাশির দ্বারা এই নগরের গৃহদ্বারসমূহকে বিভূষিত করা হইয়াছিল। নূতন পল্লব, অঙ্কুর ও পত্রসমূহে পূর্ণ বহু বৃক্ষ এই নগরের শোভাবর্ধন করিতেছিল। ৫৫-৫৭

এখানে সমুদ্রের উপরে বাসকারিণী নাগকন্যাগণের দ্বারা এই নগর পূর্ণ ছিল। এই স্থান কোথাও সুবর্ণপ্রভা দ্বারা এবং কোথাও চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র প্রভার দ্বারা দেদীপ্যমান ছিল। ৫৮

রাজাধিরাজ যদু দেখিলেন—সমুদ্রের জলে নির্মিত এই নাগরাজের নগর যেন ভূতলেই নির্মিত রহিয়াছে। ৫৯

রাজা যদু সর্পসমূহে পরিপূর্ণ সেই অগাধ জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৬৭

সেই স্থানে তাঁহাকে মণিময় কমলের আসন দেওয়া হইল, যাহার উপরে পদ্মপত্রসমূহ বিছান ছিল এবং পদ্মসূত্রের দ্বারা নির্মিত চাঁদর পাতা ছিল। ৫৮

সর্পগণ-সেবিত সেই উত্তম আসনেতে রাজা যদু উপবিষ্ট হইলেন, তখন সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ শান্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন। ৫৯

রাজন্! তোমার পিতা এই বিশাল বংশের উদ্ভাবন করিয়া এবং তোমার ন্যায় তেজস্বী ভূপালকে জন্মদান করিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ৬০

যদুপুঙ্গব! তোমার নামেই এই বংশ 'যাদব বংশ' বলিয়া কথিত হইবে। তোমার পিতা তোমার মঙ্গলের জন্যই এই কুলের স্থাপনা করিয়াছেন, যাহা রাজাদের খনিস্বরূপ। ৬১

প্রভো! তোমার এই বংশে দেবতা ও ঋষিগণ এবং নাগসকলের অক্ষয় সন্তানেরা মনুষ্য-যোনিতে উৎপন্ন হইবেন। ৬২

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার যে এই পাঁচ কুমারী কন্যা আছে, ইহারা উত্তম আচার-ব্যবহারে সম্মানিত। ইহাদের জন্ম যৌবনাশ্বের ভগিনীর গর্ভ হইতে হইয়াছে। ৬৩

তুমি নিজের ধর্মানুসারে বৈবাহিক বিধিতে এই কন্যাগণকে গ্রহণ কর। আমার মতে, তুমি বরলাভ করিবার যোগ্য, অতএব আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিব। ৬৪

তোমার দ্বারা সাতটি কুল বিখ্যাত হইবে। যথা—তৈম, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, যাদব, বৃষ্ণাই ও বৃষ্টি নামে সেই সব কুল প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। ৬৫

স তস্মৈ ধূম্রবর্ণো বৈ কন্যাঃ কন্যাব্রতে স্থিতাঃ
জলপূর্ণেন যোগেন দদাবিন্দ্রসখায় বৈ ॥ ৬৬
বরং চাস্মৈ দদৌ প্রীতঃ স বৈ পরমপূজ্যবঃ
শ্রাবয়ন্ কন্যকাঃ সর্ব্বা যথাক্রমমদীনবৎ ॥ ৬৭
এতাসু যে সুতাঃ পঞ্চ সুতাসু মম মানদ
উৎপৎস্যন্তে পিতৃস্তেজো মাতুশ্চৈব সমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৮
অস্মৎসমনবর্ষাশ্চ সলিলাভ্যন্তরেচরাঃ
তব বংশে ভবিষ্যন্তি পার্থিবাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৬৯
স বরং কন্যকাশ্চৈব লব্ধ্বা যত্নবরস্তদা
উদতিষ্ঠত বেগেন সলিলং চন্দ্রমা ইব ॥ ৭০

স পঞ্চকন্যানধ্যস্তো দদৃশে তত্র পার্থিবঃ
পঞ্চতারেণ সংযুক্তো নক্ষত্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥ ৭১
স তদন্তঃপুরং সর্ব্বং দদর্শ নৃপসত্তমঃ।
বৈদার্ধিকেন যোগেন দিবাভ্রমনুলেপনঃ ॥ ৭২
সমাধ্যস্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ স পত্নীঃ পাবকোপমাঃ
জগাম স্বপুরং রাজা প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥
(স্বপুরন্তু ততো রাজা গত্বা বৈ রমতে ভৃশম্) ॥৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
বিকুক্ষ্যধ্যায়ে নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া ধূম্রবর্ণ ইন্দ্রসখা তেজস্বী রাজার হস্তে জল পড়িয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক কন্যাব্রতে স্থিত সেই পঞ্চ কন্যা প্রদান করিলেন। ৬৬

তাঁহাদের নাম শ্রবণে ধূম্রবর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত কন্যাগণকে শুনাইতে শুনাইতে এক উদার পুরুষের ন্যায় রাজা যুবনাশ্বকে ক্রমশঃ বর দান করিলেন। ৬৭

মানদ! আমার এই পঞ্চ কন্যা হইতে তোমার পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহারা পিতা ও মাতা উভয়েরই তেজে যুক্ত থাকিবে। ৬৮

আমার বরদানের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তোমার বংশের এই সকল রাজারা জলের মধ্যে বিচরণ করিতে পারিবে এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। ৬৯

এই শ্রেষ্ঠ বর সেই সময় বর ও সেই কন্যাগণকে প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় বেগে জল হইতে উত্থিত হইলেন। ৭০

পঞ্চ কন্যার মধ্যে অবস্থিত রাজা যুবনাশ্ব সেস্থানে পঞ্চ তারাযুক্ত নক্ষত্রের দ্বারা পরিবৃত চন্দ্রের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৭১

বৈদার্ধিক যোগে ভূষিত দিব্য হার এবং চন্দনধারী নৃপশ্রেষ্ঠ যুবনাশ্ব জল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের সমস্ত অন্তঃপুরকে সেস্থানে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। ৭২

তদনন্তর অগ্নিতুল্য তেজস্বিনী সেই সমস্ত পত্নীগণকে আশ্বাসদান করত রাজা যুবনাশ্ব অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সকলের সহিত নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন। ৭৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বিকুক্ষ্যাখ্য নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিকুক্ষ্যাদয়ো যদোঃ সন্ততীনাং বর্ণনম্, মধুরাপুরী জরাসন্ধস্যাক্রমণং সোঢ়ুমসমর্থেতি নিরূপণঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
স তাসু নাগকন্যাসু কালেন মহতা নৃপঃ
জনয়ামাস বিক্রান্তান্ পঞ্চ পুত্রান্ কুলোদ্বহান্ ॥১
মুচুকুন্দং মহাবাহুং পদ্মবর্ণং তথৈব চ।
মাধবং সারসঞ্চৈব হরিতঞ্চৈব পার্থিবম্ ॥ ২
এতান্ পঞ্চসুতান্ রাজা পঞ্চ ভূতোপমান্ ভুবি
ঈক্ষমাণো নৃপঃ প্রীতিং জগামাতুলবিক্রমঃ ॥ ৩

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[বিকুক্ষ কর্ত্তৃক যদুর সন্ততিগণের বর্ণন এবং মথুরাপুরীকে জরাসন্ধের আক্রমণ সহ্য করিবার পক্ষে অসমর্থ বলিয়া নিরূপণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুবনাশ্ব দীর্ঘকালের পর সেই পাঁচ নাগকন্যার গর্ভ হইতে পাঁচজন পরাক্রমশালী ও কুলের ভার বহনকারী পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ১

তাঁহাদের নাম হইল—মহাবাহু মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও রাজা হরিত। ২

অতুলপরাক্রমশালী নরপালক রাজা যুবনাশ্ব ভূতলে পঞ্চভূতোপম প্রভাবশালী পঞ্চ পুত্রকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। ৩

তে প্রাপ্তবয়সঃ সর্বে স্থিতাঃ পঞ্চ মহাদ্রুমাঃ
তেজিতা বল-দর্পাভ্যাং মুহুঃ পিতরমব্রুবন্ ॥ ৪

তাত যুক্তং নঃ বয়সা বলে নেহতি সংস্থিতাঃ।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়ন্তাতঃ কিং কুর্মস্তব শাসনাৎ ॥ ৫

স তান্ নৃপতিশার্দূলঃ শার্দূল ইব বেগিতান্
প্রীত্যা পরময়া প্রাহ সুতান্ বাষ্পাকুলেক্ষণাৎ ॥ ৬

বিন্ধ্যর্ক্ষবন্তাবভিতো যে পুণ্যৌ পর্বতাশ্রয়ে
নিবেশয়তু যত্নেন মুচুকুন্দঃ সুতো মম ॥ ৭

সমুদ্রস্য তোপরিষ্টাত্তু দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ
পল্লবর্গোঽপি মে পুত্রো নিবেশয়তু মা চিরম্ ॥ ৮

তত্রৈব পরতঃ কান্তে দেশে চন্দনকুদ্রিমে।
সারসো মে পুরং রম্যাং নিবেশয়তু পুত্রকঃ ॥ ৯

হরিতোঽয়ং মহাবাহুঃ সাগরে হরিতোদকে
দ্বীপং পন্নগরাজস্য সুতো মে পালয়িষ্যতি ॥ ১০

মাধবো মে মহাবাহুর্জ্যেষ্ঠপুত্রশ্চ ধর্মবিৎ
যৌবরাজ্যেন সংযুক্তঃ স্বপুরং পালয়িষ্যতি ॥ ১১

সর্বে নৃপশ্রিয়ঃ প্রাপ্তা অভিষিক্তাঃ সচামরাঃ।
পিত্রানুশিষ্টাশ্চত্বারো লোকপালোপমা নৃপাঃ ॥ ১২

যযুঃ স্বং নিবেশনং সর্বে ভেজিরে নৃপসত্তমাঃ
পুরস্থানানি রম্যাণি মৃগয়ান্তে যথাক্রমম্ ॥ ১৩

মুচুকুন্দশ্চ রাজর্ষির্বিন্ধ্যমধ্যমরোচয়ৎ
স্বস্থানং নর্মদাতীরে দারুণোপলসঙ্কটে ॥ ১৪

স চ তং শোধয়ামাস বিবিক্তঞ্চকার হ
সেতুঞ্চৈব সমং চক্রে পরিখাশ্চ নিরোদকাঃ ॥ ১৫

স্থাপয়ামাস তাত্রেষু দেবতায়তনান্যপি
রথ্যা বীথীর্নিগাঃ মার্গাংশ্চত্বরাণি বনানি চ ॥ ১৬

স তাং পুরীং ধনবতীং পুরুহূতপুরীপ্রভাম্
নাতিদীর্ঘেণ কালেন চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ১৭

যখন ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন, তখন পঞ্চ পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা নিজেদের বল ও দর্পে প্রোৎসাহিত হইয়া পিতার সমক্ষে বলিলেন ॥ ৪

তাত! এখন আমরা ষোলবৎসরে উপনীত হইয়াছি এবং অধিক বল লাভ করিয়াছি, অতএব আপনার সত্বর আজ্ঞা পাইতে ইচ্ছা করি যে,—আপনার আদেশে আমরা কোন্ কার্য্য করিব? ৫

নরপতিগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই ব্যাঘ্রসদৃশ বেগবান্ নিজের সেই পুত্রগণের বল পরাক্রম জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত প্রীতচিত্তে তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৬

আমার পুত্র মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্বতের নিকটে পার্শ্বস্থিত ভূমির আশ্রয় লইয়া যত্নসহকারে দুইটি পুরী স্থাপিত করুক ॥ ৭

আমার পুত্র সত্যবর্মও দক্ষিণ দিকের আশ্রয় লইয়া সমুদ্র পর্বতের শিখরের উপরে শীঘ্র এক নগর স্থাপন করুক ॥ ৮

সেইস্থানে পশ্চিমদিগ্‌ অভিমুখে স্থিত চন্দন বৃক্ষসমূহে সুশোভিত মনোরম প্রদেশে পুত্র সারস এক রমণীয় নগর স্থাপিত করুক ॥ ৯

আমার এই পুত্র মহাবাহু হরিত হরিতজলে পরিপূর্ণ সমুদ্রে নাগরাজ সুত্রবর্ণের দ্বীপকে পরিপালন করিবে ॥ ১০

আমার এই পুত্র মহাবাহু মাধব জ্যেষ্ঠ ও ধর্মজ্ঞ, সে যুবরাজ হইয়া নিজের এই নগরকে (রৈবতক-পর্বতসমীপস্থ সুরাষ্ট্রকে) পালন করিতে থাকিবে ॥ ১১

ইঁহারা সকলেই রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেই বিভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং সকলেই ছত্র চামরাদি রাজোচিত চিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত হইলেন। তারপর পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই চার নৃপশ্রেষ্ঠ রাজকুমার নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর ইঁহারা ক্রমশঃ সুরম্য রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৩

রাজর্ষি মুচুকুন্দ বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে উত্তম বোধে গ্রহণ করিলেন। তিনি বিষম প্রস্তরখণ্ডসমূহে পরিপূর্ণ এবং নর্ম্মদাতীরে নিজের স্থান করিয়া লইলেন ॥ ১৪

তিনি সেই স্থানকে শোধন করিলেন এবং একান্ত ও প্রবিরল করিয়া লইলেন। সমভাবে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন এবং অল্প জলপূর্ণ পরিখা খনন করাইলেন ॥ ১৫

নগরের বিভিন্ন বিভাগে বহু দেবমন্দির স্থাপিত করিলেন বৃহৎ রাজপথ, ক্ষুদ্র পথ, জনসাধারণের পথ ও চত্বর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং স্থানে স্থানে বনসকল স্থাপিত করিলেন ॥ ১৬

এই নৃপশ্রেষ্ঠ মুচুকুন্দ সেই পুরীকে অল্পদিনের মধ্যেই ধন-ধান্য সম্পন্ন করত ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় প্রকাশিত ও সুশোভিত করিয়া দিলেন ॥ ১৭

নাম চাস্যাঃ শুভং চক্রে নির্ম্মিতং যেন তেজসা
তস্যা পুর্য্যা নৃপশ্রেষ্ঠো দেবশ্রেষ্ঠপরাক্রমঃ ॥ ১৮
মহাম্বুধেরন্তরতো যদ্যেষা বিন্ধ্যমাশ্রিতা
ন হিমতী নাম পুরী প্রকাশমুপযাস্যতি ॥ ১৯
উত্তরোবিন্ধ্যমূলো যঃ পারে নর্ম্মদয়োস্তয়োঃ মহাপুরীম
মধ্যে নিবেশয়ামাস শ্রিয়া পরময়া বৃতাম ॥ ২০
পুরিকাং নাম ধর্ম্মাত্মা পুরীং দেবপুরীপ্রভাম
উদ্যানশতসম্বাধাং সমৃদ্ধাপণতোরণাম্ ॥ ২১
ঋক্ষবন্তং সমভিতস্তীরে তত্র নিরাময়ে।
নির্ম্মিতা সা পুরী রাজ্ঞা পুরিকা নাম নামতঃ ॥২২
স তে দ্বে বিপুলে পুণ্যে দেবভোগোপমে শুভে
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা রাজা ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৩
পল্লবর্ণোঽপি রাজর্ষিঃ সহ্যপৃষ্ঠে পুরোত্তমম্
চক্রে নদ্যা বেণায়াস্তীরে তরুলতাকুলে ॥ ২৪

বিবরস্থামৃতাং জ্ঞাত্বা সম্পূর্ণং রাষ্ট্রমেব চ।
নিবেশয়ামাস নৃপঃ স বপ্রপ্রাগমুত্তমম্ ॥ ২৫
পল্লবতং জনপদং করবীরঞ্চ তৎপুরম্
নির্ম্মিতং পল্লবর্ণেন প্রাজাপত্যেন কর্ম্মণা ॥ ২৬
সারসেন পি বিহিতং রম্যং ক্রৌঞ্চপুরং মহৎ
চম্পকাশোকবহুলং বিপুলং তাম্রবৃত্তিকম ॥ ২৭
বনবাসীতি বিখ্যাতঃ স্ফীতো জনপদে মহান্
পুরস্য তস্য তু শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চঃ সার্ব্বর্তুকৈর্বৃতঃ ॥ ২৮
হরিতোঽপি সমুদ্রস্য দ্বীপং সমভিপালয়ৎ
রত্নসঞ্চয়সম্পূর্ণং নারীজনমনোহরম্ ॥ ২৯
তস্য দাশা জলে মগ্না মদগুরা নাম বিশ্রুতাঃ
যে হরন্তি সদা শঙ্খান্ সমুদ্রোদরচারিণঃ ॥ ৩০
তস্যাপরে দাশজনাঃ প্রবালান্ জলসম্ভবান্।
সঞ্চিন্বন্তি সদা যুক্তা জ তরূপঞ্চ মৌক্তিকম্ ॥ ৩১

শ্রেষ্ঠ দেবগণের ন্যায় পরাক্রমশালী নৃপবর মুচুকুন্দ নিজেই তেজে নির্ম্মিত সেই পুরীর এক শুভ (সুন্দর) নামকরণ করিলেন ॥ ১৮

বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরের উপর স্থাপিত এই নগরী মহান্ (সর্ব্বোত্তম) অম্বুসঞ্জাতে (প্রস্তরসমূহে) যুক্ত ছিল, সেইজন্য জগতে 'মাহিষ্মতী পুরী' নামে বিখ্যাত হইবে অর্থাৎ সেই নগরীর নাম রাখিলেন—মাহিষ্মতী পুরী। ১৯

রাজা মুচুকুন্দ উত্তম শোভা-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ সেই মহানগরীকে দুই বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যভাগে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ২০

তাহার পর এই ধর্ম্মাত্মা নরপতি 'পুরিকা' নামে দেবপুরীসদৃশ প্রভাসম্পন্না এক পুরী বসাইলেন। ইহার মধ্যে শত উদ্যান স্থাপন করা হইয়াছিল এবং বৈভবপূর্ণ আপণ (হাট-বাজার) ও তোরণ তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ২১

ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের নিকটে নর্ম্মদানদীর তীরে এই পুরিকা নামে পুরী রাজা মুচুকুন্দ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২২

বিধি অনুসারে ধর্ম্মেই অবস্থিত ধর্ম্মাত্মা সেই রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের উপভোগযোগ্য ত্রিপুরীর ন্যায় এই দুই সুন্দর বিশাল নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া পালন করিতে লাগিলেন। ২৩

রাজর্ষি পল্লবর্ণও সহ্যপর্ব্বতের পৃষ্ঠভাগে বৃক্ষ-লতাসমূহে ব্যাপ্ত বেণানদীর তীরে এক উত্তম নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ২৪

নিজের রাজ্যভূমির বিস্তার অপররাজা অপেক্ষা ক্ষুদ্র জানিয়া তিনি নিজের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকেই একটী নগরের ন্যায় বসাইলেন এবং তাহাকে চারিদিক্ দিয়া বিশাল দেওয়াল দ্বারা ঘিরিয়া লইলেন। এই উত্তম রাষ্ট্রে দেওয়ালেরই প্রধানতা ছিল। ২৫

ইহার রাজা পল্লবত জনপদ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইহার রাজধানীর নাম ছিল করবীরপুর। পল্লবর্ণ শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ২৬

রাজা সারসও ক্রৌঞ্চপুর* নামে এক বিশাল রমণীয় নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে চম্পা ও অশোক বৃক্ষসকলেরই প্রাচুর্য্য ছিল। ইহার বিপুল বিস্তার ছিল এবং এখানে তাম্রের অধিকতা থাকায় তাম্র-ব্যবসায়ের দ্বারা সকল মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। ২৭

এই নগরের মহান্ সমৃদ্ধিশালী এবং সৌন্দর্য্যশালী জনপদ 'বনবাসী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এখানে সকল ঋতুতেই পুষ্প-ফলবান্ বৃক্ষসমূহ পরিপূর্ণ ছিল। ২৮

হরিতও রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ সেই সমুদ্রের দ্বীপকে পালন করিতে লাগিলেন, যাহা নারীগণের পক্ষে মনোহর ছিল (অথবা নারীগণের দ্বারা মনোহর প্রতীত হইত)। ২৯

রাজা হরিতের দ্বারা নিযুক্ত 'মদগুর' নামে বিখ্যাত জীবরূপ জলে ডুবিয়া সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিচরণশীল শঙ্খসকলকে সতত সংগ্রহ করিয়া আনিত। ৩০

তাঁহার অন্যান্য জীবরূপ সদা সাবধানে থাকিয়া জলের মধ্যে উৎপন্ন প্রবাল, স্বর্ণ অথবা স্বর্ণচূড়া উজ্জ্বল ও মুক্তাসকল সংগ্রহ করিত। ৩১

* আচার্য্য নীলকণ্ঠ 'ক্রৌঞ্চপুর' নগর বেণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

জলজানি চ রত্নানি নিষাদাস্তস্য মানবাঃ
প্রচিন্বন্তোঽর্ণবে যুক্তা নৌভিঃ সংযানগামিনঃ ॥ ৩১
মৎস্যমাংসেন তে সর্ব্বে বর্ত্তন্তে স্ম সদা নরাঃ
গৃহ্নন্তঃ সর্ব্বরত্নানি রত্নদ্বীপনিবাসিনঃ ॥ ৩২
তৈঃ সংযানগতৈস্তূর্ণং বোধিতো দূরগামিনঃ।
করিতঃ তর্পয়ন্ত্যেতাঃ যদৈব ধনদং তথা ॥ ৩৪
এবমিক্ষ্বাকুবংশাস্তু বহুধাংশো বিনিঃসৃতঃ
চতুর্ভো বহুপুত্রেভ্যশ্চতুর্ভিস্তিষ্ঠতে পুনঃ ॥ ৩৫
স যদুর্মাধবে রাজ্যং বিসৃজ্য যদুপুঙ্গবে।
ত্রিবিষ্টপং গতো রাজা দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে ॥ ৩৬
বভূব মাধবসুতঃ সত্ত্বতো নাম বীর্য্যবান্
সত্ত্ববৃত্তির্গুণোপেতো রাজা রাজগুণে স্থিতঃ ॥ ৩৭

করিতের কর্ম্মচারী নিষাদগণ বহু বহু নৌকার সহিত সমনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে যাইত এবং তথা হইতে উৎপন্ন রত্নরাশি অন্বেষণ করিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া তাহারা সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া রত্নসমূহ সঞ্চয় করিত এবং সেই সব একস্থানে অবস্থিত বড় বড় নৌকায় আনিয়া রাখিত। ৩২

সেই রত্নদ্বীপে নিবাসকারী এই সব ধীবর-নিষাদাদি জাতির মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার রত্নরাশি সংগ্রহ করিত এবং মৎস্য-মাংসের দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিত। ৩৩

নৌকাসমূহে সমুদ্র হইতে সংগৃহীত যে সব দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, সেই সবের দ্বারা দূর দেশসমূহে যাত্রাকারী ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ ব্যবসা করিতেন এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত ধনের দ্বারা একমাত্র রাজা করিতকেই তাঁহারা সেইভাবে তৃপ্ত করিতেন, যেরূপ যক্ষগণ কেবল কুবেরকেই নিজেদের উপার্জিত ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ৩৪

এইরূপে এই যদুবংশ ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দুই চারি কনিষ্ঠ পুত্রের দ্বারা পুনরায় এই বংশ আরও চার ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ৩৫

সেই রাজা যদু নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাকুলপ্রধান মাধবকে যদুর রাজ্য প্রদান করত এই ভূতলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ৩৬

মাধবের সত্ত্বত নামে বিখ্যাত পরাক্রমশালী এক পুত্র হয়। ঐ গুণবান্ রাজা সত্ত্বত রাজোচিত গুণসমূহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাত্ত্বিক বৃত্তিতে অবস্থান করিতেন। ৩৭

সত্ত্বতস্য সুতো রাজা ভীমো নাম মহানভূৎ
যেন ভৈমাঃ সুমহাবৃত্তাঃ সত্ত্বতাৎ সাত্ত্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮
রাজ্যে স্থিতে নৃপে তস্মিন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
শত্রুঘ্নো লবণং হত্বা চিচ্ছেদ চ মহোর্ব্বরম্ ॥ ৩৯
তস্মিন্ মধুবনে স্থানে পুরীঞ্চ মধুরাভিধাম
নিবেশয়ামাস বিভুঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৪০
পর্য্যায়ে চৈব রামস্য ভরতস্য তথৈব চ
সুমিত্রাসুতয়োশ্চৈব স্থানং প্রাপ্তং বৈষ্ণবম্ ॥ ৪১
ভীমেনেয়ং পুরী তেন রাজ্ঞাসন্ধুক্ষকারণাৎ
স্ববশে স্থ পিতা পূর্ব্বং স্বয়মধ্যাসিতা তথা ॥৪২
ততঃ কুশে স্থিতে রাজ্যে লবে চ যুবরাজনি
অন্ধকো নাম ভীমস্য সুতো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৪৩

সত্ত্বতের পুত্রের নাম ভীম, ইনি এক মহান্ রাজা ছিলেন। ইহার দ্বারা পরবর্ত্তী পুরুষগণ 'ভৈম' আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং সত্ত্বত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইহাদের 'সাত্ত্বত'ও বলা হয়। ৩৮

যখন রাজা ভীম আনর্ত্তদেশের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় অযোধ্যায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ভূমণ্ডলের রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ৩৯

সেই মধু বনেরই স্থানে সুমিত্রার আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রভাবশালী শত্রুঘ্ন এই মথুরাপুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। ৪০

যখন শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের উপসংহার হয় এবং শ্রীরাম, ভরত ও দুই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সকলেই পরম ধামে চলিয়া যান, তখন এই ভীমই সেই বৈষ্ণব স্থান (মথুরা) প্রাপ্ত হন; কারণ, লবণ নিহত হইলে পর এখন সেই রাজ্যের সহিত এই ভীমের সম্বন্ধ থাকায় তাঁহারই অধিকারে যাইল। ভীম এই পুরীকে নিজের বশে আনিলেন এবং স্বয়ংও সেখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

তদনন্তর যখন অযোধ্যার রাজ্যে কুশ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং লব যুবরাজ হইলেন, তখন মথুরায় ভীমের পুত্র অন্ধক রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৪৩

---

* ধর্ম্মাধের পুত্র যদু মধুর পুত্রী মধুমতীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অতএব যদু মধুর দৌহিত্র ছিলেন। মাতামহের কোনও পুত্র না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তি দৌহিত্রের প্রাপ্য হয়—ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম; অতএব লবণাসুর নিহত হইলে পর যদুর প্রপৌত্র (যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্ত্বত ও সত্ত্বতের পুত্র ভীম) ভীমই সেই সময় এই রাজ্যের অধিকারী হন।

অন্ধকস্য সুতো জজ্ঞে রেবতো নাম পার্থিবঃ
অক্ষোঽপি রেবতাজ্জজ্ঞে রম্যে পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ৪৪
ততো রৈবত উৎপন্নঃ পর্ব্বতঃ সাগরান্তিকে
নাম্না রৈবতকো নাম ভূমৌ ভূমিধরঃ স্মৃতঃ ॥৪৫
রৈবতস্যাত্মজো রাজা বিশ্বগর্ভো মহাযশাঃ
বভূব পৃথিবীপালঃ পৃথিব্যাং প্রথিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৬
তস্য ত্রিষ্বপি ভার্য্যাসু দিবারূপাসু কেশব
চত্বারো জজ্ঞিরে পুত্রা লোকপালোপমাঃ শুভাঃ ॥ ৪৭
বসুর্বভ্রুঃ সুষেণশ্চ সভাক্ষশ্চৈব বীর্য্যবান্
ষষ্ঠপ্রবীরাঃ প্রখ্যাতা লোকপালা ইবাপরে ॥ ৪৮
তৈরয়ং যাদবো বংশঃ পার্থিবৈর্বহুলীকৃতঃ ।
যৈঃ সাকং কৃষ্ণ লোকেঽস্মিন্ প্রজাবন্তঃ প্রজেশ্বরাঃ ॥৪৯
বসোস্তু কুন্তিবিষয়ে বসুদেবঃ সুতো বিভুঃ ।
ততঃ স জনয়ামাস সুপ্রতে চ দারিকে ॥ ৫০

কুন্তীঞ্চ পাণ্ডোর্মহিষীং দেবতামিব ভূচরীম্ ।
ভার্য্যাঞ্চ দমঘোষস্য চেদিরাজস্য সুপ্রভাম্ ॥ ৫১
এষ তে স্বস্য বংশস্য প্রভবঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ
শ্রুতো ময়া পুরা কৃষ্ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নান্তিকাৎ ॥ ৫২
ত্বং ত্বিদানীং প্রণষ্টেঽস্মিন্ বংশভূতাং বর
স্বয়ম্ভূরিব সম্প্রাপ্তো ভবায়াস্মজ্জয়ায় চ ॥ ৫৩
ন তু ত্বাং পৌরুষাত্রেণ শক্তা গূঢ়মিতুং বয়ম্
দেবগুহ্যেষপি ভবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৫৪
শক্তশ্চাপি জরাসন্ধঃ নৃপং যোধয়িতুং বিভো
যদবৃদ্ধিবশগাঃ সর্ব্বে বয়ং যোৎস্যন্তে স্থিতাঃ ॥ ৫৫
জরাসন্ধস্তু বলবান্ নৃপাণাং মূর্দ্ধি তিষ্ঠতি
অপ্রমেয়বলশ্চৈব বয়ঞ্চ কৃশসাধনাঃ ॥ ৫৬
ন চেয়মেকাহমপি পুরী রোধং সহিষ্যতি
কৃশভক্তেন্ধনক্ষামা দুর্গৈরপরিবেষ্টিতা ॥ ৫৭

অন্ধকের পুত্ররূপে রাজা রেবত জন্মগ্রহণ করেন। রেবত হইতে রমণীয় পর্ব্বতের শিখরে অক্ষের জন্ম হয়। এইভাবে তাঁহা হইতে রৈবতের (অক্ষের) উৎপত্তি হয়। সেই সময় সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত যে বিশাল ভূধর ছিল, তাহাই রৈবতের নামানুসারে রৈবতক পর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥ ৪৪-৪৫

রৈবতের (অক্ষের) পুত্র হইলেন মহাযশস্বী রাজা বিশ্বগর্ভ, ইনি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ও প্রতাপশালী ভূপাল ছিলেন ॥ ৪৬

কেশব! তাঁহার তিন ভার্য্যা ছিল। ইঁহারা সকলেই দিব্য রূপসৌন্দর্য্যে সুশোভিতা ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভ হইতে রাজা বিশ্বগর্ভের লোকপালসদৃশ পরাক্রমশালী চারজন পুত্র হয় ॥ ৪৭

তাঁহাদের নাম হইল—বসু, বভ্রু, সুষেণ ও বলবান্ সভাক্ষ। ইঁহারা যদুকুলের প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠ বীর ও দ্বিতীয় লোকপালকুলা শক্তিশালী ছিলেন ॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ! এই রাজাগণই এই যাদববংশকে বর্দ্ধিত করিয়া বহু বিস্তৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত এজগতে সন্তানবান্ বহু নরপতি আছেন। বসু হইতে (ইঁহার অপর নাম শূর) কুন্তিরাজের বসুদেব উৎপন্ন হন। এই বসুদেবের উৎপত্তির পর বসু দুই কান্তিমতী কন্যার জন্মদান করিয়াছিলেন। (এই দুই কন্যা পৃথা (কুন্তী) ও শ্রুতশ্রবা নামে বিখ্যাত ছিলেন।) ইঁহাদের মধ্যে পৃথা কুন্তিদেশে (রাজা কুন্তিভোজের দত্তক কন্যারূপে) ছিলেন। তৎফলে বিচরণকারিণী সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনা-তুল্যা কুন্তী দেবী মহারাজ পাণ্ডুর মহিষী (মহারাণী ভার্য্যা) হইয়াছিলেন এবং সুন্দর কান্তিতে দেদীপ্যমানা শ্রুতশ্রবা চেদিরাজ দমঘোষের পত্নী ছিলেন ॥ ৪৯-৫১

শ্রীকৃষ্ণ! এই আমি তোমাকে স্বীয় যাদববংশের উৎপত্তির কথা বলিলাম। ইহা আমি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম ॥ ৫২

বংশধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠবিদ্! এই সময় এই বংশ যেন নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু তুমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় এই বংশের উদ্ভব ও আমাদের বিনাশের জন্য এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৫৩

আমরা তোমাকে সাধারণ পুরুষমাত্র বলিয়া গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ নহি; কারণ, তুমি দেবতাগণের গুপ্ত রহস্যের সহিত পরিচিত আছ এবং তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সকলেরই উৎপাদক ॥ ৫৪

প্রভো! তুমি রাজা জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। আমরা সকলে যোদ্ধাগণের মতে স্থির থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার বুদ্ধির বশীভূত থাকিব ॥ ৫৫

কিন্তু রাজা জরাসন্ধ অতিশয় বলবান্ তিনি সমস্ত রাজাদের মস্তকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকট অসংখ্য সৈন্যবল রহিয়াছে, আর আমাদের সকলের নিকট যুদ্ধের সাধনসামগ্রী অতি অল্পই আছে ॥ ৫৬

এই মথুরাপুরী শত্রুগণের দ্বারা কৃত একদিনেরও অবরোধ সহ্য করিতে পারিবে না; কারণ, এখানে খাদ্যসামগ্রী অতিশয়

অসংকৃতাম্বুপরিখা দারুযন্ত্রবিবর্জিতা
বপ্রপ্রাকারনিচয়া কর্ত্তব্যা বহুবিস্তরা ॥ ৫৮
সংকর্ত্তব্যাশ্চ যোগারা যোক্তব্যা চেষ্টিকাচয়ৈঃ
কাংস্যস্য বলভোগার্থমাত্মগুপ্তা পুরা জনৈঃ ॥ ৫৯
সদ্যো নিপতিতে কাংস্যে রাজ্ঞোঽস্মাকং নবোদয়ে
পুরী প্রত্যগ্রযোধেব ন রোধং বিসহিষ্যতি ॥ ৬০
বলং সম্মর্দ্দিতগ্রস্তং কৃষ্ণমাশং পরেষ্ব ॥
অসংশয়মিদং রাষ্ট্রং জনৈঃ সহ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৬১
যাদবানাং বিরোধেন যে জিতা রাজকামুকৈঃ
তে সর্ব্বে দ্বৈধমিচ্ছন্তি যৎ ক্ষমং তদ্ বিধীয়তাম্ ॥ ৬২
বক্তব্যা ভবিষ্যামো নৃপাণাং নৃপকারণাৎ ।
জরাসন্ধভয়ার্ত্তা নাং ভবতাং রাজ্যসম্ভবে ॥ ৬৩
আর্ত্তা বক্ষ্যন্তি নঃ সর্ব্বে রুধ্যমানাঃ পুরে জনাঃ
যাদবানাং বিরোধেন বিনষ্টাঃ স্মেতি কেশব ॥ ৬৪
এতন্মম মতং কৃষ্ণ বিশ্রম্ভাৎ সমুদাহৃতম
ত্বং তু বিজ্ঞাপিতঃ পূর্ব্বং ন পুনঃ সম্প্রবোধিতঃ ॥ ৬৫
যত্র যঃ ক্ষমং কৃষ্ণ তচ্চ বৈ সংবিধীয়তাম্
ত্বমস্য নেতা সৈন্যস্য বয়ং ত্বচ্ছাসনে স্থিতাঃ ।
ত্বমূলশ্চ বিরোধোঽয়ং রক্ষাস্মানাত্মনা সহ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বিকদ্রুবাক্যং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

অল্প আছে, কাঠের সঞ্চয়েরও প্রাচুর্য্য নাই এবং এই পুরী বিভিন্ন প্রকারের দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত নাই ॥ ৫৭

ইহার চারিদিকে যে জলপূর্ণ পরিখা আছে, তাহাও বহুকাল সংস্কার করা হয় নাই এবং নগরের দ্বারে রক্ষার জন্য কোনও যন্ত্রও (কামানাদি) বসান নাই। পুরীকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে দৃঢ়িকৃত বিশাল বহুবিস্তৃত দেওয়াল ও পাকা প্রাচীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ। ॥ ৫৮

নগরে যত অট্টালিকা আছে, সেই সব সংস্কার করা প্রয়োজন এবং স্থানে স্থানে ইষ্টকের রাশি সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক কিন্তু কংসের সৈন্যদের উপভোগের যোগ্য করিয়া রাখিবার জন্য পূর্ব্বে রক্ষী মানুষের এই সবের কোনও ব্যবস্থাই করে নাই ॥ ৫৯

এখন কংস সদ্য নিহত হইয়াছে; অতএব আমাদের এই রাজ্যের বর্ত্তমানে নবোদয় (প্রভাত) কাল। যেরূপ রাজার ক্ষীণা করসংগ্রহের জন্য গ্রাম বা নগরকে পরিবেষ্টিত করে, সেইরূপ এই নগরী যদি শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহা রক্ষা করিবার শক্তি ইহার নাই ॥ ৬০

আমাদের সৈন্যরা বহু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং শত্রুরা বারংবার পীড়া দিয়া ইহাদের ক্ষীণ করিয়া দিয়াছে অতএব এই রাষ্ট্র এখানে বসবাসকারী মনুষ্যদের সহিতই নষ্ট হইয়া যাইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬১

আমরা রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখিয়া যাদবগণের বিরোধিতাবশতঃ যাহাদের পরাজিত করিয়াছিলাম, আজ সেই সব মানুষ আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে, এরূপ পরিস্থিতিতে যাহা উচিত হইবে, তাহাই কর ॥ ৬২

রাজা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত নৃপগণও আমাদিগকে বঞ্চনা করিবে; কারণ, তাহারা জরাসন্ধের ভয়ে পীড়িত এবং নিজ নিজ রাজ্যে যাহাতে কোনও বিপ্লব উপস্থিত না হয়, ইহার ভয়ে তাহারা সকলে জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিতেছে ॥ ৬৩

কেশব। যদি এই নগরের সমস্ত মানুষ শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহারা পীড়িত হইয়া আমাদের ভয় এই কথা বলিবে যে, আমরা যাদবগণের বিরোধে নষ্ট হইয়া যাইলাম ॥ ৬৪

শ্রীকৃষ্ণ। এই আমার মত, যাহা তোমার প্রতি বিশ্বাসবশতঃ আমি এখন তোমার নিকট বলিলাম। তোমাকে এই কথা পূর্ব্বভাবে কেবল জানান হইল, কিন্তু তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা কোন কিছু করা হয় নাই (কারণ, তোমার নিকট কোনও বিষয়ই অজ্ঞাত নাই) ॥ ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ। এই পরিস্থিতিতে যাহা কিছু করণীয়, তাহাই কর। তুমি যাদবসৈন্যের নেতা এবং আমরা সকলেই তোমারই শাসনে অবস্থিত। এই বিরোধের মূল কারণ তুমিই, সেই জন্য তুমি নিজের সহিত আমাদের সকলকে রক্ষা কর ॥ ৬৬

বিকদ্রু নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পুরবাসিনো রক্ষিতুং বলরামস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ দক্ষিণভারতমভি প্রস্থানম্, পরশুরামেণ সহ সাক্ষাৎকারঃ, তাভ্যাং গোমন্তপর্ব্বতং গন্তুং পরশুরামস্যোপদেশদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিকল্পোক্তং বচঃ শ্রুত্বা বসুদেবো মহাযশাঃ।
পরিতুষ্টেন মনসা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১

রাজা ষাড়্গুণ্যবক্তা বৈ রাজা মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ
সত্যস্য হিতস্যৈব কৃষ্ণোক্তং কিল ধীমতা ॥ ২

তাদিতা রাজধর্ম্মাশ্চ ত্বয়াঽস্মাস্ত জগতো হিতাঃ।
বিকল্পনা মহাপ্রাজ্ঞ যদ্ধিতং তদ্ বিধীয়তাম্ ॥ ৩

এতচ্ছ্রুত্বা পিতুর্বাক্যং বিকল্পোক্তং মহাত্মনঃ
বাক্যমুত্তমনেকাগ্রো বভাষে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪

ভবতাং যঃ শ্রুতং বাক্যং হেতুতঃ ক্রমতস্তথা।
স্থানতঃ শাস্ত্রতশ্চৈব দৈবতঃ চৈবানুপশ্যতাম্ ॥ ৫

অস্মত্তাশ্চোত্তরং বাক্যং শ্রুত্বা চ পরিগৃহ্যতাম্
নয়েন বাবরর্ত্তব্যং পাণ্ডিত্যেন যথাক্রমম্ ॥ ৬

সন্ধিশ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ
দ্বৈধীভাবঃ সংশ্রয়শ্চ ষাড়্গুণ্যং চিন্ত্যতে সদা ॥ ৭

বলিনঃ সন্নিকৃষ্টে তু ন স্থেয়ং পণ্ডিতেন বৈ
অপক্রমেদ্ধি কালজ্ঞঃ সমর্থো বুদ্ধমুদ্বহেৎ ॥ ৮

অহং তাবৎ সহার্থেন মুহূর্ত্তেঽস্মিন্ প্রকাশিতে
জীবিতার্থং গমিষ্যামি শক্তিমানপাসক্তবৎ ॥ ৯

ততঃ সন্ধাচলস্থস্য সহার্থেনাহমক্ষয়ম্।
আত্মদ্বিতীয়ঃ শ্রীমন্তং প্রবেক্ষ্যে দক্ষিণাপথম্ ॥ ১০

করবীরপুরঞ্চৈব রম্যাং ক্রৌঞ্চপুরং তথা
দ্রক্ষ্যাবস্তত্র সহিতৌ গোমন্তক নগোত্তমম্ ॥ ১১

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[পুরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ভারতের দিকে প্রস্থান, পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাদের দুইজনকে গোমন্ত পর্ব্বতে যাইবার জন্য পরশুরামের পরামর্শদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বিকল্পের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী বসুদেব সন্তুষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ। যিনি রাজনীতির ছয় গুণযুক্ত বাক্য বলেন অথবা এই ছয় গুণের ব্যবহারের উপযোগী সময় বর্ণনা করেন, তিনিই রাজা। যিনি মন্ত্রার্থ তত্ত্ব (গুপ্ত মন্ত্রণার প্রয়োজন ও মহত্ত্ব) জানেন, তিনিই রাজা। বুদ্ধিমান্ বিকল্প তত্ত্ব ও হিতের কথা বলিয়াছেন ॥ ২

বংশশ্রেষ্ঠ। বিকল্প যে রাজধর্ম্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সত্য ও জগতের পক্ষে হিতকর। এখন তোমার হিতকর বলিয়া যাহা মনে হইবে, তাহাই কর ॥ ৩

নিজের পিতা বসুদেব ও মহাত্মা বিকল্পের এই কথা শ্রবণ করত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া এই উত্তম কথা বলিলেন ॥ ৪

আপনারা সকলের মূল কারণ, সকল পরাক্রম, ন্যায়ে চিত্ত আচরণ, শাস্ত্রের অনুশাসন এবং দৈববলতঃ ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহা কিছু বলিলেন, তৎ সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৫

এখন তাহার উত্তররূপে আমার কথা শ্রবণ করুন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া যদি উচিত বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা গ্রহণ করুন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, রাজার রাজনীতি অনুসারেই ব্যবহার করা উচিত। তাঁহার কর্ত্তব্য হইল—সন্ধি (শত্রুর সহিত সদ্ভাব রাখা), বিগ্রহ (শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করা), যান (শত্রুকে আক্রমণ করিতে যাওয়া), আসন (উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকা), দ্বৈধীভাব (দুই প্রকার নীতি অবলম্বন করা) এবং সংশ্রয় (বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা)—এই ছয় গুণ তিনি ক্রমশঃ সদা চিন্তা করিয়া যাইবেন ॥ ৬-৭

বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি বলবান্ শত্রুর নিকটে থাকিবেন না। সময়সময়ে অভিজ্ঞ পুরুষ বলবান্ শত্রু হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য স্থান করত দূরে সরিয়া যাইবেন। যদি তিনি বুঝেন যে, শত্রু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহা হইলে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিবেন ॥ ৮

আমি শক্তিশালী হইয়াও অসমর্থের ন্যায় বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভ্রাতা বলরামের সহিত জীবন রক্ষার জন্য এস্থান হইতে পলায়ন করিব ॥ ৯

এস্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর আমি আর্য্য বলরামের সহিত নিজেকে নিজেই তাঁহার দ্বিতীয় সহচর করিয়া সেই অক্ষয় সোভাসম্পন্ন ও সদ্য পর্ব্বতযুক্ত দক্ষিণপথে প্রবেশ করিব ॥ ১০

সেখানে আমরা দুই ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া করবীরপুর,

আবয়োর্গমনং শ্রুত্বা ভিতকাশী চ পার্থিবঃ
অপ্রবিশ্য পুরাং দর্পাদযুদ্ধায় করিষ্যতি ॥ ১১
ততঃ সম্ভবনেষেব রাজা যাতি চ মানুষঃ
আবয়োর্গ্রহণে চৈব নৃপতিঃ প্রযতিষ্যতি ॥ ১২
এষা নঃ শ্রেয়সী যাত্রা ভবিষ্যতি কুলস্য চ বৈ।
পৌরাণামথ পুর্য্যাশ্চ দেশস্য চ সুখাবহা ॥ ১৩
ন চ শস্ত্রোঃ পরিত্রষ্টা রাজানো বিজিগীষবঃ
পররাষ্ট্রেষু মুহ্যন্তি মৃধে শস্ত্রোঃ ক্ষয়ং বিনা ॥ ১৪
এবমুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ।
প্রপেদতুরমাত্রন্তৌ দক্ষিণো দক্ষিণাপথম্ ॥ ১৫
তৌ তু বাষ্ট্রি শি শতশশ্চরন্তৌ কামরূপিণৌ
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় চেরতুর্মার্গগৌ সুখম্ ॥ ১৭
সহ্যপৃষ্ঠেষু রম্যেষু মোদমানাবুভৌ তথা।

দক্ষিণাপথগৌ বীরাবজ্ঞাতৈঃ সম্প্রপেদতুঃ ॥ ১৮
তৌ চ স্বল্পেন কালেন সহ্যাচলচিভূষিতম্
করবীরপুরং প্রাপ্তৌ স্বরাষ্ট্রেণ বিভূষিতম্ ॥
তৌ তত্র গত্বা বেণায়া নদ্যাস্তীরান্তমাশ্রিতৌ
আসেদতুঃ প্ররোহাঢ্যং শুক্লোদুম্বরপূজবম্ ॥২০
অবস্তাবস্য বৃক্ষস্য মূলিং দীপ্ততপোধনম্।
আসাবসক্তপরশুং জটাবল্কলধারিণম্ ॥ ২১
গৌরনগ্নিশিখাকারং তেজসা ভাস্করোপমম্
অভ্রান্তকরমক্ষোভ্যং বপুষ্মন্তমিব.র্ণবম্ ॥ ২২
হুতসঙ্কুচিতাধানং কালে হুতহুতাশনম্
স্নিগ্ধং ত্রিদিবরাজ্ঞোভিরাজ্ঞং দেবগুরুং যথা ॥ ২৩
দদৎসাং ধেনুকাং শ্বেতাং হোমধূকামদোহনাম্।
ক্ষীরারণিং কর্ষনাথঃ মহেন্দ্রগিরিগোচরম্ ॥ ২৪

রমণীয় ত্রৌঞ্চপুর এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হোমবন্ত-পর্ব্বত দর্শন করিব ॥ ১১

আমাদের দক্ষিণ-গমনের সংবাদ শুনিয়া ভয়লাভে ধূলোচিত রাজা জরাসন্ধ বলদর্পে গর্বিত হইয়া মথুরাপুরীতে প্রবেশ না করিয়া আমাদের অনুসরণ করিবে ॥ ১২

তাহার পর আমাদের অনুসরণ করিতে করিতে সেই রাজা জরাসন্ধ সেনাগণের সহিত সহ্যপর্ব্বতের বনে যাইয়া উপস্থিত হইবে এবং আমাদের দুইজনকে ধরিতে বিশেষ যত্ন করিতে থাকিবে ॥ ১৩

আমাদের এই যাত্রা বান্ধবকুলের পক্ষে কল্যাণকারিণী হইবে এবং পুরবা মথুরাপুরী ও এই পুরজনের দেশের সুখদায়িনী হইবে ॥ ১৪

জয়লাভেচ্ছু রাজারা যখন শত্রুর নিকটে আসিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহারা সেই শত্রুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সেই শত্রুকে যুদ্ধে বধ না করিয়া শান্ত হয় না ॥ ১৫

এই কথা বলিয়া সেই দুই নীতিনিপুণ বীর শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ কোনরূপ বিলম্ব না করিয়াই দক্ষিণাপথ অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৬

ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী এই দুই বীর শত শত রাষ্ট্রে বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ ধরিয়া উত্তমপথ অবলম্বন করত সুখপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৭

সহ্য পর্ব্বতের রমণীয় শিখরসমূহে সানন্দে বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথগামী এই দুই বীর সত্বর পথে চলিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তারপর অতি অল্পকালের মধ্যেই এই দুই ভ্রাতা সহ্য পর্ব্বত-মালার দ্বারা বিভূষিত করবীরপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখান তাঁহাদের নিজবংশের লোকজনের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ॥ ১৯

সেখানে উপস্থিত হইয়া এই দুই বীর বেণানদীর তীরে অবস্থিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ও ফলপূর্ণ পাঁচ বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন ॥ ২০

সেই বৃক্ষের তলায় উজ্জ্বল তপস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম বিরাজমান ছিলেন, তাঁহার তখন এক স্কন্ধে পরশু ধৃত ছিল এবং তিনি জটা ও বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ গৌর ছিল এবং তিনি অগ্নিশিখাতুল্য ভাস্বরমান ছিলেন। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এই মুনি ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ও অক্ষোভ্য ছিলেন। তিনি মূর্তিমান্ সাগরের ন্যায় গম্ভীর ছিলেন। যদিও তখন তাঁহার অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয় কার্য্য সমাপ্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি সময়ে সময়ে অগ্নিতে আহুতি দান করিতেন। স্নান করায় তাঁহার শরীর ও বস্ত্র জলে আর্দ্র ছিল। তিনি দেবগণের অগ্রবর্ত্তক বৃহস্পতির ন্যায় শোভা হইতেছিলেন। তাঁহার নিকটে যে শ্বেতবর্ণের সবৎসা ধেনু ছিল, তাহাকে কেবল হোমের জন্যই দোহন করা হইত, সেই কারণে তাঁহাকে হোমধেনু বলা হয়। ইহা ব্যতীত এই ধেনু মুনির ইচ্ছানুসারে সমস্ত বস্তু প্রদান করিত, সেইজন্য ইহাকে কামদোহনা বা কামধেনু বলা হয়। দুগ্ধরূপী অগ্নি উৎপাদনের জন্য এই ধেনু অরণিসদৃশ শোভিতা ছিল। এরূপ হোমধেনুকে পরশুরাম কোথাও যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এই

দদৃশতুস্তৌ সহিতাবপরিশ্রান্তমব্যয়ম্
ভার্গবং রামমাসীনং মন্দরস্থং যথা রবিম্ ॥ ১৫
স্যন্দতস্তৌ তু তং দৃষ্ট্বা পাদমূলে কৃতাঞ্জলী
বসুদেববসূতৌ বীরৌ সহিতাবিব পাবকৌ ॥ ১৬

কৃষ্ণস্তমৃষিশার্দূলমুবাচ বদতাং বরঃ
শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া বাচা লোকবৃত্তান্তকোবিদঃ ॥ ১৭
ভগবন্ জ্ঞাতমস্মাভিস্ত্বানবগচ্ছামি ভার্গবম্ ।
রামং মুনীনামৃষভং ক্ষত্রিয়ান্তায় কৃন্তনম্ ॥ ১৮

ত্বয়া মাতৃকবেগেন ক্ষিপ্তো ভার্গব সাগরঃ ।
ইষুপাতেন নগরং কৃতং পূর্ণতটং ত্বয়া ॥ ১৯

ধনুঃপঞ্চশতায়ামমিষুপঞ্চশতোচ্ছ্রায়ম্
সহস্রং চ নিকুঞ্জেষু স্থাতো জনপদো মহান্ ॥ ৩০

অতিক্রম্যোদধের্বেলামপরান্তে নিবেশিতঃ ।
ত্বয়া তৎ কার্তবীর্যাণাং সহস্রভুজকাননম্ ॥ ৩১
ছিন্নং পরশুনৈকেন স্মরতা নিধনং পিতুঃ ।
ইদমদ্যাপি কথিতৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং হতদ্বিষাম্ ॥ ৩২

স্থিতৈস্ত্বৎপরশূৎসৃষ্টৈ রক্তপঙ্কা বসুন্ধরা
রৈণুকেয়ং বিজানে ত্বাং ক্ষিতৌ ক্ষিতিপরোষণম্ ॥৩৩

পরশুপ্রগ্রহে যুক্তং যথৈবেহ রণে তথা
তদিচ্ছাম্যহমুগ্রায়া বিপ্র কর্মর্ষিমুপশ্রুতম্ ॥ ৩৪
উদ্বৃত্তক্ষত্রবীর্যেণ প্রভূতক্ষত্রবিদ্বিষা
ত্বয়োৎসৃষ্টা বনে যমুনাতীরশোভিনী ॥ ৩৫
রামরৌ স্মো মুনিশ্রেষ্ঠ যদি তে শ্রুতিমাগতৌ
বসুদেবো ধৃতশ্রেষ্ঠঃ পিতা নৌ হি যুতব্রতঃ ॥ ৩৬

কংসপ্রভৃতি চৈবাবাং ভয়েনৈব নিবোধিতৌ
তৌ স্বঃ কংসভয়াত্তত্র শঙ্কিতৌ পরিবর্দ্ধিতৌ ॥ ৩৭

মুনি কখনও পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন না এবং অবিনাশী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মহেন্দ্রগিরিতে বিচরণপরায়ণ পরশুরামকে সেখানে মন্দরাচলের শিখরে প্রকাশমান সূর্যের ন্যায় দর্শন করিলেন। ২১-২৫

ইঁহাকে দর্শন করিয়া বসুদেবের দুই বীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ক্রমানুসারে তাঁহার চরণে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ইঁহারা উভয়ে সেই সময় বেদির উপরে প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ২৬

ইহার পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও লোকসকলের সমস্ত বৃত্তান্তবিৎ শ্রীকৃষ্ণ মুনিশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে স্নেহপূর্ণ মধুর ভাষায় বলিলেন। ২৭

ভগবন্! আমি বুঝিতে পারিতেছি,—আপনি ভৃগুবংশবর্ধন ক্ষত্রিয়-কুলবিনাশক মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম। ২৮

ভৃগুনন্দন! আপনি নিজের বাণের বেগে সমুদ্রকেও পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষেপণ করিয়াছেন (ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছেন) এবং যত দূরে বাণ গিয়া পতিত হইয়াছে, সমুদ্রের নিকট হইতে তত পরিমাণ ভূমি লইয়া সেখানে আপনি পূর্ণতট নামে এক নগর নির্মাণ করিয়াছেন। ২৯

সেই নগর পাঁচ শত ধনু পরিমাণ লম্বা এবং পাঁচ শত বাণ পরিমাণ চওড়া (ধনুর পরিমাণ চার হাত এবং বাণের পরিমাণ দুই হাত।) সহ্য পর্বতের নিকুঞ্জসমূহে এই সমৃদ্ধিশালী জনপদ স্থাপিত হইয়াছে। ৩০

আপনি সমুদ্রবেলা (তীরভূমি) উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরান্ত দেশে (যাহা পশ্চিম সমুদ্রের তীরে) সেই মহান্ জনপদ স্থাপিত করিয়াছেন। আপনিই নিজের পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া একটি মাত্র পরশুর দ্বারা কার্তবীর্যের সহস্র বাহুরূপ কাননকে ছেদন করিয়াছিলেন। ৩১

আপনার দ্বারা নিহত যে সব শত্রুভূত ক্ষত্রিয় ছিল, আপনার পরশুর দ্বারা প্রবাহিত তাহাদের ছিন্ন করিরে আজও এই বসুন্ধরা আর্দ্র হইয়া রক্তের কর্দমপূর্ণ দেখাইতেছে। আমি জানি যে, আপনি ভূমণ্ডলের ক্ষত্রিয়গণের উপর রোষ প্রকাশকারী রেণুকানন্দন পরশুরাম। ৩২-৩৩

কারণ, আপনি রণভূমির ন্যায় এখানেও পরশু ধারণ করিয়া আছেন। বিপ্রবর! অতএব আমরা উভয়ে আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং আপনি আমাদের কথা শুনিয়া নির্ভীকচিত্তে যে উত্তর দিবেন, তাহাও শুনিবার আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। ৩৪

মুনিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম! আমাদের বাসভূমি মথুরাপুরী, যাহা যমুনার তীরে শোভা পাইতেছে। আমরা উভয়ে যদুবংশ। আমাদের নামও যদি কখনও আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে আপনি আমাদের জানিতেও পারিবেন। যদুকুলের শ্রেষ্ঠ পূরুষ ও উত্তম ব্রতপালনকারী বসুদেব আমাদের পিতা। ৩৫-৩৬

আমরা দুই ভ্রাতা কংস হইতেই কংসের ভয়ে ব্রজে গোপনে স্থাপিত হই এবং সেখানেই তাহার ভয়ে ভয়ে থাকিয়া আমরা বর্দ্ধিত হই। ৩৭

বয়ঞ্চ প্রথমং প্রাপ্তৌ মথুরায়াং প্রবেশিতৌ
তাবাবাং বৃষ্ণিভিঃ দৃষ্ট্বা সমাজে কংসমোজসা ॥ ৩৮
পিতরং তস্য তত্রৈব স্থাপয়িত্বা জনেশ্বরম্
স্বমেব কর্ম্ম চারব্ধৌ গবাং ব্যাপারকারকৌ ॥ ৩৯
অথ বয়োঃ পুরং রোদ্ধুং জরাসন্ধো ব্যবস্থিতঃ
সংগ্রামান্ সুবহূন্ কৃত্বা লব্ধলক্ষোঽপি স্বয়ম্ ॥ ৪০
ততঃ স্বপুরসংরক্ষার্থং প্রজানাঞ্চ হিতব্রত
অকৃতার্থাবহুদ্যোগৌ কর্ত্তব্যাবলদাহনৌ ॥ ৪১
অরথৌ পত্তিনৌ যুদ্ধে নিস্তত্ত্রৌ নিরায়ুধৌ
জরাসন্ধোঽনুবধ্নাতি পুরং ন ত্বাবেব নিঃস্পৃহৌ ॥ ৪২
এবমাবামনুপ্রাপ্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠ তবান্তিকম্ ।
আবয়োর্নগ্নমাত্রেণ কর্ত্তুমর্হসি সংক্রিয়াম্ ॥ ৪৩
ক্রুদ্ধৈরস্মদ্বধার্থং বো রামস্যোর্ধ্বাকৃতির্নিশ্চিতম্
তৈর্নৃকেসঃ প্রতিবচো ধর্ম্মসংহিতমব্রবীৎ ॥ ৪৪

অপরান্তাদহং কৃষ্ণ সম্প্রতীহাগতঃ প্রভো ।
এক এব বিনা শিষ্যৈর্ম্বয়োর্মন্ত্রকারণাৎ ॥ ৪৫
বিদিতো মে ব্রজে বাসস্তব পদ্মনিভেক্ষণ ।
রামস্যাপি বয়স্যাপি কংসস্যাপি দুরাত্মনঃ ॥ ৪৬
বিগ্রহঞ্চ জরাসন্ধে বিদিত্বা পুরুষোত্তম
তব সম্রাড়ুকস্যেহ সম্প্রাপ্তোঽস্মি যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৭
জানে ত্বাং কৃষ্ণ গোপ্তারং জগতঃ প্রভুমব্যয়ম্
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমবালং বালতাং গতম্ ॥ ৪৮
ন ত্বয়াবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
তথাপি ভক্তিমাত্রেণ শৃণু বক্ষ্যামি তে বচঃ ॥ ৪৯
পূর্ব্বজৈস্তব গোবিন্দ পূর্ব্বং পুরমিদং কৃতম্
করবীরপুরং নাম রাষ্ট্রঞ্চৈব নিবেশিতম্ ॥ ৫০
পুরেঽস্মিন্ নৃপতিঃ কৃষ্ণ বাসুদেবো মহাযশাঃ ।
শৃগাল ইতি বিখ্যাতো মিত্রাঃ পরমকোপনঃ ॥ ৫১

প্রথম বিশ্রোষ্ঠরাজের প্রার্থিতে আমরা উভয়ে মথুরায় (অক্রূরের দ্বারা) প্রবেশ করি। সেখানে আমরা উভয়ে ধনুর্যজ্ঞ হইতে চ্যুত কংসকে বহুসংখ্যক বলপূর্ব্বক বধ করিয়া এবং তাহার স্থানে তাহারই পিতা উগ্রসেনকে রাজা করত স্থাপিত করি। তাহার পর সখা গোপালনসম্বন্ধীয় কার্য্যকারী আমরা দুই ভ্রাতা পুনরায় নিজ নিজ কর্ম্ম আরম্ভ করি। ৩৮-৩৯

তদনন্তর রাজা জরাসন্ধ আমাদের উভয়ের নগরকে অবরোধ করিবার ব্যবস্থা করে। যদিও আমরা উভয়ে তাহার সহিত বহু যুদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার বিষয়ে বিজেতের লক্ষ্য সিদ্ধিতে লক্ষলাভও করিয়াছি, তথাপি নিজের নগর ও প্রজাগণের রক্ষার জন্য আমরা জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার কোনও উদ্যোগই করি নাই। ব্রতধারী মুনে। এখন আমাদের শত্রু নাশন সকল করা আবশ্যক, কিন্তু সেই বিষয়ে অকৃতার্থ হইয়া আমরা সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। ৪০-৪১

আমাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য রথ নাই, আমরা পদাতি, আমাদের দেহে কবচ ও হস্তে অস্ত্র নাই। আমরা জরাসন্ধের আক্রমণের ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া কেবল আমরা দুই জনেই সেস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। ৪২

মুনিশ্রেষ্ঠ। এইরূপে আমরা উভয়ে আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনি আমাদের কেবল পরামর্শমাত্র দান করিয়া আমাদের সংকার করুন। ৪৩

ইহাদের উভয়ের এই নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করত রোমহর্ষণ পুত্রপরাশর তাঁহাদের এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন। ৪৪

প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমাদের দুই জনকে পরামর্শ দান করিবার জন্যই এই সময় এস্থানে অপরান্ত হইতে একাকীই চলিয়া আসিয়াছি। শিষ্যগণকেও আমি সঙ্গে আনি নাই। ৪৫

কমললোচন গোবিন্দ। তোমার ব্রজে বাস, তোমার দ্বারা রামবলদেবের যে বিনাশ ও দুরাত্মা কংসের যে বধ হইয়াছে, এ সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি। ৪৬

দুর্যোধন পুরুষোত্তম। জরাসন্ধের সহিত অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের কথা জানিতে পারিয়াই আমি ভ্রাতা সব তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। ৪৭

হে কৃষ্ণ। আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। তুমি জগতের রক্ষক অবিনাশী ভগবান্ এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য বালক না হইলেও বালক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। ৪৮

তিন লোকে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই (অতএব তোমাকে পরামর্শদানের কোনও আবশ্যকতা নাই), তথাপি আমি নিজের কেবল ভক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৪৯

গোবিন্দ। পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্বজ পুরুষগণ এস্থানে এই করবীরপুর নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং রাজাকে স্থাপিত করিয়াছে। ৫০

শ্রীকৃষ্ণ। এই করবীরপুরে বর্ত্তমানে মহাযশস্বী বাসুদেব

নৃপেণ তেন গোবিন্দ তব বংশভবা নৃপাঃ
দায়াদা নিহতাঃ সর্বে বীরত্বেষানুশায়িনা ॥ ৫১
অহঙ্কারপরো নিত্যমজিতাত্মাতিমৎসরী
রাজৈশ্বর্যমদাবিষ্টঃ পুত্রেষ্বপি চ দারুণঃ ॥ ৫২
তস্যেহ ভবতঃ স্থানং রোচতে মে নরোত্তম
করবীরপুরে ঘোরে নিত্যং পার্থিবদূষিতে ॥ ৫৪
শ্রূয়তাং কথয়িষ্যামি যত্রোভৌ শত্রুবাধনৌ
জরাসন্ধং বলোদগ্রং ভবন্তৌ যোধয়িষ্যতঃ ॥ ৫৫
তীর্ত্বা বেণামিমাং পুণ্যাং নদীমদ্ভৈব বাহুভিঃ
বিষয়ান্তে নিবাসায় গিরিং গচ্ছাম দুর্গমম্ ॥ ৫৬
রম্যং বজ্রগিরিং নাম সহস্রস্য প্ররুহং গিরিম্
নিবাসঃ মাংসভক্ষাণাং চৌরাণাং ঘোরকর্ম্মণাম্ ॥ ৫৭
নানাদ্রুমলতাযুক্তং চিত্রং পুষ্পিতপাদপম্।
প্রোক্তে তত্র নিশামেকাং ষট্‌পদ্যাং নাম নিম্নগাম্ ॥ ৫৮

রাজা হইয়া রহিয়াছে। সে শৃগাল নামে বিখ্যাত এবং সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ ॥ ৫১

বীর গোবিন্দ! সদা দ্বেষেরই অনুসরণকারী এই রাজা শৃগাল তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত উত্তরাধিকারী ক্ষত্রিয় নরপতিগণকে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৫২

সে সদা অহঙ্কারপরায়ণ। তাহার মন বশীকৃত নয়। অতিশয় মাৎসর্য্যশালী এবং রাজা ও ঐশ্বর্য্যের মদে উন্মত্ত হইয়া সে নিজের পুত্রগণের উপরও নির্দ্দয়তাপূর্ণ ব্যবহার করে ॥ ৫৩

নরশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য এখানে সর্ব্বদা এই রাজার দ্বারা কলঙ্কিত ভয়ঙ্কর করবীরপুরে তোমার থাকা আমার ভালরূপ বলিয়া মনে হইতেছে না ॥ ৫৪

যেখানে থাকিয়া তোমরা দুই ভ্রাতা শত্রুকে বাধা দান করিতে করিতে বলগর্বিত জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে, সেই স্থানের পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৫

আমরা আজই এই পুণ্যময়ী নদী বেণাকে নিজেদের বাহু দ্বারা পার হইয়া এই দেশেরই শেষ সীমায় স্থিত এক দুর্গম পর্ব্বতের উপর গমন করিব এবং সেখানেই বাস করিব ॥ ৫৬

সেই পর্ব্বতের নাম বজ্রগিরি, যাহা সহস্র পর্ব্বতেরই উপশাখা। সেই স্থান অতিশয় রমণীয়; কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে ভয়ানক কর্ম্মকারী মাংসাহারী চোর-তস্করেরা বাস করিতেছে ॥ ৫৭

এই পর্ব্বত বিচিত্র, নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে পূর্ণ এবং সকল বৃক্ষে পুষ্প বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সেই

তত্রং তে সন্তরিষ্যামো নিকষোপলভূষণাম্।
গঙ্গাপ্রপাতপ্রতিমাং স্রষ্টাঞ্চ মহতো গিরেঃ ॥ ৫৯
তস্যাঃ প্রপাতং দ্রক্ষ্যামস্তাপসারণ্যভূষণম্।
উপভুজ্য ত্রিমান্ কামান্ গত্বা তান্ ধরণীধরান্ ॥৬০
দ্রক্ষ্যামস্তত্র তান্ বিপ্রান্ শান্যতো বৈ তপোধনান্।
রম্যাং ক্রৌঞ্চপুরং নাম গমিষ্যামঃ পুরোত্তমম্ ॥ ৬১
বংশজস্তত্র তে রাজা কৃষ্ণধর্ম্মরতঃ সদা।
মহাকপিরিতি খ্যাতো বনবাস্তজনাধিপঃ ॥ ৬২
তমদৃষ্ট্বৈব রাজানং নিবাসায় গতেঽহনি।
তীর্থমানন্দুগং নাম তত্রস্থাঃ স্থাম সঙ্গতাঃ ॥ ৬৩
ততশ্চ্যুতা গমিষ্যামঃ সহস্রস্য বিবরে গিরিম্।
গোমন্তমিতি বিখ্যাতং নৈকশৃঙ্গবিভূষিতম্ ॥ ৬৪
স্বর্গতৈকনগাশৃঙ্গং দুরারোহং খগৈরপি
বিশ্রামভূতং দেবানাং জ্যোতির্ভিরভিসংবৃতম্ ॥ ৬৫

স্থানে এক রাত্রি বাস করিব। তদনন্তর ষট্‌পদ্যা নামে নদী পার হইয়া যাইব। এই নদী কঙ্কপ্রস্তরে বিভূষিতা রহিয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক। এই নদী সেই মহাপর্ব্বত হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে, যাহা গঙ্গার প্রপাতের (ঝরণার) ন্যায় দেখা যায় ॥৫৮-৫৯

এই ষট্‌পদ্যা নদীর প্রপাত তপস্যারণ্যের দ্বারা বিভূষিত, আমরা উহাকে দর্শন করিব এবং সেখানে কিছু আহার করিয়া সেই কমনীয় ও প্রসিদ্ধ পর্ব্বতের উপর বিচরণ করিতে করিতে সেখানের সেই সব ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিব, যাঁহারা তপস্যায় রত থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তাহার পর আমরা রমণীয় ও শ্রেষ্ঠ নগর ক্রৌঞ্চপুরে গমন করিব ॥ ৬০-৬১

শ্রীকৃষ্ণ! সেখানে তোমারই কুলে উৎপন্ন এক রাজা রাজা করিতেছে। সে সর্ব্বদা ধর্ম্মে নিরত আছে, তাহার নাম মহাকপি। সে বনবাসী জনপদ ও সেখানে বসবাসকারী প্রজাগণের অধিপতি ॥ ৬২

আমরা সেই রাজাকে দর্শন না করিয়াই বাস করিবার জন্য সন্ধ্যাকালে আনন্দুহ নামক তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইব এবং সেখানে আমরা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকিব ॥ ৬৩

সেখান হইতে নিম্নে নামিয়া আমরা সহস্র পর্ব্বতের গুহা দিয়া সেই গোমন্তনামক বিখ্যাত বহু শিখরে বিভূষিত পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইব ॥ ৬৪

ইহার এক বিশাল শিখর এরূপ উচ্চ যে, উহা যেন স্বর্গলোক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আকাশচারী পক্ষীরাও ইহার উপর

সোপানভূতং স্বর্গস্য গগনাভিমিবোচ্ছ্রিতম্
তং বিমানবরোত্তরণং গিরিং মেরুমিবাপরম্ ॥ ৬৬
তস্যোত্তমে মহাশৃঙ্গে ভাস্বন্তৌ দেবরূপিণৌ
উদয়াস্তময়ে সূর্য্যং সোমঞ্চ জ্যোতিষাং পতিম্ ॥ ৬৭
উন্মিমন্তং সমুদ্রঞ্চ অপারদ্বীপভূষণম্
প্রেক্ষমাণৌ সুখং তত্র নগাগ্রে বিচরিষ্যথঃ ॥ ৬৮
শৃঙ্গস্থৌ তস্য শৈলস্য সোমস্যেব বনেচরৌ
দুর্গযুদ্ধেন যাবন্তৌ জরাসন্ধং বিজেষ্যথঃ ॥ ৬৯
তত্র শৈলগতৌ দৃষ্ট্বা ভবন্তৌ যুদ্ধদুর্মদৌ
আসক্তঃ শৈলযুদ্ধে বৈ জরাসন্ধো ভবিষ্যতি ॥৭০
ভবতোরপি যুদ্ধে তু প্রবৃত্তে তত্র দারুণে।
আয়ুষৈঃ সহ সংযোগং পশ্যামি নচিরাদিব ॥ ৭১
সংগ্রামশ্চ মহান্ কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্টস্তত্র দৈবতৈঃ
বহূনাং পার্থিবানাঞ্চ মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ ॥ ৭২

তত্র চক্রং হলঞ্চৈব গদাং কৌমোদকীং তথা
সৌনন্দং মুসলঞ্চৈব বৈষ্ণবান্যায়ুধানি চ ॥ ৭৩
দর্শয়িষ্যন্তি সংগ্রামে পাস্যন্তি চ মহৌজিতাম্
রুধিরং কালযুক্তানাং বপুভিঃ কালরূপিভিঃ ॥ ৭৪
স চক্রমুসলো নাম সংগ্রামঃ কৃষ্ণ বিশ্রুতঃ
দৈবতৈরিহ নির্দ্দিষ্টঃ কালস্যাদেশসংজ্ঞিতঃ ॥ ৭৫
তত্র তে কৃষ্ণ সংগ্রামে সুব্যক্তং বৈষ্ণবং বপুঃ
দ্রক্ষ্যন্তি রিপবঃ সর্ব্বে সুরাশ্চ সুরভাবন ॥ ৭৬
তাং ভজস্ব গদাং কৃষ্ণ চক্রঞ্চ চিরবিস্মৃতম্
ভজস্ব স্বেন রূপেণ সুরাণাং বিজয়ায় বৈ
বলস্যায়ং হলং ঘোরং মুসলং চারিসূদনম্
বধায় সুরশত্রূণাং ভজতাল্লোকভাবনঃ ॥ ৭৮
এষ তে প্রথমঃ কৃষ্ণ সংগ্রামো ভুবি পার্থিবৈঃ
পৃথিব্যর্থে সমাখ্যাতো ভারাবতরণে সুরৈঃ ॥ ৭৯

আরোহণ করিতে পারে না। ইহা দেবগণের বিহারস্থল এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ৬৫

উহা স্বর্গের সোপানস্বরূপ ছিল এই উচ্চতম পর্ব্বত (ভূতলের নহে) আকাশের পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর দেবগণের বিমান অবতরণ করে এবং ইহা দূর হইতে মেরুপর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হয় ॥ ৬৬

তোমরা দুই ভ্রাতা দেবতুল্য দিব্য রূপধারী ও তেজস্বী। সেই সোমক পর্ব্বতের বিশাল শিখরে আরোহণ করত উহার ও অস্তের সময় সূর্য্য এবং নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পতি চন্দ্রকে ও অপর দ্বীপসমূহে বিভূষিত এবং তরঙ্গমালায় অলঙ্কৃত সমুদ্রকে দর্শন করিতে করিতে তোমরা দুই ভ্রাতা সেখানে পর্ব্বতীয় শিখরের অগ্রভাগে সুখে বিচরণ করিবে ॥ ৬৭-৬৮

সেই সোমক নামক পর্ব্বতের শিখরে থাকিয়া সেখানের বনে বিচরণ করিতে করিতে তোমরা দুই বীর ভ্রাতা দুর্গ-যুদ্ধের দ্বারা বাধিত হইয়া জরাসন্ধকে জয় করিবে ॥ ৬৯

রণদুর্মদ বীর তোমাদের দুইজনকে পর্ব্বতে আরূঢ় দেখিয়া জরাসন্ধ পর্ব্বতযুদ্ধেই আসক্ত হইয়া পড়িবে ॥ ৭০

সেখানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইলে পর তোমাদের দুইজনকে আমি সত্বরই দিব্যায়ুধসমূহের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখিব ॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণ। সেখানে দেবগণ যাদবদিগের এবং অন্য ভূপতি-গণের মহাযুদ্ধের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যুদ্ধে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইবে ॥ ৭২

সেখানে সুদর্শন চক্র, সংবর্ত্তক হল, কৌমোদকী গদা ও সৌনন্দ নামক মুসল—এই সব বৈষ্ণবাস্ত্র তোমাদের দর্শন দান করিবেন এবং নিজেদের কালের সদৃশ রূপের দ্বারা কালের বশীভূত রাজাদের রক্ত পান করিবেন ॥ ৭৩-৭৫

শ্রীকৃষ্ণ। এই সংগ্রাম চক্র-মুসল নামে বিখ্যাত হইবে। দেবতাগণ এখানে এতাদৃশ সংগ্রাম হইবার সঙ্কেত করিয়াছেন। এই যুদ্ধ সাক্ষাৎ কালের আজ্ঞাপত্র ॥ ৭৫

দেবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী শ্রীকৃষ্ণ। সেই সংগ্রামে সমস্ত অসুরগণ ও দেবতারাও তোমার সুস্পষ্ট বৈষ্ণব রূপ দর্শন করিবে ॥ ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি নিজের সেই বৈষ্ণব-রূপে স্থিত হইয়া এবং দেবতাগণের বিজয়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বিস্মৃত বীর সেই চক্র ও গদাকে গ্রহণ করিও ॥ ৭৭

আর এই লোকভাবন বলরামও দেবদ্রোহীদিগকে বধ করিবার জন্য নিজের শত্রুবিদারণ ঘোর হল ও মুসল অস্ত্র গ্রহণ করুক ॥ ৭৮

শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবীর ভার অবতরণের জন্য ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজাদের সহিত তোমার এই প্রথম সংগ্রাম দেবগণের দ্বারা কথিত হইয়াছে ॥ ৭৯

আয়ুধাব স্থিরত্বেব বপুষো বৈষ্ণবস্য চ ।
লক্ষ্মাণ্চ তেজসশ্চৈব বৃদ্ধানাঞ্চ বিবারণম্ ॥ ৮৮
অতঃ প্রভৃতি সংগ্রামো ধরণ্যাং শস্ত্রবৃষ্ণিতঃ
ভবিষ্যতি মহান্ কৃষ্ণ ভারতঃ নাম বৈশসম্ ॥ ৮৯
তদ্ গচ্ছ কৃষ্ণ শৈলেন্দ্রং গোমন্তঞ্চ নগোত্তমম্

সেস্থানে তোমার নিজের দিব্য অস্ত্রসমূহ, বৈষ্ণবধনুঃ, লক্ষ্মী এবং শত্রুবৃদ্ধি বিনাশকারী তেজ লাভ হইবে ॥ ৮০

শ্রীকৃষ্ণ ! ইহার পর পৃথিবীতে অস্ত্র-যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত এক মহাসংগ্রাম হইবে, যাহা লোকসকলের মধ্যে 'মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রামবাক্যে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

জরাসন্ধবধে চাপি বিজয়স্ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ৮২
ইদং চৈবোদ্যতপ্রখ্যং হোমধেনোঃ পয়োঽমৃতম্
পীত্বা গচ্ছত ভদ্রং বো ময়াদিষ্টেন বর্ত্মনা ॥ ৮৩

হে কৃষ্ণ ! অতএব তুমি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গিরিরাজ গোমন্তে গমন কর । জরাসন্ধের এই যুদ্ধেও বিজয়শ্রী তোমাকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৮২

তোমার কল্যাণ হউক । আমার এই হোমধেনুর অমৃতোপম সুমধুর দুগ্ধ পান করিয়া মৎপ্রদর্শিত পথে গমন কর ॥ ৮৩

বাক্যবিন্যাস একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য, বলরামস্য পরশুরামস্য চ গোমন্তপর্ব্বতারোহণম্, গোমন্তস্য শোভাবর্ণনম্, যুদ্ধহেতোঃ শ্রীকৃষ্ণায়োৎসাহদানং কৃত্বা পরশুরামস্য তৎস্থানতঃ প্রস্থানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তু ধেনোঃ পয়ঃ পীত্বা বলদর্পসমন্বিতৌ ।
তত্তস্তৌ রামসহিতৌ প্রস্থিতৌ বহুপুঙ্গবৌ ॥ ১
গোমন্তং পর্ব্বতং দ্রষ্টুং মত্তনাগেন্দ্রগামিনৌ
জামদগ্ন্যপ্রদিষ্টেন মার্গেণ বদতাং বরৌ ॥ ২
জামদগ্ন্যাস্তৃতীয়াস্তে ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।
শোভয়ন্তি স্ম পন্থানং ত্রিদিবং ত্রিদশা ইব ॥ ৩

তে চাপ্যবিঘ্নিনা সর্ব্বে ততো বৈ দিবসক্রমাৎ
গোমন্তমচলং প্রাপ্য মন্দরং ত্রিদশা ইব ॥ ৪

লতাচারুবিচিত্রঞ্চ নানাদ্রুমবিভূষিতম্ ।
নানাগুরুপিনদ্ধাঙ্গং চিত্রং চিত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৫

দ্বিরেফগণসঙ্কীর্ণং শিলাসঙ্কটপাদপম্
মত্তবর্হিণনির্ঘোষৈর্নাদিতং মেঘনাদিভিঃ ॥ ৬

চত্বারিংশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও পরশুরামের গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ, গোমন্তের শোভা বর্ণন এবং যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহ দান করিয়া পরশুরামের সেস্থান হইতে প্রস্থান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সেই হোমধেনুর দুগ্ধ পান করত বল ও দর্পে পূর্ণ সেই দুই বংশশ্রেষ্ঠ বীর পরশুরামের সহিত সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১

মদমত্ত গজরাজের ন্যায় গমনকারী সেই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পরশুরামপ্রদর্শিত পথে গোমন্ত পর্ব্বত দর্শন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

ইহাদের দুইজনের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি রূপে পরশুরাম ছিলেন । যেরূপ যেসকল স্বর্গের শোভা বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ এই তিনজনে তিন অগ্নির ন্যায় সেই পথকে শোভিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩

মানুষ যেভাবে কোনও পথে চলিতে থাকে, সেই বিধি অনুসারেই ইহারা সকলে যাত্রা করত ক্রমশঃ কয়েক দিন পর গোমন্ত পর্ব্বতে সেইরূপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেরূপ দেবগণ মন্দরাচলে উপস্থিত হন ॥ ৪

লতাসমূহের বিস্তারে সেই পর্ব্বতের সুন্দর ও বিচিত্র শোভা হইতেছিল । নানা বৃক্ষশ্রেণীতে উহা বিভূষিত ছিল । এই পর্ব্বতের সমস্ত অঙ্গই অগুরুপ্রভৃতি নানা সুগন্ধপূর্ণ দ্রব্যে ব্যাপ্ত ছিল । মনোহর ময়ূরগণ উহাকে আরও বিচিত্র শোভাসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৫

ভ্রমরশ্রেণীতে ব্যাপ্ত এবং শিলা ও বৃক্ষসমূহে পূর্ণ এই পর্ব্বত মেঘমণ্ডলের ন্যায় গম্ভীর স্বরে রবকারী মত্ত ময়ূরগণের মধুর ধ্বনিতে নিনাদিত হইতেছিল ॥ ৬

গগনালম্বশিখরঃ জলদাসক্তপাদপম্
মত্তদ্বিপবিষাণাগ্রৈঃ পরিক্ষুণ্ণোপলাস্তিতম্ ॥ ৭
কৃতদ্বিপেন্দ্রগুরুগৈঃ সমন্তাৎ প্রতিনাদিতম্
দরীপ্রপাতাপূরবৈস্তুরঃ শার্দূলতল্লজৈঃ ॥ ৮
নীলাশ্মচয়সঙ্ঘাতৈর্বহুবর্ণঃ যথা ঘনম্
ধাতুবিস্রাবনিষ্যন্দঃ সানুপ্রস্রবভূষিতম্ ॥ ৯
কীর্ণঃ সুরগণৈঃ কান্তৈর্মৈনাকমিব কামগম্ ।
উচ্ছ্রিতঃ সুবিশালাগ্রঃ সমূলাম্বুপরিপ্লবম্ ॥ ১০
সকাননদরীপ্রস্থঃ শ্বেতাভ্রগণভূষিতম্
পবনাস্ফালিতাগ্রৌঘৈর্বৈদ্রুন্দলনচন্দনৈঃ ॥ ১১
তমালৈলাবনযুতঃ মরীচক্ষুপসঙ্কুলম্
পিপ্পলীবল্লিকলিলঃ চিত্রদিন্দুবিপাদপৈঃ ॥ ১২
ক্রমৈঃ সর্জরসানাঢ্য সর্বতঃ পরিশোভিতম্
প্রাংশুশালবনৈর্যুক্তং বহুচিত্রবনৈর্যুতম ॥ ১৩
সর্জনিম্বার্জুনবনঃ পাটলাকুলসঙ্কুলম্
হিন্তালৈশ্চ তমালৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতম্ ॥ ১৪
জলেষু জলজৈশ্ছন্নঃ স্থলেষু স্থলজৈরপি
পঙ্কজৈর্জন্মভিশ্চাপি সর্বতঃ প্রতিভূষিতম্ ॥ ১৫
জম্বুকন্দুলবৃক্ষাঢ্যঃ কক্কুকন্দলভূষিতম্
চম্পকাশোকবকুলঃ বিবতিন্দুকশোভিতম্ ॥ ১৬
কুব্জৈশ্চ নাগপুষ্পৈশ্চ সমন্তাদুপশোভিতম্
নাগবৃক্ষসমাকীর্ণং মৃগসঙ্ঘাতশোভিতম্ ॥ ১৭
সিদ্ধ-চারণ-রক্ষোভিঃ সেবিতপ্রস্তরান্তরম্ ।
গন্ধর্বৈশ্চ সমাযুক্তং গুহ্যকৈঃ পক্ষিভিস্তথা ॥ ১৮

ইহার শিখর আকাশের ঊর্ধ্বভাগে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মেঘমণ্ডল উহার বৃক্ষসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এবং উহার প্রস্তরখণ্ড হস্তিগণের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সব প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া সেই পর্বত শোভা পাইতেছে। ৭

সেখানে চারিদিকে পক্ষীরা কলরব করিতেছে, যাহাদের প্রতিধ্বনি সর্বদিকেই মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। জলধরের জল পতিত হওয়ায় যে শব্দ হইতেছিল এবং ব্যাঘ্রগণের গর্জনধ্বনির যে শব্দ হইতেছিল, এই সব শব্দের দ্বারা সেই পর্বত ব্যাপ্ত ছিল। ৮

সেখানে স্থানে স্থানে নীল প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাতে এই পর্বত বহু বর্ণের মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। জলের সহিত ধাতুরাশি প্রবাহিত হইতে থাকায় তাহার অঙ্গ চন্দনে চর্চিত বলিয়া মনে হইতেছে। শিখরসমূহ হইতে যে সব ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে, তাহ সমস্তই উহার আভরণসদৃশ শোভা পাইতেছে। ৯

কান্তিমান্ দেবগণের দ্বারা এই পর্বত পূর্ণ আছে। ইহা অনুসারে গমনকারী মৈনাক পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছে অথবা কামগামী মৈনাক পর্বতের ন্যায় এই ধাতুমণ্ডক পর্বতও কামগামী)। অত্যন্ত বিশাল শিখরের দ্বারা সুশোভিত এই উত্তম পর্বত নিজের মূল ভাগের দ্বারা নির্ঝরের জল বাহিত করিতেছে। ১০

বন, গুহা ও শিখরে মণ্ডিত এই শৈলরাজ শ্বেত মেঘমণ্ডলে ভূষিত আছে। এখানে কাঁঠাল, আম্রাতক (আমড়া), আম্রবন, বেত, স্বন্দন (তিনিশ), চন্দন, তমাল, এলাবন ও মরীচের ঝাড়সমূহ শোভা পাইতেছে। ১১।

সেখানে সর্বদিকে পিপ্পলী (পিপুল) লতাসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইন্দুকী বৃক্ষ বিচিত্র শোভাদান করিতেছে এবং সর্জরসের (রালের) বৃক্ষসমূহের দ্বারা এই পর্বত সুশোভিত রহিয়াছে। উচ্চ উচ্চ শাল বৃক্ষবন ও অন্যান্য বহু বিচিত্র বন এই পর্বতের শোভা বর্ধন করিতেছে। ১২-১৩

সর্জ (রাল), নিম্ব ও অর্জুন বৃক্ষসমূহের বনে এই পর্বত শোভা পাইতেছে এবং পাটলী বৃক্ষ সর্বদিকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হিন্তাল, তমাল ও পুন্নাগ (জায়ফল) বৃক্ষসমূহের দ্বারা এই পর্বত সুশোভিত রহিয়াছে। ১৪

সেখানে জলসমূহে জলজাত পদ্ম ও স্থলসমূহে স্থলজাত পদ্ম এবং অন্যান্য বৃক্ষ শ্রেণীতে এই পর্বতের সর্বদিক্ বিভূষিত রহিয়াছে। ১৫

জম্বু (জাম), কন্দুল (কেওড়া), কক্কু, কদলী, চম্পা, অশোক, বকুল, বিল্ব ও তিন্দুকাদি বৃক্ষসমূহে এই পর্বত সুশোভিত ছিল। ১৬

বহু কুব্জ ও নাগকেসর পুষ্পসমূহের দ্বারা এই পর্বতের চারিদিক্ শোভা পাইতেছিল। দলে দলে হস্তী সেখান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং বৃক্ষসমূহের দ্বারা তাহার শোভা আরও বর্ধিত হইয়াছিল। ১৭

এই পর্বতের প্রস্তরখণ্ডসমূহের মধ্যভাগে সিদ্ধ, চারণ ও রাক্ষসগণ বাস করিত। গন্ধর্ব, গুহ্যক এবং পক্ষীরাও এই পর্বতের সেবা করিত। ১৮

বিদ্যাধরগণৈর্নিত্যমনুকীর্ণশিলাতলম্ ।
সিংহশার্দূলসঙ্ঘাতৈঃ সততং প্রতিনাদিতম্ ।
সেবিতং বারিদৈশ্চাভ্রৈশ্চাপাদৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ১৯
স্তুতং ত্রিদশগন্ধর্বৈরপ্সরোভিরলঙ্কৃতম্ ।
বনস্পতীনাং দিব্যানাং পুষ্পৈরুচ্চাবচৈঃ স্তৃতম্ ॥ ২০
শক্রবজ্রপ্রপাতানামভিজ্ঞং কদাচন ।
সর্বঋতুনিষেব্যং তং মহাবাতভয়োজ্ঝিতম্ ॥ ২১
প্রপাতপ্রস্রবাভিশ্চ সরিদ্ভিরুপশোভিতম্
কাননৈরাননাকারৈর্বিশেষাদ্ধিরিবাশ্রমম্ ॥ ২২
জলশৈবলশৃঙ্গাগ্রৈঃ ক্ষিতিস্তম্ভমিব স্থিরা
স্থলীভির্গজযূথাভিঃ কান্তাভিরুপশোভিতম্ ॥ ২৩
পার্শ্বৈরুপলকল্পাগ্রৈর্মেঘৈরিব বিদূষিতম্
পাদপ্রচ্ছন্নভূমীভিঃ সপুষ্পাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪
মণ্ডিতং বনরাজীভিঃ প্রবালাভিঃ পতিং যথা

ইহার শিলাতল সর্বদাই বিদ্যাধরগণের দ্বারা সেবিত হইত। সিংহ ও বাঘগণের গর্জনধ্বনিতে এই পর্বত নিরন্তর মুখরিত ছিল। জলধরসমূহ ও চন্দ্রের কিরণাবলি ইহাদের সেবা করে এবং শোভা বর্ধন করে ॥ ১৯

দেবতা ও গন্ধর্বগণ ইহার প্রশংসা করেন। এই পর্বত অপ্সরাসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। দিব্য বনস্পতিসমূহের নানা প্রকার বহু পুষ্প সেখানের চারিদিকে পতিত রহিয়াছে ॥ ২০

এই পর্বতকে কখনও ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারের ব্যথা অনুভব করিতে হয় নাই। এখানে দাবানলের কোনও ভয় নাই এবং প্রচণ্ড বজ্রপাতেরও ভয় এখানে নাই ॥ ২১

নির্ঝরসমূহ হইতে উৎপন্ন নদীসকল ইহার শোভা বর্ধন করিতেছে। ইহারা নিজেদের শোভা বর্ধন করিতে করিতে মৃগাকার কাননসমূহের দ্বারা বিশেষ শোভা পাইতেছে ॥ ২২

জল ও শেওলাপূর্ণ শিখরসমূহের অগ্রভাগের দ্বারা যেন এই পর্বত লক্ষ্মীরূপে নিরীক্ষণ করিতেছে। পক্ষগণের দ্বারা সেবিত কমনীয় বনস্থলীসমূহে ইহার বিশেষ শোভা হইতেছে ॥ ২৩

পার্শ্বভাগে স্থিত বিচিত্র প্রস্তরখণ্ডসমূহের দ্বারা এই পর্বত এরূপ শোভা পাইতেছে, যেন বহু বর্ণের মেঘমণ্ডলের দ্বারা ভূষিত আছে। বীর বৃক্ষসমূহে ভূমিকে আচ্ছন্নকারিণী পুষ্পশোভিতা বনশ্রেণী এই পর্বতকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া সেইরূপ শোভাধারণ করিয়াছে, যেরূপ পুষ্পবতী (রজস্বলা হইবার পর স্নান ও পুষ্পহারে অলঙ্কৃতা) যুবতী স্ত্রীগণ পতিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করে ॥ ২৪

শুভ্রাভিঃ সরিদ্ভিশ্চ কন্দরাভিস্তথৈব চ ॥ ২৫
তেষু তেষ্ববকাশেষু সদারমিব শোভিতম্
ঔষধীবীরুধাঃ বীরং ব্রহ্মর্ষিনিষেবিতম্
জাতরূপৈর্বনোদ্দেশৈঃ কৃত্রিমৈরিব ভূষিতম্ ॥ ২৬
ঘূর্ণেন সুবিশালেন শিরসাপ্যুচ্ছ্রিতেন চ
পৃথিবীমন্তরিক্ষং চ গাহমানমিব স্থিতম্ ॥ ২৭
তে সমাসাদ্য গোমন্তং ব্রহ্মাণং তুষিরোত্তমম্
কচিৎ কৃচ্ছ্রে সর্বে বাসায়ানবসন্ভিতাঃ ॥ ২৮
কৃতহস্তে গিরিবরং ধর্মজ্ঞমিব পক্ষিণঃ
অসজ্জমানা বেগেন বৈনতেয়পরাক্রমাঃ ॥ ২৯
তে তু তস্যোপরি শৃঙ্গমারূঢ়াস্ত্রিদশা ইব
অগ্রাং সহসা চক্রুর্নলনা নির্মিতোপমম্ ॥ ৩০
নিবিষ্টো বাসবৌ দৃষ্ট্বা জামদগ্ন্যো মহামতিঃ
রামোঽভিমতমন্বিষ্টো প্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৩১

স্থানে স্থানে শুভ্র গুহাসমূহ ও মনোহর কন্দরাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত গোমন্তগিরি বিভিন্ন স্থানে সমস্তঋতু পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২৭

বিভিন্ন প্রকারের ওষধিসমূহ ইহার শিখরকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। বানপ্রস্থ মুনিগণ ইহার সেবা করিতেছেন এবং ইহার সকল সুন্দর বনপ্রান্তসকল কৃত্রিম উদ্যানসমূহের ন্যায় বিকশিত আছে ॥ ২৬

এই পর্বত নিজের অত্যন্ত বিশাল মূলভাগ ও উচ্চতম শিখরের দ্বারা পৃথিবী ও আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া যেন উহার অসাধারণ জ্ঞান পূর্বক অবস্থান করিতেছে ॥ ২৭

পর্বতসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মনোহর গোমন্ত পর্বতে উপস্থিত হইয়া সেই সব দেবোপম পুরুষগণ সেখানে বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৮

বজ্রতুল্য পরাক্রমশালী এই তিন মহাপুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে সেইভাবে বেগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ পক্ষীরা আকাশে উড়িতে থাকে। সেই সময় ইহাদের মধ্যে কাহারও গতি অবরুদ্ধ হইল না ॥ ২৯

ইহারা দেবগণের ন্যায় উহার সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হইলেন। সেখানে ইহারা সহসা নিজেদের বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করিলেন, মনে হইল—সকলেরই এই গৃহ নির্মাণ করিয়া লইলেন ॥ ৩০

সেই দুই মহাজনকে সেখানে বিরাজমান দেখিয়া মহামতি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম নিজের অভীষ্ট স্থানে যাইবার জন্য তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩১

কৃষ্ণ দ্বারকামাহং তাত পুরং পূর্ণারকং বিভো
যুবয়োরীতি বৈমুখ্যং সংগ্রামে দৈবতৈরপি ॥ ৩১
প্রাপ্তবানস্মি যাং প্রীতিং মার্গাদুপগমনাদপি
সা মে কৃষ্ণানুগৃহ্নাতি শরীরমিদমব্যয়ম্ ॥ ৩২
ইদং তৎ স্থাননুদ্দিষ্টং যত্রাহুয়দমাগমঃ।
যুবয়োর্বিহিতো দেবৈঃ সময়ঃ সাম্পরায়িকঃ ॥ ৩৪
দেবানাং মুখ্য বৈকুণ্ঠ বিষ্ণো দেবৈরভিষ্টুত
কৃষ্ণ সর্বস্য লোকস্য শৃণু মে নৈষ্ঠিকং বচঃ ॥ ৩৫
যদিদং প্রস্তুতং কর্ম ত্বয়া গোবিন্দ লৌকিকম্
মানুষাণাং হিতার্থায় লোকে মানুষদেহিনা ॥ ৩৬
তস্যায়ং প্রথমঃ কল্পঃ কালেন তু নিযোজিতঃ।
জরাসন্ধেন বৈ সার্দ্ধং সংগ্রামে সমুপস্থিতে ॥ ৩৭
তত্রায়ুধবলং চৈব রূপঞ্চ রণকর্কশম্।
স্বয়মেবাত্মনা কৃষ্ণ ত্বয়াত্মানং বিধৎস্ব হ ॥ ৩৮

চক্রোদ্যতকরং দৃষ্ট্বা ত্বাং গদাপাণিমাহবে
চতুর্ভিরপশীনাংসং বিভোরপি শতক্রতুঃ ॥ ৩৯
অস্ত্রপ্রভৃতি তে যাত্রা স্বর্গোক্তা সমুপস্থিতা।
পৃথিব্যাং পার্থিবেন্দ্রাণাং কৃতান্তে ত্বয়ি মানদ ॥ ৪০
বৈনতেয়ন্তু চাহ্বানং বাহনং স্বয়কর্মণঃ।
কৃষ্ণ শীঘ্রং মহাবাহো গোবিন্দ বরতাং বর ॥ ৪১
যুদ্ধকামা নৃপতয়স্ত্রিদিবাভিমুখোদ্যতাঃ।
বার্হদ্রাথ্যা বলপ্রাপ্তিষ্ঠন্তি রণমূর্ধনি ॥ ৪২
রাজ্ঞাং নিধনবৃষ্ট্যর্থা বৈধব্যেন দিবাসিতা
একবেণীধরা চেয়ং বসুধা ত্বাং প্রতীক্ষতে ॥ ৪৩
সত্রয়ং কৃষ্ণ নক্ষত্রং সংক্ষিপ্যাদিবিমর্দ্দন
ত্বয়ি মানুষমাপন্নে যুদ্ধে চ সমুপস্থিতে ॥৪৪
ত্বরস্ব কৃষ্ণ যুদ্ধায় দানবানাং বধায় চ।
স্বর্গায় চ নরেন্দ্রাণাং দেবতানাং সুখায় চ ॥ ৪৫

তাত! ভগবৎশালী শ্রীকৃষ্ণ! এখন আমি পূর্ণারক নগরে যাইব। তোমাদের দুইজনকে ত' দেবতারাও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না (সুতরাং মনুষ্যের কথা কি বলিবার আছে?) ॥ ৩১

শ্রীকৃষ্ণ! তোমাদের দুইজনের সহিত পথে অনুগমন করিয়া আমি যে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি, তাহা আমার এই অবিনাশী দেহকে অনুগ্রহীত করিতেছে ॥ ৩২

আমি যেরূপ তোমাকে বলিয়াছিলাম ও যেখানে তোমাদের দিবা অনুসমূহ লাভ হইবে, ইহাই সেই স্থান। দেবগণ তোমার জন্য সেই সব অনুজ্ঞাদি এই সময়ই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহা পরলোকের পক্ষে হিতকর ॥ ৩৪

দেবগণপ্রধান বৈকুণ্ঠ! তুমি সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু। দেবতারা সর্ব্বদা তোমার স্তুতি করেন। শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার তাত্ত্বিক (তত্ত্বপূর্ণ) কথা শ্রবণ কর, যাহা জগতের পক্ষে হিতকর ॥ ৩৫

গোবিন্দ! তুমি মনুষ্যগণের হিতের জন্য সংসারে মানবদেহ ধারণ করত যে এই লৌকিক কর্ম আরম্ভ করিয়াছ, তাহার এই প্রথম প্রয়োগ হইতে চলিয়াছে। কাল তাহার আয়োজন এস্থানে করিয়াছে ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ! জরাসন্ধের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর তুমি স্বয়ংই নিজের দ্বারা নিজেকে অস্ত্রবলসম্পন্ন করিয়া লইবে এবং নিজের রণকর্কশ রূপ ধারণ করিবে ॥৩৭-৩৮

যে সময় তুমি মাংসল অষ্ট ভুজযুক্ত হইয়া হস্তে চক্র ও গদা উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইবে, সেই সময় তোমাকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া উঠিবেন ॥ ৩৯

মানদ! যখন তুমি হস্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছ, তখন আজ হইতেই ভূমণ্ডলের রাজাদের স্বর্গীয় যাত্রা আরম্ভ হইয়া যাইবে ॥ ৪০

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু গোবিন্দ! তুমি নিজের অঙ্গীকারোপযুক্ত কার্য্যের সিদ্ধির জন্য শীঘ্রই বাহনরূপী বিনতানন্দন গরুড়কে আবাহন কর ॥ ৪১

যুদ্ধকামী নরপতিগণ স্বর্গের জন্য অভিমুখ ও উদ্যত হইয়া যুদ্ধভূমি অবলম্বন করত বৃহদ্রাথপুত্র দুর্যোধনের বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৪২

রাজাদের নিধন অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করত বৈধব্যসূচক শ্বেতবস্ত্র ধারণ করত একবেণীধারিণী (কেশ-সংস্কাররহিতা) এই বসুন্ধরা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে ॥৪৩

শত্রুমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মানবরূপ ধারণ করত এই ধরাতলে আসিয়াছ এবং যুদ্ধেরও অবসর উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য অত্রিসমাজ ত্বরান্বিতে সঙ্কুচিত না হইয়া রণভূমিতে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোনও সময়বিশেষের প্রতীক্ষা করিতেছে না; কারণ, ইহাদের জন্মনক্ষত্র ক্রূর গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ! তুমি দানবগণকে বধ, নরপতিগণকে স্বর্গলোকে প্রেরণ এবং দেবতাদিগকে সুখদান করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য ত্বরা কর ॥ ৪৫

সৎকৃতোঽহং ত্বয়া কৃষ্ণ লোকৈশ্চ সচরাচরৈঃ।
ত্বয়া সৎকৃতরূপেণ যেন সৎকৃতবানহম্ ॥ ৪৬
সাধয়ানি মহাবাহো ভবতঃ কার্যসিদ্ধয়ে
স্মর্তব্যাস্ত্বাম্যি যুদ্ধেষু কান্তারেষু মহীক্ষিতাম্ ॥ ৪৭

পক্ষিদংশনের শ্রীকৃষ্ণ! তুমি স্বয়ংতঃ সকলের দ্বারা সংকৃত। সর্বাত্মা তুমি যে আমার সৎকার করিয়াছ, উহার দ্বারা আমি চরাচর প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ লোকসকলের দ্বারা সংকৃত হইয়াছি এবং সর্ব সময়ের জন্য সংকারবান্ হইয়াছি। ৪৬

মহাবাহো! আমি তোমার কার্যসিদ্ধির জন্য যখনও স্মরণ করিব। সমস্ত কৃপতিগণের কর্তব্য হইল—তাহারা দুর্গম সঙ্কট ও যুদ্ধের সময় আমার স্মরণ করিবে। ৪৭

ইত্যুক্ত্বা জামদগ্ন্যস্তু কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
জগাশিষা বর্ধয়িত্বা জগামাভীপ্সিতাং দিশম্ ॥৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
গোমন্তারোহণং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

এই কথা বলিয়া পরশুরাম অনায়াসেই মহৎ কর্মকারী শ্রীকৃষ্ণকে জয়সূচক আশীর্বাদের দ্বারা সংবর্ধিত করিয়া স্বয়ং অভীষ্ট দিকে চলিয়া যাইলেন। ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে গোমন্ত পর্বতে আরোহণ নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামস্য সমীপে বারুণী, কান্তিঃ, শ্রীঃ (শোভা)-রিতি দেবাঙ্গনানামাগমনম্, গরুড়েন শ্রীকৃষ্ণস্য বৈষ্ণব-মুকুট প্রাপ্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য বলরামেণ সহালোচনা, জরাসন্ধস্য সৈন্যানি দৃষ্ট্বা স্বেনৈব স্বস্য মানসিকোদ্গারপ্রকাশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জামদগ্ন্যে গতে রামে তৌ যাদবকুলোদ্বহৌ।
গোমন্তশিখরে রম্যে চেরতুঃ কামরূপিণৌ ॥ ১
বনমালাকুলোরস্কৌ নীলপীতাম্বরাবৃতৌ।
নীল-শ্বেতবপুষ্মন্তৌ গগনস্থাবিবাম্বুদৌ ॥ ২
তৌ শৈলধাতুদিগ্ধাঙ্গৌ যুবানৌ শিখরে স্থিতৌ।
চেরতুস্তত্র কান্তেষু বনেষু রতিলালসৌ ॥ ৩
উদয়ন্তং নিরীক্ষন্তৌ শশিনং জ্যোতিষাং বরম্।
উদয়াস্তমনে চৈব গ্রহাণাং ধরণীধরে ॥ ৪
অথ সঙ্কর্ষণঃ শ্রীমান্ বিনা কৃষ্ণেন বীর্যবান্।
চচার তস্য শিখরে নগস্য নগসন্নিভঃ ॥ ৫
প্রফুল্লস্য কদম্বস্য মূলচ্ছায়ে নিষসাদ হ।
বায়ুনা মন্দগন্ধেন বীজ্যমানঃ সুখেন বৈ ॥ ৬
তস্য তেনানিলৌঘেন সেব্যমানস্য তত্র বৈ
মন্দসংস্পর্শজো গন্ধঃ সংস্পৃশন্ ঘ্রাণমাগতঃ ॥ ৭

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বলরামের নিকট বারুণী, কান্তি ও শ্রী (শোভা)—এই দেবাঙ্গনাগণের আগমন, গরুড় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণব মুকুট প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের বলরামের সহিত আলোচনা এবং জরাসন্ধের সৈন্য সকল দর্শন করিয়া নিজেকে নিজেরই মানসিক উদ্গার-প্রকাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পরশুরাম চলিয়া যাইলে পর যাদবকুলের ভারবহনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করত গোমন্ত পর্বতের রমণীয় শিখরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

তখন ইঁহাদের দুইজনের বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছিল। উভয়ে ক্রমশঃ নীল ও পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করত নিজ নিজ গৌর এবং শ্যাম দেহের দ্বারা আকাশে স্থিত দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ২

পর্বতীয় ধাতুসমূহ নিজেদের অঙ্গে লেপন করত সেই পর্বতের শিখরে অবস্থান পূর্বক নবযুবক দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার লালসায় বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩

ইঁহারা পর্বতের উপরে জ্যোতিষ্কগণ নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্রের উদয়ের দর্শন এবং গ্রহসকলের উদয়াস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪

একদিন পরাক্রমশালী শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীতই সেই পর্বতের শিখরে বিচরণ করিতেছেন, তখন তিনি স্বয়ং দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৫

তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে বিকসিত এক কদম্ব বৃক্ষের ছায়ায় যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ৬

যখন মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া বলরামের সেবা করিতেছিল, তখন তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়মধ্যে মৃদু স্পর্শ করিয়া উপস্থিত সুগন্ধ যুক্ত বায়ু প্রবিষ্ট হইল। ৭

তৃষ্ণা চৈনং বিবেশাথ বারুণীপ্রভবা তদা
শুশোষ চ মুখং তস্য মত্তস্যেবাপরেদ্যবি ॥ ৮
স্মারিতঃ স পুরাবৃত্তমমৃতস্রাবনং বিভুঃ
তৃষিতো মদিরাপেক্ষী ততস্তং তরুমৈক্ষত ॥ ৯
তস্য প্রাবৃষি ঘূর্ণন্ত্যা ঘনস্তোয়ং জলাজ্জিতম্
তৎকোটরস্থা মদিরা সঞ্জাতা মধুরা তদা ॥ ১০
তাং চ তৃষ্ণার্দিতস্তাম্রা শিবরাক্ত ইবাসকৃৎ
মেদাচ্ছ চলিতাকারঃ সংজ্ঞাতে স প্রভুঃ ॥ ১১
তস্য মত্তস্য বদনং কিঞ্চিচ্চলিতলোচনম্
ঘূর্ণিতাকারমভবচ্ছরৎকালেন্দুসপ্রভম্ ॥ ১২
কদম্বকোটরে জাতা নাম্না কাদম্বরীতি সা
রূপিণী বারুণী তত্র দেবানামমৃতায়নী ॥ ১৩
কাদম্বরীমদকলঃ বিদিত্বা কৃষ্ণপূর্বজম্

তিস্রস্ত্রিদশনার্যাস্তমুপতস্থুঃ প্রিয়ম্বদাঃ ॥ ১৪
মদিরা রূপিণী ত্বন্বা কান্তিশ্চ শশিনঃ প্রিয়া ।
শ্রীশ্চ দেবী বরিষ্ঠা স্ত্রী ষড়েতা বৈ জগজ্জয়া ॥ ১৫
সাঞ্জলিপ্রগ্রহা দেবী রৌহিণেয়মুপস্থিতা ।
বারুণ্যা সহিতং বাক্যমুবাচ মদবিহ্বলম্ ॥ ১৬
বলং ভবস্ব দৈত্যানাং বলদেব দিবীশ্বর
অহং তে দয়িতা কান্তা বারুণী সমুপস্থিতা ॥ ১৭
ত্বামেবান্বেষতঃ শ্রুত্বা শাশ্বতং বড়বামুখে
ক্ষীণপুণ্যেব বসুধাং পর্যেমি বিমলানন ॥ ১৮
পুষ্পচক্রানুলিপ্তেষু কেসরেষুষিতঃ ময়া ।
অতিমুক্তেষু চাক্রোভা পুষ্পস্তবকবৎসু চ ॥ ১৯
অহং কদম্বমালীনা মেঘকালে মুখপ্রিয়া
তৃষিতং মার্গমাণা ত্বাং যেন রূপেণ ছাদিতা ॥ ২০

সেই সময় তাঁহার হৃদয়ে বারুণী (মদ বা অমৃত)-পানের তৃষ্ণার আবেশ হইল। তারপর অন্য দিনে মত্ত পুরুষের ন্যায় তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল ॥ ৮

এই সময় প্রভু বলরামের পূর্বকালে পীত অমৃতপানের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি তৃষিত হইয়া সেই অমৃত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তারপর সেই বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৯

বর্ষাকালে সেই বিকসিত কদম্ব বৃক্ষের উপরে মেঘ যে জল বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই সেই বৃক্ষের কোটরে মনোহর সুরারূপে উৎপন্ন হইয়া যাইল ॥ ১০

বলরামের হৃদয় পিপাসায় তখন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি পিপাসাপীড়িত পুরুষের ন্যায় সেই অমৃত বারংবার পান করিতে লাগিলেন। উহা অধিক পান করায় তাঁহার উপর মাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই প্রভাবশালী বলরামের মুখ টলিতে লাগিল ॥ ১১

মধুপানমত্ত বলরামের মুখ যেন ঘূর্ণিতাকার হইয়া উঠিল ঘুরিতে লাগিল) এবং নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। তাঁহার মুখের প্রভা শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ১২

এই মধুময়ী সুরা কদম্ববৃক্ষের কোটরে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইজন্য উহা 'কাদম্বরী' নামে বিখ্যাত হইল। সেখানে মূর্তিমতী বারুণী প্রকটিত হইয়াছিলেন, যিনি দেবগণের জন্য অমৃত সাধন করেন ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা বলরামকে কাদম্বরীপানের মদে মত্ত হইয়া স্পষ্ট কথা বলিতে অসমর্থ জানিয়া তিন প্রিয়বাদিনী দেবাঙ্গনা তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

এক মদিরা—মধু বা অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যাঁহাকে বারুণী বলা হয়) ছিলেন, দ্বিতীয়—চন্দ্রের প্রিয় কান্তি (কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী) ছিলেন এবং তৃতীয়—শ্রীদেবী ছিলেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা স্ত্রীরূপে পরিচিতা, যাঁহার অঙ্গে কমল চিহ্নরূপে বিরাজমানা, এই দেবী ছয়টি কৃতাঞ্জলি হইয়া রোহিণীনন্দন বলরামের সেবায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বারুণী সহ মদবিহ্বল বলরামকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫-১৬

প্রথমে বারুণী বলিলেন—দেবলোকেশ্বর বলদেব! আপনি দৈত্যসৈন্যবিনাশকে জয় করুন। আমি প্রাণবল্লভা বারুণী আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি ॥ ১৭

নির্মলবদন দেব! আমি আপনাকে বড়বানলের নিকট পাতালে দেহরূপে নিত্য বিরাজমান বলিয়া জানি, কিন্তু এই সময়ে ভূতলে অবতার গ্রহণ করায় সেস্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি পুণ্যহীনা নারীর ন্যায় আপনার অন্বেষণে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি ॥ ১৮

অচ্যুত বীর! আমি পুষ্পসমূহে অনুলিপ্ত কেসরসকলে বাস করিয়াছি এবং পুষ্পসমূহের স্তবে সুশোভিত বাসন্তী লতাসকলেও বাস করিয়াছি ॥ ১৯

আমার জন্য পিপাসিত আপনাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি নিজের রূপকে গোপন করিয়া বর্ষাকালে কদম্ব বৃক্ষের

সাস্মি পূর্বেণ যোগেন যথৈবামৃতমন্থনে
সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ ॥ ১১
সা ত্বথৈবার্ণবগতা তথৈব বড়বামুখে।
ত্বয়োপভোক্তুমিচ্ছামি সম্যগুদ্বহ মাং বিভো ॥ ১২
ন ত্বানঘং পরিত্যক্ষ্যে ভর্ৎসিতাপি ত্বয়ানঘ
নাহং ত্বয়া বিনা লোকানুৎসহে দেব সেবিতুম্ ॥ ১৩
আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাক্ষং দিব্যং শ্রবণভূষণম্
কৌশেয়ানি চ নীলানি সমুদ্ভাহ্যাণী বিভ্রতী ॥ ১৪
মদিরানন্তরং কান্তিঃ সঙ্কর্ষণমুপস্থিতা
মদেনাগলিতশ্রোণী কিঞ্চিদাঘূর্ণিতেক্ষণা ॥ ১৫
প্রোবাচ প্রণয়াৎ কান্তির্বদ্ধাঞ্জলিপুটা সতী।
জয়পূর্বেণ যোগেন সন্ধিতং বাক্যমর্থবৎ ॥ ১৬

অঙ্গং চন্দ্রাদপি গুরুং সহস্রশিরসং প্রভুম্
স্বৈর্গুণৈরনুরক্তা ত্বাং সাধ্বেব মনিতা তথা ॥ ১৭
শ্রীশ্চ পদ্মালয়া দেবী নিত্যেয়া বৈষ্ণবোরসি।
রৌহিণেয়োরসি শুভা মালেবানলতা গতা ॥ ১৮
সা মালানমলাং গৃহ্য বলস্যোরসি সংশ্রিতা।
পদ্মাসনা পদ্মহস্তা বৈ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥ ১৯
রাম রামাভিরামস্ত্বং বারুণ্যা সমলঙ্কৃতঃ।
কান্তয়া ময়া চ দেবেশ সঙ্গতশ্চন্দ্রমা যথা ॥ ২০
ইয়ঞ্চ সা ময়া মৌলিঃ প্রোক্ষিতা বরুণালয়াৎ।
মূর্ধ্নি শীর্ষসহস্রস্য যা তে ভাস্বরিবাবভৌ ॥ ২১
জাতরূপময়ং চৈকং কুণ্ডলং বজ্রভূষিতম্।
আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাক্ষং দিব্যাশ্রবণভূষণম্ ॥ ২২

কোটরে লুকাইয়া ছিলাম। আপনার মুখে বাস করাই আমার বিশেষ প্রিয়। ২০

নিষ্পাপ বলরাম! যেরূপ পুরাকালে অমৃতমন্থনের সময় পূর্বযোগে যুক্ত হইলে পর আমার পিতা বরুণ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেরূপ সমুদ্রে ও পাতালে আমি আপনার সমীপে বাস করি, সেইরূপ এই সময়েও আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি এবং ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনার দ্বারা আমার উপভোগ হউক; কারণ, আমার হৃদয় আপনাকেই স্বামী বলিয়া মনে করে। ২১-২২

নিষ্পাপ! আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তথাপি আমি অনঘ আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। দেব! আমি সমুদ্রবাসিনীদিগের যোগ্য নীলবর্ণের রেশমী শাড়ী পরিধান করত আদিপদ্ম ও পদ্মচিহ্নিত দিব্য কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আমি আপনাকে ব্যতীত অন্য লোকনাথকে সেবা করিতে অভিলাষ করি না। ২৩-২৪

বারুণীর পর কান্তিদেবী সঙ্কর্ষণের সেবায় উপস্থিত হইলেন। ইহার কটিদেশ তখন মদে কিছু কম্পিত হইতেছিল। নয়ন ঈষৎ ঘুরিতেছিল। ইনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—বলরামের জয় হউক। তারপর প্রণয়ভরে ঈষৎ হাস্যসহকারে এই প্রয়োজন-পূর্ণ বাক্য বলিলেন। ২৫-২৬

দেব! আপনার সহস্র মস্তক। আপনি জগতের প্রভু। আমার দৃষ্টিতে আপনার সৌরভ চন্দ্র হইতেও অধিক। আমিও বারুণীর ন্যায় আপনার বীর গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়া আপনাতে অনুরক্ত হইয়াছি। (সেইজন্য আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাকে অঙ্গীকার করুন।)। ২৭

যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে নিত্য নিবাস করেন, সেই পদ্মবাসিনী দেবী শ্রী (সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শোভা) রোহিণী-নন্দন বলরামের বক্ষঃস্থলে সুন্দর মালার ন্যায় প্রতিষ্ঠিতা হইয়া নির্মলভাবে প্রাপ্ত হইলেন*। ইহার মুখ পদ্মের ন্যায় সুশোভিতা ছিল এবং ইহার হস্তে পদ্ম ছিল। বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিতা এই মূর্তিমতী শোভাদেবী বলরামের বক্ষে স্থিত হইয়া এক নির্মল মালা গ্রহণ করত সঙ্কর্ষণকে বলিলেন। ২৮-২৯

দেবেশ্বর রাম! বলরাম! আপনি অতিশয় অভিরাম (সুন্দর)। আপনি বারুণীর দ্বারা, কান্তির দ্বারা ও আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া চন্দ্রসদৃশ প্রকাশিত হইতেছেন। ৩০

সহস্রমস্তক অনন্তদেব আপনার যে মস্তকে যাহা সূর্যকান্তির ন্যায় উদ্ভাসিত হইত, এই সেই মুকুট আমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। ৩১

ইহা ব্যতীত বজ্রমণির (হীরকের) দ্বারা বিভূষিত এক সুবর্ণ কুণ্ডলও আমি আনিয়াছি। এই কুণ্ডল আপনার এক কর্ণের দিব্য-ভূষণ। ইহাকে আদিপদ্ম ও পদ্মাক্ষ বলা হয়। ৩২

---

* এস্থলে শ্রী শব্দের অর্থ শোভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী দেবী ও ভগবান্ বিষ্ণুর অনপায়িনী পতিব্রতা পত্নী। এস্থানে যে মদ, কান্তি ও শোভা—এই তিন লোক-সামান্য বস্তুরই অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই উল্লেখ করা হইয়াছে—এরূপ বুঝিতে হইবে।

কৌশেয়ানি চ নীলানি সমুদ্রাদ্যানি ভাবতঃ
হারঞ্চ শীনতরলং সমুদ্রাভ্যন্তরোদ্ভবম্ ॥ ৩৩
দেবেমাঃ প্রতিগৃহ্যেদং পৌরাণীঃ ভূষণক্রিয়াম্
সমস্তস্তে মহাবাহো ভূষণানামলঙ্ক্রিয়া ৩৪
সংগৃহ্য তমলঙ্কারং তাংশ্চ ত্রিদশসত্তমঃ।
শুশুভে বলদেবো হি শারদেন্দুসমপ্রভঃ ॥ ৩৫
স সমাগম্য কৃষ্ণেন জলজান্তোঽবর্চ্চসা
মুদং পরমিকাং লেভে প্রগৃহ্যুক্তঃ শশী যথা ৩৬
তাভ্যামুভাভ্যাং সংলাপে বর্ত্তমানে গৃহে যথা
বৈনতেয়স্ততোঽভ্যেত্য মতিচক্রাম বেগতঃ ॥ ৩৭
সংগ্রামমুক্তস্তেজস্বী দৈত্যাপ্রহরণাঙ্কিতঃ।
দেবতানাং জয়শ্লাঘী দিব্যস্রগনুলেপনঃ ॥ ৩৮
সুপ্তস্য শয়নে দিব্যে ক্ষীরোদে বরুণালয়ে

বিষ্ণোঃ কিরীটং দৈত্যেন হৃতং বৈরোচনেন বৈ ॥ ৩৯
তদর্থন্তেন সংগ্রামঃ কৃতো গুর্ব্বর্থমোজসা
কিরীটার্থে সমুদ্ভূতো মহো দৈত্যগণৈঃ সহ ॥ ৪০
মোক্ষয়িত্বা কিরীটং তু বৈকুণ্ঠং পততাং বরঃ
বাতাক্রমত বেগেন গগনং দেবতালয়ম্ ॥ ৪১
স দদর্শ গুরুং শৈলে বিষ্ণুঃ কার্য্যান্তরাগতম্
তেন ক্রোড়াবলম্বেন কিরীটেন বিরাজতা ॥ ৪২
স দৃষ্ট্বা মানুষং বিষ্ণুং শৈলরাজশিরোগতম্
প্রকাশচেষ্টানির্ম্মুক্তং বিমৌলিমিব মানুষম্ ॥ ৪৩
অভিজ্ঞস্তস্য ভাবানাং গরুত্মান্ পততাং বরঃ।
চিক্ষেপ ঘং গতো মৌলিং বিষ্ণোঃ শিরসি হৃষ্টবৎ ॥৪৪
উপেন্দ্রমূর্দ্ধি সা মৌলিরপিনদ্ধা ইবাপতৎ
শিরসঃ স্থাননির্ম্মুক্তা কৃষ্ণস্য চৈবাধলোভয়ৎ
যথৈব মেরুশিখরে ভানুর্মধ্যন্দিনে যথা ॥ ৪৫

যায়। সমুদ্রেই পাওয়া যায়, এরূপ নীলবর্ণের বস্ত্র রেশমী বস্ত্র (অথবা আপনার ইচ্ছার অনুরূপ নীল কৌষেয় বস্ত্র) এবং এই পীন (অতিশয় মোটা) তরল হার, যাহা সমুদ্রেই বিদ্যমান আছে, আমি আপনার জন্য লইয়া আসিয়াছি। (আপনি এই সব সাদরে গ্রহণ করুন।) ॥ ৩৩

দেব! এ সমস্তই আপনার পুরাতন ভূষণ-সামগ্রী। আপনি এই সব গ্রহণ করুন। মহাবাহো! আপনার পক্ষে ভূষণগ্রহণ করিবার ইহাই সময়। আপনার দ্বারাই এই সব ভূষণ শোভা প্রাপ্ত হয়, ইহাদের দ্বারা আপনি নন ॥ ৩৪

সেই অলঙ্কার ও সেই তিন দেবজনকে গ্রহণ করিয়া লোকে শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তারপর তিনি নীল পদ্ম ও মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গ্রহযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন এবং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৬

তারপর দুই ভ্রাতা যেরূপ গৃহে বসিয়া আলাপ আলোচনা করেন, সেইরূপ সেখানে আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় বিনতানন্দন গরুড় বেগ সহকারে বহু দূর অতিক্রম করিয়া সেখানে আসিলেন ॥ ৩৭

তেজস্বী গরুড় এই সময় এক যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অঙ্গে দৈত্যগণের প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছিল। তিনি দেবগণের বিজয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং দিব্য পুষ্পমালা ও দিব্য চন্দন ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

বরুণের নিবাসভূত ক্ষীর সমুদ্রে যখন ভগবান্ বিষ্ণু দিব্য শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় বিরোচনের পুত্র এক দৈত্য তাঁহার কিরীট হরণ করিয়া লইয়া যায় ॥ ৩৯

নিজের গুরুস্বরূপ ভগবানের নিমিত্ত সেই কিরীট ফিরাইয়া আনিবার জন্য গরুড় সমুদ্রসম দৈত্যগণের সহিত বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

ভগবান্ বিষ্ণুর সেই কিরীট দৈত্যগণের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় সবেগে দেবতাদিগের নিবাসভূত আকাশে উঠিয়া যাইলেন ॥ ৪১

তারপর তিনি দেখিলেন,—আমার গুরু বিষ্ণু বিশেষ কার্য্যের জন্য এই পর্ব্বতে আসিয়াছেন। তিনি সেই সময় সেই প্রকাশমান কিরীট ক্রোড়ে পূর্ব্বক নিজের চক্ষুর দ্বারা লইয়া যাইতে ছিলেন ॥ ৪২

গিরিরাজ মেরুশৃঙ্গের শিখরে বিরাজমান মানবরূপধারী বিষ্ণুকে প্রকাশ ও চেষ্টারহিত এবং মুকুটহীন দেখিয়া তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে অভিজ্ঞ পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় আকাশে থাকিয়াই হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুর মস্তকে সেই মুকুট নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৩-৪৪

সেই মুকুট শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পতিত হইল এবং এরূপ বলিয়া মনে হইল যেন কেহ সেই মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। মস্তকের যথাস্থানে নিশ্চিতরূপে আবদ্ধ হইয়া সেই মুকুট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শোভা বর্দ্ধন করিল। যেরূপ দিবা দ্বিপ্রহরে মেরুপর্ব্বতের শিখরে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হন, সেইরূপ এই মুকুটও তাঁহার মস্তকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল ॥ ৪৫

বৈনতেয়প্রয়োগেণ বিদিতা মৌলিমাগতাম্ ।
কৃষ্ণঃ প্রহৃষ্টবদনো রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৬
ত্বরতে খলু কার্য্যার্থী দেবতানাং ন সংশয়ঃ
যদ্যেয়মাবয়োঃ শৈলে সংগ্রামরচনা কৃতা ॥ ৪৭
বৈরোচনেন সুপ্তস্য মম মৌলির্মহোদধৌ
শক্রস্য সদৃশং রূপং দিবমাস্থায় সাগরাৎ ॥ ৪৮
গ্রাহরূপেণ যো নীত আনীতোঽসৌ গরুত্মতা ।
নমাশিরসমাত্মৌলির্হৃতা ক্ষিপ্তো গরুত্মতা ॥ ৪৯
সুবাক্যং সন্নিকৃষ্টং স জরাসন্ধো নরাধিপঃ ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাগ্রাণি রথানাং যাতরূপসাম্ ॥ ৫০
এতানি বিজিগীষূণাং শশিকল্পানি ভূভৃতাম্
ছত্রাণ্যার্য্যৌ বিরাজন্তে দংশিতানি মিতানি চ ॥ ৫১
অহো নৃপরথোপ্রা বিমলাশ্চন্দ্ররূপঙ্কয়ঃ ।
অভিবর্ত্তন্তি নঃ শুভ্রা যথা খে হংসপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ৫২

অহো শ্বেতবিমলাভানাং শস্ত্রাণাং বিমলাননা
প্রভা ভাস্করভামিশ্রা চরন্তীব দিশো দশ ॥ ৫৩
এতানি নূনং সমরে পার্থিবেরায়ুধানি চ ।
ক্ষিপ্তানি বিনশিষ্যন্তি ময়ি সর্ব্বাণি সংযুগে ॥ ৫৪
কালে খলু নৃপঃ প্রাপ্তো জরাসন্ধো মহীপতিঃ
আবয়োর্যুদ্ধনিকষঃ প্রথমঃ সমরাতিথিঃ ॥ ৫৫
আর্য্য তিষ্ঠাব সহিতৌ ন যুদ্ধমাগতে নৃপে
যুদ্ধারম্ভঃ প্রযোক্তব্যো বলং তাবদ্ বিলক্ষ্যতাম ॥ ৫৬
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণঃ স্বস্থঃ সংগ্রামলালসঃ
জরাসন্ধবধং প্রেপ্সুশ্চকার বলদর্শনম ॥ ৫৭
বীক্ষমাণশ্চ তান্ সর্ব্বান্ নৃপান্ যদুবরোঽব্যয়ঃ
আত্মানমাত্মনোধাচ যৎপূর্ব্বং নিধি নস্থিতম ॥৫৮
ইমে তে পৃথিবীপালাঃ পার্থিবে বর্ত্মনি স্থিতাঃ
যে বিনাশং গমিষ্যন্তি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫৯

গরুড়ের প্ররোচনে মুকুট মস্তকের উপর আসিয়াছে, ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি সেই সময় বলরামকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

এই পর্ব্বতে আমাদের দুইজনের যেভাবে যুদ্ধোপযোগী বেশ-ভূষা রচনা করিয়া দেওয়া হইল, ইহাতে এই অনুমান হইতেছে যে, দেবগণের কার্য্য ও প্রয়োজন শীঘ্রই সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৭

যখন আমি মহাসমুদ্রে নিদ্রিত ছিলাম, সেই সময় বিরোচন-পুত্র ইন্দ্রের সদৃশ রূপ ধারণ করত সেস্থানে গিয়াছিল এবং যখন আমি শেষশয্যা হইতে উঠিয়া এস্থানে আসি, তখন সে গ্রাহ রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেস্থান হইতে আমার মুকুট লইয়া পলায়ন করে ; কিন্তু গরুড় তাহার নিকট হইতে এই মুকুট কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে এবং সে-ই গরুড়ই ইহাকে আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছে ॥ ৪৮-৪৯

নিশ্চয়ই রাজা জরাসন্ধ অভিনয় নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, বায়ুতুল্য বেগবান্ রথসমূহের ধ্বজসকলের এই সব অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে ॥ ৫০

আর্য্য ! বিজয়াভিলাষী নৃপতিগণের এই চন্দ্রতুল্য শ্বেত কান্তিযুক্ত সুসজ্জিত ছত্র প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা পরিমিত বলিয়াই মনে হইতেছে ॥ ৫১

অহো ! নরপতিগণের রথসমূহের উপরে বিরাজমান এই যে সব শ্বেতবর্ণ উচ্চ ধ্বজপঙ্ক্তি আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ইহারা আকাশে উড্ডীয়মান উজ্জ্বল হংসপঙ্ক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫২

অহো ! এই নির্ম্মল প্রভাবিশিষ্ট অস্ত্রসকলের চমকে আকাশের মুখও উজ্জ্বল ও প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে ; অস্ত্র-সমূহের এই দীপ্তি সূর্য্যদেবের কিরণাবলির সহিত মিশ্রিত হইয়া দশ দিকে যেন বিচরণ করিতেছে ॥ ৫৩

নিশ্চয়ই নৃপতিগণের সমরাঙ্গণে আমার উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই সব অস্ত্রসমূহ যুদ্ধস্থলে নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৫৪

রাজা জরাসন্ধ যথাকালেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই নৃপই আমাদের যুদ্ধকৌশলের কষ্টি-প্রস্তর এবং সমরাঙ্গণে প্রথম অতিথি ॥ ৫৫

আর্য্য ! আমরা দুইজনে একসঙ্গে থাকিব। রাজা জরাসন্ধ আসিবার পূর্ব্বে এখন আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত হইবে না। যতক্ষণ না সে আসিয়া উপস্থিত হয়, ততক্ষণ আমরা তাহার বলের উপর পরামর্শ করি আসুন ॥ ৫৬

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বস্থ ভাবে সংগ্রামের লালসা করিয়া জরাসন্ধের বধ কামনা করিতে করিতে তাহার সৈন্যবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

সেই সব নরপতিগণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবিনাশী যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহাই নিজেকে নিজে বলিতে লাগিলেন—অহো ! দিব্য লোকে দেবগণের সহিত যে শুভ

প্রোক্ষিতান্ ঋষিমান্যশ্চ মৃত্যুনা নৃপসত্তমান্।
স্বর্গগামীনি চাপেষাং বসূংষি প্রচকাশিরে ॥ ৬০
স্থানে ভারপরিশ্রান্তা বসুধেয়ং দিবং গতা।
এষাং নৃপতিসিংহানাং বলৌঘৈরতিপীড়িতা ॥ ৬১

মন্ত্রণা করা হইয়াছিল, তদনুসারে এই নৃপতিবৃন্দ রাজোচিত মার্গেই অবস্থান করিতেছে। ইহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫৮-৫৯

আমি ত' ইহাই মনে করি যে, মৃত্যু স্বয়ংবরে আহুতিদানের জন্য এই শ্রেষ্ঠ রাজাদিগকে প্রোক্ষণ করিয়াছে। ইহাদের স্বর্গগামী সকল শরীর এখন হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। ৬০

অল্পেন খলু কালেন বিবিক্তং পৃথিবীতলম্।
ভবিষ্যতি নরেন্দ্রৌঘৈরাকীর্ণং নভস্তলম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি জরাসন্ধাভিগমনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

এই পৃথিবী এই শ্রেষ্ঠ রাজগণের সৈন্যবৃন্দের দ্বারা পীড়িতা হইয়া এবং ইহাদের ভারে পরিশ্রান্ত হইয়া যে দেবলোকে গমন করিয়াছিল, তাহা ইহার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৬১

এখন অল্পকালের মধ্যেই এই ভূমণ্ডল এই সব রাজগণ হইতে শূন্য হইয়া যাইবে এবং আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৬১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে জরাসন্ধের যুদ্ধাভিযাননামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধসৈন্যানাং বর্ণনম্, তৎসৈন্যানাং পর্ব্বতদাহঃ, উৎসৃজ্য বলরাম-শ্রীকৃষ্ণয়ো রাজসৈন্যমধ্যে আগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
জরাসন্ধস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং সর্ব্বমবীক্ষিতাম্
নরাধিপৈর্বলযুতৈরনুযাতো মহাদ্যুতিঃ ॥ ১
বায়তোদগ্রতুরগৈর্বিস্পষ্টার্থসমাহিতৈঃ।
রথৈঃ সাংগ্রামিকৈর্যুক্তৈরসঙ্গগতিভিঃ ক্বচিৎ ॥২
হেমকক্ষৈর্মহাঘণ্টৈর্বারণৈরাদ্রিদোপমৈঃ।
মহামাত্রোত্তমারূঢ়ৈঃ কল্পিতৈ রণগর্বিতৈঃ ॥৩
বাহ্লীকৈঃ সাদিভির্যুক্তৈঃ প্রেক্ষমাণৈঃ প্রবল্গিতৈঃ।
বাজিভির্বায়ুসঙ্কাশৈঃ প্লবদ্ভিরিব পত্রিভিঃ ॥ ৪
খড়্গচর্ম্মবলোদগ্রৈঃ পত্তিভির্বলিনাং বরৈঃ।
সহস্রসঙ্খ্যৈর্নির্যুক্তৈরুৎপতদ্ভিরিবোরগৈঃ ॥ ৫
এবং চতুর্বিধৈঃ সৈন্যৈঃ প্রচলদ্ভিরিবার্ণবৈঃ।
নৃপোঽভিযাতো বলবান্ জরাসন্ধো ধৃতব্রতঃ ॥ ৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

[জরাসন্ধের সৈন্যগণের বর্ণন, তাঁহার সৈন্যদের পর্ব্বত দাহ এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লক্ষপ্রদান পূর্ব্বক রাজসৈন্যমধ্যে আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সমস্ত নৃপতিগণের রাজা মহাতেজস্বী জরাসন্ধ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পশ্চাতে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ অন্যান্য বহু নরপতি ছিলেন। ১

কোনস্থলে অস্ত্রশস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণের দ্বারা যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশাল ও প্রচণ্ড বলশালী অশ্বসকলে যুক্ত বহু রথ যুদ্ধোপযোগী সামগ্রীসমূহে সম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। রথের গতি কোথাও অবরুদ্ধ হইল না। ২

কোথাও বহু সংখ্যক হাতী যাইতেছিল, যাহাদের উত্তম বক্ষ বর্মের শিকলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা হইয়াছিল। ইহাদের উভয় পার্শ্বে বহু বড় বড় ঘণ্টা দুলিতেছিল। এই সমস্ত হাতীই মেঘতুল্য প্রতীত হইতেছিল। ইহাদের উপর উত্তম মাহুত বসিয়া ছিল এবং রণগর্বিত ও কুশল যোদ্ধাগণের দ্বারা ইহাদিগকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ৩

কোনও স্থলে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বের উপর যথাযথভাবে বসিয়া ছিলেন। ইহাদের এই সব অশ্ব বায়ুসদৃশ বেগশালী ছিল এবং এই অশ্বগণ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে আসিবার সময় আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিদলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৪

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদাতি সৈন্যরাও ঢাল ও তরবারি লইয়া প্রচণ্ডরূপ ধারণ করতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহারা হাজার সংখ্যায় এক সঙ্গে যাইতেছিলেন এবং খোলসযুক্ত সর্পগণের ন্যায় সর্পিল গতিতে আসিতেছিলেন। ৫

এইরূপে আকাশে ধাবমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে লইয়া বীরব্রত ধারণকারী বলবান্ রাজা জরাসন্ধ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৬

স রথৈর্মেঘঘোষৈশ্চ গজৈশ্চ মদসংযুতৈঃ
হেষদ্ভিশ্চ পি তুরগৈঃ ক্ষেড়িতোগ্রৈশ্চ পত্তিভিঃ ॥ ৭
সন্নাদয়ন্ দিশঃ সর্বাঃ সর্বাংস্তাংশ্চাপি গুহাশয়ান্ ।
স রাজা সাগরাকারঃ সৈন্যঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৮
তত্তলং পৃথিবীশানাং হৃষ্টযোধজনাকুলম্ ।
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতরবং মেঘসৈন্যমিবাবভৌ ॥
রথৈঃ পবনসম্পাতৈর্গজৈশ্চ জলদোপমৈঃ
তুরগৈশ্চাসিতাভ্রাভৈঃ পত্তিভিশ্চাপি সংবৃতৈঃ ॥ ১০
ব্যামিশ্রং তত্তলং ভাতি মত্তদ্বিপরথাকুলম্ ।
ঘর্ম্মান্তে সাগরগতং যথাভ্রপটলং তথা ॥ ১১
সবলাস্তে মহীপালা জরাসন্ধপুরোগমাঃ ।
পরিবার্য্য গিরিং সর্বে নিবেশায়োপচক্রমুঃ ॥
বভৌ তস্য নিবিষ্টস্য বলশ্রীঃ শিবিরস্য বৈ ।
শুক্লে পর্ব্বণি পূর্ণস্য যথারূপং মহোদধেঃ ॥ ১৩

বীতরাত্রে ততঃ কালে নৃপাস্তে কৃতকৌতুকাঃ ।
আরোহণার্থং শৈলস্য সমেতা যুদ্ধলালসাঃ ॥ ১৪
সমবায়ীকৃতাঃ সর্বে গিরিপ্রস্থেষু তে নৃপাঃ ।
নিবিষ্টা মন্ত্রয়ামাসুর্যুদ্ধকালকুতূহলাঃ ॥ ১৫
এষাস্ত তুমুলঃ শব্দঃ শুশ্রুবে পৃথিবীক্ষিতাম্ ।
যুগান্তে ভিন্নমানানাং সাগরাণাং যথা স্বনঃ ॥ ১৬
তেষাং সকঞ্চুকোষ্ণীষাঃ স্থবিরা বেত্রপাণয়ঃ ।
চেরুর্মা শব্দ ইত্যেবং ক্রমন্তো রাজশাসনাৎ ॥ ১৭
তস্য রূপং বলস্যাথারিঃশব্দস্তিমিতস্য বৈ ।
লীনবীনভুজঙ্গস্য নিঃশব্দস্য পয়োদধেঃ ॥ ১৮
তস্মিন্ স্তিমিতনিঃশব্দে যোগাদিব মহার্ণবে
জরাসন্ধো বৃহদ্বাক্যো বৃহস্পতিরিবাব্রবীৎ ॥ ১৯
শীঘ্রং সমভিবর্তন্তাং বলানীহ মহীক্ষিতাম্
সর্ব্বতঃ পর্ব্বতচ্ছায়াঃ বলৌঘৈঃ পরিবার্য্যতাম্ ॥২০

সেই রাজা চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিযুক্ত রথসমূহ, (চীৎকার শব্দকারী) মদমত্ত হস্তিগণ, ঘ্রেষাধ্বনিকারী অশ্বসকল ও গর্জ্জনরত পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা সমস্ত দিক্ এবং সমস্ত পর্ব্বতীয় গুহাসমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সৈন্যসহ সমুদ্রের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৭-৮

নৃপতিগণের এই সব সৈন্যই হৃষ্টপুষ্ট যোদ্ধাগণের দ্বারা পূর্ণ ছিল। গর্জ্জন ও আস্ফোটনের গম্ভীর ধ্বনিতে এই সৈন্যদল গর্জ্জনকারী মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৯

বায়ুসদৃশ তীব্রগতিতে গমনকারী রথসমূহ, জল মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হস্তিসকল, মেঘ পবনসদৃশ অশ্বগণ এবং কবচাদিতে সুসজ্জিত পদাতি যোদ্ধাদিগের মিশ্রিত এই সৈন্যদল সর্ব্বদিকেই সুশোভিত ছিল। মদমত্ত হস্তিগণের দ্বারা ও রথসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এই বিশাল বাহিনী বর্ষাকালে সমুদ্রের দ্বারা লক্ষিত মেঘমণ্ডলের শোভাধারণ করিতেছিল। ১০-১১

সমস্ত নৃপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যসহ সেই পর্ব্বতকে চারিদিকে আবৃত করিয়া সেনানিবাস স্থাপন করিতে (অথবা সৈন্যসমাবেশ করিতে) আরম্ভ করিলেন। ১২

সেখানে নিবাস স্থাপনকারী জরাসন্ধের সৈন্যশিবিরে শোভা সেইরূপ প্রতীত হইতে লাগিল, সেইরূপ শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায় নিজের উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ মহাসাগরের রূপ দেখা যায়। ১৩

তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর সকল রাজা উঠিলেন এবং মঙ্গলাচারসম্পন্ন হইয়া যুদ্ধের লালসায় সেমন পর্ব্বতে আরোহণের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। ১৪

পর্ব্বতের শিখরে সমবেত হইয়া এই সব রাজারা উপবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের শুভ অবসরের জন্য উৎসুক হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ১৫

সৈন্যসহ এই নরপতিগণের তুমুল ধ্বনি প্রলয়কালে মর্য্যাদাভেদ করিয়া প্রবাহিত সমুদ্রের তরঙ্গের গর্জ্জনের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল। ১৬

এই রাজাদের বেত্রপাণি বৃদ্ধ রক্ষীরা কঞ্চুক। রক্ষিপরিধান ও উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ী) ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞায় এই কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিল যে, কেহ কোনও শব্দ করিবেন না, সকলেই মৌন থাকিবেন। ১৭

সেই সময় নীরব ও নিশ্চল সৈন্যসমূহের রূপ শব্দহীন সেই প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল, যাহার মৎস্য ও সর্পগণ জলের ভিতর বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ১৮

এই সৈন্যসাগর যেন যোগবলে যখন নিশ্চল ও নীরব হইয়া গেল, তখন বৃহস্পতিতুল্য নীতিমান্ জরাসন্ধ এই মহত্বপূর্ণ কথা বলিলেন। ১৯

নৃপতিগণের সৈন্যরা শীঘ্র এখানে আক্রমণ করুক এবং সর্ব্বদিক্ দিয়া এই সৈন্যসমূহ এই পর্ব্বতকে পরিবৃত করুক। ২০

অশ্মযন্ত্রাণি যুজ্যন্তাং ক্ষেপণীয়াশ্চ মুদ্গরাঃ।
ঊর্দ্ধং চাপি প্রবাহন্তাং প্রাসা বৈ তোমরাণি চ ॥ ২১
ঊর্দ্ধং প্রক্ষেপণার্থায় দৃঢ়ানি চ লঘূনি চ।
শত্রুপাতবিঘাতানি ক্রিয়ন্তামাশু শিল্পিভিঃ ॥ ২২
পুরাণাং যুদ্ধমানানাং প্রমত্তানাং পরস্পরম্
যথা নরপতিঃ প্রাহ তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥ ২৩
দার্ঘাভ্যামেব টঙ্কৌঘৈঃ খনিত্রৈশ্চ নগোত্তমঃ
নৃপাশ্চ যুদ্ধমার্গজ্ঞা বিশ্রম্ভন্তামমূন্নতঃ ॥ ২৪
অদ্রপ্রভৃতি সৈন্যৈর্মে গিরিরোধঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্।
যাবদেতৌ পাতয়ামো বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২৫
অচলোঽয়ং শিলাযোনিঃ ক্রিয়তাং নিশ্চলাগুরুঃ।
আকাশমপি বাণৌঘৈর্নিঃসম্পাতং বিধীয়তাম্ ॥ ২৬
ময়ানুসৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তু গিরিভূমিষু ভূমিপাঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু শীঘ্রমারুহ্যতাং গিরিঃ ॥ ২৭
মদ্রঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানশ্চ বাহ্লিকঃ
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা ॥ ২৮
ক্রমঃ কিম্পুরুষৈশ্চৈব পার্ব্বতীয়াশ্চ মানবাঃ
পর্ব্বতস্যাপরং পার্শ্বং ক্ষিপ্রমারোহতাশু মে ॥ ২৯
পৌরবো বেণুদারিশ্চ বৈদর্ভঃ সোমকস্তথা।
কুন্তী চ ভোজাধিপতিঃ সূর্য্যাক্ষশ্চৈব মালবঃ ॥ ৩০
পঞ্চালাধিপতিশ্চৈব দ্রুপদশ্চ নরাধিপঃ
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
ছাগলিঃ পুরুমিত্রশ্চ বিরাটশ্চ মহীপতিঃ।
কৌশাম্বো মালবশ্চৈব শতধন্বা বিদূরথঃ ॥ ৩২
ভূরিশ্রবাস্ত্রিগর্ত্তশ্চ বাণঃ পঞ্চনদস্তথা।
উত্তরং পর্ব্বতোদ্দেশমেতে দুর্গসহা নৃপাঃ ॥
আরোহন্তু বিমর্দ্দন্তো বজ্রপ্রতিমগৌরবাঃ ॥ ৩৩
উলূকঃ কৈতবেয়শ্চ বীরশ্চাংশুমতঃ সুতঃ
একলব্যো দৃঢ়াশ্বশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথঃ ॥ ৩৪

প্রস্তরের দোলাবর্ষণকারী যন্ত্রসমূহ যথান হইতে। ক্ষেপণীয় ও মুদ্গর সকলস্থানে স্থাপন করা হউক। প্রাস ও তোমরসমূহ উত্তোলিত করিয়া লইয়া যাওয়া হউক ॥ ২১

শত্রুর অস্ত্রপ্রহার নষ্ট করিতে সমর্থ সুদৃঢ় ও লঘু (হালকা) দোলাসমূহ উপরে নিক্ষেপ করিবার জন্য আমাদের শিল্পীরা শীঘ্র প্রস্তুত করুক ॥ ২২

পরস্পর প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের শীঘ্রবধের জন্য যেরূপ রাজা নিতপাল বলিলেন, সত্বর সেরূপ ব্যবস্থা কর ॥ ২৩

এই উত্তম পর্ব্বতকে টঙ্ক (খুন্তি)-সমূহের দ্বারা খনন করিয়া দীর্ঘ কর। যুদ্ধের প্রণালী বিষয়ে অভিজ্ঞ নরপতিগণকে তাহার নিকটে মধ্যস্থানে সন্নিবেশিত কর ॥ ২৪

আজ হইতেই আমার সৈন্যরা এই পর্ব্বতকে অবরোধ করার কার্য্য আরম্ভ করুক এবং সেই পর্য্যন্ত উহা চালু থাকুক, তখন না আমরা এই দুই বসুদেবপুত্রকে বিনাশ করিয়া পাতিত করিতে পারি ॥ ২৫

শিলাসমূহ হইতে উৎপন্ন (অথবা শিলাসমূহের উৎপাদক) এই পর্ব্বত যদ্যপি অচল, কিন্তু ইহার মধ্যে ছিদ্র পক্ষিসমূহকেও শস্ত্রসমূহের দ্বারা নিশ্চল করিয়া দাও অর্থাৎ উড়িয়া পলায়ন করিবার পথ বন্ধ করিয়া দাও। আর আকাশকেও বাণ-সমূহের দ্বারা সেইরূপ রুদ্ধ কর, যাহাতে পক্ষীরাও উড়িতে না পারে ॥ ২৬

আমার অনুশাসন অনুসারে সমস্ত নৃপতিগণ পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করুক এবং যেখানে যেখানে সুযোগ হইবে, সেই সেই স্থান দিয়া শীঘ্র পর্ব্বতে আরোহণ করুক ॥ ২৭

মদ্ররাজ শল্য, কলিঙ্গরাজ ভানুমান্, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করূষরাজ দন্তবক্র, কিম্পুরুষরাজ ক্রম এবং পর্ব্বত প্রদেশের যোদ্ধা মানুষগণ— এই সকলেই এই পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগ দিয়া সত্বর পর্ব্বতে আরোহণ করুক ॥ ২৮-২৯

পুরুবংশীয় বেণুদারি, বিদর্ভদেশীয় সোমক, ভোজবংশের অধিপতি কুন্তী, মালবরাজ সূর্য্যাক্ষ, পাঞ্চালদেশের অধিপতি দ্রুপদ, অবন্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, পরাক্রম-শালী দন্তবক্র, ছাগলি, রাজা বিরাট, কৌশাম্বীপতি মালব, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা ত্রিগর্ত্ত, বাণ ও পঞ্চনদ—ইঁহারা দুর্গযুদ্ধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ ও শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে পর্ব্বতের উত্তর ভাগে আরোহণ করুক, কারণ, ইঁহাদের গৌরব বজ্রতুল্য ॥ ৩০-৩৩

শকুনিপুত্র উলূক, অংশুমানের পুত্র বীর, একলব্য, দৃঢ়াশ্ব, ক্ষত্রধর্ম্মা, জয়দ্রথ, উত্তরৌজা, শাল্ব, কেরলরাজ, কৈশিক, বিশিষারাজ। সামদেব ও পরাক্রমশালী যুযুৎসু —ইহাদের সকলের অধীনে পূর্ব্বভাগের ভার সমর্পণ করা হউক। ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন

উত্তমৌজাস্তথা শঙ্খঃ কৈরলেয়শ্চ কৈশিকঃ ।
বৈদিশো বামদেবশ্চ শুকেতুশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥ ৩৫
পূর্ব্বপর্ব্বতনির্ব্যূহমেতেষাগুত্তমন্তু নঃ ।
বিদারয়ন্তো ধাবন্তো বাতা ইব বলাহকান্ ॥ ৩৬
অহঞ্চ বরদশ্চৈব চেদিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
দক্ষিণং শৈলনিচয়ং দারয়িষ্যাম দংশিতাঃ ॥ ৩৭
এবমেষ গিরিঃ ক্ষিপ্রং সমন্তাদ্ বেষ্টিতো বলৈঃ
বজ্রপ্রপাতপ্রতিমং প্রাপ্নোতু তুমুলং ভয়ম্ ॥ ৩৮
গদিনো বৈ গদাভিশ্চ পরিঘৈঃ পরিঘায়ুধাঃ ।
অপরে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্দারয়ন্তু নগোত্তমম্ ॥ ৩৯
এষ ভূমিধরোঽত্যৈব বিষমোচ্চশিলাচিতঃ
কার্য্যো ভূমিসমঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্বসুধাধিপৈঃ ॥ ৪০
জরাসন্ধবচঃ শ্রুত্বা পার্থিবা রাজশাসনাৎ
গোমন্তং বেষ্টয়ামাসুঃ সাগরাঃ পৃথিবীমিব ॥ ৪১

উবাচ রাজা চেদীনাং দেবানাং মঘবানিব
কিং তে যুদ্ধেন দুর্গেঽস্মিন্ গোমন্তে চ নগোত্তমে ॥
দুরারোহশ্চ শিখরে প্রাংশুপাদপকণ্টকে
কার্ষ্ণৈস্তৈশ্চ বহ্নিঃ পরিবার্য্যো সমন্ততঃ ॥ ৪৩
অস্মৈব দীপাতাং ক্ষিপ্রমলমন্যেন কর্ম্মণা
ক্ষত্রিয়াঃ সুকুমারা হি রণে দায়কযোধিনঃ ॥ ৪৪
নিযুক্তাঃ পর্ব্বতে দুর্গে নিযোক্তুঃ পাদযোধিনঃ
ননাম প্রতিষেধেন ন চাবস্কন্দকর্ম্মণা ॥ ৪৫
শক্যা এষ গিরিস্তাত কেবৈরপাবনদ্ধিতুম্ ।
দুর্গযুদ্ধে ক্রমঃ শ্রেয়ান্ রোধযুদ্ধেন পার্থিবাঃ ॥ ৪৬
ভক্তোদকেন্ধনৈঃ ক্ষীণাঃ পাতান্তে গিরিসংশ্রিতাঃ
বয়ং বয়ন্ত ইত্যেবং নাপোষ নিপুণো নয়ঃ ॥ ৪৭
যাবন্তো নাবসুস্তাবো ন্যবপোডো রণে স্থিতো
অবিস্রাস্তবলাবেতৌ স্রাস্যেতে দেবসম্মিতৌ ॥ ৪৮

করিয়া দেয়, সেইরূপ পক্ষদ্বিগকে বিদীর্ণ করিতে করিতে আক্রমণের কথা বাধিত হউক । ৩৫-৩৬

আমি, দরদ ও পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল কবচাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এই পর্বতের দক্ষিণ ভাগকে বিদীর্ণ করিব।৩৭

সৈন্যবাহিনির দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পর্বত সত্বর বজ্রপাতের তুল্য তুমুল ভয় প্রাপ্ত হইবে । ৩৮

গদাধারী বীরগণ গদাসমূহের দ্বারা, পরিঘ লইয়া যুদ্ধকারী যোদ্ধারা পরিঘসমূহের দ্বারা এবং অন্যান্য বীরবৃন্দ নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রসমূহের দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ পর্বতকে খণ্ড খণ্ড করুক । ৩৯

বিষম ও উচ্চ শিলাসমূহে যুক্ত এই ভূধরকে (পর্বতকে) সকল ভূপতি আপনারা মিলিত হইয়া আজ ভূমির তুল্য-সমতল করিয়া দিন । ৪০

জরাসন্ধের কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত রাজারা মগধরাজের আজ্ঞায় গোমন্ত পর্বতকে চারিদিকে সেইভাবে পরিবেষ্টিত করিলেন, যেরূপ সমুদ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । ৪১

সেই সময় দেবগণের রাজা ইন্দ্রের ন্যায় চেদিবাসীদিগের রাজা দমঘোষ জরাসন্ধকে বলিলেন,—রাজন্ ! এই পর্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্ত দুর্গম পর্বত) ইহাতে যুদ্ধ করিয়া আপনার কি লাভ হইবে ? ৪২

ইহার শিখরে অত্যুচ্চ বহু বৃক্ষ ও কণ্টক রহিয়াছে, অতএব ইহাতে আরোহণ করা কঠিন । আমার মতে বহুসংখ্যক কাষ্ঠ ও তৃণ একত্রে সংগ্রহ করিয়া ইহার চারিদিকে ঘিরিয়া দেওয়া হউক এবং উহাতে সত্বর অগ্নি সংযোগ করা হউক । আমার মনে হয়, অন্য কোনও কর্মের দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সাধিত হইবে না । ৪৩।

কারণ, ক্ষত্রিয়গণ সুকুমার এবং রণাঙ্গনে কেবল বাণের দ্বারা যুদ্ধ করেন । (ইহাদের পক্ষে পর্বতের উপর আরোহণ করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে ।) এই সমস্ত ইহাদিগকে দুর্গম পর্বতে আরোহণ করত সেখানে পদব্রজে যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে (যাহা ইহাদের পক্ষে দুষ্কর ।) তাও । কেবল অবরোধ করিলে বা ইহার উপর আরোহণ করিলে দেবগণও এই পর্বতকে মর্দ্দিত করিতে সমর্থ হইবেন না ; সুতরাং আমাদের পক্ষে এই কার্য্য করা অসাধ্য হইয়া পড়িবে) ৪৪-৪৬।

ভূপতিগণ ! দুর্গযুদ্ধে রোধযুদ্ধের (অবরোধ করিয়া) দ্বারা যে যুদ্ধের ক্রম প্রবর্ত্তন করা হয়, তাহাই শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে (কারণ, অবরোধ করিয়া রাখিলে অবরুদ্ধ পক্ষের দুর্গে খাদ্যসামগ্রী শেষ হইয়া যাইলে পর সেই পক্ষের পতন অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু এই পর্ব্বতযুদ্ধে পর্ব্বতবাসীদিগের খাদ্য-সামগ্রী সদা সুলভই থাকে) । অন্ন, জল ও কাষ্ঠ—এই সব যদি ক্ষীণ হইয়া যায়, তবে পর্ব্বতবাসী যোদ্ধাদিগকে পাতিত করা যাইতে পারে । আমরা সংখ্যায় বহু ও শত্রুরা সংখ্যায় অল্প—এরূপ চিন্তা করাও নিপুণনীতির পরিচায়ক নয় । ৪৬-৪৭

এই দুই মহাবলী বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব ইহাদের অবহেলা করা উচিত নয় । ইহাদের

কর্ম্মভিস্তবয়োর্বিপ্রো দাস্যাবতিবলান্বিতৌ
চক্রতুর্যানি কর্ম্মাণি কুতবন্তৌ যদূত্তমৌ ॥ ৪৯
শুষ্ককাষ্ঠৈস্তৃণৈর্বেষ্ট্য সর্ব্বতঃ পর্ব্বতোত্তমম্
অগ্নিনা দীপয়িত্বাথো দদাহতুঃ গতচেতনৌ ॥ ৫০
যদি চেন্নিষ্ক্রমিষ্যেতে দহ্যমানাবিতোঽন্বিকে।
সংবেষ্য পাদয়িত্বাস্মত্তাজ্যতো জীবিতং ততঃ ॥ ৫১
বাক্যমেতত্তু করুণং ভবদ্ভ্যাং মহীক্ষিতাম্
যদুক্তং চেদিরাজেন নৃপাণাং হিতকাম্যিনা ॥ ৫২
ততঃ কাষ্ঠৈস্তৃণৈর্বেশ্মৈঃ শুষ্কদারুভিরেব চ
উপাদীপাত শৈলেন্দ্রঃ সূর্য্যপাদৈরিবাম্বুদঃ ॥ ৫৩
দহ্যন্তে সর্ব্বতস্তুর্ণং পাবকঃ তত্র পার্থিবাঃ
যথোদ্দেশং যথাবাস্তং শৈলস্য লঘুবিক্রমাঃ ॥ ৫৪
স বায়ুদীপিতো বহ্নিরুৎপপাত সনস্তুতঃ
ধূমজ্বালমালাভির্ভাভিঃ ঘর্ম্মির শোভয়ন্ ॥ ৫৫
সোঽনলঃ পবনাবিদ্ধঃ কাষ্ঠসঞ্চয়মূলবান্
দদাহ শৈলং শ্রীমন্তং গোমন্তং কান্তপাদপম্ ॥ ৫৬
স দহ্যমানঃ শৈলেন্দ্রো মুমোচ বিপুলাঃ শিলাঃ
শতশঃ শতধা ভূত্বা মহোল্কাকারদর্শনাঃ ॥ ৫৭
সচিত্রভাগুঃ শৈলেন্দ্রো ভাভির্ভাতুরিবাম্বুদম্।
আলিলম্ভীব বিবিধং দংস্তু দচ্ছিরুরুহৈঃ ॥ ৫৮
ধাতুভিঃ পচ্যমানৈশ্চ জ্বলদ্ভিশ্চৈব পাদপৈঃ
উদ্ভ্রান্তস্বাপদো রৌতি তুহুনাদ ইবাদ্রিরাট্ ॥ ৫৯
প্রতপ্তো দহ্যমানস্তু স শৈলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা
রীতীর্নির্বর্ত্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ ॥ ৬০
বহ্নিনা চ পি দীপ্তাঙ্গো গিরির্নাতিবিরাজতে।
ধূমান্ধকারোদ্ধতদুর্দ্দিনান ইবাম্বুদঃ ॥ ৬১

পরিপূর্ণ বলের জ্ঞান আমাদের কাহারও জানা নেই। তবু যার —ইহারা উভয়ে দেবতুল্য পরাক্রমশালী ॥ ৪৮

নিজেদের বহুবিধ কর্ম্মের দ্বারা ইহারা ত' দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, ইহারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় বলবান্। যদুকুলের এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ এতদিনে বহু দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছে ॥ ৪৯

অতএব শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ইহারা সকলে এই উত্তম পর্ব্বতকে চারিদিক্ দিয়া অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত করিব। ইহাতে অচেতন হইয়া সেই দুই শত্রু দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ৫০

যদি অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে তাহারা দুইজনে আমাদের নিকটে নামিয়া আসে, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক তৃপাত্তিত করিব। এইভাবে তাহারা দুইজনে জীবন পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫১

নৃপগণের হিতকামী চেদিরাজ দমঘোষ যে কথা সেখানে বলিলেন, তাহাই সৈন্য সহ সমস্ত তৃপতিদিগের রুচিকর হইল (ভাল লাগিল) ॥ ৫২

অনন্তর তাঁহারা সকলে বহু কাষ্ঠ, তৃণ, বাঁশ, শুষ্ক দারুপূর্ণ ঘর আনিয়া সেই সবের দ্বারা সেই গিরিরাজ শোভনকে অতি যত্নে রোধ করিলেন। তখন সেই অগ্নির শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত সেই পর্ব্বত সূর্য্যকিরণাবলিতে আবৃত মেঘের সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৫৩

ইহার পর ঘৃতসহকারে পাদক্ষেপ করিতে করিতে সেই অগ্নি যেখানে যেরূপ বায়ুর গতি ছিল, তদনুসারে শীঘ্র পর্ব্বতের চারিদিকে অগ্নি সংযোজন করিয়া দিলেন ॥ ৫৪

বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি সেখানে চারিদিক্ দিয়া উপরে উত্থিত হইতে লাগিল এবং ধূমপূর্ণ শিখাসমূহের প্রভায় আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ৫৫

শুষ্ক কাষ্ঠরাশিই যাহার মূল ছিল, সেই অগ্নি বায়ুর আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়া কমনীয় বৃক্ষযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন গোমন্ত পর্ব্বতকে চারিদিকেই দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫৬

এই অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে গিরিরাজ গোমন্ত পর্ব্বত বহু বহু শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল অর্থাৎ অগ্নিতাপে ফাটিয়া গিয়া প্রস্তরসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সব শত শত শিলা শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইবার সময় বহু বহু উল্কার সদৃশ দেখাইতেছিল ॥ ৫৭

উপরের দিকে উত্থিত শিখাযুক্ত সেই অগ্নি পর্ব্বতরাজকে সর্ব্বদিকে প্রভাদ্বারা বিধিপূর্ব্বক যেন সেইভাবে লিপ্ত করিতে ছিল, যেরূপ সূর্য্যদেব তীব্র কিরণাবলির দ্বারা মেঘকে অনুলিপ্ত করিয়া থাকেন ॥ ৫৮

সব ধাতুসমূহ, জ্বলিত বৃক্ষসকল ও উদ্ভ্রান্ত হিংস্র জন্তুগণের দ্বারা যুক্ত এই পর্ব্বতরাজ গোমন্ত যেন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিল ॥ ৫৯

অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে হইতে অত্যন্ত সন্তপ্ত এই পর্ব্বত স্বর্ণ, রৌপ্য ও কৃষ্ণ বর্ণের ধাতুসমূহের গলিত রসধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল ॥ ৬০

যদিও অগ্নিতে ইহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহার উত্তাপ দিয়া ধূমের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া

বিশ্লিষ্টোপলসন্ধাতঃ কৃষ্ণাঙ্গারবর্ষণঃ
গিরির্ভাত্যনলোদ্গারৈরুল্কাবৃষ্টিরিবাম্বুদঃ
প্রপাতপ্রস্রবোৎক্ষিপ্তো ধূমসংবন্ধিতোদরঃ
স গিরির্ভন্মতাং যাতো যুগান্তাগ্নিরতোষণঃ ॥ ৬৩
বিস্রলাস্তস্য পার্শ্বেভ্যঃ সর্পা দগ্ধার্দ্ধদেহিনঃ।
পতন্তঃ পৃথুমূর্দ্ধানো নিশ্চেরুরশিবেক্ষণাঃ ॥ ৬৪
উৎপতোৎপত্য গগনাৎ পুনঃ পুনরবাঙ্মুখাঃ
কেশুস্তোয়েজিতাঃ সিংহাঃ শার্দ্দূলাশ্চানলার্দিতাঃ ॥ ৬৫
মুমুচুঃ পাদপাস্তেষু দাহনির্যাসজং জলম্ ॥ ৬৬
বহত্যুর্ধ্বগতির্বাতো ভস্মাঙ্গারাভিপিঞ্জলঃ।
ধূমচ্ছায়া চ গগনে দর্শিতাস্তোদদর্শনা ॥ ৬৭
বাজ্যমানো মহাসাত্ত্বিহগৈঃ শ্বাপদৈরপি।
গিরির্বৈকল্যমায়াতি প্রাগল্ভ্যাৎ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥ ৬৮

স মুমোচ শিলাঃ শৈলশ্চলোদ্গ্রন্থিলোচ্চয়ঃ
বজ্রেণ পুরুহূতস্য যথা স্যাদ্দারিতস্তথা ॥ ৬৯
আদীপা তং তু শৈলেন্দ্রং ক্ষত্রিয়া বৃত্তসংশিতাঃ
অর্দ্ধক্রোশমপক্রান্তা দাবকেনাভিতাপিতাঃ ॥ ৭০
দহ্যমানে নগশ্রেষ্ঠে সীদমানৈর্মহাদ্রুমৈঃ
ধূমভারৈরনালক্ষ্যে মূলে শিথিলসত্ত্বে গতে ॥ ৭১
সরোষং হি তদা রামো বচনং কেশিসূদনম্
বভাষে পদ্মপত্রাক্ষং স সাম্বাদধুসূদনম্ ॥ ৭২
দহ্যতেঽয়ং গিরিস্তাত সসানুশিখরদ্রুমঃ
আবয়োঃ কৃষ্ণ বৈরেণ বলিভির্বসুধাধিপৈঃ ॥ ৭৩
পশ্য কৃষ্ণানলোল্কানাং সধূমানাং সমন্ততঃ
বনানাং বিরসন্তীব নগাভ্যাসে দ্বিপোত্তমাঃ ॥ ৭৪

রাখিয়াছিল, সেইজন্য এই পর্ব্বতের অধিক শোভা হইতেছিল না। এই পর্ব্বত তখন সমুদ্রে নিমজ্জমান মেঘের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৬১

উহার প্রস্তরসমূহ পৃথক্ পৃথক হইয়া গিয়া পতিত হইতেছিল এবং উহা হইতে কর্কশ অঙ্গারসকল বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সময় এই পর্ব্বত অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকায় উল্কা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল ॥ ৬২

ইহার বরণার স্রোত শুকাইয়া যাইল এবং মহাতাপে বৃক্ষ অতিশয় দগ্ধিত হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় সেই পর্ব্বত প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৬৩

উহার পার্শ্বভাগসমূহ হইতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন সর্পগণ বাহির হইয়া আসিল, এই সময় সেই সব সর্পের অর্দ্ধ দেহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের চক্ষুঃ ক্রূরতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিম্নেদের বিশাল মস্তকের (ফণার) দ্বারা ফোঁস্ ফোঁস্ সহকারে শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল ॥ ৬৪

অগ্নিতে জলিয়া গিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধদিকে লাফাইয়া লাফাইয়া অধোমুখে পতিত হইতে লাগিল এবং আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ৬৫

সেখানে বৃক্ষসকল দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় নিম্নেদের মধ্যস্থিত রসকে জলরূপে প্রবাহিত করিতে লাগিল ॥ ৬৬

উপরে স্থিত বায়ু ভস্ম ও অঙ্গারসমূহে অত্যন্ত পিঙ্গলবর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল এবং আকাশে ধূমের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া মেঘের ঘনঘটার ন্যায় দেখাইতেছিল ॥ ৬৭

পক্ষী ও হিংস্র জন্তুগণ এই পর্ব্বতকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই বিশাল শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বত অগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধিতে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৬৮

অতি বৃহৎকায় চঞ্চল শিলারাশিযুক্ত এই পর্ব্বত অগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া নিম্নের দিক্ দৃষ্টকে সেইভাবে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া সেই সব শিলা পতিত হইতেছে ॥ ৬৯

এই পর্ব্বতরাজ যোদ্ধাতে অগ্নি সংযোজন করিয়া ব্যূহের আকারে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থিত সেই ক্ষত্রিয়গণ অগ্নির প্রচণ্ড তাপে সন্তপ্ত হইয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরে সরিয়া যাইলেন ॥ ৭০

সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাত বিনষ্টপ্রায় বড় বড় বৃক্ষসমূহের সহিত যখন দগ্ধ হইতেছিল, ধূমের ভারে যখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং তাহার মূলভাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন বলরাম কেশী ও মধু নামক দৈত্য সংহারকারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে রোষসহকারে বলিলেন ॥ ৭১-৭২

ভাত! শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের সহিত শত্রুতাবশতঃ এই বলবান্ ভূপতিগণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিখর ও বৃক্ষসহ এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৭৩

শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, চারিদিকে অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত এবং ধূমপূর্ণ এই বনসকলের নিকটে এই হস্তিশ্রেষ্ঠগণ করুণ ক্রন্দন করিতেছে ॥ ৭৪

অয়ং যদ্যবরোরক্ষে গোমন্তস্তাত লঙ্ঘতে
অবশ্যস্তমিদং লোকে কৌলীনক ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
তদস্যানুপ্রবেষ্টোহি নগস্য নগসন্নিভ
ক্ষত্রিয়ান্নিহনিষ্যামো দোর্ভ্যামেব বৃথাং বর ॥ ৭৬
এতে তে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে গিরিমাদীপ্য দর্পিতাঃ
রথিনস্তাত দৃশ্যন্তে যদাদেশঃ যুযুৎসবঃ ॥ ৭৭
এবমুক্ত্বা গিরেঃ শৃঙ্গান্মেরুশৃঙ্গাদিবোড়ুরাট্
নিপপাত বলঃ শ্রীমান্ বনমালাধরো যুবা ॥ ৭৮
কাদম্বরীমদক্ষীবো নীলবাসাঃ সিতাননঃ
স শারদেন্দুসঙ্কাশো বনমালাঙ্কিতোদরঃ ॥ ৭৯
কার্ত্তেককুণ্ডলধরশ্চারুমৌলিরবাঘুখঃ
নিপপাত নরেন্দ্রাণাং মধ্যে কেশবপূর্বজঃ ॥ ৮০
অবপ্লুতে ততো রামে কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাম্বুদোপমঃ।
গোমন্তশিখরাচ্ছ্রীমানাপ্লুতোঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৮১

ততস্তং পীড়য়ামাস পদ্ভ্যাং গিরিবরং হরিঃ
স পীড়িতো গিরিস্তেন নির্মমজ্জ সমন্ততঃ ॥ ৮২
জলাকুলোপলস্তত্র প্রস্রুতো ঝিরদো যথা
স তেন বারিণা বদ্ধস্তৎক্ষণাৎ প্লবনং যযৌ ॥ ৮৩
কল্পান্তে বারিধারাভির্মেঘজালৈরিবাংশুমান্।
সিংহায়সিতনির্ঘোষঃ পীতবাসা ঘনাকৃতিঃ ॥ ৮৪
কিরীটমুষ্ণী সৌম্যাস্যঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সুমুখঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতিঃ ॥ ৮৫
রামাদনন্তরং কৃষ্ণঃ প্লুতো বৈ বীর্যবাংস্ততঃ।
তাভ্যামেব প্লুতাভ্যাং চ চরণৈঃ পীড়িতো গিরিঃ ॥ ৮৬
মুমোচ সলিলোৎপীড়াংস্তীব্রপাবকসন্নিভে।
সলিলোৎপীড়নং দৃষ্ট্বা পার্থিবা ভয়মাবিশন্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
গোমন্তদাহো নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

তাতে। যদি আমাদের জন্য এই গোমন্ত পর্বতে বদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে এজগতে আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপযশ ও কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? ৭৫

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৃক্ষে পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ। এই গোমন্ত পর্বতের বন হইতে বৃষ্টি পাইবার জন্য আমরা নিজ বাহুবলেই এই ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিব ॥ ৭৬

তাত! এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণই এই পর্বতকে প্রজ্বলিত করিয়া ও কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রথে উপবেশন করত যুদ্ধের জন্য যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান করিতেছে—ইহা দেখা যাইতেছে ॥ ৭৭

এই কথা বলিয়া মেরুপর্বতের শিখর হইতে নিম্নে অবতরণকারী চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ বনমালাধারী নবযুবক বলরাম গোমন্ত পর্বতের শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ৭৮

সেই সময় তিনি কাদম্বরীর (সুরা বা সুরার) মদে যেন মত্ত হইলেন। তাঁহার দেহে নীল বস্ত্র শোভা পাইতেছিল। ইঁহার মুখ গৌরবর্ণ ছিল। ইনি শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় ভাসিত হইতেছিলেন এবং তাঁহার উদরভাগ বনমালার দ্বারা শোভিত ছিল ॥ ৭৯

ইনি এক কর্ণে কমনীয় কুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহার মস্তক মনোহর মুকুট শোভা পাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ভ্রাতা বলরাম অধোমুখে নরপতিগণের মধ্যে লম্ফ প্রদান পূর্বক পতিত হইলেন ॥ ৮০

বলরাম লম্ফ প্রদান করিলে পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কান্তিমান্ ও অমিতপরাক্রমশালী শ্রীমান্ কৃষ্ণও গোমন্ত শিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন ॥ ৮১

লম্ফ প্রদান করিবার সময় শ্রীহরি সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতকে নিজের দুই চরণের দ্বারা দাবাইয়া দিলেন। তাঁহার এই দাবাইবার ফলে সেই পর্বত যেন চারিদিকে জলময় হইয়া যাইল। তাহার একটি একটি প্রস্তর জলে আপ্লুত হইয়া উঠিল এবং মধ্যস্থ প্রবাহিতকারী হস্তীর সদৃশ জলের স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল। এই জলের দ্বারা সেস্থানের সমস্ত অগ্নি তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইল। ইহাতে মনে হইল—প্রলয় কালে মেঘমণ্ডলের দ্বারা বর্ষিত বারিধারায় অংশুমালী সূর্য শান্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ৮২-৮৩½

সেই সময় পীতবস্ত্রধারী জলধর-বিগ্রহ কমলোচন শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে দিব্য কিরীট শোভা পাইতেছিল এবং বদন অতিশয় সৌম্য দেখাইতেছিল। তাহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন সুশোভিত ছিল। মুখ অতিশয় সুন্দর ছিল এবং শ্রীঅঙ্গের কান্তি দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। বলরামের পর শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণও সেস্থানে (রাজগণের মধ্যে) লম্ফ প্রদান পূর্বক পতিত হইলেন ॥ ৮৪-৮৬½

দুই ভ্রাতার লম্ফ প্রদানে তাঁহাদের চরণের চাপে পীড়িত হইয়া সেই পর্বত হইতে জলের স্রোত নির্গত হইতেছে দেখিয়া নৃপতিগণের মনে ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮৬-৮৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে গোমন্তপর্বতে দাহবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ।

[श्रीकृष्ण-बलरामयोर्जरासन्धेन तत्सैन्यैश्च सह युद्धम्, राज्ञो मरदस्य मृत्युः, पराजितस्य जरासन्धस्य पलायनम्, चेदिराजेन दमघोषेण सह श्रीकृष्ण-बलरामयोः करवीरपुरे गमनञ्च ।]

वैशम्पायन उवाच

तौ मगधानुगौ दृष्ट्वा वसुदेवसुतावुभौ ।
क्रुद्धं नरवरानीकं सर्वं सम्मूढवाहनम् ॥ १

वाहुप्रहरणौ तौ तु चेरतुस्तत्र यादवौ ।
मकराविव संरब्धौ समुत्क्षोभणवुद्धौ ॥ २

ताभ्यां मुधे प्रविष्टाभ्यां यादवाभ्यां महिष्मतः ।
आयुधानां पुराणानामादानकृतलक्षणा ॥ ३

ततोऽम्बरतलाद्भूयः पतन्ति स्म महाद्युतेः ।
मधो राजसहस्रस्य समरं प्रतिकाङ्क्षिणोः ॥४

यानि वै माथुरे युद्धे प्राप्तान्यासीदवन्तिनोः ।
तान्यम्बरात् पतन्ति स्म दिव्यान्यायुधसंग्रहे ॥ ५

लेलिहानानि दीप्तानि दीप्ताग्निसदृशानि वै ।
निक्षिप्ता यानि तत्रैव तानि प्राप्तौ स्म यादवौ ॥ ६

क्रव्यादैरनुयातानि मूर्तिमन्ति वृहन्ति च
तृषितान्यायुधान्येव भोक्तुं नृपतिमांसानि सर्वशः ॥ ७

दिव्यास्त्रसम्भवान्यीणि त्रासयन्ति च खेचरान्
प्रभया भासमानानि दर्शितानि निशा मम ॥ ८

हलं सांवर्तकं नाम सौनन्दं मुसलं तथा
चक्रं सुदर्शनं नाम गदां कौमोदकीं तथा ॥ ९

चत्वार्येतानि तेजांसि विष्णुप्रहरणानि वै
ताभ्यां समवतीर्णानि यादवाभ्यां महाद्युधे ॥ १०

जग्राह प्रथमः रामो हलमप्रतिमं रणे
सर्पस्तनिव सर्पेन्द्रं दिव्यमालाकुलं हलम् ॥११

सर्वेषां सात्वतां श्रेष्ठो जग्राह मुसलोत्तमम्
सौनन्दं नाम बलवान्निरानन्दकरं द्विषाम् ॥ १२

त्रिचत्वारिंश अध्याय।

[श्रीकृष्ण ও বলরামের জরাসন্ধ এবং তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ, রাজা দরদের মৃত্যু, পরাজিত হইয়া জরাসন্ধের পলায়ন এবং চেদিরাজ দমঘোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের করবীরপুরে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! বসুদেবের এই দুই পুত্রকে পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া সেই নরপতিগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহাদের বাহনসকল মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ১

অত্যন্ত রোষাবিষ্ট সেই দুই যদুবংশীয় বীর নিজেদের বাহুকেই অস্ত্র করিয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী মধ্যে সেই ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুইটি মকর সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে তাহার মধ্যে বিচরণ করে। ২

রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইবার পর সেই দুই যাদববীরের মনে নিজেদের পুরাতন অস্ত্র গ্রহণ করিবার বুদ্ধি উদিত হইল। ৩

তারপর রাজগণের মধ্যে যুদ্ধাভিলাষী ও যুদ্ধে সোৎসাহ এই দুই মহাবীর নিকট আকাশ হইতে অস্ত্রসকল পতিত হইতে লাগিল, যে সব অস্ত্র উহারা পূর্বে মথুরার যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪

সেই যুদ্ধসম্ভার বিপ্লবের সময়ে এই সব প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী, দীপ্তিমান্, ও শত্রুদিগকে লেহন করিতে (চাটিতে) উদ্যত বহু দিব্যাস্ত্র আকাশ হইতে পতিত হইল। যে সব অস্ত্রকে এই দুই যাদববীর মথুরাতেই (মথুরার আক্রমণেই নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সব দিব্যাস্ত্র পুনরায় উহারা এখানে প্রাপ্ত হইলেন। ৫-৬

অস্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে মাংসভক্ষী ভূত-প্রেতাদিরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশাল অস্ত্রসকল মূর্তিমান্ হইয়া সেই সমস্ত রাজাদের রক্ত-মাংস উপভোগ করিবার জন্য যেন তৃষিত ছিল। ৭

এই সব অস্ত্র দিবা পুষ্পসমূহের মালা ধারণ করিয়াছিল। ইহারা নিজ নিজ প্রভায় প্রকাশিত হইয়া দশদিককে ভূষিত করিতেছিল এবং আকাশচারী প্রাণিগণকেও ভীত করিতেছিল। ৮

সাংবর্তক হল, সৌনন্দ মুসল, সুদর্শন চক্র এবং কৌমোদকী গদা—ভগবান্ বিষ্ণুর এই চার তেজস্বী অস্ত্র সেই মহাসমরে এই যাদববীরের জন্য অবতীর্ণ হইল। ৯-১০

প্রথমে বলরাম রণভূমিতে সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট সর্প-রাজতুল্য সর্পধ্বনীল ও দিব্য মালাসমূহে অলঙ্কৃত হলকে নিজের দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ১১

তারপর এই সাত্বতশ্রেষ্ঠ বলবান্ বীর বলরাম নিজের বাম হস্তে সৌনন্দ নামক উত্তম মুসল গ্রহণ করিলেন; যাহা শত্রুগণের নিরানন্দকর ছিল। ১২

দর্শনীয়ঞ্চ লোকেষু চক্রমাদিত্যবর্চসম্
নাম্না সুদর্শনং নাম প্রীতো জগ্রাহ কেশবঃ ॥ ১৩

দর্শনীয়ঞ্চ লোকেষু ধনুর্জলদনিঃস্বনম্
নাম্না শার্ঙ্গমিতি খ্যাতং প্রীতো জগ্রাহ বীর্যবান ॥ ১৪

দেবৈর্নিজদিতার্থস্য গদা তস্যাপরে করে
নিযুক্তা কুমুদাক্ষস্য নাম্না কৌমোদকীতি সা ॥ ১৫

তৌ সমপ্রবলৌ বীরৌ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুতনূপমৌ
সমরে রামগোবিন্দৌ রিপূংস্তান্ প্রত্যযুধ্যতাম্ ॥ ১৬

আয়ুধপ্রগ্রহৌ বীরৌ তাবজ্যোচ্চময়াবুভৌ ।
পূর্বজাগুজসংজ্ঞৌ তু রাম-গোবিন্দলক্ষণৌ ॥ ১৭

সমরেঽপ্রতিরূপৌ তৌ বিভূরেকো দ্বিধা কৃতঃ ।
দ্বিষৎসু প্রতিযুধ্যাথৌ পরাক্রান্তৌ যথেশ্বরৌ ॥ ১৮

হলমুদ্যম্য রামস্তু সর্পেন্দ্রমিব কোপনম্
চচার সমরে বীরো দ্বিষতামন্তকোপমঃ ॥ ১৯

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকসমূহের দর্শনীয় সূর্যতুল্য তেজস্বী সুদর্শননামক চক্র প্রসন্নমনে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩

তাহার পর সর্বলোকেই দর্শনীয় ও মেঘগর্জনতুল্য টঙ্কার-ধ্বনিকারী শার্ঙ্গনামক বিখ্যাত ধনুও সেই বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ যাঁহাকে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা নয়নদ্বয় বিকসিত কুমুদপুষ্পসদৃশ শোভায়মান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র হস্তে কৌমোদকীনাম্নী গদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সাক্ষাৎ বিষ্ণু বিগ্রহধারী এই দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন, তখন তাঁহারা রণাঙ্গনে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪

অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থিত এই দুই অগ্রজ ও অনুজ বীর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ছিলেন অর্থাৎ একে অপরের আশ্রিত অথবা একে অন্যের স্বরূপ ছিলেন ॥ ১৭

সেই সময়ে রণাঙ্গনে ইঁহাদের তুলনাকারী কেহই ছিল না। ইঁহারা উভয়ে এক বিভুর দুই স্বরূপ ছিলেন এবং শত্রুদের প্রতীকার করিতে করিতে সর্বসমর্থ ঈশ্বরের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

বীর বলরাম ক্রুদ্ধ সর্পরাজের তুল্য সংবর্তক হল হস্তে উত্তোলিত করিয়া সমরাঙ্গনে শত্রুগণের পক্ষে কাল-স্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৯

বিকর্ষন্ রথবৃন্দানি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্
চকার রোষং সকলং নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ২০

কুম্ভৈরাস্ফালয়ংস্তোয়ক্ষিপ্তান্ মুষলাক্ষেপতাড়িতান্
রামোঽভিরানং সমরে নির্মমন্থ যথাচলান্ ॥ ২১

তে বধ্যমানা রামেণ সমরে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ
জরাসন্ধাস্তিকং ভীতা বিরথাঃ প্রতিজগ্মিরে ॥ ২২

তানুবাচ জরাসন্ধঃ ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ
ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিং বঃ সমরে কাতরাত্মনাম্ ॥ ২৩

পরাক্রান্তস্য সমরে বিরথস্য পলায়তঃ ।
ভ্রূণহত্যামিবাসজ্ঞাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪

পত্তিনো ভুবি চৈকস্য গোপস্যাস্ত্রবলীয়সঃ
ভীতাঃ কিং বিনিবর্তধ্বং ধিগেতাং ক্ষত্রবৃত্তিতাম্ ॥ ২৫

ক্ষিপ্রং সমভিবর্তধ্বং মম বাক্যেন নোদিতাঃ ।
যাবদেতৌ রণে গোপৌ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ২৬

তিনি মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের রথসমূহ পশ্চাদ্ভাগে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিজের ক্রোধ সফল করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গনে নয়নাভিরাম বলরাম বলের দ্বারা হস্তীদিগকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুষল নিক্ষেপ পূর্বক তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি পর্বতোপম সমস্ত হস্তিগণকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০-২১

সমরাঙ্গনে বলরামের দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে সেই সব শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা রথহীন হইয়া ভীতচিত্তে জরাসন্ধের নিকট পলাইয়া যাইলেন ॥ ২২

তখন ক্ষত্রিয় ধর্মে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত জরাসন্ধ তাঁহাদের বলিলেন যুদ্ধে অসিয়া কাতরচিত্ত তোমাদের এই ক্ষত্রিয়বৃত্তিকে ধিক্ ॥ ২৩

মনীষী পুরুষগণ সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করত রথহীন হইয়া পলায়নকারী যোদ্ধার এই কাতরতাকে ভ্রূণহত্যাসদৃশ অসঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ॥ ২৪

এই গোপ (গোয়ালা) অস্ত্র বলবান্, পদাতি ও পৃথিবীতে একাকী বিদ্যমান আছে। এই অবস্থায় ইহার দ্বারা ভীত হইয়া তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ ? তোমাদের এই ক্ষত্রিয়-বৃত্তিকে ধিক্ ॥ ২৫

আমার আদেশে প্রেরিত হইয়া তোমরা সকলে সত্বর এই শত্রুর উপর আক্রমণ কর। ইহার মধ্যে আমি এই দুই গোপকেও যম করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ২৬

ততস্তে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে জরাসন্ধেন নোদিতাঃ।
ক্ষিপন্তঃ শরজালানি হৃষ্টা যোদ্ধুমুপস্থিতাঃ ॥ ২৭
তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈ রথৈশ্চেন্দুসমপ্রভৈঃ।
নাগৈশ্চাম্ভোদসঙ্কাশৈর্নরাধ্যাত্রপ্রণোদিতৈঃ ॥ ২৮
সতূণত্রাণনিস্ত্রিংশাঃ সাধুধাভরণাম্বরাঃ।
স্বারোপিতধনুষ্পাণ্ডঃ সতূণীরাঃ সমাহতাঃ ॥ ২৯
সজ্জক্রোৎসেধিনঃ সর্বে চারুচামরবীজিতাঃ।
রণাবনিগতা রেজুঃ স্যন্দনস্থা মহীক্ষিতঃ ॥ ৩০
তৌ যুদ্ধরঙ্গাপতিতৌ বিধাবন্তৌ মহাভুজৌ
বসুদেবসুতৌ বীরৌ যুযুৎসূ প্রত্যদৃশ্যতাম্ ॥ ৩১
তদযুদ্ধমভবত্তত্র তয়োস্তেষাং তু সংযুগে।
সায়কোৎসর্গবহুলং গদানির্ঘাতদারুণম্ ॥ ৩২
ততঃ শরসহস্রাণি প্রতীচ্ছন্তৌ রথৈষিণৌ
তস্থতুর্যোধমুখ্যৌ তাবভিষ্টুতৌ যথাঽচলৌ ॥ ৩৩

গদাভিশ্চৈব পর্বতৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ।
অর্দ্যমানৌ মহেষ্বাসৌ ন চকম্পতুঃ ॥ ৩৪
ততঃ কৃষ্ণোঽম্বুদাকারঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজা বাতযুক্ত ইবানলঃ ॥ ৩৫
স চক্রেণার্কতুল্যেন দীপ্যমানেন তেজসা।
চিচ্ছেদ সমরে বীরো নৃগজাশ্বমহারথান্ ॥ ৩৬
গদানিপাতবিহতা লাঙ্গলেন চ কর্ষিতা
ন শেকুস্তে রণে স্থাতুং পার্থিবা নষ্টচেতসঃ ॥ ৩৭
চক্রক্ষুরনিকৃত্তানি বিচিত্রাণি মহীক্ষিতাম্
রথযূথানি তপ্তানি ন শেকুশ্চলিতুং রণে ॥ ৩৮
মুসলাক্ষেপভগ্নাঙ্গ কৃতরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ
ঘনা ইব ঘনাপায়ে ভগ্নদন্তা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৩৯
চক্রানলজ্বালহতাঃ সাদিনঃ সপদাতয়ঃ।
পেতুঃ পরাসবস্তত্র যথা বজ্রহতাস্তথা ॥ ৪০

তখন জরাসন্ধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই সব ক্ষত্রিয়-গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত অশ্ব, চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ রথ এবং মাহুতগণ কর্তৃক পরিচালিত মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হস্তিসকলের দ্বারা রণস্থলে আসিলেন। ২৭-২৮

ইঁহাদের সকলের দেহে কবচ বাঁধা ছিল এবং হস্তে খড়্গ ধৃত ছিল। ইঁহারা অন্যান্য অস্ত্র, আভরণ ও বস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত ছিলেন। ইঁহাদের ধনুতে গুণতাবে গুণ আরোপিত ছিল এবং সকলেই ও তূণীরসমূহে সম্পন্ন ছিলেন। ২৯

যে সব নৃপতি রণাঙ্গনে রথে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মস্তকে উচ্চ ছত্র ধৃত ছিল এবং মনোহর চামরের দ্বারা ইঁহাদিগকে বীজন করা হইতেছিল। এইভাবে রণভূমিতে তাঁহারা অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। ৩০

যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে লম্ফপ্রদান পূর্বক উপস্থিত হইয়া সর্বদিকে ধাবিত হইতে হইতে সেই দুই মহাবাহু বীর বসুদেব-পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন। ৩১

সেখানে রণভূমিতে এই দুই ভ্রাতা ও সেই রাজগণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে বহু বাণ বর্ষিত হইয়াছিল এবং গদার বজ্রপাততুল্য আঘাতে এই যুদ্ধ আরও নিদারুণ হইয়া উঠিল। ৩২

তদনন্তর সহস্র বাণসমূহের প্রবল বর্ষণ করিতে করিতে সেই দুই যুদ্ধাভিলাষী মহাযোদ্ধা পর্বতের আঘাত সহ্যকারী দুই পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৩

শত্রুগণের তাড়নহঃ গদা, ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র ও মুদ্গর-সমূহের আঘাতে পীড়িত হইতে হইতে এই দুই মহাধনুর্ধর বীরবরই কম্পিত হইলেন না। ৩৪

তাঁহার পর শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ঘনশ্যাম মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিশেষভাবে বর্ধিত হইলেন। ৩৫

সমরাঙ্গনে এই বীর মধুসূদন তেজে উদ্দীপ্ত ও সূর্যতুল্য তেজস্বী চক্রের দ্বারা মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণকে এবং রথসমূহকে ছেদন করিতে লাগিলেন। ৩৬

গদার আঘাতে আহত ও হলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিনষ্টপ্রায় নৃপতিগণ অচেতনা হইয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ৩৭

চক্রের ক্ষুরের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নৃপতিগণের বিচিত্র রথ-সমূহ ভগ্ন হইয়া যুদ্ধভূমিতে চলিতে পারিল না। ৩৮

মুসলের নিক্ষেপে ভগ্ন হইয়া ষাট বৎসরবয়স্ক হস্তীরা দন্তসকল ভাঙ্গিয়া মেঘের বর্ষাশেষে শরৎকালে জলহীন মেঘের ন্যায় অসমর্থ হইয়া আর্তভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। ৩৯

সুদর্শন চক্র হইতে উদ্ভূত অগ্নির জ্বালায় দগ্ধ হইয়া নিহত বহু অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধার ধরাতলে পতিত হইল,

চক্রলাঙ্গলনির্ভিন্নং তৎ সৈন্যং বিদলীকৃতম্
যুগান্তোপহতপ্রখ্যং সর্ব্বং পতিতমাবভৌ ॥ ৪১
জাক্রীড়ভূমিং শিবানামাযুধানাং বপুষ্মতাম্।
বৈরূপানাং নৃপান্তে তু ভ্রষ্টুমপ্যবলীয়সঃ ॥ ৪২
কেচিদ্রথাঃ পদাত্যাদ্যাঃ কেচিদ্বিদ্রুতপাখিবাঃ।
তস্যৈকচক্রাত্যপরে বিকীর্ণা ধরণীতলে ॥ ৪৩
তস্মিন্ বিশসনে ঘোরে চক্রলাঙ্গলসংপ্লবে।
দারুণানি প্রবৃত্তানি রক্ষাংস্যৌৎপাতিকানি চ ॥ ৪৪
আর্ত্তানাং কূজমানানাং পাতিতানাঞ্চ বেপুষাম্।
অন্যো ন শক্যতেঽন্যেষাং নৃ-নাগ-রথ-বাজিনাম্ ॥ ৪৫
সা পাতিতনরেন্দ্রাণাং রুধিরার্দ্রা রথক্ষিতিঃ
ঘোরেব চন্দনার্দ্রাঙ্গী ভৈরবা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৪৬
নরকেশাস্থিমজ্জাদ্যৈঃ শাতিতানাঞ্চ দন্তিনাম্।
রুধিরৌঘপ্রবৃত্তত্র জ্ঞাদগ্ধামাস মেদিনীম্ ॥ ৪৭

উহারা প্রাণহীন হইয়া সেইভাবে পতিত ছিল যেন তাহারা বজ্রঘাতে নিহত হইয়াছে। ৪০

চক্র ও হলের দ্বারা হত হইয়া অবশিষ্ট সেই সৈন্য এই ভাবে রণস্থলে পতিত হইল যেন প্রলয়কালে সকলে এক সঙ্গে নিহত হইয়াছে। ৪১

সেখানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকটিত সেই বৈষ্ণব শিবাসমূহের ক্রীড়াভূমি রূপ যুদ্ধস্থলের দিকে সেই নৃপগণ দৃষ্টিপাত করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৪২

কত রথ সেখানে মর্দ্দিত হইয়া যাইল। কত নৃপতি নিহত হইলেন এবং এক একটি চক্র নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অন্য বহু রথ রণভূমিতে ইতস্ততঃ পতিত হইয়া রহিল। ৪৩

চক্র ও হলের দ্বারা যেখানে বিপ্লব উপস্থিত হইল, সেই ঘোর সংগ্রামে রাক্ষসগণের দ্বারা উপস্থাপিত ভয়ঙ্কর উৎপাত-সূচক বহু ঘটনা সংঘটিত হইল। ৪৪

যাহারা আর্ত্তভাবে চীৎকার করিতেছিল এবং যাহাদিগকে বাঁশের ন্যায় বিপাটিত করা (চিরিয়া দেওয়া) হইয়াছিল, এরূপ মনুষ্য, হস্তী, রথারোহী ও অশ্বগণের অবিম সংখ্যা কত, উহা গণনা করিয়া জানা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ৪৫

রণস্থলে পতিত রাজাদের রুধিরে আর্দ্র সেই রণভূমি রক্ত-চন্দনে লিপ্ত অঙ্গশোভিতা নারীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ৪৬

মনুষ্যগণের কেশ, অস্থি, মজ্জা ও অন্ত্রসমূহে মিশ্রিত ছিন্ন

তস্মিন্নহাভীষণকে নরবাহনসংক্ষয়ে
শিবানামশিবৈঃ শব্দৈর্নাদিতে ঘোরদর্শনে ॥ ৪৮
আর্ত্তস্তনিতশব্দাঢ্যে রুধিরাম্বুহ্রদাকুলে।
অন্তকাক্রীড়সদৃশে নাগদেহৈঃ সমাবৃতে ॥ ৪৯
অপাস্তৈর্বাহভির্ঘোরৈস্তথা চৈগুশ্চ বিদারিতৈঃ।
ধ্বজৈশ্চ বলসূত্রৈশ্চ নাদিতৈঃ প্রতিনাদিতে ॥ ৫০
নিপাতে পৃথিবীশানাং মৃত্যুসাধারণে রণে।
কৃষ্ণঃ শত্রুবধং কর্ত্তুং চচারান্তকদর্শনঃ ॥ ৫১
যুগান্তার্কপ্রভং চক্রং কালীকৈবাগ্নেয়ীং গদাম্
গৃহ্য সৈন্যাবনিগতো বভাষে কেশবো নৃপান্ ॥ ৫২
কিন্ন যুধ্যত বৈ শূরা হস্ত্যশ্বরথসংযুতাঃ।
কিমিদং গম্যতে শূরাঃ কৃতাস্ত্রা দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥
অহং সপূর্ব্বজঃ সংখ্যে পদাতিঃ প্রমুখে স্থিতঃ ॥ ৫৩

হস্তিসকলের রক্তের প্রবাহে সেস্থানের ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। ৩৭

এই রণভূমি অতিশয় ভয়ানক প্রতীত হইতে লাগিল। সেস্থানে মনুষ্যগণের ও তাহাদের বাহনসকলের বিনাশসাধনে হইতে লাগিল। সেস্থলে শিবাগণের অমঙ্গলসূচক শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং উহা দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া যাইল। ৪৮

আর্ত্ত প্রাণিগণের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদে সেস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। রক্তরূপ জলের বহু কূপ উৎপন্ন হইলে এবং হস্তিগণের দেহসমূহে আচ্ছাদিত সেই যুদ্ধস্থল যেন কালের ক্রীড়াভূমি সদৃশ হইয়া যাইল। ৪৯

কোনস্থানে যোদ্ধাগণের বাহু ছিন্ন হইয়া পতিত ছিল। কোথাও বহু যোদ্ধা নিহত হইয়া পতিত ছিল এবং কোন স্থলে বিকীর্ণ হইয়া অশ্বগণের দেহসমূহ পড়িয়া ছিল। কঙ্ক, কাক ও শকুনিগণের কলরবে এই রণাঙ্গন মুখরিত ছিল। ৫০

যেস্থানে পৃথিবীপতিগণ বরণীয় হইতেছিলেন এবং মৃত্যু যেন এক সাধারণ কথায় পর্য্যবসিত হইয়া উঠিল, সেই রণভূমিতে কালের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শত্রুগণকে বধ করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৫১

প্রলয়কালের সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত চক্র ও লৌহ নির্ম্মিত কালবর্ণের গদা হস্তে লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যগণের রণ-ভূমিতে অবস্থান করত রাজাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৫২

হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে যুক্ত সৈন্যশালী বীরগণ! এখনই যুদ্ধ করিতেছ না কেন? অস্ত্রসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ও যুদ্ধের

অদৃষ্টদোষেণ রণে ভবন্তো যেন পালিতাঃ
স ইদানীং জরাসন্ধঃ কিমর্থং নাভিবর্ত্ততে ॥ ৫৪
এবমুক্তে তু নৃপতির্হলী নাম বীর্যবান্
রামঃ হলাগ্রোদ্যতকরঃ প্রত্যয়াৎ সৈন্যমলগম ॥ ৫৫
বভাষে স তু তাম্র ক্ষমুক্ষাণমিব সেবনী
এহেহি রাম যুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধমরিন্দম ॥ ৫৬
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্ভীমং রামস্য দরদস্য চ
মুষলে সে কবরিষ্ঠাভা : কৃষ্ণরাত্যামিবৌজসা ॥ ৫৭
যোজয়িত্বা ততঃ স্কন্ধে রামো দরদমাহবে।
চলেন বলিনাং শ্রেষ্ঠো মুসলেনাবপোথয়ৎ ॥ ৫৮
স্বকায়গতমূর্দ্ধা বৈ মুসলেনাবপোথিতঃ।
পপাত দরদো ভূমৌ দারিতার্দ্ধ ইবাচলঃ ॥ ৫৯
রামেণ নিহতে তস্মিন্ দরদে রাজসত্তমে
জরাসন্ধস্তু রাজেন্দ্র রামেণাশীৎ সমাগমঃ ॥ ৬০

অন্য দৃষ্টনিষ্ঠাকারী বীরগণ! কেন এইভাবে পলায়ন করিতেছ? আমি ত' যুদ্ধে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পদাতি হইয়া তোমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছি। ৫৩

যুদ্ধে যে দোষ দেখিতে পায় নাই এবং যাহার দ্বারা তোমরা পালিত হইয়াছ, সেই জরাসন্ধ এখন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে না কেন? ৫৪

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর পরাক্রমশালী রাজা দরদ সৈন্যগণের মধ্যভাগে অবস্থিত ও হলের অগ্রভাগের দ্বারা শত্রুবিশিষ্ট বলরামের সম্মুখে আসিলেন। ৫৫

সেইরূপ কৃষ্ণক দুষের অধিক কথা বলে, সেইরূপ রাজা দরদ ক্রোধে রক্তচক্ষু (অথবা রক্তবর্ণ নয়নশোভিত)। বলরামকে বলিলেন,—শত্রুদমন রাম! এস, এস; আমার সহিত যুদ্ধ কর। ৫৬

বলরাম ও দরদ—এই উভয়েই জগতে বীর ছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে তখন বলপূর্বক যুদ্ধ হইতে লাগিল; ইহাতে মনে হইল—দুইটি হস্তী পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। ৫৭

তখন বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম যুদ্ধস্থলে দরদের স্কন্ধে হল সংযোজন করিয়া তাঁহাকে মুসলের প্রহারে পোথিত করিয়া দিলেন। ৫৮

মুসলের দ্বারা পোথিত হইয়া দরদের মস্তক তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল এবং তিনি অর্দ্ধভাগে বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৯

রাজশ্রেষ্ঠ সেই দরদ নিহত হইলে পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষীর সহিত

মহেন্দ্রস্যেব বৃত্রেণ দারুণো লোমহর্ষণঃ
গদে গৃহীত্বা বিত্রাস্যান্যোন্যমভিধাবতঃ ॥ ৬১
কম্পয়ন্তৌ ভুবং বীরৌ তাবুদ্যতমহাগদৌ
নদন্তৌ মহাস্বানৌ গিরী সলিলবাবিব ॥ ৬২
ব্যপায়ন্তৌ যুদ্ধানি প্রেক্ষ্য তৌ পুরুষর্ষভৌ।
সংরম্ভাবিব ধাবন্তৌ গদাযুদ্ধেষু বিশ্রুতৌ ॥ ৬৩
তাবুভৌ পরমাচার্য্যৌ লোকে খ্যাতৌ মহাবলৌ
নদ্যাবিব মহানাগাবন্যোন্যং সমধাবতাম্ ॥ ৬৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ
যক্ষাশ্চাপ্সরসশ্চৈব সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৫
তদ্দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্।
বভূবেহতাধিকং রাজন্নভো জ্যোতির্গণৈরিব ॥ ৬৬
অভিতুদ্রাব রামস্তু জরাসন্ধো নরাধিপঃ।
সব্যং মণ্ডলমাশ্রিত্য বলদেবস্তু দক্ষিণম্ ॥ ৬৭

দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রাজা জরাসন্ধের বলরামের সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ৬০।

এই দুই পরাক্রমশালী বীর হস্তে গদা লইয়া পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। দুই বিশাল গদা উত্তোলিত করিয়া সেই দুই মহাত্মা যোদ্ধা শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৬১-৬২

এই দুই পুরুষপ্রবর বীর যোদ্ধাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অন্যান্য যোদ্ধাগণের যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইল। গদাযুদ্ধে বিখ্যাত জরাসন্ধ ও বলরাম যেন অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬৩

এই দুই মহাবল বীর জগতে গদাযুদ্ধের পরমাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা উভয়ে মদমত্ত বিশালদেহ দুই হস্তীর ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ৬৪

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি ও যক্ষগণ এবং সহস্র সহস্র অপ্সরা সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৫

রাজন্! দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত সেস্থানে আকাশ নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত আকাশের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল। ৬৬

রাজা জরাসন্ধ বামভাগ দিয়া গদাযুদ্ধের মণ্ডলাকার রীতিতে রামকে এবং বলরাম সেইভাবে দক্ষিণভাগ দিয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ৬৭

তাবন্যোন্যং প্রজঘ্নাতে গদাযুদ্ধবিশারদৌ ।
দন্তাঘাতানিব নাগৌ নাদয়ন্তৌ দিশো দশ ॥ ৬৮
গদানিপাতো রামস্য শুক্রবেগশনিনিঃস্বনঃ
জরাসন্ধস্য চ রণে পর্বতস্যেব দীর্যতঃ ॥ ৬৯
ন স্ম কম্পয়তে রামং জরাসন্ধকরচ্যুতা
গদা গদাভৃতাং শ্রেষ্ঠং বিদ্ধাং গিরিমিবানিলঃ ॥ ৭০
রামস্য তু গদাবেগং রাজা স নগাধিপঃ
সেহে ধৈর্যেণ মহতা শিক্ষয়া চ বলেন চ ॥ ৭১
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুস্বরা লোকসাক্ষিণী
"ন হন্যতে রাম বধোঽয়মলং খেদেন মানদ ॥ ৭২
বিক্ষিপ্তোঽস্য ময়া মৃত্যুস্তস্মাৎ সাধু বলাগ্রজ
অচিরেণৈব কালেন প্রাণানুৎক্ষাস্যতি নাগধঃ ॥" ৭৩
জরাসন্ধস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিমনাঃ সমপদ্যত
ন প্রাহরত্ততস্তস্মৈ পুনরেব হলায়ুধঃ

গদাযুদ্ধে নিপুণ এই দুই বীর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেরূপ দুইটি মদমত্ত হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ ইঁহারা উভয়ে গদার দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া তুলিলেন। ৬৮

রণাঙ্গনে বলরামের গদার আঘাতের শব্দ বজ্রপাতের ন্যায় শুনা যাইতেছিল এবং জরাসন্ধের গদার আঘাতের শব্দ পর্বত-বিদারণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৬৯

বায়ু যেরূপ বিন্ধ্যপর্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ জরাসন্ধের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার গদা বলরামকে কম্পিত করিতে পারিল না। ৭০

বলরামের গদার বেগ মগধরাজ জরাসন্ধ অতিশয় ধৈর্য সহকারে সহ্য করিতে লাগিলেন এবং নিজের শিক্ষার কৌশলে ইহাকে বিফল করিয়াও দিলেন। ৭১

সেই সময় আকাশে সকল লোকের সমক্ষে সুস্পষ্ট স্বরে দৈববাণী শুনা যাইল—মানদ বলরাম! জরাসন্ধের বধ তোমার দ্বারা হইবে না। অতএব খেদ করিও না। আমি ইহার মৃত্যুর বিধান করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তুমি এই যুদ্ধ হইতে বিরত হও। অচিরকালেই এই মগধরাজ নিজের প্রাণত্যাগ করিবে। ৭২-৭৩

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ বিমনা হইয়া রহিলেন। সেইহেতু বলবান বলরাম পুনরায় তাঁহার উপর প্রহার করিলেন না। এই দুই বীর তখন যুদ্ধ হইতে বিরত

তৌ ব্যপারয়তাং যুদ্ধাদ্ বৃক্ষয়ন্তৌ চ পার্থিবাঃ ॥ ৭৪
দীর্ঘকালং মহারাজ নিজঘ্নুস্তিতরেতরম্
পরাজিতে নৃপক্রান্তে জরাসন্ধে মহীপতৌ
বিবিক্তমভবৎ সৈন্যং পরাবৃত্তমহারথম্ ॥ ৭৫
তে নৃপাস্তোদিতৈর্নাগৈঃ স্যন্দনৈস্তুরগৈস্তথা
ছন্নবৃত্তীভমনসো ব্যাঘ্রত্রাতা মৃগা ইব ॥ ৭৬
তদ্রথৈস্তৈঃ পরিত্যক্তং ভগ্নদণ্ডৈর্মহারথৈঃ ।
ঘোরং ক্রব্যাদবহুলং রৌদ্রমাযোধনং বভৌ
দ্রবৎসু রথযূথেষু চেদিরাজো মহাদ্যুতিঃ
স্মরন্ বাদবসম্বন্ধং কৃষ্ণমেবাদ্রবদ্রথম্ ॥ ৭৮
বৃতঃ কারূষসৈন্যেন চেদিসৈন্যেন চানঘ
সম্বন্ধকামো গোবিন্দমিদমাহ স চেদিরাট্ ॥ ৭৯
অহং পিতৃষসুর্ভর্তা তব যাদবনন্দন ।
সবলস্ত্বামুপাবৃত্তস্ত্বং হি মে দয়িতঃ প্রভো ৮০

হইলেন। মহারাজ! ইহার পূর্বে এই বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারা ও এই নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরকে প্রহার করিয়াছিলেন। যখন রাজা জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, তখন সেই স্থান হইতে সমস্ত সৈন্য চলিয়া যাওয়ায় শূন্য হইয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সম্পূর্ণ বিনাশ রথসাদিনী ফিরিয়া যাইল। ৭৪-৭৫

সেই নৃপগণ বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত মৃগদলের ন্যায় মনে মনে ভীত হইয়াছিলেন, অতএব নিজ নিজ হস্তী, অশ্ব ও রথসকল চালনা করিয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। ৭৬

যাঁহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই মহারথ নরপতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই ঘোর যুদ্ধস্থলে অধিক সংখ্যায় মাংসভক্ষী জীব-জন্তুরা রহিয়া যাইল। ইহার দ্বারা সেই রণস্থল অতিভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে লাগিল। ৭৭

যখন মুখ্য মুখ্য রথসমূহ পলায়ন করিল, তখন মহাতেজস্বী চেদিরাজ দমঘোষ যাদবগণের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা স্মরণ করত শ্রীকৃষ্ণেরই অনুসরণ করিলেন। ৭৮

বিলাপ অনর্থের। কারূষ ও চেদিদেশের সেনার দ্বারা পরিবৃত চেদিরাজ দমঘোষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবর্ধনের ইচ্ছায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৭৯

যাদবনন্দন! আমি তোমার পিসিমাতা শ্রুতশ্রবার পতি (পিসেমশায় দমঘোষ) এবং সসৈন্যে তোমার নিকট আসিয়াছি। প্রভো! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়। ৮০

উক্তশ্চৈষ ময়া রাজা জরাসন্ধোঽল্পচেতনঃ।
কৃষ্ণাদ্ বিরম দুর্বুদ্ধে বিগ্রহাদ্ রণকর্ম্মণি ॥ ৮১
তদেষোঽস্মত্ত মত্তো মাং বাক্যৈস্ত্বং দূষকঃ
ভগ্নো যুদ্ধে জরাসন্ধস্ত্বয়া দ্রবতি সানুগঃ ॥ ৮২
নির্বৈরো নৈষ সংযাতি স্বপুরং পৃথিবীপতিঃ
যযৌব দুষ্টোঽপাপরং দর্শয়িষ্যতি কিল্বিষম্ ॥ ৮৩
তদিমাং সম্ভ্রাজ্ঞাস্ত্বং মহীং হতনরাকুলাম্।
ক্রব্যাদগণসঙ্কীর্ণাং সেবিতব্যামমানুষৈঃ ॥৮৪
করবীরপুরং কৃষ্ণ গচ্ছামঃ সবলানুগাঃ
শৃগালং বাসুদেবং বৈ দ্রক্ষ্যামস্তত্র পার্থিবম্ ॥ ৮৫
ইমৌ রথবরৌদগ্রৌ যুবয়োঃ কারিতৌ ময়া
যোজিতৌ শীঘ্রতুরগৈঃ খড়্গচক্রাক্ষকূবরৌ ॥ ৮৬
শীঘ্রমারুহ্য তদ্রং তে বলদেবসহায়বান্।
ত্বরাবঃ করবীরস্থং দ্রষ্টুং ত্বং বসুধাধিপম্ ॥ ৮৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পিতৃষ্বসৃপতের্বাক্যং শ্রুত্বা চেদিপতেস্তদা।

আমি মন্দমতি রাজা জরাসন্ধকে এই বলিয়াছিলাম যে, দুর্বুদ্ধে! তুমি এই বিগ্রহ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করা থেকে বিরত হও, কিন্তু সে ইহা মানে নাই। ৮১

সে আমার এই কথার নিন্দা করিয়াছে, অতএব এখন আমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছি। যুদ্ধে তোমার দ্বারা পরাজিত হইয়া এই জরাসন্ধ নিজের অনুগামীদের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। ৮২

কিন্তু এই রাজা শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া নিজের নগরে ফিরিয়া যাইতেছে না; অতএব এই জরাসন্ধ তোমার প্রতি পুনরায় পাপপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করিবে। ৮৩

সেইজন্য তুমি এখন শীঘ্রই এই ভূমি ত্যাগ কর। এই ভূমি বর্ত্তমানে মৃত মনুষ্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বদিকে হিংস্র মাংসভক্ষী প্রাণিবর্গে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই স্থান মানবেতর (রাক্ষসাদি) প্রাণিগণের সেবনযোগ্য হইয়াছে। ৮৪

শ্রীকৃষ্ণ। এখন আমরা সৈন্য ও সেবকগণের সহিত করবীরপুরে গমন করিব। সেখানে শৃগাল নামে বিখ্যাত রাজা বাসুদেব রহিয়াছে। আমরা তাহাকে দর্শন করিব। ৮৫

এই দুই শ্রেষ্ঠ রথ আমি তোমাদের দুইজনের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছি। এই দুই রথে শীঘ্রগামী অশ্বগণ যোজিত আছে। এই রথদ্বয়ের সকল অস্ত্র, চক্র, অক্ষ ও কূবরাদি সুদৃঢ়। ৮৬

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি বলদেবের সহিত শীঘ্র রথে আরোহণ কর। আমরা করবীরপুরবাসী রাজা শৃগালকে দর্শন করিবার জন্য সত্বর গমন করিব। ৮৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় নিজের পিসেমশায় চেদিরাজ দমঘোষের এই বাক্য শ্রবণ করত জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নমনে বলিলেন। ৮৮

অহো! আমরা দুইজনে যুদ্ধে সমস্ত হইয়াছি। এই সময় আপনি এক আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া দেশকালোচিত বচনরূপী জলের দ্বারা আমাদের সিক্ত করিলেন। ৮৯

চেদিরাজ! এই জগতে দেশ-কালের অনুরূপ হিতকর ও মধুর বাক্যভাষী মানুষ দুর্লভ। ৯০

চেদিনাথ! আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা সনাথ হইলাম। যখন আমাদের আপনার ন্যায় এরূপ বন্ধু বর্ত্তমানে উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন আর আমাদের কিছুই অপ্রাপ্য রহিল না। ৯১

চেদিকুলভূষণ! আমরা দুইজনে আপনার দ্বারা সনাথ হইয়া জরাসন্ধ ও তাহার সমান আরও যে সব রাজা আছেন, তাঁহাদের সকলকেই নিধন করিতে সমর্থ হইব। ৯২

চেদিপ্রবর! সমস্ত রাজাদের মধ্যে আপনিই যদুবংশীয়গণের প্রথম বন্ধু। এখন হইতে আপনি বহু সংগ্রাম দর্শন করিতে পাইবেন। ৯৩

যুদ্ধের দ্বারা জীবননির্ব্বাহকারী যে সব রাজা এ জগতে জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা সকলে আজকের এই চাক্ষ ও মৌসল যুদ্ধের সতত চর্চা করিবেন। ৯৪

বাক্যং হৃষ্টমনাঃ কৃষ্ণো জগাদ জগতো গুরুঃ ॥ ৮৮
অহো যুদ্ধাভিসন্তপ্তৌ দেশকালোচিতং ত্বয়া।
বান্ধবপ্রতিরূপেণ সংসিক্তৌ বচনাম্বুনা ॥ ৮৯
দেশকালবিশিষ্টস্য হিতস্য মধুরস্য চ
বাক্যস্য দুর্লভা লোকে বক্তারশ্চেদিসত্তম ॥ ৯০
চেদিনাথ সনাথৌ স্বঃ সংবৃত্তৌ তব দর্শনাৎ।
নাবয়োঃ কিঞ্চিদপ্রাপ্যং যয়োস্ত্বং বন্ধুরীদৃশঃ ॥ ৯১
জরাসন্ধস্য নিধনং যে চান্যে তৎসমা নৃপাঃ।
পর্য্যাপ্তৌ তৎসনাথৌ স্বঃ কর্ত্তুং চেদিকুলোদ্বহ ॥ ৯২
যদূনাং প্রথমো বন্ধুস্ত্বং হি সর্ব্বমহীক্ষিতাম্।
অতঃ প্রভৃতি সংগ্রামান্ দ্রক্ষ্যসে চেদিসত্তম ॥ ৯৩
চাক্রং মৌসলমিত্যেবং সংগ্রামং রণবৃত্তয়ঃ।
কথয়িষ্যন্তি লোকেঽস্মিন্ যে ধরিষ্যন্তি পার্থিবাঃ ॥ ৯৪

রাজ্ঞাং পরাজয়ং যুদ্ধে গোমন্তেঽচলসত্তমে
শ্রবণাদ্ধারণাদ্ বাপি স্বর্গলোকং ব্রজন্তি হি ॥ ২৫
তদগচ্ছান মহারাজ করবীরং পুরোত্তমম্
ত্বয়োদ্দিষ্টেন মার্গেণ চেদিরাজ শিবায় বৈ ॥ ২৬
তে স্যন্দনগতাঃ সর্বে পবনোৎপাতবিহ্বলৈঃ।
ভেজিরে দীর্ঘমধ্বানং মূর্তিমন্ত ইবাময়াঃ ॥ ২৭
তে ত্রিরাত্রোষিতাঃ প্রাপ্তাঃ করবীরং পুরোত্তমম্।
শিবায় চ শিবে দেশে নিবিষ্টাস্ত্রিদশোপমাঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে খিলভাগে বিষ্ণুপর্বণি
করবীরপুরাভিগমনো ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

পর্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্তের সমীপে যুদ্ধে আমাদের দ্বারা যে এই রাজাদের পরাজয় হইল, ইহার শ্রবণ ও স্মরণ করিলেও মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করিবে। ২৫

মহারাজ চেদিরাজ! অতএব আমরা এখন আপনার কথিত মার্গে নিজেদের কল্যাণের জন্য উত্তম নগর করবীরপুরে গমন করিব। ২৬

তদনন্তর তাঁহারা সকলে তিন মূর্তিমান্ অসুখ রূপে আরোহণ করত বায়ুতুল্য উচ্চিত গমনকারী অশ্বগণের দ্বারা দীর্ঘ-পথে গমন করিলেন। ২৭

এই দেবোপম বীরগণ পথে তিন রাত্রি বাস করিয়া উত্তম করবীরপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য এক সুখকর স্থানে নিবাসস্থাপন করিলেন। ২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে করবীরপুরে শ্রীকৃষ্ণাদির গমনবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণেন শৃগালস্য বিনাশঃ, তৎপুত্রস্য করবীরপুর-রাজ্যে অভিষেকশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তানাগতান্ বিদিত্বাথ শৃগালো যুদ্ধদুর্মদঃ
পুরস্য ধর্ষণং মত্বা নির্জগামেন্দ্রবিক্রমঃ ॥ ১
রথেনাদিত্যবর্ণেন ভাস্বতা রথগামিনা
আয়ুধপ্রতিপূর্ণেন মেঘনির্ঘোষহাসিনা ॥ ২
মন্দরাচলকল্পেন চিত্রাভরণভূষিণা।
অক্ষয্যসায়কৈস্তূণৈঃ পূর্ণেনার্ণবঘোষিণা ॥ ৩
হর্যশ্বেনাশুগতিনাসক্তেন শিখরেষ্বপি।
হেমকূবরগর্ভেণ দৃঢ়াক্ষেপাভিশোভিনা ॥ ৪
সুবক্ত্রেণ দীপ্তেন পতৎত্রিবরগামিনা।
খগতেনেব শক্রস্য হর্যশ্বেন রথাভিণা ॥ ৫
সাবিত্রে নিয়মে পূর্ণে যং প্রদৌ সবিতা স্বয়ম্
আদিত্যরশ্মিভিরিব রশ্মিভির্যো নিসৃজ্যতে ॥ ৬

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শৃগালের বিনাশ ও তাঁহার পুত্রকে করবীর-পুরের রাজ্যে অভিষেক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তাঁহাদের সকলের আগমনের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রণদুর্মদ রাজা শৃগাল নিজের পুরীর উপর আক্রমণ হইয়াছে মনে করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ১

তিনি এক শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া গমন করিলেন। তাঁহার এই রথ সূর্যতুল্য তেজঃপুঞ্জে প্রকাশিত হইতেছিল। রণভূমিতে এই রথ (অপ্রতিহত গতিতে) যাইতে পারিত। ইহাতে সর্বপ্রকার অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার চক্র হইতে যে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইত, উহা যেন তাহা অট্টহাস্য ছিল (অথবা চক্রের এই ঘর্ঘর ধ্বনির দ্বারা মেঘের গম্ভীর গর্জনকেও উপহাস করিতেছিল।) ইহার আকার মন্দরপর্বতের ন্যায় বিশাল ছিল। এই রথ বিচিত্র আভরণসমূহে বিভূষিত ছিল। ইহা অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীরসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় এই রথ শব্দ করিতেছিল। ইহাতে নানাবর্ণের শীঘ্রগামী অশ্বগণ যোজিত ছিল। এই রথ পর্বতের শিখরেও কোথাও অবরুদ্ধ হইত না। ইহার কূবরের (রথের যে ভাগে যুগ বাঁধা থাকে, তাহাকে কূবর বলে।) অভ্যন্তরভাগে স্বর্ণ মণ্ডিত ছিল। ইহার অক্ষও দৃঢ় ছিল। এই রথের সেই সময় অতিশয় শোভা হইতেছিল। ইহা সুন্দর রজ্জুসমূহে ভালভাবে বাঁধা ছিল। ইহার দীপ্তি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ইহা পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় তীব্র গতিতে গমন করে এবং ইন্দ্রের হরিতবর্ণের অশ্বযোজিত আকাশগামী পর্বতাকার রথের সমান ছিল। মৃগাল নিয়ম পূর্বক গায়ত্রীজপ করত সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া

তেন স্যন্দনমুখ্যেন দ্বিষৎসৈন্যনিবর্হিণা ।
স শৃগালোঽভ্যয়াৎ কৃষ্ণং পলাশঃ পাবকং যথা ॥ ৭
চারুপাণিঃ সুতীক্ষ্ণেষুঃ কবচী হেমমালিকঃ ।
দিব্যপ্রাবরণোষ্ণীষঃ পাবকার্কাবলোচনঃ ॥ ৮
মুহুর্মুহুর্জ্যাচপলঃ বিক্ষিপন্ ছঃসহং ধনুঃ
নির্দহন্ রোষতঃ বাণৈঃ সানলজ্বালনওলম্ ॥ ৯
তাভির্ভুষণপঙ্‌ক্তীনাং দীপ্তো মেরুরিবাচলঃ
রথস্থ ইব শৈলেন্দ্রঃ শৃগালঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১০
তস্যারসিতশব্দেন রথনেমিস্বনেন চ ।
গুরুত্বেন চ নাম্যন্তী চচাল োর্বী ভয়াতুরা ॥ ১১
তমাপতন্তং শ্রীমন্তং মূর্ত্তিমন্তমিবাচলম্
শৃগালং লোকপালাভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো ন বিব্যথে ॥ ১২
শৃগালশ্চাপি সংরব্ধঃ স্যন্দনেনাগুগামিনা ।
সমীপে বাসুদেবস্য মুমূর্ষুঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৩

বাসুদেবং স্থিতং দৃষ্ট্বা শৃগালো মুক্তলালসঃ
অভিদুদ্রাব বেগেন মেঘরাশিরিবাচলম্ ॥ ১৪
বাসুদেবঃ স্মিতং কৃত্বা প্রতিযুদ্ধায় তস্থিবান
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্ভীমং সমরে ঘোরদর্শনম্
উদ্ভাভ্যামিব মত্তাভ্যাং কুঞ্জরাভ্যাং যথা বনে ॥ ১৫
শৃগালস্তুব্রবীৎ কৃষ্ণং সমরে সমুপস্থিতম্
যুদ্ধরাগেণ তেজস্বী মোহাচ্ছলিতগৌরবঃ ॥ ১৬
গোমন্তে যুদ্ধমার্গেণ বয়ন্যা কৃষ্ণ চেষ্টিতম্
অনায়কানাং মূর্খাণাং নৃপাণাং দুর্বলে বলে ॥ ১৭
ন মে সুবিদিতঃ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়াণাং পরাভবঃ
কৃপণানামসত্ত্বানামযুদ্ধানাং রণোৎসবে ॥ ১৮
তিষ্ঠৈদানীং যথাকামং স্থিতোঽহং পার্থিবে পদে ।
ক্ব যাস্যসি ময়া কৃষ্ণো রণেষ্বপরিনির্দ্বিতঃ ॥ ১৯

ছিলেন। তাঁহার সেই নিয়ম পূর্ণ হইলে পর সাক্ষাৎ ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে এই রথ প্রদান করিয়াছিলেন। যে রথের সূর্য্যের কিরণাবলিসদৃশ স্বর্ণময় রশ্মিতে (অশ্বরজ্জুরজ্জু—লাগাম) অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। শত্রুর মর্ম্মধ্বংসকারী এই শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা রাজা শৃগাল সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন, যেরূপ পতঙ্গ অগ্নির দিকে ধাবিত হয় ॥ ২-৭

তাঁহার হস্তে ধনু ও তীক্ষ্ণ বাণ শোভা পাইতেছিল। তিনি কবচ ধারণ করিয়া স্বর্ণমালা বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার চামর ও পাগড়ী শ্বেত বর্ণের ছিল এবং তাঁহার নয়নদ্বয় যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল ॥ ৮

তিনি বারংবার নিজের দুঃসহ ধনুটীকে হিলাইতে থাকিয়া তাহার গুণ আকর্ষণ করিতেছিলেন এবং অগ্নির শিখাসদৃশ ক্রুদ্ধ রোষজনিত উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

নিজের আভরণসমূহের প্রভাপুঞ্জে প্রকাশিত হইয়া এই রাজা শৃগাল মেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রথে থাকিয়া গিরিরাজের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ১০

তাঁহার গর্জ্জনের ধ্বনি, রথের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ ও গুরুত্বের (দুর্বহ ভারের) দ্বারা পৃথিবী ভয়পীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ১১

লোকপালসদৃশ তেজস্বী ও মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল-দেহ শ্রীমান্ রাজা শৃগালকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাথিত হইলেন না ॥ ১২

অন্যদিকে শৃগালও অত্যন্ত রোষান্বিত হইয়া সেই শীঘ্রগামী রথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া যুদ্ধের জন্য উৎসুক বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া শৃগাল যুদ্ধের লালসায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। যেরূপ মেঘমণ্ডল জলবর্ষণ করিয়া পর্ব্বতের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ তিনি সবেগে শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থিত হইলেন। তখন রণাঙ্গনে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। যেরূপ বনে দুইটি মদমত্ত হস্তী পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ ইঁহারাও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

সেই সময় মোহবশতঃ নিজের গৌরব হইতে চ্যুত তেজস্বী শৃগাল সমরাঙ্গণে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধবিষয়ক আসক্তি প্রেরণায় এই কথা বলিলেন ॥ ১৬

কৃষ্ণ। তুমি গোমন্ত পর্ব্বতের নিকটে নায়কহীন মূর্খ নরপতিগণের দুর্বল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের মার্গ অবলম্বন করায় যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তৎসমস্তই আমি জ্ঞাত আছি কৃষ্ণ। সেখানে যে ক্ষত্রিয়গণের পরাজয় হইয়াছে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু সেই সব ক্ষত্রিয়গণ কাতর, ধৈর্য্য ও শক্তিহীন এবং উৎসবতুল্য বীরগণে আনন্দপ্রদ যুদ্ধস্থলে কখনও তাহারা যুদ্ধ করে নাই ॥ ১৭-১৮

এক্ষণ তুমি ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান কর আমি এস্থানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। যদি আমি তোমাকে

ন চাহমেকং সমরে যুক্তস্বা যোদ্ধুমাহবে
অহমেকস্ত্বমপ্যেকো যৌ যুধ্যাব রণে স্থিতৌ ॥ ১০
কিং জনেন নিরস্ত্রেণ ত্বং বাহক রণে স্থিতঃ
ধর্ম্মযুদ্ধেন নিধনং প্রজত্বেকতরো রণে ॥ ১১
লোকেঽস্মিন বাসুদেবোঽহং ভবিষ্যামি হতে ত্বয়ি।
হতে ময়ি ত্বমপ্যেকো বাসুদেবো ভবিষ্যসি ॥ ১২
শৃগালস্য বচঃ শ্রুত্বা বাসুদেবঃ ক্ষমাপরঃ
ঈর্ষ্যান্বিতং প্রহরস্বেতি তমুক্ত্বা চক্রমাদদে ॥ ১৩
ততঃ সায়কজালানি শৃগালঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
চিক্ষেপ কৃষ্ণে ঘোরাণি যুদ্ধায় লঘুবিক্রমঃ ॥ ১৪
শস্ত্রাণি যানি চাস্ত্রাণি মুসলাস্ত্রাণি সাম্যুগে।
পাতয়ামাস গোবিন্দে স শৃগালঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
শৃগালপ্রহিতৈস্তৈস্তৈঃ পাবকজ্বালমালিভিঃ।
নির্দ্দয়াভিহতঃ কৃষ্ণঃ স্থিতো গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৬

সোঽস্ত্রপ্রহারাভিহতঃ কিঞ্চিদ্ রোষসমন্বিতঃ।
চক্রমুদ্যম্য গোবিন্দঃ শৃগালস্য পরিক্ষিপন্ ॥ ১৭
তং রথস্থং প্রমাথস্থং শৃগালং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
জঘান সমরে চক্রং জ্ঞাতদর্পং মহাবলম্ ॥ ১৮
(নিহতো সমরে শূরঃ শৃগালঃ যুদ্ধকার্মুকম্)
ততঃ সুদর্শনং চক্রং পুনরায়াদ্ গুরোঃ করে
চক্রেণোরসি নির্ভিন্নঃ স গতাসুর্গতোৎসবঃ
পপাত ক্ষতজস্রাবী শৃগালোঽদ্রিরিবাহতঃ ॥ ২৯
নিশম্য তং নিপতিতং বজ্রপাতাদিবাচলম্
তস্য সৈন্যাস্যপত্বরুবিমনাংসি হতে নৃপে ॥ ৩০
কেচিৎ প্রবিশ্য নগরং কম্পমানাভিহতা ভৃশম্
রুরুদুর্হৃৎসন্তপ্তা ঊর্দ্ধশোকাভিপীড়িতাঃ ॥ ৩১
কেচিত্তত্রৈব শোচন্তঃ স্মরন্তঃ সুকৃতানি চ।
পতিতং ভূপতিং ভূমৌ ন ত্যজন্তি স্ম দুঃখিতাঃ ॥ ৩২

র্ব্বদিক্ অবরোধ করি, তাহা হইলে তুমি কোথায় যাইবে ; ধারণ, তুমি ত' যুদ্ধের নানাবিধ কৌশলে পরিনিষ্ঠিত নিপুণ। নও ॥ ১১

তুমি একাকী, আর আমি সসৈন্যে সুসজ্জিত ; এই অবস্থায় রাজন্ তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার উচিত হইবে না। দিকে আমি একাকী থাকিব ও অন্য দিকে তুমি একাকী থাকিবে, এইভাবে রথারূঢ় থাকিয়া আমরা যুদ্ধ করিব ॥ ১০

সাধারণ মানুষকে বধ করিয়া কি লাভ হইবে ? রথারূঢ় স্থিত তুমি বা আমি—এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হউক ॥ ১১

তুমি নিহত হইলে পর এ জগতে আমি একাকীই বাসুদেব থাকিব অথবা আমি নিহত হইলে তুমিও একাকী বাসুদেব থাকিবে ॥ ১২

শৃগালের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষমাশীল ভগবান্ বাসুদেব সেই ঈর্ষ্যালু নরপতিকে বলিলেন—প্রথমে তুমি প্রহার কর। এই কথা বলিয়াই তিনি হস্তে চক্র গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩

তখন যুদ্ধের জন্য সীমাতাপূর্ব্বক পরাক্রমপ্রকাশকারী শৃগাল ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৪

প্রতাপশালী শৃগাল সেই যুদ্ধে গোবিন্দের উপর মুসলাদি নানা বহু অস্ত্র সকলও নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫

শৃগাল কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অস্ত্র-সকলের দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে আহত প্রাপ্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতসদৃশ অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সব অস্ত্রের প্রহারে আহত হইয়া কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট ভগবান্ গোবিন্দ চক্র উত্তোলিত করিয়া শৃগালের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৬-১৭

রথস্থিত মহাবল শৃগাল সদর্পে রথের উপরেই বসিয়া রহিলেন, অন্যত্র হইতে সরিয়া যাইলেন না। এই সময় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত) চক্র রথারূঢ় তাঁহার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিল ॥ ১৮

ইহার পর সুদর্শন চক্র পুনরায় জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চলিয়া আসিল। এই চক্রের দ্বারা আহত হইয়া শৃগালের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় রক্ত ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত আনন্দোৎসব সমাপ্ত হইয়া যাইল ॥ ২৯

বজ্রপাতের ফলে পতিত পর্ব্বতের ন্যায় রাজা শৃগালকে ভূতলে পতিত দেখিয়া তাঁহার নিধনে তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ দুর্মনা হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩০

কিছু সৈন্য নগরে প্রবেশ করত অত্যন্ত মোহগ্রস্ত, দুঃখে সন্তপ্ত ও রাজার শোকে পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

কিছু সৈন্য সেখানেই (যুদ্ধস্থলেই) শোক করিতে লাগিলেন।

ততো মেঘনিনাদেন স্বরেণারিবিমর্দ্দনঃ।
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষো জনানামভয়ং দদৌ ॥ ৩৩
চক্রোচ্ছিতেন হস্তেন রাজতাঙ্গুলিপর্ব্বণা।
ন ভেতব্যা ন ভেতব্যমিতি তানভ্যভাষত ॥ ৩৪
নাস্য পাপস্য দোষেণ নিরাবাধকরং জনম্।
ঘাতয়িষ্যামি সময়ে নেদং শূরব্রতং মতম্ ॥ ৩৫
অশ্রুপূর্ণমুখা দীনাঃ ক্রন্দমানা ভৃশং তদা
তে স্ম পশ্যন্তি পতিতং ধরণ্যাং ধরণীপতিম্।
চক্রনির্দ্দারিতোরস্কং ভিন্নশৃঙ্গমিবাচলম্ ॥ ৩৭
বিলপন্তি স্ম তে সর্ব্বে সচিবাঃ সপ্রজা ভৃশম্
সাশ্রুপাতেক্ষণা দীনাঃ শোকস্য বশমাগতাঃ ॥ ৩৮
তেষাং রুদিতশব্দেন পৌরাণাং বিশ্ববৈঃ স্বরৈঃ।
মহিষ্যস্তস্য নিষ্পেতুঃ সপুত্রা রুদিতাননাঃ ॥ ৩৯

তাস্তং নিপতিতং দৃষ্ট্বা শ্লাঘ্যং ভূমিপতিং পতিম্।
স্তনানাকৃষ্য করজৈর্ভৃশার্ত্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৪০
উরাংস্যুরসিজাংশ্চৈব শিরোজাংস্যাকুলাক্ষপি
নির্দ্দয়ং তাড়য়ন্ত্যস্তা বিস্বরং রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪১
তস্যোরসি মুহুঃস্পৃষ্টা মৃদিতাঃ স্ত্রিয়লোচনাঃ
পেতুর্ভুজৌ ভুজঃ সর্ব্বাশ্ছিন্নমূলা লতা ইব ॥ ৪২
তাসাং বাষ্পাম্বুপূর্ণানি নেত্রাণি নৃপযোষিতাম্
বারিপ্রবৃত্তানীব পঙ্কজানি চকাশিরে ॥ ৪৩
তাঃ পতিং পতিতং ভূমৌ কৃত্বোরস্যো হৃদি তাড়িতাঃ
লালপ্যমানাঃ করুণং রোদিতঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৪৪
পুত্রং চাস্য পুরস্কৃত্য বালং প্রস্ফুতলোচনম্
শক্রনেবং পিতুঃ পার্শ্বে বিগুণং রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৫
অয়ং তে বীর বিক্রান্তো বালঃ পুত্রো ন পণ্ডিতঃ
বুদ্ধিহীনঃ কথময়ং পদে স্থাস্যতি পৈতৃকে ॥ ৪৬

তাঁহারা রাজার উপকারসমূহ স্মরণ করত দুঃখিত হইয়া ভূমিতে পতিত রাজা মৃণালকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন না। ৩২

তদনন্তর শত্রুমর্দ্দনকারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মেঘগর্জ্জনসদৃশ গম্ভীর স্বরে সেই সব মনুষ্যগণকে অভয়দান করিলেন। ৩৩

তিনি অঙ্গুলিপর্ব্বে সুশোভিত ও চক্রধারণ করিবার যোগ্য দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া সেই সব মনুষ্যগণকে বলিলেন—সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না। এই পাপীর অপরাধের জন্য আমি সমরাঙ্গণে নিরপরাধ মনুষ্যদিগকে বধ করিব না; কারণ, ইহা বীরব্রত নহে বলিয়াই আমি মনে করি। ৩৪-৩৫

সেই সৈন্যগণ অত্যন্ত দীনভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই সময় ধরাতলে পতিত ভূপতিত মৃণালকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় ইহাদের সকলের মুখমণ্ডল অশ্রুতে পূর্ণ ছিল। রাজা মৃণালের বক্ষঃস্থল চক্রে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি ভগ্নশিখর পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতে পতিত ছিলেন। ৩৬-৩৭

সেই সমস্ত সচিব ও প্রজাগণ শোকের বশীভূত হইয়া নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৮

সেই পুরবাসিগণের রোদনের শব্দ ও বিকৃত স্বরে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া রাজা মৃণালের মহিষীরা পুত্রের সহিত রোদন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৯

নিজেদের স্পৃহণীয় পতি ভূপতি মৃণালকে সেখানে ধরাতলে পতিত দেখিয়া সেই রাণীগণ অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া নিজেদের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা স্তনমণ্ডলকে আঘাত করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪০

এই স্ত্রীগণ নিজেদের বক্ষঃ, স্তন ও উরুদ্বয় হইয়া চারিদিকে আকৃত মস্তককেশসমূহকে নির্দ্দয়তা সহকারে আঘাত করিতে করিতে বিকৃত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৪১

এই সব স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুঃখে পীড়িতা ও মর্দ্দিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ছিন্নমূল লতাসমূহের ন্যায় রাজার বক্ষের উপর পতিত হইলেন। ৪২

এই সব রাজস্ত্রীদিগের অশ্রুপূর্ণ নেত্রকমল জলের আঘাতে বিকসিত পদ্মবনের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৪৩

ধরাতলে পতিত পতিকে দেখিয়া তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বক্ষে আঘাত করিতেছিলেন এবং করুণস্বরে অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে এই শ্লোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪৪

সেই রাজার বালক পুত্র অশ্রুপূর্ণনয়ন শত্রুদেবকে নিজেদের অগ্রভাগে তাঁহার পিতার পার্শ্বে স্থাপিত করাইয়া সেই স্ত্রীগণ বিগুণ বেগে রোদন করিতে থাকিলেন। ৪৫

তাঁহারা তখন বলিলেন—বীর মহারাজ! এই আপনার পরাক্রমশালী পুত্র এখনও বালক, বিশেষ নির্ব্বোধও বটে। এ

কথমেকপদে তাক্ত্বা গতোঽন্তঃপুরং পরম্ ।
অতৃপ্তস্তব সৌখ্যানাং কিং কুর্ম্মো বিধবা বয়ম্ ॥ ৪৭
তস্য পদ্মাবতী নাম মহিষী প্রমদোত্তমা ।
রুদতী পুত্রমাদায় বাসুদেবমুপস্থিতা ॥ ৪৮
যস্ত্বয়া পাতিতো বীর রণপ্রোক্তেন কর্ম্মণা ।
তস্য প্রেতস্বভাবং পুত্রস্ত্রাং শরণং গতঃ ॥ ৪৯
যদি ত্বাং প্রণমেত্তাসৌ কুর্য্যাদ্ বা শাসনং তব ।
নারমেকপ্রহারেণ জনস্তপ্যেত দারুণম্ ॥ ৫০
যদি কুর্য্যাদয়ং মূঢ়স্ত্বয়ি বান্ধবকং বিধিম্
নৈবং পরীতঃ কৃপণঃ সেবেত ধরণীতলম্ ॥ ৫১
অয়মস্য বিপন্নস্য বান্ধবস্য তবানঘ
সন্ততৌ রক্ষ্যতাং বীর পুত্রঃ পুত্র ইবাত্মজঃ ॥ ৫২
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহিষ্যা যদুনন্দনঃ ।
মৃদুপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৫৩

রাজপত্নি গতো রোষঃ সহানেন দুরাত্মনা ।
প্রকৃতিস্থা বয়ং জাতা দেবি সৈন্যোঽস্মি বান্ধবঃ ॥ ৫৪
রোষো যে বিগতঃ সাধ্বি তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ।
যোঽয়ং পুত্রঃ শৃগালস্য মমাপ্যেষ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
অভয়ং চাভিষেকঞ্চ দদাম্যস্মৈ সুখায় বৈ ।
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা ॥ ৫৬
পিতৃপৈতামহে রাজ্যে তব পুত্রোঽভিষিচ্যতাম্ ।
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা ॥ ৫৭
অভিষেকার্থমাজগ্মুর্যতো বৈ রাম-কেশবৌ ।
ততঃ সিংহাসনস্থং তু রাজপুত্রং জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৮
অভিষেকেণ দিব্যেন যোজয়ামাস বীর্য্যবান্
অভিষিচ্য শৃগালস্য করবীরপুরে শুভম্
কৃষ্ণস্তদহরেবাশু প্রস্থানমভ্যরোচয়ৎ ॥ ৫৯

স্থান হইতে পারে নাই। আপনি ব্যতীত কিভাবে সে নিজের পতৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? ৪৬

নাথ! আপনি নিজের অন্তঃপুরের রাণীদিগকে সহসা ত্যাগ করিয়া কেন পরলোকে গমন করিলেন? আমরা আপনার সহ সুখসম্ভোগে এখনও তৃপ্ত হইতে পারি নাই। হায়! আমরা বিধবা হইয়া গেলাম, আমরা এখন কি করিব? ৪৭

রাজা শৃগালের পাটরাণীর নাম ছিল—পদ্মাবতী। তিনি স্বামীর সহিত স্বর্গে ছিলেন। পদ্মাবতী রোদন করিতে করিতে নিজের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভগবান্ বাসুদেবের নিকটে গমন করিলেন। ৪৮

এবং তিনি বলিলেন,—বীর! আপনি যুদ্ধ-কর্ম্মের দ্বারা যাহাকে বিনাশ করিয়া ভূপতিত করিয়াছেন, সেই পরলোকগামী নরপতির এই পুত্র আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে। ৪৯

যদি এই মহারাজ আপনাকে প্রণাম করিতেন—আপনার মুখে বিনীত ভাবের পরিচয় দিতেন অথবা আপনার আজ্ঞা পালন করিতেন, তাহা হইলে আপনার একটি প্রহারে ইহাকে এত দারুণ সন্তাপভাগী হইতে হইত না। ৫০

যদি এই মূঢ় (বিবেকশূন্য) নরপতি আপনার প্রতি বন্ধুসোচিত আচরণ করিতেন, তাহা হইলে ইহাকে মাংসভক্ষী জন্তুর দ্বারা পরিবৃত এই ধরাতলের সেবা করিতে হইত না। ৫১

অকলঙ্ক বীর! এই বালক আপনার এই মৃত বান্ধবেরই সন্ততি; আপনি নিজের পুত্রের ন্যায় এই পুত্রকে রক্ষা করুন। ৫২

পদ্মাবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহানন্দন শ্রীকৃষ্ণ মৃদু ভাষায় এই কথা বলিলেন। ৫৩

রাজপত্নি! আমার রোষ ত' এই দুরাত্মার নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে। দেবি! এখন আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় রহিয়াছি। আমি আপনার সে-ই বান্ধব। ৫৪

সাধ্বি! মহারাণী! আপনার এই নির্দোষ বাক্যসমূহে আমার রোষ চলিয়া গিয়াছে। রাজা শৃগালের যে পুত্র, সে আমারও পুত্রতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৫

আমি ইহার সুখের জন্য ইহাকে অভয়দান সহ ইহার রাজ্যাভিষেক দান করিব। আপনি সমস্ত প্রকৃতি, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণকে আহ্বান করাইয়া লইয়া আসুন, যাহাতে আপনার পুত্রকে তাহার পিতৃপিতামহের রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারি। ৫৬-৫৭

তদনন্তর সমস্ত প্রকৃতি (প্রজাপ্রকৃতি), পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ রাজকুমারের অভিষেকের জন্য সেখানে আসিলেন, যেখানে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। ৫৭

ইহার পর পরাক্রমশালী ভগবান্ জনার্দন রাজপুত্র সঙ্গদেবকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিব্যঅভিষেক বিধি অনুসারে তাহার রাজ্যাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৫৮

শৃগালের পুত্র সঙ্গদেবকে করবীরপুরের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দিনে সেখান হইতে সত্বর প্রস্থান করাকে উচিত বলিয়া মনে করিলেন। ৫৯

রথেন হরিযুক্তেন তেন যুদ্ধাজ্জিতেন বৈ
কেশবঃ প্রস্থিতোঽস্থানং বৃত্রঘ্ন ত্রিদিবং যথা ॥ ৬০
শত্রুদেবেঽপি ধর্মাত্মা সহ মাত্রা পরন্তপঃ
সবালবৃদ্ধযুবতীমুখ্যাঃ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ৬১
শিবিকায়ামথারোপ্য শৃগালং যুদ্ধদুর্মদম্
সংহৃতা দূরমার্গেণ পশ্চিমাভিমুখা যযুঃ ॥ ৬২
বৈখনস্ত বিধানেন চক্রুস্তেষাং ততঃ ক্রিয়াম্
সংস্কারং কারয়ামাসুঃ পিতৃণাং পারলৌকিকম্ ॥ ৬৩
উদ্দিশ্যোদ্দিশ্য রাজানং শ্রাদ্ধং কৃত্বা সহস্রশঃ।
ততস্তে সলিলং দত্ত্বা নামগোত্রাদিকীর্তনৈঃ ॥ ৬৪
পিতর্যুপরতে ঘোরে শোকসংবিগ্নমানসঃ।
কৃত্বোদকং তদা রাজা প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥ ৬৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
শৃগালবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

যেরূপ ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করেন, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধে শত্রু অম্বষ্ঠক রথের দ্বারা মথুরার পথে গমন করিলেন। ৬০

শত্রুদমনকারী ধর্মাত্মা রাজা শত্রুদেবও মাতার সহিত বালক, বৃদ্ধ ও যুবতী প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিগণকে সঙ্গে লইয়া রথযুক্ত যুধাজিৎ শত্রুকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া সকলে সংগঠিত হইয়া নগর হইতে দূর পথে পশ্চিমদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন। ৬১-৬২

শাস্ত্রানুসারে লইয়া যাইয়া অন্ত্যেষ্টি বিধি অনুসারে ইঁহারা সকলে শত্রুদেবের দ্বারা রাজার দাহ সংস্কার করাইলেন এবং পিতৃগণের জন্য পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করাইলেন। ৬৩

রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের উদ্দেশে সহস্র প্রকারের বস্তু দানে প্রদান করিয়া তাঁহারা সকলে রাজার উদ্দেশে নাম-গোত্রাদি উচ্চারণ করত তর্পণ করিলেন। এইভাবে পিতার ঘোর মৃত্যু হইলে পর লোকে ব্যাকুলচিত্ত রাজা শত্রুদেব তাঁহাকে জলাঞ্জলি দান করত বিভুর উত্তম নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬৪-৬৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বৃষপর্বের বধনামক চুয়াল্লিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বলরাম-শ্রীকৃষ্ণয়োর্মথুরাং প্রত্যাগমনম্, তয়োরভ্যর্থনা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তৌ তু যজ্ঞেন কালেন দমঘোষেণ সঙ্গতৌ।
অধ্বাধ্বিবিধিনা তৌ তু পঞ্চরাত্রোষিতৌ পথি ॥ ১
দমঘোষেণ সঙ্গম্য একরাত্রোষিতাবিব
জগ্মতুঃ সহিতৌ বীরৌ মুদা পরময়া যুতৌ।
নগরীং মথুরাং প্রাপ্তৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

[বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা চেদিরাজ দমঘোষের সহিত মিলিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। পথে বিধানানুসারে যাইতে যাইতে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পাঁচ রাত্রি বাস করিলেন, কিন্তু দমঘোষের সহিত থাকায় তাঁহাদের এরূপ প্রতীত হইল যে, আমরা এক রাত্রি পথে ছিলাম। এইভাবে পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এই দুই বীর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অল্প সময়ের মধ্যে মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ১-২

তত: প্রহৃষ্টমনস উগ্রসেনপুরোগমা:।
সবলা হৃষ্টমনস উগ্রসেনপুরোগমা: ॥ ৩
শ্রেণ্য: প্রকৃতয়শ্চৈব মন্ত্রিণশ্চ যথোচিতা:।
সবালবৃদ্ধা সা চৈব পুরী সংভিবর্ত্তত ॥ ৪
নন্দিতূর্যাণ্যবাদ্যন্ত গুরেতাং পুরুষর্ষভৌ
রথ্যা: পতাকাজালিন্যো ভাসন্তি স্ম সমন্ততঃ ॥ ৫

এই সময় উগ্রসেনাদি সমস্ত বান্ধবগণ সৈন্য সহ অগ্রসর হইয়া প্রসন্নচিত্তে সেই দুই যদুনন্দন বীরকে স্বাগত জানাইলেন। ৩

অনেক প্রকার শিল্পের দ্বারা জীবননির্বাহকারী নানা জাতির শিল্পী, প্রজাবর্গ, মন্ত্রী ও বালকগণ এবং বৃদ্ধগণ সহ সম্পূর্ণ মথুরাপুরী যথোচিত রীতিতে ইঁহাদের স্বাগত জানাইবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। ৪

আনন্দবর্ধক মঙ্গল-বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। সেই দুই পুরুষপ্রবর বীরের চারিদিকে স্তুতি হইতেছিল। সর্বদিকের পথ পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম শোভা পাইতে লাগিল। ৫

হৃষ্টা প্রমুদিতা সর্বা পুরী পরমশোভিতা।
ভ্রাত্রোস্তয়োরাগমনে যথৈবেন্দ্রমহে তথা ॥ ৬
মুদিতাস্তত্র গায়ন্তি রাজমার্গেষু গায়কাঃ
স্তবাশীর্বহুলা গাথা যাদবানাং প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ ৭
গোবিন্দ-রামৌ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ লোকবিশ্রুতৌ।
যে পুরে নির্ভয়াঃ সর্বে ক্রীড়ন্তু যাদবাঃ সুখম্ ॥ ৮
ন তত্র কশ্চিদ্দীনো বা মলিনো বা বিচেতনঃ।
মথুরায়ামভূৎ কশ্চিদ্ রাম-কৃষ্ণসমাগমে ॥ ৯
বয়াংসি সাধুবাক্যানি প্রহৃষ্টা গো-হয়-দ্বিপাঃ
নর-নারীগণাশ্চৈব ভেজিরে মানসং সুখম্ ॥ ১০
শিবাশ্চ প্রববুর্বাতা বিরজস্কা দিশো দশ
দৈবতান্যপি সর্বাণি হৃষ্টান্যায়তনেষ্বথ ॥ ১১
যানি লিঙ্গানি লোকস্য বৃত্তানীহ কৃতে যুগে
তানি সর্বাণ্যদৃশ্যন্ত তয়োরাগমনে তদা ॥ ১২
ততঃ কালে শিবে পুণ্যে মুহূর্তে নরিমর্দনৌ
হরিযুক্তেন তৌ বীরৌ প্রবিষ্টৌ মথুরাং পুরীম ॥ ১৩
প্রবিশন্তং পুরীং রম্যাং গোবিন্দং রামমেব চ।
অনুজগ্মুর্যদুগণাঃ সুরং দেবগণা ইব ॥ ১৪
বসুদেবস্য ভবনং পিতুস্তৌ সুতনন্দনৌ
প্রবিষ্টৌ হৃষ্টবদনৌ চন্দ্রাদিত্যাবিবাচলম ॥ ১৫
তত্রাযুধানি সন্ন্যস্য গৃহে স্বে বৈষ্ণবচারিণৌ
মুমুদাতে মহাত্মানৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ১৬
ততস্তু বসুদেবস্য পাদৌ সমভিপীড্য চ।
তত্রোগ্রসেনং রাজানমন্যাংশ্চ যদুপুঙ্গবান্ ॥ ১৭
যথান্যায়ং পূজয়িত্বা তৌ সর্বৈশ্চাভিনন্দিতৌ
জগ্মতুর্হৃষ্টমনসৌ মাতুরেব নিবেশনম্ ॥ ১৮
এবং তাবেকনির্শ্বাণৌ মথুরায়াং শুভাননৌ
উগ্রসেনানুগৌ ভূত্বা কঞ্চিৎ কালং মুমোদতুঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রামকৃষ্ণয়োর্মথুরাং প্রত্যাগমনে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

সেই দুই ভ্রাতার আগমনে ইন্দ্রোৎসবের ন্যায় সম্পূর্ণা মথুরা পুরী পরম শোভাসম্পন্না হইয়া হর্ষে উল্লসিতা হইয়া উঠিল। ৬ কিছুই আনন্দময় হইল। ৬

রাজপথসমূহে গায়কগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যাদবগণের প্রিয়কর আশীর্বাদযুক্ত গাথাসকল গান করিতে লাগিলেন। ৭

এবং সর্বত্র এই ঘোষণা করাইয়া দেওয়া হইল যে, যাদবগণ! বিখ্যাত বীর দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এখন নিজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব সকল মানুষ নির্ভয় হইয়া যথেচ্ছ ক্রীড়া করুক। ৮

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর সেই মথুরা পুরীতে তখন কেহই দীন, মলিন অথবা উদাসচিত্ত রহিল না। ৯

পক্ষীরা সুমধুর রব করিতে লাগিল; গো, অশ্ব ও হস্তিগণও নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া উঠিল এবং নর-নারীগণ সকলেই মনে মনে অত্যন্ত সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। ১০

শীতল ও সুখকারক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দশদিক্ নির্মল হইল এবং মন্দিরসমূহে স্থিত সমস্ত দেবতাগণও প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। ১১

সত্যযুগ আসিলে পর এ জগতে যে যে লক্ষণ ও বৃত্তান্ত সংঘটিত হয়, তৎ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের আগমনে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। ১২

তদনন্তর মঙ্গলময় পুণ্য মুহূর্তে সেই দুই শত্রুমর্দনকারী বীর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অস্ত্রযুক্ত রথে মথুরাপুরী প্রবিষ্ট হইলেন। ১৩

সেই রমণীয় মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পশ্চাতে পশ্চাতে সমস্ত যাদবগণ সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করেন। ১৪

যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য মেরুপর্বতের গুহায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ এই দুই মহানন্দন বীর পিতা বসুদেবের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় ইঁহাদের উভয়ের মুখই প্রসন্ন ছিল। ১৫

সেখানে নিজ গৃহে অস্ত্রসমূহ রাখিয়া সেই দুই যদুকুলতিলক বসুদেবপুত্র স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে করিতে আনন্দ লাভ করিলেন। ১৬

তদনন্তর বসুদেবের দুই চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করত রাজা উগ্রসেন এবং অন্য প্রধান যদুবংশীয়দিগকে যথোচিত সম্মান করিবার পর তাঁহাদের দ্বারা নিজেরাও অভিনন্দিত হইয়া এই দুই ভ্রাতা প্রসন্নমনে মাতার ভবনে গমন করিলেন। ১৭-১৮

এইরূপে একই তত্ত্বে নির্মিত এবং একই উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য অবতীর্ণ এই দুই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাজা উগ্রসেনের অনুগামী হইয়া কিছুকাল সানন্দে বাস করিলেন। ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাগমনবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামস্য ব্রজযাত্রা, তেন যমুনায়া আকর্ষণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স্মৃত্বা গোপেষু সৌহৃদম্
জগামৈকো ব্রজং রামঃ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিতঃ ॥ ১

স গতস্তত্র রম্যাণি দদর্শ বিপুলানি বৈ
ভুক্তপূর্ব্বাণ্যরণ্যানি সরাংসি সুরভীণি চ ॥ ২

স প্রবিষ্টস্তু বেগেন তং ব্রজং কৃষ্ণপূর্ব্বজঃ।
বন্যেন রমণীয়েন বেশেনালঙ্কৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৩

স তানভ্যাযত প্রীত্যা যথাপূর্ব্বমরিন্দমঃ
গোপাংস্তেনৈব বিধিনা যথাস্যায়ং যথাবয়ঃ ॥ ৪

তথৈব প্রাহ তান্ সর্ব্বাংস্তথৈব পরিহর্ষয়ন্।
তথৈব সহ গোপীভির্যোজয়ন্মধুরাঃ কথাঃ ॥ ৫

তমূচুঃ স্থবিরা গোপাঃ স্ত্রিয়ঃ মধুরভাষিণঃ।
রামং রময়তাং শ্রেষ্ঠং প্রবাসাৎ পুনরাগতম্ ॥ ৬

স্বাগতং তে মহাবাহো যদূনাং কুলনন্দন
অদ্য স্ম নির্ব্বৃতাস্তাত দৃষ্ট্বা পদ্মানিভে বয়ম্ ॥ ৭

প্রীতাশ্চৈব বয়ং বীর দৃষ্ট্বা পুনরিহাগতঃ
বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু রামঃ শত্রুভয়ঙ্করঃ ॥ ৮

বর্দ্ধনীয়া বয়ং বীর ত্বয়া যাদবনন্দন
অথবা প্রাপিনস্তাত রমস্বেহ জন্মভূমিষু ॥ ৯

ত্রিদশানাং বয়ং মান্যা ধ্রুবমস্মানলাযন।
যে স্ম দৃষ্টাস্ত্বয়া তাত কাঙ্ক্ষিনাথাস্তবাগমম্ ॥ ১০

দিষ্ট্যা তে নিহতা মল্লাঃ কংসশ্চ বিনিপাতিতঃ।
উগ্রসেনোঽভিষিক্তশ্চ মাহাত্ম্যেন জনেন বৈ ॥ ১১

সমুদ্রে চ শ্রুতোঽস্মাভিস্ত্বিনিনা সহ বিগ্রহঃ
বধঃ পঞ্চজনস্যৈব জরাসন্ধেন বিগ্রহঃ
গোমন্তে চ শ্রুতোঽস্মাভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ বিগ্রহঃ ॥ ১২

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

[বলরামের ব্রজযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা যমুনার আকর্ষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কিছু কালের পর গোপগণের সৌহার্দ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করত বলরাম একাকীই ব্রজে গমন করিলেন। ১

সেস্থানে যাইয়া তিনি সুদৃশ্যপূর্ণ রমণীয় বহুসংখ্যক বিশাল বন ও সরোবর দর্শন করিলেন, যে সমস্ত বন তিনি পূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন। ২

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজাত বলরাম সবেগে সেই ব্রজমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় এই প্রভাবশালী সঙ্কর্ষণ বনবাসীদিগের যোগ্য রমণীয় বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত ছিলেন। ৩

শত্রুদমন বলরাম পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিসহকারে সমবয়স্ক, অল্পবয়স্ক ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে যথাযথভাবে পূর্ব্বাচরিত রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আপ্যায়ন ও প্রণামাদি করিয়া সকলের সহিত আলাপ করিলেন। ৪

তিনি পূর্ব্ববৎ সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে সেইভাবেই (পূর্ব্ববৎ) কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন এবং গোপীগণের সহিতও পূর্ব্বের ন্যায় মধুর আলোচনা করিলেন। ৫

মনকে আনন্দপ্রদানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সকলেরই প্রিয় বলরাম প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতএব মধুরভাষী বৃদ্ধ গোপগণ তাঁহাকে বলিলেন। ৬

যদুকুলের আনন্দপ্রদ মহাবাহু বলরাম! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? অথবা তোমাকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। তাত! আজ আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি; কারণ, আমরা দীর্ঘকালের পর তোমাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ৭

বীর! তুমি যে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিয়াছ, ইহাতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। শত্রুগণের ভয়ঙ্কর রাম! তুমি তিন লোকে বিখ্যাত। ৮

বীর! তুমি যাদবগণের আনন্দপ্রদ। এখানে আসিয়া তুমি যে আমাদের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছ, ইহা তোমার উচিত কার্য্যই হইয়াছে। তাত! অথবা নিজের জন্মভূমিতে সকল প্রাণীর সুখলাভ হয়। ৯

নির্মলমনা! তুমি যে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছ, ইহাতে নিশ্চয়ই আমরা দেবগণেরও মাননীয় হইয়া গিয়াছি। তাত! আমরা প্রতিদিন তোমার শুভাগমন কামনা করিয়া আসিতেছি। ১০

অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি ভ্রাতা তোমাদের দ্বারা মল্লগণ নিহত হইয়াছে, কংস ভূপাতিত হইয়াছে এবং উগ্রসেন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। উগ্রসেনের মহানুভবতার জন্যই রাজ্যে তাঁহার অভিষেক হইয়াছে। ১১

আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, সমুদ্রে তিনির (পঞ্চজন নামক

দরদস্য বধশ্চৈব জরাসন্ধপরাজয়:
তত্রাদ্ভুতাবতরণং শ্রুতং নঃ পরমাদ্ভুতে ॥ ১৩
বধশ্চৈব শৃগালস্য করবীরপুরোত্তমে।
তৎসুতস্যাভিষেকশ্চ বাসুদেবাপ্ত সান্ত্বনম্ ॥ ১৪
মথুরায়াঃ প্রবেশশ্চ কীর্ত্তনীয়ঃ সুরোত্তমৈঃ
প্রতিষ্ঠাতা চ বসুধা পার্থিবাশ্চ বশীকৃতাঃ ॥ ১৫
তব চাগমনং দৃষ্ট্বা সভাগ্যাঃ স্ম বয়ং পুরা।
তেন স্ম পরিতুষ্টা বৈ হৃষিতাশ্চ সবান্ধবাঃ ॥ ১৬
প্রত্যুবাচ ততো রামঃ সর্ব্বাংস্তানবিতঃ স্থিতান্
যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বান্ধবাঃ ॥ ১৭
ইহাবয়োর্গতং বাল্যমিহ চৈবাবয়ো বয়ম্।
ভবদ্ভির্বর্দ্ধিতাশ্চৈব যাস্যামো বিক্রিয়াং কথম্ ॥ ১৮
গৃহেষু ভবতাং ভুক্তং গাবশ্চ পরিরক্ষিতাঃ।

অস্মাকং বান্ধবাঃ সর্ব্বে ভবন্তো বন্ধুসৌহৃদাঃ ॥ ১৯
ব্রুবতোবং যদা তত্র গোপমধ্যে হলায়ুধে
সংহৃষ্টবদনা ভূয়ো বভূবুর্ব্রজযোষিতঃ ॥ ২০
ততো বনান্তরগতো রেমে রামো মহাবলঃ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তে রামায় বিদিতাত্মনে ॥ ২১
গোপালৈর্দেশকালজ্ঞৈরুপানীয়ত বারুণী
সোঽপিবৎ পাণ্ডুরাভাতস্তৎকালং জ্ঞাতিভির্বৃতঃ ॥ ২২
বনান্তরগতো রামঃ পানং মদসমীরণম্।
উপনিন্যুস্ততস্তস্মৈ বন্যানি বিবিধানি চ ॥ ২৩
প্রত্যগ্রসরসীয়ানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
মেধ্যাংশ্চ বিবিধান্ গন্ধান্ ভক্ষ্যাংশ্চ হৃদয়ঙ্গমান্ ॥
সদ্যো হৃতানি পদ্মানি বিকচান্যুৎপলানি চ ॥ ২৪
শিরসা চারুকেশেন কিঞ্জিদাবৃতমৌলিনা।

মতর সংহার) সহিত তোমাদের যুদ্ধ হইয়াছে। উহাতে পঞ্চজন নিহত হইয়াছে। তাহার পর মথুরায় জরাসন্ধের সহিত তোমাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে; আমরা আরও শুনিয়াছি যে, গোমন্ত পর্ব্বতের নিকট ক্ষত্রিয়গণের সহিত তোমাদের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে। ১১

সেই সংগ্রামে রাজা দরদের বধসাধন হইয়াছে এবং জরাসন্ধের পরাজয় হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি যে, সেই মহাযুদ্ধে তোমাদের জন্য আকাশ হইতে দিব্য অস্ত্রসকলের অবতরণ হইয়াছে। ১৩

উত্তম করবীরপুরে রাজা শৃগালকে বধ করিয়া তাঁহার পুত্র বসুদেবের সেই রাজ্যে অভিষেক হইয়াছে এবং সেই রাজ্যের রাষ্ট্রিকগণকে তোমরা সান্ত্বনাদান করিয়াছ। ১৪

পুনরায় তোমাদের যে মথুরায় প্রবেশ হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও কীর্ত্তনযোগ্য। তোমরা পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছ এবং সমস্ত ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়াছ। ১৫

তোমার শুভাগমন দর্শন করিয়া আমরা পূর্ব্ববৎ সৌভাগ্যশালী হইয়াছি। আমরা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষলাভ করিয়াছি এবং নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি। ১৬

তখন বলরাম নিজের চারিদিকে অবস্থিত সেই সমস্ত গোপগণকে বলিলেন—সকল যাদবগণের মধ্যে আপনারাই আমাদের প্রকৃত বান্ধব। এখানেই আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে, এখানে নানা খেলায় রত ছিলাম এবং আপনারাই আমাদের পালন-পোষণ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সুতরাং আপনাদের আমরা কি করিয়া বিস্মৃত হইব? ১৭-১৮

আমরা আপনাদের গৃহে ভোজন করিয়াছি এবং গোচারণ করিয়াছি। আপনারা সকলে আমাদের বিশেষ অনুরক্ত উপকারকারী বন্ধু। ১৯

হলায়ুধ বলরাম যখন গোপগণের মধ্যে এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই সব কথা শুনিয়া ব্রজরমণীদিগের মুখ পুনরায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২০

তদনন্তর মহাবল বলরাম বনের মধ্যে যাইয়া সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার মনোভাব জানিয়া দেশ-কালসহজ্ঞে অভিজ্ঞ গোপালগণ তাঁহার জন্য বারুণী (সুরা বা সুরা) লইয়া আসিলেন। তাহার পর সেই বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া গৌর-কান্তি বলরাম সেই সময় উহা পান করিলেন। ২১-২২

বনমধ্যে থাকিয়া বলরাম যে মদ্য পান করিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু মাদকতাপূর্ণ ছিল; উহা পান করিবার পর গোপবালকগণ তাঁহার জন্য বনজাত নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল লইয়া আসিলেন, তৎসমস্তই তখন নূতন (তাজা) থাকায় অতিশয় রমণীয় দেখাইতেছিল। ইহার পর গোপগণ তাঁহার জন্য নানাবিধ পবিত্র গন্ধ এবং মনোরম ভক্ষ্য পদার্থ প্রস্তুত করিলেন। সদ্য আনীত বহু বিকশিত পদ্ম ও উৎপল তাঁহাকে উপহার দিলেন। ২৩-২৪

বলরামের মস্তকের কেশরাজি অতিশয় মনোহর ছিল। তাঁহার উপর স্থাপিত মুকুট উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। তাঁহার এক কর্ণে

শ্রবণৈকাবলম্বেন কুণ্ডলেন বিরাজতা ॥ ২৫
চন্দনার্দ্রেণ পীতেন বনমালাবলম্বিনা
বিবভাবুরসা রামঃ কৈলাসেনেব সুন্দরঃ ॥ ২৬
নীলে বসানো বসনে প্রভাগ্রহলদপ্রভে
বরাজ বপুষা শুভ্রস্তিমিরৌঘে যথা শশী ॥ ২৭
লাঙ্গলেনাবনিক্তেন ভুজগাভোগবর্ত্তিনা
তথা ভুজাগ্রনিষ্টেন মুসলেন চ ভাস্বতা ॥ ২৮
স মত্তো বলিনাং শ্রেষ্ঠো বরাঙ্গাঘূর্ণিতাননঃ
শৈশিরীষু ত্রিযামাসু যথা স্বেদালসঃ শশী ॥ ২৯
রামস্তু যমুনামাহ স্নাতুমিচ্ছে মহানদি।
এহি মামভিগচ্ছ ত্বং রূপিণী সাগরঙ্গমে ॥ ৩০
সংকর্ষণস্য মত্তোক্তাং ভারতীং পরিচুহ্য সা।
নাভ্যবর্ত্তত তং দেশং স্ত্রীত্বভাবেন মোহিতা ॥ ৩১
ততস্তু ক্রোধ বলবান্ রামো নদসমীরিতঃ।
চকার স হলং হস্তে কর্ষণায়োদ্যতঃ বলী ॥ ৩২
তস্যাস্তুপরি মেদিন্যাঃ পেতুস্তামরসস্রজঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পকোশৈশ্চ বাসরেষ্বরুণং জলম ॥ ৩৩
স হলেনাগ্রতাগ্রেণ কূলে গৃহ্য মহানদীম্
চকর্ষ যমুনাং রামো ব্যথিতাং বনিতামিব ॥ ৩৪
সা বিহ্বলজলস্রোতা হ্রদপ্রস্থিতসঙ্কথা।
ব্যাবর্ত্তত নদী ভীতা হলনার্গানুসারিণী ॥৩৫
লাঙ্গলাশিষ্টবর্ত্মা সা বেগগা বক্রগামিনী
সঙ্কর্ষণভয়ত্রস্তা যোষেবাকুলতাং গতা ॥ ৩৬
পুলিনশ্রোণিবিম্বৌষ্ঠী মৃদিতৈস্তোয়তাড়িতৈঃ
ফেনমেখলসূত্রৈশ্চ ছিদ্রৈরম্বুদগামিনী ॥ ৩৭
তরঙ্গবিষমাশীড়া চক্রবাকোন্নতস্তনী।
বেগগম্ভীরবক্ত্রাঙ্গী ত্রস্তনীনবিভূষণা ॥ ৩৮

সুন্দর কুণ্ডল দুলিতেছিল, বক্ষঃস্থল চন্দনের অনুলেপনে আর্দ্র ও পীতবর্ণ ছিল এবং উহার উপর বনমালা দুলিতেছিল। এরূপ বক্ষের দ্বারা বলরামের সেইরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ কৈলাস পর্ব্বতের দ্বারা সুন্দরাচলের শোভা হইয়া থাকে ॥২৫-২৬

তিনি নূতন মেঘতুল্য কান্তিমান্ দুইটি নীল বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং শরীরে তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন; অতএব অন্ধকার-রাশির মধ্যে স্থিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭

তাঁহার এক হস্তে সর্পদেহতুল্য বিশাল হল শোভা পাইতেছিল এবং অন্য হস্তে দেদীপ্যমান মুসল ধৃত ছিল ॥ ২৮

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম মধুপানে মত্ত ছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন ঘূর্ণিতে ছিল। তিনি তখন শরৎকালের রাত্রিতে মেঘবিমুক্ত অলসতাপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৯

সেই সময় বলরাম যমুনাকে বলিলেন,—মহানদি! আমি স্নান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। সাগরগামিনি! তুমি মূর্ত্তিমতী হইয়া এস এবং আমার সহিত চল ॥ ৩০

সঙ্কর্ষণের এই কথাকে মত্ত ব্যক্তির সাধারণ কথা ভাবিয়া এবং নারীস্বভাবের দ্বারা মোহিতা হইয়া সেই নদী তাঁহাকে অবহেলা করত তাঁহার অভীষ্ট স্থানে যাইলেন না ॥ ৩১

তখন বলবান্ বলরাম মদে প্রেরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি যমুনাকে কর্ষণ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ হলকে অধোমুখ করিলেন ॥ ৩২

যমুনাকে আকর্ষণ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে পদ্মপুষ্পের মালাসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, উহারা পুষ্পকোশসকলের দ্বারা সুশোভিত সরাগে অরুণবর্ণ জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৩

যাহার অগ্রভাগ কিন্তু বক্র ছিল, সেই হলকে যমুনার তীরে লাগাইয়া বেচ্ছাচারিণী বনিতার ন্যায় সেই মহানদী যমুনাকে অভীষ্ট দিকে আকর্ষণ করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৪

ইহাতে তাঁহার জলস্রোত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হ্রদমধ্যে যে অগাধ জলরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহা সেস্থান হইতে নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই নদী তখন ভীতা হইয়া হলকৃত পথে চলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

হলের রেখাই তাঁহার গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করিতেছিল। সরলপথে বেগে গমনকারিণী যমুনা তখন বক্রপথে মন্থর গতিতে যাইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্কর্ষণের ভয়ে ত্রস্তা হইয়া কোনও যুবতীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬

দুই তীরই তাঁহার নিতম্ব ছিল, রক্তপদ্মসমূহই তাঁহার অরুণবর্ণের দুই ওষ্ঠ-অধর ছিল। ফেনই ইহার মেখলার সূত্র ছিল, যাহা জলের দ্বারা তাড়িত ও মথিত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল; এই নদীরূপিণী যুবতী সমুদ্ররূপী প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছিল ॥ ৩৭

ইহার তরঙ্গরূপী শিরোভূষণ উচ্চ-নীচ ছিল। চক্রবাক-(পক্ষিবিশেষ) রূপী স্তন উপরে উত্থিত ছিল, ইহার গম্ভীর

সিতহংসেক্ষণাপাঙ্গী কাশকৌমোল্লিতাম্বরা।
তীরজোদ্ভূতকেশান্তা জলস্খলিতগামিনী ॥৩৯
লাঙ্গলোল্লিখিতাপাঙ্গী ক্ষুভিতা সাগরঙ্গমা
মত্তেব কুটিলা নারী রাজমার্গেণ গচ্ছতী ॥ ৪০
কৃষ্যতে সাতিবেগেন স্রোতঃস্খলিতগামিনী।
ঊর্ম্মাপানীতমার্গা সা যেন বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৪১
বৃন্দাবনস্য মধ্যেন সা নীতা যমুনা নদী
রোহিণীনন্দনেনৈব খগৈরন্বিতা তোয়বাসিভিঃ ॥ ৪২
সা যদা সমতিক্রান্তা নদী বৃন্দাবনং বনম্।
তদা স্ত্রীরূপিণী ভূত্বা যমুনা বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৩
প্রসীদ নাথ ভীতাস্মি প্রতিলোমেন কর্ষণা।
বিপরীতমিদং রূপং তোয়ঞ্চ মম জায়তে ॥ ৪৪
অসত্যাহং নদীমধ্যে রৌহিণেয় ত্বয়া কৃতা।
কর্ষণেন মহাবাহো স্বমার্গব্যভিচারিণী ॥ ৪৫

প্রাপ্তাং মাং সাগরে পূর্ণং সপত্ন্যো বেগগর্বিতাঃ
ফেনহাসৈর্হসিষ্যন্তি তোয়বাবৃত্তগামিনীম্ ॥ ৪৬
প্রসাদং কুরু মে বীর যাচে ত্বাং কৃষ্ণপূর্বজ
সুপ্রসন্নমনা নিত্যং ভব ত্বং সুরসত্তম ॥ ৪৭
কর্ষণাধুষ্করূপাস্মি রোষোঽয়ং বিনিবর্ত্যতাম্
মূর্দ্ধ্না গচ্ছামি চরণৌ তবৈষা লাঙ্গলায়ুধ।
মার্গমাদিষ্টমিচ্ছামি ক্ব গচ্ছামি মহাভুজ ॥ ৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রণয়াবনতাং দৃষ্ট্বা যমুনাং লাঙ্গলায়ুধঃ
প্রত্যুবাচার্ণববধূং মহাক্রান্ত ইদং বচঃ ॥ ৪৯
লাঙ্গলাদিষ্টমার্গা ত্বমিমং মে প্রিয়দর্শনে।
দেশমম্বুপ্রদানেন প্লাবয়স্বাখিলং শুভে ॥ ৫০
এষ তে মুক্ত সন্দেশঃ কথিতঃ সাগরঙ্গমে।
শান্তিং ব্রজ মহাভাগে গম্যতাঞ্চ যথাসুখম্ ॥ ৫১

অন্ত বেশের জন্য যত্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ইনি এক্ষণ স্ত্রীরূপী আভরণে বিভূষিতা ছিলেন ॥ ৩৮

শ্বেত হংস ইহার নেত্র ও অপাঙ্গ (নেত্রপ্রান্তভাগ) ছিল, কাশপুষ্প ইহার উজ্জীয়মান বেশমী বস্ত্র ছিল। তীরজাত বৃক্ষাদি ইহার কেশস্থানীয় ছিল এবং জলের প্রবাহই ইহার স্খলিত গতি ছিল ॥ ৩৯

ইহার নেত্রপ্রান্ত যেন হলের আকর্ষণের আঘাতে রেখাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, এই সাগরগামিনী যমুনা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই কুটিলগামিনী নদী তখন যেন মত্তা রমণীর ন্যায় উদ্ধত রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪০

উচ্চ-নীচ প্রবাহই ইহার স্খলিত গতি ছিল। তিনি সেই বিপরীত পথে নীতা হইলেন, যে পথে বৃন্দাবন-বন সুশোভিত ছিল ॥ ৪১

যমুনা নদী বৃন্দাবনের মধ্যভাগ দিয়া নীতা হইলেন। জলচারী পক্ষীরা নানাবিধ কলরব করিতে করিতে তাঁহার সহিত আসিতেছিল, ইহাতে মনে হইল—এই নদী যেন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন ॥ ৪২

এই নদী যখন বৃন্দাবন অতিক্রম করিয়া যাইলেন, তখন তিনি স্ত্রীরূপে প্রকটিতা হইয়া বলরামকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩

নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার এই বিপরীত কর্ষণের দ্বারা অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই রূপ জল আজ বিপরীত হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪

রোহিণীনন্দন! মহাবাহো! আপনি আমাকে এইভাবে আকর্ষণ করিয়া নদীসকলের মধ্যে আমাকে 'অসতী' করিয়া দিয়াছেন। আপনি আমাকে আমার পথ হইতে ভ্রষ্টা করিয়াছেন ॥ ৪৫

যখন আমি সমুদ্রের নিকট যাইব, সেই সময় আমার সপত্নীরা নিজ নিজ বেগে গর্বিতা হইয়া নিজেদের ফেনরূপী হাস্যের দ্বারা উপহাস করিবে এবং আমাকে জলের দ্বারা বিপরীতগামিনী বলিবে ॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীর সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার প্রতি করুণা করুন। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার উপর সদা প্রসন্নচিত্ত হউন ॥ ৪৭

হলায়ুধ! আমি আপনার কর্ষণায়ুধের (হলের) দ্বারা এই রোষকে সংবৃত করিয়া লউন। আমি আপনার চরণতলে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছি। মহাবাহো! আমাকে পথ বলিয়া দিন, আমি কোথায় যাইব? ৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সমুদ্রপত্নী যমুনাকে প্রেমে নম্রমস্তক হইতে দেখিয়া মদ্যপানজনিত মদের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া বলরাম এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

শুভে! প্রিয়দর্শনে! আমি হলের দ্বারা তোমার যাইবার জন্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছি; তুমি এই সম্পূর্ণ প্রদেশকে নিজের জলের দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া দাও ॥ ৫০

মুক্ত! সাগরগামিনি! তোমার জন্য এই সংবাদ আমি তোমাকে বলিলাম। শান্তি ধারণ কর এবং যেখানে তোমার সুবিধা হইবে

যাবৎ স্থাস্যতি লোকোঽয়ং তাবৎ তিষ্ঠতু মে যশঃ
যমুনাকর্ষণং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে তে ব্রজবাসিনঃ ॥ ৫২
সাধু সাধ্বিতি রামায় প্রণামং চক্রিরে তদা
তাং বিসৃজ্য মহাভাগাং তাংশ্চ সর্ব্বান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৫৩
ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা রামঃ প্রহরতাং বরঃ
পুনঃ প্রতিজগামাথ মথুরাং রোহিণীসুতঃ ॥ ৫৪
স গত্বা মথুরাং রামো ভবনে মধুসূদনম্
পরিবর্ত্তমানং বসুধে পৃথিব্যাঃ সারমব্যয়ম্ ॥ ৫৫
তথৈবাধ্বন্যবেশেন সোপস্থিষ্টো জনার্দ্দনম্ ।
প্রতাগ্রবনমালেন বক্ষসাভিবিরাজতা ॥ ৫৬

স দৃষ্ট্বা তূর্ণমায়ান্তং রামং লাঙ্গলধারিণম্ ।
সহসোত্থায় গোবিন্দো দদাবাসনমুত্তমম্ ॥ ৫৭
উপবিষ্টং তদা রামং পপ্রচ্ছ কুশলং হরেঃ
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু গোষু চৈব জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৮
প্রত্যুবাচ ততো রামো ভ্রাতরং সাধুভাষিণম্
সর্ব্বত্র কুশলং কৃষ্ণ যেষাং কুশলমিচ্ছসি ॥ ৫৯
ততস্তয়োর্বিচিত্রার্থাঃ পৌরাণাশ্চাভবন্ কথাঃ
বসুদেবাগ্রতঃ পুণ্যা রাম-কেশবয়োস্তদা ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
যমুনাকর্ষণে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

চলিয়া যাও। এই জগৎ সংসার যতকাল থাকিবে, ততকাল আমার এই যশ প্রতিষ্ঠিত থাকুক ॥ ৫১ ॥

যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণ সেই সময় 'সাধু সাধু' বলিয়া উচ্চারিত প্রশংসা করত বলরামকে প্রণাম করিলেন ॥ ৫২ ॥

মহাভাগা যমুনা ও সেই সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রহারকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোহিণীপুত্র বলরাম মনে মনে কিছু চিন্তা করত পুনরায় সত্বর মথুরা অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৩-৫৪

মথুরায় উপস্থিত হইয়া বলরাম পৃথিবীর সারভূত অবিনাশী মধুসূদনকে গৃহমধ্যে শয্যার উপর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে দেখিলেন ॥ ৫৫

তখন সেই পথিকবেশেই বলরাম নূতন বনমালায় বিভূষিত সুন্দর বক্ষঃস্থলের দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫৬

লাঙ্গলধারী বলরামকে শীঘ্রতাপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া গোবিন্দ সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে উত্তম আসন প্রদান করিলেন ॥ ৫৭

যখন বলরাম উপবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বান্ধব ও গোধনের বিষয়েও জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৮

তখন বলরাম মধুরভাষী ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে এই উত্তর দিলেন —শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যাহাদের কুশল কামনা করিতেছ, তাহাদের সর্ব্বত্রই কুশল ॥ ৫৯

তদনন্তর বসুদেবের সম্মুখে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিচিত্র অর্থযুক্ত পবিত্র ও পুরাতন কথাসমূহের আলোচনা হইতে লাগিল ॥ ৬০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বলরামকর্ত্তৃক যমুনানদীর আকর্ষণবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবৈঃ সহ রুক্মিণ্যাঃ স্বয়ংবর-সভায়াং কুণ্ডিনপুরে গমনম্, রাজ্ঞা কৈশিকেন তস্য সমাদরশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা লোকপ্রাবৃত্তিকা নরাঃ।
চক্রোদ্ঘুষ্টুং সর্ব্বে লোকপালসুহোপনম্ ॥ ১
তেষাত্তাত্ত্বিকশংসীষু লোকপ্রাবৃত্তিকেষ্বিহ।
কৃতসংজ্ঞা যদুশ্রেষ্ঠাঃ সমেতাঃ কৃষ্ণসংসদি ॥ ২
সমাগতেষু সর্ব্বেষু যদুমুখ্যেষু সংসদি
প্রাবৃত্তিকা নরাঃ প্রাহুঃ পার্থিবাত্যয়িকং বচঃ ॥ ৩
জনার্দ্দন নরেন্দ্রাণাং পার্থিবানাং সমাগমঃ।
ভবিষ্যতি ক্ষিতীশানাং সমুদ্যানেষনেকশঃ ॥ ৪
ত্বরিতাস্তত্র গচ্ছন্তি নানাজনপদেশ্বরাঃ।
কুণ্ডিনে পৃথুরীকাক্ষ ভোজপুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৫
প্রকাশং স্ম কথাস্তত্র জল্পন্তে মনুজেরিতাঃ
রুক্মিণী কিল নাম স্যান্তি রুক্মিণঃ প্রথনা স্বসা ॥ ৬
ভাবী স্বয়ংবরস্তত্র তস্যাঃ কিল জনার্দ্দন।
ইত্যর্থমেতে সবলা গচ্ছন্তি মনুজাধিপাঃ ॥ ৭
তস্যাস্ত্রৈলোক্যসুন্দর্য্যাস্তৃতীয়েঽহনি যাদব।
রুক্মদূষণদূষিণ্যা ভবিষ্যতি স্বয়ংবরঃ ॥ ৮
রাজ্ঞাং তত্র সমেতানাং হস্ত্যশ্বরথগামিনাম্
দ্রক্ষ্যামঃ শতশস্তত্র শিবিরাণি নগাস্তনাম্ ॥ ৯
সিংহশার্দ্দূলদৃপ্তানাং মত্তস্থিরগামিনাম্।
সদা যুদ্ধপ্রিয়াণাং হি পরস্পরমমর্ষিণাম্ ॥ ১০
জবায় শীঘ্রং সহিতা বলৌঘেন সমন্বিতাঃ।
নিরুদ্ধাঃ পৃথিবীপালাঃ কিমেকাস্তুচরা বয়ম্।
নিরুৎসাহা ভবিষ্যামো গচ্ছামো যদুনন্দন ॥ ১১
শ্রুত্বৈতৎ কেশবো বাক্যং হ্রদি শৈলমিবার্পিতম্
নির্জ্জগাম যদুশ্রেষ্ঠো যদূনাং সহিতো বলৈঃ ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণের সহিত রুক্মিণীর স্বয়ংবরের সভায় কুণ্ডিনপুরে গমন এবং রাজা কৈশিক কর্তৃক তাঁহার সমাদর]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার মধ্যে জগতে জ্ঞায়মান প্রবৃত্তি ও ঘটনাসমূহের সূচনাপ্রদায়ক মনুষ্যগণ মথুরায় আসিলেন এবং লোকপালগণের ভবনের ন্যায় সুশোভিত কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের ভবনে সমবেত হইলেন। ১

ইঁহারা সকলে বিনাশকারী যুদ্ধের সংবাদ জানাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর পরস্পর শুনিতে পাইয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সভায় সমবেত হইলেন। ২

এই সভায় সমস্ত প্রধান যাদবগণ উপস্থিত হইলে পর সেই সংবাদজ্ঞ মনুষ্যসকল রাজাদের বিনাশের কারণভূত বাক্য ইতাবে বলিতে লাগিলেন। ৩

জনার্দ্দন! অনেক দেশের বিবাহার্থী পৃথিবীপতিগণ, নরবৃন্দ ও নরেন্দ্রসকলের এক সম্মেলন হইবে। ৪

কমললোচন কৃষ্ণ! ভোজপুত্র রুক্মীর নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া বহু জনপদের রাজা ত্বরাসহকারে সেই কুণ্ডিনপুরে যাইতেছেন। ৫

জনার্দ্দন! সেখানে লোক-সকলের মুখ হইতে এই কথা গুরুরূপে শুনা যাইতেছে, রুক্মীর যে প্রথমা ভগিনী, যাঁহার নাম রুক্মিণী, তাঁহার সেখানে স্বয়ংবর সভা হইবে। সেইজন্য এই সব নরপতিগণ সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হইতেছেন। ৬-৭

যদুনন্দন! আজ হইতে তৃতীয় দিনে সুবর্ণময় আভরণে বিভূষিতা সেই ত্রিলোকসুন্দরী রুক্মিণীর স্বয়ংবর সভা হইবে। ৮

হস্তী, অশ্ব ও রথের দ্বারা গমন করিয়া সেখানে সমবেত মহান্ নরপতিগণের শত শত শিবির আমরা সেখানে দেখিতে পাইব। ৯

যাঁহারা সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য নিজ নিজ বলের দ্বারা গর্ব্বিত রহিয়াছেন, যাঁহারা মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গমন করেন, যুদ্ধই যাঁহাদের সদা প্রিয় এবং যাঁহারা পরস্পরের প্রতি অমর্ষপরায়ণ, এরূপ নরপতিগণকে জয় করিবার জন্য বহু ভূপতি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত সংগঠিত হইয়া সেখানে রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। যদুনন্দন! যদিও আমরা একান্ত নির্জ্জনদেশবাসী, তথাপি এরূপ এক মহাসমারোহ-ব্যাপারে কি উৎসাহহীন হইয়া থাকিব? না, আমরাও যাইব। ১০-১১

এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অনুভব করিলেন যে, যেন কেহ তাঁহার হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তখন সেই যদুশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ যদুবংশীয় সৈন্যগণের সহিত মথুরাপুরী হইতে নির্গত হইলেন। ১২

যাদবাস্তে বলোদগ্রাঃ সর্বে সংগ্রামলালসাঃ
নির্যযুঃ স্কন্দনবরৈর্দিব্যাস্ত্রিংশা ইব ॥ ১৩
বলাগ্রেণ নিযুক্তেন হরিরীশানসম্মতঃ
সক্তে স্বতন্ত্রকঃ কৃষ্ণো গদাপাণির্বিরাজত ॥ ১
যাদবাস্তাপরে তত্র বাসুদেবসুরক্ষিণঃ
রথৈরাদিত্যসঙ্কাশৈঃ কিঙ্কিণীপ্রতিনাদিতৈঃ ॥ ১৫
উগ্রসেনস্তু গে বিদ্বঃ প্রাহ নিশ্চিতদর্শনঃ।
তিষ্ঠ ত্বং নৃপশার্দূল ভ্রাতা মে সহিতোঽনঘ ॥ ১৬
ক্ষত্রিয়া বিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রনিশ্চিতদর্শনাঃ
পুরীং শূন্যামিমাং বীর জঘন্তেঽভিপতন্তি হ ॥ ১৭
অস্মাকং শঙ্কিতাঃ সর্বে ভয়াসঙ্কবশানুগাঃ।
মোদন্তে সুখিনস্তত্র দেবলোকে যথামরাঃ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভোজরাজো মহাযশাঃ।
কৃষ্ণস্নেহেন বিকৃতং বভাষে বদনাদুতম ॥ ১৯

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদূনাং নন্দিবর্দ্ধন।
শ্রোতব্যং যদহং ব্রূত্ব ব্রবীমি ত্বিপুসূদন ॥ ২০
ত্বয়া বিহীনাঃ সর্বে স্ম ন শক্তাঃ সুখমাসিতুম্
পুরেঽস্মিন্ বিষয়ান্তে বা পতিহীনা ইব স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১
ত্বৎপ্রনাথা বয়ং তাত ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিতাঃ।
বিভীমো ন নরেন্দ্রাণাং দেবেন্দ্রাণামপি মানদ ॥ ২২
বিজয়ায় মহাশ্রেষ্ঠ যত্র যত্র গমিষ্যসি।
তত্র ত্বং সহিতোঽস্মাভির্গচ্ছেথা যাদবর্ষভ ॥ ২৩

তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ দেবকীসুতঃ।
যথেষ্টং ভবতামদ্য যথা কর্তাস্মাসংশয়ম্ ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু বৈ কৃষ্ণো জগাম তু রথেন বৈ।
ভীষকস্য গৃহং প্রাপ্তো লোহিতায়তি ভাস্করে ॥ ২৫
প্রাপ্তে রাজসনাঙ্গে তু শিবিরাকীর্ণভূতলে।
রঙ্গং সুবিপুলং দৃষ্ট্বা রাজসীং তনুমাদিশৎ ॥ ২৬

বৃষ্ণ্যন্ধকগণের ও বলদর্পিত সেই সব যাদবগণ শ্রেষ্ঠ রথসমূহের দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ইঁহারা তখন পবিত্র দেবগণের ন্যায় শোভিত হইতেছিলেন। ১৩

নিজের আজ্ঞানুসারে যত্নকারী শ্রেষ্ঠ সৈন্যের সহিত যাত্রাকারী ও শিবের অতিশয় প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে গদা ধারণ করিয়া এবং অন্য চক্র উদ্যত করিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৪

তখন যাদবগণ সূর্যতুল্য তেজস্বী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের নাদে নিনাদিত বহু রথের দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে সেখানে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। ১৫

সেই সময় নিশ্চিত বুদ্ধিসম্পন্ন ভগবান্ গোবিন্দ রাজা উগ্রসেনকে বলিলেন—অনঘ! নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত এখানেই অবস্থান করুন। ১৬

বীর! ক্ষত্রিয়গণ প্রায়শই বল-কপটতায় চতুর, তাঁহাদের বুদ্ধিও রাজনীতিতে শাসিত আছে। কখনও যেন এরূপ না হয় যে, আমি চলিয়া যাইবার পর এই মধুরাপুরীকে শূন্য দেখিয়া তাঁহারা আক্রমণ করিতে পারেন। ১৭

আমাদের দ্বারা শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা সকলে ভয়াসঙ্কের বশবর্তী হইয়াছেন এবং দেবলোকে নিবাসকারী দেবগণের ন্যায় তাঁহারা ভয়াসঙ্কের নিকট অতিশয় সুখে ও আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী ভোজরাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের স্নেহে পরিপূর্ণ অদ্ভুততর বাক্যে বলিলেন। ১৯

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! তুমি যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী। শত্রুসূদন! এই সময় আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা শ্রবণ কর। ২০

তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া আমরা সকলে এই নগরে বা রাজ্যে পতিহীনা স্ত্রীগণের ন্যায় সুখে বাস করিতে সমর্থ হইব না। ২১

মানদাতা তাত! তোমার দ্বারাই আমরা সনাথ আছি। তোমার বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা নরপতিগণের কথা কি? ইন্দ্রসহ দেবগণকেও ভয় করি না। ২২

শ্রেষ্ঠ! যাদবপ্রবর! তুমি বিজয়লাভের জন্য যে যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল। ২৩

রাজা উগ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—মহারাজ! আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হইবে, আমি সেইরূপই করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথে করিয়া গমন করিলেন এবং সূর্যদেব রক্তবর্ণ হইলে রাজা ভীষকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ২৫

তখন রাজাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের শিবিরের দ্বারা কুরুক্ষেত্রের পার্শ্বভাগের সকল ভূভাগ

বিত্রাসনার্থং নৃপানাং প্রকাশার্থং পুরাতনম্।
মনসা চিন্তয়ামাস বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥ ২৭
তচ্চিন্তিতমাত্রস্তু বিদিত্বা বিনতাসুতঃ।
সুখলব্ধাং বপুঃ কৃত্বা মিলিতো কেশবান্তিকে ॥২৮
তস্য পক্ষনিপাতেন পবনেনাভ্রসন্নিভা।
কম্পিতা মনুজাঃ সর্বে হাহাকাংশ্চ পতিতা ভুবি ॥ ২৯
গরুড়াভিহতাঃ সর্বে প্রচেষ্টন্তো ঘনোরগাঃ
তান্ সন্নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো গিরিনিবাচলঃ ॥ ৩০
স তদা পক্ষপাতেন মেনে পতগসত্তমম্
দদর্শ গরুড়ং প্রাপ্তং দিবাস্ত্রগদ্যালসনম ॥ ৩১
পক্ষবাতেন পৃথিবীং চালয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ।
পৃষ্ঠাসক্তৈঃ প্রহরণৈর্লেলিহদ্ভিনিবোরগৈঃ ॥ ৩২
বৈষ্ণবং হস্তসংস্পর্শং মন্যমানমবাঙ্মুখম্।
চরণাভ্যাং প্রকর্ষন্তং পাণ্ডুরং ভোগিনাং বরম্ ॥ ৩৩
হেমপত্রৈরুপচিতং ধাতুমন্তমিবাচলম্
অমৃতাহরণহর্তারং দ্বিজিহ্বেন্দ্রবিনাশনম্ ॥ ৩৪
ত্রাসনং দৈত্যসঙ্ঘানাং বাহনং ধ্বজলক্ষণম্
তং দৃষ্ট্বা স ধ্বজং প্রাপ্তং সচিবং সাম্পরায়িকম্ ॥ ৩৫
গতিমন্তং গরুত্মন্তং জগাদ মধুসূদনঃ
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টঃ স্থিতং দেবনিবাপরম্
তুল্যসামর্থ্যয়া বাচা গরুত্মন্তমবস্থিতম্ ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

স্বাগতং খেচরশ্রেষ্ঠ সুরসেনারিমর্দন।
বিনতাহৃদয়ানন্দ স্বাগতং কেশবপ্রিয় ॥ ৩৭
ব্রজ পত্ররথশ্রেষ্ঠ কৈশিকস্য নিবেশনম্।
বয়ং তত্রৈব গন্তারঃ প্রতীক্ষস্ব স্বয়ংবরম্ ॥ ৩৮

পূর্ণ হইয়া যাইল। বরযাত্রের রঙ্গস্থলও অতিশয় বিশাল ছিল। তাহা দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজস প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন ॥ ২৬

তিনি রাজাদিগকে ভীত ও নিজের প্রভাবকে প্রকাশিত করিবার জন্য পুরাতন বাহন মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে মনে মনে চিন্তা করিলেন ॥ ২৭

চিন্তা করিবামাত্রই তাঁহার মনোভাব জানিয়া বিনতানন্দন গরুড় সুখ পূর্বক দর্শনযোগ্য সৌম্য সরীর ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে লুকাইয়া অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া রহিলেন ॥ ২৮

তাঁহার পক্ষ সঞ্চালন বায়ুও উৎপাতিক রূপ ছিল। গরুড় পক্ষবায়ুর স্পর্শে সেখানে সকল মানুষই কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৯

গরুড়ের বেগে আহত হইয়া ভূতলে পতিত সকল মানুষই তখন সর্পগণের ন্যায় চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িল। তাহাদের সকলকে পতিত দেখিয়া পর্বততুল্য অবিচলিতভাবে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত পক্ষবায়ুর দ্বারা অনুমান করিয়া লইলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। (তখন তিনি মনে মনেই তাঁহার সমাদর করিলেন।) ॥ ৩০

তারপর অল্পকাল পরে তিনি দেখিলেন যে, গরুড় উপস্থিত হইয়াছেন। এই গরুড় তখন দিব্য মালা ও চন্দনে অলঙ্কৃত ছিলেন এবং নিজের পক্ষসঞ্চালনে উত্থিত বায়ুর দ্বারা পৃথিবীকেও বারবার চালিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

উহার পৃষ্ঠভাগে কিন্তু দিব্য আয়ুধ সংযুক্ত ছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল, যেন সর্প তাঁহার পূর্বে লেহন করিতেছিল। তিনি মুখ নিম্নে করিয়া এই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর করদ্বয়ের স্পর্শ আমার লাভ হইতেছে ॥ ৩২

গরুড় এই সময় নিজের দুই চরণের দ্বারা এক বিশাল সর্পকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সর্পের বর্ণ শ্বেত ছিল। তিনি সুবর্ণময় পক্ষসমূহে সম্পন্ন থাকায় বিবিধ ধাতুসমূহে সংযুক্ত পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৩৩

ইনিই সেই গরুড়, যিনি পূর্বে একবার অমৃতকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি সর্পরাজগণের বিনাশকারী ছিলেন, দৈত্যসঙ্ঘের ত্রাসস্বরূপ ছিলেন এবং ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজচিহ্ন ও বাহন ছিলেন ॥ ৩৪

নিজের ধ্বজ, সচিব ও সঙ্কটকালের সঙ্গী ধৈর্যবান গরুড়কে আসিতে দেখিয়া ও অন্য এক দেবতার ন্যায় সেখানে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান মধুসূদন অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সম্মুখে উপস্থিত গরুড়কে তাঁহার তুল্য শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা বলিলেন ॥ ৩৫-৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আকাশচারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়। তোমাকে স্বাগত জানাই। দেবসৈন্যগণের শত্রুমর্দনকারী কেশবপ্রিয়। তুমি বিনতার হৃদয়ের আনন্দবর্ধনকারী। তোমাকে স্বাগত জানাই ॥ ৩৭

পক্ষীরাজগণের শ্রেষ্ঠ, সেই পক্ষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গরুড়। তুমি রাজা কৈশিকের (এই রাজা কৈশিক বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের

রাজ্ঞাং তত্র সমেতানাং হস্ত্যশ্বরথগামিনাম্
উৎক্রান্তঃ শতশস্তত্র সংঘাতানাং মহাস্বনঃ ॥ ৩৯
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বৈনতেয়ং মহাবলম্
জগামাশু পুরীং কৃষ্ণঃ কৈশিকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০
বৈনতেয়সখঃ শ্রীমান্ যাদবৈশ্চ মহারথৈঃ
বিবর্ভনগরীং প্রাপ্তে কৃষ্ণে দেবকিনন্দনে ॥ ৪১
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে নিবাসায়োপচক্রমুঃ
সর্বে শস্ত্রযুধো রাজানো বলশালিনঃ ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা নরবিশারদঃ।
কৈশিকস্তত্র উত্থায় প্রস্থাপ্যৈনাস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪৩
অর্ঘমাচমনং দত্ত্বা স রাজা কৈশিকঃ স্বয়ম্
সংকৃতা বিধিবৎ কৃষ্ণং স্বপুরং সম্প্রবেশয়ৎ ॥ ৪৪
পূর্বমেব তু কৃষ্ণস্য কারিতং নিবাসমন্দিরম্
বিশেষ সবলঃ শ্রীমান্ কৈলাসং শঙ্করো যথা ॥ ৪৫
স্বাস্তপানবিরক্তৌঘৈর্বর্ধিতো বাসবানুজঃ।
সুখেন উষিতঃ কৃষ্ণস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনে।
পূজিতো বহুমানেন স্নেহপূর্ণেন চেতসা ॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
রুক্মিণীস্বয়ংবরে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

পিত ও কন্যার পিতামহ) ভবনে গমন কর। আমরা আজ সেই স্থানেই যাইয়া বরাবরের জন্য প্রতীক্ষা করিব। ৩৮

সেখানে হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের ঘোর গমনকারী শত শত মহাত্মা রাজা সমবেত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের বর্ণন করিব। ৩৯

মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে এরূপ কথা বলিয়া মহাবাহু শ্রীমান্ কৃষ্ণ গরুড় ও মহারথী যাদবগণের সহিত মহাত্মা কৈশিকের রাজধানী কুণ্ডিনপুরে গমন করিলেন। ৪০

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিবর্ভনগরে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার সহিত সকল মানুষই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। সকলেই হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সেই সব বলশালী ও অস্ত্রধারী রাজারা সেখানে বাস করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ৪১-৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়ে নীতিবিশারদ রাজা কৈশিক উত্থিত হইয়া ত্বরান্বিত চিত্তে ত্বরাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অর্ঘ, আচমনাদি প্রদান করত বিধিপূর্বক সংকার (অভ্যর্থনা) করিয়া নিজ নগরে লইয়া আসিলেন। ৪৩-৪৪

তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য পূর্বেই এক দিব্য ভবন নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেরূপ ভগবান্ শঙ্কর কৈলাসপর্বতে গমন করেন, সেইরূপ শ্রীমান্ কৃষ্ণ নিজের সৈন্য সহ কৈশিকের সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৫

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজভবনে খাদ্য-পানীয়াদির দ্বারা ও রত্নরাশির দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা কৈশিক অতিশয় সম্মানের সহিত স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনেন চিন্তিতানাং রাজ্ঞাং সভায়াং জরাসন্ধস্য সুনীথস্য চ ভাষণদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে কৃষ্ণমাগতং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়সহায়কম্।
বভূবুশ্চিন্তয়াবিষ্টাঃ সর্বে নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ১
তে সমেত্য সভাং রাজন্ রাজানো ভীমবিক্রমাঃ।
মন্ত্রায় মন্ত্রকুশলা নীতিশাস্ত্রার্থবিত্তমাঃ ॥ ২
ভীষ্মকস্য সভাং গত্বা রম্যাং হেমপরিষ্কৃতাম্।
সিংহাসনেষু চিত্রেষু বিচিত্রাস্তরণেষু চ।
নিষেদুস্তে নৃপবরা দেবা দেবসভামিব ॥ ৩

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের আগমনে চিন্তিত রাজাদের সভায় জরাসন্ধ ও সুনীথের ভাষণ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন।—জনমেজয়! বীর মহিমা হইতে অবিচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে গরুড়ের সহিত আসিতে দেখিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ চিন্তামগ্ন হইয়া যাইলেন। ১

রাজন্! এই সব রাজারা ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, নীতিশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং মন্ত্রণাকুশল ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিবার জন্য এক সভায় সমবেত হইলেন। ২

যেরূপ দেবগণ দেবসভায় বিরাজমান হন, সেইরূপ এই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ রাজা ভীষ্মকের সুবর্ণভূষিত রমণীয় সভায় গমন

তেষাং মধ্যে মহাবাহুর্জরাসন্ধো মহাবলঃ
বভাষে স মহাতেজা দেবান্ দেবেশ্বরো যথা ॥ ৪

জরাসন্ধ উবাচ।

শ্রূয়তাং ভো নৃপশ্রেষ্ঠা ভীষ্মকশ্চ মহামতিঃ
কথ্যমানং ময়া বুদ্ধ্যা বচনং বদতাং বরাঃ ॥ ৫
যোঽয়মৌ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো বসুদেবসুতো বলী।
বৈনতেয়সহায়েন সম্প্রাপ্তঃ কৃত্তিনং প্রতি ॥ ৬
কন্যাহেতোর্মহাতেজা যাদবৈরভিসংবৃতঃ
অবজ্ঞয় কুরুতে যত্নং কন্যাবাপ্তির্যথা ভবেৎ ॥ ৭
যদত্র কারণং কার্য্যং সুনয়োপেতবুদ্ধিভিঃ।
কুরুধ্বং নৃপশার্দ্দূলা বিনিশ্চিত্য বলাবলম্ ॥ ৮
পদাতিনৌ মহাবীর্য্যৌ বসুদেবসুতাবুভৌ।
বৈনতেয়ং বিনা তস্মিন্ গোমন্তে পর্ব্বতোত্তমে।
কৃতবন্তৌ মহাঘোরং ভবদ্ভিঃ বিদিতং হি তৎ ॥ ৯

করত বিচিত্র আস্তরণযুক্ত নানাবিধ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩

তাঁহাদের মধ্যে মহাবল, মহাতেজস্বী ও মাহাবাহু জরাসন্ধ সেইভাবে ভাষণদান আরম্ভ করিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দেবসভায় ভাষণ দিয়া থাকেন ॥ ৪

জরাসন্ধ বলিলেন,—এই সভায় উপস্থিত বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! আমি এখন নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহা কিছু বলিব, তাহা আপনারা এবং পরম বুদ্ধিমান্ রাজা ভীষ্মকও শ্রবণ করুন ॥ ৫

এই যে শ্রীকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত বলবান্ বসুদেব-পুত্র এই কৃত্তিনপুরে গরুড়ের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি অতিশয় তেজস্বী। এখানকার রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই তিনি যাদবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। যেভাবে তিনি কন্যাকে লাভ করিতে পারিবেন, সেরূপ যত্নই তিনি অবশ্যই করিয়া যাইবেন ॥ ৬-৭

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! সুতরাং এস্থলে যে সুনীতিযুক্ত ও সদ্বুদ্ধির দ্বারা কৃত কারণ (উপায়) কার্য্যকর হইবে, তাহাই আপনারা নিজেদের বলাবল বিচার করত স্থির করুন ॥ ৮

বসুদেবের এই দুই পুত্র মহাপরাক্রমশালী। ইহারা গরুড়কে সঙ্গে না আনিয়াই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্তপর্ব্বতে পদাতি হইয়া যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলে বিদিত আছেন ॥ ৯

বৃষ্ণিভির্ভোজবৈশ্চৈব ভোজান্ধকমহারথৈঃ
সমেতা যুধ্যমানস্য কীদৃশো বিগ্রহো ভবেৎ ॥ ১০
কন্যার্থে যত্তভানেন গরুড়স্থেন বিষ্ণুনা।
কঃ স্থাস্যতি রণে তস্মিন্নপি শক্রঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১১
যদা চাস্মৈ নাপি সুতা কদাচিৎ সম্প্রদীয়তে
ততো হ্যয়ং বলাদেনাং নেতুং শক্রঃ সুরৈঃ সহ ॥ ১২
পুরা একার্ণবে ঘোরে প্লবতে মেদিনী স্ত্রিয়ম্।
পাতালতলসংস্থস্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৩
বারাহং রূপমাস্থায় উদ্ধৃতা জগদাদিনা।
হিরণ্যাক্ষশ্চ দৈত্যেন্দ্রো বরাহেণ নিপাতিতঃ ॥ ১৪
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ।
অবধ্যোঽমরদৈত্যানামুরগ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরৈঃ ॥ ১৫
যক্ষ-রাক্ষস-নাগানাং নাকাশে নাবনিস্থলে।
ন চাব্যক্তস্বরাস্ত্রাঙ্গৈর্ন শুষ্কেণার্দ্রকেণ চ ॥ ১৬

এই সময় ইহারা যখন যদুবংশী, বৃষ্ণিবংশী, ভোজবংশী ও অন্ধকবংশী মহারথী বীরবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তখন ইহাদের কিরূপ সংগ্রাম হইবে—(ইহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন) ॥ ১০

রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য যদুপরাবেশ এই গরুড়বাহন বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে দেবগণসহ ইন্দ্রই থাকিতে পারিবেন না; সুতরাং অন্যে আর কে থাকিতে সমর্থ হইবে? ১১

যদি কদাচিৎ ইহাকে কন্যা দান করা না হয়, তবে ইনি দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক এই কন্যাকে লইয়া যাইতে সমর্থ ॥ ১২

শুনা যায়, পুরাকালে যখন এই পৃথিবী ভয়ঙ্কর একার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে চলিয়া গিয়াছিল, তখন জগতের আদি কারণ এই প্রভাবশালী বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করত ইহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকেও ইনি বরাহরূপে বধ করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪

মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেবতা ও দৈত্যগণের অবধ্য ছিলেন। ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তাহাকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন না। তিনি না আকাশে বধযোগ্য ছিলেন এবং না ধরাতলে। না রাত্রিতে, না দিবসে এবং না শুষ্ক অস্ত্রে ও না আর্দ্র অস্ত্রে নিধনযোগ্য ছিলেন ॥ ১৫-১৬

অবধ্যাস্ত্রিষু লোকেষু দৈত্যাস্তস্যপরং জিতঃ
নারসিংহেন রূপেণ নিহতো বিষ্ণুনা পুরা ॥ ১৭
বামনেন তু রূপেণ কশ্যপস্যাত্মজো বলী।
অদিত্যা গর্ভসম্ভূতো বলির্বদ্ধোঽসুরোত্তমঃ ॥ ১৮
সপ্তাবরজ্জুভির্ঘোরৈঃ পাশৈঃ কৃতপদাস্পদঃ।
কার্তবীর্যো মহাবীর্যঃ সহস্রভুজবিগ্রহঃ ॥ ১৯
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন মত্তো রাজাময়েন চ
জামদগ্ন্যো মহাতেজা রেণুকাগর্ভসম্ভবঃ ॥ ২০
ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ স মৃঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
পুরুনা বজ্রকল্পেন সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ
বিষ্ণুনা নিহতো ভূত্বা হৈহয়ঃ ॥ ২১
ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূতো রামো দাশরথিঃ পুরা।
ত্রিলোকবিজয়ং বীরঃ রাবণং সমরাপাতয়ৎ ॥ ২২
পুরা কৃতযুগে বিষ্ণুঃ সংগ্রামে তারকাময়ে।
ষোড়শার্কভুজো ভূত্বা গরুড়স্থো হি বীর্যবান্ ॥ ২৩

নিজঘানাসুরান্ যুদ্ধে বরদানেন গর্বিতান্।
কালনেমিঞ্চ দৈতেয়ং দেবানাঞ্চ ভয়প্রদম্ ॥ ২৪
সহস্রকিরণাভেন চক্রেণ নিহতো যুধি।
মহাযোগবলেনাজৌ বিশ্বরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ২৫
অনেন প্রাপ্তকালান্তে নিহতা বহবোঽসুরাঃ।
বনে বনচরা দৈত্যা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ২৬
নিহতা বালভাবেন প্রলম্বারিষ্টকেশিকাঃ।
শকুনীং কেশিনং চৈব যমলার্জুনকাবপি ॥ ২৭
ন গং কুবলয়াপীড়ং চাণূরং মুষ্টিকং তথা।
কংসঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং সগণং দেবকীসুতঃ ॥ ২৮
হৃষ্টনদ্ গোপবেশেন ক্রীড়মানো হি কেশবঃ।
এবমাদীনি দিব্যানি ছদ্মরূপাণি চক্রিণা ॥ ২৯
কৃতানি দিব্যরূপাণি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
তেনাহং বঃ প্রবক্ষ্যামি ভবতাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩০

তিন লোকে অবধ্য এই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার ছিলেন না। তথাপি পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু নরসিংহরূপ ধারণ করত ইঁহাকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

তারপর কোনও একসময় বলবান্ বিষ্ণু কশ্যপের পুত্ররূপে দেবী অদিতির গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। সেই সময় তিনি বামন-রূপ ধারণ করত অসুররাজ বলিকে সপ্তাবরণী রজ্জুর দ্বারা নির্মিত পাশে আবদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে পাতাললোকবাসী করিয়া দেন ॥ ১৮-১৯

কৃতবীর্যের পুত্র মহাপরাক্রমশালী অর্জুনের শরীর দত্তাত্রেয়ের কৃপায় সহস্র বাহুতে সুশোভিত ছিল। এই অর্জুন রাজা-মদে উন্মত্ত ছিলেন ॥ ২০-২১

(ইঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু।) ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে রেণুকার গর্ভ হইতে জমদগ্নি মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহাতেজস্বী পরশুরাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ২০-২১

এইভাবে যজ্ঞরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু হৈহয়বংশে উৎপন্ন ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ রাজা কার্তবীর্যকে পুনরায় বীর বজ্রতুল্য পরশুর দ্বারা বধ করিয়াছিলেন ॥ ২১

তাহার পর তিনি ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথনন্দন শ্রীরামরূপে পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই শ্রীরাম ত্রিলোকবিজয়ী বীর রাবণকে বধ করত কৃপান্বিত করিয়াছিলেন ॥ ২২

পুরাকালের ঘটনা—সত্যযুগে বনে তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন পরাক্রমশালী বিষ্ণু অষ্টবাহু ধারণ করত গরুড়ে উপবিষ্ট হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি বরদানে গর্বিত অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রামে দেবগণের ভয়প্রদ কালনেমি নামক দৈত্যকেও তিনি বধ করিয়াছিলেন ॥ ২৩-২৪

এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধে মহাযোগবল অবলম্বন পূর্বক সূর্যতুল্য তেজস্বী চক্রের দ্বারা সেই দৈত্যাধিপকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ২৫

এই শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বহু অসুরকে বধ করিয়াছেন, যাহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল। বনে বিচরণকারী ও মহাপরাক্রম-সম্পন্ন প্রলম্ব, অরিষ্ট ও কেশক নামক দৈত্যকে ইনি বাল্যকালেই বনের মধ্যে বধ করিয়াছেন ॥ ২৬-২৭

পুতনা, কেশী, যমলার্জুন, কুবলয়াপীড়, হস্তী, চাণূর, মুষ্টিক এবং বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কংসকেও বলরামের সহিত এই দেবকীপুত্র কেশব বিনাশ করিয়াছেন। সেই সময় ইনি গোপ-বেশে ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ২৭-২৮

এই প্রভাবশালী চক্রধারী বিষ্ণু এইরূপ দিব্য এবং আরও বহু-বিধ দিব্য স্বরূপ সময়ে সময়ে ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৯

সেইজন্য আমি আপনাদের হিত কামনা করিয়া এই কথা বলিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের আদিকারণ ও অসুরবিনাশক বিষ্ণু। আমি ইঁহাকে এরূপই মনে করি ॥ ৩০

তং মন্যে কেশবং বিষ্ণুং পুরাণমসুরান্তকম্।
নারায়ণং জগদ্‌যোনিং পুরাণং পুরুষং প্রভুম্ ॥ ৩১
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্।
অদৃশ্যং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
অনাদিমধ্যনিধনং ক্ষয়মক্ষরমব্যয়ম্।
স্বয়ম্ভুবমজং স্থাণুমজেয়ং সচরাচরৈঃ ॥ ৩৩
ত্রিবিক্রমং ত্রিলোকেশং ত্রিদশেন্দ্রারিনাশনম্।
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্জ্ঞাতোঽয়ং মথুরামপি ॥ ৩৪
কুলে মহতি বৈ রাজ্ঞাং বিপুলে চক্রবর্ত্তিনাম্
কথমন্যস্য মর্ত্ত্যস্য গরুড়ো বাহনঃ ভবেৎ ॥ ৩৫
বিশেষেণ তু কন্যার্থে বিক্রমস্থে জনার্দ্দনে।
কঃ স্বাস্থতি পুমানন্য গরুড়স্যাগ্রতো বলী ॥ ৩৬
স্বয়ংবরকৃতেনাসৌ বিষ্ণুঃ স্বয়মিহাগতঃ।
বিষ্ণোরাগমনে চৈব মহান্ দোষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৭
ভবদ্ভিরনুচিন্ত্যেদং ক্রিয়তাং যদনন্তরম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং বিক্রুবনাপে তু মগধানাং জনেশ্বরে ॥ ৩৮
সুনীথোঽথ মহাপ্রাজ্ঞো বচনং চেদমব্রবীৎ

সুনীথ উবাচ।

সম্যগাহ মহাবাহুর্মগধাধিপতির্নৃপঃ। ৩৯
সমক্ষং নরদেবানাং যথাবৃত্তং মহাহবে
গোমন্তে রাম-কৃষ্ণাভ্যাং কৃতং কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥৪০
গজাশ্বরথসম্বাধা পত্তিধ্বজসমাকুলা
নির্দ্দগ্ধা মহতী সেনা চক্রুলজলবহ্নিনা ॥ ৪১
তেনায়ং মাগধঃ শ্রীমানাগতমচিন্তয়ৎ।
ব্রুবতে রাজসেনাগ্রমনুস্মৃত্য সুদারুণম্ ॥ ৪২
পদাত্যশ্বর্ষ্যভোত্তত্র বল-কেশবয়োর্যুধি
দুর্নিবার্য্যতরো ঘোরো দুর্জয়বদ্ বাহিনীক্ষয়ঃ ॥ ৪৩
বিদিতং বঃ সুপর্ণস্য স্বাগতস্য নৃপোত্তমাঃ।
পক্ষবেগানিলোদ্ধূতা বভ্রুর্দুর্গনেচরাঃ ॥ ৪৪

ইনি জগতের উৎপত্তির কারণ, পুরাণপুরুষ অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণ। ইনিই সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টিকারী ও ব্যক্তাব্যক্তরূপ সনাতন পরমাত্মা। সমস্ত লোকসকল একত্রে মিলিত হইয়াও ইহাকে পরাজিত করিতে পারে না। সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার ইহাকে প্রণাম করে। ইনি আদি, মধ্য ও অন্তহীন, ধ্রুব (সর্ব্বভূতময়), অক্ষর (দৃষ্টি) এবং অবিকারী। ইনিই স্বয়ম্ভু, জন্মরহিত, সদা স্থির এবং চরাচর প্রাণিগণের পক্ষে জ্ঞেয়। ইহাকেই আমি দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুবিনাশকারী, ত্রিলোকনাথ এবং ত্রিবিক্রমরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়া মনে করি ॥ ৩১-৩৩

ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। সেই বিষ্ণুই মথুরায় চক্রবর্ত্তী রাজাদের মহান্ ও বিশাল কুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। তথায় কোনও এক মানুষের বাহন গরুড় কিভাবে হইতে পারেন? ৩৪-৩৫

বিশেষতঃ যখন ভগবান্ জনার্দন রাজকন্যাকে লাভ করিবার এই যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিবেন, তখন এরূপ বলবান্ পুরুষ কে আছে, যে আজ গরুড়ের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতে পারিবে? ৩৬

এই স্বয়ংবরের জন্য সাক্ষাৎ বিষ্ণুই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণুর আগমনে আমাদের যে মহান্ দোষ (বাধা) উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিয়াছি। এখন আপনারাও ইহার উপর বিচার করিয়া যাহা করণীয় হইবে, তাহাই সম্পাদন করুন। ৩৭-৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ যখন এরূপ ভাষণদান শেষ করিলেন, তখন মহামতি সুনীথ এই কথা বলিলেন। ৩৮-৩৯

সুনীথ বলিলেন,—মহারাজ মগধরাজ সত্য কথা বলিয়াছেন। গোমন্ত পর্ব্বতের নিকটে যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে যে অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন, তাহা এই সমস্ত নরপতিগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ৩৯-৪০

হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ এবং পদাতি সৈন্যবাহিনী ও অজস্রকলে পরিব্যাপ্ত রাজাদের সেই বিশাল সৈন্য-চক্র এবং বলরূপী অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ॥৪১

সেইজন্য এই শ্রীমান্ মগধরাজ জরাসন্ধ আজ অনাগত (ভাবী) পরিণামের কথা চিন্তা করিতেছেন। রাজাদের সৈন্যগণের মধ্যে যে অত্যন্ত দারুণ ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল, তাহার স্মরণ করত ইনি বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন। সেখানে যুদ্ধে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পদাতি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি আমাদের বিশাল বাহিনীর সেরূপ ঘোর সংহার হইয়াছে, যাহাকে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল ॥৪২-৪৩

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! গরুড়ের আগমনের সময় এখানে যে প্রতাপ পতিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা ভালভাবেই

সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে চচালাদ্রির্মহী মুহুঃ।
ববুঃ সর্বে সুসন্ত্রস্তাঃ কিমুৎপাতেতি বিস্রবাঃ ॥ ৪৫
যদা সমস্থ যুধ্যেত আরূঢ়ঃ কেশবঃ স্বয়ম্।
কথমস্মদ্ বিধৈঃ শক্যঃ প্রতিস্থাতুং রণ জিরে ॥ ৪৬
রাজ্ঞাং স্বয়ংবরো নাম সুমহান্ হর্ষবর্দ্ধনঃ।
কৃতো নরবরৈরাদ্যৈর্যশো ধর্ম্মস্য বৈ বিধিঃ ॥ ৪৭
ইদং তু কৃত্তিনগরমাসাদ্য মধুসূদনঃ
পুনরেবৈষ্যতে ক্ষিপ্রং মহাপুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৪৮

যদি সা বরয়েদ্ভর্তুং রাজ্ঞাং মধ্যে নৃপাত্মজা।
কৃষ্ণস্য ভুজয়োর্বীর্য্যং কঃ পুনান্ প্রদহিষ্যতি ॥ ৪৯
বিস্রাপিতমিদং দোষ্ণঃ স্বয়ংবর-হরোৎসবম্।
তদর্থমাগতঃ কৃষ্ণো বরং চৈব নরাধিপাঃ ॥ ৫০
কৃষ্ণস্যাগমনং চৈব নৃপাণামতিগর্হিতম্।
কন্যাহেতোর্নরেন্দ্রাণাং ব্রুবা বলতি মাগধঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীস্বয়ংবরে সুনীথবাক্যোঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

আনিয়াছেন। উঁহার পক্ষবায়ুর যে বেগ উঠিয়াছিল, তাহার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আকাশচারী সকল প্রাণীই মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিল। ৪৪

সকল সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বত আন্দোলিত হইয়াছিল এবং পৃথিবী মুহুর্মুহুঃ কাঁপিতেছিল। আমরা সকলে এই সব চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি যে, এ আবার কি উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪৫

যখন কেশব রথে বসিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে আরোহণ করত যুদ্ধ করিবেন, তখন আমাদের ন্যায় যোদ্ধারা সমরাঙ্গনে কিভাবে তাঁহার প্রতিযোদ্ধারূপে থাকিতে সমর্থ হইবে ? ৪৬

স্বয়ংবর রাজাদের পক্ষে এক মহাআনন্দদায়ক উৎসব। পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ সুযশ ও ধর্ম্মের সিদ্ধির জন্য এই বিধি প্রচলিত করিয়াছেন। ৪৭

এই কৃত্তিনপুরে আসিয়া আমাদের সম্মুখে পুনরায় শীঘ্রই এই মহাপুরুষের সহিত মহাযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আসিতেছে। ৪৮

যদি রাজকন্যা রুক্মিণী স্বয়ংবরের মধ্যে কোনও অন্য এক রাজাকে বরণ করেন, তবে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয়ের বিক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে ? ৪৯

এই স্বয়ংবর-মহোৎসবে এই যুদ্ধের সম্ভাবনাই দোষ, ইহাই আমাদের দেখিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও আমরা সকল নরপতি এই স্বয়ংবরের জন্যই এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ৫০

রাজকন্যার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সকল নরপতি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত দিক হইতেছে—যেরূপ মগধরাজ জরাসন্ধ বলিলেন। ৫১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরপ্রসঙ্গে মগধরাজ জরাসন্ধ ও সুনীথের ভাষণদানবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দন্তবক্ত্রস্য আষ্যস্য চ ভাষণং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবং বর্ণয়তো ভীষ্মকস্য তং প্রণয়ং কর্ত্তুং নিশ্চয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্তে বচনে সুনীথেন মহাত্মনা।
করূষাধিপতির্বীরো দন্তবক্ত্রোঽভ্যভাষত ॥ ১

দন্তবক্ত্র উবাচ

যদুক্তং মাগধেনাত্র সুনীথেন নরাধিপাঃ।
যুক্তপূর্ব্বমহং মন্যে তদস্মাকং বচো হিতম্ ॥ ২

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[দন্তবক্ত্র ও আদ্যের ভাষণ শ্রবণ করিয়া ভীষ্মক কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণয় করিবার নিশ্চয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা সুনীথ এই কথা বলিলে পর করূষদেশের রাজা দন্তবক্ত্র ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। ১

দন্তবক্ত্র বলিলেন,—নরপতিগণ! এখানে মগধরাজ ও রাজা সুনীথ যাহা কিছু বলিলেন, তৎ সমস্তই আমি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি; কারণ, ইঁহাদের এই ভাষণ আমাদের সকলের পক্ষেই হিতকর। ২

ন চ বিদ্বেষণেনাহং ন চাহঙ্কারবাদিনা
ন চাত্মবিজিগীষুত্বাদ্ দূষয়ামি বচোঽমৃতম্ ॥ ৩
বাক্যার্থবং মহাগাধং নীতিশাস্ত্রার্থবৃংহিতম্ ।
ক এষ নিখিলং বক্তুং শক্তো বৈ রাজসংসদি ॥ ৪
কিন্ত্বস্মরণার্থেঽহং যদ্ ব্রবীমি শৃণুষ্ব মে ।
আগতো বাসুদেবেতি কিমাশ্চর্য্যং নরাধিপাঃ ॥৫
যদ্যাগতা বয়ং সর্ব্বে কৃষ্ণে দৃষ্টিং তথাগতঃ ।
কিমত্র দোষো গৌণো বা কল্পাস্তেতোঃ সমাগতাঃ ॥৬
যদস্মাভিঃ সমেতৈস্তৎ কৃতং গোমন্তরোধনম্ ।
তত্র যুদ্ধকৃতং দোষং কথং বৈ বক্তুমর্হথ ॥ ৭
বনবাসে স্থিতৌ বীরৌ কংসবধায়োদ্যতৌ ।
দেবর্ষিবচনাদ্ রাজন্ বৃন্দাবনতটে স্থিতৌ ॥ ৮
তাবদ্য বধধর্ম্মেণ উভৌ রামজনার্দ্দনৌ
নাগেনোদ্দীপিতৌ বীরৌ হত্বা নাগং বিবেশতুঃ ॥৯
ততঃ স্বধৈর্য্যমাশ্রিত্য নিহতে রঙ্গসাগরে
গতাসুমিব চাসীনো মথুরেশঃ সহানুগঃ ॥ ১০
কিমত্র বিদিতো দোষো যেনাস্মাভির্বয়োঽধিকৈঃ ।
উপরোধপরা রাজন্ বয়ং সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ১১
সেনাদ্বিরদমালোক্য বিত্রস্তৌ রাম-কেশবৌ ।
পুরং বলং সমুৎসৃজ্য গোমন্তে চ গতাবুভৌ ॥ ১২
তত্রাপি গতমস্মাভির্হন্তুং সমরধোধিভিঃ
অপ্রাপ্তযৌবনাভ্যাঞ্চ পদাতিভ্যাং রণাজিরে ॥ ১৩
রথাশ্বনরনাগেন নাস্মাভির্বিগ্রহঃ কৃতঃ ।
কৃতোপরোধঃ শৈলস্থ ক্ষত্রধর্ম্মেণ দীপিতঃ ॥ ১৪
দাবাগ্নিমুখনাবিশ্য দুর্ব্বিনীততনূরুহৌ
বিনীত ইতি মন্যামঃ সর্ব্বে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ
প্রতিযুদ্ধ কৃতে দ্বেষং দূষয়াম জনার্দ্দনম্ ॥ ১৫

আমি না বিদ্বেষবশতঃ, না অহঙ্কারবাদী হইয়া এবং না নিজের জয়লাভের অভিলাষী হইয়া আপনাদের উত্তরের অমৃতময় বাক্যের দোষ উদ্ঘাটন করিতেছি। ৩

এই রাজসভায় এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি এতাদৃশ সমুদ্রতুল্য অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের অনুকূল সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাক্য বলিতে সমর্থ হইবেন ।৪

কিন্তু আপনাদের এক কর্ত্তব্য স্মরণ করাইবার জন্য আমি যাহা কিছু বলিতেছি, আমার সেই কথা আপনারা শ্রবণ করুন। নরপতিগণ! যদি বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে আসিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? ৫

যেরূপ আমরা সকলে এস্থানে আসিয়াছি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও আসিয়াছেন। ইহাতে দোষ বা গুণের কি আছে ? আমাদের সকলের আগমনের একই উদ্দেশ্য—রাজকন্যাকে লাভ করা। ৬

আমরা এক সঙ্গে মিলিত থাকিয়া পরস্পর ঐক্য স্থাপন করত গোমন্ত পর্ব্বতে যে অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই বিষয় যদি সেস্থানে যুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে উহাতে দোষের বা আপনারা কিরূপে বলিতে পারেন। ৭

রাজন্! বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কংসকে মোহিত করিবার জন্য বনবাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সীমান্তে অবস্থান করিতেন; কিন্তু দেবর্ষি নারদের কথায় কংস তাঁহাদের বধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন এবং কুবলয়াপীড় দ্বারা আক্রমণ করাইয়া সেই দুই বীরের প্রাণবধে উদ্যোগিত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় বলরাম ও জনার্দ্দন সেই হস্তীকে বধ করিয়া সমুদ্রমন্থন বিশাল রঙ্গশালায় প্রবিষ্ট হন; তারপর ধীর সাহস অবলম্বন করত মৃতের ন্যায় উপবিষ্ট মথুরাপতি কংসকে যদি তাঁহার সহিগণের সহিত বধ করিয়া থাকেন, তবে ইহার দ্বারা কি দোষ সম্পাদিত হইয়াছে ? রাজন্! এইভাবে কংসকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বয়োবৃদ্ধ নরপতি আমাদের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমরা সকলে সেস্থানে উপস্থিত হইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলাম, তবে ইহাতেই বা কি দোষ হইয়াছে ? ৮-১১

আমাদের সৈন্যদের অসাধারণ বল দেখিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়া পড়েন এবং নিজেদের নগর ও সৈন্য ত্যাগ করিয়া সেই দুই ভ্রাতা গোমন্ত পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। ১২

তাহার পর সেই সমরাঙ্গনে যুদ্ধকারী যোদ্ধারা তাঁহাদের বধ করিবার জন্য সেস্থানেও বাহিত হইয়াছিলেন। ইহারা দুইজনে তখনও যৌবনপ্রাপ্ত হন নাই এবং রথাভাবে পদাতি হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইজন্য আমরা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীর দ্বারা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করি নাই; কিন্তু ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে গোমন্ত পর্ব্বতকে অবরোধ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করাইয়া দিয়াছিলাম। ১৩-১৪

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আমরা সকলে ইহা মনে করিয়াছিলাম যে, এই দুই দুর্বিনীত তরুণ বালক দাবানলের মুখে পতিত হইয়া শিক্ষা পাইবেন অর্থাৎ নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য ভোগ

যত্র যত্র প্রযাস্যামো বয়ং তত্র ভবেৎ কলিঃ।
প্রীত্যর্থং প্রযতিষ্যামো কৃষ্ণেন সহ ভূমিপাঃ ॥ ১৬
ইমং কুণ্ডিনপুরং কৃষ্ণো নাগতঃ কলিহেতুনা।
কন্যানিমিত্তাগমনে কস্য যুদ্ধং প্রযচ্ছতি ॥ ১৭
মর্ত্যেঽস্মিন্ পুরুষেন্দ্রোঽসৌ ন কশ্চিৎ প্রকৃতো নরঃ।
দেবলোকেষু দেবেষু প্রবরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
দেবানামপি কর্তাসৌ লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ।
ন চৈব বালিশা বুদ্ধির্ন চের্ষ্যা নাপি মৎসরঃ ॥ ১৯
ন তুষ্টো ন কৃশো নার্ত্তঃ প্রণতার্তিহরঃ সদা
এষ বিষ্ণুঃ প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্ ॥ ২০
আগতো গরুড়েনেহ জ্ঞাপ্তঃ প্রাকাশ্যহেতুনা
নানাস্ত্রসহিতো যাতি কৃষ্ণঃ শত্রুবিনাশনে ॥ ২১
ইমাং যাত্রাং বিজানীধ্বং প্রীত্যর্থং হ্যাগতো হরিঃ।
সহিতো যাদবেন্দ্রৈশ্চ ভোজ-বৃষ্ণ্যন্ধকৈরিহ ॥ ২২

অর্ঘ্যাচমনং দত্ত্বা আতিথ্যঞ্চ নরাধিপাঃ।
করিষ্যামো বয়ং সর্বে কেশবায় মহাত্মনে ॥ ২৩
এবং সঙ্কথিতঃ কৃত্বা কৃষ্ণেন সহিতা বয়ম্।
বসামো বিগতোদ্বেগা নির্ভয়া বিগতজ্বরাঃ ॥ ২৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দন্তবক্ত্রস্য ধীমতঃ।
শাল্বঃ প্রবক্তৃতাং শ্রেষ্ঠস্তানুবাচ নরাধিপান্ ॥ ২৫

শাল্ব উবাচ।

কিং ভয়েনাস্য নঃ সর্বে ধৃতশস্ত্রা ভবানঘে
সঙ্ঘ নকরণ ক্ষোভাঃ কৃষ্ণস্য ভয়কম্পিতাঃ ॥ ২৬
পরন্তপেন কিং কার্যং বিনিন্দ্য স্বজনান্নৃপাঃ।
নৈষ ধর্ম্যো নরেন্দ্রাণাং ক্ষাত্রে ধর্ম্যে চ তিষ্ঠতাম্ ॥ ২৭
মহৎসু রাজবংশেষু সম্ভূতাঃ কুলবর্দ্ধনাঃ।
তেষাং কাপুরুষা বুদ্ধিঃ কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ২৮
অহং জানামি বৈ কৃষ্ণমাদিদেবং সনাতনম্।
প্রভুং সর্বনরেন্দ্রাণাং নারায়ণপরায়ণম্ ॥ ২৯

করিবেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই দুই ভ্রাতা যদি প্রতিশোধাদি দ্বারা দুষ্ট করিয়া থাকেন, তবে আমরা অকারণের এইভাবে দোষ আবিষ্কার করিতেছি কেন? অর্থাৎ তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, ঠিকই করিয়াছেন। ১৫

(শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা হওয়ায়) আমরা যে যে স্থানে যাইব, সেই সেই স্থানেই আমাদের কলহ হইতে পারে। নৃপতিগণ! অতএব আজ হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইব। ১৬

এই কুণ্ডিনপুরে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য আসেন নাই। যদি তিনি রাজকন্যাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করেন, তবে তিনি কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? ১৭

তিনি কোনও প্রাকৃত মানুষ নন। এই মর্ত্যলোকে ইনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, দেবলোকবাসী দেবগণের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষে তব। ১৮

ইনি দেবগণেরও কর্তা এবং বিশেষতঃ সম্পূর্ণ লোকসমূহের স্রষ্টাও ইনিই। ইহার বুদ্ধিও গ্রাম্য-জনোচিত নহে এবং তাঁহার মনে কোনও ঈর্ষ্যাও নাই ও মাৎসর্য্যও নাই। ১৯

ইনি কঠোর নন, দুর্বল নন এবং রোগ-শোকে পীড়িতও নন। যাঁহারা ইঁহাকে প্রণাম করত ইঁহার শরণাপন্ন হন, তিনি তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু এবং দেবগণেরও দেবতা। ২০

এই সময় তিনি নিজের মহত্ত্বকে প্রকাশিত করিবার জন্য গরুড়ের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শত্রুগণকে বিনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রসহ যাত্রা করেন। কিন্তু ইহার এই যাত্রাকে সেরূপ যেন মনে করিবেন না। এই সময় এই শ্রীহরি ভোজ ও অন্ধকাদি যদুবংশ্রেষ্ঠগণের সহিত এখানে প্রীতি-বর্দ্ধনের জন্য আসিয়াছেন। ২১-২২

নরপতিগণ! অতএব আমরা সকলে এখানে মহাত্মা কেশবকে অর্ঘ্য ও আচমনাদি প্রদান করত তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিব। ২৩

এইভাবে সঙ্কথিত করত আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উদ্বেগ, ভয় ও চিন্তারহিত হইয়া বাস করিব। ২৪

বুদ্ধিমান্ দন্তবক্ত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই নরপতিগণকে বলিলেন। ২৫

শাল্ব বলিলেন,—যদি এরূপ স্থিরই হয়, তবে কি আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে এখন নিজ নিজ অস্ত্র রাখিয়া দিয়া অস্ত্রশূন্য হইব! সন্ধিস্থাপনের হেতু ইহাই যে, আমরা সকল নরপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কম্পিত হইতে থাকিব। ২৬

নিজেদের স্বজনের নিন্দা করিয়া অপরের স্তুতি করিলে কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? ক্ষত্রিয় ধর্মে স্থিত নরপতিগণের ইহা ধর্ম নহে। ২৭

যাঁহারা মহৎ রাজবংশে উৎপন্ন হইয়া নিজেদের কুলের কীর্তি-বর্দ্ধন করেন, এরূপ রাজগণের বুদ্ধিতে এত দূর কাপুরুষতা কি-ভাবে হইতে পারে? ২৮

আমি জানি, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবশ্রেষ্ঠগণের প্রভু আদিদেব

বৈকুণ্ঠমজয়ং লোকে চরাচরগুরুং হরিম্ ।
সম্ভূতং দেবকীগর্ভে বিষ্ণুং লোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩০
কংসরাজবধার্থায় ভারাবতরণায় চ
অস্মাকঞ্চ বিনাশায় লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩১
অংশাবতরণে কৃৎস্নং জ্ঞানে বিষ্ণোর্বিচেষ্টিতম্ ।
সংগ্রামমতুলং কৃত্বা বিষ্ণুনা সহ ভূমিপাঃ ॥ ৩২
চক্রানলবিনির্দগ্ধা যাস্যামো যমসাদনম্
তত্ত্বং জানামি রাজেন্দ্রাঃ কালেনায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ॥৩৩
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ প্রাপ্তে কালে ন জীবতি ।
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা ন কুর্য্যাৎ কস্যচিদ্ভয়ম্ ॥ ৩৪
স এষ ভগবান্ বিষ্ণুর্লোকান্ত উপসংহৃতম্ ।
নিহন্তা দিতিজেন্দ্রাণাং যদাকালেন যোগবিৎ ॥ ৩৫
বলিং বৈরোচনিং চৈব বদ্ধাবধ্যং মহাবলম্ ।
কৃতবান্ দেবদেবেশঃ পাতালতলবাসিনম্ ॥ ৩৬

এবমাদীনি বৈ বিষ্ণোশ্চেষ্টানি চ নরাধিপাঃ ।
তস্মাদযুক্তং ভবতাং বিগ্রহার্থং বিচারণম্ ॥ ৩৭
ন চ সংগ্রামযত্নেতোঃ কৃষ্ণস্যাগমনং দ্বিষ ।
যস্য বা কস্য বা কন্যা বরয়িষ্যতি তস্য সা
কিমত্র বিগ্রহো রাজ্ঞাং প্রীতির্ভবতি বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং কথয়মানানাং নৃপাণাং বুদ্ধিশালিনাম্ ।
ন কিঞ্চিদব্রবীদ্ রাজা ভীষ্মকঃ পুত্রকারণাৎ ॥ ৩৯
মহাবীর্য্যমদোৎসিক্তং ভার্গবাস্ত্রাভিরক্ষিতম্
স্বপ্রচণ্ডাভিরক্ষং বিচিন্ত্য মনসা সুতম্ ॥ ৪০

ভীষ্মক উবাচ

কৃষ্ণং ন সহতে নিত্যং পুত্রো মে বলদর্পিতঃ
নিত্যাভিমানী চ রণে ন বিভেতি চ কস্যচিৎ ॥ ৪১
কৃষ্ণস্য ভুজবীর্য্যেণ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ।
ভবিষ্যতি ততো যুদ্ধং মহাপুরুষবিগ্রহম্ ॥ ৪২

সনাতন পুরুষ। নারায়ণই ইহার প্রকৃতের পরম আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ২৯

সমস্ত লোকে অজেয়, বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি, চরাচর-গুরু, পাপহারী ও বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণুই পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য, কংসরাজকে বধ করিবার জন্য এবং আমাদের বিনাশ ও সমস্ত লোকসকলকে রক্ষা করিবার জন্য দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁর অংশ-সহ ভগবান্ বিষ্ণুর এই পূর্ব অবতারে যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, তৎ সমস্তই আমি ভালরূপে জানি। ৩০-৩১।

নৃপতিগণ। অতএব আমরা সকলে এই ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত অনুপম সংগ্রাম করত ইঁহার চক্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যমভবনে গমন করিব ॥ ৩২।

রাজেন্দ্রগণ! আমি এই তত্ত্বকেও জানি যে, কালেরই দ্বারা আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়। যতক্ষণ না কাল আসে, ততক্ষণ কেহ মরে না এবং কাল আসিলেই আর কেহ জীবিত থাকে না ॥ ৩৩।

নিজের মনে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় রাখিয়া কখনও কাহাকে ভয় করা উচিত নয়। এই যোগবেত্তা ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যরাজগণের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া যাইতে দেখিয়া যথাসময়ে তাহাদিগকে সংহার করেন ॥ ৩৪-৩৫

এই দেবদেবেশ্বর বিষ্ণু মহাবল বিরোচন-পুত্র অবধ্য বলিকে ছলনাদ্বারা বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পাতাল-লোকবাসী করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৩৬

নরপতিগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা আছে পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, অতএব আপনাদের সকলের যুদ্ধের জন্য বিচার করা অনুচিত ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণের এখানে সংগ্রামের জন্য আগমন হয় নাই। রাজকন্যা যে কোনও ব্যক্তিকে বরণ করিবেন, তিনি তাঁহারই পত্নী হইবেন। এ বিষয়ে আর বিবাদের কি আছে? ইহাতে আপনাদের কোন্ প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক ॥ ৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই বুদ্ধিমান্ নরপতিগণ পরস্পর এইরূপ কথা বলিলে পর রাজা ভীষ্মক নিজের পুত্রের কথায় কিছু বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৯

ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী নিজের মহাবলের মদে উদ্ধত ছিলেন এবং রণাঙ্গনে প্রচণ্ড পরাক্রম প্রকাশকারী অতিরথ বীর ছিলেন। ভীষ্মক মনে মনে নিজের সেই পুত্রকে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৪০

ভীষ্মক বলিলেন,—আমার পুত্র সদা বলদর্পে গর্ব্বিত ও অভিমানী। সে শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার প্রভাবকে সহ্য করিতে পারে না এবং যুদ্ধে কাহারও নিকট হইতে ভীতও হয় না ॥ ৪১

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের বলে আমার কন্যার অপহরণ হইবে। সেই সময়ে এই মহাপুরুষের সহিত প্রবল বিবাদ ও যুদ্ধ আরম্ভ হইবে ॥ ৪২

ঋষী চৈবাভিমানী চ কুতো জীবতি মে সুতঃ
জীবিতং নাত্র পশ্যামি মম পুত্রস্য কেশবাৎ ॥ ৪৩
কস্যাবেতৌ সুতং জ্যেষ্ঠং পিতৃণাং নন্দিবর্দ্ধনম্
কারয়িষ্যে কথং যুদ্ধং পুত্রেণ সহ কেশবম্ ॥ ৪৪
ন চ নারায়ণং দেবং বরমিচ্ছতি কুত্সবান্।
মূঢ়ভাবো মদোন্মত্তঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তকঃ।
নিয়তং ভস্মসাদ্ যাতি তূলরাশির্যথানলাৎ ॥ ৪৫
করবীরেশ্বরঃ শূরঃ শৃগালশ্চিত্রযোধিনা
ক্ষণেন ভস্মসাদ্ভীতঃ কেশবেন বলীয়সা ॥৪৬
বৃন্দাবনেঽবসচ্ছ্রীমান্ কেশবো বলিনাং বরঃ
ঊর্দ্ধস্থেনৈকহস্তেন সপ্তাহং ধৃতবান্ গিরিম্ ॥ ৪৭
দুষ্করং কর্ম্ম সংস্মৃত্য মনঃ সীদতি মে ভৃশম্ ॥ ৪৮
নগেন্দ্রে সহসাগম্য দৈবতৈঃ সহ বৃত্রহা
অভিষিচ্যাব্রবীৎ কৃষ্ণমুপেন্দ্রেতি শচীপতিঃ ॥ ৪৯

যথা বৈ দমিতো নাগঃ কালিয়ো যমুনাহ্রদে
বিষাগ্নিমলিনো ঘোরঃ কালান্তকযমপ্রভঃ ॥ ৫০
কেশী চাপি মহাবীর্য্যো দানবো হয়বিগ্রহঃ
নিহতো বাসুদেবেন দেবৈরপি দুরাসদঃ ॥ ৫১
সান্দীপনিসুতশ্চৈব চিরনষ্টো হি সাগরে।
দৈত্যাং পঞ্চজনং হত্বা আনীতো যমমন্দিরাৎ ॥ ৫২
গোমন্তে সুমহদ্ যুদ্ধং বহুভির্বৃষ্টিভাবুভৌ
কৃত্বা বিত্রাসজননং নাগাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥ ৫৩
গজেন গজবৃন্দানি রথেন রথযোধিনঃ
সাদিনশ্চাশ্বযোধেন নরেণ চ পরাজিনঃ
জঘ্নতুস্তৌ মহাবীর্য্যৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥ ৫৪
ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ন নাগা ন চ দৈত্যেন্দ্রা ন পিশাচা ন গুহ্যকাঃ ॥৫৫

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ আমার অভিমানী পুত্র কৃষ্ণী কিভাবে জীবিত থাকিবে? অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে এখানে আমার পুত্রের জীবন রক্ষার কোনও উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৪৩

কন্যার জন্য পিতৃগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কেশবের সহিত এবং কেশবকে নিজের পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ কিভাবে প্রদান করিব? ৪৪

কৃষ্ণী মূঢ়ভাবাপন্ন (অবিবেচক), মদোন্মত্ত এবং কোনও সংগ্রাম হইতেই সে নিবৃত্ত হয় না, অতএব সে ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে কল্যাণীয় বরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী নয়। যেরূপ অগ্নিসংযোগ হইতে তূলরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ এই কৃষ্ণী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে ॥ ৪৫

বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ অত্যন্ত বলবান্ কেশব করবীরপুত্রের রাজা পৌণ্ড্রক শৃগালকে অল্পকালের মধ্যেই ভস্মসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৬

যখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ কেশব বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে তুলিয়া সাত দিন যাবৎ এক হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুষ্কর কর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ৪৭-৪৮

সেই সময় দেবগণের সহিত বৃত্রাসুরহন্তা শচীপতি ইন্দ্র সহসা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে 'উপেন্দ্র' পদে অভিষিক্ত করত তাঁহাকে 'উপেন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিলেন ॥৪৯

যমুনার হ্রদে বাসকারী ভয়ঙ্কর কালিয় নাগ বিষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কাল ও অন্তকসদৃশ প্রতীত হইতেছিল, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও যেভাবে দমন করিয়াছেন (তাহা আমরা জানি।) ॥ ৫০

মহাশক্তিশালী কেশী নামক দানব অশ্বের রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহাকে দেবগণও জয় করিতে সমর্থ ছিলেন না, কিন্তু এই ভগবান্ বাসুদেব তাহাকে বধ করিয়াছেন ॥ ৫১

ইনি সমুদ্রে চিরকালের জন্য বিনষ্ট সান্দীপন মুনির পুত্রকে পঞ্চজন দৈত্যকে বধ করত যমভবন হইতে লইয়া আসিয়াছেন ॥ ৫২

গোমন্ত পর্ব্বতের নিকট যে অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে বহু রাজার দ্বারা এই দুই ভ্রাতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বসুদেবের এই দুই মহাপরাক্রমশালী পুত্র হস্তী, অশ্ব ও রথসকলের সংহারকরূপ অত্যন্ত ভয়দায়ক মহাপরাক্রম করিয়া দেখাইয়াছেন। হস্তীর দ্বারা হস্তিগণকে, রথের দ্বারা রোষারোহী যোদ্ধাদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধার দ্বারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং পদাতি যোদ্ধার দ্বারা পদাতি যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৩-৫৪

না দেবতা, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ, না যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ, না নাগসকল, না দৈত্যেন্দ্রগণ, না পিশাচসকল এবং না গুহ্যক-

কৃতবন্তস্তথা ঘোরং গজাশ্বরথসংকুলম্ ।
তমনুস্মৃত্য সংগ্রামং ভৃশং সীদতি মে মনঃ ॥ ৫৬
ন ময়া শ্রুতপূর্ব্বো বা দৃষ্টপূর্ব্বঃ কুতোঽপি বা ।
তাদৃশো ভুবি মর্ত্ত্যোঽন্যো বাসুদেবাৎ সুরেশ্বরাৎ ॥৫৭
সমাগাদ্য মহাবাহুর্দন্তবক্ত্রো মহীপতিঃ ।
সান্ত্বয়িত্বা মহাবীর্য্যং সংবিধাস্যতি যৎক্ষমম্ ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বলাবলবিনিশ্চয়ম্ ।
গমনায় মতিং চক্রে প্রসাদয়িতুমচ্যুতম্ ॥৫৯
চিন্তয়ানো নরেন্দ্রস্তু বহ্বভির্মন্ত্রশালিভিঃ ।
সূত-মাগধ-বন্দিভ্যো বোধিতঃ স্তুতিমঙ্গলৈঃ ॥ ৬০
প্রভাতায়াং রজন্যাং তু কৃতপূর্ব্বাহ্ণিকক্রিয়াঃ
উপবিষ্টা নৃপাঃ সর্ব্বে স্বেষু বিশ্রামবেশ্মসু ॥ ৬১
যে বিসৃষ্টাস্তু রাজানো বিদর্ভায়াং নরাধিপৈঃ ।
তৈরাগম্য স্বভূপেষু বলো গত্বা নিবেদিতম্ ॥ ৬২
শ্রুত্বা কৃষ্ণাভিষেকং তু কেচিদ্ধৃষ্টা নরাধিপাঃ ।
কেচিদ্দীনতরা ভীতা উদাসীনাস্তথা পরে ॥ ৬৩
ত্রিধা প্রভিন্না সা সেনা নরনাগাশ্বমালিনী ।
মহার্ণব ইব ক্ষুব্ধা অভিষেকেণ চালিতা ॥ ৬৪
নৃপাণাং ভেদমালোক্য ভীষ্মকো রাজসত্তমঃ ।
ব্যতিক্রমমচিন্ত্যঞ্চ কৃতং নৃপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৬৫
বিচিন্ত্য মনসা রাজ্ঞা সম্ভ্রমানেন চেতসা ।
জগাম নরদেবানাং সমাজে প্রতিবোধিতুম্ ॥ ৬৬
এতস্মিন্নন্তরে দূতাঃ সম্প্রাপ্তাঃ ক্রথ-কৈশিকৌ ।
লেখমুদ্ধৃত্য শিরসা বিবিশুস্তে নৃপার্ণবম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীস্বয়ংবরে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সংগ্রামে যাহাদের স্মরণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫৫-৫৬

আমি পূর্ব্বে কখনও ভূতলে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বাসুদেব ব্যতীত অন্য কোনও এরূপ মানুষের আবির্ভাব হইতে ত' দেখি নাই, এমন কি উহা শ্রবণও করি নাই ॥ ৫৭

মহাবাহু রাজা দন্তবক্র সাধু কথা বলিয়াছেন। আমরা প্রথমে মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনার দ্বারা প্রসন্ন করত যেরূপ সামর্থ্য, সেরূপ করিব (অথবা যাহা উচিত হইবে, তাহাই করিব) ॥ ৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ মনে মনে নিজের বলাবল নিশ্চয় করত রাজা ভীষ্মক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইবার স্থির করিলেন ॥ ৫৯

নীতিজ্ঞ বহু মন্ত্রিগণের সহিত চিন্তা পূর্ব্বক বিচার করত রাজা ভীষ্মক রাত্রিতে শয়ন করিলেন। তারপর প্রভাতে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের মুখ হইতে স্তুতি এবং মঙ্গল-পাঠ শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইলেন ॥৬০

যখন রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া প্রভাতকাল আসিল, তখন সব নরপতিই পূর্ব্বাহ্ণকালের নিত্য কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ বিশ্রাম-ভবনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬১

যে সব রাজা নিজেদের পক্ষ হইতে যে যে রাজকুমারগণকে বিদর্ভপুরীতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলে ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ রাজার নিকট নির্জ্জনে গমন পূর্ব্বক সেখানের সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিলেন ॥ ৬২

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিছু নরপতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, কিছু রাজা অত্যন্ত দীন হইয়া পড়িলেন, বহু রাজা ভীত হইলেন এবং অন্য রাজারা উদাসীন হইয়া রহিলেন ॥ ৬৩

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে চালিত হইয়া সেই মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণে পরিপূর্ণা সেনা তিন ভাগে বিভক্তা হইয়া গেল এবং মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৬৪

রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মক সেই নরপতিগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইতে দেখিয়া এবং নিজে নিজের কৃত অচিন্ত্য অপরাধের কথা ভাবিয়া মনে মনে চিন্তার দ্বারা ক্ষুব্ধ হইতে হইতে সেই নরদেবগণের সমাজে তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৬৫-৬৬

ইহার মধ্যে ইন্দ্রের দূতরূপ রাজা ক্রথ ও কৈশিকের নিকট গমন করিলেন এবং মস্তক নত করিয়া এক পত্র বাহির করত প্রদান পূর্ব্বক রাজগণের সমুদ্র-সদৃশ সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৬৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীস্বয়ংবরবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্রথ-কৈশিকাভ্যাং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় স্ব-স্ব-রাজ্যস্য সমর্পণম্, দেবরাজেন্দ্রস্যাদেশেন সর্ব্বৈর্নরপতিভির্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রাজেন্দ্রপদে অভিষেকঃ, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সর্ব্বেভ্যো আশ্বাসদানঞ্চ।

জনমেজয় উবাচ।

হত্বা কংসং মহাবীর্য্যং দেবৈরপি দুরাসদম্
নাভিষিক্তঃ স্বয়ং রাজ্যে নোপবিষ্টো নৃপাসনে ॥ ১
কস্যার্থে চাগতঃ কৃষ্ণস্তত্রাপি ন কৃতোঽভিষিঃ।
অমানমতুলং প্রাপ্য ক্ষান্তবান্ কেন হেতুনা ॥ ২
বিনতায়াঃ সুতশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ।
স চাপি ক্ষমবান্ যুক্তঃ কারণং কিমপেক্ষিতঃ।
এতদাখ্যাহি ভগবন্ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদর্ভনগরীং প্রাপ্তে বৈনতেয়ে সহ দ্যুতে।
মনসা চিন্তয়ামাস বাসুদেবায় কৈশিকঃ ॥ ৪
দৃষ্টশ্চর্য্যং হি নঃ সর্ব্বান্ রাজ্ঞস্যান্ প্রবসাম্যয়ম্
বসুদেবসুতে দৃষ্টে ধ্রুবং পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫
বিশুদ্ধভাবঃ কৃষ্ণস্য আবয়োর্দৃষ্টতত্ত্বতঃ
অতঃ পাত্রতরঃ কোঽন্যস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৬
কৃষ্ণাৎ কমলপত্রাক্ষাদ্দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাৎ।
তস্মাবাং কিং প্রদাস্যাব আতিথ্যকরণে নৃপ ॥ ৭
পাত্রমাসাদ্য বৈ রাজন্ তথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে
এবমন্যোন্যং সঞ্চিন্ত্য ভ্রাতরৌ ক্রথ-কৈশিকৌ ॥ ৮
স্বং রাজ্যং দাতুকামৌ তু জগ্মতুঃ কেশবান্তিকম্।
দেবদাসাত্ত তৌ বীরৌ বিদর্ভনগরাধিপৌ ॥ ৯
উচতুস্তুষ্টুবুর্হৃষ্টৌ প্রণম্য শিরসা হরিম্।
অদ্যাবাং সফলং জন্ম অদ্যাবাং সফলং যশঃ
অদ্যাবাং পিতরস্তৃপ্তা দেবে চাবাং গৃহাগতে ॥ ১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ক্রথ ও কৈশিক কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ রাজ্য সমর্পণ, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সকল নরপতি কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজেন্দ্র পদে অভিষেক এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক সকলকে আশ্বাসদান।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! যিনি দেবগণেরও দুর্জ্জয় ছিলেন, সেই মহাশক্তিশালী কংসকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন না এবং রাজাসনেও উপবিষ্ট হইলেন না। ইহার কারণ কি? ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিনপুরে যজ্ঞের জন্য আদিয়াছিলেন, কিন্তু সেস্থানে তাঁহাকে নিমন্ত্রিত অতিথি করা হয় নাই (নিমন্ত্রিত না হইয়াই তিনি আসিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পূজিত হইয়াছিলেন।) এরূপ অনুপম অপমান প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ কিজন্য সব ক্ষমা করিয়া দিলেন? ২

বিনতার পুত্র গরুড় ত' মহাশক্তির ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। ইনিও কি কারণের অপেক্ষায় অমাতাব ধারণ করিলেন? ভগবন্! ইহা আমাকে আপনি বলুন, ইহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! (ক্রথ ও কৈশিক ভগবানের ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই ভগবান্ স্বয়ং সেস্থানে উপস্থিত হইলেন।) যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিনতানন্দন গরুড়ও বিদর্ভপুরীতে গমন করিলেন, সেই সময় কৈশিক মনে মনেই সেই বাসুদেবের জন্য এরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। ৪

(যদি আমার দুই ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করি, তবে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্যময় অভিষেক দেখিয়া আমাদের সকল পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সকলের মনে বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হইবে; অতএব আমি রাজাদিগকে বলিব—বসুদেবপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে পর নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। আমরা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছি। তিন লোকের মধ্যে সেই কমলনয়ন দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ নৃপাত্র আর কে আছে? ৫-৭½

নৃপ! আমরা দুইজনে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিবার সময় তাঁহাকে এরূপ কোন্ বস্তু উপহাররূপে প্রদান করিব, যাহাতে উত্তমপাত্র প্রাপ্ত হইয়া সমুচিত আদর না করিবার জন্য আমাদের ধর্ম লোপ হইয়া যাইতে না পারে। ৭½

এইরূপে দুই ভ্রাতা ক্রথ ও কৈশিক পরস্পর বিচার করত নিজ নিজ রাজ্য সমর্পিত করিবার ইচ্ছায় ভগবান্ কেশবের নিকট গমন করিলেন। ৮½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদর্ভনগরের অধিপতি সেই দুই মহাভাগ বীর সেই শ্রীহরিকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবার পর তাঁহাকে বলিলেন। ৯½

ভগবন্! আজ আপনি আমাদের গৃহে আসিয়াছেন, ইহাতে আমাদের দুই জনের জীবন সফল হইয়া গিয়াছে, আমাদের যশও সফল হইয়াছে এবং আমাদের পিতৃগণও তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। ১০

চামরং ব্যজনং ছত্রং ধ্বজঃ সিংহাসনং বলম্ ।
স্ফীতকোশা পুরী চেয়মাবাভ্যাং সুহিতা তব ॥১১
উপেন্দ্রত্বং মহাবাহো দেবেন্দ্রেণাভিষিক্তবান্ ।
আবাভ্যাং হি রাজ্যে ত্বামভিষিক্তং দদামি তে ॥ ১২
আবয়োর্যৎ কৃতং কার্যং বহ্নিঃ পার্থিবৈরপি
ন শক্যতেঽন্যথা কর্তুং জরাসন্ধেন বা স্বয়ম্ ॥ ১৩
শত্রুস্তে মাগধো রাজা জরাসন্ধো মহাদ্যুতিঃ
কথাং তে ব্রুবতে নিত্যং নৃপাণামতুলপ্রভঃ ॥১৪
সিংহাসনমনধ্যাস্তং পূর্বং চান্যৈ ন বিদ্যতে
কথং রাজসমাজেঽস্মিন্নাস্যতে দেবকীসুতঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণোঽপি সুমহাবীর্যো ভূতিমানী মহাদ্যুতিঃ ।
ন চাগমিষ্যতে যস্মিন্ কন্যার্থে চ স্বয়ংবরে ॥১৬
পার্থিবেষূপবিষ্টেষু স্বেষু সিংহাসনেষু বৈ ।
কথমাস্যতি নীচেষু আসনেষু মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৭

ইতি সঙ্কোদ্যমানস্তু শ্রুত্বাসৌ ভীষ্মকো নৃপঃ
আবয়োঃ সহ সম্মন্ত্র্য বিশ্রমোপশমায় চ ॥ ১৮
তব বিশ্রমহেতোর্হি কারিতেদং গৃহোত্তমম্
দেবানামাদিদেবোঽসি সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৯
মানুষ্যে মর্ত্যলোকেঽস্মিন্ রাজেন্দ্র ত্বং সমাচর
সমাজে মনুজেন্দ্রাণাং যা ভূদাসনসম্ভবম্ ॥ ২০
বিদর্ভনগরে চৈষাং রাজেন্দ্রত্বং বিচেষ্টয়
আস্তৃতামাসনে শুভ্রে শ্বঃ প্রভাতে মহাদ্যুতে ॥ ২১
অধিবাস্যাত্ম চাত্মানং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা
যথা গমিষ্যন্তি নৃপাঃ করিষ্যে দেবশাসনাৎ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা সুরশ্রেষ্ঠং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলী
প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ রঙ্গমধ্যে নৃপৈর্বৃতে ॥ ২৩
দেবদূতস্য বচনং ঘণ্টোক্তং বজ্রপাণিনা ।
লিখিত্বা সুমহাতেজাঃ কৈশিকঃ প্রাহ শাসনম্ ॥ ২৪

এই চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, সিংহাসন, সৈন্য ও সমৃদ্ধিশালী কোষসমৃদ্ধ এই পুরী দুই ভ্রাতা আমাদের সহিত আপনার সেবায় সমর্পণ করিলাম—আমরা সকলে আপনার ॥ ১১

মহাবাহো ! আপনি উপেন্দ্র । সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র আপনার অভিষেক করিয়া গেন । আমরাও এই রাজ্যে আপনার অভিষেক করিলাম এবং এই সমৃদ্ধ রাজ্য আপনাকে প্রদান করিলাম ॥ ১২

আমরা উভয়ে যে আপনার অভিষেক কার্য সম্পন্ন করিলাম, ইহাকে এই মনুষ্যলোকে নৃপতি অথবা স্বয়ং রাজ জরাসন্ধ অন্যথা করিতে পারিবেন না ॥ ১৩

মগধদেশের রাজা মহাতেজস্বী জরাসন্ধ আপনার শত্রু । তিনি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজাদিগকে অতীব দীন করিয়াছেন । তিনি প্রতিদিন আপনার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়া থাকেন ॥ ১৪

"কোনও সিংহাসনই শ্রীকৃষ্ণের বসিবার যোগ্য নয় ; (কারণ, ইহার উপর মূর্ধাভিষিক্ত নরপতিই বসিয়া থাকেন ।) ইহার কোনও নগর বা রাজধানী নাই, অতএব দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের এই সমাজে সিংহাসনে কিরূপে বসিবেন ॥১৫

শ্রীকৃষ্ণও মহাপরাক্রমশালী, অভিমানী ও মহাতেজস্বী । তিনি ভার জন্য এই স্বয়ংবরে কদাপি আসিবেন না ॥ ১৬

যখন রাজারা নিজ নিজ সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, তখন সেখানে মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ নীচ আসনে কিভাবে উপবেশন করিবেন ? ১৭

এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা ভীষ্মক তাঁহার কথা শ্রবণ করত আমাদের দুই জনের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল এবং কলহের শান্তির জন্য সে আপনার বিশ্রামের নিমিত্ত এই উত্তম ভবন নির্মাণ করাইয়াছে ॥ ১৮ ॥

প্রভো ! আপনি দেবগণেরও আদিদেব । সমস্ত লোকই আপনাকে নমস্কার করে । আপনি মর্ত্যলোকে এই মানবজগতের রাজা নহেন, রাজেন্দ্র হইয়া বিরাজমান হন, যাহাতে নরপতিগণের সমুদায়ে আসনের সঙ্কট (সিংহাসনে বসিবার স্থান লইয়া বিবাদ) উপস্থিত না হয় ॥ ১৯-২০

মহাতেজস্বী গোবিন্দ ! আপনি বিদর্ভনগরে এই রাজাদের রাজেন্দ্রত্বকে বিচলিত করুন (অথবা রাজেন্দ্র হইয়া রাজেন্দ্রতুল্য আচরণ করুন ।) এবং আগামীকাল প্রভাতে রঙ্গভূমিতে এক উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবেশন করুন ॥ ২১

আজ আপনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিজেকে নিজে অধিবাসিত (রাজ্যাভিষেকের পূর্বাঙ্গ সংস্কারসম্পন্ন) করুন । তারপর কাল আদি এরূপ চেষ্টা করিব, যাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সকল রাজা আপনার অভিষেকের জন্য এস্থানে উপস্থিত হন ॥ ২২

এইরূপ কথা বলিয়া বীর রুক্ম ও কৈশিক কৃতাঞ্জলি হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং রাজগণপূর্ণ রঙ্গস্থলে দেবরাজ ইন্দ্রের সেই আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন ॥২৩

মহাতেজস্বী কৈশিক বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, দেবদূতের সেই বাক্য স্বয়ং লিখিয়া রাজাদিগকে শুনাইলেন এবং ইন্দ্রের আদেশপত্রও পাঠ করিলেন ॥ ২৪

বৈশিক উবাচ।

বিদিতং বো নৃপাঃ সর্বে বৈনতেয়সহায়তঃ
আগতোঽতিথিরূপেণ বিদর্ভনগরীং হরিঃ ॥ ২৫
প্রাপ্তমালোক্য পাত্রে ত্বমিতি মন্ত্রিণা ভূপতিঃ
প্রণতো বাসুদেবায় স্বং রাজ্যং ধর্মহেতুনা ॥ ২৬
ইদমাসনমাস্থেতি ভ্রাতা মে চোদিতস্ততঃ
বাগুক্তা চাশরীরেণ কেনাপি ব্যোমচারিণা ॥ ২৭

দেবদূত উবাচ।

ন যুক্তমাসনং দাতুঃ স্থাসীনং নরাধিপ
ইদমন্যাসনং দিব্যং সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ২৮
জাম্বূনদময়ং শুভ্রং রচিতং বিশ্বকর্মণা।
প্রেষিতং দেবরাজেন সিংহলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ২৯
অত্রোপবিষ্টং দেবেশং চরাচরনমস্কৃতম্
অভিষিক্তং রাজেন্দ্রং বহুভিঃ পার্থিবৈঃ সহ ॥ ৩০
আগতাঃ কুণ্ডিনপুরে কন্যাহেতোর্নরাধিপাঃ
নাগমিষ্যতি যঃ কশ্চিৎ সোঽস্য বধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩১

বৈশিক বলিলেন,—নৃপগণ! আপনারা সকলেই ইহা জানেন যে, স্বীয় মহিমা হইতে অবিচ্যুত ভগবান্ শ্রীহরি গরুড়ের সহিত অতিথিরূপে বিদর্ভপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৫

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া 'ইনি উত্তম পাত্র' এরূপ চিন্তা করত রাজা রুক্ম ভগবান্‌কে বলিলেন—প্রভো! এই সিংহাসন আপনার দেবার নিমিত্ত হইয়াছে, আপনি ইহার উপর উপবেশন করুন। তিনি এই কথা বলিতেই আকাশচারী কোনও এক দিব্য প্রাণী অদৃশ্যদেহে থাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৬-২৭

দেবদূত বলিলেন,—নরপতে! যে আসনের উপর অন্য লোক বসিয়াছে, এরূপ সিংহাসন তোমার শ্রীকৃষ্ণের জন্য দেওয়া উচিত নয়। ইহার জন্য ত' এই সমস্ত রত্নসমূহে বিভূষিত দিব্য সিংহাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে। সিংহের চিহ্নে চিহ্নিত এই সিংহাসন দেবরাজ উহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত চরাচর প্রাণী যাঁহার চরণে মস্তক নত করে, সেই দেবেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন তোমরা সকলে বহু রাজার সহিত উপস্থিত থাকিয়া রাজেন্দ্রপদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবে ॥ ২৮-৩০

এই কুণ্ডিনপুরে রাজকন্যাকে প্রাপ্তির জন্য যে যে নরপতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি এই অভিষেক কার্যে না আসে, তবে সে বধযোগ্য হইবে ॥ ৩১

ইমে চৈবাষ্টকলশা নিধীনামংশসম্ভবাঃ
অক্ষয্যা রাজরাজস্য ধনেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২
দিব্যাঃ কাঞ্চনরত্নাঢ্যা দিব্যাম্ভঃপরিপোষকাঃ
রাজেন্দ্রস্যাভিষেকার্থমাগচ্ছন্তি নৃপৈর্বৃতাঃ ॥ ৩৩
এষ শঙ্খস্তু সন্দেশঃ কথিতো বো নরাধিপাঃ
লেখেনাদায় তান্ সর্বানভিষিঞ্চস্ত কেশবম্ ॥ ৩৪

বৈশিক উবাচ।

ইতি সংক্ষিপ্য বাক্যোঽসৌ দেবদূতো যতো দিবম্।
বস্ত্রাসনঞ্চ কৃষ্ণায় বালকন্দলপ্রভম্ ॥ ৩৫
তেনাহূতা নোদ্বহিকাস্মি ভবদ্ভির্যে সমাগতাঃ
দুর্নিবার্যাতুরা ঘোরং শত্রুঞ্জয় স্বয়ংবরম্
যুষ্মাভির্দর্শনে যুক্তমদ্ভুতং ভুবি দুর্লভম্
কলসৈরভিসিঞ্চাস্তু যাদবেন্দ্রং নরস্তুলাৎ
দৃষ্টাশ্চর্যাং হি নঃ ক্ষিপ্রং ধ্রুবং পাপক্ষয়ো ভবেৎ
স্নাপনার্থঞ্চ কৃষ্ণায় দেবদেবায় বিষ্ণবে ॥ ৩৮

এই আটটি অক্ষয় কলস, যাহা নিধিসমূহের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সব কলস রাজাধিরাজ মহাত্মা ধনেশ্বরের কুবেরের দিব্য কলস। প্রতি কলসই সুবর্ণ ও রত্নসম্পন্ন। এই সব কলস শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষেক করিবার জন্য নৃপগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আসিতেছে ॥ ৩১-৩৩

নরপতিগণ! আমি আপনাদিগকে এই ইন্দ্রের সংবাদ বলিয়া শুনাইলাম। অতএব আপনারা সকলে এই লিখিত আজ্ঞা পত্রের দ্বারা সমস্ত রাজাকে আহ্বান করত আনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য পূর্ণ করুন ॥ ৩৪

বৈশিক বলিলেন,—এরূপ প্রেরণাদান করত শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাতঃকালীন সূর্যমণ্ডল কান্তিমান্ সিংহাসন প্রদান করিয়া সেই আকাশস্থিত দেবদূত স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৩৫

সেইজন্য আমি আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিত করিতেছি যে, আজ আপনারা যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই সাক্ষাৎ উগ্র কর্তৃক প্রদত্ত এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন ও দুষ্কর ॥ ৩৬

আকাশ হইতে অষ্ট কলসের দ্বারা বরাই শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক হউক'—এই অদ্ভুত দৃশ্য পৃথিবীতে সর্বদা দুর্লভ। আপনাদেরও এই দর্শনীয় উৎসব অবশ্যই দর্শন করা উচিত। এই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখিয়া আমাদের সকলেরই পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যাইবে ॥ ৩৭

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! আপনারা দেবাধিদেব বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে

আগচ্ছধ্বং নৃপশ্রেষ্ঠা ন ভয়ং কর্তুমর্হথ।
আবয়োঃ কৃতসন্ধানো যুদ্ধার্থে জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৯
সর্ব্বেষাং মনুজেন্দ্রাণামভয়ং কুরুতে হরিঃ।
বিশুদ্ধভাবঃ কৃষ্ণস্তু আবয়োর্দৃঢ়ভক্তিতঃ ॥ ৪০
নাগস্য বিশেষেণ ন বৈরং হৃদি দৃশ্যতে
যদত্র কারণং কার্য্যং তদ্ভবদ্ভির্বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সঞ্চিন্তয়ামাসুর্নৃপাঃ শাপভয়ার্দ্দিতাঃ।
দৃষ্ট্বা তত্রস্থবৃ রাজেন্দ্রাঃ কেশবায় মহাত্মনে ॥ ৪২
দেবগন্ধর্ব্বনাদেন স্বরেণাপূরয়ন্নভঃ।
বাগ্ভির্বাচাশরীরেণ দেবরাজস্য শাসনাৎ ॥ ৪৩

চিত্রাঙ্গদ উবাচ।

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শক্রঃ প্রজাপালনহেতুনা।
আজ্ঞাপয়তি যুষ্মাকং নৃপাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৪

যান করাইবার জন্য আগমন করুন। তাঁহাকে ভয় করিবেন না। আমরা উভয়ে আপনাদের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছি। ৩৮-৩৯

শ্রীহরি সমস্ত নরপতিগণকে অভয়দান করিতেছেন। আমরা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করিয়াছি ও বুঝিতে পারিয়াছি। আপনাদের সকলের প্রতি ইঁহার ভাব সর্ব্বথা শুদ্ধ। ৪০

বিশেষতঃ মহারাজ ভরতের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ দ্বেষ নাই, সেইজন্য বর্ত্তমানে যে কার্য্য কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করুন। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব নরপতিগণ শাপের ভয়ে পীড়িত হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় পুনরায় সেই রাজেন্দ্রগণ মহাত্মা কেশবের নিকট আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ৪২

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে কোনও অদৃশ্য ব্যক্তি মেঘমন্দ্র স্বরে ভূমি ও আকাশকে পরিপূর্ণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৪৩

চিত্রাঙ্গদ বলিলেন,—ত্রিলোকের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র আপনাদের জন্য সকল রাজা তোমাদের হিতকামনা করিয়া এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ৪৪

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃথা শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু ভাবিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, ইহা

ন যুক্তং বলভাস্তোক্তং কৃষ্ণেন সহ বৈরিণা।
যূয়ং প্রীতিমুৎপাদ্য স্বরাষ্ট্রেষু নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫
প্রণতার্ত্তিহরঃ কৃষ্ণঃ প্রতিদেবান্তকোঽনলঃ
অনেন সহ সম্প্রীত্যা মোদধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৬
মানুষাণাং নৃপা দেবা নৃপাণাং দেবতাঃ সুরাঃ।
সুরাণাং দেবতা শক্রঃ শক্রস্যাপি জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭
এষ বিষ্ণুঃ প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্।
জাতোঽয়ং মানুষে লোকে নররূপেণ কেশবঃ ॥ ৪৮
অজেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু দেব-দানব-মানবৈঃ
কার্ত্তিকেয়সহায়স্য অপি শূলভৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯
তস্মৈ দেবাধিদেবায় কেশবায় মহাত্মনে।
অভিষেক্তুং সুরৈঃ সার্দ্ধং কিমিচ্ছেয়মতঃ পরম্ ॥ ৫০
ন চাধিকারো দেবানাং রাজেন্দ্রস্যাভিষেচনে।
তেনাহং নাভিষক্ষ্যামি সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৫১
নৃপাণামধিকারোঽয়ং রাজেন্দ্রস্য নিবেশনে।

তোমাদের পক্ষে উচিত হইতেছে না। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা থাকাও উচিত নয়। তোমরা পরস্পর প্রেমভাব উৎপন্ন করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে বাস কর। ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ প্রণত হইয়া শরণাগতগণের সকল দুঃখ দূর করিয়া দেন; কিন্তু শত্রুসৈন্যদের প্রতি কাল ও অগ্নিতুল্য ভয়ঙ্কর হইয়া যান। তোমরা সকলে ইঁহার সহিত প্রেমভাব রাখিয়া নিশ্চিন্ত হও ও আনন্দ উপভোগ কর। ৪৬

সাধারণ মনুষ্যদিগের পক্ষে নৃপগণই দেবতা, নৃপদের পক্ষে আরাধ্য দেবতাই (ইষ্টদেবই) দেবতা, দেবগণের দেবতা ইন্দ্র এবং সেই ইন্দ্রেরও দেবতা হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ৪৭

এই জ্যোতির্ময় ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণেরও দেবতা। তিনিই মনুষ্যলোকে মানব শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৪৮

সমস্ত লোকমধ্যে দেবতা, দানব ও মনুষ্যগণ কেহই ইঁহাকে কখনও জয় করিতে সমর্থ হন না। কার্ত্তিকেয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ ত্রিশূলধারী শঙ্করের পক্ষেও ইনি অজেয়। ৪৯

সেই দেবাধিদেব মহাত্মা কেশবের জন্য দেবগণসহ আমার এই ইচ্ছা যে, ইঁহার রাজেন্দ্র পদে অভিষেক হউক। ইহা হইতে অধিক আমার আর কি ইচ্ছা হইতে পারে। ৫০

কিন্তু রাজেন্দ্রপদে কাহাকেও অভিষেক করিবার অধিকার দেবগণেরও নাই; সেইজন্য সর্ব্বলোকনমস্কৃত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক আমি স্বয়ং করিতেছি না। ৫১

গত্বা পুরং বিদর্ভায়াঃ ক্রথ কৈশিকয়োঃ সহ ॥৫১
সঙ্কিন্ত্য বিধিদৃষ্টেন কুরুধ্বং নৃপসত্তমাঃ
প্রীতিসঙ্কানকালোঽয়মিতি সঙ্কিন্ত্য মাধবঃ ॥ ৫৩
বোধনার্থং বিসৃষ্টোঽহং ভূম্নাকূ যদুভোজয়োঃ
বিদর্ভনগরে কৃষ্ণঃ শ্রাবিতোঽস্তাবিবাসনম্ ৫৪
রাজেন্দ্রস্য ভিষেকার্থং রাজ্ঞোঃ ক্রথ-কৈশিকয়োঃ
তাভ্যাং সহ নৃপশ্রেষ্ঠাঃ কৃত্বা স্বস্ত্যয়নোৎসবম্ ॥ ৫৫
অভিষেকেণ সংকৃত্য প্রতিপূজ্যাস্য দক্ষিণম্
আগমিষ্যথ সংহৃষ্টাঃ পুনরেব স্বয়ংবরম্ ॥ ৫৬
জরাসন্ধঃ পুনশ্চৈব কৃত্বা চৈব মহারথঃ
শাল্বঃ সৌভপতিশ্চৈব চত্বারো রাজসত্তমাঃ ॥ ৫৭
রঙ্গস্যাস্যূপরেতোহি তিষ্ঠন্তু ইহ পার্থিবাঃ ।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমাজ্ঞাং সুরেশস্য শ্রুত্বা চিত্রাঙ্গদেরিতাম্ ॥ ৫৮

গমনায় মতিং চক্রুঃ সর্ব এব নৃপোত্তমাঃ
অনুজ্ঞাতা নরেন্দ্রেণ জরাসন্ধেন ধীমতা ॥ ৫৯
ভীষ্মকঃ পুরতঃ কৃত্বা প্রযাতাঃ স্ববলৈর্বৃতাঃ
ভীষ্মকশ্চ মহাবাহুঃ স্ববলেন সমন্বিতঃ ॥ ৬০
জগাম পার্থিবৈঃ সার্দ্ধং সম্ভ্রমানেন চেতসা
যত্র কৃষ্ণো মহাবাহুঃ কৈশিকস্য নিবেশনে ৬১
দ্বারদেশে প্রকাশস্থা পতাকাধ্বজমালিনী
শুভা দেবসভা রম্যা স্থানহেতোরিবাগতা ॥ ৬২
দিব্যৈরত্নপতাকীর্ণা দিব্যধ্বজসমাকুলা
দিব্যাম্বরপতাকাভা দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৬৩
দিব্যস্রগ্দামকলিলা দিব্যগন্ধাধিবাসিতা
বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমন্তাৎ পরিবারিতা ॥ ৬৪
দিব্যাপ্সরোগণাশ্চৈব বিদ্যাধরগণাস্তথা
গন্ধর্বা মুনয়শ্চৈব কিন্নরাশ্চ সমন্ততঃ ॥৬৫
উপগায়ন্তি দেবেশমন্বরাস্থরনাশ্রিতাঃ ।

শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ ! রাজেন্দ্রপদে কাঁহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিবার এই অধিকার কেবল নরপতিগণের আছে। অতএব তোমরা সকলে ক্রথ ও কৈশিকের সহিত বিদর্ভপুরীতে যাইয়া বিশেষভাবে চিত্ত করত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কর। ৫২

নরপতিগণ ! ইহাই তোমাদের সকলের পক্ষে পরস্পর প্রীতি সহকারে সন্ধি স্থাপন করিবার উপযুক্ত সময়—ইহা চিন্তা করিয়াই তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য উগ্র আমি দেবগণের পক্ষ হইতে দূত পাঠাইয়াছি। ৫৩

শ্রেষ্ঠ নরেশগণ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরে বিরাজমান আছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অধিবাসে (অভিষেকের পূর্বাঙ্গ সংস্কার) শুনাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ তিনি পূর্বাঙ্গ সংস্কারসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছেন। রাজা ক্রথ ও কৈশিক তাঁহাকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য সব কিছুই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

তোমরা সকলে এই দুইজনের সহিত মহাসমারোহে মহোৎসব পালন করত রাজ্যাভিষেকের দ্বারা ভগবানের সংকার ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবার পর পুনরায় অতিশয় হৃষ্টচিত্তে স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবে। ৫৪-৫৬

এই রঙ্গভূমি যাহাতে শূন্য না থাকে, সেইজন্য এখানে চার শ্রেষ্ঠ রাজা—জরাসন্ধ, সুনীথ, মহারথী রুক্মী ও সৌভবিমানের অধিপতি রাজা শাল্ব এখানে অবস্থান করুক। ৫৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে চিত্রাঙ্গদকথিত দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা শ্রবণ করত সেই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে যাইবার জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন। বুদ্ধিমান্ নরপতি জরাসন্ধ ইঁহাদিগকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ৫৮-৫৯

তারপর সেই নরপতিগণ ভীষ্মককে অগ্রে করিয়া নিজ নিজ সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন। মহাবাহু ভীষ্মকও নিজের সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই নৃপতিগণের সহিত কৈশিকের সেই ভবনে গমন করিলেন, যেখানে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। এই সময় রাজা ভীষ্মকের চিত্ত ভাবী পুত্রের যে যেরূপ জন্য চিন্তাকুলী অবস্থায় ছিল। ৬০-৬১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্নানের জন্য সুন্দর ও সুরম্য দেবসভা এই ভূতলে নিজ অংশ দিয়াছিল, যাহা তখন দূর হইতেই প্রকাশিত হইতেছিল। এই দেবসভা ধ্বজা ও পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ৬২

দিব্যরত্নসমূহের প্রভার দ্বারা উহা উদ্ভাসিত ছিল, সুগন্ধাদি সকলের দ্বারা উহা পূর্ণ ছিল, দিব্য বস্ত্রসমূহের পতাকাবলি উহার শোভাবর্ধন করিতেছিল এবং দিব্য আভরণসমূহে উহা বিভূষিত ছিল। ৬৩

উহাতে স্থানে স্থানে দিব্য পুষ্পমালাসমূহ শোভা পাইতেছিল। দিব্য গন্ধের দ্বারা এই দেবসভা সুবাসিত ছিল। বিমানে করিয়া গমনকারী কামিমান্ দেবগণের দ্বারা উহা চারিদিকে পরিবেষ্টিত ছিল। ৬৪

দিব্য অপ্সরোগণ, বিদ্যাধরসকল, গন্ধর্বসমূহ, মুনিগণ ও কিন্নর-সকল আকাশে চারিদিকে বিরাজমান থাকিয়া দেবেশ্বর ভগবান্

স্তবন্তি মুনয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৬৬
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব স্বয়মেবানদন্ দিবি
পঙ্কযোনিসমুত্থানি গন্ধচূর্ণান্যনেকশঃ ॥ ৬৭
সমন্তাৎ পাত্যমানানি চাকাশস্থৈর্দিবৌকসৈঃ
স্বয়মাগতা দেবেন্দ্রো দেবৈঃ সহ শচীপতিঃ ॥ ৬৮
বিমানবরমারুহ্য সূর্যপ্রকাশং স্থিতে হ্যম্বরে
অষ্টৌ যে লোকপালাস্তে স্বাসু দিক্ষু সমাস্থিতাঃ ॥ ৬৯
উপগায়ন্তি নৃত্যন্তি স্তবন্তি চ সমন্ততঃ
দৃষ্ট্বা মুদুমুদা যুক্তঃ সর্ব এব নরাধিপাঃ ॥ ৭০
বিস্ফোৎফুল্লনয়না বিবিশুস্তে সভাং শুভাম্ ।
কৈশিকশ্চ মহাবাহুরুপযাম্য নরাধিপান্ ॥ ৭১
প্রবেশয়ামাস বলী প্রতিপূজ্য যথাবিধি
নিবেদিতে সুরশ্রেষ্ঠে পার্থিবানাং সমাগমে ॥ ৭২
নির্জগাম হরিঃ শ্রীমান সর্বমঙ্গলপূজিতঃ
ততোঽম্বরস্থাস্তে দিব্যাঃ কলসাশ্চৈলকর্দিনঃ ॥ ৭৩

শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিতেছিলেন এবং মুনি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ উহার স্তুতি করিতেছিলেন। ৬৫-৬৯

দেবদুন্দুভি আকাশে বহুই বাদিত হইতে লাগিল। আকাশে অবস্থান করত দেবগণ চারিদিক হইতে পঙ্কযোনিসম্ভূত * সুগন্ধচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ৬৭।

দেবগণের সহিত শচীপতি দেবেন্দ্র স্বয়ং আগমনপূর্বক এক শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করত আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সকল লোকেই তখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৬৮।

যে আট লোকপাল আছেন, তাঁহারাও নিজ নিজ দিকে অবস্থান করত সর্বদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যশোগান, নৃত্য ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৬৯।

তাঁহাদের নৃত্য-গীতাদির সম্মিলিত শব্দ শ্রবণ করত সেই সব নরপতিগণের নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা কেবল তখন সেই মঙ্গলময়ী দিব্য দেবসভায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৭০।

* বিভিন্ন বৃক্ষসমূহের মূল, ত্বক্ (ছাল), পত্র, পুষ্প ও ফল—ইহাই পঙ্কযোনি। এই সব মিশ্রিত করিয়া যে গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকেও পঙ্কযোনিসম্ভব গন্ধচূর্ণ বলা যায়। অথবা আম্র, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন নামক যে পঞ্চ বৃক্ষ আছে, এই সব হইতে উৎপন্ন দিব্য গন্ধচূর্ণকেও পঙ্কযোনিসম্ভব বলা হয়।

সহকারসমাযুক্তা বকুলৈশ্চম্পকৈরিব
দিব্যাকৃতরস্ত্রৌঘৈর্দিব্যপুষ্পসমন্বিতৈঃ ॥ ৭৪
গন্ধচূর্ণবিমিশ্রেণ রাজেন্দ্রস্যাভিষেচনে
যথোক্তবিধিপূর্বেণ অভিষিচ্য জনার্দনম্ ॥ ৭৫
দর্শয়িত্বা নরেন্দ্রাণাং দিব্যান্যাভরণৈঃ শুভৈঃ ।
দিব্যাম্বরবিচিত্রৈশ্চ দিব্যমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৭৬
সংকৃত্য বিধিবদ্রাজ্ঞ উপবিষ্টা জনার্দনঃ
শুভে দেবসভে রম্যে স্বানলঙ্কারভূষিতে ॥ ৭৭
উপাসঙ্গম্যানো মহদ্ভির্বৃষ্ণিভশ্চ নরাধিপৈঃ
বৈনতেয়শ্চ বলবান্ কাঞ্চনী নরাকৃতিঃ ॥
দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতা আসনস্থো মহাবলঃ
ক্রথ-কৈশিকয়ো শ্চ বামৌ চ মপার্শ্বে তথাসনে
উপবিষ্টৌ মহাস্থানে দেবস্যানুমতে নৃপৌ
তথৈব চ মপার্শ্বে তু বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ॥ ৮০
সাত্যকিপ্রমুখা বীরা উপবিষ্টা মহাবলাঃ

সেই সময় বলবান্ মহাবাহু কৈশিক সমস্ত নরপতিগণের নিকট গমন করত তাঁহাদের বিধি অনুসারে পূজা করিয়া সকলকে সভামধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ৭১।

যখন সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত রাজগণের শুভাগমনের সংবাদ নিবেদন করা হইল, তখন সর্বপ্রকার মঙ্গলময় প্রভাসমূহে পূজিত হইয়া সেই শ্রীমান্ হরি ভবন হইতে নির্গত হইলেন। ৭২।

তদনন্তর যাহাদের কণ্ঠে বস্ত্র বাঁধা ছিল এবং যাহারা আম্র-পল্লবে সুশোভিত ছিল, আকাশে স্থিত সেই দিব্য কলসসমূহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর মেঘের ন্যায় জলবর্ষণ করিতে লাগিল। ৭৩।

এই দিব্য কলসসমূহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষেক করিবার সময় দিব্য সুবর্ণ ও রত্নসমূহে যুক্ত, দিব্য পুষ্পসমূহে সুবাসিত ও সুগন্ধচূর্ণ মিশ্রিত জলের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য সম্পন্ন করত তাঁহাকে সুন্দর দিব্য বস্ত্রভূষণের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নরেন্দ্রগণের পক্ষে দর্শনীয় করিয়া ছিল। ৭৪-৭৫।

তাহার পর দিব্য বস্ত্র, বিচিত্র দিব্য মালা এবং দিব্য অনুলেপন-সমূহের দ্বারা সেস্থানে সভাগত রাজাদের বিধি অনুসারে সৎকার করিয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জন্য কৃতলে উপস্থিত সুন্দর ও রমণীয় দেবসভার মধ্যে (এক উজ্জ্বল দিব্য সিংহাসনে) উপবিষ্ট হইলেন। ৭৬-৭৭

সেই সময় যাদব ও বিদর্ভদেশীয় নরপতিগণ তাঁহার সেবায়

ভাস্করপ্রতিমে দিব্যে দিব্যাস্তরণনিস্তৃতে
স্বয়ংপবিষ্টঃ শ্রীমন্তঃ কৈলাসগিরিবৎ শুভম্
সচিবৈঃ প্রাবিতাঃ সর্বে প্রবিষ্টাস্তে নরাধিপাঃ ॥ ৮১
সপার্শ্বেন চ সম্পৃচ্ছ্য রাজ্ঞাঃ সর্বে এব তে
সুখোপবিষ্টাস্তে স্বেষু আসনেষু নরাধিপাঃ
কৈশিকস্তু মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থবিত্তমঃ
পূজয়িত্বা যথান্যায়মুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৮৪

কৈশিক উবাচ

অবিজ্ঞাতা নৃপাঃ সর্বে মানুষে ত্বয়ি তে প্রভো।
ভবন্তমুপকৃষ্টানাং দেব ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৮৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ন মে বৈরং প্রবর্ততে একাহমপি কৈশিক।
বিশেষেণ নরেন্দ্রাণাং ক্ষত্রধর্মেঽবতিষ্ঠতাম্ ॥ ৮৬

তখন পার্শ্বেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণকারী বলবান্ ও মহাপরাক্রমশালী শরভ মানুষরূপ ধারণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে গমনপূর্বক এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বীর রুক্ম ও কৈশিক এই দুই মহাত্মা নরপতি ভগবানের অনুমতি পাইয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে এক আসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে বাসুদেব শৈব্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথী সাত্যকি প্রভৃতি মহাবল বীরগণও তখন উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭৮-৮০॥

সূর্যতুল্য তেজস্বী এবং দিব্য আস্তরণে সুসজ্জিত দিব্য সিংহাসনে সুখে উপবিষ্ট শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবতাগণের সহিত বিরাজমান ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮১॥

তদনন্তর মন্ত্রিগণের দ্বারা রাজাজ্ঞা পাইয়া সমস্ত নরপতিগণ সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সমস্ত রাজারাই যথাযোগ্য ভাবে ভগবানের পূজা করিলেন, তারপর নিজ নিজ আসনে সুখে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮২-৮৩

ইহার পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ শাস্ত্রসমূহের মর্মার্থবিৎ ও পরমজ্ঞানী কৈশিক যথাযথভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত এই কথা বলিলেন। ৮৪

কৈশিক বলিলেন,—প্রভো! দেব! আজ পর্যন্ত সকল রাজা অজ্ঞানতাবশতঃ আপনার বিষয়ে ইহাই জানিতেন যে, ইনিও মানুষ; সেইজন্য ইহারা সকলে আপনার প্রতি অপরাধ করিয়াছেন আপনি এই সব অপরাধীদিগকে ক্ষমা করুন ॥ ৮৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কৈশিক! আমার মনে একদিনও শত্রুতা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থির আছেন, 'ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা উচিত' এই ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করিয়া যাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং অধর্মে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, এরূপ ক্ষত্রিয়গণের উপর কি হেতু ক্রোধ করিব? নৃপতিগণ! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা গিয়াছে; যাহারা মৃত হইয়াছে, তাহারা ধর্মে চলিয়া গিয়াছে এই মনুষ্যলোকের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম (নিয়ম) যে, এই লোকে প্রাণীরা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে ॥ ৮৬-৮৮

নরপতিগণ! যাহারা মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য আর আপনাদের শোক করা উচিত নয়। ক্ষমা করাই আমার বিশেষ প্রিয়, অতএব এই সব রাজারা আজ হইতে বৈরভাব ত্যাগ করিয়া 'নির্বৈর' হউন ॥ ৮৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই নরপতিগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাসদান করত মহাতেজস্বী ভগবান্ মধুসূদন কৈশিকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরব হইলেন ॥ ৯০

এই সময়েই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নীতিকুশল রাজা রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিয়া বলিলেন ॥ ৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি রুক্মিণীস্বয়ংবরে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০॥

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রুক্মিণীর স্বয়ংবরবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

(শ্রীকৃষ্ণ-ভীষ্মকয়োঃ সংবাদে ভীষ্মকেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনঞ্চ

ভীষ্মক উবাচ

পুত্রো মে বালভাবেন ভগিনীং দাতুমিচ্ছতি
স্বয়ংবরে নরেন্দ্রাণাং ন চাহং দাতুমুৎসহে ॥ ১
অতীব বালভাবত্বাদ্ দাতুমিচ্ছেৎপতিং স্বয়ম্
একা চৈকং সমালোক্য বরয়িষ্যতি মে মতিঃ ॥ ২
অতঃ প্রসাদমিচ্ছে ত্বাং পুত্রদুর্নয়হেতুনা
প্রসাদং কুরু দেবেশ ক্ষন্তুমর্হসি মে প্রভো ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

বালভাবেন পুত্রেণ চালিতং নৃপমণ্ডলম্ ।
যদা ভবতি বৈ প্রৌঢ়ঃ কীদৃশোঽবিনয়ো ভবেৎ ॥ ৪
সূর্যেন্দুসদৃশৈর্লোকাংস্তপসোপার্জিতশ্রিয়ঃ ।
লোকেঽস্মিন্নরদেবানাং মহাকুলসমুদ্ভবান্ ॥ ৫

একস্যাপি নৃপস্যাগ্রে মোহাদ্ যো বিতথং বদেৎ
ন স তিষ্ঠতি লোকেঽস্মিন্নির্দহেদ্দণ্ডবহ্নিনা ॥ ৬
এষ ধর্ম্মো নরেন্দ্রাণামিতি তে বিদিতং প্রভো
লোকধর্ম্মং পুরস্কৃত্য পুরা গীতঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৭
কথং তব সুতস্তেষামগ্রতো মনুজেশ্বর
বক্তুমর্হতি রাজেন্দ্র বিতথং রাজসংসদি ॥ ৮
তাদৃশং রঙ্গনভুলং কারয়ংস্তনয়স্তব
কথং ত্বয়া ন বিজ্ঞাত ইতি মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৯
আগতানাং নরেন্দ্রাণামনলার্কেন্দুবর্চ্চসাম্ ।
যথার্হেণ তু সম্পূজ্য আতিথ্যং কৃতবানসি ॥১০
রথাশ্ব-নর-নাগানাং বিমর্দ্দমতুলং তথা
কথং ন জ্ঞাতবান্ রাজংস্তব পুত্রস্য চেষ্টিতম্ ॥ ১১

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

(শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকের সংবাদ ভীষ্মক কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন ।)

ভীষ্মক বলিলেন,—ভগবন্ ! আমার পুত্র রুক্মী নিজের বালচাপল্য বা অবিবেকবশতঃ নিজের ভগিনী রুক্মিণীকে নরপতিগণের সমক্ষে স্বয়ম্বরে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাকে স্বয়ম্বরে দিতে ইচ্ছুক নই । ১

অত্যন্ত বালকভাববশতঃ বা মূর্খতাবশতঃ সে নিজের ভগিনীকে এইভাবে স্বয়ম্বরে দিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহাই আমার ধারণা । আমার মতে সে একাকিনী কোনও এক ব্যক্তিকে বর্ণন করিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করুক । ২

প্রভো ! অতএব আমার পুত্রের দুর্নীতির নিমিত্ত (নিজেকে নিজে অপরাধী মানিয়া) আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি । দেবেশ্বর ! আপনি আমার উপর করুণা করিয়া প্রসন্ন হউন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করুন । ৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার পুত্র বালকালেই সমস্ত নৃপমণ্ডলে অর্থাৎ নরপতিগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে । হায়, সে যখন প্রৌঢ় হইবে, তখন কিরূপ দুর্বিনীত হইয়া উঠিবে ? ৪

এ জগতে যে ব্যক্তি একজন রাজারও নিকটে মিথ্যা কথা বলে, সেই ব্যক্তি রাজাদের তাপা সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য প্রকাশমান, তপস্যার দ্বারা অর্জিত শ্রীসম্পন্ন এবং নরপতিগণের উচ্চবংশে জন্মলাভ করত যজ্ঞাদির দ্বারা লব্ধ লোকসকলকে দণ্ডাগ্নিতে (যমযাতনার অগ্নিতে) দগ্ধ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত লোকসকলের মধ্যে যে এই লোক, ইহাতেও সে থাকিতে পারে না অর্থাৎ কি ইহলোক, কি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল, তপস্যার দ্বারা প্রাপ্য এবং মহাসংসদ্ভূত মহাপুরুষদের লভ্য পরলোকেও থাকিতে পারে না, তাহার পক্ষে কোনও লোক নাই, ভূলোকেই তার স্থির থাকে । ৫-৮

প্রতাপশালী রাজন্ ! অতএব এই সত্য ভাষণই নরপতিগণের ধর্ম্ম, ইহা আপনিও বিদিত আছেন । স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পুরাকালে লোকধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া এই সত্যের মহত্ত্ব গান করিয়াছেন ।৭

নরপতে ! রাজেন্দ্র ! সুতরাং আপনার পুত্র রাজসভায় রাজাদের সম্মুখে কি করিয়া মিথ্যা কথা বলিবে ? অর্থাৎ যাহাতে আপনার সম্মতি নাই, সেই ঘোষণা সে কি করিয়া করিবে ? ৮

আপনার পুত্র যখন এরূপ অনুপম রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করাইতেছিল, তখন আপনি তাহার তত্ত্বগত ভাব জানিতে পারেন নাই—এবিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ হইতেছে । ৯

অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনি তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য ভাবে পূজা করিয়া তাঁহাদের আতিথ্যসৎকার করিয়াছেন (তথাপি আপনি কি করিয়া বলিতেছেন, আমি এবিষয়ে কিছু জানি না) । ১০

রাজন্ ! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ এই

বিনাশো ন ভবেদত্র চতুরঙ্গবলাগমে
কথং ন জ্ঞায়তে বাঞ্ছরিতি মে বুদ্ধিসংশয়ঃ ॥ ১১
মমাগমনদোষেণ প্রাণেষু ন হিতং তব
অতো ন কৃতমাতিথ্যমপাত্রাস নরেশ্বর ॥ ১২
পাত্রেভ্যো দীয়তাং কন্যা মামপাস্য নরেশ্বর।
মমাগমনদোষেণ কথং কন্যাং ন দাস্যসে ॥ ১৩
কন্যাবিদুষ্ক কুর্বাণো নরকে পরিপচ্যতে
ইতি ধর্ম্মবিদৈর্গীতং মন্বাদিভির্নরোত্তমৈঃ ॥ ১৪
অতোঽর্থং ন প্রবিষ্টোঽহং রঙ্গমধ্যে বিশাম্পতে
বিদিত্বা নকৃতাতিথ্যং নরদেব তবালয়ম্ ॥ ১৫
ত্বিয়াভিদুতো রাজেন্দ্রপার্থিবোঽহং নরাধিপ
বিনর্ভনগরে রাজন্ বলবিশ্রামহেতুনা ॥ ১৭
আবাভ্যাং কৃতমাতিথ্যং কৈশিকস্য প্রিয়াতিথেঃ।
উষিতৌ চ বয়ং স্বর্গে পুরা গরুড়-কেশবৌ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমেব ব্রুবাণং তু কৃষ্ণং বাগ্বজ্রচোদিতম্
প্রক্ষ্ণবাচাপুনাদিচ্য শমিতোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥১৯

ভীষ্মক উবাচ

প্রসীদ দেবলোকেশ পাহি মাং লোকপাবন
অজ্ঞানতমসাবিষ্টং জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদো ভব ॥২০
মানুষ্যে মাংসচক্ষুষ্ট্বাদসম্যগ্ বিদিতা বয়ম
ন প্রসিধ্যন্তি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তামবিচারণাৎ ॥ ২১
ভবন্তং শরণং প্রাপ্য দেবানামপি দৈবতম
সম্যগ্ ভবতু নে দৃষ্টিঃ সম্পদ্যন্তু চ মে ক্রিয়াঃ ॥ ২২
অনিষ্পন্নামপি ক্রিয়াং নরেণেতাং বিচক্ষণাঃ
ফলদাং হি প্রকুর্ব্বন্তি মহাসেনাপতির্যথা ॥ ২৩

চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনীর যে অনুগমন সংহার হইয়াছে, তৎসমস্তই যে আপনার পূর্বের কুচেষ্টার ফল, ইহা আপনি কেন জানিতে পারেন নাই ? ১১

রাজন্ ! এস্থানে যে চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা কখনও কোনও বিবাদের ঘটন সংঘটিত হইবে না, এই কথা আপনি কেন বুঝিতে পারিলেন না ? এ বিষয়ে আমার বুদ্ধি সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িতেছে। ১২

নরনাথ ! আমার এস্থানে আগমনই প্রায় আপনাদের হিতকর হইবে না ইহা বুঝিয়াই আপনি আমাকে অপাত্র মনে করত আমার আতিথ্যসংকার করেন নাই। ১৩

রাজন্ ! আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি এই সব নৃপতি রাজাদিগকে কন্যাদান করুন। আমার আগমন-রূপ দোষের জন্য আপনি কেন কন্যা দান করিবেন না ? ১৪

কন্যার বিবাহে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মানুষ নরকের অধিতে পাক হইতে থাকে—ইহাই মনু প্রভৃতি ধর্ম্মজ্ঞ নরপতিগণ বলিয়া গিয়াছেন। ১৫

প্রভানাথ ! সেইজন্য আমি রঙ্গমধ্যে আসি নাই। নরদেব ! আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আপনার গৃহ আতিথ্যহীন অর্থাৎ আপনার গৃহে অতিথিসংকার করা হয় না। ১৬

রাজন্ ! নরনাথ ! আমি বিনর্ভনগরে বিশ্রামের জন্য যে নিজের সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়াছি, সেইজন্য রাজেন্দ্রগণের রাজা হইয়াও আমি লজ্জাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি (যদি আমি এ স্থানে বিশ্রাম না করিতাম, তাহা হইলে এরূপ অপমান সহ্য করিতে হইত না) । ১৭

ইহাতেও কিন্তু আমি ও গরুড় এস্থানে পরিপূর্ণ আতিথ্যসংকার প্রাপ্ত হইয়াছি ; কারণ, রাজা কৈশিক অতিথিপ্রিয়। গরুড় ও কেশব আমরা উভয়ে এই স্থানে সেইভাবে সুখে বাস করিতেছি, যেরূপ পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতেছিলাম। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এইরূপ কথা বলিয়া যিনি বাক্যরূপ বজ্রের দ্বারা প্রহার করিলেন এবং যিনি অগ্নিতুল্য তখনজ্বলিতেছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রাজা ভীষ্মক নিজের বাক্যরূপ জলের দ্বারা শিক্ষন করিয়া শান্ত করিলেন। ১৯

ভীষ্মক বলিলেন,—দেবলোকেশ্বর ! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। লোকপাবক পরমেশ্বর ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি অজ্ঞানরূপী অন্ধকারে আবৃত আছি আপনি আমাকে জ্ঞানরূপী নেত্র প্রদান করুন। ২০

মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাংসচক্ষুর উপর দৃষ্টি রাখার কারণ অথবা কেবল স্থূলদর্শী হওয়ায় আমরা সম্যগ্ জ্ঞানলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি (আমাদের বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে), অতএব অবিচার পূর্বক কর্ম্ম করার জন্য আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ২১

আপনি দেবতাগণেরও দেবতা, আপনার শরণাগত হইয়া আমার বুদ্ধি উত্তম হউক এবং আমার সমস্ত কর্ম্মই যথাবিধিতে সম্পন্ন হউক। ২২

যেরূপ প্রধান সেনাপতি অযোগ্য সৈন্যদিগকেও নীতিপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে পারেন, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অসম্পন্ন কর্ম্মকেও ভাল্লুক্ত হইলে পর ফলদায়ক করিতে পারেন। ২৩

ভবন্তং শরণং প্রাপ্য ন ভিষাধতি মে ভয়ম্
যন্ময়া চিন্তিতং কার্য্যং তদ্ভবান্ শ্রোতুমর্হসি ২৪
ন বাসুমিচ্ছেৎ কন্যাং বৈ পার্থিবেভ্যঃ স্বয়ংবরে।
প্রসাদং কুরু দেবেশ ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

বচনেন কিমুক্তেন ত্বয়া রাজন্ মহামতে
স্বকন্যাং দাতুমে নেতি কোঽত্র নেতা ভবানঘ ॥ ২৬
না দেহীতি ন চাপ্যুচ্চৈঃ দদস্বেতি ন মে বচঃ।
রুক্মিণ্যা দিব্যমূর্ত্তিত্বং সম্বন্ধে কারণং মম ॥ ২৭
মেরুকূটে পুরা দেবৈঃ কৃতমংশাবতারণম্।
তদা নিসৃষ্টা শ্রীঃ পূর্ব্বং গচ্ছ ত্বং পতিনা সহ ॥২৮
মানুষ্যে কুণ্ডিনপুরে ভীষ্মকস্যাঙ্গনোদরে।
জায়স্ব বিপুলশ্রোণি প্রভাবেক্ষ্য চ বাসবম্ ॥ ২৯
তেনাহং বঃ প্রবক্ষ্যামি রাজন্নকৃতকং বচঃ
শ্রুত্বা স্বয়ং বিনিশ্চিত্য যদ্ যুক্তং তৎ করিষ্যতি ॥ ৩০

আপনার শরণাগত হওয়ায় আমাকে কোনও ভয়ই কষ্ট দিতে পারিতেছে না। আমি যে কার্য্য চিন্তা করিয়াছি, তাহা আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন। ২৪

দেবেশ! আমি স্বয়ংবরে আগত নৃপতিগণকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, ক্রোধ করিবেন না। ২৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মহামতে রাজন্! এত কথা বলিয়া কি লাভ? অনঘ! আপনি নিজের কন্যা কাহাকে দিবেন না দিবেন, এ বিষয়ে আপনাকে নিষেধ করিতে কে আছে? ২৬

'আপনি অন্যকে কন্যাদান করিবেন না, আমাকেই দান করুন' এই উভয় প্রকারের কথা বলাই আমার উচিত নয়। রুক্মিণী দিব্য রূপধারিণী দেবী, তাঁহার এই রূপটাই তাঁহার সহিত আমার ভাবী সম্বন্ধের কারণ। ২৭

পুরাকালে মেরুপর্ব্বতের শিখরে সমবেত দেবগণ নিজ নিজ অংশকে ভূতলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—দেবি! তুমিও নিজ পতির সহিত গমন কর এবং মনুষ্যলোকে কুণ্ডিননগরে রাজা ভীষ্মকের ভার্য্যার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ কর। বিপুলশ্রোণিতটপ্রভাবতী দেবি! ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি এইভাবে অবতীর্ণ হও ।২৮-২৯

রাজন্! সেইজন্য আমি আপনাকে এই স্বাভাবিক কথাই বলিতেছি, ইহাতে কৃত্রিমতা নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী নাম্নে কন্যা ন সা প্রাকৃতমানুষী
শ্রীরেষা ব্রহ্মবাক্যেন ভ্রাতা কেনাপি হেতুনা
ন চ সা মনুজেন্দ্রাণাং স্বয়ংবরবিধিক্ষমা।
একা দেকায় দাতব্যা ইতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩১
ন চ তাং শক্যসে রাজন্ যাচ্ঞাং দাতুং স্বয়ংবরে।
সদৃশং বরমালোক্য দাতুমর্হসি ধর্ম্মতঃ ॥ ৩২
অতোঽর্থং বৈনতেয়োঽয়ং বিঘ্নকারণহেতুনা
আগতঃ কুণ্ডিনপুরে দেবরাজেন চোদিতঃ ॥ ৩৩
অহং চৈবাগতো রাজ্ঞাং দ্রষ্টুকামো মহোৎসবম্
তাঞ্চ কন্যাং বরারোহাং পদ্মেন রহিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৪
ক্ষন্তব্যমিতি যৎ প্রোক্তং ত্বয়া রাজন্ মমাগ্রতঃ
মুক্তিপূর্ব্বমহং মন্যে কলুষায় ন পার্থিব ॥ ৩৫
পূর্ব্বমেব ময়াখ্যাতং যেনাস্মি বিষয়ে তব।
আগতঃ সৌম্যরূপেণ তেনৈব ক্ষান্তবান্ বিভো ॥ ৩৭

আপনার জন্য রুক্মিণী স্বয়ংই নিজের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া যাহা উচিত বুঝিবে, তাহা করিবে; কারণ আপনার এই কন্যা সাধারণ স্ত্রী নহে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী এবং কোনও কারণবশতঃ ব্রহ্মার কথায় এস্থানে আবির্ভূতা হইয়াছে। ৩০-৩১

এই কন্যা নরপতিগণের সম্মুখে স্বয়ংবর বিধি পালন করিবার যোগ্য নহে। এক কন্যাকে একই বরের হস্তে সমর্পণ করা উচিত—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তের মূলীভূত ধর্ম্ম। ৩২

রাজন্! আপনি সেই লক্ষ্মীকে স্বয়ংবরে দান করিতে সমর্থ হইবেন না। কোনও যোগ্য বরকে দেখিয়া ধর্ম্মপূর্ব্বক তাঁহারই হস্তে এই কন্যাকে সমর্পণ করা আপনার কর্ত্তব্য। ৩৩

সেইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই বিনতানন্দন গরুড় এই স্বয়ংবরে বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য কুণ্ডিনপুরে উপস্থিত হইয়াছে। ৩৪

আমি রাজাদের এই মহোৎসবকে এবং পদ্মরহিতা এই লক্ষ্মী-রূপা পরমসুন্দরী রাজকন্যাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় এস্থানে আসিয়াছি। ৩৫

রাজন্! পৃথ্বীনাথ! আপনি যে আমার সম্মুখে এই কথা বলিলেন, আমার অপরাধ ক্ষমা করা উচিত, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি; কারণ, ইহাতে কোনও দুষ্টতা নাই। ৩৬

বিভো! এবিষয়ে ত' আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি আপনার রাজ্যে সৌম্যরূপে আসিয়াছি (বিরোধী শত্রুরূপে নহে)। ইহাতেই আপনার বুঝা উচিত যে, আমি ক্ষমা করিয়াছি। ৩৭

ক্ষান্তেষু গুণবাহুল্যং দোষাপহরণং ক্ষমা
কথমস্মদ্বিধে রাজন্ কলুষো বসতে হৃদি ॥ ৩৮
কুলজে সত্ত্বসম্পন্নে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
তবাবৃত্তে কথং রাজন্ কলুষো ভূবি বর্ত্ততে ॥ ৩৯
ক্ষান্তোঽয়মিতি মন্তব্যা মম সেনাসহাগতম্।
ন চারঃ সেনয়া সার্দ্ধং যাস্যামি রিপুবাহিনীম্ ॥ ৪০
অকান্তশ্চারিসেনায়াং যাস্যামি দ্বিজবাহনে।
স্থিতঃ সোমার্কসঙ্কাশাস্তু রথানি কৈবহন্ ॥ ৪১
নাস্তোঽস্মাকং ত্বয়া রাজন্ বয়সা চ পিতা সমঃ
পালয়স্ব পুরীং সম্যক্ ক্ষত্রেষু পিতৃবদ্ বস ॥ ৪২
কলুষো নাম রাজেন্দ্র বসেৎ কাপুরুষেষু বৈ।
শূরেষু শুদ্ধভাবেষু কলুষো বসতে কথম্ ॥ ৪৩
জানীষ্বনেনা মে বৃত্তিঃ পুত্রেষু পিতৃবদ্ বয়ম্
ইমাবপি চ রাজানৌ বিদর্ভনগরাধিপৌ ॥ ৪৪

আতিথ্যকরণেচ্ছাকং স্বরাজ্যং হৃদতাবুভৌ।
তেন দানফলেনাস্ত দশ পূর্ব্বা দিবং গতাঃ ॥ ৪৫
ভবিষ্যাশ্চৈব রাজানঃ পুত্র-পৌত্রা দশাবরাঃ।
তেঽপি তত্রৈব যাস্যন্তি দেবলোকং নরাধিপাঃ ॥ ৪৬
অনয়োঃ সুচিরং কালং ভুক্ত্বা রাজ্যমকণ্টকম্।
যদভিলাষো মোক্ষস্য যাস্যেতে নির্বৃতিং শুভাম্ ॥ ৪৭
নরেন্দ্রাশ্চ মহাভাগা যেঽভিষেচিতুমাগতাঃ।
কালেন তেঽপি যাস্যন্তি দেবলোকং ত্রিবিষ্টপম্ ॥৪৮
অস্তি বোঽস্ত গমিষ্যামি বৈদর্ভেয়সহায়বান্।
নগরীং মথুরাং রম্যাং ভোজরাজেন পালিতাম্ ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা তু রাজানং ভীষ্মকং সত্যসঙ্গরঃ
রাজভিশ্চৈবমুপামন্ত্র্য বৈদর্ভং তাং বিসৃজ্য চ ॥ ৫০
সভাজিতস্তদা দেবৈঃ শক্রেণ বসুমদ্ভিরম্

রাজন্! ক্ষমাশীল পুরুষগণের মধ্যে বহু গুণ থাকে; কারণ, ক্ষমা সমস্ত দোষকেই হরণ করিয়া থাকে। আর আপনার ন্যায় পুরুষের হৃদয়ে কুভাব কি জন্য থাকিবে? ৩৮

রাজন্! আপনিও কুলীন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী। এ স্থলে আপনার ন্যায় পুরুষের হৃদয়ে কুভাব কি করিয়া থাকিবে? ৩৯

আমি সৈন্যসহ আসিয়াছি, সেইজন্য আপনার ইহা মনে করা উচিত যে, ইনি ক্ষমাশীল; কারণ, আমি কখনও শত্রুসৈন্যমধ্যে নিজের সৈন্যসহ প্রবেশ করি না। ৪০

যখন আমি অসহিষ্ণু হইয়া শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করি, তখন আমি শত্রুতে আরোহণ করিয়া রথ হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া থাকি। ৪১

রাজন্! আমার নিকট পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য, তিনি বয়সে আপনারই সমান। অতএব আপনিও আমার নিকট পিতারই তুল্য। আপনি নিজের পুত্রদিগকে যথাযথভাবে পালন করুন এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পিতার ন্যায় আদরণীয় হইয়া বাস করুন। ৪২

রাজেন্দ্র! কুভাব ত' কাপুরুষগণের মধ্যেই সদা থাকে, বিশুদ্ধ ভাবসম্পন্ন সৌর্য্যশালী বীরগণের মধ্যে কুভাব কিরূপে থাকিবে? ৪৩

আমার এই বৃত্তি (আচরণ) সর্ব্বথা কুভাববর্জ্জিত, ইহা অবগত হউন। আমরা পুত্রগণের উপর পিতৃবৎ স্নেহ করি। এই দুই বিদর্ভনগরের অধিপতি রাজা ও কৈশিকও এরূপ মতাবলম্বী। ৪৪

ইহারা উভয়ে আতিথ্য সৎকার করিবার সময় নিজেদের সম্পূর্ণ রাজ্যই আমাদের প্রদান করিয়াছেন। সেই দানের ফলে ইহাদের পূর্ব্বজাত দশ পুরুষ স্বর্গবাসী হইয়া রহিয়াছেন। ৪৫

ভবিষ্যতেও দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যে সব পুত্র-পৌত্র হইবে, সেই সব নরপতিরাও এই দানের ফলে দেবলোকে গমন করিবে। ৪৬

আর ইহারা দুইজনে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার পর যখন মোক্ষাভিলাষী হইবেন, তখন ইহারা সুখরূপ পরমানন্দপদ লাভ করিবেন। ৪৭

এই সব রাজা ও নরপতিগণ আমাকে অভিষেক করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইহারা সকলেও সময়-পূরণে দেবগণের নিবাসভূত স্বর্গলোকে গমন করিবেন। ৪৮

আপনি দেশে চলিয়া যান। এখন আমি শত্রুদের সহিত ভোজরাজ উগ্রসেনের দ্বারা পালিত রমণীয় মথুরাপুরীতে গমন করিব। ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,- জনমেজয়! রাজা ভীষ্মককে এই কথা বলিয়া, বিশেষতঃ সেখানে উপবিষ্ট রাজাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, অনুচরগণ দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজ ভীষ্ম ও কৈশিকের সহিত সভাভবন হইতে নির্গত হইয়া রথের নিকটে গমন করিলেন। ৫০

ততঃ প্রহৃষ্টো রাজর্ষির্ভীষ্মকঃ কিল কেশবম্ ॥ ৫১
তে সর্বে চ মহীপালা বিষণ্ণবদনাভবন্।
আত্মানং স্বাহভূবং রূপং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৫২
সহস্রপাদমক্ষীণং সহস্রভুজবিগ্রহম্।
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রমুকুটোজ্জ্বলম্
দিব্যমালাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্
দিব্যাভরণসংযুক্তং দিব্যানেকায়ুধায়ুধম্ ॥ ৫৪
কৃষ্ণং রক্তারবিন্দাক্ষং চন্দ্রসূর্যাগ্নিলোচনম্
দৃষ্ট্বা স রাজা রাজেন্দ্রঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫
বাঙ্মনঃকায়সংযুক্তঃ স্তোতুমারব্ধবাংস্তদা

ভীষ্মক উবাচ

দেবদেব নমস্তুভ্যং বিশ্বেশায় বৈ ॥ ৫৬
শ্বেতযজ্ঞবরাহায় নারায়ণ পরায়ণ।
স্বয়ম্ভুবে চ বিশ্বায় স্থাণবে বেধসায় চ ॥ ৫৭
পদ্মনাভায় কৃটিনে দণ্ডিনে পিঙ্গলায় চ।
হংসপ্রভায় হংসায় চক্ররূপায় বৈ নমঃ ॥ ৫৮
বৈকুণ্ঠায় নমস্তুভ্যং অজায় পরমাত্মনে
সদসদ্ভাবযুক্তায় পুরাণপুরুষায় চ ॥ ৫৯
পুরুষোত্তমায় যুক্তায় নির্গুণায় নমোঽস্তু তে
বরদো ভব মে নিত্যং ত্বদ্ভক্তায় সুরোত্তম ॥ ৬০
লোকনাথোঽসি নাথ ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বিনতাসুতম্

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুত্বা মহাদেবং নৃপাণামগ্রতো নৃপঃ ॥ ৬১
মহার্হমণিযুক্তাভির্বজ্রবৈদূর্যহাসিনম্
*শাতকুম্ভস্য নিচয়ং কৃষ্ণায় প্রদদৌ নৃপঃ ॥ ৬২
পুনশ্চক্রে নমস্কারং বৈনতেয়ে মহাবলে।

ভীষ্মক উবাচ

নমস্তুভ্যং খগেন্দ্রায় নমো মারুতরংহসে ॥ ৬৩
কামরূপায় দিব্যায় কাশ্যপায় চ বৈ নমঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি সংক্ষেপতঃ স্তুত্বা সৎকৃতা বরভূষণৈঃ ॥ ৬৪
ততো বিসর্জয়ামাস কৃষ্ণং কমললোচনম্।
অনুজজ্ঞুর্নৃপাশ্চৈব প্রস্থিতং বাসবানুজম্ ॥ ৬৫

যদসদ্ভাবযুক্তায় পুরাণপুরুষায় চ ॥ ৫৯
পুরুষোত্তমায় যুক্তায় নির্গুণায় নমোঽস্তু তে
বরদো ভব মে নিত্যং ত্বদ্ভক্তায় সুরোত্তম ॥ ৬০
লোকনাথোঽসি নাথ ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বিনতাসুতম্

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুত্বা মহাদেবং নৃপাণামগ্রতো নৃপঃ ॥ ৬১
মহার্হমণিযুক্তাভির্বজ্রবৈদূর্যহাসিনম্
*শাতকুম্ভস্য নিচয়ং কৃষ্ণায় প্রদদৌ নৃপঃ ॥ ৬২
পুনশ্চক্রে নমস্কারং বৈনতেয়ে মহাবলে।

ভীষ্মক উবাচ

নমস্তুভ্যং খগেন্দ্রায় নমো মারুতরংহসে ॥ ৬৩
কামরূপায় দিব্যায় কাশ্যপায় চ বৈ নমঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি সংক্ষেপতঃ স্তুত্বা সৎকৃতা বরভূষণৈঃ ॥ ৬৪
ততো বিসর্জয়ামাস কৃষ্ণং কমললোচনম্।
অনুজজ্ঞুর্নৃপাশ্চৈব প্রস্থিতং বাসবানুজম্ ॥ ৬৫

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়া রাজর্ষি ভীষ্মক অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং সেই সব ভূপতিগণের মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। ৫১।

যিনি সকলের আদিকারণ, স্বয়ম্ভুরূপ, দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা বন্দিত, সহস্রচরণযুক্ত, সহস্রনেত্রবিভূষিত, সহস্রবাহু-শোভিতবিগ্রহ (শরীরধারী,) সহস্রমস্তক সম্পন্ন ও সহস্র মুকুটে প্রকাশমান, যিনি দিব্যমালা ও দিব্য বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ অনুলেপনে অলঙ্কৃত, দিব্যাভরণে বিভূষিত, যিনি দিব্য অনেক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া ধারণ করত বিরাজমান থাকেন এবং চক্র, গদা ও অসি যাঁহার নেত্র, সেই অরুণকমলনয়ন রক্তেক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিয়া রাজা ভীষ্মক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। এইরূপে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা প্রণাম করত তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ৫২-৫৫।

ভীষ্মক বলিলেন,—দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বেশ ও অক্ষয়রহিত, আপনাকে নমস্কার। নারায়ণ! আপনি সকলের পরম আশ্রয়। আপনি স্বয়ম্ভুর, আদিদেব, আপনাকে নমস্কার। ৫৬।

আপনি স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), বিশ্বরূপ, স্থাণু (মহাদেব অথবা বৃক্ষ প্রভৃতি), বেধস্ (বিধাতা,) পদ্মনাভ, জটাধারী, পিঙ্গলবর্ণ সকাশে, হংসরূপ ও চক্ররূপ। আপনাকে নমস্কার। ৫৭-৫৮

আপনি বৈকুণ্ঠধামের অধিপতি, অজন্মা এবং পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনিই সদ্ভাব ও অসদ্ভাবযুক্ত, আপনিই পুরাণপুরুষ, আপনাকে নমস্কার। ৫৯

আপনি যোগযুক্ত পুরুষোত্তম ও নির্গুণ পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার ভক্ত। আপনি আমার প্রতি সদা বরদায়ক হউন। নাথ! আপনিই সমস্ত লোক-সমূহের নাথ—সংরক্ষক। আত্মজ্ঞানিগণের 'বিষ্ণু'-(সর্বব্যাপী পরমাত্মা)-ও আপনিই। ৬০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা ভীষ্মক সমস্ত নরপতিগণের সম্মুখে বহুমূল্য মণি ও মুক্তাসমূহের দ্বারা বজ্র এবং বৈদূর্যমণিকেও উপহাসকারী দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণরাশি উপহার প্রদান করিলেন। তাহার পর মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কেও নমস্কার করিলেন। ৬১-৬২।

ভীষ্মক বলিলেন,—যাঁহার বেগ বায়ুর সমান, যিনি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করেন, যিনি দিব্যস্বরূপ এবং কশ্যপমুনির পুত্র, সেই পক্ষিরাজ গরুড়কে নমস্কার নমস্কার। ৬৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে সংক্ষেপেই গরুড়ের স্তুতি করত উত্তম আভরণসমূহের দ্বারা সৎকার করিবার পর রাজা ভীষ্মক কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন। ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র প্রস্থান করিলে পর বহু রাজা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ৬৪-৬৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

বস্তু-শক্তি কখনও শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে না। নাইট্রীক এসিড অশ্রদ্ধা ক'রে গায়ে ঢাললে শরীর দগ্ধ হয়, ঘৃণা করে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, অশ্রদ্ধা করে বিষ খেলে অনিবার্য্য যখন মৃত্যু হয় তখন শ্রীভগবানের নাম যে কোন প্রকারে গ্রহণ ক'রলে মানুষ কৃতার্থ হবেই।

(২)

মাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা মানুষ কৃতার্থ হবেই। শব্দ হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে একথা বেদে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। শ্রুতিতে শব্দকে প্রাণস্পন্দন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সকলই শব্দসম্ভূত। সেই শব্দব্রহ্ম মানব শরীরে মূলাধারে পরা, নাভিতে পশ্যন্তি, হৃদয়ে মধ্যমা, মুখে বৈখরীরূপে খেলা করে।

(৩)

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হতে এ ভূত জন্মেছে, আনন্দে জীবিত আছে, শেষে প্রয়ান ক'রে আনন্দেই প্রবিষ্ট হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই পরমানন্দ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না জ্ঞানে-অজ্ঞানে সকলেই সেই হারানো আনন্দের সন্ধান ক'রছে।

শ্রী শ্রীঠাকুরের বাণী

২১

যিনি সংসার হরণ করেন তিনি নারায়ণ, অজ্ঞান হরণ যিনি করেন তিনি শিব, দুর্গতিহরণকারিণী দুর্গা, বিঘ্ন হরণ যিনি করেন তিনি হরি সূর্য্য। 'হরে' এই পদটি পঞ্চোপাসকেরই স্বীয় ইষ্ট-দেবতার সম্বোধন পদ।

[২]

সৃষ্টিমুখী গতিতে বৈখরী বাক্ সংসার রচনা ক'রছেন। জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ ক'রে যখন জীব বহির্মুখতার জ্বালায় অস্থির হয়ে কেন্দ্রাভিমুখে ফিরতে চায়, তখন বাক্‌কে অবলম্বন ক'রেই কেন্দ্রে ফিরে আসতে হয়।

[৩]

হৃ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় ক'রে 'হরি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা। মহাজনগণ বলেন—যিনি পাপ হরণ করেন তিনি হরি।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি. হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রধর্মবাণী প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রিত